সংখ্যা - ১ - ৫০,
১৩৪৬ - ১৩৪৭

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অষ্টাদশ বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১৩৪৬ শ্রাবণ হইতে মাঘ ১৩৪৬)

—(০)—

সমস্ত-সম্পাদক

মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

—::—

ঢাকা মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ
ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৩

অষ্টাদশ বর্ষ 'গৌড়ীয়', পূর্ব্বার্দ্ধের
প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

বর্ষারম্ভে-মঙ্গলাচরণ ১।১

শিক্ষাষ্টক (শিক্ষাষ্টক-বঙ্গভাষা) [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।২

শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ ১।৯,২-৩।৩২,৪।৫৩, ১০।১৪৮

শ্রদ্ধা কি হৈতুকী ? ১।৮

লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ-পত্র ১।৯

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসলীলা ১।১১

অধোক্ষজ সেবোন্মুখিক্রম ও আধ্যক্ষিকবিচার [ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর] ১।১৩

প্রচার-প্রসঙ্গ [বম্বেতে শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী ও শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী, কলুরে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাস ব্রহ্মচারী ; রংপুর জেলার বিভিন্নস্থানে উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী ও ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের দুইটি সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণরাগতীর্থ মহোদয়ের বক্তৃতা ; ময়মনসিংহে মহো-পদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্, মহোদয় কর্ত্তৃক পরলোকগত উকীল মহিমচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল্, মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ; শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব—২২।৩৩ ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন ; মুসৌরীতে শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় মহাশয়ের প্রচারকার্য্য ।] ১।১৫-১৬

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—তৃতীয় প্রবন্ধ (ভক্তির স্বভাব-বিবেক) [ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ২-৩।১৭

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম [স্থান—শ্রীচৈতন্য-মঠের অধিষ্ঠাহরণ নাট্যমন্দির ; ২৪।৭।৩১] ২-৩।২২

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় [উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ-সঙ্কলিত] ২-৩।২৫

ভাগবতধর্ম্মযাজনকারীর বিচার [ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ] ২-৩।৩১

সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলার পরে শ্রীল আচার্য্যদেব ২-৩।৩৮

"ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ" [নব প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ] ২-৩।৪০

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—চতুর্থ প্রবন্ধ (ভক্ত্যধিকার-বিবেক) [ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৪।৪১

জীবৈবদুখ্যের পরিণাম ও তদ্দূরীকরণোপায় [নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ] ৪।৪৬

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা [সারস্বত শ্রবণ-সদন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ; ৩।১১।৩৮] ৪।৪৯

প্রচার-প্রসঙ্গ [কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, মহামহো-পদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের হরিকথা-আলোচনা, বেঙ্গুয়ে শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রজবাসী প্রমুখ সেবকবৃন্দ, চট্টগ্রামে উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী ও যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত পিলিভিতে শ্রীপাদ সত্য-নারায়ণ দাসাধিকারী কর্ত্তৃক প্রচার ; পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহারাজ জেপুরের মহারাজ বাহাদুর ও ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত গোলকচন্দ্র রায় মহোদয়ের আগমন ; ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের দুইটি সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণরাগতীর্থ মহোদয়ের বক্তৃতা ; হাওড়া জেলার অন্তর্গত ত্রিপুরাপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীপাদ জগন্নাথ বসাক দাসাধিকারী মহোদয়ের নির্য্যাণসংবাদ—১০।৮।৩৯] ৪।৫৫

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা (সমগ্র উপদেশামৃতের তাৎপর্য্য) [শ্রীসারস্বত-প্রবন্ধসদন, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ; ৫।১১।৩৮]	৫।৫৭,৬-৭।৭৩
শ্রৌত বিচার [ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]	৫।৬৩
গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ [ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৫।৬৬
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব	৫।৬৮
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ	৫।৬৮
প্রচার-প্রসঙ্গ [কার্ত্তিক শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট মহামহোৎসব—১।৬।৩৯ ; চট্টগ্রামে উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকল্প ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী ও এলোর সহরের টাউন-হলে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক মহোদয়ের বক্তৃতা ; যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী, বম্বে নগরীর ঘাটকোপরে উপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পুরীতে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান ও কলিকাতা গোস্বামিলাইব্রেরীর জমিদারভবনে শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রীজীর ; বক্তৃতা; বিভিন্ন মঠের নিয়মিত সেবাপূজানুষ্ঠানের সংবাদ; ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণরাগতীর্থ মহোদয়ের বক্তৃতা ; শ্রীবৃন্দাবিহারী মঠে ভরতপুরের মহারাজ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং বাহাদুর মহোদয়ের আগমন]	৫।৬৯-৭০
ত্রিবিধ অধিকারীর কর্ত্তব্য [নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]	৬-৭।৭৭
শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী	৬-৭।৭৯
বহুরূপী নির্ব্বিশেষবাদের দুই একটি রূপ (বৈষ্ণবের স্বরূপ ও বিশ্বরূপ-দর্শন)	৬-৭।৮২
শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্য [নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬-৭।৯২
লীলা-পুরুষোত্তমের অবির্ভাব [প্রাপ্ত]	৬-৭।৯৭
গ্রন্থ-সমালোচনা (শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রকাশঃ)	৬-৭।১০১
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ	৬-৭।১০২
বিবিধ প্রসঙ্গ [ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্সের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়ের হরিকথা-কীর্ত্তন ; গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়ের বিভিন্ন গ্রন্থসম্পাদন কার্য্য ; ভারত ও ভারতের বাহিরে সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর অবির্ভাব ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথি পালন ; রেঙ্গুনের বিভিন্নস্থানে শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রচার, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী মহোদয়ের হরিকথা ; দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাবতিথি-পূজা-উৎসব ; ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ মহোদয়ের বক্তৃতা ; ঢাকা জিলার বাঁশরাটী গ্রামের জমিদার রাইমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্বধাম-প্রাপ্তি]	৬-৭।১০৩
গুরু-পাদাশ্রয় [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]	৮।১০৬
শ্রীশ্রীআচার্য্য-বন্দনা	৮।১০৭
শ্রীশ্রীল-আচার্য্যদেবপ্রণতিঃ	৮।১০৮
শ্রীশ্রীআচার্য্যবন্দনা-সম্বন্ধে	৮।১০৯
শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব	৮।১০৯
"যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে"	৮।১১২
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্	৮।১১৪
শ্রীশ্রীআচার্য্য-বন্দনা [প্রকট-তিথি উপলক্ষে কবিতা]	৮।১১৫
শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রকট-তিথি	৮।১১৬
শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীউপদেশামৃতের উপসংহারের ব্যাখ্যা [শ্রীসারস্বত-প্রবন্ধ-সদন, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ; ৫।১১।৩৮]	৮।১১৭
আশীর্ব্বাণী [শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ]	৮।১২২

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
"বাসুদেবামৃত-হস্তে থাকিয়া তো সদা লহ নাম"	৮।১২২
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী	৯।১২৩
"এ যুগে যদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ না আসিতেন ?"	৯।১২৪
বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীল ভক্তিবিনোদ	৯।১২৯
সারগ্রাহী বৈষ্ণব [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "রিফ্লেক্‌শন্" নামক ইংরাজী কাব্যের পদ্যানুবাদ]	৯।১৩৩
শ্রীলভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায় ও শ্রীল আচার্য্যদেব [শ্রী]	৯।১৩৫
শ্রীগুরুতত্ত্বমালা [মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু-সঙ্কলিত, নব-প্রকাশিত গ্রন্থ]	৯।১৪০
বহুরূপি-আত্মবঞ্চনা	১০।১৪১
ঐকান্তিক হরিভজন [ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]	১০।১৪৩
তবাটবী	১০।১৪৪
বৈষ্ণবমক্ষুষা-সমাহৃতি (ঈক্ষু)	১০।১৪৭
শ্রীশ্রীআচার্য্য-কথা-প্রসঙ্গ [শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ; ১৯।১০।৩৮]	১০।১৫০
শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহামহোৎসব [শ্রীধামমায়াপুর, কলিকাতা, রেঙ্গুন, ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থানের বিভিন্ন মঠ-সমূহে হরিকীর্ত্তনমুখে 'শ্রীশ্রীগুরুপূজা' মহামহোৎসব-অনুষ্ঠানের সংবাদ, ১৮।১০।৩৮]	১০।১৫৪
সাত্বতশ্রাদ্ধ [ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবদত্তাত্রেয়বিপ্রহরদাস বিদ্যারত্ন বি-এ মহোদয়ের সহ-ধর্ম্মিণী ও ফরিদপুর কাঁচিকাটা-নিবাসিনী জনৈকা দীক্ষিতা মহিলার পিতৃশ্রাদ্ধ]	১০।১৫৪
ব্যক্তিত্ব	১১।১৫৫
বৈষ্ণবধর্ম্মে জিজ্ঞাসামালা	১১।১৫৭
শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-কথা-প্রসঙ্গ	১১।১৬৪
শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-মহামহোৎসব [কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত উৎসবের বিবরণ, ২৬।৯।৩৯]	১১।১৬৬
শ্রীমদ্ভাগবত [ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]	১২।১৬৭
"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ" [শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত সিদ্ধান্তের অনুবাদ]	১২।১৭১
কার্ত্তিক-ব্রত [ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১২।১৭৪
প্রতিবাদ [শ্রীঅরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]	১২।১৭৫ ; ১৪-১৬।২৩০
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদা-বির্ভাব-কীর্ত্তন-মহোৎসবানুষ্ঠান	১২।১৮২
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী	১৩।১৮৩
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ	১৩।১৮৪
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-সাহিত্যে অবতারবাদ	১৩।১৮৮
বঙ্গের শারদোৎসব	১৩।১৯২
ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব [ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীলআচার্য্যদেবের শুভবিজয়—১৪।১০।৩৯]	১৩।১৯৫
শ্রীগৌড়ীয় মঠ [ফৌজদারী মামলার রায়]	১৩।১৯৫
প্রচার-প্রসঙ্গ [চট্টগ্রাম শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে শ্রী-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব ; আসামবাসী ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী', 'শ্রীনন্দোৎসব', 'শ্রীগুরু-পূজোৎসব' ও 'শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাবোৎসব' সংকীর্ত্তন-মুখে সম্পাদন ; গৌড়ীয়-মিশনের সম্পাদক মহামহোপ-দেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম্-এ, মহোদয়ের লিখিত 'Government Religious Association' 'Is all activity-worship ?' শীর্ষক প্রবন্ধ-সমূহ যথাক্রমে 'Sunday Advance' (July 9 1939), 'The Dharmarajya (July 20, 1939 'The Bharat Dharma' (August, 1939) সংবাদ-পত্রসমূহে প্রকাশিত এবং দৈনিক 'মাতৃভূমি'তে (১৮ আষাঢ়, ১৩৪৬ বাং) "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত "মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য ঐ সকল পত্রিকা-সম্পাদকবর্গকে ধন্যবাদজ্ঞাপন]	১৩।১৯৯
ভ্রম-সংশোধন	১৩।১৯৮, ২৪।৩০
শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাটে শ্রী আচার্য্যদেব [১০।১০।৩৯]	

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীল আচার্য্য-কথা-প্রসঙ্গ [শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ; ১০।১০।৩৯] ১৪।২০৮

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ঊর্জ্জব্রত ১৪।২১০

সাময়িক-প্রসঙ্গ [ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিকালে স্বয়ং তাঁহার তত্ত্বাবিধানে বার্ষিক-মহোৎসব-আরম্ভ—২২।১০।৩৯ ; ময়মনসিংহ জেলার রামমৃত্তগ্রামে শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রের ভক্তিশাস্ত্রী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের হরিকথা-প্রচার ; পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপদেষ্টক শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের হরিকথা-কীর্ত্তন ; নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে ও লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির প্রফেসার শ্রীযুক্ত পি, কে, বাগচীজী ও ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের হরিকথা-কীর্ত্তন ; দিল্লীতে উপদেষ্টক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয়ের হরিকথা-প্রচার।] ১৪।২১১-২১২

লিপিকর-প্রমাদ ১৪।২১২

নিমন্ত্রণ-পত্র [ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-মহোৎসব—২২।১০।৩৯] ১৪।২১৩-২১৪

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত ১৪-১৬।২১৫

রিপু * ১৫-১৬।২১৯

ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ] ১৫-১৬।২২২

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীআচার্য্যবাণী [১০।১০।৩৯] ১৫-১৬।২২৪

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম [ঢাকা, শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ ; ১৮।১০।৩৯] ১৫-১৬।২৩৪

প্রচার-প্রসঙ্গ [ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্য-দেবের নিকট অধ্যাপক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র সেন এম্-এ, অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীপাদ বল্লভ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভৃতি বহু সজ্জন-ব্যক্তির হরিকথা-শ্রবণ—১৮।১০।৩৯ ; শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক ঢাকা কমলাপুরের শ্রীগোপালজী মঠ দর্শন—১৯।১০।৩৯ ; কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উত্তরত ; চট্টগ্রাম শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয় ও শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাটে শ্রীল আচার্য্যদেব—২০।১০।৩৯, তথায় তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা ও গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা ; চট্টগ্রাম হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন—২১।১০।৩৯, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব—২৩।১০।৩৯] ১৫-১৬।২৩৯-২৪০

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম [ঢাকা, শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ ; ২০।১০।৩৯] ১৭-১৮।২৪১

"জিয়ড়নৃসিংহ" ও "পালানৃসিংহে" ১৭-১৮।২৪৪

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত [ঢাকা, শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ ; ১৯।১০।৩৯] ১৭-১৮।২৪৫

ক্রিয়াবাক্য ও আনুগত্য ১৭-১৮।২৪৬

ঊর্জ্জব্রত ও বিরহমহামহোৎসব [ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে (জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বিবরণ) ও শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অনুষ্ঠিত ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-সম্বন্ধে ঢাকার সংবাদপত্রসমূহের প্রতি-ধ্বনি—"স্বরাজ-শাসন", ২৪।১১।৩৯ ; "The East Bengal Times", ২৪।১১।৩৯; "পক্ষান্তরে", ৪।১১।৩৯] ১৭-১৮।২৪৯

বিভিন্ন মঠে অন্নকূট-মহোৎসব [শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে, রাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণবিহারীমঠে, গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে, দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয় মঠে, শ্রীমাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে ও বম্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠে] ১৭-১৮।২৬২

বিবিধ প্রসঙ্গ [শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বিভিন্ন মঠ ও তীর্থস্থান-পরিদর্শন ও হরি-কথা-প্রচার ; শ্রীনক্তেতবিহারী মঠে স্বধামগত বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের সাম্বৎসরিক] ১৭-১৮।২৬৪

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী ১৯।২৬৪

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক "আত্মায়ঃ প্রাহ"-শ্লোক-ব্যাখ্যার মর্ম্মানুসরণ ১৯।২৬৮

"ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাসসম্মত ?" ১৯।২৭১, ২০।২৮৫

* এই প্রবন্ধটি ভ্রমক্রমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত।

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

হরিকথা কাহার জন্য ? [গৌড়ীয়ের জনৈক পাঠক-লিখিত] ১১।২৭৪

বিবিধ-প্রসঙ্গ [ব্রজমণ্ডলে শ্রীল আচার্যদেবের ঊর্দ্ধব্রত-উদ্‌যাপন-লীলা-প্রকটন ও হরিকথা-কীর্ত্তন ; শ্রীল ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বিরচিত 'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু' গ্রন্থ-সম্বন্ধে সাধারণ সংবাদপত্রে প্রশস্তি,—'Bombay Chronicle', 24/9/39;Indian Literary Review' Vol. x No. 6, August, 39; ব্রহ্মদেশে গোবর্দ্ধনপূজার সংবাদ—'The Rangoon Daily News' 17/11/39] ১১।২৭৮

প্রচার-প্রসঙ্গ [দার্জ্জিলিংএ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, গয়ামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-ভবন-সদনের সেবকবৃন্দ ও পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণের প্রচার ; কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডি-পাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের 'রাসলীলা' সম্বন্ধে বক্তৃতা—২৬।১১।৩৯ ; কলিকাতার 'হরিসাধন-সঙ্ঘে' শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যা] ১১।২৭৯

ত্রুটী-স্বীকার ১১।২৮০

শ্রৌতবাণী ২০।২৮১

প্রশ্নোত্তরগুচ্ছ [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ২০।২৮২

বৈষ্ণবের স্বতঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব [নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ] ২০।২৯১

ছাত্রদের প্রতি কি নীতি পালনীয়া ? ২০।২৯৩

নিমন্ত্রণ-পত্র [শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-উৎসব] ২০।২৯৪

বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহোৎসব—১০।১২।৩৯ ; পুরীতে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী মহোদয়ের নিকট উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বিশ্বনাথ দাস ও মন্ত্রী বাবু বিচিত্রানন্দজীর হরিকথা-শ্রবণ ; রেঙ্গুনে গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের হরিকথা-প্রচার : গয়ামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাজ-গোপাল সুবুদ্ধি মহাশয়ের প্রচার; চট্টগ্রামের বিভিন্নস্থানে

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য পুরাণতীর্থ মহোদয়ের পাঠ-কীর্ত্তন ও ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণবিদ্যালঙ্কার প্রভুর বক্তৃতা ও হরিকথা-কীর্ত্তন; ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে ও লক্ষ্মী-বাজার স্থিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সাহা বি-এল মহোদয়ের বাসভবনে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ; লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্থান-পরিবর্ত্তন] ২০।২৯৫

মুদ্রাকর-প্রমাদ ২০।২৯৬

মায়াবাদকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বা 'নাস্তিক্যবাদ' বলা কি অসঙ্গত ? ২১।২৯৭

"প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক্যবাদ" সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ২১।৩০৫

কপটতা [১লা পৌষ (১৩৬৬) রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়' সম্পা-দকের বক্তৃতার মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত] ২১।৩০৯

বিবিধ-প্রসঙ্গ [চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীপাদ ত্রিকুলনেশ্বর ব্রহ্মচারী ও উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকল্প ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি সেবকগণ কর্ত্তৃক হরিকথা প্রচার ; শ্রীধাম মায়াপুরে ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর— ১৫।১২।৩৯] ২১।৩১২ (ক)

'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার ফল [গৌরাব্দ ৪৪৩ বর্ষপূর্ত্তি, শ্রীশ্রীগৌর-জন্ম-বাসরে অনুষ্ঠিতা] ২১।৩১২ (খ)

বিজ্ঞাপন [শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গৌড়ীয়-মিশনের সভাগণের সাধারণ সভার অধিবেশন উপলক্ষে—৩০।১২।৩৯) ২১।৩১২ (গ)

বিরহ তিথির প্রাকট্যত্রয় ও শিক্ষা ২২।৩১১

শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি হইতে আমি কতটা দূরে ! ২২।৩১৭

শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী ২২।৩২৪

"জীবনের অর্ঘ্য" ২২।৩২৫

পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-প্রচারে শ্রীল আচার্য্য-

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

দেবের সেবা ও জগতের দান [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ-লিখিত] ২২।৩২৮

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীসমাধি-পীঠে বিরহ-উৎসব ২৩।৩৩১

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম"-সম্বন্ধে আদালিক মতবাদ-নিরাস ২৩।৩৪৩

আচার্য্য-বিরোধিদলের অপচেষ্টা ও তৎপ্রতিকার [Order under Section 144 Cr. P. C—28-12-39. ; Extacts from the order passed by the Deputy magistrate of Nadia u/s 144 Cr. P. C.—28-12-39] ২৩।৩৫০

প্রচার-প্রসঙ্গ [লক্ষিপাতের টাঙ্গন, নরসাপুর ও ভীমা-ভরমে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ রাধাগোপাল সুবুদ্ধি, গঞ্জামে শ্রীত্রিভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারীজী ও নক্ষৌর বিভিন্নস্থানে শ্রীসত্য-নারায়ণ দাসাধিকারীজীর প্রচার ; কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয়ের "সৎ ও অসৎ সঙ্গ" সম্বন্ধে বক্তৃতা] ২৩।৩৫২

বিরহ-মহোৎসব [কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ- মহামহোৎসব ; ৩০।১২।৩৯] ২৩।৩৫৩

নবপ্রকাশিত-গ্রন্থত্রয় [শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরচিত "শরণাগতি" (পঞ্চদশ সংস্করণ) ; ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-বিরচিত "His Divine Grace Srila Prabhupad", "Thakur Bhaktibenode" (A short sketch of His life and teachings)] ২৩।৩৫৩

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি [মহামহোপদেশক শ্রীমৎসুন্দরা-

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

নন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত "শ্রীচৈতন্যদেব" ও "ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ" গ্রন্থদ্বয়-সম্বন্ধে "The Teachers' Journal" (শিক্ষা ও সাহিত্য) December, 1939. সংখ্যায় প্রকাশিত অভিমত] ২৩।৩৫৪

সাত্বত-শ্রাদ্ধ [নারায়ণগঞ্জ থানপুরগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত কুসুমবিহারী চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধ-কার্য্য] ২৩।৩৫৪

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম [যোগপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, ১৭।২।৩৮] ২৪।৩৫৫

সৎ ও অসৎ সঙ্গ ['গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা ; গৌড়ীয় মঠ কলিকাতা—১১।৪০] ২৪।৩৬০

প্রতিবাদ [ত্রিদণ্ডিবিরুদ্ধ মতবাদ] ২৪।৩৬৬

বিরহ-মহোৎসব [শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব—পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ; শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠে ও হরিদ্বার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠে অনুষ্ঠিত ; সংবাদ-পত্রের প্রতিধ্বনি,—The Hindu, January, 1940] ২৪।৩৬৮

বিবিধ-প্রসঙ্গ [রেঙ্গুনের বিভিন্নস্থানে গৌড়ীয় মঠের সেবক বৃন্দ ; নদীয়ার শ্রীপাদ ঈশানপ্রভু-দাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর প্রচার, মসুলিপট্টনের বিভিন্ন স্থানে পাঠ ও বক্তৃতা, বঙ্গের অন্তর্গত আড়ুয়াপুর, পাইকপাড়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণের বক্তৃতাদি ; শ্রীধাম মায়াপুরে বিশিষ্ট দর্শক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুল-চন্দ্র সেন এম্-এল্-এ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ; স্বধাম-প্রাপ্তি—বাঁকুড়া গোলকপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গোস্বামী ;] ২৪।৩৬৯-৩৭০

অষ্টাদশ বর্ষার্দ্ধের পুনরাবৃত্তি ২৪।৩৭১

প্রতিবাদ [ত্রিদণ্ডিবিরুদ্ধ মতবাদ] ২৪।৩৭৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্তরাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়টৈষ্ণব-সম্প্রদায়টৈষ্ণব-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মহাসঙ্ঘ-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অষ্টাদশ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৪৬ মাঘ হইতে শ্রাবণ ১৩৪৭)

———:(০):———

সঙ্ঘ-সম্পাদক

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

———:০:———

ঢাকা মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভুদাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ
ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অষ্টাদশবর্ষ 'গৌড়ীয়', উত্তরার্দ্ধের

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
স্নিগ্ধ ও নিষ্কপট সেবকের ভজন কি ?	২৬।৩৭৯
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [Thakur Bhaktivinode Research Institute, শ্রীধাম মায়াপুর ; ১৮।২।৩৬]	২৬।৩৮৫
বৈষ্ণবমহুয়া-সমাপ্তি	২৬।৩৯১
বিবিধ-প্রসঙ্গ [হাওড়া জেলায় শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী, দিল্লীতে শ্রীপাদ পঞ্চপাল্পবন্ধুবর ভক্তিপ্রসূন, শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, পাটনায় গৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ, নেল্লোড়ালুতে (মাদ্রাজ) শ্রীপাদ ব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ এবং শিন্মানাতে (ব্রহ্মদেশ) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের প্রচার ; সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি—"Sunday Times", (7. 1. 40.) পত্রে প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয়-বার্ষিক-বিরহ-মহামহোৎসবের সংবাদ ; 'The Rangoon Daily News', (16. 1. 40.) পত্রে রেঙ্গুন 'দুধাবাড়ী'-মন্দিরে অনুষ্ঠিত পাঠ-কীর্ত্তনের সংবাদ ; শ্রীধাম-মায়াপুরে বিশিষ্ট-দর্শক—সপরিবারে সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কে. সি. মুখার্জ্জী ; স্বধাম-প্রাপ্তি—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বসু, ১৫।১।৪০]	২৬।৩৯২
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর; ১৯।২।৩৬]	২৭।৩৯৫
তর্কবাগীশের স্বজাতি-প্রীতি !	২৭।৪০১
বিবিধ-প্রসঙ্গ [ময়মনসিংহ , মজিদপুর গ্রামে ২৬।১।৪০ তারিখে পরমহংস শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকট গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দকর্ত্তৃক প্রদত্ত হরিকথার তাৎপর্য্য ; সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ—শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র বর্ম্মা মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধ-কার্য্য ; প্রচার-প্রসঙ্গ—পুরুষোত্তমে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী]	২৭।৪০৯
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীযোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর ; ২০।২।৩৬]	২৮।৪১১
গুরুদাস [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]	২৮।৪১৯
বাগ্‌দেবীর পূজা [উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ কাব্যপুরাণ রাগতীর্থ]	২৮।৪২০
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা [শ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথি-উপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্র—২৭।২।৪০]	২৮।৪২৫
প্রচার-প্রসঙ্গ [পুরুষোত্তমে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, ময়মনসিংহে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর পাড়ি বি-এ. মেদিনীপুরে শ্রীপাদ ধামবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী, বোম্বে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, নিউ দিল্লীতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ ও শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারীর প্রচারকার্য্য, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে বিশিষ্ট-দর্শক—খরসোয়ান ষ্টেটের সপরিবার রাজা শ্রীরামচন্দ্র সিংহ দেও বাহাদুর ও কণিকা ষ্টেটের যুবরাজ বাহাদুরের পত্নী ।]	২৮।৪২৫
নির্য্যাণ-সংবাদ [সেবক শ্রীপাদ কর্ণধারদাস—২৭।১।৪০ ; শ্রীমান্ কান্তিময় নাগ—৩২।৪০]	২৮।৪২৬
শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব	২৯-৩০।৪২৯
'পঞ্চপ্রদীপ' (পদ্য) [শ্রীঅর্পণা দেবী]	২৯-৩০।৪৩১
গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা [শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, ২০শে মাঘ, ১৩৩২]	২৯-৩০।৪৩২
শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ	২৯-৩০।৪৩৮
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর; ২১।২।৩৬]	২৯-৩০।৪৩৯
শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা	২৯-৩০ ৪৪৪
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মবন্দনা ['গৌড়ীয়'-	

প্রবন্ধের নাম সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

সম্পাদকের নিবেদন হইতে ; পান—আলালনাথের শ্রীবিগ্রহের প্রসাদ (পুরী) ; ২৪।৮।৩০] ২৯-৩০।৪৪৫

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা-সম্বন্ধে বিতর্ক ২২-৩০।৪৪৯

উপাখ্যানে উপদেশ (প্রথম ভাগ) ২৯-৩০।৪৫১-

নিমন্ত্রণ-পত্র [শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-সম্বন্ধে] ২৯-৩০।৪৫৩

বিবিধ প্রসঙ্গ [প্রচার-প্রসঙ্গ—ব্রহ্মদেশে শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মবাসী প্রভু ও অন্ধ্রদেশে শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারীজী কর্তৃক প্রচার ; ঢাকা শ্রীমদ্ভ গৌড়ীয়মঠে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয়ের 'গুরুদাসের কর্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা ; মেদিনীপুরের বিভিন্নস্থানে শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস প্রভুর প্রচার ; ঢাকায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও শ্রীল অদ্বৈতাচার্য প্রভুর আবির্ভাবোৎসব ; শ্রীমন্মধ্বাচার্যের অপ্রকট-মহোৎসব ; শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীপাদ কর্ণধারদাস প্রভুর বিরহোৎসব ; শ্রীচৈতন্যমঠে ও শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠান-সমূহে 'জন্ম' বা 'ঠৈমী' একাদশী, শ্রীবরাহদ্বাদশী-ব্রত ও শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী-তিথি পালন ; শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ষট্‌ষষ্টিবর্ষ-পূর্তি-আবির্ভাব-তিথির সূচনা ; সাম্বত-শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্‌ এ, বি-এল মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাম্পিয়রের বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ) ; দ্রষ্টব্য ('উপখ্যানে উপদেশ' গ্রন্থ সম্বন্ধে)] ২৯-৩০।৪৫৪

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধামমায়াপুর ; ২২।২।৩৬] ৩১।৪৫৭

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম ৩১।৪৬২

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ৩১।৪৬৪

শ্রীব্যাসপূজা বাসরে 'বিজ্ঞপ্তিপ্রসূনাঞ্জলি' [শ্রীমদাদি-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী] ৩১।৪৬৭

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী ৩১।৪৬৮

তর্কবাগীশের বক্তব্য-সমাপ্তি [শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী] ৩১।৪৬৯

প্রচার-প্রসঙ্গ [কাশীতে শ্রীদানাঢ্য-গৌড়ীয়মঠে সেবকবৃন্দ ও জেমুন সহরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের প্রচার্থি ; জেমুন গৌড়ীয়মঠে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের আবির্ভাবোৎসব ; উড়িষ্যায় শ্রীবৈষ্ণবরাজ-সভার সেবকগণ] ৩১।৪৭০

শ্রীব্যাসপূজোৎসব [শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যান্য মঠসমূহে] ৩১।৪৭০

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-বিরচিত-গ্রন্থ] ৩১।৪৭২

মুদ্রাকর-প্রমাদ ৩১।৪৭২ ; ৪২।৬৬২ ; ৪৯।৭৭৬ ;

শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহ স্মৃতি-সংকীর্তনোৎসব ৩২।৪৭৩

সেবাবীর মহামহোপদেশক শ্রীলভক্তিসুধাকর প্রভু ৩২।৪৭৪

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব ৩২।৪৯২

পরসাহিত্যে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ৩২।৪৯৪

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর রচিত একটি পদ্য [শ্রীল প্রভুপাদের ৪৭তম আবির্ভাব-মহোৎসব-বন্দনা] ৩২।৪৯৫

বিজ্ঞাপন [শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে গৌড়ীয়মিশনের মিশ্র ও সংঘাগণের একটি সাধারণসভা-সম্বন্ধে] ৩২।৪৯৬ ক ; ৩৩।৫১২

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীযোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর ; ১৩।২।৩৬] ৩৩।৪৯৭

বৈষ্ণব-মর্য্যাদা [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ] ৩৩,৫০৩

শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহোৎসব ৩৩।৫০৪

শ্রীগৌরাবির্ভাব ৩৩।৫১৯

শ্রীগৌরাঙ্গ [ওঁ বিষ্ণুপাদ, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ] ৩৩।৫১৪

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-স্মরণমঙ্গল [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত সংস্কৃত স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ] ৩৩।৫১৭

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবোপলক্ষে প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য ৩৩।৫২৬

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি [মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ 'Adyar Library Bulletin'এ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

বিরচিত "শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু" গ্রন্থ-সম্বন্ধে উক্ত-পত্রিকার সম্পাদকের সমালোচনা] ৩৪।৫২৮

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৪৬তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ [জনৈক সংবাদদাতৃ-কর্তৃক লিখিত] ৩৪।৫২৯

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহ-সভা ৩৫।৩৪

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি [শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-সম্বন্ধে 'যুগান্তর'—কলিকাতা, ২০শে ফাল্গুন (১৩৪৮); 'অমৃতবাজার'—(১২।৩৪৮) প্রভৃতি-সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত-বিবরণ ; এতদ্ব্যতীত যে-সকল সাধারণ সংবাদপত্রে তাঁহার অপ্রকট-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম ও তারিখ] ৩৫।৪১

বিবিধ-প্রসঙ্গ [কলুর শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ, রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতিতে **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব** ; প্রচার-প্রসঙ্গ—রেঙ্গুনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ; পক্ষযোগদানে শ্রীপাদগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শুড়িডাঙায় শ্রীব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারীজী ; শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সংবাদ] ৩৫।৪২

'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (গৌরাব্দ ৪৫৪) ৩৪।৪৪

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর ; ২৪।২।৩৮] ৩৮।৪৫

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা [শ্রীধাম-মায়াপুর, ২০।৩।৪০ ; নবদ্বীপ-পরিক্রমার সপ্তম দিবস—একাদশী-বাসর] ৩৮।৫১

নব-বর্ষ ৩৮।৫৭

নিমন্ত্রণ-পত্র [শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব-সম্বন্ধে] ৩৮।৬২

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর ; ২৪।২।৩৮] ৩৭।৬৩

দেহারাদত্তা ৩৭।৭০

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর লিখিত ছিন্নপত্র হইতে একটি প্রশ্নোত্তর ৩৭।৭৩

প্রশ্নোত্তর-গুচ্ছ [শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-বিষয়ক গান-কীর্তন করা বদ্ধজীবের পক্ষে যদি অমঙ্গলকর হয়, তবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'ভোগারতি' কীর্তন করা উচিত কি ? বদ্ধজীব প্রথমাবস্থায় কিরূপে মহা-মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে ? মহামন্ত্র গ্রহণ না করিয়া পঞ্চতত্ত্বের নাম গ্রহণ করিলে কি অসুবিধা বা অপ-সিদ্ধান্ত হইতে পারে ? যদি গৌড়ীয়-সম্প্রদায় শ্রীমন্ মধ্বাচার্যের শিষ্য-পারম্পর্য-ক্রমেই হইয়া থাকে, তবে তিলক-মালিকাদি-ধারণ-বিষয়ের পার্থক্য দেখা যায় কেন ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারের পরে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের মধ্যে তিলকাদি-ধারণের পার্থক্য হয় কেন ? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর] ৩৭।৭৪

বিবিধ-প্রসঙ্গ [কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রম শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মহোৎসব ; প্রচার-প্রসঙ্গ—পুরীতে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারীজী ; বৃন্দাবনে শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয় ; ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-গণ ; কৃষ্ণানগরে শ্রীব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারী ; কাতার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীমহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী] ৩৭।৭৬

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর ; ২৪।২।৩৮] ৩৮।৭৯

শ্রীশ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম ৩৮।৮২

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা-প্রসঙ্গ [শ্রীধাম-মায়াপুর, এপ্রিল—১৯৪০ ইং] ৩৮।৯০

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের উপদেশাবলী ৩৮।৯০

শ্রীল অভিরাম ঠাকুর ৩৮।৯৩

বিবিধ-প্রসঙ্গ [প্রচার-প্রসঙ্গ—রেঙ্গুনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ও যুক্তপ্রদেশে শ্রীপাদ নবীগোপাল ব্রহ্মচারী ; শ্রীধামে রামনবমী-তিথিপূজা] ৩৮।৯৪

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর ; ২৭।২।৩৮] ৩৯।৯৫

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র ৩৯।৯৯

বিবিধ-প্রসঙ্গ [বৈশাখ মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের লিখিত "চারিশত-খ্রীষ্ট বৎসর পূর্বের নাট্যাভিনয়" প্রবন্ধের সমালোচনা] ৩৯।১০৮

প্রচার-প্রসঙ্গ—বালেশ্বরে শ্রীপাদ পদ্মধর দাসাধিকারী ;

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

কাঁথিতে শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও মেদিনীপুরে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক প্রচার; কলিকাতা, বেহুন সভাগৃহে প্রচার] ৩১।৬১০

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীমন্দির-প্রভুর শ্রীঅঙ্গন; ৫।৩।৩৬] ৪০।৬১১

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম [৬।৩।৪০—দ্বিপ্রহর] ৪০।৬১৫

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী ৪০।৬১৮

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথার মর্ম্ম [২৪।২।৪০] ৪০।৬২০

ভ্রান্তি-সমর্থনের জন্য অবৈধ গোঁড়ামি [শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ] ৪০।৬২২

চয়ন—['গৌড়ীয়মঠ মিশন'—'যুগান্তর' (কলিকাতা) ২।৪০] ৪০।৬২৩

বিবিধ-প্রসঙ্গ [স্বধামে কবিরাজ শ্রীনেশচন্দ্র সেন; প্রচার প্রসঙ্গ—পুরুলিয়ায় শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসন্ন ব্রহ্মচারীজী ও ময়মনসিংহে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজীর প্রচারকার্য্য; পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শুভাগমন ও বৈকুণ্ঠবাণী-কীর্ত্তন] ৪০।৬২৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মিশন [ইং ১৮৮০ সনের ২১ আইন মতে রেজিষ্টারী-কৃত] ৪০।৬২৮

শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র [১১।২।৪০] ৪০।৬৩০

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম [শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর; ১০।৩।০৬] ৪১।৬৩১

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম [কলিকাতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১৩।১০।৩৯] ৪১।৬৩৩

শ্রীগীতা ও চণ্ডী (২) ৪১।৬৩৫

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি [গৌড়ীয়মিশন রেজিষ্টারী-কৃত হওয়ায় ২৭ মে, ১৯৪০ তারিখের 'Advance' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য; শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের ইংরেজী ভাষায় লিখিত "শ্রীচৈতন্য-বাণীপ্রচার" সম্বন্ধে "Sunday Times" May 5, 1940 সংখ্যায় প্রকাশিত অভিমত] ৪১।৬৩৫

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রচার-প্রসঙ্গ [তমলুক, ময়ূরভঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে প্রচার; কলিকাতায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের "গৌড়ীয়মিশন ও তাহার উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা; শ্রীজগন্নাথমন্দিরে মঠে বিগ্রহ-মহোৎসব] ৪১।৬৪৫

শ্রীগীতা ও চণ্ডী (৩) ৪২।৬৪৭

শ্রীভগবানের অকপট-লীলাবিলাস-রহস্য [নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর] ৪২।৬৪৯

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি ['গৌড়ীয়-মিশন' সম্বন্ধে "Hindusthan Standard" (May 19, 1940) পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য] ৪২।৬৫১

বিবিধ-প্রসঙ্গ [পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আকুলতা শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রত; কাশী, বালেশ্বর, পাটনা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের প্রচার] ৪২।৬৫১

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম [শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১২ই আশ্বিন, ১৩৪০] ৪৩।৬৬৩

মায়া-জ্বরের উপায় ৪৩।৬৬৫

শ্রীগীতা ও চণ্ডী (৪) ৪৩।৬৬৭

চয়ন—['শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থ-সম্বন্ধে সাধারণ সংবাদপত্রের মন্তব্য; 'যুগান্তর'—কলিকাতা, ১২ই বৈশাখ, রবিবার, ১৩৪৭] ৪৩।৬৭৪

বিবিধ-প্রসঙ্গ [মাদ্রাজ, ঢাকা ও গৌড়ীয়মিশনের অন্যান্য শাখাকেন্দ্রসমূহে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব; প্রচার-সংবাদ—শ্রীহট্টে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ, কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস অধিকারী, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদদর্শন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মহা-[illegible] প্রচার; শ্রীপাদ ব্রহ্মবান্ধব বিদ্যাবিনোদ প্রভুর "গৌড়ীয়মিশনের গোস্বামী প্রথা" সম্বন্ধে বক্তৃতা; হাওড়া-শিবপুর শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস প্রভুর প্রচার; চাকলে-পরিষদের অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ [illegible] ৪৪।৬৭৭

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখুন গৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দ] ৪৩।৮৭৫

বিজ্ঞাপন [কলিকাতার আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদকের "শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনামপ্রেমতত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা] ৪৩।৮৭৭

বিজ্ঞাপন [গৌড়ীয়মিশনের যাবতীয় সম্পত্তি যে, কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, তৎসম্বন্ধে শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস প্রভু কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিবরণ] ৪৫।৯৯

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনামপ্রেমতত্ত্ব ৪৪-৪৫।৯৭৯

শ্রীগীতা ও চণ্ডী (৫) ৪৪-৪৫।৯৮৯

চয়ন—["Gaudiya Math and Mission, constitution registered",—'The East Bengal Times', Saturday, 25th May, 1940 ; "গৌড়ীয়মিশনের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের প্রতিবাদ" মাতৃভূমি, (কলিকাতা) ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭, ইং ২৯শে মে, ১৯৪০ ; "মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম—আল্‌বার্টহলে বিরাট সভা"—'আনন্দবাজার' (কলিকাতা) ২১শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৪৭ (ইং ৪ঠা জুন, ১৯৪০ ; "আল্‌বার্ট হলে সভা"—'হুগলীর' ২১শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ১৩৪৭, ইং ৪ঠা জুন, ১৯৪০ ; "Message of Sri Chaitanya,"—'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৪ঠা জুন, মঙ্গলবার, ১৯৪০ ; "Gaudiya Math, Amritananda's Rejoinder"—'অমৃতবাজার পত্রিকা' (কলিকাতা) ৪ঠা জুন, মঙ্গলবার ১৯৪০ ; "27 committed to sessions—Charge of Rioting with murder"—'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' (বৃহস্পতিবার, ৬ই জুন ১৯৪০) ; "মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য-মঠের সম্পত্তি-সম্পর্কিত মামলা"—'আনন্দবাজার-পত্রিকা' কলিকাতা, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৭, ইং ৬ই জুন ১৯৪০] ৪৪-৪৫।৯৯১

প্রচার-প্রসঙ্গ [কাশী, কলুর বাগান ও শ্রীমঠে প্রচার ; শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল আচার্যদেবের দ্বিতীয়বার [সাধারণ প্রচার ; কলিকাতায় গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা] ৪৪-৪৫।১০০

শুদ্ধভক্তি-সনাতনের বাস্তব আদর্শ (১) [শুদ্ধভক্তি-গঙ্গা-স্নানের মূল উৎস] ৪৫।১০৫

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রকৃত মহাজন কে ? [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ] ৪৬।১০৮

শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত ৪৬।১১১

শ্রীগীতা ও চণ্ডী (৬) ৪৬।১১৯

চয়ন—["কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব-বর্ণনা"—'অমৃতবাজার পত্রিকা' বুধবার, ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৭, ১৭ই জুন ১৯৪০ ; "গৌড়ীয়মঠে বিরাট সভা—'ভক্তের সাধ্য পরমসাধন ও সাধ্যভক্তি'—'আনন্দবাজার' (কলিকাতা) ২৯শে আষাঢ় রবিবার ১৩৪৭, ১৬ই জুন, ১৯৪০] ৪৬।১১৯

প্রচার-প্রসঙ্গ [শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্যদেবের দ্বিতীয়বার ঢাকায় শুভাগমনকে কেন্দ্র করিয়া বিস্তারিত প্রভুর বক্তৃতা] ৪৬।১২০

শ্রীপ্রভুদত্তোত্তমমঠের মহোৎসব

গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের মূলপুরুষ ৪৭-৪৮।

পরমার্থী [প্রবোধনী সংখ্যা, বৈশাখ ১২৮৭] ৪৭-৪৮।১২৫

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব প্রাচীন পত্রাবলী ['উপহার,' 'বৃন্দাবন' ও 'কল্পতরু' নামক পত্রত্রয়] ৪৭-৪৮।১২৯

শুদ্ধভক্তি-সনাতনের বাস্তব আদর্শ (২) [মাধুকরী ভিক্ষায় অধিকার ও আদর্শ] ৪৭-৪৮।১৩৩

গৌড়ীয়মিশনের পোড়ার কথা [বক্তৃতাবলম্বনে] ৪৭-৪৮।১৩৬

শ্রীগোকুলকল্পাষ্টমী (১ম—৫ম স্তব) [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৪৭-৪৮।১৪২

শ্রীশ্রীল ঠাকুরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ৪৭-৪৮।১৪৬

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে উৎসব [নিমন্ত্রণপত্র ৮।৭।৪০] ৪৭-৪৮।১৪৮ ক

শ্রীভক্তিরত্নাকর (বিজ্ঞাপন) ৪৭-৪৮।১৪৮ক

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী ৪৯।১৫১

শুদ্ধভক্তি সনাতনের বাস্তব আদর্শ (৩) [আত্মমঙ্গল-লাভার্থ আত্মসমীক্ষা] ৪৯।১৬১

শ্রীব্রহ্মসূত্রের আরম্ভবাদ (শ্রীযোগিন্দ্রনাথানুসারে) [পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ] ৪৯।১৬৫

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব শ্রীগৌড়ীয় পরমার্থোদ্যম ও শ্রীল আচার্যদেবের সাক্ষাৎ উপদেশ ৫০।১৭৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অনুষ্ঠিত ; শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিরহোৎসব]	৩।১১৫
কমলাপুর শ্রীগোপালজীমঠের বার্ষিক মহোৎসব	৩।১১৫
চয়ন— ["গৌড়ীয়দিগের শ্রীবৃন্দাবনবাসের" প্রবন্ধ সম্বন্ধে ১৩৪৭, ৮ই ফাল্গুন]	৩।১১৬
শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে রাত্রিকীর্ত্তনের [বিজ্ঞাপন]	৩।১১৪
সপ্তাহব্যাপী পূর্ণাহুতি	৩।১১৭
শুদ্ধভক্তির সংজ্ঞা-রহস্য আবিষ্কার (৪) [নাস্তিক, ঔপনিষদ, সৌরপুরাণিক ও ঔপনিষদ আচার্য্য]	৩।১৬০
শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব [কলিকাতা, ৩১৮, পুরুলিয়া ও ঢাকার]	৩।১৬০
গৌড়ীয়-মিলন (বিজ্ঞাপন)	৩।১৬৪
ভ্রম-সংশোধন	৩।১৬৮

চিত্র-সূচী

চিত্র	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীল ভক্তিকুমার পুরী (ব্রহ্মচারি-লীলায়)	৮।১১৩
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ	৮।১১৪
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	২য় সংখ্যা (প্রচ্ছদ-পট)
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ	২।১০৯
সিংহাচলে শ্রীনৃসিংহের শ্রীমন্দির, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ	১৭-১৮।২৪৫
চন্দনলিপ্তাঙ্গ শ্রীবিগ্রহবিগ্রহের	১৭-১৮।২৪৭
অনন্তবৃত্তীয়ায় শ্রীবিগ্রহনৃসিংহমূর্ত্তি	১৭-১৮।২৪৭
পনকগিরিতে শ্রীপানকনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির	১৭-১৮।২৫২
মহীধরগিরিতে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-শ্রীমন্দির	১৭-১৮।২৫৩
সপ্তাহি-মন্দিরে প্রভুপাদের আসন ২২।১ (প্রচ্ছদপট)	
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপীঠ	ঐ
শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেব (ব্রহ্মচারি-লীলায়)	ঐ
শ্রীলগৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভু	ঐ
শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ	৮।১১৬
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবেশে (চাঁদুয়াড়িবাগে)	৮।১১৬
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ (শ্রীমন্দির চত্বরস্থিত)	২।১০২
শ্রীমাধবমহারাজ-আচার্যপ্রবর	২-৩।১৫৮
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির (পূর্বাংশ)	১৫-১৬।১৩০
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপীঠ [শ্রীচৈতন্যমঠ]	২৯-৩০।৪৩৮
শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেব	২৯-৩০।৪৩৭
শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর	২৯-৩০।৪৩৯
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর	৩৯-৩০।৪৪৫
'উপাখ্যানে উপদেশ' গ্রন্থের প্রচ্ছদপটটি চিত্র	২৯-৩০।৪৫৬
শ্রীল আচার্যদেব, ভক্তিবিলাসতীর্থ	৩য় সংখ্যা
শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাতে শ্রীল [illegible]	৩।৮৯
শ্রীলগৌরকিশোরদাস গোস্বামী ঠাকুর	৩।৮১
৺বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৩।১২৭
৺বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর	৩।১৩৭
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতাবলীর পাণ্ডুলিপি	৩।১৫৮।১৫৯
শ্রীশ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঐতিহাসিক 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার ১২-সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি	৩।১৬৮।১৬৯
৺বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৩।১৭৯-৮০
৺বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৩।১৮১।১৮২
শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঠাকুরের বিশ্বরূপবিজয়োৎসবে উপস্থিতি	
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এবমন্যত্র বিষয়ং পরমার্থমুদ্ধরেৎ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীরূপগোস্বামী তাহা এইরূপ
'নিষ্ঠা' বলিয়া থাকেন জানিবে॥

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৬; ২৯শে জুলাই, ১৯৩৯

বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত-
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুর কী জয় !!

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত-
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত-
শ্রীশ্রীমদ্গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভু কী জয় !!

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত-
শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয় !!

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম অষ্টোত্তরশত-
শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী প্রভু কী জয় !!

জয় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাম্নায় কী জয় !

জয় শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব কী জয় !

জয় শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন কী জয় !

শিক্ষাষ্টক

(শিক্ষাষ্টক-বঙ্গভাষা)

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।]

পরমতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। সেই তত্ত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ঐ [illegible] সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাবে প্রতীত হন।

ও নির্ব্বিশেষতা যুগপৎ সিদ্ধ হইলেও সবিশেষ প্রতীতিই বলবতী। নির্ব্বিশেষ প্রতীতি উপলব্ধ হয় না, কেবল স্বীকার হয়, এই মাত্র।

সেই সবিশেষ প্রতীতিময় পরমতত্ত্ব স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে স্বয়ং স্বরূপ, তদেকাত্মরূপ, ভক্ত ও প্রধান এই চারিরূপে অবস্থিত। স্বয়ংরূপাশ্রিত ভেদ, তদেকাত্ম, মণ্ডল-বহির্গত ভেদ এবং ভেদপ্রতিনিধি ভেদ এক সূর্য্য-তত্ত্বে সকল চতুষ্টয় অবস্থিত, তদ্রূপ পরমতত্ত্বের চারি প্রকার রূপ নিত্যসিদ্ধ। শক্তিমান্ তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক হইলেও চারি প্রকার ভেদময়। অতএব ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্য-সত্যাত্মক। পরমতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি বিচিত্র-বিক্রমময়ী। তাহার অনন্ত প্রভাবের মধ্যে তিনটী প্রভাব আমরা জানিতে পারি। সেই তিন প্রভাবের এক একটী প্রভাবযুক্ত হইয়া তত্ত্বের সত্তা শক্তি স্বভাবতঃ অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তিরূপে নিত্য ত্রৈধীভাবমানা। অন্তরঙ্গা শক্তিসহকারে অনন্তসংখ্যক বহির্গতমাধুস্থানীয় সেই তত্ত্বের জীবস্বরূপ নিত্যসিদ্ধ। বহিরঙ্গা শক্তিসহকারে সেই তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় মায়াবৈভব; নিত্যসিদ্ধ স্বরূপাদির যাথার্থ্য এই। স্বরূপ অনন্ত হইলেও বিশেষ পরিচিত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য এই তিন নিত্যভাব-ভেদে ভগবৎস্বরূপ ত্রিবিধ অর্থাৎ নারায়ণস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ। স্বরূপবৈভব অনন্ত হইলেও পরব্যোম, গোলোকবৃন্দাবন ও নবদ্বীপ এই তিন ধামবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠরূপ চিজ্জগৎ এবং ঐ ঐ স্বরূপের যথাযোগ্য তদাশ্রিত সমস্ত লীলোপকরণই স্বরূপবৈভব। ভগবৎ-সূর্য্যের বহিশ্চর চিৎ-পরমাণুরূপ জীবের সংখ্যা অনন্ত। জীব স্বভাবতঃ স্বরূপ ও বহিরঙ্গ এই দুই বৈভবের মধ্যবর্ত্তী; তটস্থশক্তি-দ্বারা উভয় বৈভবের যোগ্যতাবিশিষ্ট; অনাদি স্বরূপ-বৈমুখ্য-বশতঃ মায়াবৈভব-মধ্যস্থিত; মায়াগুণিরূপা অবিদ্যাবন্ধন-নিবন্ধন স্ব-স্বরূপভ্রমজনিত জড়াভিমানদ্বারা জড়স্বরূপ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণশীল। অতএব তিনি সর্ব্বদা সংসার-দুঃখাক্রান্ত। অনন্ত জড়াত্মক ব্রহ্মাণ্ডনিচয় তথা বদ্ধজীবগণের সূক্ষ্মলিঙ্গ-শরীরদ্বয়বিশিষ্ট মায়াবৈভবই পরমতত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণ-বৈচিত্র্যরূপ অবিদ্যুতির অতি হেয় চতুর্থপাদ মাত্র।

ঐশ্বর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ বৈকুণ্ঠস্থ পরমব্যোমে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে শাস্ত্রদৃষ্টাশ্রিত নিত্যসিদ্ধজীবগণ-কর্ত্তৃক পরিসেবিত।

মাধুর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজমূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠের অন্তঃ-প্রকোষ্ঠে নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে অনন্ত লীলার বিস্তারক। সেই অন্তঃপুরের দুইটী প্রকোষ্ঠ। এক প্রকোষ্ঠে গোলোক, যেখানে মধুর রস নিত্য স্বকীয়-ভাবাত্মক। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ বৃন্দাবন; যেখানে মধুর রস নিত্য পারকীয়-ভাবাত্মক।

ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজ, কদাচ ষড়ভুজ মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠ-মধ্যে নবদ্বীপ-প্রকোষ্ঠে ভক্তভাবাত্মক ঔদার্য্যরস-বিশেষে স্বীয় রসযোগ্য পরিকর-সহিত জীবাচার্য্য-স্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যার পর ঔদার্য্য-প্রচুর ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে প্রপঞ্চগত স্বীয় ধাম নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-পত্নী শ্রীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হন। শিশুকালে বয়সোচিত বালচাপল্য, পৌগণ্ড-বয়সে বিদ্যাভ্যাসাদি, কৈশোর-বয়সে বিবাহ, মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও কীর্ত্তন-প্রচারদ্বারা সমস্ত গৌড়ভূমির আনন্দ বিধান করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রথম ছয় বৎসরে পাশ্চাত্য, গৌড়, ওড্র, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে পবিত্র হরিভক্তি প্রচার ও শুষ্কহরিভক্তিবিরুদ্ধ সমস্ত মত খণ্ডন করেন। শেষ অষ্টাদশ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে স্বীয় পার্ষদগণ-সহিত অবস্থিত হইয়া শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি প্রচারক দ্বারা বহু দেশে স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মত প্রচার করেন এবং নিজকৃত শিক্ষাষ্টকের পরমরস আস্বাদন করত জীবের কর্ত্তব্যতা বিধান করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা বিংশতি পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন ;—

পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি' লোক শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোক আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুশিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥

প্রভু যে অষ্ট শ্লোক প্রচার করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছি,—যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনদ্বারা জীবের চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, শ্রেয়োরূপ কুমুদবিকাশক ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয় এবং যাহা বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনকারক, পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদনদায়ক এবং শুদ্ধ জীবের সমস্ত স্বরূপ বিস্তুকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম রূপ-গুণ-লীলা-সংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

এই শ্লোকদ্বারা পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ নিখিলজীবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক জীবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পরমতত্ত্বের অন্তর্ভূত তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবের সম্বন্ধজ্ঞান-সিদ্ধির নিমিত্ত "চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্" এই চরণের উক্তি হইয়াছে। জীব স্বভাবতঃ তটস্থ অর্থাৎ স্বরূপাত্মরূপ বৈকুণ্ঠ ও বিরূপাত্মস্বরূপ মায়াবৈভব উভয় অবস্থার যোগ্য। পরমেশবৈমুখ্য-বশতঃ তাহার মায়া-প্রবেশ ও বিশুদ্ধ চিদভিমানরূপ বিশুদ্ধ অহঙ্কার বিকৃত হইয়া জড়াভিমানরূপ বিকার-দ্বারা শুদ্ধ চিত্তত্বের জড়মল-কর্ত্তৃক আচ্ছন্নতা হয়। কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা চিত্তের অবিদ্যামল দূরীভূত হইলে চিত্তদর্পণে স্বরূপতত্ত্বের বিশুদ্ধ-দর্শন হয়। ইহারই নাম স্বরূপসিদ্ধি। সেই সিদ্ধির অবান্তর ফলস্বরূপ সংসারদুঃখ নাশ হয়। জীব তাহাতে মায়াসঙ্গরূপ বৈমুখ্য পরিত্যাগ ও স্বরূপশক্তির আশ্রয় লাভ করেন। ভগবৎস্বরূপ, জীবস্বরূপ, মায়াস্বরূপ ও মায়াগর্ভস্থ ভূতভবিষ্যত্তাত্ত্বক কাল ও কর্ম্মস্বরূপ-জ্ঞানের নাম সম্বন্ধজ্ঞান। "শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্" এই অর্দ্ধপদ-দ্বারা অভিধেয়-স্বরূপ সাধনভক্তির উল্লেখ। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির-দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, কেবল হরিভক্তি-দ্বারাই সাধিত হয়,—এইরূপ শাস্ত্রার্থাবধারণরূপা শ্রদ্ধা সৎসঙ্গ হইতে উদিত হইলে জীব সাধুগুরুপদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই প্রকার নববিধা ভক্তি অবলম্বন-করত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। সেই কীর্ত্তন হইতে পরবিদ্যার পরমোদ্দীপ্তি সংঘটিত হইয়া জীবের শ্রেয়ঃ সাধন করে। সাধনাঙ্গে পূর্ব্বভাব শ্রদ্ধা বা ভগবদ্ভক্তিলোভ যখন পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করত ভাবদশাতে পরিণত হয়, তখন স্বরূপতঃ ভূতভৌতিক স্থূললিঙ্গরূপ ঔপাধিক দেহদ্বয়ে আত্মাভিমান-শূন্য হইয়া স্বকীয় পূর্ব্বসিদ্ধ চিৎস্বরূপ এবং ব্রজাধিকার-বিশেষে রসযোগ্য চিদ্দেহ লাভ করেন। মধুরপরিষ্কৃত জীবগণ স্বীয় রসযোগ্য দেহদ্বয়ে লাভ করত মাধুর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবনধামে কৃষ্ণলীলার উপকরণ হইয়া থাকেন। এস্থলে স্বরূপশক্তির বিদ্যাপ্রভাবে জীবের গোপীভাব-প্রাপ্তিই স্বরূপতঃ বিদ্যাবধূত্ব লাভ। তখন জীব বিদ্যাবধূ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে জীবনস্বরূপ বরণ করেন। ভাবদশা ক্রমশঃ চিদ্ভাবের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ চিৎসামগ্রী-দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া চিদেকরসতা লাভ করে। তৎকালে জীবের আনন্দাবধি স্বভাবতঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। চিদ্রসের নিত্যতা-ধর্ম্মবশতঃ তখন ভূতভবিষ্যদ্রূপ ভূতমল-দূষিত কাল থাকে না। সর্ব্বকালই বর্ত্তমান ও নূতন। অতএব অনুরাগলব্ধ জীবের পদে পদে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন তখন পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ হয়। তদবস্থায় গুণগুণীভেদা-ভাবজনিত বিশুদ্ধচিন্ময়-তত্ত্বাত্মক জীব বিশুদ্ধ অহঙ্কার, চিত্ত, মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট অণুচৈতন্য-স্বরূপে অবস্থিত। এবম্ভূত অবস্থায় যে কৃষ্ণকীর্ত্তন তাহা সম্বন্ধস্বরূপনরূপ অবস্থা অর্থাৎ স্বরূপসাক্ষাৎকার সময়ে ব্রহ্মলয় বা স্বীয় সম্ভোগসুখরহিত সচ্চিদানন্দ-যুগল-সেবাই জীবের বিশুদ্ধসত্তার অভিন্ন সহচর। ইহাই প্রয়োজনতত্ত্ব। এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞান-মণ্ডিত শুদ্ধভক্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বত্র প্রযোজন। এস্থলে শ্লোকের চতুর্থপাদে 'পরং' শব্দদ্বারা ভুক্তি ও মুক্তিসাধক বর্ম্মজ্ঞানান্তর্গত হরি-কীর্ত্তন অনাদৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন চারি প্রকার। নাম-সংকীর্ত্তন, রূপসংকীর্ত্তন, গুণসংকীর্ত্তন ও লীলাসংকীর্ত্তন। পরমার্থরূপ বস্তুর নামই তদনুভবের মূল। নাম পূর্ণরূপে উদিত হইলে রূপের উদয় হয়। রূপ পূর্ণরূপে উদিত হইলে গুণসমূহের উদয় হয়। গুণ সম্পূর্ণরূপে উদিত হইলে লীলা বোধ হয়। অতএব নামই সম্বন্ধ এবং চরম সিদ্ধির একমাত্র কারণ। নামই ক্রমশঃ রূপ-গুণ-লীলারূপে পরিণত হয়। অতএব

নাম ব্যতীত এক ও মুক্ত উহা প্রকাশ জীবের গত্যন্তর নাই। প্রভুর উপদেশ সমস্তই নামকে লক্ষ্য করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—"হে ভগবন্! আপনি জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া অনেক নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত প্রভৃতি মুখ্য নামসমূহে ইতরের অধিকার হয় নাই, তাহাদের পক্ষে পরমাত্মা হরি, নিরঞ্জন, ব্রহ্ম প্রভৃতি অনেক গৌণ নামও প্রকাশ করিয়াছ। সেই সমস্ত নামের মধ্যে মুখ্য নামে সমস্ত শক্তি এবং গৌণ নামসমূহে বহুবিধ পাপনাশক ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রাপক শক্তি অর্পণ করিয়াছ। জীবের অযোগ্যতা দৃষ্টিপূর্ব্বক স্বীয় নামগ্রহণে দেশ-কালাদির কোন নিয়ম কর নাই। এসমস্তই তোমার কৃপা। কিন্তু আমার দুর্দ্দৈবের কথা কি বলিব? তোমার মধুমাখা নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না। নামের সমস্ত শক্তি আছে বটে, কিন্তু দশবিধ নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব দূর না হইলে জীবের নামে রুচি হয় না। সাধুনিন্দা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিভূতি শিবাদি দেবতাতে ভেদবুদ্ধি, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, বেদ ও তদনুগত-শাস্ত্রনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, নাম-বলে অসৎপ্রবৃত্তি, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান-জ্ঞান, বহির্ম্মুখ ও অনধিকারীকে নামোপদেশ, নামমাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাতে প্রীতির অভাব এই কয়েকটী অপরাধ মার্জ্জন-পূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে নামের স্বরূপ উদিত হয়। অতএব ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীগুরু হইতে নামতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে তাহার অনুশীলন করিবেন। নামগৃহীতার পক্ষে কর্ম্মান্তর্গত পাপক্ষয়-চেষ্টা বা পুণ্যসঞ্চয়-চেষ্টার প্রয়োজন নাই, যেহেতু শ্রদ্ধা উদিত হইবার সময়েই কর্ম্মাধিকার দূর হইয়া থাকে। ভগবদ্বিমুখিনী শ্রদ্ধার উন্মূলকালেই তদিতর-বিষয়িণী অশ্রদ্ধা সহজেই উদিত হয়। তাহা হইলে পাপ-পুণ্য-মতি আর থাকে না। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ স্বভাবতঃ যাহা যাহা করিয়া থাকেন এবং যে বিরক্তি প্রদর্শন করেন, সে সমুদয়ই বিধিনিষিদ্ধ পুণ্য অপেক্ষা সার্থক ও নির্ম্মল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নামাপরাধ থাকিলে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ নিষ্ঠা দূরে থাকুক অবনত হইয়া পড়ে। চিরজীবন সাধন করিয়াও নানাভাস অবস্থা উন্নতি লাভ করে না। অতএব শাস্ত্রে (পদ্ম-পুরাণে) এরূপ উক্ত হইয়াছে,—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ"

নামাপরাধ পরিত্যাগের জন্য ব্যাকুল চিত্তে কিছুদিন অনবরত নাম করিলে ঐ ঐ অপরাধের অবসর-অভাবে তদপরাধ-শূন্য হইয়া পড়ে। তখন নামবলে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত অবস্থা অনায়াসে উদিত হয়।

নিরপরাধে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি যখন মুখ্যনাম আলোচনা করেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ চারিটী লক্ষণ অনুভূত হয়। অতএব শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন,—'হে জীবসকল! যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন, যিনি তরু অপেক্ষা সহাগুণকে অবলম্বন করেন, স্বয়ং অমানী হইয়াও সমস্ত লোককে যথাযোগ্য সম্মান করেন, তিনিই হরিকীর্ত্তনের অধিকারী। এই জড়জগতে তৃণ অতি ক্ষুদ্র বস্তু হইলেও তাহারও এই বিশ্বের একটী বস্তু বলিয়া অভিমান অসুন্দর হয় না, কিন্তু চিৎপরমাণুরূপ জীবের এই জড়জগতে কিছুমাত্র অভিমান করা উচিত নয়, যেহেতু জীবের চিদভিমানই ন্যায়পর, জড়াভিমান নিতান্ত আরোপিত ও মিথ্যা। সংহেত্ব-কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ সকলকে ছায়া ও ফলদানে পরাঙ্মুখ নয়। কিন্তু জড়বস্তু হইতে শ্রেয়ঃধর্ম্মবিশিষ্ট জীবের উপকর্ত্তা ও অপকর্ত্তা উভয়ের প্রতি সর্ব্বদা দয়াযুক্ত থাকা স্বাভাবিক, যেহেতু জীবের দয়াই জীবে স্বধর্ম্মরূপ ভক্তির অন্তর্গত ধর্ম্মবিশেষ। নামগৃহীতা স্বয়ং জড়াভিমানজনিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সন্ন্যাসাদি আশ্রম, ধন, রূপ, বল, বীর্য্য, অধিকার, পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিরর্থক-অভিমানশূন্য হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রের প্রতি পরমাদরযুক্ত মান দান করিবেন। ভগবৎকৃপায় যে-সকল আধিকারিক সজ্জন ব্রহ্ম-শিবাদি পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। এই কয়েকটী লক্ষণ না দেখিলে পূর্ব্বোক্ত অপরাধ এখনও দূর হয় নাই, এরূপ মনে করিতে হইবে।

উক্ত লক্ষণ-চতুষ্টয়যুক্ত নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে অহৈতুকী, উত্তমা, কেবলা, শুদ্ধা, অমিশ্রা, অকিঞ্চনা, নির্গুণা ইত্যাদি বিশেষণযুক্তা ভক্তির অন্বয়গত লক্ষণ হয়। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থায় দুইটী ব্যতিরেক লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণযুক্তা হইলে ভক্তি শুদ্ধা হয়। অন্যাভিলাষ-শূন্যতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতত্বই ভক্তির ব্যতিরেক লক্ষণ। সেই তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে শিখাইবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কহিয়াছেন,—'হে জগদীশ! আমি ধন, জন, বা সুন্দরী কবিতা প্রার্থনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন প্রাণেশ্বররূপ

তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। বর্ণাশ্রমধর্ম-প্রদত্ত ধর্ম, অর্থ, কাম-মোক্ষ—যুগ, তাহা আমি চাই না। দেহ ও দেহাস্তর্গত স্ত্রী, পুত্র, কলত্র, প্রভৃতিরূপ জনও আমি চাই না। কৃষ্ণভক্তিবিরোধিকা বিদ্যা ব্যতীত সামান্য ব্যাকরণ ও অলঙ্কারপ্রতিষ্ঠিত কাব্য-নাটকাদি-রচনা-শক্তি (উপলক্ষে কোন বহির্মুখ বিদ্যা) আমি চাই না।। কেবল ফলানুসন্ধানরহিতা শুদ্ধা ভক্তিই, আমার প্রার্থনা। 'সংসার-দুঃখনাশ এবং চিৎস্বরূপলাভরূপ মোক্ষ ভক্তের পক্ষে অনায়াসলভ্য অবান্তর ফল। তজ্জন্য প্রয়াস বা প্রার্থনা-দ্বারা ভক্তির স্বরূপকে দূষিত করা উচিত নয়। যে সময়ে জীবের জড়মোচনের যোগ্যতা উপস্থিত হইবে তখন কৃষ্ণকৃপাক্রমে তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব ভক্তগণ 'জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি',—এইমাত্র বাসনা করিবেন। অন্য বাসনা করিবেন না।

সংসারদুঃখ-বিষয়ক আলোচনা কি নিতান্ত অকর্তব্য? না। ভক্তিভাবকে বিশুদ্ধরূপে রাখিয়া যতদূর সংসারমোচন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে, সাধক ততদূর তদ্বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংসারদুঃখ-মোচন-প্রার্থনা কদাচ করিবেন না, কেবল এই প্রকার প্রার্থনা করিলে কোন দোষ হইতে পারে না,—'হে মাধুর্য্যরসবিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্যদাস। তোমাকে বিস্মৃত হইয়া মায়াবৈভবে প্রবেশ-পূর্ব্বক কর্ম্মজালময় বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। এই অবস্থায় আমি যতই চেষ্টা করি ততই তোমার চরণাশ্রয় সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তুমি কৃপা না করিলে আর তোমার অকৃত্রিম দাসরূপ আমার স্বধর্ম্ম আমার পক্ষে সুলভ হয় না। হে করুণাময়! আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া রাখ। তাহা হইলে আমি আর তোমার বহির্মুখতা-রূপ মায়াভিনিবেশে আবদ্ধ হইব না।' এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সেই করুণাময় যখন আমাদিগকে তাঁহার চরণাশ্রয় দান করেন, তখন আর জীবের ক্লেশ থাকে না।

পূর্ব্ব পক্ষ শ্লোকে সংসঙ্গক্রমে কৃষ্ণানুশীলনকারী শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুগুরুচরণাশ্রয়, তৎপরে শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভজন, তাহা হইতে স্বরূপোপলব্ধিজনিত অবিদ্যারূপ অনর্থ-নাশ, তদনন্তর নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি, তাহা হইতে আসক্তি এবং আসক্তির পরিপাকে ভাব বা রতি হ্লাদিনীসারবৃত্তিকে আশ্রয় করত উদিত হয়; এই ক্রমটী প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাবদশায় ভক্তির অখণ্ড একস্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়। নাম-কীর্ত্তন তখন অত্যন্ত প্রবল হয়। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি ও কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি রতির লক্ষণস্বরূপ হইয়া পড়ে। ভাব বা রতি শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষস্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণপরমাণু অর্থাৎ প্রেমের প্রথমাবস্থা। তদুদয়ে নৃত্য, লম্ফালম্ফি, গীত, চীৎকার, শরীর-মোটন, হুঙ্কার, হাই, প্রভৃতবাদ, লোকাপেক্ষাশূন্যতা, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা এই সকল অনুভাব এবং স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়রূপ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, অশ্রু, পুলক, স্বরভঙ্গ এই কয়টী বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অতএব তদ্দশা-প্রার্থনাস্থলে সাধক এইরূপ লালসা করিয়া থাকেন,— "হে গোপীজনবল্লভ! তোমার অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কতদিনে আমার নয়নদ্বয়ে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে, আমার বচন গদ্গদভাবে স্বরভঙ্গরূপ বিকার লাভ করিবে এবং আমার সমস্ত বপু পুলকিত হইতে থাকিবে? হে নাথ! আমি ভোগমোক্ষ প্রার্থনা করি না, সেই সর্ব্বানন্দবিস্তারিণী ভাবদশা প্রার্থনা করি।"

রতিরূপা ভাবাত্মিকা ভক্তি প্রেমদশায় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ ভাবচতুষ্টয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ভক্তিরসরূপে পরিণতা হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত অনুভাব ও সাত্ত্বিক বিকারসকল সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। মমতাতিশয়-দ্বারা ভক্তের অন্তঃকরণ সমাক্ মসৃণ ও ঘনীভূত ভাবময় হইয়া প্রেমের পীঠস্থান হয়। তখন ভক্তিরসের আশ্রয় যে ভক্ত এবং বিষয় যে কৃষ্ণ তদুভয়ের মুখ্য সম্বন্ধ বুদ্ধিভেদে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চপ্রকার মুখ্যরস এবং তদুভয়ের গৌণ সম্বন্ধভেদে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই প্রকার সপ্ত গৌণরস দেদীপ্য-মান হয়। যে জীবের যে রসে রুচি তাহার পক্ষে সেই রসই আস্বাদনীয়, কিন্তু মধুর রসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাতে প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব সম্পূর্ণ-রূপে অবস্থিত। শান্তরসে উল্লাসময়ী প্রীতি রতি অবস্থায় লক্ষিত। তদবস্থায় তদ্বিষয়-ব্যতিরিক্ত অন্যত্র তুচ্ছ-বুদ্ধি

ভি মমাভিন্নযুক্তা হইলে প্রেমরূপে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় প্রীতিভঙ্গকারী হেতুসকল কার্য্য করিতে পারে না। নিতান্ত বিশেষের প্রেম প্রণয়রূপে সখ্যে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় বিষয়ের সম্ভ্রমযোগ্যতা থাকিলেও সম্ভ্রম থাকে না। 'প্রণয়ের অতিশয়াত্মক কৌটিল্যোল্লাসময় ভাববৈচিত্র্যের নাম মান। তদবস্থায় ভগবান্‌ও প্রেমময় ভক্তকে স্বীকার করেন। তাঁহার অতিশয় দ্রবভাবময় প্রেমকে স্নেহ বলি। এবস্থায় মহাবাত্যাদি বিকার দর্শনে অতৃপ্তি, বিষয়ে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেও অনিষ্টাশঙ্কা হইয়া থাকে। মান ও স্নেহ বাৎসল্য হইতে লক্ষিত, অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্যে লক্ষিত হয় না। অতিলাষাত্মক স্নেহের নাম রাগ। তদবস্থায় ক্ষণিক বিরহও অসহ্য। সংযোগসত্ত্বে দুঃখও সুখ। সেই রাগ অনুক্ষণ নিজ বিষয়ীভূত তত্ত্বকে নূতন নূতনরূপে অনুভব করাইয়া স্বয়ং নবনবভাবে অনুভূত হইয়া অনুরাগ বলিয়া পরিচিত হয়। সেই অবস্থায় আশ্রয় ও বিষয়ের পরস্পর অত্যন্ত বশভাব। বিষয়-সম্বন্ধে অন্য প্রাণীতে ভক্ষণগ্রহণ লালসা হয়। বিপ্রলম্ভে অত্যন্ত বিমূর্চ্ছা হয়। অসম্ভোগে চমৎকার উন্মত্ততাময় অনুরাগকেই মহাভাব বলে। তদবস্থায় সংযোগসময়ে নিমেষের অসহ্যতা ও কল্পের ক্ষণত্ব উপলব্ধ হয়। বিয়োগে ক্ষণকে কল্পপ্রায় হয়। যোগে ও বিয়োগে উদ্দীপ্ত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণের দিগ্‌দর্শন মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্যে দৃষ্ট হয়। "অহো! গোবিন্দবিরহে আমার নিমেষকে যুগ পরিমাণ বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষাকালের ধারা নির্গত হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যবৎ বোধ হইতেছে।" জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে পূর্ব্বরাগময় বিপ্রলম্ভ অত্যন্ত উপযোগী ইহাই কথিত হইল।

প্রেমদশাপ্রাপ্ত জীবের এইরূপ ভাব,—আমি শ্রীকৃষ্ণ-সাধসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই জানি না। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করুন বা পাদতলে আমাকে মর্দ্দন করিয়া সুখী হউন অথবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করুন। তিনি প্রেমলম্পট। আমাকে যেরূপ বিধান করিয়া তিনি সুখলাভ করেন আমার সেই অবস্থাই স্বীকার্য্য, যেহেতু তিনি আমার প্রাণনাথ বই অপর কেহ নহেন। প্রেমদশায় ভক্তগণ কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে আকর্ষণরূপ একটী উভয়সম্বন্ধনিষ্ঠ পরমধর্ম্ম দীপ্ত হয়। আকর্ষ ও লৌহ যেমত পরস্পর যথাবিহিত অবস্থিত হইলে লৌহ আকর্ষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি মাজ্জিত চিত্ত বিহিত হইয়া থাকেন। ইহাই জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে পূর্ব্বসিদ্ধ ধর্ম্ম। জীবের বৈমুখ্য-বশতঃ ঐ ধর্ম্ম সুপ্তপ্রায় বিষয় ও আশ্রয়ে অবস্থিত হয়। সাম্মুখ্য উদিত হইলেই সেই ধর্ম্মের ক্রিয়া-পরিচয় লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মসাধনকার্য্যে জীবের ঐ ধর্ম্মের উদয় ব্যতীত অন্য ফল নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন, যথা :—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

এই শিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন স্বরূপ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে সাধনভাবপ্রেম-অনুসন্ধান-রূপ পরমতত্ত্ব আলোচনার উপদেশ করিয়াছেন,—হে জীব! যদি তোমার ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, তবে সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা, জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি বিশেষ যত্নসহকারে এই শিক্ষাষ্টক অনুভব কর।

শ্রীচৈতন্যার্পণমস্তু।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ

As soon as you awake, recite the names of glorious Spiritual Hierarchy.

নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র গুরুপরম্পরার মহিমান্বিত নামাবলী কীর্ত্তন করিবে।

When the Vaishnavas are singing the names and glory of the Lord or of His Elect, worship them to the best of your might. But never get up in the middle and go away from their midst; this is the worst of sin against them.

যখন বৈষ্ণবগণ ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন তখন তাঁহাদিগের যথাশক্তি পূজা বিধান করিবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদিগের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া চলিয়া যাইও না, ঐ প্রকার চলিয়া যাওয়া মহা অপরাধ।

When you hear of a Vaishnava coming over to you fail not to advance to welcome him. When he departs, accompany a part of the way. A neglect of these rules of etiquette subjects one to grievous sin.

কোন বৈষ্ণব তোমার নিকট আসিতেছেন জানিলে তুমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিও না এবং যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুব্রজ্যা করিবে। এই প্রকার আচরণের লঙ্ঘন করিলে মহা অপরাধে পতিত হইতে হয়।

Maintain thyself by taking humble service under Sri-Vaishnavas. But to wait upon persons that have not been touched with grace, to frequent their houses, to put their name before thine and seek thy livelihood at their hands—this will, verily, degrade thee in no time.

শ্রীবৈষ্ণবের অধীনে থাকিয়া তাঁহাদের সেবা দ্বারা জীবন-ধারণ কর। কিন্তু যাহারা বৈষ্ণবের কৃপা-লেশও প্রাপ্ত হয় নাই, এই-প্রকার ব্যক্তিগণের সেবা, তাহাদের গৃহে গমনাগমন, তোমার নামের পূর্ব্বে তাহাদের নামের উল্লেখ অথবা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহাদের উপর নির্ভর প্রভৃতি কার্য্য অতি শীঘ্রই তোমাকে পাতিত করিবে।

The moment you cast your eyes upon the temples of the Lord, the domes or the spires thereof, join thy hands together in profound reverence.

ভগবানের মন্দির, তাহার গুম্বজ বা চূড়া তোমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইবামাত্র ভক্তিভরে করজোড় করিবে।

Do not be amazed when you hear of the wonderful doings of strange gods.

অদ্ভুত কোন দেবতার অলৌকিক কার্য্যের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইও না।

It is a great sin to interrupt argue with the Sri-Vaishnavas when they are engaged in the delightful task of reciting the glories of the Lord or His Elect or the Teacher.

শ্রীবৈষ্ণবগণ যখন ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত বা শ্রীগুরুদেবের বন্দনা ও তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন, সেই কালে তাঁহাদের কার্য্যে বাধা দেওয়া অথবা তাঁহাদের সহিত বিতর্ক করা মহা অপরাধ।

Do not cross the shadow of Sri-Vaishnav

কখনও শ্রীবৈষ্ণবগণের ছায়া অতিক্রম করিবে না।

Allow not your shadow to fall upon them.

তোমার ছায়া যেন কোনক্রমে তাঁহাদের উপর পতিত না হয়।

If a poor Vaishnava salutes first treat him not with disrespect, for it is a great sin.

যদি কোন নিম্নাধিকারী বৈষ্ণব তোমাকে প্রথমে অভিবাদন করেন তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে উপেক্ষা করিও না, কারণ তাহা মহা অপরাধ।

If a Sri-Vaishnava should salute you first, and say 'I am thy servant' show him not any disrespect ; for it is a heinous sin.

যদি কোন শ্রীবৈষ্ণব তোমাকে অভিবাদন করিয়া 'আমি আপনার দাস' এই প্রকার দৈন্যোক্তি করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করিও না, কারণ উহা জঘন্য অপরাধ।

শ্রদ্ধা কি হৈতুকী ?

ভক্তিবৃত্তিই অহৈতুকী। ভাগবতেও "মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি" এই বাক্যে অহৈতুকী ভক্তিরই কথা বলিয়াছেন। সেই অহৈতুকী ভক্তির প্রথম সোপান শ্রদ্ধা—আগে শ্রদ্ধা।' অতএব সে শ্রদ্ধা কি হৈতুকী হইতে পারে ?

আধুনিক ও নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন, হরি হরি, গুরু ও বৈষ্ণব আমাদের বিচারবুদ্ধির আশ্রয়ী হইয়া বা অধীন হইয়া চলেন, তবেই তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র থাকিবেন; আর যদি হরিগুরু-বৈষ্ণবের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচরিতা বা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা প্রকাশিত হয়, তবে তাঁহাদিগকে আর আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া উপকৃত করিব না। এইরূপ হেতুমূলে অহৈতুকী ভক্তির প্রথম সোপান শ্রদ্ধা ক্ষীণপরমায়ু হইলে, সেইরূপ শ্রদ্ধার দ্বারা কি ভক্তিলাভ হইবে ?

হৈতুকী শ্রদ্ধা (?) ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্টা নহে, পরন্তু যেখানে তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তৎপ্রতি আকৃষ্টা হইয়া থাকে; অর্থাৎ হৈতুকী শ্রদ্ধা আনুগত্যবিধাবাদিনী। হৈতুকী শ্রদ্ধা হরিগুরুবৈষ্ণবের সহিত আপনাকে adjust করিতে চাহে না; হরিগুরুবৈষ্ণবকে নিজেদের সুবিধাবাদের মধ্যে adjust করাইতে চাহে। যখন গৌরনাম আমার একমাত্র কন্যাকে রক্ষা করিল না, তখন গৌরনামকে কেন আমি শ্রদ্ধা করিব ? ঐ নামের কোন মূল্যই নাই। এইরূপ হৈতুকী শ্রদ্ধা নির্ব্বিশেষবাদী কালাপাহাড়ে, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতৃবিশেষে ও রাজপুরুষের প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কালাপাহাড়ের জীবনচরিত আলোচনা করিলে ইহার বেশ সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কালাপাহাড়ের নাম কালাচাঁদ রায় ছিল। রাজসাহীর অন্তর্গত বীরগাওন গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ এক্তাঁকিয়া জমিদার-বংশে রাঢ়েন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের উপাধি ভাদুড়ী। ইহার পিতার নাম লক্ষ্মনচাঁদ রায়। ইহার মাতৃকুল বৈষ্ণব ছিলেন। অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতামহই তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন। কাজেই কালাচাঁদ বাল্যকাল হইতেই হরিভক্ত (?) হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি খুব সুকণ্ঠ ছিলেন। প্রত্যহ স্তোত্র-আবৃত্তি ও গঙ্গাস্নান করিতেন। ইনি খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব (?) ছিলেন। তাঁহার উপর অত্যন্ত সামাজিক অত্যাচার ও নিগ্রহ হইতে থাকায় তিনি পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট গিয়া তাঁহার কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে প্রত্যাদেশের জন্য সাতদিন অনাহারে থাকা দিয়াছিলেন, কিন্তু কোনরূপ প্রত্যাদেশ না পাওয়ায় তিনি শ্রীবিগ্রহকে কাঠ-পাথর মনে করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বা সনাতনধর্ম্মের প্রতি এতটা বিদ্বেষী হইয়া পড়েন যে, যেখানে যত বিগ্রহ ও দেবমন্দির আছে, ঐগুলিকে কালাচাঁদ রায় ধ্বংস করিবেন—এই প্রতিজ্ঞা করেন। তখন হইতেই তাঁহার "কালাপাহাড়" নাম হয়। এই কালাপাহাড় জগন্নাথদেবের শত্রুতা-সাধনের জন্য প্রথমেই বাদ্‌সাহের সৈন্য লইয়া উৎকলে অভিযান করেন। উড়িষ্যার রাজাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শ্রীক্ষেত্রে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত ও লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শতশত মন্দির ভাঙ্গিয়া শ্রীমূর্ত্তিসমূহ অপবিত্র স্থানে ফেলিয়া (?) বহু লোকের প্রতি অত্যাচার করেন। ইনি সনাতনধর্ম্মের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় বহুসৈন্যসেবী দিল্লীর বাদ্‌সাহ। কালাপাহাড় কাশীর শিবলিঙ্গসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন। কাশীতে অত্যাচারের তৃতীয় দিন হইতে কালাপাহাড়ের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি নিহত হইয়াছিলেন। আবার কালাপাহাড়ের পক্ষীয় ব্যক্তিগণ বলেন যে, কালাচাঁদ প্রলয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব রুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই বিশ্বেশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি এবার বৎসরকাল সনাতনধর্ম্মের ধ্বংস-সাধনের জন্য দিবারাত্র অক্লান্ত প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কালাপাহাড়ের এই ইতিহাস পাঠ করিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, যখন শ্রীজগন্নাথদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত (?), অতি বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণব-পরিবারে প্রতিপালিত ও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত, ব্রাহ্মণকুলে জাত ও পণ্ডিত ব্যক্তি, শ্রীজগন্নাথদেব

ও গুরুবৈষ্ণবে পরে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবানেরেরই কোন মহত্ত্ব নাই, তবে তাহা কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইবে? আধাক্ষিকগণের বিচার ভক্তিরাজ্যের বিচারের সহিত এক নহে।

দেখিতে হইবে শ্রদ্ধাহীন কে হইয়া পড়িয়াছে। গুরু-সম্প্রদায়, না শিষ্যক্রব-সম্প্রদায়? শিষ্যক্রব-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তর্পণে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, প্রচ্ছন্ন প্রভুত্ব-কামনার উপর লগুড়াঘাত হইলে তাহারা যদি গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্‌কে অসৎ বলিয়া "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য" শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহা অভিসন্ধিমূলক ভণ্ডামি মাত্র। শিষ্যসম্প্রদায় গুরু-দেবকে মাপিয়া লইবে এইরূপ কথা বৈষ্ণবশাস্ত্রে নাই। লঘু গুরুকে মাপিতে পারে না, শিষ্য গুরুদেবকে মাপিতে পারে না। গুরুদেবই শিষ্যকে মাপিয়া থাকেন ও নিয়মন করেন।

ভক্তিসিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ, প্রাকৃত-সহজিয়া ও নির্ব্বিশেষ-বাদীর বিচার এই যে, গুরুদেবকে তাহারা তাহাদের ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত ও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল অনর্থগ্রস্ত মনোধর্ম্মের কৌলদণ্ডে মাপিয়া লইয়া গুরুর নিত্যাস্তিত্বের লোপ (?) সাধন করিতে পারে!

ইহাদের সমর্থনমূলক যুক্তি এই,—যদি লঘু গুরুকে মাপিয়া লইতে না-ই পারিবেন, তবে শাস্ত্রে ও মহাজনবাক্যে অসৎ গুরু-পরিত্যাগের বিধি দৃষ্ট হয় কেন? এখানে মনোধর্ম্মী লঘু পরিবর্ত্তনভায় ট্রেণে আরোহণ করিয়া নিজের ট্রেণ চলিতেছে, না অন্যের ট্রেণটি চলিতেছে, তাহা ধরিতে পারিতেছে না। যখন কোন মহাজনপ্রবর কৃপা করিয়া লঘুর লঘুত্ব জানাইয়া দেন, তখনই আমরা উহা অনায়াসভাবে জানিতে পারি, নতুবা নিজে গুরু সাজিয়া গুরুর উপর গুরুগিরি করিতে পারি, গুরুকে (?) খারিজ, গুরুর (?) হকাজ ব্যবচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা রাখি—এইরূপ কালা পাহাড়ি মত যাহাদের আছে, তাহাদের পক্ষে "গুরোরপ্যব-লিপ্তস্য" শ্লোকের অর্থই বুঝে নাই। এই শ্লোকটী পাষণ্ডগণের চক্ষুর অন্ধ করিবার জন্য প্রকাশিত হয় নাই। ভক্তিসিদ্ধান্ত এইরূপ বস্তু নহে যে, যে-কোন পাষণ্ড উহা মাপিয়া লইয়া নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে পারে।

নিজে নিজে একাকী বিপথগামী হওয়া ভাল। সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে বিপথগামী হইয়াছে বলিয়া যে পরবর্ত্তিকালে প্রচার করিতে সাহসী হয়, তাহার ন্যায় পাষণ্ডকে সর্ব্বাগ্রে ভক্তি সাম্রাজ্যের শাসকগণ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করুন। সে কেবল পাষণ্ড নয়, সে ভণ্ড, আধাক্ষিক, নির্ব্বিশেষবাদী, আত্মঘাতী। সেই ভণ্ডের কোন কথা শুনিতে হইবে না। শুনিলে সর্ব্বনাশ হইবে।

শ্রদ্ধা হৈতুকী নহে। শ্রদ্ধা চিরকালই অহৈতুকী। আমরা সেই অহৈতুকী শ্রদ্ধারই আরতি করিব।

লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Shree Chaitanya Math

পরমপূজনীয়

শ্রীপাদ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক প্রভুর শ্রীচরণেষু

প্রভো! আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন এবং পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দকে জানাইবেন। কএক মাস যাবৎ পীড়ায় কাতর থাকায় চিকিৎসক ও নিত্যহিতৈষী বন্ধুবান্ধববর্গের ইচ্ছা ও উপদেশ অনুসারে আজ সুশীতল-স্থানে কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য যাইতেছি।

কৃষ্ণের বড়ই কৃপা ও আমার পরমসৌভাগ্য যে, যাহাদের গতি কোন কালেই নাই—এতাদৃশ নিতান্তার্থভ্রষ্ট ও অসৎসঙ্গে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণকর্তৃকও আমার মত একটা পাপী, পাতকী, অতিপাতকী ও মহাপাতকী নরকের কীট জীবাধম দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যক্ত হওয়ায় পুরস্কারস্বরূপ হরিভজনের অপূর্ব্ব দুর্লভ সুযোগ পাইয়াছে। "শরণাগতি"র "প্রাণেশ্বর! কহবুঁ কি সরম কি বাত্। ঐছন পাপ নাহি, যো হাম না করলু, সহস্র সহস্র বেরি নাথ॥ ও ও আপন চতুর পণ তুয়া পদে সোঁপলু, হৃদয়গরব দূরে গেলা। দীন-দয়াময় তুয়া কৃপা নিরমল, বিনোদসেবক আশা ভেলা॥" "নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ। যেন নীতো দশামেতাং নিঃসেদশ্চাস্তনঃ প্লবঃ॥" "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"—ইত্যাদি ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের বাণীই অদ্য ও নিত্যকাল আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আরাধ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া আমার অনুসরণীয় পন্থা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ ও উপদেশ করিতেছেন। সুতরাং আমার ন্যায় জীব-কীটের জন্য কোন চিন্তার ও ভয়ের কারণ নাই। অবন্তীনগরীর ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর অনুসরণে আজ আমিও গাহিয়া চলিয়াছি—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

শ্রীধামসহ পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগ আমার নিত্যবান্ধব আপনারা—সকল বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণেই এযাবৎ ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনাদের প্রসন্নতার ও আবেদনের ফলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ নিশ্চয়ই আমাকে তাঁহাদের পাদপদ্মে নিত্য আশ্রয় দিবেন—ইহাই আশাবদ্ধ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয়শিষ্য এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের একান্ত কৃপাভাজন-কিঙ্কর ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-গোস্বামি-মহারাজ—যিনি শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় শিষ্যেরই পরমপূজনীয়, আমার অনুপস্থিতিকালে শ্রৌতাম্নায়পথে দৃঢ়-শ্রদ্ধালু সকল অকপট শুদ্ধভজনেচ্ছুকেই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় পরিচালন করিবেন এবং আমার নিত্যবান্ধব সকলেই তাঁহার আজ্ঞা পালন ও কৃষ্ণভজনে সাহায্য করিবেন।

পুনরায় আমার নিত্য-বান্ধব ও নিত্য সম্পর্করক্ষণেচ্ছু প্রিয়মিত্র বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি—যেন বঞ্চনা না করিয়া কৃপা করেন।

অদোষদর্শি-বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসত্বাভিলাষী
(স্বাঃ) শ্রীঅনন্তবাসুদেবদাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—পতিতপাবনবর পরদুঃখদুঃখী—

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসলীলা

একাধারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আদর্শ অনুসরণ ও নির্বিশেষবাদী জনগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপা

শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহ-বাসরে

৪৫৩ গৌরাব্দ, আষাঢ়ী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে

শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীগৌরসুন্দরের মিলনক্ষেত্র গয়াধামে সন্ন্যাসলীলা

সন্ন্যাসনাম—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী

পরদুঃখদুঃখী অতিমর্ত্য আচার্য্যবর্গের মহাবদান্যময়ী লীলা ক্ষুদ্র জীব ধারণা করিতে অসমর্থ। কেন শ্রীরামানুজাচার্য্য লোকগঞ্জনাভয়-ব্যপদেশে স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেনই বা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নির্ব্বিশেষবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কৃতার্কিক, নিন্দক, পাষণ্ডী পড়ুয়া প্রভৃতি মহাদক্ষ ব্যক্তিগণের কৃতঘ্নতার প্রতিদানের জন্য শ্রীমায়াপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার লীলা ও সন্ন্যাস-গ্রহণলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, কেনই বা পরমহংসবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসগ্রহণ লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, কেনই বা উদ্ধবগীতায় অবন্তীনগরীর ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ সেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গাথা গান করিয়া ব্রজের পথে চলিবার লীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহা ক্ষুদ্রজীবের ধারণার অতীত। নির্ব্বিশেষবাদী, নিন্দক, পাষণ্ড আধ্যক্ষিকগণের নিকট এই সকল তাহাদের নিন্দার স্বরূপে—উপেক্ষা ও উপহাসের উপকরণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ আধ্যক্ষিক মহাদক্ষগণের নিন্দাকে তাহাদের ভজনের অনুকূল ব্যাপাররূপে বরণ করিয়া হরিভজনের পথে অভিসার করিয়াছেন।

অতিতপাবনবর শ্রীল আচার্য্যদেবের একটী স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব এই যে, তিনি প্রত্যেক শুদ্ধভক্তের কলেবর ভজনের উন্নতির জন্য বাহিরে কোনপ্রকার বিজাতীয় প্রভাব না করিয়া চিরদিনই সর্ব্বতোভাবে অশেষ যত্ন করিয়াছেন। প্রত্যেক নিষ্কপট সেবকই, ইহা বুকে হাত দিয়া বলিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আমরা শুনিয়াছি যে, শ্রীল প্রভুপাদ যাহাদিগকে অধিক উপকার করিয়াছেন, তাহারাই শ্রীল প্রভুপাদের চরণে অপরাধ করিয়া উপকারের প্রতিদান দিয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের কথিত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী গল্প অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। শ্রীল আচার্য্যদেবের মহাবদান্যলীলাতেও আমরা সেই লীলারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসিগণের, কর্ম্মজড়গণের, নিন্দকগণের, পড়ুয়াগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাহারাই মহাপ্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্দক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভু উহার প্রতিদান করিয়াছিলেন সন্ন্যাস আশ্রমগ্রহণলীলার দ্বারা।

করিল পিয়লিপত্র কয় নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কয় বাড়িল দেহেতে

আমা চেষ্টা কোন পাইবেক বকাশ।
এতগুণ বন্ধ ছিল—হৈল কোটিপাশ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি' গেল অশেষ বন্ধনে
ভাল, লোক তারিতে করিল অবতার।
আপনে করিল সব দুঃখের সংহার॥
দেখ কলি নিস্তারিল সব মুড়াইয়া।
ভিক্ষা করি' বেড়াইনু সন্ন্যাস করিয়া॥

(শ্রীঃ ভাঃ ম ১৪।১২১, ১২৯-১৩২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের এই আদর্শের অনুসরণ পরদুঃখদুঃখী শ্রীল আচার্যদেবের জীবনে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্যদেব নিরুক, নির্বিশেষবাদী আধ্যক্ষিক মহাদম্ভগণের আচরণের প্রতিদান করিলেন তাঁহারই মহাবদান্যময়ী সন্ন্যাসলীলাদ্বারা। শ্রীল আচার্যদেব নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, তিনি শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের বাণীর প্রেষ্ঠসেবক, তিনি মহাভাগবতবর পরমহংস, তাঁহার সন্ন্যাসলীলার অভিনয় কেবল শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্টানুযায়ী, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ-সেবা।

এই লীলাদ্বারা তিনি আমাদিগকে কামমনোবাক্যে ত্রঃসঙ্গ পরিত্যাগে অধিকতর বলীয়ান্ ও সৎসঙ্গবরণে অধিকতর শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন।

শত আবাটী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর বিরহবাসরে গয়াক্ষেত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে তাঁহারই নিকট হইতে শ্রীল আচার্যদেব ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্যদেবের এই লীলাবিষয়ে অনেকেই অজ্ঞাত ছিলেন। গয়া হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ স্বপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় কর্তৃক 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের নিকট প্রেরিত একখানা পত্রে আচার্যদেবের এই গূঢ়লীলার কথা প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই পত্রে বিদ্যার্ণবপ্রভু লিখিয়াছেন—"শ্রীল আচার্যদেব আমাকে অতি নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—আমি ভগবানের irresistible forceএর দ্বারা চালিত হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমার অন্য দিকে যাইবার কথা ছিল। আমি পার্শ্বতীপুরে থাকাকালে শ্রীঘনশ্যামপ্রভু আমাকে পুনরায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য প্রবল প্রেরণা প্রদান করেন। আমাকে যে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা আমি জানিতাম না, মঠের অন্য কেহই ইহা জানেন না। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ বা শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু প্রভৃতি কেহই জানেন না। তুমি আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য কর। আগামী-কল্য প্রাতে শ্রীশ্রীগদাধরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও পরিক্রমান্তে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথিতে মঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। এইরূপ কথা অতি গৌরবের সহিত আমাকে জানাইয়া দণ্ড-বহির্বাস-প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। সেই সময় আরও বলিলেন—লোকগুলি বিষয় লইয়া কামড়া-কামড়ি করিতেছে। একটা ভীষণ ঘূর্ণী বাত্যা আসিয়াছে। ইহাতে খুব কম লোক বাঁচিবে। শরণাগত ও নিষ্কিঞ্চন-গণের কোন ভয় নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে অনুকূল কৃষ্ণজনের খুব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। আমি কৃষ্ণানু-সন্ধানে বহির্গত হইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে কথা শুনিয়াছি, সে কথার সহিত কাহারও বড় মিল হইবে না। আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কেহই চ্যুত করিতে পারি-বেন না। আমার অনুপস্থিতিকালে শ্রীল তীর্থমহারাজ আমার কার্য্য করিবেন।"

বিদ্যার্ণব প্রভু পত্রে আরও লিখিয়াছেন—শ্রীল আচার্য্য-দেবের বৈরাগ্য দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। আমাদের শত অনুনয় বিনয়ও তিনি শুনিলেন না। সন্ন্যাসের দিন প্রাতে ক্ষৌরকার্য্য সমাধান করাইয়া স্নান করিলেন ও আমাকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মদর্শনার্থ গমন করিলেন। অযৌরি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রকাশ সিংহের অতি সুরম্য যান শ্রীল আচার্যদেবের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও তিনি তাহাতে উঠিলেন না। প্রায় ছই মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ফল্গু নদীর জল স্পর্শ করিলেন, বিরজার জলে স্নান করিয়া অধোক্ষজ বিষ্ণুপাদপদ্ম সেবালাভের বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিতে করিতে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতি ও কিছুক্ষণ পূর্ব্ব মহাজন-গণের বিরচিত স্তবসমূহ উচ্চারণ করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলেন। তথায় শ্রীমধ্বাচার্য্যের একটী আলেখ্য বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই আলেখ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"আজ আমরা শ্রীমধ্বাচার্য্যের অনুগতে এখানকার ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিব। শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে

বসিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ভাগবতসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য-সমূহ কীর্ত্তন করিলেন, শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কিছুক্ষণ স্তবস্তুতি করিলেন এবং কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরপরিক্রম করিতে লাগিলেন। পরিক্রমকালে তিনি প্রথমে একটী শান্তিস্থ শেষশায়ী শ্রীবিগ্রহ এবং তৎপরে দণ্ডায়মান অবস্থায় আর একটী সেবনশায়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাদের চারিহস্তের অস্ত্রাদি আমাকে লিখিয়া লইতে বলিলেন এবং মঠে আসিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া দেখিলেন যে, উহা যথাক্রমে অধোক্ষজ ও ত্রিবিক্রম শ্রীবিগ্রহ। এই বিগ্রহদ্বয়ের কথা আপনাকে ('গৌড়ীয়'-সম্পাদককে) জানাইবার জন্য আদেশ করিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাসলীলার সংবাদ জানিতে পারিয়া স্থানীয় বহু ভক্ত মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবহোমসম্পাদনের পর শ্রীল আচার্য্যদেব ঠাকুরমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ-ভক্তের নিকট ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ উপকরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী—এই সন্ন্যাস-নামে বিভূষিত হইয়াছেন।

এইরূপে তিনি শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিরোভাববাসরে দ্বিপ্রহরে সন্ন্যাসলীলা প্রকট করেন এবং ঐ দিবস গয়া মঠে বহু বৈষ্ণব, ভক্ত, সজ্জন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একটী সভায় তিনি সংকীর্ত্তনমুখে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল একটী সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি যে হৈন্নোক্তি করিতে থাকেন তাহা শুনিলে পাষাণও বুঝি বিদীর্ণ হয়, কিন্তু পাষাণ হইতেও কঠিন আমাদের হৃদয় বিগলিত হইল না। তিনি শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর স্থান ও তাঁহার মাহাত্ম্য, ত্রিদণ্ডের ব্যাখ্যা, অবন্তী-নগরীর ভিক্ষুর সতিক্ষুতা ও ভজনে দৃঢ়তা, জীবশিক্ষাকল্পে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়ায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়গ্রহণের লীলাভিনয় এবং অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবাবৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন। সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিবার পর শ্রীল আচার্য্যদেব যে অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্যের আচরণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে লিখিয়া বুঝান যায় না। তাঁহার এই জীবশিক্ষাময়ী লীলা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিকে দণ্ডিত করুক।

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভু কী জয়!!

অধোক্ষজসেবোন্নতিক্রম ও আধ্যক্ষিক বিচার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

যাঁহারা ভোগ্য বা দৃশ্যজ্ঞানে দর্শকসূত্রে ত্রিগুণতাড়িত হইয়া ভালমন্দের বিচার করেন, নিজের দ্বিতীয়াভিনিবেশ-প্রযুক্ত বাস্তববস্তু হইতে পৃথগ্বুদ্ধিতে ফলবস্তুসমূহ ও ভাবসমূহ ধারণা করেন এবং ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিচার করিয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণ-দর্শনের বিষয়মাত্র-বোধে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করেন, তাহাদের কু-দর্শনের সহিত মহাভাগবতের সুদর্শন এক বা সমান নহে।

যাঁহাদের অনুকূলতার পরিমাণ পূর্ণতা লাভ করে নাই, প্রতিকূল ব্যাপারের প্রতীতির সহিত যাঁহারা অসহযোগ-সম্পন্ন তাঁহারাই ক্রমশঃ পরম উন্নত হইয়া মহাভাগবতের পদবী লাভ করেন। যাঁহারা ভক্তাভক্ত-বিচার-দর্শনহীন বলিয়া ভক্ত-পূজারহিত হইয়া ভগবৎপূজাকালে ভক্তের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন এবং যাঁহাদের প্রাকৃত অধিকারে অধোক্ষজের পূজার মধ্যে অধোক্ষজ-সেবকের আনুগত্যের পরিমাণ অল্প, তাঁহারা অধিকারের উন্নতিক্রমে ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিতে করিতে পরোপকাররত হইয়া সৌভাগ্যবশে জনগণকে সদ্ধর্ম্মে মঙ্গল বিধান করেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ভগবদ্বিমুখ জনগণের দুঃসঙ্গ পরিহার করিয়া

হেন ভাগ্যবান মধ্যমাধিকারীর পূর্ণতাত্ত্বিমুখে অভিযান হতে উত্তমাধিকারের বিচার উপস্থিত হয়।

কনিষ্ঠাধিকারের [illegible] কেবল জ্ঞানের জনগণের নিকট প্রতিভাত। [illegible]নিষ্ঠাধিকারের সাধনা জ্ঞাননিষ্ঠাই তাকুকুকশ্রদ্ধাধিকার [illegible] জীবকে সংকল্পাধিকারে প্রবৃত্ত করায় সংকল্পাধিকারী জীবের প্রকৃতির বিষয়-বৈরাগ্য উৎপাদন করিলে জ্ঞাননিষ্ঠ করায়। জ্ঞাননিষ্ঠের ভজনোন্মুখতা তাঁহাকে কনিষ্ঠাধিকারীর চরণে প্রপত্তি করায়। কনিষ্ঠাধিকার উন্নত হইলে মধ্যমাধিকারের বিচার-প্রণালীর শিক্ষক তাঁহাকে স্বশ্রেণীভুক্ত করেন এবং সেই শ্রেণীতে পারদর্শিতা [illegible] ভাগবত শ্রবণ-সেবন-প্রভাবে সেই [illegible]ভাগবতের বিচার তাঁহার শুদ্ধচিত্তকে অধিকার করে। তখন তিনি পারমহংস্য মহাভাগবতাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাঁহার প্রত্যেক আচরণ, বিচরণ ও প্রচারণে একান্তভাবে কৃষ্ণানুশীলন হইয়া থাকে। তখন আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি তাঁহার নিকট হইতে নিরস্ত হয়। তখন তিনি শ্রীরূপের উপদেশ-প্রভাবে—"কৃষ্ণেতরা ভজনবিজ্ঞমনন্যভাবাদিপূতুচলদূর্মিভিরন্তরঙ্গা।" —বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন।

মহাভাগবতের এইরূপ অলৌকিকী শক্তি যে,তিনি ভক্ত-প্রসাদ-কৃপাশক্তি-বিতরণে মধ্যমাধিকারের নিত্যসুপ্ত জন-গণকে উন্নত করেন এবং কনিষ্ঠাধিকারীকে মধ্যমাধিকারে যোগ্যতা প্রদান করেন। মহাভাগবত ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষী জনগণের প্রতিকূলে ধাবমান হইবার পরিবর্ত্তে মৌনাবলম্বন করেন এবং মধ্যমাধিকারী ও কনিষ্ঠাধিকারীর দ্বারা বহির্মুখ জীবগণের বিদ্বদ্বৃত্তি শোধন করিবার সুযোগ প্রদান করেন। যাহারা ভক্তিরাজ্যের কনিষ্ঠাধিকারের মহিমা বুঝিতে অসমর্থ মধ্যমাধিকারের অধিকতর কল্যাণজনক ভাবের স্থাবক নহে, তাহারা উত্তমাধিকার আদৌ বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী হইয়া কংস, অঘ, বক ও পূতনাদির আনুগত্যক্রমে শ্রীহরি কর্ত্তৃক নিহত হয় এবং ভোগিকুল নিজ-নিজ অসদ্বার্থ-প্রভাবে ভগবৎসেবাবিমুখ থাকিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করে। তাহাদের ভজনোৎসুকতা দেখা যায় না।

উত্তম-ভাগবত অনর্থমুক্ত হইয়া স্বীয় ভোগানুসন্ধানরহিত হন; সেইকালে নির্মুক্তাভিমান হইয়া তিনি ভগবানের নাম-রূপ-গুণ পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া প্রপঞ্চস্থিত মায়িক আবরণ ও বিক্ষেপধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া নিজ স্বাধিভাব রতির বিক্রম শুদ্ধ করিতে না পারায় চিচ্চিৎ সমস্ত বস্তুতেই নিজাভীষ্ট ভগবৎ প্রাকট্য-দর্শন অনুভব করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার বহির্দর্শনে সাধারণোচিত ভূতবুদ্ধি অপসারিত হইয়া আত্মবিকাশ হইতে থাকে। তাঁহার সেব্যবস্তুটী চিদুপকরণের আধারে সমাগত—এইরূপ বোধ হয়। নিত্যবিগ্রহাশ্রয়ের ভাবসমূহ তাঁহার চিত্তকে প্লাবিত করিতে থাকে এবং বন, লতা ও তরুতে ভোগবুদ্ধি দূরীকৃত হইয়া তথাদাদি বৃক্ষে ভগবদ্দর্শন হয়। নিত্য সেবকের স্বীয় সিদ্ধভাবের উদ্গমে ভগবৎপ্রেমা বহির্দর্শনে দৃষ্ট চিচ্চিৎ বিচারকে প্লাবিত করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ আপ্লুত করায়।

মায়াবাদী স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত ব্রহ্মজ্ঞানের বিচারে আক্রান্ত হইয়া "নমস্তুভ্য তৃণপার্থা" শ্লোকের তাৎপর্য্য 'কুররি বিলপসি ত্বম্' শ্লোকের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া চিবিলাস বিচার হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করেন। ব্রহ্মজ্ঞানে ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যবৈচিত্র্য অবস্থান করায় ব্রহ্মজ্ঞানের নৈর্ব্বিশিষ্ট্য, ভেদ ও অবয়-বিচারেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জড়পাকার নিরাকারাদি পার্থিব জ্ঞান, জড়সত্তা ও জড়সত্তাদির অবকাশ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত হওয়ায় প্রীতি-পরাকাষ্ঠার সহিত নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের নিত্যবিরোধ বিবেচনা করিতে হইবে। যাহাদের ভগবজ্জ্ঞান নাই তাঁহারা হৈতুকী ও ব্যবধানযুক্তা বিদ্ধভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া উহার আদর করিতে পারে। উহা তাহাদের মন্দভাগ্যেরই পরিচয়-মাত্র। ভগবানে প্রণয়াধিক্যবশতঃ সর্ব্বত্র নিজাভীষ্টদর্শন মহাভাগবতেই সম্ভব। কামুকসকল যেরূপ সর্ব্বত্র কামিনীর অঙ্গাদির দর্শন বিচারে তন্ময়তা লাভ করে, তদ্রূপ সর্ব্বত্র চিন্ময়ী ভগবৎসেবার ধারণাতেও উত্তম ভক্তের নিদর্শন পাওয়া যায়। মায়াবাদীর বিচারে প্রাকৃতবুদ্ধি ও বিবেক-বিচারের গতি লক্ষিত হয়, কিন্তু ভাগবতোত্তমের অধিকারে তদ্রূপ বিবর্ত্তের অবকাশ নাই। যেখানে সেবোপকরণ-দর্শন, সেখানে সেব্য-সেবক-বিচার হইতে বিচ্যুতভাবের দর্শন নাই; যেহেতু উহাতে পূর্ণতা তিরোহিত হয় নাই। সুতরাং চিবিলাসময়ী লীলার দর্শনে বিসদৃশতা আরোপিত হইতে পারে না। এইজন্য ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"যেদিন গৃহে, ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।"

প্রচার-প্রসঙ্গ

উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী বম্বে এগরীতে সাণ্টাক্রুশ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভার্গব বি-এ মহোদয়ের ভবনে গত ১৬ই আষাঢ় চাতুর্মাস্য ব্রতারম্ভ দিবসে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "অজামিল" উপাখ্যান হিন্দী ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া কতিপয় সজ্জনের পরিপ্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন। তৎপরদিবস শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী সাণ্টাক্রুশ-প্রবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এম্ কে চোক্সীজীর ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় বিষয় অবলম্বনে গুজরাটী ভাষায় হরিকথা কীর্তন করেন।

গত ৯ই জুলাই রবিবার কচ্ছুরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্তি রাও গারু মহোদয়ের ভবনে শ্রীপাদ ব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিবেক মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মচারীজী শ্রীল প্রভুপাদের শেষ আশীর্ব্বাদ-বাণী ইংরাজী ভাষায় আলোচনা করেন।

গত ১২ই জুলাই তারিখে মিঃ এ সেষগিরি রাও গারু (ইন্সপেক্টার অফ্ ইন্সিওরেন্স কোং) মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী জীবনের অনিত্যতা এবং গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণের একান্ত-আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গদাধর-চৈতন্যদাসজী মহাজনপদ কীর্তন করেন।

শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক মহোদয় কচ্ছুরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কামেশ্বর রাও গারু ও স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ডোদ্রীড্ জেন্কানা মহাশয়দ্বয়ের ভবনে গত ২৯শে আষাঢ় এবং ১লা শ্রাবণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রীজী রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া কুচবিহারে কিছু দিন যাবৎ হরিকথা কীর্তন করেন। তথায় তিনি 'ধর্ম্মসভা-হলে' গত ১৮ই হইতে ২০শে আষাঢ় পর্য্যন্ত যথাক্রমে "সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম", শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" ও "শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ২১শে আষাঢ় রবিবার ও ৭ই শ্রাবণ রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ভাগবতীর্থ মহোদয় যথাক্রমে "আত্মমঙ্গলেচ্ছুর কর্ত্তব্য", "শুদ্ধভক্তির স্বরূপ ও ভক্তিপথের দুর্গমতা" সম্বন্ধে সমাগত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ বড়ুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ বি-এল্ মহোদয় ময়মনসিংহের পরলোকগত উকিল মহিমচন্দ্র রায় এম্-এ, বি এল্ মহোদয়ের পুত্রগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "অজামিল" উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব

গত ২৯শে জুন (১৯৩৯), ১৫ই আষাঢ় (১৩৪৬) হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়া ১৬ই জুলাই সাধারণমহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদনার্থে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তি-মৈত্রেয় ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পুরুষোত্তম মঠের সেবক শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান ভক্তিশাস্ত্রী, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী, ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্ প্রভৃতি, ভুবনেশ্বর শ্রীত্রিপতি গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ ক্ষেমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রমুখ সেবকগণ উৎসবে যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গৌরবিনোদমন্দির কীর্ত্তন শ্রীশ্রীমঙ্গলারাত্রিক, ভোগারাত্রিক ও সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন, প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব-শ্রীনাম-কীর্ত্তন, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র শ্রীনাম-কীর্ত্তন হয়। প্রাতে শ্রীশ্রীচৈতন্য-

ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পূর্ব্বাহ্ণে কটক সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার, মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠীতে 'নদীয়া-প্রকাশ' 'গৌড়ীয়' ও 'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী' পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে সমাগত শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের ভক্তিশাস্ত্রী কটক টাউন-হলে গত ১লা জুলাই উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের কাউন্সিলের মেম্বর শ্রীযুক্ত গোপাবন্ধু মিশ্র মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে, গত ৮ই জুলাই শনিবার ও ৯ই জুলাই রবিবার উড়িষ্যার শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বোধরাম ডবে এম্, এ, এম্, এল্, সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে যথাক্রমে 'ধর্ম্মের স্বরূপ' ও 'উৎকলের পারমার্থিক বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ওজস্বিনী ভাষায় ৩টী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিন দিবসই সভায় সহরের বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞাপন দ্বারা পূর্ব্ব হইতে সহরের সর্ব্বত্র প্রচার করা হয়। স্থানীয় দৈনিক 'সমাজ' পত্রিকায় বক্তব্য বিষয় ও বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হয়।

গত ২৩শে জুন শুক্রবার, ৩০শে জুন শুক্রবার ও ৬ষ্ঠা জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তনশোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া সহরের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। শ্রীমঠের প্রত্যহ বহু শিক্ষিত সজ্জন দৈনন্দিন পাঠ-কীর্ত্তনে নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়াছেন।

গত ১৬ই জুলাই রবিবার শ্রীশ্রীসৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পূর্ণাস্থসত্ত্বে ও কৃপা আশীর্ব্বাদে সাধারণ মহামহোৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিনোদরমণ-জীউর শ্রীশ্রীমঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা ও পঞ্চতত্ত্ব-শ্রীনামকীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীকীর-চোরা গোপালের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীনামকীর্ত্তন সহ শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। অপরাহ্ণ ৪ঘটিকায় নাট্য-মন্দিরে একটী সভার অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব-শ্রীনামকীর্ত্তনের পর প্রচারকগণ কর্ত্তৃক ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত যথাক্রমে 'ভক্তিসদাচার,' 'শ্রীমঠের পরিচয়'; 'শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর ও শুদ্ধভক্তি,' 'উৎসবের তাৎপর্য্য', 'সাধুসঙ্গ', 'শ্রীনাম-তত্ত্ব', 'আত্মার-ধারা', 'শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব' এবং 'মায়া ও সচ্চিদানন্দতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। বক্তৃতা ও কীর্ত্তনান্তে সমাগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ন্যূনাধিক ৫০০ শত ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন

আদর্শ বিদ্যায়তন শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় গত ৫ই শ্রাবণ ২১শে জুলাই শুক্রবার শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃরণ নাটামন্দিরে একটী সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং শ্রীধামের বহু সজ্জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিমধুর প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় হইতে অবন্তীদেশস্থ ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও ঐকান্তিক হরিভজনের আদর্শ সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সর্ব্ব-জীবারাধ্য পরদুঃখদুঃখী পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাসপ্রচারলীলা ও শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বুদ্বুদ্‌গণের বিষয়-ভোগমূলে নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণাবেষণলীলাদর্শ প্রকাশের বিষয় আলোচন করেন।

শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চল প্রভু মুন্সেফীতে প্রিন্সিপ্যাল,শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট মিঃ এস্, সি, দে মহোদয়দ্বয়ের ভবনে গত ২৩শে ও ২৮শে আষাঢ় তারিখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তিনি গত ১লা শ্রাবণ তারিখেও ডাঃ শ্রীযুক্ত এস্, সি, ভাদুড়ী মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এবমাত্মা নিয়তঃ পার্থ যুক্তঃ।
নির্দ্দহঃ হৃদয়স্থঃ সুক্ষ্ম বৈষ্ণবমুত্তমঃ।
প্রাণিনাং সর্ব্বভূতানি
বিদ্যাযুক্ত সদনি ধারয়।

প্রাণিনাং সুহৃদা মুক্তা হরিসঙ্কিত্তনঃ।
মুমুক্ষুঃ পরিত্রাণ বৈরন্তং ভক্তিকারণম্।
—শ্রীচৈতন্যচরিত এবং প্রেমধন
"নিত্য" বস্তুর প্রাপ্ত হয়ত।

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪৬; ১২ই আগষ্ট, ১৯৩৯

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—তৃতীয় প্রবন্ধ

ভক্তির স্বভাব-বিবেক *

[ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শুদ্ধভক্তিস্বভাবস্তু প্রভাবান্ বংপরাশ্রয়াৎ।
দৈবে নষ্টে ক্ষীবস্তুং চৈতন্যমহং ভজে ॥

শুদ্ধভক্তির ছয়টী স্বভাব। ভক্তি স্বভাবতঃ ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। সাধনাবস্থায় ভক্তির কেবল প্রথম দুইটী গুণ লক্ষিত হয়, ভাবাবস্থায় প্রথম চারিটী গুণ লক্ষিত হয় এবং প্রেমাবস্থায় উক্ত ছয়টী গুণই লক্ষিত হয়। ভক্তির স্বভাবগত ছয়টী গুণ আমরা আনুপূর্ব্বিক বিচার করিতেছি।

(১) ভক্তি ক্লেশঘ্নী। যিনি শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয় করেন, ভক্তি স্বভাব-প্রভাবে তাঁহার সমস্ত ক্লেশ নাশ করেন। ক্লেশ তিন প্রকার; যথা শ্রীরূপবাক্য,—

ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি ত্রিধা।

পাপ, পাপবীজ অর্থাৎ বাসনা ও অবিদ্যা এই তিন প্রকার ক্লেশ। জীব অনন্ত-জন্মান্তরে যে সমস্ত পাপ করিয়াছেন ও করিবেন সে সমুদায় পাপ দ্বারা তাঁহার কষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের দ্বিতীয় পরি, পঞ্চম ধারায় প্রধান প্রধান পাপ-সকল নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সমস্ত জীবকৃত পাপ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ। তথা শ্রীরূপবাক্য,—

অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং দ্বিবিধং ভবেৎ।

কোন একটী জন্ম লাভ করিয়া সেই জন্মে জীব পাপগুলি ভোগ করিতে বাধ্য হন, সেইগুলি প্রারব্ধ পাপ। অন্যান্য ভাবী জন্মের ভোগের জন্য যে সকল পাপ অবশিষ্ট থাকে সে সকল পাপকে অপ্রারব্ধ বলে। জন্মে জন্মে জীব

* এই প্রবন্ধটী ১৮৩৬ বিশ্ববৈষ্ণব সভার ১৮৩৬ বঙ্গাব্দ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

যে সকল কর্ম্মের ফল এখনও পূর্ণরূপে অপ্রাপ্ত পাপের মধ্যে পরিগণিত হইয়া ভাবী কল্প সময়ে প্রারব্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রকার অনাদি বিদি দ্বারা জীব জন্মে জন্মে নিরন্তর পাপ-ফল অবশ্য ভোগ করিয়া থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য, যবন জন্ম, ধনী লোকের জন্ম, ব্রহ্মকুলীন সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সমস্তই প্রারব্ধ কর্ম্মফল; তন্মধ্যে যবনজন্ম ইত্যাদি প্রারব্ধ পাপ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ উভয়বিধ পাপকে ধ্বংস করেন। জ্ঞান দুইরূপে জন্ম হইলে কেবল অপ্রারব্ধ কর্ম্ম নাশ করে, প্রারব্ধ কর্ম্ম জ্ঞানীদিগের শাস্ত্রমতে অবশ্য ভোগ্য। ভক্তির প্রারব্ধফল-ধ্বংস ভাগবতে কথিত হইয়াছে,—

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বণাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

হে ভগবন্, তোমার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, তোমার নমস্কার ও তোমার স্মরণ করিলে চণ্ডালেরও সদ্যই অর্থাৎ জন্মান্তর অপেক্ষা না করিয়া সবন-যাগকরণ-যোগ্যতা লাভ হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যাধিকার প্রাপ্তি হয়, তখন তোমার দর্শনে যে কি লাভ হয়, তাহা বলা যায় না। এস্থলে দুর্জ্জাতিরূপ প্রারব্ধ পাপ নাশ ভক্তির স্বভাব বলিয়া উক্ত হইল।

ভক্তির অপ্রারব্ধফলত্ব-ধর্ম্ম পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥

যাঁহাদের বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরাগ আছে, তাঁহাদের অপ্রারব্ধ পাপ, কূট অর্থাৎ বীজত্বলাভোন্মুখ অর্থাৎ যে সকল অঙ্কিত পাপ কেবল বীজত্ব অর্থাৎ বাসনাময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, বীজ অর্থাৎ বাসনাময় পাপ ও ফলোন্মুখ অর্থাৎ প্রারব্ধ সেই সমস্তই ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ভক্তি পাপের সর্ব্বাবস্থাতেই ত্রাণক ইহা লক্ষিত হইবে। ভক্তদিগের পাপ নাশের জন্য কর্ম্ম বা জ্ঞানময় প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা নাই।

জীবের হৃদয়ে যে পাপ-বাসনা তাহাকেই পাপবীজ বলে। সেই পাপবীজ কেবল ভক্তিদ্বারাই নষ্ট হয়; যথা ভাগবতে,—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাশয়ত্যঙ্গ ভক্ত্যৈব তবপীশাখিল-সেবয়া॥

ধর্ম্মশাস্ত্রে স্মার্ত্ত কর্ম্মমার্গে যে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত এবং শাস্ত্রান্তরে তপঃ ও দান দ্বারা যে পাপনাশের ব্যবস্থা আছে, সে সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই সেই পাপমাত্রই ক্ষয় হয়, কিন্তু পাপ-সকলের বীজ যে অবিদ্যাকৃত পাপ-বাসনা তাহা ঐ সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষয় বা শোধিত হয় না। তাহা কেবল কৃষ্ণপাদ-সেবা দ্বারাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত আর কেহই পাপবীজরূপে হৃদয়-বাসনা দূর করিতে পারে না। ভক্তিদেবী হৃদয়ে আসীন হইলে পাপ-বাসনা পুণ্য-বাসনার সহিত সমূলে তাড়িত হয়।

ভক্তির অবিদ্যাহরত্ব পদ্মপুরাণে ও ভাগবতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে বিচারিত হইয়াছে,—

কৃতাসুধাত্রা বিদ্যাভির্বিবিক্তহৃদয়ত্রয়া।
অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবদাহোঽর্চ্চিষামিব॥

হরিভক্তি যখন হৃদয়ে আসেন, তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিদ্যাশক্তি আসিয়া দাবানলে বনস্থ সর্পিণীর ন্যায় জীবহৃদয়গত অবিদ্যাকে সহসা দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

যৎপাদপঙ্কজপলাশ-বিলাসভক্ত্যা।
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥

জীবহৃদয়ে অহঙ্কাররূপ হৃদয়-গ্রন্থিকে নির্ব্বিষয়মতি যতিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিরুদ্ধ করিয়াও সেরূপ উন্মোচন করিতে পারেন না, যেরূপ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পলাশ-বিলাসভক্তিদ্বারা সহজে করিয়া থাকেন। অতএব সেই আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন কর।

জ্ঞান-চেষ্টাদ্বারা কথঞ্চিৎ অবিদ্যানাশ হইলেও ভক্তি ব্যতীত নিরাশ্রিত সাধকের অবশ্য পতন হয়। যথা, ভাগবতে দশমে,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দাক্ষ! যাহারা জ্ঞানমার্গে 'ইহা নয়, ইহা নয়' করিয়া জড়াতিরিক্ত অবস্থা লাভ করত আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ভক্তিহীন বুদ্ধি অবিশুদ্ধ, অতএব অনেক ক্লেশে অবিদ্যা অতিক্রম করত ব্রহ্মরূপ পরমপদ লাভ করিয়া তোমার পাদপদ্মের নিত্য আশ্রয় অভাবে পুনরায় অধঃপতন লাভ করেন।

হে অন্যরূপ ভক্তগণ! অবিদ্যার নাম শ্রবণ করিবামাত্র আপনাদের অবিদ্যার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা জন্মিয়া থাকিবে।

তদ্ভিন্ন আমি অবিদ্যা সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিব। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তন্মধ্যে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিনটী আমাদের নিকট প্রধানরূপে পরিচিতা। চিচ্ছক্তি হইতে ভগবদ্ধাম, ভগবল্লীলা ও ভগবল্লীলোপকরণ সমুদায় প্রকাশিত হয়। চিচ্ছক্তির অন্তরঙ্গনাম স্বরূপশক্তি। জীবশক্তি হইতে অনন্ত জীবের উদয়। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ চিদ্বস্তু, কিন্তু পূর্ণতা অভাবে মায়া-প্রবণ, মায়াযুক্ত নন। ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণ-বহির্মুখতাক্রমে মায়ার বশতাপন্ন লাভ করেন। ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণোন্মুখতা সহকারে মায়া হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন। ইহাই বদ্ধ ও মুক্তজীবের পার্থক্য। বদ্ধাবস্থায় জীব মায়ার বশতাপন্ন হইয়া মায়ার দুইটী প্রভাব অর্থাৎ বিদ্যাপ্রভাব ও অবিদ্যাপ্রভাব, ঐ দুয়ের মধ্যে অবিদ্যা-প্রভাবদ্বারা স্বরূপ আবৃত হইয়া চিৎস্বরূপ শুদ্ধবিদ্যাপ্রকৃত অহঙ্কারকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিদ্যাপ্রকৃত জড়তত্ত্বে আত্মাভিমানরূপ বিকৃতাহঙ্কারকে স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই অবিদ্যা-বন্ধনই জীবের বদ্ধাবস্থা-প্রাপ্তি। অবিদ্যামুক্ত হইলে জীব নিরুপাধিক হইয়া মুক্তাবস্থা লাভ করেন। অতএব অবিদ্যা আর কিছুই নয়, কেবল জীবের স্বরূপ-বিভ্রমকারিণী মায়া-প্রবৃত্তিবিশেষ। অবিদ্যা হইতেই জীবের কর্ম্মবাসনা; জীবের কর্ম্মবাসনা হইতেই পাপ-পুণ্য ক্রিয়া। এই অবিদ্যাই জীবের সমস্ত ক্লেশের আকর। একমাত্র ভক্তিই অবিদ্যা নাশ করিতে সক্ষম। কর্ম্ম পাপমাত্র নাশ করিতে পারে। জ্ঞান পাপ-পুণ্য উভয়ের মূল বাসনাকে নাশ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তি পাপকে, পাপ-পুণ্যের বীজ বাসনাকে এবং বাসনার জননী অবিদ্যাকে সমূলে নাশ করিতে পারেন।

(২) ভক্তি স্বভাবতঃ শুভদা। তত্র শ্রীরূপ গোস্বামি-বাক্য,—

শুভানি শ্রীপনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্গুণাঃ সুখমিত্যাদিগীয়ন্তে মনীষিভিঃ॥

সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি ও সমস্ত জগতের অনুরাগ লাভ, মানবের যতপ্রকার সদ্গুণ আছে এবং সুখ প্রভৃতি কয়েকটী মঙ্গলময় প্রাপ্তিকে পণ্ডিতগণ শুভ বলিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে কথিত আছে, যথা,—

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
ব্রহ্মাদি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥

যিনি শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিয়াছেন তিনি সমস্ত জগৎকে তৃপ্তি দান করিয়াছেন। তাবৎ, জঙ্গম সমস্ত জীবগণই তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, হরিভজনশীল ব্যক্তি সর্ব্বদা সকলের প্রতি বিদ্বেষশূন্য থাকিয়া অনুরাগ করেন। সকলেই সুতরাং তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিয়া থাকে।

ভক্তলোকের সকল সদ্গুণই স্বভাবতঃ উদয় হয়। ভক্তগণের জীবনী আলোচনা করিলেই সহজে ইহা দৃষ্ট হয়। ভাগবতে তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যথা,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত সদ্গুণ সহকারে সমস্ত দেবতাগণ বর্ত্তমান হইয়া তাঁহাতে অবস্থিতি করেন। অসৎ মনোরথক্রমে বহির্দ্ধাবমান্ অভক্ত পুরুষের মহদ্ গুণ কিরূপে সম্ভব হয়? দয়া, সত্য, নম্রতা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান প্রভৃতি যে-সকল মহদ্গুণ আছে, তাহা ভক্তিপূত হৃদয়েই উদিত হইতে পারে। ইতর দুষ্কার্য্যে ব্যাকুল হৃদয়ে ঐ সকল গুণ বহু চেষ্টা করিলেও উদয় হইতে পারে না। সুখলাভ শুভ মধ্যে গণিত হইলেও পৃথক্ বিষয়রূপে বিচারিত হইতেছে।

ভক্তি স্বভাবতঃ সুখদা। শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তত্ত্রিধা।

বদ্ধজীবের সুখ তিন প্রকার মুক্ত জীবের বৈষয়িক সুখ নাই। তিন প্রকার সুখ এই, বৈষয়িক সুখ, ব্রাহ্ম সুখ ও ঐশ্বর সুখ। জড়জগতে যত প্রকার জড়াশ্রিত সুখ আছে সে সমুদায়ই বৈষয়িক সুখ যোগীদিগের অষ্টাদশ সিদ্ধি, কর্ম্মীদিগের স্বর্গাদিলোক-সুখ এবং নিতান্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের ঐহিক সুখ সমস্তই বৈষয়িক সুখ। জড়কে ব্যতিরেক চেষ্টাদ্বারা দূর করত বিকারহীন জ্ঞানের সহিত নিজ আত্মাকে ঐক্যরূপে চিন্তা করিতে করিতে যে নির্ব্বিশেষ সুখ হয়, তাহাকে ব্রাহ্ম সুখ বলে। সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ ভগবানের নিত্য আনুগত্যজনিত যে সুখ হয় তাহাকে ঐশ্বর সুখ বলি। হরিভক্তি স্বভাবতঃ সমস্ত সুখই দিতে পারেন। নিষ্কপট হৃদয়ে উদিত হইলে ঐশ্বর-সুখ দেন। অবস্থা-বিশেষে এবং চিত্তের বাসনানুসারে যাঁহাদের

চাতুর্লৌকিক সুখকে সুখ বলিয়া বোধ হয়, তাহাদিগকে তত্তৎ সুখ দান করেন। যথা অত্র,—

নিত্যঃ পরমাশ্চর্য্যা মুক্তিরপি শ্রুতীনাং।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দভক্তিতঃ॥

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশিতা, বশিত্ব, প্রাকাম্য এবং কামাবসায়িতা এই আটটী যোগসিদ্ধি, মুক্তি অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ময় সুখ, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসুখ এবং নিত্য পরমানন্দ এসমস্তই গোবিন্দ-ভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

হরিভক্তিসুধোদয়-গ্রন্থে লিখিত আছে,—

কৃষ্ণেপি যাচে কেবলং ত্বয়ি ভক্তিরস্তু মে।
যা মোক্ষাদ্যচতুর্বর্গফলদা সুখদা সতা॥

হে কেশব! আমি পুনরায় তোমাতে দৃঢ়া ভক্তি যাচ্ঞা করি। যে ভক্তিপ্রভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল ও প্রেমসুখ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিগণ লাভ করিয়া থাকেন। ফলকথা এই যে, ভক্তি সমস্ত ফল দিতে সক্ষম। তত্তৎফলে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভক্তলোক কেবল প্রেম ফলকে অন্বেষণ করেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তিকে আশ্রয় না করিলে নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফল দান করিতে পারে না; অতএব ভক্তি ব্যতীত জীবের কোন অবস্থায় বা কোন অধিকারে সুখোদয় হয় না।

(৩) ভক্তি স্বভাবতঃ মোক্ষলঘুতাকৃৎ। ভক্তি কিছুমাত্র উদিত হইলেই মোক্ষ পর্য্যন্ত চতুর্বিধ পুরুষার্থ সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। যথা নারদপঞ্চরাত্রে,—

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥

মুক্ত্যাদি সমস্ত সিদ্ধি এবং অদ্ভুত ভুক্তিসমূহ হরিভক্তি মহাদেবীর চেটিকা অর্থাৎ পরিচারিকারূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। অতএব অতিসুন্দররূপে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

মনাগেব প্রক্রান্তায়াং হৃদয়ে ভক্তদেবতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥

অতএব যখন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই বর্গচতুষ্টয়কে স্বভাবতঃ তুচ্ছ বোধ হইবে, তখনই শুদ্ধভক্তির উদয় স্বীকার করা যাইবে।

(৪) হরিভক্তি সুদুর্লভা; অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন, যথা,—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা॥

হরিভক্তি দুই প্রকারে দুর্লভা। প্রথমতঃ চিরকাল অনাসক্তচিত্ত হইয়া পুঞ্জ পুঞ্জ সাধন করিলেও তাহা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ আসক্তিযুক্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীহরি উহা সহজে দেন না। আসঙ্গ শব্দে ভজননৈপুণ্যকে বুঝিতে হইবে। ভজননৈপুণ্য বিহীন যে-কোন সাধনই হউক তাহাতে হরিভক্তি লাভ হয় না। ভজননৈপুণ্যের সহিত বহুদিন ভজন করিলে নামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ দূরীকৃত হয়। তাহা হইলে ভগবৎকৃপাক্রমে স্বরূপজ্ঞানময়ী পরা ভক্তি উদিতা হন। এস্থলে অন্যত্র এরূপ উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

জ্ঞান হইতে মুক্তি সহজে লাভ করা যায় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ভুক্তি অনায়াসে পাওয়া যায়। কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি সহজে পাওয়া যায় না।

ভগবান্ যে সহজে ভক্তি দেন না, তাহা ভাগবতে কথিত হইয়াছে, যথা,—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্বচ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যদুবংশীয়দিগের পতি, গুরু, কুলনায়ক, দেবতা, প্রিয় এবং কখন কখন আজ্ঞানুবর্ত্তী। ইহা সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় নয়। কেননা ভজনকারীদিগকে তিনি যত শীঘ্র মুক্তি দান করেন, তত শীঘ্র পরমধন ভক্তিযোগ দান করেন না। এস্থলে শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"তস্মাদাসঙ্গেনাপি কৃতে সাধনভূতে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে সতি যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তির্ন জায়তে তাবদ্দদাতীত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা নববিধ সাধনাঙ্গ অবলম্বন করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যে পর্য্যন্ত স্বরূপ-জ্ঞানময়ী ফল ভক্তিরূপা রতিতত্ত্বে গাঢ় আসক্তি না করেন সে পর্য্যন্ত ভগবান্ তাঁহাদিগকে শুদ্ধা ভক্তি দেন না, তাঁহাদের ভজনাদি সমস্তই ছায়াভক্ত্যাভাসরূপে থাকে।

(৫) ভক্তি স্বভাবতঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিশেষাত্মা। পূর্ব্বেই

কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ পূর্ণসচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং জীব তাঁহার কিরণ-কণস্থানীয় অণু-চিদানন্দতত্ত্ববিশেষ। অতএব জীবেতেও চিৎ ও তদ্ধর্ম্মরূপ আনন্দ কিয়ৎ পরিমাণে আছে। আনন্দ বলিলে সহজে লোকে জড়সুখকে মনে করেন, কিন্তু সমস্ত জড়সুখ সমষ্টি করিলেও আনন্দতত্ত্বের নিকট স্বভাবতঃ ন্যূন। জড়গত আনন্দ অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক। চিদ্গত আনন্দ সান্দ্র অর্থাৎ নিবিড় বা ঘনীভূত তত্ত্ব-বিশেষ। ভক্তি সেই সান্দ্রানন্দস্বরূপ। ভক্তির তুল্য আর জীবের আনন্দ নাই। ইহা জীবের সহজানন্দ। ব্রহ্মসুখও ইহার নিকট কিছুই নয়, যেহেতু জড়সুখকে অতিক্রম করত ব্যতিরেক চিন্তাতে যে নির্ব্বিশেষ সুখকে কল্পনা করা যায়, তাহার নাম ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ জীবের নিত্যানন্দ নয়, জড়ের বিপরীত চিন্মাত্রসুখ মাত্র। অতএব শ্রীরূপ কহিয়াছেন,—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

যাহাকে কেবল অদ্বৈতবাদিগণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মানন্দ বলেন, সেই আনন্দকে যদি পরার্দ্ধগুণীকৃত করা যায়, তাহাও ভক্তিসুখ সমুদ্রের পরমাণুর তুল্য হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মানন্দকে যতই আগ্রহদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করা যায় না কেন, তাহা কখনই জীবের স্বরূপগত আনন্দের কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য লাভ করিবে না। জীবের স্বরূপগত আনন্দ সহজ বস্তু, অতএব স্বাভাবিক। ব্রহ্মানন্দ জীবতত্ত্বের বিরূপগত-চেষ্টাজনিত সুখবিশেষ হওয়ায় তাহা অস্বাভাবিক, অতএব অস্থায়ী। অতএব হরিভক্তিসুধোদয়ে,—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥

হে ভগবন্! তোমাকে সাক্ষাৎকরণদ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে আমি স্থিত হইয়াছি। জড়সুখের ত' কথাই নাই, ব্রহ্মসুখ প্রভৃতিও আমার নিকট এখন গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে। শাস্ত্রে অনেকস্থলে এইরূপ বাক্য আছে। বাহুল্যভয়ে আর শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিলাম না।

(৬) ভক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। যথা শ্রীরূপবাক্য,—

কৃষ্ণা হরিং প্রেমভাগ্ প্রিয়বর্গসমন্বিতং।
ভক্তির্বশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মতা॥

সাধনদশাগত শুদ্ধভক্তি সমস্ত প্রিয়বর্গসহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমদ্বারা বশীভূত করিয়া থাকেন, ইহাই ভক্তিদেবীর শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীত্বধর্ম্ম। তাৎপর্য্য এই সাধনদশার শেষপর্য্যন্ত শুদ্ধা ভক্তি উদিতা না হন, সে পর্য্যন্ত ভক্ত্যাভাসই কার্য্য করে। সেই অবস্থায় ভক্তির দুর্ব্বলতা। কিন্তু সাধনদশা-সত্ত্বেও যখন শুদ্ধা ভক্তি উদিতা হন; তখন ভজনরাজ্যের কয়েকটী সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। জীবের সিদ্ধস্বরূপানুভব ও ভগবত্তত্ত্বের সিদ্ধস্বরূপানুভব ঐ সৌন্দর্য্যগুলির মধ্যে প্রধান হয়। ফলতঃ ভক্তিতে গাঢ় আসক্তিরূপ একটী ব্যাকুলতা জন্মে। তদ্রূপ ভজনদশা উপস্থিত হইলে শুদ্ধা সাধনভক্তি শীঘ্রই রতি বা ভাবরূপে প্রস্ফুটিতা হইয়া অবশেষে প্রেমরূপে দেদীপ্যমানা হন। ভাবাবস্থায় ভক্তি প্রিয়বর্গসহিত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ মাত্র করেন, কিন্তু প্রেমাবস্থায় ভক্তি ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণলীলার উপকরণ করত পরমরস সম্ভোগ করান। এই সকল বিষয় পরে আরও পরিষ্কৃত হইবে। এ সমুদায় বিচার-পূর্ব্বক বিশ্ববৈষ্ণবরাজ নিম্নলিখিত পাঁচটী শ্লোক লিখিতেছেন,—

ক্লেশঘ্নী শুভদা ভক্তিঃ সা সাধনাত্মিকা।
হৃদয়ে বদ্ধভাবানাং ভবেদ্ভাবাঙ্কুরাত্মিকা॥ ১॥
ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সা ভক্তিভাবরূপেণ যাবদ্ভিষ্ঠতি চেতসি॥ ২॥
প্রেমরূপা যদা ভক্তিস্তত্তদ্গুণান্বিতা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥ ৩॥
মুক্তানামেব সা সত্ত্বং স্বরূপানন্দরূপিণী।
সম্বন্ধস্বরূপা নিত্যং রাজতে জীবকৃষ্ণয়োঃ॥ ৪॥
ভক্ত্যাভাসেন যা লভ্যা মুক্তির্মায়ানিবর্ত্তনী।
সা কথং ভগবদ্ভক্তেঃ সাম্যং কাঙ্ক্ষতি চেটিকা॥ ৫॥

শুদ্ধভক্তির তিনটী দশা। সাধনদশা, ভাবদশা ও প্রেমদশা। সাধনদশা-প্রাপ্ত ভক্তির দুইটী স্বভাব,—ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্ব। ভাবাবস্থায় ভক্তির চারিটী স্বভাব লক্ষিত হয়,—ক্লেশঘ্নত্ব, শুভদত্ব, মোক্ষলঘুতাকারিত্ব ও সুদুর্ল্লভত্ব। প্রেমাবস্থায় ভক্তি ঐ চারিটী স্বভাব প্রকাশ করেন এবং তদধিক সান্দ্রানন্দবিশেষত্ব ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব আর দুইটী স্বভাব প্রকাশ করেন। জীব যতদিন বদ্ধাবস্থায় থাকেন ততদিন ভক্তির স্বরূপগত স্বভাব তিনটী অর্থাৎ সান্দ্রানন্দস্বরূপত্ব, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব ও সুদুর্ল্লভত্ব স্বভাবের সহিত তিনটী তটস্থ স্বভাব অর্থাৎ ক্লেশঘ্নত্ব, শুভদত্ব ও মোক্ষলঘুতাকারিত্ব স্বভাব অনুহৃত থাকে। মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের ভক্তি জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধগত সেবা ও স্বরূপানন্দ-

রূপিণী হইয়া বিরাজমান হন। মায়ার আবেশ-নাশিনীরূপা মুক্তি ভক্ত্যাভাসেই লভ্য হইয়া থাকে। সেই মুক্তি ভগবদ্ভক্তি-দেবীর বহু পরিচারিকার মধ্যে একটী সামান্য পরিচারিকা সে কিরূপে ভক্তিদেবীর সমান হইতে বাসনা করিতে

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃত্বণ নাটমন্দির ; কাল—২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৯), অপরাহ্ণ]

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীসূনুমত্র স্বরূপং
শ্রীরূপং তদ্ভাবাগ্রজবরকরং মাথুরীং গৌড়বাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

আজ আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা হ'য়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলার পর এই দ্বীপ যখন গুপ্ত ছিল —(ইহা লুপ্ত হয় নাই), তারপর বহু বৎসর অতীত হ'য়েছে। এই গুপ্তকে ব্যক্ত, অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করলেন নদীয়া-প্রকাশ। নদীয়া-প্রকাশ নাম করতে গেলেই শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল বার্ষভানবীদয়িতদাস-প্রভুর কথা মনে পড়ে। এই অন্তর্দ্বীপের নাম আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
প্রয়োজন ও সম্বন্ধ দিতে সমর্থ—অভিধেয়।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

প্রহ্লাদ মহারাজ নবধা ভক্তির কথা ব'লেছেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

'আগে অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত'। অর্থাৎ আগে অর্পণ, তা'র পরে অনুষ্ঠান। জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ ইহা নির্দ্ধারণ করলেন। এ' কথা কাল বলা হ'য়েছে। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন ॥

অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন দেয়। কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়। অভিধেয় কি করে? কৃষ্ণকে দেয়। কৃষ্ণই—সম্বন্ধ, কৃষ্ণপ্রেমই—প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণ-প্রেম তিনটি তত্ত্ব। তত্ত্ববস্তু অন্বয়জ্ঞান।

শ্রবণাদি নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপকে জগতের নিকট প্রকাশ করলেন কে? কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে যিনি আশ্রয় ক'রেছেন, কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুম-দ্বীপের নিত্য আশ্রিত থেকে যিনি ভজন ক'রেছেন—চিন্নীলাম্বিবুনের সেবা ক'রেছেন—সেই নদীয়া-প্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আমাদিগকে আত্ম-নিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপের কথা জানিয়েছেন। কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রবণ, স্মরণ, দাস্য প্রভৃতি আটটি অঙ্গ রয়েছে। কীর্ত্তনই মূল। কীর্ত্তনই অঙ্গী আর সব অঙ্গ। সকল অভিধেয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে কীর্ত্তন। সেই কীর্ত্তন যে আধারে বাসিত হচ্ছেন, সেই কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপ যিনি আশ্রয় ক'রেছেন তিনিই অন্তর্দ্বীপ প্রকাশ করলেন। তিনি আমাদের জানালেন, আগে আত্মনিবেদন কর, আত্মনিবেদন ক'রে আমার কাছে এস, মায়াপুরবাসী হও, তারপর গোদ্রুমচন্দ্রের চরণাশ্রয় কর। গোদ্রুমবাসী কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপের অধিবাসী। গোদ্রুম আরাধ্য-যুগলের—শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌর-সুন্দরের বিলাসক্ষেত্র। গৌর শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই মূর্ত্তিতে সেখানে বিলাস কচ্ছেন। সেখানে গৌরের কীর্ত্তন-

বিলাসও চল্‌ছে। গৌরসুন্দর কীর্ত্তনানন্দক—কীর্ত্তনের অধিদেবতা। যিনি আত্মনিবেদন ক'রে আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ প্রকাশ ক'রেছেন, আত্মনিবেদন-নামক অন্যতমা ভক্তি যেখানে আবির্ভূতা, সেই নদীয়াপ্রকাশ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের নিকট যেতে হ'বে। তাঁরই গৌড়ীয়। ১৯২১ সালে গৌড়ীয়মঠের নামকরণ হয়। প্রথমে ১নং উল্টা-ডিঙ্গি অংশনে মঠের নাম 'শ্রীভক্তিবিনোদ আসন' ছিল। পরে প্রভুপাদ তাঁর নাম রাখলেন শ্রীগৌড়ীয়মঠ। শ্রীগৌড়ীয়মঠ নাম রাখলেন কেন? এতে অনেক রহস্য আছে। ঠাকুরের এই মিলন-সন্ধ্যারাম। বহু আশ্রিত সেবক একত্রিত হ'য়ে যেখানে ভগবৎসেবা করেন তাহাই সঙ্ঘ। সঙ্ঘ+আরাম=সঙ্ঘারাম। আরাম—স্থান। বৌদ্ধগণ সঙ্ঘারাম বা বিহার শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন; ইহা সংস্কৃত শব্দ। মন্দির-সংক্রান্ত সেবকবৃন্দ—পিহার। শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত হ'লে প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠ নাম দিলেন। 'গৌড়ীয়' শব্দ মহা-প্রভু ব্যবহার ক'রেছেন। মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুকে ব'লেছেন—'তোমার গৌড়ীয়া'। আমাদের যত মঠ দেখ্‌বেন—সব স্থানেই প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়' শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন। যিনি স্বরূপ-দামোদরের অভিন্নমূর্ত্তি, যিনি গোলোকচন্দ্রের অভিন্ন-সেবকবিগ্রহ, নিত্যপ্রেষ্ঠ, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে স্মরণ ক'রে, তাঁর গোষ্ঠী বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য প্রভুপাদ মঠের এইরূপ নাম দিয়েছেন।

আত্মনিবেদন কেন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক সে কথা কাল বলেছি। "সেবকের নিবেদন' বৈষ্ণবচরণে, কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে"। এই জগৎ বা পরজগতের একমাত্র আরাধ্যবস্তু মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর। নয় প্রকার দয়ার কথা স্বরূপদামোদর ব'লেছেন। তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাস দেখে নির্ব্বিণ্ণ হ'য়ে কাশী যান, তথায় সন্ন্যাস বা ডোর-কৌপীন না নিয়ে উন্মত্তের মত পুরুষোত্তমে গিয়ে মহাপ্রভুর নয় প্রকার দয়ার কথা বলেন। ঐখানে তিনি আত্মনিবেদন করলেন, কৃপা চাইলেন।

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শামাচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

[হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা সমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদা দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিতা হউক।]

প্রত্যেক বিশেষণেরই পশ্চাদ্‌ ব্যবহৃত 'দা' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'দয়া' শব্দগুলি দেখা যাইতেছে। শ্রীগৌর-সুন্দরের অমন্দোদয়া দয়ার বিশেষণই পূর্ব্বোক্ত নয়টি বিশেষণ হেলোদ্ধূলিতখেদয়া দয়া, বিশদা দয়া, প্রোন্মীলদামোদা দয়া, শামাচ্ছাস্ত্রবিবাদা দয়া, রসদা দয়া, চিত্তার্পিতোন্মাদা দয়া, শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা দয়া, সমদা দয়া ও মাধুর্য্য-মর্য্যাদা দয়া—এই দয়া অমন্দোদয়া দয়া। তিনি কেবল এই দয়াই চাইলেন। ঐখানে আত্মনিবেদন করলেন। আমাদের গুরুবর্গ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু প্রভৃতিও কি প্রকারে আত্মনিবেদন ক'রে দয়ার প্রার্থী হ'য়েছেন দেখুন,—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

[যাহা হইতে নিজ ধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদি-চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাসমাত্রেই) প্রাণিগণকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ।]

শ্রীসনাতন নামের দয়া চাইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও বলেন,—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগত মাঝারে॥

এখানেও দয়া প্রার্থনা।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও ব'লেছেন,—

কর দয়া, ছেড় মোরে পদছায়া।
নরোত্তম লইল শরণ।

—এরই প্রার্থনার কপটতা নাই; অভীষ্টদেবের নিকট আন্তরিক কৃপাভিক্ষা, নিবেদন ও বিজ্ঞপ্তি-জ্ঞাপন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু আরও ব'লেছেন,—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্বু-
স্তৃণমপি কিল যাচ্ঞে রৌতি চাতকেন॥

হে দীনবন্ধো! তুমি আমার প্রতি দণ্ড অথবা দয়া যাহাই প্রদান কর না কেন, আমি দীন, আমার একমাত্র বান্ধব তুমি। এখানেই আত্মনিবেদন; দীনতাই অকিঞ্চনতা। হে প্রণতকল্প দীনবন্ধো! দণ্ড বা দয়া যাহাই বিধান কর, তুমি ছাড়া আমার অন্য কোন গতি নাই। তুমিই আমার একমাত্র গতি। নবীন মেঘের মধ্য থেকে বজ্রই পড়ুক, জলই বর্ষিত হউক বা না হউক, তাতে ক্ষতি নাই, তথাপি নবীন মেঘকে চাতক স্তব করে। শাস্তি প্রদান করুক বা দয়াই করুক তথাপি ছাড়বে না। আত্মনিবেদন করার 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো' এই বিচার তাঁর হ'য়েছে।

শ্রীধামের নিকট আত্মনিবেদন কর্ত্তে হ'বে। শরণাগতের কি বিচার, দীনের, কাঙ্গালের, অকিঞ্চনের কি চিন্তাস্রোত—তা' শিক্ষা দিয়েছেন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু এই শ্লোকে। রূপানুগ গুরুবর্গ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন—কি ক'রে 'সর্ব্বা-ঙ্গনাভিলপ' হ'তে হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

এমন নির্ঘৃণা মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ ভিতরে॥

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন,—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর!
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥

আত্মনিবেদনের মূলে আমাদের কৃপা পাবার অভিলাষ। শরণাগতি ও কৃপা যুগপৎ হয়। অকপটভাবে নির্জ্জনীক হ'য়ে কৃপা চাওয়া। ফাঁকি না দিয়ে অন্তরের অন্তরতমপ্রদেশ থেকে কৃপা চাওয়া জীবের স্বরূপগত নিষ্কল অহঙ্কার বা অভিমান। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের কৃপা-যাচ্ঞাই সেই জিনিষ। শরণাগত হ'য়ে কৃপা চাওয়া। কৃপা কি করে চাইতে হয় নবীন-প্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, গীতাবলি প্রভৃতি গ্রন্থে তা' সুষ্ঠুরূপে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষার মর্ম্ম প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত কেবল কৃপা—কৃপা—কৃপা, কৃপা ছাড়া উপায় নাই। প্রসাদ—কৃপা—কৃপারই প্রয়োজন। আত্মনিবেদন কর্লে ক্রমশঃ সীমন্তদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপে বাস হ'বে। তাঁর শিক্ষা বা গানের প্রত্যেক পংক্তিতে, প্রত্যেক ছত্রে, আগাগোড়া সব কেবল বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট কৃপাভিক্ষা। তিনি ব'লেছেন—"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া। কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া॥" এই কৃপা যদি না হয় তা'হ'লে দয়ার বিপরীত চিত্তবৃত্তি দম্ভ আসবে। কিন্তু শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু দম্ভের উপর মুষলাঘাত ক'রেছেন। 'দয়া দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমতিত্বয়ময়ে'। দয়া চাওয়ার বিপরীত বৃত্তি হচ্ছে দম্ভকে বজায় রাখা। এটা জড়াভিমান। 'সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর।' আমাদের জড়াভিমান দূর হউক।

আজ আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে পরিক্রমা করে শরণাগত হ'য়ে আমরা কাল শ্রবণাখ্যদ্বীপ পরিক্রমা ক'রব।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

প্রথমে দীক্ষা। বৈষ্ণবের কাছে বা সাধুর কাছে গিয়ে আগে গুরুপাদাশ্রয়। এই আশ্রয়ের নাম দীক্ষা। তখনই আত্মসমর্পণ। আশ্রয়গ্রহণ সর্ব্বাগ্রে, ইহাই স্বতন্ত্রতার সদ্-ব্যবহার। ইহারই নাম আত্মসমর্পণ ক'রে থাপে থাপে মিলে যাওয়া, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের ইচ্ছার সঙ্গে নিজ ইচ্ছা মিশান, বিজাতীয় ভাব না রেখে dovetailed হওয়া, parallel না থাকা, অন্বয়জ্ঞানের ইন্দ্রিয়চালনার সঙ্গে নিজ সুখ বা ইচ্ছা মিশান ও দ্বৈত ধারণা বা দ্বন্দ্বচিত্তবৃত্তি না রাখা। ভক্তি-রাজ্যের প্রথমেই নবদ্বীপধামের আশ্রয়। গৌর ও গৌর-ধামের প্রথম দক্ষিণা—দম্ভ পরিত্যাগ ক'রে, পৃথক্ স্বতন্ত্রতা ত্যাগ ক'রে অন্বয়জ্ঞান গৌরসুন্দরের ইচ্ছার সঙ্গে, নিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দ-বৈষ্ণব গোড়ীয়গণের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের

ইচ্ছা মিশান। ইহার নাম আত্মনিবেদন—শরণাগতি। পরিক্রমা ক'রে আমাদের যদি এইরূপ চিত্তবৃত্তি বা ইচ্ছা হয় তবেই সার্থকতা। আমি যা'তে গুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিশাতে পারি—সেই প্রার্থনা। আমার প্রতি যদি আপনাদের দয়া বা সহানুভূতি থাকে, আপনারা যদি গুরু-গৌরাঙ্গের সহানুভূতি পেতে চা'ন তবে এটা কর্তে হ'বে। তা' হ'লে শ্রবণযোগ্যতা হ'বে। সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র পাথেয়। এ জগতে সাধক মালী শ্রবণকীর্ত্তন-জল সেচন ক'রে চিদ্‌বিলাস আশ্রয় ক'রে, জড়বিলাস পরিত্যাগ ক'রে, জড়নির্ব্বিশেষ বা চিন্মাত্রকে অতিক্রম ক'রে পরাকাশে চিদ্‌বিলাসের সন্ধান পেয়ে প্রথমেই নিত্যসুখবোধতনুকে আশ্রয় করে। শ্রবণকীর্ত্তন-জল সেচন করার পূর্ব্বে আত্ম-সমর্পণ। শ্রদ্ধাই ভক্তিবীজ। এই শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ যুগপৎ লাভ হয়। শ্রুতির প্রতি—শাস্ত্রের প্রতি যে বিশ্বাস, শ্রুতি রূপ ধ'রেছে যে গুরুবৈষ্ণবরূপে তাঁ'দের প্রতি যে বিশ্বাস—তা'র নাম শ্রদ্ধা। গুরুভক্ত বেষমূর্ত্তি। তাঁ'র প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁ'তে আত্মনিবেদন যুগপৎ হওয়া চাই।

আত্মনিবেদনাশ্রয় অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা ক'রে শ্রুতি ও শ্রুতির মূর্ত্তি সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে শ্রুতোক্ত পথ বা শ্রৌতপথ অবলম্বন ক'রে বেলুক্ হ'য়ে যা'তে মহাজনের পথ অনুসরণ কর্ত্তে পারি আজ আপনাদের চরণে আমি সেই নিবেদন জানাচ্ছি।

মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ রাসতীর্থ-মহোদয়)

মহাভারত

"মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।" "মহান্ ভারতো বংশো বর্ণ্যতেঽস্মিন্নিতি মহাভারতম্"। ইহা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসবিরচিত, ইহাতে ১৮টী পর্ব্ব আছে। পর্ব্বের নাম—আদি, সভা, বন, বিরাট্, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাস, মুষল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব। ইহার প্রতি পর্ব্বের অন্তে "শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং।" —এইরূপ নিবন্ধ হইয়াছে। ইহা শ্রীব্যাসকৃতা লক্ষ-শ্লোকাত্মিকা সংহিতা বলিয়া উক্তা হইয়াছে। ইহাতে প্রধানতঃ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ ও সর্ব্বাবতারী তাহা এই ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। মহাভারতের একমাত্র শান্তি-পর্ব্ব আলোচনা করিলে শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র উপাস্য, তাহা সম্যক্ বিবৃতিকৃত হয়। তবে ঐহৈতুকী ভক্তির কথা এবং কৃষ্ণোপাসনার রসচমৎকারিতার কথা ইহাতে গীত হয় নাই। ইহাতে বৈকুণ্ঠাধীশ নারায়ণের মাহাত্ম্য 'নারায়ণং নমস্কৃত্য" ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইয়াছে। অথচ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে—

অনাদ্যন্তং পরং ব্রহ্ম ন দেবা নর্ষয়ো বিদুঃ।
একোঽহং বেদ ভগবান্ ধাতা নারায়ণো হরিঃ॥
নারায়ণাদৃষিগণাস্তথা সিদ্ধমহোরগাঃ।
দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব যং বিদুঃ পরমব্যয়ম্॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
যং ন জানন্তি কো হ্যেষ কুতো বা ভগবানিতি॥
যস্মিন্ বিশ্বানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি চ।
গুণভূতানি ভূতেশে সূত্রে মণিগণা ইব॥

(শান্তিপর্ব্ব ৪৭।১৮-২১)

কি দেব, কি ঋষি কেহই সেই আদি-অন্তহীন পরব্রহ্ম কৃষ্ণকে জানিতে পারে নাই। সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র বিধাতা শ্রীহরি নারায়ণই তাঁহাকে জ্ঞাত হন। নারায়ণ হইতে ঋষিগণ, ঋষিগণ হইতে সিদ্ধগণ, নাগগণ, দেবতাগণ সেই পরম অব্যয় ভগবানের তত্ত্ব অবগত হন। ভগবান্ কে? কোথা হইতে আবির্ভূত?—ইহা দেব-দানব-গন্ধর্ব্বাদি কেহই জানেন না। যেমন একই সূত্রে মণিসকল গ্রথিত থাকে, তেমন সেই ভূতাধীশ্বর ভগবানে অখিল জীবগণ অবস্থান ও আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্রীভীষ্মধরাজে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য ও প্রণামমন্ত্র,—

একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়
বৃন্দাবনেয়ং গো-ব্রাহ্মণহিতায় ৫
ভগবিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ

(পদ্মপুরাণ ৬।৭১, ২৪)

উদ্ধৃত উল্লিখিত শ্লোক 'কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়'—ইহা হইতে কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তির নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির কথা, মোক্ষবিচার বা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথা অথবা প্রেমপরাকাষ্ঠার কথা বলা হয় নাই।

ইহাতে ঐশ্বর্য্যময় বাসুদেবের ঐশ্বর্য্যমার্গে আরাধনার কথা আছে। বিষ্ণুসহস্রনামে কীর্ত্তনের আবশ্যকতা ও বাসুদেব-চরণাশ্রয়ের কথা এরূপ লিখিত হইয়াছে,

বাসুদেবাশ্রয়ো মর্ত্যো বাসুদেবপরায়ণঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥
ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং নৈবোপজায়তে ॥

(অনুশাসনপর্ব্ব ১৪৯ অঃ ৩০,৩১)

মহাভারতের উপসংহারে বা ফলশ্রুতিতে মহর্ষি বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়কে বলিতেছেন,—

ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ ॥
ভারতং সর্ব্বশাস্ত্রাণামনুক্রমণিকা পরা।
ভারতাৎ প্রাপ্যতে মোক্ষস্তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥
বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥
এতৎ পবিত্রং পরমমেতদ্ধর্ম্মনিদর্শনম্।
এতৎ সর্ব্বগুণোপেতং শ্রোতব্যং কৃতমিচ্ছতা ॥
কায়িকং বাচিকং চৈব মানসং যদুপার্জ্জিতম্।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥
স্ত্রিয়শ্চ পুরুষাশ্চৈব বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়ুঃ।
স্ত্রীভিশ্চ পুত্রকামিভিঃ শ্রোতব্যং বৈষ্ণবং যশঃ ॥

স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব ৬ষ্ঠ অঃ ৮৯।৯১।৯২।৯৫।৯৬।৯৮)

উল্লিখিত শ্লোক-সমূহে "ভারতং সর্ব্বশাস্ত্রাণামনুক্রমম্", "এতদ্ধর্ম্ম-নিদর্শনম্।" প্রভৃতি বাক্যে চতুর্ব্বর্গাভিলাষী শ্রোতাকে মহাভারত-মাহাত্ম্যে দৃঢ়বিশ্বাসপরায়ণ হইবার জন্য ফলশ্রুতি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মহাভারতের যে কয়েকটি টীকা আছে, তন্মধ্যে 'নীলকণ্ঠে'র এবং শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের 'মহাভারত-তাৎপর্য্য' অতি প্রসিদ্ধ।

বহির্ম্মুখ জনগণ সাধারণতঃ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের অভিলাষী। এই মহাভারতে সেইরূপ জনগণের রুচির অনুযায়ী কথা সকল থাকায় লোক উহাতেই প্রমত্ত থাকিয়া কেবল নশ্বর স্বর্গ-নরক লাভের নিমিত্ত কর্ম্ম করিবে কিন্তু পরমশ্রেয়ঃ পরমার্থ হরিভক্তিলাভের জন্য যত্ন করিবে না। তজ্জন্য শ্রীনারদের উপদেশে বিদ্বান্ ব্যাসদেব 'শ্রীমদ্ভাগবত' রচনা করিয়াছিলেন। এজন্যই উক্ত হইয়াছে "ধৃগুপিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ। যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥" "ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো ॥" (ভাঃ ১।৫।১৫-১৬)

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবতের অভ্যুদয়কাল সম্বন্ধে অল্পজ্ঞানী ঐতিহাসিক ও ভাগবতবিরোধী সম্প্রদায় যে-সকল যুক্তি দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতকে আধুনিক গ্রন্থ বলিবার সাহসী হইয়াছে, তাহা এই—(১) শ্রীমদ্ভাগবতের রচনার উৎকর্ষ, (২) বৈদিক-দেবভাষা হইতে ভাগবতের সংস্কৃতভাষার পার্থক্য, (৩) কৃতমালা ও পয়স্বিনী প্রভৃতি নদীবিশিষ্টা দ্রবিড়ভূমির মাহাত্ম্যকথন, (৪) বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের উল্লেখ ও (৫) নিরীশ্বর সাংখ্য ও নির্ব্বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের খণ্ডন।

প্রথম সংশয়ের উত্তর এই যে, 'কল্পাদি' সংহিতার পরবর্ত্তী 'সূত্র'গুলি বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, মধ্যযুগীয় সংস্কৃত ভাষা ঐ ভাষারই পরিবর্ত্ত অবস্থা। যেমন গৃহ্যসূত্রাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের হস্তে পড়িয়া বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তেমনই সূত্রপ্রস্থাদি ও পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত শাস্ত্ররূপে সংস্কৃত ভাষায় প্রকটিত হইয়াছিল। সাত্বত সূত্রগুলি রাজস ও তামস সূত্র হইতে বিভিন্ন-প্রণালীতে রচিত। ভাগবত, বৈষ্ণব, নৈষ্কর্ম্ম, বৈখানস, পাঞ্চরাত্রিক প্রভৃতি বিচারপ্রণালী প্রাগ্‌বৈদিক যুগে প্রবল ছিল, তৎপর জড়বিচারপুর তর্কদর্শনে ভগবদ্ভক্তির বিচার মন্দীভূত হইলেও পৌরাণিক রচনাপ্রণালীতে পূর্ব্ব ঐতিহ্য পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংশয়ের নিরসন এই-যে,—যদিও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থকে সংহিতাকালের অর্থাৎ বৈদিকযুগের ভাষাযুক্ত

বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়, তাহা হইলেও বিষয়বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত ভাবসমূহ বিচারযুগের পূর্ব্বে সহজভাবে অলৌকিক সত্যের সহজ আবাহনই প্রমাণিত করে।

তৃতীয় সংশয়ের নিরাকরণ এই যে,—দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের পবিত্র ভূমিতে, কৃষ্ণা-কাবেরী-নর্ম্মদা-গোদাবরী-কৃতমালা-পয়স্বিনী প্রভৃতি পুণ্যতোয়-নদীবিধৌত-প্রদেশে পরশুরাম-ক্ষেত্র, অগস্ত্যাশ্রম, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি বহু পুণ্যতীর্থ আছে এবং তথায় মায়াবাদ-বিধ্বংসী ভক্তিসংস্থাপক চারিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং তৎপ্রদেশ বহুবৈষ্ণবাধ্যুষিত বলিয়া উহাতে কোন প্রাদেশিকতার দুষ্টতা আরোপ করা যাইতে পারে না।

চতুর্থ সন্দেহকারণোৎপাটনের যুক্তি এই যে,—শ্রীমদ্ভাগবতে ভবিষ্যধর্ম্মের কথাপ্রসঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাদির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে কল্কি অবতারের কথা এবং কলিযুগের পরিণতি ও মানবজাতির আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেকপ্রভৃতি অনেক কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কলির ভাবিরাজবংশ-বর্ণনপ্রসঙ্গে নন্দবংশ ও মৌর্য্যবংশের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের শেষভাগে লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত যে সর্ব্বজ্ঞ এবং ত্রিকালদর্শী, ইহাতে বর্ণিত সুনির্ম্মল ভাগবতধর্ম্ম যে অসমোর্দ্ধ ও অদ্বিতীয় সনাতন ধর্ম্ম, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। আরও বক্তব্য এই যে, দার্শনিক সূত্রসমূহ, শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রসমূহ এবং বৌদ্ধাদি-সম্প্রদায়ের সূত্রগ্রন্থ-সকল প্রত্যক্ষবিচারে দ্বিতীয়াভিনিবেশের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে; কিন্তু অপরোক্ষ, অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত বিচার ও অলৌকিক ঐতিহ্যের অধিক পরিচয় দেয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য বিষয়ে দ্বিতীয়াভিনিবেশজ যুক্তিতর্ক ও বিচারাদির বিনাশমূলে প্রাগ্‌বৈদ্যযুগের ঐতিহ্যবর্ণনে যে-সকল কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে মানবের ইন্দ্রিয়লৌল্য-বিরোধী ও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানাদির অতীত অধোক্ষজ কথাই অতি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পঞ্চম প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, মানব-প্রণীত ধর্ম্মমত ও স্বরাট্ পুরুষ ধর্ম্মবর্ম্মা শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত সনাতন ভাগবতধর্ম্ম এক নহে। 'ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্।' সাংখ্যের কথিত প্রকৃতি-পুরুষবাদ শাস্ত্রেশ্বরবাদের নামান্তর-মাত্র। "প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ" ইত্যাদি এবং "আত্যন্তিকী ক্লেশনিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ" ইত্যাদি বাক্য হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সাংখ্যের অপরা অব্যক্তা প্রকৃতিরও নিজের স্বতঃকর্তৃত্ব আছে, কিন্তু শ্রীশ্বেতোপনিষৎ বলেন, "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" অপরা প্রকৃতির নিজের কোনই ক্ষমতা নাই, অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত লৌহ যেমন অপর বস্তুকে উত্তপ্ত করে, কিন্তু উহার নিজের কোন দাহিকা-শক্তি নাই, তেমনই জড়া প্রকৃতিরও জগৎসৃজনের ক্ষমতা নাই। ঈশ্বরের শক্তি সঞ্চারিত হইয়াই প্রকৃতি জগৎ প্রসব করে। সাংখ্য-কথিত পুরুষ বা জীব নিজের কার্য্যদ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারে এবং মুক্তির অতিরিক্ত আর কিছু লভ্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তে জীব নিজের চেষ্টায় মুক্ত হইতে পারে না, পরন্তু ভগবদ্ভক্তি লাভ হইলে মুক্তি তাঁহার দাসত্ব পাইয়া কৃতার্থ হন। মুক্তগণই ভগবানের সেবা করেন। শ্রীভাগবতে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

আত্মারাম নির্গ্রন্থ মুনিগণও উরুক্রমে অহৈতুকী ভক্তি করেন। ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশগুণবিশিষ্ট। ভগবানের পাদপদ্মস্থিত তুলসীর গন্ধ সনকাদি পরমমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানিগণকেও আকর্ষণ করিয়াছিল।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণ প্রতি-স্মৃতি ও বেদান্তের ভাষ্য ও টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিতে পারেন নাই, কারণ ইহার টীকা লিখিতে হইলে নিজের মত পরিত্যাগ করিতে হয়। অদ্বৈতবাদের বাগ্‌বৈখরী শ্রীমদ্ভাগবতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকেই বর্ণিত হইয়াছে,—"ধাম্নঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমনির্ম্মৎসরাণাং সতাং।" ইহার শ্রীধরস্বামি-টীকায় লিখিত হইয়াছে—"প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" ভাগবতে মোক্ষকে কৈতব বলা হইয়াছে; সেইজন্য কি শ্রীমদ্ভাগবতের উদয়কাল মাত্র কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত শঙ্করাচার্য্যের পরে বলিতে হইবে? শাঙ্কর-মায়াবাদিগণ তাহাদের অদ্বৈতবাদ এবং গুরুপারম্পর্য্যকে অনাদি বলিয়া আস্ফালন করেন। বেশ, যদি তাহাই হয়, তবে ঐ অদ্বৈত-বাদের বিরোধী সেবক ভগবদুপাসক-সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তও অনাদি। আমরাও শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

যো বৃত্তসঙ্গো লোকেঽস্মিন্ বৈষ আত্মর এব চ।
বিষ্ণু-ভক্তো ভবেদ্যৈব আত্মবন্ধুবিনশ্যতি॥

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মতত্ত্বকে অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্ম-জ্ঞানীকে কেবল তুচ্ছ বলিয়া ঘৃণা বা তিরস্কার করেন নাই। ব্রহ্মকে ভগবদ্বস্তুরেণাতিঃ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ব্রহ্ম, আত্মা এবং ভগবান্ একই পূর্ণতম বস্তুর বিভিন্ন প্রতীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অদ্বয়জ্ঞানবস্তু ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও স্বয়ং ভগবদ্রূপে অবগত হন। কৃষ্ণই ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা। তাঁহার অসমার্দ্ধ প্রতীতি ব্রহ্ম এবং আংশিক প্রতীতিই পরমাত্মা।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের উপকাল বেদবিভাগেরও পূর্ব্বে। সর্ব্বপ্রথমে প্রণবের আবির্ভাব, তৎপর প্রণবের বিস্তার বেদ, আবার বেদের সারভাগ বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র এবং এবং সেই বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব যে সর্ব্বাগ্রে, বেদেরও পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহার নিদর্শন আছে। তাহা এইরূপ—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতীপুরাণের আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ব্রহ্মসংহিতাপ্রকাশকালের বহু পূর্ব্বের কথা। ব্রহ্মসংহিতা-কালের পরবর্ত্তিকালে লিখিত পুরাণাদি বৈদিক-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ।

কলিমলপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকেই অমলপ্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক বৈদিক ও বৈষ্ণবেরই চিরশ্রদ্ধাস্পদতা অনিবার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রীমদ্ভাগবত সাত্ত্বিক-পুরাণসমূহের মধ্যে অন্যতম। তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ শ্রেষ্ঠ এবং রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ।

"সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্। সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্।" অতএব এই ন্যায়ানুসারে সাত্ত্বিক-পুরাণাদিই পরমার্থজ্ঞানপ্রদানে একমাত্র সমর্থ, ইহা প্রমাণিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীবেদব্যাস সমুদয় পুরাণেতিহাস এবং চতুর্ব্বেদের অর্থনির্ণয় করিবার জন্য যখন 'ব্রহ্ম-সূত্র' বা 'বেদান্তসূত্র' প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন আবার বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের আবশ্যকতা কি? ইহার সমাধানে এই যে, বেদান্ত-সূত্রগুলি অত্যন্ত গূঢ়ার্থবিশিষ্টতা এবং অল্পাক্ষরযুক্তত্বহেতু হয় ত' ব্যাসদেবের পরবর্ত্তী কোন দুরভিসন্ধি-বিশিষ্ট স্বমতস্থাপনপর ব্যক্তি তদ্বিরুদ্ধ মতবাদকেই বেদান্তভাষ্য নামে প্রচার করিয়া লোকসমাজের অমঙ্গল সৃষ্টি করিতে পারে; সেইজন্য পরম-বিদ্বান্ শ্রীব্যাসদেব নিজেই সূত্রকার এবং ভাষ্যকার হইয়াছেন। পুরাণলক্ষণবিশিষ্ট অপৌরুষেয় ব্রহ্মসূত্রভাষ্যই পুরাণরাজ 'শ্রীমদ্ভাগবত'। শ্রীমদ্ভাগবতেই কথিত হইয়াছে যে, মহর্ষি বেদব্যাস সমস্ত পুরাণেতিহাস, এমন কি 'বেদান্তসূত্র' প্রণয়ন করিয়াও যখন চিত্তে শান্তি পাইতেছিলেন না, তখন দেবর্ষি নারদের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণের পরমচমৎকারিণী লীলা ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেই সমাধিলব্ধ তত্ত্বজ্ঞানই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতরূপে প্রকটিত হইল। সেই ভাগবতশাস্ত্র সর্ব্ববেদার্থসূত্রলক্ষণান্বিতা গায়ত্রীর অবলম্বনে তদ্বিস্তার-প্রস্থরূপে আবির্ভূত বলিয়া উহাতে সর্ব্বশাস্ত্রের সংসমন্বয় দৃষ্ট হয়। স্কন্দপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

বৃত্রাবিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥
লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্।
প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমাং গতিম্॥

এখানে 'গায়ত্রী' শব্দদ্বারা তৎসূচক এবং তাঁহা হইতে অবিচ্ছিন্ন 'ধীমহি' পদপ্রয়োগহেতু উহা যে 'গায়ত্রী'র অর্থ, ইহাই সূচীকৃত হয়।

স্কন্দপুরাণ-প্রভাসখণ্ডে এবং অগ্নিপুরাণের মধ্যেও 'বৃত্রাবিকৃত্য গায়ত্রীং' ইত্যাদি এবং 'লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাৎ' ইত্যাদি ভাগবত-নির্দ্দেশক প্রমাণবচন আছে, স্কন্দপুরাণ সারস্বত কল্পের দেবমানববৃত্তান্তকে ভাগবত নামে অভিহিত করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব-প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ এরূপ কথিত হইয়াছে—

প্রত্যেকমষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসংযুতঃ।
হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা।
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥

উপর্য্যুক্ত প্রমাণ-বচনদ্বারা যে-সকল টীকাকার শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ নামে অন্য কোন পুরাণান্তর কল্পনা করেন,

তাহাদের অসার যুক্তি নিরস্ত হইয়াছে। এস্থলে 'বৃহত্ত্বের' উল্লেখদ্বারা শ্রীমন্নারায়ণকেই লক্ষ্য করিয়াছে। বিশেষতঃ বৃহত্ত্রীব-শব্দে দধীচিকে বুঝায়। তাঁহা হইতেই নারায়ণ-বর্ম্মাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা বিস্তৃত হয়।

গরুড়-পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ,
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ। সমাধিস্থ অমলহৃদয়ে স্ফুরদ্রূপে আবির্ভূত বেদজ্ঞানই পশ্চাতে সূত্ররূপে বিকাশিত এবং তৎপরে সাক্ষাৎ ভাগবতরূপে সেই সূত্রসমূহই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে অন্য ভাষ্যের অস্তিত্ব অর্ব্বাচীন মাত্র, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগামী ভাষ্য হইলে উহাও আদরণীয় জানিতে হইবে।

যে মহাশাস্ত্রের মাহাত্ম্য এরূপ—

নির্ণয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ভারতং পরিকীর্ত্তিতম্।
ভারতং সর্ব্ববেদাশ্চ তুলামারোপিতাঃ পুরা॥
দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ ঋষিভিশ্চ সমন্বিতৈঃ।
ব্যাসেনৈবাজ্ঞয়া তত্র ধৃতিরিচ্যতে ভারতম্॥
মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে॥

সেই ভারতার্থের বিনির্ণয় শ্রীমদ্ভাগবতে হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বেদার্থতুল্যহেতু উহাতেই মহাভারতের তাৎপর্য্য বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

গায়ত্রী ভগবৎপরা; গায়ত্রী উহার গানকারীকে ত্রাণ করিয়া ভগবৎসমীপে লইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবৎ-পরায়ণ; এবং 'যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীম্'—এই লক্ষণান্বিত। অতএব উহা ভগবৎপরা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপা। অগ্নিপুরাণে ভাগবতের গায়ত্রীভাষ্যরূপতা-সম্বন্ধে উক্তি—

অয়ং পুরাণং গায়ত্রীং সমেত্য ভগবৎপরাম্।
ভগবন্তং তত্র মহা ভগজন্মাদিকারণম্॥
যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিতি লক্ষণপূর্ব্বকম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং শব্দং পৃথ্বীং জয়তি সর্ব্বতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের বেদার্থ-পরিবৃংহিতত্ব-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি বেদার্থের পরিবৃংহণ অর্থাৎ বিস্তার করেন। কারণ, উক্ত হইয়াছে যে—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপ-বৃংহয়েৎ।" অপি চ উক্ত হইয়াছে—"পুরাণং বেদসম্মিতম্।"

"পুরাণানাং সামরূপঃ।" অর্থাৎ বেদসমূহের মধ্যে 'সাম' বেদ যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমন পুরাণ-সকলের মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বেদের কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-কাণ্ডের মহত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াই গীতায় শ্রীভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন,—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" ভাগবতে কথিত হইয়াছে,—"ন্যূনং ভগীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং।" কিন্তু গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"বেদানাং সামবেদোঽহম্।" সুতরাং সামবেদের মহিমাধারাই যেমন বেদ মহিমান্বিত, তেমনই একমাত্র পুরাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের দ্বারাই সমস্ত পুরাণ গৌরবান্বিত এবং প্রামাণ্য। তামসিক ও রাজসিক পুরাণসমূহ কখনই স্ব-স্ব মহিমায় বেদসমকক্ষ বেদবিস্তার-গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সাত্ত্বিকপুরাণসকলও বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় না পাইলে ত্রিগুণশক্তিরহিত বলশূন্য রাজসদৃশ প্রবলতর শত্রুর আক্রমণে স্বপদচ্যুত হইত। শ্রীমদ্ভাগবত একমাত্র পরমপদাধিরূঢ় সর্ব্বশক্তিসমন্বিত লীলাপুরুষোত্তমের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করেন বলিয়া পুরাণোত্তম এবং সর্ব্বশাস্ত্রচূড়ামণি।

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক এবং অষ্টাদশসহস্রশ্লোক-বিশিষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতের হেমসিংহাসনাধিরূঢ়তা প্রসিদ্ধ। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রচক্রবর্ত্তী, অতএব রাজরাজেশ্বরোচিত চিন্ময়-হেমসিংহাসনই ইহার নিত্যাসন।

শ্রীমদ্ভাগবত মহর্ষি বেদব্যাসের সহজসমাধিলব্ধ তত্ত্ববস্তু। সাক্ষাদ্ ভগবদ্দর্শনান্তে এবং তদাদেশক্রমে সেই অপ্রাকৃত জ্ঞানময় বস্তুকে তিনি জগতে প্রকটিত করেন। তদ্ধেতু এরূপ উক্তি—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥

হন্তা বৈ কলেরাগাং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা॥
(ভাঃ ১।৭।৪-৭)

শ্রীমদ্ভাগবত আত্মারাম মুনিগণেরও সেবনীয়। যথা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
হরের্গৃহীতশক্তিস্তদ্ভগবান্ বাদরায়ণি।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥
(ভাঃ ১।৭।১০-১১)

ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা—

অন্বেষেমং ভগবতো ভগবান্ মূকুন্দো।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

মায়ার স্বরূপশক্তত্বাভাব এবং ভগবানের মায়াধীশ্বরত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ কথিত হইয়াছে—

যন্মায়য়োরুবলয়া কবলীকৃতস্য
মায়াং বিবস্য বিদুষোঽনুবিধীয়সীং কিম্।
যদ্যৎ কৃতং কিমকরোদ্বিকরোতি কার্য্যং
সর্ব্বং পুমান্ কিমজতে বিজহাতি কিঞ্চিৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধ হইলেন নিখিল কল্যাণগুণৈকনিলয় অখিলরসামৃতমূর্ত্তি লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অভিধেয় হইল ভক্তিযোগ। ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া কীর্ত্তিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তটীয় তত্ত্ব—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমনির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥
(ভাঃ ১।১।২)

শ্রীমদ্ভাগবত বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল, মুক্তকুলের উপাস্য এবং পরমহংসগণের প্রিয়। তৎপ্রমাণ—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥
(ভাঃ ১।১।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্।
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে॥
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্।
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

সর্ব্ববেদেতিহাসেষু শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তত্রাপ্যমৃতকল্পস্য নাঙ্গত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৫)

কলিযুগে শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং অভিন্নভগবদ্বিগ্রহ।

কৃষ্ণ স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥
(ভাঃ ১।৩।৪৫)

অধোক্ষজবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত—

পাদৌ দ্বৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ কৃতীয়চতুর্থৌ কথিতৌ ধরায়া
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো বক্ষস্থলং সপ্তমমষ্টমৌ ভুজৌ।
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো দশমঃ প্রফুল্লং মুখারবিন্দং দশমঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
একাদশো যস্য ললাটপট্টঃ শিরোঽপি তু দ্বাদশ এব জাতঃ॥
তস্মাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং মুহিতাবতারম্।
অপারসংসারসমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবতস্বরূপম্॥
(পদ্ম-পুরাণ)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগল, তৃতীয়-চতুর্থ স্কন্ধ ইহার উরুদ্বয়, পঞ্চম—নাভি, ষষ্ঠ—বক্ষঃস্থল, সপ্তম-অষ্টম—বাহুযুগল, নবম—কণ্ঠ, দশম—প্রফুল্ল মুখপদ্ম, একাদশ—ললাটপট্ট এবং দ্বাদশ—শিরোদেশ। সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ, মুহিতাবতার, অপারসংসার-সমুদ্রের সেতুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতকে আমরা ভজনা করি।

অতিসংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন নিম্নোদ্ধৃতশ্লোকে কথিত হইয়াছে—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥
(ভাঃ ১২।১৩।১২)

অর্থাৎ ইহাতে নিখিল বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আত্মৈকত্বস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক এবং কৈবল্যরূপ একমাত্র ফলজনক। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত এই যে, বাস্তববস্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই এক সম্বন্ধ, কৃষ্ণসৈবৈকনিষ্ঠাই এক অভিধেয়, কৃষ্ণপ্রেমৈকনিষ্ঠাই কেবলা ভক্তি। ভগবন্নিষ্ঠারূপা ভক্তিই সম্বন্ধজ্ঞানের পরম সুষ্ঠু আদর্শ। কেবলভক্তি প্রেম-নামক প্রয়োজনে কৈবল্যপদের সার্থকতা করে। একনিষ্ঠা-ভাবে ব্যভিচারিণী ভক্তি বা অভক্তি কৃষ্ণপ্রেমরূপ এক-

প্রয়োজনসিদ্ধির ব্যাঘাত করে। কৃষ্ণপ্রেমই যখন একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় হয় তখনই আমাদের অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদির আবরণ ও কৃষ্ণসেবার প্রতিকূলা চেষ্টা বিদূরিত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনে যোগ্যতা হয় এবং তখনই আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ভক্তের ভজনীয় বস্তুতে সেবার কেবলতা বুঝিতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তবিষয়ে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদের টীকা, শ্রীমদ্বের 'ভাগবত-তাৎপর্য্য,' সনাতন গোস্বামী প্রভুর 'বৈষ্ণবতোষণী', 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' প্রভৃতি, শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের 'উজ্জ্বলনীলমণি,' 'লঘুভাগবতামৃত,' 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' 'দশমটিপ্পনী' প্রভৃতি, শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদের 'ষট্‌সন্দর্ভ,' 'গোপালচম্পূ', 'ক্রমসন্দর্ভ', ইত্যাদি, নিখিল-বিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনকারী 'শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য' বিশেষভাবে আলোচ্য। 'গৌড়ীয়' ১৪শ বর্ষ—৩০-৩১সংখ্যার প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের 'কতিপয় টীকা ও নিবন্ধগ্রন্থ' দ্রষ্টব্য। উহাতে এযাবৎ ১৪৪ খানা টীকা ও নিবন্ধগ্রন্থের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে কতিপয় পুরাণে অভিমত—

পুরাণেষু চ সর্ব্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
যত্র প্রতিপদং কৃষ্ণো গীয়তে বহ্বৃচৈর্বিভুঃ॥
কালব্যালমুখগ্রাসত্রাসনির্ণাশহেতবে।
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কৃষ্ণেন ভাষিতম্॥
যেনিত্যং ভগবদ্রূপং শাস্ত্রং ভাগবতং ক্ষিতৌ।
পঠনাচ্ছ্রবণাৎ সদ্যো বৈকুণ্ঠফলদায়কম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতালাপাস্তৎ কথং বোধমেষ্যতি।
তৎ কথাসু চ বেদার্থঃ শ্লোকে শ্লোকে পদে পদে॥
বেদোপনিষদাং সারাজ্জাতা ভগবতী কথা।
অতস্ত্বাত্মা ততো ভাতি পৃথগ্‌ভূতা ফলোন্নতিঃ॥
আমূলাগ্রং রসস্তিষ্ঠন্নাম্রে স্বাদ্যতে যথা।
সংকৃত্য স পৃথগ্‌ভূতঃ ফলে বিশ্বমনোহরঃ॥
যথা দুগ্ধে স্থিতং সর্পির্ন সুস্বাদুফলপ্রদং।
পৃথগ্‌ভূতং হি তদ্বিদ্যাং দেবানাং রসবর্দ্ধনম্॥
ইক্ষুণাদিমধ্যাক্ত শর্করা বাপ্য তিষ্ঠতি।
পৃথগ্‌ভূতা চ সা মিষ্টা তথা ভাগবতী কথা॥
ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
তুল্যং সংসারচক্রেঽস্মিন্ নমতোঽজ্ঞানতঃ পুমান্।
যাবৎ কর্ণগতা নাস্তি শুকশাস্ত্রকথা ক্ষণম্॥

(পাদ্মে, উত্তর খণ্ডে, শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে)

স্কন্দপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন-কীর্ত্তন-শ্রবণাদির অত্যাবশ্যকতা কথন—

শতযোজনগন্তারৈঃ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ॥
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ॥
যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং বুধঃ।
অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদি নিখিল শাস্ত্রভাণ্ডারের নবনীতস্বরূপ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৪।১২৬)

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১১।১৯৯-২০০)

'ভাগবত' বুঝি'—যেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিসার॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।২০-২১)

শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ

If you should happen to be aware of the defects of any Sri Vaishnava—sleepiness, idleness, low birth etc.—proclaim them not to others. Keep them to yourself and give out only their good characteristics.

যদি কোন শ্রীবৈষ্ণবের, নিদ্রালুতা, আলস্য, নীচকুলে আবির্ভাব প্রভৃতি কোন দোষের কথা অবগত হও তাহা হইলে উহা অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। উহার কথা তোমার নিকট গুপ্ত রাখিয়া কেবল তাঁহার গুণাবলীই প্রকাশ করিবে।

Never partake of water that had washed the feet of those who know not the three Truths and the three Mysteries.

যাঁহারা ত্রয়তত্ত্ব ও তাহার রহস্যের কথা অবগত নহে তাহাদের পাদোদক গ্রহণ করিবে না।

Fail not, at any cost, to procure and partake, every day, of the holy water that had washed the feet of those that follow in the ways of wisdom and are of pure lives.

প্রত্যহ যে-কোন প্রকারে হউক শুদ্ধ বৈষ্ণবের পাদোদক সংগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিও না।

Raise not thyself, in thy own estimation, to the level of the Lord's Elect.

কখনও তুমি নিজকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সমান বলিয়া বিবেচনা করিও না।

If, by oversight, you happen to be defiled by the touch of an unbeliever, bathe with thy clothes on, and purify yourself by the Holy Water that had washed the feet of the Sri Vaishnavas.

অনবধানতাবশতঃ শ্রদ্ধাহীন কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে সচেল স্নানান্তে শ্রীবৈষ্ণবের পাদোদক গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে বিশুদ্ধ করিবে।

Regard the Great Ones who are adorned with such virtues as dispassion, wisdom and devotion as Holy Beings that have assumed their last pure fleshy vestures; and serve them to the best of your might.

অষ্টাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানবান্ ও ভক্তিধনে বিভূষিত মহাজনগণকে দেহধারী পরমপবিত্রাত্মা বলিয়া জানিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

Let not thy mind dwell upon their birth, or any other detracting element, but look upon them as beings sent to you to serve and follow.

জন্ম বা অন্যকোন প্রাকৃত বিচার দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিবে না। তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তুমি আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারিবে, এইজন্য ভগবদিচ্ছায় তাঁহারা তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছেন, ইহাই জানিবে।

Partake not of the Holy Water that had washed the feet of the Lord in the houses of unbelievers.

শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিগণের গৃহে পূজিত ভগবানের চরণামৃত গ্রহণ করিবে না।

But in the holy places sanctified by the presence of the Lord do not hesitate to partake of the Lord's offerings even in the presence of the unbelievers.

ভগবৎসান্নিধ্যহেতু পবিত্রীকৃত তীর্থস্থলে ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করিবে না, বিশ্বাসহীন ব্যক্তি-গণের সম্মুখেও তাহা গ্রহণে বাধা নাই।

Regard the offerings of the Lord as holier than the holiest; it burns all your sins, say not "It is not pure, it has been offered by such a one."

ভগবৎপ্রসাদ পরমপবিত্রতম বলিয়া জানিবে। ইহার সেবনে সকল অনর্থ ভস্মীভূত হয়। "ইহা অমুক ব্যক্তির নিবেদিত সুতরাং ইহা বিশুদ্ধ নয়" এইরূপ কখনও বলিবে না।

Never extol thyself in the presence of the Sri Vaishnavas. Nor put another to shame.

শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট কখনও আত্ম প্রশংসা করিবে না অথবা অপর কাহাকেও লজ্জা দিবে না।

Let every moment of your time be occupied with singing the glories of the Lord's Elect or serving them.

সর্ব্বক্ষণ গুরু-বৈষ্ণবের মহিমকীর্ত্তন অথবা তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

Devote some portion of your day, say an hour at the least, to the singing of the virtues of your Spiritual Teacher.

প্রত্যহ অন্ততঃ একঘণ্টাকাল বা তদনুরূপ কতক সময় শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিবে।

And to the earnest study of the sacred writings of the Holy Saints (the Alvars) or of your Teacher.

এবং প্রত্যহ কিছু সময় মহাজনগণের (আলবরগণের) অথবা তোমার গুরুদেবের লিখিত পারমার্থিক বিষয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে।

Associate not with those that centre their affections on their own selves.

যাহারা নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি অত্যাসক্ত ও অপস্বার্থপর তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে।

Nor with the hypocrites who but assume the external marks of Sri-Vaishnavas.

শ্রীবৈষ্ণববেশধারী কপট ব্যক্তিগণের ও সঙ্গ করিবে না।

Nor converse with slanderers and scandal-mongers.

বৈষ্ণবনিন্দক ও অপবাদ রটনাকারী ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ করিবে না।

Free yourself from the sin of having conversed with the followers of other faiths, by talking with holy Vaishnavas.

বৈষ্ণবের সহিত সংলাপদ্বারা অবৈষ্ণবের সহিত সংলাপজনিত দোষ হইতে মুক্ত হও।

Look not upon those wretches, that insult and scandalise the Lord's servants nor upon those tigers in human shape that have insulted their Guru.

ভক্ত-নিন্দক ও ভক্তের অপমানকারী পামরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না এবং যাহারা গুরুর নিন্দা করে সেই নরাকৃতি ব্যাঘ্রদিগের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিবে না।

Avoid those that recognise other means of salvation; ever dwell with those that live out the Doctrine of Surrender (Prapatti).

যাহারা প্রপত্তি ব্যতীত মুক্তির অন্য পন্থা আছে বলিয়া বিবেচনা করে তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ কর এবং যাহারা সত্য সত্যই শরণাগতির আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন তাঁহাদের সহিত সতত বাস কর।

Seek not the company of those that are ever intent on the pursuit of wealth and pleasure; but remain as much as possible, with those that are devoted to the Lord.

বিষয়ী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের সঙ্গের অন্বেষণ না করিয়া যথাসম্ভব ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবে।

ভাগবতধর্ম্মযাজনকারীর বিচার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

ভগবানের তটস্থা শক্তি-পরিণত জীবগণ বদ্ধাবস্থায় আনন্দরহিত হওয়ায় ভগবৎসেবাকার্য্যে প্রীতিরহিত, ভগবৎসেবকে বন্ধুত্ববর্জ্জিত, সেবাবিরপেক্ষের প্রতি কৃপাহীন এবং সেবাবিমুখ ভোগী অহঙ্কারী জনগণের মুখাপেক্ষাযুক্ত। প্রেমধনে বঞ্চিত হওয়ায় সাম্রানন্দবিশেষের প্রেমে তাহাদের অন্তঃকরণ সম্যক্ মন্থনিত নহে এবং তাহারা ভগবদ্বিগ্রহে মমতার লেশমাত্র পরিপোষণ করে না। ভগবৎসেবা-প্রেমান্বিত জনগণে শ্রদ্ধাবহিত হইয়া ঈশ্বরসেবক জনগণের আনুগত্য না করিয়া কিঞ্চিৎ ভগবৎসেবোন্মুখ জনগণে আদরাভাবে সেবোন্মুখ সমাজের প্রতি বন্ধুত্ব-বর্জ্জিত। যথায়

স্বরূপজ্ঞানাভাবে নিজকে ইন্দ্রিয়তর্পণের কর্তা বা ভোক্তা করিতে চাহেন, উহাই এবং ভগবদ্বিমুখ আত্মবিচারীন ব্যক্তিদের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য উপাধি লাভ করাই সংসারের মূল বিষয়। বিষয় ভোগের দ্বারা অভিভূত না হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রদর্শনও তাহার প্রতি সম্বন্ধবিচারেই সংঘটিত হয়। বিমুখের সহিত সেবোন্মুখের মিলন করিতে গিয়া যে সমন্বয়, উহা ভগবদ্ধামে নিত্যকাল বিদ্যমান।

যে পূর্ণাধিকার প্রাপ্তির পূর্বাবস্থায় ভগবৎসম্বন্ধের ও ভগবদ্ভক্তের অনুগত হইয়া জীব কনিষ্ঠাধিকারে অবস্থিত হন, তখন তাঁহার ঈশ্বরসেবায় কিঞ্চিৎ অধিকার হইলেও ভগবদ্ভক্তবৈশিষ্ট্যে এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্যে তারতম্য-নিবন্ধে মিশ্রভাবে তারতম্য উপলব্ধির যেইকালে তিনি ভগবদ্ভক্ত, ভাগবতসেবা-নিষ্ণাত ও ভাগবতধর্মকে সমন্বয়ের দৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় নাই জানিতে হইবে। যেকালে ভক্তাভক্ত বিবেক উদিত না হয়, তৎকালে জীব সেবোন্মুখতার অনুমোদন করিলেও তাঁহার ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার অধিকার হয় নাই জানিতে হইবে। **বিদ্বেষীর সঙ্গ সাধনকালে পরিত্যাগ না করিলে দুঃসঙ্গের প্রতারণা জীবকে অনর্পাতিত করিয়া ভগবৎসেবাবিমুখ করায়।** সেবনের দৃঢ়তা ও স্বরূপজ্ঞানের উপলব্ধি হইলে সেবাবিমুখ জনের অর্থাৎ মায়াবাদী, ফলকর্মী, ভোগী, কর্মী ও জ্ঞানীর বিচার হইতে পৃথক থাকিবার উদ্দেশে মায়াবাদী কুতার্কিক ও কর্মনিষ্ঠগণের বিচারের বহির্দেশ হইতে আত্মসংরক্ষণ আবশ্যক। যেরূপ দুর্বল ব্যক্তির মৃত্যুভয়ধর্মে পূর্ণাধিকার না হওয়ায় নিম্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্রূপ **অসৎসঙ্গ বর্জন করিয়া সাধনের উন্নতিক্রমে অধিকারের উৎকর্ষের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়।** যখন তিনি দৃঢ়ভাবে স্বীয় যোগ্যতা লাভ করেন, তখন প্রতিকূল সঙ্গ তাঁহার ভগবদ্ভক্তির ব্যাঘাত করিতে পারে না। তাই বলিয়া কনিষ্ঠাধিকারীর অমঙ্গল-বহুল-কার্যকে কখনই উত্তমাধিকার বলা যাইবে না। অথবা মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্মনিষ্ঠগণের মধ্যমাধিকারকে গ্রহণ করিয়া সাধারণ সমন্বয়ভাব পক্ষ গ্রহণ করা কখনই আদরণীয় নহে **অনধিকারী যেকালে সমন্বয়বাদ প্রচারকল্পে যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন এবং অবৈধভাবে ভাবক-সংগ্রহের জন্য ভগবদ্ভক্তের অধিকারের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে অসুদার বলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, সেই কালে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া জীবের কেবল কর্মাধিকারের বা ফলভোগাধিকারের তাত্ত্বিক মৃত্যা পরিলক্ষিত হয়।** কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্ত সাধনের পথে অগ্রগামী হইলে তাঁহার নিকট চারি প্রকার বস্তুর বিন্যাস অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে উপস্থিত হয়। তত্ত্বৎ বিন্যাসের ঔপকরণিক সেবনযোগ্যতা লাভ করিতে হইলে ভগবানের প্রীতি সংগ্রহে তৎপর হওয়া আবশ্যক। ভগবৎসেবারত জনগণের প্রতি শুভ্রাদ্যমুখে গাঢ় বন্ধুত্ব, প্রাপ্তিমুখে আনুগত্যাত্মক বন্ধুত্ব, অপরাধ-কবলকারী কনিষ্ঠাধিকারীকে নাম্নভজনে উৎসাহ প্রদান এবং ভগবদ্ভক্তিবিরোধী জড়প্রমত্ত অহঙ্কারী জনগণের সঙ্গ-বর্জন মধ্যমাধিকারের লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। নিষ্কপট অনভিজ্ঞগণের মঙ্গললাভ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাঁহাদের সেবোন্মুখতার ক্রমিপ্রদর্শনকল্পে সাহায্য করাই মধ্যমাধিকারের লক্ষণ। মহাভাগবতের লক্ষিণহৃদয়রূপে কৃপা প্রসারণ করিয়া পরোপকারব্রত গ্রহণ পূর্বক কৃষ্ণ প্রেমপ্রদানকার্যের সহায়তা করাই বালিশের প্রতি কৃপার মুখ্য লক্ষণ; কৃপার উভয় লক্ষণে সেবানুকূল্যের মহিম-প্রচারই লক্ষিত হয়। অনভিজ্ঞ ফলভোগী কর্মী যে কৃপার আদর্শ বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে যে তাৎকালিক ইন্দ্রিয়তর্পণের সুযোগ আছে, সেই সুযোগে ইন্ধন প্রদান করা কপট কৃপার উদাহরণ মাত্র। যদি প্রকৃত কৃপা জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে উন্মুক্ত না করিতে পারে এবং ভোগিসমাজে রাখিবার যত্ন করে, তাহা হইলে সেইরূপ কৃপার আদর্শ প্রতারণামাত্রেই পর্যবসিত হয় অর্থাৎ 'ভোগা-দেওয়া' হয়, 'দয়া' করা হয় না। বৈষ্ণব বৈষ্ণবগণ ইহাকে 'অবাধার দয়া' বলেন না। 'উপেক্ষা' মন্দভাগ্যেরই প্রাপ্য পুরস্কার। তাহাতে উভয় পক্ষেরই অপ্রীতিকর বৈমিত্য লক্ষ হয়। ভগবানে এবং ভগবদ্ভক্তে বেদ্বেষে বিদ্বেষ দেখা যায়, সেদ্বেষে সমর্থ পক্ষে জিঘাংসেদন-বিধি কৃপার অন্তর্গত হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সঞ্চিত কুফল-লাভে অনুমোদন করিতে দেওয়াই সঙ্গত। অভক্ত জনের

ভক্তিরাহিত্য-বর্ণনে জীবের মঙ্গলপথে বিচরণ-প্রদর্শনকল্পে উপকার করা হয়। কিন্তু সেই বক্তৃতা যদি উহাকে উপকার বুঝিতে না পারিয়া অভক্তের প্রতি উদাসীন থাকাকে মধ্যমাধিকারী শিক্ষকের অবিচার ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরনিন্দাকারিজ্ঞানে আত্মবঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাদৃশ কপটের কাপট্যই দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। ভগবদ্ভক্তের কৃপা বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্-ভক্তের নিকট উপেক্ষিত হইবে মাত্র।

শ্রীচৈতন্যবিমুখতা ও শ্রীচৈতন্যদাস বৈষ্ণবগণের প্রতি অসম্মান করিতে গিয়া যদি কেহ ভক্তিসিদ্ধান্তের বাণীসমূহকে স্বীয় ভজনের ব্যাঘাত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানসের সম্ভাবনা থাকিবে না। তিনি ক্রমশঃ ভক্তি-পথ হইতে চ্যুত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশকেই কৃষ্ণভজন-জ্ঞানে নিজের অমঙ্গল বরণ করিবেন। অপ্রচারে হরিনাম-দান বা 'ভক্ত' বলিয়া ব্রাহ্মোপলব্ধি কখনই জীবকে নামভজনে উন্নত করিতে পারিবে না। বালিশজন আপনাকে মহাভাগবত-জ্ঞানে যে বৈষ্ণব গুরুর দ্রোহিতা আচরণ করেন, তাহা তাঁহার কৃপালাভের অন্তরায় মাত্র। ক্রমশঃ এই প্রকার অহঙ্কারবিমূঢ় ভক্তাভিমানী শুষ্কভক্তের মধ্যমাধিকারের বিচার মতে উপেক্ষণীয় হইয়া পড়ে এবং ভক্তপ্রদ্রোহ কৃপাবঞ্চিত হইয়া নামাপরাধ করিতে করিতে অসাধু হইয়া পড়ে। শুষ্কভক্তগণ এজন্যই বিষ্ণুভক্তাভিমানিগণকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এতাদৃশী উপেক্ষাই তাঁহাদের ধন্যার প্রকৃষ্ট পরিচয়। মধ্যমাধিকারে অর্চ্চনের সুষ্ঠুতা সমৃদ্ধ হইয়া ভজনে পরিণত হয়। অর্চ্চন ও ভজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটী মর্য্যাদাপথের অনুষ্ঠান ও অপরটি নামাশ্রয়ে মর্য্যাদাপথের বহির্ব্বিচারে শৈথিল্যজ্ঞাপক হইলেও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবনচেষ্টা।

ভাগবতধর্ম্মশিক্ষার্থী সর্ব্বতোভাবে মনোযোগ যখন করিবেন। সাধুসঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তি থাকে না। তখন সদ্ভাবাপন্ন জনগণের সহিত মিত্রতা, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পূজা এবং নিজাপেক্ষা ন্যূন ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবৎসেবার উপদেশ করিলেই মন নিগৃহীত হইবে। কায়-মনোবাক্যের দণ্ডগ্রহণকল্পে শমদমাদিভাব আপনা হইতেই উদিত হয়। 'দম' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ 'দম' শব্দের অর্থ—ভগবানে নিষ্ঠাবুদ্ধি। হিতৈষি-গণের এইসব গুণ কলেবরে উদিত হয়। তাঁহারা ভাগবতশাস্ত্রের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন এবং ভাগবত-বিরোধী মতসমূহের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নিন্দা করেন না। তাঁহাদের ভাগবতের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা, তাঁহাদের নিত্যগুরুপদাশ্রিকার অনুগামী। বহির্জগতের কৃষ্ণেতর সেবোন্মুখী বস্তু হইতে পূর্ণনিবৃত্তি ও সেবাবিমুখ মানসভাবসমূহের অনাদর—এই উভয় প্রকার শুচিই শ্রীভাগবতাশ্রিত জনগণের অবশ্য-ম্ভাবী। বহির্জগতের বস্তুগুলি ভগবদ্বিমুখ জীবের ভোগ্য,—এই বিচার পরিত্যাগ করাই বাহ্য শুদ্ধি। ভগবদ্বিমুখ স্মার্ত্ত-গণের মৃচ্ছলাদি শুদ্ধি লৌকিকভাবে লৌকের আদর্শ হইলেও বৃথাভাবে ভগবৎসম্বন্ধরহিত বস্তুই অশুচির আকর। **অহঙ্কারাক্রান্তে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিরুদ্ধভাবপোষণ-বিচারেই অন্তরের অশুদ্ধি আবদ্ধ।** "অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥" অহম্-পোষণই ভাগবতজীবনের নিরহঙ্কারের প্রতীতি।

ভগবদ্ভক্ত স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সেবানুকূল বিষয়গ্রহণ ও সেবাবিমুখ পদার্থের সহিত সম্বন্ধত্যাগকেই তপস্যা বলিয়া জানেন। নতুবা **সেবাবিমুখের তপস্যার কোন মূল্যই নাই।** "অধ্যাপিতো যদি চরিতপ্রসা ততঃ কিম। অধ্যা-পিতো যদি চরিতপ্রসা ততঃ কিম। অধ্যয়নিতপি চরিতপ্রসা ততঃ কিম। অধ্যয়নিতপি চরিতপ্রসা ততঃ কিম॥"—এই বিচার আলোচ্য।

আসমাপাদী অনিত্য বস্তুগুলির গ্রহণ ও তাহাদির পিপাসা—ভাগবত-জীবনের অন্তরায়। প্রাকৃত ক্ষোভের কারণ হইলেও ক্ষুব্ধ না হওয়াই তিতিক্ষার লক্ষণ। ঘাত-বাতাদি কুতর্ক-শাস্ত্রে আদর, ঔপাধিক ইন্দ্রিয়বিচালনমুখে বহির্জগতের বস্তুসমূহের ভোগপ্রয়োজনে কর্ণকাণ্ড-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং যথেচ্ছাচারিতার উপযোগি বাক্য-বিন্যাস ইত্যাদি ত্যাগই ভাগবতজীবনের মৌনের লক্ষণ। স্বরূপবোধের অভাবে প্রাকৃত শূন্যে অভিভূত হওয়া, ইন্দ্রিয়-তর্পণপর হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করা, কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরাগ-প্রদর্শন, দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জন্য হরিবৈমুখ্য-সাধন প্রভৃতি মুনিবৃত্তির ব্যাঘাতকারক। শব্দের বিষয়রুচি বৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণনামকীর্ত্তনই মৌনধর্ম্মের প্রধান-

করেন। [illegible] কথা হইতে নিবৃত্ত হন।
ব্যাপারে ঐ-দুইই মুনির লক্ষণ।

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞানার্থক বেদশাস্ত্রসমূহের 'স্বাধ্যায়' শব্দবাচ্য। শ্রৌতপথের অনুগমনে হরিসেবানুকূলে বেদানুগ-শাস্ত্রাধ্যয়নই লক্ষণ বিহিত। শ্রৌতপন্থাদিস্থিত-বিদ্বেষে প্রমত্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের অ[illegible]ন স্বাধ্যায়-নিরত জনগণকে একায়ন পদ্ধতি হইতে বিপথগামী করে। ঐকান্তিক সেবা প্রবৃত্তিপোষক শব্দের বিকল্পবৃত্তিবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে-সকল সাহিত্য ও আগমনিগমাদির মহোপদেশ কথিত হইয়াছে, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ ও গ্রহণ করাই স্বাধ্যায়ের লক্ষণ।

ভগবদ্বিমুখ জীবের সরলতা বলিয়া কোন বৃত্তি থাকিতে পারে না; ভগবৎসেবা-নিরত জনগণই সর্ব্বতোভাবে সহজ-পথের পথিক। প্রাকৃত সাহসিকগণ কাপট্যবশে ভগবানের সেবা করিতে অসমর্থ হয়। প্রাকৃত সাহসিকগণের ক্রূরবুদ্ধি ও ভগবৎসেবাবিমুখতা—আর্জ্জব হইতে বহুদূরে অবস্থিত। "ঋজোঃ স এষ ভগবান্ হৃষীকেশঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

ঔপাধিক অহংমম-ভাববিশিষ্ট জনগণের কাপট্যই অবলম্বন। সেই ছলনা আশ্রয় করিয়া জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গে রুচি উৎপন্ন হয়; উহাই অসরলতা। আত্মধর্ম্মে সরলভাবে ভগবৎসেবাই বিহিতা। ব্রহ্মস্থ, স্বাধ্যায়নিরত জনগণ স্বীয় শুদ্ধ-বৃত্তির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াই সেবানুকূলবিচারে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারেন; নতুবা ক্রূরভাবশে অধর্ম্মবৃত্তিজীবী হইয়া পতিত হন এবং হরিজনবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন।

বৈষ্ণবের আচারবর্ণনে বোহিৎসঙ্গের আদর নাই। ভগবদ্বিমুখ জনগণ স্ত্রৈণ হওয়ায় ও প্রকৃতিপ্রসূত জগতের ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রমত্ত হওয়ায় ব্রহ্মচর্য্যরহিত। স্বাধ্যায় ব্যতীত ভগবানে কায়মনোবাক্যবৃত্তি নিযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মে বিচরণকারী ব্যক্তিই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রাকৃত সাহসিক প্রাপঞ্চিক ভোগ্যবস্তুসমূহের ভোক্তার অভিমানে ব্যস্ত হইয়া বৈকৃত রাজস, তামস অহঙ্কারে নিযুক্ত থাকে। সেই সময় পরিচ্ছিন্ন সসীম, খণ্ড ও হেয় বস্তুসমূহের পূজনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করায় তাহার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হয়। কৃষ্ণসেবানুকূলে অখিল ইন্দ্রিয়নিয়োগই ব্রহ্মচর্য্যের তটস্থ লক্ষণ এবং কৃষ্ণসেবোন্মুখ বিচার গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেই ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্য; নতুবা কেবল পশুশালার জীবসমূহ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ হইলে এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত কারাবাসিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে বঞ্চিত হওয়াকেই যদি ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়, তাহা হইলে অব্রহ্মে বিচরণ বা অবৈধিক হইবার আর কি অবশিষ্ট থাকিল? অশ্রৌতপন্থী বা তর্ক-পন্থী কখনই ভাগবত বা ব্রহ্মচারী হইতে পারেন না। গৃহ-স্থাশ্রমী বৈষ্ণবগণ নৈশ্চর্য্যের মিতাচার পরিহার করেন না।

বিষ্ণুভক্তিনিরত জনগণই নির্হিংসক। বৌদ্ধ ও জৈন-নীতি যদিও অহিংসাদি বিচারের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার রুচি প্রদর্শন করে, তথাপি উক্ত নীতিবাদিগণ আত্ম-ঘাতী। তাঁহাদের অনাত্মবিচার প্রবল হওয়ায় তাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচারবশে জড়জগতের ভোক্তৃত্বে আপনাদের চেষ্টা নিয়োগ করেন। ঐরূপ অনাত্মবিদের আত্ম-তাড়ন হিংসারই প্রকারভেদ জানিতে হইবে। **"চৈতন্যচরিতের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥" এইকথা যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া অহিংসার কৃত্রিম ব্যাখ্যায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা আত্মঘাতী বলিয়া হরিসেবা-তাৎপর্য্যকে 'অহিংসা' বলিয়া জানিতে পারেন না।** বর্ব্বরগণই হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভাগবতগণের অহিংসাপ্রবৃত্তিকে বহুমানন করিতে পারেন না। বালকোচিত অধৈর্য্য তাঁহাদিগকে ভক্তিবিদ্বেষী করাইয়া হিংসারাজ্যে চতুর্ব্বর্গাভিলাষী করিয়া ফেলে। কৃষ্ণপ্রেমই যে বেদোক্তপিতৃ প্রয়োজনতত্ত্ব—ইহা তাঁহারা বুঝিতে না-পারিয়া মৎসর স্বভাব গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গে বিপরীত ধর্ম্ম বিপরীত রুচিবিশিষ্ট জনগণকে বিভিন্ন আলানে আবদ্ধ করে। কেহ কোন ব্যাপার-বিশেষকে নীতিপুষ্ট মনে করিয়া তদ্বিপরীত ব্যাপারকে 'দুর্নীতিক' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। নিজ-নিজ অপস্বার্থ-পোষণ উদ্দেশ্যে ত্রিবিধাহঙ্কারযুক্ত ভগবদ্বিমুখ জনগণ নিজ-নিজ কৃত কার্য্যকে নীতিপুষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই পরস্পর বিবদমান বিপরীত ভাবসমূহ যাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত না করে, তিনিই 'সমতা' লাভ করেন। "ব্রহ্ম-ভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" নির্ব্বিশেষবাদী গীতার

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ, কেননা তাঁহাদের ভক্তি-বৈমুখ্য ত্রিবিধাহঙ্কার রজ্জুদ্বারা তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া সত্যে উপনীত হইতে দেয় না। বহুমেধাবিং পণ্ডিতগণই 'সমদর্শী' বলিয়া কথিত। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক উচ্চাবচ ভাবসমূহের সহিত, বাস্তব সত্য-যাহা প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং পরেও অবস্থিত থাকেন, তাহার বস্তুগত ভেদ কল্পনা করিয়া তাৎকালিক বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত ভগ্ন-জগতের ভাবসমূহে আবদ্ধ থাকায়, সমতা হইতে, অপ্রাকৃত হইতে, অভেদ হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচাররূপ সমন্বয়াভাবরূপ ভাববিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়তর্পণরত আধ্যক্ষিক অধোক্ষজ-সেবাবিমুখ হইয়া বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের প্রতিকূলভাববিশিষ্ট হইলেই ভাগবত-জীবনের সমতা বুঝিতে পারা যায়।

দৃশ্য জগৎকে ভগবদ্বিমুখ জনের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য ব্যাপার সিদ্ধান্ত না করিয়া সকল বস্তুরই ভগবৎসেবা করণ-যোগ্যতা আছে এবং অন্তর্যামিসূত্রে ভগবদ্বস্তু তাঁহাদের নিকট হইতে তত্তৎ আংশিক সেবা গ্রহণ করেন—এইরূপ দর্শনকারী হইয়া নিজভোগের আরোপ না করিয়া ভাগবত-জীবন লাভ করা উচিত। ভগবান্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ভগবদ্বিরোধিজ্ঞানে প্রাপঞ্চিক বিষয় ত্যাগী মায়াবাদী বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইরূপ বিচার শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারে ভাগবতজীবনের অনুকূল নহে। শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারপরায়ণ শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ দৃশ্যবস্তুতে যে ভেদের বিচার করেন, সেই ভেদ-দর্শনে ভগবদানন্দ-বাধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীব-বিচারে কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্বগত সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ স্বীকার বা দর্শন করেন, ভাগবতের দর্শনে তদ্রূপ দর্শন স্বীকৃত হয় না। চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব অচিন্ত্যভেদে প্রতিষ্ঠিত নহেন, অথবা নির্ভেদব্রহ্মে বিমূঢ় নহেন। জীবের মূল স্বরূপে আনন্দের বাধা বর্ত্তমান। উহাকেই দৃশ্যজ্ঞানে ভোগপরায়ণ জীব জগন্মিথ্যাত্ববাদ স্বীকার না করিলেও জগতে চিদানন্দের স্বীকার করেন না। যেকালে তিনি ভগবদবতারের প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠান উপলব্ধিপূর্ব্বক আয়োৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হন, তৎকালে তাঁহার আনন্দাভাব থাকে না; অথবা জগতের প্রতি ভোগ্যবিচার প্রবল হয় না। দৃশ্যজগৎ ও মিশ্রভাবাপন্ন জীব, উভয়েই স্বরূপতঃ ভগবানের চিৎসেবোপকরণবিচারে অন্তর্যামিসূত্রে আশ্রয়জাতীয়।—এই প্রকার বৈষম্যাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহার সর্ব্বত্রই নিজ প্রভুর সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। অধয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আকর্ষণ-ধর্ম্মে কৈবল্য সংরক্ষণ করেন,—এই দিব্যজ্ঞানের উদয়ে জীবের কেবলা ভক্তিই আত্মবৃত্তি বলিয়া অসন্দিগ্ধ উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত—অনিকেত, অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম শরীরে যে তাঁহার নিত্য আবাসস্থলী নাই—এই কথা বুঝিতে পারেন। গৃহে, শরীরে ও ভূতাকাশে সর্ব্বত্র ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিয়া তাঁহার নিত্য আবাসস্থলী ভগবৎপাদপদ্মধূলিতে নিহিত,—এই কথা বুঝিতে পারিলে পার্থিব বনবাস, রাজনিক গ্রামবাস ও তামস দ্যূতক্রীড়া-সদনরূপ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণপরতায় নিবাস স্থাপন না করিয়া তিনি অনিকেত হন। আশ্রিত তত্ত্বা-শ্রয় অংশবিশেষরূপ স্বরূপোপলব্ধিতে যে ভেদ-জ্ঞান প্রবল রাখিয়া নিত্য অধয়জ্ঞানবস্তুর অবিচ্ছেদ্য শক্তিতে অবস্থিত, তাহা মায়িক ভেদ-বিচারে অচিন্ত্যভেদের ব্যাঘাত করে, তাদৃশ উপলব্ধিভাবরাহিত্যই অনিকেতত্ব। প্রপঞ্চে অবস্থানকালে সকল বস্তুই যে ভগবৎ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট—এই বিচার প্রবল হইলে জীবের অসদ্ভোষের কারণ থাকে না। তিনি তখন সুষ্ঠুভাবে লজ্জাবরণের জন্য ব্যস্ত না হইয়া লোক-দৃষ্টি হইতে স্বদেহকে বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদন করেন এবং ভগবৎসঙ্গিগণের নিত্য সঙ্গে বাস করিবার অভিপ্রায়ে মায়াবাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছাচারীর সঙ্গ বর্জ্জন করেন।

দুঃসঙ্গলাভকামনায় অহংগ্রহোপাসক-দল অথবা প্রাকৃত ভোগাকাঙ্ক্ষি-সম্প্রদায় যেরূপ বিচার-প্রণালীতে ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং অন্যান্য শাস্ত্রশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তাহাদের নিন্দা ও প্রশংসা প্রয়োজনীয় বোধ করেন না।

———

সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার পরে শ্রীল আচার্য্যদেব

লোকশিক্ষকবর পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যে সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া শ্রীশ্রীবলদেবপ্রভুকৃতক-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অনেক কথাই উদিত হইতেছে। মিতাক্ষিপ্ত আচার্য্যবর্য্যের সন্ন্যাসলীলার বৈশিষ্ট্য আধাক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় অনুভব করিতে পারে না। নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় বলিয়া থাকে, শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার পত্নী কমলার সহিত বিবাদ করিয়া সন্ন্যাস করিয়াছিলেন, যাদবপ্রকাশ ও কিরিকিচের ভয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলহকলহাধ্য জীবের ন্যায় মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কেন না, "আমি ও' সন্ন্যাসী মায়াবাদে তর্দ্দি" প্রভৃতি মহাপ্রভুর স্বমুখনিঃসৃত উক্তি তাহা প্রমাণ করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার স্বলিখিত জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, পুরীতে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার আরম্ভ করিলে অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায় তাঁহার উপর নানা নির্য্যাতন আরম্ভ করেন। তখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশে শ্রীল প্রভুপাদকে পুরী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরুনারায়ণপুরে বাসের ন্যায় শ্রীমায়াপুরে নির্জ্জন-ভজন করিতে হইয়াছিল। প্রতীচ্য প্রিয়নাথ প্রভৃতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাসলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার চরণে আরও ভীষণ অপরাধ করেন। সেই আধাক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদীর বাউলিয়া মতবাদ 'প্রতীচ্য প্রিয়নাথের প্রত্যুত্তর'-প্রবন্ধে ও 'শ্রীসজ্জনতোষণী,' 'গৌড়ীয়,' 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রভৃতি সংবাদপত্রের স্তম্ভে অসংখ্যবার খণ্ডিত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদিগণ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্য-লীলাকে মায়াবাদীর কর্ম্মত্যাগ ও তপস্যার সহিত সমান মনে করে। কারণ, তাহারা কৃষ্ণভক্তিসময়ী বিপ্রলম্ভ-লীলার কথা বুঝিতেই পারে না!

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাসলীলার মধ্যে অনেক গূঢ়-তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র বদ্ধজীব ধারণা করিতে অসমর্থ। আমরা কৃতঘ্ন, শ্রীল আচার্য্যদেব অহৈতুক কৃপাময়; আমরা "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" মন্ত্রে দীক্ষিত, শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগের সেই জড় কামে অন্ধীকৃত চক্ষুকে অপ্রাকৃত প্রেমাঞ্জন-শলাকাদ্বারা নিষ্কল করিবার জন্য সতত চেষ্টান্বিত; আমরা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিশ্বাসী, তিনি অধোক্ষজ জ্ঞানের শিক্ষাদাতা; আমরা কনক কামিনী-জড়প্রতিষ্ঠাকেই হরিজনাভিনিবেশ উপেয়-রূপে বরণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, আর তিনি অনুকূল-কৃষ্ণানুসন্ধানকে শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকাররূপে বরণের আদর্শ-প্রদর্শনকারী।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব হরি-শয়নকালে তাঁহার সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াছেন। আধাক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় হরিশয়নকালকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রতিকূল বলিয়া বিচার করেন। যে সময় হরি নিদ্রিত, সেই সময় হরির অনুসন্ধান করা বৃথা—ইহাই তাঁহাদের বিচার। হরি নিদ্রিত হইয়া পড়িলে কিংবা গুরুগৌরাঙ্গ এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভাগভাটোয়ারা লইয়া খুব গ্রমত্ত থাকা যায়। তখন হরির অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? হরিদাস নামাচার্য্যের অস্তিত্বও তখন সহজেই লোপ (?) করা যায়! মৎসর রামচন্দ্র খাঁর ন্যায় নামাচার্য্যের চরিত্র কলঙ্কিত করিবার জন্য অনেক প্রকার অবৈধ কৌশল ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়! কিন্তু হরির দাসগণ এই সময়ে জীবের জন্য জাগরণের গীতি গান করেন, অধিকতর কৃষ্ণানুসন্ধান লীলা প্রকট করেন।

পতিতপাবনবর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরচস্মৃতি-ভিত্তিতে সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া শ্রীল ভট্টগোস্বামী প্রভুর রচিত ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবিষ্কৃত সৎক্রিয়াদীপিকা বা বৈষ্ণবস্মৃতির কথা রূপানুগ সাধুজনের চিত্তে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের সহিত শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর—ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের সহিত দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীল প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র সেই শ্রীগোপালভট্টের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। হরিভক্তিবিলাসের উপক্রমে শ্রীগোপালভট্ট শ্রীগৌরপ্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য ও শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথের প্রিয়াচরণকারী এবং বৈষ্ণবস্মৃতির রচয়িতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অতএব শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহস্মৃতির সহিত একাধারে শ্রীরূপের ধারায় যে বিপ্রলম্ভের স্মৃতি রহিয়াছে এবং গৌরবর্ত্মে যে বৈষ্ণব-

স্মৃতির বিচার রহিয়াছে, তাহা বিজড়িত দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ আচার্যদেবের যে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসলীলা তাহা শ্রীশ্রীল গোপালভট্টের স্মৃতিবিধানসম্মত, শ্রীরূপের উপদেশামৃতধারার নির্যাস এবং শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথের কথামৃত-প্রবাহে সর্বাত্মরক্ষিত মুকুন্দসেবনব্রত।

কৃষ্ণা পঞ্চমীতিথি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবতিথিরূপে ধন্যা হইয়াছেন। কৃষ্ণা পঞ্চমীতিথির সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-লীলার স্মৃতি বিজড়িত। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ তিথিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রেষ্ঠ নিজজনকে ভক্তি-প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন।

"শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ" নামটীর মধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর প্রসন্নতা ও কৃপার কথা রহিয়াছে। 'পুরী' নামের সহিত প্রেমভক্তির মহামূল মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ও ধারার কথা এবং গয়াক্ষেত্রে শ্রীঈশ্বরপুরী হইতে ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের দীক্ষালীলার দ্বার দিয়া সেই মাধবেন্দ্রের সম্বন্ধধারা বা ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়ান্নায়-ধারা-প্রবাহের কথা রহিয়াছে।

গয়াধামে গয়াসুর অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতা ও নির্বিশেষ-বাদ অসুরের বিনাশ অধোক্ষজ বিষ্ণুর পাদপদ্মের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর। এই অসুর কিরূপ আধ্যক্ষিক ও নির্বিশেষবাদীর আদর্শ ছিল, তাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। গয়াসুর প্রস্তরত্বে পরিণত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিল। এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর কর্মকাণ্ডনিরসনপূর্বক চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্তের বিদ্যজ্ঞানের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই স্থানে নিরঞ্জনা বা বিরজানদী নির্বিশেষবাদী বৌদ্ধগণের গতি ও চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্তে উল্লাসিত বৈষ্ণবগণের বিচারের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিতেছে। গয়াধামে "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।" এই বিপ্রলম্ভগীতি-কীর্তনকারী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমামৃতধারা, যাহা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুতে উচ্ছলিত হইয়া ভক্তিবিনোদাম্নায়ের নিত্যত্ব সংরক্ষণ করিতেছে।

আচার্যদেব অধোক্ষজ শ্রীগদাধর-পাদপদ্মে আধ্যক্ষিকতা ও নির্বিশেষবাদকে নিরাস করিয়া ও অধোক্ষজ মুকুন্দসেবন-ব্রতে দীক্ষিত হইবার লীলা প্রকট করিয়া সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-ক্ষেত্র কাশীতে বৈরাগ্যযুগ, ভক্তিরসপ্রদাতা শ্রীশ্রীল সনাতন প্রভুর কৃপার অতিরিক্ত হইবার লীলা ও তৎপরে অভিধেয়বিজ্ঞান-ক্ষেত্র প্রয়াগের দশাশ্বমেধে শ্রীরূপের শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবা-মৃতে সর্বাত্মরক্ষিত হইবার লীলা প্রকট করিয়া প্রয়োজন-ক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে স্বীয় রূপানুগবরত্বের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিভিন্ন-মঠস্থ সেবকগণ যে-সকল বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে শ্রবণ মনও বিগলিত হয়। কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর প্রভু জানাইয়াছেন,—

"পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব গয়ায় সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিবার পরদিনই অর্থাৎ ২৩শে আষাঢ় শনিবার ১০৪ টায় কাশীধামে শুভবিজয় করিলে মঠস্থ সেবকবৃন্দ, রায় বাহাদুর শুভচরণ ক্রিয়, শেঠ ব্রজগোবিন্দলাল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস অধিকারী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম অভিবন্দন করেন। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ছিন্ন কদলীর ন্যায় পতিত হন এবং বন্দনা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে প্রসাদ-সেবার জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীল আচার্যদেব মাধুকরীভিক্ষা-সংগ্রহের লীলাদর্শ প্রদর্শন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সজ্জনের গৃহ হইতে হরিকথা-কীর্তনমুখে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। মঠে যে অল্প সময় অবস্থান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্বক্ষণই সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কীর্তন করেন। পরে শ্রীসনাতন-শিক্ষাক্ষেত্র শ্রীচৈতন্যবট-দর্শনের জন্য গমন করেন ও রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত অনর্গল হরিকথা কীর্তন করেন। বহু সজ্জন ও মঠসেবকগণ তাঁহার এই সুগম্ভীর জগন্মঙ্গল-লীলা-দর্শনে আনন্দিত হন; কিন্তু তাঁহার অত্যাশ্চর্য বৈরাগ্য-দর্শনে মহাপাষণ্ডের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। কেবলমাত্র ত্রিদণ্ড ও কৌপীন-বহির্বাস ব্যতীত তাঁহার আর কোন দ্রব্য সঙ্গে নাই। ঠিক মহাপ্রভুর ন্যায় কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত; মুখে কেবল 'কোথা কৃষ্ণ!' এই মাত্র বাণী। 'কৃষ্ণ-লাভ করিতেই হইবে; কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাইব?' কেবল এইরূপ বলিতেছেন, সকলকে উপদেশ করিতেছেন— 'কৃষ্ণকে ডাক, আর কিছুই চাহিও না বা বলিও না।' শ্রীল আচার্যদেব কাশী হইতে ২৪শে আষাঢ় রবিবার এলাহাবাদ শুভবিজয় করিয়াছেন।"

এলাহাবাদ হইতে শ্রীপাদ অনুপানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল ভক্তিশাস্ত্রীজী এক পত্রে জানাইয়াছেন,—

"পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এখানে শুভবিজয় করিয়া সেইদিনই ব্রজমণ্ডলের দিকে বিজয় করিয়াছেন। তাঁহার এই লীলা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়াছেন। এখানে আসিয়া মাধুকরী-ভিক্ষা-গ্রহণলীলা প্রকাশ করিয়া বংশীমাত্র প্রসাদ-গ্রহণান্তে দশাশ্বমেধঘাটে গিয়া 'শ্রীগুরুপঞ্চতত্ত্বাষ্টক' প্রভৃতি সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। ঐদিনই ৫ টায় ব্রজমণ্ডলাভিমুখে যাত্রা করেন।"

শ্রীধাম বৃন্দাবনের প্রেরিত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, শ্রীশ্রীল আচার্যদেব কোন সঙ্গী না লইয়া একাকী ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন বনে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকট করিয়া বেড়াইতেছেন। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আদর্শ দেখিলে ঠাকুর শ্রীল নরোত্তমের ঠিক এই আর্ত্তিময়ী গীতি হৃদয়ে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠে—

হরি হরি, কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনাজলে, স্নান করি' কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥
কোন স্থান, ছাড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গিরিবরধারী,
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥
মাধবীকুঞ্জের পরি, সুখে বসি শুকসারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণগুণ।
তরুমূলে বসি' তাহা, শুনি' জুড়াইব হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়্রস-ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই' যমুনাপুলিনে॥

লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের এই লীলাদর্শ আমার ন্যায় জড়সম্ভোগবাদী ও আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদীর স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন জড়সম্ভোগ-বুদ্ধিকে খণ্ডিত করিয়া তাঁহার শ্রীশ্রীপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত করুন।

"ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ"

নবপ্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাবোৎসবের পূজোপকরণরূপে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের লিখিত যে গ্রন্থচতুষ্টয় প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে "ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ" গ্রন্থ অন্যতম। কএক মাসের মধ্যেই এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি কেবল ছাত্র-সমাজ নহে, শিক্ষক-সমাজ ও প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট সমাদৃত হইয়াছে। এত অল্প সময়ে পারমার্থিক গ্রন্থের জন্য সাধারণের এতটা চাহিদার দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থটীর মুদ্রণ আরও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থ দিনশতীর ন্যায় বঙ্গীয় ভাষার অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই গৃহে গৃহে বিরাজিত হউক। বন্ধু বন্ধুকে, মাতাপিতা পুত্রকে, পতি পত্নীকে, শিক্ষক ছাত্রকে ইহা উপহার প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অমূল্য সম্পদের উত্তরাধিকারী করুন। গ্রন্থের ভাষা সহজ, সরল, সরস ও সুখপাঠ্য। বাস্তব চরিত-কথার বাস্তব গল্পের মধ্য দিয়া, সত্য উপন্যাসের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের রহস্য ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই রহস্যে জটিলতা নাই বা কোন অলৌকিকতা নাই। প্রত্যেকে কিরূপভাবে দৈনন্দিন বাস্তব জীবন যাপন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল ও সেবানন্দের অধিকারী হইবেন—তাহাই বাস্তব ঘটনামূলে বিবৃত হইয়াছে। কতিপয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর জীবনের কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

প্রবন্ধাদয়ঃ বিষয়ঃ পৃষ্ঠাদিপুস্তকাঃ।
নির্ণয়ঃ [illegible] পুস্তকং বিনামূল্যতঃ ॥
প্রাপ্তিস্থানানি সর্ব্বাণি
বিজ্ঞাপনং সর্বত্র যাবৎ।

প্রাপ্তিস্থানং মূল্যং ইত্যাদিবিষয়কঃ।
মুদ্রণঃ পরিচালনং বৈষ্ণবসংস্কৃতেন,
—শ্রীবিনোদবন্ধু দাস এমুনে
'নিত্য' প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ॥

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২রা ভাদ্র, ১৩৪৬; ১৯শে আগষ্ট, ১৯৩৯ | ৪র্থ সংখ্যা

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—চতুর্থ প্রবন্ধ

ভক্ত্যধিকার বিবেক ৩

[ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

কর্ম্মজ্ঞানবিরাগাদিচেষ্টাং ত্যক্ত্বা সমন্ততঃ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যং তং শ্রীচৈতন্যমহং ভজে ॥

প্রথম প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ, দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভক্তির ছায়া প্রকাশ পায় কিন্তু স্বরূপতঃ ভক্তি নয় যে ভক্ত্যাভাস তৎস্বরূপ, তৃতীয় প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির স্বভাব বিচার করিয়াছি। সম্প্রতি এই প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির অধিকার বিচার করিতেছি। অধিকার ব্যতীত কাহার কিছু লভ্য হয় না পুরুষ-যোগ্যতা-বিচারই সকল কার্য্যের সাফল্যের মূল। এই বিচারটী বুঝিতে পারিলে আর প্রান্তি-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা বহুকাল হইতে গুরুপাদাশ্রয়ক্রমে মন্ত্রাদির লাভ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতেছি, কিন্তু আমাদের কেন ফলোদয় হয় না এরূপ মনে করিতে করিতে ক্রমশঃ ঈদৃশ ভজনে অশ্রদ্ধা ও অভিজ্ঞতা হইয়া পড়ে। অতএব অধিকার-বিচারটী বুঝিলে ঐ সমস্ত সন্দেহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। সকল লোকের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ও তজ্জনিত অশ্রু-পুলকাদি ভক্তি নয়। অতএব শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয় লাভ করিবার জন্য অধিকার নির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কর্ম্মাধিকার বা জ্ঞানাধিকারীর হরিভজন প্রায়ই কপট বা ভ্রান্তিময় হইয়া পড়ে; এই জন্যই তাহাদের মঙ্গলময় ফল লক্ষিত হয় না।

প্রথমে শুদ্ধা ভক্তিতে অধিকার লাভ করিতে পারিলে হরিভজনটী শুদ্ধা ভক্তিরসে অতি শীঘ্র হৃদ্-কন্দকে উদয় করে। অতএব অধিকার-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্র হইতে এই বচনটী সংগ্রহ করিয়া থাকেন :—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

হে অর্জুন! বহু পুণ্যফলে জীব আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী বা জ্ঞানী হইয়া আমাকে ভজনা করে। এই চতুর্বিধ সুকৃত পুরুষেরাই আমার ভজনের অধিকারী। যাঁর দুঃখ নাশ করিবার জন্য যাহার ইচ্ছা জন্মে সে আর্ত্ত। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যাহার হৃদয়ে উদয় হয়, সে জিজ্ঞাসু। সুখলাভের ইচ্ছা যাহার হয়, সে অর্থার্থী। সুপরিচ্ছন্ন দৃষ্টিসহকারে যিনি তত্ত্ব দর্শন করেন, তিনি জ্ঞানী। আর্ত্তই হউন বা জিজ্ঞাসুই হউন, অর্থার্থীই হউন বা জ্ঞানীই হউন, সুকৃতি না থাকিলে ভজনে প্রবৃত্তি হয় না। এস্থলে শ্রীজীব গোস্বামী সুকৃতি শব্দের অর্থ 'ভক্তিবাসনাজন্য মহৎসঙ্গাদির কার্য্য' এরূপ লিখিয়াছেন। এতন্মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন জনের সুকৃতি থাকা না থাকার সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী সুকৃতিবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান হইয়া ভজনা করেন। এস্থলে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

তত্র শ্রীভাগবতানাং চতুর্ণামধিকারিণাম্।
মধ্যে বহির্মুখস্যেহ কৃপা তারতম্যেরয়ম্॥
স ক্ষীণতত্ত্বভাবঃ স্যাদ্ভক্তাধিকারবান্।
যথেতঃ শৌনকাদিস্তু ধ্রুবস্তু চ চতুঃসনঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৪)

গীতাদি শাস্ত্রে যে চারিটী ভক্তাধিকারীর নির্দ্দেশ আছে, তন্মধ্যে যাঁহার যাঁহার প্রতি ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা হয়, সেই সেই ব্যক্তির আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ ভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া গেলে শুদ্ধভক্ত্যধিকার লাভ হয়। উদাহরণস্থলে গজেন্দ্র, শৌনকাদি ঋষিগণ, ধ্রুব ও সনক-সনাতনাদির চরিত্র উল্লিখিত হয়। গজেন্দ্র কুম্ভীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সঙ্কটে আর্ত্ত হইয়াছিলেন। কুম্ভীরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করিলে ভগবান আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। তৎকালে ভগবৎ-কৃপাবলে তাঁহার আর্ত্তভাব দূর হইলে সে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইল। শৌনকাদি ঋষিগণ কলির আগমনে ভীত হইয়া কর্ম্মের দ্বারা কিছু হইতে পারে না এরূপ নিশ্চয় করত মহানুভব সূত গোস্বামীকে জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করায় শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ লাভ করত সূত-কৃপাবলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ করেন। ধ্রুব মহাশয় প্রথমে অর্থার্থী হইয়া ভগবান্‌কে উপাসনা করেন, কিন্তু যখন ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রকটিত হইলেন, তাঁহার কৃপাবলে ধ্রুবের অর্থাকাঙ্ক্ষা দূর হইল এবং শুদ্ধভক্ত্যধিকার উপস্থিত হইল। সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার এই চারিজনকে চতুঃসন বলে। তাঁহারা প্রথমে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু যখন ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের কৃপা লাভ করিলেন, তখনই নির্ব্বিশেষবুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা ভক্তির অধিকার লাভ করিলেন। ফলকথা এই যে, যে পর্য্যন্ত আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ ভাব তাঁহাদের চিত্তে ছিল সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের শুদ্ধা ভক্তির অধিকার জন্মে নাই। অতএব শুদ্ধা ভক্তির অধিকারবিচারে শ্রীরূপ এইমাত্র কহিয়াছেন :—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যাধিকার্য্যসৌ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৯)

সংসারে নিতান্ত আসক্ত না হইয়া এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ না করিয়া অবস্থিত ব্যক্তির যখন অতি ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণসেবায় শ্রদ্ধা জন্মে তখন তিনি শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হন। তাৎপর্য্য এই যে, সংসারী পুরুষ নানা প্রকারে আর্ত্ত, প্রপীড়িত এবং প্রয়োজনীয় পদার্থাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া সংসারের চরম-গতি বুঝিয়া অত্যন্ত অনাসক্ত-ভাবে বর্ত্তমান থাকেন এবং চরম জিজ্ঞাসাদ্বারা ভগবান্ ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই, এই কথাটীতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন, তখন সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় যে শুদ্ধভক্তি ভগবদ্ধারণরূপা শ্রদ্ধা উদিতা হয়। এই শ্রদ্ধাই শুদ্ধভক্ত্যধিকারিত্বের একমাত্র হেতু। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য :—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন যে—"তত্রৈবমনন্যভক্ত্যধিকারে হেতুঃ শ্রদ্ধামাত্র-মুক্তা যথা তত্রৈব তথা শিক্ষয়তি" অর্থাৎ এই শ্লোকদ্বয়ে অনন্যভক্তির অধিকার-হেতু একমাত্র শ্রদ্ধা ইহা বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ যেরূপ ভজনা করেন তাহা বলিতেছেন। 'আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সমস্ত-কর্ম্মফলে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করত অপাপাকারে কামসকলকে জীবের দুঃখদায়ক বলিয়া জানিতে থাকেন, অথচ দেহযাত্রার নির্ব্বাহ এবং পূর্ব্ববাসনারূপ অনর্থের কিয়ৎপরিমাণ বর্ত্তমান হইয়া সেই সকল কর্ম্মফল ও কর্ম্মফল হইতে উদ্ধার হইবার জন্য শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সেই সমস্ত কামকে নিষ্পন্ন করিতে করিতেও ভোগ করিতে থাকেন এবং আমাকে ভজনা করিতে থাকেন।'

পুনরায় শ্রীধর লিখিয়াছেন,— "শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ ভজনপরঞ্চ ভয়ং হরতীতি বদন্তি। অতো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তৎ শরণাপত্তিরূপং লিঙ্গমিতি।" শ্রদ্ধার নাম শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। শাস্ত্র এই বলেন যে, যিনি ভগবানের শরণ লন নাই তাঁহার ভয় আছে, যিনি তাঁহার শরণ লইয়াছেন তাঁহার ভয় নাই। অতএব শরণাপত্তি-লক্ষণ দেখিলেই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে স্বীকার করা যায়।

শরণাপত্তি কাহাকে বলি? শ্রীধর কহিয়াছেন— "জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং সদা তদনুবৃত্তি-চেষ্টৈব স্যাৎ", "কর্ম্ম-পরিত্যাগো বিধীয়তে" অর্থাৎ শ্রদ্ধা জন্মিলে কৃষ্ণানুবৃত্তি-চেষ্টা সর্ব্বদা লক্ষিত হয় ও কর্ম্ম স্বয়ংতঃ পরিত্যক্ত হয়। ইহাই শরণাপত্তি। ভগবদ্গীতা-শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া অত্যন্ত গুহ্যতম উপদেশ দ্বারা ভগবান্ শরণাপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন, যথা :—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সর্ব্বধর্ম্ম-শব্দে বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মনিষ্ঠা ও দেবতান্তরপূজা ইত্যাদি শরণাপত্তির বাধক ধর্ম্মসকলকে বুঝিতে হইবে। সেই সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি আমার শরণাপত্তি অর্থাৎ ভজন-শ্রদ্ধা স্বীকার কর। সেরূপে কর্ম্ম স্বয়ংতঃ ত্যাগ-প্রযুক্ত কদাচিৎ কৃতপাপের যে প্রায়শ্চিত্তাদির অভাব হইবে তাহাতে ভয় করিবেন না। আমি সে-সকল পাপ অবশ্যই মোচন করিব।

এরূপ সংশয় হইতে পারে শ্রদ্ধা-শব্দে আদৌ কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। অতএব শ্রদ্ধা একা ভক্তির হেতু নয়, কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানেরও হেতু। এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রদ্ধা-শব্দে শাস্ত্রার্থবিশ্বাসরূপ ভাবকে বুঝায়, তন্মধ্যে আর একটী ভাব অবশ্যই থাকে তাহার নাম রুচি। বিশ্বাস থাকিলেও কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু রুচির প্রয়োজন। কর্ম্ম ও জ্ঞানে যে শ্রদ্ধা আছে তাহাতে রুচিরূপা ভক্তিপরমাণু আছে। সেই ভক্তির সংস্রবমাত্রেই কর্ম্ম ও জ্ঞান নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাতে ফলদানে সক্ষম হয়। তদ্রূপ ভক্তি সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা উদয় হয় তাহাতেও ভক্তির প্রতি রুচিরূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। সেই রুচিযুক্ত শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজস্বরূপ জীবহৃদয়ে প্রোথিত হয়। কর্ম্মশ্রদ্ধা ও জ্ঞানশ্রদ্ধার কর্ম্মরুচি ও জ্ঞানরুচি থাকে, তাহাতে সেই সেই শ্রদ্ধা ভিন্নাকার-প্রাপ্ত। ভক্তিরুচিভিন্ন শ্রদ্ধার লক্ষণ ভক্তিতেই পর্য্যবসান হয়। ইহাই শরণাপত্তি। ভক্তিরুচি সাধুসঙ্গ, ভজন ও অনর্থশূন্য অবস্থা লাভ করিলে নিষ্ঠারূপী হইয়া শুদ্ধরুচি নাম ধারণ করে। অতএব ভক্তি হইতে শ্রদ্ধা একটী পৃথক্ তত্ত্ব। শ্রীধর ভক্তি-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—

"তস্মাচ্ছ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গং কিন্তু কর্ম্মণ্যসমর্থবিষয়ত্বাদ্য-নন্যাখ্যায়াঃ ভক্তেঃ অধিকারিবিশেষণমেব।"

অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে অসমর্থ-বুদ্ধিস্বরূপ অনন্য-ভক্তিতে অধিকারের বিশেষণমাত্র। অতএব ভাগবতে :—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যে পর্য্যন্ত কর্ম্মে নির্ব্বেদ না হয়, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে সে পর্য্যন্ত কর্ম্মসকল কর। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মকাণ্ডে শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র কর্ম্মত্যাগের অধিকার জন্মিল ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

সংশয়দূরীকরণার্থে ইহাও এস্থলে কথিত হইতেছে যে, যখন ভক্তির অধিকারহেতুরূপ শ্রদ্ধাই ভক্তির অঙ্গ হইল না তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদিও শ্রদ্ধাজননের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া কোন কোন স্থলে প্রকাশ পায়, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। শ্রীরূপবাক্য যথা :—

ক্রমবৈরাগ্যযোগেন ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈশ্বর প্রণিধানেতি নাস্তিক্যব্যুদিতং তয়োঃ
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১২০)

ফলবিলম্বে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রথমে ঈশ্বর ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশের উপযোগিতা করে, তথাপি তাহাদের ভক্ত্যঙ্গত্ব কখনই স্বীকার করা যায় না।

অতএব শ্রবণাদিভক্তি-লক্ষণ একমাত্র শ্রদ্ধাই শুদ্ধভক্তির অধিকারের হেতু, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। তবে যে কেহ কেহ বলেন যে, কাহারও সুকৃতিফলে কর্ম্মাচরণ করিতে করিতে, কাহারও শুদ্ধ জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে, কাহারও বা সমস্ত বিষয়-বৈরাগ্য হইতে কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা হয়, সে কেবল ভ্রমমাত্র। এমত হইতে পারে, শ্রদ্ধা জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঐ ঐ বিষয়ের আলোচনা ছিল, কিন্তু ভালরূপে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ আলোচনা ও শ্রদ্ধার উদয় এই দুইটী ঘটনার মধ্যে অবশ্যই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকিবে। অতএব শ্রীভাগবতবাক্য যথা :—

ভবাপবর্গস্ত ভ্রমতো যদা জবেৎ জনস্ত তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

হে অচ্যুত! জীব তোমার প্রতি বহির্ম্মুখ হইয়া কর্ম্ম-মার্গে কখন সংসার ও জ্ঞানমার্গে কখন বা অপবর্গ লাভ করিতেছে। এইরূপ চক্রাকারে ভ্রমণ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কখন সাধুসমাগম হয়, তবে সেই সাধুসঙ্গ অবধি পরাবরেশ ও মঙ্গলনিলয়স্বরূপ তোমাতে তাহার মতি জন্মে। অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি কখনই শ্রদ্ধাকে উৎপন্ন করিতে পারে না, কেবল সাধুসঙ্গই তাহা করিতে পারে। এই জন্যই শ্রীরূপ নিম্ন শ্লোকে বলিয়াছেন যে, "যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে" ইত্যাদি।

এবম্ভূত শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিই শুদ্ধা ভক্তির একমাত্র অধিকারী। এস্থলে আর একটী বিচার আছে। সাধন-ভক্তি দ্বিবিধা অর্থাৎ বৈধী ও রাগানুগা। শ্রীরূপবাক্য :—

বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।

বৈধী ও রাগানুগা সাধন-ভক্তির পার্থক্য এই প্রবন্ধে বিচারিত না হইলেও চলিত, কিন্তু ভক্ত্যধিকার-বিবেকে উক্ত তাত্ত্বিক পার্থক্যের বিচার না করিলে অনেক লক্ষের থাকিবে, এই জন্যই সংক্ষেপে এই স্থলেই বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির ভেদ বিচার করিতে বাধ্য হইলাম। বৈধী সম্বন্ধে শ্রীরূপ বলিয়াছেন :—

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫)

জীবের ভক্তিবৃত্তি স্বাভাবিক। তাহার চিৎস্বরূপের অভিন্ন ধর্ম্মবিশেষ জীব বদ্ধ হইয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখতা লাভ করিলে সেই স্বরূপ হইতে অভিন্ন বৃত্তি ও মায়াপ্রসূত জগতের বিষয়গত হইয়া বিষয়-রাগ হইয়া পড়ে। সুতরাং রাগ বিষয়ে আবিষ্ট হইলে কৃষ্ণানুগত্য সুপ্তপ্রায় থাকে। যে-কোন ভাগ্যেই হউক জীবের চিৎস্বরূপগত রাগ উদিত হইলেই জীব কৃতার্থ হয়। প্রেমোদয় সময়ে ঐ রাগোদয় স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়াবিষ্ট জীবের যখন রাগ বিকৃত হইয়া তুচ্ছ জড়বিষয়ে কার্য্য করিতে থাকে, তখন কৃষ্ণ-সম্বন্ধে রাগের অনবাপ্তি বা অনুদয়। তখন ভাগ্যক্রমে উপদেশ লাভ দ্বারা জীব পুনরায় কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য লাভ করিতে থাকে। বেদ ও বেদানুগই উপদেশপূর্ণ শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের শাসনক্রমে যে ভক্তি-প্রবৃত্তি উদিত হয় তাহার নাম বৈধী ভক্তি।

এখন রাগানুগা ভক্তি সংক্ষেপে আলোচিত হউক। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন :—

"তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ; তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে।"

বিষয়ী জীবের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গের ইচ্ছা প্রবল প্রেমরূপে বর্ত্তমানা হয়। তাহার নাম রাগ। সৌন্দর্য্যাদি বিষয়ে চক্ষুরাদির স্বাভাবিক চেষ্টা। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের যে প্রবৃত্তি, তাহাকে রাগ বলা যায়। সেই রাগ যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহাদের অনুগত হইতে যে রুচি জন্মে, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। ঐবিষয় এস্থলে এই পর্য্যন্ত। পরে অন্যত্র বিশেষ বিচারিত হইবে।

এবম্বিধ রাগানুগা ভক্তিতে কাহার অধিকার আছে তন্নির্ণয়ে শ্রীরূপ বলিয়াছেন :—

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্।

তত্ত্বভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তয়োস্তোৎপত্তিলক্ষণম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৪৭-১৪৮)

ব্রজবাসী-জনাদির কেবল রাগাত্মিকা নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। তাঁহাদের তত্তদ্ভাব-লুব্ধ ব্যক্তিরাই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। সেই সেই ভাবাদি-মাধুর্য্য-বিষয় শ্রবণ করিয়াও লোভ ব্যতীত তাহাতে প্রবেশ হয় না। অতএব লোভই রাগানুগা-সাধনভক্তির অধিকার হেতু। শাস্ত্র ও যুক্তি ইহাতে অধিকার-হেতু হয় না।

আমরা এখন দেখিতেছি যে, বৈধী ভক্ত্যধিকারে শ্রদ্ধাই যেমত একমাত্র হেতু বলিয়া উক্ত হইল, রাগানুগা ভক্ত্যধিকারে লোভই একমাত্র হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। এস্থলে বিতর্ক এই যে, প্রথমে যে শ্রদ্ধাকে শুদ্ধভক্ত্যধিকার-হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে তাহা কি অসম্পূর্ণ? যখন শ্রদ্ধা কেবল একপ্রকার ভক্ত্যধিকারের হেতু তখন সমস্ত শুদ্ধভক্ত্যধিকার-হেতু বলিয়া কিরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল? এস্থলে মীমাংসা এই যে, শ্রদ্ধাই কেবল শুদ্ধ ভক্ত্যধিকারের হেতু, আর কেহই নন। বৈধীভক্তিতে শাস্ত্র-বিশ্বাসময়ী শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। রাগানুগা ভক্তিতে ভাব-মাধুর্য্য-লোভময়ী শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। বিশ্বাসময়ীই হউন অথবা লোভময়ীই হউন একমাত্র শ্রদ্ধাই উভয়বিধ শুদ্ধভক্তির অধিকার-প্রদানে সক্ষম।

বৈধী ভক্ত্যধিকারী ত্রিবিধ। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। শ্রীরূপ-বাক্য :—

"উত্তমো মধ্যমশ্চ স্যাৎ কনিষ্ঠশ্চেতি স ত্রিধা।" উত্তমাধিকারীর লক্ষণ যথা :—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥

বৈধী ভক্তিতে তিনিই উত্তম ও প্রৌঢ়শ্রদ্ধ যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে নিপুণ এবং সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়। মধ্যমের লক্ষণ যথা :—

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।

মধ্যম শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শাস্ত্রাদিতে নিপুণপ্রায় অর্থাৎ যখন বলবান্ কুতর্ক উপস্থিত হয় তাহা সমাধান করিতে সক্ষম হন না। তথাপি মনে দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত শ্রদ্ধাবান্ থাকেন।

কনিষ্ঠের লক্ষণ যথা :—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।

কনিষ্ঠ ভক্ত শাস্ত্রাদিতে কিঞ্চিদ্নিপুণ। তাঁহার শ্রদ্ধা কোমল। শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা অল্পে তাঁহার শ্রদ্ধাকে ভেদ করিতে পারে। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, ত্রিবিধপ্রকার শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরই শাস্ত্রবিশ্বাস ও তদনুগত যুক্তি মিশ্র-শ্রদ্ধা লক্ষিতা হয়। রাগানুগা ভক্তির অধিকারীদিগের লোভের তারতম্য অনুসারে তাঁহাদিগকেও উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভক্তি-বিষয়ে নরমাত্রের অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই শাস্ত্রবাক্যে, সাধু-গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা হইলে ভক্তিতে অধিকার জন্মে। বিদ্যালাভ করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বকই হউক অথবা ভাষাজ্ঞানাভাবে সাধুমুখে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণপূর্ব্বকই হউক, শাস্ত্রনির্ণীত ভক্তির সর্ব্বোত্তমত্ব বোধ হইলেই শ্রদ্ধা জন্মিল বলিতে হইবে। অথবা ভগবল্লীলা শ্রবণকরত শুদ্ধ রাগভক্ত ব্রজবাসীদিগের অনুগত হইতে যখন লোভময়ী শ্রদ্ধা হয় তখনও শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মিল বলিতে হইবে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, ধর্ম্মচর্চ্চা, শমদমাদি শিক্ষা, যোগাভ্যাস ইত্যাদি গুণগণ সাধিত হইলেও ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। সাম্প্রদায়িক দীক্ষা লাভ করিয়াও যে পর্য্যন্ত উত্তমাধিকারী না হওয়া যায় সে পর্য্যন্ত উত্তমা ভক্তির উদয় হয় না, কেবল ভক্ত্যাভাসই থাকে। উত্তমাধিকার লাভ করিবার যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা কেবল উত্তম ভক্ত সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাই লব্ধ হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনে অত্যন্ত আগ্রহ ও তদ্বয় সময়ে অশ্রুপুলক-নৃত্যভাব-প্রদর্শনাদি হইলেই যে উত্তমাধিকার হইয়াছে তাহা বলা যায় না, যেহেতু তত্তল্লক্ষণ ভক্ত্যাভাসেও উদয় হয়। শুদ্ধভক্তির প্রারম্ভে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বরূপলাভাগ্রহতা ও আর্দ্রতা দেখা যায়, তাহা ভক্ত্যাভাসগত চরম লক্ষণের প্রতিফলনরূপ মূর্চ্ছাদি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। অতএব আমরা বিশেষ সতর্কতার সহিত শুদ্ধভক্তি লাভ করিবার যত্ন করিব। প্রাজ্ঞের অধিকারপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিব, নতুবা শ্রীরূপপাদাশ্রয়-প্রাপ্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। বিশ্ববৈষ্ণবদাস নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রচার করিয়াছেন,—

শ্রদ্ধা লোভাত্মিকা যা সা বিষয়াসক্তিরূপিণী মতা।
হেয়ৈব, তদা ভক্তৌ নৈবাধিকারিতোচ্যতে ॥
ন সংখ্যাং ন চ বৈরাগ্যং ন ধর্ম্মো ন ব্রতাদিকং
কেবলং সাধুসঙ্গোঽয়ং হেতুঃ শ্রদ্ধোদয়ে ধ্রুবম্ ॥ ২ ॥
শ্রবণাদি-বিধানেন সাধুসঙ্গেন চ
অনর্থাপগমে পুংসঃ শ্রদ্ধা নিষ্ঠাত্মিকা ভবেৎ ॥ ৩ ॥
নিষ্ঠায়াং রুচিতঃ প্রাপ্তা শুদ্ধভক্ত্যধিকারিতাম্।
তদাদি সাধকে নিত্যমেষা শ্রদ্ধা সনাতনী ॥ ৪ ॥
অসৎসঙ্গোঽথবা ভক্তাবপরাধে কৃতে সতি।
শ্রদ্ধাপি বিলয়ং যাতি কথং স্যাদ্ভক্তিতা ॥ ৫ ॥
অতঃ শ্রদ্ধাবতা কার্য্যং সাবধানং ফলাপ্তয়ে।
অন্যথা ন ভবেদ্ভক্তিঃ শ্রদ্ধা প্রেমফলাত্মিকা ॥ ৬ ॥

লোভাত্মিকা বা শাস্ত্রবিষয়াসক্তিরূপিণী শ্রদ্ধা যখন উদয় হয় তখনই নবমাত্রেরই শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মে। সাংখ্য, বৈরাগ্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধোদয়ের হেতু নয়, কিন্তু কৃষ্ণনামগান-প্রিয় সাধুদিগের সঙ্গই একমাত্র হেতু। শ্রদ্ধোদয়মাত্রই ভক্তিতে কনিষ্ঠাধিকার জন্মে। যখন শ্রবণাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে ও সাধুসঙ্গবলে অনর্থ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধা নিষ্ঠাত্মিকা হয় তখন শুদ্ধভক্তিতে মধ্যমাধিকার জন্মে। পুনরায় শ্রবণাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে এবং সাধক হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গবলে নিষ্ঠা রুচিতা লাভ করিলে অর্থাৎ রুচিবতী হইলে সাধক উত্তমাধিকারী হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। ইহাই শুদ্ধভক্তিলাভের সনাতন প্রথা। কিন্তু যদি এইরূপ ক্রমলাভকালে অসৎসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়াসক্ত বা নির্ব্বিশেষ-চিন্তাসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ হয় অথবা শুদ্ধ-ভক্তের প্রতি অবজ্ঞারূপ অপরাধ হয়, তবে কোমল শ্রদ্ধা ও মধ্যম শ্রদ্ধা উভয়েই লয় প্রাপ্ত হয়। তখন সাধকের আর শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না; হয় ছায়া-ভক্ত্যাভাসে, নয় অধিক দুর্দ্দৈব ঘটিলে প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। অতএব যে পর্য্যন্ত উত্তমাধিকার লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের ফলাপ্তির জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত, নতুবা প্রেম-ফলাত্মিকা শুদ্ধভক্তি পাওয়া দুর্ঘট হইবে।

শ্রীরূপশিক্ষামৃত।

ঈশবৈমুখ্যের পরিণাম ও তদ্দূরীকরণোপায়

[নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

অন্বয়জ্ঞান স্বপ্রকাশস্বরূপ স্বয়ংরূপতত্ত্ব। তদাশ্রিত জীবগণের স্ব-স্বরূপে অবস্থিতিকালে কোন অপ্রিয়-বৃত্তি প্রাবাহন করিবার অবকাশ হয় না। অন্বয়জ্ঞানাভাবে স্বতন্ত্রতাই জীবকে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার হেয় অনুপাদেয় ব্যাপারবিশেষে প্রবেশ করাইয়া ভীতি উৎপাদন করে। ভগবন্মায়ারূপা বহিরঙ্গা শক্তি চিচ্ছক্তির উপলব্ধি আবরণ করিয়া প্রপঞ্চে বিমুখ জীবগণকে বিষয়বিগ্রহ করিয়া তুলে এবং তদীয়গণের যে আশ্রয়বিগ্রহের কার্য্যস্বরূপ রূপ তাহার উপলব্ধি হইতে সেই বহির্ম্মুখ জীবকুলকে বঞ্চিত করাইয়া অন্তরালরূপে আবদ্ধ করে। সেইকালে জীবের স্বরূপাবস্থানের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয় না। জ্ঞেয়জ্ঞানাভাবে প্রপঞ্চে বিদ্যমানশক্তির ক্রিয়াসমূহ প্রেম-র্দ্ধ বুদ্ধিতে হেয় না। ধর্ম্মার্থকামের আপাত-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া জীব ঔদার্য্যবিগ্রহে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন, সুতরাং নিত্যমাধুর্য্যের বিলাসবিক্রমে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। এই বহির্ম্মুখভাব আসমাপাত্তী মাত্র। ভগবন্মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তি বিমূঢ়স্বরূপ জীবকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়; সেইকালে তাঁহার সকল কল্যাণ লুপ্ত হয়। যখন তিনি আত্মম্ভরিতা বা ভোগপ্রবৃত্তিবশে ধর্ম্মার্থকামলাভেচ্ছায় ধাবমান হইবার অযৌক্তিকতা পরিদর্শন করিবার যোগ্য হন, তখনই তাঁহার মুণ্ডকোপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ ছন্দের অধিকার করিয়া ঈশসেবোন্মুখতায় রুচি প্রদর্শন করে। সেইকালে রুচিবিশিষ্ট জীব ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়-জাতীয় শ্রীগুরুবিগ্রহে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার সেবাক্রমে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করেন। ভাগ্যবান্‌জনগণেরই মাত্র

আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দারুণ কবল হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, কর্ম্মজ্ঞাননির্ম্মুক্ত ভক্তির আশ্রয়ে ভগবৎ-সেবোন্মুখ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা ভগবদ্বিস্মৃতিরূপ অস্বাস্থ্য বা আময়-নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রতিকূল জগৎকেও ভগবৎসেবোপকরণজ্ঞানে তাহাদের অনুকূলতারূপ প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন আধ্যক্ষিকজ্ঞানের রূপরসাদি বিষয়সমূহে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-সৌরভসমূহের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যে সকল বুদ্ধিমন্ত জন—"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোকের অর্থ জ্ঞাত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকল মঙ্গলাকর জানিয়া আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্ভক্তি-বিগ্রহ জানিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সুনির্ম্মলা ঈশসেবা প্রবলা হইয়া অভক্তিপথে বিচরণচলিত আশঙ্কার হস্ত হইতে বিমুক্তি লাভ ঘটে। **গুরুপাদপদ্মরূপ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিলেই বহির্ম্মুখ জীব জগতে অনেক পথ আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে কামনাযুক্ত হইয়াও অভীষ্টলাভ হইতে পারে প্রয়োজনতত্ত্ববিষয়ে এইরূপ নিদারুণ ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করেন।** এই সকল অশ্রৌত তর্কপথের বিচার ভগবদ্বিমুখতার ফল এবং অন্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক। ব্যভিচারপরায়ণ জনগণ স্বীয় চক্ষুর্বৃত্তিবশে ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থের গতি,—একথা বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি নানামতবাদাচ্ছন্ন হইয়া বৃত্তপূজার আবাহন করিয়া থাকে। উহাতে জড়ভোগমাত্র লাভ হয়। সেই সকল কর্ম্মীর নিকট প্রেমা সুদুর্ল্লভ ব্যাপার।

অন্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-লাভকারী জনগণের কেবলা ভক্তিমাত্র বৃত্তিদ্বয় হইতে মুক্ত করাইয়া দেয়। তিনি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিতে অবস্থিত হন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অপরাধ ঘটিলে ভগবদ্বিমুখতারূপ জড়াভিনিবেশ তর্করূপে উদিত হইয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে আপাতমধুর মনোধর্ম্ম ভোগ বা ত্যাগবাদ্যে লইয়া যায়। তদ্ভক্তই ধীর-স্বভাব যুবগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল অবিমিশ্রা সেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করেন, প্রাপঞ্চিক প্রেয়োবিচারের অনুমোদন করেন না। শ্রীগুরুদেবে পুরুষোত্তমসেবার প্রণালীসমূহ নিজের পুরুষবরত্ব স্বয়ং প্রকাশাবতাররূপে সেবকতত্ত্বের চমৎকারিতারূপ বিদ্যজ্ঞান উন্মুখ জীবকে অকাতরে বিতরণ করেন। তখন আর তর্কপন্থার আবরণী বৃত্তি ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি, বিশ্বাবধূজীবনের সেবায়ত চরিনামভজনকারীকে অমঙ্গলময় তৃতীয়াকাশে অবস্থান করাইয়া ভোগী বা ত্যাগী করায় না। তখন পরব্যোমে বৈকুণ্ঠধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া মুক্তজীবগণ হৃষীকসমূহের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাধিকার লাভ করেন। পূর্ণপুরুষের পুরুষোত্তমতা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য বা সচ্চিদানন্দের আশ্রয়-প্রকাশত্ব জীবের পুরুষোত্তম-বিচারের সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিয়া শত সহস্র লক্ষ্মীগণের দ্বারা সম্ভ্রমসহ সেবিত শ্রীনারায়ণের প্রকাশাবতারত্ব ও মূল বৈকুণ্ঠের চিদ্বৈচিত্র্যসমূহ প্রদর্শন করে।

পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য পারমৈশ্বর্য্য কিন্তু তাঁহার মাধুর্য্যের লৌল্যের, কর্ম্মণ্যতার ও অভিরামত্বে তাহা লঘু ও শিথিল হইয়া রসের উচ্ছলতা সাধন করিতে করিতে পরমমুক্ত সেবককে পরমোজ্জ্বল বলয়বিগ্রহ কায়াশ্রয় বিহর পর্য্যন্ত দর্শন লাভ করায়। শ্রীসীতারামের স্বকীয় বিচারের ঔদার্য্য ও কক্ষিণীদেবীর বহুবল্লভের স্বকীয়তা বিষয়-আশ্রয়-বিবেকের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করায়।

সেই সকল পরতত্ত্ব, পরতত্ত্বতর অতিক্রম করিয়া পরম-পরতত্ত্ব—তত্ত্বপরতত্ত্ব-সেবার মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা লাভ করায়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই আশ্রয়বাৎসল্যরূপ প্রদর্শন করাইয়া আশ্রয়াশ্রিনীর সেবায় নিত্যাশ্রিত সেবককে অতুল অধিকার দান করেন।

মানব আধ্যক্ষিকজ্ঞানে অবস্থানকালে হিতাহিত-বিবেক ও ভবিষ্যৎদর্শনরহিত হইয়া নিজের চরম কল্যাণ নিরূপণ করিতে পারেন না এবং কর্ম্মপথে বিচরণ করেন। যখন কর্ম্মকাণ্ডের নশ্বরতা ও অকিঞ্চিৎকরতা তাঁহার আলোচনার বিষয় হয়, তখন তিনি তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারেন। চরম-কল্যাণ—ভুক্তেরাজ্যে অবস্থিত; সুতরাং আত্ম-ফললাভ-বিচারে অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয় দেখিয়া এবং প্রাপ্তফল উৎক্ষিপ্ত হয় জানিয়া তিনি তাদৃশ চেষ্টার কদর্য্য উপলব্ধি করেন এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভমানসে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয়-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

জীবের তামস অহঙ্কার—অধম, রাজস অহঙ্কার—মধ্যম এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার—উত্তম। তামস অহঙ্কারে অবস্থান-কালে স্থূল শরীর লইয়া জীবের ব্যস্ততা লক্ষিত হয় এবং রাজস অহঙ্কারে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি তামস অহঙ্কারের কিঞ্চিৎ

নিয়ন্ত্রিত হয়। শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলি মনের সহিত মিশ্র ভাবে চালিত হয়। তখনকার প্রাপ্য অনেক সময় ভ্রমাত্মক হইয়া ভগবদ্ভক্তি-মার্গে দেবোন্মুখের সেবাবঞ্চিত হয়। সাত্ত্বিকাহঙ্কারের মুক্তভাবে মাত্রাস্পর্শাদির অনুভূতি প্রকাশিত হয় এবং উহাই আত্মজ হইতে ভ্রমাত্মকভাবে বিলীন হয়। সাত্ত্বিকাহঙ্কার যখন মহত্তত্ত্বে অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখনই কর্মের উত্তমশ্রেয়ো-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। জিজ্ঞাসার উদয়ে তাঁর বিশুদ্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অপৌরুষেয় অহয়জ্ঞানতত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত না জানিয়া তদতিরিক্ত ত্রিগুণাতীত নিত্য অপ্রাকৃত সকল সদ্গুণসম্পন্ন ভগবানের চিন্ময়ী শক্তির মহাপ্রকাশবিগ্রহ বলিয়া জানিতে পারেন। **সেই চিচ্ছক্তির অচিৎ প্রবৃত্তি বা ভোগবাসনার পরিবর্ত্তে কেবলা ভক্তিতেই অবস্থিতি ও কৃষ্ণানুশীলনের উদ্দীপন বদ্ধজীবের রাজস অহঙ্কারকে প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়। ভগবান্ বিষয়জাতীয় ভোক্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার অতিপ্রিয় ভক্তগণকে আশ্রয়জাতীয় ভোগ্যবিচার করেন। অন্বয়জ্ঞান-সেবক আশ্রয়জাতীয় ভক্ত ভজনীয় বস্তুর সেবন-ব্যতীত অখণ্ডকালাশ্রয়ে আর কিছুই করেন না।** শ্রীব্রহ্মা বিষ্ণুমিত্র নারদের নিকট যে আত্মার উৎপত্তির কথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তমসাহঙ্কার ও রাজসী প্রবৃত্তি ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া জীবকে শ্রীনামাদ্ভুত-তত্ত্বের আশ্রিত ভেদাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাপঞ্চিক ভেদের অবরতাদি অনর্থ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভুক্তি ও মুক্তি তাঁহার সেব্য বা ভোগ্য প্রবৃত্তি কোন ভাবেরই আশ্রয়িতব্য ব্যাপার হয় না। তিনি তখন ভক্তি সুষমার দ্বারা কৃষ্ণের নাসিকা রসায়ন চিন্ময় রূপগুণে প্রতিষ্ঠিত হন। সুনির্ম্মল সেবোন্মুখ জীবাত্মার শব্দ-শ্রাব্যে অধিকারের তুলনা হয় না। জড়বুদ্ধি-নিষ্পন্ন জ্ঞানের পদার্থবিজ্ঞানি-দুষ্ট-দীর্ঘাশ্রিত জ্ঞান অতিক্রম পূর্ব্বক পরিমণ্ডলাবস্থিতিক্রমে কৃতাকাশাতিক্রান্ত পরব্যোমস্থিত বৈকুণ্ঠশব্দের গ্রহণে অধিকারী হন এবং সেই **বৈকুণ্ঠের বিজয়রূঢ়ি বৃত্তি খণ্ড-কাল অতিক্রমণ-পূর্ব্বক নিত্যকাল নির্ম্মল জীবাত্মার প্রাপঞ্চিক ভেদবিপাক সমূলে উৎপাটন করেন। তখনই জীব শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে সেবোন্মুখতা লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ করিবার অধিকার পান।** বৈকুণ্ঠনামই বৈকুণ্ঠনামী, তাহাতে অবর মাত্রিক ভেদ কল্পিত হয় না। তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি শব্দব্রহ্ম-নিষ্ণাত পরব্রহ্মনিষ্ণাত ভগবদাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়াছেন; সেই আশ্রয়ের কোন প্রাপঞ্চিক জড়াবস্থা বা অপ্রাপঞ্চিক তাটস্থ্য ভাড়া সেবোন্মুখতার ব্যাঘাত করে নাই। তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণকার্ষ্ণের অলৌকিক চমৎকারিতার আশ্রয়-ভেদাংশ। এই অচিন্ত্যভেদাভেদবিচারপর জীব বৈকল্পিকক্রবগণের অহঙ্কারত্রয় বাগ্‌বৈখরী হইতে পৃথক্ হইয়া বিশাখার-পদ্ধতি অর্থাৎ একান্ন পদ্ধতি ঐকান্তিকী সেবা লাভ করেন। উহা অন্বয়জ্ঞানাত্মক ও গণিতাতীত আত্মারামানন্দের চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যের প্রবণ অধিকারে প্রতিষ্ঠালাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সৌভাগ্যের পরিচয়। প্রাপঞ্চিক বিচারে ক্ষণীকে, যোগীকে, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীকে, মুক্তাভিমানী অহং-গ্রহোপাসককে, বহির্জগতে কলাবিদ্‌রূপে আধ্যক্ষিককে গুরুরূপে জানিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের সেবাবঞ্চিত হইয়া স্বীয় অহঙ্কারবিমুখ হন। সেইরূপ সেবাই তাঁহাদিগকে নিত্যানন্দানুগত্যলাভে নিত্য সৌভাগ্যবান্ করায়। তিনি নিত্য-বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিত হইয়া নিত্যানন্দসেবা-ব্যতীত নিজস্বরূপের অন্য কোন পরিচয় পান না। **তখন তিনি দিব্যজ্ঞানে বিকুণ্ঠিত হইয়া ত্রিতাপবরণকারী জীবগণের প্রতি মহাবদান্যের কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। শ্রৌতপথ কখনই রুদ্ধ হয় না এবং কীর্ত্তনমুখে প্রবাহিত হইয়া তর্কপথের বিক্রমসমূহের জড়তা-নাশ সাধন করে।**

যে-সময় জীবের কর্ম্ম-জ্ঞান-কথায় রুচির অনুকূল হয়, সেই সময় জিজ্ঞাসা-বিচারে ভ্রম-প্রমাদতায় তাঁহার অধিষ্ঠান। উত্তমাধিকার কি বস্তু, তাহাতে তাঁহার জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। সুতরাং উত্তমশ্রেয়ে জিজ্ঞাসু না হইলে ভগবদ্ভেদাশ্রিত ভেদগুরু অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ-দর্শনের কৃতিত্ব লাভ হয় না।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃতব্যাখ্যা ৩

[স্থান—শ্রীমায়াপুর শ্রবণসদন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ; কাল—১৩ই কার্ত্তিক ১৩৪৫, ৩রা নভেম্বর ১৯৩৮, খ্রীষ্টাব্দ একাদশী]

কৃষ্ণস্তোত্রৈঃ প্রচুরবসতিঃ প্রেমসিন্ধোরপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেকং ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সতাং আতুরাবিষ্করোতি ॥

যাঁহারা মাসশ্রী হইতে ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আজ ব্রত সমাপ্তি হইল। এই মাসের নাম দামোদর মাস। 'ঊর্জ্জ' শব্দের অর্থ—কার্ত্তিক। দামোদর শ্রীবার্ষভানবীর প্রিয়তমের নাম। তিনি এই নামে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে আহ্বান করেন। শ্রীবার্ষভানবীর অন্য নাম—ঊর্জ্জেশ্বরী। তাঁহার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণেই দামোদরের কৃপা হয়, দামোদরব্রত সুষ্ঠু পালন হয়। আবার দামোদরের কৃপা প্রভাবেই ঊর্জ্জেশ্বরীর কৃপা লাভ হয়।

ঊর্জ্জেশ্বরীর ব্রতকালে তাঁহার অন্যতম নিজজন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতপাঠ খুবই সমীচীন। এই এগারটি শ্লোকে শ্রীবার্ষভানবী দেবীর আপন জন, নিজজন, তাঁহার Private Secretary, personal attendant শ্রীরূপপ্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট যাহা শিখিয়াছেন, তাহার সার নির্য্যাস তাঁহার শ্রীরাধাপদ্মাভিলাষীর মঙ্গলের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দিন নিশান্তে আমাদের পরমগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদও নিশান্তলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজের। শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর) কথা কৌশলে অনেক স্থানে অনেকবার বলিয়াছেন। বাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার যে গূঢ় পরিচয়, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ-জনই জানেন। বাবাজী মহারাজ অতিমর্ত্য বৈরাগ্যবান্। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শুনিয়াছি, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর এই অপ্রাকৃত বৈরাগ্য ফল্গুজাতীয় নহে, পরন্তু ঘনজাতীয়। সেবাবিলাসেরই অপর নাম বৈরাগ্য; ইহা বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন —"যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্"। বাবাজী মহারাজের আচারে ও হৃদয়ে এই জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্য নিত্য আবিষ্কৃত ছিল। এখানে "নৈষ্কর্ম্ম্য" শব্দের অর্থ—প্রেমভক্তি। বাবাজী মহারাজ প্রেমভক্তিরসে নিষ্ণাত।

প্রেমভক্তিতে বা নৈষ্কর্ম্ম্যে ধারিতা আছে—বৈরাগ্যযুক্ত বা সহিত। এই বৈরাগ্যই ঘনজাতীয়, ফল্গুজাতীয় নহে। এই বৈরাগ্য ও বর্ত্তিদশনের বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে। এই বৈরাগ্য চিদ্বিলাসে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে 'বৈরাগ্য সিদ্ধি হউক'—এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়াছেন,—বৈরাগ্যের বাহ্যদর্শনে যে-সকল আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদীর চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে, যাহারা বৈরাগ্যকে ভক্তির অঙ্গ মনে করে, তাহাদের ভ্রম দূর করিয়া চিদ্বিলাসানুগত করিবার জন্য চিদ্বিলাসরসিক শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন—তাঁহাদের বৈরাগ্য যেন কৃষ্ণসেবা-রসের অনুকূল হয়। যাহারা বৈরাগ্যের বাহ্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া উহাকেই বহুমানন পূর্ব্বক ভক্তির উপরে করিবার জন্য ব্যস্ত—তাহাদের প্রতিই এই আশীর্ব্বাদ বৈরাগ্যসিদ্ধি অর্থে তীর্থপাদ শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথের সেবা। যদি সেই সেবা না হয়, তাহা হইলে উহা জড় বা কৃত্রিম।

* শ্রীল বাবাজী মহারাজের এই তীব্র বৈরাগ্য, austerity সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যের অনুরূপ। দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা।

তাঁহার কৃত্যানুকৃত্যের উচ্ছিষ্টভোজিত্বহেতু শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধেও আমরা এই কথা বলিতে পারি। এই বৈরাগ্য সম্পূর্ণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা সেখানে একেবারেই নাই। ইহা positive, চিদ্বিলাসের অনুকূল। তাঁহার বাহিরে কঠোরতা, কিন্তু অন্তর প্রেমামৃতসিন্ধুর তরঙ্গে সর্ব্বক্ষণ উদ্বেলিত।

* পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকটীর ("কর্ণিকাঃ পরিতো যত্র কৃতি") ব্যাখ্যা ১৭ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা গৌড়ীয় প্রকাশিত হইয়াছে

ইতঃপূর্ব্বে তোমরা গৌরসুন্দরের সেবাশক্তি সেই বহু গোস্বামী প্রভু গোছানলী। ব্রজবাসিগণের মধ্যে শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু বিবিক্তানন্দী ছিলেন। বাবাজী মহারাজ বিবিক্তানন্দী বলিয়া খ্যাত। বিবিক্তানন্দী অর্থাৎ কৃষ্ণের বিচারের সহিত সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ থাকিয়া স্বানুভব-ভজনানন্দী। তাঁহার অন্তরে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ, গাঢ় মমতাবুদ্ধি; তাহার সঙ্গে দ্বৈত ও দ্বিত্ব বিদ্যমান। শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজকে শ্রীবার্ষভানবীর কৃপার কাঙ্গাল জ্ঞান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন,—"বাবাজী মহারাজ শ্রীবার্ষভানবীকে 'কাঙ্গালিনীর ঠাকুরাণী' বলিয়া তাঁহাকে কতখানি মহান জ্ঞান করিতেন। জীবাধম আমি ইহার দিগ্দর্শন করিয়া নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি।" শ্রীবার্ষভানবীর কারুণ্যামৃত স্মরণ করিয়া দুঃস্বরে যে আহ্বান—বিরহ বাধায় সমগ্র জগৎ মথিত করিয়া যে আহ্বান বাবাজী মহারাজ করিতেন, তাহা শুনিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ চমৎকৃত হন এবং তাঁহাকে আপন প্রভু জ্ঞান করেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী প্রভুর বেষের শিষ্য ভক্তবৎসল বাবাজী মহারাজ। তাঁহার বেষের শিষ্য শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ব্রজমণ্ডলে ত্রিশ বৎসর ছিলেন। তাঁহাকে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীগৌরসুন্দরের আবিভাবস্থানে লইয়া আসেন, গৌর-কৃপায় রাধাগোবিন্দের কৃপা লাভ হয়, নিঃশ্রেয়সার্থী জীবজগৎকে জানাইবার জন্য। গৌরধাম উদারের মধ্যে মধুর এবং কৃষ্ণধাম মধুরের মধ্যে উদার। গৌরসুন্দর অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। তাঁহার দয়া অমন্দোদয়া। এই দয়ার একান্ত প্রার্থী না হইলে আমাদের গতি নাই। সেই গৌরসুন্দরকে যিনি একমাত্র দান করিতে পারেন, যাঁহা হইতে গৌরধাম প্রকটিত—সেই নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত আর গতি নাই। বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন, যেখানে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক বাসবাসের ছলে কৃষ্ণের পদার্থের সঙ্গে উদ্ভত, তাহাদের মত নিজকে বাহ্যে প্রদর্শন করিয়া আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে আপাতঃ প্রতীয়মান বিসর্জনীয় পদার্থের স্থানে থাকিতেন। যাহারা গৌরসুন্দরের কৃপা পাইবার নিষ্কপট ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিষয়বিচারসঙ্গ হইতে দূরে থাকিবেন—ইহাই তাঁহার শিক্ষা। যাহারা ধামবাসের ছলনা করিয়া বিষয়-বিচারাগারে অবস্থান করে, তাহাদেরই অন্যতম আমি, হে বিশ্বস্তি, আমি তোমারই মত বিচারাগারে থাকি—এইরূপ দেখাইয়া বিষয়ী ও প্রাকৃতসহজিয়াগণকে কত বড় বঞ্চনা করিয়াছেন!

তাঁহার কৃপার আলোকেই তাঁহাকে দেখা যায়। তাঁহার কোনরূপ নিন্দা বা সাপেক্ষতা ছিল না। কচুর পাতা বা পদ্মের পাতার উপর জলের মত অথবা সিমেন্টের মেঝের উপর পারদের মত বিষয়ীর দ্বারা সর্ব্বক্ষণ বেষ্টিত হইয়াও বা গৌরধামের বিরোধী, ভোগলিপ্সার আচ্ছন্ন, অন্যাভিলাষী, তুচ্ছবৈরাগীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বা তাহাদের বিচারে বিসর্জ্জনীয় বস্তুর স্থানে থাকিয়াও তিনি নিত্য গোলোকবাসী—উহাদের সহিত তাঁহার কোন প্রকার সঙ্গ বা সংস্রবের আভাসও নাই।

কোলদ্বীপ পাদসেবনক্ষেত্র। পাদসেবনে পরিশ্রান্ত আছে। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্ত্তনাথ দ্বীপ লোকক্রমে থাকিয়া মাধ্যাহ্নিক লীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের উদ্দেশ্য শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার। যাহারা কলির কালিমায় আচ্ছন্ন, তাহাদিগকে গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য স্বতঃসিদ্ধ কীর্ত্তনকারী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরসুন্দরের মহাবদান্যতার আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার বাণীর মধ্যে।

শ্রীগৌরকিশোর শ্রীবার্ষভানবীর পরিচারিকী বলিয়া নিজকে জ্ঞান করিয়াছেন। তিনি নিজকে আশ্রয়-ভেদাংশ জ্ঞান করিয়া শ্রীকোলদ্বীপ আশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের পাদসেবা করেন। শেষশায়ীতে পাদসেবা-নিরতা শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের যে চিত্তবৃত্তির উদয় হয়, বাবাজী মহারাজ কোলদ্বীপে সেই লীলা দেখাইয়াছেন। গৌর-কৃষ্ণের সুকোমল শ্রীপাদপদ্মে কোন প্রকার অসুখকরতা না হয়, সেজন্য অতি সন্তর্পণে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সর্ব্বক্ষণ সেবার আদর্শ তথায় প্রকাশিত হইয়াছে। ওই যে অদ্ভুত অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিলাস-চেষ্টা, ইহাই বৈরাগ্য। বিলাসরহিত বৈরাগ্যে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞ প্রাকৃতসহজিয়া অকালে ভেক লইয়া কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল-লীলা স্মরণ করিয়া নষ্ট হয়। বন্ধ্যানারী যে কখনও সন্তানপ্রসবকালীন বেদনা অনুভব করিতে পারে না, সে যদি উহার ভাণ করে, তাহা যেরূপ কৃত্রিমতা, সেইরূপ যাহারা মনোধর্ম্মের সাহায্যে লীলাস্মরণ করে, অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা,

তাহার পর রতিতারতম্য-বিচারে পঞ্চরতির কোন রতিতে আসক্তি, তৎপর স্থায়ী রতির উদয়—এই ক্রম না ধরিয়া যাহারা রতি পূর্ব্বে আর অনর্থনিবৃত্তি পরে, বেলাস্তাভ্যাস পরে আর বলচর্চ্চা পূর্ব্বে—এইরূপ বিচার করে, তাহারা ভ্রান্ত, অপরাধী, কৃত্রিম, মূর্খ মাত্র। উহা লোকভুলান ব্যাপার। প্রাকৃত দেহমনের ধর্ম্মের সহজাত ভাব, যাহার সহিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির কোন সম্পর্ক নাই, সেই প্রাকৃত-সহজ চিত্তবৃত্তিতে যাহারা অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করিতে যায়, তাহারা ঐরূপ মূর্খ। শ্রীল বাবাজী মহারাজ hard shell without কিন্তু mellow juice within. শ্রীল প্রভুপাদ—বাবাজী মহারাজের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীধরিদাস প্রভু এই কথা জানাইয়াছেন।

ভক্তিস্থমি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

যিনি কৃষ্ণরসের রসিক হন, তাঁহার পক্ষে মুক্তি জোড় হস্তে পশ্চাৎ অবস্থান করে। তাঁহারা, বাবাজী মহারাজের সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, তাঁহার এতটা বাহ্য বিস্তৃতি ছিল, তাহা যেন সকল সময় তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিত। তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে লৌকিক দৃষ্টিশক্তিহীন এবং একস্থানে অবস্থিত হইয়া তথাকথিত সঙ্গীদের সমস্ত কুচেষ্টার কথা প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় বলিয়া দিতেন। কিন্তু এই বিস্তৃতি তাঁহার কাম্য বিষয় নহে, বরং বিস্তৃতি দাসীর মত, তাঁহার সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। "লোক দেখান গোরা-ভক্ত, তিলকমাত্র ধরি'। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি"—তিনি সকলের চুরি ধরিতেন! তাঁহাকে কেহ ফাঁকি দিতে পারিত না।

তিনি বিবিক্তানন্দী। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ন্যায়, আশ্রিতের মঙ্গলের জন্য প্রচারক-লীলা অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার্য্যের লীলা প্রকাশ করেন নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে গৌরসুন্দরের কারুণ্যের প্রাকট্য বেশী। বাবাজী মহারাজের চরিত্র আচার-প্রধান এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আচার ও প্রচার দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন।

বাহ্যদৃষ্টিতে বাবাজী মহারাজ দৃষ্টিশক্তিহীনের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন কেন? তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন—প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে দর্শন কর—আধাক্ষিক দৃষ্টিতে হরি-গুরু-বৈষ্ণবদর্শন হয় না। কৃষ্ণের গুণ তাঁহার একান্ত ভক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কৃষ্ণ যেরূপ অপাণিপাদ আবার ত্বরন, গ্রহীতা; তিনি 'পশ্যত্যচক্ষুঃ', তিনি 'শৃণোত্যকর্ণঃ' বাবাজী মহারাজও সেইরূপ 'পশ্যত্যচক্ষুঃ'। আধাক্ষিকদর্শনে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নাই। আধাক্ষিকের দর্শন তাঁহাকে চক্ষুরহিত—দিবান্ধ-বর্জ্জিত ব্রজদর্শনের ন্যায় দেখে। কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ, জগদ্গুরু। তিনিই দেখিতেছেন, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচন-দ্বারা। শ্রীমায়াপুরচন্দ্র এবং তৎপ্রকটকারী স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জবাসী শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠনিরত শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি তিনি সর্ব্বদা দর্শন করিতেন। কিন্তু—

"অন্ধীকৃত চক্ষু যার বিষয়-ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

তাঁহার পাদপদ্ম-শোভা দেখিবার চক্ষু যাহাদের হয় নাই, যাহারা প্রেমভূমিকায় অবস্থিত হইয়া দর্শন করে না, তাহারা তাঁহার বৈরাগ্যকে শুষ্ক মনে করিয়া অপরাধ করে। তিনি ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একই চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট। তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাগবতব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। বাবাজী মহারাজ বাহিরে কঠোর, জীবমঙ্গল সম্বন্ধে যেন উদাসীন!

ভ্রাতশ্চতো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদ্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

অনর্থযুক্ত জীব কি করিয়া এই প্রণালীতে ভজন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ অনর্থযুক্ত জীব বৈধী ভক্তির অনুশীলনের পর সৌভাগ্যক্রমে কচিদ্ভাগ্যে উপনীত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম কি করিয়া লাভ করেন, তাহা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম-ভজনার্থীর প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ, সমগ্র ভাগবতের সার এই কয়েকটি শ্লোকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

কৃষ্ণের বিষয়ে আসক্তি বর্জন করিয়া বিপ্রলম্ভবিভাবিত ও সম্ভোগবর্জিত হইয়া বাহির হইতে অন্তরে কি করিয়া যাইতে হয়, সম্পূর্ণ অনর্থনির্মুক্ত হইবার ক্ষমতা যেখানে নাই, বাহিরে বিষয়ে থাকিয়া কি করিয়া কৃষ্ণের সম্বন্ধে থাকা যায়, ইহা বাবাজী মহারাজ কোথাও নাই, কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদ্বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছেন।

যাহারা প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া মায়ার রূপ লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবে, তাহারা তাঁহার চরণে অপরাধ করিবে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিচিতরূপ কোন ব্যক্তি শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এবং বাবাজী মহারাজের চরণে অপরাধ করিয়া কৃষ্ণ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে নিজের গৃহমেধির বা প্রাকৃতসহজ বৃত্তিদ্বারা দেখিতে গিয়া তাহার নিত্যবর্দ্ধ গুরুকে বহুমানন করিয়াছিল। সে নিজকে ইন্দ্রিয়পরিচালক, ভোক্তা জ্ঞান করিয়া এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারী নিত্যবর্দ্ধস্বরূপ ভোগাগারে থাকিয়া প্রাকৃত-সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তাহারই মত গৃহব্রত মনে করায় তাঁহার চরণে অপরাধ করে। তিনি সেই নিত্যবদ্ধত্যাগের পথপ্রদর্শক গুরু, তাঁহাকে গৃহমেধী কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছে। অন্যদিকে বাবাজীমহারাজকে কপট বা শুষ্কত্যাগী, কেবলমাত্র সংসার ত্যাগেই তাঁহার বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত, এরূপ মনে করিয়া তাঁহার চরণেও অপরাধ করিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মের যাঁহারা Apostles বা Prophets, আচার্য্যাভিমানী যাঁহারা, তাঁহাদের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের পার্থক্য এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্মে কেবল কৃপার কথা, শব্দমুখে শ্রুতিসাহায্যে শব্দাভিন্ন শব্দীর অবতরণের কথা আছে। অন্যান্য Prophetগণ কৃপা ব্যতীত মানেন না। তাঁহারা শ্রুতিবিরোধী যুক্তিকে মানেন। কিন্তু আমাদের কেবল কৃপা; প্রসাদ—প্রসাদ—প্রসাদ। শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্ব নাম ছিল—শ্রীবিমলাপ্রসাদ। বিমলা—শ্রীনারায়ণের অন্যতমা শক্তি।

ধীর—ধৈর্য্য আছে যাঁহার। ধীর ব্যক্তি পৃথিবীর গুরু। তিনি ছয়-বেগ দমন এবং ছয়-দোষ মোচন করিয়া ছয়-গুণ দিতে পারেন। অতএব তিনি গুরু। তাঁহাতে ভক্তি স্থায়িভাবে অবস্থান করে।' সেইজন্য তাঁহার সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহারাই কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে বাবাজী মহারাজ কঠোর ও লৌকিক দৃষ্টিশক্তিহীন; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাহ্যদৃষ্টিতে অত্যন্ত লীলাবিলাসকারী। আমাদের মত যাহাদের চেতনবৃত্তি paralysed হইয়া গিয়াছে, তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য—বাহিরেকভাবে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার ঐ লীলা; অর্থাৎ হে অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব! তোমরা paralysed আর থাকিও না, শ্রীনামপ্রভুর সেবায় প্রগতি-বিশিষ্ট হও। বাবাজী মহারাজের শিক্ষা—অচক্ষু হইও না, ঐ প্রকার প্রাকৃত চক্ষুতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে দেখিতে যাইও না; অধোক্ষজের দৃশ্য হও। আমাদের ভোগচক্ষু দূর হউক, প্রেমসেবার চক্ষু উন্মীলিত হউক। Perfect harmonyতে properly adjusted হও, অথবা যাঁহারা harmonyতে অবস্থিত, তাঁহাদের সঙ্গে dovetailed হও। বিষয়রসের অনুগত হইয়া অতির মাধুর্য্যধাম শ্রীগৌরধামে থাক। বিষয়ের স্বরূপগত সেবার ভরণ-পোষণ করিবেন।

গৌরসুন্দরের কৃপা হইলেই সব সিদ্ধি হইবে। গৌরধাম বিভু, সর্ব্বব্যাপ্তা, গৌরাভিন্ন, স্বতন্ত্র, স্বরাট্, বস্তু। তাঁহার কৃপায় গৌরপাদপদ্ম দর্শন হয়। বাবাজী মহারাজ কোলদ্বীপে অবস্থান করিতেন। গৌরসুন্দরকে কতটা আপন, নিবিড়—thick and thin জ্ঞান তাঁহার! তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীবাস-অঙ্গন রাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতেন। তাঁহার কৃপায় যদি কখনও আমাদের গৌরসংকীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে যোগদান করিয়া দোহার দিবার যোগ্যতা হয়, তবেই মঙ্গল। শ্রীবাস-অঙ্গন রাসস্থলী। 'সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?" "শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্যলীলারাস"।

শ্রীল বাবাজীমহারাজের কৃপায় ব্যক্তিরেক ছাড়িয়া অন্বয়ে প্রবেশলাভ হয়। তাঁহার চিদ্‌বিলাসপরতার অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহার বাহ্য আচার দেখিয়া তাঁহার অনুকরণ করিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার ইচ্ছা কেহ কেহ করিতে পারে। প্রভুপাদ সেই প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠা বলিয়াছেন। এই বিষ্ঠা-ভোজনের লোভে বৈষ্ণবের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন-ভজনের ছলনা যাহারা করে, প্রভুপাদ তাঁহার স্বরচিত মনঃশিক্ষায় তাহাদের কিরূপ তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন! শেষ দিকে বলিয়াছেন—

রাধানিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব।

চিদ্‌বিলাসে রত হইতে হইবে, কেবল মাত্র জড়বিলাস পরিত্যাগই সব নহে। ঐরূপ চেষ্টা হইলে ভবানীভর্ত্তৃ আসিয়া উপস্থিত হইবে। তখন শিবরূপী জীব থাকিবে নীচে এবং কালী বা প্রকৃতি তাহাকে পদদলিত করিতে থাকিবেন—লজ্জা হইবে কালীর, তিনি তখন জিভ্ কাটিবেন। তিনি লজ্জিত হইবেন যে, ইহার মনে মনে ব্রহ্ম অভিমান, অথচ কি করিতেছে! প্রকৃতির বিক্ষোভ কর্ত্তা হইতে গিয়া তাহারই দাসত্ব করিতেছে! এ কৃষ্ণপাদপদ্ম ত্যাগ করিল, চিদ্‌বিলাসে অধিকার পাইলনা—ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অভিনয় করিতে গিয়া ইহার কি দুরবস্থা ঘটিল! এই মনে করিয়া প্রকৃতি লজ্জায় জিভ্ কাটেন।

আমরা প্রথমে সন্ধিনী, পরে সম্বিতের পর হ্লাদিনীর কৃপায় যেন গুরুবর্গের পাদপদ্মের ধূলি নিজেদের জ্ঞান করিতে পারি। তাঁহারা যেন কোন ক্রমে আমাদিগকে তাঁহাদের পাদপদ্মের ধূলিজ্ঞানে গ্রহণ করেন। ধূপের সুরভি ধূম যেরূপ ক্রমাগত কুণ্ডলী করিয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ বার্ষভানবী দেবীর শ্রীপাদপদ্মকে প্রতি নিয়ত প্রবর্দ্ধমান প্রেমের দ্বারা আরতি করিত। সেই বাবাজী মহারাজের পাদপদ্ম-ধূলি হইবার আশা যেন কোনদিন আমাদের অন্তরে জাগে। যেন ধূপের ধূমের মত আমাদের হৃদয়ের ব্যাকুলতা সমগ্র হৃদয়কে মথিত করিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে নিয়ত উপনীত হয়, সেই পাদপদ্ম আরতি করে। "কৃষ্ণ না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর"—এইরূপ আর্ত্তি যেন আমাদের কোন দিন লাভ হয়। তাহা হইলেই আমরা সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দু-আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিব।

শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ

If a Vaishnava should do you any harm, harbour no thought of evil against him, but keep thyself under control.

যদি কোন বৈষ্ণব তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া আপনাকে সংযতভাবে রাখিবে।

If you should ever desire to win a seat in the House of the Lord on High, ever seek to benefit the Vnishnavas.

যদি তুমি ভগবানের স্বপ্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠে যাইতে চাও তাহা হইলে বৈষ্ণবের সেবা কর।

Accept nothing at the hands of those that seek wealth and pleasure, though they offer it voluntarily.

বিষয়ী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কিছু দিলেও তাহা গ্রহণ করিবে না।

Partake of food prepared by people of pure birth and clean lives.

সৎকুলে আবির্ভূত ও সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবে।

Perform the duties enjoined in the Sastras as service to the Lord.

শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য ভগবানের সেবা-বুদ্ধিতেই করিবে।

Offer not to the Lord objects that are pleasant in your eyes (unless they be specified as objects to be offered).

তোমার মনঃকল্পিত দ্রব্য ভগবান্‌কে নিবেদন করিও না।

But offer to the Lord only such things as are laid down in the Sacred Books.

শাস্ত্রসম্মত দ্রব্যই ভগবান্‌কে নিবেদন করিবে।

Look upon the food and the fragrant objects offered to the Lord, as objects purified by his acceptance, but never as things to be enjoyed.

ভগবানে নিবেদিত নৈবেদ্য ও সৌগন্ধ দ্রব্যাদি তাঁহার গ্রহণ হেতু পবিত্র হইয়াছে এইরূপ বিচার করিবে, উহা কখনও ভোগবুদ্ধিতে দর্শন করিবে না।

Spiritual suicide is brought about speediest and surest by disrespect towards those High Beings that ever remain in the contemplation of the Three Holy Mantras and Eternal Life

যে সকল মহাপুরুষ মন্ত্রগ্রহণের স্থানে নিজের তাঁহাদের অবস্থানা করিলে পারমার্থিক আত্মহত্যা অবশ্যম্ভাবী ও তাহা দ্রুততম গতিতে সাধিত হয়, আবার তাঁহারা প্রসন্ন হইলে অচিরেই নিত্যজীবনলাভ সুনিশ্চিত।

Know that service to the Lord's Elect is the End and the Aim of your existence; their displeasure, in any way, brings about the death of the soul.

ভগবানের নিজ-জনের সেবাই তোমার জীবাতু বলিয়া জান, তাহা দ্বারাই তোমার জীবনের পরমপ্রয়োজন লাভ হইবে। কোন প্রকারে তাঁহাদের অসন্তোষ উৎপাদন করিলে পারমার্থিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

You can recognise him as a permanent dweller in the lowest and darkest of hells, who regards the images of the Lord as mere blocks of stone his spiritual Teacher as a man like any other, the Chosen Ones as men of the world, high or low, according to their accidents of birth; the Holy Water that washes away all sin as mere water; the sacred Mantras as nothing but so many collection of sounds; and the Lord of All as in no way higher than the other gods.

যাহার ভগবানের অর্চ্চা-বিগ্রহে প্রস্তর-বুদ্ধি, গুরুতে মর্ত্য-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি, সর্ব্বপাপবিমোচকারী পাদ-তীর্থে অম্বু-বুদ্ধি, মন্ত্রে শব্দসামান্য-বুদ্ধি এবং অপর সাধারণ দেবতার সহিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সাম্যজ্ঞান তাহাকে নারকী বলিয়া জান।

The worship of the Chosen Ones is more efficacious than the worship offered to the Lord Himself; disrespect towards them is a sin more terrible in its consequences than an insult to the Lord; the Water that had washed their feet is holier by far than what had washed His feet. Lay this to your heart and ever remain intent on the service of the Holy Ones.

বিষ্ণুর পূজা অপেক্ষা বৈষ্ণবের পূজা অধিক ফলপ্রদ; বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ বিষ্ণুর প্রতি অপরাধ অপেক্ষা অধিক গুরুতর, বিষ্ণুর পাদোদক অপেক্ষা বৈষ্ণবের পাদোদক অধিক পাবনকারী। এই সকল কথা তুমি হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

One that had taken refuge in the Lord should never think of his futre; for it is in the hands of the Lord; if he should trouble himself about it, in the least degree, his having taken refuge is a myth and a farce.

শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার ভবিষ্যতের কথা কিছুই ভাবিবেন না, কারণ উহা সকলই ভগবানের হাতে। যদি কেহ শরণাগত বলিয়া পরিচয় দিয়া বিন্দুমাত্রও এরূপ ভবিষ্যতের ভাবনা করে তাহা হইলে তাহার শরণাপত্তি অলীক ও প্রহসন মাত্র।

His present is the result of his past Karma: so he should never bewail it, A Vaishnava is to be free from any anxiety as to his present or future.

বর্ত্তমান অবস্থা তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল সুতরাং তাহার অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নয়। বৈষ্ণব বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের জন্য কখনই উদ্বিগ্ন হইবেন না।

Never perform your duties as Means to an End.

কর্ত্তব্যপালনকে কেবলমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিও না, উহাই উদ্দেশ্য।

Regard them as so much service offered to the Lord.

ভগবানের সেবাজ্ঞানে ঐ সকল পালন করিবে।

Remain where you are, and having cast thy burdens on the Lord or on your Guru, ever meditate upon the meaning of the Two Truths.

স্থানে স্থিত হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে অথবা তোমার গুরু-পাদপদ্মে সকল ভার অর্পণ পূর্ব্বক ভগবানের বিষয় নিরন্তর ভাবনা কর।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতায়

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তবৃন্দ ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগতির বিষয় আলোচনা করিতেছেন। সেবকগণ শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর নিকট পরিপ্রশ্নমুখে সকল প্রকার সন্দেহের মীমাংসা শ্রবণ করিয়া আত্মমঙ্গলের সুযোগ বরণ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডগ্রহী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্-এ মহোদয় বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সজ্জনগণের নিকট চেতনস্পর্শী হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণে আত্মমঙ্গলকামী জনগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় শ্রদ্ধা লাভ করিতেছেন।

গত ৩রা আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নাটমন্দির-প্রাঙ্গণে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় "গুরুতত্ত্ব" সম্বন্ধে ২ ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি —কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষীর গুরুকরণ ও ভক্তের গুরুকরণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য, সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম কোন সাম্প্রদায়িক সদ্‌গুরু বা আচার্য্যের পাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা, উক্ত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের আচার্য্যগণের পরিচয় ও প্রচার্য্য-বিষয়, স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণের প্রপত্তিগমন ও ভক্তভাগবতরূপে আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণই গুরুরূপে জগতে প্রকাশিত হইলেও কৃষ্ণ ও গুরুর মধ্যে বিষয়-আশ্রয়-ভেদের নিত্যত্ব, শ্রীগুরুদেবের মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্ব, গুরুদেব—আশ্রয়জাতীয়-ভগবান্, বিষয়জাতীয় ভগবান্—কৃষ্ণ, বিষয় ও আশ্রয়ের লীলা-বৈশিষ্ট্য, গুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ, কিন্তু দেবতীর্থের মতন, অর্চ্চন ও ভজনমার্গভেদে শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্ন অনঙ্গমঞ্জরীরূপে প্রতীতিক্রম, শ্রীচৈতন্যদেবের কাম বা মনোহভীষ্ট প্রেমপ্রচারণ ও পাষণ্ডদলন—শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কার্য্য, "মদ্‌গুরু—কৃপাসুরু" বাক্যের তাৎপর্য্য, দীক্ষা, শিক্ষা ও শ্রবণ-গুরুর অভিন্নত্ব, বিমুখ ও উন্মুখ জীবের আচার্য্যপাদপদ্ম-দর্শনের পার্থক্য, উন্মুখ ও বিমুখভেদে চৈত্যগুরু ও মহান্তগুরুর কৃপা ও বঞ্চনালীলা, গুরুপাদপদ্মে শরণাগত ও গুরুপাদ-পদ্মবিমুখ জনের পরিণাম, গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন।

গত ৭ই আগষ্ট সোমবার প্রাতে শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রি ৮টা হইতে ৯।০টা পর্য্যন্ত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য নবম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহা-প্রভুর তত্ত্ববাদী আচার্য্যের সহিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-আলোচনা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

রেঙ্গুনে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত-শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগতো রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্ ব্যতীত তাঁহারা শ্রীমঠে প্রত্যহ 'গৌড়ীয়,' 'নদীয়াপ্রকাশ,' 'পরমার্থী' ও অন্যান্য ভক্তি-গ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা করিতেছেন। শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী প্রমুখ রেঙ্গুন-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ প্রচুর উৎসাহের সহিত মঠ ও মঠের বাহিরে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

চট্টগ্রামে

গত ২০শে জুলাই চট্টগ্রাম সহরস্থ তেরীবাজার-নিবাসী প্রসিদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন পোদ্দার মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীবিশ্বনিধি গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয় তদীয় ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-প্রদর্শনমুখে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

যুক্তপ্রদেশে

যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত পিলিভিতের ব্যবসায়ের কর্তৃক আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারীজী গত ২০শে জুলাই তত্রত্য ঠাকুর-মন্দিরে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত দুইঘণ্টা কাল চলচ্চিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে হিন্দীভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতিত তিনি সহরের বহু স্থানেও হরিকথা অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ মঠের সেবকগণ পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে নিয়মিত-ভাবে প্রত্যহ শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বিশিষ্ট দর্শক

গত ৩রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার দিবস বেলা ১৪ ঘটিকায় মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের আনুকূল্যকারী মহারাজ কেপুরের মহারাজ বাহাদুর কয়েকজন কর্ম্মচারী সহ পুরীধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করেন।

শ্রীমঠে আগমন করিয়া শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন। তৎপর সেবকবৃন্দ তাঁহাকে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থলী দর্শন করান। সেই স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মস্মৃতিমুখে সেবকগণ মহারাজ বাহাদুরের নিকট কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রৌতবাণীর অনুকীর্ত্তন করেন। চটকপর্ব্বত সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বিচার শ্রবণ করিয়া মহারাজ বাহাদুর পরমানন্দিত হন।

গত ৬ই আগষ্ট ২১শে শ্রাবণ রবিবার পুরীর ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত গোলোক চন্দ্র রায় মহোদয় সপরিবারে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ দর্শন, মঠপ্রসাদ সম্মান ও মঠসেবকগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন।

সাপ্তাহিক অধিবেশন

ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-বাগতীর্থ মহোদয় গত ২১শে শ্রাবণ রবিবার সন্ধ্যা ৮৪০ ঘটিকায় "ভক্তিপথের বিঘ্ন" সম্বন্ধে এবং গত ২৮শে শ্রাবণ রবিবার সন্ধ্যা ৮৪০ ঘটিকায় "ভক্তিপথে ভয় ও সংশয় কিরূপে দূর হয়" তদ্বিষয়ে শ্রীমঠে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

নির্য্যাণ-সংবাদ

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাহুর নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরাপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীপাদ জগন্নাথবল্লভ দাসাধিকারী গত ২৪শে শ্রাবণ ১০ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩টা ৫৫ মিনিটের সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ ও অপর বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে স্বধামে গমন করিয়াছেন। নির্য্যাণের দুই দিবস পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ অপ্রত্যাশিত-ভাবে বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতে করিতে ব্রহ্মচারিবর্গসহ শ্রীপাদ জগন্নাথবল্লভ প্রভুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহাতে তাঁহার নির্য্যাণের পূর্ব্বে বৈষ্ণব-বৃন্দের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি আর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্ম দর্শন পাইবেন না বলিয়া বিশেষ আক্ষেপ করিতে থাকেন।

শ্রীপাদ জগন্নাথবল্লভ প্রভু শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের আনুগত্যে শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়া পাঁচ বৎসর দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা করেন এবং যে বৎসর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দ-সহ মথুরাতে ঊর্দ্ধব্রত-পালন-লীলা প্রকাশ করেন, সেই বৎসর তিনিও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্ম দর্শন ও হরিকথা শ্রবণ জন্য তথায় গমন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ঢাকা গৌড়ীয়-আশ্রমের বহু সেবা করিয়াছেন। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাক্ষিকমুখপত্র

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৯ই ভাদ্র, | ২৬শে আগষ্ট, ১৯৩৯ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা

সমগ্র উপদেশামৃতের তাৎপর্য্য

[স্থান—শ্রবণমঙ্গল, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ; কাল—১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪২, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৫]

শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়স্বরূপ, অন্তিত-স্বরূপ, নিত্যসিদ্ধরূপ অর্থাৎ তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহ শ্রীল স্বরূপগোস্বামী প্রভুর অভিন্নস্বরূপ যে শ্রীমদ্রূপগোস্বামী প্রভু তিনিই শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা—শিক্ষাষ্টকের উপদেশ জগতে দান করিতে সমর্থ। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর অনুগত-সূত্রে যাঁহারা তাঁহার সহিত সমচিত্ত বা সম-আশয়বিশিষ্ট তাঁহার সেই সকল অনুগতাভিমানী সমজনবিশিষ্ট সুজন বা মিত্রবর্গও উপদেশামৃত জগতে বিতরণ করিতে পারেন। তাঁহারা রূপানুগবর্য্য। রূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগৎকে—আমাদের জীবকে বিতরণ করিবার জন্য ভাষাস্থিত করিয়া উপদেশামৃত দান করিয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভিন্নস্বরূপে উপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি' করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু প্রথমশ্লোকে অন্বয়ভাবে উপদেশামৃত বিতরণকারিগণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গৌরানুগ উপদেষ্টক, গুরু বা আচার্য্যসম্প্রদায়—ইঁহা।

বাক্যবেগ, ক্রোধবেগ, মনোবেগ উদরবেগ ও উপস্থ-বেগকে ধীরপুরুষ বিশেষভাবে সহ্য করেন। পরিষ্কারভাবে সহিত ঐসকল বেগ ধারণ করেন। এই কথাগুলি শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর স্বকপোলকল্পিত নহে শাস্ত্রেও এই কথাগুলি আমরা পাই মহাভারতের অন্তর্গত হংসগীতায় 'বাঙ্মনোবেগং' প্রভৃতি কথা আছে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু হংসগীতার উপদেশ অবলম্বনে পরমহংসগীতা জগৎকে দান করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে 'কুটীচক', 'বহূদক' অবস্থার পর 'হংস' অবস্থা লাভ হয়। হংস—যিনি অসার

ত্যাগ করিয়া সারবস্তু গ্রহণ করিতে পারেন। নীর ও ক্ষীর একত্র মিশ্রিত থাকিলে হংস নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করিতে পারে। সেইরূপ তিনি অসার ও সার বস্তু একত্র থাকিলেও তাহা হইতে সার বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই সারগ্রাহী হংস—"সারাসারবিবেকচতুরঃ"। এই হংসগীতার কথাই পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভু বর্ণাশ্রম, বর্ণাশ্রমধর্মত্যাগী, বর্ণাশ্রমাতীত অথবা বর্ণাশ্রমের বাহিরে অবস্থিত অন্যান্য জাতি সকলেরই উপকারের জন্য আরও সুদৃঢ়ভাবে, বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া জানাইয়াছেন। হংসগীতার অপেক্ষা আরও উচ্চস্তরের কথা উপদেশামৃতে বলিয়াছেন। হংসলক্ষের উপাস্যের, ধ্যেয়ের, ভজনীয়ের কথা এখানে বলা হইয়াছে। পরমহংসই হংসের আশ্রয়, উপাস্য বা ভজনীয়। সেই পরমহংসপদের সোপান অর্থাৎ পরম-হংসাবস্থা লাভের ক্রম, সাধনপদ্ধতি বা উপায়, পরম-হংসাবস্থালাভের পর কি কৃত্য অর্থাৎ পরমহংসগণ কি করেন, তাহাও জানাইয়াছেন। পরমহংসমুকুটমৌলি শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভুর অনুগতজন কিরূপ আচরণশীল? তাঁহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ বিধেয়? তাঁহারা ষড়্‌বেগজয়ী এবং অপরের ষড়্‌বেগ দমন করান। আশ্রিত জনের ষড়্‌বেগ-বশবর্ত্তিতা দেখিয়াও তাঁহাদের প্রতি অসহিষ্ণু না হইয়া উপদেশ করেন, শিক্ষা দেন—শাসন করেন। এইরূপই তাঁহাদের আচরণ। এখানে "শিক্ষাং" এইরূপ বিভক্তিলিঙের প্রয়োগ আছে। এই ষড়্‌বেগজয়ী পুরুষকে 'ধীর'—'গোস্বামী' জানিয়া তাঁহার উপদেশ—শাসন গ্রহণ করিতে হইবে।

"বাচোবেগং" শ্লোকে তিন প্রকার বেগের কথা বলিয়াছেন—কায়িক, মানসিক ও বাচিক। এই তিন প্রকার বেগকেই ধীর ব্যক্তি সহ্য করেন। কি প্রকারে এই বেগকে সহ্য করেন? শুষ্ক বৈরাগ্যের দ্বারা বা ইন্দ্রিয়নিরোধ-চেষ্টার দ্বারা নয়। এই ছয়টিকে 'বেগ' বলিয়াছেন, কেবল ইচ্ছামাত্র বলেন নাই অর্থাৎ ইহাদের পরাক্রম আছে। বেগ—সৌরম্ভ, appetite. ইহা যিনি সহ্য করেন, তিনি সেই তিন প্রকার বেগ অর্থাৎ ছয়টি বেগের গতির দিক্, ফিরাইয়া লইয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবার অনুকূল করেন।

ছয়টি বেগ তিনভাগে বিভক্ত। জিহ্বা বেগ, উদর-বেগ ও উপস্থবেগ—কায়িক বেগ। মনের বেগ ও ক্রোধের বেগ মানসিক বেগ এবং "বাচোবেগই" বাচিক বেগ। জিহ্বা-দ্বারা শব্দ-উচ্চারণ এবং আস্বাদন এই দুইটি ক্রিয়া হয়। জিহ্বার শব্দোচ্চারণ-স্পৃহা বাক্যবেগের এবং আস্বাদন-স্পৃহা কায়িক বেগের অন্তর্গত। বাক্যবেগ—বাক্যোচ্চারণকারীর ভগবদ্বিমুখ-বিষয়ে প্রজল্প। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু ইহাকে 'অসদ্বার্ত্তা' বলিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহার অনুবাদে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন, অসদ্বার্ত্তা বলি' জান।" কৃষ্ণই 'সৎ' এবং তদ্ভিন্ন বস্তুই 'অসৎ'। 'বার্ত্তা' শব্দের অর্থ—সংবাদ। অসৎ বিষয়ের সংবাদ-সরবরাহকারী বাক্যই অসদ্বার্ত্তা—বাক্যবেগ। কৃষ্ণের সংবাদ বহন করিবার জন্য যদি বাক্যকে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে বাক্যের যে যন্ত্রণা বা বিষ বা অনিষ্টকারকত্ব জীবের প্রতি বিক্রম বা দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায়—শান্তি বা অমৃত দান করে নতুবা বাক্য কেবল অসদ্বার্ত্তাবহনকারীর মৃত্যু আনয়ন করে। কৃষ্ণবিস্মৃতিই মৃত্যু, কৃষ্ণস্মৃতিই অমৃত। কৃষ্ণ বলিতে কেবল কৃষ্ণবিগ্রহ নহে, কার্ষ্ণ এবং তদীয় বস্তুকেও বুঝায়। কৃষ্ণ-বিলাসের সকল প্রকার উপকরণকে সেবাজ্ঞানে তাঁহাদের মহিমা আদরের সহিত কীর্ত্তন করিলেই জিহ্বাবেগ প্রশমিত হয়।

মন সর্ব্বদা রূপরসাদির আধার, মায়ার প্রলোভনের ক্ষেত্র বিশ্বের অনুধাবনে ব্যস্ত; সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সুখ বা ভোগের অনুসন্ধানে চঞ্চল। সেই মন হইতে অর্থাৎ ঐ প্রকার মনন বা চিন্তাধারা হইতে ছুটি পাইতে হইলে দীক্ষাগুরুর আশ্রয়ানুগত্য, তৃতশুদ্ধিসহ মন্ত্রের আনুগত্য করিতে হইবে। অসদ্বিষয়ের মনন হইতে ছুটি করাইতে বা কৃষ্ণবিমুখ মনকে দণ্ড দিতে পারেন—মন্ত্র। মন্ত্র—"মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" হরিনাম মহামন্ত্র বা মন্ত্র ভজনশিক্ষাগুরু—শ্রবণগুরুর নিকট হইতে পাইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, বসুদেব হয়, নামস্বরূপ হয়—তাহাই জীবের স্বরূপ। তখনই গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় ধামেশ্বরের সেবায় জীব নিযুক্ত হইতে পারেন।

আস্বাদন দুইপ্রকার—মহাপ্রসাদ আস্বাদন এবং নামামৃতের আস্বাদন—উচ্চারণের সহিত আস্বাদন। শ্রীনামাষ্টকে শ্রীরূপ প্রভু বলিতেছেন—'রসনে রসেন সদা'। নামের সহিত রসনা রসময়ভাবে সংযুক্ত। হরিনাম উচ্চারণকালে রসনা নব

নব ভাবে রসমুক্ত হইয়া থাকে। কোন্ রসনা? সেবোন্মুখ রসনাই রসময়ভাবে নামের লীলাভূমি হইতে পারে, অবিদ্যাপিত্তোপতপ্ত রসনা নহে। শ্রীনামপ্রভু রসময়বিগ্রহ। তাঁহার অনুগত হইতে হইলে, তাঁহার কৃপাবরণ করিতে হইলে সেবোন্মুখ হইতে হইবে। সেবোন্মুখ হইলে শ্রীনামপ্রভুর 'উপদ্রব'—নিরন্মুখ প্রভুর সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য আসিবে। নামপ্রভু উন্মত্ত, পাগল করিয়া তোলেন। উপদ্রব করিয়া কি করেন? "করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুখাদ্রব"। সেই উপদ্রব মধুর—অত্যন্ত মধুর। সর্ব্বক্ষণ রসের উদয় করান—রসের প্লাবন আনয়ন করেন, সুধাবর্ষণ করেন যে নাম, তিনি সেবোন্মুখ রসনার সহিত রসময়রূপেই সংযুক্ত। তখন রসময়ের সেবারস আস্বাদনের বিরোধী যে বেগ, তাহা প্রকৃতপক্ষে জয় হয়। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রসনার আস্বাদনের বিরোধী অরুচি দমন হয়। অরুচি যত দমিত হইবে, ততই রসনায় নামপ্রভুর আস্বাদন সুষ্ঠুতর, মধুরতর হইতে থাকিবে। আস্বাদন দুই প্রকার—কৃষ্ণকথারূপী শব্দের আস্বাদন এবং হরিসম্বন্ধী বস্তু তদনুগ্রহরূপী মহাপ্রসাদের আস্বাদন। ভগবানের প্রসাদ চতুর্ব্বিধ; তাহা সুস্বাদু। জিহ্বার দুইটি কার্য্যের বিষয়ই স্বাদু। শ্রীরূপপ্রভু এইজন্য বার বার 'রসনা' শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এমন যে দয়া, যে দয়ার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি অনর্পিতচরী নিজ ভক্তিশোভা বিতরণ করিয়াছেন; যে দয়া অনর্পিতচরী অর্থাৎ কখনও কাহারও দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। স্বয়ংরূপ তাঁহার সেবা-শোভা দান করিতে প্রস্তুত। সেই সেবা উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী; তাহা চরম, পরম রস। সেই রস তিনি আপামর-সাধারণ সকলকে দিতে প্রস্তুত, কেবলমাত্র তিনপ্রকার ব্যক্তিকে দেন নাই। প্রথম—কৃষ্ণভক্তকে দেন নাই।

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায়॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।২৫)

কিন্তু "সবে এড়াইল কাশীর মায়াবাদী।" তাহারা বড় কঠিন, মরুভূমি হইতেও নীরস। সেখানে বিলাসের বিরোধে পূর্ণতমভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অন্যান্য মায়াবাদিগণ জড়বিলাসের বিরোধী, কিন্তু কাশীর মায়াবাদিগণ চিদ্-বিলাসের বিরোধী। তাহারা গৌর-প্রেমসমুদ্রবন্যায় ডুবিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, তাহা স্পর্শও করিতে পারে নাই। ইহারা নির্ভেদ-জ্ঞানী। আর দেন নাই চোরকে। তাহারা দুই প্রকার—

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২২৭)

জিহ্বালম্পট কৃষ্ণ। জিহ্বালাম্পট্য তাঁহারই একচেটিয়া — monopoly. যেখানে যত সার, নবনীত আছে, রসময়ী প্রেমময়ী আরাধনার সার আছে, তিনি চুরি করিয়া খান। তিনি "নবনীত তস্কর, সুন্দর নন্দগোপাল।" তাঁহার এই স্বভাব। ওষ্ঠের সহিত প্রেমের উপমা; তাহা অমৃতময়। তাহার মন্থনের সার—নবনীত। তিনি মাখন-তস্কর; ব্রজবাসিগণের প্রেমসেবা মন্থন করিতে করিতে যে বস্তু ওঠে—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ প্রভৃতি তাহাই মাখন। এই মাখন ভোগ করিবার একচেটিয়া মালিক তিনি। তিনি ইতি-উতি ধা'ন, কাজেই চঞ্চল-চপল। চোরের কখনও আলস্য থাকে না। চঞ্চলতা-চপলতা ব্রজেন্দ্রনন্দনেরই একচেটিয়া। তাঁহার চৌর্য্যলীলা কোথায় হয়? তাঁহারই গঠনে গঠিত সচ্চিদানন্দ সেবকগণের ধামে —যেখানে তিনি সেবকগণের দ্বারা পরাজিত, তাঁহাদের নিকটেই ইতি উতি ধা'ন। তাঁহার অনুকরণ করিয়া মাধুর্য্য লালস করিবার জন্য যাহারা যায়, তাহাদের পরিণাম—শাস্তি, দণ্ড, বন্ধন। তাহারা কৃষ্ণ নাহি পায়। শ্রীগৌরসুন্দরের এমন যে দয়া, সকলকে স্ব-ভক্তি-শোভা দান করিলেন; কিন্তু এই তিনপ্রকার ব্যক্তি তাহা পাইল না।

জিহ্বালম্পট কৃষ্ণকে পাইবে না—স্বয়ং কৃষ্ণই এই কথা বলিয়াছেন। যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, উদরোপস্থবেগ ছাড়িবে না, তাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ব-ভক্তিশোভা দান করিলেন না। "শিশ্নোদর-পরায়ণ"—এখানে 'পরায়ণ' শব্দটি বিশেষ অর্থে বলিয়াছেন; কারণ বেগ সকলেরই আছে।

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যাস্ত জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।

ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাকবচ্চ-
স্বয়ংতথৈরাস্থ নিবৃত্তিরিষ্টা ॥

(ভাঃ ১১।৫।১১)

বেগ বদ্ধদশাপ্রাপ্ত মায়া-প্রভূতকারী জীবের নৈসর্গিক শান্তিনিষেধ—ইহা তাহাদের second nature হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অষ্টপ্রকার স্ত্রীসম্ভোগলিপ্সা এবং আমিষগ্রহণ বা মদ্যপান রাজসিক ও তামসিক ব্যাপার। বদ্ধজীবের রজোগুণ স্বাভাবিক। তাহার মধ্যে যে আমিষ-মদ্যসেবার প্রবৃত্তি, তাহা তামসিক। তাহা হইতে নিবৃত্তিলাভই দরকার। বিরক্তা বা রজোগুণ অতিক্রম করাই নিবৃত্তি; তাহা ইষ্ট—নিবৃত্তি। নৈসর্গিক অবস্থাতে পুরুষ অভিমানে (সে বাহ্যাকারে স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক) প্রত্যেকেরই পুরুষোত্তমের অনুকরণেচ্ছা প্রবল থাকে।

সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।

জীবের যে শিবত্ব বা ব্রহ্মত্বলাভের দুরাশা, তাহা মহামায়ার পদতলে পড়িয়া চূর্ণ হয়। জীবের স্বভাবে সে মায়াজয়ী। কিন্তু সেই স্বভাবের বিপর্যয় হওয়ায় সে মায়ার দাসত্বে নিক্ষিপ্ত। তখন তাহার রুদ্র-অভিমান, ভবানীভর্তৃ-অভিমান। কখনও তমঃ, কখনও রজঃ, কখনও সত্ত্ব-অভিমান। ইহা খারাপ অবস্থা। স্ত্রীসম্ভোগ ও মদ্যসেবা প্রাকৃত কামদেবেরই একচেটিয়া। তাহা যাহারা অস্বীকার করে, যাহারা শিশ্নোদরপরায়ণ অর্থাৎ তাহাকেই পরম আশ্রয় জ্ঞান করিয়াছে, তাহারা গৌরসুন্দরের কৃপা পায় নাই। স্ত্রী-ভক্ষ্যমাংস-সম্ভোগের প্রতি বদ্ধজীবের নৈসর্গিক প্রবৃত্তি থাকেই; তবে 'শিশ্নোদর-পরায়ণ' বলিতে যাহাদের তাহা ছাড়িবার চেষ্টা বা ইচ্ছা নাই, তাহাদের কথা বলিয়াছেন। বদ্ধজীবের ঐসকল ভোগের স্পৃহা থাকিলেও তাহা ছাড়িবার চেষ্টা বা অন্ততঃ ছাড়িবার লালসা থাকা দরকার। যিনি ছাড়িয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব। স্বয়ং গৌরকৃষ্ণ বলিলেন—এরূপ জিহ্বা-শিশ্নোদর-লম্পট হইলে কৃষ্ণকে পাইবে না।

যাহারা কামকে চরম আশ্রয় করিতে চায় না, তাহারা ক্রমশঃ ভাল হয়। কিন্তু 'শিশ্নোদর পরায়ণ' অর্থাৎ 'সম্ভোগ যেদিন চালাইতেই থাকিব', এরূপ যাহাদের ইচ্ছা, তাহারা ভাল হয় না। কারণ ঔর্ধ্ব্য, লাম্পট্য, চঞ্চলতা অপ্রাকৃত স্বভাবের একচেটিয়া। সুতরাং ঐসকল গুণ আর যাহারই থাকিতে পারে না—তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ হইতে পারে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গেলে প্রকৃতির দাস হইয়া নরকে যাইবে। ঐসকল কার্য্য এখানে হেয়, ত্যজ্য; কিন্তু যাহা উহার মূল, আকর বা বিধ, তাহা অপ্রাকৃত, পরমচমৎকার, উপাদেয়; অধয়জ্ঞানের স্বরূপের অনুবন্ধী বলিয়া তাহা হেয় নহে। এইজন্য সেই অধয়জ্ঞান-বস্তু নির্দোষ; নির্দোষের আকর, বিধি-নিষেধের অতীত তিনি। তাঁহার ভালমন্দের প্রসঙ্গ আসে না।

এই ষড়্‌বেগ যাঁহার বশ হইয়াছে, তিনি ধীর বা বৈর্য্য-শীল। ধীর—কবি, পণ্ডিত, সুধী, ভক্ত, সাধু। তিনি সমস্ত পৃথিবীকে শিষ্য করিতে পারেন, তাঁহার সে ক্ষমতা আছে। যিনি লীলাপুরুষোত্তম গোবিন্দ বা গৌরকৃষ্ণের নাম, ধাম ও কামের সেবায় নিরত ও সংরত, তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু এবং তদভিন্ন তদনুগভবৃন্দ। উপদেশামৃত পানের ইচ্ছা হইলে ষড়্‌বেগ কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া তাঁহার সেবাবিলাস-বর্দ্ধনের জন্য উহাদের নিয়োগ, উহাদিগকে কৃষ্ণাভিমুখ করা দরকার। যিনি তাহা করেন, তিনিই গোস্বামী, গুরু। গো—পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, শ্রুতি অথবা গো অর্থে কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখ-বাঞ্ছা; তাহা যাঁহার আছে, তিনিই গোস্বামী। এই উপদেশামৃত পরমহংস-গীতা। হংসগীতারও প্রথম শ্লোকে এই কথাই আছে। সারাসার-বিবেকিগণের কথা জীব বলিয়াছেন। পরমহংসগণের কথা, জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্মের কথা, কি করিয়া জীব সর্ব্বোত্তম কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন, তাহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শিক্ষা দিয়াছেন।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

পারমার্থিক পথের পথিক যাঁহারা, তাঁহাদের জন্য প্রথমে বিধি পরে ত্যাগ ক্রমপন্থায় বলিয়াছেন। ছয় দোষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। 'শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব' গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে, সুতরাং আমরা এখানে এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিব না। প্রথম শ্লোকে গুরু, প্রকৃত সাধু, ত্রিদণ্ডী, গোস্বামি-নির্দ্দেশ। তাহার পর ছয় দোষ ঋণ-জাতীয়। ধনজাতীয় বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

উৎসাহাদ্নিশ্চয়াদৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥

[illegible] positive বা ভাব। [illegible]

হইবে না, মন পাওয়া চাই। 'শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব' গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।

ছয় প্রকার প্রীতির নাম সঙ্গ। কেবল বাহিরের দিকে মেশামিশির নাম সঙ্গ নহে। আসক্তি না থাকিলে সঙ্গ হয় না। যানবাহনে, অতিথিশালায় পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। ঐসময় যদি প্রীতি, আসক্তি বা কিছু জন্মে, তবেই সঙ্গ হয়, নতুবা হয় না। প্রীতি কি প্রকার?

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

প্রতিগৃহ্লাতি—আদায় করা। দেওয়া ও নেওয়া, গোপনীয় কথা বলা ও জিজ্ঞাসা করা, ভোজন করা ও করান এই ছয় প্রকার ক্রিয়াতে আসক্তি থাকিলে সঙ্গ হয়। সাধুর সঙ্গে ঐ ছয় প্রকার ক্রিয়া করিলে মঙ্গল নতুবা নরক। অসৎসঙ্গ বা বহির্মুখসঙ্গ করিলে মৃত্যু, আর সাধুর সঙ্গ করিলে অশোক, অভয়, অমৃতাধার শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয়-লাভ হয়।

ক্রমপন্থায় বৈষ্ণবের পদবীতে পৌঁছান যায় কি করিয়া?

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥

সাধু কত প্রকার? সাধু কে? তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ ইতি'—একবার কৃষ্ণনাম, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী। 'দীক্ষাস্তি চেৎ'—যদি তাঁহার দীক্ষা হইয়া থাকে। দীক্ষা কি?

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

স্বরূপসিদ্ধি হইলে কৃষ্ণনামই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার নামগ্রহণে নৈরন্তর্য্য নাই। কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের কিরূপ অবস্থা, তাহা তিনি জানেন না। ইঁহাকে কনিষ্ঠ অধিকারী বলা হয়। তাঁহার ভজন নাই; পূজন থাকিতে পারে; অর্থাৎ বিলাসোপকরণসহ আরাধ্য বিলাসী বস্তুর ভজন নাই, সম্বন্ধজ্ঞান সুষ্ঠু হয় নাই। তাঁহাকে আদর করিতে হইবে; তিনি ক্রমশঃ ভাল হইবেন। যখন অপরাধের বিচারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িবে, তখন তিনি মধ্যম অধিকারী হইবেন। তদীয়-গণের তত্ত্বে ধারণা নাই, অথচ নামাশ্রিত, অর্চ্চাশ্রিত, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। বিলাসোপকরণের তত্ত্ববিহীন কেবল বিষ্ণু-তত্ত্বজ্ঞান যেখানে, সেখানে তদীয়ের বিচার নাই; তাহা অসম্পূর্ণ। সেই ধারণা যাঁহার—তিনি কনিষ্ঠ। সাধুতা বা ভক্তির তারতম্য তিনি বোঝেন না; সুতরাং তাঁহার ব্যবহারে গলদ আছে। যাঁহাকে লইয়া বিষ্ণুর বিলাস, তাঁহাকে বাদ দিলে ব্রহ্মত্ব অবশিষ্ট থাকে। যিনি বিষ্ণুকে বিলাস করান, তিনি সাধু। তদ্বিষয়ে যাঁহার বিচার নাই, তিনি কনিষ্ঠ। তিনি যদি তদীয়-বিচার, নামকীর্ত্তনকারীর বিচার বা অনুসরণ বাদ দিয়া কেবলমাত্র অর্চ্চানিষ্ঠ হন, তাহা হইলে নাস্তিক হইবেন। তখনই তাঁহার পতন হইবে, তটস্থ হইয়া এক জায়গায় থাকিতে পারিবেন না। তিনি হয় পঞ্চোপাসক শান্ত হইবেন, নতুবা প্রথমে সংশয়যুক্ত হইয়া তারপর নাস্তিক, তারপর সগুণ, পরে নির্গুণ ব্রহ্ম বা মায়াবাদী হইবেন; মঙ্গল বা ভগবৎকৃপালাভ ঘটিলে ক্রমশঃ তটস্থ বা নির্গুণ হইতে ক্লীব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয়-বহুবল্লভত্ব-বিচারে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। ইহা ভক্তির উন্নতি ও অবনতির স্তর। যদি তদীয়ের বিচার না থাকে, তাহা হইলে ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া—বিলাসবিরোধী হইয়া পতিত হইবেন। বিগ্রহের বিশেষরূপে গ্রহণের বিচার যাহার নাই, সে বিগ্রহের বিলাসবিরোধী হইয়া প্রথমে সংশয়বাদী, পরে নাস্তিক হইবে। সাধু সাবধান!!

তা'রপর বলিয়াছেন—'ভজন্তমীশম্'। 'সপরিকরম্ ঈশং ভজন্তম্'। বিগ্রহ—বিলাসী। তিনি কি গ্রহণ করেন?—রস। যিনি উহার যোগানদার—তদীয়, তাঁহার নৈরন্তর্য্য আছে। তাঁহাদিগকে প্রণতি করিবে। ইহার পর বলিতেছেন—'ভজন-বিজ্ঞম্'—যিনি ভজন-বিষয়ে বিশেষরূপে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। অনন্যম্'—একনিষ্ঠ। ভজনবিজ্ঞজন কেবল সেবায় প্রতিষ্ঠিত। যিনি ঐকান্তিক, অন্যের পূজা করেন না অর্থাৎ একনিষ্ঠ, কেবলা ভক্তিপরায়ণ, তিনি "অন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা"। তাঁহার হৃদয়ে অন্যের নিন্দা-স্তুতি নাই। তাঁহার ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে তিনি কোন পদার্থকে দর্শন করেন না, সেইজন্য প্রশংসা বা নিন্দাও সেখানে নাই।

"পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥"

(ভাঃ ১১।২৮।১)

তাঁহার পদ-বুদ্ধি নাই—কেবলা ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভোগ-বুদ্ধি নাই। তাঁহার হৃদয় হরিসম্বন্ধি বস্তুর সঙ্গে সজাতীয়াশয়-বিশিষ্ট। সেই জন্য ভগবদ্ধাম। তাঁহার নিকট কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ (শুশ্রূষা) করিতে হইবে, অথবা শুশ্রূষা অর্থাৎ পরিচর্য্যা—সেবার উপকরণাদির পরিক্রিয়া (menial service) করিতে হইবে। এইরূপ করিলে মঙ্গল হইবে। তাঁহাকে ঈপ্সিত-সঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। যদি ভজনে উন্নতি চাই, উন্নতিকারিগণের সঙ্গ চাই, ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্ম যদি চাই, তাহা হইলে এই তিনজনের (বিবিধ ভক্তের) সঙ্গ কর্ত্তব্য।

কিন্তু দর্শন কিরূপ হইবে? যদি তাঁহাতে কোন প্রাকৃত কোন বস্তুগত দোষ থাকে? তাহার সমাধান করিতেছেন—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈরপুরুষ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেঃ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

শ্রীরূপানুগভক্ত সম্প্রদায় সকলকেই প্রভু বলেন। অন্য যত সম্প্রদায় আছে, "গুরু সেবক হয় মাত্র আপনার"—এইটী মানেন না। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিখাইয়াছেন, যিনি আশ্রিত তাঁহাকে আশ্রয়জ্ঞান করিতে হইবে। অমানী হইয়া মান দিতে হইবে। কারণ তিনি ত' তবুও গুরুপাদাশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহাও পারি নাই। গুরুবর্গ শিখাইয়াছেন—তাঁহাকেও 'প্রভু' বল, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিও না, অনাদর করিও না। প্রাকৃতসহজিয়া-মতপোষক কতগুলি অপসম্প্রদায় তর্ক করে—সকলকেই কেন 'প্রভু' বলা হইবে? শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদানুগগণের বিচার সেইরূপ নহে। প্রভুপাদ সকলকেই 'প্রভু' বলিতেন। তিনি গুরুদেব হইয়াও কনিষ্ঠাধিকারীকে প্রভু বলিতেন। ইহার দ্বারা কি তিনি কনিষ্ঠাধিকারীকে বাবাজী মহারাজের সমান মনে করিলেন? ইহা কি apotheosis? যিনি সবে মাত্র মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি 'প্রভু' বলিতেছেন, প্রাকৃতকে অপ্রাকৃতবলিতেছেন—ইহা কি apotheosis নয়? কিন্তু "তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার"; বৈষ্ণব গুরুদেবের বৈভব। কনিষ্ঠাধিকারী—যিনি বৈষ্ণবতার দিকে যাত্রা আরম্ভ করিলেন—তিনিও তোমারই বৈভব। তোমার বৈষ্ণব, বৈষ্ণবকে এখানে বৈভব বলা হইতেছে, 'জড়'কে নয়। প্রাকৃত ভূমিকে বৃন্দাবনবুদ্ধি নহে। কনিষ্ঠও স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্যদাস, অতএব গুরু।

"গুরু সেবক হয় মাত্র আপনার"।

নিজে অমানী, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ঐরূপ মনে করিতেছেন। তিনি অন্য গুরুই হন, আমি তাঁহার সেবক। যেখানে গুরু-দর্শন, সেখানে জড়ের বিচার নাই। বলিশেরও তিনি মঙ্গল ইচ্ছা করেন। বালিশ তত্ত্বীয়জ্ঞানে অনভিজ্ঞ। তাহাকে অন্বয়জ্ঞানের বিষয়ে অভিজ্ঞ করা দরকার। নামাশ্রয়ের প্রতি যাঁহার যত রুচির গাঢ়তা, সেটা অন্যের মধ্যে প্রকট করাইবার জন্য চেষ্টা তাঁহার তত বেশী। বালিশের প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে তত্ত্বীয়-তত্ত্বের সুষ্ঠু জ্ঞান উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা, প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার করা। এইরূপ করিয়া তাহার গুরুত্ব প্রকট করিবার চেষ্টা, প্রকৃত বৈষ্ণবেই লক্ষিত হয়।

"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"।

প্রত্যেক জীবাত্মা ভগবদ্ধাম। জীব—তত্ত্বীয়, অতএব গুরু; ভগবানের বিলাসের ক্ষেত্র ও উপকরণ, সুতরাং গুরু। সকলের গঠনেই এই যোগ্যতা ও ধর্ম্ম অনুস্যূত আছে। তাহা প্রকট করানই শ্রীগুরুদেবের কার্য্য এবং তাহা হয় শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন দ্বারা। সেই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের পৌরহিত্যই গুরুদেবের কার্য্য।

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার' এই দেশ॥"

শ্রীগুরুদেবের বিচার—'এই জীব কৃষ্ণভোগ্য, তাহাকে কৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেওয়া আমার কাজ। কৃষ্ণভোগ্য অতএব আমার গুরু।' সেই কৃষ্ণভোগ্যের প্রকট করাই গুরুদেবের কার্য্য। তটস্থ-দর্শনে পরমাত্মদর্শন এবং ভেদাভেদ-প্রকাশ-দর্শনে ব্রহ্মদর্শন। নিত্য কৃষ্ণদাস-দর্শনে ভগবদ্ভাবদর্শন। তটস্থ জীব নিজেকে তটস্থ বা ভেদাভেদ দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন কৃষ্ণদাসের লাভ। যিনি কৃষ্ণদাস তিনিই আমার গুরু। এখানে তটস্থদর্শন নাই; নিজেকে আশ্রয়-ভেদাংশ এবং শিষ্যকে—শুদ্ধ জীবাত্মাকে গুরুদর্শন। প্রত্যেককে গুরুরূপে দর্শন করিবার চেষ্টাই হইল সেবা। আচার্য্য—সকলকে গুরুবুদ্ধিকারী, উত্তম, অতএব নিরভিমানী ও মানদ। স্বভাবের ধর্ম্মে যে বৈষ্ণবত্ব, তাহাকে শিষ্যসূত্রে স্বীয় গুরুপাদপদ্মের সহিত মিলন করানই শিষ্যের একমাত্র ধর্ম্ম। ঐ মিলনের স্তরভেদ আছে; যথা—আদর, প্রণতি ও শুশ্রূষা। গুরুর সহিত মিলন করাইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলন

করাণই সেবা। বৈষ্ণবকে 'প্রাকৃত' দর্শন করিতে নাই। তাঁহার বপুগত দোষও নাই। কবি যখন পদ্ম বা গোলাপের আলোচনা করেন, তিনি তখন পঙ্ক বা কাদা অথবা কাঁটার বিচার করেন না। মায়ের কোলে যখন ছেলে থাকে, সে মায়ের নগ্নাবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারে না। সেইরূপ জগতের গুরু বা পিতার বপুগত দোষ দেখিতে নাই।

গঙ্গার জলে বুদ্‌বুদ ফেন ও পঙ্ক থাকে। বুদ্‌বুদ সাময়িক ধর্ম্মজাত—চিন্ময় বস্তুতে কেন থাকিবে? উহা ত' প্রকৃতির উপদ্রব, প্রকোপ! জলব্রহ্মে কেন ফেনা ও পঙ্ক থাকিবে? 'প্রত্যক্ষং কেন বাধ্যতে?' আধাক্ষিক বলিবেন—প্রত্যক্ষ দেখিতেছি জড়ধর্ম্ম বর্ত্তমান, তাহা ব্রহ্মদ্রব কিরূপে?

যেমন বিষ্ণু, তাঁহার পাদোদকও সেইরূপ। জলের ধর্ম্মে বুদ্‌বুদ প্রকৃতি থাকে; কিন্তু এই প্রকৃতি-সৃষ্ট ধর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও গঙ্গাপূজা-আদরকারীর ৺ সমাতনবস্তুলেখীর সে চিন্তা আসে না। প্রাকৃত ভক্তকে কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গের সহিত মিলন করাইবার চেষ্টা হইলেই প্রভুর কীর্ত্তনে অধিকার হইবে। যেখানে উত্তমতা, বৈষ্ণবতা পূর্ণ হইয়াছে, যেখানে অসদ্বার্ত্তা নাই, ভিক্ষা প্রশমিত হইয়াছে, যেখানে গৌরনামের ভজনবিরতা, তাঁহার সেবার করিতে হইবে। তাঁহারা আমার গুরু। যখন আমার সেবার করিবার প্রবৃত্তি, শিষ্য হইয়া অনুকীর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি হইবে—তখনই সংকীর্ত্তনরাসে যোগ দিবার যোগ্যতা হইবে। শিষ্যরূপে, অধমী দাসরূপে এই যে প্রচেষ্টা, ইহার নাম সংকীর্ত্তনরাসে যোগদান।

(ক্রমশঃ)

শ্রৌত বিচার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীশৌনকাদি মুনিগণ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণেচ্ছু হইয়া শ্রীসূতগোস্বামীকে ষষ্ঠাদি শ্লোকমুখে যেরূপ অভিবাদন করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকের বিশেষরূপে অনুশীলন করা আবশ্যক। কীর্ত্তনকারী শ্রীসূতগোস্বামী ব্রাহ্মণের কুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাদৃশ কুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণবিধির সকল বর্ণেই আছে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া যিনি বর্ত্ম-প্রদর্শক শুকদেবের পরামর্শানুসারে সাত্বত-সংহিতার কল্প-পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষিত হন, তিনি আগম-লক্ষণ-সম্পন্ন হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ত্রয়োদশাধ্যায়ের ৩২শ শ্লোকবিচারানুসারে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-বিশিষ্ট হন। এই বৃত্ত বা লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সাবিত্র-সংস্কারের যোগ্য, কিন্তু সংস্কার-গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার যোগ্যতার ফলস্বরূপ ক্রিয়া সাধারণ লোক বহিঃপ্রজ্ঞাদ্বারা লক্ষ্য করিতে পারেন না। সেই জন্য দীক্ষাদাতৃগণ পঞ্চরাত্রোক্ত বৈদিক কল্পবিধি অনুসারে দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত বীজগর্ভসমুদ্ভূত পাপনাশ-কারী সংস্কারসমূহ প্রদান করেন। শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীশুকদেবের নিকট সম্বন্ধজ্ঞানরূপ দীক্ষা ও শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া "সলিঙ্গান্যাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ" এই উদ্দেশ্যে স্বীয় জীবন গঠন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনকারিরূপে প্রপঞ্চাগত বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে অক্ষজজ্ঞানপরায়ণ ঋষিগণের নিকট তাঁহাদের বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়া ভাগবত-বক্তা পরমহংসবেশবিশিষ্ট হইয়া দৃষ্ট হইতেছেন। তাদৃশ দৃষ্ট্যভাবেও তিনি পুরাণ ও ইতিহাসের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপিত শ্রোতা ও অধ্যাপক বক্তৃরূপে যোগ্য কীর্ত্তনকারী বলিয়া শৌনকাদি ঋষি-সম্প্রদায় তাঁহাকে পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসের বক্তামাত্র মনে করিয়াছেন। তৎকালে তাদৃশ শ্রদ্ধা শ্রবণেচ্ছু ঋষি-সম্প্রদায়ের উদিত হইয়াছে, দেখা যায়। ভাগবত-শ্রবণের পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহারা নিজ-নিজ অক্ষজজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক অধোক্ষজ হইয়া অধোক্ষজ বিষ্ণু-বস্তুতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। ঋষিগণের ভাগবত-শ্রবণের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালের অবস্থাদ্বয়কে আমরা অশিক্ষিত ও শিক্ষিত এই ভাষাদ্বয়ে লক্ষ্য করিতে পারি। এই শ্রীমদ্ভাগবত-

আনের অন্তর্গত পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষাবিধান সম্বন্ধজ্ঞান সেই প্রবণকালে ঋষিগণকেও অধিকার করিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতকে অনেকে পুরাণ-লক্ষণে লক্ষণবিশিষ্ট জানিয়াও তদন্তর্গত পাঞ্চরাত্রিক সাত্বত-সংহিতার নিত্যবিধান শঙ্কা করেন। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, সাত্বত পঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত অভিন্ন বস্তু, পৃথগাকারে পরিদৃষ্ট হইলেও ঐ দুই প্রকার ভগবৎপ্রাকট্যে অন্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

শৌনকাদি ঋষিগণের শিক্ষাগুরুত্বীয়তা-প্রযুক্ত শ্রীসূত গোস্বামীকে গুরুজ্ঞানে আদরের মধ্যে তাঁহাদের পরমার্থ-বিহীন অনর্থ গৌণ্যমান থাকায় চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই ঋষিগণ বলিতেছেন,—"হে ভগবন্ সূত, আপনি সমস্ত ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, আপনি সমগ্র ধর্মশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়াছেন, আর সেই ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের বৃত্তি নিষ্কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন উভয় ধর্মই বর্ত্তমান। সুতরাং কেবল টীকাকার সূতের বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার অভাব-স্থাপন-মানসে বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া তাঁহার সৌক্ত ব্রাহ্মণত্বাভাব স্থাপন করিয়া স্ব-স্ব প্রাকৃতবিচারমূলে তর্কবজ্ঞা করিবার সুযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ঋষিগণের মুখোচ্চারিত সারস্বত বাক্য হইতেই জানিতে পারেন যে, সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের পাঠক ও ব্যাখ্যাতা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-বিশিষ্ট হইয়া সংস্কারাদি গ্রহণানন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
নিষ্কিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥"

—এই আদর্শ লীলা শ্রীসূতগোস্বামীই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কল্পাদি বেদাঙ্গশাস্ত্র ও শ্রৌতগৃহ্যসূত্রাদি পুরাণাদি ঐতিহ্যগ্রন্থে ও পঞ্চরাত্রাদি দীক্ষাবিধানগ্রন্থে বেদ বিস্তৃত হইয়াছিলেন। বেদকে সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ করিতে গিয়া কর্ম্মবীরসমূহ যে প্রকারে বেদশিরোভাগ উপনিষদের মর্য্যাদা অবপাতিত করেন এবং শ্রীমন্নারায়ণ-মুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্রকে কর্ম্মকাণ্ডবিরোধী আংশিক বেদাঙ্গশাস্ত্রান্তর্ভুক্তি বিবেচনা জ্ঞান করেন, তাহাতে অন্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত আছে। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই অন্বয়জ্ঞান ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান, সব—মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ,'—এই সব ভ্রম॥"

—কথার সার্থকতা সকলেই বুঝিতে পারেন। মনোধর্ম্মে অন্বয়জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। আত্মধর্ম্মে ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনকে অন্বয়-জ্ঞান জানিলে তাঁহার সহিত জীবের নিত্যবৃত্তি আত্মীয়ত্ব উপলব্ধ হয়। তাদৃশ উপলব্ধিতে ভগবদ্ভজন-ব্যতীত বেদের অন্য কোন প্রকার অভিধেয় থাকিতে পারে না—ইহাই দৃঢ় হয়। ভজনীয়-বস্তু-বিজ্ঞান অন্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক নহে, এই সম্বন্ধজ্ঞান হইতেই বৈদিক নিত্য উপাসনা কর্ম্ম-কাণ্ড সহ পার্থক্য স্থাপন করে। কল্পিগণ বেদের কর্ম্মশাখাকে বহুমানন করিতে গিয়া বেদের নিত্য প্রতিপাদ্য উপা-সনাকে কর্ম্মশাখার অন্তর্ভুক্ত করেন। উহাই তাহাদের মনোধর্ম্মের তাণ্ডবনৃত্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ না করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের ধারণাসমূহ অপসিদ্ধান্তজাত অনিত্য বা নশ্বর। শ্রীশুকদেবের নিকট যে সময় শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া-ছিলেন, তৎকালে গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধানানুসারে অষ্টবর্ষে ব্রাহ্মণকে অবশ্যই উপনয়ন-সংস্কার বিধান করিবে, এই বিধির ব্যতিক্রম দেখিয়া প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতার সহিত শ্রীসূতের কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণতার সৌসাদৃশ্য নাই, এরূপ ধারণা করেন। আবার শ্রীশুকদেব ও অপেতকৃত্য এবং অনুপেত অর্থাৎ তাঁহার লৌকিক সংস্কারাদি গ্রহণের ইতিহাস দুর্লভ কথিত হইয়াছে। শ্রীশুকের ধারায় শ্রীসূত পূর্ব্বে গৃহীত শ্রীসূতবংশ শৌনকাদি ঋষিগণ যে ভাগবত-বংশপারম্পর্য্য ও অচ্যুত গোত্র বৃদ্ধির ব্যবস্থারূপ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহা আজও চ্যুত-গোত্রীয় ঋষিকুলধারা কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রকৃত সত্য আবৃত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানিকে একেবারে বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রবল কলিকালেও শ্রীমদ্ভাগবতের দোহাই দিয়া উদরম্ভরাদি গৃহব্রতধর্ম্ম ও মর্কট বৈরাগীর কৌপীন-গ্রহণ ইত্যাদি নানা-প্রকারে লৌল্য চলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রোতৃবর্গ অর্থাৎ শ্রীশুক, শ্রীসূত ও শৌনকাদি ঋষি এবং তাঁহাদের অবশ্যন অচ্যুতগোত্রীয় সন্তানসমূহ কালে কালে উদ্ভূত হইয়া অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের দাস্য করিতেছেন।

ব্রহ্মার বিবিধ সন্তানের মধ্যে অচ্যুত-গোত্রধারায় ভাগবত-পারম্পর্য্য; চ্যুত-গোত্রধারায় ঋষিকুল। শৌনকাদি ঋষিগণ কেহই ঋষিকুলে উৎপত্তি লাভ করেন নাই। শৌনকাদি ঋষিগণের উৎপত্তি যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে উক্ত

হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা চ্যুত-ধারায় ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত। আবার শ্রীব্যাসদেবও নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারবিশিষ্ট চ্যুতধারায় জননীর কুক্ষি হইতে জাত হন নাই। বহদ্বটিকোপনিষদে কতিপয় ঋষি কি কি শৌক্রধারায় উৎপন্ন হইয়াছিলেন সেইরূপ একটি তালিকা দিয়াছেন। ব্রহ্মার চ্যুত-ধারার পোষণকল্পে কাশ্মীরাগম, আগমপ্রামাণ্য ও উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ শারীরক শ্রীভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে কতশত বিচার উত্থাপিত করিয়া ঐ সকলের নিত্য মীমাংসা স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ডীয় চ্যুত পদ্ধতি শ্রীমদ্ভাগবত, সাত্বত পুরাণসমূহ, সাত্বত পঞ্চরাত্রসমূহ সকলেই সমর্থন করিয়াও তন্মধ্যে নিত্যসত্য ও পারমার্থিক বিচার কোনক্রমেই অস্বীকার করেন নাই।

ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ বিচারে অচ্যুতগোত্রীয় আচার্য্যগণ যে যে বেদশাখা অবলম্বন করিয়াছেন, কশ্যিগণ নিজ নিজ বেদশাখার প্রতিকূল দর্শন করিয়া নিত্যোপাসক শাখাকে নিজ নিজ সঙ্কীর্ণতায় ছেদবুদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। আমরা তত্তৎস্থলে এই সকল কথা বিশদভাবে প্রদর্শন করিব বলিয়া এইস্থলে সেই অসংখ্য কথা-সমূহের আর অবতারণা করিলাম না।

যাজ্ঞবল্ক্য-ধর্ম্মশাস্ত্রে সংস্কার বিষয়ে লিখিত হইয়াছে—সংস্কার-দ্বারা পাপসমূহ অপনোদিত হয়; শূদ্র কেবল পাপী বলিয়া তাহার কোন প্রকার সংস্কার নাই। কেবল পাপীকুলে উদ্ভূত হইলেই যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে অসমর্থ ও ভগবদুপাসনা করিতে পারিবেন না, এরূপ নহে। একাদশস্কন্ধে "সর্ব্বেষাং মদুপাসনং" এবং সপ্তমস্কন্ধে "যত্র যল্লক্ষণং প্রোক্তং" প্রভৃতি অসংখ্য বিধিদ্বারা সকলেরই পাপ বর্জ্জিত হইয়া ভগবদুপাসনায় অধিকার আছে। আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় এই সকল কারণেই বলিয়াছেন যে, দীক্ষাবিধানের সকল অঙ্গ গ্রহণ না করা কাল পর্য্যন্ত দ্বিজত্বপ্রাপ্তি ঘটে না। দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইলে চ্যুতগোত্রীয় ঋষিকুলকে সাবিত্র্য বিধান অবলম্বন করিতে হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষাবিধানানুসারে সংস্কার-গ্রহণরূপ দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ না করিলে তাঁহার লৌকিক সমাজ-প্রচলিত ব্রাহ্মণতা হয় না।

শৌনকাদি ঋষির উক্তিতে শ্রীসূত গোস্বামীর অনঘত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তিনি শাপী শূদ্র বা সঙ্কর-কুলোদ্ভূত ছিলেন না, জানা যায়। কিন্তু কর্ম্মপাধিগণ বেদশাস্ত্রের আংশিক অপূর্ণ শাখাবলম্বনে তাঁহাকে সঙ্কর-কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণেতর নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারপ্রাপ্ত চ্যুতধারায় জাত নহেন বলিয়া গর্ব্বপ্রকাশ করিবেন। সেইজন্য শ্রীব্যাসদেব স্বীয় অবস্তন আচার্য্যগণের নির্দ্দেশ ক্রমে ঋষিগণ-কথিত "অনঘ" শব্দ শ্রীসূত গোস্বামীতে প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীসূত-গোস্বামী পাপযুক্ত অবরকুলের পরিচয় ছাড়িয়া দিয়া শ্রীগুরুকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, গুর্ব্বানুগত্যেই তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণাধিকার হইয়াছিল।

"কালে প্রয়াসমুদপাস্ত নমস্য এষ
আসীনমেকমদুয়ন্ত্রিতাং ভগবদ্ভাবার্ত্তয়ম্।
তত্রাগমং সহমুনিভির্ভগবান্ কিলাস্য
যো ব্যাদসোঽখিলদৃগিত্যনুশুশ্রুমস্ত্বাম্॥"

এই শ্লোক শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রবণ করিবার পর শ্রীসূত গোস্বামী মহারাজ অবরকুলে উৎপন্ন হইয়াও কায়মনোবাক্যে পরমহংস বৈষ্ণবরাজ শ্রীশুকদেবের মুখে চরিতকথাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া যাবতীয় সংস্কার গ্রহণানন্তর পরিশেষে পরমহংস-সংহিতোদ্দিষ্ট বাচা বেদ গ্রহণ করেন। সেই বাচা বেদে বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত মনোধর্ম্মজীবী ঋষিকুল তাৎকালিক সংস্কার দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে লোক-প্রচলিত চরিত্রবিমুখ দৃষ্টি অনুসারে ব্রাহ্মণেতর জাত্য সঙ্করকুলোদ্ভূত সাধু মাত্র জানিয়াছিলেন। কিন্তু সরস্বতী দেবী তাঁহাদের মুখ হইতে 'অনঘ' ও 'ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক' প্রভৃতি বাক্য স্মৃতি করাইয়াছিলেন। অধোক্ষজ কৃষ্ণ জগতের সৌভাগ্যোদয়ে ব্যাঘাতকারক বলিয়া সাধারণ মূর্খতাকে প্রশ্রয় দেন নাই, কেন না, বিদ্ধ-স্বভাব, প্রীতিশূন্য শিষ্যই শ্রীগুরুর নিকট হইতে নিগূঢ় রহস্য লাভ করেন। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে গুরুপদে বরণ করায় সিদ্ধশিষ্যপ্রাপ্য সূতসজ্জান ঋষিগণ সকলেই শ্রবণার্থী হইয়াই সূতের নিকট প্রার্থনা করেন।

গুরুসজ্জায় সজ্জিত অনেকেই শিষ্যের একান্ত মঙ্গলের অভিলাষী না হইয়া বাসনা-পরিতৃপ্তির উদ্দেশে শিষ্যকে ঘৃণা করেন এবং তাঁহারা স্বয়ং একান্ত শ্রেয়ঃ বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ অমঙ্গলের কথাও মঙ্গল বলিয়া গ্রহণ

করেন। শ্রীযুত গোস্বামীকে আধুনিক বলায় কবিকুলের স্নেহের পাত্র উচ্ছিষ্ট হয় নাই। তাঁহারা তাঁহার নিকট শ্রবণকামী হওয়ায় বহুকাল ধরিয়া তিনি গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন ও বহু শিষ্যকে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কীর্ত্তনকারিসূত্রে আধুনিক শব্দ অনভিজ্ঞজনকর্ত্তৃক তদ্রূপ অভিজ্ঞতা-বাচক।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-লিখিত]

বলদেব মহাশয়ের ইতিবৃত্ত আমরা কোন স্থানেই পাঠ করিতে পাই না। কোন গ্রন্থেই তাঁহার কথা কিছুই লেখা নাই। তিনি স্বয়ং অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা তাঁহার কৃত বেদান্তসূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য এবং কোন কোন উপনিষদ্-ভাষ্য পাঠ করিয়াছি। শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত স্তবমালায় শ্রীবলদেব-কৃত ভাষ্য ও আমরা পাঠ করিয়াছি তত্ত্বসন্দর্ভের টীকাও পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্রস্তবক প্রভৃতি আর কএকখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও আমরা দেখিয়াছি। কোন গ্রন্থেই এই মহানুভব নিজের কোন বিশেষ পরিচয় দেন নাই। স্থানে স্থানে কেবল মুরারিকে স্বপূর্ব্ব চতুর্থবেদিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

আমরা যখন শ্রীপুরুষোত্তমে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময়ে শ্রীবলদেবকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পাঠ করি। তখন অনেকগুলি বৃদ্ধ পণ্ডিতকে বলদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, বলদেব উড়িষ্যার কোন প্রদেশে খণ্ডাইত বংশে জন্মগ্রহণ করত অল্প বয়সেই তীর্থভ্রমণে এবং বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত হন। চিল্কাহ্রদের অপর পারে কোন বিদ্বদ্বসতিস্থলে তিনি ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি বালবিদ্যা অভ্যাস করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পরিশ্রম করত অনেক দিবস বেদ-সকল অধ্যয়ন করেন। বেদাধ্যয়নের পর মহীশূর প্রভৃতি দেশে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। প্রথমে শাঙ্কর-ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাষ্য ভালরূপ অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়েই তিনি তত্ত্ববাদীদিগের শিষ্য হইয়া মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত হন।

বেদান্তবিশারদ বলদেব অল্পদিনের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। দাক্ষিণাত্য, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশে যে-যে স্থলে বেদান্তের চর্চ্চা ছিল সকল স্থানেই তিনি পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণের প্রকৃত পূজা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারতে ব্রাহ্মণব্যতীত কাহারও ধর্ম্মপ্রচারে অধিকার নাই বলিয়াই তিনি সংসারে স্বীয়-বর্ণপরিচয় গোপন করত বৈষ্ণবসন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক সকল লোকেরই পূজা পাইয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পণ্ডিতগণকে পরাজয় করত তিনি তত্ত্ববাদী মঠে বিরাজমান ছিলেন। ঐ সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলদেবের ন্যায় ব্যক্তিকে স্ব-সম্প্রদায়ে সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন। বলদেবের বিদ্যা ও পারমার্থিক বুদ্ধি অধিক থাকায় অনেকেই হতাশ্বাস হইয়া তৎকালস্থিত মুরারির প্রশিষ্য শ্রীরাধাদামোদর নাম পণ্ডিতবরকে বলদেবের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলদেবের সহিত বন্ধুত্ব করিলে বলদেব সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। শ্রীরাধাদামোদর বেদান্ত-শাস্ত্র কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন। ষট্‌সন্দর্ভে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায় বলদেব ঐ গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে চান। 'গৌড়ীয় মাধ্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-ব্যতীত ঐ গ্রন্থে অন্যের অধিকার নাই', ইহা শুনিয়া বলদেব একটু দুঃখিত হইলেন এবং শ্রীরাধাদামোদরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাধাদামোদর কান্যকুব্জ-বিপ্র হইয়াও মহাপ্রেমী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার ভক্তি ও প্রেম দর্শন করত বলদেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তথাপি বিচারস্থলে দুইজনের যথেষ্ট শাস্ত্রীয় যুদ্ধ হইলে ভগবদিচ্ছাক্রমে বলদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যতা গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি স্বীয় মাধ্বাচার্য্য বজায় রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিতে পারিয়া গৌড়ীয় মাধ্বীসম্প্রদায় অভিমানে আপনাকে ধন্য বলিয়া জানিলেন।

আহা! বলদেবের ন্যায় বৈদিক পণ্ডিত যখন গুরু-

কৃপায় লব্ধকৃষ্ণপ্রেম হইয়া হরিনামবলে মত্ত হইলেন, তখন কি আর তাঁহার ভট্টীয় অভিমান থাকিতে পারে? এখন তিনি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করত শ্রীধামবৃন্দাবনে গিয়া কোন দেবালয়ে অবস্থিত হইলেন।

সেই সময়ে জয়পুরে একটী গোলমাল উঠিয়াছিল। জয়পুরের রাজাগণ তৎপূর্ব্ব হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুগত থাকিয়া শ্রীনারায়ণ-পূজার অগ্রে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করাইতেন। শ্রী-সম্প্রদায়ী কয়েকটী মহাস্থবৈষ্ণব ঐসময়ে জয়পুরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপূজার অগ্রেই শ্রীনারায়ণের পূজার প্রথা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। সদাচারী রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া তদ্বিষয়ে বেদান্তাদি বিচারের জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে উপযুক্ত বৈষ্ণব পণ্ডিত লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবিন্দজীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জয়পুর যাইতে অনুরোধ করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সকলকে অন্য পণ্ডিত অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলে শ্রীবলদেবকে তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিচার করিয়া শ্রীবলদেবকে আপনা হইতে অধিক পণ্ডিত এবং বেদবেদান্তে পারদর্শী জানিয়া জয়পুরে পাঠাইলেন।

বলদেব হস্তে কমণ্ডলু, গলদেশে চিরা-কান্থা ও কটিতে কৌপীন-বহির্বসনমাত্র একক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যে কার্য্যের জন্য গিয়াছেন তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজা তাঁহার অকিঞ্চন বেশ দেখিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রথমে মনে করিলেন না। তথাপি শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, হে পণ্ডিতবর! আপনি কোন্ ভাষ্যের অনুগত। বলদেব বলিলেন, আমি মধ্বশিষ্য মধ্বকৃতভাষ্য লইয়া বিচার করিব। তখন তাঁহারা বলিলেন—মধ্বের ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীগোবিন্দজী কি শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া পূজা লইবেন? বলদেব দেখিলেন যে, শ্রীমধ্বভাষ্যের দ্বারা চলিবে না। তিনি কয়েক দিবসের অবসর লইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে বসিয়া গোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্র-নামভাষ্য ও উপনিষদ্‌ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন। পরে সভায় বিচার করিয়া শ্রীবৈষ্ণবদিগকে নিরস্তপূর্ব্বক শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর সেবা বজায় রাখিলেন। সেই বিদ্বৎসভা হইতে বলদেবকে বিদ্যাভূষণ উপাধি দেওয়া হয়।

সেই বৃহৎ কার্য্য সাধন করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া শেষজীবন শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরের অধ্যক্ষ-কার্য্যে অতিবাহিত করেন। অপরাপর গ্রন্থ ঐসময়েই রচনা করেন। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাই যে ঠিক তাহা বলিতে পারি না। পাঠকগণ আরও যাহা পান তাহা সংগ্রহ করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যেই বলদেব ঐ বৃহৎকার্য্য সাধন করেন। তাঁহার গুরু-দেবের পরমগুরু শ্রীমুরারি। মুরারির গুরু রসিকানন্দ। তাঁহার গুরু শ্রীশ্যামানন্দ, যাঁহাকে অল্প বয়সে দুঃখী কৃষ্ণদাস বলিত। সুতরাং বলদেব শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবার। শ্রীশ্যাম-সুন্দর ঐ পরিবারের কুলদেবতা। বিদ্যাভূষণ মহাশয় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কোন কোন অতিবৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরু শ্রীবলদেবকে দেখিয়াছিলেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একটী নক্ষত্র-বিশেষ। তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের পরে আর কেহ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদদিগের মধ্যে একজন। কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঙ্গিত আছে যে, চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র, যিনি সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত সূত্রভাষ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনিই ব্রহ্মা, সুতরাং ব্রহ্মসম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্ত্তারূপে পরে বিদ্যাভূষণ হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। বৈষ্ণব-বাক্য সকলই সত্য হইতে পারে এবং কথাটী সত্য বলিয়া অনুমান হয়।

কোন কোন অর্ব্বাচীন লোক বলেন যে, বলদেবের মতে গোস্বামীদিগের মত হইতে একটু নূতনতা আছে। আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, শ্রীবলদেব ও শ্রীজীব গোস্বামীর মত এক, কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। তবে এইমাত্র ভেদ আছে যে, বলদেব ভাষ্যকারের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া অধিক বৈদান্তিক প্রণালী ও শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতেও মতের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কি তত্ত্ব-বিষয়ে, কি উপাসনা-বিষয়ে দুইজনেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ দত্ত গুরুবর্গের আদর্শে অনন্ত ভগবদ্‌লীলা প্রকট করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম শ্রীবলদেবতলে যাপন করিয়াছেন। কএকজন ভক্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বহু অনুসন্ধানের পর শ্রীবলদেবতলের কোন বনে শ্রীল আচার্য্যদেবদর্শন পান। তাঁহারা কএকদিবস হইল মথুরা হইতে জানাইয়াছেন,—"পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদর্শ দেখিলে মনে হয় যে, এইরূপ বিপ্রলম্ভময় বৈরাগ্য একমাত্র নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ব্যতীত অন্যের সম্ভব নহে। তিনি কাহারও কোন সেবা গ্রহণ করেন না; সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনে রত। কখনও উচ্চৈঃস্বরে, কখনও বা মন্দস্বরে হরিনাম করিতেছেন, কখনও বিপ্রলম্ভময় গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতেছেন, কখনও বা শ্রীশরণাগতি, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি মহাজনগণের গীতি, শ্রীরঘুনাথের স্বরূপমালা, স্বরাবলী হইতে দৈন্যময়ী প্রার্থনা, মনঃশিক্ষা প্রভৃতি গান করিতেছেন; সর্ব্বক্ষণ বিপ্রলম্ভভাবে বিভোর। দিনান্তে ভোরাবের দুই এক টুক্‌রা শুষ্ক রুটী ও এক অঞ্জলি করিয়া অতিশয় টক্ ঘোল নিজেই মাধুকরী করিয়া গ্রহণ করেন। তিনি মাটির পাত্র ব্যতীত আর কিছু ব্যবহার করেন না। শয়নের জন্য মাত্র একখানা কম্বল, বহির্ব্বাসটি পুটলী করিয়া মাথায় দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব একাকীই বিচরণ করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব দয়া করিয়া আমাদিগের নিকট কিছু হরিকথা বলিয়াছিলেন ও সকল বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ জানাইয়াছেন। আমাদিগকে উপদেশমুখে বলিলেন,—'এই জীবনেই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার হওয়া প্রয়োজন। কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই। যাঁহারা হরিভজন করিবেন, তাঁহারা অন্য আসক্তি ও অলাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া গুরুবর্গের আদর্শ অনুসরণ করুন'।"

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

চট্টগ্রাম হইতে গৌড়ীয়ের ৫১০০ নং গ্রাহক কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ কবিরত্ন মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন,—

"(১) ফুলনযাত্রোৎসব, (২) শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি (জন্মাষ্টমী), (৩) শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজাপদ্ধতি ও (৪) শ্রীশ্রীরাসপূজা এই চারিটি বিষয় কখন আবির্ভূত হয় এবং উহার পূজাপদ্ধতি কি ও কোন্ গ্রন্থে আছে কৃপাপূর্ব্বক জানাইবেন।

'গৌড়ীয়' পত্রিকার মারফৎ উত্তর প্রদত্ত হইলে আমার ন্যায় বহু অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্যক্ তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। আপনার শ্রীচরণধূলি প্রার্থনা করিতেছি।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌর-রায়রামানন্দ-সংলাপে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাহা **নিত্যলীলা-স্থান**"

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৫৪)

এই বাক্যের দ্বারা শ্রীরাসাদি যাবতীয় সৌম-লীলার নিত্যত্ব নিত্যকাল সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। নিত্যলীলাকে ঐতিহাসিকতার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিলে আধ্যক্ষিকতার কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণানুসন্ধান নহে। এজন্য বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইতিহাসের অভাব আছে বলিয়া অনেক আধ্যক্ষিক দোষারোপ করিয়া থাকে।

ফুলনযাত্রোৎসব রাগাত্মিক মধুরসের আশ্রয়বিগ্রহগণ শ্রীরাধাকুণ্ডে নিত্য প্রকটিত করিয়াছেন বলিয়া শ্রীগোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ইহা একমাত্র অনর্থনির্ম্মুক্ত নিষ্কপট সাধুসণেরই আলোচ্য। বর্ত্তমানে যেরূপ

হাটে-বাজারে সৌখীন ব্যক্তিগণের বিলাসাগারে ঝুলনযাত্রার ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কখনই শুদ্ধভক্তির বিচার নহে ; উহা প্রাকৃত-সহাজিয়াগণের দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে। ঝুলনযাত্রোৎসব অর্চ্চন-মার্গের ব্যাপার-বিশেষ নহে, উহা রাগমার্গের ভজন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি বা জন্মাষ্টমী-তিথি শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে আবির্ভাবের দিন হইতেই জগতে প্রকটিত ও সম্মানিত হইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে এই ভৌমলীলার বিবরণ ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চদশ বিলাসে জন্মাষ্টমী-তিথি-পালনের পদ্ধতি প্রদত্ত আছে।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক ইন্দ্রযাগ নিষেধ করিয়া জগতে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চব্বিশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ইহা জগতে পুনঃ প্রকট করিয়াছেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। হরিভক্তিবিলাস ষোড়শ বিলাসে ইহার পূজাপদ্ধতি আছে।

নিত্যলীলাস্থান নিত্যকালই নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক গোপী-মণ্ডলে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল নিত্যলীলা ভৌম বৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়াছে। রাগানুগ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীরাসাদি লীলাকে পূজা বা অর্চ্চনের অন্তর্গত ব্যাপার বলিয়া বিচার করেন না। যাহাদের কর্ম্মমিশ্র বিচার আছে, তাহাদের জন্য ইহার পূজাপদ্ধতি দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ শ্রীরাসাদি লীলায় বদ্ধজীবের অধিকার নাই।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কাশীতে

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশে ও তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে সদ্বজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-মহামহোৎসব গত ৬ই আষাঢ় চাতুর্ম্মাস্যব্রতারম্ভ-দিবসে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, মহাজনপদাবলী প্রভৃতি কীর্ত্তন সকাল পর্য্যন্ত হইতে থাকে। মধ্যাহ্নে ভোগারতি কীর্ত্তনের পর সমাগত সজ্জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং অপরাহ্ণে পুনরায় গুরুবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহজ্ঞোতক গীতি প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইলে পর শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী বহু সজ্জন-সমক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

চট্টগ্রামে

চট্টগ্রাম বক্সীরহাট নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র পাল মহাশয়ের ভবনে গত ১০ই শ্রাবণ উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকল্প ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী বহু শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডিত সভায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেন। শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর লাহাদিকারী মহোদয়ও উক্ত সহরের সদরঘাটস্থ রাজরাজেশ্বরী ঠাকুর-বাড়ীতে গত ২১শে শ্রাবণ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রতি রবিবার ঐ ঠাকুর বাড়ীতে চট্টগ্রাম বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ-কর্ত্তৃক পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে।

কলিকাতায়

কলিকাতা শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠসেবক ভক্তিবিবেক শ্রীব্রজ-গোপাল ব্রহ্মচারীজী কতিপয় মঠসেবক সহ এলোর সহরের টাউন-হলে স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার মিঃ বি, সি, দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ২১শে শ্রাবণ "শ্রীমন্মহা-প্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্ম" সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় কিছুক্ষণ যাবৎ বক্তৃতা করিলে পর স্থানীয় চেয়ারম্যান মিঃ জে. ডি ওয়াই শর্ম্মাজী তেলেগু ভাষায় গৌড়ীয়-মিশনের প্রচার্য্যবিষয়ে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

যুক্তপ্রদেশে

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য দাশরথিকারীজী যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর, লখিমপুর, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে হরিকথা অনুকীর্তন করিয়া গত ইইতে তিনি লক্ষ্ণৌ বেনাবলীবাগ-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবানদাস লাল মেহোত্রা এবং নাজিবি-নিবাসী শ্রীযুক্ত সীতারামজী শেঠ মহোদয়দ্বয়ের ভবনে গত ২১শে ও ২৩শে শ্রাবণ যথাক্রমে ছায়াচিত্রযোগে 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' ও 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় হরিকথা কীর্তন করেন। উভয় দিবসই বহু শিক্ষিত সজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গে নগরীতে

গত ২৪শে শ্রাবণ উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী বোম্বে নগরীর মাটুঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দকুমার সি, চুনিলাল মহাশয়ের বাসভবনে কর্ম, জ্ঞান এবং তথাকথিত ভক্তির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিসহ বহুক্ষণ ব্যাপী হরিকথা কীর্তন করেন।

পুরীতে

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ পুরীতে আগত ও পুরীবাসী বিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্তন করিতেছেন। গত ২১শে শ্রাবণ রবিবার মঠসেবকগণ যুক্ত-প্রদেশের ইণ্ডাষ্ট্রিজের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর মিঃ বি, কে, ঘোষাল ও ডাঃ এন্, সি, রায় এম্-বি মহোদয়দ্বয়ের নিকট মঠের প্রচার্য বিষয় সম্বন্ধে হরিকথা কীর্তন করেন।

শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রহ্ব ব্রহ্মচারী, ভক্তিবিজ্ঞান মহোদয় গত ২৭শে শ্রাবণ পুরীধামস্থ কতিপয় সজ্জনের নিকট শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বাণী ও আচার-ধারার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর-প্রধানমুখে শাস্ত্রপ্রমাণমূলে হরিকথা কীর্তন করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে মঠ-সেবকগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে ভক্তিগ্রন্থপাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্তন হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে ভক্তি-গ্রন্থের পারায়ণও হইয়া থাকে।

কলিকাতায়

শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রীজী বালিগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়ের কলিকাতার শোভাবাজারস্থিত ভবনে গত ২৮শে শ্রাবণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কাদিনীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন, রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মধুসূদন পোদ্দার প্রভৃতি সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন মঠে

কলিকাতা, ময়মনসিংহ, দিল্লী, পুরী, পাটনা ও ব্রহ্ম-দেশস্থিত মঠসমূহে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, মহাজনপদাবলী কীর্তন এবং ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা নিয়মিতভাবে হইতেছে।

সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ৩রা ভাদ্র রবিবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ মহোদয় "ভাগবতধর্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে পণ্ডিতজীর মূলগায়কত্বে মহাজন-পদাবলী কীর্তিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী-মঠে বিশিষ্ট দর্শক

ভরতপুরের মহারাজ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং বাহাদুর গত ২৭শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট দিবসদ্বয় কয়েকজন কর্মচারি-সমভিব্যাহারে শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীকৃষ্ণবিহারী মঠে আগমন করত শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও মঠবাসী ভক্তগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসবের

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিফোন নং, ৩১১৫ (বড়বাজার)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
কলিকাতা
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
২৫ পুরুষোত্তম, ২৪শে শ্রাবণ (১৩৪১)
১০ই আগষ্ট (১৯৩৪)

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৮ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট শুক্রবার হইতে ১১ই আশ্বিন, ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্মারস্বতশ্রবণ-সদনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে অখিল লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। পর পৃষ্ঠায় মহোৎসব-পত্রী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতীকিঙ্করাভাস—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ
(চেয়ারম্যান)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল। ভক্তিসুধাকর।
সম্পাদক—বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

উৎসব-পঞ্জী

শুক্রবার, ৮ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও একাদশীর উপবাস।
শনিবার, ৯ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট	শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুদ্বয়ের তিরোভাব, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব।
মঙ্গলবার, ১২ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রামহোৎসব ও শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব।
বৃহস্পতিবার, ২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস।
শুক্রবার, ২২শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর	শ্রীনন্দোৎসব।
রবিবার, ২৪শে ভাদ্র, ১০ই সেপ্টেম্বর	শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস।
সোমবার, ১লা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর	শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যদেবের প্রকট উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব, শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর আবির্ভাব।
বুধবার, ৩রা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর	শ্রীললিতা সপ্তমী।
বৃহস্পতিবার, ৪ঠা আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত।
রবিবার, ৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর	শ্রীপদ্মা ও শ্রীপার্শ্বৈকাদশীর উপবাস।
সোমবার, ৮ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর	শ্রীশ্রীবামন-দ্বাদশীর ব্রতোপবাস,
মঙ্গলবার, ৯ই আশ্বিন, ২৬শে সেপ্টেম্বর	শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একোত্তর-শততমবর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-মহোৎসব।

সাধারণ মহামহোৎসব।

বুধবার, ১০ই আশ্বিন, ২৭শে সেপ্টেম্বর	শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের তিরোভাব; শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশীব্রত।
বৃহস্পতিবার, ১১ই আশ্বিন, ২৮শে সেপ্টেম্বর	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব (সমাপ্তি)।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান*

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন।
পূর্ব্বাহ্নে— শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, ভক্তিগ্রন্থ ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে— ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সম্মান।
অপরাহ্নে— ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায়— সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা বা পরমার্থবিষয়িণী বক্তৃতা।
রাত্রিতে— সংকীর্ত্তন, শয়নারাত্রিক-কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

* দৈবানুরোধে ও উপবাসদিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাক্ষিকমুখপত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৩৪৬ ; ৯ই সেপ্টেম্বর, |

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা

সমগ্র উপদেশামৃতের তাৎপর্য্য

[স্থান—শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ; কাল—১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪৫, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৮]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যার পর)

কনিষ্ঠে আস্থা, নিরন্তর-নামপরায়ণে প্রণতি ও ভজন-বিজ্ঞে শুশ্রূষা বিধেয়া, অর্চ্চনবিজ্ঞে নহে। নামে আটটী ভজনাঙ্গ অনুস্যূত আছে। তাহাতে অভিজ্ঞ সুদর্শনশালী, শাস্ত্রযুক্তো নিপুণ, দৃঢ়ব্রত ভক্তের পরিচর্য্যা করিলে সংকীর্ত্তন-রাসে অধিকার হইবে।

এই পর্য্যন্ত বিধি। এ পর্য্যন্ত সেবার গতি দীর্ঘ, তাহার পর acceleration. তাহার পর রাগ বা রুচি-ভক্তিতে অভিযান। রুচি রসনায় হয়। শ্রীরূপ রসিকমৌলি ; তাই তিনি রুচি, রসনা প্রভৃতি শব্দ বলিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত Steady বা progress. এখন accelerated velocity আরম্ভ। আলোর গতির মত সেবা-প্রগতি আরম্ভ হইল : রোচিকা—রুচিকর। রসনা—রসময় বিগ্রহের অনুশীলন যে সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে অনুশীলিত হয়। রোচক স্ত্রীলিঙ্গে রোচিকা। ক্রিয়া—মিছরীর বিশ্লেষণ। রুচির বাধা হইল—পিত্তের দ্বারা দূষিত তপ্ত জিহ্বা কেবল বিধি-বাধ্যতার তাপ। যেখানে রসময়ের পূর্ণ রসময়ত্বের সাক্ষাৎ বিরুদ্ধ ধারণা, কেবল ঐশ্বর্য্য-ধারণা—তাহার কথা বলিয়াছেন —"অপি ত্যক্তা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো"। কথা ঐ রতি রসের বিরুদ্ধ। "অপি ত্যক্তা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমযানাৎ"—ঐশ্বর্য্যমিশ্র শান্তরতি পরিত্যাগ করিলে রুচিপথে যাইবে, "মনঃশিক্ষায়" অনুগমন হইবে। "মিছরী" বলিয়াছেন —'ইক্ষুরস' বা 'শর্করা' নহে, ঘনীভূত অবস্থা নেটা প্রেম, স্নেহ ইত্যাদি। মিছরী হইতে আরও মিষ্ট—যাকে saccharine বলা যায়। রুচিপথে নামাশ্রয় কিরূপ ?

তাং কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য ন রোচিকা স্যু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥

আদি শব্দে রূপ, গুণ ও পরিকর বুঝাইতেছে। মিছরী রুচিপ্রদ হয় না কাহার? যাহার ইন্দ্রিয় পিত্তের দ্বারা তপ্ত হইয়াছে। এক একটি শব্দের অর্থ আস্বাদন করিতে হইবে। সিতা, অবিদ্যা, পিত্ত, রসনা, তাপ—প্রত্যেক শব্দেরই বিশেষ অর্থ আছে। স্বয়ং কৃষ্ণ advocate হইয়াছেন; ভক্তিলতা ভক্তি শিখাইতেছেন। যাহার পিত্তোপতপ্ত রসনা, তাহার সেবোন্মুখ রসনার আবরণ পড়িয়া গিয়াছে। দূষিত মল জমিয়া থাকায় জিহ্বায় আবরণ পড়িয়াছে। মনীভূত মাধুর্য্যকে সিতা—কৃষ্ণনাম প্রভৃতিতে রুচি হইতেছে না। রুচিতে accelerated

রুচির উপর হইলে জিহ্বার স্বভাব হয় কোটি কোটি জিহ্বা প্রার্থনা করা। তখন উৎকণ্ঠার উদয় হয়। একাকী কতটুকু আস্বাদন হয়? সুতরাং নিতান্ত অতৃপ্তি আসে। এই বেগময়ী অবস্থা যেখানে নাই, সেখানে steady progress. আগের শ্লোক পর্য্যন্ত সেই কথা বলিয়াছেন। সম্প্রতি বলিতেছেন, কৃষ্ণকে পাইতে হইবে। পরিপূর্ণ মাধুর্য্য তাঁহার; ঐশ্বর্য্যকে ম্লান করিয়া দিয়া নিজের মধুরতায় তিনি উজ্জ্বল। তাঁহাকে পাইতে হইলে হংসগতিতে গেলে চলিবে না, রুচি স্বাভাবিক অবস্থা দরকার।

আদর করিয়া, রুচির সহিত ঐ নামরূপ মিছরী সেবন কর, তাহা হইলে কুপিত মল যাইবে। সদ্বৈদ্য বা স্নেহময়ী মাতা বা ধাত্রীর দেওয়া মিছরী আদরের সহিত সেবন কর, অন্যের দেওয়া মিছরী নহে, তাহারা কি দিতে কি দিবে, ঠিক নাই। সদ্বৈদ্য অর্থাৎ মাতা, যিনি কেবলমাত্র আরোগ্য চা'ন না, পরন্তু আরোগ্য লাভ করাইয়া তাহার সহিত স্নেহের সম্বন্ধ রাখিয়া সুখী করিতে চান, সেই মাতার দেওয়া মিছরী কুপিত মল purge করাইয়া মিছরীর প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করাইতে থাকিবে। বর্ত্তমানে যে চারিটি অনর্থ আছে, তাহা আবার চারিপ্রকারে প্রত্যেকটি বিভক্ত। রুচির বিরুদ্ধ এই যে ষোলপ্রকার দোষ, ইহা যতই যাইবে, ততই সদ্বৈদ্য-প্রদত্ত মিছরী ভাল লাগিবে; নাম-রূপ-গুণ-পরিকর লীলাযুক্ত নাম ততই ভাল লাগিবে। অনর্থ যত যাইবে, ততই অর্থের উপলব্ধি হইবে, অর্থের আদর হইবে; চিদ্বিলাসের

প্রতি রুচি হইবে। ইহাই—acceleration. যাঁর হইলে বৈকুণ্ঠে আরোহক পর্য্যন্ত গতি হইবে। তিনি শ্রেষ্ঠ, মহান্—আমি হীন কাঙ্গাল—এইরূপ সঙ্কোচ, গৌরবের ব্যবধান তখায় হইবে, মাখামাখি বা intimacy হইবেন না; সেবাদ্বারা বশ করিবার যে বিচার, তাহা হইবে না। গৌরব ব্যতীত আরও একটি জিনিষ আছে, সেটী বিশ্রম্ভ। যাঁহারা আমাদিগকে সুস্থ অবস্থায় দেখিতে চান, তাঁহাদের মধ্যে গুরুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আমাদিগকে মিছরী সেবন করান। অন্য লোক অন্য কিছু দিতে পারে, তাঁহারা মিছরী ব্যতীত আর কিছু দেন না। তাঁহারা জোর করিয়া মিছরী সেবন করান এবং সেটা আরক-ঘোলাপের মাত্রায় নয়, তাহা শুধু রোগের বীজ নষ্ট করিবে না, পরন্তু স্বাদু লাগিবে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু রসিকশেখর; তাই তিনি 'স্বাদ্বী' কথাটা বলিয়াছেন।

যাঁহারা এইভাবে নামরূপ মিছরী সেবন করেন, তাঁহাদের অবস্থিতি কোথায়?

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনাদু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা-মনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥

শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তন, পরে অনুস্মরণ বা বিচারণ হইবে। স্মরণের পর ধারণা। অন্যমনস্কতা হইতে সমনস্কতার নাম ধারণা। বিশিষ্ট রূপ-গুণাদি স্মরণের নাম ধ্যান। তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধারণা—ধ্রুবানুস্মৃতি। তাহারপর যখন মাখামাখি অবস্থা—তখন সমাধি।

রসনাদ্বারা কীর্ত্তন ও মনদ্বারা স্মরণ করিয়া গোকুলে থাকিতে হইবে। সেখানে অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দন লীলা করেন। উহা ঠিক মানুষের মতই লীলা। এইজন্য গোলোক হইতে গোকুলের উৎকর্ষ। গোলোকে বিষ্ণুবিগণ কাঠ-পাথরের মত; কিন্তু ভৌম ব্রজে তাহাদের বিক্রম খুব। পরস্পর-সুরত শ্রীবিগ্রহকে পাথরের মত অচেতন লোক পাথরই দেখে, কিন্তু যাঁহার গোবর্দ্ধন দর্শন, তিনি চঞ্চল-চপল পরস্পর-সুরতই দেখেন। এখানে বিষ্ণুবিগণ চঞ্চল; মানুষের মতই পরব্রহ্ম তাহাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু গোলোকে তাহারা কাঠের মত; উদ্দীপন আছে, ক্রিয়া নাই; অচেতন, কাঠের

সিংহের মত - ভয় হয়, কিন্তু আক্রমণ করে না। ব্রহ্মের বৈভব গোলোক। কৃষ্ণাদ্রির যে ধাম, তাহাকে বলিয়াছেন —ব্রহ্মের বৈভব। এই ব্রহ্মের অদ্রির গোবর্দ্ধনধাম। সেখানেও মানুষের মত লীলা; বাহিরের দৃষ্টিতে অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ নাই। পদ্ম-পাতায় জল অথবা পারদ যেমন কিছুতে মিশে না, অথচ টলটল করে—ঐটিই তাহার চমৎকারিতা; সেইরূপ মানুষের ধর্ম্মের মত দেখায়, অথচ তাহা নহে, এইটিই লীলার চমৎকারিতা। তাই বলিয়াছেন—ভিন্ন ব্রজে। ব্রজবাসিগণের সেবায় লোভযুক্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ যাপন করা। "কিন্তু আদরাৎ" —অর্থাৎ ব্রজবাসিগণের সেবায় লুব্ধ হইয়া আদরের সহিত তাহার অনুশীলন করিতে করিতে অখিল কাল, নিরন্তর ব্রজে বাস করা—ইহাই উপদেশের সার।

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ব্রজ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত বিষয়ে জীব অত্যন্ত দরিদ্র, অত্যন্ত হীন বা কাঙ্গাল; তথাপি অব্রহ্মসুখ-ভোগের উৎকট পিপাসা। ভোগের জন্য জীব এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, একটি তৃণ তুলিবার ক্ষমতা তাহার নাই; তবুও ভক্তের ঈশ্বর নাই। মায়ার দ্বারা অভিভূত জীব, ভগবানের শক্তি ব্যতীত শবতুল্য; তবুও ভোগের অভিমানে ভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার দুঃসাহসের অন্ত নাই - ইহাদের একটু লজ্জাও হয় না। মায়ার ঘাতপ্রতিঘাতে যাহাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রমাণিত হইতেছে, তাহাদের পক্ষে 'ভগবান্ এরূপ নহেন' ইত্যাদি বলা যে কতখানি ধৃষ্টতা, তাহা তাহারা বোঝে না। যে-স্থানে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখে, সেখানেই ভগবত্তার অধিক প্রকাশ মনে করে।

বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠা নাই। মায়ার গুণ-বিক্রম, জড়ভাব বা ভগবদ্বিমুখভাব একেবারেই নাই। Dimensionই জড়ের গঠন। Linear, superficial অথবা cubical expansion সেখানে নাই। এই পর্য্যন্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত—অধোক্ষজ পর্য্যন্ত জীবের অস্ফুট ধারণা আসিতে পারে। 'অপ্রাকৃত তত্ত্ব' তাহারা কোনক্রমেই বুঝিতে পারে না। ভগবত্তার অপ্রাকৃতত্বের অবস্থান—ইহার সুসঙ্গতি তাহাদের নিকট প্রকাশ পায় না। অপ্রাকৃত প্রাকৃতের মত, কিন্তু প্রাকৃত নয়। তাঁহার লীলা নরলীলার মত, কিন্তু যমদণ্ড্য নরশীলের লীলা নয়। এই অপ্রাকৃত ভাব ও সেই ভাবময়ী লীলার আধার ব্রজ। সেই ব্রজের একটি প্রকোষ্ঠ —মথুরা। সেখানে বিশুদ্ধসত্ত্বে অজ ভগবান্ আবির্ভূত হন। মথুরাও বিশুদ্ধ-সত্ত্বই। মথুরায় জন্ম হইলেও মাখা-মাখি ভাব নাই, লালন-পালন বা তাড়ন নাই। মথুরা হইতে গোকুলাদ্রির গোলোক বৃন্দারণ্য শ্রেষ্ঠ। সেই বৃন্দাবনের মধ্যে আবার গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ; তথা হইতেও রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ।

এইগুলি সব রঙ্গমঞ্চ; বাহিরের দর্শকের নিকট প্রকাশ্য নহে। ইহা green room এর ভিতরের কথা, drop scene বা যবনিকার - পর্দ্দার আড়ালের কথা অর্থাৎ মায়ের আবরণ ও বিক্ষেপের অন্তরালের কথা। যেখানে অভিনেতা রঙ্গমঞ্চের সাজ-পোষাক পরেন ও ছাড়েন, সহজ সরলভাবে hero এবং heroine দর্শকের অপেক্ষা সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিয়া আপন আপন ব্যবহার বা কার্য্যে রত, সেখানে অভিনয় নহে—বাধাহীন অনর্গল বিলাস। Green room বা প্রেক্ষাগৃহে সাধারণের বা দর্শকের এমন কি hero এবং heroine এর personal attendants ছাড়া অন্যান্য অভিনয়-কর্ম্মচারিগণেরও প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহারাই green roomএর সংবাদ দিতে পারেন। এই green room এর বিলাসের সংবাদ জগতে দিতে বা জানাইতে পারেন—নিত্য নব নব রসবিলাসী গোবর্দ্ধনের প্রিয়জন - ভক্ত। 'প্রেক্ষা' শব্দ প্র+ঈক্ষা এই ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্র —পূর্ণতমঃ; ঈক্ষা - দর্শন, সুদর্শন, স্বরূপ-দর্শন, ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বদর্শন। ঐ নায়ক ও নায়িকার সহিত অদ্রির গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ড। তাহা পাদর নহে, জল নহে। অপ্রাকৃত চঞ্চলতা চপলতার শেষ সীমা যেখানে অভিব্যক্ত তাহাও পরম চঞ্চল ও চপল। প্রেম ঘনীভূত—সান্দ্র অবস্থায় অত্যন্ত নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্যই গোবর্দ্ধন কঠিন; আর রাধাকুণ্ড প্রেমের আপ্লাবনক্ষেত্র, তজ্জন্যই তরল। একটি শিলাজাতীয়, আর একটি তরলজাতীয়। ইহার পরে আর ভাষা নাই। শাস্ত্র বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের ভাষা ইহার মধ্যে—পর্দ্দার ভিতরে প্রবেশই করে নাই। রূপানুগের বাণীতেই green roomএর কথা জগতে প্রকটিত হইয়াছে —তাহা এই পর্য্যন্ত। মাধুর্য্য-বিলাসের কথা এই পর্য্যন্ত ভাষায় অবতীর্ণ; ইহার পরে আর ভাষা চলে না। ইহার পর প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সেই প্রেক্ষাগৃহের সেবা দিতে পারেন—গোবর্দ্ধনের ভক্ত।

'কর্ম্মিণঃ'—কর্ম্মিগণ অপেক্ষা। কর্ম্মের উপদেশ—দণ্ডিত

ব্যক্তির ভক্ত-সেবা। আত্মভজনের কর্তব্যের বাধকতা। কর্মকাণ্ড, বিকর্মকে উপলক্ষ করা চলিতেছে—সুকর্ম কর, ভাল ফল পাইবে। ইহাদের গতি স্বর্গ এবং খুব সুষ্ঠু চলিলে মহঃ, জন প্রভৃতি চারিটি লোক পর্যন্ত। তাহার পরে জ্ঞানী—শ্রীহরির প্রিয়। 'প্রিয়ভক্তা ব্যক্তিং পরমুদ্ধরন্তি'—কর্মী অপেক্ষা জ্ঞানী শ্রীহরির প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্ঞান দুই প্রকার—নির্বিশেষ-জ্ঞান ও সবিশেষ-জ্ঞান। নির্বিশেষ-জ্ঞানের প্রসঙ্গ এখানে তোলা হয় নাই। সবিশেষ জ্ঞানের গতি বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত; ঐশ্বর্যজ্ঞান বা মহিমজ্ঞান সেখানে প্রবল। নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত সেখানে বিলাসবান্। নারায়ণ জগতে অবতীর্ণ হন না। ঐশ্বর্যের বাধাই এই জগৎ। তিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্যূহদ্বারা সেবিত। তাঁহার পর পুরুষাবতার বিষ্ণু, বিরজার তীরে তাঁহাদের অবস্থান। গর্ভোদকশায়ী হইতে বৈভবাবতার। ইহার বহু অর্চাবিগ্রহ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীরঙ্গমে—রঙ্গনাথ, কূর্মাচলে—কূর্মদেব, সিংহাচলে—নৃসিংহদেব, নীলাচলে—পুরুষোত্তম ইত্যাদি। ভক্তের প্রতি বাৎসল্য বা কৃপা প্রকাশ করিবার জন্য এবং জগতের বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা অর্চারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও কারণোদশায়ী—তিনটি পুরুষাবতার। ইহারা স্বেচ্ছায় উপাধি স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের উপরে রাম নৃসিংহাদি বৈভবাবতারগণ। তাঁহারা জগতের কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হইলেও অপদ্যাপারের কোন উপাধি স্বীকার করেন নাই। প্রপঞ্চাতীত লোকে, ইহাদের স্ব-স্ব বৈকুণ্ঠে ভক্তরূপ আভরণগণের সহিত নিত্যকালই ইহারা অবস্থিত আছেন। বৈকুণ্ঠ প্রপঞ্চাতীত ধাম। সেখানে লীলা আছে অর্থাৎ শান্তাদি রসের আশ্রয়ভক্তের সহিত ভগবানের বিলাস আছে। ভরত ও সনকাদি ভক্তগণের গতি এই স্থানে। তাঁহারা জ্ঞানী অর্থাৎ মহিমজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানী। তাঁহারা আত্মারাম হইয়াও তুলসীর গন্ধে মোহিত, বিহ্বল হইয়া যান। তাঁহারা নির্বিশেষকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন। তাঁহাদের বৃহত্ত্ব, সার্বাত্ম্য, স্থিরত্ব পরিমাপের বাহিরে—সেই ব্রহ্মজ্ঞানী কৃষ্ণের পাদপদ্মের তুলসীর গন্ধে মোহিত অর্থাৎ বশীভূত, উন্মত্ত এবং চঞ্চল হইয়া উঠেন। ইহাদের অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত—সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা সেবাবিধানকারী ভক্ত অম্বরীষ শ্রেষ্ঠ; যিনি চব্বিশ ঘণ্টাই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণের পূজায় নিযুক্ত করিয়াছেন। ভাগবত তাঁহার সম্বন্ধে "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" প্রভৃতি শ্লোক বলিয়াছেন। আর প্রহ্লাদও এইরূপ। তাঁহার অপেক্ষা প্রেম-ভক্ত শ্রীহনুমান্ শ্রেষ্ঠ। তিনি দাস্য। পূর্বে অম্বরীষ পর্যন্তও কিছু কিছু মহিমজ্ঞান—ঐশ্বর্যভাব আছে; বিচারবুদ্ধির প্রেরণা শ্রেষ্ঠের লাভে করিয়াছে। অম্বরীষের ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদন পূজাবিধান দেখা গেলেও হনুমানের পরিচর্যা আরও বেশী অর্থাৎ মহিম-জ্ঞানের প্রেরণাদ্বারা পরিচর্যা নহে—পরিচর্যা-বুদ্ধির প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই পরিচর্যা। তদপেক্ষা প্রেমময় ভক্ত পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের পরিচর্যার সহিত স্বজনবুদ্ধি—মমতা বেশী। তাঁহাদের মধ্যে অর্জুনের গৌরব-সখ্য আরও একটু বেশী মাখামাখি। তদপেক্ষা প্রেমাত্মক ভক্ত যাদবগণ শ্রেষ্ঠ। যাদবগণের ধারণা কৃষ্ণ আমাদের বান্ধব—আত্মীয়-স্বজন। সেই সম্বন্ধের মধ্যে গৌরব বা ঐশ্বর্যের কিছু গন্ধ আছে। যাদবগণের মধ্যে আবার উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, তিনি প্রেমবিহ্বল। তিনি একাধারে ভগবানের স্বজন, সখা ও সচিব। তাঁহা অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ মধুরাবাসী শ্রেষ্ঠ। সেখানে ভগবান্ অসহায়—খাইতে দিলে খাইতে পারেন নতুবা তাঁহার নিজের সে ক্ষমতা নাই। ভগবান্ সেখানে তাঁহাদের হাতের মুঠোর জিনিষ। মধুরা—মধুরা অর্থাৎ ভগবান্ মধু অর্থাৎ মাধুর্য্যের দ্বারা ঘরের ছেলে বলিয়া প্রতিভাত; ছোট ছেলে—মানুষের মত। দেবলীলা হইতে এখানে পূর্ণভাবে নরলীলার প্রকাশ। এখান হইতে বৃন্দাবন আরও শ্রেষ্ঠ। সেখানে নন্দের অভিমান—ভগবান্ তাঁহার অঙ্গ-সম্ভূত। যশোদার অভিমান—ভগবান্ তাঁহার দ্বারা প্রসূত অর্থাৎ নরদেহধারী শিশুর মত। তাঁহাদের অপেক্ষা 'কমলনয়নীগণ' শ্রেষ্ঠা। তাঁহাদের মধ্যে পর পর উৎকর্ষময়ী সেবার সবই আছে। তাঁহারাও অন্বয়জ্ঞান। বিষয় ও আশ্রয় দুই জন দুই জনকে আস্বাদন করিবার জন্য পৃথগ্‌রূপে প্রকাশিত। অন্বয়জ্ঞানই আশ্রয়। অন্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং রসসিন্ধু। সেই রসসিন্ধুর অপারত্বই রসিকগণ কীর্তন করিয়াছেন।

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।

রসসিন্ধু স্বয়ং তাহার পার পান নাই। কোটী কোটী ইন্দ্রিয়-দ্বারা রসগুণ আস্বাদনের জন্য কোটী কোটী ইন্দ্রিয়-প্রার্থী। "জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবর-

পরিষৎ স্বৈর্গোজ্জিরন্তরদর্শম্। স্থিরচরবৃজিনঘঃ স্মিত-শ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥" অপ্রাকৃত মদন—অনঙ্গদেব পঞ্চশরের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয় বন্ধন বা ইন্দ্রিয়ের উৎসব বিধান করিতেছেন। "ভজ বৃন্দাবনের অনঙ্গ। যাহার কুসুমশরে, তব নিত্য কলেবরে, ব্যাপ্ত হবে প্রেম অন্তরঙ্গ॥" প্রভৃতি অপ্রাকৃত মদনের নিত্য নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেলিত আনন্দোৎসবের আরতি করিয়াছেন—"সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়াতি।"

"রসো বৈ সঃ"। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সংপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি", "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ইত্যাদি।

এই দেশ, কাল ও পাত্রই জীবের একমাত্র আশ্রয়। অত্যন্ত জড়তা প্রাপ্ত হওয়ায় ফলে আমরা গোবর্দ্ধনকে —solid জড়—পাষাণ দেখি, রসসিন্ধু আস্বাদনের জন্য রসময় সেখানে চঞ্চল—চপল। সেখানে জড় নহে। তাহাও চঞ্চলতা—চপলতার সীমা বা অবধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

এখানে আস্বাদক ও আস্বাদ্য ভিন্ন বস্তু নহেন। একই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। চুম্বকের বি-দলের ন্যায়।

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

রাধাকৃষ্ণ দুইটী রূপ ধারণ করিয়াছেন—আস্বাদনের জন্য। রাধাকৃষ্ণ—সুরত মিথুন। গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ড পরস্পর প্রাণ-বন্ধুরূপে বিরাজিত আছেন। শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভু প্রভৃতিই তাঁহাদের সেই লীলাবিলাসের সেবা দিতে ও জানাইতে পারেন। যে স্থান নারদাদি প্রেষ্ঠগণের অগম্য, স্বয়ং নারায়ণের স্বরূপশক্তির অগম্য, একমাত্র ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের আলীবৃন্দই তথাকার অধিবাসিনী, তাহাদের প্রতি লোভ যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহাদের ভক্তিই—প্রগতিলতা। প্রথমে অনর্থনিবৃত্তি পরে রুচি, আসক্তি হইতে ভাব পর্য্যন্ত। প্রথমে অম্ল রস ছাড়িয়া ইক্ষুরস হইতে ক্রমে মিছরী পর্য্যন্ত। মিছরী ঘন অবস্থা। গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ড পরস্পর নিবিড়-ভাবে আলিঙ্গিত, সেখানে বিচারলীলা। Green roomএর অভ্যন্তরে নায়কনায়িকার মিলনের জন্যই রূপানুগগণের চেষ্টা। এই মিলন করাইবার জন্য যাঁহাদের চেষ্টা তাঁহারাই গৌড়ীয়-মঠবাসী—গৌরভক্ত।

ত্রিবিধ অধিকারীর কর্ত্তব্য

[নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ]

অর্চ্চকের অর্চ্চা ও মধ্যাবস্থি-বৃত্তি অর্চ্চনই প্রধানভাবে লক্ষিতব্য বস্তু। অর্চ্চনাঙ্গের উল্লঙ্ঘনে তদ্দ্বারা ভজনাঙ্গ দূষিত হয়। **ভজনে অর্চ্চনের প্রাথমিকতা না থাকিলেও উহা গৌরব-বিচারের বিরোধী নহে।** অর্চ্চা-বিগ্রহ বাস্তব বস্তুর অবতারবিশেষ। পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা এই পঞ্চবিধ প্রকাশবিশেষে উপাস্যের নিকট উপাসক সমুখ হইতে পারেন। অর্চ্চার অভ্যন্তরে অন্তর্যামী, উহা বৈভবান্তর্গত। ব্যূহ হইতে ভগবানের বৈভব-প্রকাশ। মূলবস্তু পরতত্ত্ব; তাঁহারই অঙ্গের কায়ব্যূহও তাঁহা হইতেই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ নৈমিত্তিক অবতারসমূহ, তাহারা অর্চ্চা-ভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামিত্ব প্রদর্শন করেন। ভগবদ্বৈভবসমূহ প্রপঞ্চে কাল-বিশেষে অবতীর্ণ হন, কিন্তু অন্তর্যামী ও অর্চ্চা-বিগ্রহ—সার্ব্বকালিকী সেবক-প্রতীতির অধিগম্য।

জড়ভোগতৎপরতায় আবদ্ধ হওয়া ভগবদ্বিমুখের স্বভাব। তিনি সেইকালে ভগবদ্বিভূতিরাজ্যভবের দ্বারা চালিত হইয়া আপনাকে ভোগ্য জগতের ভোক্তৃত্বে বরণ করেন, সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি অধিক লোলুপতা বৃদ্ধি পাইয়া বহির্জ্জগতের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বর্দ্ধনের চেষ্টা হয়। মধ্যমাধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রাকৃত-বস্তু-বিশেষের অভ্যন্তরে অন্তর্যামী, তদভ্যন্তরে বৈভব ও তাহার কারণরূপে ব্যূহ ও পরতত্ত্ব পর্য্যন্ত উপাস্যবিচার উন্নত হইতে থাকে। ভগবানের ভাবসমূহ বৈভব-প্রকাশ, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের বৈচিত্র্য এবং অন্তর্যামিসূত্রে অর্চ্চাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্চ্চামুখে

ভাবের অধিষ্ঠান হয়। ভগবৎ-প্রতীতির পরিবর্ত্তে ভক্তি-বাধিতে গিয়া উহাতেও ভগবদ্বিগ্রহের অধিক বৈশিষ্ট্য দর্শন করেন না। সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত বিচার অতিক্রম করিতে গিয়া উপাস্যে সম্ভ্রমভাবে প্রচুর পরিমাণে গৌরব-সেবার বিচার উপস্থিত হয়। সেকালে তিনি ভক্তের তারতম্য দর্শন করিবার কচি লাভ করেন, সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত অধিকার উন্নত হইয়া মধ্যমাধিকারে পরিণত হয়।

কনিষ্ঠাধিকার-অবস্থাকালে ভগবানের পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অপ্রাকৃতত্বোপলব্ধির অবকাশ হয় না। প্রকৃতির অন্তর্গত রাজ্যে বাসকালে মায়াবাদী ও কর্ম্মী সম্প্রদায় প্রাকৃত আধ্যক্ষিক-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পূর্ণপুরুষের সন্ধান না পাওয়ায় ইঁহাদের ন্যূনাধিক প্রকৃতিবাদ বা মায়াবাদেরই অনুসরণ করিতে হয়। মায়াবাদীর প্রাকৃত বিচার ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে অবস্থিত হওয়ায় ভগবদ্বৈমুখ্য ও ভক্তসেবাবৈমুখ্য তাঁহার অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যোপলব্ধির পথ অবরোধ করে। অবরোধ-বিচার প্রাকৃতক্ষেত্রে কার্য্যকর হইয়া যে একটু ভক্তির সন্ধান করেন, তাহাতেই তাঁহার 'প্রাকৃত ভক্ত' আখ্যা হয়। শত শত জন্ম বাসুদেবের অর্চ্চায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহিরঙ্গকরণদ্বারা সেবা করিতে করিতে চিন্ময়-নামের ও চিন্ময়-মন্ত্রের স্বতঃপ্রকাশলব্ধিক্রমে প্রাকৃত-বিচারের বন্ধন ন্যূনাধিক শ্লথ হইতে থাকে। **ভক্তের মানসিক চেষ্টা উপলব্ধি করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠাধিকারী প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রাকৃত ভাবসমূহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ভজনীয় বস্তুতে প্রীতি-সেবা, ভগবদ্ভক্তে প্রেমানুগা মিত্রতা, অনভিজ্ঞ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্রতি প্রেমানুগা মিত্রতার ফলে তত্তদ্ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য অলৌকিক বদান্যতা এবং বিদ্বেষিজনের বিরোধ-ভাবের প্রতি নিরুৎসাহিত করিবার জন্য তাহার সহিত অসহযোগমূলা উপেক্ষা বা সহযোগে বিতৃষ্ণা ও অনুপযোগিতা-প্রদর্শন-মুখে শাসনরূপা হিতাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়।** মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া যখন ভজনের পরিপাকাবস্থা দৃষ্ট হয়, তখন বৈভবপ্রকাশ-বিশেষের অন্তর্যামিত্ব ও প্রাকৃত জ্ঞানোপযোগী উপলব্ধির অভাব বিগত অঙ্কাকে ভগবদবতারশ্রেণী-বিচারে বৈভব-প্রকাশের ভাবময়ে পরিপ্লুত হন। বৈভবপ্রকাশ-সমূহ বৃন্দাবনগত এবং নিত্য—পরতত্ত্ব বাসুদেবে অবস্থিত এবং বাসুদেব—পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্বে অবস্থিত এবং স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব—স্বয়ংরূপতত্ত্ব পরমপরাৎপর অধয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনে অবস্থিত,—এই সকল কথার উপলব্ধি হয়। তাঁহারা সিংহপ্রবেশের অধর সেবোন্মুখতার প্রসঙ্গে আগত। বহির্ম্মুখ জগৎ বন্ধজীবকে ভোগে লাগাইয়া ভোগীর সেবার উন্মাদের ভাব প্রদর্শন করে। বন্ধজীবের প্রকৃত মুক্তি-বাসনা ভগবৎ পাদপদ্ম-সেবার উত্তরোত্তর উন্নতির উপর নির্ভর করে। অর্চ্চা ব্যতীত ইতর প্রাকৃত বস্তুতে জীবের ভোগপ্রবৃত্তি প্রবলা, তজ্জন্য ভগবদর্থে অখিল চেষ্টাপর হইয়া যে প্রাথমিকী চেষ্টা, তাহাই ভক্তের প্রাকৃতাধিকারে ইতর বস্তু পরিহার করিয়া পূজ্যের সমর্চ্চনে যত্ন। যেকালে তাঁহার অধয়জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য-প্রতীতে চিন্ময়ভেদ উপলব্ধি হয়, তখনই তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবলাদ্বৈত-বাদীর প্রাকৃতবিচারে ঔদাসীন্য লাভ করেন এবং ন্যূনাধিক শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার, শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার, দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া সংখ্যাগত ভেদতা পরিহার পূর্ব্বক অচিন্ত্য-ভেদাভেদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদাসের সর্ব্বোচিত শুদ্ধ সমন্বয়তা এবং মায়াবাদী কুতার্কিক কর্ম্মনিষ্ঠগণের কুচিন্তার বিরোধাচরণপূর্ব্বক তাহাদের অনাত্মপ্রতীতি পরিহার করিতে সমর্থ হন। অধয়জ্ঞানেই ভাবরাহিত্য বর্ত্তমান, এই প্রাপঞ্চিক বিচার তাঁহার নিরপেক্ষতা হইলে আর তাঁহাকে ক্লেশ-প্রদানে সমর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্তিতে নিত্য ফলভোগময় যত্ন নাই। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানমূলক জড়ত্বলাভরূপ কৈবল্য নাই।

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী

আশ্রয়-বিগ্রহ-সমাজ—আশ্রয়-বিগ্রহের প্রতি ও তাঁহার প্রেমবশ বিষয়-বিগ্রহের সর্ব্বোত্তম সেবকসমূহই "গৌড়ীয়"; তদ্ভিন্নে বিষয়-বিগ্রহ-প্রেমৈকনিষ্ঠ সেবকগণকে কার্ষ্ণ, তদ্ভিন্নে ঐশ্বর্য্যবিচারপর বা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিপর সুজনগণ, তদ্ভিন্নে জ্ঞানী তৃস্থগণ—ভগবান্ শ্রীহরির শ্রিয়ত্বের তারতম্য-বিচারে অবস্থিত।

কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধী বস্তু ব্যতীত গৌড়ীয়ের কোন দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ নাই, কৃষ্ণপরিকর ব্যতীত গৌড়ীয়ের কোন ভোগ্য জড় অনিত্য সুহৃজ্জনের অভাব-বোধ নাই, কৃষ্ণসেবোপকরণ ব্যতীত গৌড়ীয়ের কোন ভোগ্য নশ্বর দ্রব্যের প্রতি মোহ নাই, অতএব তিনি অশোক-অভয়-অমৃত-আধার কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা-সর্ব্বস্ব।

বিষয়বিগ্রহ অপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহের সৌষ্ঠবিধান ও পক্ষপাতিত্বই গৌড়ীয়ের ও তদনুগাশ্রিতের প্রকৃত ভজন। "শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মের ধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়"—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই কৃপাশীর্ব্বাদই আমাদের শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-সেবার একমাত্র মূলমন্ত্র।

উত্তমা ভক্তি যেখানে, সেখানেই গৌড়ীয়মঠ। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীদামোদর-স্বরূপ, সেই স্বরূপের অনুগতগণই গৌড়ীয়; শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের ভজনস্থানই গৌড়ীয়মঠ। কেবল সেবার সুখবাঞ্ছা যেখানে, সেখানেই গৌড়ীয়মঠ। নতুবা অবান্তর বস্তু এসে যেখানে নির্ম্মলা সেবাবৃত্তিকে আচ্ছাদন করে, তা' বিষয়িগণের ভোগের 'আড্ডা'মাত্র হ'য়ে দাঁড়ায়।

যেখানে দুর্নীতির কোন গন্ধ থাকে, সেখানে গৌড়ীয়ের থাকবার কোন প্রয়োজন নাই। অন্যাভিলাষ বা কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগাস্পৃহা—দুর্নীতি ও নির্ব্বিশেষ তথাকথিত সুনীতি প্রভৃতির প্রশ্রয়দাতা; দুর্নীতি ও কৃষ্ণভক্তিহীন নির্ব্বিশেষ-বাদীর তথাকথিত সুনীতি যেস্থান হ'তে সম্পূর্ণ বিগত হ'য়েছে, সেস্থানই গৌড়ীয়ের বসতিস্থান, তাহাই গৌড়ীয়মঠ।

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন-শিক্ষাগুরু শ্রীগুরুপাদপদ্ম—যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু, তিনিই একমাত্র বাস্তবসত্য-প্রদর্শনের transparent medium, তিনি বিশ্বের মত কৃষ্ণদর্শনে বাধা দেন না। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তিনি—প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধীভূত ক'রেছেন তিনি, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমিক সেই কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ গুরুদেব, তা'কেই সকল সম্মান মর্য্যাদা দিতে হবে—যা' কিছু উপাদেয়, সব তাঁ'রই প্রাপ্য।

যিনি গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হ'য়ে তাঁ'র সর্ব্বস্ব সম্পূর্ণভাবে গুরুদক্ষিণা দিয়েছেন, তাঁ'রই কাছে শ্রীগুরুদেব তাঁ'র সর্ব্বগুহ্যতম পরমার্থ-সম্পত্তি দিয়ে যান। শ্রীগুরুদেবের সেবক-বাৎসল্য এইরূপ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ ভগবানের মত বা তদপেক্ষা মানব জাতির প্রতি অধিকতর কৃপাবিশিষ্ট হইয়া আমাদের ন্যায় কলিহত পতিত দুর্গত জীবকে পাবন উদ্ধার ও ভগবানের সহিত মিলন করাইবার জন্য স্বেচ্ছায় যে-কোন স্থানে, যে-কোন কুলে আবির্ভূত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরেরই আদেশে যে বৈধী ভক্তির কর্ত্তব্যসমূহ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে গুরুবৈষ্ণবনিন্দার প্রতি অসহিষ্ণুতা-প্রদর্শনই ভক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীবিজ্ঞানভাস্তিবিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আমাদিগকে শাসন করিবেন না, এই বিচারে যদি কেহ শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র জীবনের চিরন্তন ফল করা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহাতে মহাদৃষ্টি করে, সেরূপ পাষণ্ডতা কিছুতেই সহ্য করা যাইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদে মর্ত্ত বুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতার প্রতি নিরপেক্ষতার ভাব হৃদয়ের কোন কোণেও লুক্কায়িত থাকিলে, তাহাতে

আমরা না তাহিলে আমাদের ভক্তিরাজ্য হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইতে হইবে।

কনকের একচেটিয়া মালিক মাধব, কামিনীর একচেটিয়া চোরা মদনমোহন, আর ধারতীর প্রতিষ্ঠার একচেটিয়া অধিকারী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা শ্রীগুরুদেব। গুরুদেবের সহিত—শ্রীনিত্যানন্দের সহিত নিজকে সমান জানাই গুরুর অনুকরণ। গুরুর সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি বা সাযুজ্য-লাভের গুপ্তবৃত্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে, উহা নির্ব্বিশেষবাদ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-সকল দুষ্কৃত-দুষ্কৃতরূপ দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত সংগ্রহ করেন, তাহা অপর শুদ্ধসেবক বা স্বয়ং গুরুদেবও চুরি করেন না। উহার একচেটিয়া অপ্রাকৃত চোর—নন্দনন্দন সেই নবনীত-চৌর নন্দদুলাল আমাদের চিত্তে আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত নিত্য অধিষ্ঠিত থাকুন।

শ্রীগুরুদেবের চিত্তবিলাসে মৎসর হইয়া জীবগণ ধারতীর প্রতিষ্ঠার অদ্বিতীয় অধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠাকে আত্মসাৎ করার নির্ব্বিশেষ মায়াবাদের ঘৃণ্যবেষরূপে মহাস্ত-গুরু নিত্যত্ব অস্বীকার করে এবং জড় হইতে চেতনের সৃষ্টিরূপ তামস-মতবাদ পোষণ করে। বৈষ্ণবের প্রতি মৎসর হইলেই জীবগণ জড়বিলাসী হয় বা জড়-বৈরাগ্যের রাহিত্যময় চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চরম দুর্গতি লাভ করে।

যাহারা কৃষ্ণের প্রতি মৎসর অর্থাৎ ভক্তিবিলাসের অস্বীকারকারী, তাহারা হয় বিষয়াতে বা প্রকৃতিতে ডুবিয়া জীবন বিসর্জ্জন করে, না হয় আত্মহত্যারূপ ব্রহ্মসাযুজ্য বা ঈশ্বরসাযুজ্যরূপ লয় প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত উপসংহারে "কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্" অর্থাৎ কেবলা প্রেমভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন। যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকের পৃথক্ সুখবাঞ্ছা নাই, আশ্রয়-বিগ্রহের সুখকে কোটি প্রাণাপেক্ষা অধিক আরতি করা হয়, তথায়ই কৈবল্য বা নৈষ্কর্ম্ম্য-ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

"ন বিদেতি কৃতঘ্নঃ" মন্ত্রে নন্দনন্দনের উপাসকের দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয়ের অভাব সূচিত হইয়াছে। নাস্তিক্যরূপ কংসকর্ত্তৃক শত শত নিধন-চেষ্টাফলেও নন্দ-নন্দনের বা তাঁহার সেবকের নিধন বা মৃত্যু নাই। পরব্রহ্মের নন্দনন্দনত্ব বা মদনমোহনত্ব না জানিতে পারিলে দ্বিতীয়াভি-নিবেশ প্রবল হইয়া কংসানুগত্য অবশ্যই করিবে।

আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্য ব্যতীত কেহই নন্দনন্দনের সেবা লাভ করিতে পারে না। শ্রীব্যাসদেব আশ্রয়বিগ্রহ-সেবাপরা শ্রুতিগণের সঙ্কলনকারিরূপেও আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্য-লীলার প্রকটকারী। জগদ্গুরুগণ সকলেই আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যের লীলা জগতে প্রকাশের জন্য আত্মপ্রকাশ করেন, ইহাতেই তাঁহাদের জগদ্গুরুত্ব।

ব্রহ্মভজনের পথে অঘ-বক-পূতনা-অরিষ্টাদির বিভীষিকা উপস্থিত হইলেও এক চুলমাত্রও সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না। কৃষ্ণভক্তের ভক্তগণের বিনাশ নাই। ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর পাদপদ্মে সর্ব্বদা দৃঢ়িরূপে সংলগ্ন—সন্নিষ্ট থাকিলে তাঁহার কখনও চ্যুতি নাই।

আমরা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই আমাদের জন্মে জন্মে জীবনে-মরণে সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিব।

বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই গুরুত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। যিনি যতটা বৈষ্ণবের সেবক, তিনি তত অধিক বৈষ্ণব, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণবসেবক, তিনি বৈষ্ণবশিরোমণি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্রাট্ শ্রীগুরুদেব।

বিপ্রলম্ভসেবার প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাতে কোন প্রকার পণ্যনীতি অর্থাৎ বণিগ্‌বৃত্তি নাই। ভৃত্য বণিক নহে, বণিকও ভৃত্য নহে।

উৎসাহ-প্রধান-ব্যাপারটি শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ও শক্তিসঞ্চার আর অবধা-প্রতিষ্ঠা-প্রধান-ব্যাপারটি শ্রীগুরুদেবের বঞ্চনা বা দুঃসঙ্গত্যাগ।

'মঠ' শব্দের অর্থ—হরিকীর্ত্তনমুখরিত ও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যময় শুদ্ধভক্ত-সজ্ঘারাম। সম্প্রদায় বা 'মিশন'—যূথ বা গোষ্ঠ।

'*Morphos*' বা বপুদর্শনে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রতি এক-মাত্র লক্ষ্য ও কোটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিকীর্ত্তনকে আবৃত্তি করিবার অনুরাগ থাকে না। সমস্ত সংসার এই কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের প্রতি উদাসীন, অতএব কুমেধা ও কলিহত। 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' অর্থে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা অর্থাৎ কামদেব-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত কামযজ্ঞের সর্ব্বতোমুখী তর্পণ।

শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করেন না, বৈষ্ণবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া সুখী হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিরহের তীব্র ব্যথা যত উপলব্ধির বিষয় হ'বে, ততই আমরা ব্রজের পথে অগ্রসর হ'তে থাকব। গুরুর বিরহ-ব্যথা প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট, প্রতি সেকেণ্ডে যাঁর যতটা উপলব্ধি হ'বে, তিনি কৃষ্ণের ও তদাশ্রিতগণের সাক্ষাৎ সেবা ততটা উপলব্ধি ক'রতে পারবেন।

আশ্রয়বিগ্রহের সেবাদ্বারা নির্ব্বিশেষবাদের প্রতি যে আসক্তি, তাহা ধ্বংস হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম গৌরসুন্দরের বিলাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। তাঁর সেবা যাঁরা করেন, তাঁদের প্রচ্ছন্ন, ব্যক্ত বা অব্যক্ত মায়াবাদ চিরতরে হৃদয় হ'তে বিতাড়িত হয়।

কৃষ্ণজনের ভজনপ্রবৃত্তি যাঁর যতটা, কৃষ্ণসেবার উদ্দীপন তাঁর হৃদয়ে ততটা প্রতিভাত।

শুদ্ধ-বাণীকীর্ত্তনকারী জিহ্বার সহিত শ্রবণকারীর শ্রবণেন্দ্রিয়ের গূঢ় যোগাযোগ ক'রে উপাস্য বস্তুর অনুশীলন করা দরকার। নচেৎ অন্য রকম অনর্থ এসে জুটবে—ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা এসে অভিধেয়কে আঘাত ক'রবে।

নিবৃত্ত-অনর্থ না হ'লে শ্রবণ শুদ্ধ হয় না।

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।" আহার অর্থাৎ আচরণ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সংগ্রহ। নিত্যানন্দের কৃপায় অনাবৃত চেতনের বৃত্তি জাগরূক হ'য়ে ভগবদ্ধাম-প্রণ প্রকটিত হ'বে। এটি ব্রহ্মপদের দিকে যাত্রা। আহার শুদ্ধ হ'লে তখন "আনের হৃদয়—মন, মোর মন বৃন্দাবন" অবস্থাটী আসবে। তখন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাবিলাসের কথায় অধিকার হ'বে।

সংশয়-নাস্তিক্য-ক্লীব-নির্ব্বীর্য—এগুলিই সংসার—কৃষ্ণ-বিস্মৃতির অবস্থা। এ থেকে মোচন ক'রতে পারেন শ্রীল নিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্ম। তাঁর অসমোর্দ্ধ সেবা উপলব্ধির বিষয় হ'লে কৃচিপরায়ণ হওয়া যায়, তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিচার-প্রধান মার্গে বিচরণ করা কর্ত্তব্য।

অনর্থ নিবৃত্ত না হ'লে অপ্রাকৃত রসে প্রাকৃত ও প্রাকৃত রসে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হ'য়ে 'গোলমালে' পড়তে হ'বে।

জগতের বিচারে Time is money. জাগতিক অর্থ ইন্দ্রিয়সুখসাধক ব'লে জাগতিক অর্থনীতিবিশারদ সময়কে 'অর্থ' মনে করেন। বস্তুতঃ আমাদের সঙ্কল্প একমাত্র লক্ষ্য থাকা উচিত—Time is unalloyed devotion.

যাহাই কহনা আর বিপ্রলম্ভই সৌন্দর্য্য।

বৈষয়িক যে সকল ব্যাপার, যে-সকল তাণ্ডব সংঘটিত হ'চ্ছে, এ সকলের মধ্যেও অলক্ষ্যে আমাদের মনোবুদ্ধির অগোচরে শ্রীগৌরসুন্দর ও তৎপ্রেষ্ঠতম গুরুদেবের কৃপাময় শ্রীহস্ত র'য়েছেন,—এই কথা বিশ্বাস করবেন।

আমরা যেন শ্রীমন্দিরের চূড়ায় সুদর্শনের আলয়ে—উত্তর-মীমাংসার আশ্রয়ে অন্যান্য আধ্যক্ষিক দর্শনের কবল হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম-দর্শনের উপযোগী দিব্যচক্ষু লাভ করতে পারি।

আত্মমঙ্গলকামীর বিচার এই যে, সম্পূর্ণ শরণাগত হ'য়ে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব যখন যে অবস্থায় রেখে সুখ পান, তদ্দণ্ড মৃত্যু পণ ক'রে শেষনিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট হ'য়ে

সর্ব্ববিধ ভোগ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীচৈতন্যের সেবায় (শ্রীচৈতন্যের সেবায় নহে। এই জীবনকে আহুতি প্রদান ক'রবে।

শ্রীচৈতন্যের ধাম পরিমেয় নহে। অনন্ত কোটি বিশ্ব—যেখানে সকল মনুষ্যবাসী সংকীর্ত্তন-বজ্রাগ্নির লেলিহান জিহ্বা বিস্তারিত ক'রে সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে প্রকট করেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যের ধাম।

গৌরসুন্দর—পিতা, সংকীর্ত্তন—তৎপুত্র। পরবিদ্যাবধূর সম্ভোগে রাধা শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ সংকীর্ত্তন-পুত্রের প্রকাশ ও বিস্তারকল্পে নিত্য নব নব লীলা করেন।

জীবসমূহ আলোর এক-একটি ক্ষুদ্রতম কণা। আমরা আলোস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের এক একটি রেণু মাত্র। যখন আলোকে বাদ দিয়া আলোর কণা-স্বরূপ জীব নিজেকে "বড় আমি" বুদ্ধি করে, সেখানেই জীব আঁধারে ঢুকিয়া পড়ে, দোষ পায়, আত্মবিনাশ সাধন করে।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-ভিনিষ্টি পূর্ণ আলোকময়; আঁধারের যে কোন বিক্রম, মহাকালীর আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির যে কোন পরাক্রম, বহুরূপিণী ছায়াময়ী মায়ার যে-কোনও সম্মোহন, সমস্তই ভক্তিসিদ্ধান্তালোকে ধরা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ সেই আলো-শক্তির কৃপাবতার।

আমাদিগকে আঁধার—মহাকালীতে লীন করাইবার জন্য আত্মস্তম্ভর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছে। আচার্য্যবৃন্দের আলোক আকর্ষণ যদি আমরা অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলে যাবতীয় প্রতিকূল চেষ্টা—কোটি কোটি বাধা-বিঘ্নের পর্ব্বত আমাদের সেবোৎসাহ আরও কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধি করিবে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীবার্ষভানবীর অবতার বলা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে অংশিনী রাধা বলিয়া শ্রীগৌরবিষ্ণু-প্রিয়াকে যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলিতে চাহেন, তাঁহারা উভয়-লীলার বৈশিষ্ট্য-ধ্বংস-প্রয়াস-হেতু উভয়স্থলেই ঘোরতর অপরাধী হন।

বহুরূপী নির্ব্বিশেষবাদের দুই একটি রূপ *

বৈষ্ণবের স্বরূপ ও বিশ্বরূপদর্শন

শুদ্ধা ভক্তিদেবীর পূর্ণ আশ্রয় হইতে জীব বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের নামে নির্ব্বিশেষবাদের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর সমগ্র তথাকথিত আস্তিক সম্প্রদায়ই পরমার্থের নামে নির্ব্বিশেষবাদকে বহুমানন করেন, ইহা অনাদিকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার একটি মজ্জাগত স্বভাব। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি-যাজনের অভিনেতা, তথাকথিত প্রচারক বা তথাকথিত সঙ্ঘের আন্দোলনে উৎসাহী, তাঁহারা সকলেই ন্যূনাধিক তাঁহাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নির্ব্বিশেষবাদকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বহুমানন করিতে বাধ্য হন। ইহা

* এই প্রবন্ধটি নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতে পতিত কতিপয় কোমলশ্রদ্ধের আধ্যক্ষিক বিচারের আংশিক উত্তররূপে লিখিত। ভক্তিপ্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘের মধ্যে নির্ব্বিশেষ চিন্তা-স্রোতঃ প্রবেশ করিলে তাহা অপেক্ষা আর অধিক অমঙ্গল-কর ব্যাপার কিছুই নাই। কোমলশ্রদ্ধ বা তথাকথিত মধ্যমাধিকারীর অভিমানকারী ব্যক্তিগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের পূর্ণানুগত্য না করিলে জগতের ভোগ ও ত্যাগ, পাপ ও পুণ্যকেই বহুমানন করিবে এবং ন্যূনাধিক নির্ব্বিশেষবাদকেই পারমার্থিকতা বা ভক্তি বলিয়া কল্পনা করিবে। ইহা ভক্তিধর্ম্মধ্বজিগণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদ্। অতএব সাধু সাবধান!

মায়াদেবী তাহার স্বরূপ গোপন করিয়া সংঘটন করাইয়া থাকেন। যাহারা নবীন উপাসক অর্থাৎ নূতন ধর্ম্মাচরণে উন্মুখ বা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় নির্ব্বিশেষবাদেই ন্যূনাধিক ভরপুর থাকে। নির্ব্বিশেষবাদের ধারণা হইতেই তাঁহারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের ধারণা করিয়া থাকেন। কারণ, নির্ব্বিশেষবাদই কৃষ্ণবিমুখ জগতের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। এই নির্ব্বিশেষবাদ যে একপ্রকার, তাহা নহে, ইহা বহুরূপী। ইহার রূপ যে কতপ্রকার, তাহা ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা এক এক সময় এমন সাধুতা, সত্য, মৈত্রী, জ্ঞান, বিরাগ, তপস্যা, ন্যায়, যুক্তি, সুখবেষণা, নিরপেক্ষতা, নিষ্ঠা, সদাচার, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লাগতিক বহুমানিত গুণে বিভূষিত হইয়া আধ্যক্ষিক তথাকথিত ধর্ম্মপ্রবণ জগৎকে বিমোহিত করে যে তাহাতে অনেক সময় বহু সরল ব্যক্তিরও বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। চার্ব্বাকাদি স্পষ্ট নাস্তিকগণের কবল হইতে বহু-লোকের উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদের প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার মোহ অতিক্রম করিবার ক্ষমতা একমাত্র মায়াতীত অতিমর্ত্ত্য পরমহংস ব্যতীত অপর কোন সাধারণ জীবের নাই। ভক্তিরাজ্যে কনিষ্ঠাধিকারীর কথা দূরে থাকুক্, মধ্যমাধিকারীও নির্ব্বিশেষবাদের ঐসকল রূপে অনেক সময় বিমোহিত ও বঞ্চিত হইয়া পড়ে।

নির্ব্বিশেষবাদের প্রগতির পথেরই আধ্যক্ষিকতা। সেই আধ্যক্ষিকতা ভগবদ্ভক্তির স্বরূপলক্ষণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তটস্থ লক্ষণের প্রতিবিম্বাভাসগুলিকে ভক্তি মনে করে ও সেই সকল প্রতিবিম্ব যে সকল পাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকেই ধার্ম্মিক বা ভক্ত এবং যে সকল পাত্রে তটস্থ লক্ষণের প্রতিবিম্বাভাস প্রতিফলিত দেখা যায় না, তাহাদিগকে অধার্ম্মিক, অভক্ত, এমন কি, দুর্নৈতিক পর্য্যন্ত মনে করে! নির্ব্বিশেষবাদ 'সোনার পাথর বাটী'র অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকে অর্থাৎ পরমহংসের পতন (!), 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে', কামিনীকাঞ্চনের মায়ায় "ব্রহ্মাবিষ্ণু পড়ে থাচ্ছে খাবি" ইত্যাদি মত পোষণ ও প্রচার করে। যাহা 'সোনার বাটী' তাহা 'পাথরের বাটী' নহে; যিনি পরমহংস, তিনি কখনও পতিত নহেন; ব্রহ্ম কখনও পঞ্চভূতের কারাগারে আবদ্ধ হন না; জগদ্গুরু ব্রহ্মার, বিষয়বিগ্রহ বিষ্ণুর কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধদশা নাই; বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু নাই, কর্ম্মফলভোগ নাই, ইহাই বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত; কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী বলেন, বৈষ্ণবও জন্মমৃত্যুর অধীন; এমন কি স্বয়ং ভগবান্ জন্মমৃত্যুর কবলে কবলিত, অবতারের কেশার (কর্কট রোগ) রোগ হয়, তাঁহারও দেহ পাঞ্চভৌতিক দেহ ইত্যাদি!

নির্ব্বিশেষবাদের ঐ সকল বিষাক্ত বাষ্প ভক্তিরাজ্যের তথাকথিত উপাসকগণের মধ্যেও প্রবলভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যাহাদের ঐরূপ নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোত:, তাহারা গুরুদেবকে মুখে 'পরমহংস' বলিয়া স্তুতি করিয়া গুরুদেবের কোন ছিদ্র আছে কিনা, তাহা শ্রবণ, অনুসন্ধান ও তজ্জন্য গবেষণা করিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হয় এবং যদি তাহারা গুরুদেবে বা বৈষ্ণবে ভক্তির তটস্থলক্ষণের প্রতিবিম্বাভাসগুলি দেখিতে না পায়, তবে তাহাদের হৈতুকী ছলনাময়ী শ্রদ্ধা অপসৃত হইয়া পড়ে। তাহাদের ঐ হৈতুকী শ্রদ্ধা নির্ব্বিশেষবাদেরই একটি বহুরূপিণী মায়া। ঐ মায়া বা ইন্দ্রজালকে আপাতদর্শনে 'শ্রদ্ধা' বলিয়া মনে হয়; কিন্তু উহা আধ্যক্ষিকতাময় নির্ব্বিশেষবাদের মায়াবী 'চেড়ী' মাত্র।

যেরূপ পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ ও স্বরূপ দর্শন অধিকারি-ভেদে হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৈষ্ণবেরও বিশ্বরূপ ও স্বরূপ দর্শন অধিকারি-ভেদে লাভ হয়। নবীন উপাসকগণ পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়। ঐ বিশ্বরূপ প্রাকৃত—ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত; কিন্তু অবৈষ্ণবমত তাহা নহে। নির্ব্বিশেষবাদীমাত্রই ঐ বিশ্বরূপের মোহে মুগ্ধ ও বঞ্চিত হন। যেরূপ যাহাদের নির্ব্বিশেষ ধাত আছে, তাহারাও বৈষ্ণবের বিশ্বরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া থাকে, বৈষ্ণবের স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। বৈষ্ণবের বিশ্বরূপের মধ্যে যদি তাহারা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের উপযোগী প্রতিবিম্বাভাসগুলি প্রতিফলিত দেখিতে পায়, তখন তাহাদের একপ্রকার ছলনাময়ী শ্রদ্ধারূপী নির্ব্বিশেষ-মায়া প্রকাশিত হয়; আর যদি বিশ্বরূপ দেখিয়া তাহাদের ঐ হৈতুকী শ্রদ্ধা বিনষ্ট হয়, তখনই তাহারা বৈষ্ণব ও গুরুকে আক্রমণ করিতে বসে।

তথাকথিত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায় কেবল প্রতি কথায় 'পাপ' 'পাপ', কতকগুলি সম্প্রদায় 'দুর্নীতি' 'দুর্নীতি', কতকগুলি 'কামিনীকাঞ্চন' 'কামিনীকাঞ্চন', 'ত্যাগ' 'ত্যাগ' এই সকল মন্ত্র জপ করিয়া

থাকে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যাহারা অত্যন্ত পাপী, তাহারাই পাপের ভয়ে বেশী ভীত বা উহার নিন্দায় পঞ্চমুখ। যাহারা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ, তাহারাই দুর্নীতির প্রতি ক্রোধপরায়ণ; যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত, তাহারাই কামিনীকাঞ্চনের বিদ্বেষী, যাহারা প্রচ্ছন্ন ভোগী, তাহারাই ত্যাগের প্রশস্তি-গায়ক। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তগণ পাপ ও পুণ্য কোনটির নামই শ্রবণ করেন না, দুর্নীতি ও সুনীতি কোনটিকেই বহুমানন করেন না। তাঁহারা কখনও কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের মন্ত্র জপ করেন না। তাঁহারা ভোগ ও ত্যাগ কোনটিরই উপাসক নহেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠসেবক।

নিম্নে নির্ব্বিশেষবাদিগণের কএকটি চিন্তাস্রোতঃ তাহাদের হইতে উদ্ধৃত হইল—

কোন এক পৃথিবীবিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যকে বলিতেছেন,—

গুরু—(শিষ্যের প্রতি) "তোমার কি বিবাহ হ'য়েছে ?"

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ।

গুরু—(শিহরিয়া) ওরে রা—ম:, বিয়ে ক'রে ফেলেছে !

গুরুদেব—তোমার কি ছেলে হ'য়েছে ? (শিষ্যের বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বলিলেন—আজ্ঞে —ছেলে হ'য়েছে।।

গুরুদেব—'হাঃ, ছেলে হ'য়ে গেছে !"

(ব—১ম ভাগ ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ) *

নির্ব্বিশেষবাদী গুরু ও শিষ্য উভয়ের বিচারে বিবাহ করা না করা, ছেলে হওয়া না হওয়া—এইগুলিই ধার্ম্মিকতার মাপকাঠি !

শ্রীগৌড়ীয়মঠের একজন তথাকথিত প্রচারকনামধারী ব্যক্তি আকুমার ব্রহ্মচারীর অভিমান করিতেন। প্রসাদ-সেবার সময় যখনই তিনি 'সাধু সাবধান' ধ্বনি দিতেন, তখনই তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন,—

"সাধু সাবধান !"

"বিষ্ণু ! বিষ্ণু ! বিষ্ণু ! হাতপা ছোড়কে ভিক্ষির পর্না কর্না মজাদারী ভাইয়া !"

শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ অভক্তিপর ধ্বনি শুনিয়া অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন,—"ইহা নির্ব্বিশেষবাদীর ধ্বনি। ইহার মধ্যে ভক্তির কোন গন্ধও নাই। বিবাহ না করা ও ছেলে না হওয়াই যদি পারমার্থিকতা হইত, তবে জগতে পারমার্থিকের কোন অভাব থাকিত না। কারণ, প্রত্যেক মায়াবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিক ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকে।" ঐ ব্রহ্মচারীটি পরবর্ত্তিকালে সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিনয় করিয়া গুরুবৈষ্ণবাপরাধপূর্ণ নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতে ধাবিত হইয়াছে।

একসময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত-অভিমানকারী এক ব্রহ্মচারীকে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা-সংগ্রহের জন্য আর একজন ভক্তের সহিত প্রেরণ করা হইয়াছিল। যখন অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকগণ দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা দিতে আসিতেন, তখন ব্রহ্মচারীজী মুষ্টিভিক্ষা-সংগ্রহের পাত্রটিকে দ্বারে রাখিয়াই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া দূরে সরিয়া থাকিতেন, পাছে তাঁহার স্ত্রীদর্শন হয় এবং ছোট হরিদাসের মত মহাপ্রভুর অপ্রীতিভাজন হইতে হয়। আর যখন কোন পুরুষ লোক ভিক্ষা দিতে আসিতেন, তখন তিনি সম্মুখস্থ হইয়াই তাহা গ্রহণ করিতেন। ব্রহ্মচারীটির এই আচরণের কথা গুরুবর্গের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা ব্রহ্মচারীর এই আচরণ সমর্থন করিতে পারিলেন না। শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন যে, যাহাদের হৃদয় সর্ব্বদা যোষিৎচিন্তার মত তাহাদেরই ঐরূপ অভক্তিপর বিচার দেখা যায়। নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার ঠিক এইরূপ। ঐরূপ কৃত্রিম স্ত্রীদর্শনবিদ্বেষের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রকৃতি-সম্ভাষণই হইয়া থাকে—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদ গুরুগণকে জানাইয়াছিলেন।

প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে এক ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের অভিনয়কারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি একদিন শ্রীগৌড়ীয়মঠের দুই একজন ভক্তের সহিত ঢাকা হইতে কলিকাতাভিমুখে যাইতেছিলেন। তিনি ট্রেণের যে বেঞ্চে ছিলেন, তথায় রাত্রিকালে দেখিতে পাইলেন, এক বৃদ্ধ তাহার একটি পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্কা দৌহিত্রীকে ট্রেণের বেঞ্চের উপর শয়ন করাইয়া নিম্ন উরুদেশের উপর ঐ বালিকার মস্তক স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াই

---

* পুস্তকের নাম স্পষ্ট উল্লিখিত হইল না; কারণ অপর সম্প্রদায়ের কোন কথা সমালোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কেবল ভক্তিরাজ্যে নির্ব্বিশেষবাদ প্রবেশ না করে, এই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ লিখিত।

সঙ্গ-স্ত্রী-পরিত্যাগকারী আচার্যক মহোদয় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন এবং সেই চলন্ত ট্রেণের কক্ষে দাঁড়াইয়াই উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "দেখুন! মানুষ বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তথাপি কিরূপ তাহার স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা! স্ত্রীজাতি কি মায়াবী! অল্পবয়স্কা বালিকা হইলে কি হয়। তাহাও বৃদ্ধের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে!" এইরূপ নানা কথা বলিয়া প্রচারক মহোদয় জানাইলেন যে, তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া স্ত্রীসঙ্গের কুফল জগতে প্রচার করিতেছেন। কারণ, ইহাই জীবের সকল বন্ধনের মূল।

যখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রচারক মহোদয়ের এই কথা জানান হইল, তখন শ্রীল প্রভুপাদ ঐ ব্যক্তিকে নির্ব্বিশেষবাদী অন্তর্ভিপরায়ণ প্রচ্ছন্ন কামুক বলিয়া আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণকে জানাইলেন। পরবর্ত্তিকালে ঐ স্ত্রীপরিত্যাগকারী ব্যক্তি পুনরায় পরিত্যক্তা স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে নিরামিষ ভোজনচ্ছলে শরীরের বলবীর্য্য শুষ্ক হইয়া যায় বিচার করিয়া বন্যান্তর গ্রহণপূর্ব্বক ছাগ-কুক্কুটাদির মাংস এবং নিষিদ্ধ মাংসবিশেষ সহধর্ম্মিণীর সহিত ভোজন করিতেছেন এবং আধুনিক ফ্যাসেন অনুযায়ী বিগতযৌবনা সহধর্ম্মিণীকে নানা বসন, ভূষণ ও প্রসাধনাদি দ্বারা সুসজ্জিতা ও নবীনা করিয়া প্রায় ষষ্টিবর্ষ বয়সে স্ত্রী-তর্পণ করিতেছেন! ইহাই প্রচারক মহোদয়ের স্ত্রীসঙ্গবিদ্বেষের ফল! বর্ত্তমানে তিনি নির্ব্বিশেষবাদের প্রচ্ছন্ন ভোগ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্ট ভোগী হইয়াছেন।

প্রায় অষ্টাদশবর্ষ পূর্ব্বেই এক অবিবাহিত যুবক হরিভজন করিবার ছলনা করিয়া মঠবাসী ব্রহ্মচারী হইবার অভিনয় করেন। এই নবীন ব্রহ্মচারীটি বৈষ্ণব-গৃহস্থ দেখিলেই তাঁহাদের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেন। এক সময় কোন এক বৈষ্ণবগৃহস্থ সহধর্ম্মিণীর সহিত একটি নবজাত সন্তান লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তখন ঐ ব্রহ্মচারীটি উক্ত বৈষ্ণবগৃহস্থকে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় শিষ্টাচারবিরুদ্ধ নানা কথা বলেন। কারণ, স্ত্রীলোক বা নবজাত সন্তানাদি দেখিলেই উক্ত ব্রহ্মচারিনামধারীর প্রচ্ছন্ন কামুকতার উদ্রেক হইত এবং তিনি নিজের কামলিপ্সা ও নীচচিত্তবৃত্তিগুলি অপরের মধ্যে দর্শন করিয়া পরকে সংশোধন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন! শ্রীল প্রভুপাদ ঐ ব্রহ্মচারিনামধারীর ঐরূপ ব্যবহারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ঐ ব্যক্তি মঠবাস পরিত্যাগ করেন এবং যে যোষিৎসঙ্গের এত বিদ্বেষ করিতেন, সেই যোষিৎসঙ্গকেই অত্যন্ত অবৈধভাবে রুচির সহিত আলিঙ্গন করেন। বর্ত্তমানে ঐ ব্যক্তি নিজ বিমাতৃগামী হইয়া ও তাহাতে বহু সন্তান উৎপাদন করিয়া জগজ্জালকর বেশোপজীবী হইয়াছেন ও শুনা যায় কুলিয়া নবদ্বীপ সহরে বাস করিতেছেন। এখনও সেই ব্যক্তি বিজ্ঞাপনে যোষিৎসঙ্গের নিন্দা প্রচার করিয়া গোপনে ঐরূপ ব্যভিচার করিতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা।

যাহারা যে বিষয়ের অতি বিদ্বেষী হয়, তাহারা সেই বিষয়েরই উপাসক হইতে বাধ্য হয়। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে, যাহারা কু-দলের অত্যন্ত বিদ্বেষী হইয়াছিল, তাহারাই এখন কু-দলের পরাবলেহনকারী স্তাবক হইয়াছে। তাহাদের চিত্তবৃত্তি এখন কু-দলের সহিত খাপে খাপে মিলিয়া গিয়াছে। যাহারা ক-কে অত্যন্ত অবৈধ • • সঙ্গী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল, তাহারা এখন তাহার সহিত গলাগলি চলাচলি করিতেছে। ক—এখন •—শ্রেষ্ঠের (!) শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ-শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন!! ইহাই বিদ্বেষের পরিণাম। আর যাঁহারা পূর্ব্বাপর কু-দলের কোন বিদ্বেষ বিন্দুমাত্রও হৃদয়ে পোষণ করেন নাই, কেবলমাত্র অন্যাভিলাষরহিত হরিভজনের জন্য অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা গুর্ব্বপরাধী অবৈধ • • সঙ্গী কু-দলের সহিত মিলিতও হন নাই এবং হইবেনও না। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণের চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা বিদ্বেষী বা বিরাগী এবং আসক্ত বা ভোগী কোনটীই নহেন। নিষ্কপট হরিসেবার জন্যই তাঁহাদের জীবন।

একসময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ন্যাসি-নামধৃক্ এক ব্যক্তি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সহিত এক বিতর্ক উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "গৃহস্থ অবৈষ্ণবই হউন, আর বৈষ্ণবই হউন, উভয়ই ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হইতে ছোট। কারণ, গার্হস্থ্য-ব্যাপারটি স্ত্রীপুরুষঘটিত ব্যভিচারকেই একটা লৌকিক সামাজিকতার আপোষের দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টামাত্র।" তাঁহার বিচারে একমাত্র মহাভাগবত ব্যতীত বৈষ্ণবগৃহস্থমাত্রই প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারী ও ধর্ম্মরাজ্যের অনধিকারী।

এই তর্কের মীমাংসার জন্য ভক্তগণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত 'সন্ন্যাসি'-নামধারীর ঐরূপ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"প্রকৃত বৈষ্ণবগৃহস্থ সন্ন্যাসীর গুরু; কিন্তু তাঁহার 'গুরু' অভিমান নাই। আর যে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী কিংবা বানপ্রস্থ বৈষ্ণবকে 'গৃহস্থ' মনে করিয়া সেই বৈষ্ণবকে নিজ অপেক্ষা 'ছোট' মনে করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবের 'প্রভু' হইতে চাহেন, তিনি সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থধর্ম্ম হইতে পতিত হন। **ভক্তির তারতম্যানুসারেই বৈষ্ণবতা, আর বর্ণাশ্রমের বাহ্য আকারের তারতম্যানুসারে উচ্চাবচ বিচারই কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্ম বা অভক্তি।** বৈষ্ণবতা আত্মার ধর্ম্ম। যিনি যতটা শরণাগত ও বৈষ্ণবের সেবক, তিনি ততটা বৈষ্ণব শ্রীল বাবাজী মহারাজ। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শ ও উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক গৃহব্রতধর্ম্মকেই ভক্তির অঙ্গ বিচার করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শুষ্ক বৈরাগ্য বা গৃহব্রতধর্ম্ম কোনটিই বৈষ্ণবতা নহে। যিনি যতটা নিষ্কপট ও কৃষ্ণনামে শরণাগত, তিনি ততটা বৈষ্ণব—তিনি বাহিরে যে বেশ লইয়াই থাকুন।" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্য কৃত্রিমপন্থী ব্যক্তিগণের চিন্তস্রোতঃ—যাহা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে বস্তুমানিত ও রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাও পরমার্থের দিক্ হইতে গর্হণ করিয়াছিলেন। কৃত্রিমভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সমর্থকগণের মত অনুসরণে ইন্দ্রিয়দমন হয় না, উহা ইন্দ্রিয়তর্পণবিশেষ।

পূর্ব্বোক্ত 'সন্ন্যাসি'-নামধারী ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না এবং শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিম্নলিখিত উপদেশসমূহ তাঁহার নিঃসৃত হইল না। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সন্ন্যাসিব্রুবের চিন্তাস্রোতকে রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় 'নির্ব্বিশেষ' চিন্তাস্রোতঃ বলিয়া ফলকামী ভক্তগণকে জানাইয়া দিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"ব্রজনাথ—'বৈষ্ণবজন' বলিলে কি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে বুঝিতে হইবে?

বাবাজী—শুষ্কভক্তই বৈষ্ণব—গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগী হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা চণ্ডালই হউন, ধনিমানীই হউন বা দরিদ্রই হউন, তাঁহার **যে পরিমাণে শুষ্কভক্তি আছে, সেই পরিমাণে তিনি কৃষ্ণভক্ত।**—বৈঃ ধর্ম্ম ১৭শ অঃ।'

"ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন বিষয়ীদের ন্যায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ অন্বেষণ করেন না। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী কৃষ্ণদাসী, পুত্রকন্যাসকল কৃষ্ণের পরিচারক ও পরিচারিকা। তাঁহার চক্ষু শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করে। তাঁহার কর্ণ হরিকথা ও সাধুজীবন শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। তাঁহার নাসিকা কৃষ্ণার্পিত তুলসী ও সুগন্ধদ্রব্যসকল গ্রহণ করিয়া আনন্দ ভোগ করে। তাঁহার জিহ্বা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণনৈবেদ্য আস্বাদন করিতে থাকে। তাঁহার ত্বক্ ভক্তাঙ্ঘ্রি-স্পর্শসুখ লাভ করে। তাঁহার আশা, ক্রিয়া, বাঞ্ছা, আতিথ্য, দেবসেবা সমস্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। **তাঁহার সমস্ত জীবনই 'জীবে দয়া', 'কৃষ্ণনাম' ও 'বৈষ্ণব-সেবন' এই মহোৎসবময়।** অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ কেবল গৃহস্থ-ভক্তেরই সম্ভব। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের মধ্যে অনেক মহত্তম গুরু আছেন।"

(বৈষ্ণবধর্ম্ম ৭ম অঃ)

"স্ত্রীসঙ্গ কাহাকে বলা যায়? বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সহবাস করাকে কি স্ত্রীসঙ্গ বলে? এরূপ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিবাহ করিবার পূর্ব্বে এই স্মৃতিবচন পাঠ করিয়াছিলেন,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

গৃহকে গৃহ বলা যায় না। গৃহিণীর নামই গৃহ। গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে অনেকেই গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কলিজীবের উদ্ধার হইয়া থাকে। বিবাহিতা পত্নীর সহিত কৃষ্ণসংসার স্থাপন করিলে জীবের ভজনোন্নতির ব্যাঘাত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সাহায্য হয়। কৃষ্ণসেবার উপকরণস্বরূপ স্ত্রীপুত্র অঙ্গীকারকে ভক্তির অঙ্গ বলা যায়। বরং ত্যাগে শুষ্ক বৈরাগ্যের বিশেষ অনাদর ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায়। বিবাহিতা পত্নীকে কৃষ্ণদাসী ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে কৃষ্ণদাস

বলিয়া যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা ভক্তের পক্ষে কিছুমাত্র দূষণীয় নয়। যদি বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত যুক্ত-বৈরাগ্যের ব্যবহারক্রমে সহবাসাদি স্ত্রীসঙ্গ হইল না, তবে স্ত্রীসঙ্গ তাহাকে বলে? তদুত্তর এই যে, সঙ্গ শব্দে আসক্তি। সেই বিবাহিত-স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পড়িলে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায়। আসক্তি জীবের একটি নিত্যধর্ম্ম। তাহা যদি কৃষ্ণে অর্পিত হয়, তবে অন্যত্র আসক্তি থাকে না। স্ত্রীতে আসক্তি করিলে সুতরাং কৃষ্ণাসক্তি খর্ব্ব হয়। কৃষ্ণাসক্তিই ভক্তি। স্ত্রীতে যুক্তবৈরাগ্য এবং কৃষ্ণে আসক্তি করিলে স্ত্রীসঙ্গ হইল না। ... গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিবাহপদ্ধতির দ্বারা লব্ধ পত্নীর সহিত অনাসক্তরূপে সহবাসকে 'স্ত্রীসঙ্গ' বলা যায় না। সেরূপ গৃহস্থ পুরুষের সঙ্গও অসৎসঙ্গ নয়।"
—(সজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ, 'অসৎসঙ্গ' পরিত্যাগ' প্রবন্ধ)

বৈষধর্ম্মে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিজয়ের মুখে বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"প্রভো! তবে কি গৃহিণীসঙ্গ ত্যাগ না করিলে জীবের শুদ্ধনামের উদয় হইবে না?"

বাবাজী—স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বিবাহিত-স্ত্রীর সহিত অনাসক্তভাবে বৈষ্ণবসংসার সমৃদ্ধি করেন, তাহাকে "স্ত্রীসঙ্গ" বলে না। স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম 'যোষিৎসঙ্গ'। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থলোক শুদ্ধ কৃষ্ণনামের আলোচনায় পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।—(বৈষধর্ম্ম ২৫শ অঃ)

অন্য একসময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া কোন এক ব্যক্তি বলিলেন,—এই সকল সিদ্ধান্ত নিতান্ত নিম্নাধিকারীর পক্ষে। বস্তুতঃ 'ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী' না হইলে কেহই 'গোস্বামি' পদবাচ্য বা বৈষ্ণব হইতে পারেন না। উপদেশামৃতে ষড়্‌বেগের অন্যতম উপস্থ-বেগের ধারণকেই গোস্বামিত্ব বা বৈষ্ণবতা বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের যদি সন্তানাদি হয়, তবে তাঁহাদের উপস্থবেগ ধারণ হয় নাই জানিতে হইবে। উক্ত ব্যক্তির এই কথার উত্তরে শ্রীসজ্জনতোষণী হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সিদ্ধান্তটি উক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা হইল।

"বৈধ স্ত্রীসঙ্গকেই উপস্থবেগ ধারণ বলে।"
('বৈধ' সজ্জনতোষণী ১১।৫)

পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসি-নামধারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব-গুরুবর্গের শ্রীচরণে অপরাধপূর্ণ চিত্তাম্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নীরব হইয়া স্থান ত্যাগ করিলেন ও নিজের শুষ্ক বৈরাগ্যকে বহুমানন করিতে লাগিলেন। এই অপরাধফলে ঐ ব্যক্তি পরে অত্যন্ত বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল এবং গুরুদেবকর্ত্তৃক নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ পরবর্ত্তিকালে তাঁহার আর মুখদর্শন করেন নাই এবং সে ব্যক্তিও শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখীন হইতে পারেন নাই।

শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের সংরক্ষক জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সকল সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে নির্ব্বিশেষবাদিগণের তায় শতকরা শতজন যে ব্যক্তিকে তাহাদের 'প্রামাণিক মহাজন' বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার কএকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা উদ্ধার করিবার কারণ এই যে, নির্ব্বিশেষবাদ কেবল যে তাহার আপন ঘরে আবদ্ধ আছে, তাহা নহে, যাঁহারা ভক্তিধর্ম্মের আচরণকারী ও প্রচারক বলিয়া অভিমান করেন, এরূপ শতকরা প্রায় নিরানব্বই জনের হৃদয়ের মধ্যেও নির্ব্বিশেষমত গোপনে প্রবেশ করিতেছে।

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার এইরূপ—

গুরুদেব—(শিষ্যের প্রতি) "হ্যাঁগা, এটা আমার ক'দিন ধ'রে হ'চ্ছে, কেন বল দেখি? ঠাকুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই! একবার একটা বাটীতে হাত দি'ছিলুম, তা' হাতে শিল্পীমাছের কাঁটা-ফোটা মত হ'লো। হাত ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ কর্‌তে লাগ্‌লো। পাড়্ না ছুঁলে নয়, তাই মনে কর্‌লুম, গামছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি, তুল্‌তে পারি কি না। যাই হাত দিয়েছি, অম্‌নি হাতটা ঝন্ ঝন্ কন্ কন্; খুব বেদনা! শেষে মাকে প্রার্থনা কর্‌লুম, 'মা, আর অমন কর্ম্ম ক'র্‌বো না, মা এবার মাপ কর!"

—(র·····প্রথমভাগ ৪র্থ সংস্করণ ১৯০ পৃঃ)

• • • •

"গুরুদেব—কামিনীকাঞ্চনই মায়া। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে—

ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ে থাচ্ছে খাবি!"

—(র·····দ্বিতীয় ভাগ ১ম সংস্করণ ৪র্থ পৃঃ)

একজন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"কোন ভক্ত যদি গৃহী হন, আর কেহ যদি আজীবন ব্রহ্মচারী বা, অনুক্ত ত্যাগী হন, তবে উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" জগদ্বিখ্যাত কোন নির্ব্বিশেষবাদী উত্তরে বলিতেছেন,—

"কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বে

মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হ'বার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তা' হ'লে সন্দেহ হয়। (সকলের হাস্য)

খই যখন ভাজা হয়, দু'চারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মরিচা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মরিচা ফুলের মত দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হোতে পারে।"

—(র.....১ম ভাগ ৪র্থ সংস্করণ ২১৪ পৃঃ)

"গুরুদেব (শিষ্যের প্রতি)—কিন্তু বহুনের বাটী যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাক্‌বেই। কামিনীকাঞ্চন ঘাঁটলে বহুনের গন্ধ হয়।"

"যেমন কাকে ঠোক্‌রান আম, ঠাকুরকে দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ।"

"নূতন হাঁড়ি, আর দৈ-পাতা হাঁড়ি। দৈপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখ্‌তে ভয় হয় প্রায় দুধ নষ্ট হ'য়ে যায়।"

"ওরা থাক্ আলাদা। যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা-দেবকন্যাও নেবে আবার রামকেও লাভ ক'রবে।

আর অসুররা নানা ভোগও কচ্ছে আবার নারায়ণকে লাভ কচ্ছে।"

"একটা লাম্‌ড়া গাই-গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, একি হ'লো? এ তো লাম্‌ড়া। তখন গাড়োয়ান বলে,—'মশায়, এ বেশী বয়সে লাম্‌ড়া হ'য়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।'

এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা ব'সে আছে—একটি স্ত্রীলোক সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছে, একজন আড়চোখে চেয়ে দেখ্‌লে। সে তিনটি ছেলে হ'বার পর সন্ন্যাসী হ'য়েছিল।

একটি বাটীতে যদি বহুন গোলা যায়, বহুনের গন্ধ কি যায়? বাবুই গাছে কি আম হয়?"

(র.....২য় ভাগ ১ম সংস্করণ ২৩২ পৃঃ)

• • •

গুরুদেব (শিষ্যের প্রতি)—"দুই একটি ছেলে হ'লে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে ভাই বোনের মত থাক্‌বে, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা ক'রবে, যাতে ছেলে পুলে আর না হয়।"—(ঐ)

• • •

"তবে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে হ'বে না। ত্যাগ হ'লে তবে অজ্ঞান-অবিদ্যা নাশ হয়। আতস কাঁচের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়্‌লে কত জিনিস পুড়ে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে আতস কাঁচ লয়ে গেলে ওটী হয় না। ঘর ত্যাগ ক'রে বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়।"

—(র.....৩য় ভাগ ১ম সংস্করণ ৮৭ পৃঃ)

একদিন শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে নির্ব্বিশেষবাদিগণের এই সকল কথা বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ অট্টহাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে ভক্তির কোন কথাই নাই। সেই সূত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হাযাধন দত্ত মহাশয় নির্ব্বিশেষবাদের পুরোহিতের যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও জানাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে উপদেশ-প্রদানমুখে বলিয়াছিলেন যে, শুষ্কভক্তগণের বিচার কখনও ঐরূপ নহে। ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থের অভিনয় করিলে তিনি "বহুনের বাটী," "কাক ঠোক্‌রান আম" কিংবা "রাবণের আদর্শে একাধারে নাগকন্যা, দেবকন্যা ও লক্ষ্মী-ভোক্তার" অভিমানকারীর ন্যায় হইবেন কিংবা তাঁহার গায়ে "কাজলের দাগ" বা "খোলার দাগ" লাগিবে—এরূপ বিচার অভক্তি-যাজনকারী নির্ব্বিশেষবাদীর। ভক্তি দেহ ও মনের ধর্ম্ম নহে যে ঐরূপ লাল দাগ ও কাল দাগের তারতম্য বিচার ভক্তের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে।

কোন এক নির্ব্বিশেষবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও শ্রীরামানুজ-আচার্য্যের চরিত্রের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে,

শ্রীরামানুজাচার্য্য হইতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেন না, শ্রীরামানুজাচার্য্য কৃতবৈরাগ্য অর্থাৎ বিবাহ করিবার পর সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আর শ্রীশঙ্করাচার্য্য আকুমার ব্রহ্মচারী অবস্থা হইতেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এইরূপ অপরাবদ্ধ নির্ব্বিশেষ বিচারে যাহারা ধাবিত, তাঁহারা শ্রীসনাতন-শ্রীরূপরঘুনাথাদি গোস্বামিগণের নিত্য-সিদ্ধ বৈরাগ্য অপেক্ষাও শঙ্করাচার্য্যের বৈরাগ্যের বহুমানন করেন! আবার শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীভবানন্দ রায়, শ্রীগুণরাজ খান, শ্রীসত্যরাজ খান, শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন দাস, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মধ্যে ভেদদর্শন করেন। শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদে ভেদ দর্শন করিয়া অনেকে পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীল নিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীল রসিক মুরারি ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গোলোক-প্রতীতিযুক্ত সংসারকে সাধারণের সংসারের ন্যায় দর্শন করে, সেই সকল নির্ব্বিশেষ-বাদী ও প্রাকৃতসহজিয়ার সংসারবন্ধন কখনই ছিন্ন হইতে পারে না। মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সকল পুত্রই হরিভজন-পরায়ণ হন নাই, এমন কি, অনেকে হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিমুখ হইয়াছেন, কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্যের সন্তানগণ হরিবিমুখ ও বৈষ্ণববিদ্বেষী পর্য্যন্ত হইয়াছেন দেখিয়া সেই সকল বৈষ্ণবাচার্য্য বা বৈষ্ণবগণ 'কৃষ্ণদাসকালী সংগ্রহ' করেন নাই, বহির্ম্মুখ সংসার করিয়াছিলেন, যাঁহারা কল্পনা করেন, তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ প্রচ্ছন্ন কামুক ও স্ত্রীসঙ্গী। কেননা, তাঁহারা নিজদিগকে 'ত্যাগী' অভিমান করিয়া বৈষ্ণবের নিন্দা ও বৈষ্ণবে প্রাকৃতত্ব আরোপ করেন। মহাজন গাহিয়াছেন,—

যে কভু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত-অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব॥

নির্ব্বিশেষবাদিগণ "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" এই ন্যায়ানুসারে কামিনীকাঞ্চনের নিন্দা করিতে করিতে এবং উহার বাহ্যত্যাগের অভিনয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ হইতে হইতে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাবিচারই প্রবল সজ্ঞান করেন এবং উহাই সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা অবরাঙ্গের নিন্দা করিতে করিতে উহাতেই ধ্যান ও সমাধি লাভ করেন। কিন্তু বৈষ্ণবের বিচার সেইরূপ নহে। তাঁহার পুরুষ বা যোষিৎ-দর্শন নাই; তাঁহার বিচারে সকল আত্মাই হরিসেবা করিতে পারেন। "প্রেমামৃত" গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, যতিকুলশেখর শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রিয় ও প্রধান শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীশৈলে (তিরুপতিতে) দীর্ঘকাল বাস করিয়া ভগবৎকার্য্যে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। এই সময় শ্রীঅনন্তাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী অন্তর্ব্বত্নী হন। শ্রীঅনন্তাচার্য্য স্ত্রৈণ পুরুষের ন্যায় কোন কন্দুকেই আসক্ত ছিলেন না। বৈষ্ণবসেবাই উভয়ের একমাত্র জীবাতু ও প্রয়োজন ছিল। শ্রীঅনন্তাচার্য্য তিরুপতিবাসী বৈষ্ণবগণের জলাভাবে কষ্ট দেখিতে পাইয়া স্বয়ংই তথায় একটি সরোবর খনন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খননকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভার্য্যা খনিত মৃত্তিকা মস্তকে লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া আসিতেন। পূর্ণগর্ভ-ভারাক্রান্তা আচার্য্য-সহধর্ম্মিণী অতি ধীরে ধীরে খনিত মৃত্তিকার ভার ফেলিয়া আসিতেছিলেন এবং তজ্জন্য অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিতে-ছিলেন। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি এক বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, ইহা দেখিয়া স্বয়ং নারায়ণ অনন্তাচার্য্যের সহধর্ম্মিণীর রূপ-ধারণ পূর্ব্বক খনিত মৃত্তিকা বহন করিয়াছিলেন। অনন্তাচার্য্য-খনিত এই সরোবর আজও তিরুপতিতে 'অনন্তসরোবর' নামে বিখ্যাত হইয়া অনন্তাচার্য্য ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বৈষ্ণবসেবার আদর্শ ঘোষণা করিতেছে। এইরূপ আদর্শ বৈষ্ণবসেবকগণের সেবাচেষ্টা না দেখিয়া যদি কেহ তাঁহাদের পতিপত্নীরূপে বাস-দর্শনে লোলুপ-দৃষ্টি হইয়া পড়ে, তবে সেই সকল প্রচ্ছন্ন কামুক নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের চিত্তবৃত্তি আসুরচিত্তবৃত্তি অপেক্ষাও হীন নহে কি?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১২শ পরিচ্ছেদে (৬৬-৭৩) শুদ্ধ বৈষ্ণবসেবকের আদর্শ শ্রীশিবানন্দ সেনের প্রতি মহা-প্রভুর নিজ-জন-জ্ঞানের কথা পাঠ করিলে নির্ব্বিশেষবাদীর ও প্রাকৃত সহজিয়ার কামক্রোধাদি-রিপুর বিচারগুলি অত্যন্ত হেয় বোধ হয়।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে অনেকের বিচার এই যে, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তি কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা বা আচার্য্যত্ব লাভ করিতে পারেন না; কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শুদ্ধ বৈষ্ণব-

গৃহস্থগণ সকলেই ভগবদ্ভক্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস গৃহস্থ-বিপ্রকে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক আচার্য্যের কার্য্য করিবার আদেশ প্রদান করেন। তখন কৃষ্ণবিপ্র গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর অনুগমন করিতে চাহিলে—

প্রভু কহে,—"ঐছে বাত কভু না কহিবা।
ঘরে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা।
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞাতে গুরু হঞা তার' এই দেশ।
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।"

—চৈঃ চঃ ম ৭।১২৭-১২৯

শ্রীগৌরসুন্দর বাসুদেব বিপ্রের কুষ্ঠরোগ বিমোচন করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে 'আচার্য্য' হইয়া জীবোদ্ধার করিবার আদেশ করিয়াছিলেন।

প্রভু কহে,—কভু তোমার না হ'বে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥

—চৈঃ চঃ ম ৭।১৪৭-৪৮

নির্ব্বিশেষবাদিগণ চহ ত' মনে করিবেন,—যিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন, তিনি কি করিয়া লোকোপদেশকের কার্য্য করিবেন? জগাই-মাধাইর দ্বারাও মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন যে, নিষ্কপট বৈষ্ণবের পূর্ব্ব ইতিহাস বা প্রাকৃতত্ব দর্শন করিতে নাই।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "বৈষধর্ম্মে" বলিয়াছেন,—

"এরূপ মনে করিও না যে, গৃহস্থাশ্রম-অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা-লাভ হইতে পারে না—মহাপ্রভুর অধিকাংশ কৃপাপাত্রই গৃহস্থ, সেই গৃহস্থদিগের চরণধূলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।" (বৈষধর্ম্ম ২২শ অঃ)

এই সিদ্ধান্তে গুরুবৈরাগী নির্ব্বিশেষচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। কেননা, তাঁহারা মনে করেন, উহার দ্বারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাশার লাঘব হইল, অর্থাৎ তাঁহারা **সংসার ত্যাগ করিয়া ভোগি-সম্প্রদায়ের নিকট যে বাহাদুর হইয়াছেন, সেই বাহাদুরীর সর্ব্বোচ্চ আসন তাঁহারা পাইলেন না!**

আবার উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া **প্রাকৃতসহজিয়া ও গৃহ-ব্রত-সম্প্রদায়** মনে করেন যে, ঐরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা **তাঁহাদের গৃহব্রত-ধর্ম্মকে সমর্থন করিবার খুব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে!** তাঁহাদের **কপটতা** এবং **আত্মবঞ্চনাও ঐরূপ সিদ্ধান্তের আড়ালে আশ্রয়** লাভ করিতে পারিবে! বস্তুতঃ ঐ উভয় শ্রেণীই ভ্রান্ত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, **নির্ব্বিশেষবাদিগণ বৈষ্ণবের স্বরূপ-দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখিয়া বঞ্চিত হন।** বৈষ্ণবের জন্ম, মৃত্যু, নীচকুল, আলস্য, ক্রোধ, মলমূত্র-পরিত্যাগ, ব্যাধি, যন্ত্রণা, অভাব, প্রভৃতি দর্শনই বৈষ্ণবের বিশ্বরূপ-দর্শন। স্বরূপদর্শনের পরিবর্ত্তে এই বিশ্বরূপ দেখিতে দেখিতে নির্ব্বিশেষবাদিগণের ছলনাময়ী ভক্তি কিছুকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহারা স্পষ্ট বৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়েন এবং বৈষ্ণববিদ্বেষ ক্রমশঃ গুরুবিদ্বেষ ও ভগবদ্বিদ্বেষে পর্য্যবসিত হয়।

"ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।"

নির্ব্বিশেষবাদিগণ গুরুদেবের পতন বা পরমহংসের পতন আশঙ্কা করেন!!

"ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ!"

নির্ব্বিশেষবাদী "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য" শ্লোকের কদর্থ করিয়া গুরুকে 'পতিত' ও নিজকে ভ্রম-প্রমাদাদিদোষচতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত অপতিত-জ্ঞানে গুরু কত ছটাক, কত কাঁচ্চা তাহা মাপিয়া ফেলেন ও গুরুকে 'ডিস্‌মিস্' করিতে উদ্যত হন, এবং সেইরূপ ভাবে ভগবান্‌কেও 'ডিসমিস্' করিয়া থাকেন!

নির্ব্বিশেষবাদী রামচন্দ্র পুরী পিপীলিকা সঙ্কর্ষণ করিতে দেখিলেই গুরুবৈষ্ণব ও ভগবানের ইন্দ্রিয়লালসার অনুমান ও আশঙ্কা করেন!

নির্ব্বিশেষবাদী বৈষ্ণবের বিশ্বরূপ দেখিতে গিয়া নির্ম্মল বৈষ্ণবে পাপাচার দর্শন করে, আর প্রাকৃতসহজিয়া নামবলে পাপাচরণকারী অপরাধীকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া থাকে; কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের বিচার এইরূপ—

"ভক্তের বৈগুণ্য অর্থাৎ পাপাচার কখনই সম্ভব নয়; যদি কখনও সেইরূপ আচার দেখা যায়, তদ্বিষয়ে দুই প্রকার চিন্তা করা উচিত—মহাপুরুষ-ভক্তের দৈবক্রমে একটি পাপ-কার্য্য হইয়াছে, তাহা কখনই স্থায়ী হইবে না; অথবা পূর্ব্ব

পাপাভাস ভাবোদয়ে বিনষ্ট হইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইতেছে। অতি শীঘ্রই তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ মনে করিয়া ভক্তের সামান্য দোষ দর্শন করিবে না; সেই সেই স্থলে দোষ দর্শন করিলে নামাপরাধ হইবে। নৃসিংহ-পুরাণে লিখিয়াছেন—

ভগবতি S ধরাবনভচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমিরপরো ভবতানুপৈতি চন্দ্রঃ॥

অর্থাৎ যেরূপ চন্দ্র শশাঙ্কযুক্ত হইলেও কখনই তিমিরাবৃত হন না, তদ্রূপ ভগবান্ হরিতে অনন্যচেতা মানব অতিশয় মলিন হইলেও অর্থাৎ দুরাচার হইলেও শোভা পাইতে থাকেন—এই উপদেশদ্বারা এরূপ বুঝিবে না যে, ভক্তগণ নিরন্তর পাপ করেন; বস্তুতঃ ভক্তিনিষ্ঠা জন্মিলে পাপবাসনা থাকে না; **কিন্তু যে পর্য্যন্ত শরীর থাকে, সে পর্য্যন্ত ঘটনাক্রমে কোন পাপ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে; ভজনবিগ্রহ জলন্ত অগ্নির ন্যায় সেই পাপকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করেন এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ পাপের আর উৎপত্তি না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হন।"**

—বৈষ্ণবধর্ম্ম ২২শ অঃ;

ইহা সাধারণ ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব সম্বন্ধে শুদ্ধভক্তের বিচার। কিন্তু **শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে এইরূপ বিচার নহে। গুরুদেব বা আচার্য্যগণ পূর্ব্বে পতিত ছিলেন ও পরে পতিত হইতে পারেন বা হইয়াছেন —এরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার।** ব্রহ্মা, শিব, ব্যাস, বিল্বমঙ্গল, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু প্রভৃতি জগদ্গুরু আচার্য্যগণ পূর্ব্বে পতিত ছিলেন, পরে সাধু হইয়াছেন,—নির্ব্বিশেষবাদী ও প্রাকৃতসহজিয়া এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন, বাল্মিকী পূর্ব্বে দস্যু ছিলেন, পরে বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াছেন, তুলসীদাস পূর্ব্বে অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন পরে রামাইৎ-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইয়াছেন! নির্ব্বিশেষবাদী ও সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি অবৈধ জীবন যাপন করিয়াও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়াছেন! এই জাতীয় যাবতীয় বিচারই স্ব-স্ব বিপুচাঞ্চল্যোত্থ পাষণ্ডতা। নির্ব্বিশেষ-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট কোন গোস্বামি-নামধারী জনৈক গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা করিয়াছিল! "ন প্রাকৃতমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ নির্ব্বিশেষবাদীর এই চিন্তাস্রোত: নিরাস করিয়া লিখিয়াছেন,—

"ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দৃষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। তজ্জন্য প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণমতে ভক্তদর্শন করিতে নিষেধ। **তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে; পরন্তু অন্তর্বুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকার।** যিনি শুদ্ধ ভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। * * * জাতরুচি সিদ্ধ মহাপুরুষের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবগুরুগণের ব্যবহারালোচনাতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীন-জ্ঞানে কখনই তাঁহার কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধ গুরুকে কোন রূপ প্রাকৃত ব্যবহারে শিষ্য মনে করিয়া সংপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতরতি সাধক ও সিদ্ধগুরুতে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না. ইহাই বিবেচ্য।"

হরিভজন বা ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে কপটতা ও মৎসরতার স্থান নাই। কপটতা করিয়া কেহ ভজনরাজ্য লাভ করিতে পারে না; আর সত্যানুসন্ধানের ছলনায় মৎসরতা চরিতার্থ করিবার জন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান বা সমালোচনা করিয়াও কেহ ভজনে অগ্রসর হইতে পারে না। তাহা জীবকে নির্ব্বিশেষবাদের অতলগর্ভে লইয়া যায়। নির্ব্বিশেষবাদী যেরূপ আধ্যক্ষিক যুক্তি পোষণ করিতে করিতে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করে, তদ্রূপ নির্ব্বিশেষচিন্তাস্রোতে বাধিত ভক্তিরাজ্যের তথাকথিত পণ্ডিতম্মন্যও আধ্যক্ষিকযুক্তির দ্বারা বৈষ্ণবের সমালোচনা করিতে করিতে প্রচ্ছন্ন মৎসর ও কপট হইয়া বৈষ্ণবের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকে। অর্থাৎ ধরাধামে কেহই মহাভাগবত বা পরমহংস বৈষ্ণব নাই—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বৈষ্ণবের আনুগত্য হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করে।

সকলেই অতীতের সুখস্বপ্ন তাই

নির্ব্বিশেষবাদিগণও ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি গুরুবর্গের প্রকটকালে বলিতেন,—"শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথের ন্যায় বৈষ্ণব আর বর্ত্তমান জগতে দেখা যায় না!" শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালে যাহাদের নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতঃ প্রবল হইয়াছে, তাহারাও তদ্রূপ বলিয়া থাকে,—"তদ্বিতত্ত্বকারী আদর্শ বৈষ্ণব আর এই জগতে নাই!" সুতরাং আশুগত্যের বালাইও নাই!

তাঁহারা মহান্ আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে নিত্যকাল ভজনপ্রয়াসী, তাঁহারা জানেন,—কৃষ্ণের সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে অবতারের নিত্যত্বের কখনও ব্যাঘাত হয় না। তাঁহাদের নিত্য অবতার না থাকিলে বিশ্বচক্র বন্ধ হইয়া যায়। যদি কৃষ্ণের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করি, যদি তাঁহাকে সশক্তিক ভগবান্ বলি অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় তাঁহাকে নিঃশক্তিক না বলি, তবে তাঁহার শক্তিবর্গের অর্থাৎ গুরু ও বৈষ্ণবের অবতার ও ব্যক্তিত্ব নিত্যকালই রহিয়াছে ও থাকিবে।

'পৃথিবীতে বৈষ্ণব নাই, আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবই নাই,'—যদি এইরূপ সিদ্ধান্তই হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণই নাই, গুরুপাদপদ্মের শক্তিসঞ্চার-সামর্থ্য নাই—ইহাই বলা হয়। অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচার্য্যত্ব অস্বীকার করা হয়। গুরুদেবকে শক্তিহীন নপুংসক নির্ব্বিশেষ বস্তু বলা হয়; কারণ, তিনি নিজ অচ্যুতবংশ-সংরক্ষণে অসমর্থ। পৃথিবীতে যত লোকোত্তর আচার্য্য হইয়াছেন, সকলেই অচ্যুত-ধারায় মহাভাগবত-বংশ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। এমন কোন আচার্য্য নাই, যিনি অন্ততঃ একটি মহাভাগবত সন্তান জগতে না রাখিয়া অপ্রকটলীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া বলিয়াছেন, —"একজনও হরিজন করিল না!" সুতরাং পৃথিবীতে একজনও শ্রীগুরুদেবের ধারায় শুদ্ধ বৈষ্ণব শাসক নাই, যদি ইহাই প্রমাণিত হয়, তবে ভক্তিদেবীও চিরতরে ধরাধাম হইতে অন্তর্হিতা হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নির্ব্বিশেষচিন্তাস্রোতঃ প্রবল হইলে বৈষ্ণবের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব অস্বীকৃত হয়।

শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্য

(নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

নিখিল কৃষ্ণচরিত্র ব্যাসাদি সারগ্রাহী জনগণের সমাধিতে পরিদৃশ্য হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানবচরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেদরূপে লক্ষিত হয় নাই। অথবা নরচরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগ পূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই। আমরা কৃষ্ণ-চরিত্রটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাবলে তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিব। সারসম্পন্ন বৈষ্ণবসকল আমার বাক্যমল পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বজীবের সারসম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পরমানন্দে গ্রহণ করুন। কৃষ্ণচরিত্র-বর্ণন-সম্বন্ধে আমরা অনেক যত্ন করিয়াও দেশবুদ্ধি ও কালবুদ্ধি হইতে আমাদের বুদ্ধিশক্তিকে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, যেহেতু এপর্য্যন্ত প্রপঞ্চপীড়া হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। তথাপি আমাদের সারগ্রাহী পথপ্রদর্শক শচীকুমার শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাবারি সেবন করিয়া আমরা যাহা কিছু বর্ণন করিলাম, তাহা সর্ব্বজীবের হৃদয়ে প্রবেশ করত শ্রীকৃষ্ণ-রসাভাব নিবৃত্ত করুক অর্থাৎ সকলেই কৃষ্ণ-রসাস্বাদন করুন।

মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞানবিভাগরূপ মথুরায় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। শাক্ততন্ত্রিগণের বংশ-সম্ভূত বসুদেব নাস্তিক্যরূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিলেন। ভোজাধম কংস ঐ দম্পতি হইতে ভগবদ্ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিলেন। যদুবংশের মধ্যে সাত্বতকুল ভগবৎপর ছিলেন এবং ভোজবংশ নিতান্ত যুক্তিপর ও ভগবদ্বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয়। সেই দম্পতির যশঃ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টি পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়; কিন্তু ঈশবিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই

হনন করেন। ভগবদাশ্রিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র। জ্ঞানাত্মময় চিদ্রূপ দেবকীতে শুদ্ধ জীবতত্ত্বের প্রথম উদয়, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাত্ম্য-কার্য্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব ব্রজমন্দিরে গমন করিলেন। তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া প্রদ্যুম্নের চিত্ত রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন; এদিকে দেবকীর গর্ভনাশ বিজ্ঞাপিত হইল। শুদ্ধ জীবভাব আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই ভগবদ্ভাব জীব-হৃদয়ে উদিত হয়। অতএব সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য-নামা নারায়ণস্বরূপে স্বয়ং ভগবান্ অষ্টম পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। নাস্তিক্যনাশরূপ কংসধ্বংস ইচ্ছা করিয়া মহাবীর্য্য ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইলেন। চিচ্ছক্তিগত সচ্চিনী-নির্ম্মিত ব্রজ-ভূমিতে ভগবান্ স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নীত হইলেন। সেই ভূমির ভিত্তিমূল বিশ্বাস, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের মুক্তি-বিভাগে বা জ্ঞান-বিভাগে ঐ ভূমি থাকে না, কিন্তু বিশ্বাস-বিভাগেই তাহার অবস্থান হয়। জ্ঞান বা বৈরাগ্য তথায় দৃশ্য হয় না, আনন্দমূর্ত্তি নন্দগোপ তথায় অধিকারী, এতদ্ভূমে জাতির উচ্চত্ব বা নীচত্ব বিচার নাই, এইজন্যই আনন্দমূর্ত্তি গোপবেশে লক্ষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গোচারণ, গোরক্ষণ এবং অনৈশ্বর্য্যাত্মক মাধুর্য্যত্বও লক্ষিত হয়। উন্মাদরূপিণী নন্দপত্নী যশোদা যে অপকৃষ্ট তত্ত্ব মায়াকে প্রসব করেন, তাহা ব্রজ হইতে বসুদেব কর্ত্তৃক নীত হইল। পরানন্দধামচিন্তায় বদ্ধজীবের পক্ষে যে মায়িকভাব অনিবার্য্য, তাহা শ্রীকৃষ্ণাগমনে দূরীকৃত হইল। বিশুদ্ধ-প্রেম-সূর্য্যকিরণ-সমূহ-পরিপূরিত গোকুলে শুদ্ধজীব-তত্ত্বরূপ রামের সহিত অচিন্ত্য ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নাস্তিক্য-রূপ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় বালঘাতিনী পূতনাকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন, মাতৃস্নেহ ছলনা করিয়া পূতনা কৃষ্ণকে স্তনাদান করিয়া কৃষ্ণতেজে নিহতা হইল। ভগবদ্ভাবের প্রভাবে তদ্রূপ তৃণাবর্ত্ত প্রাণত্যাগ করিল। ভারবাহিত্বরূপ শকট ভগবৎকর্ত্তৃক ভগ্ন হইল। মুখ-ব্যাদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জননীকে মুখমধ্যে সমস্ত জগৎ দেখাইলেন। জননী চিচ্ছক্তিগত রতিসোধিকা অবিদ্যার দ্বারা মুগ্ধ থাকায় কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মানিলেন না। চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ ভগবন্মাধুর্য্যে এতদূর মুগ্ধ থাকেন যে, ঐশ্বর্য্যদর্শনেও তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। এ অবিদ্যা মায়াভাবগতা নয়। কৃষ্ণের বালাচাপলা (চিত্তনবনীতচৌর্য্য) দেখিয়া উন্মাদরূপিণী যশোদা রজ্জুদ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য বৃথা যত্ন পাইলেন। যাঁহার মায়িক পরিমাণ নাই, তাঁহাকে কেবল প্রেমসূত্রের দ্বারা যশোদা বন্ধন করিয়াছিলেন। মায়িক রজ্জুদ্বারা তাঁহার বন্ধন সিদ্ধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাক্রমে দেবপুরন্দরের গার্ব্বভাব হইতে অনায়াসে বঞ্চনেচ্ছা হইল। এই যমলার্জ্জুন-মোক্ষ আখ্যায়িকার দ্বারা দুইটী তত্ত্ব অবগত হওয়া গেল, অর্থাৎ সাধুসঙ্গে ক্ষণমাত্রেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ হয় এবং অসাধুসঙ্গে দেবতারাও কুকর্ম্মবশ হইয়া জড়তা-প্রাপ্ত হন। সখাদিগের সহিত বালরূপী কৃষ্ণ গোবৎস-চারণার্থে কাননে প্রবেশ করেন অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত অবিদ্যা-বদ্ধ শুদ্ধ জীবসকল নিষ্কাম্রমে গোবৎসত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাধীন হন। তথায় অর্থাৎ গোচারণস্থলে বাল-গোবরূপ বৎসাসুরবধ হয়। কংসপালিত ধর্ম্মকাপট্যরূপ বকাসুর শুদ্ধবুদ্ধ কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হয়। বৃষৎসত্বস্বরূপ অঘনামা সর্প মর্দ্দিত হইল। তদন্তে ভগবান্ সখ্যভাবরূপ একত্র পুলিন-ভোজন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে সমস্ত জগতের বিধাতা চতুর্ব্বেদ-বক্তা চতুর্ম্মুখ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গোপবালক ও গোবৎসসকল চুরি করিলেন। এই আখ্যায়িকা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যে সম্পূর্ণ প্রভুতা প্রদর্শিত হইল। গোপাল হইয়াও ভগদ্বিধাতার উপর পূর্ণ প্রভাব দেখাইলেন। চিজ্জগতের অতিপ্রিয় কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নহেন, ইহাও জানা গেল। ব্রহ্মা গোবৎস-সকল ও গোপবালকসকল হরণ করিলে ভগবান্ অপহৃত সকলকেই স্বয়ং প্রকাশ করিয়া অনায়াসে চালাইতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে, চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ সমস্ত বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণৈশ্বর্য্য কখনই কুণ্ঠিত হয় না। যিনি যতদূরই সমর্থ হউন, শ্রীকৃষ্ণ-সামর্থ্য কেহই লঙ্ঘন করিতে পারেন না। ধূলবুদ্ধিস্বরূপ গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর শুদ্ধজীব বলদেব কর্ত্তৃক হত হয়। ক্রূরভাবস্বরূপ কালীয় সর্প চিদ্-বাস্তব যমুনাজল দূষিত করিলে ভগবান্ তাহাকে লাঞ্ছনা করিয়া দূরীভূত করিলেন। পরস্পর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিবাদরূপ ভয়ঙ্কর দাবানল ব্রজধাম-রক্ষার্থে ভগবান্ ভক্ষণ করিলেন। নাস্তিক্যরূপ কংসের প্রেরিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মায়াবাদস্বরূপ জীব-চৌর দুই প্রলম্বাসুর শুদ্ধ বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হইল।

মথুরাবাসস্থ ভক্তভাব আধিকারিকভুক্ত ভগবৎ প্রীতিকে প্রাবৃট্‌কালের সহিত সাম্যবোধে কথিত হইল যে, প্রীতিবর্ষা

উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে চরিতার্থা করিয়া গোপীগণ হরিগুণগানে প্রমত্তা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনিতে ব্যাকুলা হইয়া গোপীগণ কৃষ্ণলাভেচ্ছায় ব্রতধারণে যোগমায়া মহাদেবীর অর্চ্চনা করিলেন। বৈকুণ্ঠতত্ত্বের মায়িক জগৎ-স্থিত জীবের চিদ্বিচারে অবিভাবের নাম ব্রত। 'ব্রত' শব্দ গমনার্থসূচক। মায়িক জগতে আত্মার মায়া ত্যাগপূর্ব্বক উর্দ্ধগমন অসম্ভব, অতএব মায়িক বস্তুর আনুকূল্য আশ্রয়পূর্ব্বক তন্নিষেধ্য অনিষ্টনীয় তত্ত্বের অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য। এতন্নিবন্ধন গোপিকাভাব-প্রাপ্ত জীবদিগের মহাদেবী যোগমায়া অর্থাৎ মায়াশক্তির বিদ্যারূপ অবস্থার আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠলীলার সাহচর্য্য বর্ণিত হইয়াছে যে সকল ব্যক্তির কৃষ্ণদাস্যেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী, তাহাদের স্বর্গগত বা পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। এই তত্ত্ব ভক্তদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিলেন। তদ্দর্শনে চিত্তই ভগবদ্ভক্তির অনাময় স্থান। তাহার আচ্ছাদন দূর করত প্রীতির অধিকার দর্শন করিলেন। গোচারণ করিতে করিতে যমুনার নিকটস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মার্ত্তিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। জাত্যভিমানবশতঃ ঐ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাধিকার্য্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন দিলেন না। ইহার হেতু এই যে, বর্ণদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই বেদবাদরত, যেহেতু তাঁহারা বেদের তত্ত্ব তাৎপর্য্য বোধ করিতে না পারিয়া সামান্য কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক হয় কর্ম্মজড় হইয়া পড়ে, নয় আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়া নির্ব্বিশেষ-চিন্তায় মগ্ন হয়। তাহারা শাস্ত্র ও পূর্ব্বপুরুষদিগের শাসনাধীনে থাকিয়া বিধি-নিষেধের বাচক হইয়া পড়ে। সেই সকল অর্থশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য যে ভগবদ্ভক্তি, তাহা তাহারা বুঝিতে সক্ষম হয় না। অতএব তাহারা কি প্রকারে কৃষ্ণসেবক হইতে পারে? এতদ্দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সকল ব্রাহ্মণই এইরূপ কর্ম্মজড় বা জ্ঞানপর। অনেক বিপ্রকুলজাত মহাপুরুষ ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অতএব তাৎপর্য্য এই যে, বিধিবাহক অর্থাৎ ভারবাহী ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণবিমুখ; কিন্তু সারগ্রাহী বিপ্রগণ কৃষ্ণদাস ও সর্ব্বপূজ্য। ভারবাহী ব্রাহ্মণগণের স্ত্রীগণ অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ অনুগত লোকেরা বনে শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করত পরমাত্মা কৃষ্ণের মাধুর্য্যবশ হইয়া তাঁহাকে আত্মদান করিল। এই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরাই সংসারী বৈষ্ণব। এই আখ্যায়িকা দ্বারা জীবগণের স্বরূপলক্ষণ তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিসম্পন্ন হইবার জন্য জাতিবুদ্ধির প্রয়োজন নাই, বরং সময়ে সময়ে ঐ বুদ্ধি প্রীতির প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থার একমাত্র মূল তাৎপর্য্য পরমার্থ, যাহার অন্যতম নাম শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি। যদি এই সকল অর্থাবলম্বন না করিয়াও কাহারও পরমার্থলাভ ঘটে, তথাপি অর্থ সকল অনাদৃত হইতে পারে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, উপেয় প্রাপ্ত হইলে উপায়ের প্রতি স্বভাবতঃ অনাদর হইয়া উঠে। উপেয়রূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি যাঁহাদের লাভ হয়, তাঁহারা সৌষ্ঠব উপায়রূপ বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিলেও দোষী নহেন। অতএব কার্য্যকারী-দিগের অধিকার বিচার পূর্ব্বক দোষগুণ নির্ণয় করাই সার সিদ্ধান্ত। সমাজ-সংরক্ষণ-কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ভগবানের নাম যজ্ঞেশ্বর। তাঁহার জীব-প্রতিনিধির নাম ইন্দ্র। ঐ কর্ম্ম দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা নিত্য কর্ত্তব্য, সেই সকল কর্ম্ম নিত্য; তদ্ভিন্ন সকল কর্ম্মই নৈমিত্তিক। বিচার করিয়া দেখিলে কামাকর্ম্ম সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক বিভাগে পর্য্যবসিত হয়। অতএব সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম সকল উদ্দেশক্রমে বিচারিত হওয়ায় নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগেই স্থাপিত হয়, বিভাগান্তরে গণিত হয় না। কেবল শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহকরূপ নিত্যকর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের সম্বন্ধে সমস্ত কর্ম্ম নিষেধ করিলেন। তাহাতে কর্ম্মপতি ইন্দ্র জগৎপুষ্টি-কার্য্যসকল অনাদৃত হইল দেখিয়া বৃহদ্ভয় উপস্থিত করিলেন। গোবর্দ্ধন অর্থাৎ নিরীহজনের বর্দ্ধনশীল পীঠস্বরূপ ছত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তদিগের আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয় বর্ষণ ও প্লাবন হইতে ভগবান্ রক্ষা করিলেন। ভগবদনুশীলন-কার্য্যনিবন্ধন যদি মানবগণের জগৎপুষ্টির কার্য্যসকল কর্ম্মাভাবে নিষ্ফল হয়, তাহাতে কৃষ্ণভক্তদিগের কিছুমাত্র আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নয়। কৃষ্ণ যাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহাদিগকে কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাঁহাদের উপর কোন বিধির

বিক্রম নাই। বিধিবন্ধন দূরে থাকুক, ভক্তদিগের প্রেমবন্ধন ব্যতীত আর কোন প্রকার বন্ধন নাই। বিশ্বাসময় ক্ষেত্রে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে চিদ্‌রেণিণী যমুনা নদী বহমানা আছেন, নন্দরাজ তাহাতে মগ্ন হওয়ায় ভগবান্ লীলাক্রমে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক গোপদিগকে নিজ ঐশ্বর্য্য বৈকুণ্ঠতত্ত্ব দর্শন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য এত প্রবল যে, ঐশ্বর্য্য সমুদায় তাঁহাতে লুক্কায়িতরূপে থাকে, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

নিত্যসিদ্ধগণ ও তাঁহাদের অনুগত জীবদিগের প্রিয় ভগবান্ শ্রীচিত্তত্বের পরাকাষ্ঠারূপ রাসলীলা দর্শন করিলেন। অন্তর্দ্ধানবিয়োগদ্বারা গোপিকাদিগের প্রেমাত্মক কাম সম্বর্দ্ধন করিয়া পরমকৃপালু ভগবান্ রাসচক্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মায়াবিরচিত জড়াত্মক বিশ্বে একটি মূল ধ্রুব-নক্ষত্র আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে সূর্য্যসকল স্ব-স্ব গ্রহ সহকারে ধ্রুবের আকর্ষণবলে নিত্য ভ্রমণ করিতেছে। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, জড়পরমাণুসমূহে আকর্ষণনামা একটি শক্তি নিহিত আছে, ঐ শক্তিক্রমে পরমাণুসকল পরস্পর আকর্ষিত হইয়া একত্রিত হইলে বর্ত্তুলাকার মণ্ডল নির্ম্মিত হয়। ঐ মণ্ডল পুনশ্চ কোন বৃহৎ বর্ত্তুলাকার মণ্ডল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তচ্চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। এইটি জড়জগতের নিত্যধর্ম্ম। জড়জগতের মূলীভূত মায়া চিজ্জগতের প্রতিফলনমাত্র। চিজ্জগতে শ্রীতিরূপ নিত্যধর্ম্মদ্বারা অণুচৈতন্য সকল পরস্পর আকর্ষিত হইয়া অপেক্ষাকৃত কোন উন্নত চৈতন্যের অনুগমন করে। ঐ সকল উন্নত চৈতন্য পুনরায় অধীন চৈতন্যগণ-সহকারে পরমপ্রবচৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতেছে। অতএব বৈকুণ্ঠতত্ত্বে পরমরাসলীলা নিত্য বিরাজমান আছে। যে রাগতত্ত্ব চিদ্বস্তুতে নিত্য অবস্থিতি করত মহাভাব পর্য্যন্ত শ্রীতির বিস্তার করে, সেই ধর্ম্মের প্রতিফলনরূপ জড়ীভূত কোন অচিন্ত্যধর্ম্ম আকর্ষণরূপে জড়জগতে বিস্তৃত হইয়া উহার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে। এতদ্বিষয়ক স্থূল দৃষ্টান্তদ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শাইবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন যে, যেমত জড়াত্মক বিশ্বে সমুদায় গ্রহমণ্ডলসকল ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে আকর্ষণশক্তি দ্বারা নিত্য ভ্রমণ করে, তদ্রূপ চিদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ-বলক্রমে শুদ্ধজীবসকল শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া নিত্যকাল ভ্রমণ করেন। এই চিন্ময় মহারাসলীলার কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবগণই নারী। ইহার মর্ম্মতত্ত্ব এই যে, চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভোক্তা এবং সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। শ্রীতিসূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায় ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জড়দেহগত স্ত্রীপুরুষত্ব চিন্নিত ভোগ্য-ভোক্তৃত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমন একটি বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরমচৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোগলীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ক মানবিক স্ত্রীপুরুষের সংযোগসম্বন্ধীয় বাক্যসকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই। যদি অশ্লীল বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করি তাহা হইলে আর ঐ পরমতত্ত্বের আলোচনা সম্ভব হয় না। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠগত ভাবনিচয়ের প্রতিফলন-রূপ মানবিক ভাবসকল বর্ণনদ্বারা বৈকুণ্ঠতত্ত্বের বর্ণনে আমরা সমর্থ হই। তদ্বিষয়ে অন্য উপায় নাই। 'কৃষ্ণ ভগবান্' এই কথা বলিতে হইলে মানবগণের ভয়াকার্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইবে। কোন রচবাক্যে ঐভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। অতএব অশ্লীলতার আশঙ্কা ও লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারগ্রাহী আলোচকগণ মহারাসের পরমার্থতত্ত্ব অকুণ্ঠিতভাবে শ্রবণ, পঠন ও চিন্তন করুন। সেই রাসলীলার সর্ব্বোত্তমভাব এই যে, সমস্ত জীবনিচয়ের পরমারাধ্যা কৃষ্ণমাধুর্য্যপ্রকাশিনী হ্লাদিনীস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা ভাবরূপা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া রাসমধ্যে পরম-শোভমানা হয়েন। রাসলীলার পরে চিদ্রসময়ী যমুনায় জলক্রীড়া স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। নন্দস্বরূপ আনন্দ নির্ব্বাণমুক্তিরূপ সর্পগ্রস্ত হইলে ভক্তরক্ষক কৃষ্ণ তাঁহার আপদ মোচন করেন। যশকে প্রধান করিয়া যাঁহারা যিনি তিনি যশোমুণ্ডা শঙ্খচূড়, তিনি ব্রজভূমিতে উৎপাত করিয়া বিনষ্ট হন। কংসধ্বংসী শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মথুরা-গমনে আনন্দ করিলেন, তৎকালে রাজ্যমদাসুর খোটকরূপী কেশী নিহত হইল। ঘটনার বিষয়সকলের ঘটক অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ প্রথমে মল্লদিগকে নষ্ট করিয়া পরে অসুর সহিত কংসকে নিপাত করিলেন। নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তজ্জন্য

পুরুষোত্তমের ভগবত্তাকেও তাঁহাদের কর্ম ব্যাপ্ত নহে। সন্দী তাঁহাদের মনস্থ প্রহরী। প্রহরী অবিশ্বাসের মত প্রতীক। প্রহরী-বেষ্টিত স্থানে কি করিয়াই বা পূর্ণবিশ্বাস বা আস্তিক ভক্তের অবস্থান হয়, আর কি করিয়াই বা ভগবানের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়? ইহা অধ্যক্ষিক বিচারে কখনই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। ভক্ত ও ভগবান্ সেই আধ্যক্ষিকতার বন্ধুকে নিষ্পেষ করিয়া তাঁহাদের অধোক্ষজত্ব প্রকাশ করেন।

নাস্তিকতা মনোধর্মেরই একটী বৃত্তি। যতক্ষণ জীব 'শ্রীরাধিকা-মাধবাশা' হৃদয়ে ধারণ না করে, ততক্ষণ নাস্তিকতা তাহার মনের উপর নানাপ্রকারে প্রভাব বিস্তার করে। নাস্তিকারূপ কংস মনোরূপিণী দেবকী দেবীর ভ্রাতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ভগিনীর প্রতি আদর-যত্নও প্রদর্শন করে, কিন্তু সে আদর কতক্ষণ থাকে? বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব দেবকীকে গ্রহণ করিয়া গন্তব্যস্থানে গমনোদ্যত হইলে পুরুষোত্তমের পুরুষোত্তমত্ব-প্রকাশের আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিলেন এবং তাহাতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হইবামাত্রই নাস্তিকা-রূপ কংস তাঁহাদের সংহারে উদ্যত হইল।

বিশুদ্ধসত্ত্বের অন্তর্গত হইয়াও অর্থাৎ জীবের মন স্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াও যদি 'শ্রীরাধিকা-মাধবাশা' প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পুরুষোত্তম ভগবানের সাক্ষাদলাভে বঞ্চিত হইতে পারে না। জীব স্বরূপবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যখন নিত্যের চিৎকণ-স্বরূপত্ব উপলব্ধি করেন, তখন নাস্তিকতার প্রতি আদর আর থাকে না, কিন্তু চিচ্ছক্তির 'আশ্রয় দৃঢ় না হইলে নিত্যের ক্ষুদ্রতার ভয় ভয় হয়। ঐ ক্ষুদ্রতার প্রতি-ষেধক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবস্তুতে সম্পূর্ণ অভিন্নরূপে লীন হওয়া ছাড়া আর কিছুই বিচারিত হয় না। ক্লীবত্বের বিচার হইতে নির্গুণ-সগুণ-সাশ্রয় ক্রমে আবার নাস্তিকের আশ্রয়ে আসিয়া যায়। এইজন্য যতক্ষণ শ্রীরাধিকামাধবাশা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা না যায়, ততক্ষণ নাস্তিকের প্রভাব জীবের উপর থাকে।

শ্রীরাধিকামাধবাশা-লাভই শ্রদ্ধা লাভ করা। যখনই শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে এই শ্রদ্ধা বা ভক্তিলতাবীজ লাভ হয়, তখনই সংশয় দূর হয়। ভগবান্—অধোক্ষজ পুরুষোত্তম, অতএব তাঁহার আবির্ভাব তাঁহার স্বেচ্ছাধীন এবং কোন বিষয়ই অপেক্ষাযুক্ত নয়—এই বিশ্বাস তখন হৃদ হইতে থাকে, কুদ্রতার ভয় আর থাকে না। নাস্তিকা-রূপ কংস ও বসুদেব-দেবকীর সহচর ছিল, তথাপি ভগবান্ যখন সংশয় দূর করিয়া তাঁহার আবির্ভাবের বাণী যোগমায়া দ্বারা ঘোষণা করাইলেন তাহাতে ভক্তের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসে কিছু বাধা পড়িল কি?

সংশয় যখন পুরুষোত্তমের প্রভাবের নিকট ম্লান হইয়া গেল, তখন নাস্তিকা সগুণের বিচার আনিয়া শুদ্ধজীবহৃদয়কে বিচলিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বের দৃষ্টি বা লক্ষ্য 'শ্রীরাধিকা-মাধবাশা'র প্রতি, কাজেই তিনি বিচলিত হন না। নাস্তিক্যের বিচার ভগবান্ ত্রিগুণের অন্তর্গত প্রাকৃত বস্তু এবং প্রাকৃত বস্তুতেই তাঁহার উদ্ভব, কাজেই সে মনে করিল, মনোরূপিণী দেবকীকে সংহার করিতে পারিলে আর ভগবদ্বিশ্বাস থাকিবার স্থান পাইবে না। ভক্তিসিদ্ধান্ত —Intellectualism মাত্র নয় যে intellect হইতে উহা প্রকাশিত হয়, তাহা অস্বীকার করিলেই সিদ্ধান্তবস্তুর উচ্ছেদ হইল। কিন্তু অধোক্ষজ বস্তুর অধোক্ষজত্বই এই যে, তিনি আধ্যক্ষিকের বিচার কেবল যে নিরাস করেন, তাহা নয়,—তাহাদের বঞ্চিত হইবারও সুযোগ দেন। বসুদেব তখন জানাইলেন যে, দেবকীর সন্তান তাহার অনিষ্ট করিবে, কিন্তু দেবকী দেবী ত' করিবেন না; অতএব অনর্থক স্ত্রীবধের ভাগী হওয়া উচিত নয়। নাস্তিকা তখন তাঁহাদিগকে সশস্ত্র-প্রহরী-বেষ্টিত কারাগারে শৃঙ্খলিত করিল। কারাগার পাপীর শাস্তিভোগের স্থান; তাহা আবার অবিশ্বাসরূপ প্রহরী-বেষ্টিত অর্থাৎ পরিপূর্ণ তমের আকরস্থান। এখানে ভগবদাবির্ভাব হইতেই পারে না, কারণ, নির্গুণ বস্তু গুণের মধ্যে প্রকাশিত হইতেই পারেন না। কিন্তু বসুদেব ও দেবকী 'পুরুষোত্তমের ইচ্ছা সর্বত্রই জয়যুক্তা হউন,—এই দৃঢ়-শ্রদ্ধা লইয়া বাসুদেবের বন্দনায় বিভোর। ভগবান্ নিঃশক্তিক,—আমি তাঁহার অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহিলে করিতে পারি। ভগবান্ তাঁহার নিজের সত্তা প্রকাশ বা সংরক্ষণ করিতে পারেন না, ভগবত্তায় এইরূপ ক্লীববিচারকে পদাহত করিয়া ভগবান্ বসুদেবের হৃদয়ে, তথা হইতে দেবকী দেবীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের সম্পূর্ণ অধোক্ষজত্ব এবং ভগবানের পুরুষোত্তমত্ব প্রকাশ করিয়া কারাগারেই আবির্ভূত হইলেন। কারাগার কৃষ্ণ-শক্তির আগারস্বরূপে প্রতিভাত হইল। বসুদেব গুরু-নন্দগোপ

ভগবান্‌কে লইয়া চলিলেন। একল-বাসুদেব-বিচার গ্রহণ করিতে গেলেই জীব নাস্তিকতার কবলে পড়িবেন। নন্দগ্রামে অবিশ্বাসের ছায়া নাই। সর্ব্বত্র উন্মুক্ত অবারিতভাব। মাঙ্গলিকের অভাব নাই। উৎসবে ভরপুর।

নাস্তিকতার প্রবল বিক্রম ও বিমুখতার জাগতিক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন ঘনীভূত হইয়া উঠে, তখনই বিশুদ্ধসত্ত্বে কৃষ্ণাবির্ভাবের সময় হইয়াছে—ভগবান্ ইহাই ঘোষণা করেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বের অনুগত হইতে পারিলে জড়-বস্তিরূপ এই সংসার-কারাগার "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদার-বিন্দয়োঃ" এই পরমমঙ্গল-বিস্তারের স্থান হইয়া যাইবে। নাস্তিক্যের পরাক্রম যত প্রকাশিত হইবে, ততই 'শ্রীরাধিকা-মাধবাশা' আর্ত্তির সহিত স্মরণ করিতে হইবে। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সে আশা হইতে আমাদিগকে কখনই বঞ্চিত করেন নাই। বিশুদ্ধসত্ত্বের আনুগত্যে নন্দব্রজে উপস্থিত হইতে পারিলে আর ত' আনন্দের বাধা নাই। নাস্তিক্যের সকল বিপদ্ হইতে ভগবান্ নিজেই রক্ষা করিবেন। জিহ্বা-প্রাঙ্গণে অপ্রাকৃত শ্রীনামের উদয়ই ভগবদাবির্ভাব। যখন শ্রীনামের স্বতঃকর্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব তখনই শ্রীভগবদাবির্ভাব হইবে। শ্রীনামের উদয় হইলে তিনি তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তন-গোষ্ঠীতে শ্রীনামের সুখ-বিধান যাচ্ঞা করেন; আমি নিজেই শ্রীনামের সুখবিধান করিতে পারি—এরূপ দাম্ভিকতা পোষণ করেন না। শ্রীনামের বিলাসই সংকীর্ত্তন। বহু না হইলে সংকীর্ত্তন হয় না। এই বহু'ও গণদেবতা নহে, ইহা গোষ্ঠপতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভব বা বিলাস-বৈচিত্র্য। শ্রীনামের বিলাস বা পুরুষোত্তমত্ব অর্থাৎ তাঁহার স্বীয় নিরঙ্কুশ ইচ্ছার পরিচালনশক্তি যখন আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তখনই আনন্দ বা উৎসব বিস্তারিত হয়—গোষ্ঠ বা নন্দব্রজের অধিবাসী হইয়া নাস্তিক্য-রূপ মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

ব্রজবাসী জন, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে কভু।
প্রাণ আছে তাঁর, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশা-হীন কৃষ্ণগাথা সবু॥

কৃষ্ণ-গাথাকে প্রতিষ্ঠা-দ্বয়-বিচারই—ভগবানে সগুণ বিচার। 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকল প্রতিষ্ঠাকে নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতে পারেন না, আর যদি করেন, তাহা হইলে তিনি জড়-প্রতিষ্ঠাযুক্ত হইয়া গুণের অন্তর্গত হইলেন'—এইরূপ ক্লীব ও নির্গুণ বিচার হইতেই কৃষ্ণগাথাকে প্রতিষ্ঠা-লাভের যন্ত্র করিয়া "শালগ্রাম দিয়া বাদাম" ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি হয়। কৃষ্ণ-গাথা যখন আমার কাছে প্রতিষ্ঠা-যন্ত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখন তাঁহার অধোক্ষজত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আসে। শ্রীনামের রাসবিলাস মূর্ত্তির বা মস্তিষ্কের কসরৎ বলিয়া মনে হইতে থাকে, বাড়াই করিয়া, মাপিয়া, কষিয়া লইতে যাই। শ্রীনাম গাণ মাপের মধ্যে আসেন না। তিনি অধোক্ষজ বস্তু, তিনি আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে দিয়া নিজকে অপ্রকাশিত রাখেন। সংশয় হইতে ক্রমে নাস্তিক্য আসিয়া কৃষ্ণগাথা ও কৃষ্ণনামের উপাস্য রাধা-নিত্যজনের অস্তিত্ব অস্বীকার করায়।

শ্রীভগবান্ আমাকেন্দ্রিয়ের আবির্ভাবরূপ লীলাবিলাসের ক্ষেত্র করিবেন—গুরুদেবের কীর্ত্তন-গোষ্ঠীতে প্রচাররূপ নামের বিলাস আমাকে তাঁহার বিস্তারের যন্ত্র বা লীলোপকরণ করিবেন—এই আশাই শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে অনুক্ষণ দিয়াছেন ও দিতেছেন। নাস্তিক্য তাহার পরাক্রম যত বেশী দেখাইবে, আমরাও তত বেশী আগ্রহের সহিত এই আশাকে আঁকড়াইয়া ধরিব। তখন নাস্তিক্যের তাণ্ডব কৃষ্ণ-স্ফূর্তির অনুকূল হইবে:

নাস্তিকতার পরাক্রমের জন্য বিশুদ্ধসত্ত্বের আশ্রয়গ্রহণে ব্যাকুল হইলেই আমরা দেখিতে পাইব, কৃষ্ণগাথার উদয় বা কৃষ্ণাবির্ভাব কেবল কাব্য-সাহিত্যের আখ্যায়িকা-বিশেষ বা মস্তিষ্কের কসরৎ বিশেষ নয়। ভক্তগণ যে দৃঢ়বিশ্বাস বরণ করেন, তাহার মূলে আছে,—ভক্তবৎসল ভগবানের সাড়া দেওয়া। সেবা response করেন—তিনি অচেতন পাথর নহেন। Response না পাইলে ভক্ত নাস্তিক্যের সকল উৎপীড়ন সহ্য করিয়া অবিকৃত, স্থির, অচঞ্চলভাবে দৃঢ় আশাবন্ধ হৃদয়ে বাস করিতে পারেন না। আমাদের প্রেমপ্লুত চক্ষু ভক্তের এই আশাবন্ধদর্শনের সৌভাগ্য পাইলে সংশয় হইতে মুক্ত হয়। শত অত্যাচারেও সেব্যের অস্তিত্ব বা সেবকের সেবাবৃত্তি বিনষ্ট করা যায় না, এরূপ দর্শনে সগুণ বা মায়িক বিচারের হাত হইতে রক্ষা পাই। ভগবান্ অপ্রাকৃত গুণের মধ্যে আবির্ভূত হন এবং ভক্তের সেবোন্মুখ প্রবল আর্ত্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস যদি অনুভূতির বিষয় হয়, তাহা হইলে তথাকথিত নির্গুণ বিচারের হাত হইতে রক্ষা পাই। ভক্ত নিজের বা

জগতের বন্ধন ছেদন ছাড়িয়া যখন একমাত্র শ্রীবার্ষিকা-মাধবদাসাই স্মরণ করেন এবং কৃষ্ণ বা কৃষ্ণনামবিগ্রহের বাস্তব প্রতীকার প্রতিমুহূর্ত্ত বিরহে বুকের ক্ষায় গলিতে থাকেন তখন ক্লীববিচারের ছুটি হইয়া ভগবান্‌ই যে রক্ষক, ইহা জানিবার সুযোগ প্রপন্ন জীবের হয়। আশাবন্ধ উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়, নাস্তিকোর অত্যাচারের মধ্যে কেবল কৃষ্ণবিরহের উদ্দীপক হয়—শ্রীনামের আবির্ভাবের জন্য আর্ত্তি আসিতে থাকে। হৃদিস্থে শ্রীনামের প্রবেশেই আবির্ভাব, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "বিরহবাসনানলে ঘোর চিত্ত সদা জ্বলে"—এই জ্বালার অনুভব। সেবা যখন হৃদয়ে প্রবেশ করেন তখন "বরিষয়ে সুধা অনুপম।" সুধা-বর্ষণই নামোৎসব বা সংকীর্ত্তন। সেখানে ভগবানের নামের পুরুষোত্তমত্ব প্রকাশিত—সকল সময় সেবা গ্রহণ করিতেছেন। জোর করিয়া বা চুরি করিয়া সেবা গ্রহণ করেন। ইহাতেই আনন্দ।

'করি এত উপদ্রব চিত্তে বর্ষে সুখাদ্রব।'

নাস্তিকোর উৎপীড়ন আমাদিগকে বিরহবাসনার অনলস্ব অর্থাৎ বিরহবাসনা যে কেবল জ্বালাকেই তাহা বুঝিতে সাহায্য করে। নির্ব্বেদ আসিলেই কৃষ্ণনামের বিলাসহীন হৃদয়কে রবিতপ্ত মরুভূমিসম বলিয়া মনে হয়। কায়মনোবাক্যে ত বিষয় হইতে ছুটিলাভ করে, কেবল কৃষ্ণ-কার্ত্তনরণ হইতে থাকে। তখনই শ্রীনামের সেবায় প্রকাশিত হন। নামের সেবায় প্রকাশিত হইলেই তিনি আমাদিগকে নাইতে থাকেন। তখন যত বাধা-বিপত্তিই আসুক কেন, তাঁহার তৃপ্তির জন্য তাঁহার সেবায় কায়মনোবাক্য যুক্ত হইয়া যায়—ত্রিদণ্ডের সিদ্ধি হয়। এই সেবাবৃত্তি ব্যাহতা। ভক্ত তখন ভগবানের responseএর সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ত রাজকীয় পথ দেখিতে পান। কারাগার উন্মুক্ত। অর্থাৎ কৃষ্ণস্মৃতি সেবাপথের নির্দ্দেশ করেন। অবিশ্বাস পলায়িত হয়, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ অপ্রাহ্য হইয়া পড়ে, বিস্রোত ক্ষীণ হইয়া যায়, স্বয়ং অনন্তরূপী গুরুদেব guide হেন। ভক্তের সম্বল তখন স্থির। পশ্চাতে ফিরিয়া তাকান না, কেবল অগ্রগতি। এইরূপ প্রগতিশীল বিশুদ্ধসত্ত্বের আনুগত্যে জাগড়া বা তমো ও রজোগুণের প্রভাব হইতে দূরে থাকিতে পারিলে শ্রীবার্ষিকামাধবদাসের স্মৃতি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। প্যাপ কংসের কাপটা-নাটা আমাদের হৃদয়ে উৎকণ্ঠায় শিক্ষাষ্টকের ৭ম শ্লোক বরণের সৌভাগ্যলাভের সহায় হইবে। কুরুক্ষেত্রের জাগতিক আশাভরসার মধ্যে কৃষ্ণনামের বলে ছাই পড়িয়া দুর্য্যোগের সৃষ্টি করিবে। বাহিরে ভরা ভাদ্রের ঘন বর্ষণের ন্যায় অন্তরে সেবোন্ম সাক্ষাৎকারের উৎকণ্ঠা জাগিবে, তখনই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীনামের আবির্ভাব হইবে এবং কীর্ত্তন-গোষ্ঠীতে শ্রীনামের বিলাসরূপ প্রচারের সেবায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ হইবে। নন্দব্রজে ভগবান্ যোগমায়া-সমাশ্রিতরূপে আবির্ভূত। যোগমায়া-প্রভাবে বিষয়ের অন্বয় বা ব্যতিরেক কোন জ্বালাই সেখানে নাই, সেখানে কংসের প্রেরিত বাধা-বিপদ্ কেবল আনন্দেরই—বিলাসের উদ্ভব করে, বেদনা আনে না। যোগমায়া যখন নাস্তিক্যের নিকট প্রকাশিত হন, তখন মহামায়ারূপ ধারণ করেন। এই মহামায়াও ভক্তের সহায়—বিশুদ্ধসত্ত্বের সহায়। তথাপি যোগমায়ার প্রভাব উপলব্ধি না হইলে কৃষ্ণ-বিলাসের উপলব্ধি হয় না; কারণ, উহা যোগমায়ার একচেটিয়া অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তখন মহামায়ার মোহিনীরূপও জীবকে আর কৃষ্ণবিমুখ করান না, তবে তখন অজ্ঞান না থাকিলেও আনন্দের স্ফূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে থাকে না, বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভূমিকায় উপনীত হইয়া জীব তখন নির্ব্বেদ বরণ করেন। যোগমায়া-সমাশ্রিত শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ পুরুষোত্তম বাসুদেব যোগমায়ার কৃপাতেই ইতরাসক্তি ও ইতরাসক্তি হইতে উদ্ভূত নাস্তিক্য, সংশয়, সগুণ, নির্গুণ, ক্লীব, একল-বাসুদেব বিচার অপসারিত করিয়া বিশুদ্ধজ্ঞান-ভূমিকায় বিশুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভূত হন এবং নন্দব্রজে বা গুরুদেবের কীর্ত্তন-গোষ্ঠীতে তাঁহার সেবায় নিয়োজিত করেন—এই সেবার ভূমিকাতেই গুরু-নন্দ বা যোগমায়ার সঙ্গ পাই। আমাদের ইতরাসক্তি দূর হউক, কৃষ্ণাবির্ভাব হউক্।

কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সঘরিবে কবে বিশোদরী॥

গ্রন্থ-সমালোচনা

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রকাশঃ—শ্রীমুরারি নামক কবিবরের প্রণীত ও শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে নব-প্রকাশিত এই গ্রন্থটী আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর নিজ শ্রীল রসিকানন্দদেব বা শ্রীরসিকমুরারি গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতে সুপ্রসিদ্ধ। উক্ত "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রকাশঃ" কাব্য সেই শ্রীল রসিকানন্দদেবের বিরচিত গ্রন্থ নহে। কারণ, এই গ্রন্থের রচয়িতা সমাপ্তি-শ্লোকে আপনার নাম "মুরারি" এবং গ্রন্থ-রচনার সমাপ্তি-কাল ১১২৮ শকাব্দ (বসুদৃগ্‌বহ্নিশৌ) বলিয়া প্রকাশ করায় ইহা শ্রীরসিকমুরারির বিরচিত গ্রন্থ বলিয়া স্থাপিত হইতে পারে না। শ্রীল রসিকানন্দের অপ্রকটকাল ১৪৭৪ শকাব্দ। সুতরাং "শ্রীবিষ্ণুপ্রকাশঃ" গ্রন্থ শ্রীরসিকানন্দের অপ্রকটের ৪৪ বর্ষ পরে হইয়াছে।

"শ্রীবিষ্ণুপ্রকাশঃ" গ্রন্থের প্রকাশক মহান্ত শ্রীগোবিন্দ-গোপালানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় তাঁহার 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন—"কবির ১৪ সংখ্যক শ্লোকে 'শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর মুখপদ্ম হইতে শ্রুত' ও ১৪৪ সংখ্যক শ্লোকে 'তাঁহার আদেশে বর্ণিত' এইরূপ বাক্য পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দদেবের অপ্রকাশকাল—১৪৫২ শকাব্দে জানযাত্রার পরদিবস। অতএব অনুমিত হয় যে, এই 'মুরারি' শ্রীরসিক-মুরারি হইতে পৃথক্ মহাজন, সুদীর্ঘজীবী ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুরই শিষ্য।"

গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রন্থের প্রারম্ভে কএকটি শ্লোকে সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীল হৃদয়ানন্দ প্রভুর নিকট হইতে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর কৃপালাভ, বৃন্দাবন-গমনে গুরুর আদেশ, সেই আজ্ঞা পালন, তথায় রাত্রি-শেষে প্রেমসহকারে কৃষ্ণাদি-মার্জ্জনা, শ্রীরাধার নিকট হইতে নূপুর-প্রাপ্তি, শ্রীমতী কর্ত্তৃক ললাটে বিষ্ণু-প্রণামপূর্ব্বক নিজ পরিচারিকাগণের মধ্যে গণনা, খল ব্যক্তির বাক্যে ক্রুদ্ধচিত্ত শ্রীহৃদয়ানন্দ-কর্ত্তৃক শ্রীশ্যামানন্দকে তাড়ন, স্বপ্নযোগে শ্রীগুরুর প্রতি শ্রীমতীর অনুশাসন, তৎপরে শ্যামানন্দকে রাধাসখীজ্ঞানে গুরুর প্রণয়োৎকর্ষ, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু প্রমুখ আচার্য্য-বর্গের উপদেশানুসারে শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভুর অপরাধ (?) ক্ষমাপনের জন্য দ্বাদশ-দিবসব্যাপী মহোৎসব, শ্রীশ্যামানন্দ-কর্ত্তৃক মহোৎসব-ভিক্ষা, শ্রীমদনগোপালদেবের আদেশে শ্রীল নরোত্তমাদির গৌড়োৎকল-বিজয়, শ্রীশ্যামানন্দের প্রেম-প্রচার ও কীর্ত্তন-মহোৎসবাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীল শ্যামানন্দের এতদ্দেশ-পুনরাগমন দিবসেই তৎকালে শ্রীরাধিকাদেবী হইতে নূপুর-প্রাপ্তি ও শ্রীললিতাদেবীর অনুরোধে শ্রীমতীকর্ত্তৃক শ্রীশ্যামানন্দের পূর্ব্ব-সিদ্ধ নাম-প্রকাশ ও ললাটে বিষ্ণু-প্রণাম-ব্যাপার হইতেই এই গ্রন্থের নাম "বিষ্ণুপ্রকাশ" হইয়াছে।

এই গ্রন্থ পদ্য-গদ্যময়। গ্রন্থের রচনা মধুর, গম্ভীর, সুললিত, প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণালঙ্কৃত। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, বি-এ মহাশয় এই গ্রন্থের সরল ও সুন্দর বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য-জগতে এই গ্রন্থটী সমাদর লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

আমরা গ্রন্থকারের অনুসরণে তাঁহারই গ্রন্থের মঙ্গলা-চরণের ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দকে বন্দনা করিতেছি—

কৃষ্ণাম্বিঘ্রসরোজমধুপান্ করুণার্দ্রচিত্তান্
দীনাতিদীনচরিতান্ গুণদোষহীনান্।
মানাপমানসমভাবনুরাগভাংস্তান্
বিশ্বাদ্ধিপোতচরণান্ প্রণমামি ভক্তান্॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের ভৃঙ্গসদৃশ, কৃপায়ার্দ্রচিত্ত দিক্-ভ্রম, অতীব দৈন্যাবতার, প্রাকৃত গুণ-দোষের সম্বন্ধশূন্য ভক্তগণকে নমস্কার করি। তাঁহারা মানে কিংবা অপমানে সমানভাবে পোষণ করেন এবং তাঁহাদেরই চরণদ্বয় সংসার-সমুদ্র-উত্তরণে নৌকাস্বরূপ।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতকুলাবতংস পরলোকগত শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী প্রভু, যিনি মেদিনীপুর জেলার বালিঘাই উদ্ধবপুরে আচার্য্যকেশরী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কীর্ত্তিত 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য'বিষয়ক সিদ্ধান্তকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়া কপটজড়স্মার্ত্তবাদ নিরাকরণপূর্ব্বক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী পুনঃ সংরোপণে সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই মহানুভব গোস্বামিবরের রচিত গ্রন্থাদি বৈষ্ণব-সাহিত্যজগতে অচিরেই রশ্মিমালা প্রকট করিবেন জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

আলোচ্য "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রকাশঃ"গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে ও অনুবাদ সরল পাইকায় মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের কাগজ ও মুদ্রণসৌষ্ঠব বিশেষ প্রশংসার্হ, গ্রন্থের ভিক্ষা ছয় আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

বানবন্দ হইতে মৌড়ীয়ের ৬৪৯-নং গ্রাহক শ্রীযুক্ত গোকুলনাথ গোস্বামী মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন,—

(১) জ্যোতিষশাস্ত্রে দীক্ষাপ্রকরণে 'নাড়ীচক্রম্' অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বচনটী দৃষ্ট হয়। পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় বা ভক্তিসিদ্ধান্তে বৈষ্ণবী দীক্ষায় উক্ত বিধান না মানিলে তাহা অশাস্ত্রীয় কিনা? অর্থাৎ না মানিলে ক্ষতি কি? কিংবা উহা কি স্মার্তবিধান?

একনাড়ীস্থ দিবসে
তদা বেধঃ বিচারণীয়ঃ গুর্ব্বাদিষু তথৈব চ॥
একনাড়ীস্থিতা যত্র গুরুর্মন্ত্রশ্চ দেবতা।
তত্র বেধঃ কৃতং মৃত্যুং ক্রমেণ ফলমাদিশেৎ॥
প্রণষ্টং ভস্মভূতং মন্ত্রং তন্ত্রং নামকর্ত্তা বিধেৎ।
ঘণ্টেভস্মভবোর্দ্বেধে ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন॥
বিষ্ণুপাদোদকৈকত্বে ভক্তপাদোদকস্য বা।
প্রাকৃতেষু চ পক্ষেষু ন শিবেরোধমুক্তমম্॥

(প্রপন্নামৃত)

কার্য্যগতিকে অথবা দেশ-কাল-পাত্রবিচারে যেমন তীর্থ-ক্ষেত্রে শ্রীমন্দির দর্শন করিবার সময়ে সাধারণের সমক্ষেই বিষ্ণুপাদোদক পান করিতে হয়, ইহা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না, অথচ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার চরণামৃত পান না করিলেও অপরাধজনক কার্য্য হয়। এ সব ক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনিচ্ছায় ভঙ্গ হইলে সে অপরাধ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কি করা বিধেয়?

(৩) গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ভাস্মকল্পস্য॥ (ভাঃ ৭।১৪।৩৮, ৩৯) ইত্যাদি ভাগবতের আদেশ কাহাদিগকে উদ্দেশ করে?

(৪) "ভেদিরে মুনয়োঽথাগ্রে ... জনস্তবঃ॥

(ভাঃ ১০।২৪, ২৬)

উক্ত বিধানানুযায়ী যদি কেহ পূর্ণভাবে বৈষ্ণবদীক্ষা না লয়েন, তবে তিনি পতিত কিনা?

(৫) যদি কোনও নামানুরাগী ভজনকারী ব্যক্তিগত অসুবিধায় সংকীর্ত্তনে যোগদানের সুযোগ না করিয়া উঠিতে পারেন, অথবা তাদৃশ সঙ্গ না মিলে, সে ক্ষেত্রে তাহার মানস বা উপাংশু নামজপ কার্য্যকরী কিনা?

উত্তর

১। জ্যোতিষতত্ত্ব-ধৃত উক্ত শ্লোকসমূহ কর্ম্মমার্গের লৌকিকী দীক্ষা-সম্বন্ধে, উহা কর্ম্মজড়স্মার্তবিধান মাত্র। সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের নিকট হইতে যে পারমার্থিকী দীক্ষা লাভ হয়, তাহাতে এই জাতীয় বিচার নাই। যথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাস দ্বিতীয়-বিলাস-ধৃত তন্ত্রসাগর-বাক্যে—

তস্মিন্ সদ্‌গুরুপাদে সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা ন দীক্ষাবসরো মহান্॥
গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্যৈবাদ্ যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া॥
যত্রৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ করণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্‌গুরৌ॥

সদ্‌গুরুদেবের সুদুর্লভ সঙ্গ একবারমাত্রও ঘটিলে যখনই তাঁহার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, তখনই প্রশস্ত দীক্ষাকাল জানিবে। কি গ্রামে, কি অরণ্যে, কি ক্ষেত্রে, কি দিবাভাগে, কি নিশাকালে, যখনই শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক অকস্মাৎ সমাগত হইবেন, তখনই তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দীক্ষাগ্রহণ করা যাইতে পারে। সদ্‌গুরু স্বেচ্ছাবশতঃ সমাগত হইলে তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান, জপ কিছুরই আবশ্যক নাই। এই সমস্ত দীক্ষার কারণ নহে।

২। 'প্রপন্নামৃত'-ধৃত শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশের (৩২শ সংখ্যা) তাৎপর্য্য এই যে, যাহাদের বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি অর্থাৎ যাহারা শ্রীবিগ্রহকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং শ্রীবৈষ্ণবকে ভগবদভিন্নকলেবর অপ্রাকৃততত্ত্বরূপে বিচার করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের জন্ম, মৃত্যু, আলস্য, অভাব ও নানাপ্রকার প্রপঞ্চপীড়া দর্শন করে, সেই সকল ব্যক্তিই প্রাকৃত। তাহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পাদোদককে প্রাকৃত জল অথবা ঐ সকল বস্তুকে কোন জাগতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির যন্ত্র মনে করিয়া থাকে। সেই সকল লোকের দর্শনপথে থাকিয়া কখনও অপ্রাকৃত পাদোদক-সমূহ পান করা উচিত নহে। তীর্থক্ষেত্র বা শ্রীমন্দিরাদিতে শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুগমনে অভিগমন করাই উচিত। প্রাকৃত লোকের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদক পান

করা কিন্তু ঐ সকল স্থানেও কঠিন কার্য্য নহে। আমরা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগমনে ভারতের বহু প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ও শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া ঐরূপ আদর্শ পালন করিবার অবসর পাইয়াছি। পাচমিশালী ব্যক্তিগণের সঙ্গে 'গতানুগতিক' ন্যায়ে যে-কোন ব্যক্তির প্রদত্ত বস্তুই শুদ্ধবৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহারা ভক্তির আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্যের বিচার করেন।

৩। উদ্ধৃত (৭।১২।৩৮-৩৯) শ্লোকদ্বয়ে বর্ণাশ্রমে অবস্থিত গৃহস্থের বিষ্ণুর আরাধনাত্মক স্ববর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া-ত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাসাদি ব্রতত্যাগ, বানপ্রস্থের পুনরায় গ্রামে বাস ও সন্ন্যাসীর বিষয়াসক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা ভক্তির আশ্রমের কলঙ্কস্বরূপ; ইহাদিগকে বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক উপেক্ষা করিবেন।

৪। উদ্ধৃত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সাত্ত্বিক-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিযাজন করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ-যুক্ত ঋষিগণ সনাতন কাল হইতেই কেবল সত্ত্বমূর্ত্তি অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবা করিয়াছেন। নানা দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বাসুদেবের উপাসনায় দীক্ষালাভই শুদ্ধ-জীবাত্মার নিত্য ধর্ম। এই বাক্য অপ্রাকৃত-বৈষ্ণব-দীক্ষাকেই সমর্থন করিতেছে।

৫। সদ্গুরুপদাশ্রয়পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই প্রশস্ত। সাধুসঙ্গের অভাব হইলে সদ্গুরুপদাশ্রিত ব্যক্তি নিজে নিজে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে পারেন। জপ হইতে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

গত ৭ই ভাদ্র নারায়ণগঞ্জের কএকজন ভক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়ের নিকট নির্ব্বিশেষবাদ ও শুষ্ক ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করেন। নির্ব্বিশেষবাদের বিষাক্ত বায়ু Typhoon এর ন্যায় কিরূপে ভক্তিপ্রতিষ্ঠানের সেবক-সেবাধারিগণকে আক্রমণ করিয়া হরিগুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষের ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত সাধন করিতেছে, তাহা প্রসঙ্গ তাঁহার গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় কীর্ত্তন করেন।

গত ৮ই ভাদ্র শ্রীহরিবাসর-তিথিতে অপরাহ্ণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্সের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অধ্যাপক মহোদয় গৌড়ীয়সম্পাদকের রচিত কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান রাজনীতি ও পারমার্থিক রাজনীতির বিষয় আলোচিত হয়। বৈষ্ণবগণ পারমার্থিক। তাঁহারা রাজনৈতিক হইলেও মৎসর, কপট ও অপস্বার্থপরায়ণ নহেন। তাঁহাদের জীবন বৈষ্ণব-সেবা-মহোৎসবময় ও অকপট দৈন্যময়। যাহারা কাপট্য-নাট্যকে ভজনচাতুর্য্য মনে করে, সেই সকল কপটের কোন দিন মঙ্গল হয় না। তাহারা বৈষ্ণববিদ্বেষী, নির্ব্বিশেষবাদী ও প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়ে॥

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-তিথি-পূজার উপলক্ষে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় বেলান্ত, স্মৃতি ও ভজন-বিষয়ক কএকখানি গ্রন্থসঙ্কলনে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। উক্ত গ্রন্থসমূহ নানা মৌলিকতায় বিকশিত হইবে আশা করা যায়।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পরমগুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগত জনগণ ভারত ও ভারতের বাহিরে সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথি হরিকীর্ত্তনমুখে পালন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি বিশ্বের নিকট বহু বিভীষিকাময়ী হইলেও তাহা ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধিনী। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে কংসের ভয়ত্রাতঙ্ক ও কংসচরগণের উপদ্রব অবশ্যম্ভাবী। ঐ সকল বিষয়সমূহ ব্রজভজনের পুষ্টিকারক। প্রহরী-বেষ্টিত কারাগারের

মধ্যে অহোরাত্র শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব নিত্যসিদ্ধ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের এই শিক্ষা আমাদের নিত্য অনুসরণীয় হইলে আমরা মঙ্গল লাভ করিতে পারিব।

নিজস্বসংবাদদাতা জানাইতেছেন—দিল্লী, বোম্বাই ও রেঙ্গুনমঠে শ্রীল আচার্যদেবের পূর্ণাভিষেক শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

রেঙ্গুনে—শ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় রেঙ্গুন-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ রেঙ্গুনের বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ১১ই আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় লেপাডান ষ্ট্রীটস্থিত শ্রীযুত এন্ এন্ গুহের মহাশয়ের সাদর আহ্বানে মঠসেবকগণ তদীয় ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১২ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় মঠসেবকগণ বর্ম্মা রেলওয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুত গৌরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের সুধামা বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

১৩ই আগষ্ট রবিবার লেপাডানে বড়ঠাকুরমন্দিরে বক্তৃতা-মুখে ছায়াচিত্রযোগে হিন্দিভাষায় কৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়।

গত ১৪ই আগষ্ট মঠসেবকগণ তথাকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার মিঃ বসের সহিত বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচনা করেন।

গত ১৬ই আগষ্ট সকাল শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভু ডাঃ এন্ কে বসু এম্-বি মহোদয়ের ভবনে দীর্ঘকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারীজীও মিউনিসিপ্যালিটীর হেলথ্ অফিসার ডাঃ সান্যাল মহাশয়ের সমীপে কিছুক্ষণ হরিকথা আলোচনা করেন।

কলিকাতা—গত ১৮ই আগষ্ট শুক্রবার কলিকাতা বাগবাজারস্থিত গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠপ্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীজী সাধু ও অসাধুর লক্ষণ, সৎসঙ্গ ও শরণাগতির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করেন।

গত ২০শে আগষ্ট রবিবার মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বতশ্রবণসদনে "ভক্তি ও নীতি" সম্বন্ধে একটী জ্ঞান-গর্ভিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন।

দিল্লীতে—নিউদিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবলদেব-বিদ্যাবতিথি-পূজা-উৎসব পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় শ্রীবিগ্রহদর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক শ্রীমঠে আসিতে থাকে এবং আরাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনার পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারীজী সমবেত বহু শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে ১ ঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা প্রদান করেন

ঢাকায়—গত ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ ন্যায়তীর্থ মহোদয় "সৎ-সম্প্রদায় ও অসৎ-সম্প্রদায়" সম্বন্ধে বহু সজ্জনসমক্ষে সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিত মহাশয়ের মূল-গায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

স্বধামে

ঢাকা জিলার বালিয়াটী গ্রামের জমিদার রাইমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় গত ১৩ই ভাদ্র হাটখোলা শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থ তদীয় বাসভবনে নব্বই বৎসর বয়সে সজ্ঞানে স্বধামে গমন করিয়াছেন।

রাইমোহন বাবু প্রাচীন জমিদার-সম্প্রদায়ের অন্যতম, বিচক্ষণ, দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাবান্, অমায়িক ও উদার প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্বগ্রাম বালিয়াটীতে ও তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে তাঁহার সহিত আমাদের কএকবারই সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্যে সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। তিনি বিপুল বিষয়ের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার জীবনের শেষভাগে তাঁহার স্বগ্রামে ও ঢাকায় ভগবদর্চ্চনের আনুকূল্য করিয়া কীর্ত্তি-সংস্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন। পতিতপাবনশিরোমণি নিত্যা-নন্দাভিন্নবিগ্রহ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অহৈতুকী কৃপা-বিস্তার পূর্ব্বক একবার বালিয়াটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

রাইমোহন বাবুর সহধর্ম্মিণীও পতির সর্ব্ববিধ পুণ্যকার্য্যে সাহায্যকারিণী। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া প্রবোধ লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৩৪৬; ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-

মহোৎসব

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥'

গুরু-পাদাশ্রয়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

গুরুপাদাশ্রয়ই ভগবদ্ভক্তি-সাধনের আদি-দ্বার। এইজন্যই নিখিল আশ্রিত সেবককুলের গুরুদেবস্বরূপ অভিধেয়াচার্য শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুপাদ স্ব-কৃত 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে প্রতিপাদ্য ভক্ত্যাঙ্গলক্ষণ-সমূহের বর্ণনপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন—সর্ব্বপ্রথমে "গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্ ॥' নিজের নিত্য চরম-কল্যাণকামী জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে ভগবৎপ্রকাশ সদ্‌গুরুর শরণাগত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোনপ্রকারে কাহারও অনর্থ-সাগর হইতে উদ্ধার-লাভ ঘটে না। শ্রৌত-পথ অবলম্বন করিয়া শ্রৌত-বিধিমতে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত জীবের তর্কপন্থায় কোন শুভ গতি নাই। গুরুপাদপদ্ম-বিস্মৃত হইয়া শ্রৌতপথবিমুখ নাস্তিকগণ যে তর্কহত হৃদয়ে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাতে গুরুদ্রোহ, ভগবদ্‌দ্রোহ ব্যতীত গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের কোন চেষ্টা নাই। যাহারা সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহাদের অশ্রৌত তর্কপথই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাহারা শ্রৌতপথের বা সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তর্কপন্থী ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্যক্তি দম্ভবশে অশ্রৌত পৌরুষবিচারাচ্ছন্ন গৃহব্রত গুরুক্রবকে 'গুরু' বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক কোটী-কল্পকাল অন্ধবিশ্বাসদ্বারা চালিত হইলেও তদ্দ্বারা তাহার কোনদিনই কোন নিত্যমঙ্গল-লাভ ঘটিতে পারে না। এই মহা-সত্যের প্রচার ও প্রদর্শন-দ্বারা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে প্রপন্নজ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্যরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। যথার্থ কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাযুক্ত গুরুদেবের লঘুতা ও অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য যাহারা আধ্যক্ষিক তর্কপথ অবলম্বন করে, তাহাদের ভব-নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার কোনদিন সম্ভাবনা নাই।

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে"—এই নিত্যকল্যাণকর বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে প্রবল, তাঁহাদিগেরই আত্মসমর্পণ বা গুরুপাদপদ্ম গ্রহণ সম্ভবপর। শ্রীভগবৎপাদপদ্মকেই একমাত্র সেবনীয় বিচার করিয়া স্বয়ংভগবান্ প্রভু প্রেমারুরুক্ষু সাধক-গণের আদর্শবিধি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের পরম-কৃপাপাত্র ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুদেব-রূপে বরণ করিবার লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সুধারস-পানের নিমিত্ত শিষ্যাভিনয়কারী প্রভুর গুরুপদে ভিক্ষা-প্রার্থনা এবং গুরুলীলাভিনয়কারী দাতা ঈশ্বরপুরীপাদের সেই ভিক্ষা-প্রদান—এতদুভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্যভেদ লক্ষিত হয় নাই। "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"—এই শ্লোকে প্রভু শ্রীগদাধরের চরণতলে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর নিষ্কপট পরিপূর্ণ করুণা-প্রসাদবলে শ্রীঈশ্বর-পুরীপাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ হৃদ্‌গত-ভাবরূপে নিহিত ছিল।

শ্রীশ্রীআচার্য্য-বন্দনা সম্বন্ধে

শ্রীশ্রীআচার্য্য-বন্দনার প্রথম শ্লোক হইতে পঞ্চম শ্লোক পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণত। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে) শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রের দ্বারা অধিকল সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্লোকটির মধ্যে পৃষ্ঠ অক্ষরে যে কএকটি শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরই লিখিত। ঐ সকল শব্দ-দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে আচার্য্যত্বের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালেই যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুকে (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে—তাঁহার ব্রহ্মচারী লীলার নাম) তাঁহার সম্প্রদায়-সংরক্ষক অধস্তন আচার্য্যরূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতেছে। কারণ, শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভাগবত উভয়ই সমস্বরে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তিকেই লোকাচার্য্য বা গুরু বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণতত্ত্ববিৎকে গুরু বলিয়াছেন। গুরুভক্তিসিদ্ধান্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জনই গুরুতর।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুকীর্ত্তন করিতে কোন নির্ম্মৎসর গুরুসেবকেরই দ্বিধা থাকিতে পারে না। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদের উক্তির অনুগমন করিয়া শ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুর বন্দনাটিকে নিত্য কীর্ত্তনীয় ভজনাঙ্গরূপে আমরা বরণ করিলাম। কেবল শেষের শ্লোকটি শুদ্ধ-ভক্তগণের দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি-পথের পথিক, তাঁহাদের একমাত্র কৃত্যই—"শ্রীশ্রীগুরুপূজা"। 'গুরুপূজা' ব্যতীত 'গৌরাঙ্গপূজা' ও 'গোবিন্দপূজা' হইতে পারে না। কারণ, শ্রীগুরুপাদপদ্মই 'গৌরাঙ্গ' ও 'গোবিন্দ'কে দান করিতে পারেন। তিনি গৌরাঙ্গ বা গোবিন্দের 'প্রকাশ-বিগ্রহ'। এ জগতে তাঁহাদিগকে দান করিবার জন্যই তাঁহার অবতার। এইরূপ মহাবদান্য স্বভাব যাঁহার নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ যিনি 'গৌরাঙ্গ' ও 'গোবিন্দ' নাম বিতরণ করিয়া জীবের নিত্যমঙ্গলবিধানে নিত্য উন্মুখ, তিনিই 'শ্রীগুরুদেব'। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

'ছান্দোগ্য' (৬।১৪।২) শ্রুতি বলিতেছেন,—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।"

আচার্য্য হইতে লব্ধশীক্ষ পুরুষই পরব্রহ্মকে জানেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

সংসারের পার ভাই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৭৭)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ চঃ ম ২২।২৫)

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।" শ্লোকেও "গুরুপূজা"তেই সর্ব্বসিদ্ধি লক্ষিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের "উদ্ধবগীতায়" শ্রীভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে 'সর্ব্বদেবময়' বলিয়াছেন।—"সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ" (ভাঃ ১১।১৭।২৭)।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম 'শ্রীগুরুপূজার আদর্শ' আচার্যের ও শাস্ত্রের সকল কথা বলিয়া জানাইয়াছেন—

"সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেইরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না। সাধুসঙ্গ—শ্রীগুরুকরণ—বৈষ্ণব ব্রাহ্মণসকাশে কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা। যদি তা' না করেন, তবে শিক্ষা-জ্ঞান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন। মহান্ত-গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না জান্‌লে কোনদিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৯ম খণ্ড ২৯ পৃঃ)

"গুরুদেব চিচ্ছক্তিতে নিত্য অবস্থিত হইয়া চটস্থশক্তিতে বদ্ধ জীবের নিকট পরিদৃষ্ট হন। ভেদাভেদ-বিশেষজ্ঞতার অনন্তস্বরূপকে তাঁহার সেবা বার্ষভানবীর সহিত অভেদতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়। মুক্তজীব ভেদাভেদ-প্রকাশ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মধুররতিতে স্বয়ং-প্রকাশ বলিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপা ও স্বয়ং-প্রকাশার বিচার পর পর দর্শন করেন। 'গুরুরূপা সখী বামে' থাকে জানা যায়—সখী শ্রীবার্ষভানবীরই কায়-ব্যূহ এবং তাঁহা হইতে অভিন্না।" —(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৯ম খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা)

আমাদের পূর্ব্বগুরু ভগবৎপার্ষদ শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্তস্বামী ও প্রভাবরচিত হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও" (১।২।৪৪) শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—

"ন চ শ্রবণাদিমাত্রেণ ব্রহ্মদৃষ্টির্ভবতি। কিন্তু সতি কর্ত্তব্যে শ্রবণাদৌ গুরুদত্তঃ তথৈব ভবতি আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি শ্রুতেরম্।"

এই শ্লোকের "ভক্তিপ্রকাশিকা" টীকানুসারে তাৎপর্য্য এই—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ।" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে কেবল শ্রবণ-মননাদি দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান সাধিত হইতে পারে কি ?—এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বলিতেছেন, কেবল শ্রবণাদি-জ্ঞান সাধন নহে, আচার্য্য প্রসন্ন হইয়া যেরূপ উপাসনার উপদেশ করেন, তাহা শ্রবণপূর্ব্বক তদনুসারেই সেবা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু আচার্য্যের অনুগ্রহ অনুসারেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যদি গুরুর প্রসন্নতাই জ্ঞানের কারণ হইল, তাহা হইলে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ"—এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান-সাধনতা ব্যর্থ হয়। তদুত্তরে মীমাংসা এই যে, **শ্রবণ-মননাদিও আচার্য্যের অনুগ্রহ ভিন্ন হইতে পারে না** অর্থাৎ শ্রবণ মননাদি হইতেও আচার্য্যের উপদেশের কারণতা আছে; বিশেষতঃ শ্রুতি বলিয়াছেন, 'আচার্য্যবান্ই পর-ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।"

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নিত্যবস্তু হইলে আচার্য্যেরও নিত্যত্ব আছে। এখানে আর একটি সমস্যার উদয় হয়। আচার্য্যের নিত্যত্ব ও তাঁহার উপদেশের নিত্যত্ব স্বীকার করিলাম, কিন্তু আচার্য্য যে সর্ব্বকালেই প্রকটলীলায় থাকিবেন, তাহার কি প্রমাণ আছে? অপ্রকট-লীলায় প্রবিষ্ট আচার্য্যের উপদেশ ও বাণীর অনুসরণ করিয়া আমরা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি যাজন করিব।

যাঁহারা এই বিচার করেন, তাঁহারা হয় অতিমুক্ত, না হয় অতিবদ্ধ। কারণ, সাধারণ জীবমাত্রেই এত অনর্থযুক্ত যে, তাহারা সর্ব্বদা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণ করিতে ও চক্ষুর সম্মুখে আদর্শ না দেখিতে পাইলে কিছুতেই মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। বিশেষতঃ অপ্রকট-লীলায় প্রবিষ্ট আচার্য্যের উপদেশ ও বাণীকে যখন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝিয়া থাকেন ও ব্যাখ্যা করেন, তখন উহার প্রকৃত মীমাংসার জন্য মহান্ত-গুরু বা আচার্য্যের নিত্যাবির্ভাব না থাকিলে লোকে নানাপ্রকার মনোধর্ম্মে প্রধাবিত হয়। শ্রীব্যাস আচার্য্যরূপে যে সকল উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য শ্রীশুকদেব বা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ প্রকাশিত না হইলে পরবর্ত্তিকালের ব্যক্তিগণ ব্যাসদেবের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারিতেন না; অথবা ব্যাসদেবের কথা সম্পূর্ণ ভুল বুঝিতেন।

এখনও একশ্রেণীর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা সাধু, ভাগবত বা আচার্য্যের অনুগত না হইয়াও অসাম্প্রদায়িকভাবে শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, বিচার করেন। কোন আচার্য্যের রচিত টীকার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে পাছে প্রচ্ছন্নভাবেও আচার্য্যের প্রভাব পাঠকের উপর বিস্তৃত হয়—এই ভয়ে অনেকে টীকা-পাঠ-পরিত্যাগ করাকে 'উদারতা' মনে করেন। অনেক সময়

নিজে শাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে নিজের শয়তান মন সেখানে যে শয়তানী বিস্তার করিতে পারে—এই বিষয়টি তাঁহারা ভুলিয়া যান! তাঁহারা আচার্য্য অপেক্ষা নিজদিগকে অধিকতর দোষমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক ও নিরপেক্ষ মনে করেন!

যাঁহারা মনে করেন, "যোগ্যতম গুরু পৃথিবীতে বর্ত্তমানে নাই বা আমাদের ভাগ্যদোষে নাই, সুতরাং আমাদের মনোধর্ম্মই 'গুরু' বা আমরাই আমাদের 'আচার্য্য'", তাঁহারা নিজের চিকিৎসা নিজেরাই করিবার পক্ষপাতী; কিন্তু সাধারণ জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়—ডাক্তারও রোগাক্রান্ত হইলে নিজের চিকিৎসা নিজে না করিয়া অপর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদাই বলিতেন,—"**নিজের চিকিৎসা নিজে না করিলেই ভাল।**"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা)"

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য ভগবৎসন্দর্ভে "লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৪৯)—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"গুরুপ্রসাদঃ সুপ্রসিদ্ধো বা বলবানিতি নিগদ্যতে। ঋষভাদিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাং জাবালি সত্যকামেন ভগবদংশেন যে কামে ক্রমাজ্জ্ঞঃ হেয়ং যে ভগবদুপাদেয় **আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি** বচনাৎ। অত্র হি ন কিঞ্চন বিদ্যায়াস্তাদ্গুণ্যমানাৎ। উপকোশলবচনাচ্চ লিঙ্গভূয়স্ত্বাদ্ গুরুপ্রসাদ এব বলবান্ তহি তাবতালমিতি ন মন্তব্যং, শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদিস্তদপি কর্ত্তব্যম্। বারাহে চ—**গুরুপ্রসাদো বলবান্ন তস্মাদ্ বলবত্তরম্। তথাপি শ্রবণাদিশ্চ কর্ত্তব্যো মোক্ষসিদ্ধয়ে।**" ইতি

গুরুর কৃপাই সুবিখ্যাত ও বলবান্ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; তথাপি সন্দেহ হইতেছে, গুরুপ্রসাদই কি কেবল বলবান্ কিংবা শ্রবণাদিরূপ শিষ্যপ্রযত্ন বলবান্? এই সন্দেহভঞ্জনের জন্য বলিতেছেন,—গুরুপ্রসাদ কেবল ইতিকর্ত্তব্যতামাত্র, শিষ্যপ্রযত্নই বলবান্, ইহা বলা যায় না। বাস্তবিক গুরুপ্রসাদই বলবান্। যেহেতু **আচার্য্য-কৃপার বলবত্তাতেই সিদ্ধি।** সত্যকাম ঋষভাদির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। যদি কেবল শ্রবণাদি সাধন বলবান্ হইত, তাহা হইলে ঋষভাদির নিকট শ্রবণ-মাত্রেই সত্যকামের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইত, গুরুর নিকট পুনর্ব্বার কৃপাপ্রার্থনা ও পরিপ্রশ্নের প্রয়োজন থাকিত না। আবার **উপকোশল অগ্নির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও মহান্ত আচার্য্যের নিকট অভিগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানলাভের দীক্ষা ও উপদেশ প্রার্থনা** করেন। আচার্য্য সত্যকাম উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন, তাহাতেই উপকোশলের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ আরুণিবাবার এক মহান্ত গুরু শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করেন, শিষ্য আবার আচার্য্য হইয়া অপরকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন। অতএব **আচার্য্যের নিত্যত্ব ও তাঁহার প্রসাদের প্রাবল্য নিত্যকালই স্বীকার্য্য।** আর যদিও আচার্য্য-প্রসাদের প্রাবল্য আছে, তথাপি শ্রবণমননাদি করিতে হইবে। বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—গুরুকৃপাই বলবান্, তাহা হইতে বলবত্তর সাধন আর কিছুই নাই, তথাপি মোক্ষসিদ্ধির জন্য শ্রবণাদি একান্ত কর্ত্তব্য।

আচার্য্য পরম কৃপাময়, তিনি শিক্ষক নহেন; তিনি আচার্য্য-সম্মান শিক্ষা দিবার জন্য এবং আচার্য্য যে ভগবৎস্বরূপ, তাহা জানাইবার জন্য নিজের পরিচর্য্যা নিজেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাই আচার্য্যের করুণা। ইহার দ্বারা যে আচার্য্যের আত্মম্ভরিতা দোষ উপস্থিত হয়, তাহা নহে। আচার্য্য বলিয়া থাকেন,—

"ব্রহ্মোপাস্ব ব্রহ্মোপচরস্ব তদ্ধ্যনু হি ত্বে ষ্যামবস্থিতি। যথা **ব্রহ্মোপচরেরথা মামুপচরেরেবং চাস্মেঽস্মাদ্বিধাঃ।** শ্রেয়সশ্চ তাদুপায়ং তাদুপচরস্ব তেভ্যঃ শ্রুত্বা হি ত্বে ষ্যামবস্থিতি পৌষ্যায়ণশ্রুত্যবলম্বিতিহেশাচ্চ।"—(ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৪৭ সূত্রের মধ্বভাষ্য)।

পৌষ্যায়ণ শ্রুতি বলিতেছেন, আচার্য্য শিষ্যকে বলিয়া থাকেন,—ব্রহ্মের উপাসনা কর, ব্রহ্মের অনুশীলন কর, ব্রহ্ম শ্রবণ কর; **যেমন ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, সেইরূপ আমারও শুশ্রূষা করিবে। যাঁহারা আমার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশক, তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহারা তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।**

এই বেদের কথাই ঠাকুর নরোত্তম সরল বঙ্গভাষায় গীতি রচনা করিয়া গাহিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

• • •

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যে প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হৈতে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু, দেহ' মোরে পদছায়া, এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র সমস্বরে একতানে শ্রীগুরুপূজার মহিমা গান করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত্র গুরুপূজা-মহামহোৎসবময়, তাঁহারাই প্রকৃত শিষ্য বা শুদ্ধ ভক্ত। এইরূপ শুদ্ধভক্তগণ গুরুবাদী নহেন, অর্থাৎ গোবিন্দ বা গৌরাঙ্গকে পরিত্যাগ করিয়া 'অতিবাড়ী' গুরুভক্ত এবং গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া গৌর ও গোবিন্দের দাম্ভিক পূজক নহেন। গোবিন্দ ও গৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ ও প্রিয়তম-তত্ত্বরূপেই তাঁহারা 'গুরুপূজা'র অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

শুদ্ধসংকীর্ত্তনযজ্ঞই 'গুরুপূজা'-মহোৎসব। শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট শ্রীগৌরকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন-প্রচারই 'গুরুপূজা'-মহোৎসব।

কলিকালে আমরা কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি না। শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—'কলিকালে নামরূপেই কৃষ্ণের অবতার হয়। সেই নামরূপী কৃষ্ণকে একমাত্র যিনি কৃপা করিয়া দান করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভারী বা গুরু। সেই গুরুদেবের পূজা মন্ত্রপূজা বা বীরপূজা নহে; তাহা কৃষ্ণ-শক্তির পূজা এবং তাহাই প্রকৃত কৃষ্ণের পূজা।

নিশ্চয়ের, অকপট, আত্মমঙ্গলকামি-সতীর্থ ভ্রাতৃগণ! আপনারা এই গুরুপূজা-মহোৎসবে যোগদান করুন; আমাদিগকে এই গুরুপূজা-মহোৎসবের মণ্ডপে প্রবেশাধিকার প্রদান করুন; আমাদিগকে মলিনতা, আত্মম্ভরিতা, মৎসরতা, অসূয়া-বুদ্ধি প্রভৃতি পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগের কৃতভাগ্য বিধান পূর্ব্বক গুরুপূজা-মহোৎসবে দীক্ষিত করুন। আমাদিগের সমগ্র জীবন যেন গুরুপূজা-মহামহোৎসবময় হইয়া দশদিক্ সেই পূজার আরাত্রিক-ধ্বনিতে অনুক্ষণ মুখরিত, গুরুপূজার প্রদীপের আলোকে আলোকিত, গুরু-পূজার ধূপের সৌরভে সৌরভান্বিত ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পরাগে বিভূষিত হয়।

বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে॥

ইহা অন্তরাত্মার সহিত অকপটে বলিতে বলিতে কবে অশ্রুমধ্য ও কার্পণ্যকুসুমের দ্বারা শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসবে গুরুদেবতাত্মা অদোষদর্শী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পশ্চাতে থাকিয়া অঞ্জলি-প্রদানের যোগ্য হইব? সত্য সত্য এমন দিন কবে হইবে?

"যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড প্রথম অধ্যায়ের মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন সর্ব্বাগ্রেই 'শ্রীব্যাস-পূজা' বা 'শ্রীগুরুপূজা'র আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়'
—ইহাই শ্রীভগবানের বাণী। ভক্তের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই শ্রীগুরুদেব; যিনি সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া কৃষ্ণের প্রিয়তম হইয়াছেন, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ, তিনি শিষ্যদেবসমূহের 'ইষ্টদেব'। তাই ব্যাসাবতার গাহিয়াছেন,—

ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
সহস্রবদন বন্দোঁ প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্রমুখে কৃষ্ণ-যশোধাম॥
মহারত্ন দুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্যকীর্ত্তন॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১।১১-১৪)

তিনিই 'ইষ্টদেব', যাঁহার কৃপায় শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্ত্তি বা মহিমা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। সহস্রমুখে কৃষ্ণের কীর্ত্তিরাশি কীর্ত্তন ও বিস্তারই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম। শ্রীগুরুদেব স্বয়ং কীর্ত্তন-কারীর অগ্রণী বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করেন এবং নিজ বৈভব-প্রকাশরূপ সহস্র শিষ্যদেবের মুখ বিস্তার করিয়া তাঁহাদের দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তন করান। গুরুদেব শিষ্যদেবসমূহকে নিজ গুরুদেবেরই বৈভবপ্রকাশ বা গুরু বিচার করেন, শিষ্য বা ভোগ্য বিচার করেন না।

যেরূপ লোকে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকটই প্রেম রত্নসমূহ গচ্ছিত রাখেন, তদ্রূপ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমুখেই তাঁহার স্তবাবলীর অনন্তভাণ্ডার গচ্ছিত রাখিয়াছেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের স্তব বা পূজার পূর্ব্বে শ্রীবলদেব, শ্রীগুরুদেব বা শ্রীনিত্যানন্দের পূজা, তাঁহার পূজার দ্বারা শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীগুরুদেবই—বলদেব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত বল লাভ হয় না, কিছুতেই দুর্ব্বলতা যায় না।

কাহারও কাহারও ধারণা 'কাণে মন্ত্র' লইবার অভিনয় বা দীক্ষার 'রেজিষ্টারী খাতা'য় নাম লেখাইবার অভিনয়ই—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়! এইরূপ বিচার করিয়া অনেকেই নাস্তিকতা-সহকারে 'আমি অমুক সদ্‌গুরু, অমুক মহাপুরুষের শিষ্য' প্রভৃতি বলিয়া দাবী করেন। যাঁহারা কোনদিন শ্রীগুরুদেবের বাণী, শ্রীগুরুদেবের সিদ্ধান্ত, শ্রীগুরুদেবের আচার-প্রচার অনুধাবন, অনুসরণ ও অনুশীলন করেন নাই, বরং তাহাতে সংশয়াত্মা ছিলেন, তাঁহার আচার-বিচারের বিরুদ্ধ অনুশীলন ও অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও শ্রীগুরুদেবের প্রিয়শিষ্য বলিয়া নাস্তিকতার দাবী করিতে ছাড়েন না। এইরূপ অবৈধ দাবী করিবার প্রচেষ্টা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিরোচনও ইন্দ্রেরই ন্যায় ব্রহ্মার শিষ্যত্বের দাবী করিয়া থাকে। তর্কপন্থী শঙ্কর-মতাবলম্বিগণও আপনাদিগকে শ্রৌতপন্থী এবং ব্যাসের অনুগ বলেন, আবার শ্রীমদ্ভাচার্য্যও তাহাই বলেন। অতিবাড়ী জগন্নাথদাস আপনাকে শ্রীচৈতন্যের অধিক প্রীতিভাজন জ্ঞান করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নিন্দা করেন। এইরূপ দলটবলে কতকগুলি বিচারহীন লোক মতিভ্রষ্ট হয়। তাহাদের কেহ কেহ চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদী, কেহ বা নিরপেক্ষের ভাণে বাস্তবসত্যবিদ্বেষী, কেহ বা নাস্তিক, কেহ বা উন্মার্গগামী হইয়া পড়ে।

শ্রীগুরুদেব তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যদেবকে মহারত্ন জ্ঞান করেন; যাঁহার নিকট তিনি তাঁহার একমাত্র জীবনসর্ব্বস্বের যশোরত্ন-ভাণ্ডার গচ্ছিত রাখেন, তিনিই প্রকৃত প্রিয়তম শিষ্যদেব—তিনিই প্রকৃত 'গুরুপ্রেষ্ঠ' এই কথাই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন "যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে"—এই বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদাস্যে শ্রীচৈতন্যবাণীর আলোকে যখন শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের ঐ উক্তি পঠিত হয়, তখন আর একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যসরস্বতী 'মহাপ্রিয়'-জ্ঞানে তাঁহার কীর্ত্তিরূপ মহারত্নকে শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বদনে সংস্থাপন করিয়াছেন; তাই তাঁহার শ্রীমুখেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সর্ব্বদা প্রকাশিত। একথা আমাদের কল্পনা নহে—স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবাণী, প্রত্যেক গুরুসেবকের সুবিদিত, স্পষ্ট, সরল সত্য। নিম্নে আমরা শ্রীল আচার্য্যদেব সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্ত-স্বাক্ষরিত সেই আশঙ্কাকীর্ত্তি সাগ্রহে উদ্ধার করিতেছি—

শ্রীশ্রীনারায়ণাভ্যাং বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সিদ্ধান্তবাণী শ্রুতিসন্নিবিষ্টা
কলৌ বিবাদেন প্রচাল্যমানা।
ওঁম্ বিষ্ণুপাদাচরণক্রমেণ
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠাং ভজতে চিরেণ ॥ ১ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং দৃষ্টাদৃষ্টপরীক্ষকম্।
নিষ্ঠিতং পরমে তত্ত্বে মুক্তবৈরাগ্যবিগ্রহম্ ॥ ২ ॥
বজ্রাদপি কঠোরস্য মৃদুনশ্চাপি সত্যসঙ্ঘে সমাশ্রিতম্ ॥ ৩ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরু-শ্রেষ্ঠং তদভীষ্টপ্রপূরকম্।
হরিপ্রিয়জনৈর্মান্যং ব্রহ্মচর্য্যপ্রবর্দ্ধকম্ ॥ ৪ ॥
ভূরয়ন্তং পরাং বিদ্যাং সদানন্দরসাপ্লুতম্।
বৈকুণ্ঠজ্ঞানদীপেন ভাসয়ন্তং দিশো দশ ॥ ৫ ॥
অনন্তবাসুদেবাখ্যাননন্তগুণ-মণ্ডিতম্।
শ্রীনন্দং তং সমাসাদ্য স্বাত্মরত্নং পরোত্তমম্ ॥ ৬ ॥
লভতাং পরমাং কান্তিং মহামহোপদেশকঃ।
ইত্যেষা মহতী খ্যাতিঃ শ্রীকান্তং কৌস্তুভো যথা ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাস্তরে ॥ ৮ ॥
বেদেন্দু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৯ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী—

প্রতিবচনগতঃ **সিদ্ধান্তবাণী** কলিযুগে বিবাদ দ্বারা প্রচাল্যমানা হইয়া সম্প্রতি আচরণমুখে ধর্ম্মোপদেষ্টারী যে মহাপুরুষে চিরতরে **প্রতিষ্ঠা** লাভ করিয়াছেন এবং যিনি **সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ**, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ **সর্ব্ববিষয়ের সুপরীক্ষক**, **পরমতত্ত্বে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত**, মুক্তবৈরাগ্যবিগ্রহ, **অসত্য বিষয়ে বজ্রাপেক্ষা কঠোরত্ব** ও সত্যাশ্রিত বিষয়ে কুসুম অপেক্ষাও কোমলত্ববিশিষ্ট, **শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-প্রেষ্ঠ**, তাঁহাদের **অভীষ্টপ্রপূরক**, হরিভক্তগণ কর্ত্তৃক **জ্ঞেয়মাহাত্ম্য**, ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মের পরিবর্দ্ধনকারী, পর-বিদ্যা-ভূয়ঃ-সম্পাদক, নিরন্তর আনন্দরসে নিমজ্জমান, বৈকুণ্ঠ-জ্ঞানপ্রদীপ দ্বারা সর্ব্বদিগ্‌মণ্ডলের উদ্ভাসক—সেই শ্রীমান্ অনন্তবাসুদেব নামক অনন্তগুণবিভূষিত পরমোত্তম নিজ-আত্মরত্নকে প্রাপ্ত হইয়া 'মহা-মহোপদেষ্টক' এই উপাধিটি—শ্রীকান্তকে (নারায়ণ) প্রাপ্ত হইয়া কৌস্তুভমণি যেরূপ পরমকান্তি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ পরমশোভা লাভ করুক।

শ্রীশ্রীআচার্য্য-বন্দনা

প্রকট-তিথি

ভকতি-জননি ! গৌর-পঞ্চমি !
সর্ব্বশুভদা তিথি গো আজ ;
করুণা করিয়া, মরতে আসিয়া,
শিখালে সবারে সেবার কাজ ।
শ্রীহরিবিমুখ, সুপ্ত ধরণী,
তোমারি কৃপায় জীবন পে'য়ে ;
'শ্রীগুরুপূজা'র মহামহোৎসবে,
(আর্ত্তি) উপায়ন ল'য়ে আসিছে ধেয়ে ।
নমো নমঃ অয়ি ! কল্যাণময়ি !
দীনজন পদে ভিক্ষা মাগে ;
শ্রীগুরুচরণ, করিতে সেবন,
পরাণে যেন গো আর্ত্তি জাগে ।

পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব !

গৌড়ীয়গণের হৃদয়-গগনে,
উদয় তোমার ভানুর প্রায় ;
শুভ ভাস্বর করুণা-কিরণে,
শোক, মোহ, ভয় পলায়ে যায় ।
উদয়ে তোমার প্রভাত হইল,
কলি-কলুষিত তিমির রাত্রি ;
শরণাগতির রাজকীয় পথে,
সুজন সকল হইল যাত্রী ।
(তব) কৃপা-কররাশি ভ্রমিছে নিয়ত,
পতিত অধম জীবের তরে ;
সবারে বিলাতে গুরুসেবা-ধন,
আগমন তব অবনী 'পরে ।
চৈতন্যবাণীর ওগো প্রিয়তম !
নিয়োজিতে গুরু-সেবায় সবে ;
নব চেতনার সঞ্জীবনী গাথা,
গাহিতেছ নিতি উচ্চরবে ।
বাণী-বাণ যা'তে চিত্তে বিঁধিয়া,
গোকুলামৃতের বন্যা আনে ;
(মহা) মহাবদান্য তুমি, তাহারি লাগিয়া,
বিঘোষিছ গুরু-গৌর-কামে ।
করুণা-সিন্ধু, পতিতপাবন,
আশ্রিতজনের পালকবর !
অসাধু, কপটী, অন্য-অভিলাষী,
হেরিছে তোমায় ভয়ঙ্কর ।
শ্রীগুরুবিরোধী হতভাগ্যাকুল,
তব হিতবাণী শিরে না ধরে ;
স্ব-পর-অহিত প্রচারিয়া ভবে,
অপরাধানলে পুড়িয়া মরে ।
(তবু) অপরাধী জনে করুণা প্রচুর,
বার বার দাও সুযোগ শত ;
(হায়) দেখিয়া না দেখে, শুনিয়া না শুনে,
গুরুবৈষ্ণবের বিরোধরত ।
(ওহে) ন্যাসিশিরোমণি ! বৈরাগ্যবিগ্রহ !
শোধন-সুযোগ করিতে দান ;
অবন্তীপুরীর ভিক্ষুর গীতি,
করুণ-হৃদয়ে করিয়া গান ।
'অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, বৈষ্ণব-আচার,'
বাস্তব আদর্শে প্রকট করি'
(নিত্য) ব্রজবাসী তুমি, ব্রজ-বনে বনে,
স্বানুভবানন্দে সেবিছ হরি ।
শ্রীগৌর-বাণীর প্রিয় বীণাখানি,
বিপ্রলম্ভময় যাঁহার প্রাণ ;
(ভক্তি) বিনোদ-ধারার উল্লাস সাধি'
তোমারি করেতে সুশোভমান ।

শ্রীরূপ-উৎসব কুঞ্জ-আকারে
দিবানিশি মহামন্ত্রধ্বনি :
সে মহাতীর্থে অবগাহি' সবে,
(তব) কৃপাবলে পায় (নাম) চিন্তামণি।
শ্রীগুরু-গৌরের তোষণ-যজ্ঞে,
(মোদের) নিয়ামক আর শাসক তুমি ;
তোমার করুণা, তুমিই উপমা,
বার বার দেব ! চরণে নমি।
অসত্যেরে যেন সত্য ভাবিয়া,
নিতাইচরণ না ছাড়ি কভু ;
অভিন্ন-নিতাই ! ওহে কৃপাময় !
এই ভিক্ষা সদা যাচি হে প্রভু !

শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রকট-তিথি

আগামী ২০ শে কেশব ১ আশ্বিন, সোমবার গৌর-পঞ্চমী-তিথি ছই বিষ্ণুশক্তির আবির্ভাবে ধন্যাতিধন্যা, নিত্যসুন্দরীয়া ও বন্দনীয়া হইয়াছেন মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শক্তি 'শ্রীসীতাদেবী' এই তিথিতে প্রকটলীলা বিস্তার করেন। মহাবিষ্ণু অদ্বৈতাচার্য্য সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দরকে গোলোক হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রপঞ্চে অবতরণ করাইয়াছিলেন। সেই মহাবিষ্ণুর শক্তিই শ্রীসীতাদেবী।

অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎ-পূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।

—চৈঃ চঃ আ ১৩। ১১১

শ্রীসীতাদেবী শ্রীঅচ্যুতানন্দের জননী। মহাবিষ্ণুশক্তি শ্রীসীতাদেবী হইতেই 'অচ্যুতগোত্র' প্রকাশিত হয়। অচ্যুতের অনুগতজনই আচার্য্য-সন্তান-নামের যোগ্য ও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অচ্যুতানন্দ—বড় শাখা, আচার্য্যনন্দন।
আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্য-চরণ॥
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ—মহাভাগবত॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ॥

—চৈঃ চঃ আ ১২ অঃ

'বিষ্ণুশক্তি অচ্যুতগোত্র বা অচ্যুতজনের প্রকটকারিণী' এই কথাটির মধ্যে অনেক রহস্য আছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই বিষ্ণুশক্তি বা কৃষ্ণশক্তি।

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তা'র প্রবর্ত্তন॥

বিষ্ণুশক্তির কার্য্য নামসংকীর্ত্তন-বিস্তার ও নামসংকীর্ত্তনকারী আচার্য্যনন্দনগণের বা অচ্যুতগণের বৈভব-বিস্তার। মহাবিষ্ণুশক্তি অচ্যুতজননী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-তিথির সহিত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী-গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-তিথি সন্নিলিতা হইয়া সেই অচ্যুতগণের অর্থাৎ 'ভক্তিবিনোদধারে'র ধারা বিস্তারের সূচনা করিয়াছে। বিষ্ণুশক্তি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী-গোস্বামী প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের আম্নায়-ধারা-সংরক্ষণকারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শক্তির প্রকটতিথিতে স্বীয় প্রাকট্য বিধান করিয়াছেন। ইহার দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াম্নায়-ধারায় অচ্যুতগণের বিস্তার অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভব-প্রকটন-কার্য্যের নিত্যসিদ্ধত্ব স্বতঃপ্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব গৌরপঞ্চমীতিথিতে আবির্ভাবলীলা ও কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া আর একটি রহস্য বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ-গণের হৃদয়পদ্মকোষে এই রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী"র পরেই আচার্য্যাবির্ভাবলীলা। শ্রীনন্দোৎসবের অনুগমনেই "শ্রীশ্রীগুরুপূজা"-মহোৎসব। আবার স্বরূপশক্তি শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার প্রেষ্ঠা শ্রীললিতা দেবী ও তদভিন্ন ব্রজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকটতিথির 'আগমনী'-রূপে শ্রীশ্রীআচার্য্য-আবির্ভাব-তিথি।

সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে, শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপশক্তি শ্রীসীতাদেবীর জীবন নানা বিপদ্ভারপূর্ণ, বহু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অগ্নিপরীক্ষাময়। অতএব কোন কন্যার 'সীতা' (দাসী) নাম রাখিলে তাহাকেও সেইরূপ দুঃখময় জীবনই যাপন করিতে হইবে। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহিণী

আছেন। ইহা জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঐরূপ বিচারের অনুসরণ করিবার আদর্শ প্রকাশ করেন নাই। যিনি অচ্যুতগণের জননী—যিনি "জগৎ-পূজিতা আর্য্যা", তাঁহার চরিত্র বাহ্যদৃষ্টিতে বহু বিপদসঙ্কুল ও নানা গঞ্জনা ও পরীক্ষাময়—এই মহাসত্যের সাক্ষ্য দিবার জন্যই মহাবিষ্ণুশক্তি 'সীতা' নামে বিবৃতিতা হইয়াছেন।

শ্রীলপ্রভুপাদ জানাইয়াছেন যে, আচার্য্য-চরিত্র লোক-গঞ্জনায় বিবৃতিত হইয়া অধিকতর কৃষ্ণসেবার আদর্শ প্রকট করিয়া থাকেন। তিনি কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না; বরং লোকগঞ্জনা তাঁহার বিপ্রলম্ভের পুষ্টিকারক। তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটি পত্রে লিখিয়াছেন,—

"লোকগঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবীদেবী শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করেন না। আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে 'অরিষ্ট বৃষ' 'উলুইচণ্ডী'-সেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের নৈরাশ্যের কারণ নাই।"—(পত্রাবলী ১ম খণ্ড ২৪ পৃঃ)

'অরিষ্ট বৃষে'র ন্যায় যাঁহারা 'উলুইচণ্ডী'-সেবাকে ভক্তি মনে করিয়া নির্ব্বিশেষবাদে ধাবিত হইতেছেন, তাঁহাদের কোটী কোটী গঞ্জনায় ভগবদ্ভক্তের নৈরাশ্য হয় না, বরং বিপ্রলম্ভেরই পুষ্টি হয়।

নির্ব্বিশেষবাদ বৃষের ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া স্বীয় দাম্ভিকতা প্রকাশ করে করুক, তাহার শারীরিক বল, দৈহিক গুরুভার প্রদর্শন করিয়া ভক্তিপথের পথিকগণকে শত শত বাধা দিবার চেষ্টা করে করুক; কিন্তু তাহার সেই রজোগুণী তুচ্ছা ভক্তিদেবীর কেশস্পর্শও করিতে পারিবে না। শুদ্ধভক্তিপথের পথিকগণ ভোগীর ভোগত্যাগের অপেক্ষা নির্ব্বিশেষবাদের ত্যাগ ত্যাগকে অধিক ঘৃণা করেন; নির্ব্বিশেষবাদগণ অরিষ্ট বৃষেরই বন্ধু। অতএব এই উভয়ের মধ্যে মনে প্রাণে মিল হইলেও চিদ্বিলাসের কোন ক্ষতি হইবে না; চিদ্বিলাস সর্ব্বিক্ষণে নিত্য জয়যুক্ত হইবেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীউপদেশামৃতের উপসংহারের ব্যাখ্যা

[স্থান—শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদন, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; কাল—১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪৫, ৪ই নভেম্বর, ১৯৩৮]

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি'র—এমন কি তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের প্রত্যেক বাক্যটী তাঁহার নিজের নিত্যাভীষ্ট—সর্ব্বস্ব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র বা শিক্ষাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন। উপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি'র উপসংহারে সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথাই কেবলমাত্র জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সকল সময়েই "তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী" এই শ্লোকের আচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'অনুভাষ্য', 'অনুবৃত্তি' এই সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজাভীষ্টের অনুগামিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। "তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী" এই শ্লোকানুসারে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও আচরণে—"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধ-রূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥" "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতম্। তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥" এই শিক্ষাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"তিষ্ঠন্ ব্রজে" এই শ্লোকে কতিপদে—অনুরাগমার্গে সেবা শিক্ষা দান করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বিধিমার্গের কথা বলা হইয়াছে। সপ্তম শ্লোকে 'রোচিকা' ও 'রসনা' এই দুইটী শব্দ ব্যবহার করিয়া শ্রীমদ্রূপগোস্বামী প্রভু রাগময়ী ভক্তির উদ্দেশ জানাইয়াছেন। তথায় ঐ শ্লোকে বিধিই প্রবল। অবিদ্যা-পিত্তরোগে কৃষ্ণনাম-মিশ্রী ভাল না লাগিলেও উহাই ব্যবহার করিতেই হইবে। অষ্টম শ্লোকে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির কথা থাকিলেও শ্রবণাদির অনুষ্ঠান এখানে কিছু বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। এখানে তাহা 'তদনুরাগিজনানু-গামী'—অনুরাগী জনের গতিতে আরূঢ়।

এই পর্য্যন্ত অনুবৃত্তি লেখা হইবার পর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অভীপ্সিত নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। অষ্টম শ্লোকের অনুবৃত্তি সমাপ্ত হইবার পর ঠাকুরের প্রকট হইতে বিজয়লীলার মধ্যে রহস্য আছে। Green room এর (প্রেক্ষাগৃহের) বাহিরে ব্রজানুরাগী বা কৃষ্ণানুরাগী

জনের অনুগমন এই পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহার পর হইতেই green room এর ভিতরের কথা—বর্ত্তমানের অনুবাদের কথা।

শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অন্যতম শিষ্যজন। শ্রীল ঠাকুরের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তে প্রতিফলিত হইত। 'শিষ্য'—এতদ্বারা লালিত-পালিত। উপসংহারে কি উদ্দেশ্য করিয়াছেন—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। "কৃষ্ণেতি যস্য গিরি" শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদগোষ্ঠীকে স্বগোষ্ঠী জানিয়া 'আচরে'র কথা শিক্ষা দিয়াছেন। এই শ্লোক হইতে "ভ্রমাত্মক-চরিতাদি" পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী শ্লোক ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশ করিয়াই প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার অনুগমন শিক্ষা দিয়াছেন; তাঁহার শিক্ষার ফলপ্রাপ্তি কি জানাইয়াছেন। যখন 'অনুবৃত্তি' সমাপ্ত হইল তখন বিরহ

"গৌরমুখ-উপদেশ.....ভবসাগরেতে ডুবাইল।"

(অনুবৃত্তি-উপসংহার)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরই কলি তাহার শক্তি বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। ষড়্‌গোস্বামী প্রভুর অপ্রকটের পর প্রভুত্রয়ের প্রচারে কলিপর্ব্ব কিছু খর্ব্ব হয়। পরে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের অপ্রকটের পর 'কলি' বা বিবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। 'কলি' অর্থে প্রতিবিরোধী মতবাদ, আসুরিক বা খণ্ডদর্শন যেখানে প্রবল। "দম্ভা পঞ্চন্তি সুরয়ঃ" সুরিগণের নিত্য দর্শনের অভাব যেখানে, তাহাই অসুরদর্শন। যেখানে কৃষ্ণ সেখানে কলি নাই। যেখানে শ্রীনাম বা শ্রীনামী কৃষ্ণ অবতীর্ণ এবং তাঁহার প্রবল প্রতাপ, সেখানে কলি নাই। যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত অবতীর্ণ, সেখানে জড়সুখভোগ বা ত্যাগ অর্থাৎ বুভুক্ষা বা মুমুক্ষামূলক তর্কপথ বা কলি নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ যখন বেদান্তভাষ্য রচনা করেন তখনও বিধিকল্পেষী মহাজনগণ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা কেহ গল্পচ্ছলে ঐ বিরুদ্ধপক্ষের মতবাদের প্রতিবাদ করেন নাই। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর আদেশে বলদেব বিদ্যাভূষণই ভাগবতী বাণীর আবাহন করিয়া কলিকে অপসারিত করেন। তাহার পর কালবশে দুর্দ্দৈবগ্রস্ত লোক শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ণত্ব না দেখিতে পাইয়া নিজ নিজ আংশিক মতবাদ লইয়া বাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ করিয়া দিল। বলদেব বিদ্যাভূষণের বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যে পূর্ণদর্শন আছে, কিন্তু তাহার প্রচার না হওয়ায় স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ী খণ্ড দর্শনের জন্য প্রত্যেকের মত ভিন্ন হইয়া পড়ায় লোকসকল পরস্পর বিবাদে রত হইল। গৌরসুন্দর ও বৈষ্ণবধর্ম্মের দোহাই দিয়া ১৩টী অপসম্প্রদায় প্রবল হইল। উহাদের মধ্যে কতকগুলি নির্ব্বিশেষবাদী এবং কতকগুলি সম্ভোগবাদী। বৈষ্ণবধর্ম্মের বাহিরেও কতকগুলি নির্ব্বিশেষবাদী ছিল। ইহা ব্যতীত অজ্ঞাতিলাষমূলে বহুপ্রকার মতবাদ প্রচলিত ছিল। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অস্বীকার করাই সকল মতবাদের উদ্দেশ্য। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরবাণী—ভাগবতী বাণী প্রচার করিয়া এই সকল মতবাদ—বিসম্বাদ বা কলিকে দূরীভূত করিয়াছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভাগবতী বাণীর প্রচার ভার দিয়াছেন তাঁহার নিষ্ঠ, সজাতীয়াশয়, সমচিত্ত অন্তরঙ্গজন শ্রীল প্রভুপাদের উপর, ভক্তিপথ যাহাতে আলোকিত এবং সকল প্রকারে বাধাবিঘ্নহীন হইতে পারে তজ্জন্য। পূর্ব্বের অসদ্ভতবাদসমূহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ দেখাইলেও অনেকেই তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া অনন্ত নরকের যাত্রী হইতেছিল।

"বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তিমান্.....অবশেষে অপরাধ হয়"॥

(অনুভাষ্য-উপসংহার ৭-২৪)॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণে অপরাধী দলের মধ্যে নদীয়ানাগরীমতবাদ-পোষণকারী এক দল। তাহারা বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরসুন্দরকে রাধাকৃষ্ণ হইতে ভেদজ্ঞান করে। এ জগতে ঘরে ঘরে যেরূপ ভেদ বর্ত্তমান সেইরূপ গৌর ও কৃষ্ণে স্বগত ভেদ ও লীলাগত অভেদ আনয়ন করে। কৃষ্ণ ও গৌরসুন্দরের মধ্যে ঐ প্রকার কোন ভেদ নাই। একই অন্বয়জ্ঞানের মধ্যে ভেদ আছে মনে করা অপরাধ বা মায়া। অন্বয়জ্ঞানের অধিক বা কম যাহা কিছু তাহাই মায়া। "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত" এই ভাগবতের নির্দ্দেশ অনুসারে যাহা এক বা অন্বয়জ্ঞান তত্ত্ব নহে, তাহাই মায়া, যাহা আলো নহে বা বেরুলে আলো নাই, তাহা বা তথায়ই অন্ধকার—মায়া। ইহার মাঝামাঝি কোন কথা নাই। কৃষ্ণকে গৌরসুন্দর হইতে ভেদ মনে করা অপরাধ। রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণই গৌরসুন্দর। কিন্তু উহারা বলে—রাধা+কৃষ্ণ=গৌর। উহাদের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণেতে রাধা plus হইয়াছে। অতএব গৌর কৃষ্ণ হইতে বেশী;

এইজন্যই তিনি মহাপ্রভু। আর কৃষ্ণ—প্রভু। যাহারা নিজকে অবতার বলিয়া জাহির করে, তাহারা 'মহামহাপ্রভু' নাম ধারণ করিয়া বসে; কারণ, কৃষ্ণ+রাধা=গৌর (মহাপ্রভু) আর উহারা কৃষ্ণ+রাধা=মহাপ্রভু+নিত্যানন্দপ্রভু অতএব মহামহাপ্রভু। তাহাদের এই addition অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত যে বস্তুর addition অর্থাৎ অধিষ্ঠান Integer এর অধিক অপর যাহা কিছু, উহাই মায়া। হয় কৃষ্ণ কম তাহাদের অতিরিক্ত কিছু দিয়া মহাপ্রভু Integer, আর না হয় কৃষ্ণ Integer, মহাপ্রভু Integer এর বেশী। কৃষ্ণকে Integer হইতে কম মনে করা মানেই অধয়জ্ঞান-তত্ত্ব বা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বস্তু নহে মনে করা—তাঁহাকে মাপিবার চেষ্টা করা, উহা মায়া। Integerএর অধিক অর্থাৎ বহির্ভূত যাহা তাহাও ত' মায়া। গৌরজনের উপদেশ শ্রবণ না করিয়া তাঁহাকেও নিজেদের ঐ মতবাদের সমর্থক করিতে চায়! এইরূপে মহতের চরণে অপরাধ করিয়া থাকে। ঐরূপ মনোধর্মিগণের মতবাদ-প্রসূত গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবা—মস্ত বড় অপরাধ। তাহারা বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরকে রাধাকৃষ্ণ হইতে ভেদ জ্ঞান করিয়া মায়ার আবাহন করে মাত্র।

"একমেব পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবিভাতি।" শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথগ্ বস্তু নহেন। একই তত্ত্ব কৃষ্ণ-স্বরূপ, স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিরূপে প্রকাশিত আছেন। এই অধয়তত্ত্বজ্ঞানাভাবে গৌরসুন্দর-বিষ্ণুপ্রিয়া হইতে কৃষ্ণ-রাধার ভেদ কল্পনা করে। বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৌরসুন্দরের পারকীয়া কান্তা মনে করে। বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বৈধপত্নী। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরকৃষ্ণের ভক্ত বা সেবিকা। পরব্যোমাধিপতির তিন শক্তি। ইহারা সর্ব্বদা ইঁহাদের প্রভুর সেবা করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৌরনারায়ণের সেবা করেন। নারায়ণ ও তাঁহার শক্তির মধ্যে ethics-এর restriction আছে। গৌরলীলায় গৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে বিপ্রলম্ভ-রস বর্ত্তমান—সম্ভোগ নাই। গৌরসুন্দর ভক্তরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ,—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও ভজনীয় বস্তু হইয়াও তাঁহার নিত্য প্রভুর—নিজ ভজনীয় বস্তুর ভক্তাভিমান প্রকট করিয়াছেন। ভক্তরূপেই বিরহ আস্বাদন হয়—অন্যথায় হয় না। কৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বে আপনাকে প্রকট করেন।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

কৃষ্ণস্বরূপ গৌর—ভজনীয় স্বরূপ, কিন্তু রূপটি ভক্তের। স্বরূপ—নিত্যানন্দ—তত্ত্বতঃ ভজনীয়, আকার ভজনীয় কিন্তু স্বভাবে গৌরকৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি। অবতার—ঈশ হইয়াও ভক্তরূপে বা আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ অদ্বৈতপ্রভু। এই তিন মূর্ত্তির সকলেরই ভক্তভাব, যদিও তাঁহারা তত্ত্বতঃ ভজনীয় বস্তু—ঈশ্বর।

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

তিনি আচার্য্য—ভক্তির শাসন অর্থাৎ মহিমাবিস্তার বা ব্যাখ্যা করেন। শাস্ত্রের মধুররতির ব্যাখ্যাতা বা মধুররতি-বিচারের শাস্ত্রাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী অথবা শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ এবং তদ্ভিন্ন শ্রীরূপসনাতনাদি ষড়্গোস্বামী।

'হরিণাদ্বৈতাৎ'—'হরি'—কৃষ্ণ হইতে 'অদ্বৈত' অভিন্ন হইয়া; তিনি সংকর্ষণের অংশ। সঙ্কর্ষণ হইতে পুরুষা-বতারের। কারণার্ণবশায়ীর একরূপ অদ্বৈত। তিনি সর্ব্বদাই ঈশ্বর-দাসাভিমানে গৌর-কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-সেবায় নিযুক্ত অর্থাৎ তিনিও মহাপ্রভুর সেবক বা ভক্ত।

ভক্তাখ্য—ভক্ত সংজ্ঞা যাঁহার—শ্রীবাস। উপলক্ষণে আশ্রয়বিগ্রহ। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ইঁহারা সেবিকা—স্বরূপশক্তি।

শক্তি—গদাধর, ইনি ভগবানের পরা শক্তি। ইনিই 'কলত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের কাহারও মধ্যে সম্ভোগ-রস নাই, সকলেই বিপ্রলম্ভরস দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিয়াছেন।

জীবের কৃষ্ণভজনের পথ সম্ভোগমার্গ নহে। প্রপঞ্চে কৃষ্ণদর্শন নাই। যেস্থানে দর্শনের অভাব, সেইস্থানে বিরহ। একমাত্র দর্শন বৃন্দাবনে। এখানে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ-কার একমাত্র শ্রীনামে। এখানে ভগবানের একপাদ প্রকাশ। ভগবানের 'শ্রী'র বা রূপের অন্য কোন প্রকাশ এখানে নাই। একমাত্র শ্রীনামেই পূর্ণ প্রকট। এখানে কৃষ্ণকে প্রকট করানেই বিরহ। নামরূপেই কৃষ্ণ এখানে প্রকটিত হন, ইহাই গৌরসুন্দর জানাইয়াছেন—কৃষ্ণই কৃষ্ণকে পাইবার উপায় জানাইয়াছেন। গৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম জগতে দান করিয়াছেন, গৌরনাম বলিতে বলেন নাই, তাই বলিয়া গৌরনামরূপে গৌরের অবতার অস্বীকার

করিলে অপরাধ হইবে। কৃষ্ণের সহিত রাধা যুক্ত (plus) হন নাই—কৃষ্ণের রূপ ঢাকা পড়িয়াছে। সম্ভোগের সেবকের ভাব ও রূপে তাঁহার ভাব ও রূপ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার দেওয়া পথ বা দান অনুযোগ সকলই বিরহ—সেবার পূর্ণকাম হওয়া বা পূর্ণত্বের দেওয়া নয়। মহাপ্রভুর শিক্ষায় ভজনীয় বস্তুকে 'কখন পাইব' এই বিচার দেখিতে পাওয়া যায়—"কবে গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর"॥ "কবে হ'বে বল সেদিন আমার, অপরাধ ঘুচি' শুদ্ধনামে রুচি (নামের) কৃপাবলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার", "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া" ইত্যাদি। পাওয়া হইয়া গিয়াছে যেখানে সেইখানেই মায়া। "অনাবিলিতপূর্ণ"—কৃষ্ণ অপার-রসসিন্ধু, সেখানে পার পাওয়া বা তৃপ্ত হওয়া মানেই মায়া। তিনি নিজেই পার পান না—তৃপ্ত হন না। তাঁহার উপাদানভূত কিন্তু অখণ্ড, সেখানে অপূর্ণচেতন জীবের পার পাওয়া বা তৃপ্ত হওয়া মানে সম্ভোগ অর্থাৎ মায়া মাত্র। "(কবে) গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে"..."কবে হ'বে বল....." এই কথা কৃষ্ণ-প্রভুর শ্রীমুখোক্ত 'নয়না... ...কথা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥" গীতের দোহার। আমি তোমার জিনিষ, হায়! কি ছলনে, তোমাকে পাই না। সেবা প্রবৃত্তির উন্মেষে এই কথা যখন জগতের ভোগবুদ্ধি হয় তখন দর্শনীয় বস্তুকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহা জানাইতে চায়। দূরস্থিত বলিয়া "তারে সুতস্বরে ডাকিতেছেন। প্লুত অর্থাৎ বেতের নাদের মত স্বরের গতি। স্বর তিন প্রকার - হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। দূরস্থিত ব্যক্তির আহ্বানে সুতস্বর ব্যবহৃত হয়। সুতস্বরে তিন মাত্রা।

শব্দ শব্দীর সহিত স্বরূপবিলাসবৈচিত্র্যে রত—তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করে। তিনি সর্বদাই জানাইতেছেন—"আমিই শব্দী, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহি, প্রাকৃত জিহ্বার ভোগ্য উচ্চার্য বা কোন প্রকারে নষ্ট হইবার যোগ্য নহি।" তবে কি প্রকারে তাঁহাকে পাইব? কৃষ্ণনামোচ্চারণ দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে হইবে—এখানে অনুসন্ধানই সাক্ষাৎকার, জড়সম্ভোগ বা মিলন নহে। যেখানে মিলন নাই সেখানে অনুরাগী জনের আহ্বান।

এইটীই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আহ্বান—অদর্শনীয় বস্তুর দর্শনে ব্যস্ততা। "তাঁহা যাঁহা, তাঁহা পাঁও ব্রজেন্দ্রনন্দন" এইরূপ বিপ্রলম্ভের সহিত অত্যন্ত ব্যগ্রতা বা চপলতা। ইহাতে কতটা আত্মীয়জ্ঞান এবং তাহাতে কতটা বিরহ! চিৎশক্তিমানকে দিয়াছেন শব্দরূপ। তিনি রূপবান্—স্বয়ংরূপ, তাঁহাকে দিয়াছেন শব্দরূপ। সেবোন্মুখ জিহ্বায়ই তাঁহার একমাত্র প্রাকট্য।

"তিঁহ ব্রজে ভদ্রপুরাগিজনানুগামী" এর পরে green roomএর কথা। নটনের কথা বলেন নাই। কৃষ্ণনাম-রূপগুণাদি রসনা ও মনে স্থাপিত—প্রতিষ্ঠিত করিয়া গ্রহণ করেন, যখন বিরহে সেবা করিবেন, তখন একটি জিহ্বা বা মনের দ্বারা শ্রবণকীর্তন বা স্মরণ হয় না, তখন কোটী ইন্দ্রিয়ের কামনা। তখন গোবর্দ্ধনের সেবার কামনা। গোবর্দ্ধনের দ্বারা—হৃষীকবর্দ্ধনের দ্বারা গোবর্দ্ধনের বা হৃষীকেশের সেবা। যেখানে জড়ভোগ্য দর্শনকে অবলম্বন করিয়া অস্পষ্ট, খণ্ড, অচিৎ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দর্শন, সেইখানেই drop-scene. মায়ার রঙ্গমঞ্চে স্ত্রী-পুরুষের মিলন বা বিলাসই দৃশ্য। পাছে অপ্রাকৃত নায়কনায়িকার বিলাসকে—রঙ্গকে তাহাই মনে করিয়া বিষম ভ্রম হয়, তজ্জন্যই green room এর ভিতরের কথা ঐগুলি। "শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবননটবর, ভক্তিবিনোদ আশ্রয়"। এই নটবরত্ব মায়ার রঙ্গমঞ্চে প্রকাশিত নয়। শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী নায়িকা এবং শ্রীবৃন্দাবনের রঙ্গমঞ্চে বিহারশীল কৃষ্ণচন্দ্রই নায়ক—নটবর। এই নটনলীলার বিষয় তিনি, আর আশ্রয়—ভক্তিবিনোদ। অর্থাৎ ভক্তিবিনোদঠাকুরের আশ্রয়েই ঐ নটনলীলার সেবা করা সম্ভব। কারণ, ঠাকুর ঐ ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বেরই নিজজন।

গৌড়বনবাসীই মহাপ্রভুর কীর্তন দেখাইবেন—শিখাইবেন। নিজে নিজেই কীর্তন প্রবর্তন করিবেন, তাহা নয়। "তিঁহ ব্রজে....." 'হে ব্রজানন্দ ব্রজবাসি! তুমি আমাকে গৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্তন দেখাও' এইরূপ আনুগত্য। "তুমি কৃপা করি' ভক্তবিন্দু দিয়া দেহ' কৃষ্ণনামধনে"। যেখানে শ্রবণানুগত্য নাই, সেখানে ধামদর্শন করিতে গেলেই প্রাকৃতদর্শন। যাঁহারা বস্তুনন্দনের জন তাঁহারাই তাঁহাকে জানাইতে পারেন। নিজে জানিতে বা দেখিতে গেলে বঞ্চিত হইতে হইবে। উপসংহারে শ্রীল প্রভুপাদ এই শিক্ষা ভাগ্যবান্ জীবকে দিয়াছেন।

ইহা ছাড়া কৃষ্ণজন্ম ইত্যাদিতে রূপকথা, রাসলীলায়

জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন এবং আরও বহু মতবাদ নিরাস করিয়াছেন। বিলাসহীন পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত; কৃষ্ণ—ঐতিহাসিক অতএব জন্মমৃত্যুর অধীন। অথবা কৃষ্ণ স্বরূপতঃ নাই—এরূপ একটী anthropomorphic hypothetical ধারণা অর্থাৎ স্বরূপে ধারণা মাত্র, বাস্তব রূপগুণ নাই, ক্রিয়া নাই, কিছুই নাই। তাপসিক প্রতিভা বা শেমুষী-সম্পন্ন লোকের মনের খেয়াল—সূক্ষ্ম ধারণা—allegory, abstract. উহাদের ধারণা—ভক্তের বর্ণনা অর্থাৎ চেতনময়ী ধারণারও অতীত—সূক্ষ্ম ধারণা। রাস পরিপূর্ণবিগ্রহ ও ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত, বিষয় ও আশ্রয় বা শক্তিমান্ ভগবান্ ও চিচ্ছক্তি ভক্তের নহে—পরমাত্মা ও জীবাত্মার। পরমাত্মা বিলাসহীন, তাহাতে বিলাস কল্পনাই বিবর্ত্ত বা মায়া। 'যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে তাহাই বলা'—ইহাই বিবর্ত্ত। যেখানে বিবর্ত্ত সেইখানেই মায়া—বঞ্চনা। গৌরসুন্দরের নামে এইরূপ অচেতন মতবাদ সমূহ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময় প্রচলিত ছিল। আর একটী ভ্রম মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল—সেটি 'জীবেদয়া' কথাটী লইয়া। তাঁহারা বলিয়া লইয়াছেন জড়দেহ বা সূক্ষ্মদেহের সেবাবিধানই দয়া বা অভাব দূর করা। জীব যাহা নহে, সেই বিবর্ত্তের প্রতি যে অভাব দূর করিবার চেষ্টা তাহা জীবে দয়া নহে—জীবভোগ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে গৌরবাণী—ভাগবতী বাণী প্রকাশ করিয়া এই সকল মতবাদ নিরাস করিয়াছেন।

"জীবের দুর্গতি হেরি' .....কৃপানুসারণে।"

(উপদেশামৃত-উপসংহার ২৬-৩১)

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে "কর গৌর-হরি কাজ" বলিয়া সেই কার্য্যের (অসদ্ভতবাদ-নিরসনের) ভার দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিত্য অন্তরঙ্গ জন, সেইজন্যই এক চিন্তাধারা দুইজনের অন্তরকে simultaneously স্পর্শ করে। Like draws like. ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্ম-স্মৃতি ভিন্ন কোন কথাই প্রভুপাদ বলেন নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার ধ্যানের বিষয়। প্রভুপাদ তাঁহার সঙ্গ-আশ্রয়, যেমন শ্রীরূপ গৌর-সুন্দরের অন্তর জানিয়া "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকান্তে "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" লিখিয়াছিলেন। তিনি বাহ্য সেবা কিছু করেন নাই; বহির্দৃষ্টিতে মহাপ্রভুর কাছে আসেও থাকেন নাই। নিজকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া দূরে দূরে থাকিতেন। তথাপি তিনি গৌরসুন্দরের প্রিয়স্বরূপ, সহিতস্বরূপ, প্রেম-স্বরূপ, সহজাভিরূপ, নিজানুরূপ ও একরূপ। তাঁহার নামই রূপ। তাঁহার নামই তাঁহাকে জানাইয়াছে। তাঁহাকে নিজানুরূপ রূপময় সহজাভিরূপ স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপ-বিশিষ্ট—মনোরম অর্থাৎ মনোভিরাম বলিয়াছেন।

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে ইতিহাস আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাকে explanation with reference to the context বলে—ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিত বিষয়ের ব্যাখ্যা। "তাং কৃষ্ণনাম-রূপ-চরিতাদি" শ্লোকের অনুবৃত্তিতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম নাই, তথাপি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল কথাই তাঁহার উদ্দেশে লিখিত। শ্রীল প্রভুপাদকে ঠাকুরের নিকট সকল সময় বসিয়া থাকিতে দেখা না গেলেও তিনি ঠাকুরের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহার কথা কীর্ত্তনের একমাত্র অধিকারী। "হৃদয়ে বলিল কেবা————" এই কথাতেই প্রভুপাদ তাঁহার কতখানি অন্তরঙ্গ, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রভুপাদের প্রদর্শিত আলোচিত পথে অগ্রসর হইতে পারিলেই "ভক্তি-বিনোদপাদাব্জরেণু"র সেবা আমরা পাইতে পারিব।

দ্রষ্টব্য—["শ্রীশ্রীগুরুপূজা"-সংখ্যার জন্য আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতাদি প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু আমাদের "গৌড়ীয়ে"র কলেবর পরিমিত বলিয়া ও অধিকাংশ প্রবন্ধই অসময়ে আমাদের হস্তগত হওয়ায় আমরা তাহা 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। তবে ঐসকল "শ্রীশ্রীগুরুপূজা"র উপায়ন যথাস্থানে প্রেরিত হইবে—গৌঃ সঃ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের
আশীর্ব্বাণী

[আমরা 'শ্রীগুরুপূজা'-বাসরে 'শ্রীশ্রীগুরুপূজা'-সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র জন্য শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামিমহারাজের শ্রীপাদপদ্মে একটী 'আশীর্ব্বাণী' প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; তদুত্তরে তিনি দৈন্যভরে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্বহস্তলিখিত-পত্রে নিম্নে ধারণ পূর্ব্বক নিম্নে প্রকাশ করিলাম—গৌঃ সঃ]

"বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীগুরুবর্গের পাদপদ্মে 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' দিবার অধিকার আমার নাই। 'আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ'—এই মহাজনবাক্যটি যেন সর্ব্বদা আমার স্মরণপথে থাকে, এই প্রার্থনা। ইহাই আমার 'গুরুপূজা'—ইহাই আমার ব্যাসপূজা। আপনি ঐ তারিখে 'গৌড়ীয়ে'র একটি বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশ করিয়া আচার্য্যবাণী-অভিন্ন শ্রীল আচার্য্যদেবের মাহাত্ম্য জগতে প্রকাশ করিবেন। যেহেতু শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব" প্রকাশ করিয়া আপনি শুদ্ধ-বৈষ্ণবজগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।"

"বাসুদেবানন্তদাস্যে থাকিয়া তো সদা লহ নাম"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালেই শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়রাজ্যে যে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার তাঁহার পরবর্ত্তী অবস্থান আচার্য্যের কথা অতি স্পষ্ট ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে'র "অনন্তগোপাল-স্তবে"র মঙ্গলাচরণে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা সরল, সহজ, সুস্পষ্ট, অব্যভিচারী, অনবদ্য সত্য আর কিছুই হইতে পারে না !

"শ্রীরামগোপাল আস্যে, বাসুদেবানন্ত-দাস্যে,
থাকিয়া তো সদা লহ নাম।"

শ্রীল প্রভুপাদ জীবজগতের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন,—"শ্রীঅনন্তবাসুদেবের আনুগত্যে থাকিয়া তোমরা মুখে সর্ব্বদা শ্রীরামগোপাল-নাম গ্রহণ কর।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের (আ ১।৭০) "কি আরে রাম-গোপালে বাদ বাধিয়াছে"—এই পদের অনুসরণ করিলেই শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। 'রাম' বলিতে নিত্যানন্দ-বলরামাভিন্ন শ্রীগুরুদেব, আর 'গোপাল' বলিতে অদ্বয়জ্ঞান বিষয়বিগ্রহ 'নবনন্দন'। 'গোপাল' শব্দটী বাৎসল্যরসাত্মক ; 'বাৎসল্যরস' হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিপুষ্ট। 'রাম-গোপাল' নাম বলিতে গুরুকৃষ্ণ বা গুরুগৌরাঙ্গের নাম অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদ জগতের প্রতি এই আশীর্ব্বাদমূলক উপদেশ করিতেছেন যে, ওহে জীব ! তোমরা শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের সেবাসঙ্কীর্ত্তনাদ্যেকতায় থাকিয়া অর্থাৎ তাঁহার আদর্শে 'আস্যে' অর্থাৎ মুখে 'শ্রীরাম' অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব ও 'গোপাল' অর্থাৎ শ্রীগৌরকৃষ্ণের নাম সর্ব্বদা গ্রহণ কর।

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।

—ইহাই শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত। উপরি-উক্ত বাক্যে "বাসুদেবানন্ত" শব্দটী বিষয়বিগ্রহ নহেন। কারণ, বিষয়বিগ্রহ-'নামী'র আনুগত্যে নাম-গ্রহণ শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্ত হইতে পারে না। 'আশ্রয়ে'র অর্থাৎ 'নামাচার্য্যে'র আনুগত্যেই নাম-গ্রহণ—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত। মহাপ্রভু বলেন,—নামের কৃপায় 'নামী' লাভ হয় এবং নামাচার্য্যের কৃপায় 'নাম' লাভ হয়। অতএব নামাচার্য্য শ্রীঅনন্তবাসুদেবের দাস্যে সর্ব্বদা নামকীর্ত্তনফলে 'শ্রীরাম-গোপাল' বা 'শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে'র সেবা লাভ হয়, ইহাই প্রভুপাদের। এই প্রার্থনা—

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তৎপরমানসাঃ।
তেষাং দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"শ্রীনিবাসাদি-ত্রিবারা ব্রজবাসরত গোস্বামি-ষট্‌কের অনুকূল সেবা-স্রোতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া অখিলরসামৃত-সাগর-সঙ্গমে গমনকালে শতধারায় প্রবাহিত হইবার পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে শুষ্কতা অল্পনীরতা প্রভৃতি বাধা লাভ করিয়াছিল। এই সময় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের একটী অলৌকিকী কৃপাশক্তি শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর স্রোতঃ পুনঃ প্রবাহিত করিয়া দিয়া কল্যাণকল্পতরুকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল।"

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীসদ্গুরুপাদপদ্ম-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৬ই আশ্বিন, ১৩৪৬ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ |

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

শুষ্কবৈরাগ্য-শিক্ষা-দ্বারা জীবের যে কি উপকার হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভক্তি-রসের উদয় হইলে যে বিরক্তি স্বভাবতঃ মনুষ্যহৃদয়ে প্রকটিত হয়, তাহাই জীবের স্বভাবসিদ্ধ বৈরাগ্য। যতদিন ভক্তিদেবীর কৃপা না হয়, ততদিন কাহারও হৃদয়ে যে শুষ্কবৈরাগ্য হইতে পারে, তাহা মনে করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে, "বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥" গীতাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।" এই সকল মহত্তপদেশে দেখা যায় যে, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের যে 'বৈরাগ্য' জন্মে, তাহা কখনই দৃঢ় হইতে পারে না।

"কেবল গ্রন্থ-চর্চ্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম-ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর যোগাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবা দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্নসহকারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব, ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতা উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু-বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করত সমুদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য প্রকার সকল যত্নই বিফল হয়।" —শ্রীল ভক্তিবিনোদ

"এ যুগে যদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ না আসিতেন ?"

প্রাচীন যুগ বা পৌরাণিক যুগে আমরা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদাদি মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের লোক-মঙ্গলকর আচারের কথা শুনিতে পাই। মাধ্যমিক যুগেও শ্রীরামানুজ, মধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক ও তৎপরবর্ত্তী কালে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কার্য্যকলাপ ও ভাবিভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহাকে আমরা বর্ত্তমান যুগ বা অর্ব্বাচীন যুগ বলি, সেই যুগে অর্থাৎ যে যুগে ক্রমশঃই কলি বা তমঃপথ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তির পরিবর্ত্তে মৎসরতার প্রাবল্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, শ্রৌতপথে বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে সন্দেহ ও কুতর্কপ্রবণতাই প্রবল হইতেছে, সেই যুগে যদি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অবতীর্ণ না হইতেন, তবে এই বিশ্বের, বিশেষতঃ এই ভারতের ও ভারতপ্রবাসী বঙ্গদেশবাসিগণের কি দশা হইত ? এই প্রশ্নের অবকাশ সেই দিনই ঘটিয়াছে যে দিন নিজের চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। অতি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের নানা কথা, নানা মুনির নানা মত, অগণিত ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় গুরু, শিক্ষক ও উপদেষ্টার অস্তিত্বের প্রশস্তিগাথা কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্ম বা ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে জৈমিনীর "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ কর্ম্মবাদ বা ভোগবাদ, না হয় 'বেদাস্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' প্রভৃতি ত্যাগবাদই ধর্ম্মের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইতেছিল। পৌরাণিক ও মাধ্যমিক যুগের লোক-মঙ্গলময়ী বাণীসমূহ ভোগ ও ত্যাগবাদের উৎকট তাপে এবং কুতার্কিকতার দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া একরূপ আত্ম-গোপন করিয়াছিল। বাউল-সহজিয়াদের মধ্যে যে বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত প্রতিফলিত ছবি দেখিতে পাওয়া যাইত তাহাও নির্ব্বিশেষবাদ ও জড় ভোগবাদেরই দ্বিতীয় চিত্রপটে পরিণত হইয়াছিল। ধার্ম্মিক হইতে হইলে হয় ভোগের রাস্তা, না হয় ত্যাগের রাস্তা লইতে হইবে ; এই দুইটাই সরলপথ,—ইহাই সার্ব্বজনীন ধারণা হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন ধর্ম্মমতের একটী গোঁজামিল দেওয়া সমন্বয় 'কুমতি চুপ্, সুমতি চুপ্' নীতির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। অর্থাৎ "আমার ধর্ম্ম তুমি আক্রমণ করিও না, আমার মনো-ধর্ম্মে আঘাত দিও না, তোমার প্রতিও আমি সেইরূপ ব্যবহার করিব।"—এইরূপ পরস্পরের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা চলিয়াছিল। এরূপ সময়ে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের কোন ত্রিদণ্ডিশিষ্যবরের বাণী কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তাঁহার নিকটে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সন্ধানদাতার সন্ধান পাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল গ্রন্থ-রূপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিবার সৌভাগ্য ও সুকৃতি ছিল না। কিন্তু যখন গ্রন্থরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম, তখন ঠাকুর নরোত্তমের এই পংক্তিটী হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—

"তখন না হইল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার।"

এই কথা স্মৃতিপটে জাগিবার কারণ এই যে, গ্রন্থরূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া-ছিলেন, তাহাতে এক সম্পূর্ণ নূতন জীবনের সূচনা হইল—জীবনের মধ্যে এক যুগান্তর ও বিপ্লব উপস্থিত হইল। তখন বুঝিতে পারিলাম, এ যুগে যদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁহার নিজজনগণ অবতীর্ণ না হইতেন, তবে এই যুগের কৃতর্কান্ধ মানব কেহই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে, শ্রীকৃষ্ণকে, পৌরাণিক ও মাধ্যমিক যুগের আচার্য্যগণকে কিছুতেই চিনিতে পারিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের শিক্ষাসার-সমন্বিত গ্রন্থরাজি কেবল ডোরিকা ও পেটিকার আবদ্ধ বস্তুবিশেষেই পর্য্যবসিত থাকিত, অথবা মর্কটের হস্তে গজমুক্তার যেরূপ ব্যবহার হয়, অজ্ঞাভিলাষি-সম্প্রদায়ের হস্তেও সেইরূপই ব্যবহার হইত। ঐ সকল জীবিকার্জ্জনের পণ্যদ্রব্যবিশেষে পরিণত অথবা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের যন্ত্ররূপে জগতে বিরাজিত থাকিত।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থরাজি তদনুগ জন-গণের নিকট পাঠ করিবার পূর্ব্বে বহুবার শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ মহাভারত, শ্রীগীতা, শ্রীরামায়ণ ও

শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ করিয়াছিলাম। বহু মনীষীর লিখিত ভক্তির উপদেশ শত শতবার পাঠ ও কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঠাকুরের গ্রন্থ পড়িবার পর বুঝিতে পারিলাম, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগীতা বা শ্রীমদ্ভাগবতের একটী অক্ষরও পাঠ হয় নাই। কেবল কৌতূহলপরিতৃপ্তি এবং বিপরীত ও বিকৃত তাৎপর্য্য সংগৃহীত হইয়াছে। যতই ঠাকুরের নিজজনগণের বাণী কর্ণে প্রবিষ্ট হইল ততই জগৎ হইতে কে যেন বলিয়া দিতে লাগিলেন, বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করাইলেন যে, যদি এ যুগে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অবতীর্ণ না হইতেন তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে, শ্রীশ্রীগীতা-ভাগবতকে কেহই চিনিতে ও জানিতে পারিতেন না। যাহারা শ্রীগীতা-ভাগবতের পণ্ডিত বলিয়া আপনাদিগকে মনে করেন, যাহারা আপনাদিগকে কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গত বিচার করেন, কিম্বা বৈষ্ণব বা আচার্য্যবংশে জাত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ যুগে অবতীর্ণ না হইলে শ্রীগৌর ও গৌরপার্ষদগণকে চিনিতে পারিতেন না, কেবল পাণ্ডিত্য ও বংশমর্য্যাদা দ্বারা গীতা-ভাগবত বা গোস্বামিগ্রন্থসমূহের প্রকৃত সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারিতেন না।

যদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ এ যুগে অবতীর্ণ না হইতেন, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন' এই সর্ব্বধর্ম্মসার-বাণীর তাৎপর্য্যও কেহ বুঝিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিজজনগণের সঙ্গলাভ করিবার পূর্ব্বে যদি এইরূপ উক্তি কাহারও মুখে শুনিতাম, তাহা হইলে তাহাকে একজন ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি বলিয়াই অট্টহাস্য করিতাম, না হয় তাহার জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া দিতাম। কিন্তু আজ ইহা বেশ উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'জীবে দয়া,' 'নামে রুচি' বা 'বৈষ্ণব-সেবন' কথাটীকে বর্ত্তমান ধার্ম্মিক জগৎ ঠিক বিপরীত বুঝিয়াছেন। জৈবধর্ম্ম পাঠ করিয়া 'জীব' কি বস্তু আর শ্রীসজ্জনতোষণীতে 'জীবে দয়া' প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া 'জীবে দয়া'টী কি ব্যাপার ঠাকুরের নিজজনগণের কৃপায় উপলব্ধির বিষয় হইল। পূর্ব্বে দেহ-রূপ খোলসটীকেই জীব ও খোলসের পরিচর্য্যাকেই "জীবে দয়া" বলিয়া শত শত ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম। 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি' পাঠ করিয়া 'নামে রুচি' কথাটীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইল। ইতঃপূর্ব্বে আনুমানিক হিমাচল ভ্রমণ করিয়া বহু ধর্ম্মপ্রচারকের মুখে হরিনামের বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম, কেহই—

'অসাধুসঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥'

এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই। নামাভাসের নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও নামাপরাধসমূহের এইরূপ তাৎপর্য্যও অন্য কোথাও শ্রুত হয় নাই। নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়ের মুখে নামমাত্রাকে অর্থবাদ অর্থাৎ অতিস্তুতি বলিয়াই শুনিতাম। আর প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মুখে অপরাধযুক্ত নামকেই নামের স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে শুনিতাম। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, মহাপ্রভুর কথিত 'নামে রুচি' কথাটী অর্থাৎ মহাপ্রভুর শিক্ষার মূল মন্ত্রটী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে অবতীর্ণ না হইলে এ যুগে কেহই জানিতে পারিতেন না।

'বৈষ্ণব-সেবা' কথাটী একটী কপটতা ও অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার বস্তু বলিয়াই গৃহীত হইয়াছিল। প্রাকৃতসহজিয়া কিম্বা কোন কামনামূলক আনুকূল্যসম্বন্ধিতে কতকগুলি সংবেণ্ড বা মর্কট-বৈরাগীকে ভক্ষিণার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া মহাপুরুষ, খেচরান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের জিহ্বালাম্পট্য চরিতার্থ করাই 'বৈষ্ণব-সেবা' বলিয়া প্রচারিত ছিল। বৈষ্ণবের অধিকার-বিচারের কথা ঠাকুরের বাণীর মধ্যেই প্রথম অতি সুবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত শ্রুত হইল।

যদি এ যুগে শ্রীল ঠাকুর অবতীর্ণ না হইতেন, তবে নির্ব্বিশেষবাদরূপ রক্তবীজদৈত্যের স্বরূপ আর কেহই ভক্তি-পথের পথিকগণকে প্রদর্শন করিয়া সতর্ক করিয়া দিতে পারিতেন না। নির্ব্বিশেষবাদদৈত্য ধার্ম্মিকতার অন্তঃপুরে এরূপ সুকৌশলে ও বহুরূপিণী মনোহারিণী মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিয়াছে যে, এযুগে একমাত্র শ্রীল ঠাকুর ও তাঁহার নিজ-জনগণ ব্যতীত আর কেহই তাহা এপর্য্যন্ত জগৎকে জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিতে পারেন নাই।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাবতীয় কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে চিরদিনই দণ্ডায়মান করিয়াছেন। কৃত্রিম সাধুতা, কৃত্রিম বৈরাগ্য, কৃত্রিম ভক্তি, কৃত্রিম ভাব, কৃত্রিম আচার, কৃত্রিম প্রচারকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীনামহট্টের চতুঃসীমা হইতে

শতমুখীধারা বিতাড়িত করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে না আসিলে বাস্তিকতার নামে কৃত্রিমতার মোহকে এ যুগে আমাদের হৃদয় কুহক জীব অতিক্রম করিতে পারিত না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যদি জগতে না আসিতেন, তাহা হইলে বিশ্বৈষ্ণব-রাজসভার পুনরাবির্ভাব হইত না, বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশ্বৈষ্ণবের ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশিত হইত না, ভাগবতধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা প্রচারিত হইত না। বলিতে কি পৃথিবীর সকলে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইত না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ যদি এ যুগে না আসিতেন, তাহা হইলে এই যুক্তির যুগে ভক্তিধর্ম্ম ভাবকেলির ধর্ম্ম বলিয়া উপেক্ষিত হইত। শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে, তত্ত্বসূত্রে ও তত্ত্ববিবেকে ঠাকুর যুক্তিমূলে ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, বহু যুক্তিবাদী নাস্তিককে আস্তিক করিয়াছেন, সেই কাজ আর কাহারও দ্বারা হইত না।

যদি শ্রীল ঠাকুর এই যুগে অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে অধিকারবিচারের কথা আমরা জানিতেই পারিতাম না। গোস্বামিগণের গ্রন্থ বা পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রাকৃতসহজিয়াসম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই সিদ্ধদেহ কল্পনা, রসগান শ্রবণ-কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুকরণে, কৃষ্ণকর্ণামৃত, পঞ্চগোবিন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামরায়ের নাটকগীতি, কিম্বা রাসপঞ্চাধ্যায়, উজ্জ্বলনীলমণি, ললিত-মাধব, বিদগ্ধমাধব, গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি রসশাস্ত্রে আপনাদিগকে অধিকারী কল্পনা করিতেন। মিছাভক্তিকেই শ্রদ্ধা বলিয়া কল্পনা এবং বৈধী ও রাগানুগা ভক্তিকে একাকার করিবার দুষ্প্রবৃত্তি ভক্তি-পথের পথিক-গণকে নানাভাবে বিপথগামী করিয়াছিল।

যদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ এ যুগে না আসিতেন তবে পঞ্চোপাসনা, শ্রীমূর্ত্তিবিরোধবাদ, সনাতনধর্ম্মের নামে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তবাদ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষার নামে দৈববর্ণাশ্রমবিরোধিবাদ, অসাম্প্রদায়িকতার নামে চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ প্রভৃতি বহু বহু মতবাদের হস্ত হইতে দুর্ব্বল জীবসমূহের উদ্ধার হইত না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যদি এ যুগে না আসিতেন, তাহা হইলে ভাগবতধর্ম্ম যে আচার ও প্রচারের ধর্ম্ম, উহা কেবল নির্জ্জনতা, গিরিগহ্বর, মন, বন বা কোণে আত্ম-গোপন করিয়া থাকিবার বস্তু নহে তাহা জগতের লোক জানিতেই পারিতেন না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যদি এ যুগে না আসিতেন, তবে বিশ্বকিংবদন্তীর প্রগতির মধ্যে বিশ্বপ্রেমের পরপারেও যে অপ্রাকৃত প্রেমের বাস্তব স্বরূপ আছে তাহা কেহই জানিতে পারিতেন না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যদি এ যুগে না আসিতেন, তাহা হইলে কৃষ্ণপ্রেমের অপ্রাকৃতত্বের আভাসও সাধারণ জীবের সন্ধানে আসিত না। প্রেমকে হয় রক্তমাংসগত ব্যাপার, না হয় রূপকবাদ, কল্পনাবাদ প্রভৃতি ব্যাপার-রূপেই গণ্য করা হইত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যদি এ যুগে না আসিতেন, তবে বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াও লোকে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, পঞ্চোপাসকগণের বিচারমত বিরাট্ হিন্দুসমাজের অন্যতম শাখারূপেই বৈষ্ণবসমাজের পরিচয় হইত। কিন্তু ঠাকুরই আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে—

"চার্ব্বাকাদি অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও হিন্দু, কিন্তু বৈষ্ণব নহেন। আমরা বৈষ্ণব হিন্দু, কেবল হিন্দু নই অর্থাৎ আমাদের সমাজ হিন্দু, কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম—বৈষ্ণব; তদ্রূপ হরিদাসঠাকুর প্রভৃতি পূজনীয় পুরুষগণ হিন্দু নহেন, কিন্তু সর্ব্বলোক-নমস্কৃত 'বৈষ্ণব'। বেদশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অনুসারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সর্ব্বজাতিকে বৈষ্ণবধর্ম্মের অধিকারী বলিয়া উপদেশ করেন।"

—সোমপ্রকাশ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, সঃ তোঃ ২।১০-১১

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যদি এ যুগে না আসিতেন, তাহা হইলে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর কথা, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের কথা, শ্রীবিশ্ব-নাথ-বলদেবের কথা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতির গীতি, কল্যাণ-কল্পতরুর গান, গীতাবলীর সঙ্গীত যদি আমাদের কর্ণে না পৌঁছিত, তাহা হইলে শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের শরণাগতির আদর্শ, শ্রীঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার তাৎপর্য্য আমাদিগের নিকট ব্যাখ্যাত হইত না। 'গীতা-বলী'র গীতসমূহের মধ্যে শ্রীগৌরগোবিন্দের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তাৎপর্য্য যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর

পদ্মানুবাদ পাঠ করিয়াও আমাদের প্রায় অনর্থযুক্ত কুদ্রাধিকারী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। গীতমালার গানসমূহের মধ্যে যামুন-স্তোত্ররত্নের এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির নিগূঢ় তত্ত্বের যে বাস্তব রূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভজনবিজ্ঞ ব্যক্তিগণই জানেন। ভজনরহস্যের মধ্যে অষ্টকাললীলার অপ্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষাষ্টকের সাহায্যে যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমরা আর কোথাও পাই নাই। শ্রীল ঠাকুরের রচিত তত্ত্বশাস্ত্রসমূহ বৃহদ্ভাগবতামৃত, সংক্ষেপভাগবতামৃত, ঋতুসন্দর্ভ, গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন প্রভৃতি গ্রন্থের নবনীতরূপে এবং তাঁহার ভজনবিষয়ক গ্রন্থসমূহ গোস্বামী ও পরবর্তী আচার্যগণের রসশাস্ত্রের নির্যাসরূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ যুগে জগতে অবতীর্ণ না হইলে স্বল্পবুদ্ধি, অল্পমতি, অল্পায়ু জীবের ঐ সকল বিপুল শাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করিয়া তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা অসম্ভব হইত। যেরূপ বেদের সার শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবতের সার গোস্বামিগণের গ্রন্থে ও চরিতে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ গোস্বামিগণের ও তৎপরবর্তী আচার্যগণের গ্রন্থের সার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থে ও তাঁহার আচার প্রচারের মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি এ যুগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীব্রজধামের স্বরূপ গুপ্তই থাকিত। শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাবে পুলকিত হইয়া শুদ্ধভক্তিদেবী ও শ্রীগৌরধাম তাঁহাদের গুপ্তস্বরূপ প্রকট করিয়াছেন। ঠাকুরের আবির্ভাবেই গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম একাধারে জগজ্জীবের প্রতি প্রচুর কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন।

যদি এ যুগে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিতাম না। লঘু বা গুরুত্রবকে গুরু মনে করিয়া বিপথগামী হইতাম, অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব মনে করিতাম, অভক্তিকে ভক্তি জানিতাম; ভক্তির বিনোদন হইত না, অভক্তিরই তর্পণ হইত।

যদি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ যুগে অবতীর্ণ না হইতেন তবে আমাদের ভাগ্যে বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুপাদপদ্মলাভও দুর্ঘট হইত, বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেবের অভাবে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুদেবের সন্ধান পাইতাম না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর না আসিলে প্রবণগুরু, দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুত্রয়ের অভাবে ত্রিপাদপদ্ম বা অচেতন প্রস্তর হইয়াই জীবন কাটাইতাম। এক শ্রীভক্তিবিনোদের অবতারে আমরা একসঙ্গে গোলোকের এই সকল অবতাররত্নগুলিকেও পাইয়াছি। গুরুত্রবকে পাইয়াছি, মন্ত্ররাজকে পাইয়াছি, নামশ্রেষ্ঠকে পাইয়াছি, শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপসনাতনাদির শ্রীপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াছি, তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীশচীনন্দনের নামরূপ-গুণ-পরিকর ও লীলার কথা, শ্রীগৌরজন্মস্থলী অভিন্ন-মথুরা শ্রীমায়াপুর, নবধা ভক্তির পীঠ শ্রীনবদ্বীপ, কীর্ত্তনপীঠ অভিন্ন-নন্দগ্রাম শ্রীগোদ্রুমকানন, অভিন্নব্রজমণ্ডল শ্রীগৌড়মণ্ডল, অভিন্ন শ্রীরাধাকৃণ্ড শ্রীচৈতন্যমঠ, মহাযোগপীঠের অধিদেবতা শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণপ্রাপ্তির আশা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীভক্তিবিনোদের কৃপায় তাঁহার নিজজন শ্রীল আচার্যদেবকে নিত্যশিক্ষাগুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদবিহিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণের ভাগ্য লাভ করিয়াছি। এক শ্রীভক্তিবিনোদের অবতারে গোলোকের এত সৌভাগ্যরাশি সহস্রধারে আমাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে। এখন এই সৌভাগ্যের একবিন্দুও যদি মস্তকে ধারণ করিতে পারি তবেই শ্রীভক্তিবিনোদবংশের বংশধর বলিয়া কোনও দিন পরিচয় দিতে পারিব, নতুবা কুলাঙ্গার বা কুলকলঙ্ক হইয়া অপরাধপঙ্কেই পতিত হইব।

এ যুগে যদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ না আসিতেন, তবে বর্ত্মজগতের দশা কি হইত, তৎসম্বন্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ সংক্ষেপে গাহিয়াছেন,—

বিস্তারিয়া নিজশক্তি, কলিরাজ প্রেমভক্তি,
আচ্ছাদিল যেই মন্দকলে।
দয়ালে গৌরাঙ্গ হরি, জীব-দুঃখ মনে স্মরি,
পাঠাইল এক নিজজনে॥
ভকতিবিনোদবর, পীযূষবরিষী কর,
উপদেশামৃত যাঁর মূর্ত্তি।
উপদেশামৃত-রত্নে, সংগ্রহ করিয়া যত্নে,
জীবে করাইল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি॥

উপদেশ

ছাড়ি' কৈল নবীন বিধান।
নহে নাগরীর মত, আর যা কহিব কত,
কৃষ্ণ ত্যজি' মায়ার সন্ধান॥
এ হেন সময়ে কলি, মায়াবাদ-অস্ত্র ছুলি',
কৃষ্ণভক্তি আচ্ছাদন কৈল।
জীবের দুর্ব্বল পেয়ে, মিছা-ভক্তি-ছাঁচ লয়ে,
ভবসাগরেতে ডুবাইল॥
বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তিমান্, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্,
সম্ভোগের সৃষ্টির লাগিয়া।
প্রচারিল নিজ-তত্ত্ব, প্রকাশিয়া শুদ্ধ-সত্ত্ব,
শুদ্ধ কৃষ্ণ মায়াকে ছাড়িয়া॥
মায়াবাদ উপদেশ, গৌরাঙ্গ-দাসের বেশ,
ধরিয়া করিয়া কলিরাজ।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়াইয়া, সম্ভোগের লাল হইয়া,
দেখাইল ছায়া-প্রেম-সাজ॥
কখন বাউল-মত, কখন নাগরীমত,
নেড়া, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা।
প্রাকৃত সম্ভোগ কথা, প্রচারয়ে যথা তথা,
নাগরীর গৌরভক্তিলতা॥
কলিজন হ'য়ে কেহ, আপনাতে গৌর-দেহ,
প্রকাশ করয়ে অবতার।
কেহ বলে 'আমি গুরু', আমাকে ভজন কুরু,
কামিনী-কাঞ্চন আমি সার॥
গৌরভক্তি নাশ করি', কলি ভাসাইল তরী,
পারকীয় গৌর-প্রেম-ছলে।
সখীভেকী গৌরভজা, লইয়া জড়ের মজা,
মাতিল আনন্দে কুতূহলে॥
কেহ বলে বিষ্ণুপ্রিয়া, ভজ নিজ প্রাণ দিয়া,
রূপানুগ পথ ত্যাগ করি'।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা ত্যজি', বিরসজি-কাম ভজি,
প্রাকৃত ভোগের পথ ধরি॥
ভূত-প্রেতবাদ লয়ে, গৌরপ্রেমে মিশাইয়ে
নিজ ভোগে গড়িল গৌরাঙ্গ।
জড়ভোগে গৌরহরি, গড়ায়েছি নিজ হরি,
বলে তোরা হরি সাঙ্গোপাঙ্গ॥
আমার গৌরাঙ্গ নয়, বিষ্ণুপ্রিয়া তার নয়,
নবীন ভজন শিখ ভাই।
রূপানুগ রঘুনাথ, নাহি সঙ্গ তাঁর সাথ,
নিশ্চয় করিয়া কহি তাই॥
পার্ষদের দেহ যত, তা'তে আমি নহি রত,
তাহাতে আমার কার্য্য নাই।
ভজনেতে আছে সুখ, প্রতিষ্ঠা-সম্ভোগ সুখ,
তাই ভজি গৌরাঙ্গ-নিতাই॥
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, নাশিয়া জগতভ্রম,
বসাইল গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজনপথ ধরি', রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি',
ব্রজে ভজে নিজ হিয়া দিয়া॥
প্রেমভক্তিস্বরূপিণী, রাধাকৃষ্ণ-গৌরবিণী
নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া, নীলা দেবী ধাম দিয়া
তিন শক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি॥
গোপী অনুগত হ'য়ে, মানসে সেবিল ত্রয়ে
রাধাকৃষ্ণ গৌর ভগবানে।
এবে যে নূতন মত, নাগরিয়া কলিকৃত,
ভক্তির নাশক ভক্ত মানে॥
ভক্তিবিনোদ নিজ, প্রভুপদ সরসিজ,
আপনে জানিয়া গৌরভৃত্য।
নরোত্তম-পদ স্মরি,' মায়াপুরে প্রিয়া ধরি,
বসাইল জানি নিজকৃত্য॥
রূপপ্রদর্শিত পথ, স্বচরিত্রে যথাযথ,
জগৎ-জীবেরে দেখাইল।
ভক্তিবিনোদাশ্রিত, প্রেমভক্তিসমন্বিত,
উপদেশামৃত তার কৈল॥
কলির বঞ্চনা যত, তাহে ভক্ত নহে রত,
প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে।
রূপশিক্ষামৃত যেই, গৌরশিক্ষামৃত সেই,
অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কাণে॥
শ্রীগৌর বিমুখ-ভাব, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাভাব,
ভক্তিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি' গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি,
ব্যাঘ্রব্যাধি-ছলে মৌনী তবে॥

অবনধি' ভড়ভাব,　　ভড়তাগে ব্রহ্মলাভ,
অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য দর্প,　　দেখি প্রকাশিল দম্ভ
অন্তর দশায় ভণ্ডে সুখে॥
মিছা-ভক্ত অভিমানে,　　মূঢ় লোক নাহি জানে,
অপরাধ কৈল ভক্ত-পায়।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে,　　চাহ ভক্ত দেখিবারে,
অবশেষে অপরাধ হায়॥
জীবের দুর্গতি হেরি,　　কত অশ্রুপাত করি,
শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আলেখিল ভক্তবাস,　　কর গৌরহরি-কাজ
এবে তুমি করিয়া আচার॥

জৈবধর্ম্মে শ্রীল ভক্তিবিনোদ

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট হইতে একটি সারকথা শ্রবণ করিয়াছি। সেই কথাটি—সাধু, গুরু বা আচার্য্য চিনিবার একমাত্র কষ্টিপাথর। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিতেন,—"সাধুকে কাণ দিয়া দেখিতে হয়, চোখ দিয়া দেখিলে বঞ্চিত হইতে হয়।"

মহাপুরুষগণের বাণীর সাহায্যেই মহাপুরুষগণের প্রকৃত পরিচয় বা সঙ্গ লাভ হয়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন,—জগতে এমন অনেক বঞ্চক ও ভণ্ড আছে—যাহারা মুখে খুব লম্বা চওড়া কথা বলিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের আচরণ বা কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি ঐ সকল বঞ্চক বা ভণ্ডদিগকে তাহাদের সাজান কথার সাহায্যে দেখা যায়, তাহা হইলে বঞ্চকের দলও মহাপুরুষ বা সাধু বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। এখানে আমরা বলি,—যাঁহারা এই যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তির সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন নাই। ভক্তিসিদ্ধান্তটি এই প্রকার বস্তু—যেখানে কোন প্রকার গোঁজামিল চলিতে পারে না। জগতে বিপুল পাণ্ডিত্যযুক্ত অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—যাঁহারা ধর্ম্মের ধ্বজা উড্ডীন করেন, বহু বহু গ্রন্থ রচনা করেন, বক্তৃতা, কথকতা, পুঁথি প্রভৃতির সাহায্যে বহু ধর্ম্মকথা প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহাদের সেই সকল উক্তিগুলি মহাপুরুষগণের বাণীর ন্যায় কার্য্যকরী হয় না। কারণ, যদিও তাঁহাদের উক্তির মধ্যে সিদ্ধান্তের ন্যায় অনেক কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্থানে স্থানে উঁহারা এমন ঘোরাত্মক সিদ্ধান্তবিরোধ করিয়া বসেন যে, সেখানেই তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তকে intellectualismএর (বুদ্ধিমত্তার ব্যায়ামবিশেষ) মত ব্যাপার মনে করেন, ভক্তিসাম্রাজ্যে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার না হওয়ায় তাঁহারা ভক্ত ও ভণ্ডের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিতে পারেন না।

মহাপুরুষগণের রচিত গ্রন্থসমূহও 'মহাপুরুষ' মহাপুরুষগণ যেরূপ আচার্য্য ও লোকশিক্ষক, তাঁহাদের গ্রন্থরাজিও সেইরূপ আচার্য্য এবং লোকনিয়ামক। অক্ষররূপে—বাণীরূপে মহাপুরুষগণ নিত্য অবতীর্ণ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "জৈবধর্ম্ম"-গ্রন্থটি বৈষ্ণবসমাজে সুবিদিত। এই গ্রন্থে জীবের যাবতীয় সন্দেহ ও সমস্যার সমাধান, দৈনন্দিন জীবনযাপনের বাস্তব প্রণালী এবং চরমসিদ্ধি-লাভের সুগম পথ এইরূপভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাহাতে "উদ্ধব-গীতা"র নিম্নলিখিত শ্লোকটি বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া মনে হয়,—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥

(ভাঃ ১১।২।৩৫)

হে রাজন্! ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্ন-কর্ত্তৃক বাধিত কিম্বা নেত্র-নিমীলন পূর্ব্বক ধাবিত হইলেও স্খলিত অর্থাৎ প্রত্যবায়গ্রস্ত বা পতিত হন না।

"শ্রী শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্তি-মহোৎসব"-সংখ্যায় "ব্যাসাচার্য্য দাক্ষাত্যেষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব লিখিয়াছেন—

"যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার শিক্ষার প্রতি কোনও না কোনরূপে আকৃষ্ট বা তৎসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট কিম্বা প্রবেশোন্মুখ অথবা মহাপ্রভুর বিচারধারা সম্বন্ধে বিকৃত-ভাবাপন্ন, তাঁহাদিগকে চরম সত্যের অনুসন্ধান প্রদানের জন্য, তাঁহাদের নিকট মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রমাণ-প্রমেয় বিচারমূলে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয়-পূর্ব্বক 'চৈতন্যশিক্ষা' ও 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'জৈবধর্ম্ম' 'ষট্‌সন্দর্ভ', 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'র নির্য্যাস প্রশ্নোত্তর-মুখে উপন্যাসাকারে বর্ণিত হইয়াছে।"

'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' এই গ্রন্থদ্বয় শ্রীরূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সার-গ্রাহিণী-শক্তিবলে ঐ গ্রন্থদ্বয়ের নির্য্যাস উপন্যাসের মধ্য দিয়া অতি অদ্ভুত কৌশল ও নিপুণতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন 'জৈবধর্ম্মে' শ্রীল ঠাকুর যে গোলোকের চিত্র-কলা প্রকট করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যদি আর কোন গ্রন্থ নাও লিখিতেন, তাহা হইলেও জৈবধর্ম্মের দ্বারাই তিনি জগদ্‌গুরুর আসন নিত্য অলঙ্কৃত করিয়া থাকিতে পারিতেন।

'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থের অবতারণার মধ্যেও একটি সুবৈজ্ঞানিক শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মের সহিত যেন তুলনামূলে বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব, জম্বুদ্বীপের মধ্যে আবার ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব, ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমির শ্রেষ্ঠত্ব, গৌড়দেশের মধ্যে নবদ্বীপমণ্ডলের সর্ব্বোত্তমত্ব, আবার নবদ্বিধ-ভক্তির পীঠ নবদ্বীপমণ্ডলের মধ্যে কীর্ত্তনপীঠ গোদ্রুমের রমণীয়ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

এই শ্রীগৌরবাণী-অনুসারে গ্রন্থের প্রারম্ভেই ঠাকুর সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকট করিয়াছেন। কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব অথবা "বহুপান্থা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তত্র কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিসাধ্যোপেয়ৈব" এই শ্রীরূপানুগ বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার স্বভজনস্থলী গোদ্রুমের রমণীয়ত্ব প্রচার এবং গৌড়বনের গোদ্রুম-কাননে ভজনানন্দী ও ভজনকামী ব্যক্তিগণের ভজনময় জীবনযাত্রার প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীগোদ্রুম-বন শ্রীগৌরচন্দ্রের স্মৃতিতে ও গৌরপরাশ্রিত ভক্তগণের ভজনসম্পত্তিতে বিভূষিত। তথায় শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় কিরূপভাবে ভজনানন্দে কালযাপন করেন, তাহা বর্ণন করিয়া ভজনশীল ব্যক্তিগণকে সেইরূপ দৈন্যময় জীবন-যাপনে আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীগোদ্রুম-বনকে শ্রীনন্দগ্রামের অভিন্নতত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। [বর্ত্তমান শ্রীল আচার্য্যদেবের ভজনলীলা-রহস্য 'জৈবধর্ম্মে'র প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।] ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ গৌড়মণ্ডল বা ব্রজমণ্ডল আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে একান্ত নামপরায়ণ ও সকল বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ করিবেন। গ্রাম্য কথা, প্রজল্প, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরের ছিদ্রান্বেষণ-হিংসা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া কোন মহাজন-গ্রন্থ ভক্তিভরে পাঠ করিতে করিতে তন্ময় হইবেন। হরিকথা-কীর্ত্তন, অকপট আত্ম-দৈন্য ও স্ব-পরকল্যাণবিধানে তাঁহার সমস্ত সময় নিযুক্ত থাকিবে।

শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের চরিত্র পাঠ করিলে ভজনময় বৈষ্ণবের জীবনের আদর্শ পাওয়া যায়। দৈন্য অর্থাৎ বিপ্রলম্ভই বৈষ্ণবজীবনের স্বভাব। যিনি যতটা শরণাগত, তাঁহার জীবন ততটা বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট।

শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে যখন কাশীবাসী এক সন্ন্যাসী আসিয়া শ্রদ্ধার সহিত দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন, তখন বাবাজী মহাশয় ভাবানন্দে নিমগ্ন ছিলেন; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইলে তিনিও সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া আপনাকে তৃণাধিক নীচ-জ্ঞানে সন্ন্যাসীর সম্মুখে পড়িয়া 'হা চৈতন্য'! হা নিত্যানন্দ! এ অধমকে কৃপা কর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাভাগবত বৈষ্ণবের চরিত্র কিরূপ বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট, তাহাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীপ্রেমদাস বাবাজীর চরিত্রে প্রদর্শন

করিয়াছেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের তথাকথিত পরমহংস-পদ কিরূপ জড়প্রতিষ্ঠামূলা আত্মবঞ্চনার আকর, আর বৈষ্ণবের নিত্যসিদ্ধ পরমহংসত্ব কিরূপ বিপ্রলম্ভরসময়, তাহাও শ্রীল ভক্তিবিনোদ উক্ত সন্ন্যাসীর মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের ক্ষণমাত্র সঙ্গফলে অনর্থমুক্ত নিষ্কপট ব্যক্তির কিরূপে মঙ্গল হয়, তাহাও আমরা 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মে' সন্ন্যাসীর চরিত্রে দেখিতে পাই।

শ্রীপ্রেমদাস বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষাগুরু শ্রীপ্রত্যুম্ন ব্রহ্মচারীর মুখে শ্রীল ঠাকুর সদ্‌গুরুর তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিসম্মত। "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়" — এই বাক্যের অবতারণা করিয়া ঠাকুর কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্বই সদ্‌গুরুর স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া 'বৈষ্ণবধর্ম্মে'র উপক্রমে জানাইয়াছেন। গুরু ও পরমগুরুর মধ্যে পরস্পর ব্যবহার-দর্শনে শিষ্যের সদাচার-শিক্ষার কথা বর্ণন করিয়া ঠাকুর প্রৌঢ়-পারম্পর্য্যে সদাচার-রীতি শিখিবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন।

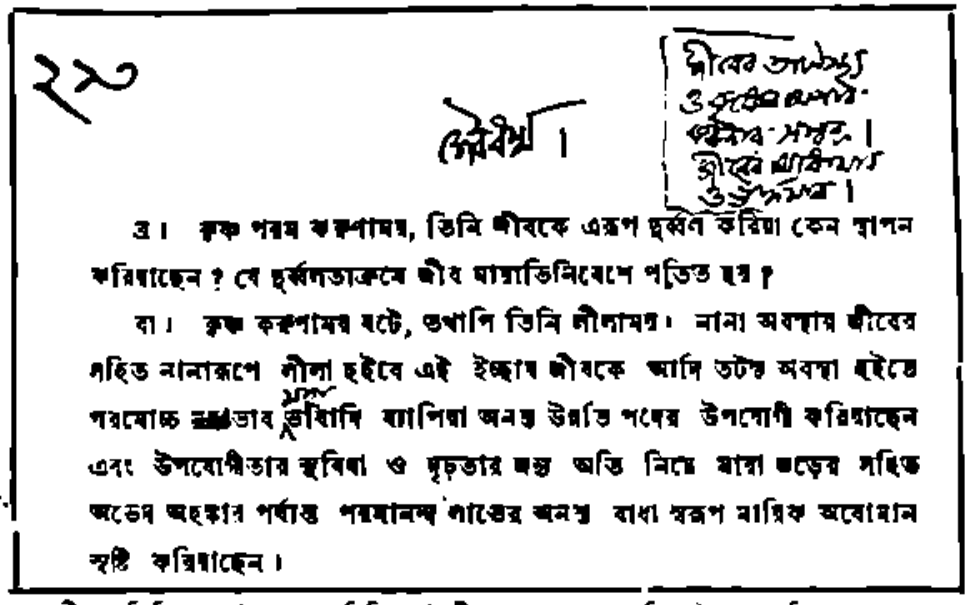

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংযুক্ত ও সংশোধিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কিয়দংশ
শ্রীল ঠাকুর সমগ্র বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপ স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়াছিলেন। তাহা এখনও সুরক্ষিত হইয়া আছে।

শুরুপাদাশ্রয়ের পর তত্ত্বজিজ্ঞাসামুখে গুরুশুশ্রূষা এবং ব্রহ্মনিষ্ঠার উদয় পরব্রহ্মের চিন্নীলা নিষ্ঠার আবির্ভাব হইলে গুরুদেবের দিব্য শিষ্যকে তাঁহার নিত্যদেহের পরিচয় জ্ঞাপন করিবার কথাও ঠাকুর প্রদর্শন করিয়াছেন। গুরুদেব শিষ্যকে নিজের ভৃত্য বা ভোগ্য জ্ঞান না করিয়া কিরূপে তাহাকে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করেন, তাহাও পরমহংস বাবাজীর আদর্শের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের [illegible]

সন্ন্যাসী প্রথমেই তাঁহার গুরুদেব পরমহংস বাবাজীকে প্রশ্ন করিয়াছেন,—"জীবের ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম যদি এক হয়, তবে পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষকেরা কেনই বা পৃথক্ পৃথক্ উপদেশকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন?" এই পরিপ্রশ্নের উত্তর হইতেই "বৈষ্ণবধর্ম্ম" গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর নিত্যধর্ম্মের অধিতীয়ত্ব ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের বহুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং 'ধর্ম্ম' শব্দের কোন জটিল সংজ্ঞা প্রদান না করিয়া স্বাভাবিক কথায় বলিয়াছেন,—"বস্তুর স্বভাবকে নাম ধর্ম্ম। যে বস্তুর যাহা নিজ স্বভাব, তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। পরিবর্ত্তিত স্বভাবের নাম 'নিসর্গ'। যেমন জলের তারল্যরূপ নিত্য স্বভাব তাহার নিত্যধর্ম্ম, কাঠিন্য তাহার 'নিসর্গ'। এই নিসর্গই হে নৈমিত্তিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরমহংস বাবাজীর 'বাস্তব' ও 'অবাস্তব' এই দুইপ্রকার বস্তু নির্ণয় করিয়াছেন। 'বাস্তব বস্তু' পরমার্থভূত তত্ত্ব, 'অবাস্তব বস্তু' প্রত্যক্ষাদিগম্য। 'বস্তু' শব্দে ভগবান্, জীব ও মায়া। এই তিনের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।"— শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি

বৈদান্তিক বিচার আরম্ভ হইয়াছে। 'জীব'কে ব্রহ্মের 'অংশ' বলিলে একদণ্ড প্রভুর যেরূপ পক্ষপাতের অংশ, সেইরূপ ভগবান্ ভেদ বুঝা যায় না। বস্তুতঃ কোন লাগতিক দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বুঝান সম্ভবপর নহে। তটস্থা শক্তির বিচার ও তাহার তাৎপর্য্যও এতৎপ্রসঙ্গে নির্ণীত হইয়াছে। "নিত্যো নিত্যানাম্"—এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ভগবান্ যে তিনতত্ত্বের মধ্যে নিত্যতত্ত্ব, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈধধর্ম্ম চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। নিম্নে প্রতি অধ্যায়ের মূলপ্রতিপাদ্য বিষয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রথম অধ্যায় জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম; দ্বিতীয় অধ্যায়—জীবের নিত্য-ধর্ম্ম শুদ্ধ ও সনাতন; তৃতীয় অধ্যায়—নৈমিত্তিকধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, ভেদ ও অস্থায়ী; চতুর্থ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্মের নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম্ম; পঞ্চম অধ্যায়—বৈধী ভক্তি—নিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিক নয়; ষষ্ঠ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও জাতিবর্ণাদি ভেদ, সপ্তম অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সংসার, অষ্টম অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও ব্যবহার, নবম অধ্যায় নিত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত বিজ্ঞান, এবং সভ্যতা, দশম অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও ইতিহাস, একাদশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও বুৎপত্তি অর্থাৎ পৌত্তলিকতা, দ্বাদশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সাধন, ত্রয়োদশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন (প্রমাণ বিচার ও প্রমেয় আরম্ভ), চতুর্দ্দশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন (প্রমেয়ান্তর্গত শক্তিবিচার), পঞ্চদশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন (প্রমেয়ান্তর্গত জীববিচার), ষোড়শ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন (প্রমেয়ান্তর্গত মায়া-কবলিত জীববিচার), সপ্তদশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন। প্রমেয়ান্তর্গত মায়ামুক্ত জীব-বিচার), অষ্টাদশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন (প্রমেয়ান্তর্গত ভেদাভেদ-বিচার), উনবিংশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন (প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার), বিংশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন (প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার—বৈধ-সাধনভক্তি), একবিংশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন (প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়বিচার—রাগানুগা সাধনভক্তি), দ্বাবিংশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন (প্রমেয়ান্তর্গত প্রয়োজনবিচারারম্ভ), ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন (প্রমেয়ান্তর্গত নামতত্ত্ববিচারারম্ভ), চতুর্বিংশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন (প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধবিচার), পঞ্চবিংশ অধ্যায়—নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন (প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধবিচার), ষড়্বিংশ অধ্যায়—রসবিচার আরম্ভ, সপ্তবিংশ অধ্যায়—রসবিচার, অষ্টাবিংশ অধ্যায়—রসবিচার, উনত্রিংশৎ অধ্যায়—রসবিচার, ত্রিংশৎ অধ্যায়—রসবিচার, একত্রিংশৎ অধ্যায়—মধুর রস-বিচার, দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়—মধুররসবিচার, ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়—মধুর-রসবিচার, চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়—মধুর রসবিচার, পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়—মধুর-রস-বিচার, ষট্ত্রিংশৎ অধ্যায়—মধুররসবিচার, সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়—শৃঙ্গার-রস-বিচার, অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়—শৃঙ্গাররসবিচার, উনচত্বারিংশৎ অধ্যায়—লীলাপ্রবেশ বিচার, চত্বারিংশৎ অধ্যায়—সম্পত্তি-বিচার।

বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভু 'বৈধধর্ম্মে'র উক্ত চল্লিশটি অধ্যায়ের প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য আদর্শ-জিজ্ঞাসা (model questions) ও তৎপার্শ্বে ই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর বৈধধর্ম্মের যে যে পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহার নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে মোট চারিশত বেয়াল্লিটি (৪৪২) প্রশ্ন আছে। এই সকল প্রশ্ন দেখিলেই জানা যায় যে, 'বৈধধর্ম্মে' কত প্রকার পারিপ্রশ্নের বাস্তব মীমাংসা আছে।*

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বৈধধর্ম্মে'র উপসংহারে নিম্নলিখিত কএকটি পংক্তিতে ইহার রচনা-সমাপ্তিকাল ও এই গ্রন্থ-পাঠের অধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন—

গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপাবল ধরি'।
ভক্তিবিনোদ দীন বহু যত্ন করি'॥
বিরচিল 'বৈধধর্ম্ম' গৌড়ীয়-ভাষায়।
সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ মাঘী পূর্ণিমায়॥
চৈতন্যাব্দ চারিশত দশে নবদ্বীপে।
গোদ্রুম সুরভিকুঞ্জে জাহ্নবী-সমীপে॥
শ্রীকলিপাবন-গৌরাপদে যাঁর আশ।
এ গ্রন্থ পড়ুন তিনি করিয়া বিশ্বাস॥

* এই সকল 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না—গৌঃ সঃ

গৌরাঙ্গে যাহার না জন্মিল শ্রদ্ধা লেশ
এ গ্রন্থ পড়িতে তাঁরে শপথ বিশেষ ॥
শুষ্ক মুক্তিবাদে রুক্ষ কভু নাহি পায়।
শ্রদ্ধাবানে ব্রজলীলা শুষ্করূপে ভায় ॥

চারিশত দশ গৌরাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় অর্থাৎ বর্তমান কাল হইতে প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে ঠাকুরের ভজনস্থলী গোদ্রুমের সুরভিকুঞ্জে এই গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র পঞ্চম বর্ষ (বঙ্গাব্দ ১৩০০, খৃষ্টাব্দ ১৮৯৩, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৮) হইতে 'জৈবধর্ম্ম' উক্ত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে এবং উক্ত পত্রিকার নবম বর্ষে (বঙ্গাব্দ ১৩০৪, ইং ১৮৯৭, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১২) ঐ গ্রন্থপ্রকাশ সমাপ্ত হয়।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'জৈবধর্ম্মে'র দ্বিতীয়-সংস্করণ-প্রকাশকালে উক্ত গ্রন্থ-পাঠের একটি ফলশ্রুতি কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে ভাগবতধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্মের সারনির্য্যাস এই দুইটি পদে দেখিতে পাওয়া যায়—

"পৃথিবীতে যত-কথা 'ধর্ম্ম' নামে চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে ॥"

'জৈবধর্ম্মে'র প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত কতকটি পংক্তিতে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

জীব কভু জড় নয়, হরি কভু নয়।
হরি সহ জীবাচিন্ত্য-ভেদাভেদময় ॥
দেহ কভু জীব নয়, ধরা ভোগ্য নয়।
দাস ভোগ্য জীব, কৃষ্ণ প্রভু ভোক্তা হয় ॥
জৈবধর্ম্মে নাহি আছে দেহধর্ম্মকথা।
নাহি আছে জীবজ্ঞানে মায়াবাদ-প্রথা ॥
জীব-নিত্যধর্ম্ম—ভক্তি, তাহে ভুল নাই।
শুদ্ধ জীব 'প্রেম' সেবাফলে পায় তাই ॥
'জৈবধর্ম্ম'-পাঠে সেই শুদ্ধভক্তি হয়।
'জৈবধর্ম্ম' না পড়িলে কভু ভক্তি নয় ॥
ফলানুগ অভিমান পাঠে দূর হয়।
'জৈবধর্ম্ম'-বিমুখকে দর্শহীন কয় ॥

সারগ্রাহী বৈষ্ণব *

(১)

দুর্লভ মানবজন্ম পাইয়া যাহারা,
বিষয়-মদিরাপানে হইয়া বিভোর ;
বৃথা মোদে যাপে সদা জীবনের দিন,
তাহাদের দশা হায় ! শোচ্য অতি ঘোর।

(২)

মায়া-ক্রীত-দাসদের জ্ঞান-নয়ন,
ভোগ্য-সুরাপাত্র দ্বারা আকৃষ্ট সদাই ;
হীনাবস্থা হ'তে তা'রা না পায় উদ্ধার,
তা'দের ভরসা-আশা কিছুই তো নাই।

(৩)

আত্মকৃত দোষে হ'বে পশুর অধম,
ইহা লাগি' ভগবান্ সৃজে কি মানব ?
নিখিল প্রাণির শ্রেষ্ঠ মানবসমাজ,
সাধারণ বুদ্ধি তায় ! হারা'বে কি সব ?

(৪)

ভালমন্দ বিবেচন—বিবেক রতন,
ঈশ্বরকৃপায় শুধু পেয়েছে মানব ;
নিত্য কল্যাণের গাথা পারে সে গাহিতে,
একমাত্র মানুষের ইহাই গৌরব।

(৫)

রক্তমাংসময় দেহ নহে স্বরূপের,
বরং এইটী মহা বন্ধন যে হায় !
(পূর্ব্ব) কর্ম্মফলে বদ্ধাবস্থা হইয়াছে যেন ;
অচেতন বৃত্তি নাই শুদ্ধ জীবাত্মায়।
প্রতিষ্ঠিত হ'তে পুনঃ স্বরূপ ভাবেতে,
উচিত নরের চেষ্টা, সর্ব্ব প্রযত্নেতে।

---

* ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "রিফ্লেক্শন্" নামক ইংরেজী কাব্য অবলম্বনে নিম্নলিখিত পদ্যানুবাদটি লিখিত হইয়াছে। উক্ত কাব্যটি ইংরেজী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে আটষট্টি বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। কবিতাটির ভাবার্থ হইতে আমাদের সতীর্থভগ্নী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী এই পদ্যানুবাদটি করিয়াছেন।

৬ ।

বন্ধনের বস্তুটীকে আশ্রয় করিয়া,
তবে এই ছেলে-খেলা কেন গো নরের ?
বড় জোর শতবর্ষে অবশ্য পতন,
অনিত্য এ' দেহটী তো নহে আমাদের।
একটী গোলাপ যেন কিছুক্ষণ তরে,
বিকশিত হ'বে পুনঃ ঝরিয়াই পড়ে।

৭)

জীবন অনিত্য বটে, শুধু দু'দণ্ডের ;
জীবাত্মা তো অবিনাশী, নিত্য বস্তু সেই।
যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহাই লইয়া,
করিতেছে পরিত্যাগ ধরাধাম এই।

৮

প্রকৃতির রাজরাজি পাঠ করি যবে,
স্বতঃই বিস্ময়ে পূর্ণ হয় মন মম ;
সুগভীর চিন্তা আসে হৃদয়-কন্দরে ;
প্রকৃতি গম্ভীর মূর্ত্তি করে প্রদর্শন।

৯

কোটি সমস্যায় পূর্ণ মানবজীবন ;
যেন আবরণ তা'র পড়েছে আসিয়া,
দেখিতে না দেয় জীবে সত্যের কিরণ,
ওপারের বার্ত্তা কেহ বলে না ফিরিয়া।
সীমাবদ্ধ দর্শনের পরপারে হায়,
কি রহস্য বিরাজিছে কেহ না জানায়।

(১০)

গম্ভীর কোমলস্বরে কে যেন মোদের,
আশার অমিয় বাণী কহে নিরন্তর,—
মরণ তোমারে কভু নারে বিনাশিতে,
হে মানব ! আত্মা তুমি,—শাশ্বত অমর।

(১১)

স্নেহময় পিতা তব, নিজ নিকেতনে,
চিদানন্দ ভাণ্ডারের করেন রক্ষণ,
তোমারি তরেতে জীব ! তাঁহারি সেবক
অনন্তকালের তুমি ; ধাত্র তব ধন।
তোমার পবিত্রতম আন্তরিক প্রীতি,
নিত্য সেবা প্রভু যে গো যাচিছেন নিতি।

১২)

ওহে অপ্রাকৃত প্রীতি ! তব শক্তিপূত
গোলোকের যাদুময় অশেষ কৃপায় ;—
পরমেশ-পথে মোরে ক'রেছে প্রবিত,
প্রাকৃত বচনে তব বর্ণনা না তায় !
উদার, কোমল সেই বৃত্তি অপ্রাকৃত,
পরদুঃখে দুঃখী হ'য়ে সাধে জীব-হিত।

(১৩)

মনের সংযোগে দেহ সুখদুঃখ পায়,
সুপ্ত আত্মা মনে ভাবে জড় অহঙ্কারে,
সুখ-দুঃখ-ভোগে যেন অংশ আছে তার,
জড় অনুবৃত্তি তা'র পরশিতে পারে।

(১৪)

বন্ধুগণ ! ভোগাভাবে করিও না শোক,
ভোগভরে হইও না লালায়িত আর ;
সুরা, সুরা, পশুমাংস দিতে নারে প্রীতি,
বিষয় দেয় না জীবে চিদানন্দ-ধার।

(১৫)

কর তুমি ভগবানে আত্মনিবেদন,
সে সম্বন্ধে কর দয়া সর্ব্ব জীব-প্রতি ;
এ' কার্য্যের পুরস্কার পাইবে প্রচুর,
উদার নিগূঢ় ইহা, ধ্রুব সত্য অতি।

(১৬)

পূর্ব্ব ইতিহাস যাহা, ভুলে যাও তা'র,
অতীতের ইতিহাস না ভাবিও আর,
রহুক নিদ্রিত তাহা বিস্মৃতির ক্রোড়ে,
ভবিষ্য কালের তুমি দেখো না স্বপন,
যে সময় আসিয়াছে নিকটে তোমার,
তাহার সত্যয়ে পাবে পরমার্থ ধন।
নিত্য প্রগতির পথে হ'তে আগুয়ান্,
প্রতিটী মুহূর্ত্ত তব হোক্ মূল্যবান্।

(১৭)

নৈরাশ্যজনক যুক্তি শুনাইয়া মোরে
বলিও না,—"আত্মা মম শিল্পীর নির্ম্মাণ ;
অচেতন বস্তু করে সবার শাসন,
ধ্বংসেই ইহার হয় শেষ পরিণাম।"

(১৮)

যাঁর কৃপাবলে ঘোরা পেয়েছি জীবন,
পাইয়াছি উপযোগী দ্রব্য সমুদয় ;
সেই পরমেশ-ইচ্ছা নির্ভর সবার,
তাঁহারি বিধান-বলে যাহা কিছু হয়।
নির্ব্বিশেষ গতি দিয়া আমার আত্মারে,
(করিতে পারেন) তিনি বিনাশ সাধন ;
অথবা চরণ-সেবা-নিত্যানন্দ-দানে
পারেন করিতে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূরণ।

(১৯)

অতএব হে জীবাত্মা ! কর অভিধান,
অসত্তের সংশ্রমিতে হও অগ্রসর,
ঐ যে, সদৈন্যে কাম করে অবস্থান,
নিকট উহারে হও সত্য বীরবর।

(২০)

অপ্রাকৃত রাজ্যে তব নিত্য অবস্থিতি,
সুদৃঢ় সংকল্পে সদা কর সংরক্ষণ,
জড়াসক্তি যেন নিয়ে না করে পাতিত,
ওহে বীর ! দৃঢ়পদে দাঁড়াও এখন।

(২১)

পারমার্থী বৈষ্ণবাত্মা ! হে বৈকুণ্ঠদূত !
তুমি ঘোরে লয়ে চল ব্রজবন-পথে,
অপ্রাকৃততত্ত্ব-শক্তি করিয়া কীর্ত্তন ;
জাগাও প্রচুরতরূপে সেবা-মনোরথে।

(২২)

অপ্রাকৃত প্রীতিরাজ্যে, অতি কৃপাময়,
আত্মার প্রেমের পাত্র আছে ভগবান্ ;
জড়ের প্রভাব হ'তে বিমুক্ত হইয়া,
তাঁর বাহুযুগে আত্মা করে অবস্থান।
নিত্যা, পরা শান্তি আর অপ্রাকৃত প্রীতি,
আকাঙ্ক্ষার ধন মোর,—কীর্ত্তনীয় নিতি।

শ্রীভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায় ও শ্রীল আচার্য্যদেব

[শ্রী···]

গণতান্ত্রিকতার এই যুগে সমবায় বা সংঘের আদর আমরা খুবই দেখিতে পাই। ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা, এমন কি আমোদ-প্রমোদের মধ্যেও যৌথনীতির সমাবেশ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। ফলে কি রাজনীতি, কি ব্যবসা-বাণিজ্য, কি শিক্ষাদি, এমন কি বিবাহাদি সামাজিক ব্যবস্থা সকলের মধ্যে কমিটি, সভা সিণ্ডিকেট, প্রজাপতি-সভা—আবার আমোদপ্রমোদের মধ্যে যে কত ক্লাব, কত সম্মিলনী গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভগবদিচ্ছায় যে চারিটি সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া জগতে ভক্তিধর্ম্ম ও পঞ্চব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়াছেন, জাগতিক এই সকল সমবায় তাহারই বিকৃত প্রতিফলন। অনাদিকাল হইতেই ভক্তিসাম্রাজ্যে এই চারিটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা আমরা পূর্ব্বাপর শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়া মধ্ব এবং অন্য তিন সম্প্রদায়ের যেস্থানে যেটুকু অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা পরিপূরণ করিয়া স্বীয় অসমোর্দ্ধ পূর্ণতম সিদ্ধান্ত প্রচার করেন।

ভগবান্ হইতে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় আগতা বাণীধারাই সম্প্রদায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সকল সিদ্ধান্তভাণ্ডার শ্রীস্বরূপের হাতেই ন্যস্ত, এইজন্য শ্রীস্বরূপকে 'তোমার গৌড়ীয়' বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপের গৌড়ীয়েশ্বরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আবার মহাপ্রভু নিজ অন্তরঙ্গপ্রবর পরিতস্বরূপ শ্রীরূপে স্বশক্তি বিস্তার করিয়া স্বরূপের গৌড়ীয়কে জগতে প্রসারিত বা বিস্তারিত করাইয়াছেন। এইজন্য গৌড়ীয়সম্প্রদায়

রূপানুগসম্প্রদায় কৃষ্ণভক্তসমাজে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়ের প্রসার বা বিস্তার ভগবদিচ্ছায় কালক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ক্ষীণস্রোতা তটিনীর মত রূপানুগা শ্রীচৈতন্য-বাণীধারা দুই চারিজন নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দিগণের হৃদয়পথ দিয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন। গৌড়ীয়সম্প্রদায় এ পর্য্যন্ত সঙ্ঘের রূপ ধারণ করেন নাই। কাজেই হরি-কথা-প্রচারের জন্য সম্মেলন বা সঙ্ঘ ছিল না, কিন্তু গতানুগতিকতার আসর ব্যাপক প্রভাব চারিদিকেই বহির্মুখতা-প্রসারের বহুস্বরূপ সঙ্ঘের অভ্যুদয় করাইতে লাগিল—আমার বা বহির্মুখভাব যে কিছু চেষ্টা সকলই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হরিকীর্ত্তন-রোধেই নিযুক্ত হইল। এই দুর্দ্দিনে এক মহাপুরুষ গৌড়ীয়ের আশ্রয়রূপে অবতরণ করিলেন। যে সময় তাঁহার অবতরণ হইয়াছিল তখন নিখিল গৌড়ীয়-সমাজ একমাত্র তাঁহারই সোৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং গৌড়ীয়সম্প্রদায়-বিস্তারে তাঁহার যে অপূর্ব্ব যত্ন ও ঐকান্তিকী প্রেরণা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গৌড়ীয়সমাজ জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন যে, এই মহাপুরুষ গৌড়ীয়গণের নিত্য আশ্রয় এবং গৌড়ীয় তাঁহার সহিত নিত্য সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত। এই মহাপুরুষই ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। ইনি গৌড়ীয়সম্প্রদায়কে পুনরায় যে কেবল বিস্তৃতই করিলেন, তাহা নহে, পরন্তু বর্ত্তমান যুগোচিত সঙ্ঘ বা মিশনের মধ্য দিয়া তাহাকে প্রবাহিত করিবার বাস্তব পরিকল্পনাও করিলেন। পুনঃ-প্রসারিত গৌড়ীয়-সম্প্রদায় শ্রীরূপানুগত্যের অসমোর্দ্ধ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিয়া ভক্তিবিনোদানুগ বা ভক্তিবিনোদসম্প্রদায় নামে বিশ্বে বর্ত্তমানে প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের অভিধানে আমরা দুইজন মহাপুরুষের গৌড়ীয়ের নিত্যাশ্রয়-স্বরূপদর্শনের সৌভাগ্য পাই—ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুর। গৌড়ীয়ের মালিক বা শ্রীচৈতন্যবাণীর ভাণ্ডারী শ্রীস্বরূপ হইলেও গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের প্রচার শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট যেরূপ শ্রীরূপের দ্বারাই ভূতলে স্থাপিত হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীসরস্বতী ঠাকুরই শ্রীস্বরূপের শ্রীরূপের ন্যায় মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টরূপ সঙ্ঘসমাবেশে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বা ভক্তিবিনোদসম্প্রদায় বিশ্বে স্থাপিত করিয়াছেন।

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সহিত যেমন সংস্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা অথবা ভক্তিবিনোদবাণী বা পরবিদ্যাবধূ অর্থাৎ সংকীর্ত্তনের অবতরণকারিরূপে ভক্তিবিনোদসম্প্রদায়ের নিত্য সম্বন্ধ, তেমনই পরিচালক, নিয়ামক বা ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-সেবা অর্থাৎ সংকীর্ত্তন-সেবার অধ্যক্ষরূপে আচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী প্রভুর সহিত ভক্তিবিনোদসম্প্রদায়ের নিত্য সম্বন্ধ।

সঙ্ঘকে পরিচালনা করিতে হইলে Pure elements এর (প্রকৃত উপাদান) সংরক্ষণ, foreign বা decomposed elements (আগন্তুক বা বিকৃত উপাদান) অপসারণ,—এই দুইটি কার্য্য করিতে হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের অপ্রাকৃত আচার-প্রচারে ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের এই স্বরূপ নিত্য প্রকটিত। 'শ্রীজনতবাঞ্ছাকল্পতরুভ্যো নমঃ' বলিয়া সেবোন্মুখ জিহ্বায় সর্ব্বদা আশ্রয়জাতীয় বিষয়বিগ্রহের নাম গ্রহণ কর' এই বাণীতে শ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতার সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার যাহাতে জীব সংশোধিত হইয়া গৌড়ীয়-সেবাসঙ্ঘের সেবকরূপে নিজের সত্তা সংরক্ষণ করিতে পারে সেজন্য আচার্য্যদেবের সংশোধন-কারিত্বের পরিচয়ও দিয়াছেন যে, তিনি নিজে নির্ভুল অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব; সেইজন্য সকলের Proof-reader. কোন্‌টা eleminate (delete) করিতে হইবে আর কোন্‌টাই বা যোগ করিতে হইবে তাহা তিনি জানেন।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনে যোগদানেচ্ছু বা ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের প্রবেশপ্রার্থী জনের আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্য আচার্য্যদেব বিষয়াসী শিষ্যের সুষ্ঠু আচরণ পালন করিয়াছেন। অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি তাঁহার জানা থাকিলেও তিনি কখনও কোন অপসম্প্রদায়ের সহিত মিশেন নাই, ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃ মহোদয়ের শ্রীচরণছাড়া কোথাও মস্তক অবনত করেন নাই। তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমনলীলার মূলে আর্ত্তি, অর্থার্থিতা, জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানানুশীলনের প্রেরণা কখনই দেখা যায় নাই। কেবলমাত্র গুরুপাদপদ্মের সহিত মিলিত হইবার সহজ-চিত্তবৃত্তিই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেই জানা যায় যে, গৌড়ীয়-সম্প্রদায় এবং তাহার প্রবর্ত্তক এবং প্রতিষ্ঠাতৃ মহাপুরুষদ্বয়ের

সহিত এক নিত্য সম্বন্ধেই তিনি অধিত। একই উদ্দেশ্যে বা একই সেবাসূত্রে এই বিশ্বে তাঁহাদের এই সম্মেলন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের সহিত যে স্বরূপে নিত্যকাল বিজড়িত, শ্রীল প্রভুপাদসন্নিধিকে আসিয়া দীক্ষাগ্রহণাদি লীলার পূর্ব্বে তিনি যে অন্বেষণী শিষ্যের পরিপ্রশ্নের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সর্ব্বপ্রথম যে প্রশ্ন করেন, তাহা "সরস্বতীজয়শ্রী"তে এইরূপ লিখিত আছে।

"রাজা রামমোহন রায় জনৈক গোস্বামীর খণ্ডনপ্রতিম যে সকল যুক্তি দেখাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণবধর্ম্মকে বেদ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতই যে বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, ইহা অকাট্য-যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করা যায় কি না এবং তাহা কবে হইবে ?"

এই প্রশ্নেতেই কি তাঁহার জগদ্গুরু আচার্য্যরূপ অর্থাৎ ভাগবতী বাণীর আচার-প্রচারকারিরূপ এবং ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের pure elementsএর সংরক্ষণ এবং foreign বা decomposed elementsএর বর্জ্জনকারিস্বরূপ পূর্ণ-ভাবে অভিব্যক্ত হয় নাই ? তবে 'দেখিয়াও না দেখা' যাহাদের স্বভাব সেইসকল 'ঔলূকধর্ম্মি'গণ এবং বিষয়মূর্চ্ছিতে অন্ধীকৃত নয়নবিশিষ্ট জনের নিকট যে তাহা অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত থাকিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়, বরঞ্চ ইহাই স্বাভাবিক।

শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে প্রথমেই "কবে হ'বে বল সেদিন আমার" গীতিও তাঁহার সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতারই পরিচয়। এই সম্পর্কে গৌড়ীয়-পতি শ্রীল প্রভুপাদের সহজ এবং নিত্য আত্মীয়ের গাঢ়মেহযুক্ত ব্যবহার গৌড়ীয়সঙ্ঘের সহিত নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্টরূপেই আচার্য্যদেবকে নির্দ্দেশ করে। শ্রীল আচার্য্যদেবের সেই সময়ের নিজ মনোভাবে তাঁহার সহিত গৌড়ীয়ের নিত্যসম্বন্ধ আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে।

"প্রভুপাদের আদেশে আমি (শ্রীল আচার্য্যদেব) গান ধরিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার গানের দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। আমার হৃদয়ে বহুদিন ধরিয়া যে আগুন জ্বলিতে-ছিল,সেই আগুন এই মহাপুরুষই নির্ব্বাপিত করিতে পারিবেন. —এরূপ আশায় হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে যে তিনটি বিশুদ্ধভক্তি-বিরোধী অবৈদিক পাষণ্ডমত মহাবৈদিক অবতরণে সজ্জিত হইয়া জগন্মনোরঞ্জন-কারী হইয়াছে এবং বহু শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিও তদ্দল-দলকে প্রচুর নাস্তিকতার বিষাক্ত বীজাণুতে সংক্রামিত করিয়া অজ্ঞাতসারে অকৃত্রিম পরমার্থে অন্তঃসারশূন্য করিয়া দিতেছে, সেই তিনটি মতের ভিত্তি কোথায়, তাহাদের জন্মকর্ম্মের ইতিহাস কি, আর ঐগুলি কিরূপেই বা লোক-বঞ্চনা করিতেছে, তাহা সুধী নিরপেক্ষ জগৎকে সদ্ধান্ত, সদ্যুক্তি ও সুবিচারের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাইয়া দিতে হইবে। ইহাদের যে অকৃত্রিম শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই, অন্ততঃ ইহাও সত্যানুসন্ধিৎসু লোক-দিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।" (সরস্বতী-জয়শ্রী বৈঃ পঃ ১ম খঃ. ১ম সং ৯ পৃঃ)।

শ্রীল প্রভুপাদের গণেশরূপে শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাগবতী বাণী বা ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী বিস্তারের অপ্রাকৃত চেষ্টা-সমূহ ও অপূর্ব্ব বস্ত্রাগ্রহ এবং চমৎকারিতাপূর্ণ সেবা-সৌষ্ঠব. সেবাবৃত্তির এক অভূতপূর্ব্ব ও অনবদ্য রূপ মিলনের প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি স্বরূপপরিচিতের হৃদয়েও সেবাস্বরূপের উন্মেষ ও বিস্ময়ের আবির্ভাব করাইয়া কঠোপনিষদের বাণীর ঝঙ্কার সকলেরই হৃদয়তন্ত্রীতে মূর্চ্ছনা তুলিয়াছে—

"শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

(কঠ. ১।২।৭)

আচার্য্যানুগত্য সুখের কথা নয়—প্রকৃত শিষ্য হইতে পারা অনেক ভাগ্যের কথা। ব্যাসাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য-দেবের এই লীলার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া "আমার গণেশ" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। কি করিয়া ভক্তিবিনোদ-গণে গণিত হওয়া যায়, ইহা যিনি সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিতে পারেন এবং দেন তিনিই গণেশ।

"নিয়মিত সময়ে এইরূপ প্রসাদের ব্যবস্থা !— এত সুখ ছাড়িয়া, আমাকে তাড়াইয়া দিলেও আমি যাই না"। শ্রীল আচার্য্যদেবের এই রহস্যোক্তিতে ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং ভক্তিবিনোদ-গোষ্ঠীতে স্থানাভিপাত্যিকজনক ব্যতিরেকভাবে শিক্ষাদান ও

যাহারা ভক্তিবিনোদ ধারার সহিত কোন মতেই নিজেকে যুক্ত করিতে পারেন না অথচ সম্প্রদায়ে প্রবেশের অধিকার করে, তাহাদের স্বরূপ এককালীন প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের পাশ্চাত্য ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের স্বরূপ আমরা শ্রীল আচার্যদেবের বাণীতেই জানিতে পারি যার বলের পক্ষে যখন foreign মিশনের structure বা বহিরঙ্গে বেশ ব্যাপকভাবে development শুরু করিতেছিল তখনই 'বেদ ও বেদ' 'বেদের অভিধান' গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিয়া ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বরূপ জানাইয়াছিলেন এবং ইহাতেই তাঁহার স্বরূপ এবং তাঁহার প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের সংরক্ষকরূপে উদিত হইয়া শ্রীল আচার্যদেব সমগ্র ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের সেবাই সর্বসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। এই সেবাতে সহজ-শ্রীতি এবং অনাবিলতা যাহাতে প্রকাশ পায়, তজ্জন্য বাণিজ্য-নীতি ও কৃত্রিমতাকেও কায়মনোবাক্যে অপসারিত করিতেছেন। শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত সেই সকল বাণীর অনুশীলনমুখে আজ শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাবের যেন কল্যাণতে শুভ বাসরে আমার ন্যায় ভক্তিশোভা-হীন চরণ পুষ্পাঞ্জলি নিয়া বান্ধব ও পরমাত্মীয়স্বরূপ ভক্তিবিনোদ-গোষ্ঠীর রূপাপুষ্পে সজ্জিত করিয়া যেন অর্ঘ্য দিতে পারি, এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীল আচার্যদেব 'মিশন (সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায়) কি' এই প্রশ্নটির উত্তর বোধ হয় লক্ষাধিকবার কীর্তন করিয়াছেন। ব্যক্তিগত সঙ্ঘ বা সমবায় অর্থাৎ জন বা গণসম্মেলনই কি মিশন? আচার্যদেব জানাইয়াছেন—'তাহা নয়'। প্রভু-পাদ' ও গণদেবতার উপাসক ছিলেন না। কাজেই প্রভুপাদের মিশনটি কি, অথচ ও ব্যতিরেকভাবে আচার্যদেব এই কথাটি জানাইয়াছেন—জানাইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়-সঙ্ঘবদ্ধভাবে গৌরসুন্দরের সেবা হইতেই পারে না, অতএব সেই সত্যকে সকলে জানুক—তাঁহার কৃত পরিচয় লাভ করুক—এই ইচ্ছাই তাঁহার মহামহাবদান্য ভাব-মূর্তি।

"ব্যক্তিগত ভজনে কৃপা পাবে না। সেখানে দোষ সংশোধন ক'রবে কে? এইজন্য প্রভুপাদ ব'লেছেন, 'সঙ্ঘে থাক'। ব্যক্তিগত ভজনে বা নির্জনে বিপদ বেশী। মিশনে সুযোগ বেশী। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সুবিধা বেশী। নির্জনে অনর্থের সম্ভাবনা বেশী। সঙ্ঘের কথা ব'লে প্রভুপাদ যে কি উপকার ক'রেছেন, আমাদের পূর্বকরা ৯৯ জনের এখনও তা' উপলব্ধি হয় নাই। নিত্যানন্দের আশ্রয়ে, তাঁহার যূথে কৃষ্ণভজনের সুযোগ বেশী। নিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্য বা কৃপা ছাড়া গতি নাই। যূথে না থাকলে সে সুবিধা হয় না—প্রভুপাদের দয়া যে কত বড় তাহা উপলব্ধি হয় না। গভীর-রহস্য কালের অপ্রতিহত-গতিকে কি ক'রে রোধ ক'রে গৌরসুন্দরের সেবা করা যায় তা' শিক্ষা দিবার জন্যই মিশন। ভক্তগণ সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে যেখানে বাস করেন, তাহাই মিশন।" (গৌঃ ১৭।৪৬, ৭৪৬ পৃঃ)

"ইটপাটকেল, মাল্যেল পাথর, চাকলা-ভূমি, কাগজের ফুল—এইগুলিই কি মিশন? গৌরশক্তি বদান্যশিরোমণি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, গৌরকিশোর, শ্রীল প্রভুপাদ—ইহারা কি ঐগুলির জন্য তাঁহাদের অবতার-লীলা প্রকট করিয়া-ছিলেন? না—আমাদের ন্যায় দুর্গত জীবকে আশ্রমজনে—তাঁহাদের নিত্যারাধ্যবস্তুর পাদপদ্মের শরণাপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?" (গৌঃ ১৬শবর্ষ)

"সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের অনুগ গৌড়ীয়গণের আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবার জন্যই মঠ বা মিশন (শ্রীল প্রভুপাদ) স্থাপন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়গণ সেখানে আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যে পরস্পর গুরুবুদ্ধিতে পরস্পরকে বিষয়বিগ্রহের সহিত মিলন করাইবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত। এইরূপ বহু মঠের সমবায়কে সম্প্রদায় বা মিশন প্রভৃতি বলা হয়।" (গৌঃ ১৯।২০-২১; ৩৩৯ পৃঃ)

"বৈষ্ণব-সেবাই—সম্প্রদায়" (গৌঃ ১৭।১)

আচার্যদেব বলেন, আমাদের সম্বন্ধ এই বৈষ্ণব-সেবারূপ ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের সহিত; এই জগতের ইটকাঠ-পাথর বা প্রাণিসম্প্রদায়ের সহিত নয়। বহির্মুখ চিত্ত কনককামিনী-প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে সমাহিত; সঙ্ঘাশ্রিত হইয়াও তাহা গুরুপাদপদ্মের সহিত বিনিময়েই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আচার্যদেব বলিয়াছেন, এইরূপ সঙ্ঘ যত বড় প্রভাবশালী হউক না কেন, আমাদের তাহাতে কিছুমাত্র দরকার নাই।

হইয়াও তাঁহার অভিপ্রেতাদির সম্বন্ধে বিচরণকারির ও শুদ্ধ ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের সহিত নিত্য সম্বন্ধই প্রকাশ করে।

"অবৈষ্ণব মূর্খদাধারণ যাহাকে 'মিশন' বলে, ঐরূপ মিশনের সহিত প্রভুপাদের কোন সম্পর্ক নাই; আমাদেরও ঐরূপ মিশনসেবার কোনই প্রয়োজন নাই—ঐরূপ ধারণান্তর্গত মিশন জগতে না থাকিলেই জগতের মঙ্গল। মিশন বলিতে সঙ্ঘন-সঙ্ঘ বা বিশ্ব গুরুদেবের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বুঝায়; তাহা ডালাগড়ার বাহিরে।" (গৌঃ ১৭।৩৫)

"লোম বাড়িতে গেলে কম্বল থাকে না। সাধারণের ধারণা কম্বল রাখিতেই হইবে; কিন্তু যত অল্পই হউক না কেন, তথাপি সেই লোমের কম্বলই যে রাখিতেই হইবে তাহা কেন? লেশ অথবা কার্পেট বা শতরঞ্চির প্রচলন হউক। লোম অর্থাৎ undevotional element এবং কম্বল বা sumtotal of undevotional elements বা প্রতিকূলতার সমষ্টিকেই মিশনরূপ কম্বল বলিয়া জানিব কেন? যাহাতে অর্থাৎ তাহার উপাদানে undevotional element নাই, সেই বস্তুকে অর্থাৎ unalloyed serving attitudeকেই মিশনের প্রাণ বলিয়া জানিব।" (গৌঃ ১৭।৩৬)

"আমাদের এই সম্প্রদায়টি শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-বাণীরই সেবক। যাহাতে এই কথাটি আমরা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সেবায় নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি তজ্জন্যই প্রচেষ্টা করা সকলেরই কায়মনোবাক্যে কর্তব্য। **বৈষ্ণবের সেবা করিলেই—প্রাণপণে বৈষ্ণব-সেবায় আনুকূল্য করিলেই সম্প্রদায়ের শুদ্ধি বজায় থাকিবে, শ্রীল প্রভুপাদের সেবাও করা হইবে, নতুবা শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে স্থান দিবেন না।** মুখে নামমাত্র প্রভুপাদের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিলে কখনও প্রভুপাদের বাস্তব আনুগত্য লাভ হইবে না। সত্য সত্য প্রভুপাদের সেবা করিবার ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি প্রযুক্ত ও আচরিত অসম্মান, অপমান, লাঞ্ছনাগঞ্জনা, insult, disgraceএর বিরুদ্ধে প্রতীকার-লাভের জন্য প্রাণপণে বাধা দিতে হইবে, তাহাতে নিরপেক্ষ থাকিলে চলিবে না। এই নিরপেক্ষতাই আমাদিগকে 'স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ' বা 'পতন্ত্যধঃ' অবস্থা লাভ করায়। গৌঢ় হইতে বিতাড়িত হওয়াই চরম অধোগতি।"

"আমাদিগের ওই দিকেই মুস্কিল। ঠাকুরের পক্ষ হইয়া বলিলে লোকে আমাদিগকে সাম্প্রদায়িক বলিবেন, আবার তৎকথিত নিরপেক্ষ হইয়া বলিলেও ভক্তিদেবীর প্রতি অবিচার করা হইবে। তটস্থ-প্রবৃত্তি হইতে তাই নিরপেক্ষতা কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তবে চিৎ-সাপেক্ষতার অন্তরঙ্গ নিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা আছে, তাহা কখনও জড়-সাপেক্ষ হইয়া অধোগতি লাভ করে না।" (গৌঃ ১৭।৬-৭)।

"গৌঢ়ে যে-সকল উপদ্রবের কথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব্রজবিরোধী অসুরগণের আদর্শের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, আপনারা সর্বদা সেই সকল বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন। **ঐসকল ব্রজবিরোধী অসুর গোষ্ঠী বা সঙ্ঘের মধ্যে গুপ্তবেশে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার মায়া বিস্তার করিতে পারে।** ব্রজ-ভজনের সেই সকল প্রতিকূল ভাব হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর কৃপায় অথবা উহার লাভ করিতে পারিবে নতুবা গৌঢ়-বাটিকাকে "বাঁহার সংসার" মনে করিয়া নাস্তিকতা ও আধ্যক্ষিকতারই জয় ঘোষণা করিতে করিতে গৌঢ় হইতে বিতাড়িত হইব। (গৌঃ ১৭।৩২-৩৩, ৪৯০ পৃঃ)

ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাদের ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের) অঙ্গের প্রতি নিরপেক্ষ নামকীর্তনে অধিক অনুরাগ, তবে তাঁহারা অঙ্গের বিরোধী নন

(গৌঃ ১৭।২২, ৩৩৯ পৃঃ)

"যাহারা অকপটে কৃষ্ণভক্তপদাশ্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রাকৃতবুদ্ধি করিতে হইবে না। একমাত্র ভক্তিবিনোদানুগ সম্প্রদায়েই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, পৃথিবীর আর কোথাও এই বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এরূপ মানব-ধর্ম্মের আদর্শ লক্ষিত হয় না।" (গৌঃ ১৭।১৭, ৩০১ পৃঃ)

"যে হরিজনের আশ্রয় লয় নাই, তাঁকে আশ্রয় ক'রে লাও সাক্ষাৎভজন-রাজ্যে যে যোগদান করুক, তা'তে সে নিত্যানন্দের কৃপা পাবে।" (গৌঃ ১৭।৪৬, ৭৬৭ পৃঃ)

এইরূপে আশ্রয় করিতে চেষ্টাবিশিষ্ট ভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ের আদর্শ কিরূপ? আমার প্রতি কা'রও কা'রও ব্যক্তিগত বিরোধ, বিদ্বেষ যতই থাকুক না কেন, আমার উপর ব্যক্তিগতভাবে যতই মিথ্যাবাদ, পরীবাদ বর্ষিত হউক না কেন, আমি যেন উহার প্রতিক্রিয়া-গ্রহণের বিন্দুমাত্র চেষ্টায় উত্তেজিত হ'য়ে ক্রোধ-অমর্ষাদির দ্বারা আক্রান্ত না হই,—কা'রও শত শত মিথ্যাবাদ ও পরীবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হই—ইহাই আপনাদের নিকট ও আপনাদের নিয়ন্তম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা। হরিগুরু-বৈষ্ণব যদি সদাসর্ব্বদাই কাহারও সেবা গ্রহণ করেন, তাঁ'রা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বিদ্বেষ ক'রলেও আমি যেন তাঁ'দিগের প্রতি বিন্দুমাত্রও কোন বিদ্বেষভাব পোষণ না করি।

(গৌঃ ১৬।২২, ৩৬৮-৩৬৯ পৃঃ)

আচার্য্যদেবের সকল আচরণই এই শিক্ষাই দিতেছে। ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর পীঠিকে কণ্ঠহার করিয়া নিখিল বৈষ্ণব-সমাজের সেবার জন্য অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে পরোপকারবৃত্তি এবং পরোপকারীর আদর্শ জাগাইয়া দিয়া বিষয়বিগ্রহ দ্বারা সকল উদ্ধৃদ্ধ স্বরূপকে আত্মসাৎ করাইবার চেষ্টাতেই তাঁহার প্রতিটি পদক্ষেপ নিযুক্ত। তাঁহার আনুগত্যে "আনন্দামৃতঃ হরেরিহং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীভক্তিবিনোদ-পাদাব্জরেণুঃ স্যাং জন্মজন্মনি।" এই সৌভাগ্যলাভই তদাশ্রিত জনের সার-সার। ইহার আশীর্ব্বাদ লইয়াই আমাদের কোটি জন্ম অতিবাহিত হউক।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নবনবতম একোত্তরশততমপূর্ত্তি-প্রকট-উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রী-ভক্তি-বিনোদ-ধারা-সংরক্ষণকারী ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুর অহৈতুক প্রসাদে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভা ও গৌড়ীয়-সঙ্ঘের সম্পাদকবর মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর সঙ্কলিত এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের কীর্ত্তিত ও অনুমোদিত স্তব-সমূহ শুদ্ধভজন-পিপাসুগণের জন্য সংগৃহীত এবং উহার মূল পদ্য (bold) অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয়মুখে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকৃত 'গুরুপ্রণাম', শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত 'গুর্ব্বষ্টক', শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও তৎপরবর্ত্তী রূপানুগ বৈষ্ণবকৃতকৃত 'শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-গুরুপরম্পরা,' এতদ্ব্যতীত ভক্তিবিনোদাদির গুরুবর্গের 'প্রণতি-স্তব', শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত মঙ্গলাচরণের স্তবসমূহ, শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভাগবত-ধৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন স্তব, শ্রীজয়দেবের 'দশাবতার-স্তব', বিভিন্ন 'নৃসিংহ-স্তব', শ্রীশুকদেব, শ্রীব্রহ্মা প্রভৃতি মহাজনগণের কৃত 'বিষ্ণুস্তব,' যামুনাচার্য্যকৃত 'স্তোত্র-রত্ন', শ্রীকুলশেখরকৃত 'মুকুন্দমালা-স্তোত্র,' ব্রহ্ম-কৃত 'গোবিন্দ-স্তব,' 'দামোদরাষ্টক,' মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক,' 'শ্রীরাধিকাষ্টক,' 'শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক,' শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'মনঃ-শিক্ষা', 'গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্', পাণ্ডবাদি মহাভাগবত-গণের 'হরি-স্তব' ও এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় শ্রেষ্ঠ স্তব এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয়মুখে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় সকলেই ঐসকল মহা-জনানুমোদিত স্তবের অর্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই-বেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় শুদ্ধভজনপিপাসুগণের একটি বিশেষ অভাব দূরীভূত হইল। ইহা বাজারের পাঁচমিশালী স্তব-পুস্তক নহে। প্রত্যেকটী স্তব শ্রীরূপানুগ মহাজন ও শ্রীভাগবতধর্ম্মাবলম্বীর অনুমোদিত, কীর্ত্তিত ও নিত্য অনুশীলনীয় ভজনের বস্তু। গ্রন্থের মুদ্রণ-সৌষ্ঠবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের ভিক্ষা—৸০ (বার আনা) মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—মধুবন সিল্কিং ওয়ার্কস্, পোঃ আঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্তরাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

[illegible]

[illegible]

১৮শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৩৪৬; ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

বহুরূপি-আত্মবঞ্চনা

'আত্মবঞ্চনা' বহুরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নিত্য মঙ্গলের পথ হইতে দূরে করে। এই মায়াবী কখনও অমঙ্গলকে 'অমঙ্গল' বলিয়া বুঝিতে দেয় না; কখনও কোন্‌টি প্রকৃত মঙ্গল তাহা বুঝিতে পারিলেও মঙ্গলের পথ হইতে শতহস্ত দূরে নিয়ে পাতিত করিয়া ফেলে; কখনও মঙ্গলকে 'অমঙ্গল' বলিয়া ধারণা করায়। মূলে গুরু ও গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইতেই আত্মবঞ্চনা-বৃত্তিটি আমাদের নিকট বিক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়। তাই শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে শুনিতে পাই—

"শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ ঘটিলে ভগবদ্-বিমুখতারূপ জড়াভিনিবেশ তর্করূপে উদিত হইয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে আপাতমধুর মনোময় ভোগ বা ত্যাগরাজ্যে লইয়া যায়।"

যখন আমাদের হৃদয়ে অপরাধের প্রবল বন্যা উচ্ছলিত হয়, যখন মায়ার বিপরীত স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, তখন এই সকল উপদেশ—যাহা পূর্ব্বে শত শতবার শ্রবণের অভিনয় করিয়াছি, যে সকল কথা অপরকে সহস্রবার উপদেশ দিবার অভিনয় করিয়াছি, তাহা সব ভুলিয়া গিয়া **সম্পূর্ণ আর এক মানুষ** হইয়া পড়ি। দিশাহারা ঘাটে চাপিলে যেরূপ মতিভ্রষ্ট হইতে হয়, অপরাধগ্রস্ত হইয়া, মায়াগ্রস্ত হইয়াও সেইরূপই হইয়া পড়ি। যে গুরু-বৈষ্ণবকে "জগতের একমাত্র বন্ধু" জ্ঞান করিয়াছিলাম, যাঁহাদের মহিমা কোটি-কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতাম, যাঁহাদের বিরহকে 'আনন্দান' মনে করিতাম, সাধু-গুরুর চরণে অপরাধগ্রস্ত হইয়া তখন তাঁহাদিগকে **স্বজনাখ্য দস্যু হইতেও অধিকতর শত্রু** এবং তাঁহাদের **সামান্য শাসন বা মঙ্গলোপদেশকে** আমার প্রতি **তাঁহাদের হিংসা বা শত্রুতা** মনে করি। তাঁহাদের কথিত শ্রৌতপন্থানুগতও অপরাধগ্রস্ত হইলে আমারই উপর বর্ষিত কটাক্ষবাণ বা আমারই উদ্দেশে কথিত আক্ষেপোক্তি বলিয়া অনুমান করিয়া থাকি

তাঁহাদের সিদ্ধান্ত একমাত্র অভ্রান্ত, অন্যটা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতাম, অপরাধগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে কুসিদ্ধান্ত বা অপস্বার্থপর মতবাদ বলিয়া প্রচার করি। যাঁহাদের আচার-প্রচারকে অতীন্দ্রিয় ব্যাপার বিচার করিতাম, অপরাধগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের আচরণে শত সহস্র দোষ দর্শন করি, যে পরিমাণ তাঁহাদের স্তুতি করিয়াছি, তাহার কোটিগুণ নিন্দা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উদ্যত হই!

আমরা অন্যাভিলাষকে হৃদয়ে পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন করিয়া সাধুগুরুর প্রতি যে বাহ্য-করা শ্রদ্ধা বা মিছা-ভক্তি দেখাই, তাঁহাদের স্তাবক হইয়া অপরের সহিত সংগ্রাম পর্য্যন্ত করিয়া থাকি, সেই সকল বাহ্য-করা ব্যাপার বেশী দিন স্থায়ী হয় না। অন্তর্নিহিত পারদের মত অন্যাভিলাষ ও কপটতাগুলি অবশেষে ফুটিয়া উঠে এবং আমরা স্তুতি করিবার ছলনায় যে তাঁহাদের **ছিদ্রানুসন্ধানই** করিতাম, তাহাই প্রমাণিত হয়। আত্মিক, অন্যাভিলাষী বা নির্ব্বিশেষবাদীর মত স্তুতি সব কপটতাময়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"যতদিন **ভক্তিবিপরীত বাসনা** বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যত **সদুপদেশ** দেওয়া যাইবে, তাহা সমস্তই তাহাদিগের **কর্ণ-পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন** করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যত **ভক্তিতত্ত্ব প্রচার** কর না কেন, যত ভক্তিকথা আলোচনা কর না কেন, তাহাদের **নিজকর্ম্ম-দোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না।**"—(সজ্জনতোষণী ১২।১)

হৃদয়ে ভক্তিবিরুদ্ধ বাসনা অর্থাৎ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, কুটিনাটী, অন্যাভিলাষ ও অপরাধ থাকিলে 'গ্রামোফনে'র ন্যায় শত শত লোককে কীর্ত্তন শুনাইয়াও, লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট হরিকথা-প্রচারের অভিনয় করিয়াও নিজে অচেতন জড়বস্তুই থাকিয়া যাইতে হয়। কখনও কখনও সাময়িক উচ্ছ্বাসরূপ স্পন্দন আমাদের চিত্তে লক্ষিত হইলেও উহা তপ্ত লৌহে জলবিন্দু পতনের ন্যায় ত্রিতাপতপ্ত লৌহসম হৃদয়ে তৎক্ষণাৎই শুকাইয়া যায়, অন্তরে স্থায়ী ভাবের উদ্বোধন করিতে পারে না। সংসারের ত্রিতাপে তপ্ত হইয়া আমরা যে হরিগুরু বৈষ্ণবের সন্ধানের ছলনা করি, তাহাতে হয় ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষবাদ, না হয় "পুনর্মূষিকো ভব" ন্যায়ানুসারে আমাদিগকে পুনরায় ভোগের সংসারে প্রবিষ্ট করায়। তখন আমরা নিজের মনকে ফাঁকি দিবার জন্য ও অপরের নিকট 'সাফাই' গাহিবার জন্য বলিয়া থাকি—"যখন হরিভজনকারী 'হোমড়া চোমড়া' ব্যক্তিগণেরও পতনোন্মুখতা দৃষ্ট হয়, তখন হরিসেবা না করিয়া মায়ার সেবা করাই ভাল, কল্পনাময় (!) ব্রহ্মের সংসার না করিয়া বাস্তব (?) মায়ার সংসার করাই ভাল!" তখন হরিসেবাটি হইয়া দাঁড়ায় কাল্পনিক ব্যাপার, আর মায়ার সংসারই হয় বাস্তব বস্তু! এখানেও আমাদের শেষ নাই। মায়ার সংসারের পুনর্যাত্রী হইবার কালে আমরা গুরুবৈষ্ণবের চরণে যে অপরাধ করিয়া বসি, তৎফলে আমাদিগকে ভক্তিদেবী চিরতরে তাঁহার আশ্রয় হইতে নষ্ট করে। আমরা অপরাধ করিতে করিতে তখন অসুর হইয়া পড়ি এবং পৃথিবীর যাবতীয় স্পষ্ট নাস্তিক সম্প্রদায় হইতে আমাদের প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার পরিমাণ গুরুতর হইয়া পড়ে। এই সকল আত্মবঞ্চনাই সন্তোষমদমত্ত হৃদয়ের এক একটি তাণ্ডব।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণীকে একমাত্র সার করিয়া যাঁহারা বিপ্রলম্ভময়ী সুনীচতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক অনুক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে স্বরাট্ শ্রীনামপ্রভুর দ্বারে দ্বারী হইয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন—এই জগতে হরিভজন ব্যাপারটী কেবল শ্রীনামপ্রভুর কৃপার জন্য সোৎকণ্ঠার প্রতীক্ষা। ভূত দেখিয়া ফেলা, কোন 'সিদ্ধাই' লাভ করা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসম্ভার প্রাপ্ত হওয়া, কিংবা রাজযোগিগণের ন্যায় কৃত্রিমপন্থায় সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয় রোধ করা কৃষ্ণসাক্ষাৎকার বা কৃষ্ণ-প্রীতি-লাভ নহে। শ্রীনামপ্রভুর সেবার জন্য যাঁহার যতটা রুচি ও আসক্তি এবং আর্ত্তিময়ী সহিষ্ণুতা আছে, শ্রীনামের সেবা-লাভের জন্য যাঁহার যতটা বিপ্রলম্ভরসের উদয় হইয়াছে, এ জগতে তিনি ততটা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। শ্রীনামপ্রভুর সেবায় এইরূপ দৈন্যময়ী সহিষ্ণুতাকে বাধা দিবার জন্য বহুরূপিণী আত্মবঞ্চনা কোটি কোটি কুহক সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব সাধু সাবধান! গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে যেন কোন প্রকার অপরাধ বা অবিশ্বাস না আসে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

ঐকান্তিক হরিভজন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

বাগ্‌দণ্ডরূপ মৌন, দেহদণ্ডরূপ চেষ্টারাহিত্য ও কৃষ্ণ-সেবা-চিন্তনের দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য না করিলে 'গোস্বামী' হওয়া যায় না। তজ্জন্য মহাভারতে হংসগীতায় এবং শ্রীল রূপ-গোস্বামীর উপদেশামৃতে ত্রিদণ্ডবিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। **কেবল বাহিরের চিহ্ন ত্রিদণ্ডের দ্বারা বদ্ধজীব কখনও সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হয় না। কৃষ্ণভজনানুকূল জীবনযাপনেই ত্রিদণ্ড-গ্রহণের সার্থকতা। নতুবা দম্ভের জন্য ত্রিদণ্ড-গ্রহণের অভিনয় জীবের হরিভজনের প্রবৃত্তি বিনাশ করে।**

ভৈক্ষ্য ত্রিবিধ—মাধুকর, অসংক্লিপ্ত ও প্রাক্‌প্রণীত। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগ্রহপূর্ব্বক নিজ প্রয়োজন-নির্ব্বাহকে **'মাধুকরভৈক্ষ্য'** বলে। উহাই ভিক্ষু-জীবনে সর্ব্বোত্তমা বৃত্তি। কোন দাতা ভিক্ষা দিবেন কি না দিবেন—না জানিয়া যে ভিক্ষা, উহাকে 'অসংক্লিপ্ত ভৈক্ষ্য' বলে। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দাতা অবশ্যই ভিক্ষা দিবেন—এই বিচারে ভিক্ষাকে 'প্রাক্‌প্রণীত ভৈক্ষ্য' বলে। অনির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা সপ্ত বিপ্র-গৃহে সম্পন্ন করিয়া তদ্লব্ধ ভিক্ষার দ্বারাই নিজ প্রয়োজন-নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য। গুরুবিত্তসংগ্রহকারী ও মেধ্যগ্রহণে বিরত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সম্মানকারী গৃহস্থের ভবনেই ভিক্ষা প্রার্থনীয়। যাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একমাত্র কর্ত্তা ভগবদ্ভজনে বিমুখ, তাহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবেন না ; কেননা, তাহারা নিজ ভোগের জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী যথেচ্ছাচারী। তাহাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে উহারা বিরক্ত হইয়া Vagrancy Actএর অন্তর্ভুক্ত অপরাধ আরোপ করিবে।

ভগবদ্ভক্ত একক হইয়া একায়ন পদ্ধতি গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। বাসনা-সঙ্গ থাকিলে হরিভজন হয় না। আবার সঙ্গ-কামনায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা বাসনার মধ্যে প্রবেশ করে, উহাতে ইন্দ্রিয় সংযত করার সম্ভাবনা নাই। এজন্য সর্ব্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের আশ্রয়গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। একমাত্র কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন-রত, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইলে বাসনাময় জন-সঙ্গ আকৃষ্ট হয় না—উহা আপনা হইতে রহিত হইবে। সৎসঙ্গই অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগরূপ নিঃসঙ্গ—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সঙ্গই ইতর-সঙ্গরহিত জানিবে। যেখানে ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালনার উপক্রম প্রবল হয়, সেই স্থানই সঙ্গ-বর্জ্জন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥"

—ইহাই সদ্বিচারে বিধেয়। সুতরাং একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণনামের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার অনুশীলনই একক হইয়া ভৌমপ্রায় ব্রজবাস রূপবাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ নহে—উহাতে কোন ভক্তভোগবৃত্তির কথা নাই। সকলেই ভগবৎসেবানিরত—একপ দৃষ্টি হইলেই সমদর্শিতা-প্রভাবে আপনাকে ব্রজকানুরাগ জানিতে পারা যায়। আত্মবান ব্যক্তিই স্বকপট নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত ব্যক্তির নামই আত্মকাম। ভগবান ও ভক্তে সর্ব্বদা আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের অনুকূল-সেবা-বিশিষ্ট হওয়ার নামই আত্মরত। ঐকান্তিকসেবাভাবের না হইলে জীবের সমদর্শন, আত্মরত, আত্মক্রীড় ও আত্মবান্ হইবার সম্ভাবনা নাই। **কৃষ্ণের ও তদ্ভক্তজনের প্রতি বিদ্বেষ যেখানে প্রবল, তথায় অবস্থান করিলে সঙ্গ-দোষে জিতেন্দ্রিয় না হইয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-প্রার্থীর দুঃসঙ্গ ভক্তকে গ্রাস করে।** তখন তাহার সংযত ইন্দ্রিয় কৃষ্ণসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত না থাকিয়া অসংযত অভক্ত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্যক্রমেই বহু-সাথগণের একায়ন-সঙ্গ-পরিত্যাগের বাসনা হয়। সেখানে অব্যভিচারিণী ভক্তি নাই, ব্যভিচারক্রমে বহু দেবদেবীর সেবায় প্রবৃত্ত তাহার কৃষ্ণেতর বস্তুকে দেবাসুর জ্ঞান হয়। ভোগেরই প্রকারভেদ। কাহারও কৃষ্ণ একমাত্র সেব্য—এই বিচার থাকিলেই জীবের অপস্বার্থপর ভোগরূপ বহু দেব-ভজন-স্পৃহা নিরস্ত হয়।

যিনি ভগবানের সেবায় একমাত্র তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট, ভগবানের পাঁচ প্রকার সেবন-ভাবযুক্ত, তিনিই বিমল বৈষ্ণব। তাঁহাতে রতিবিশিষ্ট হইলেই নির্জ্জন ভজন সম্ভব। একমাত্র নিঃশ্রেয়স মঙ্গলরূপ

ভগবান্ যে ভক্তসেবাদ্বারই তৎপর হইবেন আপনাকে ভগবৎসেবোন্মুখ ভোক্তা বলিয়া ভেদবুদ্ধি করিবেন না। অনাদ্যুপচেত ও মনোরূপ আবরণদ্বয় যদি চিন্ময়ত্ব বিধৃত হয়, তাহা হইলেই ভেদ-বাধ উপস্থিত হয়। হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। ভেদ-বাদই অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়চেষ্টাগুলিকে ধ্বংস করিয়া অভেদচিন্তায় যে জাড্য আনয়ন করে, উহাতে তাহার বৈধ্য সম্ভব হয় না। সর্ব্বক্ষণ অভেদ-চিন্তায় মগ্নোই জড়ভোগীর ন্যায় ভেদ-চিন্তা আসিয়া তাহার ঐকান্তিক ভাবের বিপর্য্যয় করায়। ইন্দ্রিয়-সকল অধোক্ষজ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হইলে আধ্যক্ষিক-গণের পরাদর্শমত গুণজাত জগতে যে কৃত্রিম নির্গুণ চিন্তা, তাহাতে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভব বিশেষ প্রবল হইয়া পড়িবে। ত্রিগুণ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান না হইলে বিবিক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতর বিবেক কখনও নির্জ্জনতা আনয়ন করিবে না। বহির্জগতের ভোগচিন্তারূপ বিবেক ভগবানে শরণাগতি-রহিত করায়।

জাগতিক বস্তুতে বিলাসরহিত হওয়াই বিরক্তের ধর্ম্ম। সঙ্গীম বস্তুতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বিলাসবান্ হইলে স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত হয়। ভোগ্য বস্তুর অপেক্ষারহিত ভগবৎপ্রীতিকামী ভগবৎসেবক ভোগ্য জগতের কোন বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। ভোগিগণ সর্ব্বদাই ভোগ্যভাবে বিরক্ত এবং স্বরূপজ্ঞানে বিমুখতা-হেতু জড়-ভোগাপেক্ষাপ্রসূত হইয়া নানাপ্রকার বিধানের অনুগত থাকেন। ঐগুলি পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপর হইলে পারমহংস্যধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। শ্রীচরিতামৃত-কথিত—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

—এই অবস্থা-লাভই পারমহংস্যের সুষ্ঠু বিচার।

পারমহংস্যাবস্থায় বিধিপালন ও নিষেধ-ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য বহির্জগতে পালিত না হইলেও উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া তত্ত্ববিষয়ে পারভক্তি-লাভই পারমহংস্য বিচার। আপাত-দর্শনে খর্ব্বদৃষ্টি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আচার বুঝিতে না পারিয়া আত্মকলঙ্ক বিধান করেন।

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিভৈর্বপুষ্প দোষৈঃ"

—শ্রীরূপপাদের এই বিচারটি বুঝিতে না পারিলে অবৈধ বর্ণাশ্রমেই আবদ্ধ থাকিতে হয়।

ভবাটবী

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে "ভবাটবী"র বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। 'ভব' শব্দে উৎপত্তি বা এই সংসার। 'অটবী' শব্দের দ্বারা বন বুঝায়। এই সংসার যে একটি গহনবন-সদৃশ, তাহা আমরা সকলেই ন্যূনাধিক প্রত্যক্ষ করিলেও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তাহা প্রতিমুহূর্ত্তেই ভুলিয়া যায়।

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নে শ্রীশুকদেব এই "ভবাটবী"র বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন—

অর্থোপার্জ্জনপর বণিগ্‌গণ যেমন অর্থের জন্য কণ্টকাদি-পূর্ণ দুর্গম পথে চলিতে চলিতে ঘোরতর কাননে গিয়া পড়ে, সেইরূপ এই জীবসমূহ মায়াধীশ ভগবান্ বিষ্ণুর অধীনা মায়ার দ্বারা দুর্গম প্রবৃত্তি-মার্গে চালিত হইয়া এই 'ভবাটবী'কে লাভ করে; সেইজন্য তাহারা ভগবদ্ভক্তির শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-সেবী সেবকদিগের অনুষ্ঠিত ভক্তিমার্গ লাভ করিতে পারে না। যাহারা দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদের সত্ত্বাদিগুণবিশেষে বিভক্ত শুভাশুভ ও তদুভয়মিশ্রিত কর্ম্মের ফলানুসারে দেবতির্য্যগাদি বহুবিধ দেহ লাভ ও তদ্দ্বারা সংযোগ-বিয়োগ-জনিত সুখদুঃখাদিরূপ অনাদি সংসার অনুভব হইয়া থাকে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টি সংসারানুভবের দ্বারস্বরূপ, উহাদের সাহায্যে জীব নিজ নিজ দেহদ্বারা নিষ্পাদিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। মায়ার অধীন থাকিয়া তাহারা যেসকল কর্ম্ম করে, তাহা কখনও নিষ্ফল বা বহু বিঘ্নদ্বারা প্রতিহত হয়, ভগবদ্ভক্তির শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মসেবী মহাত্ম-গণের পদবী (ভক্তিই) আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়-বিনাশে সমর্থ, তাহা তাহারা লাভ করিতে পারে না।

ইন্দ্রিয়গণই কর্ম্মদ্বারা দস্যুতুল্য। পুরুষদিগের বহুকষ্টে উপার্জ্জিত ধর্ম্মোপজীবী যে কিছু ধন যেমন চোরে চুরি

করিয়া লয়, সেইরূপ দস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কর্ম অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ, বাসনা ও চেষ্টাদ্বারা গৃহোচিত ভোগসকল উপভোগ করাইয়া অতিতেজস্বিনী কুবুদ্ধি বণিকের (মানবের) পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনালক্ষণধর্ম, যাহা পারলৌকিক বর্ম বলিয়া কথিত হয়, সেই ধনস্বরূপ ধন অপহরণ করে।

এই সংসারে কুটুম্বগণ নামমাত্র স্ত্রীপুত্র, কিন্তু তাহাদের কার্য বৃকশৃগালাদির ন্যায় ; বৃকগণ যেমন পালকগণের দ্বারা সংরক্ষিত মেষসকল বলপূর্বক অপহরণ করে, সেইরূপ ঐসকল স্ত্রীপুত্রাদি অত্যন্ত লোভী গৃহাশ্রমী ব্যক্তির অতিশয় যত্নে সংরক্ষিত ধনসমূহ তাহারই সমক্ষে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপহরণ করে।

যেমন প্রতিবৎসর কর্ষণাদি-দ্বারা ক্ষেত্রস্থ তৃণগুল্মাদি ছেদন করিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করা হয়, তথাপি ঐসকল তৃণাদির বীজ দগ্ধ হয় না বলিয়া বপনকাল অতীত হইলে ক্ষেত্র পুনরায় তৃণগুল্মাদি-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গহ্বরসদৃশ হয়, সেইরূপ এই গৃহাশ্রম কর্মক্ষেত্রস্বরূপ, ইহাতেও কর্মসকল একেবারে উৎসন্ন হয় না ; কারণ, এই আশ্রম কাম্যকর্মের ভাণ্ডসদৃশ। যেরূপ কর্পূরের ভাণ্ডে কর্পূর না থাকিলেও তাহার গন্ধ যায় না, সেইরূপ বাসনা ক্ষয় না হওয়ায় কর্মসকলেরও নাশ হয় না।

কখনও এই গৃহাশ্রমে রত ব্যক্তির ধনসম্পত্তি দংশ ও মশকসদৃশ নীচ ব্যক্তিরা এবং পক্ষী, শকুন্ত (ভাসপক্ষী) ও মূষিকের ন্যায় তস্করসকল তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়া গ্রহণ করে ; তথাপি সে এই সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে। অবিদ্যা, কাম ও কর্মদ্বারা তাহার চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় সে ভ্রমে পড়িয়া গন্ধর্বপুর-সদৃশ অনিত্য বস্তুতঃ অসত্য এই নরলোককে সর্বদা সত্য বলিয়া অবলোকন করে।

আবার কখনও বা হিংসা, পরস্ত্রীগমন, দ্যূত, মদ্য ও পান প্রভৃতি বহুবিধ দোষের আকর স্বর্ণ—একপ্রকার বিষ্ঠা, সেই বিষ্ঠার ন্যায় লোহিতবর্ণ রজোগুণে যাহার বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি উহা পাইতে ইচ্ছা করে। শীতার্ত ব্যক্তি যেমন অগ্নির তাপ-লাভেচ্ছু হইয়া অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান পিশাচকে দেখিয়া অবিবুদ্ধিতে তাহার দিকে ধাবিত হয়, সেও তদ্রূপ স্বর্ণ পাইতে ইচ্ছা করিয়া সেই বিষ্ঠার প্রতিই ধাবমান হইয়া থাকে।

কখনও বা নিবাস, অন্ন, ধন প্রভৃতি বহুবিধ আপনার জীবনধারণোপযোগী বস্তুসমূহে অভিনিবিষ্ট হইয়া পুরুষ এই সংসারাটবীতে ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায়।

কোথাও চক্রবাতসদৃশ প্রমদাকর্তৃক ক্রোড়ে আরোপিত হইয়া তৎকালে তাহার রজঃতুল্য কামবেগে তাহার বিবেক নষ্ট হইয়া যায় এবং সে কামে অন্ধ হইয়া বিধিমার্গের মর্যাদা লঙ্ঘন করে, তখন সে তাহার ঐ মর্যাদাতিক্রমের সাক্ষিস্বরূপ যে চন্দ্র-সূর্যাদি দিগ্‌দেবতাগণ সাক্ষাৎ বর্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও স্বীয় মোহাচ্ছন্ন অন্ধকারের ন্যায় দর্শন করিয়া তাঁহাদের জানিতে পারে না।

পুরুষ কখনও আপনিই এক একবার ধারণা করে যে, বিষয়-সমূহ বিফল ও দুঃখজনক, কিন্তু দেহে আত্মাভিমান থাকাতে তাহার ঐরূপ স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়, তখন সে মরীচিকায় বারিবৎ সেই সকল বিষয়ের জন্য পুনরায় তৎপ্রতি ধাবমান হয়।

এই সংসারাটবীতে কখন কখন অসৎসঙ্গে জীবের বুদ্ধি বঞ্চিত হয় ; জলশূন্য নদীর গর্তে পতিত হইলে যেমন তৎক্ষণাৎ মস্তক ফুটিয়া যায়, পড়ে আরও ক্লেশ হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ বঞ্চিত পুরুষ বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ডমতকে আশ্রয় করিয়া ইহকালে ও পরকালে দুঃখ পাইয়া থাকে।

এই সংসারে পুরুষ যখন অপরকে পীড়া প্রদান করিয়াও আপনার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন সে তাহার পিতা কিংবা পুত্রাদি (প্রতিপালা) জনের মধ্যেও যদি তৃণতুল্য সামান্য কোনও বস্তু দেখিতে পায়, তবে তাহার জন্যও তাহাদিগকে পীড়া প্রদান করে।

এই গৃহ দাবানলসদৃশ, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। দুঃখই ইহার চরম ফল ; অনুকূল বস্তু তথায় বর্তমান নাই। জীব ঈদৃশ গৃহকে লাভ করিয়া শোকানলে দগ্ধ হয়। কখনও বা 'আমি অতিশয় মন্দভাগ্য', 'আমার কোন সুকৃতি নাই'—এইরূপ বিষাদপ্রাপ্ত হয়।

রাজগণ রাক্ষসসদৃশ ; কখনও কখনও তাহারা প্রতিকূল হইয়া ঐ প্রজার প্রাণতুল্য প্রিয়তম ধন অপহরণ করে ; তখন সে সুখদুঃখানুভবাদি জীবনচিহ্নরহিত হইয়া মৃতের ন্যায় অবস্থান করে।

গৃহাশ্রমে অশ্বমেধাদি-যজ্ঞ, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি যেসকল কর্তব্যকর্মের বিধি আছে, সেইগুলি অতি বিস্তৃত,

[illegible] সেইসকল কার্য্যে পরাবমুখ অভিলাষী হইয়া জীবের চিত্ত অকিঞ্চিৎকর লৌকিক কার্য্যকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়। তখন সে—পঞ্চভাবোপপ্রধানী ব্যক্তি পঙ্কতে মগ্নাগ্র উপলখণ্ড ও কণ্টকবৎ আহত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যেরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দুঃখ ভোগ করে।

তখনও বা সে কেহমধ্যস্থ দুঃসহ জঠরানলে পীড়িত হইয়া ধৈর্য্যচ্যুত হয় এবং পুত্রদারাদি আত্মীয়গণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে।

জীব কোন সময় সামান্য বিষয়সুখ অন্বেষণ করিতে করিতে পরধন ও পরস্ত্রী অপহরণ করিতে আরম্ভ করে এবং রাজা ও গৃহস্বামিকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অপার নরকসদৃশ কারাগৃহে আবদ্ধ হয়

পুরুষ অপরের দ্রব্য অপহরণ করিয়া যদি কোনওপ্রকারে বন্ধন-প্রহারাদি হইতে মুক্ত হয়, তখন আবার দেবদত্ত নামক কোনও অপর ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে ঐ সকল বস্তু আচ্ছিন্ন করে আবার বিষ্ণুমিত্র অর্থাৎ অপর আর এক ব্যক্তি দেবদত্তের নিকট হইতেও পুনরায় সেই অপহৃত দ্রব্য হরণ করে। এইরূপে হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইতে থাকে। সুতরাং তাহাদের কেহই উহা ভোগ করিতে পায় না।

পুরুষ কোন সময় শীত, বাত প্রভৃতি বহুবিধ আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখের প্রতীকার করিতে অসমর্থ হইয়া তদস্থ চিন্তায় বিহ্বল হইয়া থাকে।

পরস্পর ধন-বিনিময় করিয়া একজন অন্য একজনের নিকট হইতে এক কাকিণী (কুড়িকড়া) মাত্র বা তদপেক্ষাও অল্প যৎকিঞ্চিৎ অপহরণপূর্ব্বক ধনসঞ্চয়হেতু বিদ্বেষপ্রাপ্ত হয়।

এই সংসারে পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল মহৎ কষ্ট ত' আছেই, তাহা ছাড়া সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, অপমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গ আছে।

কোনসময় দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীর বাহুবল্লীতে আলিঙ্গিত হইয়া জীবের আত্মজ্ঞানরূপ বিবেক ও ভগবদুপাসনাত্মক বিজ্ঞান তিরোহিত হয়; তখন তাহার জন্য সেই স্ত্রীর বিলাস-ভবন নির্ম্মাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে এবং সেই বিলাস-ভবনে আসক্ত পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যা প্রভৃতির আলাপন, অবলোকন ও চেষ্টায় তাহার চিত্ত অপহৃত হয়। এইরূপে অতিদুঃখী জীব আপনাকে অপার অন্ধকার-নরকে নিপাতিত করে।

পরমেশ ভগবান্ বিষ্ণুর চক্রের নাম—'হরিচক্র'; ঐ চক্র পরমাণু হইতে দ্বিপরার্দ্ধব্যাপী কালস্বরূপ। উহা নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মা হইতে তৃণগুল্মাদি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতকে বাল্যযৌবনাদিক্রমে অতি শীঘ্রই হরণ করে। কেহই তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ নহে। ঐ কালচক্র অতিশয় সতর্ক; উহা ভগবানের স্বকীয় অস্ত্র। কালচক্রভীত জীব চক্রায়ুধ সাক্ষাৎ ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে অবজ্ঞা করিয়া গৃধ্র, বক, কঙ্ক, বায়সসদৃশ শিষ্টাচাররহিত পাষণ্ডদেবতা (অর্থাৎ পাষণ্ডশাস্ত্রবিহিত উপাস্য দেবতা)-দিগকে মূল প্রমাণশূন্য অর্থাৎ কল্পিত পাষণ্ডশাস্ত্রানুসারে আশ্রয় করে। গৃধ্র-বকাদি যেমন সিংহভয়ে ভীত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না, পাষণ্ডদেবতাগণও সেইরূপ কালচক্র হইতে জীবকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না।

পাষণ্ডগণ নিজেই বঞ্চিত, উহাদের আশ্রিত পুরুষ তাহাদের নিকট হইতে আরও অধিক বঞ্চিত হইয়া ব্রাহ্মণ-কুলের আশ্রয়গ্রহণ করে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের উপনয়নাদি শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের আরাধনারূপ আচরণ তাহার প্রীতিকর হয় না, তখন সে শূদ্রাচারের অনুসরণ করে। শূদ্রগণ বিধবা-বিবাহ, মূল্য-প্রদানাদিদ্বারা বিবাহ প্রভৃতি নিগমোক্ত নিষিদ্ধাচার অনুসারে যোষিৎসঙ্গ করিয়া থাকে। উহাদের বানরজাতির ন্যায় কুটুম্ব-ভরণ ভিন্ন অগ্নিহোত্রাদি অন্য কোন ক্রিয়া নাই।

সেই ব্যক্তি শূদ্রসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া অবাধে স্ব-ইচ্ছায় বিচরণ করে। সে অতিশয় মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন ও গ্রাম্যকর্ম্ম করিয়াই নিজের মৃত্যুকাল বিস্মৃত হয়।

বানরগণ যেমন বৃক্ষে ক্রীড়া করিতে করিতে ব্যাধের বন্ধনে পতিত হয় এবং আত্মবিমোচনে অসমর্থ হইয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ পুরুষও ঐহিক সুখের হেতুভূত গৃহে আসক্ত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদিতে প্রীতিযুক্ত ও মৈথুনোৎসবে রত হইয়া সংসারবন্ধন হইতে আত্মরক্ষণে অশক্ত হইয়া পড়ে।

এই সংসারমার্গে পুরুষ যখন ভগবদারাধনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাপাসক্ত হইয়া আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় ভোগ করিতে

থাকে, তখনই মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে ভীত হইয়া গিরিগহ্বর-তুল্য ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়।

এই সংসারমার্গে বহুবিধ ক্লেশ ও উপসর্গাদিদ্বারা পীড়িত হইয়া যে ব্যক্তি আপদ্ ও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, অন্য ব্যক্তি তাহাকে (সেই বিপন্ন শিশ্নোদরপরায়ণ মনুষ্যকে) পরিত্যাগপূর্ব্বক নবলাভ ব্যক্তিকে (পুত্রাদিকে) গ্রহণ করিয়া কখনও শোক করে, কখনও মোহপ্রাপ্ত হয়, কখনও ভীত হয়, কখনও চীৎকার করে, কখনও লালন-পালনাদি করিয়া থাকে, কখনও বা হৃষ্ট হইয়া গান করিতে থাকে; এইরূপে জীব সংসারে আবদ্ধ হয়। যে পরমেশ্বর হইতে অর্থাৎ যাঁহার প্রতি অনাদি-বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন এই নিত্যবদ্ধ জীবসমূহ সংসারমার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সর্ব্বকারণকারণ ভগবৎপাদপদ্মকেই তত্ত্বজ্ঞগণ সংসারমার্গের পারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সাধু-সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া কেহই অদ্যাপি সংসারের পরপারে পৌঁছিতে পারে নাই অর্থাৎ নিত্যবদ্ধ জীবসমূহ বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও প্রবৃত্তিমার্গ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারে না।

সর্ব্বভূত-সুহৃদ, শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় ভক্তিযোগ অনায়াসে প্রাপ্ত হন; কিন্তু এই সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ তাহা লাভ করিতে পারে না।

যে সকল রাজর্ষি সর্ব্বদা যাগযজ্ঞে রত, দিগ্বিজয়ী, তাঁহারাও সংসারের পার প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিতেছেন না। যেহেতু, তাঁহারা (সেই সকল রাজগণ) 'এই ভূমি আমার' এইরূপ অভিমান করিয়া পরস্পরের সহিত শত্রুতা করেন এবং সেই ভূমিকে ত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া সমরক্ষেত্রে শয়ন করেন।

প্রাণিগণ কর্ম্মবায়ুকে আশ্রয় করিয়া স্বর্গলোক লাভ করে এবং নরকরূপ আপদ্ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হয় বটে, কিন্তু (ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি অর্থাৎ পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গস্থিত পুরুষ পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে এই বাক্যানুসারে) তাহাদিগকেও পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয়।

রাজর্ষি ভরত যৌবনেই ভগবদ্ভাবে আসক্ত হইয়া মনোজ্ঞ স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ্, রাজ্য প্রভৃতি ভক্তত্যাজ্য বিষয়সকলকে বিষ্ঠা-তুল্য হেয়জ্ঞানে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তিনি যে ভক্তত্যাজ্য রাজ্য, পুত্র, কলত্র, ধন, এমন কি, যিনি সর্ব্বদা, তাঁহার অনুগ্রহলাভের জন্য মুখাপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সুরজন-প্রার্থনীয়া লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার উপযুক্ত কার্য্যই বটে; কারণ, যে সকল মহাপুরুষের চিত্ত সর্ব্বদা শ্রীমধুসূদনের চরণসেবায় ব্যাকুল, তাঁহাদের নিকট মোক্ষও নিতান্ত নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

হিন্দু

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইংরাজী ১৮৭৪ সালে ২৬শে জুন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় 'হিন্দু'শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রদান করিয়াছিলেন।

অনেক দিবস হইল হিন্দুশব্দের মূল লইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীতে তর্কবিতর্ক হইতেছে। কেহ বলেন, সিন্ধুনদী হইতে, কেহ বলেন, হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে, কেহ বলেন, ইন্দু শব্দ হইতে 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন যে, যবনেরা ঘৃণা করিয়া আমাদিগকে হিন্দু বলিত। কোন কোন পণ্ডিত তন্ত্রশাস্ত্র হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু শব্দের ব্যাখ্যা করেন। "হীনান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য হিন্দুঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ"। ইহাতেও সন্দেহ দূর হয় না। সম্প্রতি আমরা নিম্নলিখিত চারিটী শ্লোকে হিন্দু শব্দের অর্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

উত্তরে ভারতস্যান্ত হিমাদ্রি র্দিব্যদর্শনঃ।
দক্ষিণে বর্ত্ততে বিন্দুসরস্তীর্থো মনোহরঃ।

এতদুত্তরাভাগে যো বসতি কুরুতে বর্ষং।
আসমুদ্রবর্ষসংযোগাৎ হিন্দুনাম্না স উচ্যতে
শুক্লাকুলসম্ভূতঃ শুক্লাচারেণ রাঘবঃ।
ভারতে বর্ষতে হিন্দুর্বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ॥
পূজনীয়ঃ সদা হিন্দুঃ সর্বেষাং দ্বিপদামপি।
শিক্ষকঃ সকলা তস্মাৎ মহীতলনিবাসিনাং॥

অর্থ—

"এই ভারতবর্ষের উত্তরাংশে হিমাদ্রি নামে দিব্যাসন পর্ব্বত আছে। দক্ষিণাংশে বিন্দুসর নামে এক মনোহর তীর্থ আছে। যে ব্যক্তি এই দুইয়ের মধ্যে বাস করেন, তিনি হিমালয়ের আসক্তর ও বিন্দুর সেবাক্ষর সংযোগ দ্বারা হিন্দু নামের সার্থক্য প্রাপ্ত হন। শুক্ল আর্য্যকুলসম্ভূত ও শুক্লাচারেশ্বর হিন্দু বর্ণাশ্রম বিভাগ করত ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। হিন্দু মনুষ্যমাত্রেরই পূজনীয় এবং সমস্ত জাতির শিক্ষক

হিমালয় পর্ব্বত যে স্থলে আছে, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বিন্দুসর কোথায় তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে আছে—

এষ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতং।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতং॥ ৩৭॥

এতদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, সরস্বতী নদীর নিকটেই বিন্দুসর। সম্প্রতি গুর্জ্জর রাজ্যের বিন্দুসর দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনায় ঐ বিন্দুসরই হিন্দুস্থানের দক্ষিণসীমা। ঐ সীমা ধরিলে আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত দুই খণ্ডই হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তী হয়।

শাস্ত্রে হিন্দুশব্দের উল্লেখ না থাকার হেতু এই যে, আর্য্যগণ হিন্দুস্থানে আসিবার পূর্ব্বেই বেদসমূহ রচিত হইয়াছিল। যৎকালে পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রসকল লিখিত হয়, তখন আর্য্যবংশীয়েরা আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া স্থানে স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এজন্য তৎপূর্ব্বে নির্ণীত হিন্দুনামটী অসমাক্ হইবে বোধ করিয়া পুরাণাদিতে ব্যবহার করেন নাই। এতৎসম্বন্ধে হিন্দুনামটী কেবল বাচনিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ

Seek out some Vaishnavas, adorned with the virtues of wisdom, devotion and dispassion, who would regard you as something dear to him, as his own, efface all idea of egotism from your nature and obey his behests. This is the last and the only means; I see none other.

বিতেন্দ্রিয়তা, জ্ঞান ও ভক্তিধনে বিভূষিত এমন একজন বৈষ্ণবের সন্ধান লও, যিনি তোমাকে তাঁহার প্রিয় ও আপন বলিয়া জানেন, এবং সর্ব্বপ্রকার জাগতিক অভিমান-বর্জ্জিত হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে থাক। ইহাই মঙ্গললাভের সর্ব্বশেষ ও একমাত্র উপায়; ইহা ব্যতীত আমি আর অন্য কোন উপায় জানি না।

Such a one should carefully distinguish between three kinds of men in this life—friends, enemies and indifferent ones.

His friends are the Sri Vaishnabas. His enemies are those that hate the Lord. The indifferent ones are the worldly.

এই প্রকার মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি মিত্র, শত্রু ও উদাসীন—এই ত্রিবিধ লোকের বিচার করিয়া চলিবেন।

শ্রীবৈষ্ণবগণই তাঁহার মিত্র, ভগবদ্বিদ্বেষী জনগণই তাঁহার শত্রু এবং সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণই উদাসীন।

When you meet with the indifferent ones you shall regard them with supreme indifference, as you would logs of wood, slabs of

stone, etc. [If they show any leaning towards the subtle, instruct them in the knowledge of Brahman ; if not, pity them.]

যাহারা পরমার্থ-লাভের প্রতি উদাসীন তাহাদের প্রতি ভূমিও কাষ্ঠখণ্ড ও প্রস্তরের প্রতি যে প্রকার উদাসীন থাক সেই প্রকার সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবে। [যদি তাহারা তত্ত্বানুসন্ধানের একটু স্পৃহা প্রদর্শন করে তাহা হইলে তাহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিবে ; অন্যথা তাহাদিগকে শোচ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে।]

Thus shall you, that have taken refuge in the Lord, conduct yourselves.

ভগবৎপাদপদ্মাশ্রিত তোমাদের আচরণ এই প্রকার হইবে।

Keep company with the Vaishnavas ; supreme Wisdom shall illuminate your heart and you will attain final beatitude.

সর্ব্বদা বৈষ্ণবসঙ্গে থাক ; তাহা হইলেই তোমার হৃদয় পরমজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে এবং তুমি চরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।

Avoid carefully the company of the enemies ; never talk to them.

বিদ্বেষিজনের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে, তাহাদের সহিত কদাচ বাক্যালাপ করিবে না।

If you disrespect the friends and out of worldly motives, reverence the enemies, you shall verily cause the heart of the Lord to grieve, even as the heart of an Emperor grieves at an insult to his beloved son in his presence. So let not any worldly benefits tempt you to show any reverence to the enemies ; for, the wealth that comes to you from them, is sure to bring about enmity between you and the Lord in no time.

যদি তুমি মিত্রবর্গ (ভগবদ্ভক্তগণ)-কে অসম্মান কর এবং কোন প্রকার জাগতিক লাভের জন্য বিদ্বেষী জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর তাহা হইলে কোন সম্রাটের সান্নিধ্যে তাহার অতিপ্রিয় পুত্রকে অপমানিত করিলে তিনি যেমন মর্ম্মাহত হন, ভগবান্‌ও সেই প্রকার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত-প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং জাগতিক কোন প্রকার লাভের আশা বিদ্বেষিজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে যেন তোমাকে প্রলোভিত না করে। কারণ, তাহার নিকট হইতে তুমি যে সম্পত্তি লাভ করিবে তাহা অতি শীঘ্রই ভগবানের সহিত তোমার বিরোধ আনয়ন করিবে।

Have you not the Lord, the Giver of all Good, to ask of ? If you should pass him by and demean yourself by begging of the enemies, you insult him as keenly as would the wife of an Emperor if she were to go about a begging of vile Kshatriyas.

যদি তোমার কিছুর প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সর্ব্ব-মঙ্গলপ্রদ ভগবানের পাদপদ্মে কি তাহা নিবেদন করিতে পার না ? তাঁহার পাদপদ্ম ছাড়িয়া অন্যের নিকট যাচ্ঞা করিয়া নিজকে হীন করিলে, সম্রাজ্ঞী হইয়া নীচ ক্ষত্রিয়ের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে সম্রাট্ যে প্রকার অপমান বোধ করেন তাঁহার প্রতি সেই প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করা হয়।

Nor do thou reverence the indifferent ones out of any worldly motives, for see you no difference between shining gold and dull iron, between a flashing gem and a dark clod ? Such a state of mind worse than useless to you and should never be desired in any case.

জাগতিক স্বার্থদ্বারা প্রলোভিত হইয়া সংসারাসক্ত সুতরাং পরমার্থবিষয়ে উদাসীন কোন ব্যক্তির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিও না। কারণ, পরমার্থ ও জাগতিক স্বার্থ ঠিক বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট, একটী উজ্জ্বল স্বর্ণ আর একটী নিষ্প্রভ লৌহ, একটী বিচ্ছুরিতপ্রভ রত্ন আর একটী তেজোহীন মৃত্তিকাখণ্ড, ইহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না ? অপরার্থপর এই প্রকার চিত্তবৃত্তি বড়ই অমঙ্গল এবং ইহা কোন কারণেই বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রীশ্রীআচার্য্য-কথা-প্রসঙ্গ

(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, ১৯শে অক্টোবর, ১৯২৮)

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—ইহাই বৈষ্ণবাচার। কিন্তু সাধুসঙ্গরূপ অর্থে প্রবৃত্তি না হইলে অসৎসঙ্গপূহার নিবৃত্তি হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
স্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

হতো—অতঃপর। প্রথমে অধোক্ষজ-সেবার কথা বলা হইয়াছে। দুঃসঙ্গ ভক্তিবিরুদ্ধ চালিকারক, প্রতিকূল। অতএব দুঃসঙ্গবর্জ্জন করা আবশ্যক। সাধক প্রথমে অধোক্ষজ-সেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সেবায় ব্রতী হইলে অধোক্ষজ-সেবার প্রতিকারক দুঃসঙ্গের বর্জ্জনে প্রবৃত্তি হইতে পারেন। অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন বা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজনের সঙ্গে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন বা অনর্থচতুষ্টয়-নিবৃত্তিরূপ স্থায়ী যুক্ত-বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারিবে।

অন্বয়ের প্রকাশ, চিদ্বিলাসের অনুশীলন হইলেই ব্যতিরেকবিচার বা অচিদ্বিলাস নিরস্ত হয়। শ্রীরূপপাদ অনুকূল অনুশীলনের পর প্রতিকূল-বর্জ্জনের কথা বলিয়াছেন—

'আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।'

সেবা ব্যতীত যে বৈরাগ্য, তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ এই বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়াই কোন লৌকিক গোস্বামীর ও ভাবীকালের লোক-শিক্ষার জন্য নিত্যসিদ্ধ বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্যের সিদ্ধি ঠিক্—এই কথা বলিয়াছিলেন। সিদ্ধি হউক অর্থাৎ ভক্তি-রসযুক্ত, ভক্তিরসরসিক—আর্দ্রভাবসংযুক্ত হউক। ভক্তিহীন বৈরাগ্য টিকে না। ঐ রুক্ষতা বা তীব্রতা হয় পুনরায় চিদ্বিলাসে প্রমত্ত করিয়া গৃহব্রত দক্ষ করিয়া তুলে, না হয় সন্ন্যাসী বা বনচারী বা ব্রহ্মচারিরূপে ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার দ্বারা ভক্তিহীনতার আবাহন করায়, সাধুসঙ্গে অনাসক্তি আনয়ন করে। এই **শুষ্কবৈরাগীদিগকে** শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর **প্রাকৃতসহজিয়া** বলিতেন।

কর্ম্ম যদি ধর্ম্মকে এবং ধর্ম্ম যদি বৈরাগ্যকে উদ্দেশ না করে, তাহা হইলে তাহারা যেমন বিফল হয়, বিরাগ যদি তীর্থ-উদ্দেশ না করে, তাহা হইলে ঐরূপ বৈরাগী জীবন্মৃত অর্থাৎ চেতনরহিত হইবেন। **চেতনের উদ্বেষের পরিবর্ত্তে তাঁহার জড়তাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে,** তিনি স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

ভক্তির সহিত বৈরাগ্য থাকিবেই। কিন্তু শাস্ত্রে 'বৈরাগ্য' শব্দ দেখিয়াই শুষ্ক-বৈরাগ্যের আদর বা তাহাকে অভিধেয়রূপে বরণ করিতে হইবে না। **শাস্ত্রের Apparent হইতে সাবধান হওয়া উচিত।** Apparent meaning **হইতেই অভিধেয়ে গোলমাল উপস্থিত হয়।** যেমন শ্রুতি বলেন—

'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।'

অর্থাৎ ইন্দ্র মায়াদ্বারা বহুরূপ প্রকাশ করেন। সাধারণ লোক অর্থ করিবে দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবী। কিন্তু রূপানুগ—ভক্তিবিনোদানুগ সম্প্রদায় তাহা বলেন না। তাঁহারা বলেন, 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্যশালী উরুক্রম শ্রীনারায়ণ। তিনি মায়াভিঃ অর্থাৎ স্বরূপশক্তি যোগমায়ার দ্বারা 'পুরু'—বহু, 'রূপ'—মূর্ত্তিরূপে, 'ঈয়তে'—প্রকটিত হন। শ্রীনারায়ণ স্বীয় স্বরূপশক্তি যোগমায়াবলে অসংখ্য অবতারাবলী প্রকাশ করেন। 'মায়াভিঃ' শব্দের বহুবচনে যোগমায়া, জীবমায়া ও মহামায়া তিন শক্তিকেই বুঝায়। 'মায়া' শব্দের অর্থ 'বিশ্বকোষ' বলেন—কৃপা ও দম্ভ। 'দম্ভ' অর্থে অকৃপা। মায়াকে স্বরূপশক্তিরূপে দর্শন করিলে কৃপা বা ধনজাতীয় বস্তু লাভ হয় আর ছায়াশক্তিরূপে দেখিলে তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন—

"মায়াঞ্চ প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনঞ্চ মহেশ্বরম্।"

সাধারণ লোক কি অর্থ করিবে? তাহারা বলিবে—মায়াকে প্রকৃতি অর্থাৎ কালী বা দুর্গাকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর অর্থাৎ রুদ্র বলিয়া জানিবে। কিন্তু উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকে প্রকৃতি অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বক্ষমতাহীনা জানিবে। মায়া শক্তিমন্তর নহে। সেই মায়া যাঁহার আছে, সেই ভগবান মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ীকে

'মায়ী' বলিয়া জানিবে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।"

তাঁহার শক্তির প্রকাশ বহু, কিন্তু তিনি এক অদ্বিতীয় সর্ব্বকর্তৃত্বময় পরমেশ্বর। 'মহেশ্বর' শব্দের অর্থ শম্ভু নহে, সকল ঈশ্বরগণের ঈশ্বর মহাবিষ্ণু। শ্রুতি বলেন—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

আর্য্যসমাজী দল প্রতিমাবিরোধী, উহারা প্রচ্ছন্ন অহিন্দু। মায়াবাদিগণ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এবং শ্রীমূর্ত্তিবিরোধিগণ—প্রচ্ছন্ন অহিন্দু। উহাদের একমাত্র নজীর—

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।"

(শ্বেতাশ্বতর)

উহাদের যুক্তি—ভগবানের বৃহদ্‌রূপেই প্রতিষ্ঠা, তিনি মহাযশঃ, তাঁহার প্রতিমা বা বিগ্রহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা নহে। তাঁহার **'প্রতিমা' অর্থাৎ সদৃশ, সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই**; তিনি অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। তাঁহার নাম মহদ্‌যশঃ অর্থাৎ উত্তমঃশ্লোক বা অদ্ভুতবীর্য্য, উরুক্রম—যাহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। অহিন্দু একটা hypothesis কল্পনা করিয়া লইয়াছে যে, যেহেতু জড়ের যে কোন রূপই নশ্বর, সেইহেতু রূপমাত্রই নশ্বর ও সন্তান। এই সন্তান ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ তত্ত্ব। যেহেতু জড়মূর্ত্তিমাত্রেই সন্তান, সেইহেতু ভগবানের শ্রীবিগ্রহও নশ্বর বা সন্তান। আর্য্যসমাজীরা বেদের দোহাই দিয়া এই অপমতই পোষণ করে, শ্রী অর্থাৎ মাধুর্য্যগত বা ঐশ্বর্য্যগত স্বরূপশক্তি দর্শন না করিয়া কেবল মায়াশক্তিই দর্শন করে। তাহারা স্বরূপশক্তির সহিত বিলাস দর্শন করিতে পায় না, কেবলমাত্র মায়ার প্রতি বিরাগই দেখে। বৈষ্ণবের অর্চ্চা-শ্রীমূর্ত্তির স্বরূপ তাহারা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না। অতএব তাহাদের পঙ্গু Paralysed ধারণা শ্রীমূর্ত্তিবিষয়ক শুষ্ক বিচারকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ভক্তিবিনোদবাণীর অনুগের অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি কাহারও সহিত আপোষ নাই। শ্রীরূপ-সনাতনজী ভক্তিবিনোদবাণীর যে শ্রীমূর্ত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা লোকে বুঝিতে পারে না। ভগবানের **ষড়ৈশ্বর্য্যের 'অঙ্গী'কে না বুঝিয়া যাহারা তাঁহার বৈরাগ্যের তীব্রতায় মুগ্ধ হয়,** তাহারাই **প্রাকৃতসহজিয়া** অর্থাৎ কর্ম্মী বা জ্ঞানী। কর্ম্মী ভক্তের সহিত বিদ্বেষ করিয়া ভোগী বা গৃহব্রত হয়, জ্ঞানী আশ্রয়বিগ্রহের বিদ্বেষ করিয়া ত্যাগী বা বৈরাগী বা মায়াবাদী হয়। 'শ্রী'র প্রকাশ বা বিকাশে স্বরূপশক্তির বিলাসের কথা আছে এবং শুষ্ক-বৈরাগ্যে বহিরঙ্গা শক্তি অপাশ্রিতা মায়ার প্রতি বিরাগের কথা আছে। যখনই স্বরূপশক্তির আনুগত্যে অনুকূল অনুশীলন না করি তখনই আমরা ভোগী বা ত্যাগী হইয়া পড়ি।

স্বরূপশক্তির বিলাসের সহিত একীভূতভাবে যে বৈরাগ্য আছে, তাহা ভক্তিরসযুক্ত বৈরাগ্য। চিদ্বিলাসের অনুশীলনকারী ভক্তিরসিকগণ কি বৈরাগী নহেন?

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাঁহা দেখি' প্রীত হন গৌর ভগবান্।"

আক্ষেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই ভোগ বা ইতর বিলাস। ভক্তিরসিকগণ ইহাকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করেন। প্রেমের গাঢ়তা মানেই আক্ষেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারাহিত্যের গাঢ়তা। সুতরাং কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেম (প্রজ্ঞা) ও বৈরাগ্য—একই তাৎপর্য্যপর। ভক্তিরসিকগণের বৈরাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গোপীগণ - অসমোর্দ্ধ বৈরাগ্যবতী; তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাদেবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈরাগ্যবতী।

ব্রহ্মচর্য্য বা বৈরাগ্য যে ভক্তির অঙ্গ নহে, এ কথা খুব কম লোকেই বুঝিতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য বা বৈরাগ্য—সুনীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি। কিন্তু **ভক্তিরসযুক্ত, বৈরাগীশ্রেষ্ঠ অনন্যভজনকারী পরমহংসগণ ভক্তির আনুগত্যহীনা ব্যভিচারিণী সুনীতির কাণাকড়ি মূল্যও দেন না। এই কথা ভক্তিবিনোদানুগ সম্প্রদায় ব্যতীত আর কে বুঝিবে?** স্বয়ং যম, যিনি ধর্ম্মরাজ ও বৈষ্ণব মহাজন, তিনি ইহা বুঝিয়াও "অপি হেয়ং সুতাদারৈঃ" এই গীতাবাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ইহা একটী মহারহস্য। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বা শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ণ কৃপাশক্তি লাভ না করিলে ইহা বুঝা যায় না। যম স্বয়ং ধর্ম্মরাজ; তিনি আবার সূর্য্যের পুত্র, যমুনার ভাই। সূর্য্য—ন্যায়ধর্ম্ম বা ethics এর অধিদেবতা। এই ধর্ম্মের ফল—অর্থ ও কাম, উহাই ভোগীর প্রার্থিত বস্তু। শিব বা

অন্তের উপাসনায় অপবর্গ বা মোক্ষ লাভ হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম-রূপ ত্রিবর্গের জিজ্ঞাসাই অপবর্গ বা মোক্ষ। 'শিব'—এই মোক্ষ বা শুষ্ক বৈরাগ্যের অধিদেবতা, ইনিই রুদ্র বা ব্রহ্ম। মূলদর্শনে তাঁহার সঙ্গিনী বিরজাই সংসারের বহিরঙ্গা মায়া। বিরজা বা ব্রহ্মলোকে ভক্তির বা চিদ্বিলাসের কথা নাই।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাবাজী মহারাজের নামবাসনেশে শুষ্ক বৈরাগ্যের তীব্রতায় যাহাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন—'বৈরাগ্যের সিদ্ধি হউক' অর্থাৎ তীর্থপাদসেবক রসিক—রসাপ্লুত হও। রসই প্রাপ্য বস্তু। বৈরাগ্যের তীব্রতা রসের বিরোধী। ভক্তি—রসঘনী, ভগবান সাক্ষাৎ রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ।"

বাবাজী মহাশয় জানিতেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তি তাহার নিজের উক্তিতেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনময় গৃহই গোলোক।

তিনি বাগাদ্বিক নিত্য ব্রজবাসী। প্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে ভোগময় সংসারে অবস্থিত মনে করিয়া আমাদের প্রাপঞ্চিক ধারণার অন্তর্গত করা শ্রীধামে লইয়া যাইবার চেষ্টা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। যে নিজে ভোগত্যাগরূপ বৈরাগ্যের অনুশীলনে অসমর্থ বলিয়া ঐরূপ বৈরাগ্যকে খুব বড় মনে করে, তাহার পক্ষে বৈরাগ্যের সিদ্ধি যে ভক্তিরস, তাহার চরম দশায় অবস্থিত পরমহংসকে নিজের ধারণাগত বৈরাগ্যের ভূমিতে বা বৈরাগ্যের ডিগ্রীতে post graduateকে টানিয়া আনিতে যাওয়া শুধু ধৃষ্টতা নহে, পরন্তু মহৎ অপরাধ। ঠাকুর কিন্তু মহাভাগবতের দর্শনে এইরূপ আশ্রয়বিগ্রহী অর্থাৎ ভক্তি ও ভক্তবিগ্রহীকে উপেক্ষা না করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদ সেজন্য প্রাকৃতসহজিয়া বা আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা, বোষ্টম-সঙ্গীকে কোনওক্রমে সমর্থন করেন নাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রাকৃত চরিত্র তাঁহার শিষ্যবর্গের কেহই বোঝেন নাই। প্রভুপাদের সহিত ইহাদের কাহারও আপোষ ছিল না। প্রভুপাদ কখনও নির্ব্বীর্য্য ethicsএর আদর করেন নাই। যুক্তবৈরাগ্য বা ভক্তিরসযুক্ত বৈরাগ্য ভগবানের বিলাসের অনুশীলনের সহিতই পাওয়া যায় এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তিরসবসিক-শেখরি—ইহাই প্রভুপাদের কথা। Manmade mundane ethics সেখানে পৌঁছায় না।

যাহারা non-ethical, তাহারাই ethicsএর আদর করে। যাহারা ভোগী, বিলাসী, তাহারাই জড়-বৈরাগ্যের আদর করে, অভিধেয়রূপে বরণ করে। বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্য যদি ভক্তির অঙ্গ হইত, তাহা হইলে পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীর কি অপরাধ ছিল? অরিষ্টাসুর—পাশ্চাত্যের ethicsএর প্রতিমূর্ত্তি। উনুইচণ্ডীর উপাসক অরিষ্ট বহু চিরদিন শ্রীল প্রভুপাদের সহিত বিরোধিতা করিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের চরিত্র সম্বন্ধে ইহাদের ও সাধারণের অন্ধ ধারণা লক্ষ্য করিয়াই উপদেশামৃতের অনুবৃত্তিতে "দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যায় "যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃতদৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন" এবং "আত্মরুচি সিদ্ধ মহাপুরুষগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়" লিখিয়াছেন। অনুবৃত্তির উপসংহারে "রূপপ্রদর্শিত পথ" প্রভৃতি হইতে "অবশেষে অপরাধ হায়" এই পর্য্যন্ত পাঠকবর্গের সতর্কতা বিধানের জন্যই লিখিত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বরূপতঃ অভিন্নবিগ্রহ। তিনি আশীর্ব্বাদমুখে তাঁহার অপ্রাকৃত মৈত্রী বা বন্ধুত্ব প্রকাশ করিতে পারেন, তাহাতে জড়ীয় বিচারের অবকাশ নাই। গুরুবর্গের নিকট হইতে আমরা এইরূপ বিচার শ্রবণ করিয়াছি বলিয়াই ইহা বলিতে পারি, নতুবা আমাদের পক্ষে এই সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? যেমন পঞ্চরতির মধ্যে মধুর রতিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা আমরা কি প্রকারে জানিতে পারি? আমাদের জানিবার কোনই যোগ্যতা নাই। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু "আকাশাদির গুণ যৈছে পর পর ভূতে। এক এক করি বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে।" বাক্যের দ্বারা এই বিষয়টি জানাইয়াছেন বলিয়াই আমরা তাহা বলিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন—"তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম।" যিনি রসের সর্ব্বোচ্চ শিখরের সকল রহস্য জানেন, তিনিই তটস্থ হইয়া বিচার করিতে পারেন। রসস্বরূপ গৌরকৃষ্ণই সকল রসের মালিক। তিনিই বা তাঁহার নিজজনই চিদ্রসহীন জগতে চিদ্রসের সন্ধান দিবার মূল মালিক।

গৌরসুন্দরের অন্তর শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরূপ প্রভৃ জানেন। শ্রীরূপ প্রভুর অন্তরের আশয় কবিরাজ গোস্বামী জানেন বলিয়াই তিনি 'মধুর রতিই' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' এত বড় কথা বলিয়াছেন। অন্য কোন শাস্ত্রে এই কথা অত স্পষ্ট নাই। সাধারণতঃ শাস্ত্র পুরুষাবতার পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—

আদ্যস্ত মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

আদ্য—আদি পুরুষাবতারই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। তিনি কারণার্ণব বা একার্ণবে শয়ন করিয়া ঈক্ষণপ্রভাবে মায়াদ্বারা সৃষ্টি করেন। তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতি ক্রিয়া করে। প্রকৃতির ক্রিয়া বলা হইয়াছে—

'লৌহ যৈছে অগ্নিসঙ্গে করয়ে জারণ।'

কয়লা অগ্নির শক্তিতে তাপ বা আলো দেয়। এখানে তাপ বা আলো বস্তুতঃ অগ্নিরই কার্য্য। কয়লা—একটা নিঃশক্তিক আশ্রয়মাত্র—শক্তি-প্রকাশের একটা অবলম্বনমাত্র।

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হিরণ্যগর্ভের বা চিৎশরমাণুপুঞ্জের অন্তর্যামী। সমষ্টি-জীবকে ত্রাসরেণুর সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। শ্রুতি ইঁহাকেই 'বিরাট্ পুরুষ' বা হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা স্তব করিয়াছেন। ইনিই প্রদ্যুম্ন। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুই ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী। শ্রীমদ্ভাগবত "প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং" প্রভৃতি শ্লোকে এবং শ্রুতি "অঙ্গুষ্ঠমাত্রং" ও "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" প্রভৃতি মন্ত্রে ইহার স্তব করিয়াছেন। বেদে 'পুরুষসূক্ত' নামে গর্ভোদকশায়ীর যে প্রসিদ্ধ স্তব আছে, দাক্ষিণাত্যের চারি আচার্য্য এবং তাঁহাদের অনুসরণ সকলেই উহার বিশেষ আদর করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবাই অধিক প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে যে সমস্ত সেবাশায়ী বিগ্রহ আছেন, তাঁহারা অধিকাংশই গর্ভোদকশায়ী—ব্রহ্মা ও রুদ্রের জনক। পুরুষাবতারত্রয়—দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যূহ সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধেরই রূপ। জীব ও প্রকৃতির ব্যাপারের যাবতীয় কার্য্য ইঁহাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। তুরীয় বস্তু বাসুদেব এই সকল ব্যাপার হইতে পৃথক্ থাকেন। তিনি তাঁহার লক্ষ্মী বা স্বরূপশক্তির সহিত অনুক্ষণ বিলাসরত। তিনি প্রভু বস্তু। প্রভুত্বের বিকাশ তাঁহাতে পূর্ণভাবে আছে। তিনি প্রকৃতি বা প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতারূপ সাম্যাবস্থা বা বিরজা অথবা প্রকৃতির ব্যতিরেক ব্রহ্মমাত্র নহেন। তিনি প্রকৃতির সংস্পর্শহীন পুরুষোত্তমবিগ্রহ। প্রকৃতির কার্য্য, প্রকৃতিতে লয় বা প্রকৃতির ব্যতিরেক ভাবদ্বারা তাঁহার পরিচয় বা প্রতিষ্ঠা হয় না। তিনি স্বরূপগত বিলাসেই প্রতিষ্ঠিত।

সংকর্ষণকে জীব বলা হইয়াছে। সংকর্ষণ কারণোদশায়ী পুরুষরূপে প্রকটিত। তিনি জীবের কারণ অর্থাৎ বীজরূপে জীবশক্তি তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। সংকর্ষণকে অহঙ্কারতত্ত্ব, প্রদ্যুম্নকে বুদ্ধি এবং অনিরুদ্ধকে মন বলা হয়। পুরুষাবতারের মূল অংশ—শ্রীবলদেব-নারায়ণ। পুরুষাবতারকেও 'নারায়ণ' বলা হয়। মনু বলেন—

'আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।'

বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ— অন্ন। তাঁহার ধাম বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা বহুবহুতত্ত্ব-প্রকাশের স্থান দ্বারকা এবং তদপেক্ষা অল্পের জন্মনিবন্ধন মথুরা ও তদপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। সেই বৃন্দাবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনরহস্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্য যাঁহাতে পূর্ণভাবে অবস্থিত, সেই স্বয়ংরূপ ও তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ—তাঁহার কান্তব্যূহের কথা কে বুঝিবে? বৈকুণ্ঠের নীচে পুরুষোত্তমের কথা নাই। বৈকুণ্ঠের নিম্নে ব্রহ্মলোক ও বিরজা পর্য্যন্ত নির্ব্বিশেষজ্ঞানের সাধন, বৈরাগ্য বা ব্রহ্মচর্য্যের গতি। কিন্তু ভক্তি আরও প্রগতিশীল (dynamic), তাহা static নহে। Ethicsএর দ্বারা ভক্তির অনুশীলন সম্ভব হয় না, কারণ, ethics এর গতির সীমা অতিক্রম করিয়াই ভক্তির আরম্ভ হয় এবং ভগবদ্ভক্তিই সদ্যোদ্ভব ethics.

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহামহোৎসব

গত ১লা আশ্বিন সোমবার শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-তিথিতে শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন মঠসমূহে যে "শ্রীশ্রীগুরুপূজা"-মহামহোৎসব হরিকীর্ত্তনমুখে বিশেষ শ্রদ্ধাপূতচিত্তে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীধাম-মায়াপুর—"শ্রীশ্রীগুরুপূজা"-মহোৎসবতিথির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ও শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণ হইতে সঙ্কীর্ত্তন-মোদ্ঘোষসহকারে শ্রীল প্রভুপাদ ও পরম-গুরু শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগ-পীঠ, শ্রীনৃসিংহ-মন্দির প্রভৃতি ও বল্লালদীঘি-গ্রামের মধ্য দিয়া কাঞ্চীর সমাধি স্থান পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্য-মঠে প্রত্যাগমন করেন। মঠসেবকগণ ও শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজের অনুপস্থিতে শ্রীল গুরুপাদের সমাধিমন্দিরে উচ্চমঞ্চোপরি সুসজ্জিত শ্রীশ্রীলআচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চার সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

কলিকাতায়—উৎসবের দিন উষঃকীর্ত্তনান্তে মহা-মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের মূলগায়কত্বে আচার্য্যবন্দনা, গুরুবর্গ ও শ্রীমদ্ভগবৎপ্রভুর বন্দনা কীর্ত্তিত হইলে তাঁহার অনুপস্থিতে মঠ-সেবকগণ ও গৃহস্থভক্তগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্য পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য সারস্বত-প্রবচনমন্দিরে একটি বেদীর উপর বিবিধ পুষ্পমাল্য ও পল্লবাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া স্থাপিত হয়। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিমর্ত্ত্য চরিতগাথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীল তীর্থ মহারাজ বিদ্বজ্জনসমিতি মহতী সভায় "আচার্য্যতত্ত্ব" সম্বন্ধে আবেগ-ভরে অপূর্ব্ব-মৌলিকতাপূর্ণ একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া "শ্রীশ্রীগুরুপূজা" সম্বন্ধে প্রাপ্ত কএকটি টেলিগ্রাম ও অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। অতঃপর উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের দ্বারা অভিনন্দন-পত্র, শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ' পঠিত হইলে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু "শ্রীশ্রীগুরুপূজা" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রেঙ্গুণে—শ্রীশ্রীগুরুপূজামহোৎসব রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় অভিজাত-সম্প্রদায় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের একটি বিরাট্ সভায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রজবাসী, শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিগৌরব ও শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করেন। শত শত নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

ময়মনসিংহে—শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের উচ্চমঞ্চোপরি স্থাপিত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যের সম্মুখে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ বন্ধুবর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'গৌড়ীয়' হইতে 'শ্রীব্যাসপূজা' প্রবন্ধ পাঠ করেন। পাঠের পর ১০ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। তৎপরে সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সাত্বতশ্রাদ্ধ

গত ১৪ই আশ্বিন ত্রয়োদশী-তিথিতে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবদত্তবস্তুবিপ্রহরদাস বিদ্যারত্ন বি-এ মহো-দয়ের সহধর্ম্মিণী সাত্বতবিধানানুসারে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে হরিকীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সেবারও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ঐ দিবস ফরিদপুর কাটিকাটা-নিবাসী জনৈকা দীক্ষিতা মহিলাও তাঁহার পিতৃ-শ্রাদ্ধ মঠে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২০শে আশ্বিন, ১৩৪৬; ৭ই অক্টোবর, | ১১শ সংখ্যা

ব্যক্তিত্ব

কি ব্যবহারিক, কি পারমার্থিক—উভয় ক্ষেত্রেই 'ব্যক্তিত্ব' ব্যাপারটি যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। ব্যক্তিত্বের প্রভাব অতিক্রম করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। যদিও গণতান্ত্রিকতার অসীম শক্তি স্বীকৃত হয়, তথাপি ব্যক্তিত্বহীন গণতান্ত্রিকতা পঙ্গুর ন্যায় অসার ও ক্লীবের ন্যায় নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। গণতান্ত্রিকতার মধ্যেও ব্যক্তিত্বেরই প্রভাব গণের মুখপাত্ররূপে কার্য্য করে।

যুগে যুগে যুগাচার্য্যগণ তাঁহাদের অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্ব লইয়া এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। সেই ব্যক্তিত্ব অননুকরণীয়। ঢঙ্গ বিপ্র নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের ব্যক্তিত্বের অনুকরণ করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ ও লাঞ্ছিত হয়। ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে যে, তাঁহাদের নাম শ্রবণ-মাত্রেই লক্ষ লক্ষ লোকের ভাবপ্রবণতার উৎস মুহূর্ত্তের মধ্যে উৎসারিত হয়। ব্যক্তিত্বের প্রশংসা অপেক্ষা ব্যক্তিত্বের নিন্দা লোকসমষ্টিকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া থাকে।

ব্যক্তিত্ব যে কেবল দেবতা বা দেবভাবাপন্ন কিংবা অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ বা ভগবদবতারাবলীতেই আছে, তাহা নহে। অসুরেরও ব্যক্তিত্ব আছে। সাধুর ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা কখনও কখনও জগতের নিকট হয় ত অসুরের ব্যক্তিত্ব ন্যূন বলিয়া বিবেচিত হয় না। কংসের ব্যক্তিত্বের সহিত কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতির বা তুলনায় বিষ্ণু হয়।

কতকগুলি লোক ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি, কেহ বা ইহাকে পুরুষকার, কেহ বা ইহাকে দৈহিক ও মানসিক প্রভাববিশেষ বলিয়া বিবেচনা করেন। যাঁহারা পুরুষকার বা দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে ব্যক্তিত্বের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করেন, তাঁহারা পারমার্থিক মহাপুরুষগণের ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে পারেন না। পরমার্থ-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার অভিনয় করিয়াও অনেকে মহাপুরুষগণের ব্যক্তিত্ব পায় না। তাঁহাদের ধারণা—"আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও যান

আমাদিগকে তাঁহার চরণে প্রণত বা নিয়মিত করিতে পারেন, তাঁহারই ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে।" বস্তুতঃ ইহা ব্যক্তিত্বের স্বরূপলক্ষণ নহে। অনেক মায়াবী পরমার্থ-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্বাসা, প্রলম্বাসুর বা কেশী-দৈত্যের ন্যায় ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। যাহারা সেইসকল ভগবদ্বিরোধীকে ব্যক্তিত্বের বরমাল্যে বরিত করে, তাহারা কখনও অপরাজিত ভগবানে ভক্তি লাভ করিতে পারে না। অনেক বক্তা, অনেক পাঠক দৈহিক গুরুভার, বাগ্মিতা বা পাণ্ডিত্যাদির অধিকার করিয়া যে ব্যক্তিত্বের কুহক সৃষ্টি করে, তদ্দ্বারা আত্যন্তিক মঙ্গলের দিকে কাহারও প্রগতি লাভ হয় না।

ঐরূপ প্রকৃষ্টরূপ তাঁহার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এইরূপ কুহক-পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দম্ভে পাণ্ডিত্যকে ব্যক্তিগণকে 'Show-bottles' বলিতেন। এই সকল 'Showbottle'এর কেহ কেহ বড় 'বক্তা,' কেহ 'প্রচারক,' কেহ 'পাঠক,' কেহ বা 'ম্যানেজার,' কেহ বা 'অধ্যক্ষ'-পদে সমাসীন এবং নানা 'সুপারীশ' পত্রে বিভূষিত থাকিতে পারেন। ইহাদের ধারণা এই যে, যাঁহারা যত লোক ভুলাইতে বা ষোড়শী করিতে পারিবেন, তাঁহাদেরই ততটা 'ব্যক্তিত্ব' আছে, আর যাঁহারা কৃষ্ণৈকশরণ, নিষ্কিঞ্চন, দীন-হীন কাঙ্গালের বেশে এক কোণে পড়িয়া হরিকথাশ্রবণকীর্তনে অভিনিবিষ্ট থাকেন, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব নাই। ইহাদের বিচারে 'কৃষ্ণৈকশরণতা' ব্যক্তিত্ব নহে, 'লোকৈকশরণতা'ই ব্যক্তিত্বের আদর্শ। ইহাদের ধারণা—কৃষ্ণৈকশরণতারূপ ব্যক্তিত্বহীনতার (?) দ্বারা পরমার্থ-রাজ্যের নিয়ামকত্ব সম্ভবপর নহে। শারীরিক গুরুভার, পঠতা, লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা প্রভৃতি নানাপ্রকার কৌশল যাঁহাদের করায়ত্ত, তাঁহারাই পরমার্থ-রাজ্যে নিয়ামকের কার্য্য করিতে পারেন।

বৈশিষ্ট্য প্রবল হইলেই অর্থাৎ দিককে 'সত্য' ও ওজনকে বিশ্বের অন্তর্গত একটি 'বস্তু'-বিশেষ বলিয়া ধারণা হইলেই এইরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হয়। তখন সবিশেষ-বাদের ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা নির্বিশেষবাদের ব্যক্তিত্ব, কৃষ্ণৈক-শরণের ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যালিকের বা অসুরের ব্যক্তিত্বকে বড় মনে হয়।

জগতের অনেক মনীষীর বিচারে পরমার্থ-রাজ্যে শঙ্করাচার্য্যের ব্যক্তিত্ব অসমোর্দ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের অতীন্দ্রিয়-নিন্দা করিলে আকুমারিকা হিমাচল হয় ত' কেপিয়া উঠিবে, কিন্তু শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশঙ্করের মতবাদের অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন। তথাপি একশ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, এমন কি, শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব অপেক্ষাও শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয় কেন? যিনি অসজ্জাস্ত্র, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদরূপ 'মায়াবাদ' অসুরমোহনের জন্য জগতে প্রচার করিলেন, তাঁহার ব্যক্তিত্বে বহু লোক মুগ্ধ হয় কেন? ইহার উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়,—ইহাই বিমুখ জগতের স্বভাব। জগতের অধিকাংশ লোক দৈহিক ও মানসিক ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়, চেতনের ব্যক্তিত্ব জড়কে স্পর্শ করিতে পারে না। কর্দ্দমাক্ত লৌহপিণ্ডের নিকট ঐ জাতীয় কোন অধিকতর স্থূল বস্তুর গুরুত্বই 'ব্যক্তিত্ব' বলিয়া মনে হয়, চুম্বকের ব্যক্তিত্ব উহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি অথবা কপট শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি কিংবা হৈতুকী শ্রদ্ধার অভিনয়কারী ব্যক্তিগণ হরিগুরু-বৈষ্ণবের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। আলম্বনাক ঋষি তজ্জন্যই "স্তোত্ররত্নে" বলিয়াছেন,—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্ট-
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

হে ভগবন্, তোমার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিকশাস্ত্র দ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারে, কিন্তু রাজস ও তামস-গুণবিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগূহমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥

হে ভগবন্, দেশ-কাল-বস্তুজনিত পরিচ্ছেদের উল্লঙ্ঘনে হেতু অসমোর্দ্ধস্বভাবযুক্ত তোমার প্রভুত্বের স্বরূপ তোমার মায়াশক্তির দ্বারা গূঢ়ায়িত থাকিলেও তোমার কতিপয় একনিষ্ঠ ভক্ত তাহা অনুভব করিতেছেন।

ভগবদ্ভজনলিপ্সুগণ যেন নির্ব্বিশেষ বা জোরবাদের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ না হন। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মরাজ্যে তিন চারিটি অসৎ ব্যক্তিত্ব জগতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। তাহাদের নাম করিলে ভারতবর্ষের, এমন কি, ভারতের বাহিরেরও অসংখ্য লোক ক্ষেপিয়া উঠিবে। কিন্তু আমরা যদি সে সকল লোকের ব্যক্তিত্বকে ভগবদ্ভক্তের ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা বহুমাননা করি, তবে কোনদিনই অন্বয়জ্ঞানের ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারিব না। ব্যক্তিত্ব একমাত্র যাঁহার একচেটিয়া, সেই স্বরাট্‌লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ংরূপের ব্যক্তিত্বকে, স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেবের ব্যক্তিত্বকে যাহারা বিনাশ করিতে চাহে, সেই সকল বহুসংসকের ব্যক্তিত্বকে যাহারা শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহাদের কোনদিন হরি-ভজনের পথে গতি হইবে না। আচার্য্যগণের ব্যক্তিত্ব আচার্য্যবিরোধিগণের নিকট প্রতিভাত হয় না। কেন না, তাহারা আচার্য্যগণের 'জীবে দয়া' স্বভাবটি বুঝিতে অসমর্থ। তাহারা যে পূর্ব্বাচার্য্যগণের ব্যক্তিত্বের আদরের অভিনয় করে, তাহাও তাহাদের 'কপটতা'। কৃষ্ণৈক-শরণতারূপ স্বরূপলক্ষণ না দেখিয়া তাহারা ঐশ্বর্য্যেরই আদর করিয়া থাকে এবং ঐশ্বর্য্যকেই 'ব্যক্তিত্ব' মনে করে। বস্তুতঃ যাহারা ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ, তাহারা ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্যদর্শনে পরাঙ্মুখ। যাঁহারা ভক্তিজগতে সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ব্রজরামাগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হন নাই। চতুর্ভুজ, রাজসিংহাসন, হস্তী, অশ্ব, মণিমাণিক্যাদি ব্রজরামা-গণকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকেই আরাধ্য বস্তু বিচার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের যদি বহু গুণ, লীলা বা জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ ও শ্রী থাকে তবেই তাঁহার ভজন করিব, নতুবা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব, এইরূপ বিচার ব্যক্তিত্বের উপাসকগণের বিচার নহে—তাহা ঐশ্বর্য্যোপাসকগণের বিচার। অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বের উপাসকগণের বিচার এই—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

শ্রীগুরুদেব বা শ্রীআচার্য্যদেব যদি নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে পারেন, তবেই আমরা তাঁহার ভজনা করিব এবং উঁহাকেই তাঁহার 'ব্যক্তিত্ব' বলিব—এইরূপ বিচার অষ্টৈশ্বর্য্যো-পাসক বা বিশ্বরূপোপাসকগণের বিচার; কিন্তু ব্যক্তিত্বের উপাসকগণের বিচার এই—

বিদধাতু বয়ি পাদরতাং পীনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

জৈবধর্ম্মে জিজ্ঞাসামালা

প্রথম অধ্যায়

বাস্তব, ও অবাস্তব বস্তু কাহাকে বলে? শুদ্ধ জ্ঞান কি? কৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি? ভেদাভেদ-প্রকাশবে ভেদের পরিচয়প্রাবল্য কেন? জীবের বদ্ধাবস্থার জন্য দায়ী কে? কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তির পরিচয় কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুচিৎ ও বিদ্‌চিৎএর ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ কি? জীবের স্বধর্ম্ম ও বিধর্ম্ম কাহাকে বলে? বৈধধর্ম্ম অনিত্য ও নৈমিত্তিক কেন? বৈষ্ণববিচারে শঙ্কর কিরূপ? অদ্বৈত-সিদ্ধি ও অন্বয়জ্ঞানে পার্থক্য কি? বাহ্যবেষ একেবারে নিষ্প্রয়োজন কি না? সম্বন্ধ কি? ইস্‌লামধর্ম্মে প্রেম ও কৃষ্ণপ্রেমের পার্থক্য কি? মহাপ্রভুর ভগবত্তায় শ্রুতি কিছু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন কি না? স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবাচারে বিরোধ কেন? প্রকৃত বর্ণাশ্রম কি স্বভাব ও লক্ষণানুযায়ী? না, কেবল শৌক্রপন্থায় সিদ্ধ?

তৃতীয় অধ্যায়

পারমার্থিক ও ঔপচারিক ধর্ম্মে প্রভেদ কি? তথাকথিত স্মার্ত্তই কি জীবের নিত্যধর্ম্ম, না নৈমিত্তিক ধর্ম্ম? 'বৈষ্ণব'

এই কথাটি কি সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতাদ্যোতক ? বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি সাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ কোন সাধারণ দলবিশেষের ধর্ম্ম ? সন্ধ্যা-বন্দনাদির সহিত হরিভজনের সম্বন্ধ কি এবং উহা কি নিত্য ? বৈষ্ণবধর্ম্ম কি ?

চতুর্থ অধ্যায়

শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম ও পঞ্চোপাসনা বা মিশ্র বৈষ্ণবধর্ম্মে সম্বন্ধ ও প্রভেদ কি ? পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বিষ্ণুপূজা কি শুদ্ধভক্তি ? ব্রাহ্ম, পারমায় ও ভাগবতপ্রবৃত্তি কাহাকে বলে ? 'ত্রিবিক্রম' নামের অর্থ কি ? সম্বন্ধজ্ঞানকে অনাবশ্যক-বোধে হরিনামাক্ষর-জ্ঞানে কীর্ত্তন করিলেই কি ফল পাওয়া যায় ? নিরাকারত্ব ও অসীমত্বই কি একমাত্র ভগবত্তা ? শ্রীকৃষ্ণের কি জন্ম, কর্ম্ম, দেহত্যাগ আছে ? সাধকের কৃষ্ণনাম করিবার সময় কি কৃষ্ণরূপ ধ্যান কর্ত্তব্য ? জীবতত্ত্ব কি ? মায়াতত্ত্ব কি ? ভক্তি ও পাণ্ডিত্য এক, না পৃথক্ ? কি করিলে হরিভজন হয় ? দীক্ষার পর সাধকের কি কর্ত্তব্য ?

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম্মকাণ্ড ও দৈবী ভক্তির মধ্যে প্রভেদ কি ? স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সহিত শুদ্ধভক্তির সম্বন্ধ কি ? 'জ্ঞান'মতে 'মুক্তি' কাহাকে বলে ? কি হইলে 'বৈষ্ণব' হওয়া যায় ? বৈধ-সাধনভক্তি নিত্য কি অনিত্য ? পঞ্চোপাসক কি আস্তিক ? বিষ্ণুর অর্চ্চাপূজক (কনিষ্ঠাধিকারী) ও পঞ্চোপাসক জ্ঞানকাণ্ডীর মধ্যে প্রভেদ কি ? ইস্‌লামধর্ম্মে জীবাত্মবিচার কিরূপ ? ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধ-ভক্তির মধ্যে প্রভেদ কোথায় ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতি-বিচারের সহিত প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্বন্ধ কি ? দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম কাহাকে বলে ? যে কোন কুলে উৎপন্ন [illegible] ত্যাগ করিবার অবস্থা বা অধিকার কখন হয় ? বৈষ্ণবে বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণে জাতিবুদ্ধি নিষেধ কিনা ? শ্রীবিগ্রহ-সেবায় নিরপেক্ষতার হানি হয় কেন ? জাতিকুল-নির্ব্বিশেষে পারমার্থিক ব্রাহ্মণমাত্রেরই কি পরমার্থ-প্রতিপাদক বেদ-পাঠে অধিকার আছে ?

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি কিরূপ ? জীব বদ্ধ হয় কেন ? কর্ম্মজ্ঞানকে অনর্থনিবৃত্তির অনুপযুক্ত চেষ্টা বলা হইয়াছে কেন ? বৈষ্ণবগৃহস্থের সংসার ও অবৈষ্ণব-গৃহস্থের সংসারে প্রভেদ কি ? বৈষ্ণবগৃহস্থের কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ অধিকার অর্থাৎ তাঁহার জগদ্গুরুত্ব ও প্রাধান্য কেন ? বৈষ্ণবগৃহস্থ কি স্মার্ত্তসমাজের দাস ? গৃহত্যাগের অধিকারী কে ? তাহার লক্ষণ কি ? বেষগ্রহণ-বিচার কিরূপ ? গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন কিনা ? বাহ্যাশীর সঙ্গ কর্ত্তব্য নয় কেন ? বর্ণাশ্রমরহিত ব্যক্তির সঙ্গ ভক্তির তারতম্যানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কেন ? দ্বিজ ব্যতীত অন্য বর্ণ সন্ন্যাসের অধিকারী কিনা ?

অষ্টম অধ্যায়

কনিষ্ঠাধিকারী কি শুদ্ধভক্ত ? তাঁহার শ্রদ্ধা লৌকিকী, না শাস্ত্রীয় ? কনিষ্ঠাধিকারীর মুখ্য ও গৌণলক্ষণ কি ? মধ্যমাধিকারী কি শুদ্ধভক্ত ? কুলীনগ্রামবাসীর প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভুর কথিত নাম ও নামকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবসম্বন্ধে মীমাংসা কি ? কনিষ্ঠাধিকারীর শ্রদ্ধা কিরূপ ? দ্বেষ ও উপেক্ষা কাহাকে বলে এবং কত প্রকার ? সম্বন্ধ ও সঙ্গ কিসে হয় ? উত্তমভাগবতের ক্রোধপ্রতিম ভাবোত্থ-বাক্য প্রেমসূচক, না দ্বেষসূচক ? কৃত্রিম অশ্রুবিসর্জ্জন পরি-ত্যাজ্য কেন ? কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত হইলেও অভক্ত-শব্দবাচ্য কিনা ? কনিষ্ঠভক্তের উন্নতি ও অবনতি কিরূপে হয় ? কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারীর পাপ ও অপরাধ থাকে কিনা ? মধ্যমাধিকারীর মুখ্য ও গৌণলক্ষণ কি ? জাতি-

সার্থকতা কিসে অর্থাৎ সমস্ত জগতই বৈষ্ণবের অজ্ঞাত কিরূপ কেন? প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতজ্ঞান ও বিজ্ঞানবিচারে ভেদ কিরূপ? শক্তি-শক্তিমান্-বিচার কিরূপ? বৈষ্ণব কি শুষ্ক শাক্ত? প্রাকৃত শাক্ত নাস্তিক মনোধর্মী কেন?

দশম অধ্যায়

চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত প্রাকৃত খণ্ড ঐতিহাসিক বিচারের পার্থক্য কোথায়? বেদে কৃষ্ণনাম আছে কি? বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস আছে কি? প্রকৃত পণ্ডিত কে? প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? তথাকথিত পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনাদর ও নীচ জাতির মধ্যে আদর কেন? বৈষ্ণব বহু দেবদেবীর উপাসক বা উচ্ছিষ্ট-ভোজী হইবেন কি? বৈষ্ণবের জীবহিংসা নিষেধ কেন? বৈষ্ণবের আর্ত্তশ্রাদ্ধাদি আছে কি?

একাদশ অধ্যায়

ভগবানের এবং ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতির প্রভেদ কোথায়? ভগবানের অর্চ্চনহীন ধর্ম্ম নিতান্ত নাস্তিক কেন? ভগবানের অর্চ্চাপূজাই মানবের আস্তিক্য-ধর্ম্মের ভিত্তিমূল অর্থাৎ সাধনপ্রারম্ভে নিতান্ত আবশ্যক কেন? অচ্যুতবস্তু দ্বারা তদ্বস্তু লাভ হয় কি? উপাস্যজ্ঞানে জড়ের কল্পনা ও মনের ধ্যান একই কথা কি না? ইসলামধর্ম্মের সয়তান ও অবিদ্যার সম্বন্ধ কি? বৈষ্ণবের অর্চ্চাপূজা ও পঞ্চোপাসক বা বহ্বীশ্বরবাদীর প্রতিমা-পূজা এক কি? শ্রীমূর্ত্তিপূজা কর্ত্তব্য কিনা? শ্রীমূর্ত্তি ও ভূতপূজা এক কিনা?

দ্বাদশ অধ্যায়

ন্যায়শাস্ত্রমতে সাধ্য ও সাধন কিরূপ? বৈষ্ণবধর্ম্ম-মতে সাধ্য ও সাধন কিরূপ? শঙ্কর চারিটি মহাবাক্য গ্রহণ করিয়া একদেশদর্শী কেন? মুক্তি সাধ্য নয় কেন? ভক্তিই একমাত্র পরমার্থসাধন কেন? ফলভোগসাধিনী ও মুক্তি-সাধিনী ভক্তিও কি সাধন বলিয়া গণ্য? শুদ্ধা ভক্তি একা-ধারে সাধন ও সাধ্য কেন? ভক্তিবিচারে সাধন ও সাধ্য এক, না পৃথক্?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সংক্ষেপে মহাপ্রভুর উপদেশ কি? ব্রহ্মাই জীবের আদি-গুরু, তাহার প্রমাণ কি? সৎসম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা কেন? উহা কি সঙ্কীর্ণতাদ্যোতক? প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি বেদের ন্যায় একমাত্র প্রমাণ নহে কেন? উহাদের অবস্থান কোথায়? একমাত্র শ্রৌতপন্থায়ই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় কি না? তর্কপন্থা তত্ত্বজ্ঞাননিরূপণে ব্যর্থ কেন? ব্রহ্মকে শ্রীগৌরহরির অঙ্গকান্তি বলা কি অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণসম্প্রদায়ের পরিচয়? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ংসিদ্ধ, না আশ্রিততত্ত্ব? কৃষ্ণ বা পরমাত্মাকে গৌরহরির অঙ্গবৈভব বলা কি অযৌক্তিক? পুরুষত্রয়ের পরস্পরের অবস্থান ও তাঁহাদের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি? ভগবানে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ত্ব অচিন্ত্য ও সত্য কেন? ভক্ত ও অভক্তের চক্ষে ভগবদবতারে দর্শনে পার্থক্য কেন? অভিধা ও লক্ষণা বিচারে বেদ কৃষ্ণকেই বর্ণন করে কি না?

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ কি? শক্তিমান্ হইতে শক্তির পরিচয় বা শক্তি হইতে শক্তিমানের পরিচয় কি? সুপ্তশক্তি ও ব্যক্তশক্তি বিচার-ভেদে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরাবস্থা কি মায়াবাদ? দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তির তারতম্যে বস্তুর বিভিন্ন প্রতীতি হয় কেন? স্বরূপশক্তি কাহাকে বলে? তাঁহার প্রভাব কি কি? উপনিষদে কি কি ভগবদবতারের নির্দ্ধারণ আছে? মহামায়া কি যোগ-মায়া? গৌরধাম, গৌরলীলা, গৌরমন্ত্র ও গৌর অর্চ্চন বিচার কিরূপ? গৌর ও কৃষ্ণমন্ত্রে পৃথগ্‌বুদ্ধি করিয়া একের মন্ত্র অস্বীকার পূর্ব্বক অন্যের মন্ত্র স্বীকারে কি দোষ? বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কি স্বরূপশক্তি? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীরাধার সম্বন্ধ কি? ইচ্ছার চালক কৃষ্ণ, না কৃষ্ণশক্তি?

পঞ্চদশ অধ্যায়

জীবের তটস্থ অবস্থার শ্রুতি প্রমাণ কি? জীব কি ঘটাকাশরূপী ও ব্রহ্ম মহাকাশরূপী? জীব কি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব? জীবই কি ভ্রান্ত ব্রহ্ম? জীবই কি মুগ্ধ ব্রহ্ম হইয়া সৃষ্ট্যাদি ও সুখ দুঃখ ভোগ করেন? কৃষ্ণের ও বিষ্ণু-তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ ও প্রকাশসমূহের বৈচিত্র্য কিরূপ? জীব ভগবানের তটস্থশক্তিপ্রসূত কি স্বরূপশক্তিপ্রসূত? চিদ্বিষয়-বর্ণনে জড়ীয় শব্দ ও কাল ও উপমা ব্যবহারোপযোগী কি না? অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব ব্যাপারটি কি? মায়া কোন্ অবস্থায় স্বরূপশক্তি ও কোন্ অবস্থায় জড়শক্তি? ঈশ্বরে জীবে ভেদ কোথায়? লিঙ্গ শরীর কি অনিত্য ও প্রাকৃত? মুক্তজীব কি নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ এবং মুক্তজীবের কি তটস্থস্বভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়?

ষোড়শ অধ্যায়

নিত্যমুক্ত জীব কি মায়ার বিষয় ব্যাপার অবগত আছেন? কোন কোন জীবের মুক্ত বা বদ্ধ হইবার কারণ কি? জীবের সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাধম অবস্থা কি? সাধকের বিপ্রলম্ভ কি কেবল দুঃখ? জীবের সুখ-দুঃখ বাস্তবিক ক্লেশজনক, মঙ্গলপ্রদ না সুখপ্রদ? জীবের ক্লেশভোগের জন্য মায়াকে সৃষ্টি করিয়া বা জীবকে স্বতন্ত্র বাসনা দেওয়ায় ভগবান্ নিষ্ঠুর নহেন কেন? সত্ত্বগুণ বা সত্ত্বগুণের ক্রিয়া পুণ্যফল বাঞ্ছনীয় কি? জীব শুদ্ধ হইয়াও মায়াবদ্ধ হয় কিরূপে? মায়া ও অবিদ্যা কি এক? কর্ম্মফল-প্রদাতা অদৃষ্ট না ঈশ্বর? পঞ্চভূতের পরিচয় কি? কর্ম্মের কর্ত্তা জীব না ঈশ্বর? অবিদ্যা ও প্রধান (জড়) কি এক? কর্ম্মের ফলভোক্তা জীব না ঈশ্বর? বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়?

সপ্তদশ অধ্যায়

মুক্তির পর চিদ্বিলাসসম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ কি? 'সাধুসঙ্গ' অর্থেই কি নির্জ্জনতা শব্দ? ভক্তিলাভের উপায় একমাত্র সাধুসঙ্গ, না কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য? ভাগ্যবান্ জীবের হইবার সাধুসঙ্গ কি কি? বৈষ্ণব বলিতে গৃহত্যাগী, না গৃহস্থ? স্বরূপগত মায়ামুক্তি ও বস্তুগত মায়ামুক্তি এক, না পৃথক্? গৌর ও কৃষ্ণলীলার উপাসকগণের প্রয়োজন পৃথক্ না এক? বলদেবপ্রকটিত জীব ও সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীবের ভেদ কি? নিত্য মুক্ত ও সাধারণ জীব (বদ্ধ বা মুক্ত) পরস্পরের ভেদ কি এবং প্রত্যেকে কত প্রকার? নিত্যসিদ্ধের মুখ্য লক্ষণ কি?

অষ্টাদশ অধ্যায়

বস্তুবিকারবাদ বেদ সম্মত, না বেদবিরুদ্ধ? বেদান্তের প্রতিপাদ্য কি? শক্তিপরিণামবাদ, না বস্তুপরিণামবাদ? শ্রুতিপ্রমাণে ভগবানের ত্রিবিধ কারণত্বের দ্বারা সবিশেষত্ব ও অবতারবাদ প্রমাণিত কি না? বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদ এক, না পৃথক্? শঙ্করের গৃহীত চারিটি উপনিষদ্ বাক্যের অর্থ কি? বিবর্ত্তবাদ বেদ-সম্মত, না বেদবিরুদ্ধ? মায়াবাদ কি? তাহা বেদ-সম্মত, না বেদবিরুদ্ধ? মায়াবাদ কিরূপে খণ্ডন করা হইয়াছে?

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ কি? শ্রুতির বাধক কি? ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি? ব্রহ্মানন্দ ও মোক্ষানন্দে পার্থক্য কি? সাধনভক্তি ও সাধ্য প্রেমভক্তির সম্বন্ধ কি? কৃষ্ণপ্রেম কি সাধ্য? বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দুষ্টতা কখন? আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর কখন হরিভজনের যোগ্যতা হয়? ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল কোন্ কোন্ যুক্তি? হরিভজন কালে কর্ম্মত্যাগ প্রায়শ্চিত্তার্হ কি না? শ্রবণ ও কীর্ত্তনের প্রাধান্য কেন? নববিধাভক্তিতত্ত্ব কি কি? নাম ও মন্ত্র কি এক, না পৃথক্? কৃষ্ণভক্তের অর্চ্চাপূজা বিহিত কি না? দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেন?

বিংশ অধ্যায়

অন্বয় ও ব্যতিরেক অথবা বিধি ও নিষেধ-ভেদে ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গ, গুরুর যোগ্যতা কি নিরপেক্ষ, না অবৈধ-বর্ণাশ্রম-বিচারের অপেক্ষা করে? গুরু কখন পরিত্যাজ্য,? ভক্তিমার্গ একমাত্র নিষ্কপট কেন? শাস্ত্র বা মায়াবাদীর অধীন থাকিয়া শ্রৌতপন্থা ত্যাগ করিলে উৎপাত কেন? পরিপ্রশ্ন বা জিজ্ঞাসায় কি লাভ? ভোগ ভক্তিবিরোধী কেন? শ্রীমায়াপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে প্রাধান্য-লাভ-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। অত্যাহার ভক্তিবিরোধী কেন? বৈষ্ণবের কিরূপে এবং কোন্ একাদশী পালা? সঙ্গ কাহাকে বলে? স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক ও বহুদেব-যাজী বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ভক্তিবিরোধী কেন? অর্থ ও জন-সংগ্রহের লোভে শিষ্য-ব্যবসায় বা শিষ্যের দাসত্ব সাধকমাত্রেরই ভক্তিপ্রতিকূল কেন? হরি-ভজন-তাৎপর্য্য ব্যতীত বেদাদি শাস্ত্রের অর্থবাদ বা অপব্যাখ্যা ভক্তিবিরোধী কেন? যথালাভে সন্তুষ্ট না হইয়া শিষ্যের বা ধনবানের নিকট অর্থাদি যাচ্ঞা ভক্তিবিরোধী কেন? প্রতিষ্ঠাশার ব্যাঘাতে অমর্ষ বা ভাগ্যের বিরোধে শোক ভক্তিবিরোধী কেন? শিষ্যকে অর্থাদির জন্য উদ্বেগ দেওয়া এবং লোককে শুদ্ধভক্তির কথা না বলিয়া হিংসা করা ভক্তিপ্রতিকূল কেন? আত্মনিবেদন বা শরণাগতি কি? ভক্ত্যঙ্গের অঙ্গাঙ্গিবিচার কিরূপ? কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণ ভক্তিবিরোধী কেন? ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কোন্ কোন্ অঙ্গ অর্চ্চনমার্গের অন্তর্গত? শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রের মধ্যে-শ্রেষ্ঠ কেন? শ্রীমায়াপুর কি মথুরা? বৈষ্ণবসেবা কৃষ্ণসেবা হইতে শ্রেষ্ঠ কেন? হরিজনোৎসব কর্ত্তব্য কিনা? 'উর্জ্জা' ও 'জয়ন্তী'-ব্রত পালনীয় কিনা? অনধিকারীর পক্ষে অনধি-কারীর নিকট ভগবল্লীলা-কথা কীর্ত্তন বা শ্রবণ কর্ত্তব্য কিনা?

একত্রিংশ অধ্যায়

কনিষ্ঠাধিকারীর মধ্যমাধিকারীর ভক্তবিচার পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই হঠাৎ উত্তমাধিকারীর ন্যায় কৃত্রিম তৃণাদপি ভাব প্রদর্শন কর্ত্তব্য কিনা? এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত সাধুর সহিত অসাধুর সাম্যহেতু সাধুর নিকট অপরাধ হয় কিনা? বৈধী ভক্তির ও রাগানুগা ভক্তির সম্বন্ধ কি? ষড়্‌গোস্বামীর অনুকরণে অষ্টকালীন রাগানুগার অভিনয় বা রসভজন করিতে পারেন কিনা? নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিণাম কি? নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানী ও বিষ্ণুপ্রসাদ সম্বন্ধ ও পরিণাম কি? ভগবদ্‌গতি লাভের কয়প্রকার উপায়? অনুকূল ও প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনের দৃষ্টান্ত ও পার্থক্য কি? কাম ও সম্বন্ধ এক, না পৃথক্? রাগাত্মিকা ভক্তি কয়প্রকার এবং কাহাকে বলে? রাগানুগভক্তি কয়প্রকার এবং কাহাকে বলে? কাম ও প্রেম কোন্ স্থলে একার্থবাচক এবং কোন্ স্থলে পৃথক্? শৃঙ্গার বা মধুর এবং বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য রসত্রয়ের পরস্পরের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কি? জীবের বস্তুসিদ্ধির অবস্থায় বা নিত্যসিদ্ধস্বরূপে প্রত্যেকেরই কি স্ত্রীরূপ না পুরুষরূপ? প্রাকৃত স্ত্রীমাত্রেই এই জগতে বা পরজগতে কি গোপী হন? জড়জগতে স্থূলদেহে পুরুষরূপহেতু তাঁহাদের কি আদৌ মধুররসে কৃষ্ণভজনযোগ্যতা নাই? যদি থাকে তবে কিরূপে সাধন করিবেন? কোন্ কোন্ সাধক বস্তুসিদ্ধি অবস্থায় পুরুষ ও স্ত্রীরূপে কৃষ্ণভজনে যোগ্য হন? দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ কে? তাঁহারা কিরূপভাবে কৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন? শ্রীরামচন্দ্র যখন স্বয়ং একই বিষ্ণুতত্ত্ব, তখন তিনি রামাবতারেই দণ্ডকারণ্যবাসিগণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন না কেন? অর্থাৎ স্বয়ংই শৃঙ্গাররসের বিষয় হইলেন না কেন? কোন্ কোন্ সাধকের সিদ্ধিক্রমে ব্রজদেবী ও দ্বারকাপুরদেবী লাভ হয়? নিত্যসিদ্ধা গোপী ও সাধনসিদ্ধা গোপীগণ কিরূপভাবে কৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন? নিত্যসিদ্ধ ভক্ত কাহারা? অভীষ্টরুচি সাধক দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য স্থলে কিরূপভাবে সেবা করিবেন? সাধকের স্বয়ং শৃঙ্গাররসে ও বৎসল, সখ্য ও দাস্য রসত্রয়ে আপনাকে মূল আশ্রয়বিগ্রহ মনে করা উচিত কিনা? অন্তরে রাগ বা রুচি উৎপন্ন না হইলে কি করা কর্ত্তব্য? রাগানুগ সাধক বৈধভক্তানুশীলন একেবারে পরিত্যাগ করিবেন কিনা? রাগানুগ সাধক শ্রীগুরুকে কিভাবে দর্শন করিবেন? রাগানুগ সাধকের ব্যবহার কিরূপ?

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

জীবের সর্ব্বাপেক্ষা লাভ কিসে হয়? ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ কি? 'হ্লাদিনী সারসমবেত' কাহাকে বলে? রাগানুগ সাধক কি অনর্থযুক্ত না অনর্থমুক্ত? রুচি কাহাকে বলে? উহাই কি রাগ? ভাবই কি রতি? প্রেমের সহিত উহার সম্বন্ধ কি? মুক্ত ও বদ্ধজীবের ভাবের পার্থক্য ও ক্রিয়া কি? ভাব বা রতি কি স্বয়ং আস্বাদস্বরূপা, না আস্বাদের হেতুরূপা? প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের, শুকের, শ্রীজীবের ও জগাই-মাধাইয়ের কি প্রকারে ভাব হইয়াছিল? শুষ্কভক্তের বাহ্য-ব্যবহার দর্শন কর্ত্তব্য কিনা? তাদৃশ দর্শনকারী অসাধু বা অপরাধী কিনা? "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের একার্থবাচক অন্য শ্লোক কি আছে? বাহ্যদুরাচার শুষ্কভক্তের সাধুত্বের মাপকাঠি কি না? অনন্যভক্তি ও পাপের একত্র-অবস্থান সম্ভব কিনা? মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা ও সন্ন্যাস-লীলা কিরূপভাবে আদর্শ হওয়া উচিত? ভাবাভাস বা রত্যাভাস কত প্রকার?

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎপ্রতীতিসূচক নামসমূহে পার্থক্য কি? নামাভাসের মাহাত্ম্যসূচক কি কি শ্লোক আছে? কর্ম্ম পরমার্থের উপায় নহে কেন? নাম বস্তুতঃ বর্ণের বা শব্দের সুতরাং কর্ণ ও জিহ্বার অতীত কি না? বিষ্ণুতত্ত্বে কোন্ নাম সর্ব্বাপেক্ষা মধুর? একমাত্র নামসাধনকালে অন্য অঙ্গসাধনের সময় কিরূপে পাওয়া যায়? নামাপরাধ হয় এবং যায় কিসে? নিরন্তর নাম করিবার উপায় কি?

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

নামসাধকের নামাপরাধ-জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক কি না? একান্ত নামাশ্রয়ী গুরুকে বেদাদ্যুপদর্শনাদি শাস্ত্রের গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করিলে কি হয়? নামার্থপ্রতিপাদক শ্রুতি অপেক্ষা অন্যান্য বিচারসূচক শ্রুতিবচনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলে কি হয়? নামে অর্থবাদী ও কল্পনাকারী পাষণ্ড কেন? অর্থ বা প্রতিষ্ঠালোভে নামজীবী অপরাধী কেন? রসজ্ঞান-হীন কীর্ত্তনকারিগণের মণ্ডলে যোগদান কর্ত্তব্য কিনা?

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নামাভাসটা কি বৈষ্ণবোচিত ক্রিয়াকলাপদ্বারা বৈষ্ণবাভাস নাম হয়? ভোগবাঞ্ছা থাকিলে নামাভাস হয় কি না? নামাভাসীর কিসে নামোদয় হয়? গৃহস্থ-বৈষ্ণবের গৃহত্যাগ করিলেই কি শুদ্ধ নামোদয় হয়? নামাভাস নামি-কৃষ্ণের সূচক না হইলেও বস্তুশক্তি থাকে কি না? এবং সেই বস্তুশক্তির দোহাই দিয়া নামাভাসকে নামে পরিণত করিতে পারা যায় কি না? নামাভাস কোথায় নামাপরাধ? অনেককে বৈষ্ণবোচিত ক্রিয়াকলাপে বহুদিন অতিবাহিত করিতে দেখা গেলেও মনঃকল্পিত সিদ্ধরূপ ভাবনা দ্বারাও কেন সিদ্ধিলাভ বা কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত দেখা যায়? তাহাদের মঙ্গলোপায় কি? বস্তুশক্তির দোহাই দিয়া নামাপরাধীর কি ফল লাভ হয়? এক কৃষ্ণনামে যখন সর্ব্বার্থ লাভ হয় তখন নিরন্তর বহু নামসাধন আবশ্যক কেন?

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

কৃষ্ণকে 'বিষয়' ও ভক্তকে আশ্রয় বলা হয় কেন? কোন্ স্থলে কৃষ্ণ 'আশ্রয়' ভক্ত 'বিষয়'? কৃষ্ণের সাধারণ লীলায় কে কে কোন্ বিষয়ে সহায়? বেণু, মুরলী ও বংশীতে ভেদ কি? পাঞ্চজন্যের লক্ষণ কি?

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অনুভাব ও উদ্ভাস্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কি? সাত্ত্বিক ভাব কাহাকে বলে? উহা কিরূপ ও কিরূপে উদিত হয়? সাত্ত্বিক বিকারসমূহ কত প্রকার? পঞ্চভূত ও প্রাণের সহিত উহাদের সম্বন্ধ কি? অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাব কি এক, না পৃথক্? মনোবৃত্তিসমূহের সহিত সাত্ত্বিক ভাবসমূহের সম্বন্ধ কি? সাত্ত্বিক ভাবের পর পর ক্রম কি? রতির সহিত সাত্ত্বিক ভাবের সম্বন্ধ কি? সম্বাভাস ও নিঃসম্বাভাসে পার্থক্য কি? সঞ্চারী ও ব্যভিচারী ভাবসমূহ কি এক? ঐ নামে তাহারা অভিহিত কেন? তাহারা কত প্রকার? ভাবজনক চিত্তবৃত্তিসমূহ কত প্রকার? উহারা কোন্ কোন্ ভাব উৎপন্ন করে? আগন্তুক ও স্বাভাবিক ভাব কি? ভক্তভেদে ভাবোদয়-ভেদ আছে কি না?

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

বালকবালিকার যে কৃষ্ণরতির আভাস দেখা যায়, তাহা কি? শান্তরতি কি শুদ্ধ রতি? তাহা কি? ব্রজবাসী ও উদ্ধব বা পাণ্ডবাদির রতির পার্থক্য কি? চিদ্‌রতির ভাব কি জড় অলঙ্কার-শাস্ত্রে শান্তরতি আছে? কৃষ্ণভাবের অন্বয় ও ব্যতিরেকক্রমে লব্ধ গৌণী রতি কি কি? উহাদের 'রতি' আখ্যা কখন? গৌণী রতি কি নিত্য? 'রতি' আখ্যা না থাকিলে উহারা কি? রতির সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবসমূহের সম্বন্ধ কি? অলঙ্কৃত সম্ভোগে ও বিপ্রলম্ভে পার্থক্য কি? চিদ্‌রস বা কৃষ্ণরতিকে ভক্তিবিলাসে বলা হয় কেন? প্রাকৃত সংস্কার পরিবর্ত্তিত হয় কিসে? চিন্ত্য লৌকিকী ও অচিন্ত্য অলৌকিকী ভাবে পার্থক্য কি? রসতত্ত্বে অধিকারী কে? অনধিকারীকে রসকথা ব্যাখ্যা করিলে কি দোষ হয়? ইতর শাস্ত্রপাঠ বা অন্য সকলপ্রকার উপায় ত্যাগ করিয়া মুখ্যশাস্ত্র ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ উপার্জ্জনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে কি দোষ হয়? তাহা ব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্রব্যবসায় কিনা? তাহা ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মণের কিসে জীবিকা-নির্ব্বাহ চলিবে?

ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়

শান্তরসের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, বিকার, সঞ্চারি ভাব কি কি? বিরাট্ বা বিশ্বরূপ দর্শন, নির্জ্জনস্থান, উপনিষদনুশীলন, ব্রহ্ম ও পরমাত্মবিচার প্রভৃতির সহিত শুদ্ধরতির সম্বন্ধ কি? শান্তরসে কৃষ্ণের কত প্রকার দাস আছে? তাহাদের নাম কি? প্রত্যেক প্রকারের আবার কত প্রকার ভেদ? তাহাদের নাম কি? সখ্যরসে কৃষ্ণের কত প্রকার সখা আছে? তাহাদের নাম কি? প্রত্যেক প্রকারের আবার কত প্রকার ভেদ? তাহাদের নাম কি? গোষ্ঠে, পুরে ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য কোন্ বয়স? বিশ্রম্ভ ও প্রণয় কাহাকে বলে?

ত্রিংশৎ অধ্যায়

যশোদা ও বলদেবের বাৎসল্যের পার্থক্য কি? যুধিষ্ঠির ও উগ্রসেনের বাৎসল্যের পার্থক্য কি? উদ্ধব, শিব, নারদ, গরুড় ও পাণ্ডবাদির পরস্পরের রসের পার্থক্য আছে কি না? মধুর রসে কোন্ কোন্ ব্যভিচারী ভাবের অবস্থান ও অভাব? শান্তাদি পঞ্চ মুখ্যরসের সহিত সপ্ত গৌণরসের কিরূপ মিত্রতা ও শত্রুতা অর্থাৎ অন্বয় ও ব্যতিরেক সম্বন্ধ কি প্রকার? রসাভাস ও রসবিরোধ কাহাকে বলে ও কত প্রকার? তাহা দোষের কেন?

কোন্ অবস্থায় বিরুদ্ধ ভাবসমূহ একত্র মিলিত হইলে অত্যন্ত চমৎকার অবস্থা হয়? উপরস, অনুরস ও অপরসে ভেদ কি?

একত্রিংশৎ অধ্যায়

চিদ্বিলাস সম্বন্ধে যুক্তিবাদীর বিচার ঠিক নয় কেন? চিজ্জগতের ও জড়জগতের বিলাস ও রসের পার্থক্য ও সাদৃশ্য কিসে? নিবৃতশান্তরসাশ্রিত ব্যক্তির সহিত চিজ্জগতের ও জড় জগতের মধুররসের সম্বন্ধ কি? শান্ত-রসাশ্রিত মধুররসাশ্রিতের নিকট দুর্ভাগা কেন? মিশ্র সত্ত্ব ও শুদ্ধ সত্ত্বে পার্থক্য কি? শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়কে উজ্জ্বল করে কিরূপে? স্বকীয় ও পারকীয় মধুররসে পার্থক্য কি? জড় জগতে মধুররস কেন ঘৃণ্য রস, চিজ্জগতেই বা তাহা পরম উপাদেয় কেন? কৃষ্ণের চতুষ্পাদ বিভূতি কি?

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়

গোলোক ও ব্রজ বা গোকুল এক, না পৃথক্? গোলোকের স্বরূপ কিরূপ? কোন্ প্রকার মুক্ত পুরুষের পক্ষে গোলোক দর্শন সম্ভব? স্বরূপসিদ্ধ ও বস্তুসিদ্ধ ভক্তের মধ্যে পার্থক্য কি? ব্রজরসিক মাত্রেই কি গোলোক দর্শন করেন? চিদ্রসে অভিমান বস্তুটি কাহাকে বলে? উহা দ্বারা কি কি ব্যাপার হয়? গোলোকে ব্রজের ন্যায় যশোদার প্রসব, সূতিকাগৃহ অভিমন্যু গোবর্দ্ধনাদির অস্তিত্ব ব্রজেই বা লক্ষিত হয় কেন, আর গোলোকেই বা তাদৃশ বিবাহ বা পরকীয়াদি হয় না কেন? তবে কি ব্রজ লীলার নিত্যতা নাই? ব্রজ কি প্রাপঞ্চিক? "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"-ন্যায়াবলম্বনে কৃত্রিম মনঃকল্পনা বা চেষ্টা-দ্বারা নিজের সিদ্ধদেহ ও সিদ্ধসেবা লোভিত করা সাধকের সাধনকালে প্রয়োজন কি না? সকল ব্রহ্মাণ্ডেই কৃষ্ণের প্রকট-লীলা হয়, এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে কি একটি ব্রজধাম বিদ্যমান? কৃষ্ণ অপ্রকট হইলে লীলার সহিত ধাম কি অপ্রকট হন? লীলা অপ্রকট হইলে ধাম প্রকট থাকেন কেন? শক্তি ও শক্তিমানের পৃথক সত্তা থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে পারকীয় রস সম্ভব হয় কিসে? ব্রজরসকে "পরমানন্দ তথাদ্বয়স্বরূপ" বলা হয় কেন? গোলোকের পারকীয় গোপীগণ গোকুলে স্বকীয়া হইয়াছিলেন কেন? কৃষ্ণের চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দির মধ্যে কাহার কোন্ রস? তাহাদের নাম কি? আপ্তদূতী কাহারা? পুরবনিতা ও ব্রজবনিতার কৃষ্ণপ্রেমে পার্থক্য কি? "যাঃ কৃতা তৎপরো ভবেৎ"—এই 'তৎপর' শব্দের অর্থ কি? অভিমন্যু ও গোবর্দ্ধনাদি নিত্য কি না? ব্রজদেবীগণের সহিত তাহাদের কাম প্রাকৃত নরনারীর ন্যায় কি না? পরোঢ়া ব্রজবাসিনীগণ কত প্রকার? তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কি? উপনিষদ্‌গণ কিরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রেমলাভ করিয়াছিলেন? সাধনপর ব্রজ-রাগানুগ মানব বস্তুসিদ্ধিক্রমে কিরূপভাবে ব্রজগোপীর লাভ করেন? বিভিন্ন দেবদেবীর সহিত কৃষ্ণের বা কৃষ্ণশক্তির সম্বন্ধ কি? কোন্ কোন্ দেবী কিরূপে ব্রজে কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়াছিলেন? ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রী পরস্পর এক, না পৃথক? কামগায়ত্রীরূপে কিরূপে ব্রজে কৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হইলেন? ব্রজগোপীগণ যখন নিত্যকাল কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা, তখন ব্রজগোপীগণের সহিত গান্ধর্ব্ববিবাহ সত্ত্বেও গোলোকে কৃষ্ণ ও তাহাদের মধ্যে পারকীয় রস কিরূপে সম্ভব হয়? নিত্যপ্রিয়া গোপীগণের স্বরূপ কি? কোথায় কোথায় তাহাদের নাম আছে? শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাদের নাম নাই কেন?

ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণের লীলালোচনায় সাধারণ মানব বা দেবদেবীর অধিকার নাই কেন? শ্রীরাধার স্বরূপতত্ত্ব কি? শ্রীমতীর সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী ও পরমশ্রেষ্ঠ সখীগণের নাম কি? স্বরূপে পার্থক্য কি? ব্রজগোপীর নিকট কৃষ্ণের চতুর্ভুজত্ব লোপ পায় কেন? জড়রসে ও চিদ্রসে সামান্য নায়িকার ভেদ কি? কুব্জার রতি পারকীয়া হইলেও উহা মহিষীগণের রতি হইতে শ্রেষ্ঠ নহে কেন?

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়

সখী স্নেহাধিকা প্রিয়সখীগণ স্বয়ং কৃষ্ণসঙ্গম অভিলাষ করেন না কেন? তাঁহারা যাবতীয় সখীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা কেন? চিন্ময় অপ্রাকৃত ব্রজবাসীগণের মধ্যে পরস্পর আবার দ্বেষাদি ভাব থাকে কেন? কৃষ্ণপ্রেমরসের মাহাত্ম্য কেন? শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর পরস্পরের কৃষ্ণপ্রেমের বৈশিষ্ট্য কিরূপ?

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়

শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ও শুষ্কজ্ঞানীর সম্মুখে মধুর রসালোচনার নিষেধ কেন? শৃঙ্গাররসে মৃত্যু ও আলম্ব কি ভাবে অবস্থিত?

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়

কুব্জা, মহিষী ও ব্রজগোপীর রতির পরস্পর পার্থক্য কেন? প্রেমের বিকাশসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ, কৃষ্ণ-প্রকাশ ও তাহার লক্ষণ কি? ঘৃত-স্নেহ ও মধু-স্নেহের বৈশিষ্ট্য কি? ঘনীভূত ও তরীভূত-স্নেহ কি প্রকার? অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণও মাদন-মহাভাবের গতি জানেন না—এ-কথা কিরূপ?

সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়

বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক, এ-কথার অর্থ কি? মধুররসে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পূর্ব্বরাগ কাহার হয়? প্রেমবৈচিত্ত্য কাহাকে বলে? মহাভাবে মৃত্যু কাহাকে বলে? পূর্ব্বরাগ ও প্রবাস কাহাকে বলে? কত প্রকার? দশ দশা কাহাকে বলে? বিপ্রলম্ভ কি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব, না অনিত্য?

অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়

জাগর ও স্বপ্নে পার্থক্য কি? কৃষ্ণের প্রকট-ব্রজলীলা কাহাকে বলে? উহা কত প্রকার?

উনচত্বারিংশৎ অধ্যায়

স্বকীয় ও পারকীয় ভাবসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত কি? পরাকাষ্ঠাধাম কাহাকে বলে? পাল্যদাসীর স্বভাব গুরুবর্গের প্রতি কিরূপ? শ্রীগৌরপ্রিয়পার্ষদগণের কৃত কোন্ কোন্ গ্রন্থে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাবিষয়ে কিরূপ বচন লিখিত আছে, ঐসকল বচন কোন্ কোন্ ভাবের আদর্শস্থল? শ্রীগৌরসুন্দর নিজপ্রিয়তম ভক্তগণের মধ্যে কাহাকে কোন্ বিষয়ে ভার অর্পণ করিয়াছিলেন?

চত্বারিংশৎ অধ্যায়

বহির্মুখের সাময়িক কৃষ্ণকথা শ্রবণাভিনয় ও অন্তর্মুখের কৃষ্ণকথা শ্রবণ কি একই কথা? শ্রবণ-দশা বা দীক্ষা কখন পূর্ণ হয়? পরাকাষ্ঠাধামের সহিত চরণ-দশার সম্বন্ধ কি? লীলাস্মরণের প্রণালী কি? মনকে কিরূপে স্থির করিয়া কোন প্রণালীতে লীলাস্মরণ করিতে হইবে? শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্ট-কালীয়লীলায় প্রবেশ করিবার কোন্ প্রণালী? ক্রম আছে কিনা? তটস্থ হইয়া যে ভাবে লীলা করা যায়, তাহাই কি প্রকৃত ও পূর্ণ স্বরূপ? অপ্রাকৃত কৃষ্ণরসের কিরূপ সাক্ষাৎকার লাভ হয়? "যে দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়"—এই কথার সহিত গোকুলে গোলোক স্ফূর্তির সম্বন্ধ কি?

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-কথা-প্রসঙ্গ

একদণ্ডী যতিগণের দুই মাস অন্তর পূর্ণিমা-তিথিতে ক্ষৌরকার্য্য বিহিত হয়। চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যভাগে অর্থাৎ দুই মাস অন্তে যে ক্ষৌর হয়, উহা 'বিশ্বরূপ ক্ষৌর' নামে প্রসিদ্ধ। চাতুর্ম্মাস্য-বিধিতে ক্ষৌরাদি-ভোগ নিষেধ। কিন্তু প্রত্যেক দুই মাস অন্তর ক্ষৌরবিধি পালন করিতে গিয়া শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা-দিবসে একদণ্ডী যতিগণের বিশেষ ক্ষৌরবিধি আছে। তাহাতে তাঁহাদের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ভঙ্গ হয় না। বিশ্বরূপ-ক্ষৌরান্তে শ্রীগুরুপূজা ও গীতার বিশ্বরূপ-অধ্যায় পাঠ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কৃত্য আছে।

•

লোকে কিম্বদন্তী আছে যে, ভগবান্ নারায়ণ ভৃগুকে নির্ব্বোধ প্রতিপাদন করাইবার জন্য এবং স্বীয় বাৎসল্য-প্রদর্শনার্থ ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। মূঢ় ব্যক্তির প্রতারিত হইবার অধিক যোগ্যতা থাকায় তাহারা ভগবান্ অপেক্ষা ভৃগুর গৌরব অধিক বুঝিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বৈষ্ণবাচার্য্য 'মহাবিষ্ণু' বলিয়া ভৃগুর নির্ব্বুদ্ধিতা ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি বাহিরে দম্ভ-ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া ভৃগুর ন্যায় শত শত শিষ্য তাঁহার আছে, ইহা প্রকাশ করিলেন। অন্তিম ব্রজেন্দ্র-নন্দন গৌরসুন্দর আত্মগোপন করিয়া স্বীয় শ্যামসুন্দর-লীলার চৌর্য্যবৃত্তি অদ্বৈত প্রভুর নিকট লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। যাহারা মায়ার দ্বারা তাড়িত হইয়া নিজ স্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহাদের ভগবদ্-বিস্মৃতিজন্য পদে পদে ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বিশেষ বুদ্ধিমান্ সুচতুর গৌরভক্ত হওয়ায় নির্ব্বোধ জীবগণের ন্যায় বিচারপরায়ণ ছিলেন না। তিনি

শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে শান্তি লাভ করিবার বাসনায় নিজে পূজ্য হইবার বিচার পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে যত্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিচার করিয়া ভগবানের সেবকাভিমানের লীলা খর্ব্ব করিবার জন্য গৌরাবতারের ভক্তি-প্রচার-বিষয়ে কৃত্রিম বাধা-প্রদর্শনের ইচ্ছা করিলেন।

• • •

শ্রীগৌরসুন্দরকে অনেকে ব্রাহ্ম-বিচারে আশ্রয়-জাতীয় মাতৃ-বিগ্রহ, আশ্রয়-জাতীয় পিতৃ-বিগ্রহ, আশ্রয়-জাতীয় বন্ধু-বিগ্রহ প্রভৃতি মনে করেন; কিন্তু অদ্বৈতপ্রভু গৌরসুন্দরকে জাগতিক সকল পরিচয় হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করিয়া লোকাতীত পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, প্রাণনাথত্বে স্থাপন করিলেন। প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধগুলি অনুপাদেয় ভোগ-প্রতীতি-মাত্রে অবস্থিত, উহাতে সেবা-গন্ধমাত্র নাই। প্রাকৃতসহজিয়ার কান্তভাব, প্রাকৃত-সহজিয়া-ধনীর ধন, প্রাকৃত-সহজিয়া-পুত্রের পিতামাতা, বন্ধু—সকলগুলিই ভোগাকাশে আবদ্ধ। তাহারা ভোগমুক্ত হইবার জন্য ত্যাগাকাশ শূন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হয়, কিন্তু যাঁহারা জগতের সকল প্রকার আশ্রয়-জাতীয় প্রতীতি-সমূহে বৈষ্ণব-বুদ্ধি করেন, তাঁহারা ঐন্দ্রিয়জজ্ঞান বা ভোগবুদ্ধি হইতে নিত্যকালের জন্য পৃথক্ হইতে পারেন। বৈষ্ণব-দর্শনে নিজ প্রাপঞ্চিক ভোগ-বুদ্ধি নাই; দৃশ্য পদার্থে "ভোগ্য" জ্ঞান নাই, পরন্তু ভোগের পরিবর্ত্তে সেব্যবুদ্ধি প্রবল।

• • •

শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ এবং উত্তরকালে অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি শৈবগণ, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মাণিক্যভাস্কর, জ্ঞানেশ্বর, কেবলাদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সকলেই দম্ভভরে বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারে বিষ্ণুভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া যে শিবভক্তির আবাহন করেন, সেই মহাদেবই তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবহেতু উহাদের পূজা গ্রহণ না করিয়া ন্যূনাধিক কেবলাদ্বৈত-বাদে নিযুক্ত করত তাহাদের স্তাবক-ধর্ম্ম নিরাস করেন। বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুর আংশিক জড় জগতের অনিত্যতা-প্রতিপাদনকারী শক্তিমত্তর বিচার করিতে গিয়া বিষ্ণু ব্যতীত যে বহিরঙ্গ প্রতীত-সাধ্য প্রকৃতিসঙ্গ-সমন্বিত শিবাদি দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা বৃক্ষের মূল উচ্ছেদ করিয়া পল্লবাদির সেবা করেন মাত্র। "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" শ্লোক এবং ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চদেবতার স্বরূপবর্ণনের সহিত বিষ্ণুর স্বরূপবৈশিষ্ট্য এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

• • •

শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমায় যাঁহাদের রুচি নাই এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীচৈতন্যচরণে যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অদ্বৈতপ্রভুর পূজা করিতে আসিলে অদ্বৈতপ্রভু কখনই তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করেন না। কতিপয় অনভিজ্ঞ জন বেদের একদেশ কর্ম্মকাণ্ডে প্রতারিত হইয়া যে বৈতানিক যজ্ঞধর্ম্মের আবাহন করেন, বেদের তাৎপর্য্যবোধের অভাবে চৈতন্যসেবা বঞ্চিত হইলে তাহাদের বাহ্যপ্রতীতি উহাদিগকে ন্যূনাধিক বৌদ্ধদিগের প্রতিযোগী করিয়া তুলিবে—অসুরগণের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত করত নিজ নিজ যাজ্ঞিকানুষ্ঠানের প্রশংসা মাত্র করিয়া মূলতাৎপর্য্য ভগবৎ-প্রতীতি বিস্মৃত করাইবে। দৃশ্যাদৃশ্য জগতের বৈষ্ণব-প্রতীতিকে সাধ্য-জ্ঞান না করিয়া নিজ নিজ অনর্থময় অবস্থায় ত্রিগুণতাড়িত হইয়া যে কর্ত্তৃত্বাভিমান, তাহাতে সকল বস্তুর মূল আকর ও অধিষ্ঠান এবং সকল নশ্বর বস্তুর বহিঃ-প্রতীতি লোকের কারণ যে তুমি, তোমাকে বাদ দিয়া যে প্রকার যাজ্ঞিকানুষ্ঠান ভগবদ্বিমুখ-সমাজে প্রবল আছে, তাহাদিগকে আমি কখনই আমার নিজজন জানিব না, যেহেতু তাহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অপরাধী।

শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব মহামহোৎসব

কলিকাতায়—গত ১ই আশ্বিন মঙ্গলবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-মহা মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিক, গুরুবন্দনা, গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও নবযোগেন্দ্রের গীতি যথাক্রমে কীর্ত্তন ও শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রাতঃ ৪৯০ ঘটিকা হইতে 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব' গ্রন্থ পারায়ণ আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে বেলা ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠীমুখে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষার বিষয় আলোচিত হয়। বেলা ৩ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শত শত কাঙ্গালীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ৪৯০ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বপর্য্যন্ত মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে সারস্বতস্তবলক্ষণে এক বিরাট্ সভার অনুষ্ঠান হয়। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের আলেখ্য নাটমন্দিরে এক উচ্চ মঞ্চোপরি পত্রপুষ্পাদিতে সজ্জিত করিয়া তৎসম্মুখে গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রিয়বিগ্রহ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ তাঁহার বক্তৃতা-প্রদানের পূর্ব্বে গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুই যে অদ্যকার সভার সভাপতি, তাঁহার কৃপা ও আনুগত্য ব্যতীত যে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ও শ্রীগৌরকিশোরাভিন্ন শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপালাভ করা যাইতেই পারে না, ইহা অত্যন্ত আর্ত্তি ও আবেগসহ কীর্ত্তন করিয়া সকলকে ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য জীবনী ও করুণার কথা শ্রবণ ও শ্রাবণের আবার কীর্ত্তন করেন। [অতঃপর পূজনীয় শ্রীমত্তীর্থমহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদের জীবন-চরিত সম্বন্ধে নিজরচিত ইংরাজী প্রবন্ধ শ্রীশ্রীলআচার্য্যদেবের শ্রীবিগ্রহ সমীপে ভক্তিভরে অর্পণ করেন।]

পূজ্যপাদ শ্রীমত্তীর্থমহারাজ যখন শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে লণ্ডন সহরে গৌরবাণী প্রচার করিতেছিলেন তখন 'শ্রীগীতা' ও 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' এই দুইখানা পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করিবার জন্য ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের প্রেরণা লাভ করেন। তখন হইতেই তিনি ঐ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। বর্ত্তমানে শত সহস্র বাধাবিঘ্ন, বিপৎ ও শারীরিক ক্লেশাদি সহ্য করিয়াও তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রসিকরঞ্জন বঙ্গানুবাদ, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থ-বর্ষিণী টীকা ও অনুবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ শ্লোকের Explanatory note সমন্বিত স্বরচিত গীতার ইংরাজী অনুবাদ কিছু কিছু পাঠ করিয়া উহা ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহসম্মুখে অর্পণ করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, গীতার প্রায় একলক্ষ সংস্করণ হইয়াছে কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তমূলক টীকা ও অনুবাদসমন্বিত কোনও গীতার ইংরাজী অনুবাদ এপর্য্যন্ত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু গীতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট ব্যক্ত করেন, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাহা নবদ্বীপ-টোলে ছাত্রগণের নিকট ব্যক্ত করেন। তাহা হইতে গুরুপরম্পরায় পঞ্চম অবতার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভু তাহার ভাণ্ডারী হইয়া জগতে প্রচার করেন। তাহা হইতে আরায়-পারম্পর্য্যে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ তদনুগত অভিধানী হইয়া রসিকরঞ্জন অনুবাদ জগতে প্রচার করেন। অতঃপর শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু কর্ত্তৃক নবপ্রকাশিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের কণ্ঠহারস্বরূপ 'শ্রীগুরুরত্নমালা' গ্রন্থ সাদরে শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির সমীপে অর্পণ করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'এ যুগে যদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ না আসিতেন ?' প্রবন্ধটী পাঠ করেন, 'বৈষবধর্ম্মে শ্রীল ভক্তিবিনোদ' প্রবন্ধটী উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পাঠ করেন এবং "শ্রীভক্তিবিনোদসম্প্রদায় ও শ্রীল আচার্য্যদেব" প্রবন্ধটী শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস প্রভু পাঠ করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। অতঃপর সমাগত বহু ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের অসীম কৃপায় মহোৎসবটী আশাতীত ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই সেবাকার্য্যে মঠবাসী নিষ্কপট সেবকবৃন্দের অক্লান্ত সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীমদ্ভক্তগৌরাভ্যো নমঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

[illegible]

[illegible]

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৭শে আশ্বিন, ১৩৬৬; ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৯ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত

[ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ]

শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে কৃষ্ণকথার বর্ণন আছে। সেই কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয়, তখন জড়কথারূপ আবর্জ্জনা—কর্ণমল মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিনষ্ট হয়। ইহাই 'কর্ণবেধ'-সংস্কার। চিত্তে কর্ণ জড়াবৃত আছে, বিচার করিলে ভোগপর বাক্যসমূহ আমাদিগের হৃদয়কে চঞ্চল করায়। তখন কৃষ্ণেতর ব্যাপারেই আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয়। বৈকুণ্ঠ-নাম-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-রূপ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-গুণ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-পরিকর-কীর্ত্তন-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-লীলাকথা-শ্রবণ শ্রীমদ্ভাগবতের শুদ্ধভাবে শ্রবণ হইতেই শুদ্ধসত্ত্ব-নির্ম্মল জীবহৃদয়ে উদিত হয়। তখন হৃদয়কে বৃন্দাবনের সহিত অভিন্ন জানিতে পারা যায়। সেখানে কৃষ্ণতত্ত্বের অবস্থিতি।

যাহারা "পরম্পরাহিতা"-নীতি অবলম্বন করিয়া কণ্ঠাভ্যাস করে, তাহারা শ্রীমদ্ভাগবত মধুকে বহু শাস্ত্রের অন্যতম জ্ঞানে কেবল ধন্মরহিত হইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, সুতরাং ভাগবতের তাৎপর্য্য ও শ্রীভগবানের লীলা কোনও অবস্থাতে বুঝিতে পারে না। তাহাদের কর্ম্ম-জ্ঞানাদি বাসনা ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে দেয় না। তাহারা ভাগবত পাঠ করিলেও কৃষ্ণেতর-বাসনাক্রমে দোষে দুষ্ট থাকে।

ভাগবতের তাৎপর্য্যে প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল শব্দের ব্যাপারেরমতকে কণ্ঠাসনাদে আরূঢ় হইয়া যাহারা বিচার করেন, তাঁহাদের ভগবৎসম্বন্ধিনী কথায় কোন প্রকার প্রবেশ-লাভ ঘটে না।

সকল বেদশাস্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবতকে 'প্রেম'রূপ প্রয়োজন-তত্ত্ব বলিয়া গান করেন। প্রয়োজন-বিচারে সাধারণতঃ ভোগি-সম্প্রদায় ধর্ম্মার্থকামকে লক্ষ্য করেন, ত্যাগি-সম্প্রদায় মোক্ষকে পরমার্থ বলিয়া ধারণা করেন, কিন্তু

ত্যাগি-সম্প্রদায়ের অভীষ্ট মুনিগণ আত্মা ভগবদ্ভজনে পরিপক্ক হইয়া চারিবেদ হইতে যথার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্বর্গ-বিচার পরিহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণপ্রেমাকেই তাৎপর্য্য জানেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি অভিধেয়-সমূহ যথার্থ পুরুষার্থ-সংগ্রহে উৎকণ্ঠিত হইলে ঐগুলির অধিষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়।

বেদশাস্ত্রকে দধির সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। শুকদেব সেই দধির মথনকারী; তাহা হইতে বেদ-তাৎপর্য্য নবনীত শ্রীমদ্ভাগবতরূপে উত্থিত হইলেন। শ্রীপরীক্ষিত খিন্ন-নিরস্ত হইয়া সকল বেদ তাৎপর্য্য শ্রীশুকদেবের উপদেশ হইতে লাভ করিলেন।

মিরাট জেলার প্রান্তভাগে হস্তিনাপুর অবস্থিত। বর্ত্তমান মজঃফরনগর জেলার প্রান্তভাগে ঢোপা থানার অধীন তুখাড়হেড়ি ফলপতের নিকটবর্ত্তী শুকরতল গ্রামেই গাঙ্গতটে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ প্রায়োপবেশন করিয়া শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে সমগ্র বেদ-তাৎপর্য্য সপ্তাহকাল-মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দধির মথনে যেরূপ সারাংশ ননী বাহির হয়, সেইপ্রকার বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-রূপ অসার অংশের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া প্রেম-ভক্তির সারত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরীক্ষিৎ অন্যান্য সকল কথা পরিবর্জ্জন করিয়া সেই সার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভাগবতগণ সকলেই "সারগ্রাহী"। কিন্তু ভাগবতগণ অসৎ সংসর্গে ফল-ভোগবাদ ও ফলত্যাগবাদের বিচার-সংশ্লিষ্ট হইয়া ভারবাহি-রূপে অল্পজ্ঞানি উপস্থিত করিয়াছেন। অসার-মিশ্রিত কিঞ্চিৎ সার অপেক্ষা অসার-রহিত বিশুদ্ধ সার বা নির্য্যাসই গ্রহণীয়, উহাই আত্মবিদ্‌গণের ভোজ্য ও পেয়। অসারগ্রাহিগণ ফল-ভোগবাদে স্থূলভাবে ভারবাহী এবং ফল-ত্যাগবাদে বাহ্যে 'ভারহীন' হইবার ভাণ করিলেও সূক্ষ্ম-ভাবে অধিকতর গুরুভারবাহী। উভয়েই সার-গ্রহণে পরাঙ্মুখ।

ভগবান্ ও ভক্তে যাঁহারা ভেদবুদ্ধি করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্ব অবগত হন না, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিজের অমঙ্গল আবাহন করেন। লীলাপ্রবিষ্ট না হইলে ভগবানের সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বলা যায় না। ভগবৎকথামৃত ভাগবত শুকদেবই জানেন। অন্যে জানে না। একটি কিম্বদন্তী আছে যে, শ্রীব্যাসদেব এক সময় বলিয়াছিলেন—আমি ভাগবত জানি, শুকদেব ভাগবত জানেন, লেখক শ্রীব্যাসদেব শুক-পদাশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ গুরুসেবার অভাবে কিছুদিন যথার্থ-কাম-মোক্ষের সেবকগণের উপকারার্থে শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু সঞ্জাল্প-সমূহের একমাত্র তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত-রচনাকালে যথার্থ-কাম-মোক্ষধিকারী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীব্যাসদেবী-দেবীর কথার প্রাধান্য না দেওয়ায় এবং সাধারণের যোগ্যতার অভাবহেতু বর্ণন-বিষয়ে যে সাবহিত্থচিত্ততা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কতক অবগত এবং কিছুপরিমাণে অনবগত প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু নৃসিংহের উপাসক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীধর ভগবৎ-কৃপাক্রমে সেবোন্মুখ হওয়ায় ভাগবতের তাৎপর্য্য সুষ্ঠুভাবে জানিয়া গোপীজন-বল্লভের সেবার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন; ভক্তোদ্ধারক শ্রীধর ও তৎসহোদর ভ্রাতা লক্ষ্মীধর নামভজন-প্রভাবে ভগবদ্রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় যে অধিকার দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রীধর-বিরোধী শ্রীধর-টীকাপাঠকারী বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায় অভক্ত হওয়ায় সেই কৃপালাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত আছে। কনিষ্ঠাধিকারগত চেষ্টায় ভগবানের কিছু পরিচয়ের কথা থাকিলেও ভক্তের অমর্য্যাদা করিলে ভগবৎসেবায় কনিষ্ঠাধিকার হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও বিষয়-আশ্রয়-বিচারে যাহাদের ভেদজ্ঞানজনিত অমঙ্গল প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা প্রেম-ভক্তিকে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনোন্মুখ বলিয়া জানে না। অতএব তাহারা মানবজীবন লাভ করিয়াও আত্মঘাতী মাত্র।

যে-স্থলে অন্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞেয়, সে স্থলে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা এই অবস্থাত্রয়ের নির্ব্বিশিষ্ট্যই চরম আরাধ্য-ব্যাপার হয়। যোগিগণ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর সহিত সংযুক্ত হইবার প্রয়াস করিয়া কৈবল্য লাভের যত্ন করেন। ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে ভগবানের লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য, অখিল সদ্‌গুণ, ভগবদ্রূপ এবং ভগবানের নামাদির উল্লেখ আছে। নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্ত এবং সাধনসিদ্ধ ভক্ত-গণ তথা ভক্তিপরায়ণ সেবকগণ ভগবানের নিত্যকাল সেবা-ব্যতীত অন্য কিছুই প্রয়োজন বোধ করেন না। সুতরাং নিত্য সেবকের সেবা-বিচার ব্যতীত অন্যকথা ভাগবতের মধ্যে নাই। যাহারা ভাগবতে ভগবানের নিত্য সেবা ব্যতীত আর কিছু অনুসন্ধান করায়, তাহারা নিতান্ত অর্ব্বাচীন জানিতে

হইবে। অভক্তগণ সেবাধর্ম-বঞ্চিত হওয়ায় অভীষ্টলাভ-কল্প-ফল-লাভ, নিত্যসেবাপ্রাপ্তিসন্ধান প্রভৃতি বর্ণন করিতে যাইয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া ভাগবতের উদ্দেশ্য-গ্রহণে বঞ্চিত। শ্রীমন্মধ্বপ্রভু ভাগবতের অভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—যে ভাগবত অভক্তির কথা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপনা করান, সেই বঞ্চনার ভাবযুক্ত ভাগবতের কোন আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সেই ভাগবতগ্রন্থকে ভগবদ্বিগ্রহ না জানিয়া উহা পার্থিব পদার্থ-বিশেষ-জ্ঞানে কৃষ্ণের বিনাশ-দ্রব্য জানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহাদের সেইরূপ দর্শন মায়াবদ্ধ জীবের উত্তরোত্তর কামবৃদ্ধি করায়। সুতরাং বিমুখী মোহিৎ-বোধে ভাগবত-পাঠ হইতে বিরত করানই ভগবানের উদ্দেশ্য।

সকল শাস্ত্রই প্রমাণিত করে যে, জড়জগতের ভোগ ও ত্যাগ-বুদ্ধি থাকা-কালে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার কখনই কাহারও সম্ভব হয় না। সুতরাং জড়বিদ্যা, জড়তপস্যা, জড়বস্তুতে প্রতিষ্ঠাশা থাকা-কাল পর্য্যন্ত চিন্তার অতীত রাজ্যে অবস্থিত ভগবৎকথা বুঝিবার কাহারও সম্ভাবনা হয় না। যাহারা জাগতিক ভোগ্যবস্তুর অন্যতম জানিয়া ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করে, তাহারা ভাগবতের কোন অংশই বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত যাহা প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, সেই প্রমেয়-বস্তু কখনই জড়েন্দ্রিয়ের অধিকারের বস্তু হইতে পারে না। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ জানেন, ভাগবতকে প্রাকৃত গ্রন্থমাত্র জ্ঞান করেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের দ্বারা স্বীয় জড়াশ্রিত বুদ্ধি-দোষকে নিয়মিত করেন, তিনি সর্ব্বসার ভগবদ্ভজনই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রয়োজন বুঝিতে পারেন। অতিশয় প্রতিভা-সম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ-গ্রহণে ভ্রান্ত হইতে পারেন, এরূপ পণ্ডিতগণের গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য যাহাদের প্রয়াস, ন্যায় ও অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা বা পুরস্কার-তিরস্কার-দাতা যম তাহাদের দণ্ড-বিধান করেন। ভক্তি-রহিত পণ্ডিতগণ 'ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছি' মনে করিলেও ভক্তির মূল আশ্রয়বস্তুকে নিন্দা করিলে, তাহাদের কখনও ভাগবতে অধিকার হয় নাই জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি ভগবৎকথাময়, সুতরাং অপরাপর গ্রন্থ হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন। অন্যত্র আমরা 'ভগ' নামক আলোকময় দেবতার কথা প্রাপ্ত হই। সেই ভগদেবতাবিশিষ্ট বস্তুকে ভগবদ্ জ্ঞানে যে একটি আংশিক বিক্রমবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করি, 'ভগবৎ' শব্দে তাহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে কিনা, আমাদের আলোচনার বিষয় হয়। অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা প্রমুখ দেবগণ-সদৃশ ভগ-দেব দেব-পর্য্যায়ে গণনযোগ্য এবং তৎসম্পর্কিত ভগবানের কথা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি সেরূপ আংশিক প্রতীতিপূর্ণ ভজনীয় বস্তুর দেবপর্য্যায়ে পর্য্যবসিত মাত্র হয় নাই।

পাঠকের আরও মনে হইতে পারে যে, ভগবদ্বস্তু প্রাকৃত জ্ঞেয়বস্তুরই অন্যতম। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ংরূপ ভগবদ্বস্তু অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় ও অধোক্ষজ। পাঠকের আরও মনে হইতে পারে যে, 'অপরা'-বিদ্যা-পর্য্যায়ে পরিগণিত ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গও বেদ-কল্প বেদানুগশাস্ত্রবিশেষ। বাস্তবিক এইগুলি অপরা বিদ্যা-পর্য্যায়ে ক্ষরজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু ভগবদ্বস্তু কালকোভ্য ক্ষরজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহেন। অক্ষর ও অচ্যুত বস্তুর বিষয় যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাহা পরা বিদ্যার অন্তর্গত শাস্ত্র। এই গ্রন্থখানি সেই পরবিদ্যা-শাস্ত্র-সমূহের শিরোমণি। আধুনিক তর্কপণ্ডিতগণ মনে করিতে পারেন যে, মানব-সভ্যতার আদিম গ্রন্থই ভারতীয় ঋগ্-বেদসংহিতা। সেই অল্পপ্রাচীন আদিম গ্রন্থের পরবর্ত্তী সময়ে যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নব্য বা আধুনিক গ্রন্থ। আবার, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ইহা পৌরাণিক গ্রন্থপর্য্যায়ে গণনীয় শাস্ত্রবিশেষ এবং বৌদ্ধ ও জিন শাস্ত্রের কথা যখন এই গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছে, তখন বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তিকালে ইহা লিখিত। আবার কেহ কেহ মনে করিতে পারি যে, তাম্রপর্ণী কৃতমালা পয়স্বিনী নদী-তীরবাসী কোন লেখক স্বীয় স্বদেশের মহিমা-কীর্ত্তনাভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, সুতরাং অপরাপর পুরাণের প্রাচীনতা ও লিখনপ্রণালীর ঔৎকর্ষবিচারে এই গ্রন্থখানি সমুন্নত বলিয়া অপর পুরাণ অপেক্ষা পরবর্ত্তিকালে রচিত। যাহা হউক, অশ্রৌতপণ্ডিতগণের অসংখ্য পরস্পর বিবদমান মতসমূহ শ্রীমদ্ভাগবতের অস্তিত্বকে সুদূর প্রাচীনকালের

লিখিত গ্রন্থ হইতে আধুনিক বা ঐতিহাসের লিখিত গ্রন্থ-বিশেষ বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ ধারণার বিরুদ্ধে কতিপয় নিম্নলিখিত বিচারের গবেষণা পূর্ব্বক ভল প্রদর্শ করিবে।

শ্রীমহাপ্রভু বিষয় বর্ণন করিতে বলিয়াছেন, তাহার প্রতিপাদ্য-তুলনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মানব-সভ্যতাকালের সকল প্রাচীন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—ঐতিহ্যের দ্বিতীয়াভিনিবেশের আচ্ছাদনে ঢাকা যায়। ঋগাদি-সংহিতার প্রতিপাদ্য-বিষয়ে অলৌকিকতার অধিক অবকাশ নাই। তৎপরবর্ত্তী সূত্রগুলিও বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলেও সংক্ষিপ্তভাবে উহাদিগের রচনা-প্রণালী হইতে পরবর্ত্তিকালের মধ্যযুগীয় সংস্কৃত ভাষা নানা প্রকারে অধিক পল্লব বিস্তার করিয়াছে। পার্শ্বিক সূত্র-সমূহ, শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রসমূহ, বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের সূত্র-গ্রন্থ-সকল প্রত্যক্ষবিচারে ভগবদ্বিষয়ের দ্বিতীয়াভিনিবেশের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু অপরোক্ষ, অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত বিচার ও অলৌকিক ঐতিহ্যের অধিক পরিচয় দেয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য বিষয়ে দ্বিতীয়াভিনিবেশজ যুক্তি, তর্ক ও বিচারাদি-বিনাশনে প্রাগ্‌বৈদিক-যুগের ঐতিহ্য-বর্ণনে যে-সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহাতে মানবের ঐতিহ্য-লোলা-বিরোধী ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানাদির অতীত কথাই অতি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইয়াছে। যদিও সংস্কৃতভাষায় লিখিত গ্রন্থকে সংহিতা-কালের ভাষাগত বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়, তাহা হইলেও বিষয়-বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত ভাবসমূহ বিচার-যুগের পূর্ব্বে সহজভাবে অলৌকিক সত্যের সহজ আবাহনই প্রমাণিত করে। যেকালের ঐতিহ্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ পুরাণাদিতে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহারই সামান্য নির্দ্দেশ বৈদিক সংহিতাদি-গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের আকর গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বৈদিক গ্রন্থ কালবশে অনেকগুলিই তিরোহিত হইয়াছেন। সেইগুলি পুরাণ-রচনা-কালের পরবর্ত্তিকালে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের আকর গ্রন্থগুলি সম্প্রতি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই যে পুরাণ-প্রতিপাদ্য-বিষয়গুলি আধুনিক, তাহা নহে। আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পুরাণ-লিখিত বিষ্ণুসম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাসে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা নবন্যাস বা উপন্যাসের ন্যায় আধুনিক বা কাল্পনিক নহে। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি শুক্লসংহিতা-প্রকাশ-কালের বহু পূর্ব্বের কথা, তজ্জন্যই সংহিতা-কালের পরবর্ত্তী কালে লিখিত পুরাণাদির বৈদিক-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ। সূত্রগ্রন্থের মধ্যে আমরা শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজাদি ঋষি-প্রণীত কতিপয় সূত্রগ্রন্থের সন্ধান পাই। ভিক্ষুসূত্র, কর্ণাদী পারাশর্য্যগ্রথিত ব্যাসসূত্রের বহু পূর্ব্বের রচিত। ভক্তিসূত্রসমূহ বর্ত্তমান সাত্বত-পঞ্চরাত্র-রচনাকালেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। গৃহ্য-সূত্রাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় আর্ত্তগণের হস্তে যেরূপ বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পর্য্যবসিত হয়, সেই প্রকার সূত্র গ্রন্থাদিও পঞ্চরাত্রাদি সাত্বতশাস্ত্রে সংস্কৃত ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। সাত্বত সূত্রগুলি রাজস ও তামস সূত্র হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ভাগবত, বৈষ্ণব, নৈষ্কর্ম্ম, বৈখানস, পাঞ্চরাত্রিক প্রভৃতি বিচারপ্রণালী প্রাগ্‌বৈদিক যুগে প্রবল ছিল। তৎপর জড়বিচারপর তর্কদর্শনে ভগবদ্ভক্তির বিচার বর্জ্জীকৃত হইলেও পৌরাণিক রচনাপ্রণালীতে পূর্ব্ব ঐতিহ্য পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ভাগবত পাঠের পূর্ব্বে সুধী নিরপেক্ষ পাঠকগণ নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল রসময় ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া তর্কহত বিচারকে বহুমানন করিলে নিরস্তকুহক সহজ সত্যে উপনীত হইতে অসমর্থ হইবেন। আনুগত্যময় ভক্তিধর্ম্মই শ্রৌতবিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাজ্ঞাপক। তদভাবে কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গদ্বয় প্রকৃত সত্য-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকমাত্র।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর অমল প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক বৈদিক ও কৌবিদেরই চিত্তশ্রদ্ধা অনিবার্য্য। শ্রীমদ্ভাগবত-বিরোধী দলকে আমরা তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া আদর করিতে পারি না।

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত সিদ্ধান্তের অনুবাদ)

পরমচঞ্চল এবং পরমদুর্ভগ অধিকনাথ সাক্ষাৎ ভক্তিরূপ ভগবৎসান্নিধ্য কিরূপে লব্ধ হইতে পারে, তাহাই বলিবার জন্য প্রথমতঃ সান্নিধ্যমাত্রের কারণ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা "হে ভগবন্! ভ্রমণশীল জীবের যেকালে ভবাপবর্গ হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হয় এবং যেকালে সৎসঙ্গ লাভ হয়, সেই সময়েই স্থাবর-জঙ্গমের অধিষ্ঠাতা সদ্গতিস্বরূপ আপনার প্রতি তাহার রতি জন্মিয়া থাকে।"

যেকালে "ভ্রমণশীল" অর্থাৎ সংসারে যাতায়াতকারী জীবের "ভবাপবর্গ" অর্থাৎ উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। এস্থলে "যখন সাধুসঙ্গ হয়, তখনই ভবাপবর্গ হয়" এইরূপ বলাই উচিত ছিল, যেহেতু ভবাপবর্গ অর্থাৎ ভববন্ধ-নাশের প্রতি সৎসঙ্গই কারণ-স্বরূপ বলিয়া তাহারই পূর্ব্বসত্তা আবশ্যক হয়, কিন্তু এস্থলে তাহা না বলিয়া "যখন ভবাপবর্গ হয়, তখন সৎসঙ্গ লাভ হয়" এইরূপ কার্য্যকারণের বিপর্য্যয়-বর্ণনদ্বারা সৎসঙ্গটী অবশ্য অপেক্ষণীয়রূপে জ্ঞাপিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ নলকূবর ও মণিগ্রীবকে বলিয়াছিলেন "স্বর্গের দর্শনে যেরূপ লোকের নেত্রবন্ধন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সমচিত্ত, বিশেষতঃ আমার প্রতি অর্পিতচিত্ত সাধুগণের দর্শনে জীবের ভববন্ধন বিনষ্ট হইয়া থাকে।" অতএব আলঙ্কারিকগণ এই শ্লোকটিকে 'অতিশয়োক্তি'-নামক অলঙ্কারের চতুর্থভেদের উদাহরণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

'অতিশয়োক্তি'-নামক অলঙ্কারের বিবরণ-প্রসঙ্গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"কার্য্যোৎপত্তিবিষয়ে কারণের ক্ষিপ্রকারিতা প্রতিপাদনের জন্য কারণের পূর্ব্বে কার্য্যের উক্তি হইলে, তাহা চতুর্থ প্রকার 'অতিশয়োক্তি' হইয়া থাকে।"

এবিষয়ে হেতু এই যে—যখন সৎসঙ্গ হয়, তখনই স্থাবর-জঙ্গমাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ আপনার প্রতি জীবের মতি জন্মিয়া থাকে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে—ভগবদ্‌জ্ঞানের অনাদিসিদ্ধ যে প্রাগ্‌ভাব জীবের ভগবদ্বৈমুখ্যজনক হয়, তাহার নাশ হইলে ভগবৎসান্মুখ্যকারী ভগবদ্‌জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব শ্রীবিদুর বলিয়াছেন,—"দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল, কৃপণবিবুধ, অত্যন্ত দুঃখিত জনগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ কৃপাজনের প্রিয়-মঙ্গলাদর সাধুগণ এই জগতে নিশ্চিতই বিচরণ করেন।"

এস্থলে "দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল"—এই বাক্যে প্রাক্তন-কর্ম্মহেতু ভগবদ্বহির্ম্মুখ পুরুষের উক্তি হইয়াছে। শ্লোকে "যর্হি" (যেকালে) "তর্হৈব" (সেইকালেই) এইরূপ উক্তি-হেতু কালবিলম্ব ব্যতিরেকেই তদ্বিষয়িণী মতির উদয় প্রতি-পাদিত হইতেছে। "তর্হৈব" এই বাক্যে "এব" শব্দের প্রয়োগহেতু সেইকালেই হয়, পরন্তু অন্যকালে কদাপিও হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে।

অতএব তদ্বিষয়িণী মতির হেতু বলিতেছেন—"সদ্গতি-রূপ" অর্থাৎ যে যে স্থানে "সৎ"-পুরুষগণ সঙ্গত হন, সেই স্থানেই "গতি" অর্থাৎ প্রকাশ পাইবার, তাদৃশ আপনার প্রতি মতি হইয়া থাকে

এসম্বন্ধে ইতিহাস-সমুচ্চয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে নৃপতে! যেস্থানে বিশ্বরাগালিঙ্গিত বাসুদেবপরায়ণ ভক্তগণ বাস করেন, সেইস্থলে বিষ্ণু সন্নিহিত থাকেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" অথবা "সদ্গতিরূপ"—এই বাক্যে "সজ্জনের গণের গতি" এইরূপ অর্থ করিলেও তিনি অসৎগণের গতি নহেন, এইরূপ অর্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে

অতএব মহদ্‌ব্যক্তির সঙ্গমাত্রেই অন্যেরও ভগবৎপ্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত হয়। সুতরাং এই ব্যাখ্যাতেও পূর্ব্ববৎই তাৎপর্য্য জ্ঞাতব্য।

পিঙ্গলা-নাম্নী বেশ্যারও যে সৎসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা "এই বিদেহ-নগরীতে আমিই একমাত্র মন্দবুদ্ধি রমণী" ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীর টীকাতেও উক্ত হইয়াছে,—"হায়! সৎসঙ্গতি-সত্ত্বেও আমার এইরূপ মোহ বর্ত্তমান রহিল" এই অভিপ্রায়েই তৎকর্ত্তৃক "এই বিদেহ-নগরীতে" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (এই পর্য্যন্ত টীকার বাক্য)।

অতএব যেস্থলে সৎসঙ্গ উপলব্ধ হয় না, তথায়ও বর্ত্তমান জন্ম-সম্বন্ধী বা পূর্ব্বজন্ম-সম্বন্ধী অথবা পরম্পরা-সম্বন্ধজাত সৎ-

সঙ্গ অনুমেয় হইয়া থাকে, যেহেতু সৎসঙ্গ ব্যতীত শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীনারদাদি ভক্তগণকে দর্শন করিয়াছেন, তাদৃশ দেবতা প্রভৃতির শ্রীনলকূবরাদির ন্যায় স্থাবরত্বপ্রাপ্তি কুত্রাপি শ্রুত হয় না, অতএব এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, পুরুষের যদি অপরাধ থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধ-দোষবশতঃ মানবগণ সজ্জনগণের বিষয়ে অনাদরযুক্ত এবং সাধারণ পুণ্যাদি দুর্বল হইয়া থাকে। এস্থলে তাদৃশ অপরাধের শান্তি এবং সৎসঙ্গের ভগবৎ-সাম্মুখ্য-জননবিষয়ে ভগবানের কৃপা সাহায্য অপেক্ষণীয়। **যদিও সৎসঙ্গই ভগবৎ-সাম্মুখ্যের কারণ বটে, তথাপি অপরাধ সে স্থলে প্রতিবন্ধক।** এস্থলে ভগবৎ-কৃপা-সাহায্যে প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়। যাঁহারা নিরপরাধ, তাঁহাদের সৎ-সঙ্গ দ্বারাই পরমোত্তম দুই লাভ হইলে অনন্তর চিত্ত সজ্জনগণের প্রতি সাবধান না থাকিলেও সৎসঙ্গমাত্রই ভগবৎ-সাম্মুখ্য বিষয়ে কারণ হইয়া থাকে। অতএব সাপরাধ পুরুষগণকে লক্ষ্য করিয়াই অজানজ দেবগণ এইরূপ বলিয়াছেন,—"যাহাদের অসদ্বৃত্তি ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়াছে, হে পরেশ! হে উরুগায়! আপনার পদবিন্যাস-লক্ষ্মী-সম্বন্ধীয় পুরুষগণ নিশ্চিতই তাহাদিগকে দর্শন করেন না।"

আপনার পদবিন্যাস-লক্ষ্মীসম্বন্ধীয় পুরুষগণ অর্থাৎ তাদৃশ ভক্তগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে "দর্শন" অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি-বিষয়ীভূত করেন না। কাহাদিগকে দর্শন করেন না, তাহা বলিতেছেন—যাহাদের "অসদ্বৃত্তি" অর্থাৎ সাপরাধ চেষ্টাশীল ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিদূরীত করিয়াছে অর্থাৎ যাহারা বহির্মুখ, তাহাদিগকে। এস্থলে "অসদ্বৃত্তি"-শব্দে সাধারণ অসদ্বৃত্তি গৃহীত হয় নাই। যেহেতু তাহা হইলে ভগবানের কৃপার পূর্ব্বে সকলেরই অসদ্বৃত্তির অস্তিত্ব-নিবন্ধন "অনন্ত কৃপাদ্বিমুখস্ত দৈবাৎ" ইত্যাদি বিরুদ্ধোক্ত শ্লোকে অসদ্বৃত্তিশীলের প্রতি যে কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহাও না হইতে পারে। অতএব সাধারণতঃ অপরাধের অসদ্ভাবে তাঁহাদের কৃপা হইয়াই থাকে। সাধুগণের কৃপালাভ বিষয়ে নিজের মনোযোগ না থাকিলেও এমন কি প্রবৃত্তির অভাবসত্ত্বেও সাধুসঙ্গমাত্র হেতুই তাহাদের সদ্গতি হইয়া থাকে।

যেস্থলে স্বাধীনতাপ্রযুক্ত সাধুগণ অপরাধীর প্রতিও দয়া প্রকাশ করেন, সেস্থলে সে দয়া কেবল নলকূবর বা সাধারণ দেবতাগণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের জন্যই জানিতে হইবে, পরন্তু সমস্ত অপরাধীর সম্বন্ধে নহে। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে উপরিচরবসুর বৃত্তান্তে উক্ত হইয়াছে যে—সেই উপরিচরবসু দেবগণের সাহায্যার্থ দৈত্যগণকে বধ করিয়া পরে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ভগবদ্ধ্যানহেতু, পাতালপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তিনি নিবৃত্তিপরায়ণ হইলে দৈত্যগণ তাঁহাকে বধ করিতে উপস্থিত হইয়াও তাঁহার প্রভাবে অস্ত্রহস্তে স্তম্ভিতভাবেই অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দৈত্যগণ বার্ত্তোক্ত হইলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের উপদেশানুসারে উপরিচরবসুকে পাষণ্ডমার্গ-সম্বন্ধী উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া দৈত্যগণ তাঁহার কৃপায় ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিলেন। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মেই উক্ত হইয়াছে যে,—"বহুজন্মরূপ সংসার হইতে উৎপন্ন পাপরাশি বিনষ্ট না হইলে জীবগণের শ্রীকৃষ্ণাভিমুখী মতি উদিত হয় না।" এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তের কৃপায়ই যদি সংসার-বন্ধন নাশ হইয়া মুক্তি হয়, তাহা হইলে—"এই সংসারবদ্ধ দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। হে দেব! সংসারে পরিভ্রমণশীল ইহাদের আপনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় নাই"—এই বাক্যে শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের সমস্ত সংসারিগণের প্রতিই যে কৃপা দৃষ্ট হইতেছে, সেই কৃপাবশতঃ সকলেরই মুক্তি হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে,—জীব অনন্ত বলিয়া তৎকালে সকল জীবের কথা তাঁহার স্মরণ হয় নাই, পরন্তু তিনি যাঁহাদিগকে দর্শন বা যাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদের কথাই তৎকালে স্মরণ হওয়ায় তদীয় অনুগ্রহবশতঃ তাঁহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী জানিতে হইবে। তাঁহার উক্তিতে "নৈতান্" এই পদচ্ছিন্ন "এতৎ"-শব্দের প্রয়োগদ্বারা নির্দ্দিষ্ট কতিপয় **জীবেরই** প্রতিপাদন হইয়াছে। এইরূপ সংসারিগণের সম্বন্ধেও তৎকীর্ত্তন এবং তৎস্মরণদ্বারাই কৃতার্থতাপ্রাপ্তিরূপ বর নৃসিংহদেব কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন। যথা—"হে প্রহ্লাদ! যে মানব তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করিয়া তোমার রচিত মদ্বিষয়ক এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিবে, সেই ব্যক্তি কালক্রমে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।" যে তোমাকে কীর্ত্তন করিবে, তাহারই মুক্তি হইবে; অতএব তুমি কৃপা-পূর্ব্বক যাহাদিগকে স্মরণ করিবে, তাহাদের বন্ধন-মুক্তি-বিষয়ে আর আশঙ্কা কি?—ইহাই বাক্যের তাৎপর্য্য।

অতএব ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির প্রতি সৎসঙ্গই আদি কারণ-রূপে সিদ্ধ হইল। ইহা যুক্তিসঙ্গতও হয়, যেহেতু যাহাদের অনাদিসিদ্ধ ভগবদ্বিমুখ অজ্ঞানাত্মক ভগবদ্বৈমুখ্য বর্ত্তমান, তাহাদের সংসঙ্গ ব্যতীত ভগবদ্বিষয়ে মতি সম্ভবপর হয় না। অতএব উক্ত হইয়াছে যে,—"তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থিতি-রহিত, শ্রুতিগণও পরস্পর বিভিন্ন, এমন মুনি নাই, যাহার মত বিভিন্ন নহে; সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব অতীব গুহ্য বলিয়া মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ বলিয়া জানিতে হইবে।" এইরূপ শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের বাক্যে "সুহৃদ্বর্গগণের পর হইতে অথবা নিজ হইতে কিম্বা তাহাদের পরস্পর হইতে কখনও কৃষ্ণবিষয়ে মতি জন্মিতে পারে না।"—এইরূপে উপক্রমপূর্ব্বক উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে—"যেকালপর্য্যন্ত বিষয়াভিনিবিষ্টপুরুষ নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পাদরজোঽভিষেক বরণ না করেন, সে পর্য্যন্ত অনর্থ নিবৃত্তিকারিণী মতির উদয় হয় না।"—এইরূপ কৃষ্ণবিমুখ-কর্ম্মাদিদ্বারাও ভগবৎসান্মুখ্য লাভ হইবে না। শ্রুত্যাদিতেও উক্ত হইয়াছে যে—"তিনি ধর্ম্ম হইতে দূরে, অধর্ম্ম হইতে দূরে, কৃতাকৃত (কার্য্যাকার্য্য) হইতে দূরে এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন।" "ব্রাহ্মণ-গণ সেই আত্মাকে বেদবাক্য, যজ্ঞ, দান ও দুষ্কর তপস্যা-দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন"—এই সকল শ্রুতি ভগবৎ-সান্মুখ্যরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসমূহেরই কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব সেই ভগবৎ-সান্মুখ্য কিরূপে সংঘটিত হয়, এই প্রশ্নই পুনরায় উত্থিত হইতেছে। তাহার উত্তর এই যে—ভগবৎ-কৃপাই ভগবৎসান্মুখ্য-বিষয়ে প্রাথমিক কারণস্বরূপ; পরন্তু তাহা গৌণ। যেহেতু ভগবদ্-বিমুখজনগণ সাংসারিক অনন্ত-তরঙ্গ-সন্তাপ-তপ্ত হইলেও তাহাদের প্রতি ঐ ভগবৎ-কৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হয় না, কারণ তাহা অসম্ভব। যেহেতু পরের দুঃখ স্বকীয় চিত্তে আরূঢ় হইলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বদাই পরমানন্দ-রসযুক্ত ও নিষ্পাপ বলিয়া শ্রুতিতে জীব অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব তেজোরাশি-বিশিষ্ট সূর্য্যের যেরূপ অন্ধকার সংযোগ সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ ভগবানের চিত্তে তমোময় দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া ভগবানের চিত্তে কখনও কৃপার উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব তিনি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠান কিম্বা বিপরীত অনুষ্ঠানে সংকল্পরূপে বিদ্যমান থাকিলেও ভগবিমুখ-পুরুষের কখনও তাহা হইতে সংসার-সন্তাপের শান্তি হয় না। অতএব অবশেষে সৎপুরুষগণের কৃপাই ভগবৎ-সান্মুখ্যবিষয়ে মূল কারণরূপে উপলব্ধ হইতেছে। যদিও সজ্জনগণও ভগবদ্বিমুখ সংসার-দুঃখকর্ত্তৃক স্পর্শের অযোগ্য, তথাপি জাগ্রদবস্থাপন্ন পুরুষ যেরূপ স্বল্পকালানুভূত দুঃখের স্মরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাধুগণও তাহাদের পূর্ব্বকালীন সংসার-দুঃখ স্মরণ করিয়াই সাংসারিকগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। যেরূপ শ্রীনারদের দাসীপুত্র ও মরিশ্রীবের প্রতি কৃপা হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবিত বিষয়েও সাংসারিক দুঃখ ভগবৎ-কৃপার কারণ নহে, পরন্তু যেস্থলে—"তিনিই এ সংসারে আমার একমাত্র শরণ" এইরূপ দৈন্য-আত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই স্থলেই ভগবৎকৃপা হইয়া থাকে। গজেন্দ্রাদির মোচনে তাহার অন্বয় দৃষ্টান্ত এবং নারকী প্রভৃতির উদ্ধারে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত জ্ঞাতব্য। ভগবানের যে শক্তিবিশেষ ভক্তজনে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার আবির্ভাব সম্পাদন করে, তাহাই ভক্তিনামে পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে এবং পরেও বিবৃত হইবে। এই শক্তি দৈন্যসম্বন্ধবশতঃ অধিক উজ্জ্বলিতা হয় বলিয়া দৈন্যস্থলে কৃপাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের যে কৃপা সাধুজনে বিদ্যমান, তাহাই সৎসঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই হউক অথবা সৎকৃপাকে আশ্রয় করিয়াই হউক আপন জীবে সংক্রামিত হয়; পরন্তু স্বতন্ত্রভাবে হয় না, ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। ভাগবতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে ভামন্! সর্ব্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন সাধুগণ আপনার পাদপদ্ম-তরণী আশ্রয়-পূর্ব্বক অক্লেশে দুস্তর ভয়ানক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ঐ তরণী ভবার্ণবপারে সংস্থাপনপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়াছেন। হে ভগবন্! আপনি সদনুগ্রহশীল হইয়া থাকেন"। "হে ভামন্!" অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ! আপনার পাদপদ্মরূপ যে তরণী ভবার্ণব-তরণযোগ্যা, তাহা ভবার্ণব-পারে "সংস্থাপনপূর্ব্বক" অর্থাৎ পরবর্ত্তী জনগণের জন্য প্রকাশ করিয়া (গমন করিয়াছেন)। এ স্থলে ভগ-বানের প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত চরণ-তরণী আমি নিজেই প্রকাশ করি না কেন? তদ্বিষয়ে ভক্তগণের অপেক্ষা করি কেন? তাহাই বলিতেছেন—"আপনি সদনুগ্রহশীল" অর্থাৎ সজ্জনসম্বন্ধদ্বারাই অন্য পুরুষগণের প্রতি

অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অথবা সজ্জনগণই আপনার মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ অর্থাৎ আপনার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে। কল্পগতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে ভগবন্! আপনার চরণযুগল জীবগণের পাপ নাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা ভবদীয় ধর্ম্ম-সলিলে এবং পাদপদ্মজাত গঙ্গা-সলিলে আভ্যন্তরিক ও বাহ্য স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুতরাং কৃতগণের প্রতি দয়াশীল, রাগাদিরহিত এবং সুশীল হইয়া থাকেন। আমাদের এতাদৃশ সাধুগণের সঙ্গলাভ হউক এইরূপ সঙ্গলাভ আপনারই অনুগ্রহ

"সজ্জনগণের অনুগ্রহ" এই পদে সজ্জনগণের প্রতি অনুগ্রহ আছে তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও তদ্বিমুখ অসজ্জনের প্রতি অনুগ্রহের অভাবই প্রতীত হয় বলিয়া সে স্থলে সজ্জনদ্বারাই উক্ত চরণের প্রকাশ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব "মধুসূদন যে ভাগ্যবান্ পুরুষকে দর্শন করেন, তিনি সাত্ত্বিক হইয়া নিশ্চিতই মোক্ষার্থ লাভ করেন"—এই মোক্ষ-প্রতিপাদক-বাক্যও সৎসঙ্গের পর যে জন্ম হয়, সেই জন্মসম্বন্ধে জানিতে হইবে।

সজ্জনগণের স্বেচ্ছাচারিতাই সৎসঙ্গের হেতুরূপে জ্ঞাতব্য—অন্য কোন বস্তু তাহার হেতু নহে। এ বিষয়ে ভাগবতে উক্ত হইয়াছে;—"তাঁহারা একদা স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে নিমি রাজার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন।"

"তাঁহারা" এই পদের অর্থ সেই নবযোগীন্দ্রগণ, "যদৃচ্ছায়" অর্থাৎ স্বাধীনভাবে, পরন্তু অন্য কোন কারণে নহে। "যদৃচ্ছা" শব্দের অর্থ—স্বৈরতা। (অমরকোষ)। সজ্জনগণকে পরমেশ্বর যে নিয়োগ বা প্রেরণ করেন, তাহাও সজ্জনগণের ইচ্ছানুসারে জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে "স্বেচ্ছাময়স্য" (ইচ্ছাময়ের) ও "অহং ভক্তপরাধীনঃ" (আমি ভক্তের অধীন) ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

চিত্রকেতু মৃত-পুত্রের জন্য শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে অঙ্গিরা ঋষিই নারদের সহিত চিত্রকেতুর ভবনে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হে রাজন্! তুমি দুস্তর পুত্রশোকে মগ্ন হইয়াছ জানিতে পারিয়া তোমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের জন্য শ্রীনারদ ঋষি এবং আমি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।" তুমি ব্রহ্মজ্ঞ এবং ভগবদ্ভক্ত; সুতরাং তোমার ঈদৃশ শোকে মোহিত হওয়া উচিত নহে।

সাধুগণের কৃপা জীবের দুরবস্থা-দর্শনে উৎপন্ন হয়, এ-বিষয়ে জীবের পক্ষে সাধুগণের উপাসনাদিরও অপেক্ষা নাই। যেরূপ নলকূবর এবং মণিগ্রীবের দুরবস্থা দর্শনেই তাহাদের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা হইয়াছিল। অতএব বলিতেছেন—"যাঁহারা দেবতাগণকে যে ভাবে ভজন করেন, ছায়াতুল্য কল্পলতার দেবগণও ভজনকারীকে সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধুগণ সেরূপ নহেন, তাঁহারা দীন-বৎসল।"

সৎসঙ্গই জীবের পরমসংস্কারের হেতু বলিয়া তাহার জন্য অন্য কোন সংস্কার-হেতুর অপেক্ষা নাই। যেহেতু বলিয়াছেন—"পবিত্র জলময় স্নানসমূহই বস্তুতঃ তীর্থ নহে এবং মৃত্তিকা ও শিলাময়ী মূর্ত্তিসমূহই বস্তুতঃ দেবতা নহেন, যেহেতু তাঁহারা জীবকে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন, পরন্তু সাধুগণ দর্শন মাত্রই সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন।"

কার্ত্তিক-ব্রত

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

কার্ত্তিক-ব্রত-পালন বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। "আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ। কার্ত্তিকস্য ব্রতানিহ তস্যাম্ কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥" এই বচনানুসারে প্রতি বৎসরে বিজয়া-দশমীর পর দিবস যে একাদশী হয়, সেই দিবস হইতে ব্রতারম্ভ। আর উত্থান একাদশীতে ঐ ব্রত সমাপ্ত হইবে! এই এক মাসের মধ্যে যে ব্রত পালন করা হয়, তাহার নাম 'নিয়ম-সেবা'। নিয়ম-সেবার বিধি এই, সেই মাসের প্রতি দিবসে রাত্রের শেষ যামে শুচি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মঙ্গলারতি করিবে। প্রাতঃস্নান করিয়া নামোদরার্চ্চন করিবে। রাত্রে হবিষ্য বা তিলতৈলের দীপ ভগবন্মন্দিরে

তুলসী তলে এবং আকাশে প্রজ্বলিত করিবে। কার্ত্তিক মাসে নিরামিষ এবং ভগবানের প্রসাদান্ন ভোজন করিবে। পরান্ন, পরশয্যা, তৈল, মধু ও কাংসপাত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। প্রসাদ-সেবনান্তে বৈষ্ণব-সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতাদিশ্রবণ বা পঠন করিবে। নিরন্তর হরিনাম-কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে। এই প্রকার বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত মাস যাপনকরত উত্থান একাদশীতে নিরম্বু উপবাস ও কৃষ্ণ-কথায় রাত্রিজাগরণ করিবে। পরদিন প্রাতে শুচি হইয়া হরি-কীর্ত্তনান্তে আত্মীয় বৈষ্ণবগণকে সেবা করাইয়া অবশেষে স্বয়ং প্রসাদ-সেবন করিবে। সেই দিবস রাত্রশেষে ব্রত সমাপ্ত করিবে।

প্রতিবাদ *

[শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

বর্ত্তমান আশ্বিন মাসের "ভারতবর্ষ" নামক মাসিক পত্রের ৫১১ পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় "'শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান'-সম্বন্ধে বক্তব্য"-শীর্ষিকা একটি সমালোচনা লিখিয়াছেন। ইহাতে পাটনা বি-এন্ কলেজের শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ মহাশয়ের পুস্তকের সমালোচনার প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভু, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-চরিত-লেখকগণেরই সমালোচনা বা তাঁহাদিগের দোষোদ্ঘাটনের (!) অভিসন্ধি প্রকাশিত হইয়াছে।

মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া অপরা বিদ্যার গবেষণামুখে জড়প্রতিষ্ঠাদি-লাভের আশায় 'শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান'-পুস্তকে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা পরা বিদ্যার নিরপেক্ষ সেবকগণ কতটা স্বীকার করিবেন, বলা যায় না। শ্রীচৈতন্য-চরিত আলোচনা করিতে হইলে "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে"র এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণপথে রাখিতে হয়—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল॥"

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৩১ - ১৩৩)

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীল স্বরূপদামোদরের এই উক্তিকে বিমান বাবু 'গড়' 'গোড়াদলের উক্তি' বলিবেন (কারণ,

* সম্পাদকীয় অনুমতি পরে প্রকাশিত হইবে।

ঐ জাতীয় মত তাঁহার পুস্তকের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে); কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিত আলোচনা করিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে গেলে তদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরিতের আলোচনা হইবে না। শ্রৌত-পথ ব্যতীত তর্কপথে শ্রীচৈতন্য-চরিতের আলোচনা হয় না।

তর্কবাগীশ মহাশয় বিমান বাবুর 'বৈষ্ণবতা' (?) সম্বন্ধে "ভারতবর্ষে" এক প্রশংসাপত্র দিয়াছেন; তাহা হইতে জানা যায়—"তিনি নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া পরম-বৈষ্ণব অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর দৌহিত্র"। তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই উক্তির মধ্যে ন্যায়ের সুবিচার সংরক্ষিত হইয়াছে কি? "বাবাজীর দৌহিত্র"-কথাটি ন্যায়পূর্ণ বা শাস্ত্রসম্মত কি? কাহাকেও বাবাজী বা সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমের পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রাদি বরং বলা যাইতে পারে। বাবাজী বা সন্ন্যাসীর পুত্র, পৌত্র, দুহিতা, দৌহিত্র প্রভৃতি বলিলে সন্ন্যাসী, বাবাজী বা ত্যক্তগৃহ ব্যক্তিকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে—'বাজারী' † বলিয়া নিন্দা করা হয় যাহা হউক, লৌকিক বংশের পরিচয়ে বৈষ্ণবতা বা পারমার্থিকতার যোগ্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না। কাজেই শ্রীচৈতন্য-চরিত-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলে শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর শ্রৌতসিদ্ধান্তের অনুসরণ করাই অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

তর্কবাগীশ মহাশয় "শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান সম্বন্ধে বক্তব্য" প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে—

(১) "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রবিচারে শ্রীচৈতন্যকে কখনও পরাজিত হইতে পারেন না।"

† ১।১৪।১১

(২) "বৃন্দাবনদাসের মতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরমবৈষ্ণব ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা বা কোন বিচার করেন নাই।"

(৩) শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনার বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার সার্ব্বভৌমোদ্ধার বর্ণন করিয়া "তিনি তাঁহার মহামন্ত্র বেদব্যাসকেও মান্য করেন নাই।" শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামীও তদ্রূপ বৃন্দাবন দাসকে লক্ষন করিয়াছেন।

(৪) "কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত কৃষ্ণপ্রেমের দার্শনিক বিচার এবং তাহাতে ঈশ্বর, প্রলয় অদ্বিতভাব—যাহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে গূঢ়তত্ত্ববেত্তা না হইলে বলা যায় না।"

(৫) "চিরকাল হইতেই বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি-প্রচারের পূর্ব্বেও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সুবিখ্যাত শিষ্য নব্যন্যায়-প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় গিয়া কোন কারণে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক কৃষ্ণভক্তির গন্ধ প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন—'কৃষ্ণেপি সংক্রান্তিরো বঙ্গদেশ নাস্তে।'"

(৬) "তথা চাহ শঙ্করাচার্য্যঃ প্রকৃঃ"—"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্', ইত্যাদি। 'বৃহদ্ ভাগবতামৃতে'র (২য় অঃ ১৮১ শ্লোকের) টীকায় সনাতন গোস্বামী উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি যে বেদান্তভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যেরই রচিত, এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ আছে। আর তাহা হইলেও বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় উক্ত শ্লোকের দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের যেরূপ মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।"

তর্কবাগীশ মহাশয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের দোহাই দিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে (নৈয়ায়িক হিসাবে স্বজাতি-প্রীতি * দেখাইবার জন্য?) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-ভক্তি-প্রচারের পূর্ব্বেই সলিপ্ত 'পরম বৈষ্ণব' বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং শ্রীল কবিকর্ণপুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতিকে ব্যাসসম্মোহনকারিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন; কিন্তু যেখানে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের বিচারে নিজের মতবাদের সমর্থন পান নাই, তথায় ঠাকুর বৃন্দাবনের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে কৌশলে ভ্রান্ত বা তৎপ্রতি পাঠকগণের সংশয় উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নিজের মত সমর্থন করিবার জন্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রতি ভক্তির অভিনয় করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতের অন্যান্য ব্যাসাচার্য্যগণকে গুরুলঙ্ঘনকারী বা ব্যাসের সিদ্ধান্তবিরোধী বলিবার স্পর্দ্ধা কতটা ন্যায়সঙ্গত, তাহা বিচার্য্য; আর নিজের মতবাদ সমর্থিত না হইলে পূর্ব্বস্বীকৃত মহাজনকে ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত সাম্প্রদায়িক বলাই বা কতটা ন্যায়পুষ্ট বিচার, বা অসাম্প্রদায়িকতা তাহাও সুধী পাঠকগণের বিচার্য্য।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রে "জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত তর্কবাগীশ মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে যে সকল 'অনধিকার-চর্চ্চা' করিয়াছিলেন এবং 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র কোন অভিভাষণে 'গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শন' সম্বন্ধে যে সকল স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহার প্রতিবাদ 'গৌড়ীয়ের' চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা ও অষ্টাত্রিংশ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দার্শনিক-গণকে ঐকান্তিক ভেদবাদী, শ্রীধরস্বামীকে কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী এবং "অচিন্ত্যভেদাভেদ" সিদ্ধান্তকে একটি পরবর্ত্তিকালের 'বাদ' মাত্র বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। তিনি "আশ্রয় ও আশ্রিত স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থই হয়"—এইরূপ জড়নৈয়ায়িক মতবাদের দ্বারা বস্তুর বিচিত্রতার পরিচয়ে 'বিষয়' ও 'আশ্রয়ে'র বিচারে 'ভেদ' এবং আলম্বন-বিচারে 'অভেদ'- এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার' ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের টীকাকাররূপে উক্তি করিয়া স্বীয় ঐতিহাসিক ভ্রান্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের শিষ্য ব্যবসায়ী কথক শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ও জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদকে কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী বলিয়া গুরুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে অন্য আকারে দোষচতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যগণের প্রতি আধ্যক্ষিক আক্রমণের তরঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে।

কএক বৎসর পূর্ব্বে 'বঙ্গবাসী'র মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'দিগ্বিজয়ি-

* বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকে কিরূপ শ্রীমদ্ভাগবত নিন্দা করিয়াছেন,—"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিশ্চ যা নারকী সঃ।"

ভগবান্‌কে খণ্ডন করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন (বোধ হয়, নিজকে দিগ্বিজয়ীর সমকক্ষ বা স্বজাতি মনে করিয়া) এবার 'ভারতবর্ষে'র লেখক মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীচৈতন্যের সার্ব্বভৌমোদ্ধার-লীলাকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা দেখাইয়া স্বজাতি-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন !

'ভারতবর্ষে'র প্রবন্ধ-লেখক 'কুসুমাঞ্জলি'কার উদয়নাচার্য্য হইতে 'ভাষাপরিচ্ছেদ'কার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন-প্রমুখ নৈয়ায়িকগণকে 'কৃষ্ণভক্ত', এমন কি, মধুররসের উপাসক-রূপে স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির কৃষ্ণভক্তির স্পর্দ্ধার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি-প্রচারের পূর্ব্বেও যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রেমিক ভক্ত ছিলেন, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই স্থানে বক্তব্য এই যে, জড়বিদ্যার পণ্ডিত বা অধ্যাপকের ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণভক্ত থাকিলে তাঁহার অধ্যাপকও যে 'কৃষ্ণভক্ত' হইবেন—এইরূপ প্রমাণ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। 'বাসুদেব সার্ব্বভৌম' নামে একাধিক নৈয়ায়িকের কথা শ্রুত হয়। মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বিশিষ্ট পরিচয় আবশ্যক। রঘুনাথ শিরোমণির সম্বন্ধে নানা প্রকার কিম্বদন্তী ও মতভেদ প্রচলিত আছে। দ্বিতীয়তঃ কেবল মাত্র গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি লিখিলেই কেহ ঐকান্তিক ও শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত বলিয়া প্রমাণিত হন না। অনেক কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী স্বীয় গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন, শুদ্ধভক্তগণের বিচারে তাহাদের সেই সকল স্তব শ্রীকৃষ্ণ-দ্রোহেরই রূপান্তর।

ভক্তির স্বরূপ আর বিষয় আশ্রয়।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাঁহার স্তবন॥

পঞ্চোপাসক ও মায়াবাদীর শ্রীকৃষ্ণভক্তিকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণ 'মিছা-ভক্তি' বা বিদ্ধা ভক্তি বলিয়াছেন।

"নৈয়ায়িকগণ দ্বৈতবাদী"—এই কথা বলিয়া প্রবন্ধ-লেখক নৈয়ায়িকগণকে ভগবদ্ভক্তের ন্যায় 'দ্বৈতবাদি'-রূপে (?) প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। এইস্থানে প্রবন্ধ-লেখক ভক্তির স্বরূপ কতটা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই বিচার্য্য। নৈয়ায়িকের 'জড়দ্বৈতবাদ' ও অপ্রাকৃত রাজ্যের 'শুদ্ধদ্বৈতবাদ' কিংবা "অচিন্ত্যভেদাভেদ" সিদ্ধান্ত এক নহে। এজন্য শ্রীমাধ্ব-ন্যায় 'নব্য-ন্যায়' হইতে পার্থক্য রাখে করিয়াছে। শ্রীজয়তীর্থ, শ্রীব্যাসতীর্থ, শ্রীবাদিরাজ স্বামী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাধ্ব নৈয়ায়িকগণ জড়নৈয়ায়িক বা জড়দ্বৈতবাদী কিংবা মায়াবাদী ছিলেন না। শ্রীজয়তীর্থপাদ 'ন্যায়সুধা', 'ন্যায়-বিবরণ টীকা', শ্রীব্যাসতীর্থ "ন্যায়ামৃতম্", "তর্কতাণ্ডবঃ", শ্রীবাদিরাজস্বামী "যুক্তিমল্লিকা", "পাখণ্ডমতখণ্ডনম্", শ্রীরামাচার্য্যতীর্থ 'ন্যায়ামৃত-তরঙ্গিণী', প্রভৃতি গ্রন্থে অদ্বৈত-বাদী নৈয়ায়িকগণের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। 'শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ' 'জড়দ্বৈতবাদ' হইতে সর্ব্বদাই বিলক্ষণ, যেরূপ 'কেবলাদ্বৈতবাদ' হইতে 'শুদ্ধদ্বৈতবাদ' পৃথক্। কেবলাদ্বৈত বাদটী—'অভক্তি' বা 'মায়াবাদ', আর 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদটী'—'ভক্তিসিদ্ধান্ত'।

'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' প্রভৃতিও 'দ্বৈতবাদ' বা 'কেবল জড়ভেদবাদ' নহে। শ্রীমধ্বাচার্য্যের 'শুদ্ধদ্বৈত-বাদ'ও 'জড়দ্বৈতবাদ' নহে। সাধারণ নৈয়ায়িকগণ 'জড়দ্বৈত-বাদী' বা 'জড়ভেদবাদী' অর্থাৎ প্রাকৃত অতএব তাঁহাদের ভক্তির ছলনা বা স্তব-স্তুতি সমস্তই জড়ভেদপর, তাহা 'অভক্তি' বা পরিণামে নির্ব্বিশেষবাদসমর্থক। শ্রীবিল্বমঙ্গল 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদী' হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসের সেবা করিয়াছেন। তাহা নৈয়ায়িকের কল্পিত 'দ্বৈতবাদ' নহে। প্রাকৃত নৈয়ায়িক বা 'জড়দ্বৈতবাদী' থাকিয়া কেহ শুদ্ধভক্তিপথের পথিক হইতে পারেন না। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"ঘটপটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান ?"

—(চৈঃ চঃ অ ৬।১৯১)

'ঘট ও পট' লইয়া বৃথা তর্ককারী পণ্ডিতাভিমানী নৈয়ায়িকগণকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'মূর্খ' ও 'অভক্ত' বলিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ঐ উক্তিতে প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রবন্ধ-লেখক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কারের প্রতি তাঁহার বর্ণিত 'সার্ব্বভৌম-বিজয়-লীলা' খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন কিনা, তাহা সারগ্রাহী পাঠকগণের অনুসন্ধানের বিষয়।

"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শাস্ত্র-বিচারে শ্রীচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক

পরাজিত হইতে পারেন না। যেহেতু তিনি তৎকালে অপরাজয়ী মহানৈয়ায়িক ও মহাবৈদান্তিক ছিলেন।" —প্রবন্ধ-লেখকের এই উক্তি ন্যায়বিচারপূর্ণ কি? 'অপরাজয়ী মহানৈয়ায়িক বা মহাবৈদান্তিক' ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা পরাজিত হইতে পারেন না,—এইরূপ উক্তির মধ্যে একদিকে যেরূপ অতর্কযুক্তির বৃথা চড়ন্ত রহিয়াছে, অন্যদিকে ইহা লৌকিক ন্যায়কেও লঙ্ঘন করিয়াছে। পৃথিবীর অপরাজেয়তা আপেক্ষিক। যে কোন "অপরাজয়ী" যে-কোন মুহূর্তে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা পরাজিত হইতে পারেন—ইহা চিরন্তন 'সত্য'।

"বেদান্তবিচারে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের কোন্ কথার প্রতিবাদে কি কথা বলিয়াছিলেন ইহা কবিরাজ গোস্বামীও কিছু বলেন নাই; কিন্তু উভয় পক্ষের সমস্ত কথা না জানিলে সেই বিচারে কাহারও জয়-পরাজয় নির্ণয় করা যায় না।" প্রবন্ধ-লেখকের এই উক্তি কি বিপ্রলিপ্সা-দোষে দুষ্ট নহে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথিত 'মায়াবাদি-ভাষ্য' যেভাবে খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহা সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল সনাতন, শ্রীল শ্রীজীবাদি গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের সেই বিচার লইয়াই 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' ও 'ষট্‌সন্দর্ভ'াদি গ্রন্থে 'কেবলাদ্বৈতবাদ' খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু উভয় পক্ষের সমস্ত কথা জানিয়াও যাহাদের "শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ, লড়াইতে না পারে নিশ্চয়" এইরূপ চিত্তবৃত্তি, তাঁহারা কিছুতেই 'সত্যবস্তু' স্বীকার করিতে পারেন না। জয়-পরাজয় নির্ণয়ের পক্ষে ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য 'কেবলাদ্বৈতবাদ'* ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ + পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সমগ্র বিচার বরণ করিয়াছিলেন। এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৪।৮) শ্লোকের 'মুক্তিপদে'র স্থানে 'ভক্তিপদে' পাঠ পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন!

প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বিচারের দ্বারা পরাভূত করিতে পারেন নাই। কেবল তাঁহার "মনোমোহিনী মূর্ত্তি" দেখাইয়া ভট্টাচার্য্যকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন! এইরূপ কল্পনাকে স্বীকার করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গ যথা—শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি, উৎকলকবি শ্রীল গোবিন্দদেব, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীশ্রীল স্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ সকলের উক্তিকেই মিথ্যা বলিতে হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর নীলাচলবাসকালের নিত্যসঙ্গী শ্রীস্বরূপ-দামোদরের কড়চা ও শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রবণ করিয়া যে সকল কথা লিখিয়াছেন, বা শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীল শিবানন্দ সেনের শ্রীমুখে সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রবণ করিয়া যেসকল কথা বর্ণন করিয়াছেন, সকলকেই মিথ্যাশ্রিত বা অভিসন্ধিযুক্ত বলিতে হয়! শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত বিচারকে কেবল প্রভাবকের প্রবঞ্চনা, না হয় কতকগুলি অতিরঞ্জিত-কল্পনামাত্র বলিতে হয়!

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম 'ভাবকেলির ধর্ম্ম' ইহা একদিন ভক্তি-বিরোধী মায়াবাদ-গুরু প্রকাশানন্দেরও অভিমত ছিল এবং প্রত্যেক মায়াবাদী অভক্তেরই এইরূপ ছলের অন্তরালে স্ব-সম্প্রদায়ের গুরুবর্গের পরাজয়কে লুকাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কেবলমাত্র 'ভাবকেলি'র দ্বারা মুগ্ধ হইয়া থাকিলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বৈদান্তিক গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এইভাবে স্তব করিতেন না—

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥*

অদ্বিতীয় সর্ব্বাদিস্বরূপ পরম দয়ালু যে পরম পুরুষ লোক-মধ্যে বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং স্বীয় ভক্তিযোগ প্রচার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি।

বৈরাগ্য ও জ্ঞানকে মায়াবাদিগণও 'ভাবকেলি' বলেন না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত কোন বিচার অর্থাৎ কুতর্ক না করিলেও শাস্ত্র-বিচার করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রবিচারের দ্বারাই সার্ব্বভৌমের

* শিষ্যাচার্য্যবিরুদ্ধ-ভাষ্য অথবা সূত্রাকার-প্রণয়ন?

+ সার্ব্বভৌমের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি—

আজি মোর খণ্ডিল গোসাঞি মোহাদি-বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার-বন্ধন।
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল মোর তনু।
যেহেতু পড়িলে তুমি প্রভাব তখন॥

* এই শ্লোকটি শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা (১।১।১), শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য (১।১০) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (৬।৭৪), শ্রীচৈতন্যভাগবত (অ ৩।১৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (ম ৬।২৫৪) প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই পাওয়া যায়

মত শ্রীমন্মহাপ্রভু খণ্ডন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন—

জগৎ নিস্তারিলে তুমি, দেহ অঙ্গীকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি, এশক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহ পিণ্ড।
আমা ডুবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥

(চৈঃ চঃ ম ৬।২১৩,২১৪)।

তর্কশাস্ত্রের জড়তা স্বয়ং মহানৈয়ায়িক সার্ব্বভৌমও স্বীকার করিয়াছেন। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (২।১।১১) প্রভৃতি বেদান্তসূত্রেও ভক্তিপ্রতিকূল তর্কের হেয়তা স্বীকৃতা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব আচার্য্যমাত্র ছিলেন না। তিনি আচার্য্যগণের মূলপুরুষ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরও প্রভু—শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তাঁহার কৃত্যানুকৃত্যগণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। কাজেই শ্রীশঙ্করাচার্য্য বা শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিগ্বিজয় করিবার প্রচেষ্টা বা নিজমতসমর্থক গ্রন্থ রচনা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু তিনি পুরীতে ও দাক্ষিণাত্যে প্রচার কালে আচার্য্যলীলাভিনয় প্রকট করিয়া লোকমঙ্গলার্থ শাস্ত্রবিচারে * অভক্তিমতবাদসমূহ খণ্ডন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'শিক্ষাষ্টক' ও অন্যান্য কতিপয় শ্লোক এবং তৎপ্রদর্শিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই তাঁহার অভীপ্সিত সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন। তিনি স্বয়ং দক্ষিণদেশ হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা'র পঞ্চম অধ্যায় ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক যে গ্রন্থদ্বয় আনয়ন করিয়া জগৎকে দান করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অভীপ্সিত সিদ্ধান্তগ্রন্থ ও রসগ্রন্থরূপে জগতে বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে জানাইয়াছেন।

* তার্কিক মীমাংসক যত ন্যায়াধ্যায়িগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সভাই প্রচণ্ড।
সভামধ্যে বসি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
পাষণ্ডী আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি' আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা॥
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র 'নবমতে'।
তর্কে খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥
সর্ব্বদিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয়॥

—চৈঃ চঃ ম ৯ম

সুতরাং তাঁহার আর স্বমত-সমর্থক কোন ভাষ্য রচনা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। তিনি শ্রীসনাতন, শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাদের দ্বারাই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উপর প্রতিষ্ঠিত গৌড়মত বা স্বমত-সমর্থক বহু সিদ্ধান্ত ও রসগ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন।

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীকবিকর্ণপুর ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির মতের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে পারে না। তথায় অভিসন্ধিযুক্ত পাঠকের আধ্যক্ষিকতাই বিরোধের মাত্রা সৃষ্টি করে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিবার কারণ নিম্নেশে বলিয়াছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না হৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তা সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি অষ্টম পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বভাগ এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে শ্রীচৈতন্যভাগবতের উত্তরভাগ বলা যাইতে পারে। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর তূষ্ণীপ্রেমে অবস্থানকালীন যে সকল লীলা বিশেষভাবে বর্ণন করেন নাই, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত বেদান্তবিচারের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বর্ণন করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের মতের বিরোধিতা করেন নাই, বরং পরিশিষ্টরূপে মহাপ্রভুর অনন্তলীলা-কথাই বিস্তার করিয়াছেন। এই প্রামাণিক সদ্যুক্তিগ্রহণ করিলে কলহপ্রিয় স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান আধ্যক্ষিক জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না।

"জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি। উল্টা আমার মুণ্ড কাটা গেল তুমি ত জগন্নাথ আমাকে কি করিবেন কথা? তুমি সে আমার বন্ধ ছিণ্ডিবে পরলা॥"(চৈঃ ভাঃ অ ৩১১-১২) —ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যদেবের দৈন্যাত্মিকা ও মায়াময়ী উক্তি উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন যে, "বৃন্দাবন দাসের মতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন।"

নিজ-বন্ধন-বিমোচন প্রার্থনা-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বদ্ধ জীব ছিলেন, আর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরমবৈষ্ণব ছিলেন, ইহা প্রমাণিত হয় না। কারণ, ঐ সকল পদের অব্যবহিত পরেই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার লিখিয়াছেন,—

এইমতে অনেক প্রকারে মায়া করি'।
সার্ব্বভৌম প্রতি করিলেন গৌরহরি॥
না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম।
করিতে লাগিলা সে জীবের মত ধর্ম্ম॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৩১৭-১৮)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের এই সকল উক্তি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে 'মায়া' অর্থাৎ বঞ্চনা করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ঐরূপ প্রশংসাদি করিয়াছিলেন, অথবা পণ্ডিতাভিমানী সার্ব্বভৌমকে নিজ দৈন্যলীলা-দ্বারা বৈষ্ণবতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। **"না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম"**—এই উক্তি হইতেই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পূর্ব্ব হইতে 'কৃষ্ণভক্ত পরমবৈষ্ণব' বলেন নাই, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। যিনি মহাভাগবত বা পরমবৈষ্ণব, তিনি কখনও অন্য মহাভাগবত বা পরমেশ্বরের "প্রকৃত মর্ম্ম" না জানিয়া তাঁহাকে বদ্ধজীবের ন্যায় বিচারপূর্ব্বক তদুপযোগী উপদেশ প্রদান করেন না। মহাভাগবত সকলকে 'বৈষ্ণব' দর্শন করেন, কিংবা মধ্যমাধিকারীর লীলা প্রকাশ করিয়া কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম পূর্ব্বে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ইহা যখন শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লেখনীই প্রমাণ করিতেছে, তখন শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পূর্ব্ব হইতেই 'শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরমবৈষ্ণব' বলেন নাই, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা দেখিয়া সার্ব্বভৌমের সমালোচনার প্রসঙ্গ পাঠ করিলে (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য তৃতীয়) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মধ্য, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) "কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হবেক রক্ষণ" প্রভৃতি উক্তির মধ্যে পরস্পর ঐক্যই অনুভূত হয়। * যে লীলা ঠাকুর বৃন্দাবন সম্পূর্ণভাবে বর্ণন করেন নাই, তাহাই শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিষ্কৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কেবল যে শ্রীচৈতন্যভাগবতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি ঐরূপ দৈন্যাত্মিকা মায়াময়ী উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও সেইরূপ উক্তি পাওয়া যায়, যথা—

"ষড়্দর্শন-বেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু ভাসবতোত্তম॥
তেঁহ দেখাইলা মোরে ভক্তিযোগ-পার।
তাঁ'র প্রসাদে জানিনু 'কৃষ্ণভক্তিযোগ' সার॥"

(চৈঃ চঃ অ ৭।২১-২২)

ইহা দেখিয়া কি 'ভারতবর্ষে'র প্রবন্ধ-লেখক বলিবেন না যে, শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের ন্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পূর্ব্ব হইতেই 'শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরম-বৈষ্ণব' বলিয়াছেন? যদি তাহাই বলেন, তবে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধভাব আছে বলিয়া আর বলা যাইতে পারে না।

'ভারতবর্ষে'র প্রবন্ধ-লেখক আর একটি যুক্তির দ্বারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পূর্ব্ব হইতেই মহাভাগবত বৈষ্ণবরূপে বর্ণন করিতে চাহেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার দর্শন করিয়া, "স্তম্ভাদ্য সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়। নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুস্তাদ্য ভাব হয়॥" (চৈঃ চঃ ম ৬।১২)—এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। এস্থানে বোধ হয় প্রবন্ধ-লেখক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন! শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভু

---

* ঋষ্যশৃঙ্গোদ্ভবের কন্যাতে পূর্ণ যৈ—
অতঃ মহাবংশসমুদ্ভবঃ পুমান্ সুপণ্ডিতঃ শ্রৌতধরঃ কথং ভবেৎ।
সন্ন্যাসধর্ম্মং তমবৈ বিমৃশ্য পুনঃ কৃপাস্তবৈবাকরুণাবিধেয়ঃ।—(১২।৮)
শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা নাটক—৬।৩৮, ৪৯ এবং শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য —১২। ১৬ সংখ্যা আলোচ্য।

কি এতটা অন্যমনস্ক ছিলেন যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে দৃঢ়ীপ্তাদি ভাবের তত্ত্ববেত্তারূপে বর্ণন করিয়াও তাঁহাকে আবার 'কুতর্ক-কর্কশালয়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন? কথিত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে এই ভাবে স্তব করিয়াছেন—

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ **কুতর্ককর্কশালয়ম্**।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বত্রমা ভক্তিভূমানমাচরৎ॥

যে সর্ব্বত্রমা পুরুষ কুতর্ক-কর্কশালয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যেমন মহানৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক ছিলেন, সেইরূপ অলঙ্কারাদি শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি 'দৃঢ়ীপ্ত-ভাবে'র কথা অবগত ছিলেন। শব্দ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেই যে তিনি 'পরব্রহ্মে নিষ্ণাত' হইয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হন, তাহা নহে। আজকাল অনেক জড়-কাব্যের ছাত্রও 'দৃঢ়ীপ্তাদি' ভাবের কথা অলঙ্কার-শাস্ত্র হইতে আয়ত্ত করেন, সেইজন্য তাঁহারা কি মহাভাগবত বা পরম বৈষ্ণব বলিয়া বিবেচিত হইবেন?

তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন - "চিরকাল হইতেই বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক।"—এইরূপ উক্তি শুষ্কভক্তি বা মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রাকৃত-সাহজিক মতবাদবিশেষ। ইহার দ্বারা বুঝা যায়—তর্কবাগীশ মহাশয় 'ভাবপ্রবণতা' বা মনোধর্ম্মকেই 'ভক্তি' মনে করেন। 'চিরদিনই বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা স্বাভাবিকী' ইহা —বলিলে বরং ন্যায়বিচারপুষ্ট হইত। 'ভক্তি' নিরপেক্ষা, উহা বাঙ্গালী, ইংরেজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, পশু, পক্ষী, তৃণ, গুল্ম, লতা প্রত্যেকের হৃদয়েই সুপ্তভাবে রহিয়াছে। তাহা জীবমাত্রের স্বাভাবিক পরমধর্ম্ম। অনর্থের অপগমে সেই নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিকী বৃত্তি প্রকাশিতা হন। চিরকালই পরম মুক্ত-জীবাত্মার কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিকী। বাঙ্গালী বা স্ত্রীলোকের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা ভক্তির 'ছায়াপ্রতিবিম্বাভাস' বা অভক্তিরূপ 'কাম'।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার বৃহদ্-ভাগবতামৃতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৮১৩ম শ্লোকের টীকায় এবং শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৮শ সংখ্যায় শঙ্করাচার্য্যের বাক্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সংশোধন হওয়া ভক্তগণের স্বাভাবিক। কেননা, তাহারা ভ্রমপ্রমাদাদির অতীত ভগবৎপার্ষদ মহাজন বা ব্যাসাদি আচার্য্যগণ অপেক্ষাও নিজদিগকে অধিকতর পণ্ডিত ও জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন।

"পুরীধামে সার্ব্বভৌম-গৃহে কএকদিন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-দেবের নিকটে শঙ্কর-মতানুসারে সার্ব্বভৌমের যে বেদান্ত-ব্যাখ্যা ও শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বিচার ও সার্ব্বভৌমের পরাভব হইয়াছিল" ইহা প্রকৃত সত্য ঘটনা হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবশ্যই জানিতেন এবং শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন অবশ্যই তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণন করিতেন—এই ছল উঠাইয়া 'ভারতবর্ষের' প্রবন্ধ-লেখক শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণনাকে স্বকপোলকল্পিতা বলিবার অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়াছেন!

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌম-উদ্ধার-লীলার কথা সম্পূর্ণভাবে জানিলেও হয়ত আংশিকভাবে তাহা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের নিকট বর্ণন করিতে পারেন, কিংবা সম্পূর্ণভাবে বলিলেও শ্রীচৈতন্যভাগবতকার সমস্ত বিষয় স্পর্শ না করিয়া আংশিকভাবে তাহা গ্রন্থে বর্ণন করিতে পারেন, অথবা তাহার শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত প্রতিজ্ঞানুসারে পরবর্ত্তী 'ব্যাস' অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার প্রভৃতির জন্য উহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া যাইতে পারেন। কারণ, ঠাকুর বৃন্দাবন পুনঃ পুনঃ তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন—

কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাসে।
(চৈঃ ভাঃ আ ১।১১৭)
শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস॥
(চৈঃ ভাঃ আ ২।১৮০)
পূর্ণ করি' তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস।
(চৈঃ ভাঃ ম ২৮।১৬৫)
বেদে ইহা কোটি কোটি বুলি বেদব্যাসে।
বর্ণিবেন নানামতে অশেষ-বিশেষে।
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে, তত্তুর উড়ি' যায়॥

এইমত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই।
যার যতদূর শক্তি সবে তত গাই॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৮।১৮৩ ; ১৯৭-১৯৮)

বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ॥
(চৈঃ ভাঃ অ ২।৩৯৯)

সেই প্রভু কলিযুগে অবতীর্ণ হয়।
সূত্রমাত্র লিখি আমি তাঁহান আজ্ঞায়॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩০২)

পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায়॥
এই সব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যেতে মতে চৈতন্যের যশঃ যে বাখানি॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৪।৫১৮, ৫২১)

কিছুমাত্র আমি লিখিলাঙ জানি যা'রে।
সকল লিখিত তৈব বেদব্যাস-দ্বারে॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৪।৭৫৬)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ যে সকল পরবর্ত্তী লেখকগণকে 'বেদব্যাস' বলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিলে প্রবন্ধ-লেখকেরই কথিত ন্যায়ানুসারে তাঁহাকে কি ব্যাসের মনোরঞ্জনকারী হইতে হইবে না? ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐ সকল উক্তিকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা অন্য ছলের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতের দুইজন পরম প্রামাণিক মহাজনের বর্ণনকে কল্পিত বা পরস্পর বিরোধী বলিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে অভিসন্ধির দ্বারা চালিত, ইহা নিরপেক্ষ সুধী-সমাজের বুদ্ধিতে বেশী বিলম্ব হয় না। শ্রীচৈতন্যদেবের নৈয়ায়িক ও বৈয়াসিক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পরাজিত করিলে পাছে জড় জ্ঞান ও 'মায়াবাদে'র গর্ব্ব খর্ব্ব হয়—এই আশঙ্কায় তর্কবাগীশ মহাশয় যে সকল কুতর্ক ও ছলের আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা সারগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-কীর্ত্তন-মহোৎসবানুষ্ঠান

পরমারাধ্যতম লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী প্রভু শ্রীব্রজমণ্ডলে নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব অহোরাত্র হরিকথা-কীর্ত্তন, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতাবলী-সংকীর্ত্তন, পারায়ণ ও আনন্দ-নৃত্য সহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন। এক সংবাদপত্র জানাইয়াছেন যে,—'তাঁহারা এইরূপ দৃশ্য জীবনে আর কখনও দর্শন করেন নাই' শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-তিথি-পূজা-মহামহোৎসবের জন্য ভীষণ বনজঙ্গলের মধ্যেও পারিপার্শ্বিক দরিদ্রপল্লীসমূহ হইতে স্বয়ং চুন (গমের চূর্ণ) ও ঘৃত প্রভৃতি ভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা পুরি ও রুটি প্রস্তুত করাইয়া, দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়া পরমান্ন প্রস্তুত করাইয়া এবং শাকসব্জী ফলমূলাদি ভিক্ষা করিয়া, নানা কুক্ষিস্থ শাক, ডাল, ভাজা, রায়তা, দধিরা, লাফ্‌রা, ব্যঞ্জন, বিবিধ আচার, সন্দেশ প্রভৃতি উপায়ন গৌরহরিকীর্ত্তনমুখে নিবেদন করিয়াছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট আসিয়া ঠাকুর শ্রীলভক্তি-বিনোদের আবির্ভাবোৎসবের সহযোগিতা করিয়াছেন। উষঃকাল হইতেই শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা-কীর্ত্তন, পঞ্চতত্ত্বের কীর্ত্তন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'। সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি"। 'কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব, 'হরি হরি!' 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ারসাগর,' গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া,' 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসত্ত্ব' 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোঁসাই' 'হরিবোল হরিবোল হরি-বোল ভাইরে' ইত্যাদি ও মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তনান্তে 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' ও 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থ পারায়ণ করেন। তৎপরে সমস্ত উপায়ন (কেবল-মাত্র মাধুকরী রুটি ও দধিরা স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বলিয়া আর পুনরায় নিবেদন করা হয় নাই) নিবেদন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে সমাগত ব্রজবাসিগণকে মহা-প্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া তথা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড { শ্রীগৌড়াব্দ ৪৯, শনিবার, ৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৪৬; ২১শে অক্টোবর, }

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

সম্প্রদায়-প্রণালী সাধকের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। ... সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-সম্প্রদায়, ধর্ম্মালোচনা এবং কর্ম্মবৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্ম-প্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া অনাচার করে দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকেরই কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। (সজ্জনতোষণী ৫ ম

অনন্ত-জনের মূলমন্ত্রের আভাসমাত্র যাঁহারা পাইয়াছেন; তাঁহাদের কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীঃ প্রভুপাদের পত্রাবলী

তীর্থবাস ও ধর্ম্মের আচরণ, উহা আ

যাহাদের আত্মবৃত্তির নিকট নিজেদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, শ্রীগুরুপাদ তাঁহাদিগকে কখনই বাঞ্ছনীয় বোধ করেন না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ

নিগম-শাস্ত্র—অত্যন্ত-বিপুল। তাহার কোন অংশে 'যজ্ঞ', কোন অংশে 'কর্ম', কোন অংশে 'সাংখ্য-জ্ঞান' এবং কোন অংশে 'ভগবদ্ভক্তি' বিস্তৃতরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐসমস্ত ব্যবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ কি এবং কখনই বা কোন্ ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থান্তর স্বীকার করা কর্তব্য,—এরূপ ক্রমাধিকার-তত্ত্ব ঐ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ও সঙ্কীর্ণমেধাযুক্ত কলিহত জীবগণের পক্ষে উক্ত বিপুল-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও বিচারপূর্বক অধিকার-ক্রমে কর্তব্য নির্ণয় করা—অতীব কঠিন। অতএব ঐ সমস্ত ব্যবস্থার একটী সংক্ষিপ্ত ও সরল বৈজ্ঞানিক মীমাংসা—নিতান্ত আবশ্যক। দাশরথি-কালিদাস প্রভৃতি প্রতিভাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া, কেহ কর্মকে, কেহ যোগকে, কেহ সাংখ্য-জ্ঞানকে, কেহ তর্ককে, কেহ বা অভেদ-ব্রহ্মবাদকে 'একমাত্র গ্রাহ্য মত' বলিয়া নির্দিষ্ট করিতেছিলেন। তদ্দ্বারা ভারত ভূমিতে খণ্ডজ্ঞান-জনিত অসম্পূর্ণ মতসমূহ, পাকস্থলীগত অচর্বিত খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল।

উক্ত উৎপাত কলির আগমনের প্রাক্কালে অত্যন্ত প্রবল হইলে, সত্যপ্রতিজ্ঞ পরম-কারুণিক ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজ-সখা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগন্নিস্তারের একমাত্র উপায়স্বরূপ সর্ববেদ-সারার্থ-মীমাংসা রূপ শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা-শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন; সুতরাং গীতা-শাস্ত্র—সমস্ত উপনিষদ্গণের শিরোভূষণস্বরূপে দেদীপ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাসকলের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের চরম-লক্ষ্যরূপ পবিত্র হরিভক্তিই সর্বজীবের নিত্য কর্তব্যরূপে গীতা-শাস্ত্রে উপদিষ্ট। কোন কোন তর্কপ্রিয় পণ্ডিত গীতা-শাস্ত্রকে 'অভেদ-ব্রহ্মবাদ-মতপোষক শাস্ত্র' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত-প্রবর্তক ভগবদ্দেশপালকাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ভগবদ্গীতার যে ভাষ্য প্রস্তুত করেন, তাহাকে লক্ষ্য (আদর্শ মূলভিত্তি) করিয়াই তাঁহারা উক্ত কুতর্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

যে-সকল গ্রন্থে 'কর্ম' বা 'জ্ঞান'কে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, ঐ-সকল গ্রন্থ জড়াবস্থার অধিকারি-দিগের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ। সেই সেই ব্যবস্থার নিষ্ঠা উৎপাদন করিবার জন্য সেই সেই ব্যবস্থাকে 'চরম ব্যবস্থা' বলিয়া নির্দিষ্ট না করিলে তাহা ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থান্তর-স্বীকারস্থলে সেই ব্যবস্থার অধিকারিদিগের নিতান্ত অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা,—এরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম-শাস্ত্রে কর্মকে ও জ্ঞান-শাস্ত্রে জ্ঞানকে 'সর্বোত্তম' বলা হইয়াছে। এইপ্রকার কৌশল অবলম্বন করা কর্তব্য কিনা, তাহা এস্থলে বিচার করা যাইতেছে না, কেবল উক্ত কৌশল যে বহুতর শাস্ত্রে অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাই বিজ্ঞাত হউক। যে-গ্রন্থে সাধনকালে কর্ম-জ্ঞান-প্রধানীকৃতা ভক্তি এবং ফলকালে নিরুপাধিক প্রীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই গ্রন্থই সর্বজীবের নিতান্ত শ্রেয়স্কর। উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা—সর্বতোভাবে শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র। মূলবিশেষে আবশ্যকতা-মতে ঐসকল শাস্ত্রে 'কর্ম', 'জ্ঞান', 'মুক্তি', 'ব্রহ্মলাভ' ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু চরম-মীমাংসা-স্থলে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।

গীতা-শাস্ত্রের পাঠকদিগকে দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে;—এক ভাগের নাম 'স্থূলদর্শী', এবং অপর ভাগের নাম 'সূক্ষ্মদর্শী'। স্থূলদর্শী পাঠকগণ কেবল বাক্যার্থ লইয়াই 'সিদ্ধান্ত' করে; সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। স্থূলদর্শী পাঠকগণ আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম—নিত্য, অতএব সমস্তগীতা শ্রবণ করত অর্জুন যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়ধর্মই স্বীকার করিলেন অতএব বর্ণধর্মবিহিত কর্মাশ্রয়ই গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ এরূপ জড়-সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হ'ন না, তাঁহারা হয় 'ব্রহ্মজ্ঞান', নতুবা 'পরা-ভক্তি'কেই গীতা-তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির করেন। তাঁহারা বলেন যে, অর্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার—কেবল অধিকার-নিষ্ঠারই উদাহরণমাত্র,—গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়; মানবগণ স্বভাবানুসারে কর্মাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং কর্মাধিকার আশ্রমপূর্বক জীবযাত্রা-নির্বাহ করিতে করিতে শুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিবে।

কর্ম্মাস্ত্র না করিলে জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত হয় না; জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত না হইলেও আবার তত্ত্বদর্শন সুলভ হয় না। অতএব তত্ত্বলাভ-সম্বন্ধে কর্ম্মের ও বর্ণধর্ম্মের একটী সুদূরবর্ত্তী 'সম্বন্ধ' আছে। জীবের যে-পর্য্যন্ত বন্ধনমুক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। অর্জ্জুনে যে স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাতে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। অতএব অর্জ্জুন গীতা-শ্রবণপূর্ব্বক যুদ্ধ অঙ্গীকার করায়, ইহাই স্থির হয় যে, ব্রহ্ম-স্বভাব ব্যক্তি গীতা শ্রবণ করত উদ্ধবের ন্যায় প্রব্রজ্যা অঙ্গীকার করিবেন। অতএব গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে-ব্যক্তি যে-স্বভাব-সম্পন্ন, তদনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট জীবনযাত্রোপযোগী কর্ম্ম স্বীকার করত পরতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্ত্তব্য; তাহাতেই শ্রেয়ঃ নিহিত। অধিকার-ত্যাগপূর্ব্বক বদ্ধজীবের পক্ষে তত্ত্বলাভের সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'পরমবৈষ্ণব অর্জ্জুন কি ব্রহ্মস্বভাবসম্পন্ন ন'ন?' ইহার উত্তর এই যে, অর্জ্জুন মুক্তাত্মা বটেন, কিন্তু ভগবানের প্রপঞ্চাবতরণকালে তাঁহার লীলাপুষ্টির জন্য ক্ষত্রস্বভাব স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার তাৎকালিক স্বভাব—ক্ষত্রিয়-বৃত্তি; সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ অধিকার-তত্ত্বের জ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—এই মাত্র বুঝিতে হইবে।

সরল বুদ্ধিদ্বারা আলোচনা করিলে জীবের জড় বদ্ধাবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয় এবং সেই শোচনীয় অবস্থা হইতে কোন মঙ্গলময় বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থাকে 'উপেয়' বা 'প্রয়োজন' বলি; যদ্দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে 'উপায়' বলি। শাস্ত্রকারগণ কেহ 'যজ্ঞ'কে, কেহ 'যোগ'কে, কেহ 'তর্ক'কে, কেহ 'পূজা'কে, কেহ 'বৈরাগ্য'কে, কেহ 'তপস্যা'কে কেহ 'ধর্ম্ম-যুদ্ধ'কে, কেহ 'ঈশ্বরোপাসনা'কে, কেহ 'ধর্ম্ম'কে, কেহ 'শুদ্ধাভক্তি'কে, কেহ 'প্রায়শ্চিত্ত'কে, ও কেহ 'দান'কে (প্রয়োজন-প্রাপ্তির) 'উপায়' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবম্বিধ নানা-নামে অবৈজ্ঞানিকরূপে অভিহিত হইয়া উপায়-তত্ত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিল। কালে বিজ্ঞান ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কাজে কাজেই সংখ্যায় লাঘব হইয়া পড়িল। দেখা গেল যে, ঐ সকল উপায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটী তত্ত্বের অধীন; 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি'।

স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিশুদ্ধ বিচার-দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীবের সিদ্ধসত্তা—চিন্ময়ী। মায়াগর্ভে উৎপত্তি কেবল ঐ সিদ্ধসত্তার জড়সঙ্গ-দশামাত্র, অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য-শক্তি ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত চিৎতত্ত্বের জড়-সম্বন্ধের অন্য হেতু বা সম্ভাবনা নাই; তাহা পরিমেয় নরবুদ্ধির সীমাবর্ত্তিত নহে। অতএব উভয় দশা-ভেদে জীব—দুই প্রকার, 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ'। মুক্তজীব—দুইপ্রকার অর্থাৎ কোন কোন জীব কখনও বদ্ধ হন নাই (অর্থাৎ নিত্য-মুক্ত) এবং কোন কোন জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন (অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত)। উভয়বিধ মুক্তজীবই শাস্ত্রা-তীত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য বদ্ধজীবে লক্ষিত হয়, তাহা মুক্ত জীবে নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রেম-ভক্তির উপাধিবিশেষ। সেই উপাধি যে-জীবের প্রেমরূপ নিত্য-ধর্ম্মকে স্পর্শ করে, তাহারই বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ উপাধি-সহকারে প্রেমবৃত্তি 'বিকৃত' হইয়া বন্ধ (কর্ম্ম)-রূপ একটী আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল-বিশেষে 'জ্ঞান'রূপে আর এক প্রকার আকার পাইয়া থাকে; সাধন-ভক্তিই ঐ বৃত্তির তৃতীয় আকার। তন্মধ্যে 'সাধনভক্তি'রূপ আকারটীই বদ্ধ জীবের স্বাস্থ্য-লক্ষণ, অপর দুইটী আকার—জড়-সম্বন্ধরূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীর-সত্ত্বে কর্ম্ম—অপরিহার্য্য। শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যে-সমস্ত কার্য্য করা যায়, তন্মধ্যে যে-সকল কর্ম্ম জগতের অমঙ্গল জনক, সে-সকলকে 'বিকর্ম্ম' বা 'কুকর্ম্ম' বলে; মঙ্গলজনক কর্ম্ম না করার নামই 'অকর্ম্ম'; যে-সকল কর্ম্ম জগন্মঙ্গলজনক, সেইসকলকে 'কর্ম্ম' বলে। কর্ম্ম—চারি প্রকার, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কর্ম্মমাত্রেরই একটী একটী অবান্তর ফল আছে; যথা, আহারের ফল—শরীর-পোষণ ও বিবাহের ফল—সন্তানোৎপত্তি। অবান্তর ফলগুলি সহজেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক-চক্ষে দৃষ্টি করিলে শান্তিই ঐ সকল ফলের 'চরম-ফল' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছুদূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে, জড়-যন্ত্রণা হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণের সেবা-লাভই পরম-শান্তি। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি

শরীর-পালক কর্ম ; যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে ; তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গ-যোগে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম,—এই চারিটী 'শারীর'-যোগ ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা,—ইহারা 'মানস'-যোগ এবং সমাধি—'আধ্যাত্মিক'-যোগ। এই সমুদায়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম। বেদে ও তদ্ভিন্ন বিংশতি ধর্ম-শাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও বর্ণাশ্রম-বিহিত সকলপ্রকার সামাজিক-কর্মের ব্যবস্থা আছে। যে-কোন শাস্ত্রে ঐ সকল কর্মের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সেই শাস্ত্রে ঐ সকল কর্মের আপাততঃ অবান্তর ফলসমূহ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের চরম-সিদ্ধান্তে কোন প্রকার শান্তিলক্ষণ-ফলেরই উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাঙ্গ-যোগশাস্ত্রে বিভূতি-পাদে নানাপ্রকার ঐশ্বর্যরূপ 'অবান্তর' ফল কথিত হইয়া, কৈবল্য-পাদে কেবল 'শান্তি'কেই 'ফল' বলিয়া স্থির করা হইয়াছে ; সকল কর্মই প্রথমে সুখ-ভোগরূপ ফললাভের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া কৈবল্যাদি শান্তি-সুখকেই 'শ্রেয়' বলিয়া তৎপ্রতিই লক্ষ্যবদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শান্তি—'ভুক্তি' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব-মাত্র—স্বয়ং 'সুখবিশেষ' নহে। তখন কোন প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চিৎসুখের অন্বেষণ হয়। অভেদ-ব্রহ্মসুখ পর্যন্ত সমস্ত অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎসেবা-সুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই 'কর্ম' 'ভক্তি'রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্মফলের চরম উদ্দেশ্য। যে-কর্মে ঐ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই, সে কর্ম—ভগবদ্বহির্মুখ ; তাহাকেই 'কর্ম' বলা যায়। ভগবৎসেবাপরায়ণ হইলে তাদৃশ কর্মের নাম 'সাধনভক্তি' হয়, তখন 'কর্ম' নাম থাকে না।

জড়-বদ্ধ হইলেও জীব স্বয়ং স্বরূপতঃ চিন্ময়-তত্ত্ব, অতএব তাহার পক্ষে জ্ঞানালোচনা স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা চারিপ্রকার অর্থাৎ জড়ীয়-জ্ঞানালোচনা, নৈতিক-জ্ঞানালোচনা, জড় ও নিজের ব্যতিরেক-জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধ-জ্ঞানালোচনা। দর্শন-প্রকরণাদিরত জড়ীয় 'বিষয়-জ্ঞান'ই 'জড়ীয় জ্ঞান'। ধ্যান-ধারণা-কল্পনা-বিভাবনাময় মানস-জগতের জ্ঞানকেই 'নৈতিক-জ্ঞান' বলে। জড়ীয় ও নৈতিক-জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গ-যোগের অন্তর্গত সমাধি অথবা সাংখ্য-যোগীর অন্তরিন্দ্রিয়-প্রক্রিয়া দ্বারা স্থগিত করিলে, জড় ও নিজের ব্যতিরেক-জ্ঞানরূপ 'কূট সমাধি' হয়। এইস্থলে শরীরীর অভেদ-ব্রহ্মবাদ অথবা পরতন্ত্রতীর ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ কৈবল্যবাদ উদিত হয়। বিকল্পাদিক চিৎতত্ত্বের শুদ্ধাবস্থার অর্থাৎ জড় ও নিজের 'সাক্ষাৎকার' বা 'কূট-সমাধি'র ব্যতিরেক ভাবনা দূর হইলে, শুদ্ধ চিৎতত্ত্বের সহজ প্রকাশ হয় ; তাহার নাম 'সহজ সমাধি' বা 'শুদ্ধজ্ঞান' ; এই জ্ঞানই ভক্তি-পোষক। জ্ঞানালোচনা দ্বারা বদ্ধজীব প্রথমে জড়-জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে ঐ সকল বস্তুগত-ধর্ম এবং বস্তুসকলের মিলনাবস্থায় সেই সমস্ত ধর্ম উদিত হইলে ঐ সকল বিষয় অবগত হইয়া থাকে ; কখনও বা ঐ সকল বস্তু ও ধর্ম আলোচনা করিয়া সকলের কর্তা ও পালয়িতারূপ ঈশ্বরকে নির্দ্দেশকরত তাঁহার প্রতি এক প্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে ; কখনও বা এই জগৎকে 'নশ্বর' জানিয়া নিজে বৈরাগ্য সাধন করে এবং প্রপঞ্চাতীত কোন অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অভেদ-ব্রহ্মবাদের কল্পনা করে ; কখনও বা বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি ঘৃণা করিয়া নাস্তিত্ব ও নির্ব্বাণকেই 'সুখ' বলিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্যোগ করে। যেরূপেই আলোচনা করুক না কেন, অভেদ-চিন্তা ও নির্ব্বাণ-চিন্তাকে 'অকিঞ্চিৎকর' জানিয়া জীব অবশেষে কোন পরম-তত্ত্বের অনুগতা স্বীকার করে। সেই আনুগত্য স্পষ্টীভূত হইলেই 'ভক্তি' হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞানফলের চরম উদ্দেশ্য। কর্মের অবান্তর ফল—'ভুক্তি' ও জ্ঞানের অবান্তর ফল—'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যে স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরমফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্বহির্মুখ, এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে-স্থলে তাহাকে 'সাধন-ভক্তি' বলা যায়।

অনেকে মনে করেন যে, ভক্তির নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নাই ; কেবল কর্মের বিশুদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাকেই 'ভক্তি' বলা যায়,—এইরূপ সিদ্ধান্ত—ভ্রমাত্মক। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মার আস্বাদনবৃত্তির পরিচালনাকে 'কেবলা', 'অকিঞ্চনা' বা 'অনন্যা'-ভক্তি বলা যায় ; তাহার অন্তরঙ্গ নাম—প্রেম ; আর আত্মার বিচার-বৃত্তির

পরিচালনাকে 'জ্ঞান' বলে। আস্বাদনশূন্য বিচার চরমে প্রায়ই অভেদ-ব্রহ্মবাদ বা নির্ব্বাণবাদরূপ অনর্থকে আনয়ন করে। জীব স্বভাবতঃই 'আস্বাদন'-প্রধান। কেবল বিচার-ময় হইতে গেলে স্ব-স্ব-ভাব হইতে চ্যুত হইতে হয়। জ্ঞান যখন প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন 'জ্ঞানমিশ্রা'-ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন প্রেমপ্রাচুর্য্যক্রমে বিচার-বৃত্তিকে বর্জ্জিত করে, তখন কেবলা-ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

জীবের সত্তা—'নিত্য', অতএব তাহার আলোচনা-বৃত্তিও 'নিত্য'। আলোচনা-বৃত্তি নিত্য হইলে তাহার কার্য্যও সুতরাং নিত্য। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা-ভেদে জীবের কার্য্য দুই প্রকার; অর্থাৎ 'নিরুপাধিক' ও 'সোপাধিক'। জড়-সঙ্গক্রমে জড়াভিমানই জীবের উপাধি, সেই উপাধিক্রমে জড়ীয়-শরীরে ও ঐ শরীরের অনুগত সমস্ত ব্যাপারে যে 'অহংতা' ও 'মমতা' জন্মে, তাহাই জীবের জড়াভিমান বা 'দেহাত্মাভিমান'। জড়-বদ্ধজীবের কার্য্য—সোপাধিক; আর যাঁহারা জড়ে বদ্ধ হন নাই বা যাঁহারা ভগবৎকৃপা-বলে জড়-মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য—নিরুপাধিক। বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক কার্য্যের নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক কার্য্যের নামই 'কর্ম্ম'। জড়-মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরুপাধিক হয়। সোপাধিক অবস্থায় জীবের কর্ম্মানুষ্ঠান অপরিহার্য্য। জীবের স্বরূপ-তত্ত্বে প্রেম-সেবাই 'সহজ-ধর্ম্ম' সেই ধর্ম্ম বদ্ধাবস্থাতেও জীবের সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং আছে। বহির্ম্মুখ-কর্ম্মের প্রবলতা-প্রযুক্ত তাহা সুপ্তপ্রায় থাকে। সৎসঙ্গক্রমে যে-সকল জীবে উক্ত বহির্ম্মুখতা খর্ব্ব হয়, ঐ সকল জীবে সেবা-বৃত্তির প্রবলতা হয়; তখন তাহাকে 'কর্ম্মমিশ্রা-সাধনভক্তি' বলে। সেবা-বৃত্তি প্রচুররূপে বলবতী হইলে কর্ম্ম ক্রমশঃ ভগবদ্-বহির্ম্মুখতারূপ স্ব-স্বরূপকে পরিত্যাগ করে, তখন উহা কেবলা-ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

জড়বদ্ধের কার্য্যের ন্যায় মানবদিগের কর্ম্ম জ্ঞানশূন্য নয়। যে কর্ম্ম মানবকর্ত্তৃক কৃত হয়, তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনা কখনও কর্ম্মশূন্যতা লাভ করে না; আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। ঐ আলোচনাও একটী কর্ম্ম বিশেষ, এজন্য স্থূলবুদ্ধি-ব্যক্তির নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের ঐক্য প্রতীত হয়। তাত্ত্বিক-বিচারে 'কর্ম্মের স্বরূপ' ও জ্ঞানের স্বরূপ' পৃথক্; তদ্রূপ কার্য্যকালে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে 'পৃথক্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও, তাত্ত্বিক-বিচারে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়।

নিরুপাধিকী চিন্ময়ী প্রেম-সেবাই ভক্তির 'সিদ্ধ স্বরূপ'। যদিও জড়-বদ্ধাবস্থায় তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সহজ নয়, তথাপি তদ্বিষয়ে জ্ঞাতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা সহজে প্রতীত। যাঁহারা ক্রমিকক্রমে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কেবল তর্ককে আদর করেন না, তাঁহারাই ভক্তি-তত্ত্ব অবগত হ'ন।

ভক্তি—দ্বিবিধা অর্থাৎ 'কেবলা' ও 'প্রধানীভূতা'। কেবলা-ভক্তি—স্বতন্ত্রা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-সঙ্গ-শূন্যা; তাহাকেই 'নিরুপাধিক প্রেম', 'নিরুপাধিক সেবা', 'অহৈতুকী ভক্তি' 'অকিঞ্চনা ভক্তি' ইত্যাদি নাম দিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা-ভক্তি—তিনপ্রকার অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রধানীভূতা, জ্ঞান-প্রধানীভূতা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা। যে-কর্ম্ম বা যে-জ্ঞানে ভক্তির প্রাধান্য ও কর্ম্ম বা জ্ঞানের ভক্তি-দাসত্ব লক্ষিত হয়, সেই কর্ম্ম বা জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি-বৃত্তি আছে, তাহাকেই 'প্রধানীভূতা ভক্তি' বলা যায়। যে কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তি-বৃত্তির প্রাধান্য নাই অর্থাৎ কর্ম্ম বা জ্ঞানেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে, সেই কর্ম্মের নামই 'কর্ম্ম' ও সেই জ্ঞানের নামই 'জ্ঞান' ঐ কর্ম্ম বা জ্ঞানকে 'ভক্তি' নাম দেওয়া যায় না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন-স্বরূপ। অতএব তত্ত্ব বিচারদ্বারা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

গীতা-শাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম', দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্ পৃথক্-রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই 'শ্রেষ্ঠতা' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি—অত্যন্ত গূঢ় তত্ত্ব; অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবন-স্বরূপ ও অধিনায়ক বলিয়াই ভক্তি-বিষয়ক বিচারকে ব্যবস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এবম্বিধ বিশুদ্ধভক্তিই গীতা-শাস্ত্রে 'জীবের চরম উদ্দেশ্য' বলিয়া উপাদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে 'ভগবৎশরণাপত্তি'ই যে 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম' উপদেশ,—ইহা পরিজ্ঞাত হইবে। পাঠকবৃন্দ তাহাপূর্ব্বক

অন্তঃকরণে শ্রীল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকার সহিত গীতাশাস্ত্র মুহুর্মুহুঃ পাঠ করত জীবন সফল করুন।

দুরাগ্রহবশে, এপর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে-সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই অভেদ-ব্রহ্মবাদিদিগের রচিত। বিশুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তি-সম্মত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশিত নাই। শাঙ্কর-ভাষ্য ও আনন্দগিরি টীকা—সম্পূর্ণ অভেদ-ব্রহ্মবাদপূর্ণ। শ্রীধর স্বামীর টীকা ব্রহ্মবাদপূর্ণ না হইলেও তাহাতে সাম্প্রদায়িক শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের গন্ধ আছে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর টীকাটি যেরূপ ভক্তিরোধক-বাক্যে পূর্ণ, চরম-উপদেশ-স্থলে সেরূপ কল্যাণপ্রদ নহে। শ্রীবলদেব-স্বামীর ভাষ্যটি—সম্পূর্ণ ভক্তি-সম্মত বটে, কিন্তু অবশ্যেষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শিক্ষাপূর্ণ গীতাভাষ্যরূপে কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির আস্বাদকদিগের আনন্দ-বৃদ্ধি হয় না। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাসম্মত মহামহোপাধ্যায় ভক্ত-শিরোমণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত গীতাভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটি—বিচারপর, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকাটি—বিচার ও প্রীতি-রস এতদুভয় বিষয়েই পরিপূর্ণ

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-সাহিত্যে অবতারবাদ

কার্ত্তিক (১৩৪৬) মাসের 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকার ১২৭ পৃষ্ঠায় শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় "বুদ্ধাবতার চৈতন্যদেব" শীর্ষক এক প্রবন্ধে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, উৎকলদেশীয় কবিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে গৌতম-বুদ্ধের অবতাররূপে বহু স্থানে বর্ণন করিয়াছেন'। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার তিরোধানের পর উৎকল সাহিত্যে ঐরূপ 'বুদ্ধাবতার' রূপে কথিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত "পরবর্ত্তিকালে আরও কয়েকটি বুদ্ধের অবতার দেখা দিয়াছিল। এই বুদ্ধাবতারের উল্লেখ ছিল—

যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব
একচ্ছত্র রাজা করি শাক্যসিংহ দিব।"

("বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ"—হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধনলেখ-মালা)

'প্রবাসী'র প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্যদেবকে "বুদ্ধাবতার-কল্পনা যাঁহাদের গ্রন্থে দেখিতে পাই, তাঁহারা মনে-প্রাণে বৈষ্ণবই ছিলেন—বৌদ্ধ নহে। অনেকে এই ধরণের লেখকদের 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ ধারণার সারবত্তা নাই।"

কেন ঐরূপ বুদ্ধাবতার-কল্পনাকারিগণকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলা উচিত নহে, তাহা প্রবন্ধ-লেখক এইরূপ যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে,—

(১) "অচ্যুতানন্দ দাস (পুটিয়া) ভাগবত ও দারু-ব্রহ্মগীতা-লেখক জগন্নাথ দাস ও প্রেমভক্তি-ব্রহ্মগীতা-লেখক যশোবন্ত দাস (খলিক) মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। অচ্যুতানন্দ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় তিনি বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করেন (শূ: সং প্রথম অধ্যায়)।"

(২) "মহাপ্রভু তাঁর জীবদ্দশাতেই (!!) * জগন্নাথের সহিত অভিন্ন বিবেচিত হইয়াছিলেন। (কবিকর্ণপুর—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৬।৪৪; ৮।৭ ও চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য ১৬।৪৭) ঈশ্বরদাস, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতির মতে তাঁহার তিরোভাবও হইয়াছিল জগন্নাথের মধ্যে। জগন্নাথের সাদৃশ্যে শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণের ব্যাখ্যা করিতে বুদ্ধাবতার-কল্পনা গড়িয়া উঠিল। চৈতন্যদেব জগন্নাথ-বুদ্ধের অবতার, কাজেই জগন্নাথের মধ্যে লীন হওয়াই হইল স্বাভাবিক পরিণতি। তাই অচ্যুতানন্দ লিখিতেছেন,—

কলারে কলা সেহিরূপে মিশি গলা।

—কলা অংশে অবতীর্ণ চৈতন্যদেব ষোলকলায় জগন্নাথের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।"

'প্রবাসী'র প্রবন্ধ-লেখক যে সকল উৎকল কবির মতবাদকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ' বলিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা কতটা উপযুক্ত প্রমাণপুষ্ট, তাহা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা আবশ্যক; তৎপরে শ্রীচৈতন্যদেব 'বুদ্ধাবতার' কিনা, তাহার মীমাংসা হইবে। প্রবন্ধ-লেখক যে-সকল উৎকল-কবিগণের নাম করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁহাদের পুঁথি হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা লইয়াই আলোচনা

* (!!) এইরূপ চিহ্ন গৌড়ীয়-সম্পাদকের প্রদত্ত

করা যাউক। তাঁহার উদ্ধৃত 'কৃষ্ণদাসের গীতিতে দেখা যায়—

বউদ্ধ প্রভু নিরাকার, তোহোরে দশ অবতার।

অর্থাৎ প্রভু বুদ্ধ 'নিরাকার' বা আকাররহিত। তিনি দশ অবতাররূপে প্রকাশিত (সাকার) হইলেন।

এইরূপ সিদ্ধান্ত কখনও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কোন বৈষ্ণব বলেন না যে,—"ভগবান্ 'নিরাকার' ছিলেন, অবতার গ্রহণ করিয়া 'সাকার' হইয়াছেন।" বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক অবতারই অপ্রকট লীলায়ও নিজ ধামে নিত্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদিসহিত নিত্যকাল বিরাজিত। তিনি সেই নিত্যস্বরূপই কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রকট করেন। যখন তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন যুগপৎ নিত্য-বৈকুণ্ঠে ও প্রপঞ্চে সেই একই অপ্রাকৃতস্বরূপ বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশমান রাখেন। ভগবানের দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই। অবতারের দেহ নিত্য। কারণ, তাহা স্বরূপশক্তি-প্রকটিত। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অবতার-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় শ্রীধর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত গোস্বামিবৃন্দ ও বৈষ্ণবগণের এইরূপই, সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা চরম তত্ত্বকে নিরাকার বিচার করিয়া তাঁহার প্রকাশিত রূপকে অনিত্য মনে করেন, তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী। অচিন্মাত্রবাদী বৌদ্ধগণের বিচারও ঐ জাতীয়। কাজেই চিন্মাত্রবাদী নির্ব্বিশেষবাদীকে 'প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ' বলা হয়। বৈষ্ণব-কবি শ্রীল জয়দেব বুদ্ধ-সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করেন নাই। শ্রীজয়দেবের প্রামাণিকতা স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল জয়দেব গাহিয়াছেন—

দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।
সদয়হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥

প্রবন্ধ-লেখক, রামানন্দ ঘোষের যে কবিতা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় বুদ্ধাবতার যবন-ম্লেচ্ছের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া শাক্যসিংহকে একচ্ছত্র রাজা করিয়া দিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-লীলা বিস্তারের পরে এইরূপ অনেকগুলি বুদ্ধাবতার দেখা দিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ঐরূপ অবতারেরই অন্যতম। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীব্যাস-লিখিত কোন পুরাণে, কবি জয়দেবের গীতিতে বুদ্ধকে এইরূপ ভাবে কল্পনা করা হয় নাই। 'অহিংসা'-প্রচারের জন্যই বুদ্ধের অবতার হইয়াছিল। যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া রক্তের স্রোতঃ প্রবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে 'অহিংসা ধর্ম্মে'র প্রচারকের আবির্ভাব হইতে পারে না।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের 'বিষ্ণু-কিষণ' নামক একজন অবতারেরবংশীয় যোগী অতিবাড়ী দলের কল্পিত কতকগুলি পুস্তকের প্রমাণ দেখাইয়া আপনাকে 'ভগবানের অবতার' বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি উড়িষ্যার নানা স্থানে এইরূপ এক বিজ্ঞাপন প্রচার করাইয়াছিলেন—

"বনেরে অছি বিষ্ণুকিষণ।
ওপরে অছি ন জানই আন॥
১৩ মীনরে আরম্ভিব রঙ্গ।
চতুর্ভুজ হোই নাশিব ম্লেচ্ছগণ॥"

উড়িষ্যার তদানীন্তন কমিশনার রেভেন্সা সাহেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিবিচারক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা ঐরূপ প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক বুদ্ধাবতারের অহংগ্রহোপাসনা বা নির্ব্বিশেষ-বাদ অপরাধের সুবিচার করাইয়া যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরে বঙ্গদেশে যেরূপ বহু কল্পিত অবতার * সৃষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলাস্থলী উৎকলপ্রদেশেও বহু কৃত্রিম অবতার নানাপ্রকার কল্পিত পুঁথির দোহাই দিয়া তত্ত্বজ্ঞান-হীন ব্যক্তিগণের নিকট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যাহারা প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারে না, যাহারা কেবলমাত্র সাহিত্যচর্চ্চারূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের মধ্যে শাস্ত্রের ভার বহন করে, এবং যাহারা মনোধর্ম্মকেই 'ভক্তি বা বৈষ্ণবতা' বলিয়া মনে করে, যাহারা বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য এবং বৈষ্ণবের তারতম্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, যাহারা মহাজন পদাশ্রয় করে নাই, তাহারা ঐ সকল পাষণ্ডমতকেও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করে। ইহা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী দৈবী মায়ারই প্রবঞ্চনা।

প্রবন্ধলেখকের কল্পিত অচ্যুতানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, যশোবন্ত দাস প্রভৃতি "পরম বৈষ্ণব ও মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র" ছিলেন, অথচ তাঁহাদের নাম ও বৈষ্ণবতা শ্রীচৈতন্যদেবের

* ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৮৮ দ্রষ্টব্য

প্রামাণিক চরিত লেখকগণ, যথা—শ্রীল স্বরূপ-দামোদর, শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল মুরারি গুপ্ত, শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি কেহই উল্লেখ করেন নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। এমন কি, উৎকলের গৌরপার্ষদ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরিবারভুক্ত শ্রীগৌরচরিত-লেখক শ্রীগোবিন্দদেবও ঐ সকল ব্যক্তির বৈষ্ণবতার কথা উল্লেখ করেন নাই, ইহা আরও অধিক আশ্চর্য্য। উপরি উক্ত নিষ্কিঞ্চন ও নিষ্পৎসর ভাগবতবর্গের লেখক গৌড়ীয় শ্রীচৈতন্য-চরিত লেখকগণ যে আধুনিক যুগের অতি নীচ প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট ছিলেন, তাহাও বলা যায় না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তাঁহারা উৎকলের শ্রীরায় রামানন্দকে উচ্চতম স্থান প্রদান করিতেন না এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সাড়ে তিনজন রাধিকার গণের মধ্যে শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীশিখিমাহিতি ও তাঁহার ভগ্নীর নাম উল্লেখ করিতেন না। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীকাশীমিশ্র, শ্রীভবানন্দ রায় ও তাঁহার পঞ্চপুত্র, শ্রীমুরারি মাহিতি, শ্রীকানাই খুটিয়া প্রভৃতি শত শত উৎকল ভক্তগণের এত মাহাত্ম্য গৌড়ীয় ভক্তগণের দ্বারা প্রচারিত হইত না।

'প্রবাসী'র প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের এরূপ ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রীতিকর হয় নাই। ষোড়শ শতকের শেষ দিক হইতে চৈতন্যধর্ম্মের আধিপত্য থাকাপাকি হইল। জগন্নাথের প্রভাব হ্রাস পাওয়া ইহার এক কারণ। জগন্নাথের মধ্যে লীন হওয়া ও বুদ্ধাবতার কল্পনা এই দুই মতবিরুদ্ধ তথ্যের পাল্টা জবাব দিলেন অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নরহরি চক্রবর্ত্তী। ভক্তিরত্নাকর অনুসারে মহাপ্রভু গোপীনাথের বিগ্রহে সংযোজন হইলেন (অষ্টম তরঙ্গ)।"

প্রবন্ধ-লেখকের এই সিদ্ধান্ত কিন্তু উৎকলের প্রামাণিক ভক্তিসাহিত্যসমূহ সমর্থন করে না। প্রামাণিক শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখকগণ আধ্যক্ষিকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-লীলার আলোচনা করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যকার কেবলমাত্র ইহা লিখিয়াছেন,—

"এবং বিংশতিহায়নান্তরভবাৎ যাত্রাং বিলোকাখিলাদ্
যং যামাথ জগাম কৈশ্চিদপি তৈঃ সার্দ্ধং কৃপাসাগরঃ॥

এইরূপে শ্রীজগন্নাথদেবের বিংশতিবৎসর-সম্ভূত উৎসবাবলী পরিদর্শন করিয়া লওয়ার সময় শ্রীগৌরচন্দ্র কতিপয় ভক্তের সহিত নিজ ধামে গমন করিলেন।

উৎকল-কবি সোবিন্দদেব সপ্তদশ শতাব্দীর রচিত "শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ" নামক তদীয় গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটলীলার কথা অন্যভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ফাল্গুনী শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলের সিন্ধুতটে অবস্থান করিয়া স্বীয় ব্রজ ও নবদ্বীপের পরিকরগণের সহিত লীলাবিলাস করেন এবং স্বীয় অনুগমণ্ডলীর নিকট বৈষ্ণবের তারতম্য, বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি-নিষেধ, শ্রীকৃষ্ণনামের নিরন্তর আশ্রয়-গ্রহণপূর্ব্বক ব্রজভজন করিবার উপদেশাদি কীর্ত্তন করিয়া (যাহা শ্রীরূপ তাহার উপদেশামৃতে কীর্ত্তন করিয়াছেন) পূর্ণিমার সন্ধ্যার সমুদ্রের উপকূলেই অন্তর্হিত হন। তখন চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল এবং শ্রীঅদ্বৈতাদি পার্ষদবৃন্দ তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ইত্থং যাবৎ পঠতি কঠিনীভূত্য সর্ব্বাঙ্গবন্ধান্
তাবৎ প্রাপ্তো বসুধি বদনে কামকাম্যোহন্ত বর্ণঃ।
গৌরীকুর্ব্বন্ অরুণমহসা বিশ্বমীষৎক্ষণেন
কৌষ্ঠীং ত্যক্ত্বা ক্ষণরুচিরিবার্দ্ধধে গৌরকৃষ্ণঃ॥
শান্তে তস্মিন্নরুণমহসি প্রাদুরাসীৎ সুধাংশু-
স্তত্তেজোভিস্তমসি শমিতে তে সমুন্মীলিতাক্ষাঃ।
অদ্বৈতাদ্যাঃ পরমপুরুষা ভাবমালক্ষ্য কৃৎস্নো
সর্ব্বং শূন্যং দদৃশুরবনীং তৎপরাবাপবেদ্যাং॥
হা হন্তেতি ক্রুশতাং তত্র তেষাং
আসীদ্ গ্রস্তো রাহুণাপ্যেবধীশঃ।

—শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ, ১৮শ সর্গ, ৫৭-৫৯ শ্লোক

শ্রীজগন্নাথ বা শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহের মধ্যে লীন হওয়ার কিম্বদন্তীও সাধারণে সমভাবে প্রচারিত আছে। শ্রীজগন্নাথ বা শ্রীগোপীনাথ শ্রীচৈতন্যদেব হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহেন। তবে প্রবন্ধ-লেখকের কবি অচ্যুতানন্দের বিচারের মধ্যে ভেদদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত কবি শ্রীচৈতন্যদেবকে ষোলকলাময় জগন্নাথদেবের "কলা-অংশ" বলিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের ভেদ করিয়াছেন এবং ঐরূপ বিচারে 'জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ বা বৌদ্ধনির্ব্বাণবাদ' প্রকাশিত

হইয়াছে—ইহাই ভক্তি-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। একদিন নীলাচলে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু বঙ্গদেশের এক 'যথা-তথা' কবির এইরূপ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এক শ্লোক শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস!
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তারে কৈলি ভঙ্গ নশ্বর প্রাকৃত-কায়!
পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তারে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান!
তুই ঠাক্রি অপরাধে পাইবি দুর্গতি!
অভক্তজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি!
আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'!
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা 'অপরাধ'!
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ।
দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।"

(চৈঃ চঃ অ ৫।১১৭—১২৩)

'প্রবাসী'র প্রবন্ধ-লেখকের কথিত উৎকল কবিগণের সিদ্ধান্তেও ঐরূপই সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—

"কলিযুগে দারুব্রহ্ম রূপ মো হইব।
নয়নরে দেখিলে পাপক মুক্ত হেব॥
তহিঁ মধ্যরে অষ্ট অবতার যে হোইব।
কিঞ্চিৎ দিনরে যে চৈতন্য নাম হেব॥"

(নিরাকারদাসের ভূমর-সংহিতা, ২২শ অধ্যায়)

কবি নিরাকার দাস সত্য সত্যই নিরাকারবাদ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ প্রচার করিয়াছেন। 'অষ্ট অবতার' বলে কবি কি বলিতে চাহেন? 'মহিমা-ধর্ম্ম'-প্রবর্ত্তক মহিমাস্বামীর কবিতায়, কৃষ্ণদাসের 'ব্রহ্মগীতা' প্রভৃতিতে স্পষ্ট নির্ব্বিশেষবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখকের কথিত 'শূন্যসংহিতা' বৌদ্ধ শূন্যবাদেরই প্রচার করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের আদি-পর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমে জগন্নাথের প্রভাব হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখক-গণের যাবতীয় গ্রন্থ শ্রীজগন্নাথের মাহাত্ম্য সহস্রমুখে গান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথের শ্যামসুন্দর মুরলীবদন দর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপুরুষোত্তমে তাঁহার অন্ত্যলীলা প্রকট না করিলে আজ শ্রীজগন্নাথের এইরূপ মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুতে ও শ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভুতে কোন ভেদ দর্শন করেন নাই। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে একই বিগ্রহ জগদ্ উদ্ধারার্থ ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে দুইরূপে প্রকটিত।

"জগন্নাথ হন কৃষ্ণের 'আত্মস্বরূপ'।
কিন্তু ইঁহা দারুব্রহ্ম—স্থাবরস্বরূপ॥
তাঁহা সহ আকৃতি একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ দুইরূপ হঞা॥
সংসারতারণ-হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন কভি একেতে ঐছে প্রাপ্তি॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর-ব্রহ্মরূপে কৈলা অবতার॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার।
সব-দেশের সব লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সবলোকে নিস্তারিলা ভ্রমণ-ব্রহ্ম হঞা॥"

(চৈঃ চঃ অ ৫।১৫৮-১৫৩)

শ্রীমদ্ভাগবত　শ্রীজয়দেবাদি বৈষ্ণব-কবিগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে অংশিতত্ত্ব অবতারিরূপে বিচার করিয়া বুদ্ধকে বিষ্ণুর নৈমিত্তিক অংশাবতাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। সকল বৈষ্ণবাচার্য্যই বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াছেন। বুদ্ধকে কেহ অবতারী বা অবতারের মূলপুরুষরূপে বর্ণন করেন নাই; কিন্তু প্রবাসীর প্রবন্ধ-লেখকের উদ্ধৃত কোন কোন উৎকল কবি বুদ্ধকেই অবতারগণের মূলপুরুষ করিবার অভি-সন্ধি দেখাইয়াছেন। ইহাতে বৈষ্ণবতার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কেতেহেঁ যুগত যাইছি বউদ্ধ অবতার অছি।
বউদ্ধ প্রভু নিরাকার হোইলেণ্দশ অবতার॥
মানবরূপ দেহ ধরি সত্ত পালিন দুষ্ট মারি।
সে দেশ অবতার করে বিজয়ে বউদ্ধরূপে গোপ্য হএ।
অনেক অবতার যিব বউদ্ধ সবু দিনে থিব॥

বঙ্গের শারদোৎসব

বঙ্গদেশে শারদোৎসব একটি সামাজিক উৎসবরূপে পরিণত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বর্ত্তমানকালে জড়সাহিত্যিকগণ সাধারণের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও বহির্মুখ কৌতূহল চরিতার্থের জন্য নানাপ্রকার সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন। তৎসঙ্গে এই সকল সাহিত্য-দ্বারা ব্যবসায়ী সংবাদপত্রসমূহ অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছে।

এইসকল সাহিত্যের মধ্যে মহামায়ার প্রতি যে ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে অনেক কথার মধ্যে সকলেই ন্যূনাধিক এই কথাটি বলিয়া থাকেন যে, জননীর আগমনে বঙ্গের দুঃখ-দৈন্য দূর হইতেছে না, বরং প্রতি বৎসর বৃদ্ধিই পাইতেছে—ইহাই বিশেষ পরিতাপের বিষয়। বর্ত্তমানে সেই দুঃখ মোচন করাই মহামায়ার একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। যদি জগতের দুঃখ-দৈন্য দূর না হইল, তবে 'ভগবান্' কল্পনা ও তাঁহার পূজা করিয়াই বা কি লাভ?

এবার কোন এক বিখ্যাত সাহিত্যিক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"চারিদিকে এত দুঃখ, দারিদ্র্য, অত্যাচার, অবিচার যে সত্যই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—মা কি 'চক্ষু-কর্ণ খেয়ে' রহিয়াছেন? কি প্রয়োজন ছিল বহু হইবার? প্রতিপালন যে করিতে পারে না, তাহার এত সন্তানের জননী হইবার কি প্রয়োজন ছিল?"

*

'এবার মা যাহা হইয়াছেন, দেখুন; শীর্ণা, অস্থিচর্ম্মসারা, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া, দুর্ব্বলা—নিশিদিন সারাক্ষণ শুকাইতেছেন, —'ম্যায় ভুখা হুঁ' স্তনযুগল শুষ্ক, বক্ষ নগ্ন, পীযূষধারার অফুরন্ত নির্ঝর উহাতে শুকাইয়া গিয়াছে।"

আর এক কবি লিখিয়াছেন,—

"সুজলা সুফলা শ্যামলা বঙ্গ
সে কি মা শুধুই গীতির অঙ্গ?
ফিরে কি দিবে না জননী গো
মোর বিভব তার?
জ্যোতির্ম্ময়ী কি লবে না ঘুচায়ে
অন্ধকার?"

অন্য এক কবি গাহিয়াছেন,—

"বছর-বছর পূজো পেতে সাধ যদি তোর মহামায়া,
পূজোর মতন উপায় করে' দিস্‌নে কেন হরজায়া?
অন্নহারা, বস্ত্রহারা কাটছে জীবন মনের দুঃখে,
তিনটি দিনের তরে এলি কি দিব তোর চন্দ্রমুখে?
তুই নাকি মা অন্নপূর্ণা, আসল উপায় দে'না ব'লে,
ঘটের মতো প্রাণের পূজো করি মা, তুই সদয় হ'লে।"

আবার কোন কোন পণ্ডিত "শ্রীব্রহ্মসূত্র—শ্রীদুর্গা" প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিয়া 'ব্রহ্মসূত্রে'র মধ্য হইতে মহামায়ার পূজার সূত্র আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহবা "মহামায়ার পূজারিগণ অহৈতুকী অকিঞ্চনা ভক্তির সেবক নহেন, তাঁহারা কামনামূলেই মহামায়ার আরাধনা করিয়া থাকেন"—এই অপবাদ-মোচনের জন্য বৈষ্ণবগণের অনুকরণে রামপ্রসাদের গানের ধুয়া ধরিয়া লিখিয়াছেন—"ও মা, চিনি হ'তে ভাল-বাসি না, মা, চিনি খেতে ভালবাসি।"

এই সকল কথা বিচার করিলে অনেকে অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু অকিঞ্চনা অহৈতুকী ভক্তির অধিষ্ঠাত্রী পাতিব্রত্যের মর্য্যাদা-স্থাপনের জন্য ঐসকল বিষয়ের বিচারের আবশ্যকতা আছে। 'চিনি হ'তে' অর্থাৎ ব্রহ্ম হইবার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা 'চিনি খাওয়ার' চেষ্টা শ্লাঘ্য বা অকিঞ্চনা ভক্তি নহে, তাহাও সম্ভোগবাদ। অকিঞ্চনা ভক্তি 'বিপ্রলম্ভ' অর্থাৎ পরিপূর্ণ সেবা করিয়াও সেবার অতৃপ্তিমূলেই প্রতিষ্ঠিত। উপাস্য বস্তুকে ভোগ করিব—এইরূপ বিচারকে 'উপাসনা' বা 'ভক্তি' বলা যায় না। কোন এক সাধক গাহিয়াছেন,—

"উমা, মুদা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য।
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তা'র ভিতরে।"

মা'র ভিতরে বা ব্রহ্মের ভিতরে মিশিয়া গেলে আর প্রেম থাকিল না। শ্রীচৈতন্য সেইরূপ প্রেমের প্রেমিক ছিলেন না। "অথচ শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর" ন্যায়ে আজ-কাল শ্রীচৈতন্যের প্রেমের দোহাই সকলেই দিতেছেন এবং তাঁহার অনুকরণে অনেকেই অহৈতুকী ভক্তির অবৈধ ও কৃত্রিম কল্পনা করিতেছেন।

বঙ্গের 'শারদোৎসব' পারমার্থিক সাহিত্যিকগণ যেভাবে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমরা তাহারই অনুসরণ করিব। গৌড়ের ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বঙ্গের শারদোৎসবের কথা তাঁহাদের সাহিত্যের মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন। যখন অতি হীন-দরিদ্রের অভিনয়-কারী ষোড় মোচা কলা-বেচা শ্রীধরকে শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও, কহ দেখি, শুনি?
দেখ, এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে' সব নগরিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১২।১৮৪, ১৮৭)

তদুত্তরে শ্রীধর কি বলিয়াছিলেন?

শ্রীধর বোলেন, "বিপ্র, বলিলা উত্তম।
তথাপি সবার কাল যায় এক সম॥
রত্ন ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে'।
পক্ষিগণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়।
সবে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ১২।১৮৮-১৯০)

ইহার উত্তরে আবার মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু বোলে,—"তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তাহা মুই বিদিত করিমু কতদিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ১২।১৯১-১৯২)

এই গুপ্ত ধনের উত্তরাধিকারী আমরা সকলেই। মহা-মায়া নানাপ্রকার আসক্তিক সামগ্রী প্রদান করিয়া আমাদিগকে আমাদের পরমপিতার নিত্যধনের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন, ইহাই আমাদের প্রকৃষ্ট দণ্ড। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় ভগবান্ বিষ্ণুর অনুচরগণ আমাদিগকে এই গুপ্তধনের কথা এইভাবে বলিয়া দেন—

"তুমি কেন এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥"

তখন সেই সর্ব্বজ্ঞ কিরূপ করিয়া সেই গুপ্ত ধন পাওয়া যাইবে, তাহারও উপায় বলিয়া দেন—

'এই স্থানে আছে ধন' বলি' লক্ষিবে খুদিবে।
'ভীমরূপ-রক্ষণী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পা'বে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের কলসি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্তে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্তো তাঁরে ভজি॥
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥
অতএব 'ভক্তি' কৃষ্ণপ্রাপ্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি, তা'রে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণ-প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥
দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন॥

(চৈঃ চঃ ম ২০।১৩২-১৪৩)

ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব

গত ২৩শে আশ্বিন রবিবার বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তি-প্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী ঠাকুর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে কৃপাপূর্ব্বক শুভবিজয় করিয়া অবিরাম হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার বীর্য্যবত্তী বাণী শ্রবণ করিয়া নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্মৃতি শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে অধিকতরভাবে উদ্দীপ্ত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় তাঁহার হরিকথা-কীর্ত্তনে, জীবের মঙ্গল-চিন্তনে, সর্ব্ববিধ অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনে, বহুরূপী নির্ব্বিশেষমত-বাদ-খণ্ডনে কোনরূপ ক্লান্তি নাই।

১১শে আশ্বিন প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে হরিকথা কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। বহু মঠসেবক তন্ময়চিত্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার অযাচিত করুণা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাইতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমেই নির্ব্বিশেষবাদের গর্হণমুখে বলিতেছিলেন,—"নির্ব্বিশেষবাদীর কথা শুনিবে না। ভোগী হওয়া বরং ভাল, তবুও নির্ব্বিশেষবাদী হওয়া ভাল নহে। নির্ব্বিশেষবাদী চেতনবিলাসকে ধ্বংস করিতে চাহে। • • • মনে করিত, সমগ্র মিলনের মধ্যে একমাত্র সে-ই স্বয়ং নির্ব্বিষয়ী হইয়া অহৈতুক হরিনাম করিতেছে, আর প্রভুপাদ—বিষয়ী (?)! ছোট কাপড় পরিধান করা বা শীতকালে খালি গায়ে থাকার নাম 'বৈরাগ্য' নহে। পোষাকের ব্যবহারের প্রকারভেদে ভগবৎকৃপালাভের বা বৈষ্ণবতার তারতম্য হয় না। বৈষ্ণবের বিচার এত ক্ষুদ্র অনভিজ্ঞের মত নহে যে, তাঁহারা ঐরূপ কোন স্থূল ব্যাপারকে বহুমানন করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ • • • কে বলিয়াছিলেন,—'সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভিক্ষা কর, ভিক্ষালব্ধ বস্তুর দ্বারা বৈষ্ণবের সেবা কর; তাঁহাদের প্রসাদপ্রাপ্তির পর যদি কিছু অবশেষ থাকে, তবে তাহা গ্রহণ কর; সুবুদ্ধি রায়ের মত কাঠও কাটিয়া বৈষ্ণবের সেবা কর।' যাঁহারা নির্জ্জনভজনের নামে খালা ঘুরাইয়া অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে প্রভুপাদকে 'কলা' দেখাইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ-ভক্তিবিরোধী। এই প্রকৃতির এক ব্যক্তি একসময় ইং ১৯১৮ সালে নভেম্বর মাসে উদ্ধারণপুরনোদ্যেশে শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইবার পথে গৌড়ীয়সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'একটা লোক কূপে পতিত হইয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া এক-জন হরিভজনকারী গমন করিতেছেন; তিনি কি করিবেন? তিনি কি তখন হরিনামের মালা রাখিয়া ঐ লোকটাকে উদ্ধার করিবেন না?' ঐ লোকটা দেহটাকেই 'জীব' বিচার করিয়াছিল। কোন পৃথিবী-বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত নিদ্রা নিবারণের জন্য ঘরের কড়ির সঙ্গে শিখা বাঁধিয়া রাখিয়া অধ্যয়ন করিতেন। তদ্রূপকরণে নিদ্রা দমন করিয়া হরিনাম করিবার ছলনায় পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিও ঘরের কড়ির সঙ্গে শিখা বাঁধিয়া রাখিয়া অভ্যাসযোগ সাধন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ কোন এক অকপট কোমলশ্রদ্ধ শিষ্যকে তাহার অধিকারানুযায়ী হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ঐ সেবাকে বহিরঙ্গ কার্য্য মনে করিয়া প্রায় সারারাত্র জাগিয়া হরিনাম উচ্চারণের অভিনয় করিতেন। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি একি করিতেছ?' সে উত্তরে বলিল—'ইহা অভ্যাস-যোগ।' আমি তাহাকে বলিলাম—"এইরূপ কৃত্রিম অভ্যাস করিতে যাইও না, কএক দিনের মধ্যেই শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন আর এ "অভ্যাস-যোগ" টিকিবে না।

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।" "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে". "এই মত সংসার ভ্রমিতে কোন জন।" প্রভৃতি বাক্যে ভাগ্য বা সুকৃতির কথা পাওয়া যায়। কৃষ্ণের গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা আছে ইহারই নাম ভাগ্য। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত আমাদের উপায় নাই। কাহার উপরে কৃপা বর্ষিত হইতেছে, কি করিয়া বুঝা যায়? তাঁহার ক্রিয়ার দ্বারাই বুঝা যায়। যাঁহার উপর কৃষ্ণের কৃপা হইয়াছে, তিনি কখনও ঠকিবেন না। তাঁহার হরিগুরুবৈষ্ণবে 'শ্রদ্ধা', নামে 'রুচি', ইতরবিষয়ে 'বিরক্তি' ও সেবাবিজ্ঞানের উপলব্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

যুক্তবৈরাগ্যের নামে কিরূপ ভোগ-চেষ্টা গত আঠার বৎসর যাবৎ চলিতেছিল। সঙ্কর্ষণের কর্ষণ ব্যতীত ইহার মূল কিছুতেই উৎপাটিত হইতে পারে না। সঙ্কর্ষণ প্রভুর

অচিন্ত্যশক্তি। তাঁহার কৃপা না হইলে শুদ্ধভক্তিবিরোধিনী দুর্বুদ্ধি যায় না। সহস্রবদন প্রভু কর্ষণ করিয়া দিলে ব্রহ্মক্ষেত্রের প্রাকট্য হয়, তখন সেই ব্রতের ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় ভক্তের জোলে লাগে। সঙ্কর্ষণের মত বড় বৈষ্ণব মর্য্যাদা-মার্গে আর কেহ নাই। আর কে কে বৈষ্ণব? সোমসৌম্যমৌলি অর্থাৎ উমার সহিত বর্ত্তমান যে শম্ভু, তিনি মস্ত বৈষ্ণব, চতুঃসন, নববোগেন্দ্র, তাঁহাদের পিতা ঋষভদেব, ভরত —ইহারা পরম বৈষ্ণব। ইহাদের সেবার রসানুসারে কৃষ্ণ ইহাদের বশে আছেন।

•

শ্রীগৌরসুন্দর রামানন্দ, স্বরূপ-দামোদরকেও পরীক্ষা করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামীর সম্বন্ধে রায়-রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'শ্রীরূপ তাঁহার নাটকে কিরূপ ভক্তি-সিদ্ধান্ত লিখিয়াছে?' যেমন ঠাকুর, তেমন তাঁহার চেলা। কথার মত কথা বলিতে পারিলে তিনি অন্তরে সন্তোষ লাভ করেন, নতুবা পরীক্ষা করেন। শ্রীরাধারাণীর প্রেষ্ঠা সখী—ললিতা; কিন্তু তাঁহা অপেক্ষাও শ্রীরূপমঞ্জরী তাঁহার অনুগগণের নিকট অধিক প্রিয়। তাই শ্রীরূপের এত প্রশংসা।

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভাবেকরূপে ভজামহে শ্রীবিলাসরূপে॥

(চৈঃ চঃ ম ১৩।১২১)

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার এত দয়ার মধ্যেও মায়াজাল বিস্তার করিয়া নিজের অন্তরঙ্গগণকেও পরীক্ষা করিয়াছেন। আবার তিনি কাহাকে না কাঁদাইয়াছেন? শচীকে, নবদ্বীপ-বাসী ও ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণকে—সকলকেই কাঁদাইয়াছেন। নবদ্বীপ হইতে যখন তিনি চলিয়া যান, তখন কি ভক্তগণ ক্রন্দন করেন নাই? বিদ্যানগর হইতে যখন চলিয়া যান, তখন রায়রামানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিত গদাধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ও গোপীনাথের সেবা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; তথাপি মহাপ্রভু গদাধরকে সঙ্গে নেন নাই। তিনি নিষ্ঠুরতা কখন করেন নাই; কিন্তু ইহাই তাঁহার ঔদার্য্যবিলাস।

• • •

আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—ইহারা আর্ত্তি, অর্থার্থিতা, জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানপিপাসা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তির অধিকারী হন। গজেন্দ্র আর্ত্ত হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন। পরে তাঁহার বিচার আসিল—আমি নিজের সুখের জন্য ভগবান্‌কে খাটাইলাম। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহা বিধান করুন। তিনি আর্ত্তির মধ্যে যে কামনা, তাহা ছাড়িয়া দিলেন।

ধ্রুব অর্থার্থী অর্থাৎ রাজ্য-সিংহাসনলাভে ইচ্ছুক হইয়া পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাচ অনুসন্ধান করিতে করিতে যখন দিব্যরত্ন লাভ হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন, তখন প্রাকৃত অর্থের কামনা ছাড়িয়া দিলেন। পৌরুষ জ্ঞান-লাভের কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীহরির উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসার মধ্যে যে কামনা, তাহা তিনি পরে ছাড়িয়া দিলেন। চতুঃসন, নববোগেন্দ্র প্রভৃতি জ্ঞানানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির সেবায় আকৃষ্ট হইলেন। প্রহ্লাদের ভক্তির মধ্যে মহিমাজ্ঞান-কলিত কৃতজ্ঞতার ভাব আছে, কিন্তু পরীক্ষিতের তাহা নাই। ভগবান্ প্রহ্লাদকে নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া-ছিলেন বলিয়া প্রহ্লাদ ভগবান্‌কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া-ছিলেন। আর পরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন—'তক্ষক দংশন করে করুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু হে মুনিগণ, আপনারা কৃষ্ণকথা গান করুন, আমি যেন আপনাদের মুখ-বিগলিত শ্রীহরিকথামৃতের সেবন করিতে পারি।' প্রহ্লাদ ও বলি—ইহারা শুদ্ধভক্ত। মার্কণ্ডেয়—ইনি শিবের পরম ভক্ত হইয়াও শুদ্ধ বৈষ্ণব। ইনি হরকে 'আশ্রয়বিগ্রহ' বা 'কৃষ্ণপ্রেষ্ঠতম'রূপে দর্শন এবং হরিকে 'বিষয়বিগ্রহ'রূপে দর্শন করেন। ইক্ষ্বাকু, বৈবস্বতমনু বা শ্রাদ্ধদেব (একই ব্যক্তি) স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁহার দুহিতা দেবহূতি—ইহারা সকলেই শুদ্ধ বৈষ্ণব। মহারাজ পৃথু, মহারাজ প্রিয়ব্রত, বিদেহরাজ নিমি, মহারাজ শ্রুতদেব, মহারাজ বহুলাশ্ব, মহারাজ পুণ্ডরীক, মহারাজ অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ—পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে ইহারাও মহাবৈষ্ণব। গরুড়, বিষ্বক্‌সেন, নন্দাদি পার্ষদবর্গ—ইহারা শুদ্ধভক্ত। যমরাজ নিজের ওজনে যাবতীয় সুনীতি-দুর্নীতিপরায়ণ অবৈষ্ণবের বিচার করিয়া থাকেন। তাই তিনি বলেন—

হরিগুরুবিমুখান্ প্রশান্তি মর্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতাস্ত্রমস্করোমি॥

যমরাজ যমুনার ভ্রাতা। বৈবস্বত মনু ও যমরাজ—সূর্য্যের এই দুইজন পুত্রই শুদ্ধ বৈষ্ণব। হনুমান্, বিভীষণ,

সুভদ্রা, অজয়, সুবেশ, কৌশল্যা প্রভৃতি বৈষ্ণব। দ্বারকার অধিবাসিগণের মধ্যে সুচন্দ্র-মণ্ডন প্রভৃতি অনুগবাস। উগ্র, বিদূর, সাত্যকি, দৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব, অক্রূর, দারুক ও উদ্ধব এবং গদ ও সারণ প্রভৃতি কৃষ্ণের অনুচরগণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ প্রভৃতি পুত্রগণ, রুক্মী, উগ্রসেন, সান্দিপনী প্রভৃতি এবং দেবকী ও বসুদেব প্রভৃতি পিতৃমাতৃগণ, অষ্টপট্টমহিষী রুক্মিণী, সত্যভামা (সত্যা), জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, লক্ষণা, শৈব্যা, ভদ্রা, প্রভৃতি ষোড়শসহস্র মহিষী—ইহারা সকলেই প্রেষ্ঠ বৈষ্ণব।

ব্রজে শান্তরসে যমুনা কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা। মহানীপ বা মহাকদম্বতরু, যাহাকে কদম্বরাজ বলা হয়, তিনি কৃষ্ণের শান্তরসের সেবক, তাঁহারই অনুসঙ্গে ব্রজের যত বৃক্ষগণ। ব্রহ্মবি, দেবর্ষি প্রভৃতি ব্রজে নানা বৃক্ষ ও ভ্রমরাদিরূপে কৃষ্ণগুণ করেন। গোকুলে সমস্তই কৃষ্ণের ব্যাপার। ইহা কিন্তু প্রাকৃত কবির মনোবিলাস কল্পনা নহে, পরম বাস্তব। আধ্যাত্মিক বা সাহিত্যিক ইহা বুঝিতে পারিবে না।

গোকুলে রক্তক, পত্রক, মধুকণ্ঠ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, প্রেম, শারদ প্রভৃতি অনুচরগণ। ব্রজে সখা, সুহৃৎ, প্রিয়সখা, প্রিয়নর্মসখা—এই চার প্রকার সখা। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবপ্রস্থ ও অন্যান্য (বরুথপ, কুসুমাপীড় প্রভৃতি) 'সখা' (বয়ঃ কনিষ্ঠান্) এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলভদ্র ও মণ্ডলীভদ্র প্রমুখ সখাগণই 'সুহৃৎ' (বয়োঽধিক), সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীদাম ও অন্যান্য সখা শ্যাম, সুধাম, বসুদাম, ভদ্রসেন প্রভৃতি 'প্রিয়সখা'। শ্রীদাম বৃষভানুকুমার অর্থাৎ বার্ষভানবীর ভ্রাতা, বৃষভানুরাজ কন্যা শ্রীমতীকেই অধিকতর আদর করেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবল ও উজ্জ্বল এবং অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত, মধুমঙ্গল প্রভৃতিই কৃষ্ণের 'প্রিয়নর্ম সখা'। ইহাদের কাছে কৃষ্ণের গোপনীয় কিছু নাই। সুবল ও উজ্জ্বল most confidential with regard to Krishna's Disports with His Gopis in "মধুররস"। বালকৃষ্ণের সেবক—নন্দ যশোদাদি পিতৃমাতৃবর্গ, গৌগণ্ড কৃষ্ণের সেবক—সখাগণ, আর কৈশোর কৃষ্ণের সেবক—প্রিয়নর্ম সখাগণ। যশোদা—নবনবতামবর্ণা, তাঁহার বসন বহু রঙে বিচিত্র। তিনি কৃষ্ণকে একমুহূর্ত্ত না দেখিলে কোটি যুগের গণনা করেন।

অঙ্গণা রঙ্গনাভাং নবঘনাভাং বিচিত্রকচিনিচয়াম্।
বিচিত্র বসনাং যশোদাং শ্রীযশোদাং মুহুর্মমস্যামি।

নন্দ—চন্দন-কনকবর্ণ, ঘৃতকায়, শুদ্ধ-সত্ত্বপূর্ণ। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে অনুপম বাৎসল্য অঙ্কিত। অপ্রাকৃত বাৎসল্যের তীব্র তৃষ্ণা ও মমতা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া নন্দ-যশোদা-রূপে প্রকাশিত রহিয়াছে।

পঙ্কজকাঞ্চনবরনং সুন্দরকুর্চ্চং মুকুন্দজনকনমনম।
নন্দং তুন্দিলবন্দুরং চন্দনগৌরদ্বিজং বন্দে ৭

মধুররসে সখী নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরম-প্রেষ্ঠা সখী। বৃন্দা, ধনিষ্ঠা ও কৃতমিকা প্রভৃতি সখী, কস্তুরী, চম্পকবল্লী, মণিমঞ্জরী ও কনকমঞ্জরী প্রভৃতি 'নিত্যসখী', বাসন্তী ও লবঙ্গমুখী প্রভৃতি 'প্রিয়সখী', আর ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী—এই অষ্ট পরমপ্রেষ্ঠা সখী।

সান্দীপনি মুনির মাতা পৌর্ণমাসী, তাঁহারই কন্যা বৃন্দা, আর পুত্র মধুমঙ্গল। পৌর্ণমাসী—লীলাশক্তি। রসোৎকর্ষের জন্য তিনি ব্রজনবযুবযুগলের মিলন বিধান করান। এইসকল নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গের চিত্তবৃত্তির প্রতি লোভযুক্ত হইয়া যদি তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিবার সুবুদ্ধি ও সৌভাগ্য তাঁহাদেরই কৃপায় (অন্য কোনও সাধনের দ্বারা নহে) লাভ হয়, তবেই আমরা কোন দিন কোন জন্মে কৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে পারিব।

ঐ সকল বৈষ্ণবগণের মধ্যে যে তারতম্য, তাহাতে যেন জড়ভেদের বিচার উপস্থিত না হয়। চিদেকরস লইয়া যে তারতম্য, তাহা মস্ত বড় কথা। যেমন নারায়ণ ও কৃষ্ণে ভেদ নাই, চিদ্‌রসে আস্বাদক ও আস্বাদ্যের তারতম্য। চিদেকরসের নাম রতি। তথায় অধরজ্ঞানবিলাস নির্ম্মলভাবে আস্বাদিত হইতে থাকে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

ফৌজদারী মামলার রায়

গত জুলাই মাসে কুঞ্জবিহারী সাহা (বিদ্যাভূষণ) তাহার সহযুক্ত কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া অবৈধভাবে গৌড়ীয়-মঠে প্রবেশ করেন এবং অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীধর মহারাজ, গিরি মহারাজ, হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে মঠের সেবা-পূজা, পাঠ-কীর্ত্তন প্রভৃতি নৈমন্দিন সেবাকার্য্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন উৎপাদন ও বিরক্তি-জনক কার্য্য করিতে থাকিয়া শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত করিতে থাকিলে 'সজ্জনিতোষণী' চেয়ারম্যান শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, সভ্য শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী প্রমুখ চারিজন কলিকাতা ম্যাজিসনাল চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নিকট ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা মতে—

কুঞ্জবিহারী সাহা; ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত; কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী; প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী; কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী; হরি-প্রসাদ ব্রহ্মচারী; কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী; ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী; বরদরাজ ব্রহ্মচারী; বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী; হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী; দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী; প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী; রাধারমণ ব্রহ্মচারী; নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী; ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি; ভক্তিপ্রহ্লন বোধায়ন; ভক্তিসখক দুহ্যাত্রমী; শ্রীনাথ দাস; সুরেন সোয়ালো; সুরেশ দোবে; অধীর; নিশিকান্ত চ্যাটার্জ্জি; লক্ষ্মণ; অন্নদাপ্রসাদ; ভক্তিরক্ষক শ্রীধর; ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য; ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি; কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী; ত্রিগুণা মুখার্জ্জি; বাসুদেব মজুমদার; ভবানী চ্যাটার্জ্জি; জগৎ পাল; কানাইলাল দে; নারায়ণ মুখার্জ্জি; বিনয়ভূষণ ব্যানার্জ্জি; অতুলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ওরফে অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী—এই ৩৭জনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করেন। উক্ত মোকদ্দমা উভয় পক্ষের শুনানী হইবার পর বিচার হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর যে শেষ হুকুম দিয়াছেন তাহার অবিকল নকল নিম্নে প্রকাশিত হইল। উক্ত হুকুমে ১ম পক্ষ বলিতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতি চারিজনকে বুঝায় এবং ২য় পক্ষ বলিতে কুঞ্জবাবু প্রভৃতি ৩৭ জনকে বুঝায়। এই হুকুমের দ্বারা মঠের সেবাকার্য্য-পরিচালন-কার্য্য ও দখল সম্বন্ধে ২য় পক্ষের যাবতীয় বিরোধী চেষ্টা প্রশমিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Application No., Misc. 1285 of 1939
IN THE COURT OF THE A. C. P.
MAGISTRATE, CALCUTTA

1. Bhakti Pradip Tirtha and 3 others
Versus 1. Kunja Behari Saha (Vidyabhusan) alias Kunja Behari Adhikari and 36 others.

FINAL ORDER :—

It appears that a Receiver has been appointed who has not taken charge yet. 1st. party will continue to be in possession of the Math until the Receiver will take over.

2nd. party will have the right to worship but not to interfere in the management. If 2nd. party interferes or commits any offence a regular complaint should be made. Orders u/s 144 Cr. P. C. vacated.

Sd/- W. Islam.
P. Magistrate, Calcutta
13th October, 1939.

ম্যাজিসনাল চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট
আদালত, কলিকাতা।

মোকদ্দমা দরখাস্ত নং ১২৮৫।১৯৩৯

ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ও অন্যান্য তিন জন.....

বনাম

২। কুঞ্জবিহারী সাহা (বিদ্যাভূষণ) ওরফে কুঞ্জবিহারী অধিকারী ও তৎসঙ্গে অন্যান্য ৩৬ (ছত্রিশ) জন..... ২য় পক্ষ।

শেষ হুকুম

ইহা প্রকাশ যে, জনৈক রিসিভার নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি অদ্যাবধি চার্জ্জ গ্রহণ করেন নাই। প্রথম পক্ষের দখল বলবৎ থাকিবে এবং যতদিন রিসিভার মঠের ভার গ্রহণ না করিবে ততদিন মঠ তাহাদের দখলে থাকিবে।

দ্বিতীয় পক্ষ ঠাকুরের পূজায় যোগদান করিতে পারিবে কিন্তু মঠের সেবাকার্য্য-পরিচালনায় তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় পক্ষ কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে অথবা কোন অন্যায় অপরাধযুক্ত কার্য্য করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে রীতিমত নালিশ দায়ের করিতে হইবে। ফৌঃ কাঃ বিঃ আইনের ১৪৪ ধারার অভার রহিত করা হইল।

(স্বাঃ) ডব্লিউ, ইস্‌লাম,
এডিশনাল চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট,
কলিকাতা। ১৩ই অক্টোবর, ১৯৩৯

প্রচার-প্রসঙ্গ

চট্টগ্রামে—শ্রীবিশ্বানিধি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একোত্তরশততম আবির্ভাবোৎসব-সচাকরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস বহু উচ্চপদস্থ সজ্জনপরিবৃত একটি সভায় মঠসেবকগণ বক্তৃতা ও "শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-সংখ্যা" গৌড়ীয় পাঠ করেন। সভাভঙ্গে সমাগত শত শত সজ্জনকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আসামে—আসামবাসী ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী', 'শ্রীনন্দোৎসব' 'শ্রীগুরু-পূজোৎসব' ও 'শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাবোৎসব' সংকীর্ত্তনমুখে পরমৈকান্তিকতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। আসাম-বাসী ভক্তগণের এইরূপ আর্ত্তি-দর্শনে শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যমণ্ডলী সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। আসাম-দেশে শ্রীরূপানুগ-শুদ্ধভক্তি-প্রচার অচিরেই বিস্তৃতি লাভ করিবে—শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ এইরূপ আশা পোষণ করিতেছেন।

এই সকল উৎসব বিভিন্ন শুদ্ধভক্তিপ্রতিষ্ঠানে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানাভাবে তাহা প্রকাশিত হইতে পারিল না।

গৌড়ীয়-মিশনের সম্পাদক মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের লিখিত 'Government In Religious Association', 'Is all activity worship ?' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহ যথাক্রমে 'Sunday Advance' (July 9, 1939), 'The Dharmarajya (July 20, 1939), 'The Bharat Dharma' (August 1939) সংবাদপত্রসমূহে এবং দৈনিক 'মাতৃভূমি'তে (সোমবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৪৬ বাং) "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত "মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ঐ সকল পত্রিকার সম্পাদকবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভ্রম-সংশোধন

গত ১৮শ খণ্ড গৌড়ীয়ের ২য়-৩য় সংখ্যায় ১৯ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভের ১৩শ পংক্তিতে 'শুদ্ধবিদ্যাপ্রভূত' স্থলে 'শুদ্ধবিদ্যা-প্রভূত', ঐ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১৭শ পংক্তিতে 'দমুদায়ই' স্থলে 'সমুদায়ই', ৩৪ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভের ১ম পংক্তিতে 'সম' স্থলে 'শম', ৩৬ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভের ২০শ পংক্তিতে 'হরিসেবা-তাৎপর্য্যকে' স্থলে 'হরিসেবা-তাৎপর্য্যকে', ৩৭ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভের ৭ম পংক্তিতে 'ভেদ কল্পনা করিয়া' স্থলে 'ভেদ কল্পনা না করিয়া', ঐ ৮ম পংক্তিতে 'ভাবসমূহে আবদ্ধ থাকায়' স্থলে 'ভাবসমূহে আবদ্ধ না থাকায়,' ১০ম পংক্তিতে 'সমস্বাভাব-রূপ' স্থলে 'চিদ্ঘনসমস্বাভাবরূপ,' ২৫শ পংক্তিতে 'দেখিতে পাওয়া যায়' স্থলে 'দেখিতে পাওয়া যায় না,' ঐ ২য় স্তম্ভের ৮ম পংক্তিতে 'ব্রহ্মেন্দ্র-নন্দই' স্থলে 'ব্রজেন্দ্র-নন্দনই' ও ১৯শ পংক্তিতে 'প্রবল রাখিয়া' স্থলে 'প্রবল থাকিয়া' হইবে।

গত ১৮শ খণ্ড গৌড়ীয়ের ৪র্থ সংখ্যায় ৪৪ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ১৬শ পংক্তিতে 'ভবাপবর্গস্ত' স্থলে 'ভবাপবর্গো,' ২৩শ পংক্তিতে 'সঙ্গগিস্বরূপ' স্থলে 'সঙ্গতিস্বরূপ,' ২য় স্তম্ভের ৭ম পংক্তিতে 'বৃত্তি ও' স্থলে 'বৃত্তিও,' ২৮শ পংক্তিতে 'অনুগত হইতে' স্থলে 'অনুগত হইলে,' ৪৫ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ২৮শ পংক্তিতে 'প্রোঢ়ব্রহ্ম' স্থলে 'প্রৌঢ়ব্রহ্ম' হইবে। পাঠকগণ এইগুলি সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

দ্রষ্টব্য :— শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও একসপ্তাহকাল গৌড়ীয় প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৬; ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৫৯

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাটে শ্রীল আচার্য্যদেব

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর গত ২০শে অক্টোবর শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট-দর্শনার্থ তথায় শুভবিজয় করেন। "সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে"—এই মহাজন-বাণী শিরে ধারণ করিয়া আমাদেরও শ্রীল আচার্য্য-দেবের অনুগমন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

গৌরপার্ষদবর শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীচৈতন্যচরিতের আলোচনাকারিমাত্রেই অবগত আছেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরের অন্তর্গত বাঘিয়া গ্রামের অধিবাসী প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়; তাঁহার তৃতীয় পুত্র বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ঘোর শাক্ত ছিলেন। ইঁহারা পঞ্চমকার সাধন করিতেন। কিংবদন্তী,—বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানে রক্তবস্ত্র, লম্বমান শ্মশ্রু, আলুলায়িত দীর্ঘ জটা ও হস্তে নরকপাল পানপাত্র প্রভৃতি দর্শন করিয়া তদানীন্তন শাক্ত-সমাজ বাণেশ্বরকে 'ব্রহ্মচারী' উপাধি দিয়াছিলেন; বস্তুতঃ বাণেশ্বর বিবাহিত পুরুষ ছিলেন; তাঁহার পত্নীর নাম—গঙ্গাদেবী। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, বাণেশ্বর চন্দ্রনাথতীর্থ দর্শন করিয়া স্থানীয় পাণ্ডা-গণের নিকট সমুদ্রকূলে 'অনাদিনাথ' নামক এক 'অনাদি শিবলিঙ্গে'র অবস্থানের কথা শ্রবণ করেন এবং তথায় গমনের পাথেয় সংগ্রহের জন্য হাট-হাজারি থানার

অন্তর্গত মেখলা-গ্রামে রাজারাম চৌধুরী নামক এক জমিদারের আশ্রয় লন। রাজারামের প্রার্থনানুসারে বাণেশ্বর তাঁহার পত্নী গঙ্গাদেবীর সহিত অনাদিনাথ দর্শন করিয়া মেখলা গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাজারামের বিশেষ অনুরোধে তিনি উক্ত গ্রামেই অবস্থান করিতে থাকেন। রাজারাম বাণেশ্বরকে অনেক নিষ্কর ভূমি দান করেন। চৌধুরী মহাশয় বাণেশ্বরকে যে সকল ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন, তাহা ১৭৭৯নং জিম্মে বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী ও ১৭৭৮১নং ইত্যাদি জিম্মে বিদ্যানিধি নামে অদ্যাপি উল্লিখিত আছে। এই সকল ভূসম্পত্তির আয় হইতে শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতিষ্ঠিত সেবার আনুকূল্য হইতেছে। উক্ত বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ও গঙ্গা-দেবীর পুত্ররূপে শ্রীল পুণ্ডরীক মেখলা-গ্রামে অবতীর্ণ হন। কিংবদন্তী এই যে, যখন গঙ্গাদেবী গর্ভবতী ছিলেন, তখন তিনি স্বপ্নে দেখিতে পান যে, জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাকে একটি শ্বেতপদ্ম প্রদান করিয়া বলেন যে, এই পদ্মের সৌরভে একদিন বিশ্ব আমোদিত হইবে। মাঘী শ্রীপঞ্চমী তিথির প্রাতঃকালে এক অপূর্ব্ব-দর্শন পুত্ররত্ন গঙ্গাদেবীর ক্রোড় অলঙ্কৃত করিলে বাণেশ্বর পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন-বৃত্তান্তানুসারে বালকের নাম "পুণ্ডরীক" রাখেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাটের বংশধরগণ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যা-নিধির আবির্ভাবের তারিখ সম্বন্ধে এই শ্লোকদ্বয় উল্লেখ করিয়া থাকেন—

শাকে মুনিবোধবসুচন্দ্রমানে
বিদ্যানিধিঃ প্রাদুরভূদ্ধরণ্যাম্।
পিতাস্য বাণেশ্বরব্রহ্মচারী
মাতা তু গঙ্গা ভুবি রত্নগর্ভা॥
[illegible] তিথৌ

[illegible]
তত্রৈব বাধিকোদয়কারণম্॥

অর্থাৎ ১৪০৭ শকাব্দার মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী-তিথি বুধবার প্রাতে শ্রীবৃষভানু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদরূপে বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী ও গঙ্গাদেবীর গৃহে অবতীর্ণ হন।

পুণ্ডরীক ঘোর শাক্তসমাজের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও শিশুকাল হইতেই বিষ্ণুশাক্তধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপে গমন করিয়া-ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার বাসবাটী ছিল, এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট বলিয়াছিলেন,—

"চাটিগ্রামে আছেন, এখাও বাড়ী আছে।"

(চৈঃ ভাঃ ম ৭।৩০)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে বিচরণ করিতেন, সেই সময় শ্রীল পুণ্ডরীক শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন। কথিত আছে যে, যখন শ্রীল পুণ্ডরীক শ্রীল মাধবেন্দ্রের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন শ্রীল পুরী গোস্বামী পুণ্ডরীককে বলিয়াছিলেন, —"তোমার পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন ও সমাজ সকলেই শক্তি-উপাসক। যদি তুমি শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমার উপর ভীষণ নির্য্যাতন আরম্ভ হইবে; এমন কি, ইহাতে তোমার প্রাণসংশয় হইতে পারে।" তখন শ্রীল পুণ্ডরীক শ্রীল পুরী গোস্বামীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, —"প্রভো, আমি এই সকল অসৎ অশ্রৌত-সম্প্র-দায়ের কোটি কোটি নির্য্যাতনের ভয়ে কাতর নহি। প্রহ্লাদ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু ও দৈত্য-সমাজের লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া হরিভজন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমিও সেরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি; আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনার কৃপা না পাইলে আমি এই জীবনধারণ করিব না।"

পুণ্ডরীকের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুণ্ডরীককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। শ্রীল পুণ্ডরীক নবদ্বীপে অধ্যয়ন শেষ করিয়া পণ্ডিত সমাজ হইতে 'বিদ্যানিধি' উপাধি প্রাপ্ত হন। দীক্ষালাভের পর যখন তিনি চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার বৈষ্ণব-বেষ দর্শন করিয়া স্থানীয় বিদ্ধশাক্ত-সমাজ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। বিদ্যানিধি সমাজকে কোন গ্রাহ্যই করিতেছেন না দেখিয়া সামাজিকগণ তাঁহার মাতাপিতাকে বলিলেন যে, যদি তাঁহারা ঐরূপ "কুলাঙ্গার পুত্র"কে (?) পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে সমাজ-চ্যুত করিবেন। সমাজের শাসন, নিষ্পেষণ ও শত শত নির্য্যাতনের ভয়ে পুণ্ডরীক বিন্দুমাত্রও শুদ্ধভক্তি হইতে বিচলিত হইতেছেন না দেখিয়া শাক্তসমাজ বিদ্যানিধির 'বহিস্তন্ত্র' হইয়াছেন অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত কার্য্যের বহির্ভূত অধর্ম্ম কার্য্য করিতেছেন বলিয়া প্রচার করিলেন। বাণেশ্বর 'কৌলাচার্য্য' বলিয়া ভৈরবীচক্রে যে সম্মান পাইতেন, সেই সম্মানও তাঁহারা আর বাণেশ্বরকে প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন না এবং বিদ্যানিধির বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। বাণেশ্বর সমাজের এইরূপ নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত হইয়া পুত্র পুণ্ডরীককে শাক্তসমাজের আচার-প্রচার কিঞ্চিৎ অনুমোদন করিবার জন্য অনেকপ্রকারে বুঝাইলেন; কিন্তু যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইয়াই থাকিতে হইল।

আকাশ, বায়ু, জল বা অগ্নিকে কুঠারাঘাত করিলে যেরূপ উহাদের কিছুই হয় না, তদ্রূপ যাঁহারা অপ্রাকৃত পূর্ণসেবামৃতসমুদ্রে মগ্ন, তাঁহাদের নিকটও কোনরূপ দ্রোহ পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু, কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তের প্রতি দ্রোহ সহ্য করেন না।

সেই হইতে বাণেশ্বরের অধস্তনগণ 'বহিস্তন্ত্র' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন এবং ক্রমে চট্টগ্রামে "বহিস্তন্ত্র জাতি" নামে একটি জাতির নাম শ্রুত হইয়া আসিতেছে। এই বহিস্তন্ত্র জাতির সহিত শাক্তসমাজের ব্রাহ্মণগণ বা উচ্চজাতিগণের কেহই পংক্তি-ভোজনাদি করেন না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

'পুণ্ডরীক' নাম—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ॥
প্রাচ্যভূমি চাটিগ্রামে ধন্য করিবারে।
তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে ॥

*　　*　　*

নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে ঘনশ্বাস ॥
নৃত্য করি' উঠিয়া বসিলা গৌর রায়।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দে উভরায় ॥
"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখিব আরেরে বাপরে ॥"

*　　*

বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহ, তিঁহো যে বৈষ্ণব ॥
চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরমপণ্ডিত।
পরম-স্বধর্ম্ম সর্ব্বলোক-অপেক্ষিত ॥
কৃষ্ণভক্তিসিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর ॥
গঙ্গাস্নান না করেন পদস্পর্শভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে ॥
গঙ্গায় যে সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার ॥
এসকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ৭ম অঃ)

চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে 'হাটহাজারি' নামক একটি থানা আছে। বর্ত্তমানে এই স্থানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং পোষ্ট

ও টেলিগ্রাম অফিস আছে। হাটহাজারির প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বদিকে মেখলা গ্রাম। চট্টগ্রাম হইতে মেখলা গ্রামে যাইতে হইলে মোটরযানে বা অশ্বযানে যাওয়া যায়। স্থানে স্থানে রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। বর্ষাকালে নৌকাযোগেও এই স্থানে যাওয়া যায়। বর্ষার বন্যায় মেখলা গ্রামের অনেক স্থানই জলমগ্ন হইয়া পড়ে। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট মেখলায় একটি প্রাচীন মন্দিরের কিয়দংশ দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরটী শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বংশধরগণ বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে মন্দিরটী মেরামত হইতেছে এবং শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পূজিত শ্রীবিগ্রহ নিকটবর্ত্তী একটি গৃহে সংরক্ষিত হইয়াছেন। মন্দিরের সম্মুখভাগের কিয়দংশমাত্র প্রাচীনতার প্রমাণ বহন করিতেছে। অবশিষ্ট অংশগুলি ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় সংস্কৃত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখস্থ দ্বারটী গম্ভীরা বা ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারের ন্যায় স্বল্পপরিসর ও নাতি-উচ্চ। মন্দিরটীর উচ্চতাও খুব কম। মন্দিরের যে প্রাচীন অংশটুকু দেখিতে পাওয়া যায়, উহার দুই দিকে দুইটী ইষ্টকের মধ্যে বর্ণাক্ষরে চারি পংক্তি করিয়া আট পংক্তি সংস্কৃত-শ্লোক লিখিত ছিল। বর্ত্তমানে ঐ শ্লোকগুলি অধিকাংশ স্থলেই এরূপ অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, উহার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব; কেবলমাত্র শেষাংশের এই দুইটী পংক্তির পাঠ আমরা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম—

শ্রীবিষ্ণবেঽনন্তভবায়নায়
মঠং প্রদত্তাৎ সুখমোক্ষদায়॥

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পূজিত বলিয়া কথিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ও চৌদ্দটী শালগ্রাম একটি পুরাতন কাষ্ঠসিংহাসনে অবস্থিত রহিয়াছেন। সেবার ঔজ্জ্বল্য নাই। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারাদির কোন সৌষ্ঠব নাই। অত্যন্ত অযত্নে কেবলমাত্র নিয়মরক্ষার জন্য অর্চ্চনের অভিনয় হইতেছে এবং তাহাও ভাড়াটিয়া দেবলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই শ্রীবিগ্রহ "লক্ষ্মীগোবিন্দ" নামে পরিচিত। মনে হয়, স্মার্ত্তসম্প্রদায় শ্রীরাধার নামের পরিবর্ত্তে শ্রীলক্ষ্মীর নাম সংযোজিত করিয়াছেন। বড়ই আশ্চর্য্য, গৌরপার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পূজিত শ্রীবিগ্রহগণের মধ্যে তাঁহার প্রাণধন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ নাই। শ্রীল পুণ্ডরীকের অধস্তনপরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ স্মার্ত্ত-সমাজের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াও ন্যূনাধিক স্মার্ত্ত-সমাজেরই অনুগত হইয়াছেন। তাঁহাদের সদাচারের অভাব হইয়া পড়িয়াছে, দেখা যায়।

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাটের অধিকারী শ্রীহরকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আমাদিগকে বিদ্যানিধির বংশের পরিচয়সূচক কতিপয় শ্লোক দেখাইলেন। তাহার আদি ও অন্ত্যভাগের শ্লোক কয়েকটী এই—

প্রথম অংশ—"সাবর্ণগোত্রঃ পরতত্ত্বসেবী শ্রীমান্ সুধীরো বাঘিয়ানিবাসী। বাণেশ্বরোঽসৌ শিবরামপুত্রঃ প্রখ্যাতলাভঃ কিল ধর্ম্মচেতাঃ॥ তৎপত্নী পরমা সাধ্বী গঙ্গাদেবীতি বিশ্রুতা। বভূব করুণামূর্ত্তিচ্ছায়েব প্রিয়গামিনী॥ তস্যাশ্চ রত্নগর্ভায়া গর্ভজাতো বভূব সঃ। বিদ্যানিধিরিতি খ্যাতঃ পুণ্ডরীকো বিদাং বরঃ॥ ভুবনহিতপরো যঃ শ্রীলগৌরাঙ্গনামা পতিতজনহিতৈষী পুণ্যবন্যাবতারঃ। কলিকলনমহাস্ত্রং যস্য সংশিক্ষণন্তৎ পরিকর অভবাসীৎ পুণ্ডরীকঃ স তস্য॥ রামপ্রিয়া তস্য পত্নী তদ্গর্ভে পণ্ডিতাগ্রণীঃ। রামপ্রসাদনামাসীৎ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥

শেষাংশ—সুকুমারমতিঃ শ্রীমান্ ননীগোপালসংজ্ঞকঃ। প্রবাসী ভাগ্যদোষেণ রুক্মিণীরঞ্জনাত্মজঃ॥

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর বংশতালিকা তাঁহার শ্রীপাটে এইরূপ পাওয়া গিয়াছে—

(১) শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, (২) পণ্ডিত রামপ্রসাদ (ইনি শ্রীল পুণ্ডরীকের সহধর্ম্মিণী রামপ্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র), তৎপুত্র (৩) প্রাণকৃষ্ণ

বিদ্যাভূষণ, তৎপুত্র (৪) রামকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ, তৎপুত্র (৫) গোবিন্দরাম বেদান্তাচার্য্য, তৎপুত্র (৬) ভবানীচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ, তৎপুত্র (৭) কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র (৮) শ্যামগোপাল ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র (৯) ইন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র (১০) অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র (১১) কৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র (১২) হরকুমার স্মৃতিতীর্থ, ইনি বর্ত্তমানে মেখলার শ্রীপাটে আছেন। বয়স ৮০ বৎসরের অধিক হইবে। মেখলাবাসী খ্যাতনামা পণ্ডিত স্বধামগত কৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের চারিপুত্র—(১) হরকুমার স্মৃতিতীর্থ, (২) প্রসন্ন কুমার সিদ্ধান্তভূষণ, (৩) শশীকুমার স্মৃতিরত্ন, (৪) সারদাকুমার ভট্টাচার্য্য। হরকুমার স্মৃতিরত্ন নিঃসন্তান। সারদাকুমার স্ত্রীবিয়োগের পর সংসার পরিত্যাগ করিয়া 'সরোজানন্দ' নামে পরিচিত হইয়াছেন। প্রসন্ন কুমারের চারি পুত্র—(১) রুক্মিণীরঞ্জন কাব্যতীর্থ, (২) নলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল; (৩) যামিনীরঞ্জন কাব্যতীর্থ (বগুড়া খণ্ডনপুর উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত), (৪) মোহিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (সব্‌রেজিষ্টার)। রুক্মিণীরঞ্জন কাব্যতীর্থের পুত্র—ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য, ইনি যুবক।

শ্রীল আচার্য্যদেব যে-সময় শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর শ্রীপাটে গমন করেন, তখন শ্রীযুক্ত হরকুমার স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য্য শ্রীপাটে অবস্থান করিতেছিলেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁহার বিনয় ও শিষ্টাচার বিশেষ প্রশংসার্হ। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবকে সঙ্গে লইয়া শ্রীপাটের শ্রীমন্দির পরিক্রম করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে তদনুগামী ভক্তগণ "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর"—এই মহাজনগীতিটী খোল-করতাল-সহযোগে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুসমনে শ্রীমন্দির-পরিক্রম করেন। শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাটের সম্বন্ধে তথায় একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর আবির্ভাব-ভূমিতে তাঁহার হৃদয়ের ধনের সহিত আশ্রয়বিগ্রহকে দর্শন করিলে কৃতার্থ হইতাম। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল পুণ্ডরীককে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তাঁহারই শ্রেষ্ঠ শ্রীবার্ষভানবীর অবতার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। শ্রীল কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন,—

"বৃষভানুসুতনম্না খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে।
অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষঃ বিদ্যানিধিমহাশয়ঃ॥
স্বকীয়ভাবমাশ্রান্ত রাধাবিরহকাতরঃ।
চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষমন্বে তাতাবদৎ স্বয়ম্॥
'প্রেমনিধি'তয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুধীঃ।
মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাৎ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ॥"

(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ৫৪ শ্লোক)

"শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥
নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপেণ ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা।
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা॥
সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ।
রাধামনুগতা যদ্বল্লিতাপাণ্ডুরাদিকা।
অতঃ প্রবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা॥
ইয়মপি ললিতেব রাধিকালী ন খলু গদাধর
এষ ভূসুরেন্দ্রঃ।
হরিরয়মথবা স্বয়ৈব শক্ত্যা ত্রিতয়মভূৎ স সখী
চ রাধিকা চ॥"

(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৭-১৫৩)

প্রেমামরতরুর প্রথম অঙ্কুর যে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে" শ্লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রপঞ্চ হইতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রিয় শিষ্য

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। মধুরানাথ কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিগণের যে বিপ্রলম্ভ প্রেম, তাহা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট যেমন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়, সনোড়িয়া বিপ্র প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী বিচরণ করিতেন। তথায়ই শ্রীল মাধবেন্দ্রের সহিত শ্রীল পুণ্ডরীকের সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীল পুণ্ডরীক অভিন্ন বৃষভানুরাজ। এই স্থান শ্রীগৌড়মণ্ডলের বৃষভানুপুর বা বর্ষাণ, 'বরসানু'র অভিন্ন। এই স্থানে আগমনকালে যে পর্ব্বত-শ্রেণী দৃষ্ট হয়, তাহাতে যাঁহারা ব্রজবাসিগণের সেবায় লোভযুক্ত, তাঁহাদের বৃষভানুপুরেরই উদ্দীপনা হইয়া থাকে। বৃষভানুর পুত্র—শ্রীদাম, কন্যা—শ্রীমতী। পুত্র অপেক্ষা কন্যার প্রতি বৃষভানুরাজার বাৎসল্য অধিকতর। শ্রীমতীর প্রেষ্ঠা ললিতাকে বৃষভানু কন্যার সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর করেন। এস্থানেও ললিতাভিন্ন শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীল পুণ্ডরীকের অতি প্রিয় ছিলেন। বৃষভানুপুরের অন্তর্গত কোন গণ্ডগ্রামে মাত্র এক পক্ষকাল পূর্ব্বে আমরা অবস্থান করিতেছিলাম। এই সময়ের মধ্যে যে শ্রীগৌড়মণ্ডলের বৃষভানুপুর-দর্শনের সৌভাগ্য হইবে, তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। বৈষ্ণবগণের কৃপায় তাহা সম্ভব হইল।

শ্রীল পুণ্ডরীকের লৌকিক উপাধি ছিল বিদ্যানিধি। শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম দিয়াছিলেন—'প্রেমনিধি' ও 'আচার্য্যনিধি'। শ্রীল পুণ্ডরীক পরবিদ্যাবধূর জীবন শ্রীহরিনামের প্রচার সর্ব্বত্র করিয়াছিলেন; এইজন্যই তাঁহার নাম আচার্য্যনিধি। গৃহস্থের আকারে, বিষয়ীর আকারে মহাপুরুষ বা মহাভাগবত অবস্থান করিলে তাঁহাকে গৃহস্থ বা বিষয়ি-সামান্যে দর্শন করা অপরাধ,—এই শিক্ষা-প্রচারের জন্য শ্রীল পুণ্ডরীক বৈষ্ণববিরোধিকুলে ও সমাজে এবং বিষয়ী ও গৃহস্থের আকারে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু এক অভিনয় প্রকট করিয়া আমাদিগকে ঐ অপরাধ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত 'চন্‌হরা' গ্রামে শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইতেন, তিনি শ্রীল পুণ্ডরীকের মহিমা জানিতেন। এই মুকুন্দকে এক-সময় মহাপ্রভু 'খড় ও কাঠিয়া বেটা' বলিয়া তৎপ্রতি দণ্ডদান-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর চিজ্জড়-সমন্বয়বাদরূপ নির্ব্বিশেষবাদের হস্ত হইতে শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্যই ঐরূপ এক অভিনয় করিয়াছিলেন। গৌরপার্ষদগণ যদি সকলেই নিত্যমুক্তের ভাবে মহাপ্রভুর সহিত লীলাবিলাস করিতেন, তবে বদ্ধজীবের—অনর্থযুক্ত জীবের অনর্থ-মোচনের উপায় থাকিত না। বৈষ্ণব বা শুদ্ধভক্তিদেবীর নিকট অজ্ঞাত অপরাধ করিয়াও কিরূপে সেই অপরাধের মোচন ও তাঁহাদের পাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি লাভ হইতে পারে, শ্রীল মুকুন্দ ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীল পুণ্ডরীকের বাহিরে বিষয়ীর ন্যায় আকার ও পোষাকাদি দর্শন করিয়া আকুমার ব্রহ্মচারীর লালাভিনয়কারী শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শ্রীল পুণ্ডরীক প্রভুর বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল; ইহা বস্তুতঃ সংশয় নহে, লোকশিক্ষাকল্পে এক অভিনয়। যখন শ্রীমুকুন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগের মহিমা বর্ণন করিলেন, তখন শ্রীল পুণ্ডরীক কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া দিব্যখট্টা হইতে ভূলুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাব প্রকটিত হইল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গের এক কণের নিকট এজগতের বৈরাগ্য-সন্ন্যাসের খাতোদক কত অকিঞ্চিৎকর। কৃষ্ণপ্রেম-

রসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গ যাঁহাকে উদ্বেলিত করিতেছে, তাঁহার নিকট বৈরাগ্যাদির প্রতিষ্ঠা অতি সামান্য তুচ্ছ কথা।

শ্রীল পুণ্ডরীক ও শ্রীল গদাধর উভয়েই অসমোর্দ্ধ মহত্ব ও আচার্য্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক-জন ক্ষমা করিয়া, আর একজন পরিপূর্ণভাবে কৃপা গ্রহণ করিয়া সেই আদর্শ প্রকট করিয়াছেন।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে ওড়ন-ষষ্ঠীর দিন মারসংযুক্ত অপৌত কোরাবস্ত্র প্রদান করা হয় দেখিয়া শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের নিকট শ্রীল পুণ্ডরীক ঐরূপ আচারের সমালোচনা করিয়াছিলেন। তদ্দণ্ড শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার বিশ্রম্ভসেবকের গালে স্বয়ং চপেটাঘাত করিয়া গাল ফুলাইয়া দেন। শ্রীল পুণ্ডরীক রাগমার্গের সেবক, ইহা শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার নিজজনকে জানাইয়া দিলেন। যাহারা অনু-রাগের পথের সেবককে নিয়মিত করিতে চাহে, তাহাদিগকেও শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার এই অভিনয়।

শ্রীল পুণ্ডরীকের কৃপায় আমরা কোনদিন শ্রীল গদাধর প্রভুর কৃপা পাইব। তাহা হইলেই গদাধর-প্রাণনাথ মহাপ্রভুর কৃপা পাইতে পারিব।

"প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ অধমে কর দয়া আপনার বলি'॥"

যাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীনাম বা বিষ্ণুর উপা-সনাকে সগুণ মনে করিয়া সিদ্ধিতে নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-ভাবের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের ভক্তির অভিনয় প্রতিবিম্বভক্ত্যাভাস। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা না করিলে তাহা সগুণ বিষ্ণো-পাসনা হইয়া যায়। বঙ্গদেশে পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত-সমাজ তাহা করেন। শুদ্ধভক্ত বা শুদ্ধ গৌড়ীয়গণ শ্রীগৌরানুগত্য ব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা করেন না। শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত মহাপ্রভুই রসরাজ ও মহাভাব এই দুই রূপ দেখাইতে পারেন। শ্রীগৌর-সুন্দর একাধারে আচার্য্যশিরোমণির লীলাভিনয়কারী ও বিষয়বিগ্রহ। কি করিয়া তাঁহারই দুইটি লীলার মূর্ত্তি—লীলাপুরুষোত্তম ও হ্লাদিনী পরাশক্তির সেবা পাওয়া যায়, তাহা তিনি নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন—নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ যেখানে নাই, তথায় শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা সগুণ বিষ্ণোপাসনা বা অনিত্য সাধনমাত্র হইয়া যায়, তাহা পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুভক্তি, শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অনুশীলনীয় শুদ্ধভক্তি নহে।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস গৌরভক্তিহীন অসৎসঙ্গের প্রভাবের ফলেই এই স্থান হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়াছেন। যাহাতে শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীবিগ্রহ পুনরায় এস্থানে প্রতিষ্ঠিত হন, তদ্দণ্ড স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট আমার সকাতর আবেদন থাকিল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে বলিলেন, "আমি গৌরপার্ষদের বংশের কুলাঙ্গার, আমি কিছুই তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না। আমরা কি করিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিব? আপনারা যদি সেবা করেন, তবেই তাঁহার সেবা হইতে পারে। আপনি এখানে আসিয়া আপনার ভজন করিয়া গেলেন, কিন্তু আমার জন্য কি করিলেন?"

শ্রীল আচার্য্যদেবও দৈন্যভরে বলিলেন,—শুদ্ধ বৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা—যাহাতে শ্রীল পুণ্ডরীকের কৃপায় শ্রীশ্রীগদাধর-প্রাণনাথের সেবকবৃন্দের কৃপা কোনদিন লাভ করিতে পারি।"

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় শ্রীল আচার্য্যদেবকে তথায় ভিক্ষা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বিশেষ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে জানাইলেন, একমাত্র শ্রীচরণামৃত ব্যতীত সন্ন্যাসীর একাধিকবার ভোজনের অধিকার নাই। তথাপি স্মৃতিতীর্থ মহাশয় যুক্তকরে পুনঃ পুনঃ শ্রীল আচার্য্যদেবকে জানাইলেন,—"যদি আপনি কিছু গ্রহণ না করিয়া যান তাহা হইলে

আমাকে মারিয়া যাইবেন।" শ্রীল আচার্য্যদেব স্মৃতি-তীর্থ মহাশয়কে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনি স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ, কৃপাপূর্ব্বক আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন।" শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে যথাশক্তি প্রণামী প্রদান করিতে আদেশ করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চট্টগ্রাম সহরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীনবীনগোপাল ভট্টাচার্য্য পাকারাস্তা পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া অপরাহ্ণে ভক্তগণকে হরিকথা উপদেশ করিলেন।

শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ

(শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, ১৩।১।৩৯, পৌষ: ৮ ঘটিকা)

ব্রাহ্মণ, ভাবুক হবার দরকার নাই। চাষার চেয়ে ভিক্ষাই ভাল। লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে হরিকথা বল্‌তে হ'বে। গুরুর কথা আচরণ ক'রে বল্‌তে হ'বে। কৃষ্ণের কথা—কৃষ্ণই। তারা তাঁকে আকর্ষণ করবে। লোকের কাছে কৃষ্ণের কথা ব'লে ভিক্ষা কর্‌তে হ'বে। মূল ভিক্ষার চেয়ে মাধুকরী ভিক্ষা ভাল। ভিক্ষা কিছু কম হ'লেও খাটি কথা বল্‌তে হবে। দাতা—ভগবান্, তিনি দিলে নিশ্চয়ই পাব। তিনি যা দেন তা'তেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'বে। তাঁর সুখ নিয়েই কথা। প্রত্যেক মঠবাসীর ভিক্ষা ক'রে গুরুসেবা করা দরকার। ভিক্ষা না ক'রে ব'সে ব'সে প্রসাদ পাওয়াটা ভাল নয়। পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হ'তে হ'বে। সহানুভূতি না দেখালে সহানুভূতি পাব না। সকলকে সেবোন্মুখ ক'রবার জন্য যত্ন করতে হ'বে। তা'তে কৃষ্ণের সুখ হ'বে। সব গুরুকে দিতে হ'বে। নিজের জন্য কিছু রাখলে হ'বে না। ঐকান্তিক হ'তে হ'বে—সতীত্ব রাখতে হ'বে। দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা না থাকলে হবে না। একদিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে। একমুখী হ'তে হ'বে, অন্য দিকে মন দিলে হ'বে না।

গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মনে করতে হ'বে না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখতে গেলেই বঞ্চিত হ'তে হ'বে। গুরুবৈষ্ণব চোখের আড়ালে গেলে থাকতে পারি না, ভাল লাগে না, এটা সম্ভোগবাদ। প্রভুর যা'তে সুখ হয়, সেইটাই দরকার। আমার ভাল না লাগাটা ভক্তি নয়, সেটা—অভক্তি। দূরে থাকলেই ছাড়া হয় না। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর রূপ-সনাতন বৃন্দাবনে, আর স্বরূপদামোদর ও গদাধর পণ্ডিত থাকলেন পুরীতে। তাই বলিয়া কি তাঁরা পরস্পরকে ছেড়ে দিলেন? যখন এখানে নাই, তখন এস্থান ছেড়ে দিয়েছেন—এটা মূলদেশগত বিচার। জড়বুদ্ধি থেকে এইরূপ হয়। গৌরভক্তগণ কেহ ক্ষেত্রমণ্ডলে ছিলেন, কেহ বা ব্রজমণ্ডলে ছিলেন। শ্রীরূপাদি বৃন্দাবন থেকে জীবনে আর আসেন নাই। তাই ব'লে কি তাঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন? মূল বিচারটা ছাড়তে হ'বে। বাংলা দেশের সূর্য্য বলার ন্যায় মথুরার কৃষ্ণ এরূপ নয়। কৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আছেন। আবার কৃষ্ণভজন যিনি করেন, তিনি কি কৃষ্ণকে ছেড়ে থাকেন? কৃষ্ণ এখানে নাই, এরূপ বিচার ঠিক নয়।

বৃন্দাবন হ'তে শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথদাস ও ভট্ট গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোসাই, শ্রীভাগবতদাস গোসাই, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতি গুরুবর্গের গৌড়দেশে কোন চিঠিপত্রাদি দেবার কথা পাওয়া যায় না। কেবল শ্রীজীবের পত্রাদি দেবার কথা পাওয়া যায়। মূল-কর্ষণে তাঁ'দের নিকট হ'তে পৃথক্ থাকা কি পৃথক্ থাকা? তাই যদি হয়, তবে মহাপ্রভু যখন বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চারি মাস ছিলেন, তখনই সঙ্গ হ'য়েছিল, চ'লে আসার পর কি আর সঙ্গ হয় নাই? সঙ্গ জিনিষটা এরূপ নয়। প্রীতি থাকলেই সঙ্গ হয়, যত দূরেই থাকুক। ভক্তি কি জড় পদার্থ? কৃষ্ণ কি জীব-জাতীয় পদার্থ? পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও সনোড়িয়া বিপ্র উভয়েই মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য। তাঁরা ত' এক জায়গায় ছিলেন না। একজন ছিলেন চট্টগ্রামে আর একজন ছিলেন মথুরায়। উভয়ের গৃহেই

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ ছিলেন। মনোভিন্না বিপ্রের কাছে গুরু আছেন আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে নাই এরূপ নয়। উপাস্য উপাসককে ছেড়ে থাকতে পারেন না। আবার উপাসকও উপাস্যকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। যেখানে উপাসক সেখানে উপাস্যও আছেন। গুরু বিভু বস্তু, তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। গুরু এখানে নাই এরূপ নয়, যদিও প্রকৃত ইন্দ্রিয়ে মিলনের অভাব। বিগ্রহের মধ্যে মিলন হ'বে। আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছেদ বা তফাৎ মনে হ'লেও উহাতেই সেবা-বৃদ্ধি বাড়ে।

সাধক হ'লেই যে সর্ব্বক্ষণ কাছে থাকতে হ'বে, এরূপ নয়। সেবা-বুদ্ধি থেকে সঙ্গ হ'বে—শ্রদ্ধা থাকলে সঙ্গ হ'বে। সম্যগ্‌রূপে গমন—মিলনের নামই 'সঙ্গ'। যেখানে রুচি সেখানে সঙ্গ। রুচির বা আবেশের অভাব যেখানে সেখানে সঙ্গ হয় না। প্রীতি না থাকলে কি সঙ্গ হয়? প্রীতি থাকলে একসুরে বাজবে। প্রীতি যখন অল্প তখন সাধুমুখে হরিকথা শুনতে হ'বে। একজনের কাছে হরিকথা হয় না, কারণ, এটা মিলন। পরস্পরের মধ্যে হরিকথা আলোচনা করতে হ'বে। নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করতে হ'বে। সাধু যখন কৃপা ক'রে আসবেন তখন তাঁর সঙ্গের সুযোগ হ'বে। স্মরণও সঙ্গ—শ্রবণ-কীর্ত্তন ত' বটেই। মহাপ্রভু কি সাধককে বাদ দিয়েছিলেন? সাধক ও সিদ্ধ সকলেই তাঁর সঙ্গ পেয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বিভুচৈতন্য। তাঁর স্মরণে মঙ্গল বা সঙ্গ হ'বে। বাণীর সঙ্গই সাধুসঙ্গ। শুধু কাছে ব'সে থাকলেই সঙ্গ হ'বে না, শ্রদ্ধা-প্রীতি থাকা চাই। প্রভুপাদ ২৪ বৎসর আচার ক'রে হরিকথা প্রচার করলেন, গ্যালন গ্যালন রক্ত খরচ করলেন, ১৮শ বর্ষ গৌড়ীয় ও ১৪শ বর্ষ নদীয়া-প্রকাশে কত কথা প্রচারিত হ'লো, তাতে কি হ'লো? এত রক্ত খরচ ক'রেও যদি না হয় তবে কাছে একটু ব'সে থাকলেই কি কৃষ্ণপ্রেম লাভ হ'য়ে যাবে? প্রভুপাদের এত প্রচারেও আমাদের হৃদয়ে দাগ ব'সল না আর অমুক নগণ্য ব্যক্তির কাছে এলেই কি সব লোক মুক্ত হ'য়ে যাবে? এই কি শরণাগতি?

প্রীতি থাকলেই সঙ্গ হ'বে। সেবার উদ্দেশ্য না থাকলে সম্যগ্ গমন হ'ল না। তা'তে গমন হ'তে পারে, 'অভিগমন' হ'বে না। আহারশুদ্ধি হবে না—ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ শুদ্ধ হবে না। প্রীতি না থাকলে proper adjustment বা খাপে খাপে মিলবে কি ক'রে? সূর্য্য বেশী কাছে থাকলে আমরা পুড়ে যেতাম; তাই তিনি যতদূরে থাকলে আমাদের মঙ্গল বা প্রয়োজন সিদ্ধি হবে, ঠিক ততটা দূরে আছেন। Uranus ও Neptune এর কাছে থাকলে সূর্য্যের এখন মধুর light পাওয়া যেত না।

মহাপ্রভুর সঙ্গে বলভদ্রও থাকেন, বিপ্র কৃষ্ণদাসও থাকেন; আবার স্বরূপদামোদরও থাকেন। অদ্বৈত-সন্তানদলের কি হ'ল? তাঁদের দাবনা উড়ে গেল। রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কাছে থেকেও তাঁকে কটাক্ষ করছে। সেইজন্যই বলি, কেবল কাছে থাকলেই হয় না। সাক্ষাৎ-অসাক্ষাতে কিছু নাই। সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ অর্থাৎ সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট কিনা দেখতে হ'বে।

সাধুমুখবিগলিত হরিকথা ও ভক্তিগ্রন্থের আলোচনা একই কথা। এতে জড়ত্বের আসে কেন? মহান্ত-গুরুকে মৃত পদার্থ জ্ঞান হচ্ছে, তাই তাঁর কথায় বা গ্রন্থে আদর নাই। শ্রীধরস্বামী ভাগবত জানেন। বল্লভভট্টজী শ্রীস্বামিপাদের কথার সামঞ্জস্য বুঝতে পারেন নাই। তাই গৌরসুন্দর তাঁকে ব'লেছিলেন,—

শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী 'গুরু' করি মানি।
শ্রীধরস্বামী-নিন্দি' নিজ টীকা কর।
শ্রীধরস্বামী নাহি মান,—এত গর্ব্ব ধর॥
প্রভু হাসি' কহে,—'স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥

শ্রীধরস্বামীর প্রতি এই অপরাধে বল্লভভট্ট শ্রীমহাপ্রভুর তীব্র শাসনভাজন হ'য়েছিলেন। বল্লভভট্টজী তাঁর কথা বুঝতে না পেরে তাঁর কথার সামঞ্জস্য বা মতের ঠিক নাই ব'লে মনে করবেন। গৌরসুন্দর মানববিগ্রহ, কিন্তু তিনি গুরুর প্রতি আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না। "স্বামী যে না মানে তারে বেশ্যা করি গণি" এইরূপ কড়া কথা বললেন। মহাপ্রভু বল্লভভট্টকে প্রথমে কত সম্মান দিলেন কিন্তু শেষে আর মান রাখতে পারলেন না। জগতের জন্য লোকমঙ্গল অবতার আমাদের মহাপ্রভু। তাঁর কি রাগ করলে চলবে? শ্রীবল্লভ-

ভট্টাচার্য চারবার পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত ক'রেছেন, কিন্তু মহাপ্রভু অত বড় পণ্ডিত সেই সার্বভৌমকেও কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। মঙ্গলময় অবতারের ক্রোধ হয় কেন বলতে চলবে? সকল শিক্ষকের শিক্ষক মহাপ্রভু গুরুনিন্দা সহ্য করেন না। তবে তিনি মহাবদান্য, তাঁর ক্ষমার তুলনা নাই। তাই তাঁর অযোগ্যতার বিচার করলেন। ভাগবত-ব্যাখ্যায় যোগ্যতা নাই, তাই স্বামিপাদের আনুগত্য কর, নতুবা তরে না, একথা ব'ললেন। কৃষ্ণ-নামের বং অর্থ বুঝলেন না বা আদর ক'রলেন না।

অনেকে গৌড়ীয়ের কথার সামঞ্জস্য বুঝতে না পেরে অপরাধ করে। তাই বলি, 'সুন্দরানন্দ-প্রসাদে গৌড়ীয় জানি।' যে সুন্দরকে মানে না, সে কুৎসিৎ—যেমন স্বামী না মানিলে বেহা সেইরূপ।

এখানে শ্রীধর—ব্যক্তি; আর বাণী—টীকা। শ্রীধরের আনুগত্যে ভাগবত জানতে হ'বে। কিন্তু এখন শ্রীধরকে পাব কোথায়? আপনারা কি স্বয়ং শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীমূর্তিকে প্রকট করা'তে চান? না, তা হয় না। মহান্ত-গুরু দুর্লভ নহেন। তিনি উপদেশাকারে আসেন। গুরুর বাণী যিনি যত আশ্রয় করেন, তাঁর তত মঙ্গল হয়।

নিষ্কপটতা, অকুটিলতা থাকলে সুবিধা হ'বে। অজাতি-ভাবাদি থাকলে সুবিধা হ'বে না। গৌড়ীয়ে ও গ্রন্থে প্রভু-পাদের কত হরিকথা বা সংলাপাদি আছে, সে সব কথা আলোচনা করলে আমাদের মঙ্গল হ'বে।

গুরুর সঙ্গে সমান চিত্তবৃত্তি যেখানে, সেখানে ভেদজ্ঞান কি ক'রে হ'বে? তা'তে হরিভজনে ব্যাঘাত হ'বে কি ক'রে? তিনি বড়ো, আমরা বড়। তিনি করাচ্ছেন, কর্তৃত্ব তাঁর। আমি করি একথা বলি কেন? তাঁর ইচ্ছায় চালিত হ'তে হ'বে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'লেছেন,—

"তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে 'করি আমি', সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥"

তোমার ইচ্ছায় চালিত হ'ব, এইটিই আগে। আত্ম-নিবেদনে যদি এইটা না হয়, তবে কি হ'ল? যেখানে আত্ম-নিবেদন, সেখানে তোমার কর্তৃত্ব স্বীকার ক'রলাম—আমার খামখেয়ালিকে নয়, তোমার ইচ্ছায় চলব।

কেবল কৃতক করাটা মধ্যমাধিকার নয়। অপ-মধ্যমাধিকারী কুতার্কিক। সুমধুর হওয়া দরকার। আধ্যক্ষিকতা প্রবল হ'লে মধ্যমাধিকার থেকে পতন হ'য়ে গেল। মধ্যমাধিকারী যদি উত্তমাধিকারীর সহিত খাপে খাপে মিলে তবেই ঠিক, নতুবা উহা পাষণ্ডতা। তর্ক শিখে কৃষ্ণের স্বতন্ত্রতা বা লীলাবিলাসকে অস্বীকার করার বুদ্ধি হ'লে পাষণ্ডতা হ'ল, তার আত্মধ্বংস হ'ল। কৃষ্ণসংহিতা এই বিলাসবিরোধী বিচার ধ্বংস ক'রে কনিষ্ঠাধিকারীকে ঐ অপরাধের চেয়ে ভাল ব'লেছেন।

যদি পরস্পরের সঙ্গে সহানুভূতি থাকে তা হ'লে গৌর-কৃপা পাওয়া যাবে। যদি নিত্যানন্দের সহানুভূতি পেতে চাই তবে প্রাণ দিয়ে সকলকে তৎপাদপদ্মে পৌঁছাবার চেষ্টা করতে হবে। তবেই তাঁর কৃপা হবে; নতুবা হবে না।

নির্জনভজন মায়াবাদ। এতে জীবের প্রতি দয়া নাই, এটা বিদ্বেষ। বাবাজী মহারাজ হরিকথা বলতেন—অপরকে গৌরভজন করাবার জন্য বদ্ধ করতেন। পরমগৌরপ্রেষ্ঠ তিনি। শাস্ত্রযুক্তির চরম ফল তাঁতে ছিল। শাস্ত্রযুক্তিরূপ সঙ্কর্ষণের চার ছোট কাছ। বিবিক্তানন্দী ও গোষ্ঠ্যানন্দী এঁরা উভয়েই কৃষ্ণের সঙ্গে থাকেন। তাঁরা বড় কৃপাময়।

সাধক বিবিক্তানন্দী হবে না। অনর্থযুক্ত সাধক এরূপ করলে সর্বনাশ হবে, বিপদ হবে। নির্জনে তাকে কে রক্ষা করবে? সেখানে দুষ্টমনের সঙ্গ হবে। সুতরাং তার সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকা দরকার। তাই প্রভুপাদ ব'লেছেন,—

কীর্তনপ্রভাবে স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব।

দেহাত্মবুদ্ধি সবল ক'রে নির্জনভজনের ভাণে সুবিধা হবে না। বৈষ্ণবের সেবা করতে হবে। বৈষ্ণবের সেবা নিতে নাই। মনটা বড় প্রতিকূল। সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনা করতে করতে মন স্থির হবে। মনকে প্রশ্রয় দিতে হবে না। প্রভুপাদ সকালে বিকালে মনকে ৪০০ জুতা মারতে বলতেন। বাহ্য গ্রহণ বা ত্যাগে কিছু নাই, সাধুসঙ্গই দরকার। প্রভুপাদ ব'লেছেন,—

রাধাদাস্যে রতি, ছাড় ভোগ আদি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্তন-গৌরব।

রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি মন,
কেন বা নিজন ভজন কৈতব ॥
শ্রীহরিদাস কীর্ত্তনেতে আশ
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রস।
কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হইবে
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥

'সেকালে' বল্‌তে অন্যকালে নহে—ইহাই তাৎপর্য্য। পরের প্রতি সহানুভূতি তিনিটা কীর্ত্তন। আমি সহানুভূতি না কর্‌লে তিনি (নিত্যানন্দ) সহানুভূতি কেন কর্‌বেন? আমাকে না হ'লে কি তাঁর চলে না?

ভক্তি ও সহানুভূতি যুগপৎ থাক্‌বে। জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবন—একসঙ্গে হবে। নামকে সাধারণ শব্দ মনে কর্‌তে হবে না। ভগবন্নাম—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত। নাম—সাক্ষাৎ ভগবান্। নামের প্রতি বিশ্বাস নাই, নামে রুচি নাই অথচ জীবে দয়া আছে এরূপ হয় না। যেখানে নামে রুচি সেইখানেই সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা ও জীবে দয়া আছে।

বহু আশ্রয়বিগ্রহ যেখানে নাই, কীর্ত্তন যেখানে নাই, সেখানে সেবা নাই। বহু যেখানে নাই সেখানে অহংগ্রহোপাসনা। বহু আশ্রয় বা বৈষ্ণব কৃষ্ণের সেবা করেন। বৈষ্ণবের প্রতি সহানুভূতি নাই অথচ নামভজন-প্রয়াস—সেটা পাষণ্ডতা। গুরু কৃষ্ণকে দান করেন। গুরু দুরিদান, তিনি দুরিদ।

কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
নাই তব পাছে পাছে ॥

গুরুদেব শব্দদ্বারা—উপদেশ দ্বারা কৃষ্ণকে দিচ্ছেন। শব্দ ও কৃষ্ণ একটা জিনিষ। বাক্যসূত্রে আমি গুরুর বাণী পৌঁছিয়ে দিলাম। কৃষ্ণ সরলকে জোর ক'রে আকর্ষণ করেন। তিনি সরলকে আকর্ষণ ক'রবেনই। অশ্রদ্ধানকে কথা বল্‌তে হবে না। সাধুর চরণে অপরাধ থাক্‌লে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ধরা যায় না বা শ্রদ্ধা হয় না। শাস্ত্রকথা—ব্রহ্মজনবাক্য। তাহা কায়মনোবাক্যে গ্রহণ ক'রে পালন ক'রতে হবে। যে শুশ্রূষু হ'ল না—গ্রহণ কর্‌ল না, সে কৃপা পাবে না।

নাম অনন্ত জীবকে চান—সাধককে চান, সিদ্ধকে চান। উপর-উপর-বেগ থাক্‌লে ভজন হবে না। কূর্ম্মবৃত্ত বা মাৎসবৃত্ত না হ'য়ে নামবৃত্ত হ'তে হবে। নিজের গুরুর কথা যে পরকে বল্‌বে না তার মত জীববিদ্বেষী বা হতভাগ্য আর কেহ নাই। গুরুর কথা বল্‌লে তাতে বৈষ্ণব-সেবা হবে।

গুরুগৌরপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকাই স্মরণে অবস্থান। এজন্য যত্ন করা জীবের প্রতি মহাদয়া। এর চেয়ে দয়া আর কি হ'তে পারে? তা' হ'লে দেখুন, নামে রুচি বা নামকীর্ত্তন হ'লে জীবে দয়া হ'ল কিনা। এত শুনেও যদি পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন হয় তবে আর কি ক'রবো?

সঙ্কর্ষণ ভাগবতবক্তা। মহাদেবের গুরু—সর্পরূপী সঙ্কর্ষণ। তিনি গুরুকে কণ্ঠে রেখেছেন। সঙ্কর্ষণের চাষ আরম্ভ হোক। ছোর চাষ না হ'লে এত আগাছা কি উপড়ান যাবে?

সহপাঠী কি অন্য সহপাঠীকে বুঝায় না? তার কি মাষ্টারের যোগ্যতা আছে? যে পারে সে সাহায্য করে। সবস্থানেই কি হিংসে থাকে? অনেক ছেলে সাহায্য করে, আবার অনেক ছেলে আছে, তারা কাউকে কিছু বলে না।

অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা যেখানে সেখানেই নির্জ্জনপ্রিয়তা। আগে থেকে ইঁড়ে থাকা হ'লে চল্‌বে না, একটা সময় আছে। যোগ্যতা অনুসারে কথা বল্‌তে হবে। প্রত্যাহার ও অনুশীলন যুগপৎ হবে।

কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হবে। শ্রবণ না হ'লে কীর্ত্তন কি ক'রে হবে? শ্রবণ ও কীর্ত্তন যুগপৎ চল্‌বে। কনিষ্ঠ যদি বলে মধ্যম আমি, তা হ'লে মরণ। মধ্যম যদি উত্তমের সঙ্গ না ক'রে যাপ্‌তে যায় তা হ'লে সর্ব্বনাশ হবে। কনিষ্ঠ সাধুসঙ্গফলে মধ্যম ও উত্তম হয়। মাপ্‌কেরটাই পরীক্ষার স্থল। খুব সাবধান।

শুদ্ধভক্তিপথে চল্‌তে হ'বে। ভাবভক্তির আবির্ভাব পর্য্যন্ত—সাধন। রতি—সাধ্যভক্তি। রতি পাওয়া চাই। রতি না হ'লে কপাল খারাপ বুঝ্‌তে হ'বে। রতি না হ'লে হ'বে না। রতির জন্য চেষ্টা হোক্। অধিকার-নিষ্ঠা থাকা দরকার। অকুটিল থাক্‌লে কৃষ্ণই এগিয়ে দেবেন। অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন পাক্‌বে। অকুটিল না হ'লে প্রণামাদি সব ভণ্ড—বাজে।

কারোকো ব্যবহারে শঙ্কেচ হ'লে বা তাঁর আসনে ব'সবার চেষ্টা হ'লে অভক্তি হ'ল—এতে কৃষ্ণের কাছে অপরাধ। এরূপ হ'লে সরলভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে জানাতে হ'বে। সরলভাবে পরমপ্রভুকে সাহায্য করা দরকার। ভগবান্-আচার্য্য উঁচু—ভাল মানুষ; বঙ্গদেশের এক বিপ্র এক নাটকে মহাপ্রভুর চরিত্র লিখে ভগবান্-আচার্য্যাদি ভক্ত-বৃন্দকে শুনালে ভগবান্ আচার্য্য সেই নাটক শুনবার জন্য স্বরূপদামোদর প্রভৃতিকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সেই নাটকে সিদ্ধান্তবিরোধ থাকায় স্বরূপ প্রভৃ সেই কবিকে বৈষ্ণবের কাছে শাস্ত্র আলোচনা করবার উপদেশ দেন।

শঙ্কর দামোদর পণ্ডিতের ভাই। তিনি মহাপ্রভুর কত আপনার। লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার যে সৌভাগ্য হয় নাই, সে সৌভাগ্য শঙ্করের হ'য়েছিল। দামোদর—নিরপেক্ষ। সন্ন্যাসস্বরূপের ভগবানের ব্যবহারে তিনি কটাক্ষ ক'রেছিলেন। তাঁর কথায় মহাপ্রভু চমকিত হ'য়েছিলেন। তাই মহাপ্রভু তাঁকে মায়াপুরে মায়ের কাছে পাঠালেন—নিজ সান্নিধ্য সেবা থেকে বঞ্চিত করলেন। কৃষ্ণ শাস্ত্রাধীন নন। 'শাস্ত্রাধীন কৃষ্ণ ইহা শুনি হাসি পায়' যেন নিরপেক্ষতা দেখাতে গেলে ঐরূপ বঞ্চিতই হ'তে হ'বে। দামোদর ব'লেছিলেন,—

তুহিঁ পরম যুবা, পরম সুন্দর।
লোকের কানাকানি যাতে হেন' অবসর॥

কানাকানি হ'য়েছিল কি? নতুবা কথা ওঠে কেন? এরূপ মনে করলে অপরাধ হ'বে।

গৌরব-সেবাতে limit থাকবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'লেছেন, মহাপ্রভুর দামোদরকে গৌড়ে প্রেরণ, এটা ঠিক দামোদরের প্রতি কৃপা নয়।

সর্ব্বস্ব দিলে অর্থ বুঝা যায়। কৌতূহলটা ভাল নয়। বোকার কৌতূহল খুব বেশী। তাদের সাবধান করতে হ'বে। গুরুবর্গের কথার আনুগত্য ছাড়া একচুল অন্যদিকে গেলে সর্ব্বনাশ হ'বে। এক লাইনে থাকতে হ'বে। তা' হ'লে একসুরে বাজবে।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর খুব তেজস্বী ভক্ত। কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু খুব চতুর। অপ্রাকৃত কবিসম্রাট্ লিখন-বিষয়ে খুব সাবধান। প্রভুপাদের প্রত্যেক ভাষা বা শব্দটি যেন ওজন করা। সব খুলে দেখাবার মত নয়। শাস্ত্রে অনেক গূঢ় ব্যাপার আছে, ক্রমশঃ সব বুঝা যাবে। পশুত্ব বেশী হ'লে কৌতূহল বাড়ে। কৌতূহলের বেগ খুব বেশী। তা' থেকে সাবধান হ'তে হ'বে।

নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর দণ্ড ভেঙ্গে দিলেন। তাঁদের লীলা বুঝন না যায়। মহাপ্রভু তা'তে বাইরে একটু রাগ করলেন। তিনি বুঝেছেন, কিন্তু অনধিকারীকে সাবধান ক'রেছেন—danger signal দিয়েছেন।

ছোট হরিদাসের দণ্ড, নিত্যানন্দের দণ্ডভঙ্গ, দামোদরকে গৌড়দেশে প্রেরণ প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক রহস্য আছে। গুরুকৃপায় সব বুঝা যা'বে। এত কথা শোনার পর যেন দেহই সর্ব্বস্ব না হয়।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে ঊর্জ্জব্রত

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ৬ই কার্ত্তিক সোমবার একাদশী তিথি হইতে ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা হইতেছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব

জগদ্গুরু পতিতপাবনবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানির্দ্দেশে এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে গত ৫ই কার্ত্তিক বিতস্তা-দশমী হইতে ১০ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। ৫ই কার্ত্তিক রবিবার দিবস শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ও শ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়োৎসবোপলক্ষে উষঃকালে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও পঞ্চতত্ত্ব নাম-কীর্ত্তনান্তে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব বৈকুণ্ঠবায়ু, বজ্রাঙ্গজা ও ভীমসেনের অবতার শ্রীশ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্যের অসমোর্দ্ধ ব্যাসানুগত্য, প্রভঞ্জনের অবতাররূপে মায়াবাদ-ঝঞ্ঝাবাত-নিরাস, শুদ্ধদ্বৈতসিদ্ধান্ত-প্রচার দ্বারা শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের ভিত্তিপত্তন, শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমধ্বাচার্য্যস্বীকার দ্বারা গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের মাধ্বগৌড়ীয়ত্ব প্রতিষ্ঠাপন, শ্রীরূপসনাতন-শ্রীজীব প্রভুর শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত্য, শ্রীমন্মধ্ব ও তৎসম্প্রদায়ের আচার্য্য-গণের সেবার নৈয়ামিকত্ব, পরমতখণ্ডনে অপূর্ব্ব কৌশল প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া মঠবাসী সকলেই পরম উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন বহির্গত হইয়া বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার কৃপা-দেশানুসারে "বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব" চরিত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় প্রবণসদনে শ্রীগুরুবন্দনা, "শ্রীগুরুচরণপদ্ম" প্রভৃতি কীর্ত্তনের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুখপ্রভু ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রের ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে উৎসবের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ-রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

৭ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে প্রাতে নগরসংকীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী এবং সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রের প্রভু আবেগময়ী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মহিমা ও দানের বিষয় শ্রবণে পরম উপকৃত হন।

১১ই কার্ত্তিক, শনিবার শ্রীল নৃসিংহ গুপ্ত ঠাকুরের অপ্রকটতিথি-উপলক্ষে প্রাতে নগরসংকীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় একটী মহতী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ শ্রীল ঠাকুরের শ্রীনামভজননিষ্ঠা, শ্রীগৌর-সুন্দরে অপূর্ব্ব প্রীতি এবং শুদ্ধভক্তির একমাত্র অভিধেয় সম্বন্ধে ১॥ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব উপলক্ষে প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন হয় ও সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীল ঠাকুরের মহাভাগবতত্ব ও প্রেমৈকনিষ্ঠা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি গত ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই তারিখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

গত ৬ই, ৮ই, ৯ই, ১০ই তারিখ সন্ধ্যায় প্রবণ-সদনে মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুখ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভরত মহারাজের চরিত্রের কিয়দংশ পাঠ করেন। প্রাতে পর্য্যায়ক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বল-নীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী সেবাসুহৃৎ প্রভু ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ করেন। গত ১৪ই তারিখ প্রাতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ মুখরিত আছে।

প্রচার প্রসঙ্গ—গত ৮ই কার্ত্তিক, বুধবার, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রের ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ প্রণতকরুণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ উপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী, শ্রীযোগমায়াশ্রিত ব্রহ্মচারী ও ভক্ত ভুবন সহ ময়মনসিংহ জেলার রাধামৃত-

গন্তব্যস্থিতে প্রচারার্থে গমন করেন। গত ৯ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ প্রভু স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের আহ্বানে ধলা গ্রামস্থ কালীবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ১০ই কার্ত্তিক, শুক্রবার ধলা গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদারের কাছারী বাড়ীতে, ১১ই কার্ত্তিক, শনিবার রামমৃত্তগঞ্জ বাজারে এবং ১২ই কার্ত্তিক সোমবার কাওরাইদ বাজারের নিকটস্থ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ পাঠে বহু শ্রোতা উপস্থিত হন। সকলেই তাঁহার মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রৌতবাণী শ্রবণে পরম আনন্দিত হন। ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ১৪ই তারিখে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে পুনরাগমন করেন।

পাটনায়—উপদেশক শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-সুন্দর ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ১৬ই অক্টোবর সোমবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বজ্ঞ শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ্ব, অলৌকিক যুক্তবৈরাগ্য, অসমতবাদ ও অভক্তিনিরসনে দৃঢ়ত্ব, অসমর্পণাগতের প্রতি বজ্রাদপি কঠোরত্ব, তাঁহার অসাধারণ কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা ও আচারময় প্রচারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তন করেন।

মৈমিবারণ্যে—শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ১১ই অক্টোবর বুধবার নিঃসার শ্রীপরমহংসমঠে গমনপূর্ব্বক তথায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিতের কথা কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী তথায় চারিদিন অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে স্বামীজী মহারাজ কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে গমন করেন এবং গত ১৭ই হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীমঠে অবস্থান করত মঠবাসী ও আগন্তুক প্রত্যহ সজ্জনগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা ও শ্রীশ্রীআচার্য্য-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সকলকে আচার্য্যপাদ-পদ্মে আকৃষ্ট করেন।

লক্ষ্ণৌতে—গত ২৮শে আশ্বিন রবিবার দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন পূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা কীর্ত্তন করেন। গত ২৯শে আশ্বিন সোমবার স্বামীজী লক্ষ্ণৌ ইউনিভারসিটির প্রফেসার শ্রীযুক্ত পি, কে, ব্যানার্জ্জী ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

দিল্লীতে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় বর্ত্তমানে দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সমাগত শুভ্রবু ব্যক্তিদিগের নিকট বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২২শে অক্টোবর ভক্তিশাস্ত্রীজী Viceregal Press-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টি, আর কৃষ্ণ মহোদয়ের সহিত প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ ইংরাজী ভাষায় ব্রহ্ম ও ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে হরিকথা আলোচনা করেন।

লিপিকর-প্রমাদ

গত ১০ম সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১৯৬ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ৫ম লাইনে 'চারুদেষ্ণ' স্থলে 'চারুদেষ্ণ', ২য় স্তম্ভে ৫ম লাইনে 'বিচিত্রুরুচিনিচয়াম্' স্থলে 'বিচিত্ররুচিসিচয়াম্' এবং ১৬ লাইনে 'শঙ্খমুখী প্রভৃতি'র পরে 'প্রাণসখী, কমলা, মাধুরী, মাধবী, মালতী প্রভৃতি' হইবে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, মানিকা,
পোঃ উয়ারী, ঢাকা।
১লা কার্ত্তিক, ১৩৪৬।

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর রবিবার হইতে ১০ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নভেম্বর, রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মাসাধিকব্যাপী ঊর্জ্জব্রত (নিয়ম-সেবা) অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, নগরে শ্রীনাম-প্রচার, প্রাতঃ ৫॥ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। পরপৃষ্ঠায় কীর্ত্তন-মহোৎসব-পঞ্জী প্রদত্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ**। (চেয়ারম্যান)
শ্রীমণিকান্ত সান্যাল (এম্-এ, ভক্তিসুধাকর,
সম্পাদক, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা)

উৎসব-পঞ্জী

		শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।
		শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ-ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।
২৮শে	শনিবার	শ্রীমুরারিগুপ্তের তিরোভাব।
২৯। নভেম্বর,	বৃহস্পতিবার	শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।
৮ই	বুধবার	শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব
১১ই	শনিবার	শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব।
২৭শে "	১৩ই	শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব।
৩রা অগ্রহায়ণ	১৯শে "	শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধরদাস ঠাকুর ও শ্রীবনমালী পণ্ডিতের তিরোভাব।
		উত্থানৈকাদশী, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব।
৭ই		সাধারণ মহামহোৎসব।
৯ই		শ্রীবৃগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব।
		শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব, শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব ও মহোৎসব সমাপ্তি।

☞ দৈবানুরোধে ও উপবাসদিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাত্তিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬; ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭৯ | ১৫শ-১৬শ সংখ্যা

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

নিরপেক্ষ থাকাটা ভাল নয়। নিরপেক্ষ কি কেউ থাকতে পারে? একটা না একটা পক্ষ নেবেই। হয় মায়ার পক্ষ, নয় কৃষ্ণের পক্ষ। ভক্তের নিকট পক্ষ একটা, সেটা কৃষ্ণের পক্ষ। যে নিরপেক্ষ হ'ল, সে ত' কৃষ্ণের পক্ষ ছাড়ল। সুতরাং তাকে হয় সংসারী, নয় নির্ব্বিশেষবাদী হ'তেই হ'বে। সেখানে সেবার প্রতি নিরপেক্ষতা সেখানে ভোগ বা ছাড়া কি থাকবে? আমি দুর্ব্বল ব'লে নিরপেক্ষ কেন হ'ব? 'তুমি না বাঁচালে আমার গতি নাই'—এই ব'লে কাঁদ্‌ব, তা' হ'লেই রক্ষা পা'ব।

অহং একটা থাকবেই। হয় 'ভোগী আমি', 'ত্যাগী আমি', না হয় 'গুরুর আমি'। এঁদের যে কোন একটা না থেকে পারে না। 'গুরুর আমি' এটা দার্শনিকতা নয়; 'শুদ্ধ অহং'। শুদ্ধ (অপ্রাকৃত) 'অহং' ও অশুদ্ধ (প্রাকৃত) 'অহং'কে একাকার করতে হ'বে না। 'শুদ্ধ অহং'এ বন্ধন হয় না, বন্ধন মোচন হয়।

শত্রু—শত্রুই। তাঁর সঙ্গে মিত্রতা করতে হ'বে না। দ্রোণাচার্য্যের প্রতি যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের ভক্তি কিছু কম ছিল না; কিন্তু তাই ব'লে করতে দ্বিধা-বোধ করেন নাই। তাঁরা প্রাণপণে দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিলেন। মনোধর্ম্মমার্গে ভক্তির বিরোধ যেখানে, সেখানে আবার আপোষ বা ভদ্রতা কিসের? দ্বারকাবাসী, অযোধ্যাবাসী ও

বৈকুণ্ঠবাসিগণ প্রপঞ্চে এসে ভগবদ্‌বিবেধীর সহিত আপোষ করেন নাই। দেখুন, বজ্রাঙ্গজী কিরূপ রাম সেবা ক'রেছেন? বজ্রাঙ্গজী—মহাবীর।

এই জীবনেই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার হওয়া প্রয়োজন। কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই। যাঁহারা হরিভজন করিবেন, তাঁহারা অন্য আসক্তি ও অন্য অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া গুরুবর্গের আদর্শ অনুসরণ করুন।

নিরপরাধে শ্রবণকীর্ত্তন হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয় ও ক্রমশঃ বিচারণ বা স্মরণের উদয় হয়। তখায় অবৈধ ভক্তি বা কৃত্রিম পন্থার কোন প্রভাবই থাকে না। কেহ যেন কৃত্রিম পথ আশ্রয় করিয়া বা কপটতা করিয়া আপনাকে উচ্চাধিকারী বা রাগানুগ ভক্ত মনে না করেন। প্রকৃত বৈষ্ণবতায় পরমমুক্ত হইয়াও মহাবদ্ধের অভিমানে কার্পণ্য, আর্ত্তি, দৈন্য দৃষ্ট হয়।

নাম ও চৈতন্যরসবিগ্রহ বা রস—একই বস্তু। রসই মূর্ত্ত হইয়া নাম ও নামিরূপে প্রকাশিত। স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম নামই রূপ, নামই গুণ, নামই পরিকর, নামই লীলা, নামই রস। অপ্রাকৃত গুরু-বৈষ্ণবের শুশ্রূষাকারী অকিঞ্চন শরণাগত নিবেদিতাত্মা শিষ্যের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শ্রীনাম উদিত হন। শ্রীরাধাগোবিন্দই শ্রেষ্ঠ যুগলনামরূপে জগতে অবতীর্ণ। নাম নিয়ামক বা প্রভু। আশ্রয়বিগ্রহের নামকীর্ত্তন ব্যতীত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হয় না। গোষ্ঠ্যানন্দী রাগাত্মিক ভক্তিরাজী—শিক্ষাগুরুদেব।

মানস-ভজনে সম্ভোগের কথা নাই। মানস-ভজন বা স্মরণ-ব্যাপারটি বিচারণপর। "তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে, 'সুপঠন্' অর্থাৎ কীর্ত্তন করিতে করিতে ও 'বিচার' অর্থাৎ স্মরণ করিতে করিতে সেই ভক্তির দ্বারা জীব বিশেষভাবে মুক্ত হন অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রদ্ধা হইতে ভাবোদয় পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ থাকে। স্বাধিভাব-রতিতে প্রকৃত মুক্তি।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম রূপময় আলো। তাঁহার অন্তরবাহির রূপের আলোতে পূর্ণ আলোময়। তিনি শ্রীরূপের আলো।

শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার কিঙ্করগণের সেবা করিলে গৌরসুন্দর আনন্দিত হন ও কৃপা করেন। আশ্রয়-বিগ্রহের সেবা-দ্বারা নির্ব্বিশেষবাদের প্রতি যে আসুরক্তি, সেটা ধ্বংস হয়। বিষয়বিগ্রহের সেবা-দ্বারা প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন ভোগপ্রবৃত্তি ধ্বংস হয়। গৌরসুন্দর সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের প্রেমবাধ্য। শ্রীগুরুদেব অহৈতুকী করুণা করিয়া বাণীর আকারে গৌরসুন্দরকে বিতরণ করেন। যাঁহাদের সংসার-বাসনা ক্ষয় হইয়াছে, তাঁহারাই তাঁহার বাণী সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারেন।

বিচ্ছেদগত অনুশীলনই অনুকূলার যে কৃষ্ণ, তাঁহার অনুশীলন। তাঁহার বিচ্ছেদগত সেবা হইলে আর ভোগবাদ, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ প্রভৃতির প্রতি রুচি বা আসক্তি থাকে না। গুরুদেবই কৃষ্ণকে দিতে পারেন, অন্যের ক্ষমতা নাই।

শ্রবণকারীর একমাত্র নিত্য বান্ধব—শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম। তাঁহার কৃপা ব্যতীত সুষ্ঠু জ্ঞান হয় না। সংশয়, নাস্তিক্য, ক্লীব, নির্গুণ—এইগুলিই সংসার—কৃষ্ণ-বিস্মৃতির অবস্থা। এর হাত থেকে মোচন করতে পারেন—শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্ম। তাঁর অসমোর্দ্ধ শোভা উপলব্ধির বিষয় হ'লে রুচিপরায়ণ হওয়া যায়। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিচার-প্রধানমার্গে বিচরণ করা কর্ত্তব্য।

যেস্থানে সম্পূর্ণরূপে গুর্ব্বানুগত্য, সেই স্থানেই ভাগবতবাণীর যথার্থ আচরণ। এইরূপ অনুগত ব্যক্তির নিকট ভগবানের যে কৃপা-প্রদাননীলা, তাহাই 'অবতরণ' বা 'অবতার'।

পুরুষাভিমান সম্পূর্ণ নিঃশেষরূপে বিদূরিত হ'লে, শ্রীরাধানুগা রাগাত্মিকা গোপীর কিঙ্করী হ'বার তীব্র

স্থায়ী উৎকণ্ঠা হ'লে কৌপীন-ধারণে অধিকার হয়।

জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারই তাহাকে কৃষ্ণাধীন করায়। উহাই তাহার প্রকৃত মঙ্গলজননী স্বাধীনতা। আর তাহার স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারই তাহাকে মায়াধীন করায়। উহাই অবিদ্যার অধীনতা-পাশ—উহা সমূহ অমঙ্গলজননী। স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম—অণুচেতনের ধর্ম্ম থাক্‌বেই—উহাই noblest, most precious, most gracious gift of Krishna on all jivas. উহার সদ্ব্যবহারের নামই শরণাগতিমূলা ভক্তি; আর অসদ্ব্যবহারের নামই জড়াহঙ্কারমূলক ভোগ বা ত্যাগ। উহাতে interfere করিয়া উহাকে জড়বৎ করিবার চেষ্টা ভগবান্ কৃষ্ণের নয়—করিতে গেলে জীব জড়বৎ হইয়া পড়ে। জীবকে জড় করিলেই ভাল ও মঙ্গলকর হইত, তাহা হইলে জীবের আর সুখদুঃখের অনুভূতিধর্ম্ম থাকিত না—ইহা শ্রুতি-বিরোধী বৌদ্ধবাদ। স্বতন্ত্রতা বা চেতনতার লোপ করা—কৃষ্ণের ইচ্ছাবিরুদ্ধ ব্যাপার; উহা অসম্ভব। স্বতন্ত্রতা-সম্পত্তির সদ্ব্যবহারই বুদ্ধিমত্তা, আর অসদ্ব্যবহারই মোহ বা মূর্খতা। Man is the architect of his own fortune—বিচারে মানুষ পুরুষাভিমানে অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া যে কর্ম্ম করে, তাহা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। আর স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারে যে স্বতন্ত্রতার প্রকাশ, উহা পূর্ণ শরণাগতির নামান্তর। কৃষ্ণের full fledged exercise of His freedom ও জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার-ব্যাপারে স্বতন্ত্রতার প্রকাশ—উভয় ব্যাপারই পরস্পর dovetailed and properly and perfectly adjusted হওয়া চাই।

Sri Krishna and His Associates can appear on the mundane plane without being mixed with or adulterated by Maya.

হৃদয়দৌর্ব্বল্য যা'র নাই, সেইরূপ সাধুর সঙ্গ কর্‌তে হ'বে। সাধুর সঙ্গে parallel চল্‌লে শ্রৌত-বাণীর প্রতি বিরোধ হ'বে। সাধুর সহিত সমচিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট হ'তে হ'বে, না হ'লে ভোগ বা ত্যাগ হ'বে। ভোগও সেবা নয়, ত্যাগও সেবা নয়; ভোগ-ত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগের নাম সেবা। সেবা—কৃষ্ণসুখবিধান। সেবা—রাহিত্য নহে, সেবা—সাহিত্য।

সাধুর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হ'য়ে তাঁ'দের ভজনীয় গৌরহরির ভজনই যে আমার সত্তা, ইহা যদি উপলব্ধি হয়, তবে কি আর স্থির থাকা যায়? চিত্ত বল না চাইলে বলদেব কি কর্‌বেন? বলদেবের কৃপা যদি না চাই, তবে দুর্ব্বলতা থাক্‌বেই। মায়ার উপর প্রভুত্ব করার ইচ্ছা, অথবা মায়া ত্যাগ ক'রে নির্ব্বিশেষ-বাদী হ'বার ইচ্ছা—এ দুটোই দুর্ব্বলতা। বলদেবের কৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনী গ্রহণ কর্‌লে স্বাস্থ্য লাভ হ'বে—দুর্ব্বলতা দূর হ'বে। দুর্ব্বলতা অসুস্থতার লক্ষণ। চিত্তবিলাসে অবস্থান—স্বাস্থ্য। সেবাবিলাসে বা ভক্তিতে অবস্থান না হ'লে হয় জড়-বিলাসে, না হয় নির্ব্বিলাসে অবস্থান হ'বে।

দেহ, মন ও বাক্য যখন আত্মার অনুকূল বা সেবানুকূল হয়, তখন ত্রিদণ্ডগ্রহণ করা হয়। কায়িক চিদনুশীলন হয়; বন্ধনের কারণ না হ'য়ে যেখানে কৃষ্ণজনের সুখের কারণ হয়, সেখানে কায়টা দণ্ডিত। মঠের উচ্ছিষ্ট পাতা-ফেলা গৃহব্রতধর্ম্ম হ'তে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ ও আত্মমঙ্গলকর। পুরুষাভিমান চালাবার জন্য শরীর নয়, বন্ধনকে গুরুতর ক'রবার জন্য কায় নয়। যে কায়-দ্বারা হরিগুরুবৈষ্ণবকে নমস্কার করে না, সে গমদণ্ড্য। দেহেতে আত্মবুদ্ধি—অবিদ্যা। সেটা যা'বে "সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ" হ'লে। গুরুবৈষ্ণবসেবার জন্য কায়মনোবাক্যকে নিযুক্ত ক'রতে হ'বে। দেহের ক্রিয়া চিদনুশীলনের অনুগত হওয়া দরকার।

তটস্থাবস্থায় কেহ থাক্‌তে পারে না। উহা নির্ব্বিশেষ-অবস্থা। হয় মুক্ত হ'য়ে কৃষ্ণসেবা কর্‌বে, না হয় জড়ে আবদ্ধ হ'তে হ'বে।

সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীব নিত্যসিদ্ধ, তাঁ'রা কখনও বদ্ধ হন না। কারণার্ণবশায়ি-প্রকটিত জীবের মধ্যে

কতকগুলি মুক্ত ও কতকগুলি বদ্ধ হন। তাঁদের মায়াবশ যোগ্যতা আছে। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে জীব বলা যাবে না। কারণার্ণবশায়ি-প্রকটিত জীব মুক্ত হ'য়েও অশুচিৎ থাকে। স্বরূপেতে সেবা-প্রবৃত্তি, আর বিরূপেতে ভোগ প্রবৃত্তি। বলদেব-প্রকটিত পার্ষদগণ গোলোকেতে কৃষ্ণসেবা করেন।

যে ক্রিয়াটি কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে, তাহা জ্ঞানময়ী ক্রিয়া, তাহা ভক্তি, তাহা অচিৎক্রিয়া নহে। অজ্ঞান—মায়া আবরণ করে, বিক্ষেপ করে। ভক্তি একাধারে শুষ্কজ্ঞানময়ী ও আনন্দময়ী, অচিন্ময়ী ও অজ্ঞানময়ী নহে। ভক্তি—কৃষ্ণাকর্ষিণী। ভক্তি পক্ক অবস্থায় প্রেম, অপক্কাবস্থায়—প্রেমা-রতি। কৃষ্ণের সুখ-তাৎপর্যময়ী যে ক্রিয়া, তাহা হ্লাদিনীর ক্রিয়া। হ্লাদিনীই কৃষ্ণকে আনন্দ দেন। বিশুদ্ধসত্ত্বে ভক্তির বৈশিষ্ট্যানুসারে স্বয়ংরূপ বিভিন্ন রূপ দেখান। ভগবানের লীলা নির্দ্দোষ, চমৎকারময়ী।

ইচ্ছার মালিক—মদনমোহন। অন্বয়জ্ঞান—যেখানে নাম, রূপ, গুণ, লীলা এক, জড়ভেদ নাই। ভগবান্ অদ্বিতীয়—অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেখানে আবরণ বা বিক্ষেপ নাই। তিনি নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখ্‌তে পারেন। তাঁর নাম—অপ্রাকৃত নবীনমদন; তাঁর বাসনা হ'চ্ছে—ভোগ। নবীন—নবনবায়মান, মদন—বাসনা।

এখানে উৎসাহ, উদ্যম—রজোগুণোপ ব্যাপার; তাহা বন্ধনের কারণ। সেখানে মায়ার সহিত সম্পর্ক নাই, সেখানকার অভিনিবেশ রাগ। কৃষ্ণ পরিপূর্ণ-শক্তিপরিচালনাকারী। তাঁহার ইচ্ছা কখনও বাহিত হয় না। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ, চিদ্বৃত্তি, আত্মা—এক বস্তু। কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইচ্ছা ক'রতে পারে।

কৃষ্ণানুশীলন মানে—কৃষ্ণজন বা কৃষ্ণের অনুশীলন। তা' না ক'রলে কৃষ্ণে মতি হ'বে না। মন আত্মার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবে, রাজসিক তামসিক কার্য্য ক'রবে,—তা'তে বন্ধন হ'বে।

যখন সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন গুরুর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করে। তখন অচ্যুতের নিজজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। শরণাগত হ'লে—অকিঞ্চন হ'লে সেই দেহ আর জড়দেহ নয়। বাসনাসক্ত জীবের ভোগ্য পুষ্প ও ঠাকুরসেবার পুষ্প পৃথক্। প্রসাদ ও ডালভাত এক নয়। শরণাগতের দেহ আবরণ নয়—বাধা দেয় না। যিনি দীন হ'য়েছেন, বৈষ্ণব ঠাকুর যাঁকে আত্মসাৎ ক'রেছেন, তাঁর দেহটি নির্গুণ। নির্গুণ নির্গুণকে আত্মসাৎ করে। 'করে আত্মসম' মানে—করে 'অধোক্ষজ—গুণাতীত'। জ্ঞানী নির্গুণ অভিমান করে, কিন্তু নির্গুণ থাক্‌তে পারে না—গুণের মধ্যে এসে পড়ে। যিনি গুরু-কৃষ্ণকে 'গোপ্তৃত্বে' বরণ ক'রলেন, তিনি কৃষ্ণের জন হ'য়ে গেলেন।

সন্ধিনীশক্তি বস্তু-প্রকাশ ও ভাবপ্রকাশ করেন। হ্লাদিনীশক্তি প্রেম বা আনন্দ দেন। সম্বিচ্ছক্তি অনুভূতি দেন। সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাতা কৃষ্ণ। **Reciprocity of relationship** সন্ধিনীর কার্য্য। **Relationship** সম্বিচ্ছক্তির কার্য্য; তাঁদের **activities** হ্লাদিনীর কার্য্য। ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে পরস্পর যে উল্লাস—অসংখ্য তরঙ্গ নবনবায়মানভাবে চল্‌ছে, তা' বর্ণনাতীত।

লীলার চমৎকারিতা যিনি প্রকট করেন, তিনি যোগমায়া। তিনি চিচ্ছক্তির প্রকাশ-বিশেষ। কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণ—বৈষ্ণব। বৈষ্ণবকে কৃষ্ণ হ'তে বাদ দিলে চিন্মাত্র ব্রহ্ম থাকে। অণুচিৎ জীবের চিদ্দেহ—দেহ-দেহী এক—বৈষ্ণব। তাহা কালক্ষোভ্য নহে। চিচ্ছক্তির নাম বৈষ্ণবঠাকুর।

কলিযুগে একমাত্র শব্দের কৃপা। চিত্তশুদ্ধি—**removal of subtlest wrapper.** গুণের সহিত অণুচিত্তের যে প্রথম সংস্পর্শ, তাহা বর্ণন করলে চিত্ত বলা যায়। প্রকৃতির প্রথম ক্ষুব্ধ অবস্থা—চিত্ত বা মহত্তত্ত্ব।

জীবাত্মার স্বভাব—শরণাগত থাকা। স্বভাবের বিপরীত মায়ার উপর প্রভুত্ব। মূলবীজ—অবিদ্যা—কৃষ্ণ-বিস্মৃতি। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—গুরুদাস-অভিমান। বেদমূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ। বেদ-বক্তা—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। অনুসরণ বা অনুসন্ধান—অকৃত্রিম। অনুকরণ—কৃত্রিম। নামবিলাস—নামপ্রভুর নৃত্য শ্রবণে, জিহ্বায় ও মনে। ভাবোদয় পর্য্যন্ত পতনের সম্ভাবনা আছে। স্থায়িভাবের উদয়ে আর পতন হয় না। অপ্রকট-লীলা-প্রবেশ—বস্তুসিদ্ধি। 'বৈরাগী' মানে কৃষ্ণ-ভোগ্য-অভিমান।

শ্রীগুরুদেব জীববিশেষ ন'ন, তাঁকে 'জীব' মনে কর্‌লে অপরাধ হয়। তিনি জীবের প্রভু। জীব—অপূর্ণ, খণ্ড। গুরুদেব—অখণ্ড, অদ্বয়জ্ঞান। জীব—অণু, গুরু—বিভু। যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই গুরু। গুরু—স্বরূপশক্তি। কৃষ্ণ—শক্তিমান্, গুরু—কৃষ্ণশক্তি। শক্তিমানের যেমন বহু রূপ আছে, কৃষ্ণের সকল রূপই যেমন কৃষ্ণই, কৃষ্ণ হ'তে ভিন্ন নহেন, স্বরূপশক্তিরও সেইরূপ বহু রূপ আছে। তাঁহারা সকলেই স্বরূপ-শক্তি—সকলেই অভিন্ন—অখণ্ড, অদ্বয়জ্ঞান।

গুরুদেব সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের সেবা করেন। তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। আমার গুরুকে কৃষ্ণ বড় আদর করেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তাঁকে ছেড়ে কৃষ্ণ থাক্‌তে পারেন না। কৃষ্ণ একজনের কাছে আছেন, এরূপ নয়। প্রত্যেকেই কৃষ্ণসেবা ক'রছেন। গুরুতত্ত্বটি—কৃষ্ণ। তবে তিনি সম্ভোক্তা ন'ন, সম্ভোগ্য। গুরুদেব ভোক্তা নহেন, এ কথা ঠিক, তাই বলিয়া তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না এরূপ নয়। তিনি আমাদের সকলের সব গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণকে দেন।

আমি গুরুকে দিব, ইহাই আমার কাজ। গুরুদেব কি ক'রে ভগবান্‌কে দেন, সে নিয়ে মাথা ঘামা'বার দরকার কি? তাঁর কৃপাবলে সব বুঝা যা'বে। গুরুপরম্পরায় আমার গুরু সকলের শেষে আছেন, সুতরাং কম, এরূপ ভেদবুদ্ধি না হয়। তা'হ'লে অপরাধ হ'বে। গুরুদেব মর্য্যাদামার্গে নিত্যানন্দ, রাগমার্গে গদাধর। তাঁর কৃপা ছাড়া গতি নাই। তিনিই সেবা দিবার মালিক।

রিপু

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

মায়াবদ্ধ জীবহৃদয় রিপুগণের অদ্ভুত রঙ্গভূমি। জড়মুগ্ধ জীব রিপুদ্বারা উত্তেজিত হইয়া কত যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড করিতেছে, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কেহ কেহ রিপুর বশীভূত হইয়া এমন ভয়ঙ্কর কার্য্য করেন যে, তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহা ভাবিলে অনুতপ্ত, লজ্জিত ও সশঙ্কিত হন। কিন্তু রিপুর কি আশ্চর্য্য প্রভাব, কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি, আবার যখন তিনি রিপুদ্বারা উত্তেজিত হন, সে সমস্ত অনুতাপ, লজ্জা, ভয় তখন কোথায় চলিয়া যায়, রিপুর বশীভূত হইয়া তিনি পুনরায় ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে উদ্যত হন ও করিয়া থাকেন। রিপুগণের মধ্যে কামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য রিপু-গুলি কামেরই অন্তর্গত। কামই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ ও আসক্তির আধিক্যপ্রযুক্ত লোভ নাম প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

(গীতা ২।৬২-৬৩)

কোন একটী বিষয় মনে চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাতে আসক্তি হয়। আসক্তি হইতে কাম, অর্থাৎ সেই বস্তু পাইবার ইচ্ছা বলবতী হয়। সেই বস্তু পাইতে কোন বিঘ্ন হইলেই ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

'কাম' বলিলে অসৎতৃষ্ণা-মাত্রই বুঝিতে হইবে। জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, স্বর্গ, মোক্ষাদি যাহা কিছু কামনা করিতেছে সেই সমস্তই কাম। চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইলে, কামকে চিত্তরাজ্য হইতে তাড়াইতে হইলে—সুতরাং এই সমস্ত ইচ্ছাই ত্যাগ করিতে হয়। তাহা না হইলে কামের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। সাধারণতঃ পুরুষের স্ত্রীর প্রতি যে আসক্তি এবং স্ত্রীর পুরুষের প্রতি যে আসক্তি, তাহাতে কামের শক্তি কিছু অধিক বলবতী দেখা যায়, তাহাতেই জীব কিছু বেশী মুগ্ধ হয়। অন্যান্য সমস্ত ইচ্ছা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেও ইহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। ইহা হইতে মুক্ত হইতে না-পারিলে আর উপায়ও নাই।

বহু সৌভাগ্যক্রমে যাঁহার শ্রীভগবানে একটু শ্রদ্ধা হইয়াছে ও সাধুসঙ্গ লাভ হইয়াছে, তিনি বুঝিয়াছেন, রিপু তাঁহার সাধন-ভজনের পথে—ভগবানের প্রেম-মন্দিরে যাইবার পথে পরম শত্রু। তিনি আরও বুঝিয়াছেন যে, রিপু তাঁহার অলক্ষিতভাবে সকল সময়েই তাঁহার প্রতিকূল আচরণ করিতে ও তাঁহার ভজনের প্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের আশ্চর্য্য শক্তি ও ক্রিয়ার পরিচয় দিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছে। তাই তিনি তাহাদিগকে অধিকতর বলবান্ জানিয়া, সেই সব প্রলোভনের বস্তু হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া যুক্তবৈরাগ্য ও পরানুশীলন দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যে অচিরে শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পরিণত করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা একটু শ্রদ্ধালু হইয়াও সাধুসঙ্গ পান নাই, অথবা সাধু বলিয়া অসৎসঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা অনেকসময়ে বিবেচনাভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয় ত' দুই একটী তত্ত্বকথা শুনিয়া, কেহ বা দুই একখানি তত্ত্বশাস্ত্র পাঠ করিয়া, কুসঙ্গে পড়িয়া ধার্ম্মিকাভিমানী বা রসিকাভিমানী হইয়া রিপু জয় করিতে অগ্রসর হন। তাঁহারা বলেন, "জীব শ্রীকৃষ্ণের অংশ; মায়াবদ্ধ হইয়া অহঙ্কারবশতঃই রিপুর প্রশ্রয় দিতেছে। যে বুঝিতে পারিয়াছে, রিপুর তাহার শুদ্ধসত্ত্বে কোন অধিকার নাই, তাহার আবার রিপুর ভয় কি?" এ কথা সত্য বটে কিন্তু লোকমুখে শুনিয়া, কি গ্রন্থ দেখিয়া এ জ্ঞান লাভ করিলে রিপুর সহিত যুদ্ধকরা যায় না। আক্রমণকারী রিপুর গভীর গর্জ্জনশ্রবণে ভীত হইয়া এ জ্ঞান কোথায় লুকায়িত হয়, তাহাকে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়াদি কিন্তু সজ্জীভূত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এ জ্ঞানের বলে যুদ্ধ করিতে যাওয়া আত্মবঞ্চনামাত্র। সাধন করিতে করিতে যখন সাধু ও কৃষ্ণকৃপাক্রমে ঐরূপ আত্মজ্ঞান হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, যখন জীব বুঝিতে পারে যে, স্ত্রী-পুরুষ, স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই এক বস্তু, যখন জীব দেখিতে পায়, সমস্ত জগৎ শ্রীভগবানে অবস্থিত এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তখনই তাঁহার রিপুর পরাভব করিবার শক্তি জন্মে, তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

অভেদ পুরুষনারী যখন জানিবে।
তখন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিবে॥

(গোবিন্দদাসের কড়চা)

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, জিতেন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ পরমবৈরাগী মহাদেবও কোন সময়ে কামমুগ্ধ হইয়া পরমরূপবতী ভগবতীকে ত্যাগ করিয়া মোহিনী-মূর্ত্তির পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। আর আমরা ক্ষুদ্র জীব, কীটানুকীট কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়া রিপুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে যাই? বদ্ধজীবহৃদয়ে রিপুর এত শক্তি, এত বিক্রম যে, রিপু ইচ্ছা করিলে জীবকে ভগবানের চরণ হইতেও টানিয়া লইয়া যথেচ্ছাচার করাইতে পারে। শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি শিক্ষা ও লীলা দ্বারা যাহা কিছু জীবকে বুঝাইয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, তাহাই জীবের গ্রাহণীয়। তিনি ছোট হরিদাসের শিক্ষাচ্ছলে বলিয়াছেন,—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥ (চৈঃ চঃ)

ইন্দ্রিয় যদি প্রলোভনীয় বিষয় পায়, তাহাকে দমন করা অসাধ্য হইয়া উঠে। এমন কি, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি মুনিরও মন হরণ করে। ইহাতে বুঝা যায়, প্রকৃত 'প্রকৃতি'র কত মোহিনী শক্তি; তাহা হতভাগ্য জীবদিগকে আকর্ষণ করিতে কত শক্তি ধরে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর যখন দক্ষিণ-দেশ উদ্ধার করিতে গমন করেন, তখন ভক্তবৃন্দের, বিশেষতঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ অনুরোধে তাঁহার কৌপীনাদি বহন করিবার ও অচেতন অবস্থায় সন্তর্পণাদি করিবার জন্য কৃষ্ণদাস নামক "সরল ব্রাহ্মণ"কে সঙ্গে লইয়া যান। মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণদাসও যথাবিধি সেবাদি করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রভু মল্লারদেশে উপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ ভট্টথারী সন্ন্যাসিগণ 'সরল' কৃষ্ণদাসকে নানাবিধ কু-পরামর্শ ও স্ত্রী দেখাইয়া লোভ জন্মাইয়া তাহার বুদ্ধি নাশ করিল। কামের প্রবল আবেগে কৃষ্ণদাসের বিবেকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে মহাপ্রভুর নাম একবার লইলে কামাদি রিপু ভয়ে দূরে লুক্কায়িত হয়, যাঁহাকে দর্শন করিলে শত পাষণ্ডের হৃদয়মরু প্রেমবন্যায় প্লাবিত হয়, সেই মহাপ্রভুকে—সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে ত্যাগ করিয়া কামমুগ্ধ কৃষ্ণদাস ভট্টথারিদিগের গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু সে "সরল ব্রাহ্মণ" অকপটভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছে, তাঁহাকে তিনি যদি উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেবকের যে হতাশ হইবে। তাই পতিতপাবন গৌরচন্দ্র ভট্টথারিদিগকে সমুচিত দণ্ড দিয়া, 'কেশে ধরি' বিপ্র লঞা করিলা গমন।"

এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু দেখাইলেন, রিপু সহজ বস্তু নহে। বদ্ধজীব রিপুমুক্ত হইলে তাহার অকরণীয় কিছুই থাকে না। তাই শ্রীল জগদানন্দ ঠাকুর প্রেমবিবর্ত্তবিলাসে জীবশিক্ষার নিমিত্ত বৈরাগী-দিগকে যে বলিতেছেন "স্বপ্নেও না কর ভাই প্রকৃতি-দরশন," তাহা গৃহস্থভক্তেরও বিশেষ পালনীয়। কারণ, বৈরাগী ত' স্ত্রী দেখিবেও না, তাহার বিষয় ভাবিবেও না, আর গৃহস্থ-বৈষ্ণব যদিও যুক্ত-বৈরাগ্য ও ভক্তি-অনুকূল স্বীকার করিয়া বিষয়-ভোগ করিবেন, তাঁহার মন বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকিবে, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য। অতএব যাঁহার শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার সেবানন্দ লাভ করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া, রিপু-পরাভবের আশা ত্যাগ করিয়া রিপুর প্রলোভনীয় বিষয় হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া শুদ্ধভক্তসঙ্গে সাধনভজন করিতে থাকুন। তাহা হইলেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবেন। আর যিনি রিপু জয় করিতে গিয়া নিজে পরাজয় মানিয়া, সৈন্যসামন্ত হারাইয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া রিপুর দাসত্বে নিযুক্ত আছেন, অনলে পারা রাখিতে গিয়া উড়াইয়া তাহা অঙ্গে লাগাইয়াছেন, তিনিও সরলভাবে শ্রীভগবানের নিকট

নিজের দোষ ও অজ্ঞানতা স্বীকার করিয়া, রিপুর প্রলোভনীয় বিষয় ও কুসঙ্গ ত্যাগ করিবার শক্তি প্রার্থনা করুন, তাহা হইলে তাঁহার সরলতাক্রমে তাঁহার প্রতি কৃপার্দ্র হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে উপযুক্ত শক্তি দিবেন ও উদ্ধার করিবেন।

ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।" একটী মাত্র অন্ত যাঁহার তিনি ঐকান্তিক বা ভক্তভৃত্য। একটী বলিতে সংখ্যাগত দার্শনিক নানাত্বের বিপরীত ভাব প্রকাশ করে। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" হে অর্জ্জুন, একমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করিবে; অব্যবসায়িগণ নানাপ্রকার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে। লক্ষ্যবস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে দুই নৌকায় দুই পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হন। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার; লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্য। অসংযত ব্যক্তিগণ বহু লক্ষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন্ বস্তুই লাভ করিতে পারেন না। যেখানে সজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন সেইখানেই বিষমজাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার।

অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু কিন্তু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবে ব্যভিচারক্রমে সেই বস্তু বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয়। ঐকান্তিকতার অভাবই এই ব্যভিচার আনয়ন করে। আবার এই প্রকার ব্যভিচার পোষণ করিয়াও কাল্পনিক পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা করেন। বহ্বীশ্বরবাদের ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইতে গেলে একমাত্র নির্ব্বিশেষ-কল্পনাই ঐকান্তিকতা পোষণ করে। ঐকান্তিকতার অভাবে একজ্ঞানের পরিবর্ত্তে পাঁচপ্রকার কৃষ্ণেতর বাহ্যলক্ষণে লক্ষীভূত বস্তুকে ঈশ্বরস্বীকার ও তাহাদের ঈশ্বরত্বের বিলোপ সাধন করিয়া বস্তুস্তরকে অদ্বয়জ্ঞানে পর্য্যবসিত করিলে ঈশ্বরগুলির বিশেষত্ব ধ্বংস হয়, সেই কালে কৃষ্ণেতর বাহ্যদর্শন জন্য পঞ্চোপাসনাগত ব্যভিচার আর থাকিতে পারে না। একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহ্বীশ্বরবাদের প্রশ্রয় দেন না। ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিলে উদারতা হয় যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কখনই অসাম্প্রদায়িক হইতে পারেন না। উপাস্যবস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না। অনুরাগের অভাব হইতে, বিরোধের স্বভাব হইতে বহ্বীশ্বরের প্রবর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।"

অদ্বয় কৃষ্ণজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই মানব দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন। এই অভিনিবেশই তাঁহাকে অভয়পদ বিস্মরণ করাইয়া ঐকান্তিকতা হইতে ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করে। ঐকান্তিকগণের উপাস্য বস্তুকে বহু জ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি। বিদ্বেষের বহুত্বজ্ঞানই ভয়ের কারণ।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়। যাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যভিচার কামনাক্রমে কামনানুসারে নিজ নিজ কামপুষ্টির জন্য সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্রের উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারাই বহুঈশ্বরবাদী ও ব্যভিচারী। ভগবত্তত্ত্ব হইতে বিমুখতাক্রমেই বাহ্য-বিচার ও বাহ্যদর্শন দ্বারা পঞ্চদেবতার কল্পনা হয়। বহু কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে জীব কৃষ্ণ-কাম বা অদ্বয়জ্ঞান লাভ করেন। সেকালে তাঁহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। ব্যভিচারী সম্প্রদায় এই মুক্তাবস্থাকেও গর্হণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। ব্যভিচারিক দল বলেন, কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজড়িত, তাঁহারা ভগবান্‌কে ব্যক্তিগত (personal) করিতে ব্যগ্র। সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তের সহিত গণেশ-পূজকের মতভেদ আছে। গণেশপূজা করিলে অর্থসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী কিন্তু কৃষ্ণপূজা করিলে পার্থিব অর্থকে অনর্থজ্ঞান হইয়া যায়। তাহা হইলে আর জড়ের ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বার্থপরের চমৎকারিতা পোষণ করে না। জড়ার্থকামী ব্যভিচারিদল পঞ্চোপাসনার প্রতি আদর করিয়া ঐকান্তিকতা বিনাশ করে এবং ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহারই ন্যায় ব্যক্তিগত জড় স্বার্থের দাস বলিয়া মনে করে। কিন্তু এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, কৃষ্ণ-বস্তুটী জড়ের অন্যতম নহে। কৃষ্ণদাস্যে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা ব্যভিচারিদল দেখিতে পান উহা তাঁহাদিগের ন্যায় হেয়তা-পূর্ণ স্বার্থপরতা নহে। গণেশ-পূজকের স্বার্থ – অর্থলিপ্সা। তাদৃশ অর্থের দ্বারা কৃষ্ণৈকশরণের স্বার্থ-বিলোপ-সাধন ও নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণাদি ঘটে। অনন্য কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপূজা অনন্য কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ব্যক্তিগত ঘৃণিত স্বার্থ নহে। গণেশপূজক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন যে, জগৎ পঞ্চাইতী শাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজনে ভোট দিয়া ব্যভিচার আনয়ন করিব। জড়জগতে পাঁচের অধিকার থাকুক কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অনুরাগের স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নানাত্ব, বহুত্ব ও সাধারণী কোন ভাবেরই আদর না করিয়া ভগবান্ আমারই স্বামিত্ব-কৃত বস্তু, ইহাতে ব্যভিচারীর, সাধারণের বা অন্যের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না। ঐকান্তিক ভক্ত একল সেবা-পরায়ণ, আবার তাঁহার সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ উদ্দেশ্যের অনুকূল সহচরগণকে নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন। 'সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়' প্রভৃতি ভক্তির পরমোচ্চ-স্তরের ভজনপ্রভাবের কিছু কিছু উপলব্ধি যাহার হইয়াছে—তিনিই ঐকান্তিকের নিষ্ঠা বুঝিতে সমর্থ। তৎপূর্ব্বে নানা অনর্থ ও জঞ্জাল আসিয়া তাঁহার অদ্বয়-স্বরূপ-জ্ঞানে বিপৎপাত ঘটাইবে। কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত। যেখানে কৃষ্ণেতর অন্য বস্তুতে জীবের অনুরাগ ও সহানুভূতি দেখা যায়, সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহুঈশ্বরসেবীর সঙ্গ করেন না। তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়নের জন্য, তাঁহাদের বিষয় উন্মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করেন কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণেতর সেবোপাসকের বিমুখ চেষ্টার আদর করেন না। শুষ্কবৈষ্ণবকে স্বার্থপর মনে করিয়া তাঁহাকে পাঁচমিশালী মতবাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যভিচারিদলের আদর পাইতে পারে কিন্তু তাদৃশ দল যখন নিজ নিজ অসচ্চেষ্টা ছাড়িয়া দেন তৎকালে তিনিও ঐকান্তিক হইতে পারেন। ঐকান্তিকতা-বিনাশপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীআচার্য্যবাণী

(১০ই অক্টোবর, ১৯৩৯)

গুরুদেবের সম্বন্ধে, বৈষ্ণবের সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, গুরু-বৈষ্ণব সেরূপ না-ও হইতে পারেন। সুতরাং খুব সাবধান!

কৃষ্ণের জন্য হৃদয়ে একটা **তীব্র জ্বালাবোধ,** একটা দুঃখ বা যন্ত্রণা অনুভব হওয়া **নিতান্ত প্রয়োজন**। কৃষ্ণের সেবা, শ্রীনামের সেবা করিতে পারিলাম না, গুরু-বৈষ্ণবের সেবা আমার দ্বারা হইল না—ইহা সর্ব্বক্ষণ অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সেজন্য আকুল আর্ত্তি এবং অত্যন্ত দুঃখ-বোধ না হইলে সুবিধা হইবে না। এই জ্বালা-বোধ বা বিরহ যাঁহার হইয়াছে, তাহার মঙ্গল হইয়া গিয়াছে। পক্ষিমাতা শাবককে রাখিয়া আহার অন্বেষণে চলিয়া যায়। শাবকটি কিরূপ আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার সহিত মাতার আগমনের অপেক্ষা করে। মাতা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিবে তাহা দ্বারাই তাহার জীবনরক্ষা হইবে। মাতা যখন সন্ধ্যাকালে খাদ্য লইয়া ফিরিয়া আসে, তখন শাবকের কি প্রকার ব্যগ্র-ব্যাকুলতা ও আনন্দ দেখা যায়। তখনও খাদ্যদ্রব্য তাহার উদরস্থ হয় নাই তথাপি সেই খাদ্য দেখিয়াই তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। উহা গ্রহণ করিবার জন্য তাহার কি আর্ত্তি, কি ব্যাকুলতা! সেইরূপ কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা পাইবার পূর্ব্বেই পাইবার আশায়ই হৃদয়ে অত্যন্ত আর্ত্তি-আগ্রহ, আবার আনন্দও হইয়া থাকে। কৃষ্ণসেবা পাইলে ত' আর কথাই নাই।

জীবকে কত বড় দয়া করিবার জন্য স্বয়ং নামি-অভিন্ন শ্রীনাম জগতে অবতীর্ণ হইলেন আবার সেই নামাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দর নামদাতা অর্থাৎ অভিধেয়-ধাতৃরূপে সম্বন্ধরূপ নাম বা নিজকে নিজে দান করিলেন। তিনি একা নহেন; তাঁহার সহিত শ্রীনিত্যানন্দ বা মূল সংকর্ষণ, শ্রীঅদ্বৈত, যিনি কারণার্ণবশায়ীর অবতার, শ্রীগদাধর—মহাপ্রভুর শক্তি এবং শ্রীবাস পণ্ডিত যিনি সমস্ত ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ, আশ্রয়বিগ্রহ—ইঁহারা সকলে মিলিয়া কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেম দান করিলেন, কোন প্রকার বিচার করিলেন না। এত বড় দয়া! ইহাতেও যদি শ্রীনাম-সেবার জন্য আর্ত্তি না হয়, তীব্র দুঃখ-বোধ না হয়, পাইলাম না বলিয়া জ্বালা-বোধ না হয় তাহা হইলে আর সুবিধা হইবে না। শ্রীনামের সেবা না হইলে মায়ার দাসত্বই সার হইবে। যাহাদের কপাল অত্যন্ত মন্দ, যাহারা অত্যন্ত দুর্ভাগা, তাহারাই এইরূপ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইবে, জন্মে জন্মে মায়ার লাথি-ঝাঁটা খাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, অপরাধ করিতে করিতে অনন্ত নরকের দিকে চলিয়া যাইবে। এত বড় করুণা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য যদি না হয়, তাহা হইলে চরম দুর্গতি হইবেই হইবে।

এতদিন—১৫।২০ বৎসর গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইবার অভিনয় করিয়া লাভ হইয়াছে কি? সকলের সার বুঝিয়াছি—পেট। আঠার বৎসর ধরিয়া গৌড়ীয়ের ১৪০০০ পাতা পড়া হইল, নদীয়া-প্রকাশ চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া পড়িলাম, পড়িয়া শুনিয়া সবই বুঝিয়া ফেলিয়াছি। একই কথাই ত' বলা হইতেছে, একঘেয়ে কথা, উহা আর ভাল লাগে না। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জগন্নাথবল্লভ নাটক, গীত-গোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত—সবই আমাদের পড়া, জানা, বুঝা হইয়া গিয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কতটুকুই বা লিখিয়াছেন, উহা আর জানিতে বাকী নাই।

কৃষ্ণ, ব্রজবাস, মধুর রস, গোপীদেহে কৃষ্ণের বিলাস—সবই জানি, সবই বুঝিয়া, মাপিয়া লইয়াছি! নাম, নামদাতা গৌরসুন্দর—অজানা আর কিছুই নাই; ও-সব কথা কত শুনিলাম, কত বলিলাম। যে কৃষ্ণের মাধুর্য্যের পার কৃষ্ণ নিজেই পান না, আমরা তাহার সবটুকুই বুঝিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু এত পড়িয়া বুঝিয়া ফল হইয়াছে এই যে, কিসে শরীরটি ভাল থাকিবে, সেই চিন্তাই পরমার্থ বলিয়া বুঝিয়াছি। উহাতে কিন্তু বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই। শরীরের কথা খুবই নূতন, মোটেই একঘেয়ে নয়। সবই জানা হইয়াছে, জানা হয় নাই কেবল কি করিলে দেহের সুখটা লাভ হইবে। হাজার জন্ম ধরিয়া যদি শুনি তাহা হইলেও সে-কথাটা পুরাতন হইবে না, সব জানা হইবে না।

দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। পেটই সর্ব্বস্ব! সকলের আগে পেটের সেবা তারপর আর সব। বড় বড় সাধু মহাজন —তাঁহারাও পেটের (?) সেবাই করিয়াছেন, ওটি না হইলে তাঁহাদেরও চলে নাই। একদিন পেটে অন্ন না পড়িলে আর কিছুই তখন আসে না। পেটের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গান লেখা হইল, সে-গানে আবার আখর পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়া গেল। পেটের জন্য না করিয়া আমি পারিই না। অপরের পকেটে হাত না দিলে, অপর জীবজন্তুর প্রতি অত্যাচার না করিলে, অন্য মানুষের রক্ত শোষণ (যে কোন আকারেই হউক) না করিলে আমার চলে না। সমস্ত জগতে এই ত' চলিতেছে।

অহন্যানি সহস্রানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্॥
(ভাঃ ১১।৩।৪৭)

প্রত্যেক জন্তু অপরকে হিংসা করিয়া তবে বাঁচে। সেই হিংসা করিয়া রক্তশোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকাটাই সার কথা। যাহা কিছুই বল না কেন, পেট ঠাণ্ডা না থাকিলে কিছুই হয় না।

এই দেহসর্ব্বস্বতা এখন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে। ক্রমশঃ ভয়ানক দুর্দ্দিন আসিতেছে। পঁচিশ বৎসর পরে এমন অবস্থা হইবে যে তখন আর মঙ্গলের কথা শুনিবার লোক একেবারেই থাকিবে না; তর্কপথ প্রবল হইবে। সমস্ত জগৎ নরকের দিকে ছুটিতেছে এবং আরও জোরে ছুটিতে থাকিবে। এই সময় নিজে নামের সুখতৎপর হইয়া শ্রৌতকথা-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। **পাথর হইয়া বসিয়া কেবল মালা টানিলে লক্ষ বৎসরেও সুবিধা হইবে না।** Sword of Democles এর ন্যায় সরু সুতায় বাঁধা খড়্গ মাথার উপর ঝুলিতেছে, একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই সর্ব্বনাশ। এখন একমাত্র উপায় হইতেছে— বৈষ্ণব, যাঁহার সহিত শ্রীনাম বিলাস করেন, যিনি নামকে ছাড়িয়া থাকেন না, নাম ও যাঁহাকে ছাড়িয়া থাকেন না, সেই বৈষ্ণবের শরণ লইয়া তাঁহার সেবা করা। **নামপরায়ণ সাধুর সেবা করিলে নামের সুখ হয় আবার সেই নামপরায়ণ সাধুর যিনি সেবা করেন, তাঁর সেবা করিলে আরও বেশী সুখ হয়।** সেই সাধু শ্রীনামের সহিত কি ভাবে বিলাস করিতেছেন, কি করিয়া নামকে সুখ দিতেছেন, প্রত্যেক পদক্ষেপে কি প্রকারে সেবা করিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার। সেই সাধুর নিকট নিজের সমস্ত কথা অকপটে জানাইতে হইবে। কোথায় নিজের অসুবিধা তাহা তাঁহাকে বলিতে হইবে, আবার কি করিলে সেই অসুবিধা যায় তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে। রোগী নিজের চিকিৎসা নিজে করিতে গেলে সুবিধা হয় না। কাজেই চিকিৎসককে রোগের লক্ষণ সব বলিতে হইবে। তিনি যে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা

যথাযথ গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের অবস্থার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। ঔষধ-পথ্য-সেবনের ফলাফল কি হয় তাহা তাঁহাকে জানাইয়া আবার বা গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ ও শ্রবণকীর্ত্তন যদি হয়, তাহা হইলে সাধু আমাকে কৃপা করিবেন, আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, আমার প্রতি কুটিল হইবেন না। তখন তাঁহার কৃপায় নামীর অভিন্ন নাম যদি জিহ্বায় উদিত হন; ইহা ব্যতীত আর কোন পথ নাই। নিজের রোগ নিজেই বুঝিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলাম, সবই ত' শোনা হইয়া গিয়াছে, সবই জানি, এই মনে করিয়া সাধুর নিকট গেলাম না, তাহাতে মঙ্গল হয় না।

আবার চিকিৎসক যে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে; জোর করিয়া সুদের মাছ গ্রহণ করিতে গেলে তাহাতে অমঙ্গলই হইবে।

আমরা হরিগুরুবৈষ্ণব সম্বন্ধে যেরূপ কল্পনা করি তাঁহারা সেরূপ নহেন। রাবণ রামচন্দ্রকে মানুষবুদ্ধি করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। রামচন্দ্র স্বয়ং পরব্রহ্ম। রাবণ তাঁহার স্বরূপশক্তিকে হরণ করিয়া নিজে ভোগ করিতে চাহিয়াছিল, রামচন্দ্রকে—শক্তিমান্ পুরুষোত্তমকে নিঃশক্তিক ব্রহ্মরূপে পরিণত করিয়া নিজেই শক্তিমান্ হইতে গিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, স্বরূপশক্তিকে তাহার বিলাসের উপকরণ করিতে পারিলে সেই পরব্রহ্ম হইতে পারিবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। "প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়নামরূপ, না পেল রাবণ বুঝিয়া রাঘব"—ইহাই মহাজনের বাণী, ইহাই পথ। এই পথ যদি ধরা না হয়, তাহা হইলে পরম—চরম কল্যাণ দিতে আসিয়াছেন যে সাধু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার করিবার জন্য যিনি প্রস্তুত, সেই নির্ম্মৎসর সাধুকে লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন করিবার মহা-পাষণ্ডতাময়ী বুদ্ধি তখন প্রবল হইয়া উঠিবে।

১১ই অক্টোবর, ১৯৩৯

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পাঁচটি অঙ্গ অল্প পরিমাণে সাধিত হইলেও মঙ্গল হয়। সাধুর নিকট নিজের সকল কথা বলা দরকার। ভগবৎস্থানে বাসই মথুরা-বাস। শ্রীনামকীর্ত্তনটি ঠিক রাখিতে হইবে। জীবনে মরণে হরিনাম ছাড়িতে হইবে না, যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন। ঝড়ঝাপ্‌টা অনেক আসিবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া ধীর-স্থিরভাবে শ্রীনামকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে। দেহের জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। দেহ চিরদিন থাকিবে না। একখানি বস্ত্র যেরূপ জীর্ণ হইয়া গেলে অন্য একখানি বস্ত্র গ্রহণ করা হয়, বস্ত্র মলিন হইলে পরিষ্কার করিবার দরকার হয়, সেইরূপ দেহ জীর্ণ হইলে আর একটা দেহ লাভ হয়; আবার দেহ যতদিন আছে ততদিন তাহার কিছু ঘষা-মাজারও প্রয়োজন হয়। তবে অভিনিবেশ সেদিকে থাকিবে না, লক্ষ্য থাকিবে শ্রীনামের প্রতি।

আমরা নিজের ইচ্ছায় কিছু করিতে পারি না। মালিক একজন আছেন, তিনিই চালান। আমাদের স্বতন্ত্রভাবে কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। হাতা মনে করিতে পারে, সে-ই রান্না করিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সম্ভব হয় না; পাচক বা চেতন বস্তুর দরকার। কেবল রন্ধনসামগ্রী বা হাতা-কড়াই প্রভৃতি থাকিলেই রন্ধন হয় না। সেইরূপ পূর্ণচেতন বস্তু যে কৃষ্ণ, **তিনিই সকলের মূলে আছেন—এটি যদি ঠিক উপলব্ধি হয় তাহা হইলেই মঙ্গল;** আর যদি অভিমান আসে যে আমিই করিতেছি বা করিতে পারি, তাহা হইলেই অসুবিধা।

১২ই অক্টোবর, ১৯৩৯

শ্রীনাম যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনি পাগল হইয়া যান। তাঁহার ক্রিয়া-মুদ্রা, আচরণ, ব্যবহার—সবই অলৌকিক, অদ্ভুত মনে হয়। লোকে তাঁহাকে

বুঝে না, রাজরাজেশ্বর সম্রাটের আচরণ একজন সামান্য ভিখারী কি বুঝিবে ? তাঁহারও অপরে কিরূপ বুঝিল না বুঝিল তাহাতে কিছু আসে যায় না। শ্রীনাম যাঁহার প্রতি করুণা বিস্তার করেন, তাঁহার জিহ্বায় নিজে নাচেন, তাঁহাকেও নাচান, জীবকে নাচান, জগৎকেও নাচাইয়া মাতাইয়া দেন। এই নাম দান করিয়াছেন স্বয়ং মহাপ্রভু, তিনি নিজেই সেই নামের অভিন্ন নামী। তিনি আবার একা বলেন নাই ; সঙ্গে তাঁহার নিত্যানন্দ, যিনি স্বয়ং বলদেব। পুরুষাবতারের কারণ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ, তাহার মূল—আদি চতুর্ব্যূহ। সেই আদি চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ যে সংকর্ষণ, তাঁহারও মূল হইলেন শ্রীবলদেব। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সংকর্ষণের অংশ। শ্রীগদাধর—স্বরূপশক্তি, তিনি শ্রীনামেরও সর্ব্বস্ব। শ্রীবাস—শুদ্ধভক্ত-মণ্ডলীর গুরু। এই পঞ্চতত্ত্বরূপে স্বয়ং নামী তাঁহার অভিন্নস্বরূপ শ্রীনাম বিতরণ করিয়াছেন। ইহাতেও যদি আমাদের শ্রীনামের প্রতি রুচি না হয়, তাহা হইলে আর আমাদের কিপ্রকারে গতি হইবে ?

শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ দয়া করিয়াছেন, গুরুবর্গ সকলেই সেই দয়া বিতরণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ কত বড় দয়া করিলেন, কিন্তু এত দয়া, এত সুযোগ পাইয়াও গুরুদেবের কাছে আসিয়া ছাইপাঁশ চাহিয়া বসিলাম। হীরকের খনির নিকট আসিয়া মাটি চাহিলাম, অমৃতসিন্ধুর নিকট আসিয়া বিষ্ঠাগর্ত্তের জল চাহিলাম, আমাদের মত বঞ্চিত দুর্ভাগা আর কে ?

কৃষ্ণ আমাদিগকে যেভাবে চালনা করেন, আমাদের সেইভাবেই থাকিতে হইবে। আমাদের কোনই স্বতন্ত্রতা নাই। তিনিই প্রভু, তিনিই সব করাইতেছেন। যাঁহারা শরণাগত, তাঁহারা গুরুকৃষ্ণই যে তাঁহাদের চালনা করিতেছেন ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারেন। অন্য লোক অবশ্য তাঁহাকে দেখিলে কিছুই বুঝিতে পারে না। যেমন কন্যা তাহার মাতার ইঙ্গিতে উঠে বসে, সকল কার্য্য করে। যাহারা বুঝে না তাহারা মনে করে, মেয়েটি বুঝি নিজের খেয়ালমতই সব করিতেছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি ত' তাহা নহে। সেইপ্রকার শরণাগতজন সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করেন যে, কৃষ্ণই তাঁহাকে চালাইতেছেন। এটি অনুভব করিতে পারিলেই মঙ্গল আর যদি কৃষ্ণই প্রভু—ইহা না বুঝিয়া নিজকে স্বতন্ত্র কর্ত্তা বলিয়া অভিমান হয়, তাহা হইলেই বিপদ্।

একমাত্র শ্রীনামের আশ্রয়েই সব হইবে। অনেক প্রকার দুঃখ, কষ্ট, বিঘ্ন, বিপদ্ আসিতে পারে, কিন্তু তাহাতে **হতাশ বা অধীর হইলে চলিবে না।** কৃষ্ণ যদি আমাকে এই অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, তাহা হইলে ইহাই ভাল, ইহাতেই আমার সুখ, এই মনে করিয়া সব দুঃখকষ্ট মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এইটি হৃদয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিবে—যত দুঃখই হউক না কেন, আমি হরিনাম ছাড়িব না।

স্বামী যদি সাধ্বী স্ত্রীকে প্রহার করে, অসুবিধায় রাখে, সে কি সেজন্য স্বামিসেবা ছাড়িয়া দেয় ? পুত্র যদি মাতাকে পদাঘাত করে, তখন মাতা কি ক্রুদ্ধ হন ? তাহাদের বিচার—আমারই পুত্র অথবা আমারই ত' স্বামী ! স্ত্রীর প্রতি প্রীতি আছে বলিয়াই স্বামী অনেকসময় স্নেহের অত্যাচার করে, উহা প্রণয়-চাপল্য মাত্র। স্বামী যদি দরিদ্র হয়, দুবেলা আহার বা অলঙ্কার-বস্ত্রাদি দিতে না-ই পারে তজ্জন্য সাধ্বী স্ত্রী ত' অসন্তুষ্ট হয় না, শুধু শাখা মাত্র পরিধান করিয়া অর্দ্ধাশনে থাকিয়াই সে সুখী হয়। সেই প্রকার যদি বিপদ্ বা কষ্টের মধ্যে রাখিয়াই কৃষ্ণ সুখী হন, তাহাতেই আমার সুখ। আপন বলিয়া জ্ঞান হইলেই তাঁহার দেওয়া দুঃখকে সুখ বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীনাম নামগ্রহণকারীকে পাগল করিয়া সুখ পান। এখন ত' শ্রীনামকে জানিতেই পারিতেছি না।

এখন বদ্ধদশায় আমাদের নিকট জগতের অন্যান্য দশটা শব্দ যেরূপ, শ্রীনামও তদ্রূপ। কিন্তু সেবোন্মুখের জিহ্বায় নাম স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন; নামকারীর সহিত তাঁহার কত লীলাবিলাস হইয়া থাকে। সে রাজ্যের সবই অন্যরকম। শ্রীনাম, শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীগিরিধারী—একই বস্তু। কিন্তু এখন দেখি, গিরিধারী পাথরমাত্র, শ্রীনাম শব্দ আর গৌরসুন্দর একজন মরণশীল মানববিশেষ! গিরিধারীর প্রকৃত সেবা তখনই হইবে যখন শ্রীনামের বিলাস উপলব্ধি হইবে। নতুবা কেবল অর্চ্চনের বাহ্য ব্যাপারগুলি সম্পন্ন হইলেই অর্চ্চন হইবে না। সহস্র বৎসর অর্চ্চন করিলে তবে মুখে হরিনাম উচ্চারিত হন। প্রথমে নামাপরাধ বিগত হইয়া নামাভাস, তৎপরে শুদ্ধনাম স্বয়ং উদিত হন।

এখন ত' গিরিধারী কথা বলেন না, ভোগ দিলে গ্রহণ করেন না; কিন্তু যখন শুদ্ধনাম জিহ্বায় কীর্ত্তিত হইবেন তখন গিরিধারী বলপূর্ব্বক সেবকের নৈবেদ্য গ্রহণ করিবেন, তাঁহার স্বভাবই ঐরূপ। উপকরণ যাহাই হৌক্ না কেন, হৌক্ না কেন শাকপাতা, তিনি তাহাই খান। তিনি তখন কথা বলেন, যেমন বলিয়াছিলেন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট। শ্রীদাস-গোস্বামী প্রভু, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ—ইঁহারাই গিরিধারীর প্রকৃত সেবা করিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত, সকল গুরুবর্গের সহিত শ্রীগিরিধারী কথা বলেন। ইঁহাদের সেবা—ভাবসেবা; উহা কৃষ্ণাকর্ষিণী। শ্রীনাম-দাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুও গিরিধারীই, কেবল বর্ণটি লুকাইয়া আসিয়াছেন। গিরিধারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকা শ্রীমতীর বর্ণটি চুরি করিয়াছেন। কৃষ্ণের রূপ চারিদিকে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, প্রাণপ্রভুর সহিত দুটি কথা বলিবার জন্য আমাদের কি একটুও ইচ্ছা জাগিবে না?

একটা জ্বালাবোধ হওয়া দরকার। পুত্র হারাইয়া গেলে মাতার যেরূপ উৎকণ্ঠা, বৎস দূরে গেলে গাভীর যেরূপ ব্যাকুলতা দেখা যায়, বেদনা অনুভব হয়, সেইরূপ বেদনাবোধ হওয়া প্রয়োজন। অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে হইবে। ক্রন্দন দুই অবস্থাতেই হয়। সিদ্ধ—যিনি ব্রজবাসী, কৃষ্ণ তাঁহাকেও কাঁদান, তাহাতে উভয়েরই সুখ। আবার অনর্থযুক্ত সাধকও ক্রন্দন করেন—নামসেবার বাধা বা অনর্থ কেন দূর হইতেছে না—ইহা মনে করিয়া তাঁহার জ্বালাবোধ হয়। নামপরায়ণ সাধুর নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হইতে মাগিব বিশ্রাম॥

সংসারের জ্বালাটা বোধ হওয়া দরকার। বোধ হইলেই জানাইতে পারা যায়।

সে-কথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথ
তোমার চরণতলে।
বিনোদসেবক কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আপন কাহিনী বলে॥

সাধুর নিকট অকপটে ক্রন্দন করিয়া নিজের অনর্থের কথা জানাইতে হইবে। সাধু তখন আমার জন্য শ্রীনামের নিকট আবেদন নিবেদন জানাইবেন, আর্জ্জি পেশ করিবেন। তাঁহারা আবেদন করিলেই শ্রীনামের কৃপা হইয়া যাইবে, কারণ বৈষ্ণব শ্রীনামের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁহাদের প্রার্থনা তিনি না শুনিয়া পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিবেন না—একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর প্রতাপরুদ্রেরও প্রতিজ্ঞা কৃপা না হইলে প্রাণ রাখিব না। প্রতাপরুদ্রের জন্য আবেদন করিলেন রায়-রামানন্দ—যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বস্ব, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সকল অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া ভক্ত হইয়াছেন, তিনিও মহাপ্রভুর খুব প্রিয়; মহাপ্রভু তাঁহাকে সর্ব্বদা গৌরব-সম্মান প্রদান করিতেন। আর আবেদন করিলেন নিত্যানন্দ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—ছি! ছি! তোমরা আমাকে

বিষয়িদর্শন করাইয়া আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিবে? তাঁহারা কিন্তু তথাপি আবেদন নিবেদন করিতে ছাড়িলেন না; আবার প্রতাপরুদ্রকেও উপদেশ দিতে, সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। সেরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট গেলে তিনি দয়া করেন, তাহা তাঁহাকে শিখাইলেন। প্রতাপরুদ্র তখন দীন হইলেন; তিনি জগন্নাথের রথের গমনপথ স্বহস্তে উপস্কার করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া মহাপ্রভুর কৃপা হইল। কারণ, তখন প্রতাপরুদ্র আর বিষয়ী নহেন,—তখন তিনি অকিঞ্চন, কাঙ্গাল। আর মহাপ্রভু কাঙ্গালের ঠাকুর; কাজেই তখন তাঁহাকে কৃপা করিলেন।

কবে হেন কৃপা লভিয়া এজন
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধি-হীন আমি অতি দীন
কর মোরে আত্মসাথ॥
যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

—ইহা অকিঞ্চনই বলিতে পারেন, আর এই কথা বলিতে না পারিলে কৃষ্ণের দয়া হয় না।

সেবকের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি, সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

সঙ্গে লহ বলিলেন কেন? সঙ্গে লইয়া তাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবেন। তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারিলে তাঁহারা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। কোথায় কাঁটা আছে, গর্ত্ত আছে দেখাইয়া সাবধান করিয়া দিবেন। তখন হিংস্র জন্তুর ভয় অথবা পথ হারাইবার ভয় থাকিবে না। যাঁহারা সঙ্গে চলেন, তাঁহারা আবার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে বলেন—কি তুচ্ছ বস্তু লইয়া রহিয়াছ, হরিভজন কর, অকিঞ্চন হও, সঙ্গে চল।

ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা
উল্লসিত হবে হিয়া॥

কৃপা পাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা জানান দরকার। যদি প্রাণ না কাঁদে, যদি জ্বালা-বোধ না হয় তাহা হইলে 'কেন আমার জ্বালা-বোধ হইতেছে না' এই বলিয়া আর্ত্তি জানাইতে হইবে। সম্বন্ধই হইল না কৃষ্ণের সঙ্গে, জ্বালা হইবে কি করিয়া? তবে জ্বালা অনুভব হওয়া দরকার। তাহা না হইলে কৃষ্ণের কৃপা হয় না। এই যে বৈষ্ণবের নিকট ক্রন্দন করিয়া কৃপা-ভিক্ষা—ইহাই ব্রজবাস।

কৃষ্ণের প্রতি টান হইলে আর সংসারের প্রতি আঠা থাকে না। **কৃষ্ণের দিকে যদি টান না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই জগতের কোন বস্তুর প্রতি টান আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সুনাম, শান্তি, আরাম—কিছু একটার প্রতি লক্ষ্য আছে।** কিন্তু এইগুলি ত' বাজে জিনিষ, এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তু; ইহারা ত' আমাকে চরম মঙ্গল দিবে না। আমি ত' কৃষ্ণের, আমার বলিতে ত' একমাত্র কৃষ্ণ, তাঁহাকে না চাহিয়া আমি কি সুখের আশায় বসিয়া আছি? কৃষ্ণকে চাহিতে হইবে। আবার "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার কি কাজ অপর ধনে" বলিয়াও যদি বিষয়ের প্রতি আদর বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সত্য সত্য প্রাণের টান আমার হয় নাই, কপটতা মাত্র করিয়াছি।

একটা জেদ থাকা চাই যে, এই জন্মেই পাইতে হইবে। কত ভাগ্যে মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, পর জন্মে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—কোন্ দেহ লাভ করিতে হইবে ঠিক নাই। মনুষ্যজন্ম ব্যতীত ত' হরিভজন হয় না; অন্য জন্মে ত' হরির কথা শোনা বা বলা যায় না। মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, মহাপুরুষের কৃপা পাইয়াছি, এত সুযোগ

সৌভাগ্য হইয়াছে সুতরাং এই জন্মেই হে কৃষ্ণ! কৃপা কর। এ জন্মে যদি কৃপা না পাই তাহা হইলে আবার মাতৃকুক্ষিতে আসিতে হইবে, তখন কি এইরূপ সৌভাগ্য আর হইবে?

সর্ব্বস্ব চাহিতে হয়। আংশিক পাইয়া বা চাহিয়া সন্তুষ্ট হইতে নাই। সর্ব্বস্ব পাইতে গেলে আবার সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দেওয়া চাই। সম্পূর্ণ শরণাগত হইতে হইবে, দরজা সবটুকু খুলিয়া রাখিতে হইবে, তবে ত' পূর্ণ কৃপা, ষোল আনা পাওয়া যাইবে। কৃষ্ণ অনেক পরীক্ষা করিবেন, তীব্র দুঃখ দিবেন। সত্য সত্যই তাঁহাকেই চাই কি না পরীক্ষা করিয়া লইবেন, সেজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। গুরু-বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণের কথা শুনিতে হইবে। নিজে যদি মনে মনে একটা কল্পনার রূপ গড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়, তাহা হইলে সুবিধা হইবে না। সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামের কৃপার জন্য ব্যাকুল হইলে তখন আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, শোক, ভয় কোন দিকেই লক্ষ্য থাকিবে না। তখন বৈষ্ণবের প্রতি প্রবল অনুরাগ হয়, তাঁহাদের দর্শনে আনন্দ বোধ হয়। শ্রীনাম অমৃতের সিন্ধু; তাঁহার একবিন্দুর আস্বাদন হইলেই উন্মত্ত হইয়া যাইতে হয়, আর নিমজ্জন হইলে ত' কথাই নাই। সকলে সেই অমৃতের আস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ করুন।

প্রতিবাদ

(২)

[শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় আশ্বিন মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-উদ্ধার-লীলা অস্বীকার করিয়া যে-সকল তর্ক-যুক্তির আবাহন করিয়াছেন, তাহা ১৮শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়ে' (২৭শে আশ্বিন, ১৩৪৬) সর্ব্বতোভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রের ৬৯০ পৃষ্ঠায় তাঁহার বক্তব্যের দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখক শ্রীল কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর বর্ণনার মধ্যে আপাত-বিরোধের ছল উঠাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পরাজয় বা শাস্ত্রবিচারের দ্বারা কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হয় নাই,—এইরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তর্কবাগীশ মহাশয় অশ্রৌত তর্কের দ্বারা যে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কেবল যে অনধিকারচর্চ্চা-দোষ হইয়াছে, তাহা নহে, ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—দোষ-চতুষ্টয়ের অতীত প্রামাণিক শ্রীচৈতন্য-চরিত-লেখকগণের বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেও তাঁহার প্রবেশ-লাভ হয় নাই, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুই বলিয়াছেন,—

অভক্ত-উষ্ট্রের হৃদে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি' কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥

(চৈঃ চঃ অ৷ ৪।২৩৪, ২৩৬)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মূল মহাজনও এই কথাই তার-স্বরে বলিয়াছেন—

কষ্টবৈরাগ্যনিদ্যা শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখাঃ॥

ইত্যেষ ভক্তিরসিকৈশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ।
জড়ন্যায়মতাৎ রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৫ম লঃ ৭৬-৭৭)

বৈয়াসানির্দ্দিষ্ট-চিত্ত, শুষ্কজ্ঞানী, তর্কমাত্রনিষ্ঠ হৈতুক-পুরুষগণ, কর্ম্ম-মীমাংসক ও শুষ্কজ্ঞানপন্থীয় উত্তরমীমাংসকগণ, বিশেষতঃ ভক্ত্যাস্বাদ-বহির্ম্মুখ পুরুষগণ এবং কেবলাদ্বৈত-বাদিরূপ জড়ন্যায়মীমাংসক ব্যক্তিগণ হইতে ভক্তিরসিকগণ, চৌর-গণ হইতে যেরূপ মহানিধি রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ কৃষ্ণভক্তিরসকে গোপন রাখিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কিরূপ মান দান করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন এবং হৈতুক তার্কিক বা জড় নৈয়ায়িকগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ, তাহা সার্ব্বভৌম গোপীনাথ আচার্য্যকে বলিতেছেন,—

সার্ব্বভৌম কহে,—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে, ঐছে কোন্ হয়॥
তার্কিক শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে।
কাঁহা এই সঙ্গ-সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে॥
—চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮১-১৮৪

'ষটপটিয়া' তার্কিকগণের শৃগালযোনি-লাভের কথা সনাতন শাস্ত্র-সমূহও কীর্ত্তন করিয়াছেন। সরল ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

শুনিতে পাওয়া যায়, সমালোচক তর্কবাগীশ মহাশয় গৌর-পার্ষদ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের লৌকিক ভ্রাতৃবংশের অন্যতম। তর্কবাগীশ মহাশয়ের মনো সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় ব্রাহ্মণোচিত সরলতা দর্শন করিলে অনেকেই সুখী হইতেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তিনি তর্কপন্থী নৈয়ায়িক ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদিগণকে রক্ষা করিবার অভি-সন্ধিমূলে শ্রীচৈতন্যদেবকর্ত্তৃক শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উদ্ধার-লীলাকে অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতিপ্রমুখ শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখকগণের ভ্রম-প্রমাদ আবিষ্কার করিবার জন্য স্বীয় তর্কবিদ্যার বাহাদুরী ও গবেষণা প্রদর্শন করিয়াছেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘের ঐরূপ চিত্তবৃত্তি-দর্শনে লোক-শিক্ষাকল্পে বলিয়াছিলেন—

সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
'মাৎসর্য্য' চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥
—চৈঃ চঃ মঃ ১৪।২৭৪, ২৭৫

যাহারা 'বিষ্ঠাবিষ্ঠা গর্ত্তের পানি' পান করিবার জন্য অর্থাৎ কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশার জন্য ব্যস্ত, তাহারা কি ছুরবগাহ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুকে পরিমাপ করিতে পারে? বর্ত্তমান সভ্যতার কপটতানুসারে বাহিরে সংযতভাষা প্রদর্শন করিয়া অন্তরে যে মহাজন-বিদ্বেষের কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সরল ব্রাহ্মণ-হৃদয়ের পরিচায়ক নহে; উহা মাৎসর্য্য-চণ্ডালেরই তাণ্ডব।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বা শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভু—গ্রাম্য কবি নহেন। ইহারা ভ্রমপ্রমাদের অতীত। গ্রাম্য কবি একদময় পার্ব্বতী ও ফণিভূষণকে পরমেশ্বর ও জগতের মাতাপিতা বলিয়া বন্দনা করেন, আবার মাতাপিতার বিহার বর্ণন করিতেও উদ্যত হন, পার্ব্বতীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া আবার 'শিবোঽহং শিবোঽহং' মন্ত্র জপ করেন। অপ্রাকৃত কবির সিদ্ধান্তবিরোধ, রসাভাস প্রভৃতি দোষ নাই। তবে অপ্রাকৃত কবিগণ যখন বিমুখকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, তখন নিকট ভ্রমপ্রমাদ-যুক্ত বলিয়া প্রতীত হন, [illegible] কারণ।

তর্কবাগীশ মহাশয় তর্কবিদ্যার দ্বারা [illegible] গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল কবিকর্ণপুর বা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনার মধ্যে যে আপাতবিরোধ প্রদর্শন করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে আশঙ্কা হয় তিনি দয়ানন্দ সরস্বতী বা রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া কোন্ দিন আনি শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মহাভারত এমন কি, শ্রুতির মধ্যে নানাপ্রকার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক

ভ্রম এবং ত্রুটিসমূহের পরস্পর অনায়ত্ত আবিষ্কার করিয়া কেহেন বা 'গীতার গলদ' লিখিয়া বসেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিভিন্ন চরিত-লেখকগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় দেখিয়া শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়াদির অস্তিত্ব অস্বীকার করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে? শ্রীমধ্বাচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে আচার্য্যের আবির্ভাবের সময় ও তাঁহার চরিত্রের বিভিন্ন ঘটনা লইয়া কিছু কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়; তদ্দ্বারা আচার্য্যগণের প্রকৃত অনুগত সম্প্রদায়ের কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু মৎসর, ধর্ম্মিকাবৃত্তি ও অভিসন্ধি-যুক্ত ব্যক্তিগণ ঐ সকল ছল আশ্রয় করিয়া কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট করে।

নরমাতৃকন্যায়াবলম্বী ব্যক্তিগণ স্ত্রীলাভিহিসাবে মাতার নিরপেক্ষ সমালোচনার ছলে মাতাকে নগ্না করিবার জন্য যে পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ করে, তাহা আধুনিক সভ্যতানুমোদিত শিষ্টাচার হইলেও শ্রৌতপথ নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর অনুগ ব্যক্তিগণ এইরূপ কপট শিষ্টাচার ও অভিসন্ধিযুক্ত নিরপেক্ষতার ছলনাকে কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারেন না বা কোনও দিন করিবেন না।

তর্কবাগীশ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যকে যে শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামীর রচিত বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও মতভেদ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যের বর্ণনার সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনার কোনই আত্যন্তিক বিরোধ নাই। তর্কবাগীশ মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কবিকর্ণপুরের মতে সার্ব্বভৌম নিজ শিষ্যদিগের নিকট বেদান্ত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর মতে সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বেদান্ত পড়াইয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম নিজ শিষ্যদিগের নিকট যখন বেদান্ত অধ্যাপনা করেন, তখন যদি দৈন্যবশতঃ শ্রীচৈতন্যদেব তথায় উপবেশন করিয়া থাকেন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণের কথা উল্লেখ না করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, কিম্বা যদি শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে অষ্টদিবস-ব্যাপী বেদান্ত-শ্রবণের কথার উল্লেখ না থাকিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার উল্লেখ থাকে, তদ্দ্বারা উভয়ের বর্ণনার মধ্যে কোন আত্যন্তিক বিরোধ হয় না। সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবকে সাধারণ সন্ন্যাসিমাত্র মনে করিয়া বেদান্ত শ্রবণ করাইতে চাহিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহাকে মান দান করিয়া তাহা দৈন্যভরে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—এই মূল ঘটনার মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত অশ্রৌত তার্কিকের মত তর্ক করেন নাই, কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁহার অশ্রৌত তর্কের নিয়ম-কানুনের জেলখানার কয়েদী করিয়া দেখিতে চাহেন! ইহাই মায়াধীশকে মায়া মিশাইয়া দেখিবার চেষ্টারূপ অশ্রৌত মতবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রৌতপ্রণালীতে শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তকে মধ্যস্থ রাখিয়া বিচার করিয়াছিলেন—"মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ", "শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্" ইহাই শ্রৌত পণ্ডিতগণের বিচারের প্রণালী। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বিচারক চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে নাই যে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পাণ্ডিত্য পরিমাপ করিয়া মধ্যস্থতা করিতে পারেন। অশ্রৌত তার্কিকগণের বিতণ্ডা, ছল প্রবৃত্তি শ্রৌতপণ্ডিতগণের সহিত এক নহে। শ্রৌতপণ্ডিতগণের বিতণ্ডা ও ছল প্রবৃত্তিও অন্বয়জ্ঞানেই সমন্বিত হয়। কাজেই শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত উভয়ের বর্ণনাই সত্য ও নির্দ্দোষ। হৈতুক তার্কিকের সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি তাহা মাপিয়া লইতে পারে না। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি শ্রীআচার্য্যগণের দিগ্বিজয়-লীলার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা আধ্যক্ষিক সম্প্র-দায়ের মত সকল সময়ই মধ্যস্থ রাখিয়া বিচার বা পরমত খণ্ডন করেন নাই। সত্য চিরকালই সত্য, কোন একটী বিশিষ্ট ভ্রম-প্রমাদ-গ্রস্ত মর্ত্ত্যজীব তাহা স্বীকার করিলেই তাহা সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে—এরূপ বিচার বৈষ্ণবের বিচার নহে। পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহের উচ্চতম বিচারালয়ের সর্ব্বোচ্চ বিচারকগণও শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার করিতে সমর্থ নহেন। কারণ, একজন স্বয়ং মায়াধীশ পরাৎপর তত্ত্ব আর অন্যপক্ষ মায়াবশীভূত ভ্রমপ্রমাদগ্রস্ত মর্ত্ত্যজীব। তর্কবাগীশ মহাশয় যদি নিষ্কপটে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে "ভগবৎ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে তিনিও সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার সহিত একমত হইয়া বলিবেন—

অথাপি তে দেব ! পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

—ভাঃ ১০।১৪।২৯

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।৮২

পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞান কভু নহে ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।৮৭

"শ্রীচৈতন্যদেব বিতণ্ডা করিয়া থাকিলে নিজের মত স্থাপন করিলেন কিরূপে ?" বা "শ্রীচৈতন্যদেব ছলের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি সার্ব্বভৌমকে পরাজয় করিলেন কিরূপে ?" অথবা "মহানৈয়ায়িক হইয়াও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যথার্থ ব্যতীত অযৌক্তিক বিতণ্ডা করিলেন কেন ?"—উক্তিগুলি শুনিলে একটি গল্প মনে হয়। কোন রাজপ্রাসাদের কূপে পরিপুষ্ট এক মণ্ডূক (ভেক) সমুদ্রের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার স্বজাতিবৃন্দকে বলিয়াছিল—ঐরূপ কথায় বিশ্বাস করিও না। মহারাজের কর্ম্মচারিগণ জলাশয় খনন না করিয়া দিলে জলের অস্তিত্বই সম্ভব হইতে পারে না। আর চারিহস্ত বৃত্তাকার ও দ্বাদশহস্ত গভীর না হইলে তাহাও জলাশয়েরই মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। অধ্যাপকগণ এইরূপভাবেই ভগবান্‌কে ও লোকোত্তর মহাপুরুষগণকে আধ্যক্ষিকতার জেলখানার কয়েদী করিতে চাহেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের নিকট পরাজিত হইবার লীলা প্রকট করিয়াও ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি করেন। কখনও বা যেন নিজকে অসমর্থ দেখাইয়া ছলের অভিনয় করেন। কখনও বা কেবল বাদীর পক্ষেরই বাক্য খণ্ডন করিয়া বিতণ্ডা করেন। আবার নিজ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরমত খণ্ডন ও নিজমত-স্থাপন করিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপলীলায় ঘটপটিয়া নৈয়ায়িকদলের সহিত এইরূপ অনেক লীলা করিতেন, তাহাও তাঁহার চরিত্র-পাঠে জানা যায়।

তর্কবাগীশ মহাশয় শাঙ্করভাষ্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলেন নাই। তথাপি কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনকালে 'অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলেন',—এইরূপ লিখিয়াছেন কেন ?

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ঐরূপ লিখিবার কারণ এই যে, কেবলাদ্বৈতবাদী চিদ্বিলাস স্বীকার করেন না। বস্তুশক্তি স্বীকৃত হইলে বস্তুশক্তির কার্য্য থাকিবে। বস্তুর চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হইল, অথচ সেই শক্তির কোন ক্রিয়া নাই, তাহা হইলে বস্তু নিঃশক্তিক ব্যতীত আর কি ? কেবল চিন্মাত্র-স্বীকারে বস্তুকে নিঃশক্তিকই করা হয়। চিদ্বিলাসের দ্বারাই চিচ্ছক্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

কেবলাদ্বৈতবাদী শক্তিকে অজ্ঞানগ্রস্থত অবিদ্যা অবস্থাবিশেষ মনে করায় নিঃশক্তিকত্বকেই ব্রহ্মত্বের লক্ষীভূত বিষয় বলিয়া জ্ঞান করেন। ব্রহ্মে তিনটী শক্তি নিত্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও অধ্যারোপবাদ প্রভৃতি বিচার-সাহায্যে ব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি বেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৪২-১৪৩

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

—বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠ অং ৭ম অঃ ৬১ শ্লোক

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥

—বিষ্ণুপুরাণ ৬ষ্ঠ অং ৭ম অঃ ৬১-৬২ শ্লোক

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ বর্জ্জিতে ॥

—বিষ্ণুপুরাণে ১ অং ১২ অঃ ৬৯ শ্লোকে ধ্রুবের উক্তি

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী' সদংশে সন্ধিনী।

চিদংশে 'শক্তি' যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি।
অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মানে,—পরম সাহস॥
ঈশ্বরের জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে।
হেন জীবে 'অভেদ' কহ ঈশ্বরের সনে॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৪৪-১৬১

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

—শ্রীভগবদ্গীতা ৭ম অঃ ৪-৫ শ্লোক

শঙ্করাচার্য্য কি ব্রহ্মের শক্তির এই সকল বিচিত্রতা ও বিলাস স্বীকার করেন? শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তে কি চিদ্-বিলাস স্বীকৃত হইয়াছে? অথবা চিন্মাত্রোপলব্ধিই তাঁহার শেষ কথা? শঙ্করাচার্য্য কি জীবশক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করেন? যদি শঙ্করাচার্য্য চিচ্ছক্তির বিলাস ও নিত্যতা স্বীকার না করেন তবে তাঁহার ব্রহ্ম নিঃশক্তিক ব্যতীত আর কি?

শঙ্করাচার্য্য ব্যাসকে মুখে ভ্রান্ত বলেন নাই সত্য, কিন্তু পাছে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হন এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের উত্তরে প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র। এই সূত্র পরিণামবাদের উদ্দেশেই লিখিত, যথা,—"যতো বা ইমানি ভূতানি"—এই তৈত্তিরীয়-বাক্য, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ"—এই মুণ্ডক-বাক্য ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোক-সকলের তাৎপর্য্যই পরিণামবাদ। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদ গ্রহণ করিলে পাছে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—সূত্র 'দুষ্টসূত্র' ও তদ্রচয়িতা শ্রীব্যাসদেব 'ভ্রান্ত' বলিয়া কাল্পনিক-লক্ষণাবৃত্তি-বাদীদিগের আক্রমণের পাত্র হন, তাহার প্রতিষেধার্থে এবং নিজগুরু ব্যাসকে ও 'জন্মাদ্যস্য' সূত্রকে যথাক্রমে পরিণামবাদী ও পরিণামবাদ বলিয়া গর্হণ না করে, তদুদ্দেশে কাল্পনিক যুক্তি বিস্তারপূর্ব্বক বেদের অংশবিশেষে লিখিত অল্প তাৎপর্য্য-জ্ঞাপক 'বিবর্ত্তবাদ'ই সত্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নিন্দা করেন নাই। কিন্তু শ্রীশঙ্কর ভগবানের আদেশে বৈষয়িক প্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ অসুরমোহনের জন্য যে মতবাদ প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, সেই মতবাদ যে স্পষ্ট বৌদ্ধবাদ অপেক্ষাও অধিকতর নাস্তিকতাপূর্ণ তাহা লোকমঙ্গলার্থ প্রচার করিয়াছিলেন। যথা—

আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৬ষ্ঠ পঃ ১৮০—১৮২

আগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

—পদ্মপুরাণশাক্য

কোনও দুষ্টমতবাদের নিন্দার দ্বারা আচার্য্যের নিন্দা হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য্য অসুরমোহনপর বৌদ্ধমতের নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবুদ্ধ-বিষ্ণুর নিন্দা হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহাকে বিষ্ণুর নিন্দক বলা হইবে?

আচার্য্য শ্রীরামানুজ, আচার্য্য শ্রীমধ্ব সকলেই বৌদ্ধমত ও শাঙ্কর-মতবাদের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা কি তাঁহাদের বিষ্ণুনিন্দা ও শিবনিন্দা হইয়াছে?

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥

এই বাক্যের দ্বারা শ্রীনামপরায়ণ অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া শ্রীনামকেই একমাত্র সাধ্য ও সাধন বিচার করেন, সেই সকল নামাচার্য্য সাধুগণের নিন্দার কথাই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে অনিত্য ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ দর্শন করেন, সেই সকল ব্যক্তি স্বয়ংই নামাপরাধী বলিয়া তাহাদের মতবাদের নিন্দা 'নামাপরাধ' নহে। বরং, সেইসকল মতবাদীর অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে কখনও শ্রীহরিনামের চরণে রতি হয় না। যাহারা হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করে, হরিনাম-পরায়ণ গুরুবর্গের নিন্দা করে, তাহারা নামাপরাধী। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ-

শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ এবং ঐকান্তিক নামাশ্রয়ী ভগবদ্-ভক্তগণ সকলই ঐ সকল দুষ্টমতকে গর্হণ করিয়াছেন। দুষ্টমতবাদের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে শ্রীনামপ্রভুর কৃপা হয় না।

অসাধুসঙ্গে কভু ভাই কৃষ্ণনাম কভু নাহি হয়। নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়।

—প্রেমবিবর্ত্ত

(ক্রমশঃ)

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

স্থান—ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ।

কাল—১৮ই অক্টোবর ১৯৩৯, প্রাতঃকাল

হরিগুরুবৈষ্ণবসেবক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যমনস্ক হইলে মায়া প্রবেশ করিবে। সেবকের ধর্ম্মে অন্যমনস্কতা নাই। সেবক সর্ব্বদা alert. সেবক সর্ব্বদাই তাঁহার প্রভু কি আজ্ঞা করিবেন, তজ্জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকেন। যদি একটুকু অন্যমনস্ক হন তাহা হইলে প্রভুর সেবায় বিঘ্ন ও প্রভুর সন্তোষবিধানে বাধা উপস্থিত হয়। কাজেই সেবকের ধর্ম্মে অন্যমনস্কতা বা বিক্ষেপ নাই। নিজের দেহসৌখ্য লইয়া ব্যস্ত থাকিলে সেবা করা যায় না। সেবকের দেহগেহস্মৃতি নাই। তিনি সর্ব্বদাই সেবায় তন্ময়।

প্রাকৃতসাহজিকবাদ নিরাস করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে যাঁহারা তর্কবিদ্যা শিক্ষা করিয়া কুতার্কিক হইয়া পড়িয়াছেন অথচ নিজেদের অনর্থসমূহ দর্শন করিতেছেন না, তাঁহাদের কপাল বড়ই খারাপ। প্রাকৃতসহজিয়া, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের সঙ্গে **তর্কবিতর্ক করিতে গিয়া তাহাদের সহিত** অনেকেরই **আদান-প্রদানরূপ** সঙ্গ হইয়া গিয়াছে। অপরকে পরাস্ত করিয়া বাহাদুরী অর্জ্জন করাই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে যত বেশী পয়সা ভিক্ষা করিতে পারে, সে তত বড় বৈষ্ণব, যে যত লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিতে পারে, সে তত বুদ্ধিমান্ বৈষ্ণব, যে যত নিজের ছিদ্র ঢাকিবার জন্য অপরের ছিদ্রকে জোড়াতালি দিয়া নিজের ও পরের অপকার করিতে পারে সে তত সর্ব্বজনপ্রিয় বৈষ্ণব— এই সকল চিত্তবৃত্তি দেখিয়া বিষ্ঠাভোজী পশুর বিষ্ঠার কৃমিকীট-গুলিও লজ্জায় মস্তক অবনত করে। কারণ, উহারা ত' কোন সাধুসঙ্গ পায় নাই, প্রভুপাদের ন্যায় জগদ্-গুরুর নিকটে থাকিয়া অমুক্ষণ মঙ্গলময় উপদেশ শ্রবণেরও সুযোগ পায় নাই, তাহাদের বিপথগমন অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যাহারা প্রভুপাদের নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াও তাঁহার নিন্দিত বিচারগুলিকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া বহুমানন করিতে-ছেন, তাঁহাদের চেতনের নিকট যে কিরূপ অপরাধ আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীমধ্ব ও শ্রীরামানুজের পরবর্ত্তী অধস্তনগণের অনেকে বর্ত্ত-মানে পঞ্চোপাসক ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত হইয়া গিয়াছেন, শ্রীরামানুজের অধস্তন বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াও রামানন্দিগণ নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া গিয়াছেন। তদ্রূপ প্রাকৃতসহজিয়ামত, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদ নিরাসের অভিনয় করিতে গিয়া কতক-গুলি লোক ঐ সকল মতবাদেই প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অবতারসিদ্ধান্তের পূর্ণ অভিব্যক্তি যে শ্রীমদ্ভাগবতে রহিয়াছে সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীমধ্ব ও শ্রীরামানুজের অধস্তনগণ পূর্ণভাবে স্বীকার করেন না, যদিও তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন, পাঠন ও ব্যাখ্যা যথেষ্ট করিয়া থাকেন, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাদিও রচনা করিয়াছেন এবং ভক্ত বলিয়া সাধারণো প্রচারিত আছেন। কিন্তু সত্য কথা বলিলে বলিতে হইবে, যদি শ্রীমধ্ব ও রামানুজাদির বর্ত্তমান অধস্তনগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে **literally** মানিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীরূপের অনুগত গৌড়ীয় হইয়া যাইতে হইত। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত এক—অদ্বৈত।

"আমি ভিক্ষা করিয়া মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছি; মিশন চালাইয়াছি; এখন কি আমি কিছুকাল পেন্সন্ লইয়া বিশ্রাম করিতে পারি না?" এইরূপ চিত্তবৃত্তি রাজস ও তামস অহঙ্কার হইতে উত্থিত। এইরূপ চিত্তবৃত্তির লক্ষ্যবস্তু ভিক্ষা নহে, চাঁদা মাত্র। চাঁদার দ্বারা কর্ম্মগণের সার্ব্বজনীন কর্ম্মতাণ্ডব সম্পাদিত হয় এবং জগতের সাধারণ ব্যক্তিগণ উহার হিসাবনিকাশ দাবি করিতে পারে, কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের অনুগত হইয়া যাঁহারা মাধুকরী ভিক্ষা করেন তাঁহাদের ঐরূপ চিত্তবৃত্তি নাই, তথায় কেবল **গুরুবর্গের কৃপার** কথাই সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক থাকে।

প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥

—এই বিচার আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা—এই ভাবই আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে।

শতকরা প্রায় নিরানব্বই জনই ত্রিতাপে তপ্ত হইয়া হরিভজন করিবার অভিনয় করিতেছে। ইহাদের অন্তরে আছে শান্তিলাভ বা প্রচ্ছন্ন সম্ভোগ-কামনা। হরিভজন করিবার অভিনয় আরম্ভ হইবামাত্রই ইহাদের নিকট কনক ও প্রতিষ্ঠাদি উপস্থিত হইতেছে। জন্ম-জন্মান্তরের বণিগ্‌বৃত্তি ত' হৃদয়ে অবস্থিতই রহিয়াছে। তাহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার নামে উহার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে: "আমি যখন এতটা সেবা করিতেছি তখন তৎপরিবর্ত্তে এতটা সুবিধা বা প্রতিষ্ঠা চাই"। তাহা না পাইলেই বৈরাগ্যের অভিনয় বা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত মতভেদ উপস্থিত হইতেছে। এইরূপ চিত্তবৃত্তি নির্ব্বিশেষ-মতবাদের দিকে ধাবিত হইবেই। ইহাদিগকে কৃষ্ণ দয়া করিবেন কেন? যাহারা গুরুদেবকে বঞ্চনা করিতে চাহে, গুরুদেবও তাহাদিগকে বঞ্চনা করেন।

বাহিরে কতকগুলি মুখস্থ করা গদ্য অথবা তর্কবিতর্ক করিবার চাল শিখিয়া রাখা হইয়াছে। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ" ইত্যাদি বলিয়া পাঠ বা বক্তৃতা শেষ করিয়া—"এখন একটা গান ধর হে, তা'র পর 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিয়া দাও" —এইরূপ প্রাণহীন কীর্ত্তন, প্রচার, পাঠ, বক্তৃতা **Routine work** এর মত চলিয়াছে, মূলে কিন্তু কম্পাসের কাঁটার মত শরীর বা পেট—প্রতিষ্ঠাশা, বাহাদুরী এইগুলিই রহিয়াছে। এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের মনকে সকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পাঁচশত জুতা মারিতে বলিয়াছেন। কিন্তু জুতা মারার বদলে আমরা মনের দ্বারাই চালিত হইতেছি।

জনৈক প্রশ্নকারী—মন হইতে শক্তিশালী হইলে ত' মনকে জুতা মারিতে পারা যাইবে?

আচার্য্যদেব—এজন্য সাধু-গুরুর সঙ্গ করিতে করিতে মনকে জুতা মারিতে হইবে। সাধু-গুরুকে যদি 'শালা' বলিয়া তাঁহাদিগকে জুতা মারিতে আরম্ভ করিয়া দিই, তাহা হইলে আর নিজের দুষ্ট মনকে

জুতা মারা যাইবে না। সাধু-গুরুর শাসন স্বীকার করিলেই নিজের দোষগুলি ধরা পড়িবে। নিজেকে সাধুর 'পাল্লাদার' মনে করিলে তাঁহার শাসন অগ্রাহ্য করিয়া আদালতের আশ্রয়ে সাধুকে শাসিত করিবার দুষ্প্রবৃত্তি হইবে। অনর্থযুক্ত নির্জ্জনভজনানন্দী নিজের সঙ্গ অর্থাৎ দুষ্ট মনের সঙ্গই করিয়া থাকে। স্বরূপসিদ্ধি হইলে তখন কৃষ্ণপরিকরগণের সঙ্গ হয়। তখনই নির্জ্জনভজন সম্ভব। এইজন্য প্রভুপাদ গাহিয়াছেন—

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব ?
রাধা-নিতাজন　　তাহা ছাড়ি মন,
কেন বা নির্জ্জন ভজন কৈতব।
কীর্ত্তনপ্রভাবে,　　স্মরণ হইবে
সেকালে ভজন নির্জ্জনে সম্ভব॥

শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, অশুদ্ধ মন লইয়া কখনও নির্জ্জনে থাকিও না, নির্জ্জনতা-প্রিয় অনর্থযুক্ত ব্যক্তি একেশ্বরবাদী অর্থাৎ আমি নিজে নিজেই বৈষ্ণব এইরূপ বিচারসম্পন্ন, এইরূপ বিচার ভক্তিধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

প্রশ্নকারী—অশুদ্ধমন লইয়া কিরূপে সাধুর সঙ্গ হইতে পারে ?

আচার্য্যদেব—সাধুর গায়ের জোর বেশী—শারীরিক বল নয়, চেতনের বল—বলদেবের বল। সাধুর সম্মুখে প্রণিপাত বলিয়া একটি ব্যাপার আছে, সেটী সম্পূর্ণ আত্মনিক্ষেপ; যদি আত্ম-নিবেদন না কর বা সাধুকে কায়, মন ও বাক্য এই তিনটী দক্ষিণা না দাও তাহা হইলে হইবে না। সাধুর স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, তোমারও যদি স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে দুই স্বতন্ত্রেচ্ছার মধ্যে সংঘর্ষ হইবে। শিক্ষার্থী নত হইবে, শিক্ষক নত হন না। যিনি কৃষ্ণ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সাধু :

প্রশ্নকারী—বিকার-গ্রস্ত ব্যক্তি কি করিয়া স্বতন্ত্রেচ্ছা পরিত্যাগ করিবে, সাধুর অনুগত হইবে ?

আচার্য্যদেব—"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়"—অজ্ঞাতভাবে কোন দিন যদি কৃষ্ণভক্তের বা কৃষ্ণের কেহ সেবা করিয়া থাকেন, তবেই তাঁহার আনুগত্য-ধর্ম্মের অঙ্কুর উদ্গত হইবে, আর যদি অপরাধ থাকে, তবে হইবে না। **সেবার আকার থাকিলেও অপরাধ থাকিতে পারে—আসলে সাধুর উপরে বিশ্বাস নাই, কেবল কোন অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য সাধুর সেবার অভিনয়,** সেবার আকার অথচ নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা থাকিলে সাধুর চরণে আর প্রণিপাত হইল না; মূর্খ—অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি অজ্ঞাতসারে অকপটে, নিরপরাধে সাধুর কোন সেবা করেন, তাহা হইলেও তাঁহার সুকৃতির উদয় হইবে, তাঁহার বন্ধদশা ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, জানিতে হইবে।

প্রশ্নকর্ত্তা—শরণাগতি কি ?

আচার্য্যদেব—নিজের স্বতন্ত্রতাকে বলি দিয়া ভগবদিচ্ছার সহিত খাপে খাপে মিলিয়া যাওয়ার প্রবৃত্তিই শরণাগতি। দেহ, গেহ, জগৎ বা বিশ্ব যদি আমাদের আসক্তির বস্তু হয়, তবে কৃষ্ণবিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্নকর্ত্তা—এইগুলিই ত' ভাল লাগিতেছে।

আচার্য্যদেব—লাগিবে বই কি ? 'পিছনে যম আছে, এই চিন্তা নাই বলিয়া ভাল লাগিতেছে। প্রেয়ের অনুসন্ধান ত' সকলেই করিতেছে, সদ্‌গুরুর নিকট আসিয়া আমার কি লাভ হইল ? অন্যাভিলাষীর সহিত **mutual contract** করিতে গেলে আমরা প্রেয়েরই উপাসক হইয়া পড়িব, কোন দিন শ্রেয়োবরণ করিতে পারিব না। (জনৈক **over-seership** পাশ করা ব্যক্তিকে নিকটে দেখিয়া) গুরুবৈষ্ণব আমাকে ভোগা দেন কিনা, আমি ভোগায় পড়িতেছি কিনা এবং কতটাই বা **Positive progress** হইতেছে, তাহা **oversee** করিতে

হইবে। Engineerএর অধীনে থাকিলে oversee করা যায়। **আমি বঞ্চিত হইতেছি কিনা—ইহা ব্যতিরেক এবং আমার বাস্তব প্রগতি (advancement) হইতেছে কি না—ইহা অন্বয়ভাবে আত্মপরীক্ষা।** Engineer General বা Superintending Engineer এর অধীনে অর্থাৎ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর অধীনস্থ Engineer ও Overseerগণের যদি একজন কুলিমজুর হইতে পারি তবেই কৃষ্ণের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব। শ্রীরূপ কলাবিৎ—মস্ত শিল্পী, গান্ধর্বিকার শ্রেষ্ঠ নিজজন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বার্ষভানবীর Autocratic Government এর সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। শ্রীরূপের অনুগত শ্রীশ্রীজীবপ্রভু সৌভাগাবন্ত জীবকুলকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য 'দুর্গম-সঙ্গমনী' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। 'সঙ্গমনী' অর্থে সম্প্রাপিকা—সেতু। **The inaccessible bridge which leads one to ভক্তিরসামৃতসিন্ধু is দুর্গমসঙ্গমনী।**

দুর্গম, দুষ্পার, দুস্তর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে যে সেতুর সাহায্যে সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই দুর্গমসঙ্গমনী। রসামৃত-সিন্ধুর মধ্যে অনেক তরঙ্গ বা বিলাস আছে, তাহার একটি বিন্দুর কণা স্পর্শ করাইবার জন্য শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু সেই সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীশ্রীজীবপ্রভু একজন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার। তাঁহার অনুগগণের অনুগের কুলি-মজুর হইতে পারিলে তবে সেই রসামৃত-সিন্ধুর বিন্দুর একটি কণা কোনদিন স্পর্শ করিবার অধিকার হইতে পারে। সমুদ্রে যেমন রত্ন বা মণি পাওয়া যায়, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর মধ্যেও তেমনি 'নীলমণি' আছে। সে মণি—উজ্জ্বল। উজ্জ্বল রস অর্থাৎ মধুররসের যিনি বিষয়বিগ্রহ, তিনি উজ্জ্বলনীলমণি। তিনি গোপীজনবল্লভ। সেই গোপীজন-বল্লভকে শ্রীরূপের অনুগগণের অনুগত না হইলে কখনই পাওয়া যায় না।

শ্রীনামের মধ্যে সব আছে কিন্তু—

"তুঁয়া দয়া ঐছন পরম উদার।
অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামার॥
নাহি জনমিল নামে অনুরাগ মোর।"

গোবিন্দ-লীলামৃত, উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি পাঠ করিবার পরও বলিতেছে, "পেটই সর্ব্বস্ব! পেটের জন্য সকলেরই চেষ্টা করিতে হয়। গুরু বল, গৌর বল, বৈষ্ণব বল, সকলই পেটের অধীন।"—ইহাই পাষণ্ড সাহজিক মত। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যক্রমের মধ্যে কতকগুলি লোকের গোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি পড়া হইয়া গিয়াছে। বড় বড় কাচের জানালার মধু-ভাণ্ড দেখিয়া কাচের উপর বসিয়া মাছিগুলি যেমন মনে করে তাহাদের মধু স্পর্শ হইয়াছে, ইহাদেরও মনোভাব তদ্রূপ। পঁচিশ বৎসর—খুব কমপক্ষে অনেকেই দশবৎসর হরিকথা শুনিবার অভিনয় করার পর, সতের আঠার বৎসরে অন্ততঃ চৌদ্দ হাজার পৃষ্ঠা গৌড়ীয়, তের চৌদ্দ বৎসরে অন্ততঃ বারহাজার পৃষ্ঠা দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ, প্রভুপাদের হাজার গ্যালন চিদ্‌রক্ত, প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, পত্রাবলী, প্রবন্ধাবলী প্রভৃতি পাঠ করিয়াও যদি আমাদের চিত্ত স্থির না হয়, আমরা সাধু-অসাধু, সৎ-অসৎ নির্ণয় করিতে না পারি, যে কোন মুহূর্ত্তে আমরা বঞ্চিত হইয়া পড়ি তবে আমাদের চেতনের নিকট অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের নিকট কতটা অপরাধ আছে, তাহা চিন্তা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। শ্রীল-প্রভুপাদকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি কিন্তু নিজেদের চিত্তবৃত্তিতে যে সকল আবর্জ্জনা রহিয়াছে, অপরাধ ও অনর্থ রহিয়াছে, তাহা হিমালয়ের তুঙ্গত্বকে, সিন্ধুর গভীরত্বকেও ধিক্কার দেয়।

জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, ছোট ছেলে অপরের সহিত পিতামাতার বিরোধ দেখিয়া তাহার অনুসরণ করে, নিজেরা কিছু বুঝে না বা বিচার

করে না। এরূপ বিচার যাহাদের, তাহারা কনিষ্ঠাধিকারী। কিন্তু মধ্যম-অধিকারীর নাম করিয়া যুক্তিতর্কের দ্বারা যাহারা গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিতেছে, তাহারা নির্ব্বিশেষ-বাদী। কৃষ্ণ-সংহিতায় ইহাদিগকে অভ্রান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। যাহারা যুক্তিতর্কের দ্বারা বিপথগামী হইতেছে, তাহারা অপ-মধ্যমাধিকারী, সুমধ্যমাধিকারী নহে। উত্তম অধিকারীর সহিত বিচারের সহিত যাঁহারা খাপে খাপে মিলিতে চাহেন, সেই সকল সুমধ্যমাধিকারীরই মঙ্গল হয়। অপ-মধ্যমাধিকারীর অস্থির সিদ্ধান্ত কখনই বাস্তব-সিদ্ধান্ত নহে, তাহা গ্রহণ করিলে মহতের চরণে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। তাহাদের অপেক্ষা বরং কনিষ্ঠাধিকারী ভাল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব—বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রেষ্ঠ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের ঢাকায় অবস্থানকালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন এম্ এ মহাশয় ১৮।১০।৩৯ তারিখে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। ময়মনসিংহ হইতে অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীযুক্ত যদুবরদাস ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি-এল মহোদয় ও চট্টগ্রাম হইতে শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু এবং পারিপার্শ্বিক বিভিন্নস্থান হইতে বহু সজ্জন-ব্যক্তি শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। অধ্যাপক সেনের নিকট শ্রীল আচার্য্যদেব যে সকল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠকগণকে বারান্তরে উপহার প্রদান করিব।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৯শে অক্টোবর প্রাতে ঢাকা কমলাপুরে শ্রীগোপালজী মঠ পরিদর্শন করিয়া তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবসই অপরাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীগৌড়মণ্ডলের বৃষভানুপুর দর্শনার্থ কতিপয় ভক্তসমভিব্যাহারে চট্টগ্রামাভিমুখে যাত্রা করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জ্জব্রত—কলিকাতা বাগ-বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়মিশনের চেয়ারম্যান শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী ও গৌড়ীয়নিলয়ের সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রমুখ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-সেবকগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনু-গত্যে কার্ত্তিক-ব্রত -সংকীর্ত্তন মহোৎসব-ব্রত উদ্-যাপন করিতেছেন।

চট্টগ্রামে শ্রীল আচার্য্যদেব—বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর চট্টগ্রাম শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়ের সেবকবর শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভুর প্রার্থনায় ঢাকা হইতে শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর আবির্ভাব স্থান দর্শনার্থ গত ১৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ভক্তিকঙ্কণ, গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাসাধিকারী ও চট্টগ্রামবাসী কতিপয় ভক্ত ২০শে অক্টোবর প্রাতে শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়ে উপস্থিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আগমন-বার্ত্তা সাধারণ্যে প্রচারিত না হইলেও বহু ভক্ত ও সজ্জন শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মে উপস্থিত হন। দেহাত্মবোধ-মূলক ভোগবাদ ও ত্যাগমূলক নির্ব্বিশেষবাদ আমা-

দিগকে হরিসেবার প্রতি কিরূপ ক্রমাগত বিমুখ করিয়া দিতেছে এবং প্রকৃত বন্ধুকে শত্রু মনে করিয়া জড়ের প্রতি আসক্ত ও অপরাধ-কঠিন করিয়া ফেলিতেছে, তাহাই শ্রীল আচার্যদেব পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। যে ব্যাপক জড়তা আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে। যুক্তবৈরাগ্যের নামে ভোগ ও গৃহত্যাগের নামে প্রচ্ছন্ন দেহাত্মবুদ্ধি ও নির্বিশেষবাদ তথা পরসিদ্ধান্তখণ্ডনের আবরণে কুতার্কিকতা ও গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ প্রসারিত হইয়াছে। গুরুবৈষ্ণবাপরাধের ফলে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উপলাধাসমূহের এতটা বৃদ্ধি হইয়াছে যে, প্রাকৃত-সহজিয়াগণের পরিত্যক্ত পুরীষের কৃমি-কীটও এই সকল লোকের চিত্তবৃত্তি ও আচরণকে ধিক্কার করিতেছে।

শ্রীল আচার্যদেব ২০শে অক্টোবর প্রাতে প্রায় ৮॥ ঘটিকায় শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর শ্রীপাট দর্শনার্থ গমন করেন এবং তথায় কিছুকাল হরিকথা কীর্তন করিয়া প্রায় ১॥ ঘটিকায় মঠালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। অপরাহ্ণে শ্রীল আচার্যদেব উপস্থিত বহু সজ্জনের নিকট গৌরপার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের মহিমাকীর্তনমুখে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীল আচার্যদেবের অনুজ্ঞায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক একটি মহতী সভায় চট্টলের এই তিন গৌরপার্ষদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। চট্টগ্রামবাসী কতিপয় গৃহস্থ সেবক শ্রীল আচার্যদেবের আগমনোপলক্ষে একটি বিরাট্ মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস রাত্রেই শ্রীল আচার্যদেব ঢাকাভিমুখে যাত্রা করেন। পরদিবস প্রত্যূষে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের শ্রীপাদ জয়ানন্দ দাসাধিকারী প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত ভৈরববাজার ষ্টেশনে শ্রীল আচার্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদনুগমন করেন।

কলিকাতায় শ্রীল আচার্যদেব—শ্রীল আচার্যদেব চট্টগ্রাম হইতে ২১শে অক্টোবর শনিবার প্রাতে ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন। সমস্ত দিন ও রাত্রি প্রায় নয়টা পর্যন্ত হরিকথা কীর্তন করেন। ২২শে অক্টোবর রবিবার শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ ভক্তবান্ধব, এম্-এ, বি-এল, মহোদয়ের আমন্ত্রণে তথায় ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া সেই দিবসই কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ভক্তিকঙ্কন, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ ভক্তবান্ধব প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত শ্রীল আচার্যদেবের অনুগমন করেন। শ্রীল আচার্যদেব পথে কৃপাপূর্বক ঢাকায় শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও নারায়ণগঞ্জের চাসহারা-পল্লীস্থ শ্রীপাদ শিবদাস্তবিগ্রহ বিদ্যারত্ন প্রভুর বাসভবনে পদার্পণ করিয়া হরিকথা কীর্তন করেন। শ্রীল আচার্যদেব ২৩শে অক্টোবর শ্রীহরিবাসরে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্যদেবের আগমনে বিভিন্নস্থান হইতে বহু মঠস্থ ও গৃহস্থ ভক্ত এবং সজ্জনমণ্ডলী আগমন করিয়া আত্মমঙ্গলের উপদেশ লাভ করেন। শ্রীল আচার্যদেবের মৌলিক ও বাস্তববীর্য্যবান্ উপদেশামৃতে আত্মমঙ্গলকামীর হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার হয়।

কার্ত্তিক-ব্রত-উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীরূপানুগবর গুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মাঙ্কিত স্থানসমূহে বিচরণ পূর্বক ভজন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে অন্যত্র বিজয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ ; ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৯ | ১৭শ-১৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, প্রাতঃ ৫৷৷ ঘটিকা, ৫ই কার্ত্তিক শ্রীমদ্ভাগবতিভাস্করতিথি]

আজ আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি। এই মাধবতিথি ভক্তিজননী। আজ থেকে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ। গুরুবর্গের পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে আমরা একমাসকাল সংকীর্ত্তন-মহোৎসব ক'রে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিবিধান ক'রব। সকলে যা'তে সেই সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়ে গুরুগৌরাঙ্গের চরণে আকৃষ্ট হ'তে পারে তজ্জন্য যত্ন ক'রব। গুরুভক্তির কথা আচার ক'রে প্রচারই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বলা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন কাজ নাই। সকলে এই হরিসেবা-মহোৎসবে যোগদান ক'রে হরিকথা-শ্রবণ-সুযোগ বরণ করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য আমাদের গুরুদেব। তিনি অদ্বয়জ্ঞানের নিকট দীক্ষা-গ্রহণের লীলা ক'রেছিলেন। তিনি বাহিরের চক্ষে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি যেভাবে মায়াবাদ ধ্বংস ক'রেছেন, এমন আর কেহ করেন নি। অদ্বয়জ্ঞান গুরু হ'য়েও শিষ্যের মত থেকে মদ্ভাগবতের কাছে শুদ্ধবৈষ্ণবের কথা ক'রে ভজন ক'রেছেন তিনি যে শিষ্যপ্রতীমের কাছে পঞ্চভেদের কথা শিক্ষা ক'রলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য বৈকুণ্ঠবস্তুর অবতার। তিনি পূর্ব্বে হনুমদ্রূপে রাবণ বধ ক'রে সীতার সহিত রামের বিলাসের সহায়তা ক'রেছেন। শিষ্যের কাজ—গুরুর সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন করান। হনুমান্‌জী অধিতীয় বীর, তাঁর মত

বীর কেহ নাই। মাধ্বগণ অর্জুন অপেক্ষা ভীমকেই গুরু ব'লে জানেন। মধ্বাচার্য্যই ত্রেতায় ভীমরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। ভীম—আশ্রয়বিগ্রহ। তিনি আমাদের গুরু। মধ্বাচার্য্য মায়াবাদ, সাংখ্যমত, জৈনমত, বৌদ্ধমত, নিরীশ্বর কাপিলমত, পাতঞ্জলিমত সম্পূর্ণভাবে নিরাস ক'রে কৃষ্ণভজনই যে জীবের কর্ত্তব্য ইহা স্থাপন ক'রেছেন। সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য অসামান্য প্রতিভা ছিল। তদ্দ্বারা তিনি সিংহবিক্রমে অন্যমত ধ্বংস ক'রেছেন। ভগবদ্ভক্তির কথা বল্‌তে গিয়ে গুরুমুখকথার এত উল্লেখ এবং গুরু ব্যাসদেবের কথার যে সামঞ্জস্য আছে, তাহা এত স্পষ্ট ক'রে আর কেহ দেখান নি। হরিই সম্বন্ধ, হরিই অভিধেয় এবং হরিই প্রয়োজন, তিনি ইহা স্থাপন ক'রেছেন গুরুর কথা নিয়ে। গুরুর কথার মধ্যে বিরোধ নাই; পরন্তু সুন্দর সামঞ্জস্য আছে, ইহা তিনি বেশ ভাল ক'রে দেখিয়েছেন।

মধ্বাচার্য্য—কৃষ্ণের উপাসক। কৃষ্ণের রূপ-গুণ-বিলাস-বৈচিত্র্যের কথা শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রচুরভাবে দেখান নি। তাহা দেখিয়েছেন গৌড়ীয়গণ। রসতারতম্যভেদে মাধুর্য্যতারতম্য-প্রদর্শনে গৌড়ীয়াচার্য্যগণের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শ্রীমধ্বের ন্যায় পরমতনিরাসকারী এমন আচার্য্য দেখা যায় না। তিনি নিজে গুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে শ্রদ্ধালু জীবগণকে রক্ষা ক'রেছেন—গুরুবাক্য উদ্ধার ক'রে।

প্রত্যেক আচার্য্যই বেদান্তের ভাষ্য—উপনিষদ্‌ভাষ্য, ঋগ্বেদভাষ্য ও গীতাভাষ্য—ব্রহ্মসূত্রের এই তিনটী ভাষ্য ক'রেছেন। মধ্বাচার্য্য ব্যাসের অনুগত কিনা তাহা ব্যাসদেবের সূত্র বা বাদরায়ণ-সূত্র বা কথাদ্বারাই স্থাপন ক'রেছেন। গুরুর কথার মধ্যে যে সুন্দর সঙ্গতি বা মিল আছে তাহা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি শ্লোকাকারে অনুব্যাখ্যান-ভাষ্য ক'রেছেন। এ'তে সকলের মত উদ্ধার করত অন্যকথার বিরুদ্ধ মত খণ্ডন ক'রেছেন। সেজন্য আমরা তাহা বুঝ্‌তে পারি না। তাই লোকের বুঝ্‌বার জন্য তিনি অণুভাষ্য ক'রেছেন।

শ্রীজয়তীর্থ শ্রীমধ্বানুগত। ইনি পূর্ব্বে অশ্বারোহী সৈন্য ছিলেন। পরে তিনি শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থের নিকট সন্ন্যাস নিয়ে আচার্য্যের কার্য্য ক'রেছেন। তিনি খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। মধ্বসম্প্রদায়ে আর একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর নাম শ্রীব্যাসরাজ-স্বামী। তিনি দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্যরূপে উদিত হন। মাধ্বসম্প্রদায়ে দাসকূট ও ব্যাসকূটের কথা শুনা যায়। ভজনপরায়ণগণকে "দাসকূট", আর যাঁরা শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা পরমতখণ্ডনে দক্ষ, তাঁদিগকে "ব্যাসকূট" বলে।

'ন্যায়ামৃত' নামক গ্রন্থে পরমত বা অসত্যত্ববাদ বিশেষ-রূপে খণ্ডিত হ'য়েছে। বেদান্তের এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আর দেখা যায় না। অদ্বৈতসিদ্ধির লেখক মধুসূদনতীর্থ তাঁর অদ্বৈতসিদ্ধি-গ্রন্থে ছল গ্রহণ ক'রে ন্যায়ামৃতকে খণ্ডন কর্‌বার দুষ্টতা ক'রেছেন, কিন্তু পারেন নাই। কেবলাদ্বৈত-বাদিগণ এই গ্রন্থকে খুব ভয় করেন। মধুসূদনতীর্থের পূর্ব্বাশ্রমের নাম মধুসূদন ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশ্রমের নাম ও সন্ন্যাসের নাম এক হ'তে পারে না। সুতরাং এই নামই যে তাঁর ঠিক নাম, তা' মনে হয় না। মধুসূদনতীর্থ মায়াবাদী। মাধ্বগণ তত্ত্ববাদী। ইহারা মায়াবাদনিরসনে পরম দক্ষ।

মধ্বাচার্য্য অদ্বিতীয় শ্রোত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ঐতরেয়োপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীমদ্ মধ্ব—জগদ্‌গুরু—বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি—কৃষ্ণ। তা' ব'লে তিনি ভোক্তা ন'ন। তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। কৃষ্ণই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। গুরু—কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণ দিতে পারেন। জীব বা মায়া কৃষ্ণকে দিতে পারেন না। কৃষ্ণেতর পদার্থ জীব বা মায়া—কৃষ্ণ নহে। জীব চেতন হ'লেও কৃষ্ণ নয়। সুতরাং কি ক'রে কৃষ্ণ দিবেন?

যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু, তিনি যে কোন কুলোদ্ভূত হউন না কেন।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

গুরু যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমে থাক্‌তে পারেন। তা'তে কিছু যায় আসে না। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর (নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী) শিক্ষা পরমহংস প্রেমদাস বাবাজী। সন্ন্যাসীর গুরু—পরমহংস, এবং তাঁর গুরু—ব্রহ্মচারী, ইহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা। তাঁর কথা সত্য ব'লে মান্‌তে হ'বে, তিনি জগদ্‌গুরু। এ সব বাহিরের পোষাক। ভক্তি জিনিষটা—হ্লাদিনীসার সম্বিদ্‌বৃত্তি। কৃষ্ণজ্ঞান ব্যতীত ভক্তি হ'তে পারে না। জ্ঞানের জ্ঞান আছে, কিন্তু

কৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি না থাকতে পারে। সম্বন্ধ জানিয়া ভজন করতে করতে অভিমান দূর হ'বে। কৃপাছাড়া সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় না। তাই ব'লছেন,—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া　　ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর।

কৃষ্ণকে আপন বলিয়া জান হ'বে, এর নাম ভক্তি বা অনুকূল অনুশীলন। গুরুদেব বাহিরে দেখতে মানুষের মত কিন্তু মানুষ ন'ন। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাকে নরদাম্যবুদ্ধি ক'রতে হ'বে না। মধ্বাচার্য্য ও রূপ-সনাতন উত্তম ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। তথাপি রূপ-সনাতন বৈদ্য ক'রে বলছেন, 'আমরা অধম চণ্ডাল।' ব্রহ্মা বলছেন, 'আমি তৃণগুল্ম হ'তে চাই।' তাই ব'লে তাঁরা সকলের গুরু হ'তে পারেন না, এরূপ নয়। তাঁরা জগদ্গুরু। তাঁদের এরূপ মনে ক'রলে অপরাধ হ'বে।

কৃষ্ণই কৃষ্ণকে জানেন। জীব কৃষ্ণকে জানতে পারে না। গুরু জানালে জীব জানতে পারে। গুরু হ'চ্ছেন—কৃষ্ণের প্রকাশ—কৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। গুরু কৃষ্ণ হ'লেও গোপীনাথ, নন্দনন্দন, রাধাবল্লভ, শ্রবলসখ বা রাধানাথ নহেন। গোপীগণ, নন্দযশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, রক্তক-পত্রক, যমুনা-কদম্ব-বৃক্ষাদি সব গুরু। গুরু কৃষ্ণকে সুখ দেন, নিজে সুখ চান না। কৃষ্ণ হ'য়েও কৃষ্ণকে সুখ দেন। অতএব গুরু। তিনি জীবজাতীয় ন'ন। মধ্যাদামার্গে সকলের আকর—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, তিনি ভক্ত-স্বরূপ। রাগপথে সকলের আকর—শ্রীবার্ষভানবী, তিনি উজ্জ্বলরসের আচার্য্য। নিত্যানন্দেরই রূপ—মধ্বাচার্য্য। যত ভক্ত আছেন, সকলের আকর—নিত্যানন্দতত্ত্ব। নিত্যানন্দ-বলদেবেই মধ্বাচার্য্য। চিজ্জগতে যাহা কিছু সব নিত্যানন্দ। মধুররতিতে তিনি বার্ষভানবীর অনুজারূপে কৃষ্ণসেবা করেন। মাধবেন্দ্র-পুরী, ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, অদ্বৈতপ্রভু সব নিত্যানন্দের রূপ। শ্রীবাস—ভক্ত। মহাপ্রভু—কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—প্রকাশ। অদ্বৈতপ্রভু—ঈশাবতার বা ভক্তাবতার। গদাধর—বার্ষভানবী—হ্লাদিনীশক্তি। শ্রীবাস—সজ্জন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও শ্রীবাস—এই তিনটীই নিত্যানন্দ।

কেবল অদ্বৈত হ'তে পারে না। তেন না হ'লে উপাসনা সিদ্ধ হ'তে পারে না। দু'জন না হ'লে আস্বাদন কি ক'রে হ'বে? মধ্বাচার্য্য কেবল দ্বৈতমত বিচার করেন নাই, শক্তিবিচারও নিয়েছেন। বস্তু একটা। বস্তুর পরিণতি হয় না—শক্তিরই পরিণতি। শ্রী হইতে প্রকটিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও মধ্বের শুদ্ধদ্বৈতবাদের অপূর্ণতা মহাপ্রভু পূর্ণ ক'রেছেন। মহাপ্রভু মধ্বাচার্য্যের মত গ্রহণ ক'রেছেন। তিনি মধ্বাচার্য্যের কেবল বিচারটী নিয়েছেন। 'শ্রী'সম্প্রদায় থেকে উপাসনাটী নিয়েছেন। মধ্বাচার্য্যের ন্যায়বিচার নিয়ে নিরীশ্বরন্যায় খণ্ডন ক'রেছেন। এই ন্যায় মানে তার্কিকতা নয়, ইহা বিষ্ণু ও ভক্তদের সেবার আনুকূল্যময় বিচার। মধ্বাচার্য্য—কৃষ্ণভক্ত, সেবকজাতীয় কৃষ্ণ। তিনি ভীম। তিনি আটজন শিষ্যকে আটটী মঠ দিয়েছেন এবং প্রায় তিন কোটী লোককে শিষ্য ক'রেছেন।

দীক্ষার দ্বারা দ্বিজত্বলাভ হয়। বৈষ্ণবতার প্রথম অবস্থা—ব্রাহ্মণত্ব, তারপর যোগিত্ব, তারপর বৈষ্ণবতা। মহাভারত—সমস্ত বেদের মূল। ইহা তত্ত্ববাদিগণের সর্ব্বোত্তম শাস্ত্র।

মধ্বাচার্য্য যুক্তি-তর্কের দ্বারা পরমত খণ্ডন ক'রেছেন। হনুমান্‌জী ধূলি উড়াবার মত রাক্ষসকুলকে ধ্বংস ক'রেছেন, আর ভীম বিপক্ষদলকে সমূলে নাশ ক'রেছেন।

লক্ষ্মী—অধীনা, নারায়ণ—স্বাধীন। লক্ষ্মী জীবজাতীয়া ন'ন। তিনি ব্রহ্মারও উপাস্য। ব্রহ্মা ও বায়ুর কৃপা ব্যতীত ভজন হয় না।

'শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।'—(মহাভারত)

আগম—পঞ্চরাত্র—সাত্বততন্ত্র। মহাভারত—পঞ্চমবেদ-স্বরূপ। সংস্কারদ্বারা দ্বিজত্বপ্রাপ্তি হয়। ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার আদি বা অস্ফুট অবস্থা। শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদির অনুগত গৌড়ীয়গণ মহাভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত ব্রাহ্মণতার কথা স্বীকার ক'রেছেন। তত্ত্বসাগরবচন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥
আত্মা, প্রাহ তন্ত্রং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ
ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

ইহাই পূর্ণতম বৈদান্তিক মত। শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত কথা এই মতমূলে আছে। যাঁরা ঐশ্বর্য্যমার্গে ভগবৎসেবা

করেন তাঁরা ক্ষিতীশ বা সত্যেশ পর্য্যন্ত পৌঁছেন। তাঁরা রাধানাথের সেবা লাভ ক'রতে পারেন না। শ্রী-সম্প্রদায়ে ঐশ্বর্য্যমার্গে উপাসনা। তাঁরা নারায়ণের উপাসক।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু "প্রাচীন বৈষ্ণব" বা "বৃদ্ধ বৈষ্ণব" ব'লেছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যকে ভগবৎপাদ—বিষ্ণুপাদ ব'লেছেন। মায়াবাদগণ বলেন, কৃষ্ণ অমায়িক, মায়াতীত, শুদ্ধ বস্তু; তাঁর সঙ্গে জীবের ভেদ আছে। তাঁরা জগৎ—মিথ্যা বলেন না, জগৎ—সত্য বলেন। উপাসনা থাকলেই ভেদ থাকবে। তাহা অভদ্রের নহে। শুদ্ধদ্বৈতবাদাদি সকল মতের অপূর্ণতা পূর্ণ ক'রেছেন মহাপ্রভু—অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার ক'রে।

আজ শুদ্ধদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বের আবির্ভাবতিথি। তিনি আশ্রয়বিগ্রহ। তাঁর মত এমন জীববান্ধব আর কেহ নাই। তিনি পূর্ণপ্রজ্ঞ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

আনন্দতীর্থ-নামা সুখময়ামা যতিনীয়াং।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

"জিয়ড়নৃসিংহ" ও "পানানৃসিংহ"

শ্রীগৌরসুন্দর দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণলীলা-প্রকটকালে শ্রীনৃসিংহদেবের যেসকল শ্রীমূর্ত্তিদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'জিয়ড়নৃসিংহ' ও 'পানা-নৃসিংহ'ক্ষেত্রে গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এই দুই স্থানে পাদপীঠ-প্রকাশকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টপ্রচারের ভাবি অবতন্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের তদানীন্তন দিনপঞ্জী হইতে উক্ত পাদপীঠযুগল-প্রতিষ্ঠার বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"ইংরেজী ১৯৩০ সালের ২৭শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা (কূর্ম্মক্ষেত্র হইতে) * চিঙ্গাকোল ষ্টেসনে পৌঁছিয়া মাদ্রাজ মেইলে ওয়ালটিয়ারে আসিলাম। তথা হইতে luggage সহ মোটরবাসে (bus) সিংহাচলে আগমন করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ ওয়ালটিয়ার সহর দর্শন করিয়া পরে সিংহাচলে আসেন। শ্রীনৃসিংহদেবের ষ্টেটের আমীনসাহেব কূর্ম্মাচলের অধিবাসী তিরুবাচারী নামক জনৈক মাধ্ব-ব্রাহ্মণ সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করেন। বিজয়নগরের মহারাজ ও রাজ-পরিবারের থাকিবার বৃহৎ বাড়ীটি শ্রীল প্রভুপাদের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। আমীনসাহেব শ্রীল প্রভুপাদের জন্য তাঞ্জাম ও বেহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই তাঞ্জামে উপবেশন করিলেন। আমরা তাঁহার অনুগমনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সিংহাচল-পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম। শ্রীমন্দিরের নিকটে সমস্তরে উঠিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঞ্জাম হইতে অবতরণ করিলেন। তখন "ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহঃ যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ" শ্লোকটি খোল-করতাল-সহযোগে কীর্ত্তন করা হইল। আমরা সকলেই পরিক্রমা করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীমন্দিরে উঠিবার-মুখে সকলেই দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে বারেন্দায় প্রবেশ করিলাম। শ্রীনৃসিংহদেবের মূলমন্দিরের জগমোহনে প্রবেশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা "শ্রীনৃসিংহস্তব" পাঠ করিতে-করিতে সাষ্টাঙ্গপ্রণত হইলাম। কূর্ম্মদেবের মত এখানেও গোবিন্দরাজজীউ শ্রী-ভূ-শক্তিসহ 'বিজয়বিগ্রহ'-রূপে বর্ত্তমান। আমরা তৎসম্মুখে গমন করিয়া পরিক্রমা করিলাম। শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখে একটি তালা-বন্ধ বাক্সে দুই টাকা প্রণামী প্রদত্ত হইল। পূজারী শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীনৃসিংহদেবের গোলাপ ও তুলসী-পত্রের মালাপ্রসাদ আনিয়া গলদেশে প্রদান করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা সকলে দণ্ডবৎপ্রণাম, শ্রীচরণামৃত গ্রহণ ও মস্তকে পাদুকা-স্পর্শ গ্রহণ করিলাম। শ্রীনৃসিংহদেবের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনলেপের দ্বারা এইরূপ-আবৃত যে,

* গৌড়ীয় ৯ম বর্ষ, ২৩সংখ্যা, ৪০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহা যেন দেখিতে ঠিক শিবলিঙ্গের মত। বৈশাখমাসে অক্ষয় তৃতীয়ার সময় বৎসরে একবার মাত্র ঐ চন্দনলেপ উন্মুক্ত করা হয়। সেইদিন উদয়াস্ত সকলকে শ্রীনৃসিংহদেব নিজ শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন করেন। পুনঃ চন্দনলেপদ্বারা এক বৎসরের জন্য শ্রীঅঙ্গ আবৃত হয়। শ্রীনৃসিংহের স্বরূপের অনুরূপ শ্রীমূর্ত্তি একটি পর্ব্বতের নিম্নভাগে সিঁড়ির একপার্শ্বে দেওয়ালের গাত্রে প্রোথিত আছে। এখানে শ্রীনৃসিংহদেব—দ্বিভুজ; পশ্চিমমুখী দণ্ডায়মান। এই দেশের প্রধান বিষ্ণুমন্দিরদ্বয় (শ্রীকৃর্ম্ম ও শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির) পূর্ব্বদ্বারী এবং ঠাকুর পশ্চিমমুখী। শ্রীনৃসিংহদেবের প্রকোষ্ঠের বাহিরে দক্ষিণদিকে একটি ছোট গৃহে আলবর শ্রীগোদাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি। নৃসিংহদেবের সম্মুখ দিয়া কিয়দ্দূর আসিয়া দক্ষিণার্দ্ধে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটি প্রকোষ্ঠে বিষ্বক্‌সেন প্রমুখ বিষ্ণুপার্ষদগণের মূর্ত্তি বিরাজমান। এখানে চতুর্ভুজা শ্রীলক্ষ্মীদেবী আছেন। আমরা মন্দির হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌরপাদপীঠের মন্দিরের স্থানে আগমন করিলাম। তথায় আমীন সাহেবের

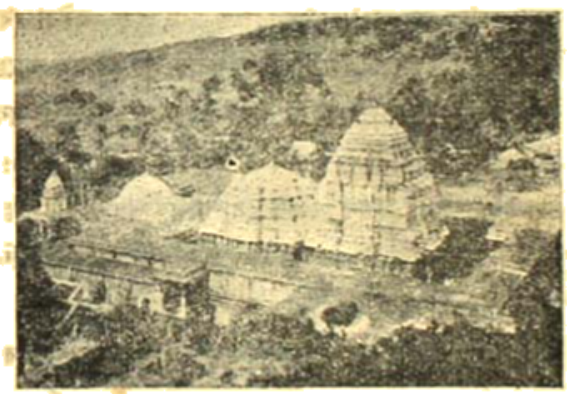

দূর হইতে সিংহাচল পর্ব্বত, শিখর-নৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির ও শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের শ্রীমন্দিরের দৃশ্য

সাহায্যে কণ্ট্রাক্টার ও রাজমিস্ত্রীকে ডাকাইয়া পাদপদ্ম-প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করা হইল; ততক্ষণ সম্মুখের আফিসঘরে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন করিয়া হরিকথা-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলাম। তথায় আমীনসাহেব এবং এক বৃদ্ধ পূজারীও উপস্থিত হইলেন। আমীনসাহেব শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উত্তররাঢ়ী মঠের শিষ্য। তাঁহার সঙ্গে ও পূজারীর সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক আলাপ করিলেন। এখানকার পূজারিগণ সকলেই শ্রী-সম্প্রদায়ের। তাঁহারা কিছু দূরে অবস্থিত 'শিবলিঙ্গ'-দর্শনে কখনও যান না। প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে শ্রীপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার আনুষঙ্গিক কার্য্যসমূহ সম্পূর্ণ হইল; তুলসী, চন্দন, জল ও ফলাদিও সংগৃহীত হইল। পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনসহযোগে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের অর্চ্চন করিলেন। প্রভুপাদের অনুসরণে আমরা সকলেই সচন্দন-তুলসী ও জলে শ্রীগৌরপাদপদ্মের অর্চ্চন করিলাম এবং শ্রীলপ্রভুপাদের অনুজ্ঞায় আমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'নৃসিংহদেব-দর্শন-লীলা' কীর্ত্তন করিলাম। আমীন সাহেব, কণ্ট্রাক্টার, গুডাবসিয়র ও বৃদ্ধ পূজারী সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হইল; আমরাও সকলেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের উচ্ছিষ্ট সম্মান করিলাম। শুনিতে পাওয়া গেল, শ্রীনৃসিংহদেবের প্রণামী হইতে বার্ষিক আয় প্রায় একলক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা, জমিদারীর আয় ছয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং সমস্ত টাকের বার্ষিক খরচ প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা।

তৎপরদিবস ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীনৃসিংহদেবের ফলফুলের উদ্যান দর্শন করিলাম। বেলা ১০টার সময় শ্রীল প্রভুপাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া আমরা মোটর-বাসে ওয়াল্টিয়ার ষ্টেশনে আগমন করিলাম। মাদ্রাজ মেইলে রওনা হইয়া সন্ধ্যার কতুরে উপস্থিত হইলাম। কতুরের বহু লোক শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।"

কয়েক দিবস পূর্ব্বে (১০ই নভেম্বর ১৯৩৯) পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে আমাদের উক্ত পাদপীঠ-যুগলদর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

বি, এন, আর লাইনে ওয়াল্টিয়ার ষ্টেশনের পাঁচ মাইল উত্তরে সিংহাচলম্ ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে সিংহাচলম্ পর্ব্বত প্রায় চারি মাইল হইবে। প্রায় এক হাজার সোপান অতিক্রম করিবার পর পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির পাওয়া যায়। মন্দিরগাত্রে প্রাচীন স্থাপত্যকার্য্যের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। একটি প্রস্তরফলকে দেখা যায় যে, রাজা কৃষ্ণদেব গোজারের এক ভক্তিমতী মহিষী শ্রীবিগ্রহকে স্বর্ণ-মণ্ডিত করিয়া দেন। কিংবদন্তী এই যে, যখন প্রহ্লাদ হিরণ্য-কশিপুর দ্বারা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদের রক্ষার্থ সিংহাচল পর্ব্বতে শ্রীনৃসিংহদেব অবতীর্ণ হন। শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদের দ্বারা কিছুকাল এই স্থানে পূজিত হন। তৎপরে শ্রীভগবান্ লোকলোচনে বল্মীকের দ্বারা আবৃত

হইয়া গুপ্ত হইয়া পড়েন। পুনরায় মহারাজ পুরুরবা শ্রীনৃসিংহদেবকে আবিষ্কার করিয়া পূজা করেন। ইহার পর শ্রীনৃসিংহদেব আবার গুপ্ত হইয়া পড়েন। পরে বেলারি জেলার বিজয়নগরের অধিপতির দ্বারা পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়া পূজিত হন। তৎপরে বর্ত্তমান বিজয়নগররাজের পূর্ব্বপুরুষ কোন পরমভাগবত নৃপতি (কৃষ্ণদেব রায় ?) এই নৃসিংহদেবের পূজা প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান বিজয়নগররাজ নাবালক। প্রকাশ, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া প্রজাবৃন্দের দ্বারা অভিযুক্ত হওয়ায় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে নৃসিংহদেবের যাবতীয় সম্পত্তি ও সেবাভার ন্যস্ত আছে।

সিংহাচল পর্ব্বতের সানু-প্রদেশের প্রথমেই 'টেম্পল্ অফিস্' দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাত্রীর জন্য তিন দিবস বিনা ব্যয়ে অবস্থান ও ভোজনের বন্দোবস্ত আছে। পর্ব্বতের পাদদেশে সিংহাচল গ্রাম, বাজার, ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস্ প্রভৃতি আছে। টেম্পল্ অফিসের নিকটস্থ প্রদেশ হইতে বৈদ্যুতিক আলোক সিংহাচল পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশ পর্য্যন্ত পর্ব্বতে উঠিবার সোপানের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে জগমোহন পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক আলো সংস্থাপিত আছে, কেবল গর্ভমন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোক গৃহীত হয় নাই। জানিতে পারা গেল, বিশাখাপত্তনের কারেণ্ট হইতে দশ হাজার টাকা ব্যয়ে এই আলোকমালা সংস্থাপিত হইয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার সোপানশ্রেণীগুলি খুব বিস্তৃত ও সুন্দর। প্রত্যেকটী সোপান প্রায় ১ ফুট বিস্তৃত ও ৬ ইঞ্চি উচ্চ, মাঝে মাঝে চত্বর আছে। প্রত্যেক ৫০টি সোপানের পরে সোপানের সংখ্যা পার্শ্বস্থ প্রস্তরপ্রাচীরে খোদিত রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ঐ সকল প্রাচীরের গাত্রে শ্রীহনুমান্ ও শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের শৈলী শ্রীমূর্ত্তিসমূহ সংস্থাপিত আছে। সোপানে আরোহণ করিবার প্রথম দ্বারের নাম ইংরেজী অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। উহার নাম "Bhairava Gate". ইহার পরে "Hanuman Gate". ইহা প্রায় ৬৫০টি সোপান অতিক্রম করিবার পর দেখিতে পাওয়া যায়, এ স্থানে হনুমানের মন্দির আছে। ৬০০ সোপান অতিক্রম করিবার পর একস্থানে একটি পার্ব্বত্য প্রস্রবণ অবিরাম কল কল নাদে বারিধারা বিসর্জ্জন করিতেছে। অন্যত্র একটি প্রস্রবণের নীচে একাদশটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পাহাড়ের ৮০০ সোপান অতিক্রম করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একটি প্রস্রবণ হইতে নলের মধ্য দিয়া নিম্নে জল অবতরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৮০০ সোপানের নিকট একটি প্রস্রবণ ও গুহা আছে। এখানে গেরুয়া-বস্ত্র-পরিহিত একটি শৈব উদাসীন ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া গেল। এই প্রস্রবণটির নীচে পর্ব্বতগাত্রে ইংরেজী অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "Akasa-dhara"। এখানে দুইটি সাধুনিবাস বা ছত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত দালান। ৮৫০ সোপান অতিক্রম করিবার পর যে প্রস্রবণ রহিয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে—'Bhagabati Dhara'. ৯০০ সোপান অতিক্রম করিবার পর একটি সুবৃহৎ অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলে একটি ধর্ম্ম-শালা বা সাধুনিবাস দেখিতে পাওয়া যায়। ৯৮৬ সোপান অতিক্রম করিবার পর সোপানের দুই দিকে দুইটি গোলাকার গৃহ "ষড়ঙ্গম্" নামে পরিচিত। ইহার পর হইতে শ্রীমন্দিরের পারিপার্শ্বিক পল্লী আরম্ভ হইয়াছে। পল্লী বলিবার কারণ এই যে, এখানে গৃহস্থগণ স্ত্রী, পুত্র, পশু প্রভৃতি লইয়া বাস করিতেছে। পর্ব্বতের মধ্যে বহু ফলমূলের বাগান আছে। শুনিতে পাওয়া গেল, কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ হইতে ঐ সকল স্থান সাধারণকে বাগান ও চাষ করিবার জন্য লিজ্ (lease) দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ৯৮৬টি সোপানের পর একটি পল্লীর মধ্য দিয়া কিছুদূর উপরে উঠিলে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনৃসিংহদেবের সেবা পরিচালনার জন্য সাত প্রকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী আছেন,—(১) আমীন্, (২) পর্য্যবেক্ষক (৩) পেস্কার, (৪) পরীক্ষাকার (অধ্যাপনাদি কার্য্যের অধ্যক্ষ) (৫) হাবিলদার (৬) খড়োডা (পাকশালার অধ্যক্ষ) (৭) পুরোহিত (অর্চ্চকশ্রেণী)। কতিপয় উচ্চ সোপান অতিক্রম করিবার পর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ এবং আরও কতিপয় সোপান অতিক্রম করিবার পর শ্রীমন্দিরের নাট্যমন্দির ও জগমোহন প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাট্যমন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীনৃসিংহদেবের উৎসববিগ্রহের অবস্থানের জন্য একটি বেদী রহিয়াছে। উহার বামপার্শ্বে একটি মন্দিরে আলোয়ারের (শ্রীরামানুজের ?) শৈলী অর্চ্চা উত্তরাভিমুখিনী হইয়া স্থাপিত আছেন। তৎপরে জগমোহন অতিক্রম

করিলে গর্ভমন্দিরে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব পশ্চিমদিগভিমুখী হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীনৃসিংহদেবের সমস্ত শ্রীঅঙ্গই চন্দনে সমাবৃত। কথিত হয় যে, ভগবানের ইচ্ছানুসারেই

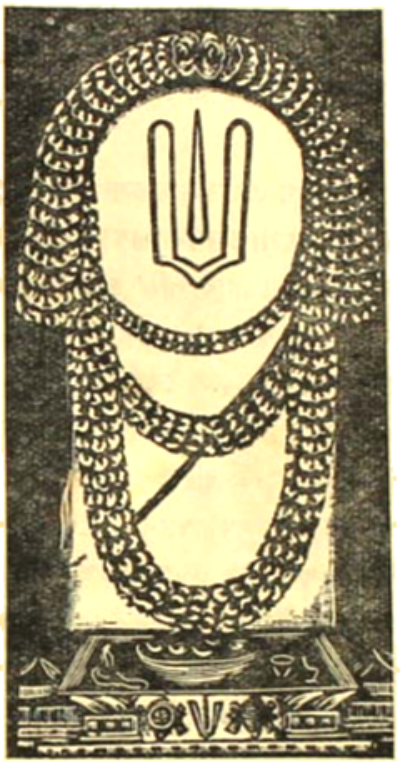

শ্রীনৃসিংহদেবের সর্ব শ্রীঅঙ্গ শ্রীচন্দনে লিপ্তাবস্থায় দর্শন

এইরূপ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রাচীনকাল হইতে সর্বক্ষণ চন্দনলিপ্ত হইয়া আবৃত থাকে। কেবলমাত্র মহারাজ পুরুষোত্তম প্রার্থনায় শ্রীনৃসিংহদেব চন্দনযাত্রা বা অক্ষয়তৃতীয়ার দিবস তাঁহার সমস্ত শ্রীঅঙ্গ ভক্তগণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। তদনুসারে কেবলমাত্র অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে সারাদিন শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীঅঙ্গ দর্শন হয়। স্থানীয় সেবকগণ এই নৃসিংহদেবকে শ্রীবরাহনৃসিংহ বা শ্রীসিংহাচল-বরাহ-লক্ষ্মী-নৃসিংহস্বামী বলিয়া থাকেন।

'জিয়ড়' শব্দের অর্থ স্থানীয় অর্চকগণ বলিতে পারিলেন না। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। দেবভাষায় ইহারা কথাবার্তা বলিলেন। গর্ভমন্দিরের এক পার্শ্বে উত্তরাভিমুখে উৎসববিগ্রহ একটি পৃথক্ মন্দিরে অবস্থিত। শ্রীনৃসিংহদেব অন্যত্র গমন করেন না; উৎসববিগ্রহই উৎসবকালে নানাস্থানে বিজয় করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্দির প্রাতঃকাল ৮টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ও অপরাহ্ণে ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত সাধারণে দর্শকগণের জন্য খোলা থাকে। এখানে পঞ্চমজাতির প্রবেশের অধিকার নাই। মন্দিরে প্রবেশের দর্শনী এক আনা মাত্র। কিন্তু তাহা ভক্তগৃহস্থগণের জন্য নহে. মন্দিরে আটজন অর্চক, আটজন পাচক ও তেরজন অধ্যাপক আছে। ইহারা সকলেই তেঙ্গলই-শাখাভুক্ত রামানুজীয় বৈষ্ণব। বিজয়-নগরের বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশ্রীবিজয়রাম গজপতি রাজমান্য সুলতান মন্দিরের 'ধর্মকর্ত্তা' অর্থাৎ রক্ষক বলিয়া বিদিত। মন্দিরের অধ্যাপকগণ 'শ্রীভাষ্য' ও শ্রীরামানুজের 'গীতাভাষ্য' অধ্যাপনা করেন এবং প্রত্যেকের ২।৩ জন করিয়া ছাত্র আছে। ইহারা সকলেই রাজকোষ হইতে বেতন ও প্রসাদাদি প্রাপ্ত হন

অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে যখন শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীঅঙ্গ চন্দন-বিমুক্ত হয়, সেই সময়ের শ্রীমূর্ত্তির দর্শন

শ্রীনৃসিংহদেবের চারিটি প্রধান উৎসব হইয়া থাকে—

১। **ব্রহ্মোৎসব**—বিজয়াদশমীর দশদিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া উক্ত তিথিতে ঐ উৎসব সমাপ্ত হয়।

২। **অধ্যয়নোৎসব**—ইহা প্রায় ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত একমাসকাল স্থায়ী হয়।

৩। **কল্যাণোৎসব বা কল্যাণম্**—চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশীতে এই উৎসব আরম্ভ হয়। এই উৎসবের অন্তর্গত রথযাত্রা উৎসব। এ প্রদেশে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব হয় না। মন্দিরের পার্শ্বেই প্রশস্তস্থলে কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃহৎ রথ দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। **চক্রোৎসব**—অক্ষয় তৃতীয়া-দিবস হইতে এই উৎসব হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে শ্রীনৃসিংহদেবের যে ভোগ হয়, তাহার নাম "দধ্যন্ন" বা "চিত্রান্ন" অথবা 'পুলিহারা', মধ্যাহ্ন-ভোগের নাম নূদ্গান্নম্, অপরাহ্ণকালের ভোগের নাম "শুদ্ধান্নম্" বা "অলঙ্কার-প্রসাদ", সায়াহ্নে যে ভোগ হয় তাহার নাম "পাংষান্নম্" বা 'ঘাষচক্র'।

ওয়াল্‌টিয়ার হইতে সিংহাচলের ভাড়া ট্রেণে ছয় পয়সা। সিংহাচল ষ্টেশনে গোযান ও অশ্বযান পাওয়া যায়, ইহা 'কট্‌কা' নামে পরিচিত। ষ্টেশন হইতে সিংহাচল গ্রামে যাইবার গাড়ীভাড়া চার আনা। ওয়াল্‌টিয়ার হইতে মোটরবাস ও ট্যাক্সিতেও এখানে আসা যায়। কিন্তু বাস ওয়াল্‌টিয়ার ষ্টেশনে পাওয়া যায় না, সহরের মধ্যে আসিয়া উঠিতে হয়। ষ্টেশন হইতে বরাবর পাকা রাস্তাই পাওয়া যায়। টিকেট ক্রয় করিবার সময় বি, এন, আর রেলওয়ে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে দুই আনা করিয়া 'Pilgrim's Tax' আদায় করেন।

পর্ব্বতের উপর বৈদ্যুতিক আলোকমালা সংস্থাপিত থাকায় রাত্রিকালে পর্ব্বতে গমনাগমন করা কষ্টকর হয় না। পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে এই আলোকমালার দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রেমাবেশে যত্র হইয়া 'জিয়ড়নৃসিংহ'-ক্ষেত্রে বিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন,—

পূর্ব্ববীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
'জিয়ড়নৃসিংহ'-ক্ষেত্রে কতদিনে গেলা॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ-প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য-গীত-স্তুতি॥
শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মানুখপদ্মভৃঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ ম ৭।৩-৪)

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধ ৯ম অ ১ম শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামিধৃত আগমবচন)

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥

এইমত নানা শ্লোক পড়ি' স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্রে কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি' করিলা গমন॥

শ্রীনৃসিংহমন্দিরের উত্তরদিকে সন্নিহিত প্রদেশে "সরকারের বাংলার" সংলগ্ন স্থানে গৌড়জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের শ্রীমন্দির বিরাজিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটী উচ্চ বেদীর উপর শ্রীচৈতন্যপাদের শ্রীঅর্চ্চনা বেদীর ললাটদেশে দেবনাগরী অক্ষরে এই শ্লোকটী লিখিত রহিয়াছে—

শাকেঽগ্নিগুণগমেন্দুবিমিতে সিংহাচলে সুস্থলে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধেঃ পদযুগং ভক্ত্যার্চ্চিতং সংবতৌ।
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীহ পরমো হংসঃ পদাব্জং প্রভোঃ
গৌরাব্জে নিদধে যুগাশ্রমযুগে গৌড়ীয়সংরক্ষকঃ॥

শ্রীপাদপীঠের মন্দিরের বহির্দেশে একটি প্রস্তরফলকে ইংরাজী ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার তারিখ খোদিত রহিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ যে অর্চ্চকের উপর শ্রীপাদপীঠের সেবাভার সমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহার সেবাশৈথিল্য-নিবন্ধন শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠের পূজা স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং আমাদের সেবা-প্রবৃত্তিতে নানাপ্রকার অন্তরায়ের প্রতীক আবর্জ্জনার স্তূপ পুরীকৃত হইয়াছিল। গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে কতুর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠের সেবক শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারীর সহায়তায় আমরা শ্রীচৈতন্যপাদ-পীঠের শ্রীমন্দির সম্মার্জ্জনা করিয়া ধূপদীপ, চন্দন তুলসী

ও পুষ্পের দ্বারা কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌরপাদপীঠের পূজা, আরাত্রিক ও ভোগাদি প্রদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের অগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত্যে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের সংকীর্ত্তন, নৃত্য ও স্তবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

পানা-নৃসিংহ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে সময় পানা-নৃসিংহক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসঙ্গী শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার দিনপঞ্জীতে পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"২৮শে ডিসেম্বর (১৯৩০) কভুরে শ্রীল প্রভুপাদ মিঃ সুব্বা রাওএর বাসায় পদার্পণ করিলে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। তৎপর-দিবস প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা গোদাবরীর গোপদতীর্থে গমন করিলাম। গোদাবরীর তটে, যেখানে শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংলাপ হইয়াছিল, সেই স্থানেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরপাদপীঠ-স্থাপনের জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বেলা প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ সেই শ্রীমন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলেন। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে সাধারণের বসিবার জন্য বিস্তৃত স্থান এবং মন্দিরের পশ্চাতে মহিলাগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কভুর-তালুকের বহু ভদ্রলোক এবং বহু মহিলা তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজমহেন্দ্রী হইতে কভুরে শ্রীগৌরপাদপীঠের ভূমি-প্রদাতা মহারাজ-রাজশ্রী কুবেরা শ্রীরামচন্দ্র রাও গারু সপরিবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আমি * শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার ও আলাপের অংশ কীর্ত্তন করিলাম। মাদ্রাজ হাইকোর্টের ব্যাড্‌ভোকেট সূর্য্যনারায়ণ পান্টালু গারু তেলেগু ভাষায় তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ বেদীতে শ্রীচৈতন্য-শ্রীচরণ ও সংস্কৃত-শ্লোকযুক্ত প্রস্তরফলক সংস্থাপিত ও পূজার সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইলে আমরা গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি পূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সচন্দন-পুষ্প-তুলসী দ্বারা শ্রীচৈতন্য-চরণ অর্চ্চন করিলেন। তদনুগমনে আমরা সকলেই শ্রীচৈতন্য পাদপীঠে সচন্দন পুষ্প-তুলসী প্রদান করিলাম। সমবেত ব্যক্তিগণ এবং মহিলাবৃন্দও শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠে ফল-পুষ্পাদি অর্পণ করিলেন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীপাদপীঠ পরিক্রমা করিলাম। তদনন্তর সংকীর্ত্তনমুখে হোম-কার্য্য সমাপ্ত হইল এবং সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইল। দিবা প্রায় দুই ঘটিকার সময় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ রথে আরোহণ করিয়া রাজমহেন্দ্রীতে শুভবিজয় করিলেন। ঘাটে বহু লোক সঙ্গে লইয়া নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও মোটরযানের সহিত সপুত্রক শ্রীরামচন্দ্র রাও পুষ্পমাল্য-হস্তে উপস্থিত ছিলেন। রামচন্দ্র শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন; ঘাট হইতে উঠিয়াই এক ঠাকুরবাড়ী, তথাকার সেবক প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলেন। পরে তথা হইতে একটি সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া সহরের কিয়দংশ ঘুরিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা রামচন্দ্র রাওএর ভবনে উপস্থিত হইলাম। গৃহের দ্বারে রাওজীর সহধর্ম্মিণী ও অন্যান্য মহিলাগণ আরতি পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পল্লীর প্রায় সমস্ত মহিলা ও পুরুষ রামচন্দ্র রাওএর গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন। দর্শনার্থী মহিলামাত্রেই ফলপুষ্পাদি অর্পণ করিয়া প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। এখানে একটি আলোক-চিত্র গৃহীত হইল। রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী অন্যান্য মহিলাগণের সহিত প্রথমেই গুরুবন্দনা, তৎপরে শ্রীরাম-সীতার বন্দনা ও তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে ধূপ-আরতি করিলেন। অপরাপর মহিলাগণও পূর্ব্ববৎ ফলাদি সমর্পণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। প্রভুপাদ ও ভক্তবর্গের সেবার জন্য রামচন্দ্র রাও স্বহস্তে নানাপ্রকার ফল আনিয়া দিলেন। সন্ধ্যার মধ্যেই পুনরায় রাজমহেন্দ্রী হইতে ট্রেণযোগে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা কভুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং রাত্রে প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত সুব্বা রাওএর ভবনের সম্মুখে ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা হইল।

* শ্রীল আচার্য্যদেব

৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩০) প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ মঙ্গলগিরিতে কএক মূর্ত্তিকে পাঠাইয়া দিলেন। কেহ কেহবা ভেটকী রাওকে লইয়া রাজমহেন্দ্রীতে গেলেন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কতদূরেই থাকিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা পূর্ব্বক সেই সময় শ্রীশ্রীগৌর-রায়রামানন্দ-সংলাপ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। বৈকাল বেলা প্রায় চারটা হইতে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত সুব্বা রাওএর বঙ্গুর মহাশয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণাদির সনাতনত্ব, ভারতীয় সভ্যতার সুপ্রাচীনত্ব আলোচনা পূর্ব্বক শ্রীনামব্রহ্মের অপ্রাকৃতত্ব ও স্বরূপ কীর্ত্তন করিলেন।

৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩০) প্রাতে সাত ঘটিকার সময় কতদূর ষ্টেশন হইতে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে বেজোয়াড়া যাইবার ট্রেন ধরিলাম। বেজোয়াড়াতে গাড়ী পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় মঙ্গলগিরির গাড়ী সকলে ধরিতে পারিলেন না। তাঁহারা বেজোয়াড়াতেই থাকিলেন এবং অপরাহ্ণ চারটার গাড়ীতে মঙ্গলগিরি যাত্রা করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ মঙ্গলগিরি ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ডাকবাঙ্গালায় পূর্ব্ব হইতেই অবস্থান করিতেছিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ তথায় আসিয়া পৌঁছিলে তখনই শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-সংস্থাপনের জন্য একটি যানে করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মঙ্গলগিরির পাদদেশে উপনীত হইলেন। আমরা পদব্রজে "ইতো নৃসিংহঃ" শ্লোকটি খোল-করতাল-সহযোগে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে মঙ্গলগিরিতে আরোহণ করিয়া শ্রীপাদপীঠের সম্মুখস্থ চত্বরে উপস্থিত হইলাম; তখন প্রায় সন্ধ্যা। সেইদিন একাদশীর উপবাস ছিল। স্থানীয় বহু লোক সংকীর্ত্তনের অনুগমন করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। দ্বিতীয় সিংহদ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বেই পাদপীঠের মন্দির। ঐ মন্দিরটি ঐস্থানে পূর্ব্ব হইতেই নির্ম্মিত ছিল। মঙ্গলগিরির ট্রাষ্টিগণ শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ মন্দিরটি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাকে প্রদান করিয়াছেন। মন্দিরের সম্মুখের চত্বরে আমরা সকলে উপবেশন করিলাম। শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরের ট্রাষ্টিগণের মধ্যে তিনজন উপস্থিত ছিলেন। হেড্ ট্রাষ্টীও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বিশেষভাবে এবং তৎপ্রসঙ্গে অন্যান্য আচার্য্যগণের কথা শ্রীপাদপীঠের সম্মুখে কীর্ত্তন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত পূজোপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরপাদপদ্মের অর্চ্চন করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, আমি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে কীর্ত্তন করিলাম। প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা সকলেই শ্রীগৌরপাদপীঠে চন্দন-তুলসী-পুষ্প প্রদান করিলাম। স্থানীয় একজন তেলেগু ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরপাদপীঠের অর্চ্চন করিলেন। ইঁহার নাম—এম্, পি, জি কৃষ্ণমূর্ত্তি। তৎপরে আমরা কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীপাদপীঠের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম। উপস্থিত সকলকেই তথায় মহাপ্রসাদ বিতরিত হইল।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী শ্রীল প্রভুপাদ মঙ্গলগিরিতে তাঁহার বাসস্থানের অলিন্দে উপবেশন করিয়া বহু হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। মহাপ্রভুর বাণীদ্বয় পণ্ডিতকে শাসনের কথা উল্লেখ করিয়া আধ্যক্ষিক বিচারের দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণবের কার্য্য দর্শন করিতে নাই—ইহা জানাইলেন। যাহারা আধ্যক্ষিকতার দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণবকে মাপিতে চেষ্টা করে, তাহারা প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ", "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ" প্রভৃতি শ্লোক নির্ব্বিশেষবিচারপর আধ্যক্ষিকগণের আধ্যক্ষিকতা নিরাস করিয়া বৈষ্ণবের 'কৃষ্ণৈকশরণত্ব' দর্শনের কথাই বলিয়াছেন। আধ্যক্ষিকতা মায়াবী অরিষ্টাসুরের সহোদরা। আধ্যক্ষিকতা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে শ্রীরূপানুগ সাধুজনের পদনখসৌন্দর্য্য দর্শন করিবার চক্ষু হয় না।

আমরা সকলেই পারণ করিয়া বেলা প্রায় এগারটায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে মঙ্গলগিরির উপর "শ্রীশ্রীপানানৃসিংহদেবে"র দর্শনে গমন করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের জন্য ডাণ্ডীর ব্যবস্থা হইল। তিনি পদব্রজেই কতদূর উঠিয়া পড়িলেন; পরে আমাদের বিশেষ প্রার্থনায় ডাণ্ডীতে আরোহণ করিলেন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সংকীর্ত্তন সহকারে পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপ্রতি পূর্ব্বক তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বদিকে খোলা নাটমন্দির, তৎপশ্চিমে আর এক নাটমন্দির। ইহার পূর্ব্বদিকে এক দরজা, তাহা দিয়া পূর্ব্ব-নাটমন্দিরাভিমুখে যাওয়া যায়; দক্ষিণ-

দিকে আর এক দরজা, ইহা দিয়া উক্ত চত্বরে যাওয়া যায়; উত্তর-পশ্চিম কোণে আর এক দরজা; এই দরজা দিয়া উত্তরস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা যায়; প্রবেশদ্বারে একজন আলবরের শ্রীমূর্ত্তি; এই প্রকোষ্ঠ হইতে তৎপূর্ব্বদিকের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম; এখানে পর্ব্বত-গাত্রে অধিষ্ঠিত ভক্তবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজিত আছেন। ইনি "পানাকল নৃসিংহ" নামে অভিহিত। ইঁহার শ্রীমুখগহ্বর ব্যতীত সর্ব্ব শ্রীঅঙ্গ 'বাতুময়' আবরণে আবৃত; কেবল প্রতি একাদশীর দিন এই আবরণ মোচন পূর্ব্বক তিনি তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ভক্তগণকে দর্শন করিবার অবসর প্রদান করেন। এই স্থানে কেবল 'পানা-ভোগ' হইয়া থাকে। যে পরিমাণ 'পানা-ভোগ' দেওয়া হয়, তাহার অর্দ্ধেক মাত্র তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূজারী আমাদের সম্মুখে অর্চ্চন ও আরতি করিয়া পানা-ভোগ প্রদান করিলেন। বাহিরে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আরও কিছু উপরে উঠিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর দর্শনে গেলাম। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীমন্দির শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরের উপরে অবস্থিত। এখানকার মন্দিরসমূহ প্রস্তরনির্ম্মিত, বিশেষ কারুকার্য্য নাই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অবশেষ পানা-প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে নামিয়া শ্রীগৌরপাদপীঠে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া একেবারে পাহাড়ের নীচে আসিলাম। পাহাড়ের নীচেই "ভোগ-নৃসিংহদেবে"র মন্দির। মন্দিরের চারিটী দ্বার। ভোগ-নৃসিংহদেব পূর্ব্বমুখী হইয়া বিরাজিত; কিন্তু 'পানা-নৃসিংহদেব' পশ্চিমমুখী। ভোগ-নৃসিংহদেবের সম্মুখে দ্বারপাল জয়-বিজয়ের মূর্ত্তি রহিয়াছে। নাটমন্দিরে উঠিয়া শ্রীমন্দির-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে বামপার্শ্বে স্বর্ণ-মণ্ডিত বিশাল গরুড়মূর্ত্তি, দক্ষিণ পার্শ্বে রৌপ্যমণ্ডিত শেষ-শায়ী শ্রীমূর্ত্তি; তথা হইতে তৃতীয় প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে শ্রীনৃসিংহদেব; শ্রীনৃসিংহদেবের বামে ক্রোড়োপরি শ্রীলক্ষ্মী-দেবী। প্রথম প্রকোষ্ঠের প্রবেশের বহির্দ্দেশে শ্রীনৃসিংহের বিজয়-মূর্ত্তি উত্তরপার্শ্বে শ্রী-ভূ-শক্তি সহ বিরাজমান। মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীমন্দির। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা এই সকল স্থানে দণ্ডবৎপ্রণতি ও দর্শনাদি করিয়া মধ্যাহ্ন প্রায় দুই ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদের বাংলোয় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এখানে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। সন্ধ্যার পর স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে বন্দনা করিলেন। ইনি ব্রাহ্মণের কুলোদ্ভূত বলিয়া দক্ষিণ-দেশের সামাজিক পীড়নে পীড়িত। শ্রীল প্রভুপাদ পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়ের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন।

মঙ্গলগিরিতে শ্রীপানানৃসিংহদেবের এইরূপ স্তোত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে—

শ্রীমৎপদ্মাসনস্থা পেরীহিমবরবলম্
শাশ্বমানন্দকন্দং বামাঙ্কতরুণলক্ষ্মীং বরকুচযুগলে
নেত্রহস্তপ্রশস্তমূর্দ্ধে শঙ্খং চ চক্রং দধাত্ত মুখহরম্
দক্ষিণে সব্যহস্তং বন্দে লক্ষ্মীনৃসিংহং বরমভয়করম্
বালবাদিবন্দ্যং জলদদলরোজৈঃ শঙ্খচক্রগদাদ্যৈ-
রুদ্ভবরবরহস্তং সিংহবক্ত্রং ত্রিনেত্রং শ্যামলিতভূপাদিম্
শ্রীমহীভ্যাং সমেতং সকলভুবনবন্দ্যং নরসিংহং ভজেঽহম্॥

২রা জানুয়ারী শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মঙ্গলগিরি ষ্টেশনে পূর্ব্বোক্ত এম, পি, জি কৃষ্ণমূর্ত্তি নামক তেলেগু ব্রাহ্মণটী আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে গৌরমন্ত্র উপদেশ করিয়া পাদপীঠ-অর্চ্চনের ভার প্রদান করিলেন।*

---

* আমরা গত ৮ই নভেম্বর (১৯৩৯) মঙ্গলগিরিতে আসিয়া এম, পি, জি কৃষ্ণমূর্ত্তির অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, তাঁহাকে আর শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের সেবারত দেখিতে পাইলাম না। তিনি ১৬ই মার্চ্চ (১৯৩১) পর্য্যন্ত শ্রীপাদ-পীঠের অর্চ্চন করিয়াছিলেন এবং রামনাথ ব্রহ্মচারী নামক আর এক ব্যক্তির উপর সেবা-ভার অর্পণ করিবার কথা পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিয়া নিজ বৈষয়িক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রামনাথ শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-সেবাকে সাধারণ দেবালয়ের ন্যায় বিচারে অনুচ্চদেবারূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গত ৯ই নভেম্বর (১৯৩৯) হইতে শুটু মুকল শেষাচার্য্য নামক এক স্থানীয় ব্রাহ্মণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ-সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এম, পি, জি কৃষ্ণমূর্ত্তির সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমানে মঙ্গলগিরিতে ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডরের কার্য্য করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গলগিরিতে অবস্থানকালে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন এবং শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগের পানা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।—গৌঃ সঃ

শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা বেজোয়াড়া হইতে গ্রাণ্টট্রাঙ্ক একস্‌প্রেসে যাত্রা করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার পর মাদ্রাজে উপস্থিত হইলাম। পথে টেণে দুইজন শিক্ষিত মাদ্রাজী যুবকের সহিত আমার অনেক আলাপ হইল। শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্যর পি, এস্‌, শিবস্বামী আইয়ার কে, সি, এস্‌, আই, সি, আই, ই মহোদয় মাদ্রাজ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা ত্রিশ নম্বর পার্ক-টাউনে "একাম্রেশ্বরঅগ্রহরম্‌" পল্লীতে বল্লভ-সম্প্রদায়ের প্রধান ধনী শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাসের নির্ম্মিত 'গোবর্দ্ধন-নিবাস' নামক ধর্ম্মশালায় উঠিলাম।

এম্‌ এস্‌, এম্‌ রেল লাইনে বেজওয়াড়া (Bezwada) জংসন হইতে লাখা লাইনে মঙ্গলগিরি ষ্টেশন। বেজওয়াড়া হইতে মঙ্গলগিরি সাত মাইল। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৵৫ নয় পয়সা। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতটে এই মঙ্গলগিরিপল্লী অবস্থিত। বেজওয়াড়া হইতে মঙ্গলগিরিতে আসিতে হইলে রেলওয়ে সেতু পার হইয়া আসিতে হয়। রেলওয়ে সেতু ভিন্ন সাধারণ যানবাহন যাতায়াতের জন্য অন্য কোন সেতু নাই। বর্ত্তমানে একটী নূতন সেতু-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। মঙ্গলগিরি হইতে কৃষ্ণানদীর তীর পর্য্যন্ত একটি বাস্‌ সারভিস (Bus service) আছে। প্রতিজনের ভাড়া দুই আনা। বাস্‌ হইতে অবতরণ করিয়া লঞ্চে কৃষ্ণানদী পার হওয়া যায়। উহার ভাড়া দুই পয়সা মাত্র। কৃষ্ণানদী বেশ বিস্তৃত। উহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী শোভা পাইতেছে।

মঙ্গলগিরি-পর্ব্বতের পাদদেশে উচ্চ প্রদেশে দেবমন্দির। মন্দিরটি পানা-নৃসিংহদেবের মন্দির। তাহার যে একটি উচ্চ দ্বারদেশ দেখা যাইতেছে, তাহা পর্ব্বতে আরোহণের প্রথম দ্বার। নীচে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিবস রথযাত্রা উৎসবের দৃশ্য ও লক্ষ্মীনৃসিংহদেবের রথ দেখা যাইতেছে। বামপার্শ্বে কারুকার্য্যখচিত উচ্চ গম্বুজটি পর্ব্বতের উপত্যকায় অবস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের মন্দিরের পূর্ব্ব-গোপুরম্‌ বা পূর্ব্ব দ্বারদেশের উপরের গম্বুজ।

মঙ্গলগিরি ষ্টেশন হইতে উক্ত পর্ব্বতশ্রেণী ও তৎক্রোড়ে অবস্থিত পানা-নৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির দৃষ্ট হয়। ষ্টেশন হইতে পর্ব্বতের পাদদেশ প্রায় অর্দ্ধমাইল। পর্ব্বতের পাদদেশে শ্রীশ্রীভোগ-নৃসিংহ বা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের একটী সুপ্রাচীন মন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। এই মন্দিরের চারিটি 'গোপুরম্‌' বা প্রবেশ-দ্বার রহিয়াছে। পূর্ব্বদ্বার (main gate) বারতালা উঁচু। ইহার উচ্চ গম্বুজ বহু দূর হইতে সর্ব্বাগ্রেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কথিত হয় যে, এই লক্ষ্মী-নৃসিংহদেবের মন্দির ধর্ম্মরাজ অতি প্রাচীন যুগে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মঙ্গলগিরি হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরস্থ অমরাবতী নামক স্থানের জমিদার রাজা বাসিরিড্ডি বেঙ্কটাদ্রী নাইডু 'পূর্ব্ব গোপুরম্‌টি' নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পশ্চিম ও দক্ষিণদ্বার বা গোপুরম্‌ সাধারণের অর্থ-সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। উত্তর গোপুরম্‌ ছয়তালা উঁচু; ইহা রঙ্গপুরমের জমিদার ঘাড়াপটি বেঙ্কটেশ্বর রাও পান্টলু গাড়ুর অর্থসাহায্যে নির্ম্মিত। ভোগ-নৃসিংহের মন্দিরে একটি 'দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ' আছে। এই শঙ্খটি কৃষ্ণের ব্যবহৃত বলিয়া কথিত। তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কৃষ্ণরাজ নৃসিংহদেবের মন্দিরে এই শঙ্খটি দান করেন। শ্রীবিগ্রহের বহু স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য-খচিত অলঙ্কার আছে। এই সকলই এক্সিকিউটিভ ট্রাষ্টির রক্ষকতায় সংরক্ষিত হইয়াছে।

মঙ্গলগিরির পাদদেশে মঙ্গলগিরি গ্রাম। এখানে একটী সাব্‌ পোষ্টাফিস্‌, পাঁচটী ধর্ম্মশালা, বাজার ও হিন্দু হোটেল প্রভৃতি আছে। হোটেলে আমেষ ব্যবহৃত হয় না। স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদিগকে জানাইলেন যে, তথায় কার্য্যোপলক্ষে "রায়" উপাধিধারী একজন বাঙ্গালী

ব্রাহ্মণ আসিয়া পঞ্চমজাতির নিকট হইতে মংস্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ সকলেই কি এইরূপ অতি নীচজাত্যুচিত আচরণ করেন ইহা, তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মঙ্গলগিরিতে প্রায় তের হাজার লোকের বাস। তন্মধ্যে অর্দ্ধেকই বস্ত্রবয়নকারী। এই স্থান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী প্রধান বস্ত্রবয়ন-কেন্দ্র। এখানে কিছুদিন পূর্ব্বে Indian Leaf Tobacco Development Company এবং Associated Cement Company নামক দুইটী ব্যবসায়িসঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অনেকগুলি প্রাইভেট প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

মঙ্গলগিরি পর্ব্বতে উঠিবার জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত পাঁচশত বিস্তৃত সোপান আছে। প্রথমেই "কল্যাণমণ্ডপ"—এখানে ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে লক্ষ্মী ও নৃসিংহদেবের বিবাহোৎসব হইয়া থাকে। সোপানে উঠিবার পূর্ব্বে দ্বারপাল শিবের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে একটী উচ্চ দ্বার। প্রায় ষোলটী সোপান অতিক্রম করিবার পর একটী প্রস্তরস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে 'শাসন-স্তম্ভ' বলে। ইহার সর্ব্বাঙ্গে তেলেগু অক্ষর খোদিত রহিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন, ইহার ভাষা কেহই বুঝিতে পারেন না।

দ্বিতীয় দ্বার ও একশত বারটী সোপান অতিক্রম করিবার পর একটী বটবৃক্ষের তলে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের শ্রীমন্দির দৃষ্ট হয়। একটী স্বল্পপরিসর জগমোহন ও তৎপরে গর্ভমন্দিরে একটী উচ্চবেদীর উপর শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপীঠ বিরাজিত রহিয়াছেন। বেদীর কপালে পাদপীঠের নিম্নে সংস্কৃতভাষায় দেবনাগর অক্ষরে প্রস্তরফলকে এইরূপ খোদিত রহিয়াছে—

শাকেঽব্ধেঽগ্নিগুণগমেন্দুবিমিতে দেবাদিসংসেবিতং
শ্রীগৌরেন্দুবরস্য মঙ্গলগিরৌ শ্রীপাদযুগ্মং স্থিতম্।
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীহ পরমো হংসঃ পদাঙ্কং প্রতোঃ
গৌরাব্দে নিদধে মৃগাশ্রমযুগে গৌড়ীয়সংরক্ষকঃ॥

শ্রীপাদপীঠমন্দিরের বহির্ভাগে চূড়ার নিম্নে ইংরাজী অক্ষরে এইরূপ লিখিত আছে—

Mahaprabhu visited Mangalgiri
in 1512 A. D.

Chaitanya-Foot-prints installed by
Paramhansa
Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami
in 1930.

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ এবং গুরুবর্গের জয়ধ্বনি প্রদান করিয়া আমরা শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গপ্রণতি ও বন্দনা করিলাম। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ব্রহ্মচারী শ্রীব্রজগোপালজীর সহায়তায় আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যপাদপীঠের শ্রীমন্দিরমার্জ্জন সেবা করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীপাদপীঠের অর্চ্চনাদি করিলাম। শ্রীপাদপীঠে অঞ্জলি প্রদান ও তৎসম্মুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়কীর্ত্তন করিবার পর একটী বড় লোটার মধ্যে প্রায় চারি সের জলে শর্করা, গোলমরিচ ও এলাচির দ্বারা পানা প্রস্তুত করিয়া আমরা পানা-নৃসিংহের

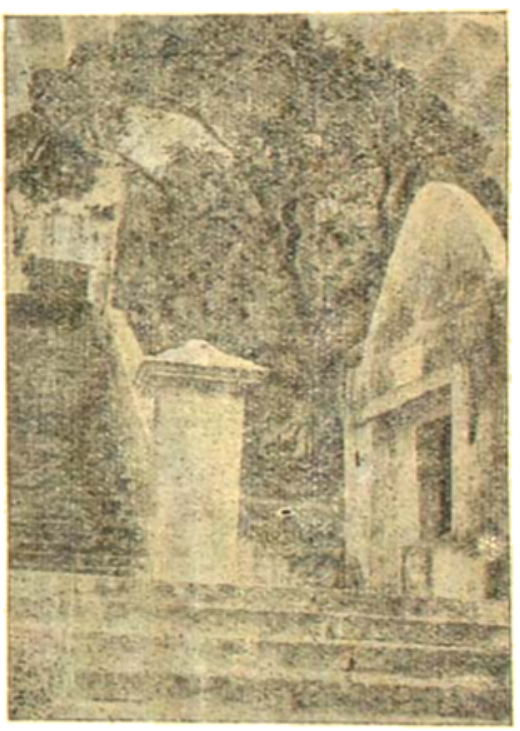

মঙ্গলগিরিতে ১১২টী সোপান অতিক্রম করিবার পর বটবৃক্ষের তলে দক্ষিণপার্শ্বে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ। নিম্নদিকে ; বামপার্শ্বের সোপানাবলী পানানৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরাভিমুখে উঠিয়াছে। উপরের দেবমূর্ত্তির অট্টালিকাসমূহ পানানৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরের প্রাকারাদিরূপে শোভা পাইতেছে।

মন্দিরাভিমুখে আরোহণ করিতে লাগিলাম। একশত ছিয়ানব্বই সংখ্যক সোপান অতিক্রম করিবার পর লক্ষ্মী-নারায়ণের শ্রীমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের সম্মুখে একটী ধ্বজস্তম্ভ আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে শিলাময়ী চতুর্ভুজশ্রীনারায়ণমূর্ত্তি রহিয়াছেন। তিনশত তেতাল্লিশ সংখ্যক সোপান অতিক্রম করিবার পর একটী বিশাল নিম্বতরু দৃষ্ট হয়। উহা অতিক্রম করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে পানা-নৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরে আরোহণ করিবার সোপানাবলী। কতিপয় সোপান অতিক্রম করিয়া পানা-নৃসিংহদেবের নাটমন্দিরে ও জগমোহনে প্রবেশ করা যায়। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটি উচ্চ ধ্বজস্তম্ভ রহিয়াছে। গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীনৃসিংহদেবের বদনকমল দৃষ্ট হয়। শ্রীনৃসিংহদেব যেন সর্ব্বদাই মুখব্যাদন করিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত 'পানা' পান করিবার জন্য তথায় বিরাজিত রহিয়াছেন। পূজক একটি বৃহৎ শঙ্খের মধ্যে পানা পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীনৃসিংহদেবের বদনে ঐ পানা প্রদান করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগের জন্য যে পরিমাণ পানা লইয়া যাওয়া হয়, ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ পানা গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক তন্মূর্জ্জিতরূপে সেবকগণের জন্য রাখিয়া দেন। পানা ভোগের পর পূজারিগণ নারিকেল ভোগ প্রদান করেন এবং তৎপরে শ্রীনৃসিংহদেবের কর্পূর আরতি করিয়া থাকেন। কর্পূর-আরতিকালে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীবদনকমল এবং তাঁহার শ্রীমুখগহ্বরে শঙ্খ-চক্র-চিহ্ন সুন্দররূপে দৃষ্ট হয়। এই কর্পূর-আরতির জন্য গৃহস্থব্যক্তিগণের নিকট হইতে দুই আনা ও প্রবেশের প্রণামী বাবদ এক আনা গ্রহণ করা হয়। ইহাকে 'দর্শনস্তম্ভ' বলে। উদাসীন ব্যক্তি বা সাধুগণের জন্য ইহা বাধ্যতামূলক নহে। পানা-নৃসিংহদেবের শ্রীমূর্ত্তির সন্নিকটে শ্রীরামানুজাচার্য্যের (?) একটি শৈলী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। ইনিও শ্রীনৃসিংহদেবের সহিত নিত্য পূজিত হন।

৪১০ সংখ্যক সোপান অতিক্রম করিবার পর শ্রীলক্ষ্মী-দেবী ও তৎপশ্চিমে শ্রীশেষশায়ীর মন্দির এবং শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশেষশায়ীর মন্দিরের মধ্যস্থানে একটি বিস্তৃত গুহা দৃষ্ট হয়। এই সকল মন্দিরের সন্নিকটে বেঙ্কটেশ্বর বা রঙ্গনাথজীর একটি মন্দির আছে। এই সকল মন্দিরে আরোহণের সোপানাবলী দুই পার্শ্ব হইতে এইরূপভাবে নির্ম্মিত যে এক মন্দির হইতে আর এক মন্দিরে যাইতে হইলে শ্রীনৃসিংহ-দেবের শ্রীমন্দিরপরিক্রমা হয়।

মঙ্গলগিরি পর্ব্বতে ও ইহার উপত্যকায় শ্রীনৃসিংহদেবের ও অন্যান্য বিষ্ণুবিগ্রহের যে সকল মন্দির আছে, ঐ সকল মন্দিরের সেবাপূজাদি পরিচালনের জন্য পাঁচজন ট্রাষ্টি আছেন। ইহাদের মধ্যে তিনজন ট্রাষ্টি ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের দ্বারা নিযুক্ত হন এবং দুই জন ট্রাষ্টি বংশগত অধিকারক্রমে ঐ পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে বংশগত অধিকার-ক্রমে দুইজন ট্রাষ্টি-নিয়োগ কালেক্টার সাহেবের দ্বারা অনু-মোদিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই পাঁচ জন ট্রাষ্টি নিযুক্ত আছে।

১। টি, নাগভূষণম্, উকিল, গণ্টূর
২। আর্, এম্, ভি. জানকীরাও, ঐ
৩। ভি. ভি, ভর্ অমরাঞ্জন

এই তিনজন গভর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্ব্বাচিত।

৪। নম্বুরি কৃষ্ণমূর্ত্তি উকিল, এলোর
৫। নম্বুরি ভিরাঞ্জনাচার্য্যলু

মিঃ টি নাগভূষণম্ বর্ত্তমানে এক্জিকিউটিভ্ ট্রাষ্টি। তাঁহার তত্ত্বাবধানেই শ্রীবিগ্রহের বহুমূল্য অলঙ্কার ও প্রব্যাদি রক্ষিত আছে। প্রত্যেক উৎসবের সময় তাহা ব্যবহৃত হয়।

শ্রীমন্দিরের ছয় জন পূজক ও তিন জন অধ্যাপক আছেন। বর্ত্তমানের পূজক বা অর্চ্চকগণের নাম এই—

১। মালাবস্তম্ রাজগোপালাচার্য্যলু
২। মঙ্কুপুরী কৃষ্ণমাচার্য্যলু
৩। মালাবস্তম্ শোভনাদ্রিচার্য্যলু
৪। শ্রীভাষ্যম্ শ্রীনিবাসাচার্য্যলু
৫। শ্রীভাষ্যম্ সত্যনারায়ণাচার্য্যলু
৬। গণ্টূর রাজগোপালাচার্য্যলু

অর্চ্চকগণ সকলেই বৈখানস। তাঁহাদের কপালে ইংরেজী 'U' অক্ষরের ন্যায় তিলক আর অধ্যাপকগণ রামানুজীয় বৈষ্ণব। তাঁহাদের কপালে 'Y' অক্ষরের ন্যায় তিলক। বর্ত্তমান তিনজন অধ্যাপকের নাম এই—

গোট্টু মুকুল জগন্নাথাচার্য্যলু গারু
অল্লদুড়ি বেঙ্কটবীররাঘবাচার্য্যলু গারু
গোট্টু মুকুল পুরুষোত্তমাচার্য্যলু গারু

মঙ্গলগিরিতে মাত্র চারিঘর পাণ্ডা বাস করেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের নাম এই :—

১। রামভদ্র বেঙ্কায়রা
২। ষষ্টীনাপটি রামায়রা
৩। গোষ্টীমুকুল শেষাচার্য্য
৪। শ্রীভাষ্যম্ শ্রীনিবাসাচার্য্য

এই গোষ্টীমুকুল শেষাচার্য্য মহাশয়ই শ্রীচৈতন্যপাদ-পীঠের সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীনৃসিংহদেবের নিম্নলিখিত মহোৎসবসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে,—১। চৈত্র প্রতিপদে অর্থাৎ তেলেগু নববর্ষের প্রথম দিবসে বর্ষারম্ভোৎসব। ২। শ্রীরামনবমী। ৩। শ্রীনৃসিংহজয়ন্তী। ৪। পুষ্করিণী-প্লবোৎসব (বৈশাখী পূর্ণিমা)। ৫। জন্মাষ্টমী। ৬। নবরাত্রি-মহোৎসব (বিজয়া দশমীর আট দিবস পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া বিজয়া দশমী-দিন নবম দিবস পূর্ণ হয় ও সেইদিন গিরি প্রদক্ষিণ হইয়া থাকে।) ৭। ধাত্রীনারায়ণ-পূজা (কার্ত্তিকী শুক্লা পূর্ণিমা)। ৮। লক্ষ্মীনৃসিংহ-বিজয়োৎসব (কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী তিথিতে বিমানে করিয়া শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবকে শোভাযাত্রা-মুখে বিজয় করান হয়)। ৯। দ্বারদর্শনোৎসব (বৈকুণ্ঠ একাদশীতে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেব ভক্তগণকে দর্শন দান করিবার জন্য উত্তর দ্বারে বিজয় করেন)। ১০। জ্বালী পূর্ণিমোৎসব (শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেব বিমানে বিজয় করিয়া কৃষ্ণা নদীতে নৌবিহার আরোহণ পূর্ব্বক বিহার করেন। কৃষ্ণা নদীর এপার হইতে ওপারে গমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন)। ১১। ব্রহ্মোৎসব (ফাল্গুনী পূর্ণিমা, এই সময় শ্রীনৃসিংহদেব রথে আরোহণ পূর্ব্বক গ্রামের এপ্রান্তে অবস্থিত হনুমানজীর মন্দিরের নিকট বিজয় করেন। ব্রহ্মোৎসব শুক্লা ষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণা প্রতিপদ্ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মোৎসবই শ্রীনৃসিংহদেবের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। এই সময় বিশেষতঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবস মঙ্গলগিরিতে প্রায় ১৫।১৬ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

শ্রীভোগ-নৃসিংহদেবের সাধারণতঃ তিনবার ভোগ হয়। প্রত্যহ আধসের চাউলের অন্ন ভোগ হইয়া থাকে। প্রাতে তক্রান্ন, মধ্যাহ্নে সাকান্ন ও সায়ংকালে দুগ্ধান্ন। পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত শ্রীপানা-নৃসিংহদেবের একমাত্র পানা ও নারিকেল ভিন্ন অন্য কিছু ভোগ হয় না। প্রাতঃকালে ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত পর্ব্বতোপরি পানা-নৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির উন্মুক্ত থাকে। সিংহাচলের ন্যায় মঙ্গলগিরির উপর কোনও বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা নাই।

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

[ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, ১৯ই অক্টোবর (১৯৩৯) অপরাহ্ণ]

কল টিপেন একজন—কৃষ্ণ। সেই বিশ্বাস থাকার নামই ভক্তি। আর "আমি কল টিপিতে পারি, আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, বাহাদুর, শাসক, নিয়ামক, প্রভু, গুরু—ইহাই দেহাত্মবোধমূলক দম্ভ বা অভক্তি। কৃষ্ণ মূল সূত্রধার—এই বিচার সর্ব্বক্ষণ না থাকিলে প্রকৃতিবাদী হইতে হইবে,—ইহাই অদৈব দার্শনিক-মতবাদ। বেদান্ত বলেন,—পূর্ণ-চেতনই কারণ; আর প্রকৃতিবাদী বা সাংখ্য অচিৎএ কারণত্ব আরোপ করেন। যত ব্রহ্মা ও রুদ্রের উপাসক হইয়াছেন, সকলেই শত্রু-দমনের জন্য বল প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুর উপাসকগণের বিচার তাহা নহে। তাঁহারা কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন। যেখানে অকপট দৈন্য, সেখানেই কৃষ্ণের কৃপা হয়। প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি অবৈষ্ণবতা। কৃষ্ণই মালিক। চাকর কেন প্রভুর কার্য্য করিতে যাইবে? তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে। কৃষ্ণকে দিয়া

খাটাইতে হইবে না, পক্ষান্তরে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হইবে। অগ্নিপরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। কৃষ্ণপ্রাপ্তি এত সোজা নয়। অনেক পরীক্ষার পর তবে কৃষ্ণ গ্রহণ করেন।

ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদু চৈবেক্ষুখণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তরূপং
ন প্রাণান্তে প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে সজ্জনানাম্ ॥ *

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ। সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ।"—একথা কেবল মুখে বলিলে চলিবে না। শত শত বিপদ ও বিঘ্ন আসিলেও হরিভজন ছাড়িতে হইবে না। **শ্রীহরির নিষ্কপট ও শরণাগত সেবকের সেবার নামই হরিভজন।** শ্রীহরি চিচ্ছক্তিমান্। চিচ্ছক্তিকে বাদ দিলে তিনি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষবাদিগণ চিচ্ছক্তিকে বাদ দিয়া হরির উপাসনার অভিনয় করেন। তাহাতে হরির অঙ্গে শেল বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়। চিচ্ছক্তির স্বীকার ও চিচ্ছক্তির অস্বীকার,—ইহা লইয়াই মূল বিবাদ। ইহা সাধারণ লোকে মীমাংসা করিয়া দিতে পারে না। রক্তের সম্বন্ধগত মতভেদ সাধারণে মিটাইতে পারে; কিন্তু আত্মঘটিত কোন মতভেদ অনাত্মবাদিগণ মিটাইতে পারে না। চিচ্ছক্তির সহিত যোজন বা যোগাযোগ-ব্যাপারটী সাধারণে করিতে পারে না।

* চন্দনকে যতই ঘর্ষণ করা হউক না কেন, তাহাতে তাহার সৌরভের ক্ষয় না হইয়া বরং প্রসারই হয়, ইক্ষু-খণ্ডকে যতই ছেদন করা হউক না কেন, তাহাতে তাহার মাধুর্য্যের হ্রাস না হইয়া প্রকাশই হয়, আর সুবর্ণকে যতই দগ্ধ করা হউক না কেন, তাহাতে দীপ্তির হানি না হইয়া বরং উজ্জ্বলতার বৃদ্ধিই হয়। এইরূপ সজ্জনগণের যে সংস্বভাব তাহা প্রাণান্তকর বিপত্তিকালেও বিকৃত না হইয়া বরং উৎকর্ষ প্রাপ্তই হইয়া থাকে।

ক্রিয়াদাক্ষ্য ও আনুগত্য

বিকুমায়ার এমনি প্রভাব যে, 'ক্রিয়াদাক্ষ্য' ও 'আনুগত্য' এই দুইটী ব্যাপার বদ্ধজীবে যুগপৎ অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায় না। যেখানে ক্রিয়াদক্ষতা আছে, তথায়ই কোন না কোনপ্রকার দম্ভ ও অন্যাভিলাষ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত আছে। বদ্ধজীব ক্রিয়াদক্ষতাকে কিছুতেই অন্যক্ষ হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিতে চাহে না। প্রথমমুখে কোনও কোনও ক্রিয়াদক্ষকে হরিসেবায় আত্মনিয়োগ করিবার অভিনেতৃরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাধারণ লোকও ঐরূপ ক্রিয়াদাক্ষ্যকে হরিসেবায় নিযুক্ত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণও ক্রিয়াদক্ষ ব্যক্তিগণের কথঞ্চিৎ মঙ্গল বা সুকৃতি উৎপাদনের জন্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্রিয়াদক্ষতাকে সেবোন্মুখিনী করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শতকরা প্রায় শতসংখ্যককেত্রেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, ক্রিয়াদক্ষগণ প্রাথমিক ও নবীন উৎসাহের দ্বারা সাময়িকভাবে উৎসাহান্বিত হইয়া যে সকল হরিসেবার অভিনয় করেন, উহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অন্যাভিলাষ অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা লুক্কায়িত থাকে।

ক্রিয়াদক্ষতা আত্মভোগ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে আত্ম-নিয়োগ করিবার যোগ্যতা দেবীধামে লাভ করে নাই। অনেকসময় অনেক উদারচেতা ব্যক্তি ইচ্ছা করেন যে, যদি পৃথিবীর ক্রিয়াদক্ষ ব্যক্তিগণ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইতেন, তবে জগতে অনেক লোকের মঙ্গল হইত, যেমন যদি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট বা সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারিগণ, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আভিজাত্যসম্পন্ন বা ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা-প্রচারে আত্মনিয়োগ

করিতেন. তবে মহাপ্রভুর কথা অতি দ্রুতগতিতে ভূমণ্ডলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত ও সমাদৃত হইত। কিন্তু বিষ্ণু-মায়ার এমনি প্রভাব যে, জগতের শ্রেষ্ঠ অভিজাত বা পণ্ডিত ও ধনী সম্প্রদায় দূরের কথা, যাঁহাদের সামান্য একটুকুও ক্রিয়াদক্ষতা আছে, তাঁহারাই তাঁহাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বিষয়-ভোগের জন্য উহার সর্ব্বস্ব-সংরক্ষিত রাখিয়াছেন এবং যতটুকু নিঃস্বার্থপরতা বা পরার্থপরতার নামে উহা নিয়োগ করিয়াছেন বা করেন, তাহাও প্রচ্ছন্ন ভোগ-লালসা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এমন কি, যখন উহা কোন অতিমর্ত্য মহাপুরুষের প্রভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য উন্মুখতার আভাস বা অভিনয় প্রদর্শন করে, তখনও অধিকাংশ সময়ই তাহা প্রচ্ছন্ন অভ্যাভিলাষ বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-দ্বারা চালিত হয়। এজন্যই মহাজনগণ বলেন,—

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

—চৈঃ চঃ অ ৪।৬৬

পড়িঞা-শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে॥

—চৈঃ ভাঃ ম ১।১৪৯

মত্ত সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥

—চৈঃ ভাঃ ম ১।১৫২

'ক্রিয়াদক্ষতা' ও 'আসুরভা' যে বদ্ধজীবের একসঙ্গে থাকে না, তাহা 'তলবকার' প্রভৃতি একটি আখ্যায়িকার দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি আধি-কারিক দেবতাগণ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা 'ক্রিয়াদক্ষ' বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের নিকট সকলেই ঋণী; কিন্তু যখন তাঁহারা মনে করেন যে, ক্রিয়ালোকের মালিক তাঁহারাই, তখনই ভগবান্ তাঁহার প্রদত্ত শক্তিকে হরণ করেন। ক্রিয়াদক্ষগণের এমনি স্বভাব যে, তাঁহারা পরমেশ্বরের শক্তি-বলে ক্রিয়ায় দক্ষতা-লাভ করিলেও উহা তাঁহাদেরই প্রভাব ও শক্তিজনিত বলিয়া মনে মনে ধারণা করেন এবং তজ্জনিত মদে তাঁহারা নানাপ্রকার অভ্যাভিলাষ চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমার ন্যায় ক্ষুদ্রতম ক্রিয়াদক্ষ ব্যক্তিরও কথঞ্চিৎ মঙ্গলসাধনের জন্য আমাকে প্রচুর উৎসাহান্বিত করিয়া "কাককে গরুড়" করিবার ন্যায় উচ্চ পদবী দিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুমায়ার এমনি প্রভাব যে, তাহাতে আমার অকপট দৈন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না হইয়া সকপট দম্ভই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। আমি মনে করিলাম,—যখন আমি বক্তৃতা করিতে পারি, প্রবন্ধ লিখিতে পারি, লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিতে পারি, যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা নিষ্কিঞ্চনগণের দর্পকে শিক্ষিতগণের নিকট সমাদৃত করাইতে পারি, তখন ক্রিয়াদক্ষতার মালিক আমিই; আমার "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" প্রভৃতি 'কপচাম' কথাগুলিও অন্তরের কঙ্কালকে আবগুণ্ঠিত করিয়া হৃদয়ে সংরক্ষণের একটা কৌশল মাত্র। এইরূপ বিচারের সঙ্গে সঙ্গে অহৈতুকী সেবার পরিবর্ত্তে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার শুষ্ক-সংগ্রহের প্রচ্ছন্ন চেষ্টা ও সকপট দম্ভ যখন আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে, তখন আমি গুরুভক্তের নামে "গুরুদ্রোহী" হইয়া পড়ি; আমার প্রচ্ছন্ন গুরুদ্রোহিতা তখনই প্রকাশ পায়, যখন আমি গুরুবৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্যকে লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হই; তখন বিচার করি, আমি যখন ক্রিয়াদক্ষ ব্যক্তি, তখন আবার অপরের অনুগত হইয়া চলিব কেন? গুর্ব্বানুগত্যের ছলনা করিয়া একটা আসুরভ্যের কাঠামো রক্ষা করি এবং কোন পরলোকগত গুরু বা বৈষ্ণবগণের প্রতি সেই আসুরভ্যের 'বিজ্ঞাপন' অধিক প্রচার করিয়া থাকি; কিন্তু যখন কোন প্রকটাচার্য্য বা প্রকট বৈষ্ণববৃন্দের প্রতি সেই আসুরভ্য অকপটে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়, তখনই আমার কপটতা ধরা পড়ে। আমার ক্রিয়াদক্ষতাকে যে বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতে আমি প্রস্তুত নহি, বিষয়-ভোগ বা নির্ব্বিশেষবিচারপর প্রচ্ছন্ন লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-সকলের জন্যই যে উহার সর্ব্বস্ব সংরক্ষিত, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

শ্রীল প্রভুপাদ এসম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেন,—"কোন এক জমিদারের বাড়ীতে কোন প্রকারেই চাকর টিকিত না। জমিদার বাবু নূতন নূতন চাকর নিযুক্ত করেন, আর দুই চারি দিন পরেই তাহারা চলিয়া যায়। জমিদার বাবু ইহাতে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকর না থাকিলেও গৃহের কাজকর্ম্ম চালান অসম্ভব।

'একদিন তিনি তাঁহার এক বন্ধুর নিকট গেছ করিয়া বলিলেন,—'আমার কি কপাল! একটি চাকরও টিকিতেছে না। ইহার উপায় কি?' তখন বন্ধুটি জমিদার বাবুকে বলিলেন,—'আপনি যদি আমার উপদেশমত একটি কার্য্য করেন, তাহা হইলে আপনি চাকরকে তাড়াইয়া দিলেও সে আপনাকে আর ছাড়িতে চাহিবে না। আপনি যে-কোন চাকর নিযুক্ত করিয়া তাহাকে ঘৃত-সংযোগে ভাল বালাম চাউলের অন্ন দুই বেলা ভোজন করিতে দিবেন। এইরূপ ছয়মাসকাল ভোজন করাইবার পর তাহাকে আপনার ইচ্ছামত কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।' জমিদার বাবু বন্ধুর উপদেশানুসারে সেইরূপ কার্য্যই করিলেন। ছয়মাসকাল বালাম চাউলের অন্ন ঘৃতসংযোগে ভোজন করিয়া চাকরের জিহ্বার আর অন্য চাউলের অন্ন পছন্দ হইত না। প্রায় ছয়মাস পর যখন জমিদার বাবু চাকরের উপর কার্য্যের খুব চাপ দিলেন, তখন চাকর জমিদার বাবুর গোমস্তা প্রকৃতিকে বলিতে লাগিল—'আমার উপর এত কাজের চাপ পড়িলে আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব।' এইরূপ যে-দিনই কিছু অধিক কাজের চাপ পড়িত, সেদিনই চাকরটি বলিত,—'আর আমি এখানে থাকিব না।' জমিদার বাবু একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—'যাও, তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও।' চাকরটি অন্যান্য জায়গায় চাকুরীর অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও সেই প্রকার বালাম চাউল ও ঘৃত পাইল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া পুনরায় ঐ জমিদার বাবুর বাড়ীতেই আসিয়া রহিল। তারপরও অধিক কাজের চাপ পড়িলেই মাঝে মাঝে চাকরটি নানাস্থানে চলিয়া যাইত; কিন্তু যখনই বালাম চাউল ও গব্যঘৃতের কথা মনে পড়িত, তখনই জমিদার বাবুর বাড়ীতে চলিয়া আসিত এবং বলিত যে, জমিদার বাবুর প্রতি তাহার একটা মমতা হইয়া গিয়াছে, অন্যত্র গিয়া মন আর টিকিতেছে না।"

শ্রীল প্রভুপাদ এই গল্পটি বলিয়া অনেক সময় জানাইতেন যে, তিনি ক্রিয়াদক্ষ, অভ্যাভিলাষী কতিপয় ব্যক্তিকে এইরূপ 'বালাম চাউল' ও 'ঘৃত' খাওয়াইয়া অর্থাৎ নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠাদি দিয়া কৃষ্ণের সংসারে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্য আর কোথায়ও এইরূপ 'বালাম চাউল' ও 'ঘৃত' অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাদি পাওয়া যায় না বলিয়া [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠান বা তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি কত 'দরদ' দেখাইতেন ও দেখাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঐ 'দরদ' শ্রীল প্রভুপাদের সেবা বা বাণীর প্রতি নহে, কেবল তাঁহার প্রদত্ত 'বালাম চাউল' ও 'ঘৃতের' প্রতি। কাজেই শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই যাঁহারা ক্রিয়াদক্ষতার দম্ভে দাম্ভিক ছিলেন, তাঁহারা সময় সময় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ অনেকবার তাঁহাদের জন্য "সদা দম্ভং হিত্বা" শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"Co-ordinate authority হইবার জন্য যেন ব্যস্ত করিলেন, বুঝিলাম না। **অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে; তাহা হইলেই লক্ষ্যভ্রষ্টতা অসুবিধাই** হইতে পারে। আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমার চিত্ত কোনদিন 'হাম্ বড়া বাহাদুর' হইবার দিকে ধাবিত না হয়।"—(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ৪০ পৃঃ)। শ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ ক্রিয়াদক্ষ[১০] 'বালাম চাউল' ও 'ঘৃতের' উপাসক আর এক ব্যক্তির জন্য "বড় আমি ও ভাল আমি" প্রবন্ধ ও কতিপয় ব্যক্তির জন্য "সেবার খতিয়ান," "অন্তরঙ্গ," "ঠকিয়াছি কি কিতিয়াছি?" প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখাইয়াছিলেন। বিদাতে গিয়া যে যে ব্যক্তি অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণের মত গুরুপাদপদ্মের শক্তিকে অস্বীকার করিয়া ক্রিয়াদক্ষতার দম্ভে দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের মুখে ইংরেজী 'ডুবন্তি বালীর' আবির্ভাব হয় নাই মনে করিয়া তাঁহার আচার্য্যত্বে সন্দিহান হইয়াছিলেন, অথবা কোনও অদৈব ব্যক্তি যেরূপ মূর্খ গুরুকে বিশ্ববিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারাও সেইরূপই করিতে পারিবেন বলিয়া দম্ভযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল ক্রিয়াদক্ষ ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে এবং তদধস্তন আচার্য্য-লীলার প্রকাশে মাত্র "প্রথম বাছাই"তেই আনুগত্যহীন স্বতন্ত্রতাকামী হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর যাহাকে সম্বোধন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—"আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমার চিত্ত কোনদিন 'হাম্ বড়া বাহাদুর' হওয়ার দিকে ধাবিত না হয়।" সেইরূপ বিদাতপ্রত্যাগত আর এক ব্যক্তিও 'দ্বিতীয়

[১০] শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় "ক্রিয়াদক্ষ" ব্যক্তিগণ "কর্ম্মের লোক"।

বাহাই'তে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মঙ্গলগিরিতে 'আধ্যাত্মিক, নির্ব্বিশেষবাদী' বলিয়াছিলেন, সেইরূপ বাহিরে পাণ্ডিত্য ও নৈতিকতার অভিনয়কারী, প্রচ্ছন্ন 'ঘৃত' ও 'বালাম চাউলে'র ভক্ত কতিপয় ব্যক্তিও 'তিতীয় বাছাই'তে পড়িয়া গিয়াছেন। কাজেই বদ্ধজীবের ক্রিয়াকাণ্ড শুদ্ধ-বৈষ্ণবানুগত্যে নিযুক্ত না হইয়া 'ভোগবাদ' ও 'নির্ব্বিশেষবাদের' পাদপদ্মেই লীন হয়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের স্বলিখিত একটি পত্রের উপদেশ এই—

"কেনোপনিষদে লিপিবদ্ধ আছে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া আধিকারিক দেবগণ নিজ নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। আবার সেই শক্তি পুনর্গৃহীত হইলে তাঁহাদের নিজ নিজ শক্তি থাকে না। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা-স্থাপন না করিয়া আকর-স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যেই সকল কার্য্য করি। ভক্তি-পথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা আমাদিগকে গ্রাস করে।"

—(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ৮৯ পৃঃ)।

শ্রীল প্রভুপাদের এই পত্রটি হইতেই শ্রীরূপানুগগণের স্বরূপ এবং তৎসঙ্গে 'ঘৃত ও বালাম চাউলের' ভক্ত—ভোগী ও ত্যাগী, আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদী ক্রিয়াকাণ্ডগণের স্বরূপ ধরিতে পারা যায়। বাস্তবিকপক্ষীগণের নিকট শ্রীগুরু তাঁহাদের পতিগণের এই ক্রিয়াকাণ্ডকে নিন্দা করিয়া নিষ্কপট ও সরল আনুগত্য-ধর্ম্মের দ্বারাই যে তাঁহার সেবা লাভ হয়—ইহা জানাইয়াছিলেন।

ঊর্জ্জব্রত ও বিরহমহামহোৎসব

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে

[জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বিবরণ]

শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মাসাধিকব্যাপী ঊর্জ্জব্রত (নিয়ম-সেবা) বার্ষিক মহামহোৎসব অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের আবির্ভাব ও তিরোভাবতিথি এবং শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি, সুমধুর শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ-করতাল-বাদ্য এবং উচ্চকীর্ত্তনরোলে দিগন্ত মুখরিত করিয়াছে। বিষয়কোলাহলমত্ত ঢাকানগরবাসীর কর্ণে বৈকুণ্ঠনামধ্বনি প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সুপ্তচেতনের উন্মেষণের সুযোগ প্রদান করিয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীগুরুবন্দনাদি কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, মধ্যাহ্নে নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে শ্রীনামপ্রচার ও মাধুকরীভিক্ষা, অপরাহ্নে নাটমন্দিরে ইষ্টগোষ্ঠী এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রবণসদনে বহু বিশিষ্ট শ্রোতা ও সত্যানুসন্ধিৎসুর নিকট ত্রিসন্ধ্যাস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় হইতে মহারাজ ভরতের উপাখ্যান অতি প্রাঞ্জলভাবে আবেগময়ী ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ তিথি উপলক্ষে বক্তৃতাও হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের একান্ত অনুগত পূজনীয় শ্রীপাদ সাগর মহারাজ মঠে অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং অনেকের অনেক সংশয়-সন্দেহ ছেদন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ সুদীর্ঘ দুই-ঘণ্টা কাল শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব, শ্রৌত ও অশ্রৌত-বিচার, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ভক্তির পার্থক্য, শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ-বিচার, পঞ্চোপাসনা ও শুদ্ধভক্তির মধ্যে পার্থক্য, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, শ্রীচৈতন্যদয়ার অসমোর্দ্ধত্ব, আত্মা ও অনাত্মার বিচার, দৈববর্ণাশ্রম ও আসুর বর্ণাশ্রম, রস-তারতম্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজনের পরমোপাদেয়তা, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বিপ্রলম্ভময় ভজনের কথা, পূর্ব্বাচার্য্যবৃন্দ অপেক্ষাও বর্ত্তমান আচার্য্যপাদপদ্মের অধিকতর বদান্যতা

ও পরমপুরুষোত্তমতা প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিতর্ক, তেজস্বিতা, সত্যানুরাগ, প্রাঞ্জলতা ও হৃদয়গ্রাহিতাপূর্ণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে কি হরিকথা, কি ইষ্টগোষ্ঠী, কি পাঠ, কি বক্তৃতা শুনিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই পরমানন্দিত ও উপকৃত হন। তাঁহার নিরপেক্ষতা ও শ্রৌতবাণীকীর্ত্তন কোন কোন অন্যাভিলাষীর নিকট তীব্র ও তিক্ত হইলেও পরিণামে তাহা আরোগ্যকর ঔষধের ন্যায় কার্য্যকরী হইয়াছে ও হইবে।

উৎসবের আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাগে মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুহৃৎ প্রভু ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ প্রভু কখনও পাঠ, কখনও ইষ্টগোষ্ঠী এবং কখনও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে কোমলশ্রদ্ধাসুমনের পক্ষে দৃঢ় শ্রদ্ধালাভের জন্য আন্তরিকতার সহিত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুও মধ্যে মধ্যে পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী, কীর্ত্তনের ও সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্যের পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যমনোহভীষ্টপূরণে সহায়তা করিয়াছেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের প্রভু বিভিন্ন স্থানে প্রচার, হরিকথাকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদির দ্বারা মহোৎসবের আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন। শ্রীপাদ সজ্জন-সুহৃৎ দাসাধিকারী এম্-এ, বি-এল, শ্রীপাদ নিরপেক্ষবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী ভক্তিললাম প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবসুহৃদ্বৃন্দের আন্তরিক সেবাচেষ্টায় উৎসবের সৌষ্ঠববিধান হইয়াছে।

গত ৬ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর বুধবার উত্থানৈকাদশী তিথিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, পরমগুরুতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীনামকীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা একাদশ অধ্যায় হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। অতঃপর প্রায় ৬ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া এক বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়া, নবাবপুর ফরাসগঞ্জ, সূত্রাপুর, এক্রামপুর, উলারী, টিকাটুলী, কমলাপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ৯ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিক পর্য্যন্ত নাট্যমন্দিরে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ও শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও শুদ্ধভক্তিবিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিক ও গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের বন্দনার পর গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিপ্রলম্ভময় ভজন, আশ্রয়বিগ্রহের একান্ত শরণাগতি, অকপট হরিজনচেষ্টা, নিরপেক্ষতা ও জীবচঃখকাতরতা প্রভৃতি বিষয়ে মেঘমন্দ্রকণ্ঠ ওজস্বিনী ও আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার অন্তে পরমভক্তিবিনীত, 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি কীর্ত্তন হয়।

তৎপর দিবস ৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নভেম্বর সাধারণ মহামহোৎসব উপলক্ষে প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর চরিত্রপাঠ, অতঃপর শ্রীনগর-সংকীর্ত্তন হয়। ৯ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীগুরুতত্ত্ব, শুদ্ধভক্তি, ভজনচাতুর্য্য, হরিজনে ঐকান্তিকতা ও বিপ্রলম্ভভজনের কথা কীর্ত্তনমুখে 'পরমগুরু শ্রীল গৌরকিশোর' গ্রন্থ পারায়ণ করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত গ্রন্থপারায়ণ হয়। অতঃপর শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজে ঘণ্টাধিক কাল প্রায় সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে হরিভজন ও শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা বিষয়ে উচ্চকণ্ঠে ও ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ১০ সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও ঢাকার বিভিন্ন পল্লী হইতে বহু আশ্রিত ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন।

৮ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নভেম্বর রবিবার, শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব ও শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে প্রাতে নগর-কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ এবং সন্ধ্যায় মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'রাস-যাত্রা' ও আচার্য্যবৃন্দের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের একান্ত আগ্রহে ও অনুরোধে শ্রীমদ্-ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২৭শে নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকুমার বাবুর বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। গত ২৭শে ও ২৮শে নভেম্বর সোমবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি ঢাকা পুরাণাপল্টননিবাসী শ্রীযুত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ বি-এল, ভক্তবান্ধব ও তৎপর দুই দিবস রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

— ——

শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহ-মহোৎসব

গত ৬ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর বুধবার উত্থানৈকাদশী তিথিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও বৈষ্ণবমহিমাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা হইতে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পরে বেলা ৮ ঘটিকায় শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ, 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের' শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সমভিব্যাহারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের যাবতীয় শ্রীমন্দির, শ্রীবৈষ্ণব-ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির সমূহ, শ্রীগৌরকুণ্ড এবং শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া বেলা প্রায় ১ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির বৃক্ষপল্লবপুষ্পাদি-দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থখানি পারায়ণ হয়। তৎপরে মহাজনপদাবলী ও পরমগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনান্তে দাপ্তা-হিক "গৌড়ীয়" পত্র হইতে শ্রীল প্রভুপাদকর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণত্রয় পাঠ হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারীজী বিরহের স্বরূপ, বিপ্রলম্ভভজনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকথিত হলাকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকায় শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলিপরিপূর্ণ সভায় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরাদি পরিক্রমা ও গুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পরে উপদেশক শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ ভক্তিসরোজ, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দমহিমা পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মমহিমা কীর্ত্তন করেন। বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

পর দিবস ২৩শে নভেম্বর ৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে সুগন্ধিপুষ্প, পল্লব ও বস্ত্রাদিদ্বারা সুসজ্জিত শ্রীল বাবাজী মহারাজের আলেখ্যের সম্মুখে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। গুরুবৈষ্ণব বন্দনা, মহাজনপদাবলী ও পরমগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ অধমধন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীগুরুতত্ত্ব এবং শ্রীল বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তনান্তে মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু বৈষ্ণবমহিমা ও শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিবার পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

অতঃপর সমবেত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-সম্বন্ধে ঢাকার সংবাদপত্রসমূহের প্রতিধ্বনি

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে এক-মাসব্যাপী ঊর্জ্জব্রতপালনের পর গত বৃহস্পতিবার দিবস

বিরাট্ভাবে এক সাধারণ মহা-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সহর ও সহরের নিকটস্থ পল্লীগ্রাম হইতে সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবারকার উৎসবের প্রসাদগ্রহণের ও মঠে শ্রীবিগ্রহদর্শনের বিধিব্যবস্থা বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত সুনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছিল।

—'স্বরাজ শাসন,' ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৯

The annual Mahotsab of Dacca Madhwa Gaudiya Math on the occasion of the Anniversary of the departure of Om Visnupad Srila Gour Kishore Das Babaji Maharaj was celebrated on the 23rd November under the inspiration of His Divine Grace Om Visnupad Paramahansa Parivrajakacharyavarya Srila Bhakti Prasad Puri Goswami Prabhupad, the Spiritual Head of the Gaudiya Mission. The Utsab was remarkable on account of the Nagar Sankirtan in the morning, a whole day programme of path and discourses on the Divine life and Teachings of Srila Babaji Maharaj, feeding of the poor and distribution of Prasad to a mammoth gathering of innumerable persons coming from the town and distant villages eagerly and respectfully waiting for Prasad till 9 p. m. in the winter night. A large number of respectable citizens and ladies also attended the ceremony. Many devotees and disciples of the Mission came from distant Maths to join this function. Tridandi Swami Bhakti Vaibhab Sagar Maharaj who came from Brindaban to preach the Divine Message of Sree Mahaprabhu by the way of exposition of Srimad Bhagabatam during the Urjjabrata days just passed by very kindly led the band of devoted workers for the success of the function.

'The East Bengal Times,
November 25, 1939.

গত ৪ঠা নভেম্বর (১৯৩৯) তারিখের "পঞ্চায়েৎ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায়ও ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উর্জ্জব্রত-মহোৎসব-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিভিন্ন মঠে অন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠে—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশানুসারে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে গত ১১ই নভেম্বর শনিবার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অন্নকূট-তিথি-পূজা, গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূটমহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও হইগোষ্টীমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত উৎসবের পূর্ব্বদিবস শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠ হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথমন্মথদাস কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীকোলাহল দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ যোগজন্মস্থান শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে গমনপূর্ব্বক রাত্রিতে অধিবাসকীর্ত্তন ও পাঠাদি সম্পন্ন করেন। তৎপর দিবস অর্থাৎ উৎসবের দিন প্রাতঃকালে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও একটী বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। পরিক্রমাকারিগণ উক্ত স্থানের সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথমন্মথ কাব্যতীর্থ মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ঠাকুরের চরিতগাথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-পাদের অন্নকূট-মহামহোৎসব ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কলিকাতায়—বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাৎসরিক শ্রীঅন্নকূটমহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বৃহৎ অন্নকূটের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন প্রকারের প্রায় দুই সহস্র উপকরণ সুসজ্জিত হওয়ায় প্রস্তরনির্ম্মিত বিষ্ণুমন্দির নাট্য-মন্দিরটী অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে

শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সংকীর্ত্তনমুখে বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে অন্নকূটমহোৎসব আরম্ভ করেন।

রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত বহু বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা উৎসব দর্শন করত ভগবৎপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সজ্জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন (মেয়র, কলিকাতা), রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় (এম্-এ, প্রাক্তন জমিদার দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসাদ সান্যাল (ব্যারিষ্টার) ডাক্তার আর্. এন্ ঘোষ (প্যারিস)। ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী (এম্-এ, পি এইচ্, ডি, আই, ই, এস্, রিটায়ার্ড)। রায় বাহাদুর শিবপ্রিয় চাটার্জ্জি (রিটায়ার্ড সেসন্স এণ্ড ডিষ্ট্রিক্ট জজ, রায় বাহাদুর কে, সি, সেন (রিটায়ার্ড সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, বিহার), রায়সাহেব অযোধ্যা কৃষ্ণপ্রকাশ সিং (ব্যারিষ্টার, জমিদার আওরঙ্গবাদ), শ্রীযুক্ত জে, এন্ মজুমদার, (ব্যারিষ্টার), শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশ্বর সেনগুপ্ত (এম্, এস্-সি, বি-এল) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ব্যারিষ্টার), শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (ব্যারিষ্টার), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস্, আর নাগ (এম্-এ,বি-এল), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু (এম্-এ), শ্রীযুত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী (ব্যারিষ্টার, পাটনা)।

শ্রীরাধাকুণ্ডে—গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীকৃষ্ণবিহারীমঠে গত ১১ই নভেম্বর শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব হরি-কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত দিবস প্রাতে মঙ্গলা-রাত্রিকের পর ভক্তবৃন্দ ও মঠস্থ সেবকগণ গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার পর ঠাকুরকে বহুপ্রকার ভোগোপকরণ প্রদান করা হয়। ভোগারতির পর শ্রীপাদ ননীগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্নকূট মহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্দির, শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর সমাধিমন্দির, শ্যামকুণ্ড ও ললিতা-কুণ্ড-সংযোগস্থল, গোপীকূপ, শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থল ও শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ব্রজবাসিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গয়া—গোবর্দ্ধনপূজা মহোৎসব গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত দিবস শ্রীমঠে বহু শিক্ষিত সজ্জনসমক্ষে একটি সভার উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব, বি-এ মহোদয় 'শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা'-সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দার্জ্জিলিং—গৌড়ীয়বৈষ্ণব মুকুটমণি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ণানুগত্যে দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গোবর্দ্ধনপূজা-মহোৎসব সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। উৎসবের দিন শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গোবর্দ্ধনপূজার বিষয় পাঠ করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে পর শত শত বাঙ্গালী, পাহাড়ী, ভুটিয়া, সিকিম-দেশবাসী ও নেপালী পুরুষ ও মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

মাদ্রাজ—শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শাখামঠ শ্রীমাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে গত ১১ই নভেম্বর তারিখে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহা-মহোৎসব কীর্ত্তনাদিমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবের দিন মঠসেবকগণ সকলেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলা-রাত্রিকান্তে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্ ও অন্যান্য মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীগোবর্দ্ধন-দেবের ভোগের প্রসাদি প্রস্তুতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর দিবা ১-৩৬ মিনিট গতে প্রায় ১৫০ শত প্রকার বিচিত্র উপকরণ-সমন্বিত ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়, ভোগের সময় 'জয় ভক্তবৎসল' গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল' 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' প্রভৃতি কীর্ত্তন করা হয় এবং ভোগা-রাত্রিকের পর উপস্থিত বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা অন্নকূট দর্শন করিয়া কৃতার্থ ও চমৎকৃত হন। অতঃপর সেই মহাপ্রসাদ রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বহু লোককে বিতরণ করা হয়। ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্নে শাস্ত্র-বিধিঅনুসারে

গো-পূজাও সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবোপলক্ষে মঠ সেবকগণের সেবা চেষ্টা বিশেষ প্রমাণ।

বম্বে—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদে বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা মহোৎসব বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। উৎসবের দিন মধ্যাহ্নে পত্রাবিক প্রকার ভোগ-সামগ্রী ঠাকুরকে প্রদান করা হয়। তৎপর কীর্ত্তনমুখে ভোগরাগিক সমাপ্ত হইলে সমাগত সজ্জন-মণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার পর একটী মহতী সভায় শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বন্দনানন্তর শুদ্ধরাটী ভাষায় শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত দিল্লী, হরিদ্বার, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, এলাহাবাদ, পুরী, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুণ প্রভৃতি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার বিভিন্ন মঠসমূহে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা মহোৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী শিরে বহন করিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন বনে শ্রীনন্দগ্রাম, শ্রীবর্ষাণা, শ্রীসঙ্কেত, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীমানসীগঙ্গা দর্শন এবং বোম্বাই শ্রীগৌড়ীয়মঠে, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে, কলুর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে, শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত মঙ্গল-গিরি, সিংহাচলম্ প্রভৃতি স্থানে হরিকথা অনুকীর্ত্তন করিয়া পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করেন। মঙ্গলগিরি ও সিংহাচলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-পাদপীঠের নিত্যসেবা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের নিষ্কপট সেবক শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারীজীর সহায়তায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীশ্রীচৈতন্যপাদপীঠের সেবার ঔজ্জ্বল্যবিধান ও নিত্য সেবার বন্দোবস্ত করিয়া তথায় সংকীর্ত্তন, হরিকথা-প্রচারাদি করিয়াছেন।

বিভিন্ন মঠের সেবকবৃন্দের পরিপ্রশ্নসমূহ শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-বাণীর সাহায্যে সমাধান করিয়া গোবর্দ্ধনপূজা-দিবস শ্রীপুরুষোত্তমমঠে উপস্থিত হইয়া গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভুর গোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনা-দশকম্ অনুকীর্ত্তন এবং বক্তৃতা-মুখে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে পুরীর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রায়সাহেব নলিনীকান্ত ঘোর, মহামহো-পাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

পুরীতে গোবর্দ্ধনপূজা-দিবস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনু-গত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান ও শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত স্থানসমূহ পরিক্রমা করিয়া গৌড়ীয়-সম্পাদক সর্ব্বত্র হরি-কীর্ত্তন করেন।

গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধানন্দ-গীতার (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম) তাৎপর্য্য শ্রীল প্রভু-পাদ ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী হইতে ব্যাখ্যা মুখে অনুকীর্ত্তন করেন। হরিভজনের মূলে লৌল্য, লোভ, লালসা বা উৎকণ্ঠা না থাকিলে—তীব্র আলাবোধ বা স্বাভাবিক অভাব-বোধ না থাকিলে হরিভজনের আনুষ্ঠানিক অভিনয় কেবল রুটীন্ ওয়ার্কের (Routine work) মধ্যে পর্য্য-বসিত হয়, ইহা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন।

সাত্বতশ্রাদ্ধ

গত ৯ই নভেম্বর সোমবার শ্রীসঙ্কেতবিহারীমঠে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ নবীগোপাল ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সাত্বত-বিধানানুসারে স্বধামগত বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে হরিকথা-কীর্ত্তন এবং বহু বৈষ্ণব ও প্রায় ৫০০ শত ব্রজ-বাসীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ ; ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ | ১৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

( )

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে [তাঁর চরণ ভজয়॥" (—চৈঃ চঃ অ ৪। ১৯২-১৯৩)। "প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণ-প্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিপ্রায়েণৈব সাধু ব্যাখ্যাতম্। ... অচিন্ত্য-শক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব তস্য গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়-মনাংসি ময়া ভক্তিমাহাত্ম্যপ্রদর্শনার্থমলক্ষিতমেব স্বভক্তে মিথ্যাকৃতানি তাদৃগ্‌ভাবলক্ষিতমেব স্বয়ং যান্তি।" (ভাঃ ৪।১২।১১ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা) অর্থাৎ স্পর্শমণিদ্বারা লৌহ যেমন স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ভক্তিসংসর্গে তদ্রূপ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তি-উপদেশকাল হইতেই ভগবান্ ভক্তিমাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তের গুণাতীত দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন **অন্যের অলক্ষিতভাবে** প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি অন্যের অলক্ষিতভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। **'অন্যের অলক্ষিত' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তদ্বেষ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব পরিচয়ে পরিচিত করেন** এবং তাঁহার দেহকেও ক্ষয়মরণশীল, হাড়-মাংসের থলি জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধী হন। "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈ-র্যদুষ্যতে নৈষাং মনঃ প্রাকৃতত্বমিতি ভক্তজনস্য সঙ্ঘে। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ॥"—(উপদেশামৃত ৬ষ্ঠ শ্লোক)। "ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষ্বজেন্দ্রিয়াত্মসু। ঘটতে স্বাত্মবপুষু বৈকুণ্ঠেষ্বত্র চ স্বতঃ॥"—

(বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।১৩৯ শ্লোক) অর্থাৎ ভক্ত বৈকুণ্ঠবাসীই হউন কিম্বা যে কোন স্থানেই বাস করুন না কেন, তাঁহার সেবনোপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্তিতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ দেহের জন্ম-মৃত্যু ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায়। যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় মনে করেন, তাঁহারা মুক্তি-লাভের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চক্লেশ লাভ করিয়া থাকেন, মুক্ত হইতে পারেন না।

(২)

শ্রীগৌরসুন্দর যে পরমোচ্চ রাগানুগ-বিচারধারা বিধি-ভক্তির চরম-ফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, অর্চ্চন-পথের সকল ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়াও অনুরাগ-পথের মহিমা ও মধুরিমা অবস্থিত। যাঁহারা আধ্যাক্ষিক বিচারে আপনাদিগকে অত্যুন্নত মনে করিয়া **বৈষ্ণবের প্রাকৃতত্ব-বিচারে আত্মবিনাশ করেন,** সেই সকল বিষয়-মদান্ধ জনগণ বহু পুণ্য লাভ করিয়া, প্রচুর ধনবন্ত হইয়া, মর্য্যাদা-সম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া 'বৈষ্ণবই যে একমাত্র গুরু', তাহা বুঝিতে পারেন না। আচার্য্য-বংশে যে কৃত্রিম অর্চ্চন ও দীক্ষা-প্রদান প্রভৃতি বংশোচিত ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত আছে, উহা মদান্ধতা মাত্র। তজ্জন্যই জাতি-গোস্বামিবাদের বিচারসমূহ বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হয়। পণ্ডিতকুল প্রচুর পরিমাণে স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া স্বাধ্যায়ফলশূন্য বৈষ্ণবকে অনভিজ্ঞ মূর্খ মনে করেন, অভাব-গ্রস্ত দরিদ্রমাত্র জ্ঞানেন এবং উপহাসের পাত্র মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তাদৃশ দাম্ভিকের পূজা এবং পূজোপকরণ কৃষ্ণ কখনই স্বীকার করেন না। দরিদ্র বৈষ্ণবের সর্ব্বস্ব-সমর্পণ —প্রাপঞ্চিক ইতর-বস্তু-সমূহে লোভহীনতার পরিচায়ক, সুতরাং ঐকান্তিক বৈষ্ণবতা না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণের তুষ্টি হইতে পারেন না। "যেষাং স এষ ভগবান্" শ্লোক এবং "যস্যাহং অনুগৃহ্ণামি" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। স্বপ্নকালীন প্রতীতির ন্যায় বস্তু-লাভ-প্রতীতির অকিঞ্চিৎ-করতা, প্রপঞ্চাবস্থিত জাগর-কালের বিচারের নশ্বর-বস্তু-লাভের অকিঞ্চিৎকরতা বৈষ্ণব সর্ব্বক্ষণ বিচার করেন। সুতরাং প্রাকৃত সাহজিকের ন্যায় ভোগিকুল হইতে তিনি সর্ব্বদা বহু দূরে অবস্থিত। কিন্তু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ-প্রমুখ ভক্তাধিরাজগণের সম্পত্তি-দর্শনে যে বিষয়চেষ্টার প্রাপঞ্চিকতা আধ্যাক্ষিকের নয়ন-পথে পতিত হয়, উহা তাঁহাদের বিড়ম্বনা-বৃদ্ধির জন্য। যেহেতু তাঁহারা বিষয়-মদান্ধ। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয় নাই, এইরূপ প্রতীতি বিকুণ্ঠকের একমাত্র লোভনীয় বস্তু। এই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলাদিতে যাঁহাদের উৎসাহ, তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রাক্তন শত শত জন্মে বাসুদেবের অর্চ্চন পূর্ব্বক নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়া ও ন্যূনাধিক হইয়া অনুরাগ-পথে স্বীয় আদর্শ ভজন-প্রণালী প্রদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করেন।

(৩)

সৃষ্টির প্রারম্ভে আদিপুরুষ ব্রহ্মা ভগবান্ হংসের নিকট হইতে পরমধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হংস হইতেই উদ্ভূত ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণগণ ভাগবতধর্ম্ম বা পরমধর্ম্মের একায়ন স্কন্ধে শ্রবণাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিলক্ষণ পরম-ধর্ম্মই বিভিন্ন আধারে বিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে। নির্ম্মল আত্মা উপাধিগ্রস্ত হইলেই পরমধর্ম্ম ভক্তিরহিত হইয়া কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদিপ্রাপ্য বিষয়ে রুচি উৎপাদন করায়; ঐগুলি বিবর্ত্ত মাত্র ও স্বরূপাবৃত-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। "সনাতন ধর্ম্ম" বলিতে গেলে একমাত্র ভক্তিকেই বুঝায়।

(৪)

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গৃহে বা বনে বাস করিয়া ভগবৎ-সেবাপর থাকিবার অভিলাষী হওয়া জীবের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়াছেন। **সকল প্রকার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে উদাসীন হইয়া ভগবৎসেবা করাই কর্ত্তব্য—এই কথা সর্ব্ব-শাস্ত্রের সারস্বরূপে কথিত হইয়াছে।** কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সকল বিষয় নির্ব্বন্ধ করিয়া যে কোন বর্ণ বা আশ্রমের অবস্থানের পরিচয়ে অবস্থিত থাকিলে পরশান্তি-লাভের ব্যাঘাত হয় না। এতৎপ্রসঙ্গে যুক্তবৈরাগ্যের ও ফল্গু-বৈরাগ্যের শ্লোকদ্বয় আলোচ্য অর্থাৎ "অনাসক্তস্য" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া" শ্লোকদ্বয়ের আলোচনাফলে শুদ্ধভক্তি উদিতা হন। নতুবা অন্যাভিলাষিতা-কর্ম্ম-জ্ঞানাদির আবরণ আসিয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতে দেয় না। কর্ম্ম-প্রবণ ব্রাহ্মণতায় ফলভোগ-কামনা ও নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধান জীবের অমঙ্গল করায়। ঐ পরাধর্ম্মের আবরণ বৈরাগ্যের

অপব্যবহার করায়। "ন নির্বিঘ্নো নাতিসক্তো ভক্তি-যোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" এবং "নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্" প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

(৫)

জগতে কাহারও কোন কথায় চালিত হইয়া অপরের হিংসা করিবে না। ভক্তিসহকারে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবৎ-স্বরূপ ও আত্মস্বরূপ-বোধের জন্য সর্ব্বক্ষণ যত্ন করিবে। স্বরূপসিদ্ধি লাভ ঘটিলে একাগ্রচিত্তে ভগবদ্ভজন সম্ভব হয়; তখন স্বয়ং মুক্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরম মুক্তাবস্থা-দর্শনে তদনুগামী হইয়াই নিত্যকাল ভজনরত থাকা যায়।

(৬)

যিনি জ্ঞান-বৈরাগ্য-রহিত, অজিত কামাদি-ষড়্বর্গ এবং প্রবল ইন্দ্রিয়রূপ সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ত্রিদণ্ডগ্রহণের অভিনয় করেন, সেই অপরিণত বিষয়বাসনা-গ্রস্ত আত্মঘাতী পুরুষ আরাধ্য দেবগণকে, নিজ আত্মাকে এবং আত্মস্থিত আমাকে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ংও উভয়লোক হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

(৭)

ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম—গুরু-সেবা, গৃহস্থের ধর্ম্ম—সামাজিক প্রাণি-সেবা ও নিষ্কাপ জীবনে স্বীয়-সংসারে ভগবদর্চ্চন-পালন, বানপ্রস্থের ধর্ম্ম—সদসদ্বিবেকবিশিষ্ট হইয়া তপস্যা এবং ভিক্ষুর ধর্ম্ম—কায়মনোবাক্যে প্রাণিমাত্রের উদ্বেগ না দিয়া সর্ব্বদা ভগবৎসেবা-তৎপর থাকা।

(৮)

সকল আশ্রমীর ধর্ম্মই ভগবৎসেবা। গৃহস্থের পুত্রার্থে নিয়মিতকালে স্ত্রীসহবাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য-পালন এবং সকল প্রাণীর হিতচেষ্টা ও শুচি হইয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকাই ধর্ম্ম।

(৯)

স্ব-স্ব আশ্রমধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক অনন্যভাবে ভগবৎসেবা-মুখে সকল প্রাণীর প্রতি যথাযোগ্য দয়া প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ হইয়া বাস করিলে অনন্যভজনপ্রভাবে ভগবৎপ্রেমা লভ্য হয়। সকল বস্তুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ না জানিলে কৃষ্ণভক্তিরাহিত্যের আভিলষ্যক্রমে জীবের ভগবদ্ভক্তিলাভে সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যেক প্রাণী ভগবৎসেবারত এবং ভগবান্ও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিতেছেন—এরূপ উত্তম-বৈষ্ণববিচার থাকিলে ভোগদৃষ্টি হইতে জীবের প্রকৃতমুক্তি-লাভ ঘটে।

(১০)

এই প্রচণ্ড সংসার তাপত্রয়ে অভিভূত, অর্থাৎ ভবসংসারে বিচরণশীল ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই সন্তপ্ত। ভগবানের পরম সুশীতল পদদ্বয় তদীয় সেবককে বৈমুখ্যের প্রচণ্ড তাপ হইতে সুশীতল ছত্রের ন্যায় সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করে।

(১১)

তুচ্ছ সংসারসুখ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তোষণ করে। উহাই খণ্ডকালরূপ সর্পের দংশন মাত্র। হরিকথা-শ্রবণদ্বারাই এই অকিঞ্চিৎকর প্রলোভনীয় ব্যাপারসমূহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। একমাত্র বদ্ধজীবকে ভগবৎ-কৃপা-প্রাপ্ত ব্যক্তিই করুণা প্রকাশ করিতে সমর্থ।

(১২)

হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলেই সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তনে যোগ্যতা হয়। নতুবা হরিমায়া-রহিত প্রাকৃত বস্তুতে বা শব্দে শ্রদ্ধা হইলে অনিত্য ভোগ পরিবর্দ্ধিত হয়। হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারে নির্ভরতা লুপ্ত হয়। অতএব কৃষ্ণেতর কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় নিরত থাকিলেই জীবের চরম-মঙ্গল হয়। সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-কথা, ভগবানে পূজ্যবুদ্ধি, স্তবাদিদ্বারা নিজস্বরূপজ্ঞানের অভিব্যক্তি, আদরের সহিত পূজা, সাষ্টাঙ্গপ্রণতি, ভগবদ্ভক্তগণের অধিকতর পূজা এবং সকল প্রাণিমাত্রই ভগবানের সেবন-সম্বন্ধ-যুক্ত—এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলেই সাধনভক্তির ফল অচিরেই উৎপন্ন হয়। সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে যাবতীয় লৌকিক ও বৈদিক কার্য্য, হরিগুণানুবর্ণন, ভগবানে সমস্ত কর্ম্মার্পণ, ভগবৎপ্রীতির জন্য তাঁহার অপ্রীতিকর কর্ম্ম পরিত্যাগ অর্থাৎ ভোগের উদ্দেশে ধাবিত না হইয়া ভগবৎ-প্রীতির জন্য জীবের ভোগসুখ পরিত্যাগ, ভগবদুদ্দেশে যজ্ঞ, ব্রত, তপঃ, জপ, হোম, দান এবং বৈদিক ও লৌকিক কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইলেই ক্রমশঃ জীবের আত্মবৃত্তি কেবলা ভক্তি উদিত হয়। অনাত্ম-চেষ্টাগুলি ভগবদুদ্দেশে বিহিত হইলে জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানের অবসর লাভ ঘটে। সর্ব্বতো-ভাবে ভগবানে শরণাগত হইলেই মনুষ্য ভক্তিমান্ হয়। আত্মনিবেদন-প্রভাবে জীবের অন্য কোন কৃত্য অবশিষ্ট থাকে না।

(১৩)

সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত হইয়া স্থির বুদ্ধির যে ভগবৎ-সেবা-নিষ্ঠতা বা তাৎপর্য্য, তাহাই শম'; রূপ-রসাদিতে

ইন্দ্রিয়-বৃত্তির যে সঙ্কোচ, তাহাই 'দম'; পরসুখের অনুসন্ধান-বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদনুকম্পা জ্ঞানে স্বীয় প্রাকৃত ক্লেশ-সহনই 'তিতিক্ষা' এবং উৎকৃষ্ট সুস্বাদু দ্রব্য-গ্রহণের চেষ্টা ও কামচেষ্টা রাহিত্যই 'ধৃতি'। অপরের কৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ-পরিত্যাগের নাম 'দান' ভোগ্যবস্তুর বাহুল্য সত্ত্বেও ভোগচেষ্টা-পরিত্যাগরূপ কামবাসনা-রাহিত্যই 'তপস্যা'। নৈসর্গিকী বিষয়গ্রহণের পিপাসার দমন-চেষ্টাই 'শৌর্য্য'। সকল বস্তুকে ভগবদ্ভাবময় দর্শনই শ্রেষ্ঠ 'সমদর্শন', উহাই 'সত্য'। সত্য ও প্রিয়বাক্যই 'ঋত' নামে কথিত; ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত না হওয়াই অর্থাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধই নৈষ্কর্ম্ম্য বা শৌচ এবং ভোগ্যবস্তুর উপভোগ হইতে বিরতিই 'সন্ন্যাস', ধর্ম্ম বা সত্য ধারণাই অভীষ্ট 'ধন', ভগবৎ-সেবনই 'যজ্ঞ', সদ্বস্তুজ্ঞানের উপদেশদানই 'দক্ষিণা' এবং ভক্তি-দ্বারা দুর্দ্দমনীয় মনের দমনই 'প্রাণায়াম'।

(১৪)

ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণ ভাবই ষট্‌শ্রী; ভগবৎ-সেবনই 'উত্তম লাভ', ভগবদ্ভিন্ন বস্তুতে অভিনিবেশ-রাহিত্যই 'বিদ্যা'; অভক্ত হইয়া ভোগপ্রবণচিত্তে যথেচ্ছা-চারিতাই পাপ; তাহাতে ঘৃণাই 'লজ্জা'। নিরপেক্ষতাদি গুণগণই 'শোভা'; সুখদুঃখের আপেক্ষিক অনুসন্ধান-রাহিত্য-রূপ ভগবৎ-প্রসন্নতাভিলাষই 'সুখ'। বিষয়ভোগের অপেক্ষাই 'দুঃখ' এবং সংসারবন্ধন ও সংসার-মুক্তির অভিজ্ঞতাই 'পাণ্ডিত্য'। স্থূলসূক্ষ্ম দেহ ও গৃহে অস্মিতাবুদ্ধি বা আমিত্বের আরোপই 'মূর্খতা'। ভগবৎপ্রণীত শ্রৌতপথই প্রকৃত 'গন্তব্য পথ'; ভোগ ও ত্যাগ-বাসনোত্থ চিত্ত-চাঞ্চল্যই 'উৎপথ' এবং সদ্‌গুরুর উদয়ই 'স্বর্গ'; তমোগুণে প্রবৃত্তিই 'নরক'; শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরু-সেবা ভগবানই একমাত্র 'বন্ধু'; ভোগায়তন-শরীরই 'গৃহ' এবং সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিই 'ধনী'। ভগবদ্‌বিহিত অবস্থালাভে অসন্তুষ্ট ব্যক্তির ভগবৎসেবা-রাহিত্যই 'দরিদ্রতা', ইন্দ্রিয়-তোষণপর, অন্যান্য-গো লোভী ব্যক্তিই 'কৃপণ'; ত্রিগুণে অবিচলিত বুদ্ধিই 'ঈশ্বরতা' এবং গুণ-অভিভূত হওয়াই 'বশ্যতা' বা 'অধীনতা'। জড়দোষ ও জড়গুণ উভয়ের দর্শনই 'দোষ', বৈকুণ্ঠ বা নিঃশ্রেয়স্কর গুণে গুণবান্ হইতে হইলে প্রাকৃত গুণ ও দোষ এই উভয়েরই প্রাকৃত দর্শন পরিত্যাগ করিতে হয়।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক "আম্নায়ঃ প্রাহ"-শ্লোক-ব্যাখ্যার মর্ম্মানুসরণ *

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥

শ্রীল স্বরূপদামোদরাভিন্ন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "আম্নায়ঃ প্রাহ" শ্লোকে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের উপদিষ্ট দশটি তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌড়ীয়গণের জন্য অনেক গূঢ় কথা সম্পুটিত করিয়া রাখিয়াছেন। "আম্নায়ঃ" শব্দে শ্রুতি অথবা বেদের উদ্গানকারী গুরু-পরম্পরা। গৌড়ীয়গণের শ্রৌত-পথের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র মূল উদ্গানকারী—শ্রীল দামোদর স্বরূপ। ইনি গৌড়ীয়গণের শ্রুতির মূল ঋষি।

বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল—শ্রীমদ্ভাগবত—যাহা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। এই অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্যের উদয় হয় শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কৃপায়। শ্রীমদ্ভাগবতবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কীর্ত্তনকারী হইয়া সার্ব্বভৌমোদ্ধার-লীলা-প্রকটকালে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব সার্ব্বভৌমের কৃপায়ই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীমদ্ ভাগবতের ব্যাখ্যা প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীল

* শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ব্যাখ্যার মর্ম্মমাত্র লেখকের ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রয়াস হইয়াছে।

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজ-সভায় শ্রীমদ্-ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন ; আর শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য বরাহ-নগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কোন প্রকার পাদ্য-অর্ঘ্য না দিয়া প্রথমেই শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া মহাপ্রভুর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ প্রভুকে তখন "ভাগবতাচার্য্য" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভু ব্রজলীলার 'শ্যামমঞ্জরী'। শ্যামমঞ্জরী যেরূপ বার্ষভানবীকে কৃষ্ণের গান শুনাইতেন, শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুও তদ্রূপ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌর-সুন্দরকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইয়াছিলেন।

কলিকাতার সন্নিকটেই প্রায় ৩৪ মাইল উত্তরে বরাহ-নগর। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণী'তে শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর শ্রীপাটের সন্নিকটস্থ কলিকাতা মহানগরীতে স্বজনদের কথা ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর কলিকাতা-বাসিগণকে তাহাদের ভোগচক্ষে ঐ স্থান দর্শন করিতে নিষেধ করিয়া উহাকে শ্যামমঞ্জরীর সংকীর্ত্তনকুঞ্জরূপে দর্শন করিবার কথা বলিয়াছেন।* এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভুর কথিত "কলির ব্রহ্মাণ্ড" কলিকাতায় বাস করিবার নিষেধাজ্ঞার আপাত-লঙ্ঘনপ্রতীয়-লীলা প্রকট করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অনুগতো শ্রীশ্যামমঞ্জরীর কুঞ্জে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন, হরিস্মরণোৎসব, ভাগবতোৎসব প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্যামমঞ্জরীর শ্রীবার্ষভানবীর সেবা অনুসরণ করিয়াই গৌর-সরস্বতী হরিস্মরণোৎসব ও সর্ব্বদা কৃষ্ণগান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার দ্বাত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে (বঙ্গাব্দ ১৩৩২) শ্রীযোগপীঠের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"কলিকাতা-মহানগরীও কিন্তু শ্রীগৌড়মণ্ডলের বহির্ভূত স্থান নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর সেবা-ভূমি ও সপার্ষদ গৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত বিহার-ভূমি 'বরাহনগর'—এই কলিকাতা-মহানগরীরই একাংশ। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর 'শ্যামমঞ্জরী' নাম্নী সখীই শ্রীগৌরাবতারে শ্রীভাগবতাচার্য্য। বরাহনগর—শ্রীগৌড়মণ্ডলের সেই অংশ, যেখানে শ্রীশ্যামমঞ্জরীর কুঞ্জে শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয়। যাঁহাদিগের মায়িক-প্রতীতি বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা ভোগি-কর্ম্মীর নিকট ভোগভূমিরূপে প্রতীত কলিকাতা-মহা-নগরীতে বাস করিয়াও বহু বিশ্রম্ভ-সেবাপর স্বজনের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রিয়সখী শ্যাম-মঞ্জরীর চিন্ময় কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিরন্তর মগ্ন।

এইজন্যই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

'শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি,　　যে বা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।'

শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি শ্রীধামের স্ফূর্ত্তির সহিত প্রকটিত। তাই (চৈঃ চঃ মধ্য ১৩শ পঃ)—

'অন্তের হৃদয়—মন,　　মোর মন—বৃন্দাবন,
মনে বনে 'এক' করি' মানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়,　　করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।'

যে দিন গুরুকৃপা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, সেই দিন অন্যরকম দেখি,—

'যে দিন গৃহে　　ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।'

মায়ার ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতা-নগরীতে বাস করিয়াও যখন গৌড়ীয়মঠে প্রতি-হৃদয়েই শ্রীগুরুদেবের লীলা-বৈচিত্র্য দেখি, তাহাতে মনে হয় না যে, অচিৎ-মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিতেছি। তাঁহাদের কীর্ত্তনমুখে চিদ্বিলাসের বিচার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইলেই মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব আমাকে আদেশ করিয়াছেন—'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে যাইও না।' আমি বিধিবাধ্য হইয়া তাঁহার সেই আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু অপার-করুণার সাগর শ্রীগুরুদেব আমাকে বহু মূর্ত্তিতে কৃপা করেন—বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন—শ্রীধামের স্বরূপ প্রকাশ করেন। সুতরাং আমার ন্যায় হরিবিমুখের হৃদয়েও যে শ্রীধামস্বরূপ একেবারেই প্রতিফলিত হয় না, তাহাও নহে, সশক্তিক শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-প্রচার, বিধিরাজ্যের শ্রী-ভূ-লীলা-পরিবেষ্টিত গৌর-নারায়ণের পূজা দ্বারা অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিবার সুযোগ এবং

* যে কলিকাতাবাসী ভক্তগণ। তবে আমরা একত্রে শ্যাম-মঞ্জরীর চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মত্ত হইব ?
—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। সঃ তোঃ ৩।১২)

আমার গুরুবর্গের সেবোন্মুখী জিহ্বা হইতে কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবণ প্রভৃতি—শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা-ক্রমেই সাধিত হইতেছে।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই উক্তি সহিত তাঁহার পত্রাবলীর (২য় খণ্ড ১১৭ পৃঃ) উক্তিটি মিলাইয়া পাঠ করিলে শ্রীল প্রভুপাদের কলিকাতায় হরিকথা-প্রচারের রহস্য উপলব্ধি হয়। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলীর উক্তিটি এই—

"শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণের চরণে আপাত অপরাধের লীলা প্রদর্শন করিয়া প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান প্রচারে যদিও সেরূপ বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি আমরা সকলেই গুরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হইয়া সতত উহা স্বীকার করিব।"

—পত্রাবলী ২য় খণ্ড ১১৭ পৃঃ

শ্রীশ্রীগৌর-সরস্বতীর এই ভজন-রহস্য যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, যাঁহারা শ্রীভাগবতাচার্য্যের পদাঙ্কানুসরণ করিবেন না, তাঁহারা আম্নায় পরিত্যাগ করিয়া কুতর্ক-অবলম্বনে নিশ্চয়ই নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া যাইবেন। অতএব 'আম্নায়' শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রামদনগরীর কূলে অবস্থান করিয়া শ্রীভাগবতাচার্য্যের আনুগত্যে—শ্রীল ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে **শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি** রচনা করিয়াছেন—ইহাই "আম্নায়ঃ প্রাহ" বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য।

তত্ত্বং—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, যিনি—"অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাচার্য্য ভক্তিসংসনাৎ" বাক্যে স্তুত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবৎ-তত্ত্ব বিচার করিতেন। হরিই' যে পরমতত্ত্ব, তাহা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবিরাম শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনকারী সর্ব্বপূর্ণাংশ মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীহরির পরতত্ত্বত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

সর্ব্ব-শক্তিম্—শক্তির বিচার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু করিয়াছেন। শ্রীগদাধর প্রভু—গৌরশক্তি; তাঁহার কৃপায়ই 'শক্তি'র জ্ঞান হয়।

রসাব্ধিম্—উন্নতোজ্জ্বলরসের ব্যাখ্যাতা—শ্রীল রায়-রামানন্দ। তাঁহার কৃপায় রসতত্ত্বের জ্ঞান এবং 'রসরাজ' ও 'মহাভাব'-স্বরূপের উপলব্ধি হয়।

তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্—সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু পশুপক্ষীকে চতুর্ভুজযুক্ত করেন, শ্রীমদনমোহনের পাদপদ্মে সেবাগতিযুক্ত করান। মুক্ত ও অমুক্ত উভয় জীবকোটিরই শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু। যাঁহারা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে জীবকোটির নিত্য প্রভু বিচার করেন না, তাঁহারা জীবের সনাতনত্বও অস্বীকার করেন অর্থাৎ তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সকলেই জীবাত্মার সনাতনত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (কঠ ২।১৩) "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীঃ ১৫।১৭) প্রভৃতি বাক্যই তাহার প্রমাণ।

প্রকৃতিকবলিতান্—প্রকৃতিকবলিত জীবের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন,—শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু, তিনি শ্রীজীব-প্রভু। তাঁহাকে যাঁহারা 'জীব' নামে অভিহিত করেন, তাঁহারা অপরাধী। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব জীবকোটির অন্তর্গত নহেন।

তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 'বিমুক্ত' ভাগ্যবান্ জীবগণের আরাধ্যবস্তু—মূল বলদেব।

ভেদাভেদপ্রকাশম্—শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু কড়চাকারে শ্রীভাগবতসন্দর্ভের মূল সূত্রসমূহ লিখিয়াছিলেন; তিনি 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে'র মূলকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সাধনং শুদ্ধভক্তিম্—অভিধেয় বা সাধনের মূল মালিক—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু। শ্রীল রূপ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর দ্বারা এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তি-সন্দর্ভের দ্বারা শুদ্ধভক্তির উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের দ্বারা শুদ্ধভক্তির মধ্যে তারতম্যের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অতএব সাধনের কথা আমরা শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও তদনুগ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর কৃপায় প্রাপ্ত হই। 'সাধন-ভক্তি'র মধ্যে 'আনুকূল্য-গ্রহণ' ও 'প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন' বলিয়া যে ব্যাপার আছে, তাহার আচার্য্যরূপে আমরা যথাক্রমে শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে দেখিতে পাই। 'আনুকূল্য-গ্রহণে'র সর্ব্বোত্তম আচার্য্য—শ্রীবাস পণ্ডিত ও 'প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনে'র সর্ব্বোত্তম আচার্য্য—শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ। ঐকান্তিকী নামাশ্রয়ভক্তির আচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস।

সাধ্যং তৎপ্রীতিম্—'ভাবভক্তি'র আচার্য্য—শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু—তিনি রতি মঞ্জরী—

শ্রীরূপানুগপ্রবর তিনি। 'রতি'ই কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের মূল। 'প্রেমভক্তি'র আচার্য্য শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভীষ্ট-দেব তা।

রসের স্তরভেদে গাঢ়তার তারতম্য আছে। প্রথমেই 'রস-মহিমা', তৎপরে 'রস-গরিমা' ও চরমে রস-'মাধুরিমা'য় রসের উত্তরোত্তর গাঢ়তা প্রকাশিত হইয়াছে। সোম-সোমমৌলি হইতে ধাতৃক, উদ্ধব পর্য্যন্ত 'রস-মহিমা'র আচার্য্যত্ব প্রকটিত। শ্রীশুকদেব, শ্রীসূতগোস্বামী, শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ প্রভৃতি স্বয়ংরূপের চরিত-লেখক ব্যাসগণ 'রস-গরিমা'র আচার্য্যত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীস্বরূপ-সনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীশ্রীজীবপ্রভু ও শ্রীশ্রীকবিরাজগোস্বামী গৌড়ীয়াচার্য্য গৌরভক্তগণ মধুররসের সেবকগণ রসমাধুরিমা'র আচার্য্যত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা কেবলমাত্র 'কান্ত' নহেন, তাঁহারা গান্ধর্ব্বিকার সেবানিরত ও গণ।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "আত্মায়ঃ প্রাহ" শ্লোকের মধ্যে পঞ্চতত্ত্ব ও ষড়্‌গোস্বামী অধিদেবতারূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। আমরা সেইসকল অধিদেবতার কথাই কীর্ত্তন করিলাম।

"ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাসসম্মত?"

বর্ত্তমান মাসের (অগ্রহায়ণ ১৩৪১) 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ "ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত?" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া কেবলাদ্বৈত-মতবাদের প্রতি উৎকট ভক্তির (?) পরিচয় দিয়াছেন। তিনি একদিকে সমন্বয়বাদী অর্থাৎ সকল মতবাদের দ্বারাই একই গন্তব্যপথ বা প্রয়োজন-লাভ হয়, মুখে বলিলেও কার্য্যতঃ অনেক ক্ষেত্রেই অন্যান্য আচার্য্যগণের মতবাদের সহিত তুলনামূলক আলোচনার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া শাঙ্করমতবাদই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত বা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাস-সম্মত সিদ্ধান্ত—এইরূপ মতান্ধতা প্রকাশ করিয়া ফেলেন। তাঁহার "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ" নামক গ্রন্থে তিনি রামানুজ অপেক্ষা শঙ্কর কোন্ কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ, ইহা দেখাইবার অতিসন্ধিযুক্ত চেষ্টা করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যকে হেয় প্রতিপন্ন (?) করিয়া শঙ্করাচার্য্যেরই সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন! 'ভারতবর্ষে'র প্রবন্ধেও তিনি কোন্ আচার্য্য কতটি দোষ করিয়াছেন, তাহার একটি প্রদর্শনী উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীমধ্বাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দোষী! তাঁহার কল্পিত "অধিক সম্মতি বা ভোটানুসারে" মধ্বভাষ্যে দোষ-সংখ্যা ১৭০, বল্লভভাষ্যে ১০৪, নিম্বার্কভাষ্যে ৯১, রামানুজভাষ্যে ৮৬ ও বলদেব-ভাষ্যে ৪৪) আর তাঁহার দ্বিতীয় তালিকানুসারেও অর্থাৎ তাঁহার কল্পিত নিয়মসাপেক্ষ তুলনার ফলের সহিত নিয়ম-নিরপেক্ষ তুলনার ফল একত্রিত করিয়া তিনি যে 'দোষ-সংখ্যা' নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতেও মধ্বাচার্য্যের দোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি ২২৭টী দোষ করিয়াছেন, তাহার পরে বল্লভ, তাহার পরে নিম্বার্ক, তৎপরে রামানুজ। তিনি দয়া করিয়া শঙ্কর-ভাষ্যেরও কিছু দোষ দেখাইবার অভিনয় করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কম। মনে হয়, শঙ্করভাষ্যের দোষ একেবারে না দেখাইলে তাঁহাকে লোকে একঘেয়ে বলিয়া অপবাদ প্রদান করিবার সুযোগ পাইবে, এই আশঙ্কায় স্বীয় আচার্য্যেরও দোষ দেখাইয়াছেন। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের ইহা বিশেষত্ব বটে!

রাজেন্দ্র বাবু বাহিরে শিষ্টাচার ও সৌজন্যের প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া নিরপেক্ষ যুক্তিবলে লোকোত্তর আচার্য্যগণকে তাঁহার তৌলদণ্ডে পরিমাপ (?) করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং আপনাকে আচার্য্যগণের নিরপেক্ষ বিচারক বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ভাষায় উদ্ধৃত হইতেছে—

"সকল আচার্য্যই যখন মহাত্মা মহাপুরুষ, অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, তখন অধিকসংখ্যক আচার্য্য যেভাবে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যেভাবে সূত্র-পাঠাদির গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভাবটীই ব্যাস-সম্মত, আর তজ্জন্য অল্পসংখ্যক আচার্য্যের যে সূত্র-ব্যাখ্যাদি, তাহা

ব্যাস-সম্মত নহে ইত্যাদি, তাহা হইলে বোধ হয় বড় বেশী অন্যায় কল্পনা করা হইবে না। আজকাল "ভোটে"র বলে সকল কার্য্যই যখন হইতেছে, ন্যায়-অন্যায়, সত্যাসত্য সবই যখন নির্ণীত হইতেছে অঙ্কের ভোটে বিজ্ঞ যখন বাধ্য হইতেছেন, মূর্খের ভোটে যখন পণ্ডিত নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন, তখন সময়ের হাওয়া অনুসারে যদি আমরাও চলি, তাহা হইলে বোধ হয় অধিক নিন্দাভাগী হইতে হইবে না। বস্তুতঃ, এই পথ অবলম্বন করিয়া আজ-কাল অনেক মনীষীই "ব্যাসসম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য" নির্ণয় করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রথমে আমরা দেখিব, অধিকের সম্মতি অনুসারে বা ভোটের বলে কোন্ ভাষ্যখানি ব্যাস-সম্মত হইবার যোগ্য।"

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু বহির্মুখ জাগতিক ব্যাপার-মীমাংসার ন্যায় উদ্ভাবন করিয়া অতিমর্ত্য ব্যাপার বা বাস্তব সত্য যে ভোটপ্রথার দ্বারা নির্ণয় করিবার প্রয়াস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে জাগতিক ব্যক্তিগণও প্রতিবাদ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে "Indian Social Reformer" পত্রে প্রবীণ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটরাজন্ লিখিয়াছিলেন,—

'The counting of heads without taking into account their contents is never a good method for deciding a question and **it is the worst possible when applied in the sphere of religion,**—অর্থাৎ লোকের আভ্যন্তরীণ স্বরূপের হিসাবনিকাশ না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের মাথা গণনা-দ্বারা কোন প্রশ্নের মীমাংসা করা কখনই একটি উত্তম প্রণালী নহে। বিশেষতঃ যখন এই প্রণালীটি ধর্ম্মরাজ্যে প্রয়োগ করা হয়, তখন ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রণালী হইয়া দাঁড়ায়।

রাজেন বাবু বলিতে পারেন যে, তিনি সাধারণ লোকের ভোট গ্রহণ করিতেছেন না, আচার্য্য বা শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা-গণের ভোটই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বস্তুতঃ এরূপ যুক্তি ও ন্যায় রাজেন্দ্র বাবুরই বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়ে কারণ, শঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতবাদের যে ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই ভাষ্যের বিরুদ্ধে রাজেন্দ্র বাবু যেসকল আচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভোট দিয়াছেন অর্থাৎ অধিকসংখ্যক প্রতিভূনাথা আচার্য্যই কেবলা-দ্বৈত-বাদ বা শঙ্করভাষ্যের বিরোধী। 'ভাস্করভাষ্য', 'রামানুজ-ভাষ্য' 'নিম্বার্কভাষ্য', 'মধ্বভাষ্য', 'শ্রীকণ্ঠভাষ্য', শ্রীকরভাষ্য, 'বল্লভভাষ্য', বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য ও 'বলদেবভাষ্য' সকলেই কেবলাদ্বৈত-বাদ মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

অতএব যখন অধিকসংখ্যক সুবিখ্যাত আচার্য্যই শঙ্কর ভাষ্যের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন, তখন রাজেন্দ্র বাবুর যুক্তি অনুসারেই 'শঙ্করভাষ্য' ব্যাস-সম্মত হইতে পারে না।

"ভাস্করাচার্য্য অনেক স্থলেই শাঙ্করমতের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। শাঙ্করমতকে বৌদ্ধমত বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বনে শৃগালত্বও প্রশস্ত, তথাপিও নির্ব্বিষয় মোক্ষ কাম্য নহে, এরূপ তীব্র কটাক্ষ ভাস্করভাষ্যের বহু স্থানে দৃষ্ট হয়।

ভাস্করাচার্য্য বলেন,—

"নিঃসম্বন্ধা নিরাধারস্তৎপক্ষে মোক্ষঃ স্যাৎ চৈতন্য-মাত্রাবশেষাৎ। বরঞ্চ কেচিৎ শৃগালত্বং বনে বরমিতি।"

শঙ্করাচার্য্য যে ভাবে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীনিম্বার্ক ও শুদ্ধদ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচার্য্য বা শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ ও পরবর্ত্তী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবল্লভাচার্য্য কেহই সেইভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। সুতরাং অধিকসংখ্যক আচার্য্যমতের প্রামাণিকতা গ্রাহ্য হইলে শঙ্করভাষ্য অধিক-সংখ্যক আচার্য্যের ভোটের দ্বারাই নিশ্চিত বা ব্যাসের অসম্মত হইয়া পড়ে। শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠের ভাষ্য শাঙ্করমত-খণ্ডনের জন্য রচিত হইয়াছিল। ইহা শ্রীকণ্ঠ স্বীয় ভাষ্যের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—

"ব্যাসসূত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্মদর্শনে।
পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাদ্যতে॥"
(শ্রীকণ্ঠের ভাষ্য ৪র্থ শ্লোক)

শ্রীকণ্ঠ ১।১।২ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"চিশ্চিৎ-প্রপঞ্চরূপশক্তিবিশিষ্টস্য স্বাভাবিকমেব ব্রহ্মণঃ, কদাচিদপি ন নির্ব্বিশেষত্বম্ ইত্যনেন সিদ্ধম্।

এস্থলে শঙ্করের প্রতিপাদিত নির্ব্বিশেষবাদের প্রতি কটাক্ষ রহিয়াছে।"

বিজ্ঞানভিক্ষু শঙ্করাচার্য্যের মতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত-বাদ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং উহার সমর্থক প্রমাণরূপে

সাংখ্য-প্রাচীনভাষ্য পদ্মপুরাণের নিম্নলিখিত উদ্ধার করিয়াছেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি, কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়লোকগর্হিতম্।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে॥
সর্ব্বকর্ম্ম পরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে॥
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে॥
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ॥

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু বলেন,—"ভাষ্যাদির সংখ্যা কত ও তাহাদের মতভেদই বা কিরূপ, তাহা সবিশেষ জানিতে পারা যায় না। সেই সমস্ত ভাষ্যাদি আর বিলুপ্ত। যে সমস্ত ভাষ্যাদি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শঙ্করভাষ্যটি প্রাচীনতম ও বলদেবভাষ্যটি আধুনিকতম। প্রাচীন বিষয়ে আধুনিক অপেক্ষা প্রাচীনেরই প্রামাণ্য অধিকতম হয়।"

রাজেন্দ্র বাবুর মনোভাব এই যে, শঙ্করভাষ্যই উপলভ্যমান ভাষ্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া উহার মতই একমাত্র প্রমাণযোগ্য। যদিও শঙ্করভাষ্যের পূর্ব্বে 'বোধায়নবৃত্তি' প্রভৃতি ভাষ্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি সেই সব ভাষ্য বর্ত্তমানে বিলুপ্ত বলিয়া শঙ্করভাষ্যেরই প্রমাণ সর্ব্বোপরি। 'বোধায়নবৃত্তি' অবলম্বনে শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার "শ্রীভাষ্য" রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী 'আলোয়ারগণ' "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" অবলম্বনে বেদান্তের সেবা করিয়াছিলেন। টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দী, ভারুচি, নাথমুনি প্রভৃতি আচার্য্যগণের বাক্য, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের প্রমাণসমূহ শ্রীভাষ্যকারের পোষক প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। অতএব শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সেইসকল ভাষ্য বর্ত্তমানে সাধারণ্যে প্রকাশিত নাই বলিয়া শঙ্করভাষ্যকে প্রাচীনতম ও একমাত্র প্রামাণিক বলিবার যুক্তি কখনই নিরপেক্ষ যুক্তি হইতে পারে না। শঙ্করভাষ্যকে প্রাচীনতমরূপে প্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়েই কি বোধায়নবৃত্তি বিলোপ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল? অবশ্য রাজেন্দ্র বাবু অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের দ্বারা শ্রীরামানুজাচার্য্য ও তদ্বিষয় কুরেশের নিকট হইতে "বোধায়নবৃত্তি" বলপূর্ব্বক গ্রহণের কথা ঈর্ষামূলে কল্পিত বলিয়া বর্ণন করিবেন। যাহা হউক, বোধায়নবৃত্তিটী যে, শঙ্করভাষ্যের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, ইহা রাজেন্দ্র বাবুও স্বীকার করিয়াছেন। অতএব উহার অস্তিত্ব বর্ত্তমানে অভিসন্ধিমূলে বিলুপ্ত বলিয়া বোধায়নবৃত্তির অনুসারে লিখিত (ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুস্তস্যাভিপ্রায়েণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাসন্তে)* শ্রীরামানুজ-ভাষ্যকেই বা প্রাচীনতম বলা হইবে না কেন?

কেবলাদ্বৈতবাদিগণের কেহ কেহ বলেন,—পাণিনির গুরু উপবর্ষের নিকট হইতে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার অদ্বৈতভাষ্যের উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। উপবর্ষ জৈমিনীয় মীমাংসার ও বেদান্ত-দর্শনের বার্ত্তিককার। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, আচার্য্য শঙ্কর গৌড়পাদীয় কারিকার উপর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। গৌড়পাদ শঙ্করের পরমগুরু। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দপাদ। শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত-পাঠে জানা যায়, শঙ্করের সহিত গৌড়পাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গৌড়পাদাচার্য্য সাংখ্যকারিকার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। আবার বাচস্পতি মিশ্র† তাঁহার 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'তে সাংখ্যকারিকার ভাষ্যের মতবাদ খণ্ডন করেন। শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার বেদান্তভাষ্যে সাংখ্যমতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বগুরুর মতবাদ খণ্ডন করায় 'গুরুদ্রোহী' বা 'আত্মদ্রোহী' হইয়া পড়েন বলিয়া আধুনিক কেবলাদ্বৈতবাদিগণের কেহ কেহ সাংখ্যকারিকার রচয়িতার সম্বন্ধে কোন প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে না

* ভগবান্ বোধায়ন ব্রহ্মসূত্রের যে একটি বিস্তীর্ণ বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (দ্রমিড় প্রভৃতি) আচার্য্যগণ তাহারই সংক্ষেপ করেন। 'আমি তদ্মতানুসারে 'ব্রহ্মসূত্রে'র ব্যাখ্যা করিতেছি"—শ্রীরামানুজের এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, বোধায়ন-বৃত্তিটী 'ব্রহ্মসূত্রে'র একটি বিলুপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

† 'ভামতীর' টীকাকার—বাচস্পতি মিশ্র। ইনি কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান আচার্য্য। কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মতে বাচস্পতি মিশ্র শাঙ্করমতের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু এই বাচস্পতি মিশ্রই শঙ্করের পরমগুরুর মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

পারিলেও সন্দেহের আরোপ করেন। যাহা হউক, শঙ্করভাষ্য যে প্রচ্ছন্ন আত্মবিরোধী, ইহা স্বীকার করিবার যথেষ্ট হেতু পাওয়া যায় এবং শঙ্কর-ভাষ্যের বহু পূর্ব্বেও যে 'ব্রহ্মসূত্রে'র বিস্তৃত ব্যাখ্যা-সমূহ বর্ত্তমান ছিল এবং তাহাতে কেবলাদ্বৈত মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয় নাই—ইহাও প্রমাণিত হয়। রাজেন্দ্র বাবু মনে হয়, অভিনিবিষ্টচিত্তে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্তের কথা উল্লেখ করেন নাই।

সকল ক্ষেত্রেই প্রাচীন মতেরই অধিক প্রামাণিকতা বা প্রতিষ্ঠা আছে—এইরূপ যুক্তি আচার্য্যগণ স্বীকার করেন না। **সনাতন অর্থাৎ নিত্য বাস্তব সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা,** তর্কতঃ মত সুপ্রাচীন হইলেও তাহার প্রতিষ্ঠা নাই; বৌদ্ধ, জৈন বা চার্ব্বাকাদি মত শাঙ্করমত অপেক্ষা অধিক প্রাচীন; কিন্তু ঐসকল স্রৌত বা সনাতন মত নহে বলিয়া উহাদের প্রামাণিকতা নাই। "দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য" শ্রীমন্ বাদিরাজ স্বামী বলিতেছেন,—

বৌদ্ধ-জৈনাগমৌ পূর্ব্বপক্ষৌ সর্ব্বাগমস্য হি।
ততঃ পরস্তাচ্ছাস্ত্রেষু মতেষু চ যথা ক্রমম্।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ পূর্ব্বপক্ষো যাবন্ মধ্বমতোদয়ঃ॥
অস্মে সিদ্ধস্য সিদ্ধান্তো মধ্বস্যাগম এব হি।
নির্ণেষ্যতে শক্যতে যুক্তাযুক্তপক্ষবিমর্শিভিঃ॥

বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্র সমস্ত শাস্ত্রের পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ, তদনন্তর সমুদিত মতসমূহের মধ্যেও যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মত পর পর মতের অপেক্ষায় পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ, মধ্বশাস্ত্র ইহাদের সকলের অন্তে সমুদিত বলিয়া ইহাই যে সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তস্বরূপ, তাহা যুক্তাযুক্ত-বিচারনিপুণ পণ্ডিতগণ অবশ্যই বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীবাদিরাজ স্বামী কেন পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য প্রাচীন মত গ্রহণ না করিয়া পরবর্ত্তী মধ্বমত স্বীকার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি যুক্তি প্রদান করিতেছেন,—

পরস্মাৎ পূর্ব্ব-দৌর্ব্বল্যং নিষেধাদ্বিধিবাধনে।
যতো মহাগ্রহস্তেষাং সর্ব্বেষাং বিদুষামপি॥
তৎপূর্ব্ব-সর্ব্বরাদ্ধান্তসিদ্ধার্থানাং নিষেধকম্।
পরে চ তত্ত্ববাদেঽস্মিন্ গরীয়সি ভরো মম॥

"পরবর্ত্তী মত অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী মত দুর্ব্বল হইয়া থাকে, বিধি অপেক্ষা নিষেধ বলবান্ হইয়া থাকে" এ বিষয়ে মায়াবাদিগণের এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রকারেরই সম্পূর্ণরূপ সম্মতি দেখা যায়। অতএব এই তত্ত্ববাদ সমস্তের পরবর্ত্তী এবং সমস্ত মতের নিষেধক বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবায় আমি ইহাকেই আশ্রয় করিয়াছি।

রাজেন্দ্র বাবু 'অধিকসম্মতি' বা ভোটানুসারে তুলনার ফলের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে শঙ্করভাষ্যের পরেই বিজ্ঞান-ভিক্ষু-ভাষ্যের স্থান। অর্থাৎ শঙ্করভাষ্যে দোষসমষ্টি ২৪টী, বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্যে ৩১টী। যদি রাজেন্দ্র বাবুর যুক্তিই অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে যাঁহার দোষ-সমষ্টি যত কম, তাঁহার ভাষ্য তত অধিক ব্যাস-সম্মত বলিয়া গৃহীত হইবে। কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা কম দোষ-সমষ্টি অর্থাৎ ২৪টী দোষ থাকায় যদি ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাস-সম্মত হয়, তাহা হইলে ৩১টী দোষযুক্ত বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্য শঙ্করের পরেই ব্যাস-সম্মত হইবে না কেন? আবার রাজেন্দ্র বাবুর বিভিন্ন ভাষ্যের দোষসমষ্টির প্রথম তালিকানুসারে বিজ্ঞান-ভিক্ষুভাষ্যের পরেই বলদেবভাষ্যের স্থান। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু ও বলদেব উভয়েই তাঁহাদের ভাষ্যে শঙ্করের মায়াবাদকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ', অবৈদিক এবং জগন্নাশকর মতবাদ বলিয়াছেন।

রাজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"বলদেব-ভাষ্যের অধিকরণ-রচনা-বিষয়ক তুলনার ফল প্রদর্শিত হইল না। কারণ, উহা অধিকরণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মুদ্রিত হয় নাই।" কিন্তু এলাহাবাদ পাণিনি অফিস হইতে সুবাসসত মেজর বসুনন্দন দাস বসু গোবিন্দভাষ্যের যে ইংরেজী অনুবাদযুক্ত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে 'অধিকরণ' নির্ণয়পূর্ব্বক গোবিন্দভাষ্য মুদ্রিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

হরিকথা কাহার জন্য ?

[গৌড়ীয়ের জনৈক পাঠক-লিখিত]

শ্রীগুরুবৈষ্ণব যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তদ্দ্বারা দুইটি কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে ; একটি পাষণ্ডদলন ও অপরটি প্রেম-প্রচারণ ; একটি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা, কৃত্রিম ধ্যান-ধারণা, অন্যাভিলাষ প্রভৃতির গর্হণ বা নিরাস, আর একটি সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা আনুকূল্যের সহিত আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট-বিষয়বিগ্রহের বা শ্রীনামের অনুশীলন ; একটি দুঃসঙ্গ বা প্রতিকূল বর্জ্জন, আর একটি সৎসঙ্গগ্রহণ ; একটি প্রত্যাহার, আর একটি পরানুশীলন।

বিশেষ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই যে দুইটি অঙ্গ, ইহারা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী অথবা অন্ততঃ দুইটি পৃথক্ ব্যাপার বলিয়া পরিদৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ পৃথক্ নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা দুইটি বস্তু বা অঙ্গই নহে, পরন্তু একটাই ব্যাপার। কারণ, ব্যতিরেক লক্ষণটি বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ কখনও হইতে পারে না। ব্যতিরেক লক্ষণদ্বারা বস্তু-জ্ঞান হয় না, উহা স্বরূপলক্ষণকে দৃঢ় করিয়াই নিরস্ত হয়। "আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন" বা পরানুশীলন—ইহাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ, প্রেমপ্রচারণই হরিকীর্ত্তনের মুখ্য প্রয়োজন বা মুখ্যফল। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির আবরণশূন্যতা বা অন্যাভিলাষরাহিত্য কিছু ভক্তির স্বরূপলক্ষণ নহে, কেবলমাত্র পাষণ্ডীর জিহ্বাস্তম্ভনই হরিকীর্ত্তনের মূল উদ্দেশ্য নহে।

শুদ্ধভক্তির ভূমিকা, হরিকীর্ত্তনের ভূমিকা এই জড়জগৎ নহে। কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী বৃত্তি প্রেম-প্রচারণের বিরোধী পাষণ্ড মনোভাব এই জড়জগতেরই ব্যাপার। কিন্তু ভক্তির নিত্য অধিষ্ঠানভূমি যে বৈকুণ্ঠরাজ্য, সেখানে বিরূপের ধর্ম্মের অবস্থান নাই, সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ বা বিদ্বেষমূলক পাষণ্ডচিত্তবৃত্তিও নাই। সেখানে স্বরূপলক্ষণই একমাত্র লক্ষণ, তটস্থ লক্ষণ বা ব্যতিরেক লক্ষণদ্বারা বস্তুর পরিচয় দিবার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু এখানে, এই জড়জগতে কর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তিবিরোধী বৃত্তি আছে বলিয়াই ভক্তিকে কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণশূন্যা ও অন্যাভিলাষিতাশূন্যা এইরূপ সংজ্ঞাদ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হয়। এখানে বিদ্বেষ বা পাষণ্ডতা আছে বলিয়াই প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত পাষণ্ডদলন করিতে হয়, জড়বিলাস আছে বলিয়াই চিদ্বিলাস বা পরানুশীলনের উপদেশকালে জড়-বিলাস অর্থাৎ ভোগ-ত্যাগ অথবা প্রত্যাহারের উপদেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু কর্ম্মজ্ঞাননিরাস বা প্রত্যাহার প্রভৃতি স্বয়ং বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না, সেই হেতু উহারা বস্তুর পৃথক্ অঙ্গ নহে। ভক্তির অঙ্গ ভক্তিই, উহাই পরানুশীলন। হরিকীর্ত্তনের একমাত্র ফল প্রেমামৃতবিতরণ। গৌণ লক্ষণগুলি কেবলমাত্র ঐ মুখ্য লক্ষণ বা মুখ্য ফল-লাভেরই সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং গৌণ বা ব্যতিরেক ফলটি অন্বয় বা মুখ্য বিচারের অনুগত হওয়ায় উহাও অন্বয়-অনুশীলনেরই অন্তর্গত, পৃথক্ ব্যাপার নহে।

শুদ্ধমু, শ্রদ্ধাস্পদ জীবকে পরম মঙ্গল দান করিবার জন্যই শ্রীগুরুবৈষ্ণব হরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথার প্রত্যেকটি শব্দই প্রত্যেক মঙ্গল-লাভেচ্ছু উন্মুখ বা শ্রদ্ধাবান্ জীবের ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য। বাস্তববস্তু-প্রাপ্তিকেই কল্যাণ বা মঙ্গল বলা যায়। আবার যিনি শ্রদ্ধাবান্, তিনিই মঙ্গললাভ করিতে পারেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।"

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখেই আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, যাঁহাকে শ্রীগৌরকৃষ্ণ কৃপা করিতে, গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারই হরিকথায়, হরিসেবায় স্বাভাবিক শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। গুরুদেব বা বৈষ্ণব সেই সৌভাগ্যবান্ জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যাইবার জন্যই নিত্যকাল জগতে প্রকট থাকেন। তাঁহাদের হরিকথা, তাঁহাদের হরিকীর্ত্তনের অনুকূলে যাহা কিছু চেষ্টা, সমস্তই কেবলমাত্র সেই সেবোন্মুখ সেবাপ্রার্থী জীবকে চরম মঙ্গললাভে সহায়তা করিবার জন্য।

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব বহুবার বহুস্থানে এই কথাটি বলিয়াছেন—"যাহারা সেবা করিতে চায়, অন্ততঃ সেবা করিবার ইচ্ছাটুকু যাহাদের আছে, বহির্ম্মুখ থাকিবই, বিদ্বেষ করিবই এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাহাদের নাই, তাহাদের

হওয়াই আমাদের যত কিছু চেষ্টা, তাহাদের সবই আমাদের প্রার্থনীয়।"

শ্রীগুরুবৈষ্ণব অনুকূল-কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করিয়া থাকেন, যে সকল সুকৃতিশালী জীব সেই অনুকূল অনুশীলনে শ্রদ্ধাযুক্ত হন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণানুশীলন শিক্ষা দেন। আবার সেই শ্রদ্ধালু সাধকের হৃদয়ে যে সকল অনর্থ আছে, ভজনের প্রতিবন্ধকরূপ প্রতিকূলভাব আছে সেইগুলিকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য পাষণ্ডদলনলীলা প্রকাশ করেন। এই পাষণ্ডদলনলীলায় শ্রদ্ধাবান্ সাধকই বাস্তব উপকার লাভ করিয়া থাকেন, সুতরাং গুরু-বৈষ্ণবের এই লীলাও ভজনেচ্ছুর ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে। উন্মুখ জীবের সেবাবৃত্তিকে অপ্রতিহতা, নিত্যবর্দ্ধমানগতি-বিশিষ্টা রাখিবার জন্যই, তাঁহার ভজনপথকে কণ্টকশূন্য করিবার জন্যই গুরুবৈষ্ণব জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অন্বয়ভাবে এবং ব্যতিরেকভাবে তাঁহাকে সাহায্য করাই তাঁহাদের বার্তা।

গুরু-বৈষ্ণবের এই উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে আমরা অনেকেই পারি না। প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের বিচার—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু অন্বয়ের কথা বিশেষ বলেন নাই তিনি অনুকূল-অনুশীলনের শিক্ষক নহেন, তিনি রসিক ভক্ত নহেন! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে কেহ কেহ বলিতেন, "আপনি অন্বয়ের কথা যতটুকু পরিমাণে বলিয়াছেন বা বলিতে পারিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে কর্ম্ম জ্ঞান, অন্যাভিলাষকে গর্হণ করিয়াছেন"। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত বাণীতে, তাঁহার লিখিত হরিকথা-প্রসঙ্গে কর্ম্মজ্ঞানি-নিরাস-চেষ্টা বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়; কিন্তু তদ্দ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীল প্রভুপাদ অনুকূল অনুশীলনের কথা কিছু বলেন নাই? মায়াবাদিগণ যেরূপ মায়াকে গর্হণ করিয়াও মায়ার মধ্যেই থাকে, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও সেইরূপ ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ গর্হণ-চেষ্টা-দ্বারে কেবল কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষীদেরই সঙ্গ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রতিকূল-নিরাস-ব্যাপারটি এজগতে অনুকূলগ্রহণের সহায়করূপেই অবস্থান করে। শ্রীগুরুবর্গ যেখানে প্রতিকূলকে গর্হণ করিয়াছেন, সেইখানেই অনুকূলকে দান করিয়াছেন, তাঁহারা মায়াবাদীর ন্যায় ব্যতিরেকভাবে মায়াসঙ্গী হইয়া যান নাই। পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচার, প্রতিকূল-বর্জ্জন ও অনুকূল-গ্রহণ—দুইটিকে একই ব্যাপার বলিয়া বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমাদের এই প্রকার বিচারবিবর্ত্ত উপস্থিত হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ পাষণ্ডদলন করেন পাষণ্ডীর সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য নহে। কুরু কাম ও কংসানুচরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল, তাঁহাকে গোপ্তৃত্বে বরণকারী, পরিপূর্ণ শরণাগত ব্রজবাসী ও মথুর ভক্তগণকে রক্ষা করিবার জন্য, অসুরগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য নহে। সেবালাভেচ্ছু শ্রদ্ধালু জীবকে, শিষ্যকে সেবার পথে চালিত করিবার জন্যই শ্রীগুরুদেব-নিত্যানন্দের প্রেমপ্রচারলীলা, শিষ্যের গতিপথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্যই তাঁহার পাষণ্ডদলনলীলা। শরণাগত শিষ্যকে—নিত্যনিজজনকে লইয়াই তাঁহার 'কারবার'। হরিকথা সেই শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যেরই জন্য, বিদ্বেষীর সহিত বিরোধ করিবার জন্য গুরু-বৈষ্ণব জগতে আসেন না।

কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের লীলার এই তাৎপর্য্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি কই? শ্রীল প্রভুপাদের প্রেষ্ঠাভিমানী ব্যক্তিটির ধারণা ছিল—হরিকথা কেবলমাত্র বোকা বিষয়ীর জন্য, উহা তাহাদের নিকট হইতে অর্থ-শোষণের যন্ত্র মাত্র। শ্রীল প্রভুপাদ কাহারও নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিবার পর তিনি প্রস্থান করিলে উক্ত গুরুপ্রেষ্ঠাভিমানী শ্রীল প্রভুপাদকে বলিতেন—"আজ আপনার কথাগুলি খুব appropriate হইয়াছে, লোকটি নিশ্চয়ই কিছু মোটা ভিক্ষা দিবে"। তাঁহার বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন—হরিকথা কেবল ধনী বিষয়ীকে ধোঁকা দিবার কৌশল মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব অথবা বৈষ্ণবগণ যখন কোন বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন বা করেন, কোনও পাষণ্ডীর বিদ্বেষমূলা চেষ্টাকে গর্হণ করেন, অপরাধী কপটাচারীর মুখোস উন্মোচন করিয়া দেন, তখন আমরা সকলেই অন্তরিন্দ্রিয় উল্লাস অনুভব করিয়া থাকি। গৌড়ীয়ের বাণী যখন শুদ্ধ-গৌরাঙ্গদ্রোহী বিদ্বেষপরায়ণগণের উদ্ধত মস্তককে দলিত বিমর্দ্দিত করিয়া দিতে থাকে, তখন আমাদের আনন্দ হয়। অবশ্য আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক এবং উহা ত' অন্যায় নহেই, পরন্তু গুরুবৈষ্ণবের পাষণ্ডদলনলীলার উৎকর্ষ-দর্শনে তদীয় দাসাভিমানিগণের আনন্দ-উল্লাস হওয়াই

উচিত। কিন্তু সে-বিষয়েও ভাবিবার কথা এই যে, এই আনন্দ যেন বিজিগীষাজাত কৌতুক মাত্র না হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, হরিকথা—তাহা পাষণ্ডদলনাকারেই হউক আর অসুর-সেবার উপদেশরূপেই হউক, বিদ্বেষী বা বিরোধীর জন্য নহে। বিদ্বেষী, যাহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোন দিনই নাই, যাহারা চেতনের সহিত বিরোধকল্পে অচেতনতার শেষ সীমায় গিয়াছে, যাহারা প্রস্তরের মতই প্রাণহীন, চেতনহীন শব মাত্র, যাহারা কোনদিনই কল্যাণের পথ গ্রহণ করিবে না, তাহাদের সহিত গুরুবৈষ্ণবের ত' কোন সম্পর্কই নাই। গুরুবৈষ্ণবের বিজিগীষা নাই, বিদ্বেষীর পরাক্রম আমাদের নিকট যত তীব্রই বোধ হউক না কেন, চিদ্‌বিলাসী গুরুদেব তাহাদিগকে অচেতন প্রস্তর-রূপেই দর্শন করেন, সুতরাং কেবলমাত্র বিরোধিগণের জিঘাংসাস্থলনই গৌড়ীয়ের উদ্দেশ্য নহে। বিরোধীকে দলন করিয়া উন্মুখকে রক্ষা করাই 'গৌড়ীয়'রূপ গুরুদেবের ধর্ম্ম। গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপদামোদর তাঁহার চরিত্রে পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণ—এই দুই লীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই শ্রীস্বরূপদামোদরের প্রেষ্ঠবিগ্রহ শ্রীরঘুনাথ, তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ শ্রীজীবপ্রভু—যাঁহাকে পাষণ্ডদলনবাদী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন এই দুই প্রভু স্ব-চরিত্রে সেই দুই লীলাই প্রকট করিয়াছেন। স্বরূপের রঘুনাথ ও জীবদণ্ডপ্রভু শ্রীজীবপ্রভু ভিন্ন চিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট নহেন।

ব্রজবিলাসবিরোধী অষ্টাদশ অসুর অষ্টাদশ প্রতিবন্ধকের স্থূল প্রতীক। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের লীলায় সেই স্থূল প্রতীকগুলিকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। কিন্তু এই যে অসুর সম্প্রদায়, ইহারা আমাদের হৃদয়ে ব্রজভজনবিরোধী যে-সকল অনর্থ আছে তাহারই মূর্ত্ত প্রতীক। **গুরু-গৌড়ীয়ের বাণী যখন, ইহাদের কুচেষ্টাকে গর্হণ করেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের হৃদয়স্থ অনর্থগুলি বিদূরিত না হয়, যদি আমরা নিজেদের গলদ, নিজেদের বাধা অপসারিত করিবার প্রেরণা না পাই, তাহা হইলে গুরু-**বৈষ্ণবের এই অদ্ভুতপূর্ব্ব লীলার তাৎপর্য্য আমরা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। পাষণ্ড-দলনলীলা কি ভাবে প্রেমপ্রচারের আনুকূল্য করে, কর্ম্ম-জ্ঞাননিরাস কি প্রকারে অনুকূল-অনুশীলনের ভিত্তি স্থাপন করে, অরিষ্ট বা প্রতিবন্ধকরূপ অসুর-বিনাশের ফলে সেবা-প্রবৃত্তি কি ভাবে উত্তরোত্তর প্রগতিশীলা হয়, তাহা যদি উপলব্ধির বিষয় না হয় তাহা হইলে আমরা বিদ্বেষীকে কৃষ্ণের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করিয়া অপরাধ করিব। **বিদ্বেষীর পরাক্রম দেখিয়া 'তুলসী অপেক্ষা বিছুটির শক্তি অধিক'**—এইরূপ মনে করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িব, আবার যখন দেখিব তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, তখন একটা 'মজা' দেখিবার আনন্দ অনুভব করিব।

বিদ্বেষীর ভক্তিবিরোধী চেষ্টা বাহ্যতঃ প্রতিহত হইলেই গুরুবৈষ্ণবের পাষণ্ডদলনলীলা জয়যুক্তা হইল, নতুবা হইল না—এরূপ নহে। ভক্তি ও অভক্তি জড়জগতে চিরদিনই আছে ও থাকিবে; জড়বিলাস জড়জগতে চিরদিনই আছে ও থাকিবে; হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, জরাসন্ধ, অঘ, বক, পূতনা—চিরদিনই আছে ও থাকিবে, কারণ ইহাদের লইয়াই এই জড়জগৎ; আবার কর্ম্মজ্ঞাননিরাস-চেষ্টা, জড়বিলাস ও নির্ব্বিলাসপর্য্যবসানচেষ্টা, অসুরনিধনচেষ্টাও চিরদিন আছে ও থাকিবে। এতদ্দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এখন এত চেষ্টা-ফলেও অভক্তি-বীজের উচ্ছেদ হইল না, যখন প্রেমবন্যা উচ্ছলিত হইয়া পড়িবার পরও আবার প্রেমের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন নিত্যানন্দ-গৌরসুন্দরের শক্তিরই অভাব?—তাহা নহে। বিদ্বেষী জগতে থাকে থাকুক, অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম থাকে থাকুক, যাহারা আত্মহত্যা করিতে বদ্ধপরিকর, তাহারা তাহা করুক; কিন্তু যাঁহারা সেবা করিতে চাহেন, তাঁহারা সেবা লাভ করুন এবং তাহা তাঁহার করিয়াও থাকেন—এইখানেই গুরুগৌরাঙ্গের জীবোদ্ধারলীলার সার্থকতা। পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্যই পতিতপাবনের পতিতের দেশে অবতরণলীলা, কপট বিদ্বেষীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য নহে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীল আচার্যদেব

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব উত্তরভারতে ঊর্দ্ধত্রত উদ্‌যাপন-লীলা-প্রকটকালে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের গুরুবর্গের অনুগমনে ধর্মবিদ্বেষ-ভঞ্জন-পালনের অত্যুত্তম আদর্শ প্রকাশপূর্ব্বক ভক্ত ও সজ্জনগণের নিকট হরিকথা ও নানাপ্রকার মঙ্গলের উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বিরচিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু গ্রন্থ-সম্বন্ধে সাধারণ সংবাদপত্রের প্রশস্তি

A LIFE OF CHAITANYA.

Sri Chaitanya Mahaprabhu. By Tridandibhikhu Bhakti Pradip Tirtha. Published by Sachinath Roy Choudhuri, Aloa. Mymensingh, Price Rs 4/-

This is a biography as well as an authoritative exposition of the teachings of Sri Krishna Chaitanya, the great Bengali Vaishnavite saint who lived in the latter half of the 15th century and the first half of the 16th century and who exercised a profound influence on the religious thought not only of contemporary Bengal but also of many places outside the province. Even in his life-time he came to be regarded by his devout followers as an 'Avatar' of Sri Krishna and even today he is deemed to be such by tens of thousands in Bengal and elsewhere who follow his teachings. There are several accounts of his career, left by his disciples and other contemporaries, which all go to show that his was an extra-odinarily magnetic personality. He was, so to say, 'drunk' with divine love and was instrumental, it is said, in inducing tens of thousands to follow the path of Bhakti or unalloyed devotion to God during his life-time.

The present work is written by one of the seniormost members of the Gaudiya Mission which seeks to propagate the teachings of this saint far and wide. The work claims to be an authentic account of both the career and teachings of the saint. Chaitanya himself has not left many literary works behind him at least, such works have not been discovered so far. His 'Shikshastakam', a brief rosary of verses embodying the essence of his teachings, is highly valued by his followers and its Sanskrit text and English translation are given in the present work. The texts and translations of 'Sri Upadeshamritam' of Rupa Goswami and 'Manahsiksha' of Raghunathadas Goswami, two other authoriitative expositions of Chaitanya's teachings, are also given. There are a series of indices and a glossary which will be found helpful by the reader. The work can be had of the Gaudiya Math, Kalyandas Building, Gowalia Tank Road, Bombay 7.

'BOMBAY CHRONICLE'
—Sunday Edition
September 24, 1939.

AMONG THE NEW BOOKS.

"Sri Chaitanya Mahaprabhu" by Sri Bhakti Pradipa Tirtha (Rs. 4 net), is a beautifully written exposition of the Gaudiya Mission, of Lord Chaitanya. The movement is for the propagation of pure devotion. Love, simplicity and depth of pure feelings are the precepts of the mission, not ritual, intolerance or ignorance, which keep from all the very enlightenment they seek. The author's work affords a haven, after the storm, a storehouse of tranquillity and peace of soul.

"INDIAN LITERARY REVIEW",
Vol. X No. 6, August 1939. P. 35.

ব্রহ্মদেশে গোবর্দ্ধনপূজা

Under the Spiritual Guidance of His Divine Grace Om Vishnupad Paramahansa Sree Srimad Bhakti Prasad Puri Goswami Maharaj, the President-Acharyya of the Gaudiya Mission, Sree Sree Govardhan Puja and Annakut Mahotsab (peak of food Ceremony) were celebrated with great eclated at Sree Gaudiya Math premises, 301, Lewis street, Rangoon, on Saturday, the 11th instant. Hundreds of offerings on varieties of foods were dedicated for the 'Bhog' (Acceptance) of Lord Krishna (Sree Sree Giridharijiu) in different plates in front of the Sree Vigrahas (Lord Sree Chaitanyadev ond Sree Sree Radha Krishnajiu) and the place was nicely decorated with leaves, flowers, fragrants and lights. The offerings were dedicated to Lord after 1-36 P. M. and the place of such offeringe was open for public show at about 2 P. M. with Bhogaratrikam and congregational chorous songs of the Holy Name (Namasankirttanam). The show was continued to let open up to 8-30 P. M. A great rush of pilgrims, both male and female, was found to assemble and all of them were treatdewith Mahaprasadam. After evening-Aratrikam and Sankirttan-songs, an interesting lecture on "Sree Sree Govardhan Puja" was given by Pandit Sripad Bhatabhrita Brahmachari, and at the end after melodious Kirttan songs all the pilgrims, visitors, invited guests and sympathisers were treated with Mahaprasadam and remaining Mahaprasadam of Annakut offerings in numbers of batches. The distribution of Mahaprasadam continued up to 12 midnight and about one thousand persons were fed on 11th & (next day) 12th inst. Many prominent persons of Rangoon City and suburbs attended the function and were pleased with the Devotional Activites of the Mission.

—*The Rangoon Daily News.*

Friday, Nov 17, 1939.

প্রচার-প্রসঙ্গ

দার্জ্জিলিং—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ১৪ই নবেম্বর দার্জ্জিলিংএর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাসভবনে একটি বিদ্বজ্জনসমিতিতে সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গঞ্জাম—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-ভবন-সমিতির সেবকবৃন্দ শ্রীযুক্ত ধৃষ্টিষ্টির পাত্র ও শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পট্টনায়ক মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ আগ্রহে গত ১৫ই নভেম্বর রহুলকুণ্ডা বাহারপাদা গ্রামের সর্ব্বত্র একটি বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে পরিভ্রমণ করেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ত্রিভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারীজী একটি সভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

গত ১৭ই নভেম্বরও রাউথপুণ্ডী গ্রামে একটি নগর-সংকীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

পুরী—পুরীর শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকগণ গত ১৫ই নভেম্বর পুরীধাম-নিবাসী পি-ডব্লিউ-ডি অফিসের ক্লার্ক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পট্টনায়ক মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'অজামিল' উপাখ্যানটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কলিকাতা—ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ১০ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নভেম্বর রবিবার পূর্ণিমাতিথিতে ঊর্জব্রত ও চাতুর্মাস্যব্রত সমাপ্তি ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের ব্যাসপূজা-মহোৎসব দিবস সন্ধ্যায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দির-প্রাঙ্গণে বহু উচ্চশিক্ষিত সজ্জনপরিবৃত বহুতী সভায় "রাসলীলা" সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল আবেগভরে একটি চিত্তাকর্ষিণী ও অপূর্ব যৌক্তিকতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে মহাজনপাবলী কীর্তিত হইলে পর সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবস উপদেষ্টক ত্রিদণ্ডি অনুসন্ধানাশ্রম ভক্তিশাস্ত্রীজী ও শ্রীঅখিলপুরুষোত্তমদাস সেবাধিকারী প্রভু শ্রীযুক্ত বরোদাকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের আহ্বানে কলিকাতার হরিসাধন-সঙ্ঘে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ত্রুটী-স্বীকার

আমরা কিছুকাল পরমারাধ্যতম গুরুবর্গের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজনগণের পাদপদ্মাঙ্কিত স্থান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে বিচরণ করিতেছিলাম। এজন্য সাক্ষাদ্ভাবে 'গৌড়ীয়'-কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই। আমাদের অনুপস্থিতিকালে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে 'গৌড়ীয়'র ১৫শ-১৬শ সংখ্যার ২১৯ পৃষ্ঠায় "রিপু" শীর্ষক প্রবন্ধটি ও বিদ্বৎপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ **ঐ প্রবন্ধটি আদৌ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত নহে।** যাঁহারা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষা ও ভক্তিসিদ্ধান্ত অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করিবামাত্রই ইহা যে ঠাকুরের রচিত নহে বুঝিতে পারেন। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত সিদ্ধান্ত ও কতিপয় প্রমাণ কখনই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমর্থিত নহে বা হইতে পারে না। গোবিন্দদাসের কড়চার অপসিদ্ধান্তকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখনই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন নাই ও করিতে পারেন না। ঐ প্রবন্ধে অত্যন্ত অপরিপক্কসিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীরূপানুগ অন্যান্য গুরুবর্গ **'মাৎসর্য্য'কেই প্রধান 'রিপু'** বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তানুসারে নির্মৎসরগণই সাধু।

আমরা ভ্রমণান্তে যখন 'গৌড়ীয়'-কার্য্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া "গৌড়ীয়ে" ঐ প্রবন্ধটী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামে প্রকাশিত দেখিলাম, তখন অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হইলাম। ব্রজমণ্ডলের বনে বনে ভ্রমণকালে 'গৌড়ীয়ে'র জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া প্রেরণ করিবার সুবিধা না থাকিলেও প্রায় পঁচিশ মাইল ঘুরে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের অনুসন্ধান করিয়া তথা হইতে রেজিষ্ট্রার্ড ডাকে 'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু ডাকের গোলমালে ঐ সকল প্রবন্ধ 'গৌড়ীয়'-কার্য্যালয়ে পৌঁছিতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল। কাজেই আমাদের অজ্ঞাতসারে ও অনুমোদন ব্যতীতই ঐরূপ এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্মসমূহের মধ্যেও বিভিন্ন লেখক-গণের অনবধানতা নিবন্ধন কতকগুলি কথা যথাযথভাবে অর্থাৎ শ্রীল আচার্য্যদেবের কথিত বাক্যের ভাব সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। 'গৌড়ীয়ের' ১৮শ খণ্ড ১৪ সংখ্যার ২৩৮ পৃষ্ঠায় 'দুর্গমসঙ্গমনীর' ইংরেজী অনুবাদটী ঠিক হয় নাই। 'সঙ্গমনীটি' কখনই 'দুর্গম' নহে, "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু" জীবের পক্ষে দুর্গম। সেই সিন্ধুর বিন্দু পান করা জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু কৃপাপূর্বক 'সঙ্গমনী' অর্থাৎ 'সেতু' bridge or jetty অর্থাৎ টীকা প্রস্তুত করিয়া সিন্ধুর বিন্দু পান করিবার পক্ষে সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

আমাদের এই ত্রুটির জন্য পূজনীয় শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববর্গ তথা 'গৌড়ীয়ে'র পাঠক ও সজ্জনগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ ; ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯

শ্রৌতবাণী

শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জনগণের আর অন্য কোন কৃত্য নাই,—কেবল মহাবদান্যের কৃষ্ণ-প্রেমভাণ্ডারের পসরা লইয়া দ্বারে-দ্বারে বিতরণ। তাহাই তাঁহাদের প্রেমময় জীবনের কৃষ্ণসেবা-জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়।

—শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণভক্তগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সমস্ত কার্য্যদ্বারা কৃষ্ণেরই অনুশীলন করেন, তাহাতে মর্য্যাদাপথের সেবামাত্র না হইয়া সর্ব্বতোভাবে হরিসেবা হইতে থাকে। —শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড ১১০ পৃঃ

বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার যোগ্যতা ভগবত্তায় নাই ; কিন্তু পৃথিবীর মানুষগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই 'ঈশ্বর' বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছেন। শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত জগতের সর্ব্বত্র 'বুৎপরস্ত' বা Idolatry চলিতেছে।

—শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, ৯৮ পৃষ্ঠা

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই প্রপঞ্চে আগত অখিল জীবগণের সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদাতা। নাম নামীকে অভিন্নজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণনামভজনই প্রকৃত উত্তম ভগবদ্ভজন। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির গর্ব্ব-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া দশপ্রকার অপরাধ সঞ্চয় করিয়া শ্রীনামসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া কোন গৌড়ীয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। অপরাধ সঞ্চয়-ফলে দেহারাম, দ্রবিণৈষণা, লোকসংগ্রহ, বহ্বীশ্বরবাদ ও উৎকট অবৈধ লোভের আবরণে শ্রীনামভজনে ঔদাসীন্য ও নানাপ্রকার নামগ্রহণ-ছলনারূপ কপটতা কোনদিনই গৌড়ীয়ের কোন মঙ্গল প্রসব করিতে পারে না। তজ্জন্যই গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ মাদৃশ অনভিজ্ঞের অনুরোধক্রমে জগতে হরিকথা প্রচার করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে আয়োজন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। —শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, ১৩৩ পৃঃ

প্রশ্নোত্তরস্তম্ভ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

কোন জিজ্ঞাসু প্রবর নিম্নলিখিত প্রশ্নটী আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। অনেকের এরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া সাধারণের সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে এই প্রশ্নটীর উত্তর আমরা পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।

প্রশ্ন—'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' পাঠ করিয়া জানিয়াছি যে, কৃষ্ণ-লীলা জড়ীয় বা ঐতিহাসিক নয়। ভাগবতে যে কৃষ্ণ-কথা আছে তাহা কি ঐতিহাসিক নয়? মানবরূপধারী কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বের উপদেশদানে পূজনীয় ব্যাসদেব কি কোনপ্রকারকে তুষ্ট করিয়াছেন? ভাগবতের বর্ণন-মধ্যে কোন্ কোন্‌টী সমাধিলব্ধ-জ্ঞান ও কোন্ কোন্‌টী ঐতিহাসিকবার্ত্তা তাহা জানিতে বাসনা করি।

উত্তর—সমস্ত বেদ-সারস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা যত কিছু বর্ণিত হইয়াছে সে সমুদায়ই অপ্রাকৃত এবং সমাধিলব্ধ। তাহা কিছুই জড়ীয় বা ঐতিহাসিক নয়। শ্রীকৃষ্ণলীলার জন্ম, কর্ম্ম, ধাম, রূপ ও গুণ সমস্তই অপ্রাকৃত, ইহাতে কিছুমাত্র কল্পনার কার্য্য নাই। ইহা নিত্যসত্য ও চিন্ময়। দ্বাপরযুগে সেই পরমতত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা-ক্রমে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবলে সেই নিত্যলীলা প্রপঞ্চমধ্যে প্রকটিত হয়। প্রপঞ্চে চিন্ময়তত্ত্বের বিচিত্র ব্যাপার উদয়ের কোন প্রাকৃত বিধি নাই। কিন্তু পরমতত্ত্বের অচিন্ত্য শক্তি কোন বিধির অধীন নয় এবং সর্ব্বদা স্বতন্ত্র। অতএব প্রকৃতির নিয়মসকলকে অতিক্রম করত সেই নিত্যলীলা জড়জগতে উদিত হয়। উদিত হইলেও সেই প্রকটিত তত্ত্ব জীবগণের ত্রিবিধ অধিকার-ভেদে ত্রিবিধ প্রতীতি বিস্তার করে। জীবের ত্রিবিধাধিকার এই,—কর্ম্মাধিকার অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত জড়াচ্ছন্নতা, জ্ঞানাধিকার অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-লক্ষণ জড়শূন্যতা ও ভক্ত্যধিকার অর্থাৎ অপ্রাকৃত তত্ত্বানুভব-যোগ্যতা। ত্রিবিধ প্রতীতি এই,—জড়প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও তল্লীলাকে জড়বৎ উপলব্ধি হয়), আধ্যাত্মিক প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মূলতত্ত্ববিচারে দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতা ও প্রকট-লীলায় মায়া ও মায়িক বিষয়রূপ দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা লক্ষিত হয়) এবং অপ্রাকৃত প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা স্বীকার ও অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে সমস্ত চিন্নয়তত্ত্বের প্রপঞ্চ-বিষয় পরিলক্ষিত হয়)। লীলাতত্ত্বকে ঐতিহাসিক বলিলে তাহা দেশকালাধীন মায়িকতত্ত্ব হইয়া পড়ে। কাল্পনিক বলিলে তাহা আধ্যাত্মিক হইয়া পড়ে। শুষ্কতর্কগণ তদুভয়ের কোনটীই স্বীকার করেন না।

লীলাতত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব সমাধিদ্বারা উপলব্ধ হয়। সমাধি দুই প্রকার—আধ্যাত্মিক ও সাক্ষাৎ। আধ্যাত্মিক সমাধিদ্বারা চিন্ময় বৈচিত্র্য লক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে নির্ব্বিশেষ-প্রতিজ্ঞা প্রথম হইতেই চিন্ময়তার স্ফূর্ত্তিকে খর্ব্ব করে। সাক্ষাৎ-সমাধি জীবের চিচ্চক্ষুর সাক্ষাৎ-ক্রিয়াবিশেষ। তাহা কেবল শুদ্ধভক্তদিগের শুদ্ধচিদ্বিশেষ-দর্শন-প্রতিজ্ঞা হইতে লব্ধ হয়। ব্যাসদেব সাক্ষাৎ-সমাধিদ্বারা নিত্যধামগত এবং প্রপঞ্চ-প্রকটিত লীলাতত্ত্বের অদ্বয় এবং নিত্যবৈচিত্র্য দর্শন করত তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা॥

এবম্বিধ অপ্রাকৃত-লীলাস্ফূর্ত্তি কর্ম্মীদিগের বিষয়বিদূষিত অন্তঃকরণে অথবা জ্ঞানীদিগের নির্ব্বিশেষ-প্রতিজ্ঞাহত চিত্তে কখনই সংঘটন হয় না। অবিদ্বৎপ্রতীতিই তাহাদের উপলব্ধ হয়। চিন্নয়তত্ত্বে বিশেষ বৈচিত্র্যজিজ্ঞাসু ভক্তদিগের মায়াবিমুক্ত নির্ম্মলচিত্তদর্পণেই কেবল বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হয়। কৃষ্ণলীলা প্রপঞ্চে উদিত হইলেও ভক্তিহীন ব্যক্তিদের নিকট মায়িক লীলারূপে প্রতীত হয়। সূর্য্য উদিত হইলেও জন্মান্ধ, তথা পীড়াচ্ছন্ন-চক্ষুবিশিষ্ট এবং মেঘাবৃত গগনতলস্থ পুরুষদিগের নিকট তাহা পরিদৃষ্ট হয় না অথবা বিপর্য্যয়রূপে লক্ষিত হয়। জগতের চক্ষে প্রপঞ্চে প্রকট কৃষ্ণলীলাও তদ্রূপ।

কর্ম্মজড়দিগের ত' কথাই নাই, কেবল জ্ঞান-অন্বেষণ-কারীদিগের সম্বন্ধেও অপ্রাকৃতলীলা দুর্ব্বোধ্য। জীব যখন কর্ম্মজ্ঞানকে অপার্থ জানিয়া ভক্তিবিষয়িণী শ্রদ্ধা লাভ করেন, তখন সাধুগুরুপদাশ্রয় করত তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হন। সেই উপদিষ্ট তত্ত্বের অনবরত অনুশীলনকে ভজন-ক্রিয়া বলা যায়। সাধনদশায় যে পর্য্যন্ত অপ্রাকৃততত্ত্ব স্ফূর্ত্তি না হয়, সেপর্য্যন্ত ভজন কেবল ভজনাভাসরূপে থাকে। কিন্তু ফলশ্রুতে চিত্তরসতত্ত্বে যখন গাঢ় আসক্তি সহকারে ভজন হয়, তখনই ভগবৎ-কৃপালব্ধ শক্তিসঞ্চাররূপে স্বরূপানুভূতিরূপ সাক্ষাৎ-সমাধি উদিত হয়। তাহা হইলে

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

এই প্রণালীক্রমে জিজ্ঞাসুগণ সংশয়হীন হন। অতএব ভজনারম্ভের পূর্ব্বে প্রশ্নজিজ্ঞাসা এবং প্রশ্নোত্তরপ্রাপ্তিতে কখনই স্বরূপানুভব উদিত হয় না। স্বরূপপ্রাপ্তির ক্রম অবলম্বন করিলেই প্রাপ্য বিষয় লব্ধ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে সব লীলা বর্ণিত আছে সে সমুদায়ই কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারীর উপযোগী। অধিকার-ভেদে সেই সমস্ত লীলায় স্ফূর্ত্তি-তারতম্য আছে এইমাত্র। কৃষ্ণলীলা ব্যতীত অন্যান্য রাজাদিগের যত চরিত্র বর্ণিত আছে সে সমুদায় ঐতিহাসিক বার্ত্তা বটে, কিন্তু কৃষ্ণলীলা সমুদায় অপ্রাকৃত; কখনই জ্ঞানীদিগের আধ্যাত্মিক কল্পনা বা কর্ম্মীদিগের জড়ীয় বর্ণনারূপ ইতিহাস নয়। প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াও কৃষ্ণলীলা স্বীয় অপ্রাকৃতধর্ম্ম কিছুমাত্র ছাড়ে নাই অর্থাৎ দেশকালাদির অধীন হয় নাই। তবে যে জড়ীয় দেশ-কালাদির অধীনরূপে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল তল্লীলাদর্শক জীবগণের অধিকার-ভেদে সকল আধিষ্ঠিক প্রতীতিমাত্র।

অনেকে 'কৃষ্ণসংহিতা'র অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। তাহা নিরর্থক। অপ্রাকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য জানিতে পারিবেন।　　[২]

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় আমাদিগকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সেই প্রশ্নটি উত্তর-সহিত প্রকাশ করিতেছি—

প্রশ্ন—ব্রহ্ম পরমাত্মা নির্গুণ ও ভগবান্ সগুণ অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ভগবান্ নির্গুণ, ব্রহ্ম তাঁহার 'অঙ্গকান্তি' ও পরমাত্মা 'অংশ' বলিয়া উক্তি করেন। ইহার বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি, আপনার সরা পত্রী সজ্জন-তোষণীতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলে চির-বাধিত হইব।

উত্তর—প্রশ্নকর্ত্তা উক্ত প্রশ্নের বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বেদান্ত-সম্মত সিদ্ধান্তের নাম 'বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত'। 'বেদান্ত' কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে লোকের অনেক সন্দেহ আছে। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, বৈষ্ণবদিগের মত ও বেদান্তমত পরস্পর পৃথক্। সাধারণে এইরূপ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ ভাগবতাদি পুরাণ অবলম্বন করিয়া চলেন। পুরাণসকল বেদান্ত হইতে পৃথক্ শাস্ত্রবিশেষ। তাঁহাদের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই 'বৈদান্তিক মত'। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক। আমরা প্রথমেই সেই ভ্রম দূর করিতে যত্ন পাইব।

বেদের শিরোভাগকে 'উপনিষৎ' বলে। উপনিষৎ অনেক। তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য প্রভৃতি দশটি 'উপনিষদ্' বলিয়া সর্ব্বকালে স্বীকৃত আছে। সেই 'উপনিষদ্' বাক্যের নামই 'বেদান্ত'। 'বেদান্ত' শব্দে বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বুঝায়।

'উপনিষদ' বাক্যসকল প্রায় পরস্পর সংযুক্ত নয়। 'উপনিষদ্' গ্রন্থে বিষয় বিভাগ পূর্ব্বক কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নাই। প্রত্যেক বাক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন অল্পমেধাবী ব্যক্তির পক্ষে 'উপনিষদ্' বাক্যে বেদান্ত-জ্ঞান লাভ করা দুঃসাধ্য।

পরমদয়ালু সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস জীবের সুবিধার জন্য বেদত বেদ সকলকে বিভাগ করিলেন, সেইরূপ 'উপনিষদ্' বাক্যের তাৎপর্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্ত-বাক্যার্থ সংগ্রহ করত প্রায় সাড়ে পাঁচশত সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া 'বেদান্ত-সূত্র' বা 'ব্রহ্মসূত্র' বলিয়া নামকরণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ এই সূত্রসকলের যথার্থ অর্থ-সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে তিনি নারদের আজ্ঞাক্রমে পারমহংস্যসংহিতারূপ 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ' নির্ম্মাণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাস-কৃত বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল সিদ্ধান্ত আছে, সে সমুদায়ই যথার্থ

বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হন, তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবতরূপ 'ভাষ্যই' জীবের পক্ষে 'বেদান্ত-বাক্য' বলিয়া গৃহীত হইবে।

আমাদের প্রেরকার জিজ্ঞাস্য বিষয়ে বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যস্বরূপ ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ 'তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' বলিয়া শব্দিত হন। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, অদ্বয়তত্ত্বই সমস্ত সিদ্ধান্তের চরম বিশ্রামস্থল। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ যখন সেই অদ্বয়তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, তখন উক্ত প্রকাশত্রয়ের মধ্যে কেহ সগুণ ন'ন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সমস্তই 'নির্গুণ'।

'অদ্বয়জ্ঞান' কাহাকে বলে, তাহা বিচার করা উচিত। অনেকে মনে করেন যে, 'কেবল অভেদ-বাদ'কে 'অদ্বয়জ্ঞান' বলে। তাহা নয়। 'কেবল অভেদবাদ' সমস্ত বেদবিরুদ্ধ। বেদ অনেকস্থলে অভেদবাদ এবং অনেকস্থলে 'নিত্যভেদ' উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ, অতএব কোন বিষয়ে মতভেদ তাহাতে নাই। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। শ্রুতিবিধানে এই বিশ্ব ও জীবসকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাঁহা হইতে অভেদ। 'দ্বৈত' ও 'অদ্বৈত' একই কালে সত্য, অতএব অদ্বৈততত্ত্বে জড় হইতে আত্ম-তত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের নিত্য পার্থক্য আছে। এই 'ভেদাভেদ-তত্ত্ব' যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞান-সিদ্ধি হইয়া থাকে। দ্রষ্টৃস্বরূপ জীব সেই পরমতত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত-দৃষ্টির বশীভূত, তখনই তাঁহার 'কেবল ভেদ' দৃষ্টি হয়। জড় একটি নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্‌রূপে ভাসমান হয়। ইহারই নাম "ভেদজ্ঞান"। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভেদজ্ঞান থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইতে হইতেই প্রথমে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে। প্রাকৃত দৃষ্টি আর থাকে না। ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া প্রকৃতিকে আর বোধ হয় না। এই অবস্থায় অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম-জ্ঞানময়। ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া বিচারক জীব যখন আত্মাকে পৃথক্ করিয়া লন, তখনই ঐ অদ্বয়জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পরমাত্মস্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন আর অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকে না। পরা প্রকৃতিরূপ জীবচৈতন্যই তখন প্রতীত হয়। ইহাই অদ্বয়জ্ঞানের 'দ্বিতীয় প্রতীতি'। পরমাত্মতত্ত্বে দৃঢ়ীভূত হইয়া বিচারক জীব যখন পরম-চৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া দৃষ্টি করেন, তখনই সেই অদ্বয়তত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রতীত হয়। তখন অদ্বয়জ্ঞানের নাম 'ভগবান্'। ভগবদ্-দর্শনই জীবের অদ্বয়জ্ঞানের চরমাবস্থা। তখন পরম বস্তু আর পরা ও অপরা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না থাকায়, তাহার স্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে হইয়া পড়ে। অতএব ভগবান্‌ই অদ্বয়তত্ত্বের চরম প্রকাশ, পরম নির্গুণ ও বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। যাঁহারা ভগবান্‌কে 'সগুণ' ও ব্রহ্ম-পরমাত্মাকে 'নির্গুণ' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ বেদান্তবিচারে পটু ন'ন, অদ্বয়তত্ত্বের যাথার্থ্য লাভ করেন নাই।

পাঠক মহাশয় যদি 'ব্রহ্মসূত্রে'র তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ষোড়শ সূত্রটি বিচার করিয়া দেখেন, তবে আমাদের সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। সূত্রটি এই :—

'ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ।'

—এই সূত্রের 'কেবল অদ্বৈতভাষ্যে' কোন প্রকার ভাল সিদ্ধান্ত নাই। রামানুজাদি পরমপণ্ডিতগণ এই সূত্রটির ভাষ্যবিচারে যে প্রত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন, সে সমুদায় বিচার করিলে স্থানাভাব হয়। অতএব আমরা কেবল নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়া সন্তুষ্ট হইব।

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥

সেই অদ্বয়জ্ঞানরূপ অচ্যুততত্ত্ব স্বরূপতঃ একমাত্র ভগবান্। জীব দৃষ্টিভেদক্রমে তাঁহার ভিন্ন প্রকাশ দর্শন করেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে একই 'বৈদূর্য্য মণি' ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রকাশ করে। তদ্রূপ সেই ভগবদ্রূপ 'তত্ত্বমণি' জীবের অধিকারভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে

ভাসমান হয়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের অধিকার ভেদ কত প্রকার ?

জীবের বুদ্ধি ও ক্ষমতাভেদে অধিকার নানাপ্রকার। সেই অধিকারসমূহ স্থূলবিচার দ্বারা তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। সেই তিনটি অধিকারের নাম—'জ্ঞান', 'যোগ' ও 'ভক্তি'। জ্ঞানাধিকারে অবস্থিত পুরুষ সেই 'তত্ত্বমসি'কে 'ব্রহ্মস্বরূপে' দৃষ্টি করেন। যোগাধিকারে অবস্থিত ব্যক্তি তাঁহাকে 'পরমাত্মস্বরূপে' দৃষ্টি করেন। ভক্ত্যধিকারে অবস্থিত জীব সেই তত্ত্বমসির 'ভগবৎস্বরূপ' দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন।

ভগবৎস্বরূপই 'পূর্ণস্বরূপ,' যেহেতু তাহাই 'বিশেষ্য তত্ত্ব'। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই 'বিশেষ্যে'র 'বিশেষণদ্বয়'। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না। তখন ব্রহ্ম ছিল না। জগৎ সৃষ্টি হইলে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এইভাবে ভগবানের একটি বিশেষণীয় আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে দুইটি ভাব আছে। একটি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। দ্বিতীয়টি সমস্ত সৃষ্ট বা সগুণ বস্তুর ব্যতিরেক চিন্তাবিশেষ। উভয় ভাবই বিশেষণীয় ভাব। অতএব 'ব্রহ্ম'ই ভগবানের "জ্যোতিঃস্বরূপ" বিশেষণ সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে 'ব্রহ্ম'কে ভগবানের 'অঙ্গকান্তি' বলিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থতাই হইয়া থাকে। পরমাত্মা'কে ভগবানের 'অংশ' বলিলে কোন দোষ হইতে পারে না। জীব-সৃষ্টির সহিত ভগবানের যে অংশাবির্ভাব, তাহা ভগবদ্গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

বোধ হয় অমৃত বাবুর আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। যদি কোন সন্দেহ হয়, তবে লিখিবেন।

ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত ?

[২]

অগ্রহায়ণ মাসের (১৩৪৬) "ভারতবর্ষ" পত্রে—"ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত ?" শীর্ষক প্রবন্ধলেখকের "অধিক সম্মতি বা ভোটের বলে" শঙ্করভাষ্যকে ব্যাস-সম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ও যুক্তির অযৌক্তিকতা এবং তদ্দ্বারা শঙ্করভাষ্য যে অধিকসংখ্যক ভাষ্যলেখক আচার্য্যের 'ভোটে'র দ্বারাই ব্যাসানুমোদিত বলিয়া গৃহীত হয় নাই, তাহা গত সপ্তাহের "গৌড়ীয়ে" প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও বর্ত্তমান নিম্বার্ক-ভাষ্যে শাঙ্করমতের স্পষ্ট খণ্ডন দৃষ্ট হয় না, তথাপি 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদে'র প্রতিজ্ঞাসমূহ 'কেবলাদ্বৈতবাদে'র বিরোধী। কেহ কেহ বলেন,—ভেদাভেদবাদী ভাস্করের ভাষ্যেই শাঙ্করমত নিরস্ত হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমানে যে নিম্বার্কভাষ্য পাওয়া যায়, তাহাতে পৃথক্ করিয়া শাঙ্করমত খণ্ডিত হয় নাই; নিম্বার্ক ও তচ্ছিষ্য শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া দেবাচার্য্য যে বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে শাঙ্করমতের খণ্ডন আছে।

"ভারতবর্ষে"র প্রবন্ধ-লেখক রাজেন্দ্র বাবু তাঁহার কল্পিত যে দ্বিতীয় পথ বা উপায়টির দ্বারা আচার্য্যগণের পরিমাপ করিতে চাহিয়াছেন, সেই পথ বা উপায়টিও দোষদুষ্ট। আচার্য্যগণ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। তাঁহারা রাজেন্দ্র বাবুর কল্পিত আইনের কবলে কবলিত হইয়া চলিবেন, না চলিলে রাজেন্দ্র বাবু তাঁহাদিগকে আসামী বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন—এইরূপ বিচার ও যুক্তিজাল সম্পূর্ণ অশ্রৌত এবং দৈন্যের আবরণে নাস্তিকতা ও অসৎসাম্প্রদায়িকতা-বিজৃম্ভিত। মুখে 'আচার্য্য' বলিব অথচ তাঁহাকে আমার ভ্রম-প্রমাদদুষ্ট বিচারের আসামী করিব, ইহা অশ্রৌতপথাবলম্বী বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকগণেরই স্বভাবে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ সেইরূপ বিচার অবলম্বন করিলে আচার্য্য শঙ্করও দোষী হইয়া পড়েন। শঙ্করভাষ্যে অন্যান্য ভাষ্য অপেক্ষা অল্প দোষই হউক আর অধিক দোষই হউক যখন রাজেন্দ্র বাবুর যুক্তি অনুসারেই শঙ্করভাষ্যে দোষ

* অশ্রৌতপথাবলম্বিগণ আচার্য্যের দোষ স্বীকার করেন না। যথা আচার্য্য শঙ্কর সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য :—

আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৮০

রহিয়াছে, তখন শঙ্করভাষ্যও ব্যাস-সম্মত হইতে পারে না। 'উপলভ্যমান' ভাষ্যসমূহের মধ্যে কোন ভাষ্যবিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা কম দোষ থাকিলেই যে তাহা ব্যাসসম্মত হইবে—এইরূপ বিচার কখনও যুক্তিযুক্ত নহে; বরং যাহাতে শ্রৌতপথে সম্পূর্ণ দোষনির্ম্মুক্ত কোনও ভাষ্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, সেরূপ প্রযত্নই যুক্তিযুক্ত।

রাজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"একমাত্র যুক্তিই সর্ব্ববাদি-সম্মত বিষয় হইয়া থাকে, যুক্তিসিদ্ধ কথাই সকলে বুঝিতে সমর্থ হয়, যুক্তি-বহির্ভূত বিষয় লোকের বুদ্ধিগম্য হয় না।"—(ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, ৮২০ পৃষ্ঠা)

কিন্তু এইরূপ বিচারের প্রতিবাদ সমস্ত আস্তিক আচার্য্য-গণই—করিয়াছেন।

যস্ত যুক্তিবলং ধর্ম্মস্তং নির্ণয়ং বর্ণয়েদ্‌ যদিঃ।
লাঘবাং স সকৃচ্ছুদ্ধ্যৈ পিবেদাচমনোদকম্‌॥

যাঁহারা কেবলমাত্র যুক্তিবলেই ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা লাঘব-যুক্তি-প্রদর্শনে শুদ্ধির জন্য একবার মাত্রই আচমন-জল পান করিতে পারেন।

পুনরুক্তত্বদুষ্যা চ মন্ত্রাবৃত্তিং পরিত্যজেৎ।
পরোপকারযুক্ত্যা চ গচ্ছেৎ কামাতুরাঙ্গনাম্‌॥
দেহবন্ধাদহির্জীবান্‌ কুর্য্যাৎ কারাগৃহাদিব।
অনাদি-নিত্যা বাগ্‌ বাচ্যা ধর্ম্মসিদ্ধৌ ততোঽখিলৈঃ॥

মন্ত্রের বারম্বার জপ করিলে উহাতে পুনরাবৃত্তি দোষ হয়, এই যুক্তি দেখাইয়া তাঁহারা মন্ত্র জপ পরিত্যাগ করিতে পারেন। পরোপকার হইবে, এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া কাম-পীড়িতা স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিতে পারেন। কারাগৃহ হইতে লোককে মুক্তি করিলে তাহার যেরূপ শাস্তি হয়, সেইরূপ দেহবন্ধন হইতে জীবকে বহির্গত করিলে শাস্তি হইবে এরূপ যুক্তিবলে তাঁহারা জীবহত্যা করিতে পারেন। অতএব এরূপ যুক্তিবলে ধর্ম্ম নির্ণয় অসম্ভব বলিয়া ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য অনাদিসিদ্ধ নিত্য বেদ-বচনকেই সকলের অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য।

রাজেন্দ্র বাবু সূত্র-রচনা-বিষয়ে ব্যাসদেবের কতিপয় বা বহু নিয়ম আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন এবং সেই গুলির দ্বারাই তিনি কাহার ভাষ্য অধিক ব্যাস-সম্মত, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন।

"ব্যাসদেবের সূত্র-রচনার বহু নিয়ম আছে, আমরা সেগুলি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং তাহার দ্বারাই এই তুলনা করিয়াছি। সূত্রব্যাখ্যায় এই সব নিয়মের যিনি যত লঙ্ঘন করিবেন, তিনি তত ব্যাসমত হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচিত হইবেন, আর যিনি যত পালন করিবেন, তিনি তত ব্যাসমতের নিকটবর্ত্তী হইবেন।"—(ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬, ৮২২ পৃষ্ঠা)

শ্রীব্যাসদেবের সূত্ররচনার সকল নিয়মই কি রাজেন্দ্রবাবু নিঃশেষে আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন? অথবা ত্রিকালদর্শী, ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষনির্ম্মুক্ত, অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যগণ শ্রৌতপথে থাকিয়া শ্রীব্যাসদেবের সূত্র-রচনার যে সকল নিয়ম বা কৌশল অবগত হইতে পারেন নাই, বা শ্রৌত-পারম্পর্য্যে তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশিত হয় নাই, তাহাও রাজেন্দ্রবাবু আবিষ্কার করিয়া লোকোত্তর আচার্য্যগণের অপেক্ষাও নিজকে অধিক শক্তিশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া কি দাবী করেন? নিত্যসিদ্ধ জগদ্‌গুরু ও ভগবৎপ্রেরিত জন অপেক্ষাও কি রাজেন্দ্রবাবু ব্যাসের অভিপ্রায় অধিক আবি-ষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন? মনে হয়, কোন সুধী ব্যক্তিই নিত্যসিদ্ধ জগদ্‌গুরু আচার্য্যগণ অপেক্ষা রাজেন্দ্রবাবুকে অধিকতর ভ্রম-প্রমাদ-নির্ম্মুক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ বা ব্যাসের অন্তরঙ্গবেত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। কাজেই শঙ্করসম্প্রদায়ের বৈদান্তিক সন্ন্যাসিগণের শ্রেষ্ঠ প্রাচীন আচার্য্য শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদ অসৎ সাম্প্রদা-য়িকতারহিত হইয়া নিষ্কপটে যে কথাটি বলিয়াছিলেন, সেই বাক্যের অনুসরণ করিলে ব্যাসের হৃদয় বা ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

আচার্য্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তা'তে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে॥
'ভগবত্তা' মানিতে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে॥
'মীমাংসক' কহে—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে, 'জগতের প্রকৃতি কারণ'॥
ন্যায় কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়'।
'মায়াবাদী' নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে 'হেতু' কয়॥

'শাস্ত্রজ্ঞ' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান'।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত' বর্ণন॥
তা'তে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্ত মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো'যেন গতঃ স পন্থাঃ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব' সার॥
(চৈঃ চঃ ম ২৪।৪৬-৪২, ৪৪—৪৭)

রাজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি শ্রুতির মীমাংসা। শ্রুতিতে নাই এমন কথা এই সূত্রগ্রন্থে আলোচিত হইবে না, অথবা শ্রুতির উপদিষ্ট বিষয় উপেক্ষা বা বর্জ্জন করাও চলিবে না। যদি কেহ এইভাবে সূত্রের ব্যাখ্যা না করেন, শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সূত্রব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা ব্যাস-সম্মত ব্যাখ্যা হইবে না।"

ব্রহ্মসূত্র শ্রুতির 'মীমাংসা' বটে; কিন্তু 'শ্রুতি' বলিতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বা কেবলাদ্বৈতমতবাদিগণ তাঁহাদের মতবাদ-পোষকরূপে যে কয়েকখানি শ্রুতির যে কয়েকটি 'মন্ত্র'-মাত্রকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই কি ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য শ্রুতিরূপে গৃহীত হইবে? শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে মহর্ষি বোধায়ন, গুহদেব, ভারুচি, দ্রবিড়াচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ বা শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসের নিকট হইতে পরে গুরুপরম্পরায় যে সকল শ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছেন বা দর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রুতিসমূহ কি "শ্রুতি"-পদবাচ্য হইবে না? কেবলাদ্বৈতবাদিগণ যে-সকল শ্রুতিকে বিলুপ্ত করিয়াছেন বলিয়া সৎসম্প্রদায় ও মহাজনগণের মধ্যে প্রবাদ রহিয়াছে, অথবা নানাপ্রকার ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে যে-সকল শ্রুতি বিলুপ্ত এবং শাঙ্করভাষ্যধৃত শ্রুতি ব্যতীত আরও যে সকল শ্রুতি শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীভাস্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কি ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য শ্রুতি বলিয়া গৃহীত হইবে না? পঞ্চম বেদ মহাভারত এবং শ্রুতিকথিত পুরাণ' ইতিহাস প্রভৃতির বাক্যসমূহ কি 'শ্রুতি' বলিয়া গৃহীত হইবে না? যদি ঐসকল 'শ্রুতি' বলিয়া গৃহীত না হয়, তবে কি বুঝিতে হইবে না যে, উহার মধ্যে অন্য কোন প্রকার অভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে? আচার্য্য শঙ্করের উদ্ধৃত শ্রুতির প্রাদেশিক বাক্যসমূহই 'মহাবাক্য' আখ্যায় আখ্যাত হইবে, 'অষ্টমন্ত্র' বা এমন কি 'প্রণব' কেন 'মহাবাক্য' রূপে আখ্যাত হইবে না? নিজের সুবিধা-মত কতিপয় শ্রুতির কতিপয় মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অন্যান্য শ্রুতি বা তাঁহাদের কোন কোন মন্ত্রকে পরিহার করিবার চেষ্টা কি অভিসন্ধিমূলক অশ্রৌতপন্থা নহে? দুইটি গাভীর মধ্যে দুগ্ধ উপস্থিত হইলে একটি গো-মাতাকে বিনাশ করিয়া আর একটি গাভীর সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা কি সদ্ধর্ম্ম-সঙ্গত? অথবা একটি গাভীকে প্রথমে পূজার অভিনয় করিয়া অন্তিমে উহার বিনাশ-চেষ্টা কি প্রশংসনীয় ব্যাপার? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এজন্য বলিয়াছেন,—'উপনিষদ্-বাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজকৃত সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ সেই মুখ্য অর্থই জ্ঞাতব্য। তাহা ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায়, এবং শব্দের 'অভিধা-বৃত্তি' ছাড়িয়া যে 'লক্ষণা' করা যায়; তাহা অমঙ্গলজনক।

উপনিষদ্ শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য—ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের 'লক্ষণা'॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ—প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই, শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই মহা-পবিত্র হয়॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয়।
'লক্ষণা' করিতে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়॥
ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্মনিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুন-রপি হ'য়ে যায় লয় ॥
'অপাদান' 'করণ' 'অধিকরণ' কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥
ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন ॥
সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৩৩-১৩৯ ; ১৪১-১৪৬

সাত্বত পুরাণ-তন্ত্রাদি শ্রুতির পূরণ ও বিস্তার করেন ('তন্' ধাতু বিস্তারে)। এজন্যই সাত্বততন্ত্র 'হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে'র প্রমাণের দ্বারা নির্বিশেষ ও সবিশেষ 'শ্রুতির' প্রকৃত তাৎপর্য্য আচার্য্যগণ ও সর্ব্বাচার্য্যশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নির্ণয় করিবার কথা বলিয়াছেন।

কেবলাদ্বৈত মতবাদিগণ "অর্দ্ধকুকুটীন্যায়" অবলম্বনে শ্রৌতশাস্ত্রের কিয়দংশ মুখে স্বীকার করেন, কিয়দংশ করেন না। যেমন, আচার্য্য শঙ্কর মহাভারতের "অনুশাসন-পর্ব্বে"র অন্তর্ভুক্ত 'বিষ্ণু-সহস্রনাম', মহাভারতের 'ভীষ্ম-পর্ব্বে'র অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মহাভারতের 'উদ্যোগপর্ব্বে'র সনৎসুজাতীয় শাস্ত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া শ্রীমহাভারতের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন; অথচ সেই মহাভারতই যখন বলিতেছেন,—"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ"—(মঃ ভাঃ আঃ ১।২৬৭) অর্থাৎ ইতিহাস ও-পুরাণের দ্বারা বেদকে পূরণ করিবে। তখন যদি তাঁহারা বলেন যে, "আমরা 'পুরাণ' মানিব না, উহা আধুনিক; কএকটি উপনিষৎ মাত্র আমাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া মানিব।" তবে কি বুঝিতে হইবে না যে ঐরূপ বিচার অভিসন্ধিমূলক? আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র এবং উপনিষদের ভাষ্যে যে পৌরাণিক বাক্য উদ্ধার না করিয়াছেন, তাহা নহে। 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদের ভাষ্য-ভূমিকায় শঙ্করাচার্য্য বহু পৌরাণিক বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শঙ্কর নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনী ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের আনন্দগিরি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ অন্যান্য উপনিষদের উপর টীকা লিখিলেও ঐ দুইটি উপনিষদের উপর কোন টীকা লেখেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর 'স্মৃতেশ্চ" [১]—(১।১।৬), "অপিচ স্মর্য্যতে" [২] (২।৩।৪৫), "স্মর্য্যতেঽপিচ লোকে" [৩]—(৩।১।১৯) ও "স্মর্য্যতে চ" [৪]—(৪।২।১৪) প্রভৃতি সূত্রে 'স্মৃতি' বলিতে 'গীতা' ও 'মহাভারতে'র নাম ও প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাস তন্ত্রচিত্ত মহাভারতের প্রমাণ অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। অতএব গীতা-মহাভারতাদি স্মৃতির তাৎপর্য্য ও প্রমাণ ব্রহ্মসূত্রে অবলম্বিত হয় নাই এবং শ্রুতির অনুগত স্মৃতি বা সাত্বততন্ত্র পুরাণাদি শ্রুতির সহিত অভিন্ন নহে, ইহা কেবলাদ্বৈতবাদিগণও বলিতে পারেন না। বিশেষতঃ আচার্য্য শঙ্কর মহাভারতাদি শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই পুরাণ ও ইতিহাসের প্রামাণিকত্ব দৃষ্ট হয়।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

স্কান্দে—
ব্যাস-চিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ।
অন্তে বাবহরন্ত্যেতান্নারীকৃত্য গৃহানিব ॥
তথৈব দৃষ্টং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশর-বাক্যম্ ;—
ততোঽহং মৎপ্রভো ব্যাসোঽষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ ॥
যদাঽহং তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা।
বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যাসৈরন্যৈস্তথা ময়া ॥
তদনেনৈব ব্যাসানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম।
চতুর্যুগেষু রচিতান্ সমস্তেষ্ববধারয় ॥

[১]—স্মৃতিশ্চ শারীরপরমাত্মনোর্ভেদং দর্শয়তি "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"—(গীঃ ১৮।৬১)

[২]—ঈশ্বরগীতাস্বপি চেশ্বরাংশত্বং জীবস্য স্মর্য্যতে 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'—(গীঃ ১৫।৭)

[৩]—অপি চ স্মর্য্যতে লোকে দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং গীতাদ্রৌপদীপ্রভৃতীনাঞ্চাযোনিজত্বম্—

[৪]—স্মর্য্যতেঽপি মহাভারতে গর্ভাংক্রান্ত্যোরভাবঃ—
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্ ভূতানি পশ্যতঃ।
দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য পদৈষিণঃ ॥ ইতি

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোঽন্যো হি ভুবি মৈত্রেয়! মহাভারতকৃদ্ভবেৎ॥

আরও এই ;—

নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্।
কিঞ্চিদ্ন্যূনতয়া জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্॥
গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাজ্ জ্ঞানে বজ্ঞানতাং গতে।
সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্ম-রুদ্র-পুরঃসরাঃ॥
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্।
তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুদ্ধরার হরিঃ স্বয়ম্॥

বেদশব্দেনাত্র পুরাণাদিত্রয়মপি গৃহ্যতে। তদেবমিতিহাস-পুরাণ-বিভাগ এব শ্রেয়ানিতি সিদ্ধম্। তথাপি পুরাণস্যৈব গরিমা দৃশ্যতে। উক্তং হি নারদীয়ে ;—

বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে!
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা ভির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুহৃদ্যোঽপি সুশাস্তোঽপি ন গতিং কচিদাপ্নুয়াৎ॥

—(ভক্তসন্দর্ভ ১৬শ সংখ্যা)

স্কন্দ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—যেরূপ পৃথিবীর লোক নিজ নিজ গৃহ হইতে দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া পরস্পর আদান-প্রদানরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বেদব্যাসের হৃদয়াকাশ হইতে প্রকাশিত কতিপয় বাঙ্ময় শাস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক অন্যান্য আচার্য্যগণ ও লোকসমূহ অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শ্রীপরাশর-বাক্যেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যগণ দুর্ম্মেধা হইয়া পড়ায় সমগ্র বেদ-অধ্যয়নের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা দর্শন করিয়া মৎপুত্র ব্যাস বৈবস্বত মন্বন্তরীয় দ্বাপরযুগে চতুষ্পাদ এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান্ বেদব্যাসের দ্বারা যেরূপ এক বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্যান্য ব্যাস এবং আমিও বেদ বিভাগ করিয়া থাকি। হে ব্রাহ্মণোত্তম! ইহা নিশ্চয় জানিও, মনুষ্যগণকে মেধাহীন দেখিয়া সকল চতুর্যুগেই অপরাপর ব্যাসগণ বেদের নানাবিধ শাখা প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! তুমি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে ভগবান্ শ্রীনারায়ণের অংশস্বরূপ জানিবে। তদ্ব্যতীত এই ভূমণ্ডলে এমন আর কে আছেন, যিনি মহাভারত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন?

স্কন্দ-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—নারায়ণ হইতে প্রকাশিত শুদ্ধজ্ঞান সত্যযুগে সম্পূর্ণ ছিল; ত্রেতাযুগে সেই জ্ঞানের কিছু অন্যথা হয়। তৎপরে গৌতম ঋষির অভিশাপে অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হওয়ায় ব্রহ্ম-রুদ্রপ্রমুখ দেবগণ সঙ্কীর্ণবুদ্ধি হইয়া শরণাগতপালক শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পরাশর-পত্নী সত্যবতী হইতে মহাযোগী ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিলুপ্ত-প্রায় সমস্ত বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন।

এস্থানে বেদ-শব্দে ইতিহাস, পুরাণও গৃহীত হইতেছে। পুরাণ, ইতিহাস অপৌরুষেয় ও বেদার্থনির্ণায়ক। তাহাদের মধ্যে আবার পুরাণেরই গৌরব দেখা যায়। নারদীয় পুরাণে ইহা উক্ত হইয়াছে—

হে বরাননে! বেদার্থ অপেক্ষাও পুরাণার্থ অধিক মনে করি। কারণ, নিখিল বেদ-শব্দ পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুহৃদ্ই হউক, আর সুশাস্তই হউক, যে ব্যক্তি পুরাণকে বেদ হইতে ভিন্ন মনে করে, সে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। উহার কখনই উত্তমা গতি লাভ হয় না।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী আরও বলেন,—

"যদি সর্ব্বস্যাপি বেদস্য পুরাণস্য চার্থনির্ণয়ায় তেনৈব শ্রীভগবতা ব্যাসেন ব্রহ্মসূত্রং কৃতং, তদ্বল্লোকনেনৈব সর্ব্বোঽর্থনির্ণয়ে ইত্যুচ্যতে, তর্হি নাস্তসূত্রকারমুদ্দিশ্য তৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ কিঞ্চিত্ত্যক্তগূঢ়ার্থানামস্মাকমেবাণাং তৎসূত্রাণামস্মার্থত্বং কল্পিতা-চ্চোদ্যত, ততঃ কতরদি ত্র সমাধানম্? তদেব (১) সমাধেয়ম্;—যদেকমেবেদং পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং শাস্ত্রং সর্ব্বেষেতিহাস-পুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ ভবি সম্পূর্ণং শ্রুচরঞ্চ স্যাৎ। সহানুক্তম্; যত এব চ সর্ব্ব-প্রমাণানাং চক্রবর্ত্তিভূতমস্মদভিমতঃ শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতং ভবতা॥"—(ভক্তসন্দর্ভ ১৮ সংখ্যা)

যদি বলা যায়, সমগ্র বেদ ও পুরাণের অর্থনিরূপণের জন্য শ্রীবেদব্যাস স্বয়ং যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই অর্থ-সমূহ নির্দ্ধারণ করা কি কর্ত্তব্য নহে? এইরূপ বিচার গ্রহণ করিলে অন্যান্য সূত্রকার যেমন 'ন্যায়-সূত্রে'র রচয়িতা গৌতমাদি মুনিগণের প্রদর্শিত কোন কোন

যুক্তির অনুসরণে মোহ্যমানচিত্ত বা তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তিগণ ব্রহ্মসূত্রের অর্থ না মানিতেও পারে ; অথবা যদি বলা যায়, ব্রহ্মসূত্রের প্রবল যুক্তিবলে গৌতমাদি সূত্রের অনুগত ব্যক্তিগণকে পরাস্ত করা যাইবে, তাহা হইলেও সন্দেহের অবকাশ থাকে। কারণ, ব্রহ্মসূত্রসমূহের অর্থ অতিশয় গূঢ় ও স্বল্পাক্ষরে নিবদ্ধ। আবার সূত্রের ভাষ্যকারগণও বিভিন্ন মতে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ ভাষ্যে নানা অর্থ-প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ সঙ্কটে কি সমাধান হইতে পারে? একটিমাত্র সমাধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই—যদি সমস্ত বেদ, ইতিহাস ও পুরাণের সারাংশযুক্ত, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য কোন একটি অপৌরুষেয় শাস্ত্র জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত থাকেন, তবে তদ্দ্বারাই সকল সন্দেহ নিরসন হইতে পারে। সত্যকথা বলিয়াছ! তুমি এই সিদ্ধান্তের দ্বারা সকল প্রমাণের চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতকেই স্মরণ করাইয়া দিবে।

শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

"স্বং বত্ত পুরাণ-ভারতমবির্ভাব্য, ব্রহ্মসূত্রক প্রণীয়াপা-পরিবৃংহণেন তেন ভগবতা নিজ-সূত্রাণামকৃত্রিম-ভাষ্যভূতং সমাধিনাঽঽবির্ভাবিতম্। ইন্দ্রিয়েষ সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে। সর্ব্ববেদার্থ-লক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ।

তথাহি চ ;—

পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ।

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ॥

গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।

• • • •

ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিম-ভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং স্বয়ম্ভুবেন ব্রহ্মণাবির্ভূতম্ ব্রহ্মে সংক্ষিপ্য সূত্ররূপেন পুনঃ প্রকটিতম্ পশ্চাদ্বিস্তীর্ণরূপেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতমিতি। **তস্মাত্তদ্ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্ব্বাচীনমন্যদন্যেষাং স্ব-স্ব-কপোল-কল্পিতং তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে।**"—(তত্ত্বসন্দর্ভ,—১২, ২১ সংখ্যা)

ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস নিখিলপুরাণ, ইতিহাস প্রকাশ এবং ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও যখন চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না, তখন ইহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া সমাধিস্থ হইলেন এবং সমাধিতে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রাপ্ত হইয়া তাহা পৃথিবীতে প্রচার করিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, যাহা হইতে সকল বেদের তাৎপর্য্য, পরতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সূত্ররূপ গায়ত্রীর আশ্রয়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি, তাহা বৎস-পুরাণের প্রমাণে উক্ত হইয়াছে।

গরুড়পুরাণের বাক্যের দ্বারা জানা যায় যে, ব্রহ্মসূত্রের ও মহাভারতের অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'গায়ত্রীর ভাষ্য' বলা হয়। বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্যও শ্রীমদ্ভাগবতে সন্নিবিষ্ট আছে। 'ব্রহ্মসূত্রের অর্থ' বলিতে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত সমাধিস্থ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের চিত্তে সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত হন। পরে তিনি তাঁহার বিস্তৃত অর্থ সংক্ষেপ করিয়া সূত্ররূপে প্রকাশ করেন। তৎপরে তাহা হইতেই বিস্তাররূপে সাক্ষাদ্ শ্রীমদ্ভাগবত ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছেন। **অতএব ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বর্ত্তমান থাকিতে পরবর্ত্তিকালের অপর ভাষ্যকারগণের স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যসমূহ শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল হইলেই আদর করা কর্ত্তব্য।**

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাদের ন্যায় ভ্রমপ্রমাদগ্রস্ত ক্ষুদ্র জীবের শিক্ষাকল্পে জানাইয়াছেন যে জীব ব্রহ্মবৎ জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ বেদের তাৎপর্য্য মনীষা, গবেষণা, পাণ্ডিত্য, তর্ক, যুক্তি, বিচার প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা নির্ণয় করিতে পারে না। যাঁহার কথা তিনি না জানাইলে, যাঁহার তত্ত্ব তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া প্রকাশ না করিলে, উহা কিছুতেই জানা যায় না ; ইহা শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদ ভগবৎকৃপায় বর্ণে বর্ণে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এই সারগর্ভ কথাটি লোকের নিকট প্রচার করিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী—শ্রুতের সার।

তেঁহ যে কহয়ে বস্তু, সেই বস্তু সার॥

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস—ভগবান্॥

তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।

অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥

যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।

তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥

প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা॥
"এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
'ভাগবত' করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥"
চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ বহে 'এক'মত॥

(চৈঃ চঃ ম ২৫।৮১-৯৮)

রাজেন্দ্র বাবু এই সোজাপথ পরিত্যাগ করিয়া আধ্যক্ষিকতা-তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং অবশ্যম্ভাবী ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষদুষ্ট যুক্তিতর্কের দ্বারা লোকোত্তর আচার্য্যগণকে পরিমাপ করিতে গিয়াছেন। তাঁহার প্রশংসিত "অধ্যাপক মহোদয় এবং কাশী ও হরিদ্বারের মহামান্য সন্ন্যাসিবৃন্দ" তাঁহাকে যে কার্য্যে প্রেরণা দান করিয়াছেন, তাহাতে অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা পুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু সত্য-নির্দ্ধারণ করিতে হইলে শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণীর অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। যদি বলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও রাজেন্দ্র বাবু প্রভৃতির ন্যায় সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট ছিলেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রেমধর্ম্মের প্রকাশক বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ব্ব আচার্য্যগণের মতের সুসমন্বয় করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে সমস্ত আচার্য্যগণেরই মতের সম্পূর্ণতা ও পরিনিষ্ঠতা আছে। এজন্য আমরা ভ্রম-প্রমাদদুষ্ট কোনও আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বন না করিয়া অতিমর্ত্য মহাজনগণের শিরোমণি ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীকেই অবলম্বন করিয়া বলিব যে, একমাত্র "শ্রীমদ্ভাগবতই" ব্রহ্মসূত্রের ব্যাস-সম্মত 'অকৃত্রিম ভাষ্য'। শ্রীব্যাসের অন্যান্য বিভিন্ন শাস্ত্রের বাণীসমূহও তাহাই সমর্থন করে।

যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে কেহ একমাত্র অভ্রান্ত প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহাতে কুতর্কই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে, কোন দিন প্রকৃত সত্যের মীমাংসা হইবে না। বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাকাদির বিচার অবলম্বন করিয়া কেহ যদি বেদকে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তর্কেরই প্রসার হইবে, সত্যের প্রকাশ হইবে না। এজন্য তৃতীয়বার আমরা শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের বিচার-অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী অবলম্বন করিয়া বলিতেছি যে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাস-সম্মত অকৃত্রিম ভাষ্য।

বৈষ্ণবের স্বতঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব

[নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস—সরস্বতী গোস্বামী প্রভু]

ব্রহ্মা হইতে আম্নায়বিচারে অচ্যুতগোত্রীয় আচার্য্যগণ যে যে বেদশাখা অবলম্বন করিয়াছেন, কশ্যিগণ নিজ নিজ বেদশাখার প্রতিকূল দর্শন করিয়া নিত্যোপাসক শাখাকে নিজ নিজ সঙ্কীর্ণতায় ভেদ বুদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে এই সকল কথা স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। আমরা তত্তৎস্থলে এই সকল কথা বিশদভাবে প্রদর্শন করিব বলিয়া এইস্থলে সেই অসংখ্য কথাসমূহের আর অবতারণা করিলাম না।

যাজ্ঞবল্ক্য-ধর্ম্মশাস্ত্রে সংস্কারবিষয়ে লিখিত হইয়াছে, সংস্কারদ্বারা পাপসমূহ অপনোদিত হয়; সুতরাং কেবল পাপী বলিয়া তাহার কোন প্রকার সংস্কার নাই, কেবল পাপিকুলে উদ্ভূত হইলেই যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে অসমর্থ ও ভগবদুপাসনা করিতে পারিবেন না; এরূপ নহে। একাদশ-স্কন্ধে—"সর্ব্বেষাং মদুপাসনং" এবং সপ্তম স্কন্ধে "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" প্রভৃতি অসংখ্য বিধিদ্বারা সকলেরই পাপ-বর্জ্জিত হইয়া ভগবদুপাসনায়অধিকারআছে। আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দুর্গম-সঙ্গমনী-টীকায় এই সকল কারণেই বলিয়াছেন যে, দীক্ষাবিধানের সকল অঙ্গ গ্রহণ না করা কাল পর্য্যন্ত দ্বিজত্ব প্রাপ্তি ঘটে না। দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইলে চ্যুত গোত্রীয় ঋষিকুলকে সাবিত্র্য

বিধান অবলম্বন করিতে হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক লৌকিক ব্যক্তি লৌকাবিধানানুসারে সংস্কার গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ না করিলে তাঁহার লৌকিক সমাজ-প্রচলিত ব্রাহ্মণতা হয় না।

শৌনকাদি ঋষির উক্তিতে শ্রীসূত গোস্বামীর অনঘত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তিনি পাপী সূত বা সঙ্কর-কুলোদ্ভূত ছিলেন না জানা যায়। কিন্তু বর্ণশ্রমিগণ বেদশাস্ত্রের আংশিক অপূর্ণ শাব্দাবলম্বনে তাঁহাকে সঙ্কর-কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণের নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারপ্রাপ্ত চাতুর্বর্ণ্যের জ্ঞাত নহেন বলিয়া গুর্ব্বজ্ঞা করিবেন। সেইজন্য শ্রীব্যাসদেব স্বীয় অধস্তন আচার্যগণের নিদর্শন জন্য ঋষিগণ-বর্ণিত 'অনঘ' শব্দ শ্রীসূত গোস্বামীতে প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীসূত গোস্বামী পাপদুষ্ট অসৎ কুলের পরিচয় ছাড়িয়া দিয়া শ্রীগুরুর আনুগত্য করিয়াছিলেন, গুর্ব্বানুগত্যেই তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবক্তাধিকার হইয়াছিল।

"জানে প্রয়াসমুদপাস্য নমস্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।"

এই শ্লোক শ্রীগুরুদেবের নিকটে শ্রবণ করিবার পর শ্রীসূত গোস্বামী মহারাজ অম্বরীষের উৎপন্ন হইয়াও কায়-মনোবাক্যে পরমহংস বৈষ্ণবরাজ শ্রীশুকদেবের মুখে হরি-কথামূলক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া যাবতীয় সংস্কার গ্রহণানন্তর পরিশেষে পরমহংস সংহিতোচ্ছিষ্ট বাহ্য-বেশ গ্রহণ করেন। সেই বাহ্য বেশে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত মনোধর্মজীবী ঋষিকুল তাৎকালিক সংস্কার দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে লোক-প্রচলিত হরিবিমুখ দৃষ্টি-অনুসারে ব্রাহ্মণের ব্রাত্য সঙ্কর-কুলোদ্ভূত সাধুমাত্র জানিয়াছিলেন। কিন্তু সরস্বতী দেবী তাঁহাদের মুখ হইতে 'অনঘ ও 'বর্ণশাস্ত্রের অধ্যাপক' প্রভৃতি বাক্য স্ফূর্তি করাইয়াছিলেন। অযোক্ষজ কৃষ্ণ জগতের সৌভাগ্যোদয়ে ব্যাঘাতকারক বলিয়া সাধারণ দুর্মতিতে প্রশ্ন দেন নাই, কেননা, বিনম্রস্বভাব শ্রীজিজ্ঞাসু শিষ্যই শ্রীগুরুর নিকট হইতে নিগূঢ় রহস্য লাভ করেন।

শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে গুরুপদে বরণ করায় নিত্য শিষ্যপ্রাপ্য সূতসদ্জ্ঞান ঋষিগণ সকলেই শ্রবণার্থী হইয়াই সূতের নিকট প্রার্থনা করেন।

গুরুসজ্ঞায় সজ্ঞিত অনেকেই শিষ্যের একান্ত মঙ্গলের অভিলাষী না হইয়া বাসনা-পরিতৃপ্তির উদ্দেশে শিষ্যকে ঘৃণা করেন এবং তাঁহারা স্বয়ং একান্ত শ্রেয়ঃ বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ অমঙ্গলের কথাও মঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীসূত গোস্বামীকে 'আয়ুষ্মান্' বলায় ঋষিকুলের স্নেহের পাত্র উক্তিও হয় নাই। তাঁহারা তাঁহার নিকট শ্রবণকারী হওয়ায় বহুকাল ধরিয়া তিনি গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন ও বহু শিষ্যকে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কীর্ত্তনকারি-সূত্রে আয়ুষ্মান্ শব্দ অনভিজ্ঞ-জন কর্তৃক গুরুর অভিজ্ঞতা-বাচক।

"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" এই বিধানানুসারে বৈয়াসিক সম্প্রদায় শ্রীশুকদেবকে সংসার-দাবদগ্ধ মর্ত্যমাত্র মনে করেন না। মর্ত্যের ধর্ম, পুত্র সৎ হউক বা অসৎ হউক সকল হরিজনই পরিত্যাগ করিয়া পুত্র পুত্র করিয়া কৃষ্ণ বিস্মৃত হন, কিন্তু ব্যাসের তাদৃশ ভাব ফলভোগকামী কর্মীর অজ্ঞান-সম্বর্ধনের ও তাহাকে মোহিত করিবার জন্য তাদৃশ অভিনয়। বাস্তব বিচারে শুকদেব পরম বৈষ্ণব সর্ব্বজড়-ভোগত্যক্ত পরমহংস। তাঁহার সঙ্গ-বিচ্যুতি ব্যাসাদি অপর গুরুতত্ত্বের পক্ষে আদরণীয় নহে। ইহাই জড়লোককে বুঝা-ইতে শ্রীব্যাস গুরুর তাদৃশ লীলাভিনয়, শ্রীসনাতন গোস্বামীর কণ্ডু-রসার ক্লেশ-প্রাপ্তি লীলাভিনয়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদ্ধবব্যাধ-দ্বারা শরাঘাত-লীলা প্রভৃতি উপযুক্ত মূঢ়গণের মোহবৃদ্ধির অনুষ্ঠানমাত্র। শ্রীমহাদেবের মায়াবাদ-শাস্ত্র-প্রচার, ব্রহ্মার মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রদ্বারা সামাজিক শাস্ত্র-প্রচার অধিকারহীন মোহনযোগ্য ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জানিতে হইবে। শ্রীশুকদেব জগতে আদর্শ মহাপুরুষ ও জগদ্গুরু। তিনি ব্যাসগুরুর নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াই সকল জীবে দয়া করিবার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দৃষ্টিতে পরমহংস শুকদেবের পুনরায় পরীক্ষিতের রাজসভায় গমন ও শ্রীসূতাদির সঙ্গ আপাত-দর্শনে বিরোধ আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু পারমহংস্যধর্ম-বিচারে উহাই পরম সদাচার না জানিলে গুর্ব্বজ্ঞা হইয়া যায়। সর্ব্বভূতগণের হৃদয়ে শ্রীগুরুকোচিত পারমহংস্যভাব উদিত হওয়ায় উদ্বিগ্ন গুরুগণও শ্রীশুকদেবকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। তিনিও অন্তর্য্যামিত্ব-সূত্রে সকল গুরুর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জগদ্গুরুর সেবা সমগ্র জগতে

করিয়া থাকেন। পিতার বৈষ্ণবপুত্রাহ্বান ও বৈষ্ণবসঙ্গ-বিচ্যুতিতে সকল বৈষ্ণব-হৃদয় বৃক্ষাদি পর্য্যন্তও বৈষ্ণবোচিত প্রতিধ্বনি করিয়াছিল। ইহাই শ্রীগুরুদেবের মুখে কীর্ত্তিত বিষয়ের শ্রবণ ও কীর্ত্তন-জ্ঞাপক। শ্রীব্যাসাশ্রিত কাননাভ্যন্তরস্থিত বৃক্ষগণও ব্যাসের আদর্শ চরিত্রের অনুকরণ করিয়া কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিবশে বৈষ্ণব-পূজার আবাহন করিয়াছিল। যাহাদের কর্ম্মবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাহারা বৈষ্ণবের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন আছে, এইরূপ অজ্ঞার আরোপ করেন। সেইজন্যই অজ্ঞান ভাবের পোষণজন্যই ব্যাস সাংসারিক বন্ধন দূর করা প্রচার করিলেন; তাহাতে গৃহব্রতগণ পুত্রজন্য শোক বুঝিয়া ধর্ম্মকে মূঢ়তার বশবর্ত্তী বলিয়া শিক্ষা করিল, ব্যাসের অবস্থানগণ বৈষ্ণবসঙ্গ-বিরহ অতীব ক্লেশকর ইহাই বুঝিল। এতাদৃশ পরমহংস-বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে জীবের কোন দিনই সংসারের ক্লেশ ছাড়িবে না।

দুঃসঙ্গের প্রতি কি নীতি পালনীয়া ?

'দুঃসঙ্গী' যদি কেবলমাত্র পাপী না হইয়া বৈষ্ণবাপরাধী বা বৈষ্ণববিদ্বেষী হয়, তবে তাহাদের প্রতি সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা বা অসহযোগ-নীতি প্রদর্শনই ভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত। 'অসৎসঙ্গ' বলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু দুই প্রকার ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'স্ত্রীসঙ্গী' এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর এক অসাধু। 'কৃষ্ণাভক্ত' বলিতে মায়াবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী, আধ্যক্ষিক, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রতি আক্রমণকারী প্রভৃতিকে বুঝায়। 'স্ত্রী-সঙ্গী' বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষী না-ও হইতে পারে; এজন্য কোথাও কোথাও স্ত্রীসঙ্গীকে বরং বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন; কিন্তু 'কৃষ্ণাভক্ত' অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধী নির্ব্বিশেষবাদীর প্রতি সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা এবং অসহযোগ প্রদর্শনই ভক্তিমাত্রিগণের কৃত্য। বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধী নির্ব্বিশেষবাদীর নিকট মৌন থাকিবার আদর্শ ও আদেশই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রচার করিয়াছেন। অনুকূল হরিকথা কীর্ত্তন-মুখর বৈষ্ণবও বৈষ্ণববিদ্বেষীর নিকট 'মূকবৎ' অবস্থান করিবেন। ইহা অপেক্ষা হরিকীর্ত্তনকারীর পক্ষে উপেক্ষা ও অসহযোগ-প্রদর্শনের গুরুতর বিচার আর কিছু থাকিতে পারে না। সেই সকল বৈষ্ণববিদ্বেষী ও কৃষ্ণাভক্তগণের কোন প্রকার চিন্তা বা তাহাদের বিষয় আলোচনাও ভক্তি-যাজীর পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের বিষয় অধিক আলোচনা করিলে অনেক সময় অজ্ঞাতসারে তাহাদের সঙ্গ হইয়া যায়। গ্রন্থ ভাগবতের কথিত "পশূনাং লগুড়ো যথা" নীতি অপেক্ষাও ভক্ত-ভাগবতবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'না সম্ভাষে তা'রে, থাকে সদা মৌন ধরি" নীতি অধিকতর তীব্রতম ও শিক্ষাপ্রদ। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটি পত্রে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"অভক্ত ও মিছাভক্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের চির-দিনই দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রস্তাব আছে, তবে তাহারা বে-আদবি করিলে "ন্যূনং নানা-মদোদ্ধতাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেষাং হি প্রণমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥"—নীতির অবলম্বন ভাগবতের অভিপ্রেত হইলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'। ভক্তিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'॥" —এই উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং রজস্তমো-গুণ তাড়িত দ্বিপাদ মানবমূর্ত্তিধারী মানবেতর ব্যক্তিগণের নিন্দা-প্রশংসার প্রয়োজন নাই। কপট ব্যক্তিগণ আমাদের প্রজা বা শিষ্য নহে, সুতরাং তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করার আবশ্যকতা নাই। অসৎ লোক অসৎ চিন্তা করুন, ভক্তগণ ভক্ত ও ভগবানের চিন্তা করুন।"

—শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী,
৩য় খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-উৎসবের

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৪ই পৌষ (১৩৮৬), ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৭৯), শনিবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে** তাঁহার সমাধিস্থানে পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগত্যে অনুষ্ঠিত হইবে। ১৩ই পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার বিরহতিথির **অধিবাস-সংকীর্ত্তন উৎসব। ১৪ই পৌষ, ৩০শে ডিসেম্বর শনিবার বিরহতিথি-পূজা** ও মহোৎসব। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণবসম্মেলনে বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, আলোচনা, পরিপ্রশ্নসমাধান, সংকীর্ত্তন, শ্রীসমাধি ও শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা, ভোগরাগ, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-অতিথি-সেবা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি হইবে।

সজ্জনবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে আমাদের পরম আনন্দের বিষয় হয়। ইতি—

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপালব-ভিখারী—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত**
সেবক, শ্রীচৈতন্যমঠ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ**
(গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান্)

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী (ভক্তিসুধাকর)
সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশন

সেবা-পঞ্জী *

১৩ই পৌষ ২৯শে ডিসেম্বর ; শুক্রবার। ১৪ই পৌষ, ৩০শে ডিসেম্বর ; শনিবার

প্রাতঃ ৫টা-৭টা—মঙ্গলাত্রিক শ্রীগুরু-বন্দনা, শ্রীসমাধিস্তব, উষঃকীর্ত্তন, শ্রীসমাধিপরিক্রমা, শ্রীঅষ্ট-দীপ-পরিক্রমা ও পাঠ।

৭টা-৯টা—শ্রীল প্রভুপাদের করুণা ও অবদান সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

৯টা-১১টা—মিশন-সম্পর্কে আলোচনা।

১১টা-১টা—মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ, আরতি, কীর্ত্তন, প্রসাদ-সম্মানাদি।

মধ্যাহ্ন ১টা-২॥টা—শ্রীমূর্ত্তির শয়ন, ইষ্টগোষ্ঠী, প্রশ্নোত্তরাদি পারমার্থিক সংলাপ।

২॥টা-৩টা—শ্রীবিগ্রহের উত্থাপন ও ভোগ ইত্যাদি।

৩টা-৫॥টা—শ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আলোচনা ও আলাপাদি।

৫॥টা-৬॥টা—সন্ধ্যারাত্রিক, কীর্ত্তন।

৬॥টা-৮॥টা—শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী ও বাণীসমূহ হইতে পাঠ, বক্তৃতা, সংলাপাদি।

৮॥টা-৯টা—শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক ও শয়ন।

৯টা-১০॥টা—মহাপ্রসাদ-সম্মান, ইষ্টগোষ্ঠী।

---

* দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে উক্ত তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহোৎসব

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১০ই ডিসেম্বর রবিবার স্বধামগত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ ভগবদ্ধ ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের নবম বার্ষিক বিরহ-স্মৃতি-কীর্ত্তনোৎসব কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত ভবনসদনে গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান্ ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজের ওজোবিহিতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের জীবাতু। সভাপতি-সূত্রে পরম পূজনীয় শ্রীল তীর্থ মহারাজ এই কথাই শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু সজ্জন ও বৈষ্ণববৃন্দের সমাবেশ হইয়াছিল।

বিভিন্নস্থানে প্রচার

পুরী—জগদ্গুরু ও বিকুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অনুসত্যে শ্রীগৌরাঙ্গগ্রহ ব্রহ্মচারীজী গত ২১শে নভেম্বর উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বিশ্বনাথ দাস ও মন্ত্রী বাবু বিচিত্রানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য ও গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। হরিকথা-শ্রবণে মন্ত্রী মহোদয়গণ বিশেষ প্রীত হন। ঐ দিবস রাত্রিতে ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ করেন। পাঠে ভুবনেশ্বরের পুলিশ ষ্টেশন ও অন্যান্য স্থান হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পাঠ-শ্রবণে উপস্থিত হন। শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা শ্রবণে পরমানন্দিত হন।

রেঙ্গুন—গত ২৪শে নভেম্বর তারিখে রেঙ্গুন গৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ টাউনের উপকণ্ঠে ইডেন ষ্ট্রীটস্থিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ভৌমিক মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৩য় অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথোপকথন ও সার্ব্বভৌমের শ্রীগৌর-চরণাশ্রয়-সম্বন্ধে পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহামন্ত্র ও মহাজনপদ কীর্ত্তন হয়। পাঠে বহুস্থান হইতে বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

গঞ্জাম—কটক শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ ব্রহ্মগোপাল দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি মহাশয় প্রচারোপলক্ষে টাডেপাল্লিগুডামে উপস্থিত হইলে গত ৩০শে নভেম্বর স্থানীয় পাব্লিক্ হলে শ্রীযুক্ত এস্. এন্. জগন্নাথ স্বামী নাইডু বি-এ তহশীলদার মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহোদয় যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানে প্রচারের পর তাঁহারা শ্রীঘই ভীমাভরম্, নরসাপুর, তাড়ুকু প্রচারে যাইতেছেন।

চট্টগ্রাম—গত ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার দিবস সন্ধ্যায় স্থানীয় জেনারেল পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারী সজ্জনবর শ্রীযুক্ত নিশ্মলচন্দ্র লালা মহোদয়ের সাদর আহ্বানে চট্টগ্রাম শ্রীবিদ্যা-নিধি-গৌড়ীয়মঠ হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-ন্যায়তীর্থ মহোদয় কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে উক্ত লালা মহাশয়ের দেওয়ানবাজারস্থিত বাসভবনে রাত্রি ৭।—৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ১ম অধ্যায় হইতে বিকুরাত মহারাজ পরীক্ষিত কর্ত্তৃক কৃত প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ যে ভক্ত ভাগবতের কৃপা ব্যতীত অবগত হওয়া যায় না, শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তনই যে একমাত্র সাধ্য-সাধন, গৃহস্থ ও গৃহব্রতের পার্থক্য, ভবন্ত ও ভবাদৃশের পরিণাম, হরিজনহীন জীবন যে গ্রাম্যজীবন, বিষয়নিপুণ ব্যক্তি যে অসদ্বস্তুর বিনাশ দেখিয়াও দেখিতে পায় না এবং পরম অভয়-লাভার্থ ভগবান্ শ্রীহরিই যে একমাত্র শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে শ্রৌতযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদিতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভু এবং পাঠের অন্তে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ পণ্ডিত মহাশয় পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। পাঠে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ৩রা ডিসেম্বর রবিবার স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের আগ্রহে সদরঘাটস্থিত শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে

সন্ধ্যা ৭।৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারিণী শ্রীমদ্ভাগবত, ২য় স্কন্ধ, ১ম অধ্যায় হইতে শ্রীগুরু-পরীক্ষিৎ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-সূর্য্যের উদয়েই যে জগতের সকল অজ্ঞানতমঃ নষ্ট হয়, তিনি যে স্বতঃ প্রকাশশীল এবং তাঁহা যে একমাত্র ভক্ত-ভাগবতের কৃপায়ই স্ফূর্ত্তি লাভ করে, তাহা শ্রৌতযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করেন। ভাগবতপরম্পরা ব্যতীত যে জগতের কেহ শ্রীমদ্ভাগবত বুঝেন না বা বুঝাইতে পারেন না, তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হইতে ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীনামের পাদপদ্মাশ্রয়ের ফল ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ নহে। কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণনামের ফল এবং নামাপরাধ ও নামাভাস যে শুদ্ধ নাম নহে, তাহাও শ্রুযুক্তি-মূলে কীর্ত্তিত হয়। পাঠের আদি ও অন্তে পঞ্চতত্ত্ব-নাম, মহামন্ত্র ও মহাজনগীতি সুললিত স্বরে কীর্ত্তিত হন। পাঠে স্থানীয় বহু উকীল, মোক্তার, মার্চ্চেণ্ট প্রভৃতি শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

ব্রহ্মচারীজী সপ্তাহকাল শ্রীমঠেও পাঠ, কীর্ত্তন করেন।

ময়মনসিংহ—গত ৯ই ডিসেম্বর শনিবার দিবস মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ময়মনসিংহ নূতনবাজারস্থিত শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। দ্বিপ্রহরে ইষ্টগোষ্ঠী সভায় "গৃহস্থ ও মঠবাসিগণের কর্ত্তব্য" বিষয়ে বহু উপদেশ প্রদান করেন এবং রাত্রি ৭—৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত "শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ" সম্বন্ধে ওজস্বিনীভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

১০ই ডিসেম্বর রবিবার উক্ত মঠে শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, মধ্যাহ্নে "ভজনোন্নতির উপায়" বিষয়ে ইষ্টগোষ্ঠী এবং রাত্রিতে "সাধুসঙ্গ ও নাম-কীর্ত্তন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১১ই ডিসেম্বর সোমবার প্রাতে তিনি শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ, মধ্যাহ্নে বহু ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের সমাধান এবং রাত্রিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ১৪শ পরিচ্ছেদ-কথিত "সত্যরাজ খাঁ ও রামানন্দ বসুর প্রশ্নের উত্তরে গৃহস্থবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য" বিষয়ে মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রসঙ্গ আবেগময়ী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন এবং ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে উক্ত মঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। তাঁহার মুখে বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণে মঠবাসী ও স্থানীয় গৃহস্থ-ভক্তগণ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হন। তাঁহার পাঠে স্থানীয় বহু উকীল, মোক্তার, কবিরাজ ও অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা—গত ১০ই ডিসেম্বর রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে সন্ধ্যা ৭।—৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক অধিবেশন-উপলক্ষে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরাগতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায় হইতে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূতগোস্বামী প্রভুর উপদেশ পাঠ করেন। "বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।", "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্। নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।" ইত্যাদি শ্লোক শ্রৌত সিদ্ধান্তসহিত ব্যাখ্যাত হয়। পাঠের আরম্ভে শ্রীনামসংকীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১১ই ডিসেম্বর সোমবার লক্ষ্মীবাজারস্থিত শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার সাহা বি-এল্ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় গৃহে উক্ত ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ২৪শ অধ্যায় হইতে দেবহূতির প্রতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উপদেশ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের পাঠ ও হরিসংকীর্ত্তন-শ্রবণে আনন্দিত হইয়া আরও অধিকতর শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থান পরিবর্ত্তন

বিগত ৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার দিবস লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ মঠগৃহ হিউয়েট্ রোড্ হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া মডেল্ হাউস্, লক্ষ্ণৌ—এই ঠিকানায় নূতন বাড়ীতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনমুখে প্রবেশ করিয়াছেন।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

গৌড়ীয় ১৮শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যায় ২৭২ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ১ম পঙ্‌ক্তিতে "শ্রীকারচাষ" স্থলে "শ্রীকরভাষ" পাঠ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৭ই পৌষ, ১৩৬৬; ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯ | ২১শ সংখ্যা

মায়াবাদকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বা 'নাস্তিক্যবাদ' বলা কি অসঙ্গত ?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে মায়াবাদ-নিরসন-প্রসঙ্গে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি সকলেই অবগত আছেন—

'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

(চৈঃ চঃ ম ৬।১৬৮)

মায়াবাদিগণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থের এই উক্তিটিতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ এরূপ কথা যদি শ্রীচৈতন্যদেবের মুখোদ্গীর্ণ হয়, তাহা হইলে যে শ্রীচৈতন্যদেবকে জগতের বহু লোক শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তির প্রমাণ বলে মায়াবাদিগণ বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও অধিকতর নাস্তিক বা "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যান। সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কএকটি শ্লোকেও মায়াবাদকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ' এবং আচার্য্য শঙ্করকে "ভগবদাদেশে নাস্তিক-শাস্ত্র-প্রচয়িতা" বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা।

(চৈঃ চঃ ম ৬।১৮১-১৮২ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড ৬২।৩১, ২৪।৭ বাক্য)

ভগবান্ শ্রীমহাদেবকে কহিলেন,—কল্পিত স্বাগম-দ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর, আমাকে এরূপ গোপন

কর, যদ্দ্বারা বহির্মুখ-জীবের জীববুদ্ধিকার্য্যে বিরক্তি না জন্মে। [অ: প্র: ভা:]

মহাদেব কহিলেন,—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসৎশাস্ত্র দ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বিধান করিব। [অ: প্র: ভা:]

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে 'ভারতবর্ষ'-পত্রে মহামহোপাধ্যায় শ্রীকপিলভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দোষোদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে শিষ্টাচার ও সৌজন্যের আবরণে অনেক কিছু ভনিতা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসের (১৩৪৬) 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের লিখিত "ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত?" প্রবন্ধের সঙ্গে-সঙ্গেই তর্কবাগীশ মহাশয়ও হৃদয়ের অভ্যন্তরের গুপ্ত কথাটি ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন: এবার তিনি তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান সম্বন্ধে বক্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধের তৃতীয় দফার প্রারম্ভেই প্রাণের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন,—"কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেও কোন কোন স্থলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতির বিচার করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, 'চরিতামৃত' গ্রন্থে অনেক পয়ার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।"

('ভারতবর্ষ' অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬, ৮৬১ পৃ:)

'কেহ কেহ বলেন' এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য একটু কৌশলে তর্কবাগীশ মহাশয় আধুনিক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের একটি কথা উদ্ধার করিয়াছেন; তিনি (বিমান বাবু) বলিয়াছেন যে, "চরিতামৃতের প্রত্যেক কথাকে বেদ-বাক্যের ন্যায় মানা যায় না। এ ক্ষেত্রে বিমান বাবুর কথাই যে 'বেদবাক্য,' বা তর্কবাগীশ মহাশয়ের কথিত 'কেহ কেহ'ই যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তাহাই বা স্বীকার করিবার কি তাম্রশাসন আছে? মনের মত কথা না হইলেই যদি তাহাকে "প্রক্ষিপ্ত বাক্য" বলা যায়, তাহা হইলে ত' চার্ব্বাক ব্রাহ্মণও তর্কবাগীশতার দ্বারা বেদের অপ্রামাণিকত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন? চার্ব্বাকের তর্কবাগীশতা কি কম আছে?* চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ বেদের 'মন্ত্রগুলির পরস্পর বিরোধ', 'অপসঙ্গতি', 'উন্মত্ত প্রলাপবৎ বারংবার এক কথার উল্লেখ' প্রভৃতি অনেক দোষ দেখাইয়াছেন এবং 'ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক একত্র হইয়া বেদ রচনা করিয়াছেন' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। সায়নমাধব সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে ঐ সকল উক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন।† তাহা হইলে কি চার্ব্বাকের তর্কবাগীশতারই জয় হইবে? বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষসের প্রণীত বলিয়া পরিগণিত হইবে? বুদ্ধের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিও বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন নাই বলিয়া বেদ কি অশ্রাদ্ধ হইবে? অথবা বেদের কর্ম্মকাণ্ড কি প্রক্ষিপ্তাংশ বলিয়া প্রমাণিত হইবে? "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং" শ্রীপদ্মপুরাণধৃত শ্রীব্যাসদেবের এই বাক্য অবলম্বন করিয়া শ্রৌতপন্থী আচার্য্যগণ মায়াবাদকে 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ' বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবেরও কএক শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীব্যাসের একনিষ্ঠ শ্রৌতশিষ্য শ্রীমদ্ভাস্করাচার্য্যপাদও শ্রীব্যাসদেবের

---

* সায়নমাধব চার্ব্বাক দর্শনের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—"দুরুচ্ছেদং হি চার্ব্বাকস্য চেষ্টিতম্।" অর্থাৎ চার্ব্বাক-মত খণ্ডন করা দুঃসাধ্য।

† অনুভব্যাঘাতপুনরুক্তদোষৈর্দ্দূষিতত্বেন বৈদিকম্মন্যৈরেব ধূর্ত্তবকৈঃ পরস্পরং কর্ম্মকাণ্ডপ্রামাণ্যবাদিভির্জ্ঞানকাণ্ডস্য জ্ঞানকাণ্ডপ্রামাণ্যবাদিভিঃ কর্ম্মকাণ্ডস্য চ প্রতিক্ষিপ্তত্বেন অস্যা ধূর্ত্তপ্রলাপমাত্রত্বেন অগ্নিহোত্রাদেস্তজ্জীবিকামাত্র-প্রয়োজনত্বাৎ।

—(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ:, চার্ব্বাকদর্শনম্)

বৈদিকমতাবলম্বী ধূর্ত্ত ধর্ম্মধ্বজেরা মিথ্যা, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তাদি দোষে দূষিত বেদকে অবলম্বন করিয়া সুখোপায়ে আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের বিধি প্রচারিত করিয়াছে। বেদ ধূর্ত্তদিগের প্রলাপমাত্র। বিশেষতঃ কর্ম্মকাণ্ডবাদীরা কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি দোষারোপ করেন এবং জ্ঞানকাণ্ডবাদীরা জ্ঞানকে প্রধান বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডকে নিন্দা করিয়া থাকেন; সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের প্রথা দর্শনে পারলৌকিক সুখ স্বীকার করা যায় না। প্রাচীন ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেরাই অর্থলালসা চরিতার্থ করিবার মানসে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রথা প্রচারিত করিয়াছেন।

ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥

ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর—ইহারাই বেদের কর্ত্তা, তাহাদিগের নানাবিধ জর্ফরীতুর্ফরী ইত্যাদি বিকট বাক্যেই বেদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ইহার দ্বারাই বেদের প্রামাণিকতা কতদূর সত্য, তাহা জ্ঞাতব্য।

বাক্য অবলম্বন করিয়া মায়াবাদকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ" বলিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমধ্বভাষ্যে বরাহপুরাণের নিম্নলিখিত বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

"এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্রো মহাবাহো! মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥"

(পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্—১।১।১)

শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীশ্রীজীব-প্রমুখ গোস্বামিবৃন্দ এই উক্তি অবলম্বন করিয়া শ্রৌতপথে সদ্যুক্তির দ্বারা মায়াবাদিকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ" বলিয়াছেন দেখিয়া যাঁহারা ঐ সকল নির্ম্মৎসর মহাপুরুষকে মায়াবাদের প্রতি মৎসরভাবাপন্ন কল্পনা করিতে প্রস্তুত হন, তাঁহারা যে একদিকে ঐসকল অতিমর্ত্য মহাপুরুষকে সাধারণ কাম-ক্রোধাদি রিপুর অধীন বিচার করেন, কেবল তাহা নহে, তাঁহারা পূর্ব্বাপর ইতিহাস ও শাস্ত্রাদির প্রমাণকেও অবমাননা করেন।

বেদান্তভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য বা শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক নহেন এবং তাঁহার অভ্যুদয়-কাল শ্রীমধ্বাচার্য্যেরও পূর্ব্বে, ইহা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন। ভাস্করাচার্য্য শাঙ্করমতকে একাধিকবার "প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ মহাযানিক বৌদ্ধবাদ" বলিলেন কেন? ভাস্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"তথাচ বাক্যং পরিণামস্য স্যাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিপরীতং বিজ্ঞিন্নমূলং **মহাযানিকবৌদ্ধগাথারিতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।**

যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপি অনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিহতা বেদিতব্যাঃ।"

কেবল ভাস্করাচার্য্য নহে ভিন্নমতাবলম্বী বেদান্তভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যভূমিকায় পদ্মপুরাণের বাক্য-সমূহকে উদ্ধার করিয়া শাঙ্কর মতবাদকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ" বলিয়াছেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি, কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ন্নোকগর্হিতম্।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে॥
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে॥
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে॥
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ॥

ইহারা শাঙ্করমতবাদের প্রতি মৎসরভাবশে (?) উক্ত মতবাদকে "প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ" না বলিয়া অন্য কোন আখ্যায়ও ত' অভিহিত করিতে পারিতেন? কিন্তু বিভিন্ন বৈদান্তিক আচার্য্য, মহাপুরুষগণ ও শাস্ত্রবচনসমূহ একযোগে মায়াবাদকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ" বলিয়া উক্তি করিবার কারণ কি?

ঐ উক্তিকে কি কেবল মাৎসর্য্যময়ী উক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেই তাহা যথেষ্ট নিরপেক্ষ বিচার হইবে? না, আচার্য্যগণের বাক্যের মধ্যে যে, কোন অন্তর্নিহিত কারণ আছে, তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক হইবে?

শাঙ্করমতাবলম্বিগণ শঙ্করাচার্য্য বা মায়াবাদ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণের বাক্য, যাহা বহু বৈষ্ণবাচার্য্য, ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথিতনামা বৈদান্তিকগণ উদ্ধার করিয়াছেন, সেই সকল বাক্যকে 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া থাকেন; কিন্তু স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত সূতসংহিতায় শঙ্করাচার্য্যের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে কিংবা কূর্ম্মপুরাণের ৩০ অধ্যায়ে তথা সৌর বা আদিত্যপুরাণে শাঙ্করাচার্য্যের সম্বন্ধে যে-সকল প্রশংসা আছে, তাহাকে 'প্রক্ষিপ্ত' বলিতে বোধ হয় প্রস্তুত নহেন। পদ্মপুরাণের বাক্যকে প্রক্ষিপ্তরূপে প্রতিপাদন করিবার জন্য হয় ত' ঐ সকল পুরাণের বাক্যকেও আধুনিক মায়াবাদিগণ ("নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার" অভিপ্রায়ে) প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারেন; কিন্তু মায়াবাদিগণের প্রধান পণ্ডিত বিদ্যারণ্য স্বামী যখন স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত সূতসংহিতার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন তখন বুঝা যায় তিনি ঐ প্রমাণকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন নাই। অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন মত-প্রচারক বহু আচার্য্যের সমর্থিত পদ্মপুরাণের বাক্যকে মায়াবাদিগণ যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন তাহা সম্পূর্ণ অভিসন্ধিমূলক, তাহার কোন প্রকৃত প্রমাণ বা যুক্তি নাই।

এখন দেখা আবশ্যক, কি কারণে আচার্যগণ ও বৈদান্তিক ভাষ্যকারগণ একযোগে শাঙ্করমতবাদকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ ও নাস্তিকাবাদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

'সর্বদর্শনসংগ্রহ'কার সায়নমাধব তাঁহার গ্রন্থে বৌদ্ধমত-বাদ-সম্বন্ধে যে-সকল কথা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়—

"তত্রিদং সকলং দুঃখং দুঃখায়তনং দুঃখসাধনঞ্চেতি ভাবয়িত্বা তন্নিরোধোপায়ং তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ

এই সংসার দুঃখময়, দুঃখায়তন ও দুঃখসাধন—এইরূপ চিন্তা করিয়া সংসার নিরোধের উপায়স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনে যত্ন করিবে। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'ধৃত 'বিবেক-বিলাসে'র বাক্যে দৃষ্ট হয়—

রাগাদিক্লানসন্তানবাসনাক্ষেদসম্ভবা।
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্তিতা॥

তাৎপর্য এই যে, রাগাদিক্লানপ্রবাহরূপ বাসনা উচ্ছেদ হইলেই 'মুক্তি' হয়। ইহা চতুর্বিধ বৌদ্ধগণেরই মত।

বৌদ্ধগণ জগৎকে 'মিথ্যা' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। যথা ধম্মপদে—

যথা বুব্বুলকং পস্সে যথা পস্সে মরীচিকং।
এবং লোকং অবেক্খন্তং মচ্চুরাজা ন পস্সতি॥
এথ পস্সথিমং লোকং চিত্তং রাজরথূপমং।
যত্থ বালা বিসীদন্তি নত্থি সঙ্গো বিজানতং॥

—(ধম্মপদং ১৭০, ১৭১তম শ্লোক)

এই জগৎকে বুদ্বুদ বা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় দর্শন কর। যে এই জগৎকে ঐরূপ চক্ষে দর্শন করে যম তাহাকে দর্শন করে না অর্থাৎ সে অমৃতত্ব লাভ করে।

এই জগৎকে কোন কৃপণের চিত্রিত 'রথ'বৎ বিচার কর। মূর্খগণ তাহাতে প্রমত্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানিগণ উহাতে বিন্দুমাত্রও নির্ভর করেন না।

বৌদ্ধমতে পরিদৃশ্যমান জগৎ স্বরূপতঃ মিথ্যা। যথা ধম্মপদে—

"সব্বে ধম্মা অনত্তা" তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি।
অথ নিব্বিন্দতী দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া॥

—(ধম্মপদং ২৭৯তম শ্লোক)

দৃশ্যবস্তুসকল মিথ্যা। যিনি ইহা জানেন এবং দর্শন করেন, তিনি দুঃখে বিচলিত হন না। ইহাই বিশুদ্ধি লাভের উপায়।

বাসনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত যে জন্মজন্মান্তর লাভ হয়, এ কথা বৌদ্ধগণও স্বীকার করেন,—

মনুজস্স পমত্তচারিনো তণ্হা বড্ঢতি মালুবা বিয়।
সো পলবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং ব বনস্মিং বানরো॥
যদাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে
ছিন্নোঽপি রুক্খো পুনরেব রুহতি।
এবং পি তণ্হানুসয়ে অনূহতে
নিব্বত্ততী দুক্খমিদং পুনপ্পুনং॥

—(ধম্মপদং, ৩৩৪, ৩৩৮তম শ্লোক)

মূঢ় ব্যক্তির তৃষ্ণা মালুব লতার ন্যায় তাহার হৃদয়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বানর যেরূপ ফলের অন্বেষণে বনে ভ্রমণ করে, সেরূপ ঐ ব্যক্তি জন্ম হইতে জন্মান্তর লাভ করে।

বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলিলেও যদি উহার মূল থাকিয়া যায়, তবে যেরূপ তাহা হইতে পুনরায় বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়, সেরূপ বাসনার মূল উচ্ছিন্ন না হইলে বাসনাজনিত যে দুঃখ, তাহা পুনঃ পুনঃ উদিত হইবে।

এই বাসনা বিনাশ করিয়া নির্বাণ-লাভই প্রয়োজন। সেই নির্বাণই পরম সুখ। এই জগতে অস্তিত্বের ন্যায় ক্লেশ আর নাই।

নত্থি রাগসমো অগ্গি নত্থি দোসসমো কলি।
নত্থি খন্ধসমা দুক্খা নত্থি সন্তিপরং সুখং॥
জিঘচ্ছা পরমা রোগা সংখার পরমা দুখা।
এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বাণং পরমং সুখং॥

—(ধম্মপদং ২০২, ২০৩ তম শ্লোক)

কামের ন্যায় আর অগ্নি নাই, হিংসার ন্যায় নৈতিক অধঃপতন আর নাই, পঞ্চস্কন্ধাত্মক অস্তিত্বের ন্যায় আর দুঃখ নাই এবং নির্বাণ-মুক্তির ন্যায় আর সুখ নাই।

তৃষ্ণা সর্বাপেক্ষা রোগ। কারণ, উহাই সর্বাপেক্ষা দুঃখদায়ক। যিনি ইহা জানেন, তিনি নির্বাণকেই পরম সুখ বলিয়া জানেন।

শঙ্করাচার্যও জগৎকে 'মিথ্যা' বলিয়াছেন, যথা—

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ।

(বিবেকচূড়ামণি, ৩৩৮তম শ্লোক)

ব্রহ্মা হইতে তৃণাদিগুচ্ছ পর্য্যন্ত যাবতীয় উপাধি মিথ্যামাত্র।

অত্র ব্রাহ্ম্যা কল্পিতং যদ্বিবেকে, তত্তন্মাত্রং নৈব তদ্ব্যতিরিক্তম্।
ভ্রান্ত্যা নাগে চাতি দৃষ্টাহিতত্বং, রজ্জুতত্ত্বব্যতিরেকস্বরূপম্॥

(ঐ ৩৮৯তম শ্লোক)

ভ্রমবশতঃ যে পদার্থে যাহা কল্পিত হয়, জ্ঞানের উদয়ে সে দ্রব্য তৎস্বরূপ হইতে পৃথক্ হয় না; যেমন, ভ্রান্ত-দৃষ্টিতে রজ্জু সর্পবৎ প্রতীয়মান হয় এবং ভ্রম অপগত হইলে রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ভ্রান্তি-থাকা-কালে জগৎ বলিয়া একটি ব্যাপার দৃষ্ট হইলেও ভ্রান্তি-অপগমে ব্রহ্মস্বরূপ অনুভূত হয়।

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্বি নির্মলম্॥
(অপরোক্ষানুভূতি ৪র্থ শ্লোক)

লোক যেমন কাকবিষ্ঠাকে ঘৃণা করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত বিষয়ে যে বৈরাগ্য, তাহাকেই নির্মল বৈরাগ্য কহে।

নিত্যমাত্মস্বরূপং হি দৃশ্যং তদ্বিপরীতকম্।
এবং যো নিশ্চয়ঃ সম্যক্ বিবেকো বস্তুনঃ স বৈ॥
(ঐ, ৫ম শ্লোক)

আত্মা নিত্য; দৃশ্য অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা, এইরূপ যে নিশ্চয়, তাহাকেই উত্তম বস্তুবিবেক কহে।

মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমো নিগদ্যতে,
বৈরাগ্যমত্যন্তমনিত্যবস্তুষু।
ততঃ শমশ্চাপি দমস্তিতিক্ষা,
ন্যাসঃ প্রসক্তাখিলকর্ম্মণাং নৃণম্॥
(বিবেকচূড়ামণি, ৭১তম শ্লোক)

অনিত্য পদার্থে যে অত্যন্ত বৈরাগ্য, তাহাই মুক্তির প্রথম কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়; পরে শম, দম, তিতিক্ষা এবং সমস্ত কর্ম্মের অত্যন্ত অনুরাগত্যাগ প্রভৃতিও ক্রমান্বয়ে মুক্তির কারণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

ততঃ প্রতিষ্ঠমননং স তত্ত্বব্যায়ং চিরং নিত্যনিরন্তরং মুনেঃ।
ততো বিকল্পং পরমেত্য বিদ্বানিহৈব নির্ব্বাণসুখং সমৃচ্ছতি॥
(ঐ, ৭২তম শ্লোক)

পরমার্থনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রথমতঃ তত্ত্ব শ্রবণ করিবেন; তদনন্তর তাহা মনন করিবেন। পরে বহুদিন অবিশ্রান্তভাবে ধ্যানাদি দ্বারা তত্ত্ব অভ্যাস করিবেন। অবশেষে যখন তিনি সর্ব্বসঙ্কল্প-শূন্য হইবেন, তখন ইহলোকেই নির্ব্বাণসুখ প্রাপ্ত হইবেন। বৌদ্ধদর্শনে 'শূন্য'ই তত্ত্ব বা সত্য, যথা—

"ভিক্ষুপাদপ্রসারণন্যায়েন অপনয়নাভিধানমুখেন স্বারি-স্বানুকূলবেদনীয়ত্বানুগতসর্ব্বসত্যত্বভ্রমব্যাবর্ত্তনেন সর্ব্বশূন্যতায়া-মেব পর্য্যবসানম্। অতস্তৎ সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্তং শূন্যমেব।"

শঙ্করাচার্য্য এই 'শূন্যে'র স্থানে 'নির্ব্বিশেষ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষমতবাদ বৌদ্ধদর্শনের শূন্যবাদেরই প্রতিধ্বনি; যথা—

উপাধিবিলয়াদ্ব্যোম্নো নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।
জলে জলং বিয়দ্ব্যোম্নি তেজস্তেজসি বা যথা॥
(আত্মবোধ ৫২তম শ্লোক)

পাত্রাদিরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলে যে প্রকার পাত্রস্থিত জল জলে, আকাশ আকাশে ও তেজঃ তেজে প্রবেশ করে, সেইরূপ মুনির উপাধি বিনষ্ট হইলে তিনি নির্ব্বিশেষ ব্যাপক-বস্তুতে প্রবেশ করেন।

শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু গৌড়পাদের বিচারেও বৌদ্ধ-দর্শনের 'শূন্যবাদে'র প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। গৌড়পাদ বলেন,—

আত্মসত্যানুবোধেন ন সংকল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদাপ্নোতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্॥

যখন আত্মসত্যত্ব-বোধ ও সংকল্পের অবসান ঘটে তখনই 'অমনঃ'-ভাব লাভ হয়। গ্রাহ্যের অভাবে গ্রাহকেরও অভাব ঘটিয়া থাকে।

অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্তরো ভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দাদ্গ্রাহ্যাভাবাৎ প্রবিশন্তি তে॥
ন নির্গতা অলাতান্তে, দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
বিজ্ঞানেঽপি তথৈব স্যুরাভাসাস্তাবিশেষতঃ॥

যেরূপ মশাল বক্র-বক্রাদিভাবে স্পন্দিত হয়, তদ্রূপই বিজ্ঞানের স্পন্দন। মশাল যখন স্থিরভাব ধারণ করে, তখন আর সেই সকল আকারাদি নাই। সেইরূপ পারমার্থিক দৃষ্টিতেও দৃশ্যের মিথ্যাত্বই নিশ্চিত হয়।

"লঙ্কাবতারসূত্র বৌদ্ধদিগের অতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ—ইহা মায়াবাদিগণও স্বীকার করেন। সায়নমাধব 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে বৌদ্ধদর্শনের বিবরণ-উদ্ধার-প্রসঙ্গে 'লঙ্কাবতারসূত্রে'র উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'লঙ্কাবতারসূত্রে নিম্নলিখিত বিচারসমূহ দৃষ্ট হয়—

স্বপ্নোঽয়ম্ অথবা মায়া নগরং গন্ধর্ব্বসন্নিভম্।
তিমিরো মৃগতৃষ্ণা বা স্বপ্নো বন্ধ্যাপ্রসূরয়ম্॥

অলাতচক্রধূমো বা বলহং দৃষ্টবানিহ।
অথবা ধর্ম্মতা হেষা ধর্ম্মাণাং চিত্তগোচরে॥
ন চ বালাববুধ্যন্তে মোহিতাঃ বিশ্বকল্পনৈঃ।
ন দ্রষ্টা ন চ দৃষ্টব্যং ন বাচ্যো নাপি বাচকঃ॥
অজস্র হি বিকল্পোঽয়ং বুদ্ধধর্ম্মাকৃতিস্থিতিঃ।
যে পশ্যন্তি যথাদৃষ্টং ন তে পশ্যন্তি নায়কম্॥

আমি জগতে যাহা দেখিতেছি, তাহা স্বপ্ন, মায়া, গন্ধর্ব্বনগর তিমির রোগ, মৃগতৃষ্ণা স্বপ্ন, বন্ধ্যার সন্ততি, অলাতচক্রধূম অথবা চিত্ত গোচরে ধর্ম্মসকলের ধর্ম্মতা। বিশ্বকল্পনাদ্বারা মোহিত অজ্ঞগণ ইহা বুঝিতে পারে না। ঐ তত্ত্বে দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য, বাচ্য ও বাচক নাই। অজস্র ইহা বুদ্ধধর্ম্মাকৃতি স্থিতিরূপ বিকল্প। যাহারা যথাদৃষ্ট বা পূর্ব্বদৃষ্ট মত অনুসরণ করে, তাহারা নায়ককে দর্শন করিতে পারে না।

শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু গৌড়পাদের কারিকায়ও ঠিক এই জাতীয় বিচার দৃষ্ট হয়—

স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥ (২।৩১)

স্বপ্নে যেরূপ মায়াময় গন্ধর্ব্বনগর দৃষ্ট হয়, সেরূপ বেদান্ত-বিদ্‌গণ এই বিশ্বকে মায়াময় বলিয়া থাকেন।

গৌড়পাদের কারিকার চতুর্থ প্রকরণে 'লঙ্কাবতার সূত্রে' অলাতচক্রের দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়।

লঙ্কাবতারসূত্রে মায়া-সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়—

"মায়া চ মহামতে বৈচিত্র্যাৎ ন অন্যা ন অনন্যা। যদি অন্যা স্যাৎ বৈচিত্র্যাৎ মায়াহেতুকম্ ন স্যাৎ, অথ অনন্যা স্যাদ্ বৈচিত্র্যান্ মায়াবৈচিত্র্যয়োঃ ন স্যাৎ স চ দৃষ্টো বিভাগঃ তস্মান্ ন অন্যা ন অনন্যা।"

হে মহামতে! বৈচিত্র্যহেতু মায়া ভিন্নাও নহে, অভিন্নাও নহে। যদি ভিন্না হইতেন, তবে মায়াহেতুক বৈচিত্র্য থাকিত না। আর যদি অভিন্না হইতেন, তবে বৈচিত্র্যহেতু মায়া-বৈচিত্র্য থাকিত না। সেই বিভাগ দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব তিনি অন্যাও নহেন, অনন্যাও নহেন।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার "বিবেকচূড়ামণি"তে মায়াসম্বন্ধে এই বৌদ্ধমতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

সদ্ভাপ্যসদ্ভাপ্যুভয়াত্মিকা নো, ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গা ন্যুভয়াত্মিকা নো মহাদ্ভুতানির্ব্বচনীয়রূপা॥

(বিবেকচূড়ামণি, ১১১ শ্লোক)

সেই মায়া 'সৎ' বা 'অসৎ'—এই উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত নহেন 'ভিন্ন' বা 'অভিন্ন'—এ উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত নহেন, 'সঙ্গ' বা 'অসঙ্গ'—এই দুইয়ের স্বরূপ নহেন, তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়রূপা।

বৌদ্ধের শূন্যবাদ কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াই যে মায়াবাদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধ-মতবাদ ও মায়াবাদ একটু গভীর ভাবে আলোচনা করিলেই উপলব্ধি হয়। 'লঙ্কাবতারসূত্র' বলিতেছেন—

"ন হ্যুৎপন্নস্য কিঞ্চিৎ প্রত্যয়ৈঃ ন বিরুধ্যতে।
উৎপন্নস্য নিরুধ্যন্তে প্রত্যয়া এব কল্পিতাঃ॥
ন তজ্জোৎপাদ-সংক্লেশঃ প্রত্যয়ান্নাস্তিবার্য্যতে।
যস্য বালা বিকল্পন্তি প্রত্যয়ৈঃ স নিবার্য্যতে॥
যচ্চাসতঃ প্রত্যয়েষু ধর্ম্মাণাং নাস্তি সম্ভবঃ।
বাসনৈঃ ভ্রাময়িতঃ চিত্তং ত্রিভবে খ্যায়তে যতঃ॥
ন ভূত্বা জায়তে কিঞ্চিৎ প্রত্যয়ৈঃ ন বিরুধ্যতে।
বন্ধ্যাসুতাকাশপুষ্পং যদা পশ্যন্তি সংকৃতম্।
তদা গ্রাহক গ্রাহ্যক ভ্রান্তিং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
ন চোৎপাদং ন চোৎপন্নঃ প্রত্যয়েষ্বপি ন কেচন।
সংবিদ্যন্তে কচিৎ কেচিদ্ ব্যবহারস্তু কথ্যতে॥"

মায়াবাদগুরু শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু গৌড়পাদও তাঁহার কারিকায় লিখিয়াছেন—

অলাতস্যৈব ভাবস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্যতাং কথমেষ্যতি॥ (৩।২০)

বাদী বা তার্কিকগণ অজাত বস্তুরই উৎপত্তি ইচ্ছা করে। জন্মরহিত বস্তুর অমৃত ভাব। অতএব তাহা কিরূপে মর্ত্য বা নশ্বর হইবে?

আচার্য্য শঙ্করও 'বিবেকচূড়ামণি'তে বলিয়াছেন—
উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছতি, স এব কর্ম্মাণি করোতি দুর্ভগঃ।
স এব জীর্য্যন্ ম্রিয়তে সদাহং, কূটাদ্রিবন্নিশ্চল এব সংস্থিতঃ॥
(৪০৩ম শ্লোক)

উপাধিই আগত হয় এবং বিগত হয়; উপাধিই কার্য্য করে ও কর্ম্মফল ভোগ করে এবং জীর্ণ হইয়া মৃত হয়; কিন্তু আমি নিত্য কূটপর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত আছি।

ভাস্করাচার্য্য শাঙ্করমতকে কেন "প্রচ্ছন্ন মহাযানিক বৌদ্ধবাদ" বলিয়াছেন, তাহা মহাযান-সম্প্রদায়ের মতবাদ ও

মায়াবাদের বিচারসমূহ পরস্পর আলোচনা করিলে অনেকটা উপলব্ধির বিষয় হয়। মায়াবাদিগণ বলিতে চাহেন যে, বৌদ্ধ মহাযানবাদ শঙ্কর মায়াবাদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ইতিহাস ও যুক্তিসম্মত বলিয়া মনে হয় না। আচার্য্য শঙ্করের অভ্যুদয়কাল বুদ্ধের অভ্যুদয়-কালের অনেক পরে। শঙ্করাচার্য্যকৃত সূত্রভাষ্যে বৌদ্ধমত-বাদের অনেক কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। ২।২।২২ সূত্রের ভাষ্যে বৌদ্ধবাদের 'প্রতিসংখ্যানিরোধ' ও 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ' বিচার দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ 'সৌত্রান্তিক', 'বৈভাষিক' 'মাধ্যমিক' ও 'যোগাচার' এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সৌত্রান্তিক' ও 'বৈভাষিক' হীনযান-মতাবলম্বী এবং 'মাধ্যমিক' ও 'যোগাচার' মহাযান-মতাবলম্বী। 'মহাযান'-বৌদ্ধগণ অর্থাৎ 'মাধ্যমিক' ও 'যোগাচার' সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ সর্ব্বশূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদী। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ অসৎখ্যাতি-মতবাদ সমর্থন করেন। অসৎ-খ্যাতিবাদের মতে জগতে বাহ্য ও আন্তর সমস্ত পদার্থই মিথ্যা। অসৎ বা শূন্যই একমাত্র সত্য। সেই অসৎই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই অসতের খ্যাতি বা প্রতীতি বলিয়া ইহাকে 'অসৎখ্যাতি' মত বলে। মায়াবাদের মধ্যে যে জগন্মিথ্যাত্ববাদ ও জগতের প্রাতিভাসিক সত্যত্ব বিচার দৃষ্ট হয়, তাহা মাধ্যমিক বৌদ্ধের 'অসৎখ্যাতি' মতবাদেরই প্রতিধ্বনি। যোগাচার বৌদ্ধগণের আত্মখ্যাতি মতবাদ। তাহাতে বুদ্ধিরূপ বিজ্ঞানই আত্মা। তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। বিজ্ঞানই বাহিরে বিষয়াকারে প্রতীত হয়। মায়াবাদ এই মতেরই প্রতিচ্ছায়া :

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মায়াবাদে বস্তুমাত্রেরই মিথ্যাত্ব প্রচারিত আছে। যোগাচার ও মাধ্যমিক মত অর্থাৎ মহাযান-সম্প্রদায়ের মতাবলম্বিগণের মতও তাহাই। শাঙ্করমত যোগাচার ও মাধ্যমিক মতে প্রভাবান্বিত হইয়াই সনাতনশাস্ত্র-প্রচারক সকল বৈষ্ণবাচার্য্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জগৎকে 'মিথ্যা' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জগৎকে 'মিথ্যা' বলিলে জগতের কর্ত্তা পরমেশ্বরেরও মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়। এজন্য সেশ্বর বৈদান্তিকগণ সকলেই একবাক্যে শাঙ্কর-মতবাদ বা মায়াবাদকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ' বা 'প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ' বলিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামী বলিতেছেন—

যা চ গ্রামতড়াকাদেরারামান্তেঃ কৃতস্তু হি।
মিথ্যাত্বকথনান্নিন্দা মৎসরগ্রস্তচেতসাম্।
সা সর্ব্বা সর্ব্বমিথ্যাত্ববাদে স্যাদেব মাধবে॥

কোন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি অর্থব্যয় ও প্রয়াসপূর্ব্বক গ্রাম, তড়াগ, উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিলে ঈর্ষাপরায়ণ অপর ব্যক্তিগণ যদি ঐ সমস্তকে মিথ্যা বলে, তাহা হইলে যেরূপ কর্ত্তার নিন্দা হয়, সেইরূপ এই জগৎকে মিথ্যা বলিলে জগৎকর্ত্তা শ্রীহরিরই নিন্দা হইয়া থাকে।

অজ্ঞোঽসীতি তু যা নিন্দা সা মায়াশ্রয়তোদ্ভিতঃ।
ভগবত্যুচ্যতে কর্ম্ম বন্ধযোক্ত্যা চ পাপিতা॥

মায়াবাদিগণের মতে ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলা হইয়া থাকে, তাহাদের মতে মায়া-শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অতএব ইহলোকে যেরূপ অজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'অজ্ঞ' বলিয়া নিন্দা করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে মায়া বা অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলে তাঁহাকে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করা হয় না কি? পরন্তু ব্রহ্মই অনাদি কর্ম্মবন্ধনবশতঃ সংসারদশাগ্রস্ত হ'ন, ইহা বলিলে তাঁহাকে পাপীও বলা হইয়া থাকে।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার যে পরমগুরুদেব গৌড়পাদের কারিকা অবলম্বনে সূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছেন, সেই গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকার ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। গৌড়পাদের প্রশিষ্যত্বে প্রচ্ছন্নভাবে নাস্তিকতা প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া সুধীগণ বিচার করেন। মায়াবাদিগণ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, যখন আচার্য্য শঙ্কর সূত্রভাষ্যে বৌদ্ধ ও নিরীশ্বর সাংখ্যমতবাদ নিরাস করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বা 'নিরীশ্বরবাদী' বলা যায় কিরূপে? মনস্তত্ত্ববিৎ সুধীগণ বলেন,—যাঁহার যে বিষয়ের প্রতি অধিক অনুরাগ, তাঁহারই সেই বিষয়ের প্রতি অতিক্রোধ বা অতিবিরাগ উপস্থিত হয়। এই অতিক্রোধ বা অতি-বিরাগ স্পষ্ট অনুরাগ নহে, কিন্তু প্রচ্ছন্ন প্রবল অনুরাগেরই লক্ষণ।

মায়াবাদ 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ' বলিয়াই আধুনিক পণ্ডিতগণও হিন্দুদর্শন বা বৈদান্তিক মতবাদ বলিতে যেরূপ শাঙ্কর মতবাদ বা মায়াবাদকে বুঝিয়া থাকেন, তদ্রূপ হিন্দুধর্ম্ম বলিতেও 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' ধর্ম্মকেই উদ্দেশ করেন। বিশ-

বিখ্যাত কোন ঐতিহাসিকের রচিত এক ইতিহাস-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

'উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের উপর বুদ্ধের ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত'।

উপনিষদের 'দার্শনিক তত্ত্ব' বলিতে, বোধ হয়, ঐতিহাসিকবর 'মায়াবাদ'কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এইরূপ আধুনিকী উক্তিসমূহও প্রমাণ করে যে, প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমতবাদই সাধারণের নিকট উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব বা বৈদান্তিক মতবাদ বলিয়া বিদিত।

শ্রীযুক্ত গান্ধীজী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর কলম্বো সহরে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"It is my deliberate opinion that the essential part of the teachings of the Buddha now forms an integral part of Hinduism. • • He gave life to some of the teachings that were buried in the Vedas and which were overgrown with weeds."

মায়াবাদ ও শাঙ্করমতের বহুমাননকারী কোনও সুবিখ্যাত প্রচারক* বুদ্ধ সম্বন্ধে আমেরিকায় এক বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যেও মায়াবাদের প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার রূপ (প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ) ফুটিয়া উঠিয়াছে। বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

"To many the path becomes easier if they believe in God. But the life of Buddha shows that **even a man who does not believe in God,** has no metaphysics, belongs to no sect, and does not go to any church or temple, and is a **confessed materialist, even he can attain to the highest.** • • • Buddha may or **may not have believed in God ; that does not matter** to me. He reached the same state of perfection to which others come by Bhakti—Love of God, Yoga or Jnana."

এইরূপ উক্তি হইতেও জানা যায় যে, ভগবানে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস অর্থাৎ আস্তিকতা বা নাস্তিকতা যে-কোন একটি পথ অবলম্বন করিলেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বা পূর্ণতা লাভ হইতে পারে। আস্তিকতাই যে একমাত্র পথ, তাহা নহে। উহা কাহারও কাহারও নিকট মত বা পথ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে! যে মতবাদে নাস্তিকতাও বিকল্পে সিদ্ধ হয়, তাহা নাস্তিক্যমতবাদেরই প্রকারান্তরবিশেষ। নির্ব্বিশেষবাদ অন্তরে এইরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাই পোষণ করে। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ হইতেই যে চিচ্ছড় সমন্বয়বাদের সৃষ্টি, তাহা এইস্থলে বেশ বুঝা যায়।

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি প্রাতিস্মরণীয় পণ্ডিতগণের অধ্যাপক স্বধামগত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় সায়নমাধবের 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে'র যে বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সাংখ্যদর্শনের মতানুবাদের প্রসঙ্গে এই কএকটি কথা লিখিয়াছেন—

"বৈদান্তিকদিগের যে মায়াবাদ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে কোন প্রমাণ নাই বরং তদ্বিরোধী ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীর প্রতি ঈশ্বরের বাক্য—

'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা। অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং প্রদর্শ্য লোকগর্হিতম্। কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে। সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্যং তত্র চোচ্যতে। পরাত্মজীবয়োরৈক্যং মযাত্র প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া। সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যত্র নাশনার্থং কলৌ যুগে। বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্। ময়ৈব কল্পিতং দেবি জগতাং নাশকারণম্।' ইতি।

এই সকল বচনের তাৎপর্য্যার্থ এই, মায়াবাদশাস্ত্রই অসৎ শাস্ত্র এবং বাহ্য আস্তিক শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ; (কিন্তু ইহা বাস্তবিক আস্তিক শাস্ত্র নয়, নাস্তিক শাস্ত্র)। কলিকালে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আমিই এই শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি। লোকনিন্দিত কতকগুলি শ্রুতির যথাশ্রুত যে বিরুদ্ধার্থ আছে, তাহাই প্রদর্শন করাইয়া কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগের কথা লিখিয়াছি এবং সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগপ্রযুক্ত যে নৈষ্কর্ম্য, তাহাও লিখিয়াছি। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছি এবং ব্রহ্মের যথার্থ রূপ যে নির্গুণ, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কলিযুগে নিখিল জগতের নাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি জগতের সংহারের আশয়ে বেদের অযথার্থ অর্থের সহিত মায়াবাদ মহাশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি। বাস্তবিক ইহা অবৈদিক অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য নহে, বেদমূলক মাত্র।

* A lecture delivered by Vivekananda in Detorit, U. S. A.

এই সকল বচনকে অপ্রমাণ বা কল্পিত বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে ? কারণ যদি কল্পিতই হইত, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মমীমাংসার ও সাংখ্যসূত্রাদির ভাষ্যকার পণ্ডিতপ্রধান বিজ্ঞানভিক্ষু স্বীয় ভাষ্যে ঐ সকল বচন উদ্ধৃত করিতেন না।"

অতএব কেবল গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণই পদ্মপুরাণের ঐ উক্তি উদ্ধার করিয়া 'মায়াবাদ'কে 'প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ' বা 'নাস্তিক্যবাদ' বলিয়াছেন,—এরূপ দোষারোপ কোনও ভাবে সমীচীন হইতে পারে না। মায়াবাদ যে শাস্ত্র, যুক্তি ও মহাজনবাক্যের দ্বারা 'নাস্তিক্যবাদ' বা 'বৌদ্ধবাদ' বলিয়াই বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত রহিয়াছে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

শাঙ্করমতাবলম্বিগণ শ্রীল শ্রীধর স্বামীকে মায়াবাদী বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু শ্রীধরের বিচার—মায়াবাদের বিরুদ্ধে ; এমন কি, শ্রীধরস্বামী তাঁহার গীতার টীকায় শাঙ্করমতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা মায়াবাদিগণও অস্বীকার করিতে পারিবেন না ; কেন না, মায়াবাদিপণ্ডিত ধনপতিসূরি তাঁহার ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায় শ্রীধর স্বামিপ্রভৃতির সেই সকল ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়া শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের উৎকর্ষ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী মায়াবাদী হইলে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করিতেন না। অতএব সকল শাঙ্কর আচার্য্যই মায়াবাদকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ' বা 'নাস্তিক্যবাদ' বলিয়া আদর করিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামীর সিদ্ধান্তকে বহু মানন করিয়াছেন, আর আচার্য্য শঙ্করের মতবাদ বা ভাষ্য পাঠ করিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয়, ইহাই বলিয়াছেন।

"প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক্যবাদ" সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ

বৌদ্ধবাদ প্রচলিত হইলে যখন ঐ মতের নিন্দনক-প্রযুক্ত প্রচারকদিগের অধ্যবসায় খর্ব্ব হইতে লাগিল, তখন ঐ মতকে নূতন নূতন আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইল। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ঐ সময় মায়াবাদরূপ একটি বাদের সৃষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধধর্ম্মে 'বৌদ্ধ'-নামেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বৌদ্ধেতর অজ্ঞান লোকদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতরূপ মায়াবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। বেদার্থ-সহকারে দার্শনিক আকারে ঐ মতটী যে সময় প্রচারিত হয়, তখন মায়াবাদী বৈদান্তিকদিগের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু পার্ব্বতীয় দেশে ঐ মত ভিন্নাকারে তন্ত্রশাস্ত্রানুগত বলিয়া তন্ত্রাচার্য্যেরা মায়াশক্তিবাদ প্রচার করেন।

কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি মানসিক ভাব ব্যতীত আর কিছুই মানেন না। তাঁহারা বলেন, বিষয় (objective world) বস্তুতঃ নাই, ভাবই আছে। আত্মাকে যে ভাবের আশ্রয় (subjective reality) বলি, তাহাও কার্য্যকর নয়। বাস্তবিক ভাব বই আর কিছুই নাই। Bishop Berkely প্রভৃতি কএকটী লোক এক প্রকার ভাববাদী। এই 'ভাববাদের নাম Idealism বলিয়া তাঁহারা উক্তি করিয়াছেন। মিলও (Mill) কিয়ৎ পরিমাণে 'ভাববাদ' স্বীকার করিয়াছেন। 'ভাববাদ'-শব্দে চিদ্বাদ' মনে করা উচিত নয়। বিষয়-জ্ঞানকে ভাব বলা যায়। ঐ বিষয়জ্ঞান বাস্তবিক জড় বিষয়ের মাত্রাস্পর্শমাত্র। জড়বিলক্ষণ কোন তত্ত্ববিশেষ নহে। মানবের মন যখন বিষয়কে অনুভব করিয়া বিষয়ের ছবি সংগ্রহ করে, তখনই ভাবসকল উদিত হয়। অতএব 'ভাববাদ' কখনই জড়বাদের অতীত নয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর বা জগজ্জন কিছুই নাই, ভ্রমভাবই বিদ্যমান। ভাব নিত্য ও বিচিত্রস্বরূপ। ভাবের কখনই অভাব হয় না। ভাবই অদ্বয়তত্ত্ব। এই মতটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। চিত্তের উন্মাদ অবস্থাতেই কেবল এরূপ বিশ্বাস হইয়া উঠে। যাঁহারা ঐ মত গ্রন্থ-মধ্যে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা কদাপি ভাব বিশ্বাস করিতেন না। ভাবকে

জড় সত্য বলিয়া উক্তি করিলে কোন দোষ হয় না। অতএব ভাববাদও জড়বাদমধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে।

সত্তামেব স্বসন্নিত্যং সন্দেহানিত্যভাবনা।
কেচিদ্বদন্তি মায়েয়া যুক্তিবাদপরায়ণাঃ॥

কোনমতে এরূপ বিচার দেখা যায়—"যাহাকে 'সৎ' বলিয়া উক্তি করা যায়, তাহা নিত্য অর্থাৎ যাহার সত্তা আছে, তাহা অনিত্য। পরিণত বা নষ্ট হইলে অবশ্য 'অসৎ' হইবে। অতএব অসৎই নিত্য ও সত্য।" এই মতটি নিতান্ত হাস্যজনক; যেহেতু ইহাতে সার মাত্রই নাই। কেবল তর্কপ্রিয়তাবশতঃ কোন কোন মোহাক্ত ব্যক্তি এইরূপ কুতর্ক উপস্থিত করেন।

'অসৎ—সত্য'—এ কথাটি আদৌ উন্মাদগ্রস্তের পক্ষে। সাধারণ বোধগম্য ভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ হয়—'নয়ই হয় এবং হয়ই নয়।' এইরূপ কুতর্ক হইতে সন্দেহবাদরূপ একটি মতের উদয় হইয়াছে। এই মতটিকে ইংরেজী ভাষায় (Scepticism) বলে। হিউম প্রভৃতি কতকটি পণ্ডিত ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন। 'সন্দেহবাদ' যদিও স্বয়ং অসিদ্ধ পক্ষ ও অস্বাভাবিক, তথাপি কার্য্যবশতঃ ঐ মত এককালে অনেকের আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। 'জড়ানন্দবাদ' ও 'জড়নির্ব্বাণবাদ' জগতে এতদূর অনিষ্ট উৎপত্তি করে যে, মানবগণ তাহাদের নাম শুনিতেই ঘৃণা বোধ করেন। নর-স্বভাব পবিত্র ও ভক্তিকুসুমিত। কখনই জড়বাদে আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। জড়বাদ যখন তাহার কঠিন লৌহময় শৃঙ্খলে যুক্তির হস্ত-পদ বাঁধিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল, তখন যুক্তি স্বীয় বলে ঐ শৃঙ্খল ছেদন করিবার যে শেষ চেষ্টা করে, তাহাই সন্দেহবাদ। জড়ই নিত্য সত্য, জড়ই সর্ব্বস্ব—এইরূপ স্থির হইল। অধ্যাপক হাক্সলি (Prof. Huxley) যে মত বলিয়াছেন, তদ্রূপ অনেকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল—"যে ঘটনাই হউক, সমস্তই জড়ীয় হেতু-পরিণতি না বলিলে বৈজ্ঞানিক হয় না। জড় ও কার্য্য-কারণ ব্যতীত আর কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। অবশেষে চিৎ ও রাগ ইহারা শাস্ত্র হইতে দূরীকৃত হইবে। জড়ের ঢেউ ক্রমশঃ আত্মাকে ডুবাইবে। বিধির অকাট্য করকবল স্বাধীনতাকে বদ্ধ করিবে।" যে সময় বহুতর লোক এইরূপ অসৎ তর্ক করিতেছিল, নর-স্বভাব নিজাবস্থায় অধঃপাত দেখিতে পাইয়া তখন যুক্তিকে অন্য পথে চালাইতে চেষ্টা করিলেন। নূতন চেষ্টার যে-কোন অশুভ ফল হউক না কেন, জড়বাদকে ধ্বংস করিতেই হইবে—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুক্তি তখন সন্দেহবাদকে প্রসব করিল। জড়ানন্দরূপ জঞ্জাল দূর হইল বটে, কিন্তু সন্দেহবাদ আস্তিকতার আরও ব্যাঘাত করিতে লাগিল। লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল যে, আমরা বাস্তবিক সত্য দেখিতে পাই না। কেবল বস্তুর গুণসকল অনুভব করি। তাহাও যে ঠিক অনুভব করি, তাহারই বা প্রমাণ কি? ইন্দ্রিয়গণদ্বারা একটি একটি গুণ আমরা অনুভব করি। যথা চক্ষুদ্বারা রূপ, কর্ণদ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ ও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন। আমাদের পাঁচটি জ্ঞানদ্বারক্রমে যে বস্তুগুণসমষ্টি হৃদয়ঙ্গম হয়, তদ্দ্বারা আমাদের বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। যদি পাঁচটি ইন্দ্রিয় ব্যতীত আরও দশটি ইন্দ্রিয় আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমরা ঐ জ্ঞানকে ভিন্নাকারে প্রাপ্ত হইতাম। এস্থলে আমাদের যে-কিছু জ্ঞান আছে, সকলই সন্দেহপূর্ণ। এইরূপ সন্দেহবাদ দ্বারা জড়বাদ নষ্ট হইলেও চিদ্বাদের কোন উপকার হইল না। সন্দেহবাদ অসন্দিগ্ধরূপে বস্তু-সত্তাকে স্বীকার-পূর্ব্বক এইমাত্র বলে,—"সে বস্তু তত্ত্বতঃ আমরা অবগত নই, যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই ও তদ্রূপ জ্ঞানোপায়ও নাই।" সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে, যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে। অসন্দিগ্ধ তত্ত্ব থাকিলে আর সন্দেহবাদের মূল কোথায়? ভালরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, সন্দেহবাদ নিরর্থক প্রলাপমাত্র। আমি আছি কি না, এ সন্দেহ কে করিতেছে? আমিই করিতেছি। অতএব আমি আছি।

সর্ব্বেষাং নাস্তিকানাং বৈ মতমেতৎ পুরাতনম্।
দেশভাষা-বিভেদেন লক্ষিতঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥

জড়বাদ বা জড়শক্তিবাদ, ভাববাদ ও সন্দেহবাদ—এই তিনটি মতই পুরাতন নাস্তিক মত। যত প্রকার নাস্তিকবাদ হইতে পারে, সকল প্রকার বাদই ইহার অন্তর্গত। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, নবীন নাস্তিকেরা যে-সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন-মত-প্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সে-সকল ভ্রম-মাত্র। নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন। এতদ্দেশে

বহুবিধ দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসা—ইহারা প্রকারান্তরে নাস্তিক। পাতঞ্জল ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ—ইহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকবাদ। ঐ সমস্ত মতের আলোচনা দেখিতে অনেকের বাসনা হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা অতি সংক্ষেপে ঐ সকল মতের কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিব।

সাংখ্য—কপিল-প্রণীত পুরাতন দর্শনশাস্ত্র-বিশেষ। মহর্ষি কপিল ঐ শাস্ত্রে আমাদিগকে বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥১।৯২

অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না।

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥১।৯৩॥

ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে মুক্ত বলিবে, নয় বদ্ধ বলিবে। তদ্ভিন্ন কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই। এই স্থলে প্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু কহিলেন,—নত্বেবমীশ্বর-প্রতিপাদক-শ্রুতীনাং কা গতিস্তত্রাহ'।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা ॥১।৯৬॥

মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা উপাসাসিদ্ধের প্রশংসার জন্যই ঐ প্রকার শ্রুতিসকল কথিত হইয়াছে। বাস্তবিক ঈশ্বর নাই, সাংখ্য এই পর্য্যন্ত।

ন্যায়—গৌতম-প্রণীত। গৌতম বলেন,—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়বতর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহ-স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

গৌতমের নিঃশ্রেয়ঃ যে কি অবস্থা, তাহা উপলব্ধি হয় না। বোধ হয় যে, তর্কদ্বারা প্রবল হইতে পারিলেই জীবের শ্রেয়ঃ। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর স্থান পাইলেন না। এইজন্যই বেদ বলিয়াছেন,—

নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া ॥"

গৌতম অপবর্গকে এই প্রকারে লক্ষিত করিয়াছেন —"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা-পায়াদপবর্গঃ।"

সামান্যতঃ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম 'মুক্তি'ই এই সূত্রে লক্ষিত হইয়াছে। মুক্তিতে গৌতমের মতে কোন আনন্দ নাই, অতএব ঈশ্বরসুখদাতৃত্বই নাই। অতএব গৌতম-কৃত ন্যায়শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ। গৌতম এ পর্য্যন্ত।

বৈশেষিকদর্শন—কণাদ-প্রণীত। এই দর্শনের অধিক বিচারের প্রয়োজন নাই। কণাদকৃত মূল সূত্রগুলি বিচার করিলে নিত্য ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঐ মতের কোন কোন গ্রন্থকারেরা সপ্ত পদার্থের মধ্যে 'দেহী' পদার্থের অন্তর্গত একটি তত্ত্বকে পরমাত্মা বলিয়া নিজ-মতের নিরীশ্বরত্ব অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যাদি পণ্ডিতগণ নিজ-নিজ বেদান্তসূত্রভাষ্যে ঐ কণাদ মতকে অবৈদিক ও নিরীশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। বাস্তব-পক্ষেও দেখা যায় যে, ঈশ্বরকে যাঁহারা স্বাধীনকর্ত্তা বলিয়া স্থাপন করেন না তাঁহাদের মতে 'ঈশ্বর' কথাটি থাকিলেও তাঁহারা নিরীশ্বর। ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি সর্ব্বতন্ত্রের ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। যে মতে ঈশ্বরের তৎসম নিত্য-বস্তু স্বীকৃত আছে, সেই মতটি নিরীশ্বর মত।

কর্ম্মমীমাংসার সূত্রকার—জৈমিনী। তিনি পরমেশ্বরের কথা উল্লেখ করেন না। আদৌ ধর্ম্মই তাঁহার বিষয়। তাঁহার মতে —"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ। তস্মিংস্তত্র দর্শনাৎ ॥"

যে অর্থ বেদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। তাহার নাম কর্ম্ম। এইস্থলে তাঁহার ভাষ্যকার শবর স্বামী লিখিয়াছেন,—

"কথং পুনরিদমবগম্যতে? অস্তি তদপূর্ব্বম্।"

কিরূপে ইহার অবগতি হয়? অতএব 'অপূর্ব্ব' নামক তত্ত্ব অবশ্যই আছে। কর্ম্ম কৃত হইলে তদ্দ্বারা একটী অপূর্ব্ব উদিত হয়, তাহাই ফল প্রদান করে। ফলদাতা ঈশ্বরের কি আবশ্যক? কয়টী প্রবৃত্তি আধুনিক নাস্তিকগণ এতদতিরিক্ত আর কি বলিতে সক্ষম হইয়াছেন?

বেদান্তশাস্ত্রটি সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্র। তাহার ভাষ্যে অপর-চিন্তকগণ অদ্বৈতবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতকে প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু সাধু-লোকেরা বিশেষ যত্নসহকারে বেদান্তের সদ্ভাষ্য রচনা করত জগজ্জনকে সুপথ দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদের নৈরর্থক্য পরে আমরা আলোচনা করিব।

পাতঞ্জল-শাস্ত্রকে যোগশাস্ত্র বলে। উহা পতঞ্জলি ঋষি-প্রণীত। ঐ শাস্ত্রের সাধনকাণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে —

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞ্যবীজম্। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানব-চ্ছেদাৎ ॥

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়—এই চারিটী উৎপাত দ্বারা অপরামৃষ্ট কোন পুরুষবিশেষের নাম 'ঈশ্বর'। তাঁহাতে অত্যন্ত সাম্যভাব বীজ অবস্থিত। তিনি সমস্ত পূর্ব্বগত ব্যক্তিরও গুরু, যেহেতু কালকর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন।

এই প্রকার ঈশ্বরের বিষয় ঐ দর্শনে দৃষ্টি করিয়া অনেকেই মনে করেন যে, পতঞ্জলি যথার্থই একজন ভক্ত। কিন্তু পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্র যিনি বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তিনি আর ভ্রান্ত হইবেন না। কৈবল্যপাদে লিখিত আছে,—

পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

ভোজবৃত্তিতে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ দেখা যায়; "চিচ্ছক্তেরুর্বিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রেহবস্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে।" চিচ্ছক্তির স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতির নাম কৈবল্য। এ স্থলে বিবেচ্য এই যে, চিচ্ছক্তির কৈবল্যের অর্থ কি? অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের কোন কার্য্য থাকিবে কি না? জীব কৈবল্য লাভ করিলে সাধন-দশায় ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিবে? উক্ত শাস্ত্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রশ্নের উত্তর নাই। ঐ শাস্ত্রখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, সাধনকাণ্ডোক্ত ঈশ্বর কেবল উপাসনা-সিদ্ধির জন্য কল্পিত বস্তুবিশেষ; সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে আর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র কি সেশ্বর,—না নিরীশ্বর? আপনারা উত্তর করুন।

এই সমস্ত নাস্তিক মত বেশ-বিশেষে ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে।

বহুদিন হইতে 'অদ্বৈতবাদ' নামক একটি বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটি উদিত হইয়াছে; 'অদ্বৈতবাদ' যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিত প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেকজাণ্ডারের সহিত কয়েকটী পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ-নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ এই যে, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, আর বস্তুন্তর নাই বা হয় নাই। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এইরূপ পৃথক্ ভাবসকল ব্যবহারিক বুদ্ধির ফল, বস্তুতঃ ব্রহ্মই সমস্ত পরিদৃশ্য তত্ত্বের অধিষ্ঠান মূল। সেই ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার, নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। তাঁহাতে কিছুমাত্র উপাধি নাই। কোনপ্রকার শক্তি নাই এবং কোনপ্রকার কার্য্য নাই। ব্রহ্মের অবস্থান্তর বা পরিণাম নাই। এই সমস্ত বাক্য বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিগণ এই সমস্ত কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু সবিশেষ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তদ্রূপ ব্রহ্ম কিরূপে জগতের কারণ হইতে পারেন? জগৎও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কোথা হইতে জগৎ আসিল? ঈশ্বর মীমাংসা করিতে না পারিলে আমাদের উপাদেয় মত বজায় থাকে না। তখন চিন্তা করিতে করিতে মনে কতই বিচার উঠিতে লাগিল। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কি করিয়া কার্য্য বা কার্য্য-শক্তি স্বীকার করা যায়? আবার আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া অদ্বৈত-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়। বিচার করিতে করিতে প্রথমে স্থির করিলেন যে, ব্রহ্মে একটুকু পরিণাম-শক্তি থাকিলে দোষ হয় অদ্বৈতহানি হইবে না। ব্রহ্মই—বস্তু-পরিণাম। তাঁহার প্রতীতি হইতে পারে।

বস্তুনঃ পরিণামোঽয়ং বিবর্ত্তভাবতঃ কিল।
জগদ্বিচিত্রতা সাধ্যা জগদ্ভ্রমং ন বর্ত্ততে॥

এক মতে পরিণাম মানাই স্থির হইল, তখন আর একটী অদ্বৈতবাদী বলিয়া উঠিলেন কি—ব্রহ্মের দোষ স্বীকার করা উচিত নয়। ব্রহ্মকে পরিণামী বলিলে তাঁহার ব্রহ্মতা বজায় থাকিবে না। পরিণামবাদ দূর করিয়া বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ কর। ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই। অতএব—পরিণাম অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের স্থিতিমান্ এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভাবস্থলে অন্যথা-বুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত-প্রতীতি মানিলে আমাদের মতটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইতে ভ্রান্তি-বিচিত্রতা হয়। শুক্তিতে রজত-জ্ঞানে আপাদিবিচিত্রতা দেখিতে পাই। অতএব বিবর্ত্ত মানিলে আর ব্রহ্মেও দোষ হয় না এবং জগৎ যে মিথ্যা, কেবল-অজ্ঞান-প্রতীতি-মাত্র, এইমাত্র সিদ্ধ হয়। জগৎ নাই, জীবন নাই। ব্রহ্ম আছেন এবং জগৎপ্রতীতির একটী ভাণ-মাত্র আছে। ঐ ভাণকে বিশেষরূপে বুঝিতে গিয়া তাহার নাম 'অবিদ্যা', 'মায়া' ইত্যাদি অভিধানে পাওয়া গেল। ভাণ কখনই তত্ত্বান্তর নয়,—অতএব বস্তু একই রহিল, অধিক হইল না। বস্তু পারমার্থিক ও ভাণ ব্যবহারিক,—ইহাই স্থির হইল। ব্যবহারিক বুদ্ধি পারমার্থিক জ্ঞান কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে

এক বস্তুসিদ্ধির সহিত ব্যবহারিক ভাগ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং যুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

অথবা জীবচিন্মাত্রং জ্ঞাতং সর্ব্বং জগদ্ভ্রবম্।
জীবেশ্বরে ন ভেদোঽস্তি জীবঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ॥

তখন আর একদল পণ্ডিত উঠিয়া ভাগ-প্রবল মতকে তত তাত্ত্বিক মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,—জগৎটা স্বতঃসিদ্ধ, ভাগ নয়। জীবরূপ অন্য একপ্রকার ভাগকে অবলম্বন করিয়া জগদ্রূপ ভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব তবে কি পৃথক্ তত্ত্ব? তাহাও নয়। তাহা বলিলে অদ্বৈতহানি হইবে। জীবই ভাগ। ঐ পণ্ডিতগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী মত স্থির করিলেন। একদল বলিলেন, মহাকাশ ব্রহ্ম ও জীব অবিদ্যা-পরিচ্ছেদ-দ্বারা ঘটাকাশরূপে পৃথক্ প্রতীত হন। অন্য দল তাহাতে এই প্রতিবাদ করেন যে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিভক্ত করা হইবে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অংশ পরিচ্ছিন্ন করিয়া মায়ার বশীভূত করিতে হইবে; তাহা না করিয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার কর। রৌদ্রের প্রতিফলন বা জল-চন্দ্রের ন্যায় জীবকে কল্পনা কর। জীব অবিদ্যার মিথ্যাভব হইয়াও অবিদ্যার বর্ম্মক্রমে প্রাধানিক জগৎকে কল্পনা করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। জীব পৃথক্ নয়, জগৎও পৃথক্ তত্ত্ব নয়। এই সমস্ত মতের ভিতরে একটী মহা-প্রমাদ আছে, তাহা মতবাদান্ধকারাচ্ছন্ন পণ্ডিতগণ দেখিতে পান না এবং দেখিতে চান না। প্রমাদটী এই যে, ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং তাহা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নাই। যে-পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তি স্বীকার না করা যায়, সে-পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মীমাংসাই অকিঞ্চিৎকর হয়। একজন মায়া, একজন অবিদ্যা, একজন ভাগ, আর একজন ভাগের ভাগ মানিয়া কিরূপে নিঃশক্তি ব্রহ্মকে এক তত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন? এইসমস্ত মতে অবশ্যই অদ্বৈতহানি-দোষ লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি মানিলে আর ব্রহ্মকে এক তত্ত্ব বলিয়া বজায় রাখিয়া তত্ত্বান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। বস্তু-শক্তি বস্তু হইতে কখনই পৃথক্ নয়। সবিকার ও নির্ব্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ,—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম হইলেও অচিন্ত্য-শক্তির নিকট সর্ব্বদা যুগপৎ অবস্থিত হইয়াও পরস্পর অবিরোধী। মানবযুক্তি—সীমা-বিশিষ্ট, অতএব অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেইজন্যই কি অচিন্ত্য-শক্তি অস্বীকৃত হইবে? অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের মহিমা কেবল-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-মহিমা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করি। পরশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই—পরব্রহ্ম। নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—পরব্রহ্মের একদেশ-মাত্র। এইরূপ স্থলে পরব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া একদেশ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের চিন্তা হীনতর চিন্তা হইতে হয় সন্দেহ নাই। কেবল-অদ্বৈতবাদ সদ্যুক্তিকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না, বেদের সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে না এবং জীবের চরম মঙ্গল বিধান করিতে অক্ষম।

কপটতা

[গত ১লা পৌষ (১৩৪৬) রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে
'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতার মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত]

বিমুখবিমোহিনী মহামায়া সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট জীবের নিকট যে-সকল নাটা বিস্তার করিয়া জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করে, তন্মধ্যে কপটতার নাটা অন্যতম। সাধক জীবনে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে কপটতা একটি প্রধান কণ্টক। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার মনঃশিক্ষায় আমাদের জন্য এই উপদেশটি কীর্ত্তন করিয়াছেন—

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটীনাটীভর-খর-
স্ফুরন্মূত্রে মাস্থা বহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বাগিরিধরপদপ্রেমবিলস-
ন্সুধাম্ভোধৌ মাস্থা স্বমপি নিতরাং মাক্ষু মুখর॥
(মনঃশিক্ষা ৬ষ্ঠ শ্লোক)

রে চিত্ত! তুমি কুটীনাটীভাবজনিত সুস্পষ্ট কপটতা-রূপ গর্দ্দভস্ফরিতমূত্রে স্নান করিয়া কি হেতু নিজকে এবং

আমাকে দণ্ড করিতেছ ? পরন্তু, তুমি সরলা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মবিষয়ক প্রেমরূপ সুশোভন সুধাসমূহে স্নান করিয়া নিজকে এবং আমাকেও অতিশয় সুখ প্রদান কর।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন যে, কামক্রোধাদি ছয়টি রিপু বাহিরে শত্রুতা করে এবং ঐ শত্রুগুলিকে সহজেই ধরা যায়; কিন্তু 'কপটতা' সর্ব্বাপেক্ষা গুপ্ত শত্রু। সেই কপটতারূপ গণ্ডূষে মূত্রে স্নান করিয়া যাহারা আপনাদিগকে পবিত্র মনে করে, তাহাদের কোনদিন মঙ্গল হয় না। 'কপটতা' না ছাড়িলে ভক্তিরস-সাগরে স্নানকেলি সম্ভব নহে—

কাম, ক্রোধ আদি করি', বাহিরে সে সব অরি,
আছে এক গূঢ় শত্রু তব।
'কপটতা' নাম তা'র তা'রে কুটীনাটী তার,
খরমূর্ত্তি পরম কিতব॥
ওরে মন গূঢ় কথা কয়।
সেই খরমূত্রে ভুলে, স্নান করি' কুতূহলে,
'পবিত্র' বলিয়া মনে কর॥
বনে বা গৃহে বা থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
যার মূত্রে তুমি আমি মলি।
ছাড়িয়া কাপট্যখল, যুগলবিলাসরস-
সাগরে করহ স্নানকেলি॥

(মনঃশিক্ষা, ৬ষ্ঠ শ্লোক)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'কাপট্য'কে দুষ্টা প্রতিষ্ঠাশা-চণ্ডালিনীর 'উপপতি' বলিয়াছেন। বেশ্যা প্রতিষ্ঠাশা কাপট্য-উপপতির সঙ্গে বহু প্রকার জগজ্জাল উপস্থিত করে।

আমাদের হৃদয়ে কাপট্যের আবির্ভাব কেন হয়, ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, আমরা জড় প্রতিষ্ঠাশা-লাভের আশায়ই অনেক সময় কপট হইয়া পড়ি। আমার মধ্যে যে-সকল অনর্থ, অপরাধ বা অসুবিধা আছে, তাহা জানিলে পাছে আমার সম্মানের লাঘব হয়, এইজন্য আমি সেই সকল অসুবিধাকে গোপন করিয়া থাকি। এইরূপ গোপন করিবার চেষ্টা হইতেই 'কপটতা'র উদয় হয়। ভজনরাজ্যের প্রধান শত্রু কাপট্য ও প্রতিষ্ঠাশা সর্ব্বদাই এক সঙ্গে বাস করে। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর মনঃশিক্ষার পদ্যানুবাদে লিখিয়াছেন—

কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পুর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে॥
শুন মন! নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধূষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যত কাল করিবে নর্ত্তন॥
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
ঘৃণাচিনী যাবে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভু-শ্রেষ্ঠ-পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥

(মনঃশিক্ষা, ৭ম শ্লোক)

যখন আমরা বাহিরের স্তুতি ও নিন্দার প্রতি ব্যস্ত হইয়া পড়ি অর্থাৎ লোকের স্তুতিতে উৎসাহিত ও নিন্দায় ম্লান হই, তখনই জানিতে হইবে যে, প্রতিষ্ঠাশারূপিণী বেশ্যা-চণ্ডালিনী আমাদের হৃদয়ে বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেই বেশ্যা তখনই তাহার কাপট্যরূপ উপপতিকে তাহার গৃহে ডাকিয়া আনিবে। কাপট্যের সঙ্গ ব্যতীত কামুকী প্রতিষ্ঠাশা একমুহূর্ত্তও বাস করিতে পারে না। উভয়ের সঙ্গফলে বহু অনর্থ অবৈধ সন্তানের আবির্ভাব হয়।

সাধক যদি অন্যান্য শত শত অনর্থগ্রস্ত হইয়াও নিষ্কপট হন, তবে তাঁহার কোন-না-কোনদিন মঙ্গলের উদয় হয়। কেন না, নিষ্কপট সাধক সরলভাবে নিজের সমস্ত অনর্থ অন্তরের সহিত গুরুবৈষ্ণবের নিকট ব্যক্ত করিয়া মঙ্গলের পথে চলিবার উপদেশ লাভ করিতে পারেন। কপটতা থাকিলে হৃদয়ে কখনও অনুতাপ বা আর্ত্তির উদয় হয় না; হরিজনের জন্য তীব্র জ্বালা বা অভাব বোধ থাকে না। কপট কেবল জড়প্রতিষ্ঠার আশায় অন্তরের গুপ্ত অনর্থ-গুলিকে বাহিরে 'চুপকাম' করিয়া লোকের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করে। প্রতিষ্ঠাশা লাভের অধ্যবসায় ও তজ্জন্য নানাপ্রকার অসৎ চেষ্টা কপটের হৃদয় জুড়িয়া বাস করে;—কিন্তু সরল ব্যক্তি নিজকে অত্যন্ত অধমাধম, অকিঞ্চিৎকর, অযোগ্যতম বলিয়া সর্ব্বক্ষণ অন্তরের সহিত উপলব্ধি এবং গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সরলভাবে আর্ত্তি জ্ঞাপন করায় আত্ম-মঙ্গলানুসন্ধানেই তাঁহার অধ্যবসায় বর্দ্ধিত হয়।

কপট ব্যক্তি 'বড় আমি' হইবার জন্য অখিলচেষ্টাযুক্ত, আর সরল ব্যক্তি 'ভাল আমি' হইবার জন্য হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার্থ অখিল-চেষ্টান্বিত। 'কাপট্য' প্রতিষ্ঠাশা-কাঙ্গাল, আর 'সারল্য' হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আশায় সর্ব্বদা আশাবন্ধযুক্ত।

কপটের হৃদয়ে দৈন্য নাই, উহা শুষ্ক, পাষাণতুল্য; তাহা দম্ভদৈত্যের রাজধানীস্বরূপ। দৈন্য-বৃত্তিটি প্রকৃত সরল ব্যক্তিরই অন্তরের সহজ বৃত্তি। সম্পূর্ণ সরল না হইলে হৃদয়ে কখনই দৈন্যের আবির্ভাবই হইতে পারে না; কিন্তু কপট ব্যক্তিগণের মধ্যেই দৈন্যের অভিনয় অতিমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কপট ব্যক্তিগণ লোকের নিকট সম্মান লাভ ও দৈন্যের আবরণে স্ব-স্ব অনর্থ গোপন করিবার জন্য ঐরূপ অভিনয় করিয়া থাকে।

কপট ব্যক্তিগণ দৈন্যের অভিনয় করিয়া নিজদিগকে 'অত্যন্ত অপরাধী', 'জীবাধম', 'বিষয়বিষ্ঠার কীট' প্রভৃতি অনেক কিছু মুখে বলিয়া থাকে; কিন্তু কোন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী বৈষ্ণব যদি ঐ কপট ব্যক্তিগণকে তাহাদের মঙ্গলের জন্য ঐ সকল কথা স্পষ্টভাবে বা কৌশলে বলিয়া দেন, তখনই কপট ব্যক্তিগণের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কপট ব্যক্তিগণ সেই শুভানুধ্যায়ী গুরুবৈষ্ণবকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। কপট ব্যক্তিগণের নিজস্ব অনর্থ দোষগুলিকে তাহারা আরও অধিকতর পল্লবিত করিয়া শুভানুধ্যায়ী শিক্ষকবর্গের প্রতি আরোপ করিবার চেষ্টা করে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে, আমরা অনেক সময় গুরুবৈষ্ণবের নিকট দৈন্যের অভিনয় করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু যখন সেই গুরুবৈষ্ণব অকৈতবে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যে 'গৌড়ীয়ে' বা 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে' কিংবা তাঁহাদের হরিকথার মধ্যে আমাদের অনর্থগুলিকে কৌশলে জানাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমাদের কাপট্যগুলিকে 'চোখে আঙ্গুল দিয়া' দেখাইয়া দিবার যত্ন করিয়াছেন, তখনই আমরা গুরুবৈষ্ণবকে মৎসর ভাবিয়া আমাদের প্রতিষ্ঠার লাঘব হইতেছে দেখিতে পাইয়া গুরু, বৈষ্ণব, 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া-প্রকাশ' বা তাঁহাদের বাণীর চির-বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছি। নিজের অনর্থ বা দোষগুলির কথা নিজের মুখে বলিলে তাহা অনেক সময়ই 'দৈন্যোক্তি' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু শুভানুধ্যায়ী গুরুবৈষ্ণব আমার দোষগুলি ধরিয়া দিলে তাঁহাদের মঙ্গলময়ী বাণী আর "আমার দৈন্যোক্তি" বলিয়া বাজারে বিকায় না এবং তদ্দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠাও খর্ব্ব হইয়া পড়ে।

কপটতা-রাক্ষসী যে কত প্রকার 'বহুরূপিণী' হইয়া আমাদিগকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা হইতে বঞ্চিত করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কখনও সুনীতি, কখনও পবিত্রতা, কখনও সংযম, কখনও সন্ন্যাস, কখনও সাধুর বেশ, কখনও উৎকট বিষয়-বৈরাগ্য, কখনও অত্যদ্ভুত ভাব-প্রবণতা প্রভৃতি আকার লইয়া আমাদের হৃদয়ে কাপট্য তাহার নাটা বিস্তার করিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে, তাহা সকল প্রকার কপটতা-লক্ষণ হইতে বিমুক্ত—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভিক শ্লোকে কীর্ত্তিত হইয়াছে। জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী ও অন্যান্য আচার্য্যগণও শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মের এই লক্ষণ বলিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ও সকল বৈষ্ণবাচার্য্যই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত-বাণীতে 'নির্ব্বিশেষবাদকে'ই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর কাপট্য বা কৈতব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

তা'র মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

—(চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ)

'নির্ব্বিশেষবাদে'র ন্যায় আত্মঘাতী কাপট্য আর কিছুই নাই। নির্ব্বিশেষবাদ' উৎকট বিষয়-বৈরাগ্য ও সুনীতির আবরণে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিদ্বেষে আত্মনিয়োগ করে। বৌদ্ধ, জৈন ও কেবলাদ্বৈতবাদিগণের সমস্ত শাস্ত্র ইহার উৎকৃষ্ট সাক্ষ্যস্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং সকল বৈষ্ণবাচার্য্য এইজন্যই নির্ব্বিশেষবাদকে কোন প্রকারেই আদর করেন নাই।

কপটতা একমাত্র স্বরাট্‌লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের একচেটিয়া সম্পত্তি। শ্রীকৃষ্ণই আদিতায় 'শঠ' ও 'কপট'। জীব তাঁহার অনুকরণ করিতে গেলে নিজের মুদ্রাদ্বারাই নিজে দণ্ডিত হইয়া থাকে।

কপটতার প্রতীকস্বরূপ পূতনা বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কপটতা করিয়া 'ধাত্র্যুচিত গতি' লাভ করিয়াছিলেন। এই উদাহরণ দেখাইয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় অনেক সময় কপটতার আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু এখানে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বিষয়বিগ্রহের সহিত কপটতা করিয়া

সেবার আড়ালে কাহারও কাহারও মঙ্গল হইতে দেখা গেলেও আশ্রয়বিগ্রহগণের সহিত কপটতা করিলে তাহার আর রক্ষা নাই। রাবণ ত্রিদণ্ডীর বেশ ধারণ করিয়া কপটতা-পূর্ব্বক আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীসীতাদেবীকে ভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তৎফলে তাহার 'নির্ব্বিশেষ গতি' লাভ হইয়াছে। কপটতার প্রধানতম রূপই 'নির্ব্বিশেষগতি' বা 'আত্মহত্যা'।

শ্রীকৃষ্ণ পূতনা, কুটিলা, অভিমন্যু প্রভৃতি বহির্ম্মুখগণের সহিত কপটতা করিয়াছেন। বৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার সখী সকলেই বহির্ম্মুখগণের সহিত কপটতা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন। রাগমার্গীয় ভজনে 'কপটতা' একটি প্রধান কৌশল; তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপী গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্লোকঃ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল বংশীদাস বাবা মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণ বহির্ম্মুখ ও বিজাতীয় লোকগণের সহিত কপটতা করিয়া যে-সকল হরিজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জগতের বহির্ম্মুখ কপট ব্যক্তিগণ ধরিতে পারে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কপট-সন্ন্যাসলীলা, শ্রীরায় রামানন্দের বিষয়ীর ন্যায় অবস্থান-পূর্ব্বক বহির্ম্মুখ-লোক-বঞ্চনা নির্ব্বিশেষবাদী কপট ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না।

পরম নিষ্কপট অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণ বহির্ম্মুখ লোকের সহিত কপটতা করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরিত্রগণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহারা কখনও হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত কপটতা করেন নাই। গুরু-বৈষ্ণবের সহিত কপটতা করিলে তাহার আর রক্ষা নাই। বিশেষতঃ দক্ষতম যোদ্ধা বা সেনাপতি অস্ত্র-প্রয়োগের যে-সকল কৌশলে অভ্যস্ত, সেই সকল কৌশল যদি নবীন শিক্ষানবীশগণ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নিজের অস্ত্রে নিজেই আত্মবিনাশ লাভ করে।

কপটের আর একটি লক্ষণ এই যে, সে কিছুতেই আনুগত্যময় জীবন যাপন করিতে পারে না। 'কাপট্য' ও 'আনুগত্য'—দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। কপট "হাম্ বড়া" ভাব লইয়া সর্ব্বদা কপট-শিরোমণি বিষয়বিগ্রহের ন্যায় সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতাকামী; এজন্য গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি আনুগত্য-ধর্ম্ম তাহাতে নাই।

অনেক সময় আমরা গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অন্তরে মর্য্যাদাবুদ্ধি পোষণ করিয়া লোক-দেখান শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করি। ঐরূপ কপটতার মধ্যে ভক্তির লেশ নাই; কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষারাই পূতিগন্ধ পাওয়া যায়। কেহ কেহ গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি কপটতা করিয়া এতটা ভক্তির অভিনয় ও ভাব-প্রবণতা প্রকাশ করে যে, কএকদিনের মধ্যেই ঐ কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। তাহারা অচিরেই গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি সংশয়াত্মা ও ভিতরে ভিতরে ছিদ্রান্বেষিৎসু হইয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধী নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। এইরূপ কপটতাময় আনুগত্যের অভিনয় যাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তাহারা কোনও কালে মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর'—এই বাক্যেতে বৈষ্ণবতার লক্ষণ 'চতুরতা' বলিয়া একটি কথা আছে। সেই 'চতুরতা' অর্থে ধূর্ত্ততা বা কাপট্য নহে। যিনি যতটা সরল, নিষ্কপট ও গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি একান্ত আনুগত্যযুক্ত, তিনি ততটা কৃষ্ণভজনকারী প্রকৃত চতুর। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন শুবিমল হেম,
এই ফল ত্রিলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্য পাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥

কপট সর্ব্বদাই মিথ্যাবাদী; তাহার মন ও মুখ সর্ব্বদা পৃথক্। কপটের হৃদয় হইতে অতি সুকোমলা আত্মবৃত্তি আত্মগোপন করিয়া বহু দূরে অবস্থান করে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সরল ও নিষ্কপট ব্যক্তিগণকেই 'সৎসঙ্গ' বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা সরল ও নিষ্কপট, তাঁহারাই 'সৎসঙ্গ'।"—(আঃ বিঃ ভাঃ টিঃ)

এই কপটতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে অতি সরল ও নিষ্কপট ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও আশ্রয়-বিগ্রহগণের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। তাই

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী পুনরায় অনুকীর্ত্তন করিয়া আমরা দুষ্ট মনকে বলিতেছি—

কাপট্য জড়পতি, না ছাড়িবে মম রতি,
অপচিনী যাতে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভু-প্রেষ্ঠ-পদ ধরি,
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
হেন প্রাণ সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
অপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া॥

* *

অবিদ্যা-বিলাসবশে, ছিলে তুমি জড়রসে,
দুষ্টতা জঠরে পাইল স্থান।
হৈলে তুমি শঠরাজ, ভুলিলে আপন কাজ,
জঠরে বরিলে অভিমান॥
এবে উপদেশ শুন, গাইয়া যুগল গুণ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।
দয়া করি' গিরিধর, শুনিয়া কাকুতি-স্বর,
তবে দোষ করিবে শোধন॥

—(মনঃশিক্ষা ৭ম ও ৮ম শ্লোক)

বিবিধ প্রসঙ্গ

চট্টগ্রামে প্রচার

চট্টগ্রাম জিলার গোডনীয়া গ্রামনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রতনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী মহোদয়গণের ঐকান্তিক আহ্বানে চট্টগ্রাম শ্রীবিগ্রহনিধি গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তানন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দসহ বিগত ৫ই ডিসেম্বর রাত্রিতে তদীয় ভবনে উপস্থিত হন।

গত ৬ই ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় তাঁহাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে একটী সজ্জনসমিতি সভায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায় হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র পাঠ ও প্রায় দেড় ঘণ্টা-কাল ব্যাখ্যা করেন।

তৎপর ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উক্ত স্থানে ভক্তিশাস্ত্রীজী 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে প্রত্যহ প্রায় দুই ঘণ্টা-কাল যাবৎ বহুশাস্ত্রযুক্তিমূলে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় ও গৌরলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। প্রত্যহ পাঠ ও বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। বক্তৃতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

৯ই ডিসেম্বর শনিবার প্রাতে গোডনীয়া ও খৈয়াছরা গ্রামনিবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ও সজ্জন ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্রীজীকে অগ্রণী করিয়া এক বিরাট্ নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীযুক্ত রতনকৃষ্ণ বাবুর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে গোডনীয়া ও খৈয়াছরা পরিভ্রমণ করত বেলা ৯ ঘটিকায় গৃহে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক 'নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এল ঘরে'—এই পদ গাহিয়া অনেকক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে ত্রিপুরার মহারাজা রাজমাতা

স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা বিষয়সমরবিজয়ী পক্ষশ্রীক 'ধর্ম্মধুরন্ধর' শ্রীমদ্ বীরবিক্রম কিশোর দেব-বর্ম্ম-মাণিক্য বাহাদুরের মাতা মধ্যমা মহারাণী শ্রীযুক্তা অরুন্ধতী দেবী মহোদয়া রাজপরিবারের গৃহ-চিকিৎসক ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা সমভিব্যাহারে গত ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) শুক্রবার বেলা ১১ ঘটিকার মোটরযোগে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির ও চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ অমলমন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখে 'শ্রীধামের মহিমা' সম্বন্ধে হরিকথা শ্রবণ করেন। তৎপর মহাপ্রসাদ সম্মান-পূর্ব্বক বেলা ৩টার সময় কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন।

'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার ফল

(গৌরাব্দ ৪৫০ বর্ষপূর্ত্তি, শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-বাসরে অনুষ্ঠিতা, শ্রীচৈতন্যমঠ)

প্রথম বিভাগ

শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

দ্বিতীয় বিভাগ

১। শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী
২। শ্রীপরশুরাম পট্টনায়ক
৩। শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী
৪। শ্রীব্রজবিলাস ব্রহ্মচারী
৫। শ্রীহৃষিকেশ দাসাধিকারী
৬। শ্রীনৃসিংহ পট্টনায়ক

তৃতীয় বিভাগ

শ্রীঅনন্তনারায়ণ ব্রহ্মচারী
শ্রীপ্যারীমোহন দাস
শ্রীবাঞ্ছানিধি পট্টনায়ক
শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী
শ্রীব্রহ্মণ্যদেব দাসাধিকারী
শ্রীমৃণালকান্তি দাস
শ্রীঅখিলপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী
শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

বিজ্ঞাপন

আগামী ১৪ই পৌষ (১৩৪৬), ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩৯) শনিবার অপরাহ্ণ ভিনঘটিকার সময় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামীপ্রভুপাদের অধস্তন গৌড়ীয়-মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে গৌড়ীয়-মিশনের সভ্যগণের সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। সমুদয় সভ্যগণের যোগদান প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়

গৌড়ীয়-মিশনের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কার্য্য-পদ্ধতির ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা ও বিচারণ।

বিবিধ।

নিবেদক—

শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী
সম্পাদক, গৌড়ীয়-মিশন

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা
১৪।১২।৩৯

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামী প্রভুপাদের বর্ত্তমান
সমাধি-মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের

নিম্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের
শ্রীসমাধি-পীঠ

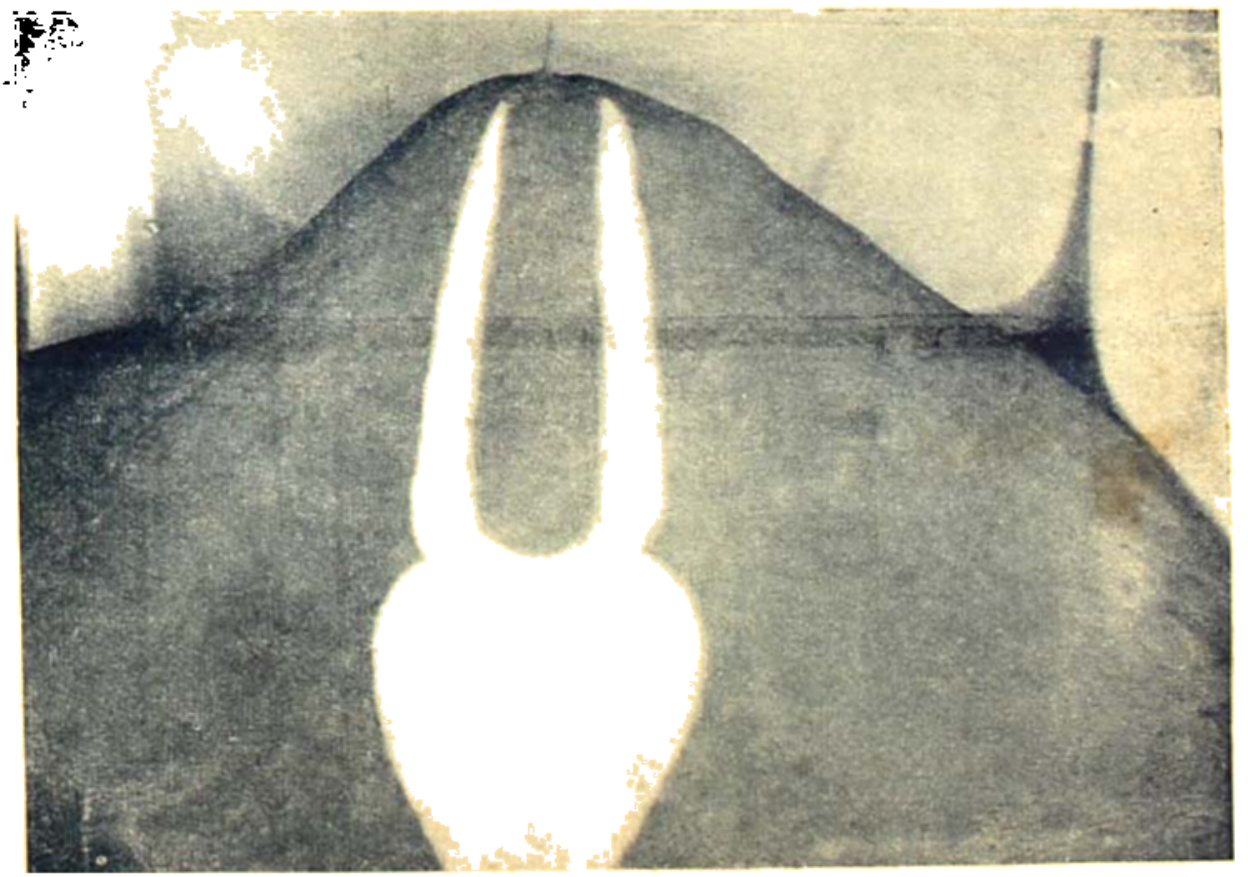

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপদাশ্রিতে উপবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর (তাঁহার ব্রহ্মচারি-জীবনে)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভু

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমার্থিক-পরিষদের একমাত্র

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এতন্নাম্নো বিষয়ে যথার্থানুশীলনেন।
নির্ম্মলঃ প্রেমসম্পদ্ধ্যুদ্ভবতি সুনিশ্চিতম্ ॥
অন্যাভিলাষিতা শূন্যং
জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীচৈতন্যমঠ এবং শ্রীগুরুর
নিত্য ভক্তির প্রচার করুন ॥

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৪ই পৌষ, ১৩৪৬ ; ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ | ২২শ সংখ্যা

বিরহ-তিথির প্রাকট্যত্রয় ও শিক্ষা

অদ্য পৌষী শ্রীকৃষ্ণচতুর্থী ; যে তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী প্রভুপাদ এবার পুনঃ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই শুদ্ধভক্তিথি শুদ্ধভক্তগণের সংকীর্ত্তন-বিস্তারের জন্য জগতে প্রতি বর্ষে উদিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ জগতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রবিষ্ক, শ্রীচৈতন্য-বাণীর পরাজিত পথ-অনুসরণে আমাদের শৈথিল্য ও বৈরাগ্য দর্শন করিয়া শুদ্ধভক্তগণকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকতর প্রেরণা ও বিপ্রলম্ভরসে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এই বিরহ-তিথির আবির্ভাব করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণ এই তিন বৎসর যাবৎ বিপ্রলম্ভরসনিষ্ঠ হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিপ্রলম্ভরসে পরিপোষ্টা পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের একান্ত আনুগত্যে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু বিপ্রলম্ভরসের সর্ব্বপ্রধান শত্রু ও ভজনসোপকরণের অন্যতম বন্ধু মাৎসর্য্যের ভাসঙ্গে পাইয়া হইয়া আমি কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার পরিবর্ত্তে জড়বিষয় ও নির্ব্বিশেষবাদের কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছি

সত বৎসর বিরহোৎসবকালে শ্রীল আচার্যদেব আমাদিগকে বলিয়াছেন,—

"যদি আমাদের ইষ্ট ছলে শ্রীনিত্যানন্দের অহৈতুকী পরমোদার কৃপার নিকল না হইল, যদি তাঁহা গৌবিন্দের অবার্থ বাণে বিদ্ধ না হইল, তবে এই প্রাণ-পঞ্জর ধারণ করিয়াই বা লাভ কি? যদি শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌরবাণীর বাণি-বাণে, শ্রীনাম-প্রভুর বাণে সাধনভক্তির পর সাধ্যভক্তিতে বিপ্রলম্ভের ছোটক চিত্তপ্রবাবস্থা উপস্থিত না হইল এবং কন্দাস্ত-পুলকাদির উদ্গম না হইল, তবে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের অনুসন্ধানেই বা লাভ কি? 'অরহর কৃষ্ণে'র উপাসকগণ সন্ন্যাসী সাজিয়াও—ক্লীব-ব্রহ্মের ধ্যান করিয়াও এবং ক্লীব। ব্রহ্ম। লাভের অভিমান করিয়াও কামের (ভুক্তি-মুক্তি-কামনার) কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। এজন্য আমরা সেই 'অরহর কৃষ্ণে'র উপাসক নহি, আমরা মদনমোহনের গোপালনী-শক্তি বৃন্দাবনাবনীপতি শ্রীগোপেশ্বর সদাশিবের কৃপাপ্রার্থী। বাণের 'মরারি' বা 'কামারি' নামে প্রসিদ্ধ বটে, তিনি 'মদন' ভস্ম করিয়াছেন বলিয়াও গর্ব করেন; কিন্তু মদন ভস্মীভূত হইয়াও পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে, মোহিত বা বিজিত হয় নাই; কারণ প্রাকৃত মদন অপ্রাকৃত মদনেরই বিকৃত ছায়া বা প্রতিবিম্ব। বিম্বস্বরূপ চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠের বাস্তব সত্যতা থাকায় প্রতিবিম্ব-জগতেরও সত্যতা আছে; জগৎ মিথ্যা নহে, তবে নশ্বর। যে-স্থলে মদনকে ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা, তথায় নির্বিশেষবাদের উদয়। আমরা সেইজন্য সনাতনাভিন্নবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-বাণীর মদনমোহনের উপাসনার প্রার্থী। মদন-মোহন কৃষ্ণ প্রাকৃত মদনকে ধ্বংস করেন না—মোহিত বা পরাজিত করিয়া স্বীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিদ্বিলাসোৎসব—স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমত্ব প্রকট করেন। সেই মদনমোহনই একমাত্র পুরুষোত্তম, আর সকলই তাঁহার লোষ্ট্র বা বোহিৎ। মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ সেই মদনমোহনের বিলাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। তিনি মদনমোহনের রসোৎসব বা সর্বেন্দ্রিয়োৎসব। অপ্রাকৃত নবীন মদনের বিলাসিতার বিকৃত নবনবায়মানরূপে পরিবর্তনেই মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদের সত্তা, গুরুত্ব ও রূপান্তরগ্রহণ।"

শ্রীল আচার্যদেবের এই বাণীতে শ্রীগুরু-তত্ত্বের অনেক গূঢ় রহস্য সম্পুটিত রহিয়াছে। বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত বিরহের বেদনাময়ী বাণী অর্থাৎ সম্বোধনাত্মক 'মহামন্ত্রে'র মধ্যে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-জনের যে তীব্রতা সেবোৎকণ্ঠা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা মহান্তগুরুর পাদপদ্মের আশ্রয়ের দ্বারা দিয়াই প্রকাশিত। যাঁহারা মহান্ত-গুরুদেবের পারম্পর্যের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা বিপ্রলম্ভরসামৃতপ্রবাহকেও বাধা প্রদান করিয়া নির্বিশেষবাদী হইয়া পড়েন। বহুরূপী নির্বিশেষবাদের মধ্যে পরস্পর আপাত-বিরোধ দৃষ্ট হইলেও তত্ত্বতঃ উহাদের কোলাকুলিই হয়। 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' মায়াবাদিগণ 'বৌদ্ধমতবাদ' ও 'কর্মবাদ' প্রবলভাবে খণ্ডনের অভিনয় করিয়াও বৌদ্ধ ও কর্মি-সম্প্রদায়ের সহিতই সাযুজ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর তিন বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে সাধনরাজ্যের অনেক বাস্তব অমূল্য উপদেশ ও শিক্ষা লাভ হয়। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর "তূষ্ণীং চুপ্, তূষ্ণীং চুপ্"—এই চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদের নীতি অবলম্বনে সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের সমস্তরের শিষ্য, অধিকার বিচার করিলে অপরের মন ক্ষুণ্ণ হইবে, সুতরাং "গোলে হরিবোল" দিয়া একমাত্র বৈষয়িক কর্তৃত্বকুশলতার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের বাহ্যবপু পরিচালনা-কার্যকেই চরিতভঞ্জনের প্রধান অঙ্গ বিচার করিবার নীতির অনুবাদ হয় এবং তাহাতে 'বহুেশ্বরবাদে'র ন্যায় 'বহ্বাচার্যবাদে'রও উদয় হয়। 'বহ্বাচার্যবাদে'র যুক্তি এই যে, একজন মহান্ত আচার্য স্বীকার করিলে প্রত্যেকের 'প্রতিষ্ঠাশা-জন্ম জড় মাৎসর্য'তে পরিণত হইতে পারে না এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া 'মৎসরতা শক্তিকা'র প্রসারও সম্ভব হয় না। যদি প্রত্যেকের প্রতিষ্ঠার সহিত উহার নিত্যা সঙ্গিনী 'মৎসরতা'র জীবন রক্ষিত না হয়, তবে কিছুতেই কর্ম-প্রেরণার জাগরণ সম্ভব নহে। বহ্বাচার্যবাদের আর একটি 'লোক দেখান' যুক্তি এই যে, এক মহান্ত গুরু স্বীকার করিলে পূর্ব মহান্ত গুরুর গদি অধিকাররূপ 'গুরুডোগরাজ' বা বিকৃত 'গদিনশীন-মহান্তবাদে'র উদ্ভব হয়।

এই ছল উঠাইয়া অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সহজেই শ্রৌতপথের প্রতি বিমুখ করা যায়। বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে অশ্রৌতমতাবলম্বী কর্মী ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের বিকৃত আদর্শ

প্রদর্শন করিয়া তৎপ্রতি বিচক্ষণ অভক্তজনসাধারণকে শ্রৌত-মহান্ত গুরুপাদপদ্মের প্রতিও বিমুখ করাইবার চেষ্টা নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতেরই পরিচায়ক। এইরূপ নির্ব্বিশেষবাদ আপাত বিরুদ্ধ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একমাত্র ভোক্তা বা বিষয়বিগ্রহ রূপে প্রচার এবং উহার আর এক শ্রেণী সর্ব্বস্বত্ববাদ স্বীকারপূর্ব্বক প্রবল নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন করেন। শেষোক্ত শ্রেণী স্বকার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মহান্ত গুরু (?) সৃষ্টি (?) করিবার আদর্শ প্রদর্শনের অভিনয় করিয়াও তাহাদের সৃষ্ট মহান্তগুরুবর্গকে তাহাদেরই বিচারের আসামী রূপে নির্দ্ধারণ করেন। এই দুই প্রকার নির্ব্বিশেষবাদই পরিণামে সাযুজ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসবে প্রথম প্রকার নির্ব্বিশেষবাদ অর্থাৎ মহান্তগুরুবিরোধী বা নিত্যাম্নায়-বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদের উদয় হয়। দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-তিথিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতার অস্বীকারকারী বহির্ম্মুখ সর্ব্বস্বত্ববাদরূপ প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদের আবির্ভাব হয়। আর তৃতীয় বার্ষিক বিরহতিথির প্রাক্কালেই শেষোক্ত প্রচ্ছন্ন-নির্ব্বিশেষবাদ মহান্ত-গুরুতত্ত্বের কল্পয়ুক্তবিধাতা (?) হইয়া পূর্ব্বোক্ত আম্নায়বিরোধী মতবাদেরই বাহ্য বস্তুরূপে তাহার সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া "সমশ্নুতে ত্বমশ্নুতে বৈ"—এই বাক্যের সার্থকতা বিধান অর্থাৎ উভয়েই যে নির্ব্বিশেষবাদ, তাহা প্রকাশ করিতে যাইয়াছে।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপাদির নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "বৈষ্ণবধর্ম্মে" গুরুবৈষ্ণব-গণের শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহের বেদনানুভূতির যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে নির্ব্বিশেষবাদের কোনপ্রকার স্থান নাই। যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহে হৃদয় আর্ত্ত, তখন বৈষ্ণবগণের কিরূপ বিপ্রলম্ভরসাশ্রয়ই স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীমায়াপুরের বৈষ্ণবসঙ্ঘের একটি চিত্র প্রকট করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন—

"আজ হরিবাসর; শ্রীবাস অঙ্গনে বকুল-চত্বরের উপর বসিয়া বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিতেছেন। 'হা গৌরাঙ্গ! হা নিত্যানন্দ' বলিয়া কেহ কেহ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। আমাদের বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় কি ভাবি কি ভাবে মগ্ন হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে 'হা বিষ্ণু' এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; 'আহা! কোথা রূপ, কোথা সনাতন, কোথা দাস গোস্বামী, কোথা আমার দাসের গোর কৃষ্ণদাস কবিরাজ! তাঁহাদের বিচ্ছেদে আজ আমি একক! আমার কিছু ভাল লাগিতেছে না। শ্রীরাধাকুণ্ড যেন আমার কইবার বোধ হইতেছে! প্রাণ যায়! রঘুনাথ আমাকে দর্শন দিয়া প্রাণ রাখুন। তোমাদের বিচ্ছেদে আমার জীবন রহিল, আমার জীবনে ধিক্!' এইরূপ বলিতে বলিতে অঙ্গনের বায়ুকোণ দৃষ্টিত হইতে লাগিল। সকল বৈষ্ণব বলিলেন,—বাবাজী স্থির হউন; রূপ-রঘুনাথ তোমার হৃদয়ে, চৈতন্য-নিত্যানন্দ তোমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। 'কৈ কৈ' বলিয়া বাবাজী লম্ফ দিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে ত্রিপত্রযুক্ত দুই দণ্ড করায় সকল লোক স্থির হইল; বলিলেন,—এস মহাপ্রভু! তোমার লোক কেবল মায়াপুরেই নয় হয়; এই বলিয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে স্থির হইয়া বসিলেন।—(গৌরাঙ্গ ২২ অঃ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ যাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহাদেরও এই প্রকারই আর্ত্তিময়ী ভজন-স্পৃহা বৃদ্ধি লাভ করে। তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অধিকতর সমাকৃষ্ট হইয়া থাকেন। গুরুবৈষ্ণবগণকেই অতিশয় আত্মীয় ও একমাত্র বান্ধব জ্ঞান করেন। তাঁহাদের নিজের প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হয়; তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াও আপনাদিগকে অন্তরের অন্তরতম স্থলে তৃণাধম জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীহরিনাম-প্রভুর সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করেন।

ইহা বহির্ম্মুখ, বিদ্বেষী, মৎসর কিংবা আত্মমঙ্গলবিরোধী অথবা নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতের বিশিষ্ট লোকগণের উপলব্ধির বিষয় নহে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্রে শ্রীল প্রভুপাদের সেই বিরহাকৃষ্ট স্বরূপ সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তিগণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহোৎসবের পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসলীলা ও তীব্রোৎকণ্ঠাময়ী ভজনলীলা প্রকট করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বিরহাকৃষ্টস্বরূপের অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন।

নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতোযুক্ত ব্যক্তিগণ বলেন, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের 'আসনে' বা 'গদি'তে বসিবার চেষ্টা বিরহাকৃষ্ট স্বরূপ নহে। মৎসরতাবশে এইরূপ বিকৃত বর্ণন শ্রবণ করিয়া অভক্তগণের হৃদয় সহজেই বিচলিত হয়; কিন্তু যাঁহারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত সম্রাট্ শ্রীস্বরূপের অভিন্ন বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন শ্রৌতপথে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর তৈক্ষর্য্য করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীব্যাসের আসনে উপবেশন অধিকতর বিপ্রলম্ভরসাবিষ্টতা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলার পর শ্রীল

গোপালগুরু গোস্বামী প্রভু বিপ্রলম্ভরসাশ্রয়ই হইয়া কিরূপে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন, তাহার এক চিত্র শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকট করিয়াছেন,—

"একদিকে নিত্যানন্দের বংশ ও অন্যদিকে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর আবির্ভাব। বিষয় ও প্রয়োজন প্রেমাবেশে পরম হইয়া শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সকাশে বিদায় হইলেন। তদনে নিত্যানন্দ-বংশ প্রথম সেবা করত: গুরুগোস্বামীর চরণে নিবেদন করিলেন,—'প্রভো, আমরা বহুত দূর্বিতে বাসন করি। কৃপাকটাক্ষে আমার দীনে চাহিয়া ভক্তিনে আমরা কৃতার্থ হইব। আপনি শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু এবং ইহাতে দূর স্থানে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর পদিতে জগদ্গুরুরূপে বিরাজমান। আপনার শ্রীমুখে বহুত দূর্বিতে আমাদের যে কিছু পাতিত্য আছে, তাহা সকল হইল।' শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী নির্জনে উপযুক্ত শিষ্য লাভ করিয়া নিজের আবশ্যিত হইতে বলিতে লাগিলেন।"
—(চৈতন্য, ষড়্‌বিংশ অধ্যায়)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীকে "শ্রীমন্মহাপ্রভু-সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু এবং **শ্রীমহাপ্রভুর স্থানে শ্রীস্বরূপগোস্বামীর পদিতে জগদ্গুরুরূপে বিরাজমান**" কথাটি বলিয়া কি গুরুদ্রোগবাদ বা তথাকথিত নিরীহীন মহাস্বরূপের মায়াবাদ আবাহন করিয়াছেন? আর শ্রীগোপাল-গুরু গোস্বামীর নির্জনে ঐরূপ উপযুক্ত অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞ শিষ্যলাভে জনসমক্ষে প্রকাশের দ্বারা কি গোপালগুরুর প্রতিষ্ঠাশা বা গুরুর অর্থাৎ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর আসনে উপবেশনজনিত গুরুলঙ্ঘনাপরাধ হইয়াছে? নির্বিশেষবাদিগণ নিজেরাই প্রভুর প্রতিষ্ঠা-কাতর বলিয়া "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" ন্যায়ানুসারে গুরু ও বৈষ্ণবকে তদ্রূপ প্রতিষ্ঠাকামী ও ভোগিরূপে দর্শন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতেও "শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্থানে শ্রীস্বরূপের পদিতে জগদ্গুরুরূপে বিরাজমান"—এই শ্রীভক্তিবিনোদ-সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি শ্রবণ করা যায়,—

"একদিন নিত্যানন্দবংশীয়গণ শ্রীবাসপণ্ডিত বিষ্ণু থাকিয়াই শ্রীবাসাঙ্গনে উপবেশনপূর্বক আচার্যের কার্য করিয়াছেন। তাহার অপ্রকট-সময়ে তাঁহার আত্মজেরা পরিবর্তে আচার্যকার্য আরম্ভ-পরম্পরায় শ্রীবাসাঙ্গনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর বাণীসেবা আরম্ভ করিয়া থাকেন।"
—(ধর্ম্ম ব্যাখ্যা, ৭ম খণ্ড ৫৮ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার অব্যবহিত পরে যে আচার্যবিরোধী নির্বিশেষবাদের উদয় হইয়াছিল, তাহার সহিত আপাতবিরোধী স্বকপোল-কল্পিত মহাগুরুত্বের সৃষ্টি ও তদ্রূপকারী 'নির্বিশেষবাদ' কিরূপ অসৎ ছলসমূহ প্রদর্শন করিয়া প্রথমোক্ত নির্বিশেষবাদের মধ্যেই লীন হইয়াছে, তাহা সুমেধোগণের আনুগত্যে অনুধাবন করিলে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার মধ্যে এক মহতী শিক্ষা লাভ করা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট-লীলাকালে নির্বিশেষবাদকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গর্হণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ নির্বিশেষবাদের মস্তকে এতটা লগুড়াঘাত করিয়াছেন যে, কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, তাঁহার আশ্রিতকুল কাহারও মধ্যে নির্বিশেষবাদের উদয় হইবে। কিন্তু তাঁহার অপ্রকট-লীলার অব্যবহিত পরেই বিপ্রলম্ভরসের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্করতম শত্রু নির্বিশেষবাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরমকরুণাময়ী 'সুমেধস্তিথি' বর্ষে বর্ষে উদিত হইয়া প্রতিসংসরই নির্বিশেষবাদের এক একটি প্রতীকের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন এবং তাহা হইতে আত্মমঙ্গলকামিগণকে সতর্ক হইবার বল ও ভরসা প্রদান করিতেছেন। 'নির্বিশেষবাদ' যতপ্রকার রূপেই বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের করুণাশক্তি ও বিপ্রলম্ভময়ী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসমূহ ততই নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী জীবগণের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে "কল্যাণকল্পতরু"র পাদমূলে আকর্ষণ করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আমরা অষ্টকাল যে বিরহবেদনার মর্ম্মবাণী শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিতাম, শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আচারে ও প্রচারে তাহার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। আমি যতই সম্ভোগময়ত্ব হই না কেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মুহূর্ত্তকাল উপবেশন করিলে শ্রীল প্রভুপাদের 'বিরহবেদনা-গীতি'র ঝঙ্কার হৃদয়ে অনুভূত হয়; সম্ভোগময় জীবনের প্রতি অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও ধিক্কার আসে। এজন্য শত শত নিন্দা-বন্দনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যেই নিত্যকাল আমাদের নিত্য প্রভু ও ঈশ্বর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের 'বিরহ-গীতি' অনুকীর্ত্তন করিবার অধিকার বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে এই সুমেধস্তিথিতে প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি হইতে আমি কতটা দূরে !

গৌরজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ একটি কথা প্রায় সকল সময়ই বলিতেন যে, আমাদিগকে শ্রীরূপানুগবর গুরুবর্গের চিত্তবৃত্তির সহিত detailed (খাপে খাপে মিলিত) হইতে হইবে। যে শিষ্যের চিত্তবৃত্তি শ্রীগুরুদেবের চিত্তবৃত্তির সহিত যতটা খাপে খাপে মিলিয়াছে, তিনি শ্রীগুরুদেবের

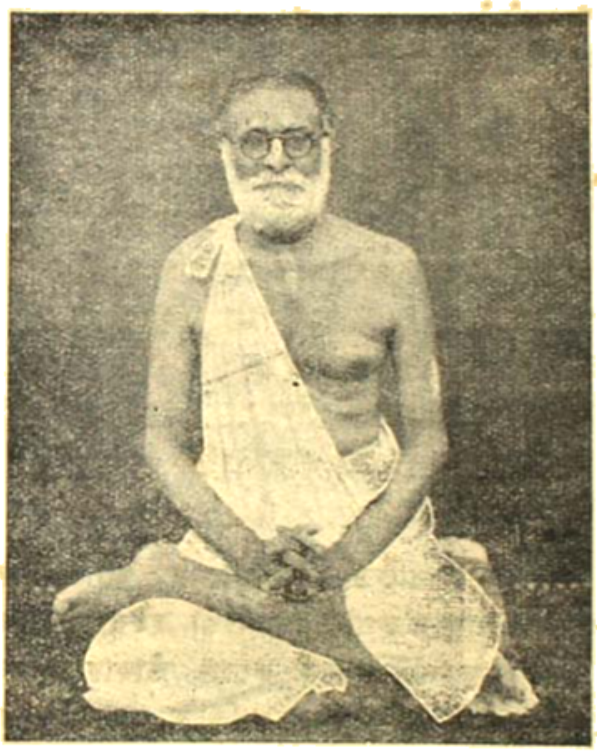

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ

শ্রীপাদপদ্মের সহিত ততটা সংলগ্ন, তিনি শ্রীগুরুদেবের ততটা অন্তরঙ্গ, তিনি শ্রীগুরুদেবের ততটা প্রেষ্ঠ। এইরূপ শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশিক্ষাদেবের মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে দেশ-কাল-পাত্র-গত ব্যবধান দৃষ্ট হইলেও সেই শিষ্যদেব শ্রীগুরুদেবেরই নিত্য পার্শ্বচর বা পার্শ্ববর্ত্তি-ভৃত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করিতেন ; তাঁহার সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ও প্রেষ্ঠ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাদি ভৃত্যবর্গ বহুশত মাইল ব্যবধানে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানপূর্ব্বক ভজন করিতেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাহ্যদৃষ্টিতে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থানের লীলা প্রকাশ করিতেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর নিকটে সর্ব্বক্ষণ বসিয়া থাকিতেন না। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় জানা যায়—**"শুদ্ধভক্তিমর্ম্মবিরোধী ছলধর্ম্ম-পরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে (শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে) বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহ-পাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়েই প্রমত্ত থাকিত। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই.** আবার তাহাদিগকে কোনপ্রকারে গ্রহণও করেন নাই।"—(শ্রীসজ্জনতোষণী ১৯শ খণ্ড, ৮ ও ৯ সংখ্যা)

শ্রীল প্রভুপাদের বিশ্বে প্রচারিত "অন্তরঙ্গ" নামক 'গৌড়ীয়ে'র একটি প্রবন্ধ হইতেও জানা যায় যে, মশা, ছারপোকা, বৎকুন প্রভৃতি মহাপুরুষের শ্রীঅঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটস্থ প্রদেশে থাকিবার অভিনয় করে ; কিন্তু উহাদের চিত্তবৃত্তি মহাপুরুষগণের সহিত সমান হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের রক্ত (?) শোষণ করাই উহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন হয়। অতএব গুরু সাধু বা বৈষ্ণবের 'সঙ্গ' অর্থে—তাঁহাদের সহিত সমচিত্তবৃত্তি বিশিষ্টতা। এই বৃত্তি যাঁহাতে যতটা অধিক, তিনি গুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের সহিত ততটা সংশ্লিষ্ট।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট-লীলা-কালে হরিকথা-কীর্ত্তনের দ্বারা দিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সহিত যোগযুক্ত রাখিবার জন্য, তাঁহার কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীপদকমলের সঙ্গ-দানের নিমিত্ত নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার অপ্রকট-লীলা বিস্তার করিয়া তাঁহার বিরহ-স্মৃতির দ্বারা দিয়া আরও অধিকতর গাঢ়ভাবে তাঁহার সেবোন্মুখ ভক্তগণকে সঙ্গ-দানের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার 'প্রকট' ও 'অপ্রকট' উভয় লীলারই কখনও তাঁহার সম্মুখে আমার জড়দিগুকে অবস্থিত, কখনও বা এই জড়দিগুকে

সহে সংস্থাপিত করিবার অভিনয় করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার ইন্দ্রিয়পথের সঙ্গ হইতে বিরতই রহিয়াছি। কারণ, তাঁহার ও তাঁহার নিষ্কপট ভৃত্যবর্গের চিত্তবৃত্তির সহিত আমার চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। আমি আমাকে সেইরূপ মহাপুরুষের "মেরুদণ্ড জ্ঞান" করিলেও এপর্য্যন্ত "কৃমিবিশেষই প্রমত্ত" রহিয়াছি ও হইতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি তাঁহার বাণীর মধ্যে সম্প্রকাশিত। তিনি তাঁহার এক পত্রে কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—"সংক্ষেপায় বিনম্রতি। • • আপনি **অভিগমনের পরিবর্ত্তে অনুকরণাদির** সাহায্যে অনুসরণ-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছেন। **আমাদের নিকট Return Journey Ticket-holderএর কোন দ্রব্য নাই**; কেন না কৃষ্ণের **পদার্থমাত্রকেই আমরা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি। তদ্বিপরীত বিচারপরায়ণ** জনগণেরই দুর্ভাগ্যক্রমে **সন্দেহের উৎপত্তি** এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব। আমরা জানি—**সেবানুকূল কার্য্যসমূহ** ভোগী **কর্ম্মকাণ্ডীয় ফল-প্রার্থনা-মাত্র নহে** বা জ্ঞানীর নিজের অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশে **নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান নহে।** জিজ্ঞাসু ও ভক্তি-প্রার্থীর ঔষধের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। **জড়দ্রব্যগুণে যে শক্তি নিহিত আছে, সেই প্রকার দুর্ব্বলা শক্তি আত্মজগৎকে স্পর্শ করিতে পারে না।**"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, ১৩৩ পৃঃ)

আমি মুখে যতই কেননা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনের অভিনয় করিয়াছি এবং শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলায় তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অভিমান করিতেছি, কার্য্যতঃ কিন্তু আমার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি মর্য্যাদাবুদ্ধি বিদূরিত হয় নাই, তাঁহার অভিষ্ঠাত্বের প্রতি এখনও সংশয় যায় নাই। যেহেতু আমার চিত্তবৃত্তিতে Return Journeyর Ticket-holderএর বৃত্তিগুলি পূর্ণভাবে ছিল এবং এখনও আছে। এজন্যই অভিগমনের পরিবর্ত্তে কেবল অনুকরণই হইয়াছে। আমি আধ্যক্ষিকতাবশে সন্দেহবাদী হইয়াছি। আমাতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অকপট চিত্তবৃত্তি প্রকাশিত হয় নাই, তাই সেবানুকূল কার্য্যসমূহকে ভোগী কর্ম্মকাণ্ডীয় ফলপ্রার্থনা বা জ্ঞানীর নিজের অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের ব্যাপারের মত মনে করিয়াছি। "আমি যখন সেবা করিতেছি, তখন তাহার মাঙ্গল্য বা শুভফলরূপ কেনইবা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা হইতে বঞ্চিত হইব?"—ইহাই আমার চিত্তবৃত্তি। আমি যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে জিজ্ঞাসু ও ভক্তিপ্রার্থী হইতাম, তাহা হইলে ঔষধের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকিত। আমি মনে করিতেছি অগ্নিকে স্পর্শ করিলে তখন তখনই যেরূপ হস্ত দগ্ধ হয়, সেবার অভিনয় করিলে তখন তখনই কেন আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে না? কিন্তু এরূপ চিত্তবৃত্তি শ্রীল প্রভুপাদ বা শ্রীরূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তি নহে, তাহা আমরা তাঁহাদের বাণী হইতেই লক্ষ্য করিয়াছি।

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, আমি যে-কোন রূপই হইনা কেন, আমি যখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণের অভিনয় করিয়াছি, কিংবা তাঁহার সম্মুখেও বহুবার উপবেশন বা তাঁহার কিছু সেবা করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছি, তখন আমি কি তাঁহার চিত্তবৃত্তি বা অন্যান্য সতীর্থগণ অপেক্ষা কম বুঝি? কেবল একজনই শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি বুঝিতে পারেন—এরূপ কথা আমি মানিব কেন? কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি অন্যরূপ। তিনি বলেন,—

"যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয়-মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত গৌড়ীয়মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। যেরূপ যাত্রার দলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। যেরূপ কৃত্রিম স্বর্ণ স্বর্ণের স্থান অধিকার করিতে পারে না, তদ্রূপ কপটতাময়ী ভক্তির আবরণ কখনই শুদ্ধভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না! অভক্তগণের ধারণা—প্রয়োজনতত্ত্বে ত্রিবর্গসেবা বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা মুক্তি-প্রার্থনা! গৌড়ীয়মঠে ভক্তি-পথের পথিক হওয়ায় ঐরূপ অপস্বার্থ-বিশিষ্ট কাপট্য গৌড়ীয়মঠে থাকিতে পারে না। **দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ—এক নহে।**"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, প্রথম খণ্ড, ৫৯ পৃঃ)

"দীক্ষার অভিনয় ও দিবাজ্ঞান—এক নহে"—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও সদ্যুক্তির বাহিরে মুখে স্বীকার করিলেও, কিংবা কোন কোন সময় কপট দৈন্যভরে 'আমি শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য হইতে পারি নাই' - ইহা অপরের নিকট মুখে বলিয়া নিজের শত শত ছিদ্রের উপর একটা আপাত চূণকাম করিলেও যখনই কোন শুভানুধ্যায়ী বান্ধব বা গুরুস্থানীয় বৈষ্ণব আমাকে আমার মঙ্গলের জন্য ইহা জানাইয়া দেন, তখন আমি নিজেকে 'বড় আমি' মনে করিয়া বৈষ্ণবকে ভ্রান্ত, মৎসর, হিংসক-বিচারে তাঁহাকে আক্রমণ করি। আমার দোষগুলি তাঁহারই স্কন্ধে আরও পরিষ্কার করিয়া চাপাইয়া থাকি এবং আমার ছিদ্রগুলি আরও বিস্তৃত করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করি। এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমার চিত্তবৃত্তির তফাৎ। শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি এই —

"পর স্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্ম-সংশোধন করিবেন,—ইহাই আমার উপদেশ। শিক্ষার্থিগণ ও শিষ্যগণের যে সমালোচনার জন্য আমি বাধ্য হই, সেরূপ ছাড়ামার কার্য্যে আপনি কেন দৌড়িয়া যান ?"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, ১০৬ পৃঃ)

বৈষ্ণবকে শিক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অভিন্ন বিচার না করার এবং মর্ত্যবুদ্ধিবশতঃ শিক্ষা-গুরুর সহিত আমার সমবুদ্ধি হওয়ায় বৈষ্ণবকে আমার বান্ধব, দাসরূপে বরণ করিতে ইচ্ছুক হই না। এই কথায় আমার আনুগত্যময়ী চিত্তবৃত্তি নাই, প্রভুত্বময়ী বা সম্ভোগ-ময়ী চিত্তবৃত্তিই আছে। গুরু ও বৈষ্ণব শিক্ষার্থী ও শিষ্যতুল্য আমার সমালোচনা করেন বলিয়া আমি তাঁহাদের হস্ত হইতে সেই অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া গুরুবৈষ্ণবের উপর নিক্ষেপ করিতে চাহি ! এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমার চিত্তবৃত্তির পার্থক্য।

আমি আমার ঐরূপ আচার ও বিচার সমর্থন-কল্পে বলিয়া থাকি—"আমি যাহাদিগকে আদর্শ মনে করিতাম, পরবর্ত্তিকালে তাহাদের মধ্যে আবিষ্কৃত ছিদ্রসমূহই আমাকে এইরূপ পরের স্বভাব গর্হণ করিতে শিক্ষা দিয়াছে।" কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তিতে বিন্দুমাত্রও এইরূপ আত্মহত্যাকারক নির্ব্বিশেষ-বিচার দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার বাণীতে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই—

"আপনার সহিত আমার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি • • • কতিপয় ব্যক্তির প্রাকৃত-দোষ ও প্রাকৃত দুর্ব্বলতা দেখিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ-ন্যায়াবলম্বনে ভাসিয়া যাইতে চাহেন, আমি কিন্তু সেই প্রতিকূল বিষয়গুলিকে বহুমানন করিতে প্রস্তুত নহি। আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের ভিক্ষুগীতি পাঠকালে আরম্ভ হইয়াছি যে, তদ্রূপ ন্যায় সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন হইয়া সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিব, তাহাতে চঞ্চল আপনি বলেন,—**যাঁহাদিগকে আপনি আদর্শ জানিয়াছেন, তাঁহাদের ছিদ্র ও দোষ আপনাকে বিপথগামী করিয়াছে। আমি বলি,—আমাদের মনোনিগ্রহ করিলেই সকল প্রতিকূল বিষয়ের তীব্র বেগ আমরা সহ্য করিতে পারিব, সকলই আমারই মনের দোষ, জগতে কেহই আমার অমঙ্গল করিতে পারে না।** শ্রীল সংপ্রদাস বাবাজী নিজেকে গৌর নিত্যানন্দের ভৃত্য জানিয়া সকলই তাঁহার উপাস্যের দাসেরই দোষ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার সে-দিন কবে হইবে—যে-দিন আমি এই কথা বুঝিতে পারিব ; আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যেন বুঝিতে পারি—আমি প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ দিলাম। এই বিচার যেন উত্তরোত্তর প্রবল থাকে।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড ১৩-১৪ পৃঃ)

অনেক সময় মনে করি, শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন প্রকৃতির ও চিত্তবৃত্তির লোককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের চিত্তবৃত্তিতে যখন দুষ্ট সেবোন্মুখতা প্রকাশিত হইতে দেখা যায় নাই তখন শ্রীল প্রভুপাদের শক্তির কিছু অভাব ছিল, কিংবা তিনি কোন জাগতিক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বহু অযোগ্য শিষ্য করিয়াছিলেন। আবার কখনও বা মনে করি, এরূপ কথা বাহিরে প্রকাশ করিলে আমাকে লোকে 'গুরুনিন্দক' বলিবে, সুতরাং ইহা অন্তরে গোপন করিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণের ন্যায় 'শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষামন্ত্রাদি গ্রহণের অভিনয়কারি-মাত্রেই শ্রীল প্রভুপাদের নিজ-জন বা শ্রীল প্রভুপাদের সেবক'—এইরূপ কথা প্রচার করিয়া "তুম্ভী চুপ্ হাম্ভী চুপ"—এই নীতি অবলম্বনে সকলের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা যাউক। এখানেই

শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তির সহিত আমার চিত্তবৃত্তির আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি তাঁহার ভাষায় এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—

"যে-সকল অনভিজ্ঞ জন **মহাভাগবতের মহাবদান্য-লীলা** ধারণা করিতে অসমর্থ, সেই সকল কবিবেচক বলিয়া থাকে যে, গৌরসুন্দরের আশ্রিত কালাকৃষ্ণদাস কেন দুষ্টবুদ্ধিদলের স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছিল? কেন ছোট হরিদাস গৌরসেবার ছলনায় ভক্তের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া ইতর চেষ্টাযুক্ত হইয়াছিল? কেন রামচন্দ্রপুরী ব্রাহ্মণেন্দ্র পুরীর অন্তরতা পরিহার করিয়াছিল? অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর কতিপয় সন্তানক্রব, বীরভদ্রপ্রভুর কতিপয় শিষ্যক্রব কেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল? অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারগত বিচারকে দূষিত করিয়া যে-সকল কথা প্রচার করে, তাহা অনভিজ্ঞ জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই নিন্দোদ্যত ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য বা তদাশ্রিত মহাভাগবতগণের লোকাতীত মহাবদান্য-লীলার তাৎপর্য্যের মধ্যে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, **অযোগ্য আপামর সর্ব্বসাধারণকে মঙ্গলপথের সুযোগ প্রদান** করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য, 'জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ যে কৃষ্ণদাস'—এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস তাৎকালিক ভোগসাম্মুখ্যক্রমে বিপর্য্যস্তভাবে যে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অনধিকার রাজ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিন্দনীয় ব্যাপার হইলেও তাহাতে 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের তাৎপর্য্য লক্ষিত হয় না। **মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু। তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্গুরু।**"

—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ৫৭-৫৮ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তিতে আমি আমার শিক্ষাগুরুবর্গকেও আমার শুশ্রূষাকারী সেবক, নাহয় আমারই সমান বলিয়া মনে করি। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তিতে দেখা যায়, তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে ও তাঁহার শুশ্রূষাকারী বিচার করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে গুরুরূপে দর্শন করেন।

"সেই নরোত্তমের গুরুজনগণ বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। **অবয়জ্ঞভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেক-ভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মায়িক নরাধমের প্রলপিত-বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত।** তাঁহাদের সহিতই আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রুতধারী একযোগে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি। **জগৎকে কিছু শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই;** কেন না, বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্ব নিত্যবৈশিষ্ট্যময় বা নিত্যভেদযুক্ত হইয়াও অচিন্ত্যভাবে অভিন্ন।"—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রথম খণ্ড, ১৭-১৮ পৃঃ)

আমি নিজেকে একজন "co-ordinate authority" (সমকক্ষ শাসক) মনে করি এবং সেইরূপ চিত্তবৃত্তি হইতেই "হাম্ বড়া বাহাদুর" বা "বড় আমি" বিচার আমাকে দীক্ষা-শিক্ষা বা শ্রবণ-গুরুবর্গের ছিদ্র (?) অন্বেষণে নিযুক্ত করিয়া আমাকে নির্ব্বিশেষবাদী করিয়া দেয়। তাই মনোধর্ম্ম-বশে আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুর পরিবর্ত্তন করিবার যোগ্যা-পাত্র-বিচারে নিজেকে 'অনন্তগুরু পরিত্যাগকারী বাহাদুর' অভিমান করিতে করিতে নির্ব্বিশেষবাদের অতল গর্ত্তে পতিত হই।

আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণের স্বভাবই এই যে, তাহারা গুরুবর্গের ছিদ্রানুসন্ধিৎসু। অসুরমোহনাবতার আচার্য্য শঙ্কর 'জগদ্গুরু ব্যাসদেবকে পাছে লোকে ভ্রান্ত মনে করে,'—এই আশঙ্কায় বিবর্ত্তবাদই ব্যাসদেবের মনোভীষ্ট, শক্তিপরিণামবাদ তাঁহার সিদ্ধান্ত নহে,—এইরূপ কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য নিজ পরমগুরু গৌড়পাদের কারিকা-অবলম্বনে তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়া সেই ভাষ্যে গৌড়পাদের রচিত মাণ্ডুক্যকারিকার মতবাদে দোষ, অর্থাৎ নিজ আচার্য্যেরই দোষানুসন্ধান করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদী রামচন্দ্রপুরীর চিত্তবৃত্তিও তাহাই। শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীশ্রীধরস্বামীকে 'মায়াবাদী' বা শ্রীশ্রীধরের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় ছিদ্র আছে বিচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উহাসত্ত্বরে তাহা বলিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই নির্ব্বিশেষ-চিন্তা-স্রোতের প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী-পাদের "কৃষ্ণলীলামৃত" গ্রন্থের ছিদ্রানুসন্ধান করেন নাই। কাব্যপ্রকাশের বিশিষ্ট অধ্যাপক, 'সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ', রঘুনাথোপাসক' 'পরমবৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাত, অষ্টপ্রহর রামনামজপকারী, এমন কি, বৈষ্ণব সেবক হইলেও রামদাস

বিশ্বাসের নির্ব্বিশেষবাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনও দিন প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বা কৃপানুসন্ধানগণের চিত্তবৃত্তিতেও এইরূপ বিচারই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যাহারা অন্তরে মুমুক্ষু হইয়া বিদ্যা ও সুনীতির গর্ব্বে গর্ব্বিত এবং বৈষ্ণবকে সুনীতি ও দুর্নীতির গর্ত্তে টানিয়া আনিবার জন্য ব্যস্ত, তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী। তাহাদের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া আমার চক্ষু ঝলসাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীরূপানুগ-গণ তাহাদিগকে কোন পাত্তাই দেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ-প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহপাদ ১০৮শ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

"অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। তাহা হইলেই লক্ষ্মজনিত অসুবিধাই হইতে পারে। আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমার চিত্ত কোনদিন "হামবড়া বাহাদুর" হইবার দিকে ধাবিত না হয়। • • •

একদিন শ্রীবলভাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তিনি স্বামী মানেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে খুব মজবুত বলিয়াছিলেন। এইরূপ মনোভাব পোষণ করিতে বল্লভাচার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আমাদের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তিকে 'প্রতিষ্ঠাশা সূতকবপচরস্যা' ইত্যাদি শ্লোক শিক্ষা দিয়াছেন।—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ৩য় খণ্ড, ৪০ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদ তথাকথিত দুর্নীতি ও সুনীতি-সম্বন্ধেও আমার চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিয়াছেন—

"Ethical principles or moral rules (নৈতিক নীতিসমূহ) জড়বিচারে প্রপঞ্চে সর্ব্বোত্তম, এ বিষয়ে আমার মতান্তর নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমা সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপাদেয় বলিয়া তাহার তুলনায় moral rules (নৈতিক নিয়মসমূহ) কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা উপাদেয় নহে। • • • **তাঁহারা অপ্রাকৃত পারকীয় বিচারাশ্রিত নিষ্কপট প্রেমিক ভক্তগণকে** less ethical **(কম নৈতিক) মনে করিতে পারেন ; কিন্তু হরিপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহার নিকট পরমোপাদেয়** moral standard **(নৈতিক আদর্শ বা পরিমাণ) পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। • • • ভক্তি না হইলে প্রাপঞ্চিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা** disbelieving temper **(অবিশ্বাস-প্রবণতা) অপসারিত হয় না।"**—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, যদি গুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্রাক্ষর লাভ করা যায় এবং কিছু কিছু শাস্ত্রাদি চর্চ্চা বা পাঠ-বক্তৃতাদি করিবার কৌশল শিক্ষা করা যায়, তাহা হইলেই মন্ত্রমাধিকার এবং বৈষ্ণবের বিচার করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। কিন্তু পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তিতে এইরূপ কৃত্রিম বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

"মন্ত্রের উপদেশমাত্র দীক্ষা নয়, যাহাতে দিব্যজ্ঞান হয়, তাহার নামই দীক্ষা। জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শব্দার্থ-জ্ঞানকে মন্ত্রার্থ-জ্ঞান সাহায্য করেন। **মহাভাগুরুর নিকট শিষ্যের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা-প্রাপ্তিতে বাহ্য-জগতে যে পরিভাষা—যাহা অজ্ঞরুচিবৃত্তিময়ী, তাহা তাঁহার চিত্তে স্থান না পাইয়া সে স্থানে মন্ত্রার্থ বা বিদ্বদ্রুচিবৃত্তি অধিকার স্থাপন করেন।"** —(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ৩৩ পৃঃ)

বিদ্বদ্রুচিবৃত্তি চিত্তে স্থান না পাইলে শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষায় আমি দীক্ষিতই হই নাই, তাঁহার সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে পারি নাই।

যিনি হরিভজন করেন, তিনি পূর্ব্ব ইতিহাস ও পূর্ব্ব অনর্থের কথা চিন্তা না করিয়া বর্ত্তমান অনর্থ-সমূহকে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রভাবে বিদূরীত করেন। কিন্তু আমার চিত্তবৃত্তিতে আমার বর্ত্তমান অনর্থকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা অপেক্ষা বৈষ্ণবের পূর্ব্ব ইতিহাস দর্শন ও তাঁহার প্রতি মর্ত্যবুদ্ধি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাই প্রবল। শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে শুনিতে পাই,—

"আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুক্ত হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বচরিত্র, সার্ব্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্ত্তমান অনর্থ শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রবল করিলেই তাহারা প্রবল হইবে না।" – (শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ১৯-২০ পৃঃ)

রূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তিতে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব দর্শন করিবার স্পৃহাই দৃষ্ট হয়। এইজন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর "ন প্রাকৃতত্বহি ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"—এই আদেশ-বাণী। যাহারা বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব দর্শন না করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে দর্শন করে, তাহারা খুব ত্যাগী, বিরাগী হইলেও তাহাদের বৈরাগ্য অতি তুচ্ছ ও নির্ব্বিশেষ-বিচারপর; এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে শুনিতে পাওয়া যায়,—

"শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নাম-ভজন ও বৈষ্ণবকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিলে তুচ্ছ বৈরাগ্য হয়, তাহা ভক্তের ত্যাজ্য।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ৭ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ এইজন্য আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন,—

"নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্ত দেখিবারে,
অবশেষে অপরাধ হয়।"
—উপদেশামৃতের অনুবৃত্তি

অন্যত্র গাহিয়াছেন,—

"যে কভু বৈরাগী' কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
মায়াবাদি-জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব॥"
—('নির্জ্জনে অনর্থ'—সঃ তোঃ ২০শ বর্ষ ১-২ সং)

শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তিতে কৃষ্ণবিরহকাতর আশ্রয়-বিগ্রহগণের সেবার জন্য উৎকণ্ঠা ও সর্ব্বক্ষণ বিষয়বিগ্রহের রসালোচনার পরিবর্ত্তে আশ্রয়-বিগ্রহগণের রসালোচনার কথাই প্রকাশিত। কিন্তু আমার চিত্তবৃত্তি তদ্বিপরীত। আমি কৃষ্ণবিরহতপ্ত আশ্রয়জাতিয়গণের সেবা অপেক্ষা সাংসারিক তাপক্লিষ্ট দেহসম্পর্কীয় স্বজনাখ্য বন্ধুগণের সেবাকে 'পরম ধর্ম্ম' এবং বিষয়বিগ্রহের রসালোচনার অভিনয় করিয়া সম্ভোগবাঞ্ছী প্রাকৃত সহজিয়ার চিত্তবৃত্তিতে অভিনিবিষ্ট। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

"আমাদের সেব্যবিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় ভগবৎপরিকর-গণকে বহুদিনের বিরহকাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া সুখোন্মুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃঃ)

"সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়জাতীয়ের রসালোচনা করিবে। তাহা হইলে জড় বিষয়-জাতীয় অভিমান তোমাকে ক্লেশ দিবে না।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, আমি বহু গুণে গুণী, খুব বিদ্বান্, খুব বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি; সুতরাং গুরুগৌরাঙ্গের চৌদ্দপুরুষ আমার কৃপায় উদ্ধার লাভ করিবেন! কিন্তু প্রভুপাদের বিচার এই যে, "শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হীনচিত্ত অসমর্থ-জনের প্রতি বিশেষ দয়াময়।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড ২ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, ভগবানের সাক্ষাৎকার ও শ্রীহরিনাম-গ্রহণ দুইটী পৃথক্ বস্তু। হরিনাম-গ্রহণ সাধন-মাত্র, আর ভগবানের সাক্ষাৎকার সাধ্যবস্তু; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

"শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই জানিবেন। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্। কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ৩ ও ৪ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, "আমি এতটা হরিনাম করি, এতটা সেবা করি, তথাপি হরি, গুরু ও বৈষ্ণবের মন পাই না অর্থাৎ তাঁহারা আমাকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা দ্বারা বঞ্চনা করিতেছেন না!" কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "ঠাকুর

মহাশয় বলিয়াছেন,—'গোরা পহু না ভজিয়া মৈনু'। 'অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।'—এই সকল প্রার্থনা হৃদয়ে রাখিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবেন।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড ৭৯ পৃঃ)। "ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করুন।"—(ঐ, ১০ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তি,—অনেক দিন ত' হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলাম, এখন কিছুকাল বিশ্রাম করা যাউক ; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"**সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পায়, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে।**" (ঐ, ১৪ পৃঃ)

আমার ধারণা,—আমি কোনপ্রকার অসৎসঙ্গ করি না। 'অসৎসঙ্গ' বা 'দুঃসঙ্গ' বলিতে যিনি বা যাঁহারা আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা প্রদান করেন, আমি তাঁহাদিগকেই মনে করিয়া রাখিয়াছি ; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন —

"কৃষ্ণনাম করিলে সর্ব্বাপরাধ দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই কুজ্ঝটিকার ন্যায় দূরীভূত হইবে। উহারা (দুঃসঙ্গ-সমূহ)—**মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী।** দিন দিন **মায়াবাদিগণ** আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া **পরিচয়** দিতে আরম্ভ করিল ! **শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীর আজ্ঞানুসারে** ঐসকল **মায়াবাদীকে** তাড়াইয়া দিয়া নিঃসঙ্গে হরিনাম করিলে গৌরহরি দয়া করিবেন।"—(ঐ, ২৭ পৃঃ)

গৌড়ীয়গণের মালিক শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু নির্ব্বিশেষবাদিগণকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃসঙ্গ বলিয়াছেন। তিনি ছোট হরিদাসের জন্যও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন ; কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী বঙ্গদেশের বিপ্র কবিকে কিছুতেই মহাপ্রভুর সম্মুখীন হইতে দেন নাই।

আমার চিত্তবৃত্তিতে সর্ব্বদাই 'আখেরের' বন্দোবস্ত করিবার প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। আমি পরমার্থ অপেক্ষা জড়ীয় অর্থে অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

"আমি ত' তোমার মত নশ্বর অর্থমাত্র লোভী নহি। নিত্য অর্থ বা পরমার্থের লোভী হইয়া যেন আমি ধন্য ধন্য থাকি,—এই আশীর্ব্বাদ করিও। **ভোগ্য অর্থের লোভ** যেন আমার নিতান্ত পরম শত্রুরও কোন দিন না ঘটে। **আমার পরম শত্রুর মঙ্গল-প্রার্থনা ব্যতীত** যেন অন্য কোন অভিলাষ আমার না হয়। **যে-সকল পাষণ্ডের অর্থলোভ আছে** অর্থাৎ যাহাদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা ও কনক-কামিনী-ভোগে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, আশীর্ব্বাদ করিও যেন **সেই সকল পাষণ্ডের মুখদর্শন আমাকে জীবনের** শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ৪৯ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, আমি নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় সর্ব্বদা 'কাম'কে নিন্দা করিতে করিতে উহার দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিব। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তে তাহা নহে। তিনি বলেন,—"যাহারা ঐরূপ বিচারসম্পন্ন, তাহারা কামেরই ধ্যান করিয়া থাকে ও চরমে তাহাতেই সমাধি লাভ করে ; একমাত্র বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই কামের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

কৃষ্ণসেবা বিমুখতারই অপর নাম—কাম। • • • এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে **নির্ম্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই** আমাদের **একমাত্র ঔষধ** জানিতে হইবে। ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমবিরোধিকামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী।"—(ঐ, ২য় খণ্ড ১২৬ ও ১২৭ পৃঃ)

শ্রীরূপানুগবরগণের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগী বা নির্ব্বিশেষবাদী আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না, অথচ সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আমাদের অভিমান প্রবল। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

"**শ্রীরূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগবাদীরা** আদৌ বুঝিতে পারিবে না। • • • **আধ্যক্ষিক বা sensuous বিচারে যে চণ্ডীদাস, তাহা শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাস নহে।** আধ্যক্ষিকগণ অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে চিনিবার অযোগ্য।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ৩য় খণ্ড, ১৭ পৃঃ)

আমি অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা-কাতুক বলিয়া, লোকনিন্দার ভয়ে গুরু-বৈষ্ণবের সেবা যে-কোন মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করিতে পারি। নির্ব্বিশেষবাদিগণ আমার এই দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া আমাকে নানাপ্রকার বাক্য-বাণের দ্বারা জর্জ্জরিত করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি অর্থাৎ আমাকে নিত্যসেবা

হইতে ত্রষ্ট করিতে চাহে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের বা আশ্রয়বিগ্রহগণের চিত্তবৃত্তি ইহার বিপরীত—

"লোক-গঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবীদেবী শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করেন না। আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে অরিষ্ট বৃষ 'উনৃষ্টচণ্ডী' সেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের নৈরাশ্যের কারণ নাই।"—(ঐ, ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ)

অনেক সময় আমি মনে করি,—শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তিতে 'অন্তর্হিরসন' ব্যাপারটিই বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। সুতরাং 'অন্তর্হিরসন' করিতে যাইয়া নির্ব্বিশেষবাদী যেরূপ বিষয়বিগ্রহ 'কৃষ্ণ'কেও 'অতত্' বস্তু বলিয়া নিরসন করেন, তদ্রূপ আমি আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকেও নিরাস করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তির সহিত খাপে খাপে মিলিয়া যাইব। কিন্তু আমার নির্ব্বিশেষ-বিচারপরা চিত্তবৃত্তি শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি হইতে তফাৎ—

"যত্নপূর্ব্বক 'অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' শ্লোকটি স্মরণ কর, তবে আমার বিচার-ধারা বুঝিতে পারিবে। বিশেষতাকে সামান্য শ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন নাই।"—(ঐ, ৩য় খণ্ড, ৫০ পৃঃ)

আমি মনে করি,—এই জড়দেহকে যদি শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করাইয়া—স্নেহারমপ্রিয়তা, প্রতিষ্ঠাশাদুরন্ধান ও শুষ্কবৈষ্ণবগণের ছিদ্রানুসন্ধানে নিযুক্ত রাখিয়া ভক্তকারীর তুলনা করি, তথাপি আমি প্রভুপাদের ন্যায় শ্রীধামে বা শ্রীচৈতন্যমঠে বাস করিয়া চরিতার্থ আছি; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবাসের খাঙড়ী ও পয়ঃপান-ব্রত ব্রহ্মচারীর ভোগ ও ত্যাগপর কোন আদর্শকেই চরিতার্থ বলেন নাই—

"শ্রীধাম-বাসের অভিনেতৃগণ যদি দিব্যজ্ঞান-লাভে- পরিবর্ত্তে অজ্ঞতা পোষণ করিয়া **শ্রীধামাপরাধে ব্রতী হন, তাহা হইলে শ্রীবাসের খাঙড়ী, পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর দাস্যই বাড়িয়া যাইবে।** ভক্তিলতা শুকাইয়া গিয়া বা কুগুরু-শুণ্ডের দ্বারা বিশীর্ণ হইয়া ভোগ্য শক্তি-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় পরিণত হইবে। সুতরাং শ্রীধাম-বাসের অভিনেতৃগণের ও তাঁহাদের অনুসরণকারিগণের পাদপদ্মে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্ব্বচিত্তবৃত্তির অবলম্বন লইয়া শ্রীধামে বাস না করেন; কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের কুলিয়ার বৈষ্ণব-নিন্দকের সঙ্গই প্রার্থনীয় হইবে।

শ্রীধাম-ভোগে বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া বাহিরে শ্রীধাম-বাসের ছলনা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রয়াসী অভক্তগণেরই শোভা পায়। শ্রীধাম-বাসের অভিনেতার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্থিত হইলে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণী তাদৃশ বিষয়ীর সঙ্গ হইতে শতসহস্র যোজন দূরে থাকিবে। কেন না, গৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—'সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা কন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।' আমরা এই শিক্ষা হইতে বিপথগামী হইতে পারিব না।"—(ঐ, ৩য় খণ্ড, ৭৮ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি হইতে আমার চিত্তবৃত্তি কতটা বিপরীত, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের নিম্নলিখিত বাণীটিতে আমরা বহুবার শ্রবণ করিয়াছি,—

"শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশেই সকল কার্য্য করি। **ভক্তিপথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মক আমাদিগকে গ্রাস করে।"**—(ঐ, ৩য় খণ্ড, ৮৯ পৃঃ)

শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী

শ্রীল প্রভুপাদ ব্রজবিজয়ের কালে শ্রীরূপানুগ-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সেই ব্রজবিজয়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে আমাদের চিত্তও তাঁহাতে আকৃষ্ট হইতে পারে। আমাদের চিত্তবৃত্তি ক্রমবর্দ্ধমান বিপ্রলম্ভরসে অভিষিক্ত হইয়া মুকুন্দপ্রেষ্ঠের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদের উপাস্য গোকুলমহোৎসব—শ্রীনাম-প্রভুর বাণীর কি অসমোর্দ্ধা শক্তি, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর গীতিতে সম্প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে

"দীনের অর্ঘ্য"

জয় জয় জয়, শ্রীচৈতন্য-বাণী,
গৌর-অভীষ্ট পূর্ত্তি।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ভাগীরথী-গতি
সান্দ্র-আনন্দ-মূর্ত্তি!
জয়, তব জয়, আচার্য্যভাস্কর,
সুমেধো-মস্তক-মণি!
পতিতপাবন, অনাথতারণ,
গৌর-করুণা-খনি।
আবির্ভাবে জয়, তিরোভাবে জয়,
জয়-বিভূষিতা লীলা,
পরাণে কৃষ্ণ-বসতি রচনে
নিত্য প্রবাহশীলা।
আত্মধরম হরিকীর্ত্তন,
কৃত্য-রতন সার,—
পরন দিতে প্রতি প্রাণে প্রাণে,
কৃষ্ণের সংসার;
আশ্রয়-বিগ্রহ! তুমি অহরহঃ
ক'রেছিলে সুগতন,
হা হত অদৃষ্ট! কুবিষয়-মোহে
না বরিনু সেই ধন!
"গৌড়ীয়" আর "নদীয়া-প্রকাশ"
ফুকারি' যে বাণী কয়,
প্রবন্ধ-নিবন্ধ, পাঠ-বক্তৃতায়
যে করুণা-ধারা বয়;
মর্ম্ম তাহার না বুঝিনু কভু,
না হ'ল চেতন-সঙ্গ;
বাঙ্ময়াকৃতি হায়, ভুলাল আমায়,
বরিয়া মায়ার রঙ্গ।
শরণাগতির গীতিগুলি মোর
পরশিতে নারে প্রাণ,
'মুখস্থ বলি' গেয়েছি কেবল,
জাগেনি চেতন-কাণ।
প্রতি প্রাণে প্রাণে চৈতন্যমঠ,
করিবারে প্রকটন,
করুণা তোমার অজস্র ধারায়
করিয়াছ বরিষণ।
সেবা-কৌশলী, সুবৈজ্ঞানিক!
তোমার করুণা-ছন্দ,
বিচারিতে চাই 'মটে' বুদ্ধিতে'
কপাল এতই মন্দ!
গোকুলপুরের অমিয় পসরা,
বিমুখ হৃদয়ে দলি',
(হায়) রয়েছি এখনো, দম্ভ-দানবের
প্রসাদ (?) পাইব বলি'!
পতিতপাবন! এ পতিত জন,
তোমার চরণ-তলে;
কোটি অপরাধে অপরাধী সদা
আপন করম ফলে।
(কোটি) ইন্দু-সুশীতল, চরণযুগল,
নিত্য আশ্রয় মোর;
তব পদ-ধূলি নিত্যারাধ্য বলি'
রহি যেন সদা ভোর।
ভক্তিবিনোদ-আত্মার-ধারা
নিয়ত জগতে বহে,
চিত্ত আমার যেন নিত্যকাল,
সে কৃপা-আশায় রহে।

পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদ

আমি অত্যন্ত কপট হইলেও চিত্তাশক্তিই হইয়া একটী কথা অকপটে স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, আমার ন্যায় পতিত আর কেহ নাই। কাজেই আমার বড় বড় কথায় কাজ নাই। 'আলার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে'র দরকার কি? অনেকে বলেন, শ্রীল প্রভুপাদ কেবল অনর্থ নিবৃত্তির কথাতেই অভিনিবিষ্ট থাকিতে বলেন নাই, অর্থ-প্রবৃত্তির কথাতেই অধিকভাবে মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমার অনর্থ এত প্রবল যে, অর্থ-প্রবৃত্তির কথা এখন স্বপ্নের মত মনে হয়। যদি শ্রীবলদেব-গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা এবং শ্রীলক্ষ্মিণী দেবীর সাকার আকর্ষণ না হয়, তাহা হইলে আমি আমার গায়ের জোরে বা মনের জোরে কিংবা কোনপ্রকার সাধনের বলে অর্থ-প্রবৃত্তির রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,— "সংখ্যা নির্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম **উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থনিবৃত্তি হয়,** জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে। এমন কি, হরিবিমুখ বহির্মুখগণ আর তখন বিঘ্ন করিতে পারে না।"—(পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ২২ পৃঃ)

অনর্থগ্রস্ত হৃদয়ে নির্বন্ধ-সহকারে নামগ্রহণের রুচি হয় না। কোন কোন সময় বিধিবাধ্য হইয়া নামগ্রহণের অভিনয় করিলেও জাড্য, আলস্য, নিদ্রালুতা ও নানাপ্রকার জড়চিন্তা আসিয়া বিক্ষেপ উপস্থিত করে। দেহাত্মবোধই প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপ সঙ্কটে পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদ অভিন্ন কৃপা-পূর্ব্বক এই পতিতের কর্ণে এই সকল উপদেশ প্রদান করেন—

"শ্রীনাম গ্রহণকালীন **জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না।** শ্রীনাম-গ্রহণের **অবান্তর ফলস্বরূপে** ক্রমশঃ ঐ প্রকার বৃথা চিন্তা **আপনোদিত** হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অপ্রেমই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণ-নামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে?" —(ঐ ১ম খণ্ড ৫ম পৃঃ)

আমি এত অনর্থগ্রস্ত যে, শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল উপদেশ-পালনে হৃদয়ে কোন বল পাই না। আমার এরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্য দেখিয়া প্রভুপাদ আমাকে বলেন,—

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই **শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন।** বিশেষতঃ **শ্রীহরিনাম-প্রভুর** নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত **যোগ্যতার প্রার্থনা** করিবেন। নাম-প্রভু নামী প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।"—(ঐ ১ম খঃ ৬ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদেরই এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া অকপটে না হউক, অন্তরের সহিত না হউক, অন্ততঃ বিধি-পরিচালিত হইয়া কখনও কখনও যে **শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ,** শ্রীনামহট্টের তাণ্ডবরসের লীলাভিনয়কারী **শ্রীল ভক্তিবিনোদ** ঠাকুর, শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস এবং **শ্রীরূপানুগবর** গুরুবর্গের শ্রীচরণে, শ্রীনাম-প্রভুর শ্রীচরণে শক্তি ও বল প্রার্থনার অভিনয় না করি, তাহা নহে; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মায়ার বিবিধ প্রলোভন আসিয়া আমাকে অবশে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দেয়। আমি যখন এইরূপ অনর্থ-পঙ্কে ডুবিয়া যাইতে থাকি এবং আত্মমঙ্গলবিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়ি, তখন পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদ আমার কর্ণে এইরূপ আশার বাণী শ্রবণ করাইয়া থাকেন,—

"আশাবদ্ধ, সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা সফল হয়। সর্ব্বদা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইলে মায়ার নানা **প্রলোভন** আমাদিগকে **আচ্ছন্ন করিতে পারে না।** সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিবেন; মহাজন-গ্রন্থ ও 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন, তাহা হইলে **সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-বিষয়ে আর আলস্য থাকিবে না।** যে-সকল ভক্তের সঙ্গে আছেন, তাঁহাদিগের সহিত পরস্পর **শ্রীহরিকথা আলাপ** করিবেন। ভজনের উন্নতির সহিত **নিজ হৈন্য এবং হীনতা উপলব্ধি** করিতে পারিবেন। আপনি জানেন যে, 'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি' মানে।" —(ঐ ১ম খঃ ১৮-১৯শ পৃঃ)

যখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট এই সকল কথা শ্রবণ

করিলাম, তখন মনে হইল, একমাত্র শ্রীনামকীর্ত্তনেই যদি সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় এবং তাহাই যদি মুখ্য ভজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে যে-সকল বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সকল "গৌণ সেবা"র (?) নিযুক্ত থাকিয়া লাভ কি ?

প্রবল অনর্থ-নিবন্ধন মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া যখন এইরূপ বিচার করিতেছিলাম, তখন শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক আমার কর্ণে উপদেশ দিলেন,—

"কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন—তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর। নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়। **বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণসেবা হয়।** কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা হয়। তাহার প্রমাণ এই—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্।" **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নামসঙ্কীর্ত্তন হয়।** সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নাম-ভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।"

—(ঐ ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিচার করিলাম, নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই যখন কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়, তখন নির্জ্জনে বসিয়া নামসঙ্কীর্ত্তনই করিব, হরিনামের আলাই ঢালিব, পৃথক্ করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিবার প্রয়োজন কি ? যখন এইরূপ বিচার করিতেছিলাম, তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের একটি বিচারের কথা কৃপা-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া আমার ভাড়ামপূর্ণ কপটতাকে নিরাস করিবার জন্য প্রযত্ন করিলেন। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সেই কথাটি অনেকেই 'গৌড়ীয়ে' অনেকবার পাঠ করিয়াছেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের শিষ্যাভিলাষী কোন কোন ব্যক্তি কৌপীনধারী হইয়া মনে করিতেন যে, তাঁহারা যখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তখন সাংসারিকগণের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা হরিভজন করিতে হইবে না ; কেবল মালা টুরিয়া সংখ্যা রাখিলেই তাঁহাদের হরিভজন হইবে। কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহারাজ অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া ঐ সকল নামাপরাধিগণকে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার **'ভজন কুটিরের' পার্শ্ববর্ত্তী শাক-সব্জীর ক্ষেত্র পরিষ্কার-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-সেবার্থে বিবিধ বীজ রোপণাদি করাইয়া তাহাদের দৈহিক শ্রম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতে বলিতেন,** উদ্দেশ্য—ঐ অসিদ্ধ মূঢ় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণানুশীলনে শৈথিল্য প্রকাশপূর্ব্বক স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রমত্ত থাকিয়া নরকপথে অগ্রসর না হইয়া কায়দ্বারাও হরিভজন করুক, তাহা হইলেই তাহাদের চিত্তবৃত্তিও কৃষ্ণানুশীলনযোগ্য হইতে পারে।

আমার 'অহং', 'মম'বুদ্ধিরূপ নামাপরাধই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও হরিনাম-গ্রহণের পক্ষে কণ্টক দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আমার কর্ণে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আর একটি উপদেশ কীর্ত্তন করিলেন,—

"আপনারা কেহই দৈবদুর্ব্বিপাক বা ব্যাধির জন্য ভীত হইবেন না। উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া যথাকালে বিদায় দিবেন। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ বলিতেন যে, **আমাদের শরীরে কষ্টকর ব্যাধি-সকল আসিলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যাইবে। বাবুগণের ও বিলাসিগণের শরীরে তাহারা আদর পাইয়া অধিক দিন অবস্থান করে।**" —(পত্রাবলী ২য় খঃ ১০২ পৃঃ)

আমি অনেক সময় মনে করি যে, যখন 'নরতনু হরি-ভজনের মূল', তখন নরতনুকে সুপটু না রাখিলে কি করিয়া সাধন করিব ? কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ চিন্তাস্রোতকে নিজ আদর্শের দ্বারা সর্ব্বদাই কষাঘাত করিয়াছেন,—

"শরীরের অধিক সৌখ্য-বৃদ্ধি হইলেই ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি কমিয়া যায় ; তজ্জন্য শ্রীভগবান্ যাহা-দিগকে দয়া করেন, তাহাদিগের সকল প্রকার সুবিধার পথে কণ্টক আরোপিত হয়।" —(ঐ ২য় খঃ, ১০৪ পৃঃ)

"প্রাক্তন-কর্ম্মফলে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায়, উহাকে ভগবদনুকম্পা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ অবিচলমতি হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিবেন।" —(ঐ ২য় খঃ ১০৭ পৃঃ)

এদিকে আমার দেহারামতা বা দেহের সৌখ্যবিধানের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও কৃষ্ণের সংসারের কার্য্যগুলিকে বৈষয়িক কার্য্যের ন্যায় এবং শ্রীগুরুদেবকে বিষয়ীর ন্যায় মনে করিয়াছি অর্থাৎ আমার মনোধর্ম্মের বিচার এই যে, 'মুমুক্ষুহি হরিভজনের পূহা। ত্রিতাপশান্তি-লাভের আশায়ই আমি ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়াছি। কাজেই মুমুক্ষু মনোধর্ম্মিগণের

তার 'বৈষয়িক হাঙ্গামা'র হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভের পিপাসা এবং হরিসেবার কার্য্যসমূহকেও বিষয়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে হইয়াছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ আমার এইরূপ দুরারোগ্য ব্যাধিকে উপশম করিবার জন্য বলিয়াছেন,—

"আমাদের সকলেরই মূল প্রয়োজন—ভগবান্ ও ভক্তের সেবা। এই সেবা করিতে গিয়া আমাদিগকে সাধারণ বিষয়ের ন্যায় যে-সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা ভজন-প্রতিকূল নহে বরং উহাই ভগবদ্ভজনের অনুকূল জানিবেন। প্রাকৃত ভোগ হইতে অবসর পাইতে হইলে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয় আশ্রমীরই কৃষ্ণভজন আবশ্যক। মায়াবাদিগণ অথবা মর্য্যাদামার্গের বিকৃতকর্তৃগণ নিজ-নিজ কার্য্যের জন্য অর্থ বৃদ্ধি রাখেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সমস্ত কার্য্যদ্বারা কৃষ্ণেরই অনুশীলন করেন, তাহাতে মর্য্যাদা-পথের সেবা-মাত্র না হইয়া সর্ব্বতোভাবে হরিসেবা হইতে থাকে। আমরা নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী নহি।" —(ঐ ২য় খণ্ড ১০৯-১১০ পৃঃ)

অনর্থ পরিপুষ্ট হইতে হইতে তাহা ক্রমে গুর্ব্বপরাধ, আচার্য্যাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধে পরিণত হইয়া পরমেশ্বর পর্য্যন্ত ঠেকিয়াছে এবং আমাকে প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী করিয়া তুলিয়াছে; আমি আর এখন নিজেকে 'পতিত' মনে করি না, কেবল প্রতিষ্ঠাশায় বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় মুখে নিজের হৈন্যের 'ওয়াচাক' বাজাইয়া থাকি, বস্তুতঃ আমার অন্তরে পূর্ণমাত্রায় 'বস্তু'হৈত্য' বিরাজ করিতেছে; আমি আর এখন নিজের ছিদ্র দর্শন করি না, গুরু ও বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধানই আমার কার্য্য হইয়াছে। আমি গুরু ও বৈষ্ণবকে দুঃসঙ্গী মনে করি, বৈষ্ণবকে স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া দর্শন ও কল্পনা করি; "দুঃসঙ্গ কহিয়ে বৈষ্ণব—আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥"—শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই কথাটি ভুলিয়া গিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ করিবার যে-সকল উপায় বলিয়াছেন, তাহাতেও আমি সন্দেহযুক্ত হইয়াছি,—

"আপনি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায়সমূহের মধ্যে নাম-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিবেন। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিলে অপরাধি-অনর্থক-স্মরণের ভজনের ব্যাঘাত করিতে পারিবে না। যাহাতে প্রত্যহ লক্ষ মাত্র গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন। আপনি সর্ব্বদা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন এবং 'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়া নিরপরাধ শ্রোতৃগণের মঙ্গল বিধান করিবেন।" —(পত্রাবলী, ১ম খঃ, ৪৩ পৃঃ)

গুরু ও বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌড়ীয়' ও 'হরিনামে'ও আমার প্রাকৃত-বুদ্ধি হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই 'গৌড়ীয়ে'র প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ যখন আমার মঙ্গলের জন্য কোন কোন প্রবন্ধ স্বয়ং লিখিতেন বা লেখাইতেন, তখন সেই সকল প্রবন্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয়কারক, সুতরাং আমার হিংসক বা আমার প্রতি 'মৎসর' মনে করিয়া 'গৌড়ীয়ে'র ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত হইতাম। আত্মরক্ষিত মৎসর ব্যক্তির স্বভাবই এই—উপকারীর ছিদ্রানুসন্ধান। গুরুর নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ এখন পর্য্যন্তও শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ জীব-দুঃখকাতর মহাপুরুষগণের ছিদ্রানুসন্ধান করিতেছে! গত অর্দ্ধ শতাব্দীর তথাকথিত সত্যজাতির সাহিত্য-সমূহ এই সকল মহাপুরুষের ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ছিদ্রানু-সন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন।

এইরূপ দুঃসময়ে পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদের পতিতপাবনবরা বিরহ-তিথি কৃপা-পূর্ব্বক জগতে উদিতা হইয়া তাঁহার অযাচিতোদয় করুণার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। পুনঃ পুনঃ অনর্থ-শঙ্কুর ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইলেও এই পতিতপাবনী তিথিবরার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যেন নির্ব্বিশেষবাদী না হই, আত্মহত্যা না করি। যদি ভেকত্বের বিনাশ না হয়, তাহা হইলে কোনও কোনদিন দুরারোগ্য অনর্থব্যাধির হস্ত হইতেও মুক্ত হইয়া আত্মা লাভ করিতে পারিব। কিন্তু গুর্ব্বপরাধ, আচার্য্যাপরাধ বা তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির সহিত যোগযুক্ত বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ হইলে কোনও দিন পারমার্থিক জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না।

শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট প্রচারে শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা ও জগতে দান

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর]

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জগতে অবতরণের 'বাহ্য' ও 'মূল' দুইটি প্রয়োজনের কথা স্বরূপ-শ্রীরূপাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বর্ণন করিয়াছেন। —(চৈঃ চঃ আ ১।৪-৬)

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরও জগতে অবতরণের দুইটী উদ্দেশ্যের কথা শ্রীল প্রভুপাদের স্ব-মুখে ও তাঁহার অন্তরঙ্গ জনের নিকট শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক আচার্য্যের চরিত্রেই তাঁহার জগতে আবির্ভাবের এই দুইটি উদ্দেশ্য থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

—(চৈঃ চঃ অ ৩।১৪৮)

'প্রেম-প্রচারণ' কার্য্যটি—অন্বয়মুখে শ্রীনিত্যানন্দ কর্ত্তৃক গৌরমনোহভীষ্ট সেবা, আর পাষণ্ড-দলন-কার্য্যটিও—ব্যতিরেকমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও অভিন্ন-নিত্যানন্দস্বরূপ ভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে এই দুইভাবে গৌরমনোহভীষ্ট-সেবা করিয়াছেন। স্বজন-বিতরণরূপ 'প্রেম-প্রচারণ'ই তাঁহার অবতারের মূল প্রয়োজন বা অন্বয়মুখে অর্থাৎ অনুকূলভাবে গৌরকৃষ্ণানুশীলন।

'প্রেম-প্রচারণ'-কার্য্যটি কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তনপর। পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরবাণী প্রচার, হরিকীর্ত্তনের অন্তরায় উন্মোচন-পূর্ব্বক সরল শুদ্ধজীবাত্মাকে গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্মে আকর্ষণই তাঁহার 'প্রেম-প্রচারণ' কার্য্য। একমাত্র নামসংকীর্ত্তন বা শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিস্তার ব্যতীত প্রেম-প্রচারের আর দ্বিতীয় উপায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গৌরভক্তগণ কেহই স্বীকার করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদও তাহাই বলিয়াছেন,—

"মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টকে' লিখিত 'পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন'ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।"

—(পত্রাবলী ৩য় খঃ ৩৮ পৃঃ)

"শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জনগণের আর অন্য কোন কৃত্য নাই, কেবল মহা-বদান্যের কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের পসরা লইয়া দ্বারে দ্বারে বিতরণ।"

—(পত্রাবলী ২য় খঃ ১১৪ পৃঃ)

"আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী, অজ্ঞানী নহি; আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত।"

—(ঐ ২য় খঃ ১০৪ পৃঃ)

"আমরা কিছু জগতে কাঠ পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর 'পিয়ন' মাত্র।

—(বক্তৃতা, ৮ই নভেম্বর, ১৯৫৬)

"মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তি-গ্রন্থের প্রচার ও নাম-হট্টের প্রচারের দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।"

—(পত্রাবলী ৩য় খঃ ৪১ পৃঃ)

"নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই, একমাত্র কাণ দ্বারা।"

—(বক্তৃতা ১৮ই ফাল্গুন ১৩৩৪)

"বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে রূপানুগত্বই একমাত্র পথ।"

—(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খঃ ১৬ পৃঃ)

"যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিব।"

—(বক্তৃতা, ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৩)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই সকল উক্তিতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার'ই যে তাঁহার জগতে আবির্ভাবের 'অন্বয়' উদ্দেশ্য এবং প্রেম-প্রয়োজন-লাভের উপায় ও উপেয়স্বরূপ, ইহা প্রমাণ করিতেছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের বাহিরেও উদ্দেশ্যটী অর্থাৎ 'পাষণ্ড-দলন' কার্য্যটি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'মুখ্য' প্রয়োজন—শ্রীচৈতন্য-দেবের বাণী প্রচারের আনুকূল্যের উদ্দেশ্যেই নানা ভাবে পাষণ্ড-দলন-কার্য্য করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে বাক্য ও লেখনীর দ্বারা প্রতীপগণের জিহ্বা স্তম্ভন করিয়াছেন, আবার কোন কোন স্থানে উপেক্ষা ও বঞ্চনা করিয়া জীবের হৃদয়ের পাষণ্ডতাকে দলন করিয়াছেন। যেমন বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-বিরোধী কপটরূঢ়-ত্যাগবাদ, গুরু ও বৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি, সিদ্ধান্তবিরোধ, বহুরূপী নির্ব্বিশেষবাদ, আউল-বাউল-কর্ত্তা-ভজা-নেড়া-দরবেশ-সাঁই-গৌরনাগরী প্রভৃতি প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদ, আত্যন্তিকতা প্রভৃতি পাষণ্ডতার বিরুদ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বাক্য ও লেখনী সুস্পষ্টভাবে পরিচালিত হইয়াছে। আবার যাঁহারা তাঁহার সহিত কপটতা করিতে আসিয়াছিলেন, "কামারকে ইস্পাত ফাঁকি" দিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজের মুদ্রার দ্বারা নিজেরাই বঞ্চিত হইয়াছেন অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহাদের সহিত বঞ্চনাই করিয়াছেন। তাঁহারা নিজদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের পার্ষদ ও স্নেহপাত্র জ্ঞান করিলেও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন নাই বা প্রকাশ্যে তাঁহাদিগকে ত্যাগও করেন নাই। এই শিক্ষাটি শ্রীল প্রভুপাদ শ্রৌত-পারম্পর্য্যেই তাঁহার শ্রীগুরু-দেবের (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর) নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই কথা শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ংই তাঁহার শ্রীগুরুদেবের চরিত্র-বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"আর এক অলৌকিক কথা এই যে, **শুদ্ধভক্তিসর্ব্ব-বিরোধী ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত-লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে (শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে) বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়েই প্রমত্ত থাকিত। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্য-ভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই, আবার তাহাদিগকে কোনপ্রকারে গ্রহণও করেন নাই।**"—("আমার প্রভুর কথা"—সজ্জনতোষণী ১১।৪-৬)

স্বভজন-পরায়ণ মহাপুরুষগণ প্রতিষ্ঠা ও ধনকাঙ্ক্ষির দ্বারা পাষণ্ডতাকে যে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, ইহা অতদ্বস্তু জন-সাধারণ না বুঝিতে পারিলেও ভক্তিরাজ্যের সর্ব্বত্র ইহার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। হরিভক্তিবিলাস ১।১০৩ ধৃত "প্রহ্লাদপঞ্চরাত্র" বাক্য হইতে জানা যায়,—বৈষ্ণবগণ কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণকে দ্রবিণ অর্থাৎ অর্থাদির দ্বারা বঞ্চনা করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বহু অর্থের দ্বারা হুসেন সাহের কারারক্ষককে বঞ্চনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য অতি নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজন-নামধারিগণকেও বঞ্চনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি, মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥
—(চৈঃ চঃ আ ৮।১৮)

অদেয়মপি ভক্তায় ভগবান্মুকুন্দো।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥
—(ভাঃ ৫।৬।১৮)

ভজনশীল সকাম ভক্তদিগকে মুকুন্দ সহজে মুক্তি দান করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাদিগকে ভক্তিযোগ দান করেন না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত বিচার শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীর অনুসরণে স্বীয় আচার ও প্রচারের মধ্যে প্রদর্শন করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকামী ব্যক্তিগণকে শুদ্ধভক্তি-পথে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

১৯১১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'ভক্তিভবনে' শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের প্রথম দর্শন ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করা অবধি শ্রীল আচার্য্যদেব ঐ মহাপুরুষদ্বয়ের নিকট হইতে শুদ্ধভক্তির ঐরূপ ঐকান্তিক আদর্শে সুদীক্ষিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯১২ সালে মার্চ্চ মাসে যখন কাশীমবাজারের সন্নিকটীতে মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় হরিকীর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়া পূর্ণভাবে মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তনে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তখন শ্রীল প্রভুপাদ যে আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন, সেই ছবিটি শ্রীল আচার্য্যদেবের হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছিল। "একান্ত ভগবৎসেবকের সন্নিধ্যেই ৬ষ্ঠ প্রকার সঙ্গ করা প্রত্যেক নিঃশ্রেয়ার্থীর প্রয়োজন"—শ্রীল প্রভুপাদের এই উপদেশ তখন হইতেই

শ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্রে সকলেই পূর্ণভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়াছেন। ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীল আচার্য্যদেব 'ভক্তিভবনে' শ্রীল প্রভুপাদকে যে পরিপ্রশ্ন ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার (আচার্য্যদেবের) আচার্য্য-চরিত্রের অরুণোদয় লক্ষ্য করা যায়। 'শ্রীমন্নারায়ণই যে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, ইহা অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিবার প্রার্থনা শ্রীল আচার্য্যদেব তখন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ "অচিরেই তাহা সম্পাদিত হইবে"—এই আশ্বাস-বাণী প্রদান করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের অন্তই সেই আচার্য্যের কার্য্যটির সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মতলে উপবেশন করিয়া "কবে হ'বে বল সে দিন আমার ?"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই গীতিটি কীর্ত্তন করিয়া কবে তিনি নামহট্টের খাড়ুদ্বারের লীলাভিনয়কারী শ্রীভক্তিবিনোদের গৌর-বাণীর আনুগত্যে নামহট্টের বাণী জগতে বিতরণ করিবেন, সেই প্রার্থনাই জানাইয়াছিলেন।

ইংরেজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার পরদিবসই শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা কামবীজ-কামগায়ত্রীতে দীক্ষিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের "দৃগ্‌দৃশ্যের বিচার" অবধারণ করিয়াছিলেন। এই "দৃগ্‌দৃশ্যের বিচারে"র কথা অন্যান্য শ্রোতৃগণ কতটা ধরিতে পারিয়াছিলেন, জানা যায় না ; কিন্তু একমাত্র শ্রীল আচার্য্য-দেব ব্যতীত এই বিষয়টির বিচারের কথা আর আমাদের নিকট কেহই ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করেন নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের নিম্নলিখিত কথাটি তদনীন্তন ইতিহাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"যদি আমার সহিত একজন লোকও না থাকে, যদি দুনিয়ার সকল লোক, এমন কি, যাঁহারা আমার নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি একে একে সকলে চলিয়া যান, তথাপি আমি আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্মের ছত্রের তলে দাঁড়াইয়া অদ্বৈতব-বাস্তব-সত্যের বাণী ইহজগতে অবস্থানের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিতে বিরত হইব না। কোন সৌভাগ্যবান্ সুকৃতিশালী ব্যক্তির কর্ণে যদি কোনদিন বাস্তব-সত্যের কথা প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেইরূপ একটি ব্যক্তির দ্বারাই জগতের পরম উপকার সাধিত হইবে।"—('সরস্বতীজয়শ্রী' ৩য় বৈভব, ১৭ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর আদর্শ শ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্রে মূর্ত্ত হইয়া অনুক্ষণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতি বিন্দুমাত্রও বিরোধ সহ্য করিতে পারিতেন না, বিন্দুমাত্রও গুরুবর্গের প্রতি কাহারও আনুষ্ঠানিকতা ও মর্য্যাদাবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিতেন না, শ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্রেও তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-কার্য্যের প্রথমাবধি তাঁহার নিত্য-সঙ্গিরূপে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের আচার ও প্রচারে সুনিপুণ ও গুরুপাদপদ্মের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ব্রহ্মচারি-লীলা ও সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসের আদর্শ শ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্রে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতায় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সংস্থাপিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট-প্রচারার্থ শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা সংস্থাপনের সঙ্কল্প করেন।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু কলিকাতাকে "কলির ব্রহ্মাণ্ড" বলিতেন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে সেই "কলির ব্রহ্মাণ্ডে" বাস না করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে বাসেরই আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুদেবের আদেশের আপাত-লঙ্ঘন-প্রতিম লীলা প্রকাশ করিয়া কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন সংস্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট প্রচারে যত্নবান্ হন। যে-দিন সেই শুদ্ধভক্তিকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডের বাড়ীটি দেখিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ গমন করিতেছিলেন, সেই দিনের একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ-দর্শি-সূত্রে শ্রীল আচার্য্যদেব বর্ণন করিয়াছেন,—

"শ্রীল প্রভুপাদ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডের বাড়ীটি দেখিবার জন্য আসিতেছিলেন। বীডন্-ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের জংসন পার হইয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। প্রভুপাদ পশ্চিম দিকের 'ফুট পাথ' দিয়া কে, সি, সেট্ এণ্ড কোম্পানীর দোকান বাম পাশে রাখিয়া

যাইতেছেন; সেই সময় ঐ কুট পাথের উপরে উক্ত কোম্পানীর একটি গাড়ী-বারান্দা ছিল। প্রভুপাদ সেই গাড়ী-বারান্দার নীচ দিয়া যাইবেন, মাত্র চার অঙ্গুলি স্থান বাকী আছে, ঠিক সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত বারান্দাটি ভীষণ শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। ঠিক এক সেকেণ্ডের জন্য বারান্দার ছাদটি প্রভুপাদের উপরে পড়িতে পারে নাই। আর চার অঙ্গুলি অগ্রসর হইলেই ছাদটি গায়ের উপর পড়িত। একটি মোটর গাড়ীর সামান্য ধাক্কাতে এই ছাদটি পড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভিত্তি স্থাপনের দিনে এইরূপ একটি অভাবনীয় ঘটনা ও আসন্ন বিপদ হইতে অলৌকিকভাবে পরিত্রাণের অভিনয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাবী ইতিহাসের চরিত্র প্রকাশ করিয়াছিল কি না, কে জানে? যে-দিন বিশ্বের বাস্তব-সত্য-প্রচার-কেন্দ্রের ভিত্তি-স্থাপনের আয়োজন হইয়াছে, সে-দিনই "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" "শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ" এই সকল শাস্ত্রীয় বাণীর পতাকা উঠাইয়া আমাদিগকে আচার্য্য-পাদপদ্ম বুঝি জানাইয়া দিলেন সত্য প্রচার আরম্ভ করিলে অনেক বিপদের বোঝা, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রভাত যেরূপ দিনের ভবিষ্যৎ গতির সূচনা করে, বোধ হয় সে-দিন ঐরূপ এক লীলার অভিনয় করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের ভাবী জীবনের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইবারও ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।"

—('সরস্বতী জয়শ্রী' ৪র্থ বৈভব ৩৩-৩৪ পৃঃ)

কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রাকটোর প্রাক্কালেই এই-রূপ অলৌকিক ঘটনার বিবরণ পাঠ করিয়া জানা যায় যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের ভাবী অবস্থার জন্য তখন হইতেই প্রস্তুত করিতেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ কেন আপাত-গুরু-বাক্য-লঙ্ঘন-প্রতিম-লীলা প্রকাশ করিয়া 'কলির ব্রহ্মাণ্ড' কলিকাতায় হরিকীর্ত্তন-কেন্দ্র-স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেই রহস্যও আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের দ্বারাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছি।—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৪র্থ খঃ ১১৭ পৃঃ ও বক্তৃতাবলী ২য় খঃ ১৩৮ পৃঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের প্রধান যন্ত্র—'খোল'। শ্রীল প্রভুপাদ 'মৃদঙ্গ-যন্ত্র'কে শ্রীচৈতন্যের 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' বলিতেন এবং সেই 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' বাদনের ভার প্রদান করিয়াছিলেন শ্রীল আচার্য্যদেবের উপর,—ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' হইতে প্রচারিত 'গৌড়ীয়' ও 'গৌড়ীয় গ্রন্থাবলী' সম্পাদনের প্রকৃত নিয়ামকত্ব শ্রীল আচার্য্যদেবের উপরই শ্রীল প্রভুপাদ নিয়োগ করিয়াছিলেন। 'শ্রীভাগ-বতাচার্য্য-পাটে'র সংলগ্ন কলিকাতা মহানগরীতে 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' হইতে যখন শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনের ধ্বনি উত্থিত হইল অর্থাৎ যখন শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীমদ্ভাগ-বত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই শ্রীমদ্ভাগ-বতের "অনন্ত গোপাল অর্থে"র মঙ্গলাচরণে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিলেন,—

"বাসুদেবানন্তধামে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণারাম শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে থাকিয়া সকলে গ্রহণ কর—ইহাই আত্মমঙ্গলকামী সুমেধোগণের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের দ্বিতীয় সংস্করণ গৌড়ীয় ভাষ্য—সমস্তই শ্রীল আচার্য্যদেবের দ্বারা সম্পাদন করাইয়াছিলেন। শ্রুতির কুরেশ যেরূপ সমগ্র "বোধায়নবৃত্তি"টি অপরের অজ্ঞাতসারে কণ্ঠস্থ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য রচনার পূর্ণ সহায়তা করিয়াও নিজের নাম গোপন রাখিয়াছিলেন, শ্রীল আচার্য্য-দেবও তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থসমূহ সম্পা-দনের পূর্ণ ও বাস্তব আনুকূল্যময়ী সেবা করিয়াও নিজের সেবার বিজ্ঞাপন-প্রচারের প্রতি ঔদাসীন্য ও দৈন্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহার 'গণেশ' বলিতেন, অর্থাৎ 'গণেশ যেরূপ শ্রীমন্মহাভারত রচনার সময় 'ব্যাসকূট' (শ্রীব্যাসের অতি জটিল সিদ্ধান্ত-সমূহ) সম্পূর্ণভাবে অবগত হইয়া তাহা অটুটভাবে লিখিয়া যাইতে পারিতেন, শ্রীল আচার্য্যদেবও তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত ও চিত্তবৃত্তি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহা লেখনীর মধ্যে প্রকাশ করিতেন। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় উল্লাসভরে বলিতেন যে,—"আমি যে-সকল কথা অস্পষ্টভাবে বলিয়াছি, তাহা শ্রীবাসুদেব প্রভুর লেখনীতে আরও পরিস্ফুট ও সৌষ্ঠব-মণ্ডিত হইয়াছে।" 'গণেশ'

শব্দের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ-গণের 'ঈশ' অর্থাৎ নিয়ামক বা ভাবী আচার্য্য বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পাষণ্ড-দলন-কার্য্যের কেবল উপেক্ষা ও বঞ্চনা-নীতির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর একটি নীতি ছিল এই যে, তিনি ঐশ্বর্য্য-মুগ্ধ জগতের নিকট নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়া তাহাদিগকে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেন। ইহাতে কতকগুলি লোক কেবল ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্য অর্থাৎ বাহ্য আবরণ বা বপুতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন; আর কোন কোন নিষ্কপট ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য-বাণীতে আকৃষ্ট হইতেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ কথায় প্রবেশ করাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের বপুর ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া বাণীর মাধুরিমায় আকৃষ্ট হইবার প্রেরণা দানই সর্ব্বদা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরিভাষায় যে, morphology or ontology'র কথা পাই, তাহা শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীতে—"বপু ও বাণী" প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর প্রভুপাদের বাণীর অনুকূল বাহনরূপে আনুষঙ্গিকভাবে বপুর ঔজ্জ্বল্য-বিকাশ যে না হইয়াছে, তাহা নহে। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল অন্তর্দ্রোহ ও মাৎসর্য্যের ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের মধ্যেও শ্রীগৌরধামের অনেক প্রকার ঔজ্জ্বল্য-বিধান হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ভক্তি-প্রতিষ্ঠান-সমূহে নামহট্ট উৎসবাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও তদ্বৎ প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ এবং প্রচারাদি কার্য্য ত' হইয়াছেই; এতদ্ব্যতীত কতিপয় ভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রেরও সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধি হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন-পূর্ব্বক শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট-সংস্থাপন করা শ্রীল প্রভুপাদের একটি প্রধান সঙ্কল্প ছিল। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্, পরিব্রাজকাচার্য্য-পীঠ, ভাগবত যাপন ও পথ-ঘাটের সমৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের সেই মনোহভীষ্টের সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের ২৯শে এপ্রিল শ্রীধাম-মায়াপুরে একটি টেলিগ্রাফ অফিস উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩টা-৩৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিমুখে সর্ব্বপ্রথমে টেলিগ্রাফ অফিসের কার্য্য আরম্ভ করাইয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিম্নলিখিত 'তার' প্রেরণ করিয়াছিলেন,—

"By His Divine Grace Prabhupad and Mahaprabhu telegraph opens today. Invoke mercy."

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস (!) করিবার জন্য বিরোধী দলের নায়ক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নানাপ্রকার ভিত্তিহীন আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-বারি সিঞ্চনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্ট সম্পাদন করিয়া ঔজ্জ্বল্য, সমৃদ্ধি ও গৌরবমণ্ডিত হইয়া অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর বঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পাঠ, ব্যাখ্যাদি ও সাধারণ সভাগৃহে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালের ১৮ই জুন শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কলিকাতার এলবার্ট্ হলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রৌতপথ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হইলে বিরোধি-দলের কতিপয় ব্যক্তি নানাভাবে উহার বিরোধিতা এবং সভায় অনেক প্রকার 'অবৈধ বিজ্ঞাপন' প্রচার করেন। এইরূপ বিরোধের মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতির দ্বারা হরিকথা প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে হরিদ্বারের 'শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠে'র মন্দির ও সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে নিয়মিত-ভাবে অর্থ-সাহায্য প্রেরিত হইয়া তথায় প্রচারের সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব গুরুবর্গের প্রত্যেক 'বিরহোৎসবে' স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহা হরিকীর্ত্তনমুখে সম্পাদন

করিয়াছেন। গোড়মে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসবে শ্রীল আচার্য্যদেব একটি অমূল্য 'অভিভাষণ' প্রদান করেন।

তাঁহার আচার্য্য-লীলাকালে ভাগবদিজায় কএকটি অভিমর্ত্য ব্যাপার সংঘটিত হয়; একটি—১৯৩৭ সনের ২১শে জুন বাগবাজার গঙ্গার গর্ভে "শ্রীশ্বেতগঙ্গা শ্রীমূর্ত্তি" ও ১৬ই জুন লণ্ডনে কুইন্স্ ক্লাব্ গার্ডেন্স্ (ওয়েষ্ট্ কেন্সিংটন) এর নিকটবর্ত্তী স্থানে "শ্রীবার্ষভদেব শ্রীমূর্ত্তি"র আবির্ভাব ভক্তি-রাজ্যের পথিকগণের নিকট শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিমর্ত্য করুণা-শক্তির নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পাদকত্বে শ্রীল প্রভুপাদের বহু-কালের অভীপ্সিত 'বেদান্ত' গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যের 'অনুভাষ্য' সহ শ্রীরাধাবেন্দ্রতীর্থের টীকার সহিত বঙ্গানুবাদ করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সঙ্কলন করেন; ইহাও তাঁহার আচার্য্যত্বের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার" নামক একটী গ্রন্থ তেলেগু ভাষায় অনূদিত হইয়া কলুর শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত হয়। "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র-সম্বলিত একটি পুস্তক বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র সর্ব্বপ্রথমে বিস্তৃতভাবে বাংলা গদ্যে পুস্তকাকারে প্রচারের সূচনা করে। শ্রীল আচার্য্যদেব এই গ্রন্থে "শ্রীভক্তিবিনোদ-পন্থানুসরণ" শীর্ষক একটি উপদেশপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রেষ্ঠত্বের এক ব্যক্তি পার্থিব সুবিধা লাভের জন্য গুরুদেবে জাতিবুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণব-ইতিহাসে পাষণ্ডতার চরম আদর্শ প্রকাশ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় সর্ব্বতোভাবে উহার প্রতিবাদ করেন। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবণ-সদনে ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, রবিবার দুই ঘটিকার সময় সমগ্র গৌড়ীয়-মিশনের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৭০টি মঠের প্রতিনিধি ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত বহুসংখ্যক গৃহস্থের এক সাধারণ সভায় গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেব একটি বক্তৃতায় ঐরূপ পাষণ্ডতাকে সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পাদকতায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী "হারমনিষ্ট" পত্রিকা নূতনভাবে ও নব আকারে প্রকাশিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্য-লীলা প্রকটের পর গৌড়ীয়ে"র বহু প্রবন্ধে ও প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভে নব্যবিবর্ত্ত ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধি-মতবাদসমূহ খণ্ডিত হইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহ সংস্থাপিত হয়। "মহান্তগুরু ও মহান্তগিরি"—(১৪।৪৭), "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"—(১৫।৪৮), "ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী"—(ঐ), "গৌড়ীয়ের অন্ধকার যুগ"—(১৬শ), "আমি না হইলে মিশন চলিবে না"—(ঐ), "লোকরঞ্জন ও গৌরভজন"—(১৬।৩), "ভক্তিসিদ্ধান্ত বনাম" (Intellec-tualism)—(১৬।১৮), "বাসুদেবানন্তপদে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"—(১৬।৩২), "প্রতিষ্ঠানের সেবায় গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য"—(১৬।৩৯), "বৃহৎ মৃদঙ্গ"—(১৬।৪০), "বৈষ্ণব-ধর্ম্মে পেন্সন-কামনা নাই"—(১৬।৪৬), "সাধারণের চক্ষে গৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান অবস্থা"—(১৬।৪৫), "শ্রীগুরুর নাম ও অর্চ্চাবতার"—(১৭।১১), "দম্ভ ও দৈন্য"—(১৭।১৩), "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ব্রহ্মবিজয়ানুসন্ধান"—(১৭।১৮), "আধ্যক্ষিকতা"—(১৭।৩৫), "আদৌ শ্রদ্ধা"—(১৭।৪০), "শ্রদ্ধা কি হৈতুকী?"—(১৮।৮), "বহুরূপী নির্ব্বিশেষবাদ"—(১৮।৬), "ব্যক্তিত্ব"—(১৮।১১) প্রভৃতি বহু প্রবন্ধে ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতবাদ নিরাস করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বিভিন্ন প্রচারক মঠের ও ভারতের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ নিয়মিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট গীতার শুদ্ধভক্তিপর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিয়ামকত্বে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসব" সপ্তদিবস ব্যাপী ১০৮টী বিষয়-আলোচনা ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিভিন্ন অভিভাষণ-প্রদানমুখে অভিনবরূপে অনুষ্ঠিত হয়। গৌড়ীয়-মিশনের ইতিহাসে এইরূপ শ্রীগুরু মহিমা-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ আর কখনও হয় নাই। ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার ও অনুভব করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিকী বিরহতিথি-উপলক্ষে 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে'র বিশেষসংখ্যা এবং

"শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথি-উপলক্ষে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের সম্পাদিত "পরম-গুরু শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর" নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ভূমিকা-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' শ্রীল আচার্য্যদেব "সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণ-আরাধক শ্রীল প্রভুপাদ" শীর্ষক একটি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণে ক্রমাগত চারিটী 'অভিভাষণ' প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের গুণমুগ্ধ সাধারণ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণকেও শ্রীধামে আহ্বান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও গুণ-শ্রবণের সুযোগ প্রদত্ত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-উৎসবে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীধামে আগমন-পূর্ব্বক একটি সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব ও অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিতে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন এবং হুলোর ঘাট হইতে সমাধি-মন্দির পর্য্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত রাজপথ-নির্ম্মাণের জন্য সকলকে প্রেরণা দান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীপাদ ভগবদ্ ভক্তিরঞ্জন প্রভুর প্রথম-বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতিসভা স্যর হরিশঙ্কর পাল কে, টি মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৭)।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী শ্রবণ করেন। ভারতীয় আইন-পরিষদের সদস্য মাননীয় স্যর আবদুল হালিম গজনবী কে, টি, এম্-এল্-এ; প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ এম্-এ এবং বরদাধিপতি মহারাজ স্যর সয়াজী রাও গাইকোয়ার বাহাদুর জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই পরিষদ্‌বর্গসহ ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব মহারাজ গাইকোয়ার বাহাদুরকে একটি সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা আশীর্ব্বাদ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শতাধিক গ্রন্থ ও সাময়িক সংবাদপত্রসমূহ গাইকোয়ার বাহাদুরকে উপহাররূপে প্রদান করেন এবং প্রত্যেক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার মহারাজ বাহাদুরের নিকট বর্ণন করেন। মহারাজ স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর; স্যর তাসান সুরাবর্দ্দি; মিঃ কে, সি. নাগ, বার-এ্যাট্-ল (অবসরপ্রাপ্ত জজ, কলিকাতা হাইকোর্ট ও প্রধান বিচারপতি, স্বাধীন ত্রিপুরা ষ্টেট); বাঁসবেড়িয়ার রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়; কুমার মণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়; সম্বুল উলামা কামালুদ্দীন আহম্মদ অবসরপ্রাপ্ত আই, ই, এস্; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ; পণ্ডিত-প্রবর তর্কদর্শন-বাচস্পতি, শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-ষড়্‌দর্শনতীর্থ; রায় বিপীন্দ্রনাথ দেববাহাদুর (শোভাবাজার রাজবাড়ী); অধ্যাপক মিঃ ও, বি, এল্ কপুর (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়); দারভাঙ্গা মহারাজের ফাইনান্সিয়াল এজেন্ট্ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত ভুবনাথ মিত্র (এটর্ণি); ভুবনমোহন দাস (এটর্ণি); মিঃ এস্, সি, দেব (এটর্ণি); মিঃ আর, এম, সেন (এটর্ণি); শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ঘোষ (জমিদার); রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ দত্ত; ক্যাপ্টেন্ জে, এম, ব্যানার্জ্জী; অনাদিরঞ্জন বসু (পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট্ শিয়ালদহ); অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট্ ও সেসন্স্ জজ ললিত-মোহন বসু; নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (জমিদার); অধ্যাপক সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্; রায়বাহাদুর কে, সি, সেন; মণীন্দ্রকুমার সূর বি-এ (সেক্রেটারী, ঢাকা মিউনিসি-প্যালিটি); ক্ষিতীশচন্দ্র বসু (মার্চ্চেণ্ট্); শচীন্দ্রনাথ রুদ্র (বার-এ্যাট্-ল); ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য; মণীন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী (এ্যাডভোকেট); ডাঃ মাখনলাল সে; ডাঃ কে, হাজারী; মঃ মঃ অধ্যাপক কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক; কবিরাজ যদুনাথ গুপ্ত; কবিরাজ লোচনানন্দ ঠাকুর; কাদিনীমোহন রায় চৌধুরী (জমিদার, বালিয়াটি); রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি-এল্-সি, বি-এল (জমিদার); রায় বাহাদুর এ, টি, ঘোষ (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট) প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠ পরিদর্শন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রেরণায় হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভমেলায় শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের একটি 'ভাগবত-প্রদর্শনী' উদ্ঘাটিত হয়।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ১৯৩৮ সালের ৪ই ফেব্রুয়ারী 'বিষ্ণু-প্রিয়া-আবির্ভাব'-উপলক্ষে একটি 'অভিভাষণ' প্রদান করেন

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রেরণায় শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টি বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি শ্রীধাম-মায়াপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

এতদুপলক্ষে 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ', 'হরমণিষ্ট', 'পরমার্থী', 'ভাগবত' প্রভৃতি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'গৌড়ীয়ে'র বিশেষ সংখ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব "আলোর অনুসরণে" শীর্ষক একটি অমূল্য প্রবন্ধ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রাচীন ও লুপ্ত সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি হইতে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের স্বরচিত প্রবন্ধসমূহ "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" নাম দিয়া আচার্য্যদেবের ভূমিকা, শব্দসূচী, স্থান পাত্র, শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতির সহিত প্রকাশিত হয়।

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮) দিল্লী 'ভাগবত' পত্র ৪র্থ বর্ষ হইতে পুনরায় নবপর্য্যায়ে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয় এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের রচিত "নব-নিবেদন" নামক একটি প্রবন্ধের দ্বারা ঐ পত্রিকার উদ্বোধন হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২২শে ফেব্রুয়ারী ব্রহ্মদেশে শুভবিজয় করিয়া রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা'-মহোৎসব ও তদীয় অনুরূপ হরিকথা-কীর্ত্তনের বন্যা আনয়ন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধাম-মায়াপুরে "গৌরা-বির্ভাব-উৎসব" অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযোগপীঠে শ্রীল আচার্য্যদেব একটি সুদীর্ঘ 'অভিভাষণ' প্রদান ও শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহারই যোগ্যতম প্রতিনিধিরূপে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার নিয়ামকত্ব করেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় 'শ্রীনবদ্বীপ পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সাফল্য সাময়িক বহু পত্রিকার স্তম্ভে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর বিভিন্ন দেশীয় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট আসিয়া পরিপ্রশ্নমুখে অনেক উপদেশ শ্রবণ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব হরিদ্বার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাম-নবমী-তিথিতে (৯ই এপ্রিল, ১৯৩৮) শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-স্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ও কীর্ত্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৪ই এপ্রিল নয়া দিল্লী (১লা বৈশাখ, ১৩৪৫) গৌড়ীয়মঠে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশ ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৭ই এপ্রিল বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া তথায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

২৪শে এপ্রিল (১৯৩৮) শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহোৎসবের দিবস শ্রীল আচার্য্যদেব পুনা গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম মনোঽভীষ্ট-স্বরূপ শ্রীগৌরবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের হরি-কথায় পুনাবাসী মুগ্ধচিত্ত হইয়াছিল। ২৫শে এপ্রিল একাদশী দিবস শ্রীল আচার্য্যদেব সমস্ত দিবারাত্র নিরম্বু উপবাস করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ২৭শে এপ্রিল তারিখেও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া বিবিধ পরিপ্রশ্নমুখে অনেক উপদেশ লাভ করেন।

২৭শে জুন (১৯৩৮) শ্রীল আচার্য্যদেব গোদ্রুম স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শুভবিজয় করিয়া শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি-পূজা-মহোৎসব সম্পাদন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-উপলক্ষে যাহাতে যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের করুণার কথা আলোচিত হইয়া জীবের আত্মমঙ্গল সাধিত হয়, তজ্জন্য ছয় মাস ব্যাপী এই কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদনের পরিকল্পনা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌড়ীয়মঠে ইষ্টগোষ্ঠী সভায় নানা প্রকার উপদেশ প্রদান এবং 'গৌড়ীয়' ১৭শ বর্ষের প্রারম্ভে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের করুণার কথা নানাভাবে কীর্ত্তনে প্রেরণা দান করেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে নগর-সংকীর্ত্তন, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও বিভিন্ন মঠে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা এবং শতবর্ষপূর্ত্তি-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' প্রচারিত হয়। উক্ত বিশেষ সংখ্যায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "ব্যাসাচার্য্য সার্ব্বভৌম শ্রীভক্তিবিনোদ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে "শ্রীগুরুপূজা-বাসরে" শ্রীল আচার্য্যদেব একটি 'অভিভাষণ' প্রদান করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথি-পূজা-উপ-লক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক "শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব" নামক একটি অতুলনীয় গ্রন্থ এবং তৎসঙ্গে 'গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ', "শ্রীভক্তি-

বিনোদ-প্রসঙ্গ" ও "ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ" নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয় সঙ্কলন করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সর্ব্বমুখী প্রচার-চেষ্টা-দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া উহা রুদ্ধ করিবার অসদভিপ্রায়ে শ্রীল আচার্য্যদেব-প্রমুখ গৌড়ীয়মঠের স্তম্ভ-স্বরূপ কতিপয় বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে আলিপুর ফৌজদারী আদালতে বিরুদ্ধ আরও এক দল ধানচানির মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু শ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপা-বলে প্রায় একবৎসরকাল পরে বিচারে সকলে নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হন এবং অপর পক্ষের অপচেষ্টা প্রমাণিত ও উহারা Seceders বলিয়া পরিচিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে মাথুর মণ্ডলে ভজনস্থল উদ্ধারত পালন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পাটলীপুত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠে, কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে, প্রয়াগে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে অবস্থান-পূর্ব্বক বহু পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিপ্রশ্নের মীমাংসা করেন। লক্ষ্মণাবতীতে পণ্ডিত বাবুরাম অগ্নিহোত্রী, হরিশঙ্কর মাথুর, রায়বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দানা প্রভৃতির সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের সংলাপ আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের নিকট মৌলিক মূল্যবান্ উপদেশরূপে চিরকাল পূজিত হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেব নৈমিষারণ্যে গোবর্দ্ধনপূজা, অন্নকূট-মহা-মহোৎসব সম্পাদন ও তথায় একটি শ্রৌতমৌলিক 'অভি-ভাষণ' প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব গৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে ক্রমিকভাবে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতের ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহোৎসব-উপলক্ষে 'গৌড়ীয়ে'র বিশেষ সংখ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিজয়ানুসন্ধান" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রদান ও শ্রীল প্রভুপাদের বিরচিত যাবতীয় পদ্য সংগ্রহ করিয়া "শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা" নামক গ্রন্থের "সৌরভ" নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-পীঠে শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় মূল্যবান্ অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রেরণায় চট্টগ্রামে "শ্রীবিহারিবি গৌড়ীয় মঠালয়" ও উড়িষ্যার 'রহুলকুণ্ডা' নামক স্থানে "শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন" প্রকাশিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে ভক্তিরঞ্জন-বিরহোৎসব সম্পাদিত হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় শুভবিজয় করিয়া প্রায় একমাস-কাল কৃপা পূর্ব্বক বহু লোকের পরি-প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের অভীপ্সিত "বৈষ্ণব-বহুধা-সমা-দৃতি"র কার্য্যের পুনরুদ্বোধন হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও প্রেরণায় ত্রিদণ্ডিপাদা-শ্রয়ী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ইংরেজী ভাষায় "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু" নামক গ্রন্থ ও 'গৌড়ীয়'সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ "বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে "শ্রীব্যাস-পূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত হরিকথা ও পত্রাবলী-সমূহ মুদ্রিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধাম পরিক্রমা, ভক্তি-শাস্ত্রী পরীক্ষা, শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন, শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীঈশ-অঙ্গনে একটি নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীধামের পথ-ঘাটাদির সংস্কার ও ঐজন্য সম্পাদিত হয়।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিরপেক্ষ ও নির্ভীক শুদ্ধতম প্রচারের বিপুল ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠা-দর্শনে মাৎসর্য্যানলে জর্জ্জরিত হইয়া কতিপয় ক্ষুদ্র স্বার্থান্বিত অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে খর্ব্ব তথা হরিকীর্ত্তনস্রোত বন্ধ করিবার জন্য নানাপ্রকার মিথ্যা ও অবৈধ চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ঐসকল অপচেষ্টায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অপকারী জীবের মঙ্গল-বিধানের জন্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পদাঙ্কানুসরণে স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ বিধৎ সন্ন্যাসী বা পরমহংস হইয়াও গয়াধামে সন্ন্যাস-লীলা-গ্রহণের আদর্শ প্রকাশ করেন এবং জীবকে ঐকান্তিক ভজননিষ্ঠা দিবার জন্যও সুতীব্র বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ প্রকট করেন। সন্ন্যাস-লীলার পর শ্রীল আচার্য্যদেব ঔ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তি প্রদীপ পুরী গোস্বামী ঠাকুর নামে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যগণের নিকট পরিচিত

হইয়াছেন। তাঁহারই একান্ত আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় ভক্তি-প্রতিষ্ঠানের নিষ্কপট সেবকগণ সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণীর আচার ও প্রচার করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব-উপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু "স্তবরত্নমালা" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-বিহারী মঠে ভরতপুরের মাননীয় মহারাজ আগমন-পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রজমণ্ডলে স্বয়ং মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-মহা-মহোৎসব সম্পাদন করেন। তৎপরে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয়-পূর্ব্বক নিষ্কপট শুদ্ধভক্তগণের নিকট অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ, চট্টগ্রাম শ্রীবিষ্ণুনিধি গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট প্রভৃতি সন্দর্শন ও তথায় হরিকথা কীর্ত্তন-পূর্ব্বক পুনরায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া তথায় হরিকথা কীর্ত্তন-পূর্ব্বক ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ ও চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত উদ্‌যাপন করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেব প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ-সমূহের সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধান, বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় মনোহভীষ্ট-প্রচারে সর্ব্বতো-ভাবে প্রেরণা দান করিয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনে নিময় আছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-প্রচারে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের এইসকল সেবা ও দানে সমগ্র গৌড়ীয়-মিশনের প্রত্যেক নিষ্কপট নিঃশ্রেয়সার্থী সেবকের প্রাণে শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতীর কৃপা-শক্তি সঞ্চার করিয়াছে ও করিতেছে। তাই গৌড়ীয়-মিশনের যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের অকপট সেবকবৃন্দ তথা যাবতীয় আত্মমঙ্গলকামী সদ্‌গৃহস্থগণ এক প্রাণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকেই গৌড়ীয়-মিশনের একমাত্র পারমার্থিক উপদেষ্টা ও নিয়ামকরূপে বরণ করিয়া হরিভজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কোন শুদ্ধভক্তি প্রতিষ্ঠানেরই বহু মস্তক থাকিতে পারে না। কোন প্রতিষ্ঠানরূপ 'বপু' যদি বহুমস্তকবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই অদ্ভুত প্রাণী রাক্ষস বা Hydra-headed monster বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ইহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেকবার বলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার পর বৈষ্ণব-জগতে এক প্রবল 'ভূমিকম্প' উপস্থিত হয়। কোন দৈব-দুর্বিপাক উপস্থিত হইলে যেমন কতকগুলি আত্মীয়-বন্ধু-স্বজন-নামে পরিচিত অসৎপ্রকৃতির লোক সেই বিশৃঙ্খলতার সুযোগে আত্মীয়-স্বজনের ধন-সম্পত্তি হরণ করিয়া পলায়ন করে, ঐরূপ দৈব-দুর্বিপাকে তাহাদের হৃদয়ে পৃথিবীর নশ্বরতা উপলব্ধি করাইবার পরিবর্ত্তে সম্ভোগ-পিপাসাই বৃদ্ধি করে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। এইরূপ আশ্রয়হীন, রক্ষক-হীন, বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অমানিশার অন্ধকার মোচন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-রশ্মি পুনরায় বিকীরণ করিবার জন্য আচার্য্যভাস্কর গৌড়ীয়-গগনে উদিত হইলেন। কিন্তু 'উলূক' যেরূপ সূর্য্যের কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করে বা সমধর্মী প্রাণিগণের সহিত কোন গুপ্ত কোটরে আত্মগোপন করিয়া বিকট চীৎকার আরম্ভ করে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শেষ ইচ্ছানুরূপ যে 'গভর্ণিং বডি' বা 'নিয়ামক মণ্ডলী' প্রতিষ্ঠানের 'বপু' পরিচালনের জন্য গঠিত হইয়াছিল, তাহাও বিপর্য্যস্ত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইল। প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হৃদয় অধিকার করিলে গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যের স্থলে তাঁহাদের প্রতি মর্ত্যবুদ্ধি ও তাঁহাদিগের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিবার অসৎ পিপাসাই জীবের হৃদয়কে অধিকার করে।

পরম করুণাময় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-তিথির তৃতীয় বর্ষ প্রপঞ্চে সমাগত হইল, তথাপি আমাদের হৃদয় হইতে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা বিদূরিত হইল না। আমরা শ্রীগুরু বা আচার্য্যের ভুবনমঙ্গল নিত্যসিদ্ধ প্রভুত্বের সহিত জগন্নাশ-কর স্ব-স্ব প্রভুত্বকে সমান মনে করিতে লাগিলাম। আমাদের আর কবে সদ্‌বুদ্ধি হইবে? শ্রীল প্রভুপাদের 'বিরহ-বাসরে' এই প্রার্থনা যে, যিনি আমাদের প্রকৃত মঙ্গল-কামী, যিনি আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে সর্ব্বদা মঙ্গলময় শাসন ও নিয়মন করিয়া আমাদিগকে অনায়াসে কৃপা করেন, সেই নিরপেক্ষ লোক-শিক্ষকের একান্ত পারমার্থিক আনুগত্য ও শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুযায়ী গঠিত নিয়ামক মণ্ডলীর পরিচালন-কার্য্য অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া আমরা যেন একান্ত হরিভজনময় জীবন যাপন এবং নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমবর্ত্মা আচার ও প্রচার করিতে পারি; কবে আমাদের হৃদয় স্ব-স্ব অহমিকার পরিপূর্ণ হইবার পরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের গুরু-সেবা ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীল প্রভুপাদেরই মহিম-কীর্ত্তনে উত্তরোত্তর উল্লাসিত হইবে। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই,—কোন শ্রেষ্ঠ মহাভাগবতের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের বিরহের উপলব্ধি বা তাঁহার সেবা হয় না; শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অকপট ও ঐকান্তিক আনুগত্যই বিপ্রলম্ভ-রসকে পরিপুষ্ট করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়টৈষ্ণব-সম্প্রদায়টৈষ্ণব-
সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২১শে পৌষ, ১৩৪৬; ৬ই জানুয়ারী, | ২৩শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীসমাধি-পীঠে বিরহ-উৎসব

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও কৃপায় পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-তিথি উৎসব শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-পীঠে বিশেষ সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৩ই পৌষ শুক্রবার বিরহ-তিথির অধিবাস দিবসের পূর্ব্বেই বিভিন্ন দেশ হইতে বহু গৃহস্থ ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীধামে আগমন করেন। অধিবাস দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-পীঠ বহু পুষ্পমালা ও বস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়। সমাধি-প্রাঙ্গণে বিরাট্ সভা-মণ্ডপ রচিত হইয়াছিল। প্রাতঃকালে শ্রীসমাধিপরিক্রম ও বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মুখে শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিক্রমের অনুষ্ঠান হয়। সমাধি-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে অষ্টক্ষণ হরিকীর্ত্তনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। অপরাহ্ণে সভা-মণ্ডপে সভার উদ্বোধনমুখে শ্রীগুরু-বন্দনা ও গুরু-পরম্পরা কীর্ত্তন এবং গুরু-গৌর-বিহিত মহাজন পদাবলী হয়। শ্রীপাদ ঈশানপ্রভুদাস ভক্তিবিনোদ প্রভু ও পণ্ডিত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থের রসকীর্ত্তনী মনোহারিরূপে কীর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক বিদ্যাবিনোদ মহোদয় "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীসমাধি-পীঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহেন্দ্রগঞ্জ হইতে সমাগত মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে

প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বিদ্যা-বিনোদ প্রভু "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও শিক্ষা" সম্বন্ধে দুইটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৬ই পৌষ শনিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে মঙ্গলারাত্রিক, গুরুবন্দনা-কীর্ত্তন, হরিকথা শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইবার পর সমাধি-প্রাঙ্গণে একটি বিরাট্ বৈষ্ণব-সভার অধিবেশন হয়। গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান্ ত্রিদণ্ডি-পাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীগুরু-বন্দনা-কীর্ত্তন-মুখে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীল তীর্থ মহারাজ স্বেচ্ছাক্রমে সভাপতির আসন স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া বলেন,—"শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রেষ্ঠ-বিগ্রহ ও বিকল্পাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুই এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া ইহার পৌরোহিত্য করিতেছেন ও করিবেন। ইহা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা বেশ উপলব্ধি করিতেছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অশেষ কৃপা ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতি না হইলে আমরা দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের সঙ্গে আজ শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অনুকীর্ত্তনের এরূপ সুযোগ লাভ করিতে পারিতাম না। আমরা যেন নিত্যকাল শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে থাকিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবায় অধিকার লাভ করিতে পারি ও দম্ভদৈত্যের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় নিত্য-কাল স্থান লাভ করিতে পারি, ইহাই শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা।"

অতঃপর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়কে 'গৌড়ীয়' বিরহ-সংখ্যা পাঠ করিবার জন্য আহ্বান করেন। 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহাশয় 'বিরহ-তিথির প্রাকট্যের ও শিক্ষা' প্রবন্ধ পাঠমুখে উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সময় মাদ্রাজ হইতে ডাকযোগে বিরহ-উৎসব-উপলক্ষে প্রকাশিত শ্রীল তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় বিরচিত শ্রীল প্রভুপাদ ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের দুইটী চরিতগ্রন্থ উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-উৎসবে গুরুবর্গের অপ্রাকৃত সাহিত্য-প্রকাশের বিষয় উল্লেখ করিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন। বিরহ-উৎসব-উপলক্ষে 'শরণাগতি'র ১৫শ সংস্করণ এবং শ্রীল তীর্থ মহারাজ-বিরচিত "The Third Disappearance Anniversary of His Divine Grace Srila Prabhupad" এবং "Thakur Bhaktivinode" (A short sketch of His Life and Teachings) নামক পুস্তকদ্বয় প্রকাশিত হইয়া জগতে অশেষ কল্যাণ করিয়াছে ও করিবে।

'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহাশয় বলেন,—"আমরা বৈষ্ণবতার বাহ্য পোষাক বা কাঠামোটী বরণ করিয়া বৈষ্ণবতার প্রাণ যে একমাত্র আনুগত্য বা শরণাগতি, তাহা ভুলিয়া যাইতেছিলাম, এ জন্যই এ বৎসরের বিরহ-উৎসবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতি'র ১৫শ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন এবং অনেকে বলিয়াও থাকেন যে, আচার্য্য-বিরোধী দলের সহিত আচার্য্যানুগ-সম্প্রদায় একটা মিটমাট করিয়া ফেলিলেই ত' শ্রীল প্রভুপাদের সেবা একযোগে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ যখন শ্রীল প্রভুপাদের 'সকলে মিলিয়া মিশিয়া' হরিসেবা করিবার আদেশ রহিয়াছে, তখন উহা অস্বীকার করা কি প্রভুপাদের আজ্ঞা-লঙ্ঘন-অপরাধ নহে? কিন্তু জিজ্ঞাস্য—শ্রীল প্রভুপাদ এরূপ 'মিলিয়া মিশিয়া' হরিভজনের উপদেষ্টা হইয়াও শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌরকিশোরানুগত্যের ব্যক্তিগণের দুঃসঙ্গ সর্ব্বদাই বিশেষভাবে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন কেন? কলিকাতায় যখন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সমাধির পাট বর্ত্তমান ছিল, তখন শ্রীল প্রভুপাদ গৌরকিশোরানুগত্যের কতিপয় বিরোধীর দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া বিরহ-উৎসব সম্পাদনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন কেন? গৌরহরি-সমাধিক্ষেত্রেও প্রত্যেকবারই শ্রীল প্রভুপাদ সেইরূপ আদর্শই বা প্রদর্শন করিয়াছেন কেন? কোথায়, তিনি ও' চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর ন্যায় শ্রীগুরু-শ্রীগৌরবিরোধী প্রাকৃত সহজিয়া ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া মিটমাট করিয়া একযোগে তাঁহাদের মনোধর্ম্ম-প্রচারের আদর্শ প্রকাশ করেন নাই?

শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে অনেকে বলিতেন,—নদীর এক পারে শ্রীমায়াপুর, আর এক পারে নবদ্বীপ সহর। উভয়েরই উপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গ। উভয়ে গৌরাঙ্গকে মানেন

ষড়্‌গোস্বামীকে মানেন, হরিনাম করেন, তিলক-কোটা-মালা পরিধান করেন, উভয়ের মধ্যে বিরোধের আবশ্যকতা কি? উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলে ত' গৌরাঙ্গের নাম আরও অধিক বিস্তৃত হইতে পারে? চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী জনসাধারণের এইরূপ উভয় পক্ষের মধ্যে মিলন করাইবার শুভ ইচ্ছা প্রশংসার্হ হইলেও শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—'ইহাতে পত্নীর ত্যাগের নীতি প্রচ্ছন্ন আছে।' বিশেষতঃ মূল বস্তুতে আনুগত্যহীনা নীতি কখনও প্রকৃত মিলন করাইতে পারে না। কেবল বাহিরের কাঠামো সাজাইয়া রাখিলেই মিলন হয় না। মিলন অন্তরের জিনিষ। যেখানে পূর্ণ শরণাগতি নাই, তাহাই মায়ার সংসার; আর যেখানে এক অদ্বয় তত্ত্বে ও তাঁহার শক্তিবর্গে পূর্ণানুগত্য আছে, তাহাই কৃষ্ণের সংসার। শ্রীল প্রভুপাদ সেই কৃষ্ণের সংসার বা শ্রীচৈতন্যমঠ পত্তন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তাই আচার্য্যানুগ সম্প্রদায় বলেন, "মিলন খুব সহজেই হইতে পারে। সেই মিলনের একমাত্র যোগসূত্র—আচার্য্য-পাদপদ্মে শরণাগতি বা অকপট আনুগত্য।"

তৎপরে মনোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভু 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' বিরহ-সংখ্যা হইতে "শ্রীল প্রভুপাদ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যার সহিত শ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কপট অনুগমণ্ডলী ও অনুগস্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা প্রার্থনা করেন।

অনন্তর সভাপতি ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল তীর্থ মহারাজের কৃপাদেশে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাসতীর্থ মহাশয় 'গৌড়ীয়' বিরহ সংখ্যা হইতে "ধামের অর্ঘ্য" কবিতাটী সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সুরসংযোগে পাঠ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ সভায় দীর্ঘকাল যাবৎ পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা এবং তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতির বিষয়ে হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতাকালে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণে দৈন্যজ্ঞাপন, নিষ্কপট ও পূর্ণশরণাগতিরই শ্রীল প্রভুপাদের প্রকৃত বিরহ, প্রকট-লীলা হইতেও অপ্রকট-লীলায় গুরু-বৈষ্ণবের অধিক কৃপা, বিরহে কৃষ্ণসম্ভোগের অভাব, দেহারামী ও ছল আত্মারামী বা ভোগী ও ত্যাগীর পক্ষে বিপ্রলম্ভময় হরিভজনের অসম্ভাবনা প্রভৃতি বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তিনি আরও বলেন—বাস্তিকতা ও কপটতাই হরিভজনের প্রধান শত্রু। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহে বিশ্বদর্শন বা জড়সম্ভোগবাদ দূর হইয়া যায়। যাহারা শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটে তাঁহার মনোহভীষ্ট-সেবায় অধিকতর যত্নপরায়ণ না হইয়া ভোগ বা ত্যাগে মত্ত হয়, তাহারা কখনও শ্রীগুরুদেবের নিত্য নহে, তাহারা কখনও গুরুদেবের দর্শন পায় নাই। শ্রীগুরুদেবের বিরহে আমাদের দেহাত্ম-বুদ্ধি করিয়া তাঁহার প্রেষ্ঠজনের আনুগত্যে বিপ্রলম্ভময় ভজনে অধিকতর প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার অপ্রকট-লীলায় আমাদিগকে যে-সকল কঠিন কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন, তাহাতে শরণাগতিই আমাদিগকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে মাপিতে যাওয়া যায়, তাহা হরিভজন নয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যই সেবা বা আরাধনা।

বিরহ মহামহোৎসবে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শ্রীসমাধি-প্রাঙ্গণে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সভার একটী বৃহৎ অধিবেশন হয়। উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তি 'গৌড়ীয়' এবং 'নদীয়া প্রকাশে' ২৩।১২।৩৯ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ শ্রীপাদ বসুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্, শ্রীপাদ বিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ ভক্তবান্ধব এম্-এ, বি-এল্, শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী, শ্রীপাদ মধুমঙ্গল দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস, শ্রীপাদ যমুনাপ্রসাদজী, শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী, শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাপাত্র, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল ঘোষ প্রভৃতি শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত বৈষ্ণবগণ 'শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও নিষ্কপট সেবকগণের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সন্ধ্যারাত্রিকের পর সভায় গুরু-বন্দনা কীর্ত্তন হইলে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ দেড় ঘণ্টাকাল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

সভায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া হরিকথা ও

মিশনের ভাবী মঙ্গলের বিষয় প্রবণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতকগুলি ব্যক্তির নাম উল্লেখ হইল —

শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ; শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ; মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম্-এ; শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত রায়সাহেব (বরিশাল); শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্; শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি এ, গভর্ণমেণ্ট অডিটর, পাট ১; শ্রীহরিপদ মণ্ডল, ডিমোনেষ্ট্রেটর এ, এম্ কলেজ ময়মনসিংহ; শ্রীগৌরেন্দ্রচন্দ্র সেন রায়সাহেব, কুষ্টনগর; শ্রীমোতিলাল ঘোষ, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া); শ্রীবসুনাথ মহাশয়, বারিশাল; ময়ূরভঞ্জ; শ্রীনারায়ণ প্রসাদজী, রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ বালেশ্বর; শ্রীকেশবচন্দ্র সাহু বালেশ্বর; শ্রীমধুসূদন প্রসাদ সাহী রায়সাহেব (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডিপার্টমেণ্ট, পাটনা); শ্রীনিবেদনাথ রায়গুপ্ত নারায়ণগঞ্জ; শ্রীযমুনাপ্রসাদ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ (পূর্ণিয়া); শ্রীবটবর দাস অধিকারী এম্-এ, বি-এল্; শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি এল্; শ্রীকপর্দ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি এ; শ্রীশচীনন্দন ভক্তপ্রমোদ; শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, কটক; শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ; ডাঃ শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী; শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী; শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী; শ্রীশুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীগৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী কটক; শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত, টালিগঞ্জ; শ্রীইন্দুভূষণ বসু; শ্রীসুধাংশুশেখর দাস; শ্রীকাশীনাথ দাস; শ্রীনিশ্চলকৃষ্ণ সান্যাল; শ্রীমন্মথনাথ কাব্যতীর্থ; শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ রাসতীর্থ; শ্রীনলিনীরঞ্জন দাস; শ্রীকুসুমবিহারী চক্রবর্ত্তী, নারায়ণগঞ্জ; শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী; শ্রীসত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী; শ্রীনিবাস পাণিগ্রাহী, সাব্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সার্জ্জন, বালেশ্বর; শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী; শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, ময়ূরভঞ্জ; শ্রীমদনমোহন শেঠ, ২৪-পরগণা; শ্রীনীলমণি দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীপূর্ণচন্দ্র মণ্ডল দাস, ২৪ পরগণা; শ্রীপ্রমোদকৃষ্ণ পাইন দাস ২৪-পরগণা; শ্রীশচন্দ্র দে, ২৪-পরগণা; শ্রীনরসিংহানন্দ দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীনীলাম্বর দাস; শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী; শ্রীনরোত্তম দাস অধিকারী, ধানবাদ; শ্রীগণপতি দত্ত; শ্রীনিত্যানন্দ দাস; শ্রীঅনন্তনারায়ণ ব্রহ্মচারী; শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী; শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস; শ্রীবলরাম দাস; শ্রীহরেশচন্দ্র সরকার; শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী; শ্রীহরিকিশোর দাসাধিকারী; শ্রীঅক্ষয়কুমার দাসাধিকারী, রায়গ্রাম; শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস শ্রীবামি সত্যনারায়ণ পৃষ্টি, বড়কোদণ্ডা, গঞ্জাম; শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীমদনমনোহর ব্রহ্মচারী; শ্রীবিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীআশুতোষ দে, আমালসুং; শ্রীনটবিহারী শীল, চন্দন-নগর; শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী; লালা শ্রীমদনমোহন রায়, বারিশাল (বালেশ্বর); শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ মেদিনীপুর; শ্রীমঙ্গলাল ব্রহ্মচারী, রেঙ্গুন গৌড়ীয় মঠ; শ্রীত্রিভুবনমোহন পাণ্ডা, গঞ্জাম; শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী, আন্ধ্রগ্রাম; শ্রীবীরবর প্রধান, ওরাসিংহ; শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ, কটক; শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, গঞ্জাম; শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী, ময়ূরভঞ্জ; শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী; শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী; শ্রীহৃষীকেশ বসু; শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস; শ্রীঅচ্যুতচরণ দাসাধিকারী; শ্রীঅজেশ্বর দাসাধিকারী, খুলনা; শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী, বালেশ্বর; শ্রীমদনমোহন দাস বালেশ্বর; শ্রীশঙ্কর প্রসাদ বেহারা, বালেশ্বর; শ্রীত্রিপুরাচরণ পাল; শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী; শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী; শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী; শ্রীরামপদ দাসাধিকারী; শ্রীভূষণভূষণ সরকার; শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী; শ্রীনন্দলাল দাস, শ্রীগোদ্রুম; শ্রীনীলাচল দাস; শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস; শ্রীরামচরণ দাস; শ্রীকৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ঢাকা; শ্রীরজেশ্বরীপ্রসাদ পাটনা; শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী; শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী; শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীনারায়ণ দাস; শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী; শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীদীনবন্ধুদাস দাসাধিকারী; শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী; শ্রীসাধুচরণ দাসাধিকারী, সিংপুর; শ্রীনীলকান্ত দাসাধিকারী মৈমনসিংহ; শ্রীঅধিনীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খুলনা; শ্রীনবীনমাধব দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীপঞ্চানন দাস অধিকারী, খুলনা; শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীজগচ্চন্দ্র দাস, চাকদহ; শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীনীতাপতি দাসাধিকারী; শ্রীরাধানাথ দাস; শ্রীধাম দাস অধিকারী; শ্রীপরতত্ত্ব দাস অধিকারী; শ্রীকৃষ্ণধন দাসাধিকারী; শ্রীপ্রহ্লাদ দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীদামোদরদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীজ্যোতিরভ্যন্তররূপ

ব্রহ্মচারী ; শ্রীপঞ্চাননদাস অধিকারী ; শ্রীরামকৃষ্ণরঞ্জিত দাস অধিকারী; শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী; শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী; শ্রীরঙ্গকৃষ্ণ দাসাধিকারী ; শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ; শ্রীরাসবিহারী দাস ; শ্রীমধুমঙ্গল দাস ; শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত দাসাধিকারী ; শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ দাসাধিকারী ; শ্রীকেশব দাসাধিকারী ; শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য, কলাকোবিদ ; শ্রীভক্তানন্দ দাস ; শ্রীঅরুণচন্দ্র নাগ ; শ্রীবংশীধর দাসাধিকারী, খুলনা ; শ্রীবীরকিশোর প্রধান, কটক ইত্যাদি ইত্যাদি।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে আধ্যক্ষিক মতবাদ নিরাস

'অনধিকার চর্চ্চা' আধ্যক্ষিকতার একটি চিরন্তন স্বভাব। আধ্যক্ষিকগণ নিজেদের যোগ্যতা বিচার করিবার সময় না পাইলেও 'অনধিকার চর্চ্চা' করিবার যথেষ্ট সময় করিয়া লন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যক্ষিকতার ইতিহাসেও 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে নানাপ্রকার অদ্ভুত গবেষণা ও সমালোচনার চলচ্চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতধর্ম্ম বা গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের নিকট হইতে আত্মমঙ্গল-লাভের উদ্দেশ্যে আধ্যক্ষিকগণকে তৎসম্বন্ধে কখনও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। পরন্তু ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনধিকার চর্চ্চার দ্বারা নিজেদের 'বাহাদুরী' দেখাইবার জন্য অর্থাৎ জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য তাঁহারা ঐরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন।

কেবলাদ্বৈতবাদের জনৈক উপাসক লিখিয়াছেন,—

"অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ" মধ্ব ও নিম্বার্কমতের মিলনে বা মিশ্রনে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। রঙ্গভাচার্য্যের পুষ্টিমার্গ গৌড়ীয়মতকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব শেষ জীবনে মধুরভাবের ভাবুক হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রথমাবস্থায় কেবল 'নামসংকীর্ত্তনে'র পক্ষপাতী ছিলেন; অথবা ইহাও হইতে পারে যে, আচার্য্য বল্লভের সহিত বিচারের পর তিনি রাগমার্গের মধুরভাবে ভাবিত হন। চৈতন্যদেবের শিষ্যগণের মধ্যে রায় রামানন্দ, স্বরূপ-দামোদর ভিন্ন বোধ হয় অন্য কেহই 'মধুরভাবে'র সাধক ছিলেন না। বোধ হয় বল্লভীয় মত হইতেই 'মধুরভাব' শ্রীচৈতন্যমতে স্থান পাইয়াছে।"

এই সকল 'বালোচিত' উক্তির প্রতিবাদ 'অট্টহাস্য' ব্যতীত আর অধিক কিছু হওয়া উচিত নহে। যাঁহারা এই সকল কথা মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশ করিয়া সমধীল ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন, তাঁহারা শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ তত্ত্ব দূরে থাকুক, বহিরঙ্গ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যেও প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই,—ইহাই প্রমাণিত হয়। অবশ্য এই সকল লেখক-সম্প্রদায়ের পথ-প্রদর্শকরূপে কোন কোন সাহিত্যিকের লেখনী ইতঃপূর্ব্বেও পরিচালিত হইয়াছিল। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক পুস্তকের লেখক কতকটা এই জাতীয় মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারা জড়সাহিত্যিকতায় নিপুণতা লাভ করিলেও ভাগবতধর্ম্মের চতুঃসীমানায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। এই সকল মতবাদের প্রতিবাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহু বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার রচিত "বঙ্গে সামাজিকতা" প্রবন্ধের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন।

"অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত" শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সাধ্বত-সম্প্রদায় বা শ্রৌত-পারম্পর্য্যের নিত্যত্ব প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণির লীলাভিনয়কারী শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা সমগ্র পৌর বৈদান্তিক আচার্য্যের মতের সুসমন্বয় ও সম্পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক সত্যের গূঢ় রহস্যে যাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই "অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত" সম্বন্ধে নানাপ্রকার হাস্যাস্পদ স্বকপোলকল্পিত মতবাদ প্রকাশ করিতেছেন।

"অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত" 'তত্ত্ববাদী' মাধ্বগণের মত হইতে যে পৃথক, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা নবম

পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেই বুঝা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু **তত্ত্ববাদী** আচার্য্যগণের বিচার গ্রহণ করেন নাই। যথা—

তত্ত্ববাদী আচার্য্য সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন হীন॥
সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥
আচার্য্য কহে,—'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ'।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ 'সাধন'॥
'পঞ্চবিধ মুক্তি' পাঞা' বৈকুণ্ঠে গমন।
'সাধ্য-শ্রেষ্ঠ' হয়,—এই শাস্ত্রনিরূপণ॥
প্রভু কহে,—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফলের 'পরম সাধন'॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা॥
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
কভু করি 'মুক্তি' দেখে নরকের সম॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্ পতদ্ভুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥
মুক্তি, কর্ম্ম,—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি 'সাধ্য-সাধন'॥
প্রভু কহে,—কর্ম্মী, জ্ঞানী, দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে, এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে॥

(চৈঃ চঃ ম ৯।২৫৪-২৭১, ২৭৬-২৭৭)

'আধুনিক চিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে'রই আনুকরণিক সংস্করণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপে অধ্যাপক-লীলাকালে গৌরসুন্দর যে দিগ্বিজয়ীকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেই পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিচারে অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ইঁহাকেই পরবর্ত্তিকালে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালীতে আচার্য্যরূপে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গাঙ্গল্য ভট্টের শিষ্য কেশব ভট্ট বা কেশব কাশ্মীরী নামে বিদিত হইয়াছেন। হয়ত, শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হইতে ইনি বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া তদনুকরণে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ প্রাচীন আচার্য্যের নামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

যখন কোন পূর্ণ ভগবদবতার বা অতিমর্ত্য শক্তিশালী আচার্য্য অবতীর্ণ হন তখন কেহবা তাঁহার পূর্ণানুগত্য স্বীকার করেন, কেহবা প্রথমতঃ আনুগত্যের অভাস প্রদর্শন করিয়া আনুকরণিক মতবাদ প্রচারপূর্ব্বক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে যত্নবান্ হন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েও সেইরূপই হইয়াছিল। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দ পণ্ডিতশিরোমণি হইয়াও তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে সমস্ত ডালি দিয়াছিলেন; তাঁহারা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হইয়া পৃথগ্‌ভাবে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রচনা করিতে চেষ্টা করেন নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'নিত্য ভৃত্য' বলিয়াই তাঁহারা পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কাশ্মীর-দেশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বা ত্রৈলঙ্গ-দেশীয় লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র বল্লভভট্টপাদ কিংবা উড়িষ্যার অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস অথবা আসামীয় শঙ্করদেব প্রভৃতি অনেকেই শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সহচর আচার্য্যগণের সংস্পর্শে আসিবার অভিনয় করিয়াও পূর্ণানুগত্যের অভাবে স্বতন্ত্র-সম্প্রদায়

রচনা করিবার প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রলোভিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তের আনুকরণিক মতবাদসমূহ কল্পনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও বল্লভভট্টপাদের স্বতন্ত্রতা ও প্রতিষ্ঠাশা-ব্যঞ্জক বিচারসমূহ দৃষ্ট হয়। একবার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশা ও স্বতন্ত্রতাবুদ্ধি স্পর্শ করিলে তাহা বিদূরিত হওয়া খুবই কঠিন। দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছিলেন। যদিও তিনি পরাভূত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হন, তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করিতে না পারায় কোন এক আনুকরণিক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট আপনাকে বোধ হয়, অধিক 'বৈদিক', 'যাজ্ঞিক', 'প্রবীণ', 'কুলীন' প্রভৃতিবলিয়া অভিমান করিতেন। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ ভট্ট পাদকে বহিরঙ্গ-জ্ঞানে অতি প্রতিষ্ঠা-দান এবং শ্রীরূপকে অতি নিজ-জন-জ্ঞানে অতিপ্রতিষ্ঠা-বঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ইহো * না স্পর্শিও ইহো জাতি অতি হীন।
বৈদিক, যাজ্ঞিক, তুমি কুলীন প্রবীণ।"

(চৈঃ চঃ ম ১৯।৬৯)

বল্লভভট্ট শ্রীধরস্বামীর টীকার কোন কোন অংশ মায়াবাদপর বিচার করিয়া নিজের টীকা ভক্তিসিদ্ধান্তপর হইয়াছে, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উন্নাদভরে জানাইতে গিয়াছিলেন এবং 'সতীর পক্ষে পতির নাম উচ্চারণ করিতে নাই'—এই যুক্তি দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণ ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ—এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমন্-মহাপ্রভু জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামীর উপরে গুরুগিরি বা গুরুকে সংশোধন করিবার চেষ্টা এবং পতির সাক্ষাদাদেশ, শাস্ত্রের আদেশ ও মহাজন গুরুবর্গের আদেশ অমান্য করিয়া নিজ স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচাররূপ প্রতিষ্ঠাশাকে নিরাস করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট পূর্ব্বে বাৎসল্য-রসে ভজন করিতেন। তিনি শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গবলে ও কৃপায় মধুররসে ভজনে প্রবৃত্ত হন।

বল্লভ ভট্টের হয় বাৎসল্য-উপাসন।
বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন॥

পণ্ডিতের সনে তার মন ফিরি' গেল।

কিশোর গোপাল-উপাসনায় মন দিল॥

পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে,—"এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে॥
আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু—গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই 'স্বতন্ত্র'॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা ভক্তগণ॥

**তাঁহাই বল্লভ-ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত-ঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল॥**

(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৪৪-১৪৭, ১৬৬, ১৬৭)

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর ত্রিদণ্ডবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি পরে পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া মাধবাচার্য্য নামে খ্যাত হন। শ্রীবল্লভ ভট্ট তাঁহার অপ্রকটের ১৯ দিন পূর্ব্বে তাঁহার গুরুভ্রাতা অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য এই মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 'বল্লভ-দিগ্‌বিজয়ে' যে মাধ্বসম্প্রদায়ী ত্রিদণ্ডী মাধব যতির নিকট হইতে বিষ্ণুস্বামি-মতানুসারী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা এই পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ত্রিদণ্ডী মাধবাচার্য্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্রদ্বয় গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলনাথ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীলোকনাথ, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণের নিকটও মথুরায় শ্রীবল্লভ-তনয়গণ অনেক উপদেশ লাভ করিতেন।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু "শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে 'বৈধী' ও 'রাগানুগা' নামে দুই প্রকার 'সাধনভক্তির' উল্লেখ করিয়াছেন। শাস্ত্রশাসনাদি বিধি-বিচার-ভয়ে পূজার নাম—'বৈধমার্গ' এবং রাগাত্মিক ব্রজবাসি-জনের অনুগত হইয়া সেবাই—'রাগানুগা ভক্তি' শ্রীবল্লভাচার্য্যের 'পুষ্টিমার্গ'—উক্ত রাগানুগ-

* শ্রীরূপকে

পথেরই একপ্রকার বিচার-প্রণালী।* শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু প্রভৃতিই বল্লভতনয় শ্রীবিঠ্ঠলনাথকে বাল-গোপাল ও কিশোরগোপালের সেবার অধিকারী করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই সকল কথা বর্ণিত আছে।

বল্লভাচার্য্য এবং তাঁহার অনুচরগণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদ গোস্বামিগণের নিকট হইতেই 'পুষ্টিমার্গে'র কথা জানিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরূপাদি গোস্বামি-গণ বল্লভের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করেন নাই। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে, আদর্শে ও গোস্বামিগণের গ্রন্থে 'রাগাত্মিক' ও 'রাগানুগ'-ভক্তির কথা, মধুর ভজনের কথা, বিশেষতঃ শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কথা যেরূপ মৌলিক ভাবে বর্ণিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, বল্লভ-সম্প্রদায়ের সম্প্রদিতে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। 'মধুররসে'র সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূল আশ্রয়বিগ্রহ—শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী। শ্রীগৌরসুন্দর সেই বৃষভানুর ভাবকান্তি লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা যেরূপ গোস্বামিগণের গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শের মধ্যেও প্রকটিত রহিয়াছে। বিপ্রলম্ভের কথা, অধিরূঢ় মহাভাবের কথা গোস্বামিগণের গ্রন্থে যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, এরূপ বল্লভ-সম্প্রদায় বা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গ্রন্থে নাই। "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু" বা "উজ্জ্বলনীলমণি"র ন্যায় মধুররসে'র বিজ্ঞান-গ্রন্থ ঐ সকল সম্প্রদায়ে নাই। শ্রীসনাতনের "বৃহদ্ভাগবতামৃত" ও শ্রীরূপের 'সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে" মধুররসের উপাসকগণের মধ্যে যেরূপ স্তরভেদ বিশ্লেষ-ণের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে, এরূপ সুবৈজ্ঞানিক বিচার নিম্বার্ক সম্প্রদায় বা বল্লভ-সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থে নাই; বিশেষতঃ বল্লভ-সম্প্রদায়ে মধুররসে বিপ্রলম্ভের বিচার অপেক্ষা সম্ভোগের বিচারই অধিক দৃষ্ট হয়। বৈরাগ্য বা বিপ্রলম্ভযুক্ত ভক্তিরসের কথা গৌরপার্ষদ গোস্বামিগণের চরিত্রে যেরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, বল্লভ-সম্প্রদায়ে তাহা দৃষ্ট হয় না। নব্য নিম্বার্ক-সম্প্রদায় বা বল্লভ-সম্প্রদায় শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরমোৎকর্ষের কথা কীর্ত্তন করেন নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণে ইহাদের স্থান নাই; বিশেষতঃ অন্ত-সম্ভোগবাদী বহির্ম্মুখ বা নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণ তথা চন্দ্রাবলী প্রভৃতির নিকটও যাহা গূঢ়তম, সেই রাধাকৃষ্ণের 'মাধ্যাহ্নিক লীলা'র কথা একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের পাদ-পদ্মাশ্রিত শ্রীরূপের অনুগত সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেহই অবগত নহেন। এই সকল সাম্প্রদায়িক গূঢ়তম রহস্যের ত্রিসীমানায় যাহারা কোন দিন প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহাদের পক্ষে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা কেবল অনধিকার-চর্চ্চা নহে, তাহা অপেক্ষাও অনেক গুরুতর অপরাধ।

শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমাবস্থায় নামসংকীর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, পরে বল্লভের সহিত বিচারের পর রাগমার্গের মধুর ভাবে ভাবিত হন—ইহা উন্মত্তের প্রলাপ 'বালকোলাহল' বলিয়াই মনে হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরচিত "শিক্ষাষ্টক", যাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্বশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদময় বিলাপের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহা-প্রভু তাঁহার অন্ত্যলীলায় "নামসংকীর্ত্তন"ই বিপ্রলম্ভময় মধুররসের সেবকগণের একমাত্র সাধ্য ও সাধনরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুরুষোত্তমে যখন শ্রীবল্লভ ভট্ট উচ্চ নাম-কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীবল্লভভট্টের সেই যুক্তি নিরাস করিয়া "নাম-সংকীর্ত্তন"ই সাধ্যশিরোমণি ইহা জানাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীবল্লভ ভট্ট যখন শ্রীমন্মহা-প্রভুকে নিজকৃত ভাগবতটীকা শ্রবণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন, তখন—

প্রভু কহে,—"ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী॥
যদি' কৃষ্ণনামমাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা-নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি-দিনে॥"
ভট্ট কহে,—"কৃষ্ণনামের অর্থ-ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি, তাহা করহ শ্রবণে॥"
প্রভু কহে,—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর', 'যশোদানন্দন',—এই মাত্র জানি॥
তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ॥

---

* কৃষ্ণস্তন্ধকাকপাত্রলাস্তৈকহেতুকা।
পুষ্টিমার্গস্থয়া কৈশ্চিদিহ রাগানুগোচ্যতে॥
—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব বিঃ ২য় লঃ ১৬৩ শ্লোক

এই অর্থ আমি মাত্র জানিবারে নির্ধার।
আর সর্ব্ব-অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥"
কহপ্রায় ভট্টের নামাদি সব-ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি' তা'রে করেন উপেক্ষা ॥
বিমনা হঞা ভট্ট গেলা নিজ-ঘর।
প্রভু-বিষয়ে ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥
তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিত-গোসাঞির ঠাঞি।
নানামতে প্রীতি করি' করে আদি-ঘাই ॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥
লজ্জিত হৈল ভট্ট হৈল অপমানে।
দুঃখিত হঞা গেল পণ্ডিতের স্থানে ॥
দৈন্য করি' কহে,—"নিস্তু তোমার শরণ।
কৃপা করি' রাখ আমার জীবন ॥
কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥"
সঙ্কটে পড়িলা পণ্ডিত করয়ে সংশয়।
কি করিবেন,—ইহা করিতে নারেন নিশ্চয় ॥
যদ্যপি পণ্ডিত না কৈলা অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই' তবু পড়ে করি' বলাৎকার ॥
আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।
"এ সঙ্কটে কৃষ্ণ, রাখ, লইলাঙ শরণ ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁ'রে ভয় নাহি কিছু, 'বিষয়' তাঁ'র গণ ॥"
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি 'দোষ'।
তথাপি প্রভুর গণ করে প্রভু-রোষ ॥
প্রত্যহ বল্লভ-ভট্ট আইসে প্রভু-স্থানে।
'উদ্‌গ্রাহাদি' প্রায় করে আচার্য্যাদি-সনে ॥
যেই কিছু করে ভট্ট 'সিদ্ধান্ত' স্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন ॥
আচার্য্যাদি-আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস মধ্যে যেন বহে বকপ্রায় ॥
একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে।
"হীব—'প্রকৃতি', 'পতি' করি' মানয়ে কৃষ্ণেরে ॥
পতিব্রতা হঞা পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণনাম লহ,—কোন্ ধর্ম্ম হয় ?"
আচার্য্য কহে,—"আগে তোমার 'ধর্ম্ম' মূর্ত্তিমান্।
ইহারে পুছহ, ইঁহ করিবেন প্রমাণ ॥"
প্রভু কহেন,—"তুমি না জানহ 'ধর্ম্মাধর্ম্ম'।
স্বামি-আজ্ঞা পালে,—এই পতিব্রতা-ধর্ম্ম ॥
পতির আজ্ঞা,—নিরন্তর তাঁর নাম লইতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে ॥
অতএব নাম লয়, নামের 'ফল' পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে 'প্রেম' উপজায় ॥
শুনিয়া বল্লভভট্ট হৈল নির্ব্বচন।
ঘরে যাই' মনে দুঃখে করেন চিন্তন ॥
"নিত্য আমার এই সভায় হয় কথা-পাত।
একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত ॥
তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায়।
স্ব-বচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায় ?"
আর দিন আসি' বসিলা প্রভুরে নমস্করি'।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি' ॥
"ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যানে কৈলাহি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান-বচন ॥
সেই ব্যাখ্যা করেন যাঁহা যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি, তাতে 'স্বামী' নাহি মানি ॥"
প্রভু হাসি' কহে,—"স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তা'রে করিয়ে গণন ॥"
এত কহি' মহাপ্রভু মৌন ধরিলা।
শুনিয়া সভার মনে সন্তোষ হইলা ॥
জগতের হিত লাগি' গৌর-অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার ॥
নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥
অজ্ঞ জীব নিজ 'হিতে' 'অহিত' করি' মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘারে নয়নে ॥
ঘরে আসি' রাত্রো ভট্ট চিন্তিতে লাগিল।
"পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহা-কৃপা কৈল ॥
স্বগণ সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন ?
'আমি জিতি',—এই গর্ব্ব-শৈল মোর চিত্তে।
ঈশ্বর স্বভাব,—করেন দণ্ডাকার হিতে।

আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করেন অপমান॥
আমার 'হিত' করেন,—ইহো আমি মানি 'দুঃখ'।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইহঁ মূর্খ॥"
এত চিন্তি' হাতে আসি' প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি' স্তুতি করি' লইল শরণে॥
"আমি অন্ধ জীব,—অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈনু।
তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিনু॥
তুমি—ঈশ্বর, নিজোচিত কৃপা কৈলা।
অপমান করি' সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥
আমি—অজ্ঞ, 'হিত'-স্থানে মানি 'অপমানে'।
ইহঁ যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞানে॥
তোমার কৃপা-অঙ্কুশে গর্ব্ব-আদ্যা গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলা,—এবে 'জ্ঞান' হৈল॥
অপরাধ কৈনু' ক্ষম লইনু শরণ।
কৃপা করি' মোর মাথে ধরহ চরণ॥"
প্রভু কহে,—"তুমি 'পণ্ডিত' 'মহাভাগবত'।
দুই গুণ যাহা তাহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত॥
ঈশ্বর স্বামী নিজি' নিজ-টীকা কর।
ঈশ্বর স্বামী নাহি মান',—এত 'গর্ব্ব' ধর॥
ঈশ্বর স্বামি-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি।
জগদ্‌গুরু ঈশ্বর স্বামী 'গুরু' করি' মানি॥
ঈশ্বর উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
'অর্দ্ধবাস্ত' লিখন সেই লোকে না মানিবে॥
ঈশ্বরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ॥
ঈশ্বরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥
অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

(চৈঃ চঃ অ ৭।৭৮-১০৩)

এই সকল বিচার অনুধাবন করিলে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্ত্যলীলায়ও শ্রীবল্লভভট্টকে শুদ্ধ নাম-সংকীর্ত্তনেরই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং নাম-সংকীর্ত্তন প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ হয়, ইহা জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীভাগবতগণ নাম আশ্রয়-বিগ্রহশিরোমণি শ্রীরাধিকাদ্বারা নিত্য সমাশ্লিষ্ট সাক্ষাৎ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণাবতার-স্বরূপ। যাঁহারা শ্রীসনাতনের "বৃহদ্ভাগবতামৃত" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যাঁহারা একমাত্র শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের উপাসক তাঁহারাই রাগানুগ ভজনের অধিকারী। অতএব শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্বে নামসংকীর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, পরে বল্লভাচার্য্যের সঙ্গে মধুরভাবে ভাবিত হন, ইহাকে উন্মত্ত-প্রলাপ অপেক্ষাও অধিক হাস্যাস্পদ কথা বলিয়া মনে হয়।

'শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যগণের মধ্যে রায় রামানন্দ, স্বরূপ-দামোদর ভিন্ন অন্য কেহ মধুর ভাবের উপাসক ছিলেন না, বল্লভীয় মত হইতেই মধুরভাব শ্রীচৈতন্যমতে স্থান পাইয়াছে'—এই সকল উক্তিও অতি 'বালসুলভোচিত'। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিপ্রভুবৃন্দ রাগমার্গীয় মধুররসের বিশ্লেষণ করিয়া যে বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা কেহই মধুরভাবের উপাসক ছিলেন না, ইহা সমালোচক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন! শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায় রামানন্দের সহিত শ্রীশিখি মাহিতি ও তাঁহার ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবীর নাম শ্রুত হয়। তাঁহারাও কেহই মধুররসের উপাসক ছিলেন না! শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখকগণ যেসকল রাগাত্মিক গৌর-পার্ষদগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে লেখকের প্রবেশাধিকার নাই বলিয়াই ঐরূপ অর্ব্বাচীন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে আনীত "কৃষ্ণকর্ণামৃত" ও "ব্রহ্মসংহিতা" গ্রন্থদ্বয় দর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত মধুররসতত্ত্ব বিল্বমঙ্গলাদির হৃদয়ে অবস্থিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষিত মধুররসতত্ত্ব জয়দেব, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির হৃদয়েও অবস্থিত ছিল; কিন্তু "অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলরস" একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই পরিপূর্ণতমরূপে আস্বাদন বিতরণ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রামাণিক ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীকৃত "অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ" শ্লোকে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বিপ্রলম্ভাত্মক মধুররসতত্ত্ব বীজ-রূপে অবস্থিত ছিল। এই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের পূজিত শ্রীবিগ্রহই পরবর্ত্তিকালে শ্রীনাথদ্বারে বল্লভ-সম্প্রদায়ের দ্বারা

প্রেমরি-বেষ্টিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। এই মাধবেন্দ্র পুরীপাদকেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-প্রেমামরতরুর 'প্রথম অঙ্কুর' বলিয়াছেন।

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে॥
প্রভু কহে, আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি'।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥
এত চিন্তি' লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য-মালাকার পৃথিবীতে আনি'।
ভক্তিকল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি' ইচ্ছা-পানি॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥
পরমানন্দ পুরী, আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী, আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নবমূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
এই নবমূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকসিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥
বিশ বিশ শাখা করি' এক এক মণ্ডল।
মহা-মহা-শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে তত॥

(চৈঃ চঃ আ ৯।৮-১৯)

শ্রীচৈতন্যদেবের মতের আনুকরণিক সাম্প্রদায়রূপে যে কতকগুলি মতবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রকার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ব্বত্রই "মহাপ্রভু" নামে প্রসিদ্ধ। 'মহাপ্রভু' অর্থে 'স্বয়ং ভগবান্'। যিনি 'প্রভু' অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবেরও প্রভু বা ঈশ্বর, তাঁহাকেই "মহাপ্রভু" বলে। যথা,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।

(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।১৫০)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন যে তাঁহার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরও 'প্রভু' অর্থাৎ ঈশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও তাহাই বলিয়াছেন,—

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥

(চৈঃ চঃ আ ৭।১৪)

অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু 'শ্রীগৌর-মহাপ্রভুর' সেবা করেন।

পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ দেব "মহাপ্রভু" নামে অভিহিত হন। শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অ ৪।১৫৮, ১৫৩) "জঙ্গমব্রহ্ম" ও শ্রীজগন্নাথদেবকে "দারুব্রহ্ম" বলিয়া উক্তি আছে। এজন্য শ্রীজগন্নাথদেবকে যেরূপ 'মহাপ্রভু' বলা হয়, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবকেও সেইরূপ মহাপ্রভু' বলা হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের এই সুপ্রসিদ্ধ নামের অনুকরণ করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের নায়ককেও 'মহাপ্রভু' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'মতবাদের'ও অনুকরণ করিয়া সম্ভোগবিচারপূর্ণ 'রাগমার্গীয়' এক প্রকার মত প্রচারিত হইয়াছিল। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে নিম্বার্ককে 'মহাপ্রভু' নামে অভিহিত না করিলেও মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীরাধার উপাসনার অনুকরণ করা হয়। আনুকরণিকতার বৈশিষ্ট্য এই যে তাহাতে উপাদানের কিয়দংশ পরিদৃষ্ট হইলেও প্রকৃত মৌলিকতা থাকে না। তাই নিম্বার্ক সম্প্রদায় শ্রীরাধাকুণ্ডের উপাসনার কথা প্রচার করিয়াও শ্রীরাধাকুণ্ডের মাধ্যাহ্নিক-লীলার সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। পরবর্ত্তিকালে রচিত 'দশশ্লোকী'তে যে সকল বিচার পাওয়া যায়, তাহা গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের অনুকরণে রচিত বলিয়া বেশ অনুভূত হয়; তবে যাঁহাদের সাম্প্রদায়িক রসবিজ্ঞানে প্রবেশাধিকার নাই, তাঁহারা কোন্‌টি মৌলিক কোন্‌টি আনুকরণিক তাহা বুঝিতে পারেন না। এ জগতেও তাহাই দৃষ্ট হয়। বরং 'মৌলিক' হইতে আনুকরণিকের ঔজ্জ্বল্য ও প্রামাণিকতা সাধারণের নিকট অধিক প্রতিভাত হয়। এখানেও তাহাই হইয়াছে। গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের

আনুকরণিক সম্প্রদায়সমূহকে অতত্ত্বজ্ঞ জনসাধারণ 'মৌলিক' সম্প্রদায় বিচার করিতেছেন।

উড়িষ্যার অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীবলভদ্র ভট্টের ন্যায় উক্ত সংকীর্তনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। কিংবদন্তী এই যে—তিনি পূর্বে মাকুর ইতিহাসের অনুগত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে সহসা হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে বহির্গত হইয়া পড়ে। শ্রীজগন্নাথ দাস এই স্বতন্ত্র বিচারে ও আচারে তাঁহার মুখে বহু বন্ধন করিয়া রাখিতেন। এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রীজগন্নাথ দাস শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন,—তিনি নিজেকে মূল আশ্রয়বিগ্রহ শিরোমণি মনে করিতেন বলিয়া "অতিবাড়ী" নামে অভিহিত হন। তখনই তিনি আনুকরণিক ভিন্ন সম্প্রদায় রচনা করেন। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর অনুগ পরিচারিকাকাঙ্ক্ষী হরিবংশের সম্বন্ধেও নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত হয়। এইসকল সম্প্রদায়ও পরবর্তিকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আনুকরণিক সংস্করণরূপে উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ, তাহারা মৌলিক সম্প্রদায়কে আনুকরণিক সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বা তাহাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত শাখা-সম্প্রদায়বিশেষ বলিয়া কল্পনা করেন। এখানে আধ্যক্ষিকগণের 'আধ্যক্ষিকতা ও 'অজ্ঞতাই' অপরাধী।

আচার্য্যবিরোধি-দলের অপচেষ্টা ও তৎপ্রতিকার

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আচার্য্য-বিরোধী ও নির্ব্বিশেষবাদী কতিপয় ব্যক্তি নিজদিগকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মিশনের বিশেষ লাভবর্গ পরিচয় প্রদান করিয়া এবং সম্ভবতঃ আপনাদিগকে ভোগব্রত ও ত্যাগব্রত—এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আদিষ্ট এবং বিরোধী দলেরও স্বীকৃত গভর্ণিং বডির নিয়ামকত্ব অস্বীকার করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণব-আনুগত্যাভিমান স্ব-স্ব প্রধান একটী প্রতিযোগী বিরহ মহামহোৎসবের অভিনয় শ্রীধাম মায়াপুরে অনুষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে এক নিমন্ত্রণ-পত্র প্রকাশ ও সংবাদপত্রাদিতে প্রচার আরম্ভ করে। কিন্তু পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় ও ইচ্ছায় ইহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে ও ইহাদের মুখে চুনকালি পড়িয়াছে। নদীয়ার মাননীয় সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর তাহাদের ঐরূপ গভর্ণিংবডির বিরুদ্ধ প্রতিযোগী বিরহউৎসবের অভিনেতৃ-দল গঠন করিবার কি কি যোগ্যতা ও কারণ আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য উহাদিগকে আহ্বান করেন। উহারা যেসকল কারণ প্রদর্শন করে তাহা ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক ও ঈর্ষামূলক বুঝিতে পারিয়া, মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর স্বয়ং শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া এবং উভয় পক্ষের সমস্ত কথা ও বিচারালয়ে উভয় পক্ষের উকীলের যুক্তি শ্রবণ করিয়া উহাদের ১৫ জন ব্যক্তির উপর একটি নোটিশ জারি এবং একটী দীর্ঘ রায়ের মধ্যে তাঁহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। এবং উক্ত রায়ের দ্বারা ঐ দলের অপরাপর ব্যক্তিগণকেও সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত নদীয়ার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর শান্তিরক্ষার্থ সশস্ত্র কয়েকজন পুলিশ ও একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীধাম মায়াপুরে উৎসবকালে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেও ঐসকল ব্যক্তি গোপনে আর একটী প্রতিযোগ অবৈধ কার্য্য করিবার যত্ন করে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় রাজশক্তি দ্বারা তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বড়ই দুঃখের বিষয় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরু ও শ্রীধামবিদ্বেষী সাহজিক সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিনী চেষ্টা ও শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারে বিঘ্ন-উৎপাদনের জন্য শ্রীধাম পরিক্রমাকালে রাজশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলায় ঐরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধী ও নির্ব্বিশেষবাদী ভোগ ও ত্যাগব্রতগণের অবৈধ-চেষ্টা নিরোধের জন্য রাজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাইয়া তাঁহার বিরহ-উৎসব অতি সুশৃঙ্খলা ও শান্তির সহিত সাফল্যমণ্ডিত করাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-উৎসবে যেরূপ প্রথম পর্য্যায়ের আচার্য্য-বিরোধিগণ শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানে কোন বাধা প্রদান

করিতে পারে নাই, তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তৃতীয়-বার্ষিক বিরহ-উৎসবেও নবপর্য্যায়ের আচার্য্য-বিরোধি-দল প্রথম বিরোধী দলের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া অধিকতর প্রাকৃতবলে বলীয়ান্ বলিয়া গর্ব্ব করিলেও কৃষ্ণশক্তির নিকট সেই প্রাকৃত-বল অপহৃত হইয়াছে। তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-উৎসব সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-প্রচারকবর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের একান্ত আনুগত্যে ও কৃপাশক্তি-সঞ্চারে বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন শুদ্ধ-ভক্তি-প্রতিষ্ঠান হইতে মঠসেবকগণ তথা বিভিন্ন দেশের গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপীঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সংকীর্ত্তন-উৎসবের সেবা করিয়াছেন।

নিম্নে নদীয়ার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের আদেশানুযায়ী নোটিশের মর্ম্ম যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইল—এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার আদেশের কতকাংশও উদ্ধৃত হইল—

Order under Section 144 Cr. P. C.

Whereas it appears to me that you are attempting to organise separate worship and feeding of the poor and other festivities in connection with Biraha Utsab at Sree Chaitanya Math in Mayapore P. S. Nabadwip within my jurisdiction on 29th. & 30th. December, 1939, and whereas such celebration is likely to clash with the celebration organised by the Governing Body of the Gaudiya Math and that in my opinion such action on your part is likely to cause an immediate disturbance of the public tranquility at Mayapore and that immediate prevention desirable, I do hereby direct you to refrain from organising or taking part in festivities and functions of the occasions separately from those organised under the auspices of the Governing Body and from creating any disturbance in these festivities and functions or from obstructing those in any way.

Benode Behari Brahmachari, Mahananda Brahmachari, Banamali Brahmachari, Paresh Brahmachari, Dinartihara Brahmachari, Ananda Panda, Nitaidas Brahmachari, Debakinandan Brahmachari, (all of Mayapore, P. S. Nabadwip), Birchandra Brahmachari, Krishna Karunya Brahmachari, Dinadayal Adhikary, Mukunda Adhikary,* Lakshmi Kanta Das, (all of Kunja Kutir P. S. Kotowali) Khepa Ghose, Uddhabananda Brahmachari, (of Mayapore, P. S. Nabadwip)

Sd/— K. C. Mookerjee,
Magistrate-in-charge
Krishnagar, Nadia.

[Extracts from the order passed by the Deputy Magistrate of Nadia u/s 144 Cr. P. C.]

* *

As long as this Governing Body exists and is not declared unlawful, I am of opinion that this body should direct and control all the functions and festivities of the Math; a number of disciples not owing allegiance to this body should not be allowed to celebrate the Utsabs of the Math by proceeding separate from those organized by the men and officers of the Governing Body, specially when such acts are to cause a disturbance of the public tranquility.

* * *

I therefore direct Binode, Mahananda, Banamali, Paresh, Ananda, Devaki, Birchandra, Krishnakarunya, Dinadayal, Mukunda, Lakshmikanta, Khepachand, Uddhaba-

nanda specially and also other people visiting Sree Chaitanya Math on the occasion of Biraha Utsab to refrain from organising or taking part in festivities and functions of the occasion separately from those organised under the auspices of the Governing Body of the Gaudiya Mission and its men and officer and from creating any disturbance in those festivities and functions and from obstructing them in any way.

Sd.— K. C. Mukherjee.
Magistrate Ist Class Power
(with power u/s 144 Cr. p. c.)

প্রচার প্রসঙ্গ

দাক্ষিণাত্যে প্রচার

টাঙ্গুকুণ্ডে—গত ৩রা ডিসেম্বর হইতে কতুর শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়-মঠ-সেবক শ্রীপাদ ব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ রাজ গোপাল সুবুদ্ধিজী টাঙ্গুকুণ্ডে প্রচার করিতেছেন।

গত ৪র্থা ডিসেম্বর স্থানীয় টাউনহলে শ্রীযুক্ত এম, নরসিং রাও বি এ, বি-এল্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধিজী তেলেগুভাষায় মঠের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু ছুঁকথা কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারীজী "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় কীর্ত্তন করেন। উক্ত সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সহরের বিভিন্নস্থানে পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারা উপস্থিত নরসাপুরে প্রচার করিতেছেন।

নরসাপুরে—গত ১০ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত টি-ভি, আর্, আয়ারাও গারু বি-এ, বি-এল্, মহোদয়ের ভবনে ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১১ই ডিসেম্বর নরসাপুরের হাইস্কুলে স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত কে, সুব্বা রাও বি-এ, বি এল্, মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। শ্রীপাদ রাজগোপাল সুবুদ্ধি তেলেগু ভাষায় ও শ্রীপাদ ব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারীজী ইংরাজি ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

তীমাজরমে—গত ১৪ই ডিসেম্বর তীমাজরমের সাব্-ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ কে, ভি, নরসিংহ রাও (Sub-magistrate) মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। উক্ত সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনামসংকীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

গঞ্জামে—গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় প্রবণসদনের সেবক শ্রীপাদ ত্রিভুবন-মোহনদাস ব্রহ্মচারীজী রসুলকুণ্ডার বনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মধুসূদন মিশ্র ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পট্টনায়ক মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদের বাংলোতে একটি মহতী সভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

লক্ষ্ণৌতে—গত ৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার লক্ষ্ণৌ নারাহী মহল্লাস্থিত রায়সাহেব শ্রীযুক্ত মনোহরলালজী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারীজী সমাগত বহু উচ্চশিক্ষিত সজ্জনের সমক্ষে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার দিবস তিনি মডেল্ হাউস্ রোড্স্থিত রিটায়ার্ড্ রেলওয়ে অফিসার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের গৃহে এবং ১০ই ডিসেম্বর রবিবার দিবস ক্রেমটন্ স্কোয়ারস্থিত শ্রীযুক্ত গোকুলনাথ কপূর মহাশয়ের গৃহে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

কলিকাতায়—গত ১লা জানুয়ারী ১৮ই পৌষ সোমবার, ইংরেজী বর্ষের প্রথম দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শারস্বত-প্রবণ-সদনে গৌড়ীয়মিশনের সম্পাদকবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ প্রভু "সৎ ও অসৎ সঙ্গ" সম্বন্ধে একটি বিদগ্ধগুলী-মণ্ডিত বিরাট সভায় সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন।

বিরহ-মহোৎসব

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের একান্ত আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ আশাতীত সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। সমস্ত দিন শ্রীমঠে প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ও পত্রাবলী পাঠ হইয়াছিল। পত্র-পুষ্প, বিচিত্র বস্ত্রাদি ও আলোকমালায় সুসজ্জিত একটী সুদৃশ্য ও সুরুচিত কুঞ্জে প্রভুপাদের আলেখ্য সুশোভিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছিলেন। অপরাহ্ণে সন্ধ্যারাত্রিকের পর সারস্বত-শ্রবণ-সদনে বহু সদ্ভদ্র পুরুষ ও মহিলা-সমাবৃত এক মহতী সভায় বিরহ-উদ্দীপক কীর্ত্তনান্তে উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক শ্রীপাদ বাদরায়ণ ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ও উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী পর্য্যায়ক্রমে বক্তৃতামুখে প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও অপার্থিব করুণার কথা কীর্ত্তন করেন। সভা ভঙ্গের পর প্রায় পাঁচ শত পুরুষ ও মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ও অলৌকিক প্রভাবে উৎসবটী নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে

গত ১৪ই পৌষ, ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩৯) শনিবার কৃষ্ণচতুর্থী দিবস শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন পদাবলী-কীর্ত্তন হয়। তৎপর "শ্রীশ্রীসরস্বতীসংলাপ" ও "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী" গ্রন্থ পারায়ণ হইতে থাকে। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সুবৃহৎ আলেখ্য সারস্বত-শ্রবণ-সদনের সুবৃহৎ মঞ্চোপরি বহুবিধ সুরভি পুষ্প ও মালিকাদির দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বহু শিক্ষিত সজ্জনসমন্বিত-সভায় গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন হইলে পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু সর্ব্বপ্রথমে গুরুবর্গের বিরহের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিত্র ও ভুবনমঙ্গলময়ী অমলোদ্দেশ্যের কথা কিছুক্ষণ যাবৎ আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে "বিরহ-তিথির প্রাকট্যের ও শিক্ষা", "শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি হইতে আমি কতটা দূরে!" "দীনের অর্ঘ্য" "পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদ" ও "শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-প্রচারে শ্রীলআচার্য্যদেবের সেবা ও জগতে দান" প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভাভঙ্গে প্রায় ৪০০ শত সজ্জন ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নবপ্রকাশিত গ্রন্থত্রয়

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-উৎসব-উপলক্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থত্রয় প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। **শরণাগতি**—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদবিরচিত। পঞ্চদশ সংস্করণ। উত্তম কাগজে অতি সৌষ্ঠবের সহিত এই সংস্করণ পরমভাগবত শ্রীপ্রমথনাথ কুমার মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে গৌড়ীয়-মিশনের সেক্রেটারী শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

২। **His Divine Grace Srila Prabhupad**—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরম কৃপাপাত্র, পাশ্চাত্যদেশে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর প্রচারকের ও গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান্ ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীলভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ-বিরচিত এই গ্রন্থে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজের সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও তাঁহার বৈশিষ্ট্য ইংরেজী ভাষায় গ্রথিত হইয়া মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

হইয়াছে। ইহাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একটী সুন্দর আলেখ্য সংযুক্ত হইয়াছে।

৩। **Thakur Bhaktibinode** (A short sketch of His life and Teachings)—শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ-বিরচিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অতিমর্ত্য চরিত-গাথা অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত ইংরেজী ভাষায় সংক্ষেপে এই গ্রন্থে গুম্ফিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মৌলিক বিদ্যুদ্দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থটী মাদ্রাজের Thompson and Company Limited প্রেসে অতি পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি সুন্দর আলেখ্য যাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা সংযোজিত হইয়াছে।

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

শ্রীচৈতন্যদেব—মহামহোপদেশক শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত।

উক্ত পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। পুস্তকখানি সুলিখিত, সুরুচিভাবে মুদ্রিত এবং বহুসংখ্যক ম্যাপ ও চিত্র-সংযোগে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অমৃতোপম জীবন-বৃত্তান্ত লেখক ভক্তিপূতচিত্তে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহাদের চৈতন্যচরিতামৃত জাতীয় বৃহৎ গ্রন্থ পড়িবার অবকাশ নাই, তাঁহারা এই পুস্তকখানি-পাঠে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের মোটামোটি একটা আভাস পাইবেন। এই পুস্তকখানি অপেক্ষাকৃতঅল্পবয়স্ক প্রাপ্ত ছাত্রদের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালা ভাষা জানিতে হইলে, বৈষ্ণব-সাহিত্য অবশ্য পাঠ্য। সেই বৈষ্ণব-কৃষ্টির স্রষ্টা যিনি, তাঁহার জীবন-চরিত ও উপদেশ না জানিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার পক্ষে এই পুস্তকখানির বিশেষ উপযোগিতা আছে। আশা করি, পুস্তকখানি সর্ব্বত্র বিশেষতঃ ছাত্রমহলে সমাদৃত হইবে।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য—১৷৹

ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত। ছাত্রদের জন্য মূল্য ।৹ ; সাধারণের জন্য ৸৹

গৌড়ীয়মঠের নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত ; কিন্তু অনেকেই ইহার প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেননা। এই পুস্তকে তাঁহার জীবন ও চরিত-কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বর-ভক্তি তাঁহার চরিত্রে স্ফুরিত হইয়াছিল। তিনি শতাধিক ভক্তি-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম-বিমুখতার যুগে তাঁহার পুণ্য-জীবনকাহিনী পাঠ করিয়া তরুণগণ নূতন আলোকের সন্ধান পাইবে।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

—The Teachers' Journal (শিক্ষা ও সাহিত্য) December, 1939.

আগামীকল্য ২২শে পৌষ, ৭ই জানুয়ারী দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট চাকদহে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

সাত্বত-শ্রাদ্ধ—গত ১১ই পৌষ (১৩৪৬) বুধবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত নিত্য সেবক নারায়ণগঞ্জ খানপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কুসুমবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-তীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে তদীয় সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধকার্য্য একাদশাহে বৈষ্ণবস্মৃতিমতে মহাপ্রসাদের দ্বারা সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে সমাগত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৮শে পৌষ, ১৩৯৬ ; ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৯০ | ২৪শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম •

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ; কাল—সন্ধ্যা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ইং।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমনুকলাং মাথুরাং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

[অহো ! যাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কৃপাবলে আমি এ জগতে শ্রীরাধাকৃষ্ণনাম ও ইষ্টমন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি, শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, মধুরাখ্যা শ্রেষ্ঠপুরী, গোষ্ঠভবন বৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রাপ্তির আশা (বিপ্রলম্ভময় চিন্তবৃত্তি) লাভ করিয়াছি সেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমি প্রণত হইতেছি।]

এই প্রণাম-শ্লোকে কৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠতা এবং মন্ত্রেরও প্রয়োজনীয়তা কথিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠনাম—শ্রীগুরুনাম বা পরমমূল্য নাম ; শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপায় আমাদের ঐ একাদশটি বস্তু-লাভ হয়। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপা-ব্যতীত যে, শ্রীগৌরচন্দ্র ও তদভিন্ন শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপা-লাভ হয় না, তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন। শ্রীগুরু-দেবের কৃপাবলেই যে জীবের সংসার বাসনা ক্ষয় এবং

• পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত। [১৪।২।৩৬ইং তারিখের হরি-কথার অনুলিখিত অংশ গৌড়ীয় ১৭শ খণ্ড, ৩২-৩৩শ সংখ্যায়, ১৪।২।৩৬ ও ১৬।২।৩৬ইং তারিখের হরিকথা ও বক্তৃতা ১৪শ খণ্ড, ২৯শ সংখ্যায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।]

প্রেমসম্পত্তি-লাভ হয়, তাহা বলিতে গিয়া তিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহ মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমের দাস॥

ভজন-শিক্ষাপ্রদাতা নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুপাদপদ্মই শ্রীগৌরের অন্তরঙ্গ নিজজন। সেই গুরু-নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গসেবা-ফলে শিষ্যের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

'নাম' বলিতে 'সংজ্ঞা'কে বুঝায়। নাম বা শব্দ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, উভয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। নাম দ্বিবিধ,—প্রকৃত ও বৈকুণ্ঠ। জীবের ইন্দ্রিয়াধীন বিচারে যে নামাক্ষর গ্রহণের অভিনয় হয়, তাহা প্রকৃত নাম। জীব মায়ার অধীন থাকিয়া যে নাম-কীর্ত্তনের অভিনয় করে, তাহা কুণ্ঠধর্ম্ম। জীব নিজকে ভগবান্ বা শ্রীনামের অনন্ত অধীন আশ্রিত বা সেবক বলিয়া জানিলে তাঁহার নিকট বৈকুণ্ঠ নামে উদিত হন। এ জড়জগতে চিত্তবৃত্তিকে অবস্থিত রাখিয়া ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিচারে যে নামাক্ষরানুশীলনের অভিনয় তাহা প্রাকৃত শব্দানুশীলনমাত্র। ভগবান্ আমাদের অধীন নহেন। সুতরাং শ্রীনামও প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। ভগবানের স্বরূপ বা বিগ্রহ বা নামকে প্রকৃতির অধীন বলিয়া বিচার হওয়াতেই আমাদের দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ আমাদের সংসার-বন্ধন হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ নামের শুদ্ধ অনুশীলন-ফলে জীবের অনাবৃত্তি বা প্রকৃত-মোক্ষ-লাভ হয়। তাই ব্রহ্ম-সূত্র বলিয়াছেন,—'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'।

প্রথমেই ভগবানের রূপদর্শন করিবার যে দুষ্টেষ্টা, তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ শব্দই আমাদিগকে প্রাকৃত-অনুবৃত্তি হইতে মুক্ত করিয়া প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিবিলোচনের দ্বারা শ্রীনামের অপ্রাকৃত রূপদর্শন-সৌভাগ্য প্রদান করেন। আমরা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের দ্বারা নিয়মিত বা শাসিত না হইয়া প্রথমেই যদি রূপদর্শন করিতে যাই, তাহা হইলে—প্রাকৃত রূপের মোহে আমাদের পুনরাবৃত্তি বা বন্ধন হইবে। তাই বেদান্ত বলেন,—'শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ' কিন্তু 'রূপদর্শনাৎ পুনরাবৃত্তিরাকৃষ্টেস্যাৎ'। প্রাকৃত জগতে রূপজ ও গুণজ মোহ আমাদিগকে মূঢ়তা লাভ করায়। আমাদিগের মায়া-মূঢ়তা অপসারণ করিবার জন্যই বৈকুণ্ঠ নামের প্রপঞ্চে অবতার। তাই শ্রীভাগবতে আছে,—'বৈকুণ্ঠনামগ্রহণ-মশেষাঘহরং বিদুঃ।'

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু ভগবানের পরমমুখ্য শ্রীনামের কীর্ত্তন ও তাঁহার শ্রীচরণে ঐকান্তিকী রতি প্রার্থনা করিয়া শ্রীনামের চরণে আমাদের শরণাগতির আবশ্যকতার কথা উপদেশ করিয়াছেন,—

"অয়মনঘ-যশোধানন্দনো নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়!"

শ্রীকৃষ্ণ অনঘমন, তিনি যশোধানন্দন, তিনি নন্দনন্দন, তিনি কমলনয়ন, তিনি গোপীচন্দ্র, তিনি বৃন্দাবন-পুরন্দর, তিনি প্রণতকরুণ, তিনি কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম 'অঘহন'; যেহেতু তদীয় শ্রীনামোচ্চারণে অঘ অর্থাৎ সকল অনর্থ, দুর্দ্দৈব, বৃজিন বা পাপরাশি দমিত ও নির্ম্মূলিত হয়।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥
(ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)

জননিবাস, দেবকীজন্মবাদ (দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণকারি-রূপে খ্যাত), যদুদিগের সভাপতি, নিজবাহু দ্বারা অধর্ম্মনাশ-কারী, স্থাবরজঙ্গমের পাপহারী, মধুর-হাস্য মুখের দ্বারা ব্রজপুরবনিতাদিগের কামবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

'কৃষ্ণকর্ণামৃতে' শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য-বর্ণন আছে—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

এই কৃষ্ণের বপু—মধুর, ইহার বসন—মধুর ও ইহার মৃদুহাস্য—মধুগন্ধি ; অহো ! ইহার সমস্তই মধুর।

সার্ব্বিভৌম ঐশ্বর্য্যরসে যে মাধুর্য্যের উপলব্ধি, তাহার বিগলিত মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের বপুতে আছে। তদীয় শ্রীঅঙ্গের যে মাধুর্য্য, তদপেক্ষা মুখমণ্ডলের এবং তদপেক্ষা মৃদুহাস্যময় শ্রীমুখের মাধুর্য্য অধিক। এইজন্য বপুর মাধুর্য্যস্থলে দুইবার, বসন-মাধুর্য্যস্থলে তিনবার এবং মৃদুহাস্যযুক্ত মুখবর্ণনে চারিবার 'মধুর' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'আমরা কৃষ্ণের রূপভোগ করিব তাঁহাকে দর্শন করিব, বা নিজেই তাঁহার দর্শীয় লাভ করিব।'—এইরূপ লাম্পট্যিকতা বা কপটতা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যেন বিন্দুমাত্রও না থাকে। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর পদনখসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলে আমাদের যাবতীয় কুরূপ দূর হইবে—আমরা কৃষ্ণের ভুক্ত বা ভোগ্য হইতে পারিব। তাই শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর ভাষায় আমাদের প্রার্থনা—

"আদরাদনুগৃহ্য হস্তেরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥"

শিষ্যের বেদশ্রবণের পূর্ব্বে কর্ণবেধ সংস্কারের কথা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেই কর্ণবেধ প্রাকৃত কর্ণে ছিদ্র করিলেই সাধিত হয় না। কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত নাম-শ্রবণে কর্ণবেধ হয়। শ্রীনাম দেবোন্মুখের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হইলে অপ্রাকৃত রূপদর্শন হয় না। শ্রবণের পর কীর্ত্তন হয়। বৈকুণ্ঠ নাম যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। যিনি শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহার কীর্ত্তন বা সেবা-প্রগতি কখনও স্তব্ধীভূত হয় না। যাহারা গুরুভাবে নিরন্তর শ্রবণ করে না বা যাহাদের অন্তঃকরণাদি নিয়মিত হয় না, তাহাদের কীর্ত্তন বা চেঁচামেচি কিছুদিন পরে স্তব্ধীভূত হইয়া যায়। শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্যশিরোমণির লীলাভিনয়কারিরূপে নাম-ভজনের কথা অর্থাৎ নাম-সংকীর্ত্তনের কথা-উপদেশকালে বৃহন্নারদীয় পুরাণের বাক্য বলিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু 'বিদগ্ধমাধবে' কীর্ত্তন করিয়াছেন,

'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না ; দেখ, যখন (নর্ত্তকী, নটীর ন্যায়) তাহা (শ্রীনাম) তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে ; যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (কণ্ডূয়িত হয়), তখন অর্ব্বুদ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায় ; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে সঙ্গিনীরূপে উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে পরাজয় করে।

তাণ্ডব-শব্দে নাচ বা নৃত্য বুঝায়। তাণ্ডবিনী-শব্দে নৃত্যপরায়ণা ; সুতরাং 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে' অর্থে 'কৃষ্ণ মুখী হইবেন' এই বিচারে জিহ্বায় শ্রীনাম স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহা কীর্ত্তনের জন্য যেন কোটি কোটি জিহ্বা হউক, এইরূপ বাসনা জন্মায়। কৃষ্ণের কথা বলিতে না পারিলে কীর্ত্তনকারীর যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসে। ভজনকারী নিজের মঙ্গল লইয়া ব্যস্ত। শ্রীরূপানুগ কীর্ত্তনপরায়ণ সাধু নিজে শুধু ভজনানন্দী থাকেন না, তিনি গোষ্ঠ্যানন্দী হইয়া পড়েন। কীর্ত্তনকারিগণের মধ্যে harmony বা ঐক্য থাকা দরকার। এই শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিবাস বা শ্রীবাসপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণপ্রেমবিকার দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—'গোষ্ঠং নো বর্দ্ধতাম্'। আচার্য্যগণ গোষ্ঠ্যানন্দী। তাঁহারা নিজে হরিভজন করেন এবং জগৎকে হরিভজনের উপদেশ দেন। হরিভজন বন্ধ হইলে হরিকীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়। হরিকীর্ত্তন করিলে জড়জিহ্বার কণ্ডূয়ন থাকিবে। কোন সময়ে এক বৃদ্ধা আসন্নমৃত্যু হইয়া শয্যাশায়িনী থাকায় তাহার মঙ্গলকামী আত্মীয়-স্বজনগণ তাহার ঐহভোগ দেখিয়া তাহাকে 'হরেকৃষ্ণ' এই নাম উচ্চারণ করিতে বলিল। কিন্তু ঐ বৃদ্ধাটি সমস্ত জীবনে দর্শ্বক্ষণ বিষয়-কথায় ব্যাপৃত থাকায় কিছুতেই বিষয়কথা ব্যতীত হরিনাম উচ্চারণ করিতে সম্মত হইল না। বিভিন্ন লোকের বিষয়কথার উত্তর অতিকষ্টে দিলেও তাহার কোনই কষ্ট বোধ হইত না ; কিন্তু যখনই তাহাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইল তখন সে বলিল,—'ও বাবা, আমি অত কথা বল্‌তে পারিনে।' তদ্রূপ যাহাদের

হৃদয় জড়াসক্তিতে কঠিন হইয়া গিয়াছে, তাহারা কিছুতেই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু যদি আমরা সত্য সত্যই শ্রীগুরুমুখে হরিনাম শ্রবণ করি তাহা হইলে শ্রীনাম-প্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই দাসত্ব করিবেন। তিনি একপক্ষ কৃপা করিলেই শ্রীহরিকীর্ত্তন মুখ দিয়া প্রবল বেগে বহির্গত হইবেন।

শ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীধামমায়াপুরে সকলের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তনের ভার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে হিন্দু অধিবাসীর নিকট এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে অহিন্দুগণের নিকটও হরিকথা কীর্ত্তনের ভার প্রদান করেন। সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীনামহট্টের পুনঃপ্রকাশক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন —

(শ্রদ্ধাবান্ জন হে ! শ্রদ্ধাবান্ জন হে !)
প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।

খাওয়া, পরা ও থাকার জন্য আমরা এখানে আসি নাই। যেখানে কৃষ্ণ নাই, সেখানেই মায়া। অধোক্ষজ কৃষ্ণবস্তু জৈব জ্ঞানের অধীন নহেন।

শ্রীনামকীর্ত্তন হইতেই তাঁহার রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার স্ফূর্ত্তি হইবে। বৈকুণ্ঠ নাম-কীর্ত্তনের ফলে বৈকুণ্ঠ রূপ, বৈকুণ্ঠ গুণ, বৈকুণ্ঠ পরিকর ও বৈকুণ্ঠ লীলার উদয় হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ-তত্ত্ব হইয়াও লীলা-রসাস্বাদনের জন্য দুই মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন। কৃষ্ণই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু গৌর, আবার গৌরই রাধাকৃষ্ণমিলিততনু। যিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অর্থাৎ যিনি বিপ্রলম্ভরসময় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার শ্রীনাম সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রুত হইলে অর্থাৎ কর্ণ নামের স্পৃহা উদিত করাইবে। ফলাদিনীসার-সমবেত সন্ধিচ্ছক্তির বৃত্তিই ভক্তি। অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনে যে নৈষ্ঠিকী রুচি এবং তদনুশীলনে যে আনুকূল্যময়ী শুদ্ধ-চিত্তবৃত্তি তাহাই ভক্তি। কৃষ্ণনাম কর্ণে, মুখে ও মনে অনুশীলন করিবার জন্য পাণ্ডিত্য, তপস্যা, বৈরাগ্যাদি সাধনশ্রম আবশ্যক করে না। বৈকুণ্ঠ নাম কর্ণে প্রবেশ করিলে সেবোন্মুখ জীব স্থির থাকিতে পারে না এবং তাঁহার যাবতীয় অনর্থ বা অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। এই জন্য শাস্ত্র বলেন—'বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ'।

এই জগতে সতী স্ত্রীলোক যে অবগুণ্ঠন দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করে, তাহা পর-পুরুষের ভোগদর্শন হইতে নিজকে বাঁচাইবার জন্য। চিচ্ছক্তি ভগবদ্ভাগ্যা, তিনি তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সর্ব্বস্ব কৃষ্ণভোগের জন্য সংরক্ষিত করিয়া মায়িক আবরণের দ্বারা বহির্মুখ জীবগণকে তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত করেন। কিন্তু কৃষ্ণের ভোগ্যা যোষিদ্রূপ কৃষ্ণদর্শনে, কৃষ্ণ-সুখবিধানের নিমিত্ত এবং কৃষ্ণ-কামাগ্নি-বর্দ্ধনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

স্বয়ং স্বয়ং হু মধুরস্তুভিমণ্ডলং হু
মাধুর্য্যমেব হু মনোনয়নামৃতং হু।
বেণীমুজো হু মম জীবিতবল্লভো হু
যালোহয়মদ্ভুতরতে মম লোচনায় ৪

স্বরূপের উদ্বোধনে তখন এসব কথা সর্ব্বদা আলোচ্য হইবে। মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিতই কৃষ্ণের লীলা-রসকথা আস্বাদন করিতেন। মহাপ্রভু বহির্জগতের ভাব পরিত্যাগের পর চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গীতি আলোচনা করিয়াছিলেন।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥"

দুষ্ট জগতের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে কেবল ইহাদের জন্য পুনঃপুনঃ ঘুরিতে হইবে। **পুঁতিগন্ধময় রক্তমাংসের পিণ্ডে 'আমি, আমার' বুদ্ধি করিয়া বসিয়া থাকিলে কৃষ্ণ-নামরূপাদি কখনই স্ফূর্ত্তি পাইবে না।** প্রাকৃত সহজিয়াগণ প্রাকৃত রসে 'ভগমগ' হইয়া অপ্রাকৃত রস স্পর্শ করিয়াছি, এরূপ মিথ্যা অভিমানে বঞ্চিত হয়। বহির্দেশে অবস্থিত মধুমক্ষিকা-গুলি কাঁচভাণ্ডের উপরে বসিয়া যদি মনে করে, আমরা কাঁচভাণ্ডস্থিত মধু পান করিয়াছি, তাহা যেরূপ আত্মবঞ্চনা, তদ্রূপ জড়াভিমান বা ভোক্তৃ অভিমান প্রবল রাখিয়া 'আমি কৃষ্ণপ্রেমিক হইয়াছি', মনে করাও দাম্ভিকতা বা ভণ্ডামি। এই যোগপীঠে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সময়ে যখন সর্ব্বপ্রথম শ্রীগৌরসুন্দরের জন্ম-মহোৎসব হয়, তখন বঙ্গ দেশের বহু দূর স্থান হইতে অনেক সুকৃতিমন্ত দর্শক ও ভক্ত আসিয়াছিলেন। আবার তৎসহ মিছাভক্তও

কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। মহোৎসব-উপলক্ষে রাত্রিতে সপার্ষদ কীর্ত্তনীয়ার পালাগান হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের—লাহিড়ী মহাশয়ও ঐ গানে যোগদান করিয়া ভাবে গদগদ হইয়া অশ্রুকম্পাদি কৃত্রিম বিকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মিছাভক্তগণ সকলেই ভাবুক ও রসিকভক্ত বলিয়া প্রচার করিত। তিনিও নিজকে ঐপ্রকার মনে করিতেন। রাত্রিকালে তিনি যে নৌকায় থাকিতেন সেই নৌকাতে তাঁহার জন্য প্রসাদ পৌঁছান-কালে দেখা গেল তিনি অস্ফুটস্বরে কি বকিতেছেন এবং একটি বারবনিতা তথায় অবস্থান করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। প্রাকৃত সহজিয়া সমাজে বহু প্রচারিত 'ভাবুক' ব্যক্তির ঐরূপ চরিত্র দেখিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া সমাজের প্রতি আমাদের আন্তরিক বীতস্পৃহা হইল। জগতে ধর্ম্ম ও প্রেমের নামে যে এইরূপ কত ভাব-কেলি চলিতেছে, তাহার অন্ত নাই!

জড়জগতের রূপ আমার ভোগ্য মন হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের রূপ জীবের ভোগ্য নহে। কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ-কারী ব্যক্তি শ্রীনামের কৃপায় নিজের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে ভক্তবিদ্বেষ হইতে নিবৃত্ত করিবেন এবং একমাত্র শ্রৌতবাণীকে আশ্রয় করিয়া ভগবৎসেবারাজ্যে অগ্রসর হইবেন।

ভগবানের গুণ পরিপূর্ণ বস্তু। শ্রীনামই রূপ-গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা। পরিপূর্ণ বস্তু যে ভগবান্ তাঁহার সকলই পরিপূর্ণ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

নিরোধরূপরায়ণ ব্যক্তি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে পারে না। কৃষ্ণে প্রীতি না হইলে কৃষ্ণনামে অপরাধ হইবেই। মধ্যমাধিকারীর অবস্থা হইতে শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ, প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্!
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমিপ্সিত সঙ্গলব্ধ্যা॥

[যাঁহার মুখে এক কৃষ্ণনাম—এইরূপ কনিষ্ঠ অধিকারীকে, যদি কনিষ্ঠ অধিকারী দীক্ষিত হন, তবে স্বসম্বন্ধে বোধে মধ্যম অধিকারী মনে মনে আদর করিবেন। যিনি নিরন্তর হরিভজনে ও হরিজন-সেবায় প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহাকে অর্থাৎ সদসৎ বিচারজ্ঞ, আনন্দ-নিরানন্দ-বিচারজ্ঞ মধ্যম অধিকারীকে প্রণামাদি দ্বারা আদর করিবেন। একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণভিন্ন অন্য প্রতীতি বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ রহিত হওয়ায় নিন্দাবন্দনা-ভেদভাব-শূন্য চিত্তবৃত্তিযুক্ত ও মানসসেবা দ্বারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজনপারিপাট্য-কুশল এইরূপ মহাভাগবতকে সজাতীয়-আশয়স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা মধ্যম অধিকারী আদর করিবেন।]

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব সেবার রত থাকিবেন। মধ্যম অধিকারীর সদসৎ, নিত্যানিত্য ও আনন্দ-নিরানন্দ বিবেক বা বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবের বিচার উপস্থিত হয়। তাঁহার পক্ষেই,—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

কনিষ্ঠাধিকারীর সম্বন্ধে শাস্ত্রে এরূপ উক্তি রহিয়াছে,—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

কনিষ্ঠাধিকারীর মঙ্গলের জন্যই এই শাস্ত্রোক্তি—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

মহাভাগবত শুদ্ধ বৈষ্ণবই গুরুর বা আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন—তিনি সর্ব্বদা কেবলই শ্রীনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন।

সৎ ও অসৎ সঙ্গ *

[বক্তা—'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ; স্থান—শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদন, গৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
সময়—১লা জানুয়ারী, ১৯৩০, সন্ধ্যা ৮-৩০ মিঃ।]

সকল শাস্ত্রেই সৎ ও অসৎ এর বিচার করা হ'য়েছে। কেবল যে বৈষ্ণবগণ বা পারমার্থিকগণ বা ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ই সৎ ও অসৎএর বিচার করেন, তাহাই নয়, সাধারণ নৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও সৎ ও অসৎএর বিচার আছে। কিন্তু নৈতিক সম্প্রদায়ের সৎ ও অসতের বিচারের সহিত পারমার্থিকের সৎ ও অসৎ বিচারে পার্থক্য আছে। সৎ কা'কে বলে? সৎ বল্‌তে যা'র অস্তিত্ব বা স্থিতি আছে; আর অসৎ বল্‌তে যা'র স্থিতি বা অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ সৎই নিত্য এবং অসৎ অনিত্য। নৈতিকের বিচারে যে মদ খায় না, আফিং খায় না, চুরি করে না, পরস্ত্রীসঙ্গ করে না, মিথ্যা কথা বলে না, দান ও পরের দুঃখমোচন ইত্যাদি করে তারাই সৎ, কিন্তু পারমার্থিকের বিচারে ঐরূপ সৎই হয় ত' সবচেয়ে বেশী অসৎ ব'লে সাব্যস্ত হ'য়ে যায়। এই নৈতিক সম্প্রদায়ের একজন মস্তবড় নেতা প্রাচীন দার্শনিক 'সক্রেটিস' (Socrates) বল্‌ছেন—সৎ ও অসৎএর একটা সুনির্দ্দিষ্ট বিচার হয় না; সৎ ও অসৎ দুইটিই relative term অর্থাৎ সাপেক্ষিক পরিভাষা। কোনবস্তু নিত্যকালের জন্য সৎ হয় না, আবার কোন বস্তু নিত্যকালের জন্য অসৎও হয় না, অর্থাৎ কোন বস্তু কেবল ভাল, আর কোনবস্তু কেবল মন্দ হয় না। কোন বস্তু ভাল বা মন্দ অথবা সৎ বা অসৎ ব'লে নির্দ্ধারিত হয় অন্য কোন বস্তু বা বিষয়ের reference এ। পারমার্থিকের বিচার অন্যরূপ। পারমার্থিক বলেন—সৎ নিত্যকালই সৎ থাকে এবং সৎএর মধ্যে কেবল সৎই থাকে অর্থাৎ তাঁহার বিচারেসৎএর নিত্যত্ব ও পূর্ণত্ব আছে। অসৎএর যে অসত্তায় অবস্থান সেটি তাৎকালিক অর্থাৎ যিনি অসৎএর ভূমিতে অবস্থান করছেন, তিনি সৎএর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে সৎএর বিচারে অবস্থিত হইলে তিনিও তাৎকালিক অসৎএর অস্তিত্ব ছেঁড়ে সৎ হ'তে পারেন।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীমহাপ্রভুর কথায় অসৎসঙ্গ, ত্যাগের নিত্য কর্ত্তব্যতার উপদেশ পাই। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে হ'লে প্রথমে প্রশ্ন হয় অসৎ কে? মহাপ্রভু বল্‌ছেন,—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
(১) স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু (২) কৃষ্ণাভক্ত আর॥

মহাপ্রভুর কথা-অনুসারে অসৎ দুইটি। একটি স্ত্রী-সঙ্গী আর একটি কৃষ্ণাভক্ত। কে অসৎ, তা'র একটা নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া গেল। শাস্ত্রে সৎসঙ্গের উপদেশ ও অসৎ সঙ্গের নিষেধ শ্রবণ ক'রে আমরা সৎ ও অসৎ বিচারে যে একটা abstract বা নির্ব্বিশেষ ভাব গ্রহণ করেছি, সেটাকে দূর ক'রে মহাপ্রভুর বাণী অসৎএর একটা concrete বা সবিশেষ সংজ্ঞা প্রদান ক'রেছেন। মহাপ্রভু বল্‌লেন—স্ত্রীসঙ্গী এক অসৎ, এই স্ত্রীসঙ্গী কে? স্ত্রীকে শাস্ত্রে বা কোষে অপর একটি প্রতিশব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়, সেটি যোষা। যোষা অর্থাৎ ভোগ্যা। যা'কে আমরা ভোগ করি। আমরা ভোগ কর্‌তে পারি বলা-টা ঠিক হয় না, কারণ ভোগ আমরা কর্‌তে পারি না; ভোগ কর্‌তে পারি ব'লে মনে করি। কাজেই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, গতানুগতিক ভাবে আমরা যে যোষিৎ বা যোষিৎ-সঙ্গের বিচার করি মহাপ্রভুর কথিত স্ত্রীসঙ্গীর বিচার কেবলমাত্র সেইটুকুই নয়। স্ত্রীরূপধারিণী যে যোষা যাহার যোষিত্ব বা স্ত্রীত্ব আমরা বেশ স্থূলভাবে বুঝ্‌তে পারি বা যাহার যোষায় আমাদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ, আমাদের নিকট ভোগ্যা ব'লে মনে ক'রে অর্থাৎ তা'কে ভোগ কর্‌তে পারি ব'লে তাহার যে কোন প্রকার সঙ্গ করি, তখন তাহার সেই প্রকার সঙ্গ আমাকে স্ত্রীসঙ্গী ক'রে দেয়, একথা খুবই সত্য। কিন্তু আবার যখন আমাদের স্থূলবিচারের ঐ যোষা নিজেকে পুরুষদেহধারীর ভোগ্যাভিমানে পুরুষদেহধারীকে ভোক্তা মনে ক'রে তা'র সঙ্গ কর্‌ছে, তখন সেই স্ত্রীসঙ্গী হচ্ছে। পুরুষদেহধারীকে ভোক্তা মনে করা—মানেই তা'কে ভোগ

* জনৈক শ্রোতা স্মরণপথ হইতে বক্তার বক্তৃতার মর্ম্ম যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইল।

কর্‌তে পারি মনে ক'র্‌ছে। সেখানে ভোক্তৃ-অভিমানী পুরুষদেহধারীই হ'য়ে পড়্‌ছে ভোগ্যাভিমানিনী স্ত্রীদেহ-ধারিণীর ভোগ্য বোধ বা স্ত্রী। ইহাও স্ত্রীসঙ্গ-বিচারের মোটা কথা বা স্থূল বিচার। কারণ ভোগ হয় বহুরূপে; স্ত্রী ও বোধ বহুরূপিণী। মহাপ্রভুর কথিত স্ত্রীসঙ্গের বিচার অতটা সঙ্কীর্ণ বা স্থূল নয়। নতুবা অসৎ সঙ্গত্যাগকেই বৈষ্ণব আচার ব'লে নির্দ্দেশ কর্‌বার কি দরকার ছিল? ঐরূপ স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ ক'রে সকলেই অসৎ অবস্থা হ'তে মুক্ত হ'য়ে সৎ বা বৈষ্ণব হ'তে পার্‌ত। কারণ ঐরূপ স্ত্রীসঙ্গ-ত্যাগ গরু, ছাগল, মহিষ, শিংপড়েও ক'র্‌তে পারে। নপুংসক বা গাছ পাথর আরও বেশী ভাল কর্‌তে পারে।

এইজন্যই অসৎএর সঙ্গের আরও একটি কথা যোগ ক'রে দিয়েছেন—'কৃষ্ণাভক্ত'। কৃষ্ণাভক্ত বল্‌তে নির্ব্বিশেষ-বাদীকে উদ্দেশ করে। নির্ব্বিশেষবাদী কা'রা? যা'রা কৃষ্ণের ভোগ বা বিলাস স্বীকার করেন না অর্থাৎ কৃষ্ণই যে একমাত্র ভোগী বা বিলাসী ইহা বিশ্বাস করেন না; কৃষ্ণকে নশ্বর মনে করেন। মহাপ্রভুর বিচারে এরাই সবচেয়ে বেশী অসৎ। নৈতিকের বিচারে তাঁরা যতই সৎ হউন না কেন? মহাপ্রভুর বিচারে সবচেয়ে বেশী অসৎ কাশীর মায়াবাদি-সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। স্থূল স্ত্রীসঙ্গত্যাগ তাঁরা কিছু কম করেছেন কি? তা'ত তা'রা কম করেন নাই। নৈতিকের বিচারে দেখ্‌তে গেলে সৎএর শিখরে তাঁরা আসীন ছিলেন; একেবারে নিখুঁত সৎ। সর্ব্বজ্ঞ শঙ্করাচার্য্যের কৌপীন-পঞ্চক পাঠ কর্চ্ছেন—"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।" কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণের বিলাস স্বীকার করেন না। স্থূলভাবে স্ত্রীসঙ্গ না ক'রেও চিদ্বিলাস অস্বীকার করার দরুণ অসৎ এবং বহুপ্রকার স্ত্রীসঙ্গীর তারতম্য বিচারে নির্ব্বিশেষবাদী কৃষ্ণাভক্ত সবচেয়ে বেশী অসৎ, সবচেয়ে বেশী স্ত্রীসঙ্গী। কারণ সে প্রতিষ্ঠারূপিণী যোষার সঙ্গ কর্‌ছে। প্রতিষ্ঠাশাটা কি? না, 'আমি ব্রহ্ম হ'য়ে যা'ব'—'ভৎ হ'য়ে যা'ব'—'ভগবান্ হ'য়ে যাব'। যেমন রাবণ ভাব্‌ছে আমিই রাম হ'য়ে যাব; রামকে নিঃশক্তিক ক'রে আমি রাম-শক্তির ভোক্তা হ'য়ে যা'ব। এ'র চেয়ে নৈতিক বিচার দ্বারা যাকে অসৎ বা পাপী বলা হচ্ছে তা'দের অসৎ বৃত্তি খুব কম। জগাই মাধাই এর চেয়ে কোটিগুণে ভাল। জগাই মাধাই পাপী হ'লেও কপট নয়, নির্ব্বিশেষবাদী—কপট। এই জন্যই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—'তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হ'তে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥" মোক্ষবাঞ্ছা—'আমি ব্রহ্ম হ'য়ে যাব' এইটাই সবচেয়ে বড় কপটতা। তার প্রমাণ কোথায়? মহাপ্রভুর নিজের আচরণ। "ন্যাসী হইয়া মদ্য পিয়ে স্ত্রীসঙ্গ আচরে। তথাপি সেবেন প্রভু তাহার দুয়ারে॥" কিন্তু "নিন্দক বেদান্তী যদি তথাপি সংহারে।" কাহাকে সংহার করেন? নিন্দক বেদান্তীকে। কেবল বেদান্তীকে নয়, নিন্দক বেদান্তীকে। যাঁরা চরিত্রবৈষ্ণবকে নিন্দা করেন তাঁরাই নিন্দক বেদান্তী। নিন্দা কিরূপ? কৃষ্ণ বা হরিই একমাত্র ভোগী বা বিলাসী এটা স্বীকার করেন না। এদের সংহার করেন, আর লাম্পট-সন্ন্যাসী অর্থাৎ "ন্যাসী হইয়া মদ্য পিয়ে" তাহাই নয় "স্ত্রীসঙ্গ আচরে"; স্ত্রীসঙ্গ দূরে থাকুক—সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীদর্শনও ত' নিষিদ্ধ, কিন্তু সন্ন্যাস নিয়ে যে স্ত্রীসঙ্গ কর্‌ছে, তাহারও কাছে মহাপ্রভু গেলেন; কিন্তু কাশীর মায়াবাদীর সহিত দেখা করিলেন না। তাঁদের কি রকম পূত চরিত্র, কি কঠোর বৈরাগ্য, কিরূপ বিষয়-ত্যাগ বা স্ত্রীসঙ্গ-ত্যাগ, কিরূপ ধ্যান, ধারণা, মনন, নিদিধ্যাসন বেদান্তানুশীলন বা শাস্ত্রবিচার! এ সব থাকা সত্ত্বেও এবং অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মহাপ্রভু তাঁহাদের সহিত পংক্তি-ভোজন কর্‌লেন না। 'পংক্তিভোজন ত' দূরের কথা তাঁহাদের মুখ পর্য্যন্ত দেখ্‌লেন না। মহাপ্রভুর আদেশ—নির্ব্বিশেষবাদীকে দেখ্‌লে সচেলে গঙ্গাস্নান কর্‌তে হবে। কৃষ্ণাভক্ত সবচেয়ে বেশী অসৎ কেন? ওঁ তৎসৎ—এই সৎকে স্বীকার করে না এইজন্য। ওঁ তৎ 'বস্তুই ব্রহ্ম এবং সৎই সেই ভগবৎ বিলাস। নির্ব্বিশেষবাদী মুখে বল্‌ছে যে তাহারা সৎ বা ব্রহ্মকে স্বীকার করে, কিন্তু বিলাস স্বীকার না করায় সৎও স্বীকার কর্‌ছে না, ব্রহ্মও স্বীকার করা হ'চ্ছে না। বিলাস স্বীকার করে না মানেই বিশেষ স্বীকার করে না। আমরা আগেই বলেছি বাস্তবতা বা স্থিতি বা অস্তিত্বই সৎ। সত্তাকে যাহা প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা করে তাহাই বিশেষ। বিশেষহীন বস্তুর বাস্তবতা বা অস্তিত্বই নাই তাহা অসৎ।

অসৎ সঙ্গ বা দুঃসঙ্গটি কি? কবিরাজ গোস্বামী বল্‌ছেন "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত বিনা অন্য কামনা॥" ভক্ত—কৃষ্ণমন্দির। 'ভক্তের স্বরূপে হয়

কৃষ্ণ-অধিষ্ঠানে', 'বৈষ্ণব-হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।' ভাগবত সেই ভক্ত বা সৎএর কথা বলতে যেয়ে বলছেন—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"। এতে কে ভক্ত তাও বলেছেন। সৎ অর্থাৎ কৃষ্ণের বিলাস বা অধিষ্ঠানই ভক্ত। এই সৎ কে তার বিচার করতে যেয়েই যত মুস্কিল উপস্থিত হয়ে দাঁড়ায়। লোকের ধারণা নৈতিক লোকই সৎ, সৎ মানে যার চরিত্র ভাল। মহাপ্রভু সে ধারণাকে বিপর্যস্ত ক'রে দিলেন। চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, মদ, গাঁজা, আফিং প্রভৃতি সেবন করে, বা বেশ্যা বা পরস্ত্রী সঙ্গকারী ত' অসৎ, কিন্তু কেবল এরা দূরে থাকুক; নীতির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ও খুব বেশী অসৎ। মহাবীর, পার্শ্বনাথ—তাদের নৈতিকতা বা মহত্তপরাজি কত বেশী! তারা উপাস্য-তত্ত্ব ব'লে পূজিত হচ্ছেন, শঙ্করের অদ্বৈত সম্প্রদায়—যা নাকি সমস্ত ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং জগদ্বাসী কর্তৃক আদৃত হচ্ছেন, তাদিগকে মহাপ্রভু বলে দিলেন খুব বেশী অসৎ। কেন বলেন? তাঁরা ভক্ত বা পরব্রহ্ম মুখে স্বীকার করলেও পর বস্তুর বিলাস স্বীকার করে না, কারণ, শক্তি স্বীকার করে না। কিন্তু শ্রুতি বলছেন "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" পরতত্ত্বের শক্তি আছে। কেবল শক্তি আছে, তাহাই নয়, শক্তির বিবিধত্ব বা বিচিত্রতা আছে। নির্ব্বিশেষবাদী শক্তির বিচিত্রতা স্বীকার করেন না বলিয়াই অসৎ। পাপী অতটা অসৎ নয়, কারণ তাঁরা ত' ভগবানের বিলাস অস্বীকার করে না; কৃষ্ণই যে একমাত্র ভোক্তা তাহা ত' অস্বীকার করে না। নিজের ভোগবুদ্ধিকে দুষ্কৃতিতার জন্য ছাড়তে পারে না, তাই কৃষ্ণের ভোগের চিন্তা ছেড়ে নিজেই ছোটখাটো কৃষ্ণ সেজে বসে আছে—ওটাও তার সাময়িক। কৃষ্ণ-বিলাসের কথা চিন্তনীয় হ'লেই নিজের বিলাস-চিন্তা থেমে যাবে। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীর গোড়ায় গলদ। সে যুক্তি বিচার নিয়ে বসে আছে। এইজন্য বলছেন "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা"। আত্মবঞ্চনাই দুঃসঙ্গ। আত্মবঞ্চনা হ'চ্ছে 'কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়া'। বঞ্চিত হয়ে বঞ্চনা করতে পেরেছি মনে করা। 'আমি ব্রহ্ম হব' মনে করাই কৈতব বা আত্মবঞ্চনা। কারণ, ঐরূপ মনে ক'রে নিজেকে ঠকান মাত্র।

নির্ব্বিশেষবাদী কি সৎ ও অসৎএর বিচার করে না? শঙ্করও সৎসঙ্গের উপদেশ ও অসৎসঙ্গত্যাগের বিধি দিয়েছেন—"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা", মোহমুদ্গরে সৎসঙ্গের এই প্রশস্তি গান করেছেন। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রাদি আলোচনা করুন, দেখবেন তাতেও সৎ অসৎএর বিচার কিছু কম হয়নি। মায়াবাদী, বৌদ্ধ, জৈন, সাধারণ নৈতিক সকলেই বলেন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর ও সৎসঙ্গ গ্রহণ কর। কিন্তু কোন্ অসৎকে ত্যাগ করতে হবে? সেটি মহাপ্রভু ব'লে দিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষে 'অসৎসঙ্গ-ত্যাগ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন—গৌড়ীয়েতেও প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন "ভোগাবুদ্ধিতে যাহারই সঙ্গ হউক না কেন তাহাই স্ত্রীসঙ্গ"। যেমন এই আলোটি, যখন দেখছি এ আমার দেখার সুবিধা করে দিয়ে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করছে তখনই এই আলোর ব্যবহার করে আমি স্ত্রীসঙ্গী হচ্ছি। এই ফুলটি যখন আমি আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারক মনে করে শুঁকতে যাচ্ছি, তখনই স্ত্রীসঙ্গী হয়ে যাচ্ছি। আমার দেহের সৌষ্ঠববিধান করবে মনে করে যখনই এই গায়ের কাপড় গায়ে জড়াচ্ছি, তখনই স্ত্রীসঙ্গী হয়ে পড়ছি। এমনি ক'রে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই স্ত্রীসঙ্গী হয়ে পড়ছি। আনখকেশাগ্র দ্বারা স্ত্রীসঙ্গই কচ্ছি, তাহা জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, কারণ স্ত্রীসঙ্গ সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মভাবেও হয়। ভক্তের স্ত্রীসঙ্গ হয় না, কারণ তিনি ত' ভোগ্যা বা ভোগ্য দেখেন না। তিনি দেখছেন গুরু। একুল কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য অতএব পূজ্য; মাথায় ক'রে রাখেন। সবই কৃষ্ণবিলাসোপকরণ, অতএব সবই গুরু; কাজেই তিনি গুরু-সঙ্গই করেন। স্ত্রীসঙ্গ হ'তে উদ্ধার লাভ হ'তে পারে না যতক্ষণ গুরুদর্শন না হয়: "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ জগতে সমস্তই কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট তাঁহারই সেবার জন্য আমার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ—এটি কেবল মুখে নয়, অন্তরের অন্তরতম—নিভৃততম প্রদেশে পূর্ণ বিকশিত—প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগবুদ্ধি কোন মতেই যেতে পারে না। এক বছর দু বছর অথবা পাঁচ সাত দশ বছর স্থূলভাবে স্ত্রীসঙ্গ না করার মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই। সে বাহাদুরী গরু, ছাগল, কাঠ পাথর ও নাস্তিকও

কর্‌তে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুতে কৃষ্ণবিলাস দর্শন না হ'চ্ছে (যেমন মহাপ্রভু দেখিয়েছেন—চটক দেখে' গোবর্দ্ধন ব'লে ছুটে যাচ্ছেন, সেখানে কৃষ্ণ তরুসঙ্গে ক্রীড়া কর্চ্ছেন, এটা সাক্ষাৎকার হচ্ছে, নদী দেখে' যমুনা মনে হচ্ছে, চটকের নিকট সমুদ্র দেখে'ও তাঁর কালিন্দী-দর্শন হচ্ছে ; চটকের সন্নিহিত অরণ্যরাজি বৃন্দারণ্যরূপে প্রতীত হচ্ছে।) ততক্ষণ যে কোন বস্তুর সান্নিধ্য ঘুরে থাকুক, দর্শনেই প্রাকৃতী হয়ে যাচ্ছি। প্রভুপাদের ভাষায় বল্‌তে গেলে তা'দের সম্বন্ধে বল্‌তে হয়—

যে কভু বৈরাগী, করে নিজে ত্যাগ,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
• • •
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
যুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব ॥

কবিরাজ গোস্বামী ব'লেছেন, নিন্দক বেদান্তী। প্রভুপাদ তা'র পরিচয়ে বল্‌লেন 'সে নিন্দে বৈষ্ণব'। মায়াবাদী বিলাস স্বীকার না ক'রে কেবল যে হরির নিন্দা করে, তাহাই নয়, "সে নিন্দে বৈষ্ণব।"

সৎএর বিলাস অর্থাৎ ওঁ তৎ সৎ মন্ত্রোদ্দিষ্ট 'তৎ'এর বিলাস বা সৎ দর্শন না হ'লেই অসৎ। কিন্তু কেবল এই অসৎএর বিচার বা সংজ্ঞা জান্‌লেই হ'বে না ; অসৎসঙ্গ ত্যাগ ক'রে সৎসঙ্গ কর্‌তে হবে। মহাপ্রভু যে বলেন, 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার' ইহা ত' তাঁহার ব্যতিরেক উপদেশ। অন্বয় উপদেশ—সাধুসঙ্গ কর। সাধুসঙ্গ কর বল্‌লেই বিচারে আস্‌লে যে, সাধুসঙ্গ ত' কর্‌ব কিন্তু সে সাধুই বা কে ? কা'কে সাধু বলা যায় ? সাধুর পরিচয় ভগবান্ বল্‌ছেন,—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং"। সাধুগণ আমার হৃদয়। তাই ভাগবত বলেন—"সংসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" ভগবৎ-কথিত সাধুরই লক্ষণ কি ? ভাগবত বল্‌ছেন—"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ"। সাধু তিনিই যিনি ভোগীর ভোগকে এবং ত্যাগীর ত্যাগকেও ছেদন করেন।

এখন এই সৎএর সঙ্গ নিয়েই উপস্থিত যত গোলমাল। সকলেই নিজের নিজের রুচি-অনুসারে সমস্ত লোকের আনুগত্য স্বীকার ক'রে তা'কেই গুরুরূপে বরণ করে। সকলেই নিজের গুরুকে সৎ ব'লে তা'র সাধুসঙ্গই কর্‌ছেন, এরূপ বিচার করেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের বিচার সম্পূর্ণ অন্যরূপ। জগতের লোক যাকে মহাপুরুষ, অবতার ইত্যাদি বলেন, সমস্ত জগৎ যাকে পূজা করে, প্রভুপাদ তাঁকেও বলে' দিলেন সবচেয়ে বেশী অসৎ।

সৎসঙ্গের এই বিচার-সমস্যায় আমাদের কে রক্ষা করেন ? আমাদের যেমন কপাল আমরা সেই রকম বিচারে পড়ে' যাই। কপাল জিনিষটি খুব বড় ; কপাল অর্থাৎ—সুকৃতি। কে সৎ ও কে অসৎ তাহা ভগবানই জানেন, এই বলে' যদি কেবল বসে' থাকি, তা' হ'লে আর একপ্রকার নির্ব্বিশেষবাদী হয়ে যাই। অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে বা বিচার দ্বারা সৎ নির্দ্দেশ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে গেলাম। চিন্তাটা ত', বাস্তব কিছু নয়। যখনই সৎকে ব্যক্তিরূপে নির্দ্দেশ করা হ'ল—বিশেষ করে যেখান হ'ল তখনই আসে মতভেদ। কারণ তখন যে সৎসঙ্গের বিচার তাহা ত' আর নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র নয়—abstract নয়, তখন তাহা সবিশেষ—Concrete. এইজন্য আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি প্রভুপাদের প্রকটে যাঁরা তাঁকে স্বীকার কর্‌তে রাজি হননি, এখন তাঁরা তাঁর প্রতি ভক্তি (?) শ্রদ্ধা (?) দেখাতে চাচ্ছেন ! কারণ এখন প্রভুপাদের বিশেষত্ব—ব্যক্তিত্ব তাঁ'দের উপলব্ধির বিষয় হ'চ্ছে না ; প্রভুপাদ তাঁদের কাছে এখন নির্ব্বিশেষ ! প্রভুপাদের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়মঠেও সম্প্রতি দুইটি মতভেদ দেখা যাচ্ছে। একপক্ষ যাঁকে বা যাঁহাদিগকে বলেন সৎ-শিরোমণি, আর অপর পক্ষ তাঁকেই বা তাঁহাদিগকেই বল্‌ছেন সবচেয়ে বেশী অসৎ। এই দুই মতভেদের মাঝে তৃতীয় পক্ষ আস্‌ছেন সৎ ও অসতের মিলন করা'বার জন্য। যদি সৎ ও অসৎ বিচার থাকে, তাহা হইলে মিলন হয় কি ক'রে ? সৎ কখনই অসৎকে অসৎ জেনে' তা'র সঙ্গে মিল্‌তে চাইবেন না। মিলন হয় কখন ? যখন সৎ বা অসৎ নির্দ্দেশ করা হয় না। কেবলমাত্র পক্ষবিশেষ সৎ এবং পক্ষবিশেষ অসৎ বলা হয়, তখন ত' গোলমাল থাকে না, কারণ তখন ওটাও একটা নির্ব্বিশেষ ভাব। কিন্তু যখনই কোন পক্ষকে সৎ ও কোন পক্ষকে অসৎ বলা যায় তখনই মতভেদ আসিয়া যায়। এখানে তৃতীয় পক্ষ যখন আসেন, তখন মানবের পশুর-ভাগের বিচার নিয়েই আসেন। কারণ, তাঁরা মনে মনে জানেন, দুই পক্ষই অসৎ অতএব নিজের সুবিধা দেখাই শ্রেয়ঃ। যাঁরা বলেন,—আমরা এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি ও-পক্ষ অসৎ, আবার যারা বলেন,—আমাদের মিল করিয়ে দাও, তাঁরাও

নিজের নিশ্চয়ই অসৎ। কারণ অসৎ না হ'লে অসতের সঙ্গে মিলতে চাইবে কেন? মহাপ্রভু ত' অসৎকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন। যদি নিজেদের সৎ বলতে চা'ন, তা' হ'লে যা'দের সঙ্গে মিলতে চা'ন তা'দেরও সৎ বলতে হ'বে। কারণ সৎ জেনে' সঙ্গ করতে চাইলেই তা'কে সৎ বলা যায়। Like draws like অথবা "সমশীলা ভজন্তি বৈ" প্রভৃতি বাক্যেও এই কথাই প্রমাণিত হয়।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে অসৎসঙ্গ-ত্যাগ একটিই মূল। একথাটি সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু তবুও ব্যবহারিক জগতের একটা শিষ্টাচার বা চক্ষুলজ্জা ত' আছে, এটাও মানেন। কাজেই যদি একজন পাষণ্ড কাছে আসিয়া বসে, তখন শাস্ত্র যদিও তৎসঙ্গ ত্যাগের বিধি দিলেন এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বললেন "ভক্তিবিনোদ (সেবক) না সম্ভাষে তা'রে, থাকে সদা মৌন ধরি" এই আচার পালন না করে' শিষ্টাচার বা চক্ষুলজ্জার সম্মান করলাম। যখনই অসৎসঙ্গ-ত্যাগ শিষ্টাচারের দুর্ব্বলতা আসছে, তখনই জানতে হ'বে সেখানে হৃদয়ে অসতের আধিপত্য বা প্রাবল্য আছে নতুবা সমস্বর হ'লে একটা কথা আসতেই পারে না; সৎ অসৎএর সঙ্গে মিলতে পারে না। ন্যূনাধিক অসৎ তা'র নিশ্চয়ই তা'র হৃদয়ে আছে। শাস্ত্র মহাজন ও গুরুবাক্যকে স্বীকার ক'রেও শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য থাকলে তাহার কারণ অনুসন্ধানে নিজের হৃদয়ে অসৎএর অবস্থান ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যা'বে না।

সাধুসঙ্গ করলে তা'র একটা ফল পাওয়া যা'বেই। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভাগবতের ভাষায় সাধুসঙ্গের ফল ব'লেছেন—সাধুসঙ্গে 'যাসনার্দ্দন-তীব্ররতিরাসে' উপস্থিত হয় হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে। কেবল রতি বলেননি' তীব্র রতি, আবার রাস কথাটি বলেছেন। এতটা রতি যে, কিছুতেই ছাড়ে না: সেটা লোক দেখান নয়। আর সে রতিরাস কি রকম—যাসনার্দ্দন অর্থাৎ যত প্রকার বাসন বা অনর্থ বা অসৎসঙ্গ আছে তা'কে অর্দ্দিত, দলিত বা ছিন্ন করে যায়। আমরা কেবল পক্ষাপক্ষ দেখি। মনে হয় সৎপক্ষে থেকে' সাধুকে কৃতার্থ করছি কারণ লোক বেশী করে' দিয়েছি। কিন্তু সাধু দলবৃদ্ধি দেখেন না, লোকসংখ্যা দেখেন না, তিনি দেখেন কোন্ আত্মা বিকশিত হচ্ছে—কোন্ আত্মা জাগ্রত হচ্ছে—কৃষ্ণ-পাদপদ্মে অঞ্জলির যোগ্য হচ্ছে। তিনি দেখেসংখ্যা বা হোম্‌রা চোম্‌রা বা ডিক্রিধারী ইত্যাদি চা'ন না, তিনি দেখেন কোন্ আত্মা নিখুঁত, আর্ত্ত ও বিকাশোন্মুখ। যিনি আর্ত্ত তিনিই সাধুকে বরণ করেন। সাধুর কাছে পক্ষাপক্ষের বিচার নাই। দুনিয়ার লোককে তিনি গ্রাহ্য করেন না। শ্রীল প্রভুপাদের কথা—"দুনিয়ার সকল লোক, এমন কি, যাহারা আমার নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি একে একে সকলে চলিয়া যান, তথাপি আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণের তলে দাঁড়াইয়া অকৈতব বাস্তব-সত্যের বাণী ইহ জগতে অবস্থানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিতে বিরত হইব না।"

সত্য একথাও ঐ তৎসৎ। অনিত্য বা পরিবর্ত্তনশীল বস্তু সৎ নয়। সাধু তীব্র কথা বলে' আমাদের মাংসদৃক্‌কে দর্শনে, লোক বেশী যেখানে সেখানেই সত্য, ইত্যাদি বিচারের সত্যদর্শন দূরে করান। যেখানে লোকসংখ্যা বা আভিজাত্য বা পাণ্ডিত্য বেশী সেখানে সৎএর অনুসন্ধান করতে হবে না, যেখানে সৎএর বিলাস আছে সেখানেই সৎ—সেখানে লোক বেশী থাক, আর না থাক। প্রভুপাদের অপ্রকটের পর একদল কৃষ্ণের বিলাস মুখে স্বীকার কর্চ্ছেন কিন্তু নিজেরাই ভোগী সেজে' বসছেন। আর একদল বলেন বিলাস বা ভোগ একমাত্র কৃষ্ণেরই আছে। তা'রা বলছেন, যত কিছু হোক না কেন কৃষ্ণের বিলাস ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করব না। কিন্তু আগের পক্ষ বলছেন ওটা ত' ওদের কথা নয়, ওটা আমাদেরই কথা; এই বলে আর একদলকে আকর্ষণ কর্চ্ছেন। উপায় কি? উপায় কৃষ্ণ-কৃপা। বাদ, জল্প, বিতণ্ডা ইত্যাদি যা কিছু তা'রা কর্চ্ছে সেটা অপর পক্ষের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এখন আমরা কি করব? জিগীষার ভাব ছেড়ে' দিয়ে কোন্ দিক্ থেকে কৃষ্ণের প্রেরণা বেশী পাওয়া যায় সেইটি উপলব্ধি করতে হ'বে, সরল নিষ্কপট হ'লে সেটি পাওয়া যায়। শাস্ত্র বলছেন মহাভাগবতের সেবা দ্বারা যাসনার্দ্দন অর্থাৎ অনর্থধ্বংসকারী তীব্ররতি উদিত হয়। এতদিন প্রভুপাদের সেবা করবার অভিনয় ক'রে আমাদের অবস্থাটা কি? দেহারামিতা, গেহারামিতা যাচ্ছে না—তা'হ'লে কি বুঝতে হবে? তিনটি সমস্যা এসে দাঁড়ায়। হয় প্রভুপাদ মহাভাগবত ন'ন্ অথবা শাস্ত্র সত্য নয় অথবা আমার নিজের ত্রুটি। প্রভুপাদ ঠিকই

আছেন—মহাভাগবতের মহাভাগবতরই আছেন। শাস্ত্র ঠিকই আছেন। সৎও ঠিকই আছেন, তবে যোগমায়া সমাবৃত আছেন, তুমি মায়ার জাল ছেদ ক'রে তাঁর কৃপা নিতে পার নাই। এইখানেই কপাল বা সুকৃতি বড়। মহা-ভাগবতের কাছে আসবার অভিনয় ক'রেও লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কপটতা এসে যায়। সৎসঙ্গ করতে হ'লে অকপট ক্রন্দন করতে হ'বে। আর্ত্তি জানাতে হ'বে। সৎএর কৃপা না হ'লে কৃষ্ণ-কৃপা হ'বে না।

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথম্ সহতে তদ্বিগর্হাম্॥

সতের নিন্দা সবচেয়ে বেশী অপরাধ। কেন? যিনি নামের খ্যাতি বা মহিমা প্রচার বা বিস্তার বা প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহার নিন্দা নাম কি ক'রে সহ্য করবেন? কৃষ্ণের কাছে—এমন কি নামের কাছে অপরাধ করে'ও রক্ষা পাওয়া যায় সাধুর কৃপায়। কিন্তু যদি সাধুকেই গর্হণ করি, কেটে' ফেলি অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদী হই, তবে রক্ষা ক'রবেন কে? সাধুতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস অটুট থাকা চাই। যদিও সৎ ও অসৎ বিচার করে' উঠতে পারি না, তবুও সাধুর কাছেই আর্ত্তি জানা'ব—কারণ আর উপায় কি আছে? "ক্ষমো স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্। ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥" এই বলে' নিজের গুরুদেবের কথা, 'সাধু না চিনিতে পারা' রূপ অনর্থের কথা সাধুর কাছেই জানা'ব। অনেকে বলেন—আর্ত্তি আমার আছে, কিন্তু পৃথিবীতে সাধু নাই। এটাও নির্ব্বিশেষবাদ। সাধু তাঁর কাছে উপস্থিত হলেও সে মনে করে, আমারই মত জীব। সাধু তাঁর কাছে শাস্ত্রবাণীর সাহায্যে নিজের মনগড়া একটা অবাস্তব কল্পনা মাত্র। সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তাহাই, যাহা বাস্তবতার নাই। প্রভুপাদের প্রকটকালে খুঁৎ ধরেছে, এখন বলছে নিখুঁৎ, এখন ভক্তি (?) করছে কারণ প্রভুপাদ এখন তাঁদের কাছে নির্ব্বিশেষ! তিনি কি করে' কৃষ্ণের বিলাসের সেবা করেন, সেদিকে দৃষ্টি নেই, কি করে' তাঁর দ্বারা আমাদের কিছু সুযোগ সুবিধা হ'বে এইদিকেই তাঁদের লক্ষ্য।

শাস্ত্র আলোচনা ক'রে অনেক সময় তা'র থেকে অনীহা হয়। শাস্ত্রে আছে অসদ্গুরু ত্যাগ করবে? কিন্তু গুরু ত্যাগ ত' কথা হয় না, লঘুত্যাগই হ'য়ে থাকে। পরম-হংসের পতন হয় না, ওটা সোণার পাথর-বাটির মত কথা। পতন অপরমহংসের। তার পতনই বা হবে কি, সে ত' পতিতই আছে। সে আর উঠ্‌ল কবে যে পতন হ'বে! সৎ ও অসৎএর উপলব্ধি না হওয়ায় এরূপ অসদ্‌বিচার উপস্থিত হয়। কে গুরুত্যাগ করবে? **গুরু না হ'লে লঘু ত্যাগ করা যায় না।** গুরুর চেয়েও গুরু তুমি হ'তে পেরে'ছ কি? নতুবা গুরুত্যাগ করবে কি করে'? অসতে যা'র অধিষ্ঠান রয়েছে, অসতে যা'র অভিনিবেশ রয়ে'ছে সে অসৎ ত্যাগ করতে পারে না। যদি গুরুর সহিত সমচিত্ত হও তবেই লঘুত্যাগ করতে পারবে। দীক্ষা, শিক্ষা, প্রাণ, বুদ্ধি, চেতন সবই সৎএর নিকট আত্মাহুতি দাও। যদি তাঁর সঙ্গে বিচার এক হয়ে' যায়, তবেই সৎ ও অসৎ জানা যা'বে। তা' না হ'লে কৃষ্ণভক্ত বিচার করতে করতে কৃষ্ণকেই বার দেওয়া হ'য়ে যা'বে। মায়াবাদী ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের বিচার কিছু কম করে না। মনন, বিচার ও নিদিধ্যাসন করতে করতে ব্রহ্মকেই অস্বীকার করে' বসে। তেমনি শাস্ত্র দ্বারা সৎ ও অসৎ নির্ণয় করতে গেয়ে' সাধু ও গুরুকেই (?)। ব্যবচ্ছেদ করতে বসে'ছে! ব্যবচ্ছেদ ক'রে তন্ন তন্ন করে' বাচিয়ে বাছিয়ে নে'ব কে অসৎ ও কে সৎ।

একমাত্র উপায় সাধুর নিকট কেঁদে কেঁদে জানান। প্রকৃত সাধু বঞ্চনাও করেন, যেমন বংশীদাস বাবাজী মহারাজ। তাঁর আচরণ দেখে', ভাগবত খুলে "অভ্যাদিশ-দ্যথা তস্মৈ।" শ্লোক পড়ে' তখনই একেবারে Laboratoryর test করে প্রমাণ করে' দিলাম, তাহলে' ইনি অসৎ। অথবা বলরাম রায়রামানন্দ বা পুণ্ডরীকের বৈরাগ্য বা ত্যাগ শঙ্করা-চার্য্যের চেয়ে কম। তা' হ'লে নির্ব্বিশেষবাদী হ'য়ে গেলাম। সাধু পাওয়া কষ্ট, একথা সত্য কিন্তু মহাপ্রভু তাহার ব্যবস্থাও করে'ছেন। "সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া। সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥" এসে কি করলেন? "**দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥**" 'এক ভাগবত বড় ভক্তিরস গ্রন্থ। আর ভাগবত বড় ভক্তিরস পাত্র।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঠিক এই কথাই বলেন—"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া। কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া॥" শ্রীচৈতন্যের কৃপা বৈষ্ণবপদছায়াই দান করেন। গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্তভাগবতের সাক্ষাৎকারই কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার। কারণ, কৃষ্ণের অধিকার নাই নিজেকে নিজে দিয়ে' দেবার। যদি মনে করি, আমি ত' কাঁদিয়া জানাইতে

চাই, কিন্তু নিখুঁত সাধু নাই ; তবে পোড়া কপাল জানতে হ'বে, কারণ এটা নির্ব্বিশেষবাদ। বাবাজীকে জানতে হ'লে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতে হ'বে। তাঁকে ব্যাখ্যেপ করতে যেতে হ'বে না, হংকার করতে হবে না। আমরা কলের অনুসরণকারী নই। আমরা বিকুর স্থিতির আরাধক—অনুগত। সাধুর নিকট হতে তৃণ ধারণ করতে হ'বে। কিন্তু মনে হয় আমিত ধারণ কচ্ছি, কিন্তু বৈষ্ণব ত' নাই। এরূপ নির্ব্বিশেষ বিচার যেন না আসে। যতই অনর্থগ্রস্ত হই না কেন, সবচেয়ে বড় অনর্থ সংশয় বা অবিশ্বাস যেন কখনও না আসে। সরল ও আর্ত্ত হ'লে প্রকৃত সত্য জানতে পারব, সৎ আমাকে তাঁর নিত্যসত্য পাদপদ্মে আকর্ষণ করবেন।

প্রতিবাদ

ঢাকা হইতে প্রকাশিত একখানা প্রাকৃতজন-পাঠ্য সাপ্তাহিক পত্রে 'শ্রীসুচীমুখ ভট্টাচার্য্য' নামক এক ব্যক্তি "মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব" নামক একটি সমালোচনা লিখিয়া যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে নানাপ্রকার প্রশ্ন ও সন্দেহের উদয় হয়। উক্ত প্রবন্ধের নিম্নে লিখিত আছে যে,—"মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে।" কিন্তু উক্ত পত্রের নবীন সম্পাদক কএক বৎসর পূর্ব্বে একখানি প্রাম্য ও হীনতাবর্জ্জিত সংবাদপত্রে এই জাতীয় এক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, "মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে"—এই উক্তিটির মধ্যে প্রকৃত সত্যের অপলাপ হইয়াছে এবং প্রবন্ধ-লেখকের নামটি দেখিয়াও মনে হয়, হয় ত' বা ইনি কোন এক প্রচ্ছন্ন নামধারী ব্যক্তি। এইরূপ অনুমান সত্য না হইলেও ইহা সত্য যে, উক্ত পত্রের লেখক অথবা সম্পাদক একজন অনুস্বার-বিসর্গের পণ্ডিত মাত্র, বস্তুতঃ শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রহস্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

'দাক্ষিণাত্যের 'মাধ্ব-সম্প্রদায়ের' সঙ্গে 'মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই'—এই উক্তিতে লেখকের অজ্ঞতাই অপরাধী। লেখক দাক্ষিণাত্যের একমাত্র 'তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়কেই' 'মাধ্ব-সম্প্রদায়' মনে করিয়াছেন। তিনি 'শ্রীমধ্বের বেদান্তভাষ্য' ও শ্রুতি, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতা-ভাষ্যাদি পাঠ করিলে কখনই এইরূপ অর্ব্বাচীন মত প্রকাশ করিতেন না যে, শ্রীমধ্ব "অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত" সমর্থন করেন নাই। তত্ত্ববাদিগণ 'অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত' সর্ব্বতোভাবে স্বীকার না করিতে পারেন; কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের বহু স্থানে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের' কথা পাওয়া যায়।

শ্রীমদানন্দতীর্থ নিত্যকৃষ্ণদাস জীবকুলকে কেবল-অভেদবাদরূপ পীড়া হইতে দূরে রাখিবার জন্য এবং ঔপচারিক ভেদবাদীর ছলনাময়ী দুর্গতি হইতে জীবকুলকে সতর্ক করিবার জন্য তাত্ত্বিক ভেদবাদ বা শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া শুদ্ধভেদের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য। শ্রীমন্মধ্বমতে ভেদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও অভেদপর শ্রুতির অবমাননা হয় নাই; কেননা শুদ্ধদ্বৈতবাদে যে অভেদপর শ্রুতির সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে এইরূপ আভাসই প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালায়' বলিয়াছেন, —"শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভেদকে 'নিত্য' বলিয়া স্থাপন করায় অচিন্ত্যভেদাভেদমতই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে।"

"তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদিষু জীবস্য পরেণাভেদঃ প্রতীয়তে। 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং', 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদিষু ভেদঃ। অত উচ্যতে ভিন্নোঽচিন্ত্যঃ পরমো জীব-সঙ্ঘাৎ পূর্ণঃ পরো, জীব-সঙ্ঘো হ্যপূর্ণঃ। * * 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইতি ভবিষ্যপুরাণে চ—'ভিন্না জীবাঃ পরো ভিন্নস্তথাপি জ্ঞানরূপতঃ। প্রোচ্যতে ব্রহ্মরূপেণ বেদবাদেষু সর্ব্বশঃ॥' ইতি॥" (মধ্বভাষ্য ২।৩।২৮-২৯)।

'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮।৭), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ আঃ ১।৪।১০) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে পরতত্ত্বের সহিত জীবাত্মার অভেদ প্রতীত হয়। আবার 'নিত্যো নিত্যানাং,' চেতনশ্চেতনানাং' (কঠ ২।২।১৩ ও শ্বেঃ ৬।১৩), 'দ্বাসুপর্ণা' (মুঃ ৩।১, শ্বেঃ ৪।৬) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য-দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এই প্রকার বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যের সমাধান কি প্রকারে হইতে

পারে, তন্নিমিত্ত বলিতেছেন,—অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব বিষ্ণু জীব-সমূহ হইতে ভিন্ন। পরমতত্ত্ব—পূর্ণ এবং জীব—অপূর্ণ অর্থাৎ খণ্ডচেতন। অতএব 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছাঃ ৩।১৪।১) প্রভৃতি অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি বাক্যের সমাধান এই প্রকার যথা, ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—জীবসকল ভিন্ন, পরতত্ত্ব ভিন্ন, উভয়েই চেতন অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বেদে সর্ব্বত্রই তত্তদ্ভয়ের একত্ব বা জীবকে ব্রহ্মস্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অগ্নিং ব্রাহ্মণবক্ত্রং বদন্তি কবয়ঃ পূর্ণেন্দুবিম্বং মুখং
নীলেন্দীবরমীক্ষণং কুচতটং মেরুং করং পল্লবম্।
আহার্য্যভ্রমতো ভবেৎ পুনরিহ ভেদেঽপ্যভেদা মতিঃ
কর্ত্তব্যা গতিরীদৃশী খলু তথা ব্রহ্মাহমস্মি শ্রুতেঃ॥

কবিগণ ব্রাহ্মণবটুকে—অগ্নি, বদনমণ্ডলকে—পূর্ণচন্দ্রবিম্ব, চক্ষুকে—নীলপদ্ম, কুচতটকে—মেরু এবং করকে—পল্লব বলিয়া থাকেন; কেন না, আহার্য্যভ্রম অর্থাৎ কাল্পনিক ভ্রম-বশতঃ অগ্নি ও ব্রাহ্মণটুতে ভেদ-সত্ত্বেও সাদৃশ্য-ঐক্য বোধে প্রথমা ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ ১।৪।১০) প্রভৃতি শ্রুতিতেও 'ব্রহ্ম' ও 'অহং'—যে জীব, ইঁহাদের নিত্য-ভেদ সত্ত্বেও প্রাদেশিক—সাদৃশ্য-বশতঃ অভেদমতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রথমার ব্যবহার হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই, ব্রহ্ম ও জীবে নিত্যভেদ আছে। চিজ্জাতিত্বে ঐক্যবশতঃ এক দেহে অভেদ থাকায় 'অহং' ও 'ব্রহ্ম'—এই উভয় পদে প্রথমা বিভক্তির ব্যবহারে দোষ নাই।

একদিকে যেমন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ভেদ অভেদ উভয় থাকায় শ্রুতিকে নিত্যরূপে (ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদীর ন্যায় ব্যবহারিক রূপে নহে) গ্রহণ ও সম্মান করিয়া প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকার করিয়াছেন, অপরদিকে তেমন সনাতন পুরুষ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তমধ্যে নিত্যভেদবাদেরই প্রাবল্য প্রদর্শন করিয়া মধ্বমতকেই অঙ্গীকারপূর্ব্বক উহাকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আকার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত 'ব্রহ্মতর্কে'র বাক্যে "অচিন্ত্য" ও "ভেদাভেদ" শব্দের প্রয়োগ আছে—

অবয়বাবয়বানাং চ গুণানাং গুণিনস্তথা।
শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়ায়াস্তদ্বতস্তথা॥
স্বরূপাংশাংশিনোশ্চৈব নিত্যাভেদো জনার্দ্দনে।
জীবস্বরূপেষু তথা তস্যৈব প্রকৃতাবপি॥
চিদ্রূপায়ামতোঽনংশা অগুণা অক্রিয়া ইতি।
হীনা অবয়বৈশ্চেতি কথ্যন্তে তু স্বভেদতঃ॥
পৃথক্‌গুণাস্তদ্ভাবাচ্চ নিত্যত্বাদুভয়োরপি।
বিকোরচিন্ত্যশক্তেশ্চ সর্ব্বং সম্ভবতি ধ্রুবম্॥
ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্তাব্যক্তিবিশেষণম্।
ভাবাভাববিশেষেণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ॥
বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদ্বদেব তু।
সর্ব্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্ দৃশ্যতে পরমেশ্বরে॥
তদ্বচ্চৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তথাত্রাপি হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ॥
কার্য্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনা। ইতি—
(ব্রহ্মতর্কে)

—জনার্দ্দনে অবয়বী ও অবয়বসমূহ, গুণী ও গুণসমূহ, শক্তিমান্ ও শক্তি, ক্রিয়াবান্ ও ক্রিয়া এবং অংশী ও স্বরূপাংশ—ইহাদের পরস্পর নিত্য অভেদ বর্ত্তমান। জীব-স্বরূপসমূহ এবং চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও (ঐ সকল বিষয়ে) ঐরূপ অভেদ রহিয়াছে। অতএব অভেদহেতু (অংশ প্রভৃতির সহিত অংশিপ্রভৃতির অভেদহেতু), গুণাদির পৃথক্ অবস্থানের (গুণিপ্রভৃতি হইতে গুণপ্রভৃতির পৃথক্ অব-স্থানের) অভাবহেতু এবং অংশিপ্রভৃতি ও অংশপ্রভৃতি—এই উভয়ের নিত্যত্বহেতু তাহারা (অংশিপ্রভৃতি) অনংশ, অগুণ, অক্রিয় ও অবয়বহীনরূপে কথিত হয়। আর বিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তিত্ব-নিবন্ধন এই সমস্তই সম্ভব। ক্রিয়াদির নিত্যত্ব, প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্রূপেই সিদ্ধ হয়। অচিন্ত্যশক্তিত্ব-নিবন্ধন পরমেশ্বরে সমস্তই সম্ভব। আর তাঁহার শক্তিহেতুই জীবসমূহে ও চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও (তত্তদ্‌বিষয়গত) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান; যেহেতু অত্র (তত্তদ্‌বিষয়ে) ভেদ ও অভেদ—উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্তকারণব্যতীত কার্য্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞাতব্য।

বিরহ-মহোৎসব

পুরুষোত্তমে—গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও অহৈতুকী কৃপায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস-কুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৪ শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব পুরী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গমঠে সংকীর্তনমুখে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে মঠস্থ সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের মন্দির, শ্রীমন্দির ও শ্রীগোবর্ধনাভিমুখে চটক পর্বত পরিক্রমান্তে যাবতীয় শ্রবণ-সদনে কিছুক্ষণ গুরুবন্দনা পঞ্চতত্ত্ব ও গুরুবর্গের বিরহগীতি কীর্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারীজী শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী পাঠ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও মালিকাদির দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি কতিপয় মঠসেবক খোরসান ষ্টেটের রাজা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেও মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের 'মহিমা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাভঙ্গে সমবেত শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

মাদ্রাজে—গত ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর শ্রীমাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-তিথি-মহোৎসব শ্রবণ-কীর্তনাদি-মুখে অতীব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

৩০শে ডিসেম্বর তারিখে মঠের সেবকবৃন্দ সারাদিন পাঠ, কীর্তন, ইষ্টগোষ্ঠি, শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী-পারায়ণ ও বিভিন্ন মহাজন পদাবলী সংকীর্তন প্রভৃতি বিবিধ সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকেন। ইষ্টগোষ্ঠিতে শ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্য চরিত্র ও ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে আলোচনা হয়। তৎপর দিবস ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্রাহ্ম মুহূর্ত হইতে গুরুবন্দনাদির পর প্রাতঃ ৭॥টার সময় মঠ হইতে এক বিরাট নগর-সংকীর্তন বহির্গত হইয়া বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করত বেলা প্রায় ১০॥ টার সময় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। সংকীর্তন-মণ্ডলীতে সহরবাসী বহু ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর ভোগারাত্রিকান্তে বেলা ৩ ঘটিকা পর্যন্ত প্রায় সহস্রাধিক সজ্জন ও দরিদ্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বৈকাল ৫॥ ঘটিকার সময় মঠের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-হলে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। স্বনাম-বিখ্যাত স্থানীয় জেওয়ান বাহাদুর কে. এস্., রামস্বামী শাস্ত্রিয়ার মহোদয় সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং মাদ্রাজস্থ লয়লা কলেজের অধ্যাপক এল্., এন্., গোবিন্দ রাজন্, শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাথম্ প্রভু ও শ্রীযুক্ত সি, ভি, কৃষ্ণ স্বামী আইয়ার মহাশয় বক্তৃতা করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীগুরুবন্দনা ও শ্রীগুর্ষ্টক কীর্তন করা হয় এবং মঠের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্য জীবনী ও দানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুস্তিকা পাঠ ও সকলকে বিতরণ করা হয়। সভাপতি মহোদয় এবং অন্যান্য বক্তৃগণ শ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্য পূত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জলভাবে সভাস্থ সকলকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক আগমন করিয়াছিলেন। সভা-ভঙ্গ হইলে সভাস্থ সকলকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবটি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শক্তিসঞ্চারে আশাতীতভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

হরিদ্বারে—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ৩য় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শুভেচ্ছায় গত ৩০শে ডিসেম্বর হরিদ্বার শ্রীদারবত গৌড়ীয়মঠে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্তনান্তে মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ও কাঙ্গালীগণকে চতুর্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' ইত্যাদি বিরহগীতি কীর্তনান্তে শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ-লীলা পাঠ করা হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত কাশী, গয়া, প্রয়াগ, রেঙ্গুন প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব সংকীর্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

The members of Sri Gaudiya Math, Madras, celebrated yesterday the Third disappearance Anniversary of Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, Founder and President-Acharya of Gaudiya mission.

After the usual aratrikam in the morning there was a procession. In the evening, a public meeting was held. After a devotional song sung by Srimad Rebati Ramana Brahmachary, an address of Homage to Srimad Saraswati Goswami was read by Sripad Narottamananda.

Messrs. L. N. Govindarajan, V. Jagannatham Pantulu and C. V. Krishnaswami Aiyer spoke on the service rendered by Lord Chaitanya to India and the services of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami in the cause of religion.

Dewan Bahadur K. S. Ramaswami Sastri, who presided, laid stress on the importance of Bhakti and said it was the root of all spiritual culture.

With a vote of thanks proposed by Mr. M. Subramania Aiyar and aratrikam and distribution of prasadam, the function terminated.

—*The Hindu, Monday January*, 1940

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বিভিন্ন স্থানে প্রচার

রেঙ্গুণে—গত ৩।১২।৩৯ তারিখে রেঙ্গুণ মাণ্ডিপ্লেণ্ট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ তদীয় ভবনে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় হইতে পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধভঞ্জন-প্রসঙ্গ ও তৎসম্বন্ধে পণ্ডিত জীবের প্রতি বৈষ্ণব ঠাকুর, শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও ভগবানের অহৈতুকী করুণা-বিতরণের বিষয় আলোচনা ও কীর্ত্তন করেন। "কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়। ভাগবতাদি সব শাস্ত্রে কৈল দৃঢ়॥" "সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্। বিঘ্নসংঘৈস্তু ভক্তানাং পরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥" "এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়। ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥" এইরূপে মুকুন্দশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল আচার্যদেবের মহিমা ও তাঁহার চরণে শরণাগতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তিত হয়।

গত ১০।১২।৩৯ তারিখে রেঙ্গুণ টাউনের পুনাবস্তি নামক পল্লীতে ডাঃ শ্রীযুক্ত জে, আর, পালিত মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার ভবনে রেঙ্গুণ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য, ৪র্থ অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধুরাযাত্রাচ্ছলে রামকেলীগমন, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মহোৎসবে যোগদানকারী ভক্তবৃন্দের মহিমা প্রভৃতি প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীগুরুপ্রসাদজ, বৈষ্ণবপ্রসাদজ ও ভগবৎপ্রসাদজ কৃপার বিষয় আলোচিত হয়।

গত ১১।১২।৩৯ তারিখে রেঙ্গুণ, ২৯১নং স্পার্ক্ ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দত্ত মহাশয়ের সাদর আহ্বানে রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ তাঁহার ভবনে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায় হইতে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু অচ্যুতানন্দ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর নিকট ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু-কর্ত্তৃক শিশু হইলেও মহাভাগবতজ্ঞানে তৎপ্রতি আদর ও বন্দনাদি-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয় যে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য পাদপদ্মের প্রতিষ্ঠাপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন ও তাঁহার আদরকারীর মঙ্গল এবং তাঁহাতে অনাদরকারীর বহুবিধ মায়িক দুর্গতি লাভ হইয়া থাকে। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ নরনারায়ণ প্রভু মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। পাঠে বহু সজ্জন পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৭।১২।৩৯ তারিখে রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পোষ্ট-মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দে মহাশয়ের ক্রকাং ষ্ট্রীটস্থিত বাসভবনে একটি সজ্জনসমিতি-সভায় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

নদীয়ায়—পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগত সেবক শ্রীপাদ ঈশানপ্রভু-দাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভু গত ২০শে ডিসেম্বর নদীয়া জেলার অন্তর্গত মহাজনপুর গ্রামে বহু শিক্ষিত সজ্জনসমিতি সভায় শ্রীযুক্ত নীলরতন মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়ার বৈশিষ্ট্য

জীবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

মসুলিপট্টমে—গত ২২শে ডিসেম্বর (১৯৩৯) কলুর গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত মসুলিপট্টম নামক স্থানের টাউন হলে একটি সভায় মিঃ এ, কে, রামচন্দ্র আয়ার মহোদয়ের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন। ২৪-২৬শে তারিখ পর্য্যন্তও তাঁহারা স্থানীয় শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পূর্ব্ববঙ্গে—গত ৬ই ও ৭ই জানুয়ারী বিক্রমপুরের অন্তর্গত আব্দুল্লাপুর, পাইকপাড়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ৬ই জানুয়ারী সন্ধ্যার পর আব্দুল্লাপুর 'মণ্ডল বাড়ী'র সুবৃহৎ নাটমন্দিরে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, "সেবাধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ-বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে জীবসেবা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা প্রভৃতি উক্তিগুলি যে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতঃ-প্রসূত, তাহা বক্তা বহু যুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করেন। গণতন্ত্রিকতার সাধারণ ভ্রম অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণ-স্মৃতীর্থ মহোদয় তৎপর দিবস উক্ত নাট্য মন্দিরে একটী মহতী সভায় প্রথমতঃ 'শুদ্ধভক্তি ও প্রেম' সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১৪শ অঃ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীধামে বিশিষ্ট দর্শক

গত ২৬শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার চাঁদা লক্ষ্মীনারায়ণ কটন্ মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট ও ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মতুল চন্দ্র সেন এম্-এল্-এ মহোদয় তদীয় সহধর্ম্মিণী সহ শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনার্থ গমন করেন। তিনি গৌড়ীয় মিশনের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ও গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয়ের ও মঠবাসী ভক্তগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করেন।

তৎপর দিবস কলিকাতা হাইকোর্টের জজ্ শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীধামে আগমনপূর্ব্বক শ্রীধামমায়াপুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহোদয় ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীধামমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন।

অধাম-প্রাপ্তি

অনেক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—গত ১৪ই পৌষ, ৩০শে ডিসেম্বর শনিবার শ্রীল জাহ্নবাদেবীর বিরহতিথিতে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে বাঁকুড়া, গোলোকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় অধামে গমন করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

গৌড়ীয়, ১৮শ খণ্ড, ১১শ-১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম' প্রবন্ধে (২৪১ পৃঃ) ২য় স্তম্ভের ২য় পংক্তিতে 'দীক্ষা' স্থানে 'সন্ন্যাস'; ঐ ২৪২ পৃঃ, ১ম স্তম্ভ, ২য় অনুচ্ছেদে 'প্রত্যেক আচার্য্যই……ক'রেছেন।' স্থলে 'প্রত্যেক আচার্য্যই বেদান্তের অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, দশটি উপনিষদ্‌ভাষ্য, মহাভারতান্তর্গত শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য ও গীতাভাষ্য—এই চারিটি ভাষ্য ক'রেছেন।' এবং ঐ অনুচ্ছেদে ৪র্থ পংক্তিতে 'বাদরায়ণসূত্র বা কথাধারাই' স্থলে 'বাদরায়ণসূত্রের শ্রীব্যাস লিখিত কথা ধারাই' এরূপ পাঠ হইবে। ২৪২ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ, ৫ম পংক্তিতে 'স্বাম্নায়ত' শব্দের পূর্ব্বে 'শ্রীব্যাসতীর্থের' পদ বসিবে। ২৪৩ পৃঃ, ১ম স্তম্ভ, ১০ম পংক্তিতে 'ব্রাহ্মণকুলে' পদের পূর্ব্বে 'কর্ণাট' শব্দ বসিবে। ঐ, ঐ, ১২শ পংক্তিতে 'তৃণগুচ্ছ' পদের পূর্ব্বে 'ব্রহ্মের' এবং ঐ, ঐ, ১৩শ পংক্তিতে 'এরূপ' স্থলে 'প্রাকৃত' শব্দ বসিবে। ঐ, ২য় স্তম্ভ, ৬ষ্ঠ পংক্তিতে 'কেবল' স্থলে 'হেয়' শব্দ, ১১শ পংক্তিতে 'প্রায়' শব্দের পূর্ব্বে 'অধুনা' শব্দ বসিবে এবং ১১-১২শ পংক্তিতে 'তিন কোটি লোককে শিষ্য ক'রেছেন' স্থলে 'তিন কোটি লোক নিজেদের মাঝে ব'লে পরিচয় দিচ্ছেন।' পাঠ হইবে। ২৪৩ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ, ১৬শ পংক্তিতে 'যুক্তিতর্কে'র পূর্ব্বে 'শাস্ত্র' শব্দ বসিবে এবং ১৯শ পংক্তিতে 'জীবজাতীয়া' স্থলে 'জীবকোটি' হইবে।

গৌড়ীয়, ১১-১৮শ সং, ২৪৫ পৃঃ, ১ম স্তম্ভ, ২৩শ পংক্তিতে 'উত্তররাঢ়ী' শব্দের স্থলে 'উত্তররাঢ়ী' হইবে এবং ঐ, ঐ, ২৫শ পংক্তিতে 'পূজারিগণ' স্থলে 'পূজারীগণ' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৬ই মাঘ, ১৩৬৬; ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪০ | ২৫শ সংখ্যা

অষ্টাদশ বর্ষার্দ্ধের পুনরাবৃত্তি

'গৌড়ীয়ে'র অষ্টাদশ বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধ অদ্য পূর্ণ হইল। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়'মুখ-পত্রের দ্বারা দিয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের তথা বহির্জগতের আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের শুভবিধানের যে চেষ্টা করিতেন—যে সকল মর্ম্মান্তিক সত্যবাক্য কীর্ত্তন করিয়া আমাদের অনর্থ-ব্যাধি অপনোদন করিবার প্রযত্ন করিতেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রেষ্ঠত্ব ও অনুগত্যবসম্প্রদায় প্রথম ও দ্বিতীয় দুই পর্য্যায়ে আপনা-দিগকে বিভক্ত করিয়া সেই "গৌড়ীয়ে"র কণ্ঠরোধ করিবার জন্য বহু অপচেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন নাই। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই 'গৌড়ীয়ে'র বিরুদ্ধবাদী হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের অকৈতব-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তি গৌড়ীয়ের প্রচার-প্রসঙ্গের স্তম্ভে কেবল স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠা-সম্ভার অনুসন্ধান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন। উহা না দেখিতে পাইলেই রুষ্ট হইতেন, শ্রেয়ের উপদেশ কোনও দিনই গৌড়ীয়ের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া অকৈতব মঙ্গল-বরণে ইচ্ছুক ছিলেন না। এমন কি, কেহ কেহ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার এই মুখ-পত্রটীর পত্র উন্মোচন করিতেও জাড্য বোধ করিতেন। ইহারাই ভগবদ্বিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আচার্য্য ও বৈষ্ণববিদ্বেষী দলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য কতকগুলি কোমলশ্রদ্ধ অন্তর্হিলাষী ব্যক্তিও সঙ্গদোষে বঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই ইহাদের একটী ধারণা প্রবল ছিল যে এবং এই ধারণার মধ্যে একটা সত্যও নিহিত ছিল যে, শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের দ্বারাই গৌড়ীয়ের স্তম্ভে পল্লবিত ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। এজন্য তথাকথিত প্রচ্ছন্ন মৎসর আচার্য্যবিরোধী দল, যাহারা দুইটি স্পষ্ট আচার্য্য-

বিরোধী দলরূপে বর্ত্তমানে প্রকাশিত হইয়া সাযুজ্য-লাভ করিয়াছে, তাহারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই 'গৌড়ীয়'-পাঠে বিমুখ ছিলেন। "গৌড়ীয়" লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার অনুমোদন করেন না, "পন্থানীতি", "বদিগ্-বৃত্তি" প্রভৃতির প্রশ্রয় প্রদান করেন না, বরং সুতীব্র সমালোচনার দ্বারা ঐসকল কুবৃত্তিগুলির মূল উৎপাটন করিবার চেষ্টা করেন, ইহাই গৌড়ীয়বিরোধী দলের ক্ষোভের কারণ।

এই সকল প্রচ্ছন্ন গৌড়ীয়বিরোধী দল যে পরিণামে স্পষ্ট গৌড়ীয়বিরোধী দলে পরিণত হইবে, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বহু পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পত্রাবলী, বক্তৃতাবলী ও উপদেশাবলীর বহু স্থানে আমাদিগকে "গৌড়ীয়"-পাঠ করিয়া সকল-বরণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের দুর্দ্দৈব এমন বিচার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে যে, গৌড়ীয়ের যে-সকল কথা বা সিদ্ধান্ত, তাহা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও গৌড়ীয়-সম্পাদকেরই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা অভিমত!

এইরূপ দুর্দ্দৈবতার দৃষ্টিতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতে যে সকল ব্যক্তি 'গৌড়ীয়'কে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই বর্ত্তমানে স্পষ্ট 'গৌড়ীয়'-বিরোধিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই শ্রেণীর লোকের যুক্তির মধ্যে বহুপ্রকার অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। ইহারা বলেন,—'গৌড়ীয়ে' তাঁহাদের যে সকল ব্যক্তিগত প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই শ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদিত, আর যে সকল আত্মমঙ্গলকর উপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অপরের সিদ্ধান্ত! এমন কি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যেসকল প্রবন্ধ স্বয়ং স্বহস্তে সংশোধন, সংবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন, স্বয়ং যেসকল প্রবন্ধ স্বহস্তে অথবা তাঁহার "গণেশে"র দ্বারা স্বয়ং লেখাইয়াছেন, সেই সকল প্রবন্ধকে ঐ সকল ব্যক্তি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, অথবা স্বীকার করিবার মৌখিক অভিনয় করিলেও উহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া অন্তরে ঐ সিদ্ধান্তকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছি যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের রচিত এমন অনেক প্রবন্ধ এবং তাঁহার লিখিত অনেক সিদ্ধান্ত আছে, যাহা একমাত্র তাঁহার "গণেশ" ব্যতীত মিশনের অন্য কোনও ব্যক্তি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় আমরা এই সার্দ্ধ একযুগকাল (১৮ বৎসর) 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদকতা করিবার সৌভাগ্য লাভ এবং তজ্জন্য গৌরব অনুভব করিলেও ইহা অকপটে বলিতে বাধ্য হইব যে, শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টপর সিদ্ধান্তসমূহ এবং তাঁহার প্রবন্ধাবলীর তাৎপর্য্য একমাত্র শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায়-ই আমরা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি এবং তাঁহার কৃপা ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট ও অপ্রকটকালেও ঐ সকল বুঝিতে পারি নাই ও পারিব না; এবং ইহা স্পষ্টা করিয়া বলিতে পারিব যে, শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র "গণেশ" ব্যতীত সেই সকল 'ব্যাসকূট' আর কেহই ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অকপট আনুগত্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সেই সকল সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কেবল গৌড়ীয়-বিরোধিগণ বলেন, 'গৌড়ীয়' শ্রীল প্রভুপাদের "গণেশে"র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। সকলেই যখন গুরুদেবের নিত্যসূত্রে সতীর্থ-ভ্রাতা, তখন সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার আছে। 'পাঁচমিশালী' বা 'বারোয়ারী' সাধারণ সংবাদপত্র বা তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণের সাময়িক পত্রাদির ন্যায় ইহাতে অন্ততঃ সকল সতীর্থভ্রাতারই মনোধর্ম্ম বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার মতামত ও প্রতিধ্বনি প্রকাশিত হইবে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ইহার বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই একটি গল্প বলিতেন,—"তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ এই তিন সহোদর মনে করে যে, যখন তাহারা তিনজনই এক মাতাপিতার সন্তান, একই মাতাপিতার স্নেহে লালিত-পালিত, তখন তাহাদের প্রত্যেকেরই পিতার সম্পত্তিতে সমান অধিকার আছে। একজনের আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা বেশী হইবে, আর একজনের কম হইবে কেন?' সত্ত্বগুণেরই অধিক প্রতিষ্ঠা ও প্রাবল্য থাকিবে কেন? এইরূপ বিচার হইতেই 'ত্রিগুণসাম্যবাদ'রূপ নির্ব্বিশেষবাদের উদয় হয়। বিরজাতে এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা আছে। 'অচিন্মাত্রবাদী' বৌদ্ধ এই বিরজাতে লীন হয়। গৌড়পথের বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদিগণের ইহাই প্রয়োজন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ বলেন,—শুদ্ধসত্ত্বের

নিয়ামকত্বই এক্যেটিয়া। উহাতে কোনপ্রকার বিদ্বেষভাব বা তথাকথিত সাম্যাভাবমাত্র নাই। শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু রজঃ ও তমোগুণের দেবতা ব্রহ্মা ও রুদ্রের ন্যায় অন্যতম অংশীদার বা অন্যতম দেবতা নহেন। যাঁহারা ব্রহ্মা ও রুদ্রের ন্যায় বিষ্ণুকেও অন্যতম দেবতা বা অংশীদার মনে করেন, তাঁহারাই চিজ্জড়সমন্বয়বাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী। অতএব শুদ্ধসত্ত্বেরই সর্ব্বেশ্বরত্ব ও নিয়ামকত্ব একচেটিয়া। শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে' এই নীতি চিরকাল প্রবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র প্রবন্ধকালে এক-দিনের জন্যও শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে'র কোন প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত একমাত্র শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ব্যতীত গৌড়ীয়মিশনের কোন ব্যক্তির দ্বারা সংশোধন বা নিয়মন করিবার ভার প্রদান করেন নাই—একথা বেদের মত সত্য। একসময় প্রেরকের কোন এক ব্যক্তি গৌড়ীয়ের একটি প্রবন্ধের ভাষার সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখেই তাঁহার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি 'গৌড়ীয়ে'র কোনদিন থাকই থাকেন না, তিনি সে রাজ্যেরই লোক নহেন, তিনি ব্যবসায়ী, ব্যবসায় লইয়া থাকাই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক—এই কথা পুরীতে চটকপর্ব্বতে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের দুই বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।

আর একবার যখন শ্রীল প্রভুপাদ মথুরার 'শিবালয়' নামক ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ডা—র নিকট 'বৈষ্ণবস্মৃতি' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখাইয়া গৌড়ীয়-সম্পাদক ঢাকা হইতে আনাইয়াছিলেন। উহা শ্রীল প্রভুপাদকে 'শিবালয়ে' একদিন প্রাতঃকালে দেখাইলে তিনি ঐ প্রবন্ধটিকে তাঁহার waste-paper basketএর মধ্যে ফেলিয়া রাখেন। ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশিত না হইলে সন্ন্যাসী লেখকের মনঃ ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহা গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীল প্রভুপাদকে জানাইলে শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলেন যে, সম্পাদক মহাশয় যদি একান্ত ইচ্ছা করেন তবে ঐ প্রবন্ধটিকে সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করিয়া দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে পারেন।

গৌড়ীয়বিরোধিগণ বলেন,—'গৌড়ীয়'-লেখক নিষ্কিঞ্চন নহেন, আর তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন ও শরণাগত। এখানে বক্তব্য যে, 'গৌড়ীয়ে'র লেখক যেন কোন দিনই ইহা কল্পনাতেও অভিমান না করেন যে, 'গৌড়ীয়ে'র উপদেশগুলি তাঁহার নিজস্ব। 'গৌড়ীয়ে'র লেখক শ্রীগুরুবর্গের বাণী শ্রবণ-মুখেই 'গৌড়ীয়ে' অনুকীর্ত্তন করিয়া আত্মশোধন করিবার চেষ্টা করেন। কাজেই 'গৌড়ীয়ে'র প্রকৃত লেখক—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। "আমার লিখন যেন শুকের পঠন", 'আমি একটা বিকল যন্ত্র, শ্রীগুরুপাদপদ্মই যন্ত্রী'—এইরূপ বিচার সর্ব্বক্ষণ অকপটভাবে হৃদয়ে না থাকিলে শ্রীগুরুবর্গের করুণা-শক্তিতে সঞ্চারিত হওয়া যায় না। যাহারা 'কেনোপনিষদে'র শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া স্ব-স্ব শক্তির স্বতন্ত্রতা কল্পনাকরে, তাহাদেরই সংসর্গ হৃদয়ে ঐরূপ যুক্তিপ্রদর্শনচ্ছলে 'গৌড়ীয়ে'র কণ্ঠরোধ করিবার বা অপরকে সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার অধ্যবসায় দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, 'গৌড়ীয়ে'র এইসকল বিরোধী দলব্যক্তিরেক-ভাবে গৌড়ীয়ের ঐকান্তিকী সেবায় প্রেরণা দান করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহারা দূর হইতেই আমাদের প্রণম্য।

১৮শ বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধে ১ম সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাসলীলার বার্ত্তা ও তাঁহার এক-খানি আশীর্ব্বাদপত্র ক্রোড়ে লইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই বর্ষার্দ্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের কতকগুলি সুপ্রাচীন লুপ্তপ্রায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের চরিকথা, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের 'উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা', শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কতিপয় অমূল্য প্রবন্ধ, কতিপয় প্রশ্নোত্তরস্তম্ভ, বৈষ্ণবসঙ্ঘ-সমাজভিত্তির জন্য আহূত কতকগুলি বিশেষ শব্দের কথা; আধ্যা-ত্মিক-সম্প্রদায়ের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যচরিত-সাহিত্যের বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রতিবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদী সম্প্রদায়ের ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্বন্ধে মনোধর্ম্মপর সমালোচনার প্রতিবাদ, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে, ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠে, চট্টগ্রাম শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে ও শ্রীবিদ্যানিধির শ্রীপাটে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী, 'জিয়ড়নৃসিংহ' ও 'পানা-নৃসিংহক্ষেত্রে'র বিবরণ, "শ্রীমদ্ভাগবতই যে বেদান্তের 'অকৃত্রিম ভাষ্য'", শঙ্করাচার্য্যের প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ভাষ্য যে ব্যাসসম্মত ভাষ্য নহে, মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ ও নাস্তিক্যবাদ বলিবার যৌক্তিকতা এবং শাস্ত্র ও মহাজন-প্রমাণ, গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আধাক্ষিকগণের

হইবার নিয়ম প্রভৃতি অনেক বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ অষ্টাদশ বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধে প্রকাশিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই পূর্ব্বার্দ্ধের মধ্যে "শ্রীশ্রীগুরুপূজা", "শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব" ও "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহোৎসবে"র বিশেষ-সংখ্যা-দ্বয় প্রকাশিত হইয়াছেন।

১৮শ বর্ষারম্ভের পূর্ব্বাভিলাষে আমরা সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-পরিপূরকপ্রবর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্দামোদর গিরিমহারাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অকপট আনুগত্য, কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া নিত্যধাম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-সেবায় অধিকার ও বল প্রার্থনা করিতেছি।

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর কি জয়!

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কি জয়!

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু কি জয়!

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি জয়!

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী ঠাকুর কি জয়!

———

প্রতিবাদ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২৪শ সংখ্যার পর]

শ্রীমদ্ভগবদ্বিষ্ণু কবিকুলতিলক শ্রীবিল্বমঙ্গল পণ্ডিতাচার্য্যের পুত্র শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্যের বিরচিত 'সুভদ্রাবিজয়' মহাকাব্যের নবম সর্গে (৪১—৪৩শ) শ্লোক-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমদ্ভগবদাচার্য্য 'নবনবন'কেই স্বীয় ইষ্টরূপে বরণ করিয়া স্বীয় আরাধ্য বালকৃষ্ণ-নবনবনব-শ্রীমূর্ত্তি উদ্ভূপীস্থ শ্রীমধ্ব স্বীয় মঠে স্থাপন করেন,—

গোপিকাপ্রণয়িনঃ প্রিয়ঃ পতেরাকৃতিং দধদতিঃ শিলাময়ীম্।
নিত্যকৈঙ্করিচরূপৈর্জনাশ্রয়ে শোধয়ন্নিহ ততো ব্যগাদ্ধরম্॥

• • • •

মন্দহাস-বৃহদুন্দরা নঃ নন্দনন্দনমতীন্দ্রিয়াকৃতিম্।
সুন্দরং স ইহ সন্ন্যাসপদ্ধত্যামাকৃতি-তটিপ্রতিষ্ঠয়া॥

বৃহৎ গোপীচন্দন খণ্ড হইতে যে সুন্দরানন অতীন্দ্রিয়াকৃতি নন্দনন্দন বালকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীমূর্ত্তির এক হস্তে নবনীত, অপর হস্তে মন্থন রজ্জু সুতরাং এই শ্রীমূর্ত্তি 'নবনবনব' ব্যতীত অপর কেহই নহেন। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভগবদাচার্য্য 'দ্বাদশ স্তোত্রে'র অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায়ের রচনা সেই দিবস হইতেই সমাপ্ত করেন। বালকৃষ্ণ-শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহার 'দ্বাদশ-স্তোত্রে'র ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে রচনা আরম্ভ হয়, সেই ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি তাঁহার ইষ্টদেবের স্তবে বলিতেছেন,—

দেবকীনন্দন! নন্দকুমার! বৃন্দাবনাকন! গোকুলচন্দ্র!
কন্দর্পনাশন! সুন্দরস্বরূপ! নন্দিতগোকুল-বন্দিতপাদ॥

উদ্ভূপীতে এখনও যে অষ্টমঠাধিপতি সন্ন্যাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট নায়িকার অনুসরণে ভজন করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভগবদাচার্য্যের চরিত্র-লেখক মিঃ সি, এম্, পন্নাতাচারী এতৎপ্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The monks who take charge of Sri Krishna by rotation, are so many **Gopees of Brindavan**, who moved with and loved Sri Krishna with an indescribable intensity of feeling, and are taking rebirths now for the privilege of worshipping Him. These monks conduct themselves as if they are living and moving with Sri Krishna. • • • The Leelas of Sri Krishna are perpetuated in festivities distributed throughout the year, They dance before the Lord of love to the

tune of music, chanting the chapters of Dwadasa Stotram or other songs of an elevating Character. As the Chant proceeds, and the dance goes on, the hair stands on end, tears flow from the eyes and the brain is on fire with emotion. Some of the devotees more emotional than others swoon away, overpowered by memories of Sri Krishna's wonderful Leelas.

(Life and Teachings of Sri Madhwacharyya by C. M. Padmanavachari, Chapter XIII, p. 145).

তাৎপর্য্য—যে সকল সন্ন্যাসী পালাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের সেবা-ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের সেই গোপীবৃন্দ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুতীব্র ও অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ-বশতঃ তাঁহার নিত্য সহচরী ছিলেন; অধুনা তাঁহারাই তাঁহার সেবা-সুযোগ-লাভের জন্য পুনরায় প্রকটিত হইয়াছেন। এই সকল সন্ন্যাসিগণের আচরণে এইরূপ মনে হয়, যেন তাঁহারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থান ও বিচরণ করিতেছেন। * * * সংবৎসরব্যাপী বিভিন্ন উৎসবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলা নিত্যকাল স্মৃতিপথে জাগরূক করিতেছেন।

'দ্বাদশ-স্তোত্র' অথবা ভগবন্মহিমা-সূচক অন্য কোন স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তাঁহারা বাদ্যের তালে তালে প্রেমময় ভগবানের পুরোভাগে নৃত্য করিতে থাকেন। স্তোত্রপাঠ ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রোমাঞ্চ হয় এবং অশ্রুধারা বহিতে থাকে এবং তাঁহারা ভগবদ্ভাবে বিভাবিত হন। শ্রোতৃগণের মধ্যে যাঁহারা অধিক ভক্তিভাবপ্রবণ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র-লীলা স্মরণ করিতে করিতে বাহ্য-সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়েন।

"মাধ্বগৌড়ীয়বৈষ্ণব" প্রবন্ধ-লেখক শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-গণের 'ত্রিদণ্ড-ধারণ' ব্যাপারটি বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন। লেখকের নাম দেখিয়া মনে হয় তিনি একজন গৃহব্রত ব্যক্তি। গৃহব্রতের পক্ষে সন্ন্যাসিগণের সাম্প্রদায়িক রহস্য লইয়া সমালোচনা "আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের সমালোচনা"র ন্যায় অনধিকার-চর্চ্চা। তাঁহার প্রবন্ধে কতকগুলি অর্ব্বাচীনতা, মৎসরতা ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাসের বদ্হজম-করা কথা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি 'কায়মনোবাক্য' দণ্ডিত করিতে না পারায় ঐরূপ অসংযত প্রলাপসমূহ মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে তিন প্রকার ত্যাগিকুল দেখিতে পাওয়া যায়। রূপানুগীয় পন্থার মূলপুরুষ শ্রীল রূপপাদ 'উপদেশামৃতে'র প্রথম শ্লোকে—"যিনি বাক্য-বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর-বেগ, উপস্থ-বেগ—এই ষড়্বেগ দমন করিতে পারেন অর্থাৎ যিনি কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়া নিরন্তর হরিসেবাতৎপর তিনি জগদ্গুরু"—ইহা প্রতিপাদন করিয়া ত্রিদণ্ডেরই মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দীয় পন্থার মূলপুরুষ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইনি বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে গদাধরী শাখার মূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু। ইনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবার আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এই গদাধরের ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামে একজন শিষ্য ছিলেন, ইনি পরে পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া 'মাধবাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। এই মাধবাচার্য্যই বেদের পুরুষসূক্তের 'মঙ্গলভাষ্য' রচনা করিয়াছেন। শ্রীল যদুনন্দন দাস প্রভু মাধবাচার্য্যরচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐ পুরুষ-সূক্তের 'মঙ্গলভাষ্য' সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অপ্রকটের ৩১ দিবস পূর্ব্বে তাঁহার গুরুভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 'বল্লভ-দিগ্বিজয়' গ্রন্থে যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ী মাধবযতি ত্রিদণ্ডীর নিকট হইতে বিষ্ণুস্বামিমতানুসারী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ত্রিদণ্ডী মাধবাচার্য্যই লক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীবল্লভভট্ট মহোদয় আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'ত্রিদণ্ডি-মহাপ্রভু' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

সমালোচক লিখিয়াছেন,—"মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবের ত্রিদণ্ড-ধারণ কোন মতেই গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তবে কি ইহারা 'মনমুখী'? ইহারা ত্রিদণ্ড ধারণ বিষয়ে যে সমস্ত আচার্য্যগণের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র রামানুজ ছাড়া আর

কেহই ত্রিদণ্ডধারী ছিলেন না। এমন কি, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি অনেকেই চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ পর্য্যন্ত করেন নাই।"

এই সকল অর্ব্বাচীন উক্তির দ্বারা সম্প্রদায়-বৈষ্ণব-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে তথা পৃথিবীর গৃহব্রত জড়শক্তিভগণকে বঞ্চনা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ঐরূপ লেখক নিজের উক্তির দ্বারাই নিজের অর্ব্বাচীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একমাত্র শ্রীরামানুজাচার্য্য ব্যতীত যদি আর কোন আচার্য্য ত্রিদণ্ডধারণের আদর্শ প্রদর্শন না করিয়া থাকেন তাহা হইলে কি শ্রীরামানুজের ত্রিদণ্ডধারণ বক্তার উক্তি-অনুসারে 'ম-মুখী' ছিল? শ্রীরামানুজের ত্রিদণ্ডধারণ কি গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত নহে? লেখক শ্রীরামানুজকেও আম্নায়-বিরোধী ও শাস্ত্রবিরোধী বলিবার আস্পর্দ্ধা করিয়াছেন!

লেখক নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যকে গৃহব্রত-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। 'নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ পর্য্যন্ত করেন নাই'—এইরূপ প্রমাণ তিনি কোথায় পাইয়াছেন? শ্রীব্রজনাথের রচিত 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-সংসন-বিবরণে' ও শ্রীহরিচরণের "বল্লভ-দিগ্বিজয়" পাঠে জানা যায় যে, শ্রীদেবেশ্বর ভট্ট বেশিকের পুত্ররূপে অবতীর্ণ শ্রীদেবতনু আদি বিষ্ণুস্বামীর অধস্তন-ক্রমে সাতশত ত্রিদণ্ডী আচার্য্য হইয়াছিলেন। এই সাত শত ত্রিদণ্ডীর শেষ আচার্য্যের নাম—শ্রীব্যাসেশ্বর।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধর স্বামী কিরূপ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের সম্মান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার 'ভাবার্থদীপিকা' পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৬।৩ 'ভাবার্থ-দীপিকায়' তিনি ত্রিদণ্ডিবেশকে "পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডি-বেষম্" বলিয়াছেন। টীকা, ভ্রমিড়, গুরুদেব, ভাবরুচি প্রভৃতি আচার্য্য-গণ, এমন কি, ভাস্করাচার্য্যও 'ত্রিদণ্ড'-সন্ন্যাসকেই 'বৈদিক সন্ন্যাস' বলিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"স্মৃতৌ চ মনবাদৌ ত্রিদণ্ডযজ্ঞোপবীতাদিনিয়মাদ্ভুতমাশ্রমং স্বরূপতো ধর্ম্মতশ্চ নির্দ্দিশ্য ইতি নাভিপ্রেতঃ।"

ত্রিদণ্ডিগণের 'বহূদক' অবস্থাকালে বাগ্‌দণ্ড বা ব্রহ্মদণ্ড, 'মনোদণ্ড' বা 'আত্মদণ্ড' এবং কায়দণ্ড বা ঈশ্বরদণ্ডপ্রদেশ-প্রবাসহীন 'ত্রীদণ্ডে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া ত্রিদণ্ডে চারিটি দণ্ড একত্র সন্নিবিষ্ট থাকেন। বেদশাস্ত্রের নানাস্থানে 'ত্রিদণ্ড' ও 'একদণ্ডে'র সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বিশেষভাবে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন। বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলে 'ত্রিদণ্ডে'র কথা বলিয়াছেন। আরুণেয়োপনিষৎ ষষ্ঠ খণ্ড, হারীতসংহিতা ৬।২৩, মহাভারত-হংসগীতা, মনুসংহিতা ১২।১০, স্কন্দপুরাণ সূতসংহিতা, পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৩ প্রভৃতি স্থানে ত্রিদণ্ডের উল্লেখ আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণ শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রমাণশিরোমণি ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে যে 'ত্রিদণ্ডে'র উল্লেখ আছে, সেই ত্রিদণ্ডই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণ গ্রহণ করিয়াছেন ও করেন; ইহাই তাঁহাদের গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রৌত-সন্ন্যাস। স্বয়ং মহাপ্রভুও সন্ন্যাসগ্রহণলীলার অব্যবহিত পরে শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর রীতি পান করিতে করিতে পরিব্রাজকলীলা প্রদর্শন করিয়া নিজেকে 'ত্রিদণ্ডী' অভিমান করিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
> মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নিবারণ॥
> পরান্ননিষ্ঠা মাত্র বেষ-ধারণ।
> মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসারতারণ॥
> **সেই বেষ কৈল** এবে বৃন্দাবন গিয়া।
> কৃষ্ণনিবেদন করি নিশ্চিন্তে বসিয়া॥

(চৈঃ চঃ ম ৩।৭-৯)

"সেই বেষ কৈল"—বলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু "ত্রিদণ্ডি বেষ গ্রহণ করিলাম" বলিয়াছেন। কারণ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত ১২।২৩ অধ্যায়ধৃত ত্রিদণ্ডি-বেষের প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে।

অষ্টোত্তরশতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর নাম সাম্বত-শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়।

> তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ।
> সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ॥
> গুপ্তিমোদ্ধ বীরাহঃ ক্ষধিকৃ-পরমার্থিনৌ।
> তুর্য্যাশ্রমী নিরীহশ্চ ত্রিদণ্ডী বিষ্ণুদৈবতাঃ॥
> ভিক্ষুর্যাযাবরো বিদ্বো ভাসী রাজদিকো মুনিঃ।
> বিষ্টলপো মহাবীরো মহত্তরো যথাগতঃ॥
> নৈষ্কর্ম্মপরমাদ্বৈতী শুদ্ধাদ্বৈতী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
> তপস্বী যাচকো নগ্নো রাদ্ধান্তী ভজনোন্মুখঃ॥

সন্ন্যাসী মন্ধরী ক্লান্তো নিরন্তির্নারসিংহকঃ।
ঔড়ুলোমির্মহাযোগী লবাকো ভবপারগঃ॥
প্রমণোঽবধূতঃ শান্তো যথার্থো দন্তি-কেশবৌ।
ভক্তপরিগ্রহো ভক্তিসারোঽক্ষরী জনার্দনঃ॥
উর্দ্ধমন্থি তাক্তপৃঃবুর্দ্ধরেতা বপেষ্টধৃক্।
বিরক্তোদাসীনৌ ত্যাগী সিদ্ধান্তী শ্রীধরঃ শিখী॥
বোধায়নো ত্রিবিক্রমো গোবিন্দো মধুসূদনঃ।
বৈখানসো যথাস্বো বৈ বামনো পরহংসকঃ॥
নারায়ণ-হৃষীকেশৌ পরিব্রাজক-মঙ্গলৌ।
মাধবো পদ্মনাভশ্চৌড়ুলিকো ভ্রামী বৈষ্ণবঃ॥
বিষ্ণু-দামোদরৌ স্বামী গোস্বামী পরমোগতঃ।
ভাগবতো হকিঞ্চনঃ সন্তো নিষ্কিঞ্চনো যতিঃ॥
রূপপদকোঽবিষক্তশ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রো মুক্তি-সঙ্গনৌ।
নির্বিষয়ী হরের্জনো ভৌতী সাধু-বৃন্দব্রতী॥
স্থবিরস্তৎপরো পর্য্যটকাচার্য্যৌ স্বতন্ত্রধীঃ।
কথান্তে যতিনামানি প্রণিতানি মহীতলে।
অষ্টোত্তরশতানি তু বৈধিকাখ্যানি তানি হি॥

যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই দশনামী সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠাতা বলেন, তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে কোন্ সন্ন্যাসী-নামে অভিহিত করিবেন? তিনিই বা কোন্ নামী সন্ন্যাসী গুরুর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন? শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যপরম্পরায় দ্বারকার সারদামঠের সন্ন্যাসিগণ 'তীর্থ' ও 'আশ্রম', পুরুষোত্তমের গোবর্দ্ধন বা ভোগবর্দ্ধন মঠের সন্ন্যাসিগণ 'বন' ও 'অরণ্য', বদরিকার জ্যোতির্মঠের সন্ন্যাসিগণ 'গিরি', 'পর্ব্বত' ও 'সাগর', দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গেরী মঠের সন্ন্যাসিগণ 'সরস্বতী', 'ভারতী' ও 'পুরী' নামে খ্যাত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গেরীমঠের গুরুপরম্পরার আলোচনা করিলে দেখা যায়, শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসী শিষ্য 'সুরেশ্বর'। সেই-শিষ্যপরম্পরায় 'জ্ঞানগিরি' ও 'সিংহগিরি' যথাক্রমে ৮৭১ ও ৯৫৮ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। উহাই তাঁহাদের সন্ন্যাস-নাম। সেই শিষ্যপরম্পরায় ঈশ্বরতীর্থ, নারসিংহতীর্থ, বিদ্যাতীর্থ, ভারতী-কৃষ্ণতীর্থ যথাক্রমে ১০১৯ শক, ১০৬৭ শক, ১১৪০ শক ও ১২৪০ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ভারতীকৃষ্ণতীর্থের পরে 'বিদ্যারণ্য ভারতী'। তিনি ১২৫৩ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। একই মঠের শিষ্য-পরম্পরায় সন্ন্যাস-নামের এইরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় কেন? শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য 'সুরেশ্বর'কে একই কালে সরস্বতী, ভারতী, পুরী অথবা গিরি, তীর্থ, ভারতী কোনটি বলা যাইবে? বস্তুতঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মঠাম্নায়ে ও সন্ন্যাসীর নাম কেবল ব্যবহারিক, সামাজিক প্রথানুসারে অনুকরণ করা হয় না। প্রত্যেকটি নামের একটি সার্থকতা ও তাৎপর্য্য আছে। যেরূপ বিভিন্ন বর্ণের নাম লক্ষণানুসারে প্রদত্ত হয়, সেইরূপ সন্ন্যাসের নামও লক্ষণানুযায়ীই প্রদত্ত হইয়া থাকে। শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে যে-যে লক্ষণ ও তাৎপর্য্যানুসারে সন্ন্যাসের নাম গৃহীত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥
আশ্রমাগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
রাগাদ্যাত্তবিনির্ম্মুক্ত এষ আশ্রম উচ্যতে॥
সুরম্যে নির্জ্জনে স্থানে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাবন্ধবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে॥
অরণ্যসংস্থিতো নিত্যমানন্দে নন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমরণ্যঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
বাসো গিরিবনে নিত্যং গীতাধ্যয়নতৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবৃদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে॥
বসন্ পর্ব্বতকূটেষু প্রৌঢ়ং জ্ঞানবিভর্ত্তি যঃ।
সারাসারং বিজানীত পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
তত্ত্বসাগর-গম্ভীরো জ্ঞানরত্নপরিগ্রহঃ;
মর্য্যাদাং নৈব লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
স্বরূপজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরাসারগন্ধাদৌ চ সরস্বতী॥
বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজন্।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্ত্যতে॥
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরী নামা স উচ্যতে॥

যিনি ত্রিবেণীসঙ্গমতীর্থে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত বাক্যানুসারে তত্ত্বার্থ বুঝিয়া স্নান করেন, তিনি 'তীর্থ' নামে কথিত। যিনি সন্ন্যাস-আশ্রমে আগ্রহবিশিষ্ট অথবা সমাবর্ত্তনে বীতস্পৃহ এবং আশাবন্ধনহীন এবং যোনিভ্রমণ-মুক্ত, তিনি 'আশ্রম' নামে পরিচিত। যিনি মনোহর নির্জ্জন-স্থান বনে বাস করেন এবং আশাবন্ধন হইতে মুক্ত, তিনি

বন' নামে উক্ত। যিনি নিত্যকাল অরণ্যে থাকিয়া আনন্দ-রূপ নন্দনকাননে বাস করিবার জন্য এই বিশ্বের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করেন তিনি 'অরণ্য'। যিনি পর্ব্বতে কাননে বাস করিয়া সর্ব্বদা শ্রীভগবানের রত যাঁহার বুদ্ধি অচলের ন্যায় গম্ভীর তিনি 'গিরি'। যিনি পর্ব্বতবাসী প্রাণিগণের মধ্যে বাস করিয়া গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া সংসারে সার এবং অসারের ভেদ জানিয়াছেন তিনি 'পর্ব্বত'। যিনি ভক্তসাগরে জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া কখনও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনি 'সাগর'। যিনি ঔপনিষদাদি অথবা ষড়ঙ্গ বেদাদি শব্দজ্ঞানচর্চ্চায় রত, বর্ণবিন্যাসপারিপাট্যে নিপুণ এবং অসার সংসার-বিনাশকারী তিনি 'সরস্বতী'। যিনি বিদ্যার পূর্ণতা লাভ করিয়া অবিদ্যার সকল ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কোন দুঃখভারে পীড়িত হন না, তিনি 'ভারতী'। যিনি তত্ত্বজ্ঞানে পারঙ্গত এবং পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল পরব্রহ্মচর্চ্চায় রত, তিনি 'পুরী' নামে খ্যাত।

"নানাজাতি-ভবা ইমে" বলিয়া ছদ্মবেশী লেখক যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, ইনি বৈষ্ণবজাতির ভাড়াটিয়া লেখকের কার্য্য করিয়া নিজের বিচারে জগৎ দর্শন করিতেছেন।

শুনা যায়,—যে গ্রাম্য পত্রিকার স্তম্ভে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বৈষ্ণবজাতির ভাড়াটিয়া লেখক নানাবিধ প্রলয় করিয়াছেন, সে পত্রিকাটি এইরূপ অপরাধ করিবার অব্যবহিত পরেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বতন যোগ্য সম্পাদক পত্রিকার এই দ্বাতীয় প্রণালীর সহিত অসম্ভেদ হওয়ায় স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন এবং এই নবীন সম্পাদক মনের দুঃখে আসাম-দেশের কোন বনে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

উক্ত গ্রাম্যপত্রের নবীন সম্পাদক মহাশয়, শুনা যায়, নির্ব্বিশেষবাদী রামানন্দি-সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। রামানন্দি গণের এক সম্প্রদায় শ্রীরামানন্দকে শ্রীরামানুজাচার্য্যের অবতন আচার্য্য বলিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হিন্দী "ভক্তমাল" চয়িতা নাভাদাস ও "বার্ত্তিক"-প্রকাশকার রামানন্দকে শ্রীরামানুজাচার্য্যের ত্রয়োবিংশ অবতনরূপে প্রদর্শন করিয়া-ছেন। কিন্তু বর্ত্তমান নবীন সম্পাদক লিখিয়াছেন,—একমাত্র রামানুজ ছাড়া আর কেহই ত্রিদণ্ডধারী ছিলেন না।" অথচ রামানন্দ-সম্প্রদায়ের প্রামাণিকইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়,—কাশীতে স্বামী 'রাঘবানন্দ' নামে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি স্বামী হরিয়ানন্দের শিষ্য। এই রাঘবানন্দের শিষ্যই—রামানন্দ। এই রাঘবানন্দের নিকট হইতে রামানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যাঁহারা রামানন্দকে শ্রীরামানুজাচার্য্যের অবতন ও সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, (যেমন নাভাদাস প্রভৃতি লেখকগণ), তাঁহারা রামানন্দকে 'ত্রিদণ্ডি' না বলিয়া অন্য কিরূপ সন্ন্যাসী বলিতে পারেন? তাহা হইলে নবীন সম্পাদকের মতে তাহাদের পূর্ব্বগুরু (যদি সম্পাদক শ্রীরামানন্দকে 'পূর্ব্ব গুরু' বলিয়া স্বীকার করেন) কি 'বনমুখী' সন্ন্যাসী ছিলেন?

"রামানন্দবর্ম্মপ্রকাশ" নামক গুজরাটী ভাষায় লিখিত শ্রীরামানন্দের চরিত্র পাঠে জানা যায় যে, শ্রীরামানন্দ কাশীতে 'গিরিজাশঙ্কর' নামক এক শিব-মার্গীয় সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-সংস্কার লাভ করিয়া 'রামভারতী' নামে প্রসিদ্ধ হন। ঐ গ্রন্থে আরও দৃষ্ট হয় যে, যখন শ্রীরামানন্দ স্বীয় জমাতের অর্থাৎ শিষ্যবর্গসহ দক্ষিণদেশে প্রচারার্থ গমন করেন, তখন দক্ষিণদেশবাসী রামানুজীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ রামানন্দের মতবাদকে শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতবাদ হইতে স্বতন্ত্র বিচার করিয়া স্ব-সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

শ্রীরামানন্দ 'ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস' ও 'বিরক্ত-বৈষ্ণব-আশ্রম' এই দুই প্রকারই স্বীকার করিয়াছেন। "শ্রীরামানন্দ-জন্মোৎসব" নামক রামানন্দীয়গণের গ্রন্থে বিরক্ত বৈষ্ণবা-শ্রমের কথা এইরূপে উক্ত হইয়াছে,—

অথ পঞ্চমো বিরক্তবৈষ্ণবাশ্রমঃ।

তদুক্তং নারদ-পঞ্চরাত্রে,—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
চত্বারো হ্যাশ্রমা এতে পঞ্চমো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ॥
বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিহাসো ভবেন্নরঃ।
বর্ণাশ্রমবিহীনাস্তু তিষ্ঠন্তি শ্রুতিমূর্দ্ধনি॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতি—ইঁহারা চতুরাশ্রমী, কিন্তু একমাত্র আমাতে শরণাগত পুরুষই 'পঞ্চম'। বর্ণাশ্রমী অভিমানে পুরুষ বেদের বিধিনিষেধের কিঙ্কর। কিন্তু যাঁহারা বর্ণাশ্রমান্তর্গত অভিমান করেন না, তাঁহারা বেদোক্ত বিধি-নিষেধের শিরোভাগে অবস্থান করেন অর্থাৎ তাঁহারা বর্ণা-শ্রমের অতীত।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবৈভব সাগর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়টৈষ্ণব-সম্প্রদায়টৈষ্ণব-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৯৬; ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪০ | ২৬শ সংখ্যা

স্নিগ্ধ ও নিষ্কপট সেবকের ভজন কি ?

স্নিগ্ধ ও নিষ্কপট সেবকই—'বৈষ্ণব'। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু"তে স্নিগ্ধ ও নিষ্কপট সেবকের সঙ্গকেই 'সৎসঙ্গ' ও 'শুদ্ধভক্তি'র অনুকূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্নিগ্ধ ও নিষ্কপট সেবকই 'বিশ্রম্ভে'র সহিত অর্থাৎ অকপট সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

'বিশ্রম্ভে'র সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার কথা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যাহা 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

"গুরু কৃষ্ণ ভক্তে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

—মহাপ্রভুর এই বাণীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। "কৃষ্ণ-ভজন করিব, গুরুসেবা করিব না, বা গুরুসেবা করিব, কৃষ্ণভজন করিব না, অথবা কৃষ্ণভজন ও গুরুসেবা দুইটি পরস্পর পৃথক্"—এইরূপ বিচার থাকিলে ভজন হয় না অর্থাৎ মায়াজাল হইতে ছুটি পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা লাভ হয় না।

কপটতা ও অন্যাভিলাষ থাকিলে মনে হয়,—'গুরুর সেবায় আমার স্বার্থসিদ্ধি বা সুবিধা হয় না, উহাতে গুরুদেবেরই স্বার্থসিদ্ধি ও সুবিধা হয় আর কৃষ্ণভজনে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা সুবিধা হইয়া থাকে

যাহারা গুরুসেবা কৃষ্ণভজনে এইরূপ ভেদ করিয়া থাকে, তাহারা শুদ্ধভক্তি হইতে পতিত হইয়া মুক্তি ও মুক্তিকামী অর্থাৎ দেহ-গেহারামী হাঙ্কতসকতিয়া বা মঠারামী (মঠবাসের অভিসন্ধিকারী প্রচ্ছন্নভোগী) কিংবা নির্জ্জনভজনারামী নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে।

'স্নিগ্ধ' শব্দের অর্থ—'প্রেমবান্' বা প্রণয়ী ভক্ত ; আর 'নিষ্কপট' শব্দের অর্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা-শূন্য কেবল সেবোন্মুখ নির্মল আত্মা। এইরূপ নির্মল সেবোন্মুখ আত্মাই গুরুসেবায় 'কৃষ্ণভজন' ও কৃষ্ণভজনে 'গুরুসেবা' করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা ; আর স্নিগ্ধ নিষ্কপট শিষ্য সেই যজ্ঞের সমিধ্ অর্থাৎ ইন্ধন-আহরণকারী।

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"—শ্রুতির এই বাক্যে 'তৎ' বস্তুর যে বিজ্ঞান, তাহাই 'ভজন'। 'তৎ' বস্তুই—শ্রীনাম প্রভু, তাঁহার বিজ্ঞানই 'সংকীর্ত্তন'রূপ 'অভিধেয়' ; সেই অভিধেয় বা ভজনের রহস্য পরিজ্ঞাত হইবার জন্য অর্থাৎ কিরূপভাবে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মার আনুগত্যে যজ্ঞেশ্বর শ্রীনামপ্রভুর সেবা করিতে হয়,—তাহা জানিবার জন্য হস্তে সমিধ্ অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া 'শ্রোত্রিয়' অর্থাৎ শ্রোতপন্থী—যিনি 'নিখিল-শ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত' শ্রীকৃষ্ণনামপ্রভুর সেবাবিজ্ঞানে পারঙ্গত ও যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ 'বৃহৎ' বস্তু 'গুরু'র গুরুত্বে নৈরন্তর্য্য লাভ করিয়াছেন—এইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম অভিগমন করিতে হইবে।

এখানে 'শ্রোত্রিয়' ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' শব্দদ্বয় একই তাৎপর্য্যপর। 'কেবল শ্রোত্রিয়' অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণ-ভজনকারী, কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ বিশ্রম্ভের সহিত গুরু-সেবানিষ্ঠ নহেন, বা কেবল গুরুসেবানিষ্ঠ অথচ শ্রোত্রিয় নহেন —এইরূপ জড়ীয় ভেদ এখানে নাই। যিনি শ্রোত্রিয়, তিনিই 'ব্রহ্মনিষ্ঠ', যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই 'শ্রোত্রিয়'।

কেহ কেহ মনে করেন,—'শ্রোত্রিয়' শব্দে অনুস্বার, বিসর্গ বা শ্রুতির কতকগুলি মন্ত্রমাত্র জড় জিহ্বার সাহায্যে যিনি আবৃত্তি করিতে পটু, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' শব্দের দ্বারা ভগবৎসেবায় অভিনিবিষ্ট পুরুষকে উদ্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রুতির তাৎপর্য্যে এইরূপ জড়ীয় ভেদ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।২১) যে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত মহাপুরুষকে 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম' বলা হইয়াছে, তাহাতেও শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম পৃথক্ তত্ত্ব নহে। শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্মেরই অবতার। পরব্রহ্ম—'নামী', আর শব্দব্রহ্ম 'নাম'। যিনি 'শব্দব্রহ্মে' নিষ্ণাত, তিনি 'শ্রোত্রিয়' ; আর যিনি 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত, তিনি 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'। ইহাতেও কৃষ্ণভজন ও গুরুসেবার বিচার যুগপৎ লক্ষিত হয়।

নির্ব্বিশেষবাদী 'গুরুসেবা'কে 'উপায়' মনে করে, 'উপেয়' মনে করে না ; আর স্নিগ্ধ নিষ্কপট সেবক 'গুরু-সেবা'কে 'উপায়' ও 'উপেয়' উভয়ই বিচার করেন,—অর্থাৎ 'গুরুসেবা'র দ্বারাই কৃষ্ণভজনে সিদ্ধি হয় বা গুরুসেবার সিদ্ধিতে কৃষ্ণভজন হয়, এই রহস্য উপলব্ধি করেন। যাঁহারা এই ভজন-রহস্য বুঝিতে পারেন না তাঁহারাই—'কপট'। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত নিম্নলিখিত শ্লোকে 'অমায়য়ানুবৃত্ত্যা' বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। 'অমায়া' শব্দের অর্থ—নিষ্কপটতা ; ইহার দ্বারা নির্ব্বিশেষবাদও খণ্ডিত হইয়াছে। সেই শ্লোকটি এই—

অত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥

(ভাঃ ১১।৩।২১)

শ্রীগুরুদেবকে নিজের হিতকারী বান্ধব এবং পরমা-রাধ্যতম শ্রীহরিস্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটভাবে তাঁহার অনুগমন পূর্ব্বক যে-সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মপ্রদ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হন, সেই সকল ভাগবত-ধর্ম্ম অবগত হইবে।

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।"

শ্রুতির এই বাণীর মধ্যেও 'দেবতা' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদেবে যেরূপ পরাভক্তি, 'শ্রীগুরুদেবে'ও তদ্রূপ পরা ভক্তি এই অর্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে—গুরুসেবায় 'কৃষ্ণভজন', কৃষ্ণভজনে 'গুরুসেবা'র কথা বলা হইয়াছে।

এখন সেই 'কৃষ্ণভজন' ও 'গুরুসেবা' বিষয়টী কি ? শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও সাধু মহাজনগণ সমস্বরে বলিয়াছেন,—

ওঁ আহুশ্চ নামভো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।"

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬তম সূক্ত, ৩য় ঋক্)

"কলিকালে 'নাম'রূপে কৃষ্ণ অবতার।"

সেই শ্রীনামপ্রভুকে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধনাই —'কৃষ্ণ-ভজন'। সুমেধোগণ ইহাকেই 'কৃষ্ণভজন' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অর্থাৎ শ্রীনামসংকীর্ত্তনযজ্ঞের

হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মার আনুগত্যে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কৃষ্ণারাধনই —'কৃষ্ণভজন'।

এই সংকীর্ত্তনযজ্ঞে স্নিগ্ধ ও নিষ্কপট সেবক যে আত্ম-নিবেদন করেন, তাহাই যজ্ঞের 'সমিধ্'। সর্ব্বকাণ্ডীয় 'অপবৈতরণীতি', জ্ঞানকাণ্ডীয় 'অপব্রহ্মণ্যনীতি', যোগকাণ্ডীয় 'অপকাম্য-নীতি' ও ভক্তিকাণ্ডীয় 'অপশূদ্রনীতি' পরিত্যাগ করিয়া— দেহারাম, গেহারাম, মঠারাম, নির্জ্জনভজনারাম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপট দীনচিত্তে সুমেধো-মুকুটমৌলি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সমস্ত জীবনীশক্তি প্রয়োগ বা আত্ম-সমর্পণই—কৃষ্ণভজন।

এইরূপ গুরুসেবক অন্তেবাসী বিনম্রশীল হইয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সমীপে গুরুর উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুরবৎ বাস করিয়া 'মাধুকরী' ভিক্ষা দ্বারা হরিগুরুবৈষ্ণবের নিরন্তর সেবা করেন।

অকপট গুরুসেবকের 'মাধুকরী ভিক্ষাই গুরু-সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ—উহাই সমিধ্ বা নাম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইন্ধন। মাধুকরীভিক্ষাই সংকীর্ত্তনযজ্ঞের হৈয়ঙ্গবী অর্থাৎ সদ্যোজাত ঘৃত বা নবনীত।

গুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যবৃন্দ, বিশেষতঃ নিষ্কিঞ্চন পরম-হংসগণের উপাস্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে মাধুকরী-ভিক্ষা ব্যতীত গুরুসেবার অন্য কোন উপায়ের কথা নাই। জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতের 'ভাবার্থদীপিকা'য় যে পাঁচ প্রকার ভিক্ষার কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে মাধুকরীভিক্ষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই পাঁচ প্রকার ভিক্ষা এই—

"মাধুকরমসংক্লিপ্তং প্রাক্‌প্রণীতমযাচিতম্।
তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥"

ভিক্ষা পঞ্চবিধ—(১) মাধুকরী-ভিক্ষা, (২) অসংক্লিপ্ত ভিক্ষা, (৩) অযাচিত ভিক্ষা, (৪) প্রাক্‌প্রণীত-ভিক্ষা এবং (৫) তাৎকালিক-প্রাপ্ত-ভিক্ষা।

"মাধুকরী-ভিক্ষা"র কথা আমরা পরে বলিব। **"অসংক্লিপ্ত ভিক্ষা"** বলিতে শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন— "অসংক্লিপ্তান্ অত্রাদ্য দাতো ভবিষ্যতীতি পূর্ব্বমনুদ্দিষ্টান্" অর্থাৎ এখানে ইহা দাতা হইবে, এইরূপ পূর্ব্বের অনুদ্দিষ্ট ভিক্ষা-সামগ্রীকে "অসংক্লিপ্ত-ভিক্ষা" কহে।

তৃতীয় প্রকার ভিক্ষা— **'প্রাক্‌প্রণীত'**, পূর্ব্ব হইতে উদ্দিষ্ট বা নির্দ্ধারিত যে ভিক্ষা। কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভিক্ষা প্রদান করিবেন,— এইরূপ পূর্ব্বে জানিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে ভিক্ষা গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রকার ভিক্ষা— **"অযাচিত"**, অযাচিত-ভিক্ষা'-বৃত্তিকে অজগর বৃত্তি বলা যাইতে পারে। ভিক্ষার জন্য কোনও চেষ্টা না করিয়া স্ব-স্থানে বসিয়া যে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই "অযাচিত-ভিক্ষা"।

পঞ্চম প্রকার ভিক্ষা—**"তাৎকালিকোপপন্ন"**, পূর্ব্বে কোনও বন্দোবস্ত, কথাবার্ত্তা বা প্রার্থনা নাই, উপস্থিত ক্ষেত্রে কোনও স্থানবিশেষে অকস্মাৎ বা দৈবাৎ যে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই—"তাৎকালিক-ভিক্ষা"

সারগ্রাহী মধুকর যেরূপ বিভিন্ন পুষ্প হইতে পুষ্পসার (মধু) সংগ্রহ করিয়া থাকে, গুরুসেবক বৈষ্ণবগণও সেই-রূপ **'মাধুকরী ভিক্ষা'র দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা** করেন। শ্রীগুরুগৃহ বা সংকীর্ত্তনযজ্ঞস্থলী— গুরুবৈষ্ণব-সঙ্ঘারাম একটী 'মধুচক্র'-সদৃশ, তাহাতে বলদেবের সেবো-পকরণ 'মধু' সংগৃহীত হয়। বলদেব বা কৃষ্ণ Drone Bee সদৃশ। Drone Bee ও Queen Bee'র মিলনকার্য্যে অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহসমন্বিত বিষয়বিগ্রহের সংকীর্ত্তনরাসে সমস্ত আহৃত মধু নিযুক্ত হয়। যাহারা মৎসরতাবশে মনে করে যে, Drone Bee তাহাদেরই মত বাহ্যদৃষ্টিতে একজন Wo-ker Bee নহে, অর্থাৎ কৃষ্ণকে যাহারা পরম সেব্য ও স্বরাট্ বিচার করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকেও সেবক বা কর্ম্মীর শ্রেণীতে পরিগণিত করিয়া লইতে চাহে, তাহারাই নির্ব্বিশেষবাদী।

ত্রিদণ্ডীর কপটবৈরাগ্যধারী নির্ব্বিশেষবাদী ব্রাহ্মণের ভিক্ষার তুলনা মাধুকরী-ভিক্ষা নহে। প্রকৃত ত্রিদণ্ডিগণই 'মাধুকরী-ভিক্ষা' করিতে পারেন।

'মাধুকরী-ভিক্ষা' আচরণ না করিলেই 'অপবৈতরণীতি' হইতে উদ্ভূত শ্রীবিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষ ও সংকীর্ত্তনযজ্ঞকে বিনাশ (!) করিবার আসুরিকতার উদয় হয়। সমস্ত মধুই Drone Bee অর্থাৎ কৃষ্ণের কামবর্দ্ধনার্থ নিযুক্ত হইবে—শ্রীনামপ্রভুর গোবর্দ্ধন-সেবায় নিযুক্ত হইবে, ইহাই 'মাধুকরী-ভিক্ষা'র বিচার। কোন মধুকরই নিজের জন্য পৃথগ্‌ভাবে মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবে না। মধুকরসমূহ একজন সেব্যের সেবার উদ্দেশ্যেই পরস্পর

শ্রীবিগ্রহ হইয়া বাদ করিবে। এই বিচার হইতে বিন্দু-মাত্র স্খলিত হইলেই পরস্পর মারামারি করিয়া 'মধুচক্র' স্থলে 'বিষচক্রে'র সৃষ্টি হইবে। এই কথা একদিন শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে'র (১১শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা) 'মাধুকরী-ভৈক্ষ্য' প্রবন্ধে তাঁহার "সংশিক্ষা-প্রদর্শনী" উন্মোচনকালে প্রচার করাইয়াছিলেন।

'মাধুকরী-ভিক্ষা' কর্ম্মিগণের সংগৃহীত চাঁদা, ভেট, দক্ষিণা, দশমী কিংবা লাম্পট্যিক দাতার দান প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্য সমস্তই ত্রিগুণাবর্গত দানবিশেষ কিন্তু মাধুকরীভিক্ষালব্ধ বস্তু দান বা গুণের অন্তর্গত বস্তু নহে, তাহা নির্গুণ। এজন্যই মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলে আতপ বা সিদ্ধের বিচার নাই। যাহারা শ্রীগৌড়ীয় মিশনের বা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সেবকের অভিনয় করিয়াও অন্তরে মাধুকরী-ভিক্ষা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, করেন বা করিবেন, বা অন্য কোন প্রকার ভিক্ষাদানের অভিমান বা অভিনয় করিয়াছেন, করেন বা করিবেন, তাঁহাদের হৃদয় নিশ্চয়ই দম্ভদৈত্যের ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়িয়াছে, পড়িতেছে ও পড়িবে।

যাহারা মাধুকরী-ভিক্ষা গ্রহণ বা দান করে নাই, করিবে না বা করিতেছে না, তাহারাই মনে করিয়াছে করিতেছে বা করিবে— 'আমি মিশনকে বড় করিয়াছি,' 'আমি এত-গুলি মন্দির বা সেবাপ্রতিষ্ঠানের স্তূপ প্রস্তুত করিয়াছি, বা উহা দান করিয়াছি,' 'আমার টাকায় জয়পুরী পাথরের বিগ্রহ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার পূজায় আমার অধিকার আছে।' 'আমি না হইলে মিশন চলিবে না,' 'আমরা গুরু-দেবকে বড় করিয়াছি,' আমরা মিশন গড়িয়াছি, অতএব আমরা মিশন ভাঙ্গিতে পারি, আমরা king-makers ; সুতরাং king-breakers-ও হইতে পারি, আমি বা আমরা এত করিয়াছি, সুতরাং আমাদেরও ইহাতে ভাগ আছে ! আমরা এত কর্ম্মবীরত্ব প্রদর্শনের পর কেন মোড়ল হইতে পারিব না, কিছুকাল বিশ্রাম উপভোগ ও শেষবয়সে পেন্সন ভোগ করিতে পারিব না ! আমাদের ভিক্ষাকরা ও দানকরা টাকার নির্ম্মিত মঠে আমাদের কেন স্থান হইবে না ! আমাদের ভিক্ষাকরা টাকায় শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজায় কেন অধিকার লাভ হইবে না ? ইত্যাদি ইত্যাদি !! এইরূপ সমান অধিকারের দাবী বা সর্ব্বস্বত্ববাদের মনোভাব মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ ও দা'র অভাব হইলেই জগতে প্রবল হয়। মাধুকরীর দুর্ভিক্ষ হইতেই জগতে সর্ব্বস্বত্ববাদরূপ অপবৈষ্ণব-নীতি তথা অপকার ও অপত্রকপানীতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"বহু লোকের একত্রে উপ-কার করিতে হইলে 'মাধুকর ভৈক্ষ্য'ই শ্রেষ্ঠ। বহুলোক মিলিয়া যেরূপ হরিকীর্ত্তন সাধিত হয়, সেইরূপ বহুলোকের উপাসনের দ্বারাও নাম-প্রচারে আনুকূল্য হয়। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিকীর্ত্তনকারিগণকে মাধুকরী-ভিক্ষা আচরণ করিতে বলিয়াছেন। **মাধুকরীভিক্ষা ও নাম-সংকীর্ত্তন একই তাৎপর্য্যপর।** মাধুকরীভিক্ষা মহামন্ত্র-জপ, মহামন্ত্র-কীর্ত্তন ও হরির ধ্যান হইতে পৃথক্ নহে। এই **মাধুকর ভৈক্ষ্য মুক্ত ও অমুক্ত সকলেরই শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন-সাধক।**"—(গৌড়ীয় ১১শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই উপদেশবাণী আমরা যে যতটা ভুলিয়া গিয়াছি, ততই আমাদের হৃদয়ে অনর্থ প্রবল হইয়া মাধুকরীভিক্ষার প্রতি নিরুৎসাহিতা, আলস্য, জাড্য, সঙ্কোচ, সংশয়, অবিশ্বাস ও অর্থবাদকল্পনাদি অপরাধের উদয় হইতেছে। 'মাধুকরী-ভিক্ষা'য় নিরুৎসাহিতা ও জাড্য নামসংকীর্ত্তনের প্রতি নিরুৎসাহিতা ও জাড্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মাধুকরী ভিক্ষা ও মাধুকরী ভিক্ষা-আহরণকারিগণের নিন্দা শ্রীনাম ও শ্রীনামপরায়ণ সাধুগণের নিন্দারই প্রমাণ-স্বরূপ। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের সহিত মাধুকরী-ভিক্ষায় পৃথগ্-বুদ্ধি নামাপরাধেই অন্যতম। মাধুকরীভিক্ষাকারী গুরুবর্গের প্রতি প্রাকৃত ও মর্ত্য-বুদ্ধিমূলে অসূয়া, মাধুকরী-ভিক্ষার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকারী শাস্ত্রাদির নিন্দা, মাধুকরী ভিক্ষার মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি কল্পনা, মাধুকরী-ভিক্ষা সম্বন্ধে গুরুবর্গের উক্তিসমূহ কল্পনামাত্র, উহা বাস্তব নহে, এইরূপ অনুমান, মাধুকরী ভিক্ষার মাহাত্ম্যবলে পাপাচরণবুদ্ধি, চাঁদা, দক্ষিণা, ভেট, দান বা অন্যাভিলাষী বা কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগি-সম্প্রদায়ের যাবতীয় ভিক্ষার সহিত মাধুকরী ভিক্ষাকে সমান বা তুল্যজ্ঞান, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী মিশ্রভক্তকে মাধুকরী ভিক্ষার উপদেশ প্রদান, এবং মাধুকরী ভিক্ষার অধিতীয় মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াও দেহারাম, গেহারাম, মঠারাম বা নির্জ্জনভজনারাম-নিবন্ধন 'মাধুকরী-ভিক্ষা' অনুশীলনের প্রতি প্রীতি ও সুদৃঢ়

আদর জগতে উদিত না হওয়া প্রকৃতি শ্রীহরিনামের চরণে অপরাধেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। যেরূপ নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে নামই সমস্ত অশুভ হরণ করিয়া থাকেন তদ্রূপ শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের একান্ত আনুগত্যে মাধুকরী-ভিক্ষার নিরন্তর অনুশীলনই সেই সকল অপরাধ বিনাশ করিয়া থাকে।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগুরুবর্গ সকলেই মাধুকরী ভিক্ষার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের সাধ্যসার, কেবল সাধনমাত্র নহে। শ্রীশ্রীরূপানুগবর ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের গীতিসমূহ ইহাই সাক্ষ্য দিতেছে।

যখন আমরা মাধুকরী ভিক্ষার নিষ্কপট অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা-সংগ্রহের নামে 'বারোয়ারী'র ঢাঁদা আদায় করিয়া জগতে দম্ভদৈন্যের উৎসব-ক্ষেত্র রচনা করি, তখনই শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ আমাদিগকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার ইহাই একটি রহস্য। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং অন্তর্যামী ও কৃষ্ণের বিরহ-রূপে দুষ্কর-শিরোমণি হইয়াও যে তাঁহার অপ্রকট-কালে প্রাকৃত-বিষয়ীর বিচারানুযায়ী বিরহের সুসম্পন্নতা বিধান করিয়া যাইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই এবং যেজন্য আবাঞ্ছিতগণ শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাব কল্পনা করিয়া নাস্তিক হইয়া পড়ে, তাহার মীমাংসা এখানেই পাওয়া যায় যে, তিনি 'মাধুকর-ভৈক্ষ্য' ব্যতীত অন্যপ্রকার যন্ত্রকে সংকীর্ত্তনযজ্ঞের 'সবিধ' বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং যখনই 'মাধুকর-ভৈক্ষ্যে'র পরিবর্ত্তে ধার্ম্মিকতার ভৈক্ষ্যের বা দৈন্যের বিচার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই তিনি উহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে যে বিষয়ীর সঙ্গ বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগের আদর্শ প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপকবর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এজন্যই স্রোতপথে, শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের আদর্শে 'মাধুকরী-ভিক্ষা' অনুশীলনের আচার ও প্রচার করিতেছেন। মঠের ও মিশনের সেবক প্রত্যেক ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীকে **শুদ্ধভক্তির সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিকূল প্রবল অনর্থ—দেহারাম, গেহারাম ও মঠারামের কবল হইতে উদ্ধার করিবার শিক্ষাদানের** জন্যই তাঁহার আচার ও প্রচারময়ী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব ঐ দেহারাম, গেহারাম ও মঠারামগ্রিয়তাকে শুদ্ধভক্তসম্বারাম হইতে চিরতরে বহিষ্কৃত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৈকগতি শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের সঙ্গে শ্রীনামপ্রভুর অকৈতব সেবার আদর্শসংস্থাপনের কথাই চিরকাল কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা এই দেহ, গেহ ও মঠারামের কাড়া লইয়া যে চেতনের লক্ষ্যহীন ও চিন্তাহীন একঘেয়ে জীবনযাপন করিবার নেশায় মসগুল হইয়া রহিয়াছি, তাহা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের বীর্য্যবতী বাণী ও আদর্শ প্রত্যেক নিষ্কপট সেবককে রক্ষা করিবে।

পূর্ব্ব শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেব সমস্বরে চিরকালই এই উদ্গান গাহিয়া আসিয়াছেন যে, যাঁহারা মাধুকরী-ভিক্ষা করেন না, তাঁহারা বিষয়ীর সঙ্গ করেন। সুতরাং **মাধুকরী-ভিক্ষায় যাহাদের দ্বিধা, সঙ্কোচ, সন্দেহ বা নিরুৎসাহিতা আছে, সেই সকল বিষয়ীর সঙ্গীর সঙ্গ বিষ-ভক্ষণ হইতেও অসাধু;** কারণ, ঐরূপ চিত্তবৃত্তি নিষ্কপট মঠবাসীর মঠবাসের পক্ষে ছোপীর বিষয়-বিষ-ভক্ষণের ন্যায় হইয়া ক্রমশঃ **শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ আত্ম-হত্যায়** নিপতিত করায়।

আমরা কেবল মুখে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ বা শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গ কামনা করিলে হইবে না, উহা কেবল কপটতা বলিয়াই গণ্য হইবে, যদি আমরা **মাধুকরী-ভিক্ষায় সমগ্র জীবনীশক্তিকে নিযুক্ত** না করি—যদি সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কৃষ্ণ আরাধনা করিবার সবিধ আহরণ না করি; কিংবা নিষ্কিঞ্চন গুরুবর্গ আমাদিগকে সঙ্গদানেই করিবেন না, যদি আমরা মাধুকরী-ভিক্ষায় উদাসীন হইয়া বিষয়ীর বিচার কৃমি হইয়া পড়ি। যদি বাস্তবিকই গুরুবর্গের সঙ্গ-লাভে আমাদের আন্তরিকতা থাকে, যদি সত্য সত্যই নিষ্কপটভাবে আত্মমঙ্গলের প্রার্থী হই, যদি সত্য সত্যই শ্রীরূপানুগবর গুরুবর্গের কৃপা লাভ করিয়া নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের পদরেণুর পদবী লাভ করিতে ইচ্ছা করি, যদি সত্য সত্যই এই জীবনে চরম প্রয়োজন লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে চাই, তাহা হইলে দেহ, গেহ ও মঠারামতাকে কলির স্থানপকগণের অন্যতম দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে বলদেবের কৃপাবলে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মাধুকরী-ভিক্ষা সংগ্রহপূর্ব্বক সুমেধোবৃন্দের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও সুমেধো বৈষ্ণববর্গের সঙ্গে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মবলি দিতে হইবে। আমরা যেন মনে না করি,—

মাধুকরী-ভিক্ষা সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থেরই কৃত্য, গৃহস্থগণের তাহাতে অধিকার নাই ; কিন্তু যখন শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে শুনিতে পাইয়াছি,—মাধুকরী-ভিক্ষা ও নামসংকীর্ত্তন একই তাৎপর্য্যপর, তখন শ্রীনামসংকীর্ত্তনের ন্যায় মাধুকরী-ভিক্ষাতে সকলেরই অধিকার আছে, তবে সেই অধিকারের অপব্যবহার করিবার অধিকার কাহারও নাই। গৃহস্থগণও সেই মাধুকরী-ভিক্ষার দ্বারা শ্রীগুরুবর্গের একান্ত আনুগত্যে নিত্য শ্রীনাম প্রভুরই সংকীর্ত্তনযজ্ঞের সেবা করিবেন ; উহা নিজের কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ বা দেহ-গেহের সেবায় নিযুক্ত করিলে নামবলে পাপ-প্রবৃত্তির ন্যায় অপরাধ বৃদ্ধি হইবে, কোনও দিন শ্রীনামপ্রভুর কৃপা লাভ হইবে না। অতএব কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী সকলেরই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে এই মাধুকরী-ভিক্ষার অনুশীলন করা অপরিহার্য্য কৃত্য ও ভজন। মাধুকরী-ভিক্ষায় ও হরিনাম-গ্রহণে ভেদ-বুদ্ধি থাকিলে তাহার কৃষ্ণভজন হইবে না।

হরিনামের মালা টানিবার অভিনয়ে শ্রীগুরুদেবের সংকীর্ত্তনযজ্ঞের সমিধ্‌রূপে মাধুকরী-ভিক্ষা সংগ্রহের প্রতি জাড্য, অথবা মিলিয়া মিশিয়া কাম করিবার অভিনয়ে প্রাচীন রোমদেশের পেট্রিসিয়ান্ ও প্লেবিয়ানদের মত মাধুকরী-ভিক্ষা কেবল কতিপয় অযোগ্য, মূর্খ, অপটু 'খানাবোকা'র জন্যই নির্দ্দিষ্ট আর উহা ভোগ করাই তথাকথিত যোগ্য, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ বা দক্ষ ও ভজনকুশল ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম—এইরূপ বিচার করিয়া মাধুকরী ভিক্ষায় উদাসীন থাকিলে আমরা বিষয়ীর বিষয়বিষ্ঠা ভোজন করিতে করিতে এবং আমাদের একমাত্র রক্ষক গুরুবর্গের সঙ্গ হইতে চিরতরে বিচ্যুতিরূপ অনন্ত রৌরব-যন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশপঙ্কে পতিত হইয়া চরমে নির্ব্বিশেষ-গতিকেই পরম প্রয়োজন মনে করিব। তাই পরদুঃখদুঃখী পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ আমাদিগের কর্ণ-কুহরে এই সকল মঙ্গলোপদেশ প্রদান করিতেছেন—

"ওহে স্বরূপবিভ্রান্ত জীব! যদি তোমাদের নিত্য রক্ষক নিষ্কিঞ্চন গুরুবর্গের সঙ্গ লাভ করিতে চাও, যদি নিত্য আত্মমঙ্গল লাভ করিতে চাও, যদি শ্রীগৌর-সুন্দরের রাতুল শ্রীপাদপদ্মে চির আশ্রয় লাভ করিতে চাও, যদি ব্রজের ভজনে অধিকার লাভ করিবার চরম সৌভাগ্য বরণ করিতে চাও, তাহা হইলে দেহারাম, দেহারাম ও মঠারামকে দূরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া অতি দীন নিষ্কপটচিত্তে গুরুবর্গের কৃপার ভিখারী হইয়া মাধুকরী ভিক্ষার অনুশীলন কর। মাধুকরী ভিক্ষার একটু তণ্ডুল-কণার মূল্য ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতা তাঁহাদের সমগ্র ঐশ্বর্য্য বিক্রয় করিয়াও প্রদান করিতে পারেন না। মাধুকরী ভিক্ষার একটি 'খুদে'র নিকট লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, নারায়ণ কেন, স্বয়ং গোলোকপতি কৃষ্ণ পর্য্যন্ত সপরিকরে বিক্রীত হইয়া 'চির ঋণী' বলিয়া অভিমান করেন, তোমরা সেই মাধুকরী-ভিক্ষার অনুশীলন কর। ইহাকে অতি সামান্য বা নীচবৃত্তি ভাবিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা নির্ব্বিশেষ-বাদীর পরামর্শে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবার প্রতি উদাসীন বা এই সেবার অপব্যবহার করিও না ; ইহাকে তোমাদের নিত্য সাধন ও সাধ্য জানিয়া একান্তভাবে একাধারে গুরু-সেবা ও কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হও। আর ঘুমাইয়া থাকিও না ; 'দেহারাম' রাক্ষসটাকে আর স্কন্ধে বহন করিও না, দিন চলিয়া যাইতেছে! অতীতের অনর্থের কথা না ভাবিয়া অথবা ভবিষ্যতের জন্য সেবা করিবার স্বপ্ন না দেখিয়া বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার কর ; যুগপৎ আচার ও প্রচার কর ; কেবল যেন গুরুবর্গের কথাগুলি বাতাসে বিলীন বা উহার মৌখিক আবৃত্তি মাত্র সার না হয়, তোমার সমগ্র চরিত্রে ও আদর্শে যেন উহা প্রতিফলিত হয়। তুমি এখন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে আধ্যক্ষিকতার ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছ, তাহা তোমাকে কু-বিষয়ী করিয়া দিতেছে, তুমি নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িতেছ, রিপুতাড়িত হইয়া অপ্রাকৃত বস্তুর সমালোচক হইয়া পড়িতেছ ; তাই তোমার একমাত্র মঙ্গলের জন্য গুরুবর্গ তোমাকে সর্ব্বক্ষণ মাধুকরী-ভিক্ষা-সংগ্রহে তৎপর হইতে বলিতেছেন। এই মাধুকরী-ভিক্ষার অনুশীলনে তোমার উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, গুরুবর্গের আদর্শের অনুসরণ, মাধুকরী-ভিক্ষার প্রতি বিদ্বেষী বা তাহার অপব্যবহারকারীর সঙ্গ-ত্যাগ এবং মাধুকরীভিক্ষাকারী নিষ্কপট সাধুগণের বৃত্তির অনুসরণ, তাঁহাদের সহিত ছয় প্রকারে সঙ্গ করিতে করিতে ব্রজের পথে চল।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[স্থান—Thakur Bhaktivinode Research Institute (অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার), শ্রীধাম মায়াপুর। কাল—সন্ধ্যা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ ইং।]

নামব্রহ্ম মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

[শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নাম, মন্ত্র, শচীপুত্র শ্রীগৌরসুন্দর, স্বরূপদামোদর প্রভু শ্রীরূপ প্রভু, তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, পুরীশ্রেষ্ঠা মথুরা, গোষ্ঠবাটী ব্রজভূমি, রাধাকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং শ্রীরাধামাধবের সেবাপ্রাপ্তির আশা এই একাদশটী বস্তু যাঁহার প্রসিদ্ধ কৃপায় লাভ করিয়াছি, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করিতেছি।]

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা লাভ না করার দরুণ এই এগারটি সম্পত্তি লাভ হয় না। শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভু বলেন,—শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয়ে আমার এই সকল লাভ হইয়াছে। গুরুপাদপদ্মে প্রচুর পরিমাণে সেবার বিচার থাকিলে আমরা, হরিনাম, মন্ত্র ইত্যাদি অনেকগুলি বস্তু পাইতে পারি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ সেবার অধিকার না আসা পর্য্যন্ত এই বস্তুগুলির উপলব্ধি হয় না। গুরুদেবের কৃপায় এই অত্যন্ত সুদুর্লভ বস্তুগুলি আমাদের লাভের বিষয় হয়। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীনাম ও নামভজনের অনুকূল বিচারে আমরা মন্ত্রও লাভ করিয়া থাকি। আমাদের মনে হইতে পারে—'এইগুলির জন্য গুরুর পদাশ্রয় করিব কেন? এগুলি কি নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া পাওয়া যায় না?' উত্তর—তাহা হইবে না। নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন হইবে না, ইন্দ্রিয় দর্শন, ভোগময় দর্শন হইবে। বিশ্রম্ভভাবে গুরুকে আশ্রয় না করিলে, সাধুর পথে বিচরণ না করিলে আমাদের বাস্তবিক কোন মঙ্গল হয় না, কারণ, আধ্যক্ষিকগণ তর্কপন্থী। সাধুর পথে বিচরণ না করিলে বুদ্ধির উপযুক্ত ব্যবহার হইবে না। ভজন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"(আদৌ) গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা, সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুর ঈশবৈমুখ্য ও ভোগসর্ব্বস্বতা-দর্শনে বলিয়াছিলেন,—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

হিরণ্যকশিপু বহির্থমানী ও দুরাশয় ছিল। হিরণ্যকশিপুর আদর্শটি গৃহব্রত ও নাস্তিকের আদর্শ। হিরণ্যশব্দে ভোগ্য ধনকে এবং কশিপু শব্দে উত্তম শয্যা বা ইন্দ্রিয়সুখ, অর্থাৎ কনক ও কামিনীতে আসক্ত ভোক্তৃ-অভিমানী নাস্তিক জীবই হিরণ্যকশিপুর প্রতীক। হিরণ্যকশিপুর অনুগতগণ আধ্যক্ষিক ও জড়াহঙ্কারমত্ত, কিন্তু অক্ষজজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর ন্যায় যাহারা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাহাদের কখনও মঙ্গল হয় না। যাহারা কৃষ্ণসেবাপরাধে নহে তাহারা নিজেন্দ্রিয়তোষণের জন্য ধাবিত হয়। শ্রেয়ঃপথে যে মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে গৃহব্রতদিগের শ্রেয়পথে সে মঙ্গল লাভ হয় না।

ইন্দ্রিয় সকল অক্ষজগতের বিষয়ের প্রতি কেবল আকর্ষণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়গণ যখন মানুষের কথা শোনে না বা কোন প্রকারেই অধীন হয় না, তখন সেই ব্যক্তি গোদাস বা ইন্দ্রিয়দাস হইয়া অস্থির হইয়া পড়ে।

দ্বিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তি-
র্বহ্বীঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং ত্বনন্তি॥

বাহিরের জিনিষগুলি যথা রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ—এই পঞ্চ বিষয় আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে। সেইজন্য প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, —'হে পিতঃ! কে আপনার চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছে? আপনি রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ আদি বিষয় হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন?' হিরণ্যকশিপু জড়াহঙ্কারে

প্রমত্ত বলিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের উপদেশ গ্রহণ করে নাই। সে প্রহ্লাদের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে অধীন ও অজ্ঞ মনে করিয়া অপরাধ করিয়াছিল। প্রহ্লাদ ভক্তের আদর্শ আর হিরণ্যকশিপু অভক্তের আদর্শ। ইহ জগতের স্ত্রী ও পুরুষ যাহারা নিজদিগকে কর্তৃ-অভিমানে গৃহব্রতধর্ম চালাইতেছেন, তাঁহারা সকলেই অভক্ত। যাঁহারা হরিভজন করিবেন, তাঁহারা কোন প্রকারে যোষিৎ ও বিষয়ীর দর্শন করিবেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হরিভজনের জন্য প্রয়াসী, তাঁহাদিগের পক্ষে অসৎসঙ্গ বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও ভয়াবহ। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ যাঁহারা ইহ জগতের কোন বস্তু চাহেন না, তাঁহারাই বিচার করেন—এই জগতে এমন কোন বস্তু নাই—যাহা আমাদিগকে চিরকাল সুখ দিতে পারে, এই পৃথিবীতে নিত্য সুখদ কোন বস্তু নাই এই পৃথিবীটা বদ্ধ জীবের কারাগার, আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া এখানকার বন্দী হইয়া পড়িয়াছি, সেইজন্য যত কষ্ট ও ত্রিতাপ আমাদের মস্তকের উপর স্থাপিত হইয়াছে, আমরা মনোরথ জেল-দারোগার হুকুম মত এই কষ্টগুলিকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি এবং যথেষ্ট কষ্টও পাইতেছি, যে-সকল মূর্খ মায়িক জগতের বিচিত্র বিষয়ভোগের প্রতি ধাবিত হইতেছে তাহারা মায়ার ফাঁদে entangled হইয়া যাইবেন। How can we be free from worldly delusive atmosphere? ইহা আমাদের চিন্তনীয় হউক। বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থপতি, ইহা বহির্ম্মুখ দুরাশয়গণ জানিতে পারে না।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহির্ম্মনোমিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম বদ্ধাঃ॥

যাহারা গৃহব্রত, তাহারা মনে করে—'আমাদের ভৃত্যের দরকার, আমরা গৃহব্রত হইয়া সুবিধা করিয়া লইব আমরা নিজের ইন্দ্রিয়পরিচালনাদ্বারা সকল বুঝিয়া লইব।' Politician (রাজনৈতিক), writer (সাহিত্যিক), Ph D. D.SC. (পণ্ডিত), wealthy (ধনী), altruist (পরার্থী) প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষাই মায়ার প্রভু হইবার চেষ্টামাত্র। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন—'ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরের দিকে পরিচালনা করিও না, তোমরা বহির্ম্মনোধর্ম্মী হইও না।' আমরা দেহাত্মব্রত বা গৃহব্রত হইয়া জগতে প্রভু সাজিয়াছি। আমরা জগৎকে ভোগক্ষেত্রে দর্শন করিতে যাইয়া মনে করি, আমার সেবক সকলই আমার সেবার জন্য সাজান রহিয়াছে, ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম-চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-পশুপক্ষী-বৃক্ষ-লতা সকলই আমার ভোগের জন্য সাজান রহিয়াছে।' আমরা ভাবি—'আমি জগদ্ভোক্তা, জগতের সকলেই আমার সেবা করিবে।' তাই যখন-যখনই আমার ইন্দ্রিয়চালনার দরকার হইতেছে, তখনই আমি জল-স্থল-আকাশ-বাতাস ইত্যাদি ভোগ করিতেছি। কিন্তু ভাবি না যে, এই জগৎ কাহার জন্য? বস্তুতঃ জগৎটা—বিষ্ণু-বৈষ্ণবেরই। হরি-ভজন না করিলে জগতের একটি তৃণও গ্রহণ করিবার আমার অধিকার নাই। মায়াবদ্ধ বঞ্চিত জীবগণ অন্ধ, তাহারা একে অপরকে যে পথ প্রদর্শন করে, তাহা বিপথ বা কুপথ। তাহাতে আত্মবিনাশ লাভ হয়। এই জগতের বক্তৃতা-কারী দার্শনিক, নৈতিক, যোগী, ভোগী, জ্ঞানী প্রভৃতি নিজদিগকে অভিজ্ঞ মনে করিয়া অপর জীবগুলিকে মূর্খ বা অনভিজ্ঞ মনে করিয়া যে উপদেশ করেন, তাহাও লোক-বঞ্চনা-মাত্র, কারণ উহারা কেহই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সুদার্শনিক নহেন। তাই শাস্ত্র বলেন—'অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম বদ্ধাঃ।' এই জগতে একজন নিজকে দার্শনিক বলিয়া প্রচার করিয়া নিজের মনগড়া কথা বলিয়া অন্যকে ভুল বুঝাইয়া দেয়। তাহাতেই জগতে যত অসুবিধা ঘটিয়াছে। এইরূপ বক্তা ও শ্রোতা নানারূপ বাধা ও মোহে অন্ধ হইয়া থাকে। ইহজগতে যে পূর্ব্বমীমাংসকগণ আছেন, তাঁহারা আধ্যক্ষিক মীমাংসক।

যাহারা পরজগৎ বা চিজ্জগতের সংবাদ রাখে না, তাহারা নানা কষ্টে আবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বমীমাংসকগণ কর্ম্মী। কিন্তু শ্রীব্যাসদেবের উত্তরমীমাংসায় বা বেদান্তদর্শনে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মবস্তুর দর্শন পাওয়া যায়। কর্ম্মিগণ আপাত সুখের মোহে নানা দেবদেবীর নিকট বহু কামনা-

পুরণের বিষয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু কৃষ্ণের নিকট হইতে কোন কামনা ঘুষ দিয়া আদায় করা যায় না। কৃষ্ণ কামদেব। তিনি পূর্ণ ভোক্তা। যিনি কৃষ্ণের কাম-চরিতার্থ করেন, তাঁহার নিজের কোনরূপ কামনা থাকে না। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন কাম ও প্রেমের পার্থক্য এইরূপ বলিয়াছেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

কৃষ্ণকে শুদ্ধভক্তি করিলেই সুবিধা ও মঙ্গল হইবে। নিরপরাধে নিরন্তর কৃষ্ণনামের সেবা করিলেই ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের স্বরূপ জানা যাইবে। শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ—

"যারে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"

অর্থাৎ হে জীব! যদি সাধুগুরুর নিকট হইতে কৃষ্ণকথা কিছু শ্রবণ হইয়া থাকে, তবে তাহা কীর্তন কর—কৃষ্ণানুশীলন কর। কৃষ্ণের অনুশীলন না হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুর অনুশীলন হইবে।

তথাকথিত চণ্ডীপাঠকেরা বিচার করেন—তত্ত্ববস্তু শক্তি-জাতীয়। ভগবান্‌কে মাতৃরূপে দাঁড় করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে আমাদের সকল ভোগ আদায় করিব অর্থাৎ ভগবান্‌কে আমরা ভোগ্যরূপে পরিণত করিব। কিন্তু ভগবান্‌কে যে যেরূপভাবে ভজনা করিবার যত্ন করেন তিনিও তাঁহাকে সেরূপভাবে কৃপা করেন। তাই শাস্ত্রে আছে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আমরা কামকামী হইলে ভগবান্‌কে পাইতে পারি না। যোষিতের চিন্তা করিতে করিতে জীব যোষিদ্রূপ প্রাপ্ত হয়। তাই গীতাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

আরসোলা কাঁচপোকার দ্বারা ধৃত হইয়া তাহার চিন্তা করিতে করিতে কাঁচপোকার রূপ লাভ করে। শাক্তের-মতবাদীরা নিজদিগকে ভোক্তা মনে করিয়া বিশ্ব, জগৎ বা প্রকৃতিকে ভোগ্য মনে করে। তাহারা জিহ্বা-লাম্পট্য চরিতার্থ করিবার জন্য কালীমূর্তির নিকট যূপকাষ্ঠে ছাগ বলি দেয়। কিন্তু কামকামী ও ইন্দ্রিয়লোলুপ মনুষ্য বুঝিতে পারে না যে, কোন জীবকে হত্যা করিলে সেই জীবও পুনরায় তাহাকে পরবর্তী জন্মে হত্যা করিবে। তাই ছাগমাংসলোভী মানুষ ছাগ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, আবার ঐ ছাগটিও কোন এক জন্মে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তাহার হত্যাকারী মনুষ্যকে ছাগরূপে বলি দিবে। এই জগতে মায়ামুগ্ধ জীবের জন্য অনেক টোপ সাজান রহিয়াছে—যেমন, মৎস্যগুলি টোপ খাওয়ার লোভে পড়িয়া জীবন হারায়, সেইরূপ মায়ামুগ্ধ জীবও ভোগের টোপ গিলিতে গিয়া চিরতরে আত্মঘাতী হয়। অন্যাভিলাষী জীব এইরূপ বিষয়ের টোপ গিলিতে গিয়া কৃষ্ণের আকর্ষণ হইতে ছুটি লাভ করে। হে বুদ্ধিমান্ মানুষ! তুমি ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই ত্যাগ করিলেই ভক্তিমান্ বা ভক্ত হইতে পারিবে। অন্যাভিলাষীর বিচার ছাড়িয়া দিলে কৃষ্ণ ক্রমশঃ তোমাকে তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবেন; নতুবা জড় ভোগ্য বিষয় তোমাকে আকর্ষণ করিয়া নরকে লইয়া যাইবে। কলিযুগপাবনাবতারী ভক্ত-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর প্রণতজনগণকে আশীর্ব্বাদকালে অন্য কোন আশীর্ব্বাদ না করিয়া 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন অর্থাৎ তোমার মতি কেবলমাত্র কৃষ্ণেই প্রযোজ্য হৌক, অন্য কোন বস্তুতে নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের পদাশ্রয় ব্যতীত পতিত জীবের আর কোন উপায় নাই।

এই স্থানটি অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারে। এইটি কৃষ্ণানুশীলনাগার। আমরা একমাত্র কৃষ্ণানুশীলন করিব। কৃষ্ণানুকূল্য—শ্রীবার্ষভানবী দেবী। বার্ষভানবীরই নামান্তর অনুকূলা। শ্রীবার্ষভানবীর সৃষ্টাবর্গ সকলেই গুরুপাদপদ্ম; গৌড়ীয়গণ অনুকূলার কৃষ্ণ বা রাধার কৃষ্ণের উপাসক। তাঁহারা কৃষ্ণ অপেক্ষাও বার্ষভানবীরই পক্ষপাতী বেশী। 'কৃষ্ণানুকূল্যানুশীলন' শব্দ হইতে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন শব্দটির বৈশিষ্ট্য আছে। অনুকূলার আনুগত্যে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন হইয়া থাকে। কৃষ্ণের প্রতি প্রতিকূল ভাবটি অতি দূষণীয়। অনুশীলন বা engagementগুলি কৃষ্ণের সম্বন্ধে হইলেই সব সুবিধা হইবে। কিন্তু হায়! আমরা কৃষ্ণকে গৃহপতি না করিয়া গৃহব্রত হইয়া পড়িয়াছি। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিয়াছেন,—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

গৃহব্রতগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ। কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠা ভোগ করিবার ইচ্ছাই গৃহব্রত পুরুষের চেষ্টায় এবং অনিত্যশরীরধারী পুরুষকে ভোগ করিবার ইচ্ছাই গৃহব্রত স্ত্রী-অভিমানিনীমাত্রেরই চেষ্টার মূলে বর্ত্তমান। ইহ জগতে পুরুষের কামিনী-ভোগ এবং কামিনীর পুরুষ-ভোগের প্রবল প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। বহির্ম্মুখ পুরুষের যেরূপ অসুবিধা, কামিনীরও সেইরূপ। কৃষ্ণভজনরহিত পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই খারাপ বা অবৈধ। ভোগের অতৃপ্তির জন্য উহাদের উভয়েরই মহা-অসুবিধা। পুরুষের জড়দর্শনই স্ত্রীভোগবিচার এবং স্ত্রীর জড়দর্শনই পুরুষভোগবিচার—এই উভয় পুরুষাভিমানই মহাভুল বিচার। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ চিরণাকশিপুকে লক্ষ্য করিয়া গৃহব্রতগণকে বলিয়াছেন,—'ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।' জড়পুরুষ ও জড় স্ত্রীদর্শন উভয়ই জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্যদর্শন, সুতরাং বঞ্চনাময় বা মায়া। তিনিই গৃহব্রত—যিনি জড়ভোক্তা পুরুষ ও স্ত্রী অভিমান করেন। যাহারা ভোগের চিন্তায় নিরত, তাহারাই কাল্পনিকিত স্ত্রীমূর্ত্তি, চিত্রে অঙ্কিত নরপশু, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি দর্শন করিয়া নরকে গমন করে। কতকগুলি লোক Artএর নামে চিত্রে স্ত্রীমূর্ত্তি বা নরক দর্শন করে এবং তদ্দ্বারা অশ্লীল অবৈধ আলোচনা বৃদ্ধি করে।

বাহিরের পোষাকী সন্ন্যাসী হইলেই সুবিধা হইবে না। অন্তর ব্রাহ্মণ ও বিষয় সন্ন্যাসী হওয়াই আবশ্যক, তাহাই জীবের স্বধর্ম্ম। 'যাঁহারা কেবলমাত্র ভোগ ও ত্যাগ করব' —বিচার করেন, তাঁহাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে, তাঁহারা স্বার্থগতি বিষ্ণুকে জানেন না। এখানে সাধুর বেশে মানুষকে ঠকাইতে পারা যায়, কিন্তু কর্ম্মফলদাতা ত' তাঁহাদিগকে ছাড়িবেন না? যাঁহারা সাধুর বেষে অসৎসঙ্গে লিপ্ত আছেন তাঁহারা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করিতেছেন। অস্থায়ী ভবের উপর নির্ভর করিলে সবশুদ্ধ দুঃখ ও মৃত্যুই লাভ হইবে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সংসার করার ফলই—প্রকৃত মরণ ও নানা আধি-ব্যাধিতে—ত্রিতাপে জ্বলন। বহু চিন্তা ও সৎকার্য্যের অভিনয় করা হইল, কিন্তু শেষটায় সার হইল—কেমন করিয়া চিরকাল ধরিয়া দুঃখে জর জর হইয়া পচিয়া পচিয়া মরিতে হয়, তাহার পাকা বন্দোবস্ত করা। সংসারের এত চিন্তা-ভাবনা সমস্তই মরণের জন্য। এত কাছ যোগাড় করা হইল মরণের জন্য। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ও দুর্ল্লভ জন্মধারী হইয়া মানুষজাতি সবশুদ্ধ এইরূপ সুন্দর (?) চিন্তা করিলেন! হায়! হায়! মানুষ, তোমার বুদ্ধির এই পরিণাম! জগৎকে দুঃখরূপে দর্শন করিতে গেলে এইরূপ বিপদ্ অনিবার্য্য। আমরা যদি নিজের যেরূপ অনুসারে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োচনায় চলিতে থাকি, তাহা হইলে অকূল সংসারসাগরে ডুবিয়া যাইব। কর্ণধার না থাকিলে বিপথগামী হইতেই হইবে। ভগবানের অনুশীলন না করিলে কোন কিছুতেই কিছু সুবিধা হইবে না। খণ্ডবস্তুর প্রতীতিতে প্রভুর সজ্জায় ও অভিমানে ভুক্তভোগ্য বস্তুগুলিকে নিজের ইন্দ্রিয়ের অধীন করার যত্ন হইতেছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু, তাঁহার বদলে ছাগ নামে তজ্জাতই চেষ্টা করিতে হইবে।

Altruistic doctrines are apart from pure theism. Even at the expense of our few gallons of blood we should try to turn every man a pure theist, though many thorns will be visible in front to thwart our march. Where is the uniting tie with the Absolute? Why should we show diffidence to serve our Godhead? Such wrong propensities and misconception should be eradicated at all costs. We should always seek after the truth—I mean, the Absolute Person Sri Krishna. Only they are misguided who are engaged in the world's delusive laboratory. তজ্জন্যই প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি—'অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।' When one blind person guides another blind person—both are liable to be entangled. Thus non-theists must be entangled by the warp and woof of the net of maya and thereby entrapped and will have no chance of getting any outlet for rescue. We should by all means avoid all those attractions that are shown to us by

worldly-minded persons—rich in ornaments, pedantry, social and political positions etc.

অভক্ত ও ভক্তের চিন্তাস্রোতঃটি ঠিক বিপরীত। Directions opposite to the pure service of Goahead through non-absolute things that are presented before our senses, should be avoided at all costs. This world is a delusive laboratory. Those who are busy with the worldly phenomena are misguided.

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

We should select the most impoverished (অকিঞ্চন) men having true refuge in Krishna. We should avoid big empiric and speculative philosophers or free thinkers solidly as their brains are limited within Nature. We must not be misguided by the poverty of the so-called worldly civilization. We must not be misguided by the so-called rich people who are equipped with worldly possession etc. We should non-co-operate with bragging and boastful rich, learned and so-called civilized people who do not fully submit to the Absolute Person Sri Krishna.

তস্মাদ্ দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

So a really wise man should always keep himself aloof from all non-theistic heroes of the battlefield of this delusive world—whatsoever he may be. Krishna's true servitors are the only rescuers or liberators of conditioned souls.

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং"—ইত্যাদি

The preceptor should be a bona-fide devotee who is not at all sanguine for any sort of transitory worldly things. Death is the last consequence of worldly prosperities. The so-called heroes and enjoyers of this world must meet their death in the long run. Their exploits in the battle fields must end in death and nothing but death. Oh what shocking blunders of these people! What crushing & heartless bloody and staggering cruelties are done by those mundane fruitive workers and heroes!!! We must abandon the worthless thoughts of a ভবপুরে। মায়াবদ্ধ বিষয়ীদিগের চিন্তা এই যে—হরিভজন করিয়াও আমার দুঃখ কেন? এই শ্রীমায়াপুরে মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত খোলাবেচা শ্রীধরের বাস। তিনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত বলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কলা-মূলা খোর বিক্রয় করিয়া অতি দরিদ্রভাবে জীবনযাপন করিতেন। শ্রীধরের শুদ্ধভক্তিতে প্রীত হইয়া মহাপ্রভু সখ্যরসে তাঁহার সহিত কোন্দল করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহার কলার খোলা খোর কাড়াকাড়ি করিতেন। শ্রীধরের বিচার ছিল—'ঈশ্বরেরই সকল বস্তু।' সকল বস্তু দিয়া তাঁহারই সেবা করিতে হইবে; কেন না, He is the all-loving centre. The local people were advising Sridhar to give up his unalloyed devotion, as God was not supplying him with any worldly riches. Though Sridhar was poor to the extreme, still he was rich in unalloyed devotion which was not known to those world-enjoyers. So he was afterwards blessed by the Supreme Lord.

Our duty is to single out our preceptor. The selection of such preceptor must be confined in the person—who cares very little for this world, who does not run after fruitive action and empiric knowledge. The preceptor

must not teach his disciple to enjoy anything. We should associate ourselves with Sri Gurudeva who has no such wrong associations or intentions. We should concentrate all our attention to serve the Eternal Master of the whole universe. To try to serve the Absolute with non-absolute and nondevotional senses is the only blunder. 'অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।' All these enjoying moods are barricades on our way to reach our Real Goal. We must find out a person who does not care the world nor does want any help from any conditioned man of this world. He is our Preceptor who comes or appears to the world to deliver us to the Transcendental Realm and not to the wrong heaven. When we get such a man, we should follow his sermons, precepts or teachings to the letter, because he wants none to be misguided. Every true devotee is our well-wisher. We must not associate with a nondevotee however great he is. We should associate with him who has cut off all connections with this world and serves the Absolute Person for 24 hours. Such a person should be resorted to. We must anoint our bodies with the dust of his lotus feet, who cares nothing within the reach of limited human reason.

নামব্রহ্ম মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

I bow down to that preceptor who is reputed as the bestower of all good on me—not limited and evil-producing good, but good that is ever good. I bow down to him who is ready to bestow all his eternal treasures namely, these eleven categories :—(1) নামব্রহ্ম—the Name of the Absolute Person Krishna, (2) মন্ত্রম্—the Divine Mantra, (3) শচীপুত্রম্—the service of the Son of Sachi i. e. Sri Gaurasundar, (4) স্বরূপম্—Swarupa Damodara—the second self of Mahaprabhu and the Divine Master of the Gaudiyas, (5) রূপম্—Sri Rupa Goswami Prabhu, (6) তস্যাগ্রজম্—Sri Sanatana Goswami Prabhu, (7) উরুপুরীং মাথুরীং—the supreme Abode of Krishna, viz., Mathura. Mathura is not an earthly district to be reached by trains. (8) গোষ্ঠবাটী (Gosthabati)—the pasture ground or grazing fields and native woodlands of the cows of Vraja. Krishna daily goes to these fields with his friends to graze His cows. These cows are all মুক্ত. The best servitors are turned cows to be regulated by Krishna. (9) রাধাকুণ্ডং—The Highest transcendental Lake where the transcendental Krishna's most confidential and beloved consorts offer their service in Disports to their only Lord. (10) গিরিবরম্—Sri Govardhana Hill where Krishna's Eternal Disports are eternally displayed, (11) রাধিকামাধবাশাং—the unalloyed yearning or longing for the loving service of Sri Sri Radha-Madhava in Vrindavana.

We should sincerely try to stop all our engagements with Maya, as soon as we hear about the Absolute. We should pay all attention to Him cancelling all our attractions for the mundane things. We should surrender to His Divine Agent or own Person who has been deputed here to uplift

or liberate us and bring us back to our Eternal Home. All our worldly friends deceive or deprive of our eternal summum bonum. Nor we need approach the gods. দেবতারাও মানুষের মত মরিবে। তাহাদের অমরত্বও কালক্ষোভ্য। ইহাদিগের পূজা ও নিন্দা করিবার দরকার বা লাভও নাই। যিনি আমাদিগকে ঐ একাদশটি বস্তু দান করেন, তাঁহারই নিকট অগ্রসর হইলে সব সুবিধা হইবে। অতএব বাস্তব সত্যেরই অনুসন্ধান করা দরকার।

'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।' যাহাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয়, সেইরূপ সত্য কথা অপ্রিয় হইলেও বলিতে হইবে, ইহাতে ক্ষুভোদ্বেগ হয় না। পৃথিবীর সকল লোকের মঙ্গল কিরূপে হইবে, সেই চিন্তা করা দরকার। নিজের ও অপরের মঙ্গল করিতে হইবে। কেবল বর্ত্তমান যুগের মনুষ্যের জন্য নহে—সকল যুগের সকল মানুষের অনন্তকালের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যেখান হইতে আর কোনদিন ফিরিয়া আসিতে হইবে না—এরূপ অভয়ামৃত নিত্যরাজ্যে পরাকালে অভিযান করিতে হইবে। সেই অপ্রাকৃত জগতের তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আমাদের শ্রীগুরুপাদাশ্রয় লাভ করা একান্ত আবশ্যক।

'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥'

আমরা সব সময়েই সেই দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে serve করিব। যদি আমরা গৃহে থাকি, তাহা হইলেও বাড়ীর সকল লোক মিলিয়াই তাঁহার উপাসনা করিব। আমরা শুদ্ধ অন্তরের ভাল ভাল ঘর-বাড়ীতে ভগবান্‌কে ও তদীয়জনকে রাখিব—নিজেরা কুটীরে থাকিব। আমরা যদি না খাইয়া ভগবান্‌কে খাওয়াই, তবেই তাঁহার কৃপা পাইব। হে ভোগি-জীব! তুমি কে? যে শুধু খাওয়া দাওয়া করিয়াই সুখে থাকিবে? তুমি কে যে, তাঁহার ধন চুরি করিবে? এবং তুমি কে? যে তাহার উপর প্রভুত্ব করিবে এবং তাহা নিজে নিজে ভোগ করিতে পারিবে? পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলে এক মুহূর্ত্তেই সকলের সকল রসদ বন্ধ হইয়া যাইবে। অতএব একটীমাত্র দানাও যদি গ্রহণ করিবে, তবে তাহাও ভগবানকে নিবেদন না করিয়া গ্রহণ করিবে না। কে, কাহার জগৎ ভোগ করিবে?

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

প্রত্যেক জিনিষটি ভগবানের—এই বিচারটি ভক্তের বিচার। সন্ন্যাসীর ভেক্ষা করিলেই বা ফল কি হইবে? জীব ভোক্তা নহে। জগতের সকল জিনিষ ভগবানের ভোগের বস্তু। তাঁহার সেবা করিলেই সকল সার্থক।

"নামব্রহ্মেতি মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্রস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

এই একাদশ প্রকার মঙ্গলদাতা পতিতপাবন পরম-দয়াল শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি নমস্কার করিতেছি।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ বিষ্ণু-বর্গের লক্ষ্মীগণের নাম—"মায়া ভদ্রা কৃতিঃ শান্তিরিতিঃ রূপ-চতুষ্টয়ম্। শ্রিয়োঽস্তি বা হরের্জায়া বাসুদেবাদিরূপিণঃ॥" যথাক্রমে মায়া, ভদ্রা, কৃতি ও শান্তি (মুক্তিমন্দিকার অন্তর্গত তদ্ধিসৌরভে ৩৫৩ শ্লোক।)

"ইত্থং বিচিন্ত্য পরমঃ স তু বা বাসুদেবনামা বভূব নিজমুক্তি-প্রদাতা।
তস্যাগ্রজস্য নিহতাখ রমাঽপি রূপং বভ্রে দ্বিতীয়মপি যৎ প্রথতি মায়াম্॥
সঙ্কর্ষণঃ স চ বভূব পুনঃ সুনিত্যঃ সংহারকারণবপুস্তনুভাজয়ৈব।

দেবী ভবেত্যনুবভূব যঃ সৃষ্টিহেতোঃ প্রদ্যুম্নতানুপগতঃ
কৃতাভাক দেবী ॥
দ্বিতীয় পুনঃ স ভগবানিরুদ্ধনামা দেবী চ শান্তির্ভবভদ্রবর্দ্ধনাং
সহস্রম্ ।
দ্বিধা স্বমূর্ত্তিভিরচিন্ত্যশক্তিঃ প্রদ্যুম্নরূপক ইমাংশ্চরমাঞ্জনেদং ॥
(মহাভারত তাৎপর্য্য ১ম অধ্যায় ৩৮ সংখ্যা)

বাসুদেব—একমুখ, চতুর্ভুজ (শঙ্খ, চক্র, গদা-পদ্মধারী) সঙ্কর্ষণাভিন্ন ও পীতাম্বর।

সঙ্কর্ষণ—একমুখ, চতুর্ভুজ (শঙ্খ, পদ্ম, লাঙ্গল, মুষল-ধারী), শ্বেতবর্ণ, নীলাম্বর।

অনিরুদ্ধ—একমুখ, চতুর্ভুজ (শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও খড়্গ-ধারী), পদ্মপত্রাভ, রক্তাম্বর।

প্রদ্যুম্ন—একমুখ চতুর্ভুজ (শঙ্খ, পদ্ম, ধনুঃ ও শরধারী), চর্ব্বাঙ্কুরশ্যাম, শ্বেতাম্বর।

হরিবংশপঞ্চরাত্রে শ্রীবিষ্ণু ও লক্ষ্মীর স্বরূপ—

পরমাত্মা হরির্দেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা। শ্রীর্দেবি প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা। অর্চ্চামূর্ত্তিঃ স্মৃতঃ কৃষ্ণঃ শ্রিয়িকা কমলালয়া ॥

হরিবংশপঞ্চরাত্রে আচার্য্যলক্ষণ—

"সমতঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং পঞ্চরাত্রবিশারদঃ। রোষলোভ-বিনির্ম্মুক্তো মাৎসর্য্যদোষবর্জ্জিতঃ। কদাচিদপি শূদ্রস্য নৈবাচার্য্যত্বমর্হতি।" কিন্তু—

"সর্ব্বত্র ব্যতিরিক্তস্য আত্মানং বেত্তি যো দ্বিজঃ। সর্ব্ব-লক্ষণহীনোঽপি স গুরুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ অপি পাপসমাচারঃ সর্ব্ব-লক্ষণবর্জ্জিতঃ। শৈলিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সংসারার্ণবতারকঃ ॥ পঞ্চরাত্রপ্রবুদ্ধস্য সিদ্ধান্তার্থস্য তত্ত্ববিৎ। সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি আচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে ॥ যস্য দ্বিজস্য পরা ভক্তির্যথা দ্বিজে তথা গুরৌ। স এবাচার্য্যস্য জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্ধনঞ্জয়ে তে ॥

এবম্বিধৈবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাসারভেদ্ গুরুঃ পাষণ্ডান্ নাস্তিকান্ সর্ব্বান্ দেবব্রাহ্মণদূষকান্ ॥ দীক্ষাবহিষ্কৃতান্ সর্ব্বান্ হেতুবাদরতাংস্তথা। নিরাকৃত্য প্রযত্নেৎ কর্ম্ম বৈষ্ণবৈর্লৌকিকৈঃ সহ ॥ বর্জ্জয়িত্বা প্রযত্নেন সর্ব্বজন্মণি নাস্তিকম্। পরবাক্যপ্রমাণজ্ঞোঽব্রাহ্মণোঽবেদপারগঃ। রক্তিঃ পশুপাল্যেণ নাচার্য্যোক্ত স শৈলিকঃ ॥"

মাংস্যে—"আচার্য্যস্য ভবেদ্বিত্তং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ। শৌচাচারপরো নিত্যং পাষণ্ডকুলনিস্পৃহঃ ॥"

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বিভিন্ন স্থানে প্রচার

হাওড়া জেলায়—ভগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ হাওড়া জেলার অন্তর্গত উত্তরমৌড়ী-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া গত ২৩।২৪শে ডিসেম্বর তারিখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ২৫।২৬শে ডিসেম্বর তারিখে বেগড়ী গ্রামের সজ্জনবৃন্দ কর্ত্তৃক সাদরে আহূত হইয়া তত্রস্থ হরি-সভার নাট্যমন্দিরে ভক্তিশাস্ত্রীজী 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা' ও 'শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান-বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর দিবস উক্ত নাট্যমন্দিরে তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার প্রচারফলে বহু সজ্জনব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথায় আকৃষ্ট হইতেছেন।

দিল্লীতে—গত ২৮শে ডিসেম্বর পুরাতন দিল্লীসহরের লালা শ্রীযুক্ত কবুল সিং গুপ্ত মহোদয়ের ভবনে গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজদত্ত ভক্তিপ্রসূনজী কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ উপস্থিত হইয়া 'শ্রীনামতত্ত্ব' সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় বহু শিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনেকে শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক পরিপ্রশ্ন করেন। ২৯শে ডিসেম্বর দিল্লীর অডিটার-জেনারেল-অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের নিকট শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূনজী দুই ঘণ্টাকাল গীতায়

শিক্ষা সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয় হরিকথা-শ্রবণে আরও আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১লা জানুয়ারী সোমবার দিবস শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূনজী দিল্লীবাসী সজ্জন শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতনশিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২রা জানুয়ারী তারিখ সন্ধ্যায় তিনি শ্রীযুক্ত জে, এন্, সরকার মহোদয়ের বাটীতে শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ করেন। ৩রা জানুয়ারী উক্ত প্রচারক মহোদয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের গৃহে 'শ্রীরায়রামানন্দ-সংবাদ'-পাঠকালে 'সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব' বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ৬ই জানুয়ারী সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ্ অফিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বনফুলাল মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূনজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ শ্রীমৎ পরীক্ষিতের চরিতকথা হিন্দীভাষায় আড়াই ঘণ্টা-কাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

৭ই জানুয়ারী তিনি ন্যাশন্যাল্ ব্যাঙ্কের কোশিয়ার শ্রীযুক্ত কৃপাশঙ্কর মহাশয়ের ভবনে সন্ধ্যায় 'গীতার শিক্ষা' সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় দুই ঘণ্টাকাল শ্রৌতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ গীতার ভক্তিপর শ্রৌতসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া আরও শ্রবণাগ্রহ প্রকাশ করেন। ৮ই জানুয়ারী পুরাণ দিল্লীর বিখ্যাত জুয়েলার শ্রীযুক্ত ডি, সি, বর্ম্মা মহোদয়ের ভবনে উক্ত প্রচারক মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নারদ-বসুদেব-সংবাদ হিন্দীতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত শ্রদ্ধালু শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীনামতত্ত্বের সম্বন্ধে শ্রৌতসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমে—২রা জানুয়ারী তারিখে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবক শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় উড়িষ্যা গভর্ণরের ষ্টেনোগ্রাফার মিঃ জে, এন্, গ্রিফিন্ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় আবাসে গমনপূর্ব্বক অন্যান্য ধর্ম্মমতের সহিত গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পার্থক্য ও উহার সর্ব্বোত্তমতা-সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মিঃ গ্রিফিন্ গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

৩রা জানুয়ারী তারিখে রাজা শ্রীরামচন্দ্র সিংহ দেও (কলার অব্ খরসোয়ান্ ষ্টেট্) মহাশয় কর্ত্তৃক সমাদরে আহূত হইয়া উক্ত ব্রহ্মচারীজী 'আত্মায়ঃ প্রাহ ভবং' শ্লোকটী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। আত্মনিবেদন, কৌলিক-গুরুবাদের অসারত্ব ও চিন্তাস্রোত অপেক্ষা শ্রীরূপশিক্ষার প্রকটিত চিদ্‌বিলাসস্রোতের মহত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ২ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মচারীজীর নিকট শ্রৌতবাণী-শ্রবণে রাজাসাহেব বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মুকুটমৌলি শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণকমলদর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

পাটনায়—৭ই জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীবিনোদবিহারিণীতে পাটনা গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধেয় ষষ্ঠীচরণ পালিত মহোদয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা ও লোকশিক্ষার্থ দশগুরুপাদাশ্রয়ের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। ৭ই জানুয়ারী তারিখ ঐস্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা পাঠ হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। সভায় বহু শ্রোতা উপস্থিত হন।

নেডোডাল্লুতে (মাদ্রাজ প্রদেশ)—গত ৭ই জানুয়ারী পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত ঈমানী ভেঙ্কটরামা রাও মহোদয়ের বাসভবনে (নেডেরোল হইতে দুই মাইল দূরে চিটিপেট্টা নামক গ্রামে) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ ব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৮ই জানুয়ারী তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। ৯ই জানুয়ারী স্থানীয় হাইস্কুলে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে শ্রীপাদ রাজগোপাল সুবুদ্ধি ও শ্রীপাদ ব্রজ-গোপালদাস ব্রহ্মচারীজী যথাক্রমে তেলেগু ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ১০, ১১ ও ১২ই জানুয়ারী ত্রিদিবসই স্থানীয় থানাদার মিঃ সত্যনারায়ণ মূর্দি গারু মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। ১২ই তারিখে চিটিপেট্টার পি, ডাব্লিউ, ডি'র এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ও, আর, নারায়ণস্বামী আয়ার মহোদয়ের নিকট শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয়ে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

পিন্‌মানাতে (ব্রহ্মদেশ)—গত ৭ই জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় The Pyinmana free Library Association'এর গৃহে আহূত সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিসৌধকী Tucker Road, Hussania School Buildings Library Hall এ Mr. U. Hla Maung (Higher Grade Pleader) মহোদয়ের সভাপতিত্বে "Message of Sri Krishna Chaitanya" সম্বন্ধে ইংরাজীভাষায় দীর্ঘকাল বক্তৃতা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদপত্রে প্রতিধ্বনি- মাদ্রাজের বিশিষ্ট পত্রিকা "Sunday Times", January 7, 1940 তে প্রকাশিত পত্রের ৪র্থ পৃষ্ঠায় মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অনুষ্ঠিত পতিতপাবনবর জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসবের সাফল্যের কথা এবং তাঁহার প্রচার্য্য-বিষয় ও প্রণালীর কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের একটী সুন্দর আলেখ্যও ঐ পত্রের শোভা বিবর্দ্ধিত করিয়াছে।

"On 14th January (Makar-Sankranti-day) the members of Sre Gaudiya Math elucidated "Ganga-mahatyam" (the glory of the holy water of the Ganges) from Sree Chaitanya Bhagabatam at Spark's Street Durga-Bari Temple between 8-30 to 10 a. m. under kind arrangement of Mr. K. L. Das and Mr. K. K. Kar. Melodious congregational chanting songs of the holy name preceded and followed the function. The same evening after Aratrikam and Path-Kirtan more than 50 persons were treated with Mahaprosadam, at Sree Rangoon Gaudiya Math, 301, Lewis Street.

Between 8-30 and 10 p. m. another special arrangement for path-kirtan was made by Mr. S. N. Haldar of Bharat Boarding, 170 Lewis Street and the members of Sree Gaudiya Math satisfied many prominent persons of the locality by their elucidation of Sastras and Sankirtan-songs".

—The Rangoon Daily News
(Tuesday, January 16, 1940)

শ্রীধামমায়াপুরে বিশিষ্ট দর্শক

গত ১৪ই জানুয়ারী, ২৯শে পৌষ রবিবার দিবস কৃষ্ণনগর সদরের মাননীয় সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কে. সি মুখার্জ্জী মহোদয় সপরিবারে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন। মঠের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির প্রভৃতি শ্রীধামের সমস্ত শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করান।

তাঁহারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টীটিউটের সেক্রেটারী ও গৌড়ীয়মিশনের গবর্ণিংবডির সদস্য শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব বি-এ, উক্ত ইনষ্টীটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ অমলন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব প্রমুখ মঠসেবকগণের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও প্রচার্য্য বিষয়, বর্ত্তমান ও পূর্ব্ব আচার্য্যদেবগণের কৃপা ও অবদানের কথা এবং শ্রীনামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শ্রবণ করেন।

অবসান-প্রাপ্তি

গত ২৯শে পৌষ, রবিবার প্রাতে কলিকাতা ১৪নং শ্রীকৃষ্ণলেন-স্থিত বাড়ীতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত মহাশয় শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে নিত্যধাম লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সজ্জনব্যক্তির অভাব আমরা অনুভব করিতেছি।

তিনি বহুদিন যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ ও অন্যান্য মঠে উৎসব ও শ্রীবিগ্রহের পূজারাদির জন্য প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট পুষ্পমাল্যাদি প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি পতিতপাবন শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এ বৎসরও শ্রীলপ্রভুপাদের বিরহ-মহামহোৎসবে পুষ্পমাল্যাদি প্রদানের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের কৃপায় নির্ব্বিশেষবাদিগণের প্রাপঞ্চিক দুঃসঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় রতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ভাগ্যবান্ সন্তান-সন্ততিগণ তদনুসরণে হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় আত্মনিয়োগ করুন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈতন্যবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়টৈতন্য-সম্প্রদায়টৈরক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২০শে মাঘ, ১৩৪৬; ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ | ২৭শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

কাল—একাদশী তিথি; সন্ধ্যা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ইং

কৃষ্ণবস্তুটি ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করেন। বাস্তব বস্তুই আকর্ষক। তিনি কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাহাকে আকর্ষণ করে না। তদ্রূপ সেবা ভগবান্ সেবোন্মুখ ও সেবকগণকেই আকর্ষণ করেন। সেবোর মাধুর্য্য-লোভে সেবোন্মুখ ও সেবকগণ আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষক বস্তুর এমন শক্তি আছে—যাহা দ্বারা তিনি আকৃষ্টকে টানিয়া লইয়া যান। মধ্যস্থলে বা পথে বাধা পড়িলে অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ বা অন্য হেতু ও ব্যবধান ঘটিলে আকর্ষণ কম হয়। মধ্যস্থলে বা পথে আকৃষ্ট যদি অপর কোন অবান্তর বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট অর্থাৎ বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে মূল আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হয়।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥

একদিকে বদ্ধ বা বদ্ধজনক সংসারের আকর্ষণ, অন্য দিকে কৃষ্ণের আকর্ষণ। এ জগতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি আকর্ষক বস্তুসমূহ আমার অতি নিকটে আছে। আমি দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাই। সেজন্যই হরিকথা অনবরত শ্রবণ করিতে থাকিলেই তবে ঐ নিকটস্থ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিব। ভগবান্ আমাদিগকে না টানিলে মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হইতেই হইবে।

কৃষ্ণের নাম-রূপাদি আমাদিগকে আকর্ষণ করিলে আমরা বস্তুমানে ভোক্তৃরূপে কৃষ্ণের সম্ভোগ যে বলিয়া আছি, সেই অসুবিধা হইতে ছুটী পাইব। কৃষ্ণের কথা যতই অনুশীলিত হইবে, ততই আমাদের ভোক্তৃত্বভাব দূর করিয়া তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥

আমাদের equilibrium নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা শ্রেয়ঃকে ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃকে বহুমানন করিতেছি! হরিকথারূপ আলোক হইতে দূরে আছি বলিয়া আলোককেও অন্ধকার বলিয়া মনে হইতেছে—বিমুখ হইয়া অন্ধকারের মহিমায় আকৃষ্ট হইতেছি! কোন্ দিকে আলোক আছে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না! একমাত্র উপায়—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

আমি যে দিকে নত হইয়া পড়ি, সেই দিকেই আমা অপেক্ষা বেশ গুরুবস্তু আছে, বিচার করিতে হইবে। আমি যখন পরামর্শ পাই—সকল উপাসনা অপেক্ষা বিষ্ণুর উপাসনা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বিষ্ণুই সেবা-রাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব; কারণ, তিনি পূর্ণজ্ঞান ঘনানন্দ বস্তু, তখনই খণ্ডবস্তুর দিকে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত নয়। অখণ্ড, ব্যাপক বা ভূমা বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেই খণ্ড বস্তুতে আকৃষ্ট হই। খণ্ড বস্তুগুলি সেবা করিবার লোভ দেখাইয়া আমাকে ভৃত্যত্বে স্থাপন করে। খণ্ডবস্তুর নিকট হইতে ভোক্তার বিচারে সেবা গ্রহণ করিতে গিয়া খণ্ড বস্তুর প্রভু হইয়া পড়ি। প্রভুত্বপ্রিয় হইয়া অপর বস্তুগুলিকে ক্ষুদ্ররূপে অনুভব করি এবং খণ্ডবস্তুর ভৃত্য হইয়া যাই। ঐ খণ্ডবস্তু যখন বল প্রকাশ করে, তখন আমি বিকল হইয়া যাই,—আমি নিজের নিজত্ব হারাই এবং আমার শক্তির অল্পতা বুঝিতে পারি। যেমন কোন ব্যক্তি প্রথমে মদ খাইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে মদের নেশার ও প্রবৃত্তির কবলাঘাতে এমনভাবে বিভোর হইয়া পড়ে যে একেবারে ঐ মদের নেশার চিরভৃত্য হইয়া ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানরাহিত্য-ফলে নর্দ্দমায় পড়িয়া থাকাই ভাল মনে করে। তেমনই একবার অসৎসঙ্গে মত্ত হইলে লোক সহজে সৎপথে যাইতে পারে না। আমি যখন নিজকে অভাবগ্রস্ত মনে করি, তখন অভাব আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অতএব আমি শ্রেয়স্কামী হইয়া খণ্ডিত বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপক বস্তুকেই আশ্রয় করিব।

যখন আমি শুধু ত্যাগের দিকেই দৌড়ি, তখন অনেক বন্ধু আসিয়া আমাকে বলে—ত্যাগ অপেক্ষা প্রভুত্বই ভাল। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ করেন—গৃহব্রত হওয়া কিছুতেই উচিত নয়, প্রভু সাজা উচিত নয়। গৃহব্রতধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যমঙ্গলজনক বাস্তব বস্তুকে আশ্রয় করা দরকার। বহির্ম্মুখ ব্যক্তির গৃহ-রূপ-রস-শব্দাদি পঞ্চ বিষয়রূপে বিষধর সর্পের আগার মাত্র। ভোক্তা হইতে গেলে গৃহ আমাকে সুখ দিবার পরিবর্ত্তে দুঃখই দেয়। অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রতকে ইন্দ্রিয়রূপিণী সপত্নীগণ চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করিয়া প্রাণান্ত ঘটায়—'বধ্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং মুনন্তি'। স্বার্থগতি সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণুর সেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। এই শ্রেয়োগ্রহণই বুদ্ধিমত্তা। আমরা এত নির্ব্বোধ যে, ভগবান্ বিষ্ণুকে সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া, আত্মার নিত্য বল লাভ করার উপায় জানিয়াও তাঁহার সেবা আমরা কিছুতেই করি না। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন—বিষ্ণুরই আরাধনা কর। তাঁহাকে বৃহদ্বস্তুজ্ঞানে—অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে উপাসনা করিলেই চেতনের বল লাভ হইবে: কিন্তু অনেক সময় আমরা জড় জগতের বলে বলীয়ান্ হইয়া বিবিধ বানরের স্বভাববিশিষ্ট হই। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বলদৃপ্ত হইয়া সকল বলের আকর বলদেবকে দুর্ব্বল ও আমাদের অধীন বা প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তু বলিয়া জ্ঞান করি। বলদেব প্রভু বিবিধ বানরের ঔদ্ধত্য বিনাশ করিবার জন্য উহাকে বধ করিয়াছিলেন। এক সময়ে হস্তিনাপুরের রাজা দুর্য্যোধনাদি যখন লক্ষণা-হরণ-ব্যাপার লইয়া কৃষ্ণের ও যাদবগণের নিন্দা করিতেছিল, তখন বলদেবপ্রভু তাঁহার লাঙ্গলের দ্বারা হস্তিনা-নগরী উৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আমরা জড়াহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিজদিগকে সবল ও ক্রিয়াদক্ষ মনে করত কৃষ্ণকে ও কার্ষ্ণকে ছোট মনে করি। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহির্ম্মনোমিনঃ।

অন্তা যথাহৈকপদীয়মানা-
স্তেৎপাদতন্ত্রামুজধারি বন্দাঃ ॥

পার্ব্বতীর প্রতি শিব-বাক্য—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥

গৃহব্রত হইলে তাহাতে অসুবিধা। কিন্তু যিনি বিষ্ণু-সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্য করিলে আমাদের আর অসুবিধা থাকে না।

যে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
রন্তদ্ভুত ক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্ত্বির্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥

ভগবদ্ভক্ত যে পথে গমন করিয়া ভগবৎসেবা পাইয়াছেন, আমি তাঁহার সেই পথই নিরন্তর অনুসরণ করিব। আমি ভগবদ্ভক্তের অনুগমনের চেষ্টা করিব। মূল বস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক। তদীয় সেবায়ই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে। গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করাই আবশ্যক। তাঁহাদের সেবা করিলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়। বৈষ্ণবসেবা কি? বিষ্ণুসেবা ব্যতীত বৈষ্ণব আর কিছু করেন না। তাঁহার সেবা করার অর্থ—তাঁহাকে কৃষ্ণসেবায় সহায়তা করা। বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার ধার্ষ্টিকতা করিলে অসুবিধাই হয়। এ স্থলে একলব্যের দৃষ্টান্তটি আলোচ্য। মহাজনবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

মায়ায়ে করিয়া মন ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর না দেখি উপায় ॥

তদীয়কে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করিলে সর্ব্বনাশ হয়। তৎসেবা কনিষ্ঠাধিকার, আর তদীয় সেবাই মধ্যমাধিকার। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা তদীয়ের সেবা আরও বড়।

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥

যদি আমরা বলি—বাহিরের দিকে অর্থাৎ বেষেইমাত্র 'বৈষ্ণব' (?) হইব, তাহা হইলে কনিষ্ঠাধিকার হইতেও নীচে চলিয়া যাইব। তদীয়ের অবহেলা করিলে কনিষ্ঠাধিকার হইতেও পতন হইবে। কিন্তু যদি তদীয় বৈষ্ণবের অনুসরণ করি, তাহা হইলেই মধ্যমাধিকারে উন্নতি হইবে।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥

আমি হরিসেবা করি, এ'টি কেবল দাম্ভিকতা—ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া'। দাম্ভিকতাই পতনের প্রধান ও প্রথম সোপান। বৈষ্ণবের ছিদ্র দেখিলে সর্ব্বনাশ হয়। পূর্ব্বে গোপাল দাস শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের চরণে অপরাধফলে সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। লোহাগড়ার অযাত্রা শ্রীল বাবাজী মহারাজের চরণে অপরাধ করিয়াছিল। উহার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল যে, সে বাবাজী মহারাজ হইতেও আপনাকে অধিক বৈরাগ্যবান্ মনে করিত। ইহারা সবই renegadesএর দল।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

মহাভাগবতই উত্তম বৈষ্ণব। তাদৃশ বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের কিছুতেই সুবিধা হইবে না। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি—

ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
নিরন্তর থেহ উঠে মনে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি—

ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ—তিন সাধনের বল ॥

ভক্তকে নরসামান্য-জ্ঞানে ভক্তের উচ্ছিষ্ট অবজ্ঞা করিলে সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু অভক্তের উচ্ছিষ্টের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না।

অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

যিনি শাসনবাক্য দ্বারা আমার মঙ্গল না করেন, তাঁহার সঙ্গ করিতে নাই। সাধুর সঙ্গ-প্রভাবে, আমাদের হৃদয়ের পাপ ধ্বংস হয়। আপাত সুখৈষণায় চালিত হইলে অমঙ্গল হয়।

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছ মৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥

বিশ্বম্ভরের প্রথম জীবনে যে অবস্থা, ভগবৎকৃপায় চিন্তামণির উপদেশে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অনেক সময় অন্তর্দ্বন্দ্বভাবে নিত্যমঙ্গলের পথ রুদ্ধ হয়। শুদ্ধভক্তিরূপ পরাশোদয়ের জন্য হৃদয়াকাশ সঙ্গ করিলে সুবিধা হইবে না। পরাশোদয় করিলেই তমিস্র দূর হয় না। শ্রীবাস-পণ্ডিত মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি মহাপ্রভুর সহিত কীর্ত্তন করিয়া জাগরণ করিতেন—গৃহের কোন কথাই কাণে তুলিতেন না। শ্রীবাসের এইরূপ ভাব দেখিয়া তাঁহার বহির্ম্মুখী স্ত্রীলোকটী বিপদ্ গণিলেন। জামাতার চরিত্রভঙ্গ কিরূপে নষ্ট হয়, তাহার ব্যবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মহাপ্রভুর দোষ খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি শাক্তেয়মতাবলম্বীদিগকে ডাকিলেন। তাহারা উহার প্রবেচনাক্রমে শক্তি-পূজার উপকরণ ঘট-মদ্য-মাংসাদি শ্রীবাসের বাড়ীর দরজায় রাখিয়া দিল। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রাতে ঐ সকল অমেধ্য বস্তু দেখিতে পাইলেন এবং ঝাঁটি ডাকাইয়া ঐগুলি পরিষ্কার করাইলেন। শাক্তেয়বাদিগণ মনে করিয়াছিল—ঐ সকল দেখিয়া পণ্ডিত শ্রীবাসও উহা অনুমোদন করিবেন। কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত ঐ গুলিকে ছাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার করাইলেন বলিয়া শাক্তেয়-বাদী স্মার্ত্তগণ চটিয়া গেলেন। অদ্যও তাঁহাদের বংশধরগণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে ছাড়েন না। যেমন মূর্খ হইতে পণ্ডিত, অথবা দরিদ্র হইতে ধনী শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সকল ধার্ম্মিক হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী এবং অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত অপেক্ষা একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। ব্রাহ্মণের বিষ্ণুসেবা ব্যতীত আর কার্য্য নাই। আজকাল যে সৌক্ষ্মবিচারাবদ্ধ ব্রাহ্মণক্রবগণ আছেন, শাক্তের সাজিয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষই তাঁহাদের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

তাঁহারা জানেন না যে, বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা কতদূর।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজীসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বিষ্ণুভক্তসহস্রেভ্যো একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

কোটি কোটি জন্ম বেদাধ্যয়নের পর বৈষ্ণব হওয়া যায়। সাধারণ বৈষয়িকগণ বুঝিতে পারে না যে, কি করিয়া কোটি কোটি বৈষয়িকের মধ্যে একজন শুদ্ধ বিষ্ণুভক্ত দুর্ল্লভ। বিষ্ণুভক্তি লাভ হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; কারণ, 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'। ঐকান্তিক না হইলে পূর্ণমাত্রায় বিষ্ণু-সেবা হয় না। তদীয় পূজা না হইলে ঐকান্তিক হওয়া যায় না। শিব পরম বৈষ্ণব—'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ'। তাঁহার সেবা করিলে তিনি বিষ্ণুসেবা দেন। শিবের আনুগত্যে বিষ্ণুর উপাসনা করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। শিবালয়ে বিষ্ণুমন্ত্র-গ্রহণের কথা আগমে বর্ণিত আছে। বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত মায়াবদ্ধ জীবের পবিত্রতা লাভের অন্য কোন উপায় নাই। অবৈষ্ণব মর্ত্ত্য-মানব কখনও গুরু নহেন বা হইতে পারেন না।

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবই নিত্যপ্রভু। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।

আমার নিত্যমঙ্গলের জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছেন। বিশ্বদর্শনের কবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা করা আবশ্যক।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥

বিষয় গ্রহণ করার অর্থই আত্মম্ভরিতা বা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মতা। শুদ্ধ নামগ্রহণের পূর্ব্বেই মন্ত্রগ্রহণ ও মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চার উপাসনাই কৃত্য। অর্চ্চা-মূর্ত্তির উপাসনা না করিলে সংসার নাশ হইবে না। কর্ম্মজড়ীয় ও গৃহব্রত ব্যক্তিগণকে সৎপথের—শুদ্ধ-ভক্তিপথের পথিক করিবার জন্যই অর্চ্চনের ব্যবস্থা। গৃহব্রতগিরি না ছাড়িলে, সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় অর্পণ না করিতে পারিলে কৃষ্ণনাম হয় না।

গৃহস্থ মনে করিবেন—গৃহটী শ্রীনারায়ণের এবং তিনি তাঁহার পালা কুকুররূপে গৃহে আছেন। নারায়ণকে প্রভু-জ্ঞানে গৃহের সর্ব্বস্ব দিয়াই তাঁহার অর্চ্চন করিতে হইবে। গৃহমেধিগণ সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি ও গুরুকে পূজ্যবুদ্ধি করে না। তাহারা শ্রীগুরু ও অর্চ্চাকে অন্য বস্তু-সামান্যে দর্শন করে। শ্রীলদাস গোস্বামী প্রভু যে 'মন্ত্র' বা মন্ত্রের কথা বলিয়াছেন, সেই বিষ্ণুমন্ত্রের প্রদাতাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

নামশ্লোকং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্মরন্তম্
রূপং তস্যাগ্রজমরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত ক্রমিহ কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

অন্যজীবের হরিনাম হয় না। অর্চনের সমাপ্তি না হইলে হরিনাম হয় না। অর্চনাধিকার হইতে ভজনাধিকার আরও উচ্চ কথা।

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্যতে।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥
নিখিল শ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

সুতরাং অর্চনের দ্বারা ক্রমশঃ নাম-ভজনের প্রতি পাত্র শ্রদ্ধা হয় অর্থাৎ অর্চা-বিগ্রহের সেবা-ফলে হরিনামে রুচি হয়।

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত নিজধর্মধ্যানপূজাদি যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরম অমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার তারণ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ ॥

শ্রীল রঘুনাথদাস-প্রভুর গুরু-প্রণাম-মন্ত্রে 'নামশ্লোকং' শব্দের পরে 'মন্ত্রমপি' পদের ব্যবহার থাকায় মন্ত্রের secondary importance কথিত হইয়াছে। উহাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার তারণ। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।'—এই বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। মুক্তিলাভ করিবার পর নির্মল হরিভজন আরম্ভ হয়। মুক্তগণ কখনও শুদ্ধভাবে ভজন করিতে পারে না। কৃষ্ণকে ভোগ করা যায় না। তিনি অধোক্ষজ বস্তু। বিষ্ণু গরুড়-বাহন অর্থাৎ ভক্ত তাঁহার ভোগ্য বা পাল্য। জাগতিক শুভাশুভ কর্ম, ভাল-মন্দ, শুভাশুভি বিচার—সকলই অভক্তির কথা।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম ॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভ ও অশুভ কর্মে যা ইতর কার্যে শত শত জন্ম কাটিয়া যাইতে পারে। আবার, ঐ অর্চন বাদ দিয়া গৃহব্রত হইলে ষাঁড়ের গোবর গুলাই সার হইল। অড়াভিনিবেশক্রমে অর্চনাগ্রহও শুদ্ধ কৃষ্ণসেবায় বাধা হইয়া দাঁড়ায়। হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল গৃহব্রতধর্ম করি, তবে অর্চন হইবে না, বিগ্রহপাঠাই হইবে। বিগ্রহপাঠা উপস্থিত হইলে ভগবৎসেবায় যে অর্থ ব্যয় হইতে পারিত, তাহা মদ্যপানে ও বেশ্যালয়াদি গমনে, অপাত্রে ও অবৈধ কুকর্মে ব্যয় হইবে। জড় বিত্তৈষণা, জড় বিদ্যৈষণা, জড় প্রতিষ্ঠৈষণা, বুভুক্ষা, মুমুক্ষা প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হইলে কৃষ্ণের শুদ্ধ স্মরণ হইবে না। বিগ্রহপাঠাবশতঃ হরিসেবা না করিলে সমস্তই আমার ভোগে লাগিয়া আমাকে অধঃপাতের বা সর্বনাশের পথে লইয়া যাইবে। শুদ্ধ হরিভজনই করিতে হইবে—'আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং'। বিগ্রহপাঠা থাকিয়া হরিভজনের ভাণ করিলেও সুবিধা হইবে না। সামর্থ্য সত্ত্বেও উৎসব করিব না, মহাপ্রসাদ বিতরণ করিব না—যদি বিচার হয়, তাহা হইলেও বিশেষ অসুবিধা। দুগ্ধ-কলা দিয়া সর্প অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীকে পোষণ করিলে পরিণামে বংশনই লাভ হইবে। এক ব্যক্তি হরিভজনের অভিনয় করিতে আসিয়া অপরের সহিত ঝগড়া করিয়া গৃহব্রত হইল; আর এক ব্যক্তি বলিল—Religion is a mockery—ইহারা গুরুত্যাগী—renegade. ইহাদের কপাল পুড়িয়া গিয়াছে। গুরুবৈষ্ণব-চরণে অপরাধ বাড়িতে বাড়িতে ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছায়। গুরুভক্তের হিংসাদেষণ করিলে সর্বনাশ হয়।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

যিনি একবারও মনে করেন—'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার সেবা করিব, তুমিই একমাত্র আশ্রয়', সেইরূপ ব্যক্তিরই সুবিধা হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তাঁ'রে করে পার ॥

'এ সব করিয়া কাযে, যা'ব আমি ব্রজধামে।' নিজের শোধিত শুদ্ধকে বৃন্দাবন জানিয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা করিব, তাহা হইলে আর গৃহব্রতধর্ম থাকিবে না। Our primary interest is the direct service of Krishna. অনিত্য

তত্ত্ব-প্রসূত বিচারের দ্বারা নিত্যতত্ত্বের দোষ অনুসন্ধান করা বাতুলতা ও অতি নিষ্ঠুরতা মাত্র। আমার দুষ্কর্ম যদি দূরে রাখিতে চেষ্টা না করি, তবে আমি কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবই। পরদারাপহরণাদি কার্য্য সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন না করিলে কৃষ্ণভজন হইবে না। যদি বলা যায়—কৃষ্ণ যে ঐ সকল লীলাটা করেন? তদুত্তরে বলিতে হইবে, কৃষ্ণই ত' তাহা করিবেন; উহা তাঁহার পক্ষে দোষের নহে, পরন্তু গুণের। গোপীসকল অধোক্ষজ সেবক। গোপীগণকে তাঁহার গ্রহণ—তাঁহার আকর্ষণেরই পরিচয়, কেননা, তিনি যে নিত্য অধোক্ষজ বস্তু,—তিনি মানুষের ন্যায় পঞ্চ শরীর-ধারিমাত্র নহেন। অক্ষজজ্ঞানী ভোগী ও ত্যাগিকুল কৃষ্ণ-লীলার পরমোপাদেয়তা ও চমৎকারিতা বুঝিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ছয় গোস্বামী কৃষ্ণভজনের সব কথাই লোকের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। ছয় গোস্বামী ও তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥

আমরা কিন্তু গুরুবর্গের শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া মনে করি—জড় শাক্তধর্ম্মে থাকিয়াই 'বৈষ্ণব' বলিয়া নিজকে জাহির করিব!! কিন্তু ইহা বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম ও বৈষ্ণব সাক্ষাৎ ভগবানেরই অন্তরঙ্গ। বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদ অন্য জড় বস্তুর সহিত সমান নহেন।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

বৈষ্ণব আর অবৈষ্ণব সমান নহে, ভাত-ডাল আর মহাপ্রসাদ সমান নহে, গোবিন্দ আর ইতর বস্তু সমান নহে, ভগবন্নাম ও অন্য নাম সমান নহে। শাক্তগণের বিচার—"যে গ্রামে শুদ্ধ বৈষ্ণব থাকিবেন, তাহাতেই সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈব—এই অপর চারিটি তুল্যভাবে থাকিবেন না কেন? বৈষ্ণবের ঐকান্তিক মত কেন? বৈষ্ণবেরা আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতেছেন, অতএব তাঁহাদের নামে কুৎসা রটাইব। আমরা শ্রীবাসের গৃহের নিকটে নিশ্চয়ই মদ্য-মাংসাদি রাখিয়া দিব।" কিন্তু বৈষ্ণবগণ বলেন, —"তোমাদিগকে প্রবেশাধিকার দিব না"। অবৈষ্ণবের বিচার—"তোমাদের ধর্ম্মই কি একমাত্র ধর্ম্ম? একমাত্র গৌড়ীয়মঠই কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতেছে? আমরা কি কিছুই করি না?" তদুত্তরে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলেন—গৌড়ীয় মঠ বলেন—"হাঁ, আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম। সৌভাগ্য হইলেই ঐ কথা এই জন্মে বা পরজন্মে কোন দিন বুঝিতে পারিবে।" পাষণ্ডিগণই শুদ্ধ বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সঙ্গে সমান মনে করে।

আমরা শরীরের চিন্তা, পাশা-খেলার চিন্তা, নেশা করার চিন্তা—এই সকল চিন্তার হাত হইতে ছুটি পাইতেছি না। হরিভজন আর কখন করিব? ইহা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়। কিন্তু যে হরিভজন ছাড়িয়া দেয়, তাহারই রোগ-বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যিনি হরিসেবা করেন, রোগের মধ্যেও তাঁহার হরিসেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষিৎ মহারাজ সাত দিন মাত্র আয়ুঃ আছে জানিয়া আর ভোগের দিকে প্রধাবিত হইলেন না। **তিনি বিপুল অর্থের মধ্য হইতেও একমাত্র পরমার্থই বাছিয়া লইলেন, জীবের চরম-কৃত্য সম্পাদন করিয়া গেলেন—তিনি সাতদিনই বিশ্বজগৎ ভুলিয়া অনুক্ষণ হরিকথা শুনিলেন। তখন আর তাঁহার বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তুর সেবায় মতি গেল না। তিনি বৈষ্ণব হইলেন—বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন।** তাঁহার বংশই বৈষ্ণব-বংশ। কিন্তু আমাদের পোড়া কপাল!!—আমরা কেবল অশ্লীল কথা ও চিন্তা করিতেই ব্যস্ত!! আমরা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা পাইয়া অনুবিধায় পড়িয়াছি—সমাবর্ত্তন করিয়া পুত্র-পৌত্রাদি ক্রোড়ে লইয়া কৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিতেছি। কিন্তু কৃষ্ণকে ক্রোড়ে রাখিলেই সংসার-বাসনা কমিয়া যায়, বাসবাস হয় এবং নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। আসক্তি ভগবদ্গুণ-কীর্ত্তনে ও প্রীতি ভগবদ্-ধামেই করিতে হইবে—'আসক্তিস্তদ্গুণা-খ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে'। [অতঃপর 'হৃষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব?'—গানটি সংকীর্ত্তন হয়।]

———

তর্কবাগীশের স্বজাতি-প্রীতি !

দেহাসক্ত বদ্ধজীব-মাত্রেরই স্বজাতি ও স্বদেশ-প্রীতি স্বাভাবিক। শ্রীমদ্ভাগবত ইহা নানা ভাবে, নানা প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্মৃতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদিও এই কথা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

-(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

তাৎপর্য্য এই যে, যাহার বাত, পিত্ত ও কফাত্মক দেহে 'আত্মবুদ্ধি'; স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, স্বজাতি প্রভৃতিতে 'নিজ-বুদ্ধি', পৃথিবীজাত বস্তু মনে করিয়াও তাহাতে 'পূজ্যত্ব আরোপের প্রবৃত্তি', জল-জ্ঞান করিয়াও তাহাতে 'তীর্থবুদ্ধি', কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা বা অকপট পূজ্যবুদ্ধি বা তীর্থবুদ্ধি নাই, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা, অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

একদিন পাণ্ডব নৈয়ায়িক গোপাল চক্রবর্ত্তী এইরূপ দেহাসক্তি-নিবন্ধনই নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে অপমান করিয়াছিলেন; তজ্জন্য শ্রীবলরামাচার্য্য ঐ নৈয়ায়িককে নাস্তিক, হেতুবাদি জ্ঞানে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছেন,—

"ঘটপটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান।"

(চৈঃ চঃ অ ৩।১৯৯)

নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব ও সাধুগণ কোনপ্রকার মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যক্তিবিশেষ বা শাস্ত্রবিশেষের নিন্দা করেন নাই; কিন্তু যখন স্বার্থান্ধিকগণ ভক্ত ও ভগবানের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন, তখনই শাস্ত্রযুক্তিমূলে নাস্তিকগণের ভিত্তি শুষ্কন এবং শুদ্ধভক্তির বিচার প্রচার করিয়া লোকের মঙ্গলের জন্য সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এজন্য শ্রীরামায়ণ, মহাভারতাদি শাস্ত্রে, বেদান্তসূত্রে ও মহাজনগণের উক্তিতে বহির্ম্মুখ তর্কশাস্ত্রের নিন্দা ও খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীজয়তীর্থ, শ্রীব্যাসরাজ, শ্রীব্যাসরায় প্রভৃতি আচার্য্যগণ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই বহির্ম্মুখ তর্ক বা ন্যায়-শাস্ত্রের খণ্ডন করিয়াছেন। কেবল বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সম্বন্ধে স্তব লিখিয়া গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ বা 'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিলেই আচার্য্য-গণ কাহাকেও 'ভক্ত' বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বিগণ, মায়াবাদিগণ, পঞ্চোপাসক-গণ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ যে-সকল ভক্তির ধ্বজা উত্তোলন করিয়া-ছেন, উহাদিগকে ভগবদ্ভক্তির আচার্য্যগণ 'ছলভক্তি' বা 'শ্রদ্ধার নাস্তিকতা'ই বলিয়াছেন। প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্য্য, প্রত্যেক শুদ্ধভক্তির সেবক নির্ব্বিশেষবাদীর ভক্তির ছলনাকে কোটি কোটি চার্ব্বাকের স্পষ্ট নাস্তিক্য মতবাদ হইতেও জগতের অধিক অহিতকারক বলিয়াছেন। কারণ, যে ভক্তি (?) চিরদিন থাকিবে না, যে ভগবদ্বিগ্রহ (?) নিত্য স্থায়ী নহে, যে ভগবানের (?) বিলাস ক্ষণভঙ্গুর ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত, সেইরূপ ভক্তির ছলনাকে শুদ্ধভক্তগণ কখনই 'ভক্তি' বলেন না। এজন্যই বাঙ্গালার মহাকবি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"য় গাহিয়াছেন,—

ভাগবত-শাস্ত্র মন্ত্র, নববিধ ভক্তিযন্ত্র,
সদাই করিব অনুসেবন।

অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরম কারণ॥

সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম-নীরে।

কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহাকে করিব ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গায়ে॥

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, **জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি,**
কায়মনে করিব ভজন।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা, **না পূজিব দেবী দেবা,**
এই ভক্তি পরম কারণ॥

যোগি-ভাণী কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী,
ইহলোকে দূরে পরিহরি'।

কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভক্ত নিশ্চিন্তরধারী ॥
হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবী দেবা,
এই ত' অনন্যভক্তি-কথা।
আর যত উপাসন্ত, বিশেষ সকলি ধন্য,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥

—ইহাই শুদ্ধভক্তির কথা। ইহা ব্যতীত আর সকলই—'উপাসন্ত' অর্থাৎ ভক্তির প্রতি তিরস্কার এবং বাস্তিকতা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'শ্রীরূপ-শিক্ষায়' শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু হইতে শুদ্ধভক্তির লক্ষণের যে পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হইতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥
(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৮-১৬৯)।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ-বিঃ ২য় লঃ ১৪ শ্লোক)

ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা,—এই দুইটি পিশাচী ; যে-পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রে "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান-সম্বন্ধে বক্তব্য" শীর্ষক ক্রমিক পাঁচটি প্রবন্ধে কোন প্রাকৃত সাহিত্যিকের মতের সমালোচনা করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব-সাধুজন-পূজ্য গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ছিদ্র আবিষ্কারের (?) সবেষণা প্রদর্শন করিতেছেন! মাঘ মাসের (১৩৪৬) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তিনি পুনরায় শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনা-সমূহকে 'সত্য হইতে ভ্রষ্ট' বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা ও প্রেরণার মূলে তাঁহার 'স্বজাতি-প্রীতি' অর্থাৎ বহির্ম্মুখ নৈষ্ঠাধিক কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসকগণের অনুষ্ঠিত ছলভক্তি বা বিদ্ধা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবল প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়!

তর্কবাগীশ মহাশয় বলিতে চাহেন যে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতা বা নববিধা ভক্তি ও বিষ্ণুর পূজাবিধি প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন এবং রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিনিবন্ধকারগণও যখন বিষ্ণু-পূজার অবশ্যকর্ত্তব্যতা স্বীকার করিয়াছেন, তখন স্মার্ত্ত কর্ম্মজড়গণ ও পঞ্চোপাসকগণ কোনদিনই বিষ্ণুভক্তির বিরুদ্ধ ছিলেন না। কাজেই শ্রীকবিকর্ণপুর বা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পঞ্চোপাসক ও কর্ম্মজড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিষ্ণুভক্তি-বিমুখতার কথা লিখিয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে।

এ সম্বন্ধে তর্কবাগীশ মহাশয় যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"রঘুনন্দন ধর্ম্মব্যবস্থানির্ণয়ে বহুস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোকও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠা ছিল। তিনি "একাদশী-তত্ত্বে" "বিষ্ণুপূজাবিধি" প্রকাশ করিতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তির উল্লেখ-পূর্ব্বক অতি শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণনের জন্য অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুসারে হরিনাম-কীর্ত্তন করিতে প্রেমিক ভক্ত যে,—"রোদিত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ,"—ইহা রঘুনন্দনও জানিতেন এবং তিনিও সেই ভক্তের মহাপূজা করিতেন।

রঘুনন্দন, পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকারগণ এবং পূজাপদ্ধতিকারগণও বিষ্ণুপূজা-বিধির সবিস্তর বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কারণ,—আমাদিগের সমস্ত বৈধকর্ম্মের পূর্ব্বে বিষ্ণুপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষ্ণুপূজন সর্ব্বাশুভনাশক ও সর্ব্বশাস্ত্রিকর। রঘুনন্দনও এ বিষয়ে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"সর্ব্বাশুভানাং পরিমোক্ষকারি সম্পূজনং দেববরস্য বিষ্ণোঃ"। "সর্ব্বশান্তিকরঃ শ্রীমান্ তুলস্যা পূজিতো হরিঃ"। তাই 'হরয়ে নমঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা শালগ্রাম শিলায় তুলসী দান বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র চিরপ্রচলিত স্বস্ত্যয়ন।

তুলসী-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে রঘুনন্দনও শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ শিরসা তুলসীং বহন্" ॥

তুলসীমালা ধারণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সমর্থন করিতেও পরে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ন ধারয়ন্তি যে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে শতাঃ কোপাগ্নিনা তবেঃ॥"

প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গের আস্তিক সমাজে সর্ব্বত্র শাক্ত ব্রাহ্মণগণও প্রত্যহ শালগ্রাম শিলায় তুলসীর দ্বারা বিষ্ণু-পূজা করিয়াছেন এবং এখনও অনেকে তাহা করিতেছেন। যে ব্রাহ্মণের গৃহে শালগ্রাম শিলাদি কোন বিষ্ণুবিগ্রহ নাই, তাঁহার অন্ন অভক্ষ্য। এ বিষয়ে রঘুনন্দনও শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যোপ সমং স্মৃতং॥"

ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাদি করিতেও সর্ব্ব প্রথমে আচমন ও শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিতে হয়। "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সঃ বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"—এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তাই বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের বর্ণনা পাঠে প্রশ্ন হয় যে, তখন কি নবদ্বীপের লক্ষ কোটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণও নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-পূজাও করিতেন না?

এই অভিনব প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলিতে পারেন যে, তাঁহারা নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-পূজাও কিছু করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কৃষ্ণভক্তি ছিল না। তখন—"কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।" কিন্তু আমি প্রথম প্রবন্ধেই বলিয়াছি,—বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক। তাই বাঙ্গালীর বহুদিনের ভাগ্যে বঙ্গদেশেই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরহরি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

চিরকাল হইতেই বঙ্গদেশে শালগ্রাম-শিলায় নারায়ণকে প্রণাম করিতে মন্ত্র পাঠ করা হইতেছে—"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।" পূর্ব্বকালে বঙ্গের সর্ব্বত্র সম্ভ্রান্ত হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে সমস্ত শিশু সন্তানকেও নারায়ণের ঐ প্রণাম-মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। শিশুগণও তখন হইতে ভক্তি লাভ করিত। কিন্তু সেই যে অনির্ব্বচনীয় প্রেমভক্তি, তাহা ত' চিরকালই সুদুর্লভ।"

—('ভারতবর্ষ' মাঘ, ১৩৪৬, ২৩৮-৪০ পৃঃ)

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বিষ্ণু-নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক আচমন, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণু-ধ্যান, শালগ্রাম-তুলসী-সেবা প্রভৃতি যে-সকল আবহমান কাল প্রচলিত সদাচারের কথা তর্কবাগীশ মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, উহাকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অজ্ঞ জনসাধারণ 'ভক্তি' বলিয়াই মনে করিবে। কিন্তু কি সুপ্রাচীন আলোয়ারগণ, কি শ্রীরামানুজাচার্য্য, কি শ্রীমধ্বাচার্য্য, কি শ্রীচৈতন্যদেব, কি শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণ কেহই কর্ম্মজড় ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের ঐরূপ আচারকে 'শুদ্ধভক্তি' বলেন নাই। ইহা শুদ্ধভক্তির লক্ষণ-প্রবন্ধে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল যে অনির্ব্বচনীয় 'প্রেমভক্তি' চিরকালই সুদুর্লভ,—এই বিচারেই পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড় বা মায়াবাদিগণের ভক্তির অভিনয়কে ভাগবতগণ 'ফল্গুভক্তি', 'বিদ্ধা ভক্তি' 'শ্রদ্ধার নাস্তিক্যতা' 'কপটতা' বা 'অভক্তি' বলিয়া নিরাস করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহাদের ঐরূপ ভক্তিতে (?) ভগবৎ প্রাপ্য বা উপেয়রূপে নির্ব্বিশেষ মুক্তি লক্ষিত হওয়ায় তাঁহাদের ভক্তির অভিনয়কে 'অভক্তি' বলিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-যাজনকারী কনিষ্ঠাধিকারী 'প্রাকৃত ভক্ত' নামে খ্যাত হইলেও তাঁহার ভক্তি-চেষ্টাকে 'অমুক্তি' বলা যায় না; কিন্তু পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড় বা মায়াবাদীর ভক্তি-চেষ্টাকে ভাগবতগণ চিরকালই 'অভক্তি' বলেন; কেন না, তাহার মূলে নির্ব্বিশেষবাদ' রহিয়াছে।

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

কর্ম্মজড়গণের সন্ধ্যা-বন্দনাদি, শালগ্রাম-পূজা, তুলসীতে জল-প্রদান, গীতা-ভাগবত-পাঠ, গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ নামোচ্চারণ, 'তারকব্রহ্ম' নাম জপ, নববিধ ভক্তি-যাজনের অভিনয়, পরিক্রমা, তীর্থপাঠ বিষ্ণুতীর্থ ভ্রমণাদি—সকলই মুক্তিবাঞ্ছা বা নির্ব্বিশেষগতি লাভের ইচ্ছামূলে, কিংবা দেবতান্তরে স্বতন্ত্রেশ্বর-বুদ্ধি-মূলে অনুষ্ঠিত হওয়ায় 'অভক্তি'-পদবাচ্য। এজন্যই শ্রীচৈতন্যদেব 'বৈষ্ণবতন্ত্রে'র দ্বারা উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

তর্কবাগীশ মহাশয় কি এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন? —না রুদ্র, শক্তি প্রভৃতি দেবতাকেও নারায়ণের সহিত 'সমান বুদ্ধি' করেন? যদি তিনি 'সমবুদ্ধি' করেন, তবে তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের বিচারে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত

হইবেন? নারায়ণের সহিত অন্য দেবতার 'সমবুদ্ধি' করিয়া নারায়ণের প্রতি যে ভক্তির অভিনয়, তাহাকে শ্রীব্যাসদেব 'ভক্তি' বলিবার পরিবর্তে পাষণ্ডতা বা নাস্তিকতা বলিয়াছেন—

অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার শিষ্যগণকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। "প্রপন্নামৃত" দ্রষ্টব্য। শ্রীমধ্বাচার্য্যও এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য "শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব", "সদাচারস্মৃতি" প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তির যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে তর্কবাগীশ মহাশয়ের কথিত ভক্তির অভিনয় ও বাহ্য আকারগুলি 'অভক্তি' বলিয়াই প্রমাণিত হয়। "প্রপন্নামৃতে", "কৃষ্ণামৃতমহার্ণবে" অথবা আলোয়ারগণের রচিত সুপ্রাচীন গ্রন্থে শুদ্ধভক্তির যে আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তর্কবাগীশ মহাশয়ের উক্ত ভক্তির কাঠামোগুলি কখনই 'ভক্তি'-শব্দবাচ্য হইতে পারে না। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের 'একাদশী'-ব্রত-বিচার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই স্বীকার করেন নাই। শ্রীমধ্বাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

অথবা মোহনার্থায় মোহিন্যা ভগবান্ হরিঃ।
অর্থিতঃ কারয়ামাস ব্যাসরূপী জনার্দ্দনঃ॥
ধনার্চ্চাবিবৃদ্ধ্যর্থং মহাবিত্তলয়ন্ত চ।
অসুরাণাং মোহনার্থং পাষণ্ডানাং বিবৃদ্ধয়ে॥
আত্মস্বরূপাবিজ্ঞাপ্যা বলোত্তাপ্রাপ্তয়ে তথা।
এবং বিদ্ধাং পরিত্যজ্য যাগস্যানুষ্ঠানমাচরেৎ॥

(শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব—১৫০-১৫২ শ্লোক)

অথবা ব্যাসরূপী জনার্দ্দন ভগবান্ হরি মোহিনী কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া (কামিগণের) মোহনার্থ ধনাধিপতির অর্চ্চনার বৃদ্ধি-হেতু, পরম বিত্তের লয়সাধন-নিমিত্ত অসুরগণকে মোহন করিতে পাষণ্ডগণের বৃদ্ধির জন্য আত্মস্বরূপ না জানাইবার অভিপ্রায়ে এবং বিষ্ণুলোকের যাহাতে প্রাপ্তি না হয়, তন্নিমিত্ত ঐরূপ বিধান করাইয়াছিলেন। অতএব এইরূপ বিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া যাগশাস্ত্রে উপবাস করাইবে।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের ভক্তিব্যাখ্যিগণ কি এই বিচার স্বীকার করেন? মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এই সকল সিদ্ধান্তের পূর্ণ অনুমোদন করেন?

এইজন্যই কোন গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"ভক্তির স্বরূপ, আর 'বিষয়', 'আশ্রয়'।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"

মোক্ষ বা শান্তিলাভের জন্য যে ভক্তি, তাহা কখনই শুদ্ধা ভক্তি নহে। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ, নির্ব্বিশেষবাদিগণ, প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যে প্রত্যহ শালগ্রাম-শিলায় তুলসীদ্বারা বিষ্ণুপূজা করেন, তাহা যদি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামনা দূরে থাকুক, মোক্ষ, বা ত্রিতাপ-শান্তি-কামনামূলে অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহাকে 'ভক্তি' বলা যাইবে না। ধর্ম্ম-অর্থ-কামের কামনাগুলি 'ভুক্তি' ও ত্রিতাপ-শান্তির কামনা প্রভৃতি 'মুক্তি'-কামনার মধ্যে পরিগণিত। এই উভয়বিধ কামনার যে-কোন একটীর সহিত যে ভক্তির অভিনয়, তাহাই ছলভক্তি বা অভক্তি। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন,—

"যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাঁহারাহ না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি' মরে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়ন-স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যা-রহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥

(ভাঃ ৭।১৫।৭৬)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু নির্ব্বিশেষবাদী হৈতুক ও মীমাংসক অর্থাৎ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণকে ভক্তি-বহির্ম্মুখ বলিয়াছেন এবং যেরূপ চোরের নিকট হইতে মহানিধিকে রক্ষা করিতে হয়,

সেইরূপ ইহাদের নিকট হইতেও কৃষ্ণভক্তি-মহানিধিকে গোপনে রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন,—

কর্ম্মবৈয়াগ্যনির্ব্বিণ্ণাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাবাপ্তবহির্ম্মুখাঃ॥
ইত্যেষ ভক্তিরসিকৈস্তৌর্য্যাদিব মহানিধিঃ।
অন্তর্ম্মীমাংসকাদ্রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরী ৭৬-৭৭)

"তখন কি নবদ্বীপের লক্ষ কোটী অধ্যাপক ব্রাহ্মণও নিত্য-কর্ম্ম সন্ধ্যা-পূজাও করিতেন না?"—এই প্রশ্ন করিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় স্বয়ংই যে যুক্তিসঙ্গত উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা হাস্যাস্পদ ও বালোচিত। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঐরূপ যুক্তিদ্বারা মুগ্ধ হইতে পারে; কিন্তু ভক্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐরূপ উক্তির মধ্যে প্রাকৃত-চিন্তাস্রোতই লক্ষ্য করেন।

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে তর্কবাগীশ মহাশয় যুক্তি দিয়াছেন,—"বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক, সুতরাং বঙ্গদেশে কোন কালে 'কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার'—এইরূপ অবস্থা ছিল না।"

ভগবদ্‌ভক্তি বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ওড়িয়া বা ভারতবাসী, ইংরেজ, আর্ম্মাণ প্রভৃতি কোন জাতি-বিশেষের স্বাভাবিক সম্পত্তি নহে। ভক্তি স্থূল ও সূক্ষ্ম-উপাধি-নির্ম্মুক্ত প্রত্যেক নির্ম্মল জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। তর্কবাগীশ মহাশয় মনে হয়, ভাবপ্রবণতাকে ভক্তি মনে করিয়া ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ভাবপ্রবণতা বাঙ্গালীর স্বাভাবিক, রজোভাব পাশ্চাত্যদেশবাসীর স্বাভাবিক—ইহা বলা যাইতে পারে।

'বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক' যদি ঐতিহাসিক সত্য হয়, তবে এখনই বা সেই স্বভাবের ব্যতিক্রম হয় কেন? এখন কৃষ্ণভক্তির পরিবর্ত্তে ভক্তি (?) উৎসাধনের চেষ্টা, ভক্তি-সদাচারের পরিবর্ত্তে যথেচ্ছাচারিতা কি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে না?

আর যদি বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালীর বেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে গীতার "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি" শ্লোক নিরর্থক হয়। প্রত্যেক বাঙ্গালীই তখন স্বভাবতঃ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, বা ভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন, ব্রাহ্মণগণও নিত্য-বিষ্ণু-পূজাদি করিতেন, শ্রীচৈতন্যদেব কেবল ইঁহাদের সহিত বিহার করিতে আসিয়াছিলেন! তাই বুঝি তাঁহাকে পড়ুয়া-পাষণ্ডগণের অত্যাচারে নবদ্বীপ হইতে সন্ন্যাস লইয়া বঙ্গদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র বিচরণ ও অবস্থান করিতে হইয়াছিল! আর বাঙ্গালী হিন্দুগণ কাজীর নিকট অভিযোগ করিয়া নিমাইকে নদীয়া হইতে বহিষ্কৃত করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! তাঁহার সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গাইয়াছিলেন! শ্রীবাসাদি পণ্ডিতের ঘর-দ্বার গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল! আর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি আচার্য্যগণ মনের কথা বলিবার বা কৃষ্ণভক্তির কথা কীর্ত্তন করিবার একজন লোকও প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন!

তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোকে সবে এইমাত্র জানে" ইত্যাদি কথাও কি সর্ব্বত্রই ঐতিহাসিক তথ্য? আর তখন অতি বড় সুকৃতি ব্যক্তিই কেবল স্নানের সময়ে গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারণ করিতেন এবং যে-সমস্ত অধ্যাপক ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত পড়াইতেন, তাঁহারাও ভক্তির ব্যাখ্যা করিতেন না,—ইহাও কি ঐতিহাসিক তথ্য?"

ইহার উত্তরে আবার বলিতে হয় যে, তর্কবাগীশ মহাশয় ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ী কথক, পাঠক যে ভাগবত পাঠের অভিনয় করেন, যে বিষ্ণু-মন্ত্রদান বা ভক্তি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, উহাকেও কোন শুষ্কভক্ত ভক্তি বলেন না, উহাকে অপবনিগবৃত্তি বা 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার' চেষ্টারূপ অপরাধ বলিয়াই জানেন। 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া খাইবার' জন্য শালগ্রামের পূজার অভিনয়, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় ভাগবত পাঠ বা ভক্তি ব্যাখ্যার অভিনয়—ভক্তি-ব্যাখ্যা নহে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ও দেবানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন এবং তিনি 'পরম জ্ঞানবান, তপস্বী, আজন্ম উদাসীন ও ভাগবতের মহাধ্যাপক' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যার অভিনয়ের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কেননা, দেবানন্দ মোক্ষাভিলাষী ও বৈষ্ণবাপরাধী ছিলেন—

সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ॥

• •

রোষে বলে প্রভু—বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে।

মুই, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥
মহাচিত্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গাই।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবত বুঝি যেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন ভাগবান॥
সে-সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অজ্ঞের গর্ব্ব, তার শাস্তা যম॥
ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধি নাশ।
নিজে অবধূতরূপে জগৎ-বিনাশ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২১শ অধ্যায়)

রামদাস বিদ্বান্ পরম রাম-ভক্ত, সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ ও মহাপ্রভুর পার্ষদ পট্টনায়ক গোষ্ঠিদিগের ভাষা-প্রকাশের অধ্যাপক ছিলেন। বৈষ্ণবের সেবার প্রতিও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল; তথাপি—

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহ বিদ্যা-গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥

(চৈঃ চঃ অ ১৩।১০৯-১১০)

রায়ানন্দী বৈষ্ণব রামদাসের অন্তরে মুমুক্ষা থাকায় মহাপ্রভু রামদাসের বিদ্যা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলেন নাই। নির্ব্বিশেষবাদীর ভক্তির অভিনয় কোনদিনই 'ভক্তি' নহে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ৭ম পরিচ্ছেদ) যে বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবির কথা আছে, তাহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীস্বরূপ প্রভু ও ভক্তিতত্ত্ববিৎ শ্রীস্বরূপ-রামোদরাদি আচার্য্যগণ নির্ব্বিশেষবাদীর ভক্তির চেষ্টাকে 'ভক্তি' বলেন নাই। বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবি সার্ব্বভৌমের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথদেবের প্রশংসা (?) করিয়াই তাঁহার নাটকের 'নান্দী'-শ্লোক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু কি উহাকে 'ভক্তি' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন?

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসখে
কনকরুচিরিহাস্বাস্বাস্বতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং ক্লেশয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥

শ্লোক শুনি' সর্ব্বলোক তাঁহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে,—'এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে'॥
কবি কহে, 'জগন্নাথ—সুখের শরীর।
চৈতন্য-গোসাঞি—শরীরী মহাধীর॥
সহজ জড়জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন॥
"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
চাই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস!
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়নশ্বর-প্রাকৃত-কায়!
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র-জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান!
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতএব 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি!
আর এক কহিয়াছ পরম 'প্রমাদ'।
দেহ-দেহী-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা 'অপরাধ'!
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ দেহী-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥

দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
নাতঃ পরং পরম যদ্বতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি।

তথা হৈব ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎ প্রসঙ্গৈঃ॥

কাহাঁ 'পূর্ণানন্দৈশ্বর্য,' কৃষ্ণ মহেশ্বর' !
কাহাঁ 'ক্ষুদ্র' জীব 'দুঃখী', 'মায়ার কিঙ্কর' ।
হ্লাদিনী সন্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীব সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥
শুনি' সভাসদের হৈল মহা-চমৎকার ।
'সত্য, কহে গোসাঞি, করিয়াছে তিরস্কার' ॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয়, বিস্ময় ।
হঞা-মধ্যে কেহ যেন কিছু নাহি কয় ॥
তার দুঃখ দেখি' স্বরূপ পরম সদয় ।
উপদেশ কৈলা তারে যৈছে 'হিত' হয় ॥
"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ' ।
ইবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল ॥

(চৈঃ চঃ অ ৫।১৩২-১৩৬)

শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সুবিস্তৃত টীকাও রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, পূর্ব্বাচার্য্যের চরণে অপরাধ ও স্রৌত-সিদ্ধান্ত অনুসরণের পরিবর্ত্তে নিজের বিচারে ভক্তি-ব্যাখ্যার চেষ্টা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামীর তথাকথিত ভক্তিপর ভাগবত-ব্যাখ্যাকেও আদর করেন নাই এবং উহাকে শুদ্ধভক্তি-ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

যাঁহারা ভক্তি-ব্যাখ্যার নামে করিয়া অনুভবে অন্যাভিলাষ, বৈষ্ণব ও আচার্য্যগণের চরণে অপরাধ, মুমুক্ষা, নির্ব্বিশেষবাদ, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ প্রভৃতি পোষণ করেন, তাঁহারা স্পষ্ট নাস্তিক অপেক্ষা অধিক ভক্তি-বিরোধী। শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—ঘড় ও জাঠিয়া বেটা বা চর্ম্ম-বিপ্রের ভক্তির অভিনয়—'ভক্তি' নহে; তাহা ভুক্তি-মুক্তি-কামনা-মাত্র—

প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন কথা কয় ।
সেই মত কথা কহি' তাহার বিশ্বয় ॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে ।
ভক্তিযোগে নাচে, গায় কৃষ্ণ করি' সঙ্গে ॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন পাঠায় ।
নাহি মানে ভক্তি, আঠি মারয়ে সদায় ॥
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ ।
এতেকে উহার হইল দরশন-বাধ ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১০ম অঃ)

তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমরা কিন্তু জানি যে, তখনও মহামান্য শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুসারে নবদ্বীপের বহু পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলীও গান করিতেন। অনেক টোলে গীতগোবিন্দের পঠন-পাঠন হইত।"

টোলে বা সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, কিংবা সাধারণ সভায় গীতগোবিন্দের ন্যায় অপ্রাকৃত ভজন-গ্রন্থ পঠন-পাঠন 'ভক্তি'-পদবাচ্য হওয়া দূরে থাকুক, ভক্তির চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ; কেন না, টোলে ঐ সকল গ্রন্থ প্রাকৃত-কাব্য-শিক্ষা-স্থান বা সাধারণ সভা-সমিতিতে প্রাকৃত কাব্যরস-আস্বাদনের জন্যই পঠিত বা কীর্ত্তিত হয়। কোন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষবাদী গীতগোবিন্দ পাঠের অধিকারী নহেন। কেবল অনুস্বার-বিসর্গ জানিলেই গীতগোবিন্দ বা শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ করা যায় না। ঐরূপ পাঠের অভিনয়—ভক্তির স্থানে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, ভক্তি ত' নহেই। কর্ম্ম-জড় স্মার্ত্তগণ প্রাদ্ধ-সভায় রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ করেন, ইহা যে কতটা অভক্তি, তাহা দেহ-গেহাসক্ত লোকা-ন্ধ্য শূদ্র-প্রকৃতির অত্যন্ত অপরাধী কর্ম্মজড়গণ বুঝিতে পারিবে না। এমন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ ঐরূপ কার্য্যকে অভক্তির পরা-কাষ্ঠা বলিয়া জানেন। হাটে-বাজারে "রাই কানুর গান", স্ত্রী-পুত্র ভরণ-পোষণার্থ বা প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় পুরাণ-পাঠের বা কথকতার অভিনয় প্রভৃতি—যাহা কেবল ও অর্থকামী পুরোহিতগণের তুষ্টির জন্য পঞ্চোপাসক-সমাজ বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজে বহুদেশে চলিয়া আসিতেছে এবং যাহার অনুকরণ করিয়া লৌকিক গোস্বামিগণ (?) পুরাণ-পাঠ ও কথকতার ব্যবসায় খুলিয়াছেন, ঐ সকলই ভক্তিদেবীর চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এই সকল 'ভক্তির অভিনয়' হইতে স্পষ্ট নাস্তিকতা অনেক ভাল; কারণ, তদ্দ্বারা লোকের অভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া বিবর্ত্ত উপস্থিত হয় না। অতএব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যে তদানীন্তন নবদ্বীপের লোককে ভক্তিবর্জ্জিত বলিয়াছেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন ও

প্রকৃত সত্য। ভগবদ্ভক্তগণ যাত্রার দলের 'নারদ'কে ভক্তরাজ নারদ বলেন না ও তাহার ভক্তির অভিনয়কেও 'ভক্তি' বলেন না। অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, নির্ব্বিশেষবাদী, কপটভক্তাভাস, পাষণ্ডোপাসক, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাতিগোস্বামী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতির ভক্তির অভিনয় 'যাত্রার দলের নারদের ন্যায়' ভক্তির অভিনয় মাত্র। সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ অভক্তি।

তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার স্বজাতি-প্রীতি প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন,—"কবিকর্ণপুরও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটকের প্রারম্ভে নৈয়ায়িকদিগের অনুচিত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরে নবদ্বীপের জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি কোন নৈয়ায়িকই তাঁহার নিন্দার্থ ঐরূপ কোন শ্লোকই রচনা করেন নাই।"

নৈয়ায়িক জগদীশ, গদাধর প্রভৃতির যোগ্য-শিষ্যবৃন্দের কি তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাদের অপূর্ণ কার্য্য পূর্ণ করিবার জন্যই "ভারতবর্ষে"র বক্ষে কলম ধরিয়াছেন? নবদ্বীপের জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব কার্য্য লইয়াই অধিক ব্যস্ত থাকায় যে কার্য্য করিতে পারেন নাই, তর্কবাগীশ মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের (?) আলোচনা করিবার প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া কি সেই নিন্দা-কার্য্যটী করিতে উদ্যতহই হইয়াছেন? এই স্বজাতি-প্রীতি প্রাকৃত-জগতে প্রশংসনীয় বটে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল মহাকবি কর্ণপুর হেতুবাদী নৈয়ায়িকদিগের নিন্দা করিয়া অনুচিত কার্য্য করেন নাই, সর্ব্ববিদ্গুরু স্বয়ং ব্যাসদেব, মহর্ষি বাল্মিকী, এবং অন্যান্য আচার্য্যগণও বহির্ম্মুখ নৈয়ায়িকগণের নিন্দা করিয়াছেন, যথা—

অহযাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্।
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব—১৮০।৪৭)

গৌতমঃ স্বেন তর্কেণ খণ্ডয়ন্ তত্র তত্র হি।
শপ্তোঽথ মুনিভিস্তত্র গার্গ্যাদীঃ যোনিমৃচ্ছতি॥
(স্কন্দপুরাণ, কালিকা খণ্ড, ১৭শ অ)

অবশ্য এই সকল উক্তিকে আধুনিক স্বজাতি-প্রেমিকগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তর্কবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীহর্ষ "নৈষধ-চরিতে" ১৭শ সর্গের ৭৫শ শ্লোকে ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতমকে যে 'মহাপশু' * বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, তাহা চার্ব্বাক্-পন্থিগণের উক্তি, ইহা বলিয়া স্বজাতি-প্রেমিকগণ তর্কবিদ্যাকে স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। যাহা হউক, নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্তগণ কোন দিনই কোন বিদ্যাবিশেষকে ঘৃণা বা বন্দনা করেন নাই; তবে তাঁহারা সমস্ত বিদ্যাকেই বিদ্যাপতির সেবায় নিযুক্ত করিবার পক্ষপাতী। এজন্য 'বৈষ্ণবন্যায়' ও 'বহির্ম্মুখ-ন্যায়'-শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে।

মহর্ষি বাল্মীকি হৈতুকী আন্বীক্ষিকী বিদ্যার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত! সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্ব্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে॥
(বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০।৩৮-৩৯)

অর্থাৎ রামচন্দ্র ভরতকে বলিতেছেন,—"লোকায়তিক † ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিও না। ইহারা অনর্থকুশল; প্রকৃত-প্রস্তাবে অজ্ঞ হইয়াও পণ্ডিতাভিমানী। মুখ্য ধর্ম্মশাস্ত্র থাকিলেও ইহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া 'আন্বীক্ষিকী' বুদ্ধির দ্বারা নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিয়া থাকে।"

তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার 'বাৎস্যায়ন ভাষ্য' ভূমিকায় গৌতমের বংশধররূপে পরিচয় প্রদানকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত 'দেবী পুরাণে'র (শুম্ভ-নিশুম্ভ মথনপাদ ১৬ অঃ) শ্লোক অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন যে, বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে তর্কবিদ্যার নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতম বেদব্যাসের মুখদর্শন করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত ঐ সকল শ্লোক তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত দেবীপুরাণে তর্করত্ন মহাশয়ই স্বয়ং উদ্ধার করেন নাই। ইহা হইতে মনে

---

*মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিব তথৈব সঃ॥
(নৈষধচরিত—১৭ সর্গ, ৭৫ শ্লোক)

† লোকসমূহ বা লোকে বিস্তৃত; লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যে যুক্তি ও তর্কবিদ্যা।

হয়, এই শ্লোকগুলি কোন উদ্দেশ্যে রচিত ও কথিত হইয়াছে। সে উদ্দেশ্যটি আর কিছুই নহে,—তর্কবিদ্যাকে তাহার চিরকালের কলঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার আধুনিকী চেষ্টা বা নাস্তিকতাকে আস্তিকতা বলিয়া প্রচার করিবার প্রচেষ্টা। যাহা হউক, এই সকল উদ্দেশ্যের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, হৈতুকী তর্কবিদ্যাকে কি ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারতকার বেদব্যাস, কি মহাকবি বাল্মীকি, কি প্রাচীন কবি ও মহাজনগণ—সকলেই নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে নাস্তিকতাকে 'আস্তিকতা', অভক্তি, ছলভক্তি ও বিদ্যা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নানা প্রকার গবেষণা ও চেষ্টা হইতেছে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয়।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের মূল মহাজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মুমুক্ষুদিগের ভক্তির নামাভাস সদাচার পালনের অভিনয় দূরে থাকুক; অশ্রু, কম্প, পুলকাদির অভিনয়কেও 'প্রতিবিম্ব রত্নাভাস' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। অতএব উহা কখনও ভক্তি বা রতি নহে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, ঐ সকল দেখিয়া অভিনয় অজ্ঞ ব্যক্তিগণ চমৎকৃত হইতে পারেন; কিন্তু অভিজ্ঞগণ বিমোহিত হন না। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কি 'প্রতিবিম্ব রত্নাভাস' ও অপ্রাকৃত মহাভাগবতের শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিকারের মধ্যে কোন পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া ভক্তির বিচার করিয়াছেন? তিনি কি পঞ্চোপাসনাকে বিদ্যা ভক্তি বা ছলভক্তি বলিয়াছেন? তিনি কি কর্ম্মী, জ্ঞানী বা নির্ব্বিশেষবাদিগণের ভক্তির অভিনয়কে কখনও 'অভক্তি' বলিয়াছেন?

মুমুক্ষু প্রভৃতীনামেতেষাং রতির্ন হি।
বিমুক্তাদিপদৈর্যস্মাদ্ মুক্তেরপি বিমুগ্যতে॥
যা কৃষ্ণেনাভিসোপ্যাত্ত ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে।
সা কুক্তিমুক্তিকাদ্যাত্মন্তাং ভক্তিমকুর্ব্বতাম্।
হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ॥
কিন্তু বালমনঃকারকারী ভক্তিদূষীকয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্নাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩ লহরী, ১৯-২০ শ্লোক)

বিবিধ প্রসঙ্গ

গত ২৮শে জানুয়ারী (১৯৪০) শ্রীপাদ হৃদয়ানন্দ প্রভু, শ্রীঅনাদিরুদ্ধ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর পাড়ি বি-এ. শ্রীহরন্ত, ভক্ত শ্রীমহেন্দ্র ও কিশোরগঞ্জের আরও দুই একটি ভক্তের সহিত ধামুকরী ভিক্ষা করিতে করিতে মাঝিরচর গ্রামে পরমহংস শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদ-পদ্ম-দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ যে-সকল কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম শ্রীপাদ হৃদয়ানন্দ প্রভু পত্রে জানাইয়াছেন। নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল। এই সকল কথা পাঠ ও শ্রবণকালে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরমহংসগণের কথা তাঁহাদের কৃপায়ই উপলব্ধি করা যায়; নতুবা তাঁহাদের কথা ও আচার-ব্যবহার উন্মত্তবৎ মনে হয়। অতএব খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া এইসকল কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা উচিত।

"তথায় যাওয়া মাত্রই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে পর শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,— • •

দুর্য্যোধন রাজার নিকট কম ইন্দ্রিয়, আর যুধিষ্ঠির রাজার নিকট পঞ্চতত্ত্ব।

সুরতে মিশাইয়া গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দোঁহার রূপ-গুণ-গান॥

এই কথা বলিয়াই বাবাজী মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন। তৎপর শ্রীপাদ অনাদিরুদ্ধ প্রভুর মূল গায়কত্বে খোল-করতাল-সংযোগে আমরা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলাম। 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি', 'ওহে! বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর', 'কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার', 'শ্রীরূপমঞ্জরী পদ', 'কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন?' 'কবে হ'বে বল সে দিন আমার।' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে অপ্রাকৃত ভাবে বিভোর হইয়া বাবাজী মহারাজ অবিরাম ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কখনও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে কীর্ত্তন বন্ধ করা হইল। কারণ, সমস্তদিবস তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই, শুনিলাম। কীর্ত্তন বন্ধ হইতেই আনন্দে

বিস্ময়ে হইয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। আবার গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন'—এটা নবোত্তম ঠাকুর যখন রাধাকেলিতে গিয়া দেখিলেন কিছুই নাই, তখন কাঁদতে কাঁদতে বলিলেন,—'কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ'। বংশীদাস একবার গেছে; তখন পুকুরটা পরিষ্কার করতেছে, এখন যান্ কেমন চইতে? দেখা যাক্ কতদূর কি হয়।" আবার বলিতেছিলেন,—"মনের মত না হ'লে অধর ধরা যাবে না।'

ঠিক করে সদ্‌গুরু-মূর্ত্তি নজরে ধরা যাবে না।
ও তার যারে আছে শ্রীরূপমঞ্জরী,
পুকুর যাইতে পারবে না॥

কাম থাকিতে প্রেম হ'বে না, ব্রজরতির ভাব বিনা। কবে নবদ্বীপ-ধামে মাধুকরী করি যাব? নবদ্বীপ সুখের স্থান, তাহা ছাড়িয়া আসিয়াছে বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমারে লইয়া আছেন, দেখি কি হয়। তিনটারে লইয়া আছি,—নিতাই, গৌর, আর গদাধর; খুইয়া আছি না। এক বছর যাবৎ যাব যাব করছিলাম্—পূর্ব্বাশ্রম দেখিবার জন্য, আর একদিন রাত্রে কয় যে একপই চল্। লইয়া আছেন। দেখি কি হয়।" আবার হাসিতেছেন।

"পড়িনু অগ্ন ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ।

গৌর একটু বিচার করে। নিতাইয়ার মাথা ভাঙ্গা, এইডার বিচার নাই—নবদ্বীপের যত বদ্‌মাইস্ সব গুলাইনকে পার কইরাছে। এইডার বিচার নাই—এইডা মাথা ভাঙ্গা।" প্রভৃতি বহু কথা হাসিয়া বলিতেছিলেন। "পড়েছি তাকালে, যা থাকে কপালে।" 'তাকালে' অর্থ—হঠাৎ দমকা বাতাস। তিনি কাহারও সঙ্গে কথা বলেন না, দরজা খুলেন না। কিন্তু সেবকগণ বলিলেন,—"এরূপ আমরা এখানে আসিয়া কখনও দেখি নাই, আপনারা গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়াই আজ এরূপভাবে তিনি আনন্দ করিয়াছেন; কীর্ত্তনে খুব আনন্দ হইয়াছে। • • • বড় আখড়ার মহান্ত এসেছিলেন। দরজাই খুলেন নাই, আলাপ ত' দূরের কথা। এরকম আরও বহু লোক ফেরৎ যায়। নবদ্বীপের বড় বড় ভক্তেরা আসে—রাও করেন না।" সেবকগণ বাবাজী মহারাজের কিছু উচ্ছিষ্ট দিলেন। আমি বলিলাম,—"বাবাজী মহারাজ, নবদ্বীপের আশ্রমে কখন কৃপা করে যাবেন? আমরা বসিয়া এই কথা বলিতেই কাঁদিতে লাগিলেন। "সুখের ভাসা ভাইঙ্গা আইছি, পড়েছি তাকালে, যা থাকে কপালে।" আবার হাসি।

মাজিদপুর (কিশোরগঞ্জ হইতে ১৭।১৮ মাইল)—নানা জাতির ব্রাহ্মণ (অধিকারী উপাধি) দিগের পূজিত শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহ ছিল, মন্দির ছিল, ১১২ বৎসর যাবৎ পতিত অবস্থায় আছে। ঐ বংশের লোক কিশোরগঞ্জ সহরের নিকটবর্ত্তী কোট নামক স্থানের নিকট আছেন। মন্দিরের উপরে একটা প্রকাণ্ড বট গাছ উঠিয়া মন্দিরটাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তিনি বাহিরে চাটাই দিয়া নৌকার ছৈয়ের মত করিয়া তাহাতে আছেন। বর্ষার বৃষ্টি পড়ে। ভক্তগণ টিন দিয়াছেন; কিন্তু তিনি উহা উপরে দিতে মানা করেন।

আমরা তথায় একটা পর্য্যন্ত ছিলাম। আমরা উঠিতেই দরজা বন্ধ করা হইল; আর খুলেন নাই। সেই স্থানে যাহা বলিয়াছেন, লিখিলাম।"

সাম্বত-শ্রাদ্ধ

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধ-কার্য্য বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধানানুসারে মহাপ্রসাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

পুরুষোত্তমে—গত ৪ঠা জানুয়ারী পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবক শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারীজী পুলনার অবসর-প্রাপ্ত কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল দেব মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৫ ও ৬ই জানুয়ারী ব্রহ্মচারীজী শ্রীইষ্টগোষ্ঠী-পরী মিঃ জর্জ্জ সামুয়েল ও বাঙ্গালার রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয়ের বাসভবনে যথাক্রমে শাস্ত্র-ভাগবতাদি পঞ্চরসের ক্রমিক উৎকর্ষ ও চমৎকারিতার কথা এবং পরমার্থতত্ত্ব-বিষয়ক বহু কথা আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

৩৪ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৭শে মাঘ, ১৩৮৬; ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ | ২৮শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

কাল—২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৬), সন্ধ্যা

যাঁহারা বিষ্ণুসেবা করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান্; আর যাহারা প্রভুত্বকামী, তাহারাই মূর্খ। বিষ্ণুসেবকই ভক্ত, আর যাহারা ইতর বস্তুর প্রভু হইবার ভক্ত বাস্তু, তাহারাই অভক্ত বা অচেতন। শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্বচ্চিরোমণি। বিদ্বচ্চিত্তের চেতনধর্ম্ম কখনও মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত হয় না। অবুদ্ধিই জীবের চেতন আচ্ছাদিত ও অভিভূত হয়। 'মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীমায়াপুরে ভক্তরূপে আসিয়াছিলেন, তখন সাধারণ লোক তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু তত্ত্ব সরস্বতী দেবী তাঁহাকে 'বিশ্বম্ভর' নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। তিনি যখন গয়া হইতে শ্রীমায়াপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন আপামর সকলকেই তিনি চৈতন্যের রসে আকর্ষিত করিয়াছিলেন। ভক্তগণ তখন চৈতন্য-সেবায় উন্মুখ হইয়াছিলেন

গৌড়দেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। স্কন্দপুরাণে বলেন—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গুৎকলা মৈথিলাস্তথা।

গৌড়াশ্চ পঞ্চধা হ্যেব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ (প্রতিষ্ঠানপুর), কান্যকুব্জ (কনৌজ), মিথিলা (দ্বারভাঙ্গা) ও উৎকল (উড়িষ্যা) ইত্যাদি পঞ্চ-গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পূর্ব্ব গৌড়ে (বঙ্গে) উদিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের দক্ষিণে—উৎকল (উড়িষ্যা), পশ্চিমে—মিথিলা (দ্বারভাঙ্গা), তা'র পশ্চিমে—প্রতিষ্ঠানপুর বা প্রয়াগ, তা'র পশ্চিমে—

কান্যকুব্জ (কনৌজ), তাঁর পশ্চিমে—কুরুক্ষেত্র ও তৎসন্নিহিত সারস্বত বা সরোহিত্য দেশ। এই পঞ্চ-প্রদেশেই পঞ্চ গৌড় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সারস্বতের পূর্ব্বে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান—ব্রহ্মাবর্ত্ত বা পশ্চিম গৌড়। সিন্ধুনদের পূর্ব্বতটবর্ত্তি স্থানগুলিই 'হিন্দুস্থান' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [illegible] পশ্চিম সীমা পাঞ্জাব গৌড়ের সীমা। বর্ত্তমান থানেশ্বর জেলার অন্তর্গত সেওয়াদূলী ও শ্রীরামপুর মাইথা গ্রামের গঙ্গাতটে উৎকলাধিপতি মুকুন্দ-দেবের নামে অদ্যাপি মুকুন্দদেবের ঘাট বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে গঙ্গা কখনও কখনও উৎকল দেশের দেষ সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। সুতরাং পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থানগুলি অর্থাৎ বর্দ্ধমান বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলাই 'রাঢ়দেশ' বা 'রাঢ়প্রদেশ' নামে অভিহিত অর্থাৎ উহা গৌড় রাজধানী গৌড়-রাজ্যের অন্তর্গত 'রাঢ়দেশ' (province) বলিয়া কথিত। শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্ব গৌড়ে উদিত হইয়াছিলেন। পশ্চিম গৌড় বা সারস্বত গৌড়ে গৌর-পার্ষদ বিপ্র থানেশ্বরী-জগন্নাথের উদয় হইয়াছিল। প্রাচীসরস্বতীর তীরে 'থানেশ্বর' নামক স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান। থানেশ্বরী-জগন্নাথের বাড়ীতে মহাপ্রভু তিন দিন ছিলেন, চতুর্থ দিনে চলিয়া আসিবার সময় মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ-বিপ্রকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতে বলিয়া চলিয়া আসেন। প্রাচীসরস্বতী নদীটি পূর্ব্ব-দিকে প্রবাহিতা। এই নদীর তীরে থানেশ্বরী-জগন্নাথের গৃহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; তথায় বল্লভী সম্প্রদায়ের লোকেরা সেবা চালাইতেছেন। পশ্চিম ভারতে মথুরাবাসিগণ শ্রীমহা-প্রভুর স্থানসকল—গৌড়ীয়গণের স্থানসকল প্রায়ই বল্লভী সম্প্রদায়ের লোকেরা দখল করিয়াছে। বল্লভীরা গৌড়ীয়-দের অনুকরণে শ্রীবল্লভাচার্য্যকে 'মহাপ্রভু' বলিয়া থাকেন। থানেশ্বরের সন্নিহিত সরোবরে প্রাচীন জামমন্দির আছে। প্রাচী-সরস্বতীর তীরে কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী দেবীর মন্দির আছে। এইস্থানে দস্যুগণ ভট্টভরতকে বলি দিতে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভদ্রকালী দেবী বৈষ্ণবকে রক্ষা করিয়া যাহারা ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই দস্যুগণকেই বধ করিয়াছিলেন। থানেশ্বরী জগন্নাথের ভবনটি—মহাপ্রভুর স্থান; কিন্তু এখন ঐ স্থানটি—বল্লভী সম্প্রদায়ের। ঐ স্থানে পূর্ব্বকালে শ্রীব্যাসদেবের একটি আশ্রম ছিল। প্রাচী-সরস্বতীর তীরে এই কুরুক্ষেত্রে আমাদের একটি শাখা মঠ আছে।

পঞ্চগৌড়ে গৌড়ীয়ের অধীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের কথাই এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত ছিল। সকলেই তখন বিশ্ব চৈতন্যের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গেলে অবৈষ্ণব হইয়া পড়েন। অণু-চৈতন্য জীব মায়ে মায়ে মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। শ্রীমহাপ্রভুকে ভুলিয়া গেলে গৌড়ীয়গণ অবৈষ্ণব-গৌড়ীয় হইয়া যান। মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় না করিলে অন্য দেবতার পূজায় মতি হয়। গৌড়ীয়গণের স্বরূপ জানাইবার জন্যই বৈষ্ণব-গৌড়ীয়মঠের পুনরাবির্ভাব। অন্য দেবতার পূজা করিলে অণুচৈতন্য আচ্ছাদিত হয়। গৃহব্রতগণই ফলভোগ-কামনায় অন্য দেবতার পূজা করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ঐকান্তিক ভক্তির কথা এইরূপ প্রচার করিলেন—

হৃষীকে গোবিন্দ সেবা, না পূজিব দেবী দেবা,
এই ত' অনন্য-ভক্তি-কথা।

আধ্যাত্মিকগণ পঞ্চোপাসক। তাহারা ধর্ম্মের জন্য সূর্য্যের, অর্থের জন্য গণেশের, কামের জন্য শক্তির এবং মোক্ষের জন্য শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। গণেশ [illegible] ঢুণ্ডিরাজ (ঢুণ্ডিরাজ); মহারাষ্ট্র ও [illegible] রাজের পূজা আছে। শক্তির উপাসকগণই—কর্ম্মবীর। শিব-উপাসকগণই—মোক্ষকামী। তাঁহাদের বিচার—'আমি শিব হইব; সমস্ত জগৎ হউক।' অতএব জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া বিভিন্ন কামনা-বশে নানা দেবতার উপাসনা করিয়া দুর্দ্দশা লাভ করিতেছে। হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের উপাসনাই জীবের একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্য। জীব আধ্যা-ত্মিক ও চতুর্ব্বর্গের প্রয়াসী হইয়া চারি দেবতার উপাসনা করে। বদ্ধজীবই চতুর্ব্বর্গের উপাসনা করে। কিন্তু জীব মুক্ত হইলে আর ইতর দেবতার উপাসনা করেন না। মুক্ত হইলে জীব বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া বৈষ্ণব হন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের উপাসকগণ কৃষ্ণ-প্রেমের অর্থ বুঝে না। চতুর্ব্বর্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে আর পঞ্চমবর্গ পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না। চতুর্ব্বর্গের জন্য যে উপাসনা, তাহাতে চারি প্রকার ব্যক্তি উপাসনার নামে উপাস্য বস্তুকে চাকর করিতে চায়। কামিগণের ধারণা—গণেশাদি দেবতা যেন বদ্ধজীবের বাসনা-পূরণার্থ পূর্ণডালি হাতে লইয়া বদ্ধজীবের চাকুরি করিবার জন্য ব্যস্ত। কামকামিগণের যে ঈশ্বরোপাসনা, তাহা 'আমার পাঁড়ে

ছোলা'—এই সকাম স্বার্থপর বিচারের অন্তর্গত। বিষ্ণুই একমাত্র প্রভু। বহির্মুখ লোকে বিষ্ণুকে দেবতার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তুচ্ছ কামনা পূরণের নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে পরিণত করিতে চায়। নিজের অপস্বার্থের জন্য ভগবান্‌কে ডাকা আর ভগবান্‌কে চাকর করিয়া রাখা—একই কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ সকৈতব-ধর্ম নিরস্ত হইয়াছে। এইজন্য ভাগবতের প্রথমেই 'ধ্বস্তঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র' লিখিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদ এই 'প্রোজ্ঝিত-কৈতব' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'প্র-শব্দেন মোক্ষাভি-সন্ধিরপি নিরস্তঃ'। শ্রীমদ্ভাগবতে অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ-বিচারে কৈতব-ধর্ম নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্তী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ছিলেন। তিনি কাঁচড়াপাড়াপল্লিবাসী। তিনি (অন্যান্যরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী) লিখিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতমেব প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহা প্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ নঃ পরঃ॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর যে-সকল সন্তান শ্রীল অচ্যুতানন্দের অনুগমন করেন নাই, তাঁহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে এইরূপ দুর্বিচার হইয়াছিল যে, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুই স্বয়ং ভগবান্, আর শ্রীমহাপ্রভু—রাধা!! কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে জানাইলেন—

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।

এই বিচার যাঁহারা বলেন, তাঁহারাই ভক্তি-পথে প্রবেশ করেন। অনুচিৎ জীবগণ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগমন করিলে তাঁহারাও মুক্ত অভিমানযুক্ত হন। অনুচিৎগণ অনুচিৎস্বরূপ স্বভাব প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম অনুসরণ না করিলে এবং তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেই তাঁহাদের অমঙ্গল।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥

সাধারণ অজ্ঞলোকগণ শ্রীচৈতন্যদেবের তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহাকে অনুচৈতন্য জীবমাত্র মনে করে। মায়া ধর্মের ভিতরে অবস্থান করিয়া এই চিন্তার উদয় হইতেছে, তাহার ফলে কতকগুলি মহাপ্রভুকে ও মায়া দর্শের অন্তর্গত জিনিষ বলিয়া মনে করে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ। তিনি সকল বিষ্ণুতত্ত্বের মূল। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-দেবের লীলা তত্ত্বীয় জনের আনুগত্যে পাঠ করেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে আকৃষ্ট ও চতুর্বর্গ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুচৈতন্য শ্রীমহাপ্রভুর কথা যাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা চতুর্বর্গ-ফল-কামনার দ্বার-পরিগ্রহ করিয়া আর অনুবিদ্ধ হন না। মায়া-মুগ্ধ জীবগণই স্বার্থগতি বিষ্ণুর সেবা করে না।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তত্ত্বীয় অনুগত জীবগণের চৈতন্য সম্পাদন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জীবগণ অনুচিৎ হইলেও তাঁহাদের মূর্খতা নাই। জগতের আর বাহ্যজ্ঞানী সকলেই ন্যূনাধিক মূর্খ। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাতেই প্রকৃত নামভজনকারী। অনুচিতের বর্জনই—শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম-সেবা। জীবের পরম পুরুষার্থই কৃষ্ণপ্রেমা অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতি-উৎপাদন। চেতনবন্তে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। শ্রীচৈতন্য দাসগণের অনুগামী শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে আমরা বন্দনা করি।

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি সহৈশ্বর্যমস্য স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমনুরূপাং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকৃষ্ণং গিরিবরভুবো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

আদি লীলায় শ্রীগৌরসুন্দরের নাম—'বিশ্বম্ভর'; মধ্যলীলায় তাঁহার নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম-প্রেম প্রদান করিয়া কৃষ্ণের পাদপদ্মের প্রতি—নিজের শ্রীচরণ-সেবায় বিশ্ববাসীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। আমাদের চিত্ত অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র জড় কথায়—ভোগের ও ত্যাগের ব্যাপারে আসক্ত থাকায় প্রকৃত-পুরুষার্থ মহান্ কৃষ্ণপ্রেমার কথা কিছুই বুঝি না। শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমরস আস্বাদন করিতে হইলে

প্রকৃত সাধুর নিকট মন্ত্র-গ্রহণ ও শ্রীনাম শ্রবণ করিতে হয়। সেজন্যই 'নামশ্রোঃ মন্ত্রমপি' ইত্যাদি কথিত হইয়াছে।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী মহাবদান্য 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে নমস্কার করি। শ্রীগৌরসুন্দর—কৃষ্ণই, কিন্তু গৌরদ্যুতি অর্থাৎ কান্তিতে গৌরবর্ণ এবং তাঁহার চিত্তবৃত্তিও রাধা-ভাবময়। শ্রীরাধিকার কার্য্যই হইল—ভোগময় কৃষ্ণের ভোগের ইন্ধন যোগান। অনুচিৎ জীবগণ শ্রীরাধাভাবনার অনুগত হইলেই প্রেষ্ঠ ভক্ত হইবেন। যাঁহারা ভক্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে দশমে ৩৩শ অধ্যায়ে—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

আবার শ্রীউদ্ধব ১১শ অধ্যায়ে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

হ্লাদিনীস্বরূপা সখী শক্তি শ্রীরাধিকাই সকল ভক্তের গুরু; কৃষ্ণেরও গুরু,—কৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য হইয়া নটের কার্য্য শিক্ষা করেন অর্থাৎ শ্রীরাধাই গুরুতত্ত্বের মূল। সুহৃৎশ্রেষ্ঠ বলদেব বিষয়বিগ্রহ হইয়াও কৃষ্ণসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়করূপে সেবক-স্বরূপ ও আকর বিষ্ণু। শ্রীবলদেবই—শ্রীনিত্যানন্দ, তিনিই মূল সঙ্কর্ষণ; তিনিই মধুর রতিতে শ্রীরাধিকানুগা শ্রীমঞ্জরীময়ী। শ্রীবলদেবের রূপলেহে শ্রীকৃষ্ণসেবা অপেক্ষা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসেবাই অধিকতম হওয়ায় তাঁহারই সেবা-রূপ পরিণামের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-ভাব-ভাবিত হইলেন। গুরুতত্ত্ব সুজনগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেই মূল-গুরু বলিয়া জানেন। শ্রীবলদেব কৃষ্ণসেবার জন্য দশদেহ ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেও কৃষ্ণসেবা করিয়া তাঁহার যেন তৃপ্তি নাই! মধুর রসের রসিকগণের মূল-গুরুই শ্রীরাধিকা। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণাবতারে বিষয়বিগ্রহস্বরূপে বহু চেষ্টা করিয়াও শ্রীরাধার অন্যরূপ প্রেম-সেবার মাধুর্য্য বুঝিতে পারেন নাই। তাই শ্রীরাধার ভাব-কান্তি লইয়া শ্রীমহাপ্রভু কলিহত জীবের ভিতর সেই প্রেমশিক্ষা প্রচার করিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীজয়দেব গোস্বামীর বাড়ী ছিল শ্রীনবদ্বীপে—যেস্থানে এখন পরলোকগত হরিনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী, সেই স্থানে। সে-স্থানই 'শ্রীজয়দেবের শ্রীপাট' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি সেই পাটে বসিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা বর্ণন করিতে-গিয়া 'গীতগোবিন্দে' বলিয়াছেন—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

শ্লোকের ব্যাখ্যা—বনভূমি। মহাঘন মেঘদ্বারা অম্বর বা আকাশ-প্রদেশ ঢাকা। তাহাতে আবার তমাল তরুরাজিতে বনভূমি শ্যামচ্ছায়। শ্রীনন্দ মহারাজ গোষ্ঠ হইতে প্রাবৃট্ সন্ধ্যাকালের আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন,—হে রাধে! রাত্রি হইয়াছে, ভীত-কৃষ্ণকে গৃহে লইয়া যাও অর্থাৎ শ্রীজয়দেব প্রভুর গৃহের নিকটেই যে শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ী বা নন্দালয়, তথায় লইয়া যাও। নন্দের নির্দ্দেশে শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত হইয়া গৃহে চলিলেন। পথে যমুনাতট-কুঞ্জেও পরস্পরের রহঃকেলি হইল। বৃন্দাবনে যমুনা, আর শ্রীমায়াপুরে যমুনার অভিন্ন গঙ্গাতীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর হইলেন। যমুনা-পুলিনে ক্রীড়াপরায়ণ মিথুন হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর। আর শ্রীশচীর গৃহে কৃষ্ণবাটীতে পূর্ণটসুন্দর শ্রীরাধাকান্তিযুত গৌরস্বরূপে আসিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। লক্ষ্মণসেনের বাড়ীর নিকটেই শ্রীজয়দেব-প্রভু থাকিতেন। শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠটি শ্রীজয়দেবের গৃহের নিকটে। যোগপীঠটী কুঞ্জ। শ্রীরাধাগোবিন্দের কুঞ্জবিহারের স্থল এইটি। শ্রীগৌরধামে গৌরকুণ্ড প্রকট হইয়াছেন। যেমন রাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া গৌরসুন্দর, তেমন রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড মিলিত হইয়া গৌরকুণ্ড। শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু, তাহা ব্যক্ত করিলেন। মহাপ্রভুর প্রকটের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীজয়দেব গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনস্থলী যে যোগপীঠ এবং রাধাকৃষ্ণ যে অচিরে শ্রীগৌরকৃষ্ণরূপে প্রকট হইবেন, এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। শ্রীল জয়দেবের গীতগোবিন্দ-প্রচারই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারের background. যাঁর

আবির্ভাবের পূর্ব্বেও শ্রীমন্মহাপ্রভু জয়দেবকে স্বপ্নযোগে কৃষ্ণকথা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীজয়দেব বহু পূর্ব্বেই শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাকট্যের কথা গূঢ়ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের শেষে অর্জ্জুনের নিকট অনেক উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে জীবগণ ভজন করিল না বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে জীব, আমাকে ভজন কর। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাকট্যের পরবর্ত্তি-সময়ে কলির প্রাবল্যে বৌদ্ধ, জৈন ও শঙ্করের উদয় হইল। অনেক অভক্ত উদিত হইয়া জগৎকে আচ্ছন্ন করিল। তখন কার্ক অর্থাৎ কৃষ্ণ-উপাসকের বিচারের পথে অনেক বাধা উপস্থিত হইল। কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মতে শ্রীল জয়দেব বীরভূম হইতে এ স্থানে আসিয়াছিলেন। শ্রীল জয়দেবের জন্মভূমি বীরভূম জিলার কেন্দুলী গ্রাম। শ্রীল জয়দেব তথা হইতে আসিয়া লক্ষ্মণসেনের সভায় কবি হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানে অবস্থানকালেও তাঁহার প্রতি জাতি-পুত্রাদির অবিচারের কথা শুনা যায়। ধোয়ী, জয়দেব প্রভৃতি লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি। পরলোকগত হরিনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর নিকটে শ্রীজয়দেবের কবিত্ব প্রচারের স্থান ছিল। শ্রীজয়দেবের বাড়ীর নিকটেই মাধাইর বাড়ী ছিল। মাধাইপুরই পরবর্ত্তী সময়ে 'শ্রীনাথপুর' নামে কথিত হয়। রামচন্দ্রপুরে বাবলাড়িতে বা দেওয়ানগঞ্জে মাতাপুরকে ক্রমক্রমে মাধাইপুর বলা হয়। ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌর-জন্মস্থলী-তিথিতে মহাপ্রভুর জন্মস্থলী ও শ্রীবিগ্রহের পুনঃ প্রকট হয়। সে-সময় সে-স্থানে শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌর-অর্চ্চাবতারের প্রাকট্য-উপলক্ষে অভূতপূর্ব্ব বিপুল মহা-মহোৎসব হইয়াছিল। এই স্থানে শ্রীপঞ্চতত্ত্বের ও শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার পুরাতন মন্দির। এই সেই মহা কদম্ব বৃক্ষ। যিনি গৌড়াবতারে প্রাচী-সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মসরের ধারে ধানেশ্বরী জগন্নাথরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই পুনরায় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী (গোস্বামী) রূপে গৌড়দেশে প্রকট হইয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরজন্মস্থলীর কথা প্রচার করেন। এই স্থানে তিনি বহু নৃত্য ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনিই গৌর-জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী (গোস্বামী) প্রভু ঐ মহা কদম্ব বৃক্ষের নীচে নৃত্য করিয়াছিলেন।

যোগপীঠে যে-স্থানে বর্ত্তমানে নূতন বড় মন্দির হইয়াছে, তথায় শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী (গোস্বামী প্রভু) বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। যে-স্থানে অধোক্ষজ-বিষ্ণুবিগ্রহ স্বয়ং প্রকট হইয়াছেন, ঠিক ঐ ভূমির উপরেই কাঁঠাল গাছের তলায় শ্রীল বাবাজী মহারাজ থাকিতেন। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন অল্প বয়সে লীলাভিনয় করিতেছিলেন, তখন একদিন গভীর অন্ধকার রাত্রিতে তিনি ওপারের কুলিয়া হইতে এখানে আসিয়া হাজির হইলেন। আমরা তাঁহার আগমন বুঝিতে পারিয়া গৃহের বাহিরে যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি এত রাত্রে একাকী কি করিয়া এ স্থানে আসিলেন? আপনাকে কে পথ দেখাই-লেন?" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"রাখাল ছোঁড়া কেহ হইবে।" আমি বলিলাম,—"এত রাত্রিতে রাখাল ছেলে কোথায় পেলেন? নিশ্চয়ই কৃষ্ণ আপনাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।" উত্তর—না। আমি বলিলাম—"নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কেহ ছিল।" তখন বাবাজী মহারাজের খুব হাস্য। তিনি রাত্রিটুকু পূর্ব্বোক্ত শিবের মন্দিরের (বর্ত্তমান ভোগ-রন্ধন-শালার) রকে (বারান্দায়) থাকিলেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অদ্ভুত লীলার কথা স্মরণ করায় আমার জয়দেবের কথা মনে পড়িল—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

এই সব মহা-মহা-মহা-মহা উচ্চাধিকারের বিচার আপনারা মাত্র জানিয়া রাখুন, মঙ্গল হইবে।

বৃন্দাবনাভিন্ন গৌরধামে এই যোগপীঠের কদম্ব-বৃক্ষতলে শ্রীরাধা-মাধবের রত্নমন্দির—

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

এ স্থানেই শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল বাবাজী মহারাজ মহাপ্রভুকে আনিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই এখানে আছেন। যে-স্থানে তাঁহারা বহুবার নৃত্য করিয়া অবস্থান

করিতেন সেই স্থানের নীচেই সেই অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ প্রকট হইলেন। কৃষ্ণ জানাইলেন যে, ভক্তগণ তাঁহার কাঁধে চড়িয়া তাঁহাকে সুখ দেন। ভক্তগণ কৃষ্ণের হৃদয়ের ধন, কৃষ্ণের সহিত ব্রজে সখ্যাদিরসের সখা হন—

কাঁধে চড়ায় কাঁধে চড়ে করে ক্রীড়া-রঙ্গ।
তুমি কোন্ বড়লোক ? তুমি আমি সম॥

শ্রীধাম মায়াপুর, নবদ্বীপ-প্রচারিণী সভা, গৌর-জন্মস্থলী প্রকাশ ও বৃহত্তরীকির প্রকাশ—এ সকল চারি অভিধিতেই গৌরাঙ্গেই ভগবদ্বিগ্রহের প্রকট হইয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পুনঃ পুনঃ 'গৌরে প্রকাশিব পাছে' উক্তি করিয়াছিলেন। আমি ৪৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসীর বেষ লইয়া এই অধোক্ষজের কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ১৬ বৎসর পর (প্রায় দুই বৎসর পূর্বে) অধোক্ষজ-দেবকে পাইয়াছি। 'শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ ধাম, সেথে প্রকাশিব পাছে।' এ সকল কথার অতি গূঢ় রহস্য আছে। ভাগবতে বহু স্থলে শ্রীঅধোক্ষজের কথা কীর্তিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের লীলা অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ বিচারেরও উপরের কথা। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রায় ১৮ বৎসর যাবৎ একমাত্র অধোক্ষজের কথাই বহু ভাবে বলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। অক্ষজ বিচারে ভগবান্ কখনও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবেন না—ইহাই প্রচার্য্য বিষয়। অক্ষজ জ্ঞান আরোহ পথেই লভ্য; তদ্দ্বারা কখনও ভগবানের সন্ধান পাওয়া যায় না। আধ্যক্ষিক ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া অধোক্ষজের কথাই এযাবৎ প্রচার করিয়াছি।

এ সকল মহা-আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। ভাগবতের বহু স্থানে সেই অধোক্ষজদেবকে পাইয়াছি, আর কোন ভয় নাই, বড়ই ভরসার কথা।

জ্ঞানং যে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

এই অন্তর্দ্বীপে ব্রহ্মা স্তব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ধ্যান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্তর্দ্বীপেরই প্রচলিত নাম—'আতোপুর'। কিছুকালের জন্য 'আতোপুরের মাঠ' লোপ হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-মায়াপুরের প্রাকট্য হইয়াছে। গঙ্গারই অপর নাম—'মায়া'। শ্রীমায়াপুর-শব্দে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী পুর বা ধাম। শ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমার প্রাকট্য-সম্বন্ধে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে গূঢ় রহস্য আছে। কৃষ্ণের জন্ম-তিথি কৃষ্ণাষ্টমী এবং শ্রীরাধিকার জন্মতিথি শ্রীরাধাষ্টমী; কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-তিথিই গৌর-পূর্ণিমা। গৌর + পূর্ণিমা = কৃষ্ণ + রাধা = শ্রীগৌরহরি। কৃষ্ণাষ্টমী ও রাধাষ্টমী,—এই দুইটী তিথি হইতে অষ্ট তিথি করিয়া বিযুক্ত হইয়া ৭য় তিথি + ৭য় তিথি = ১৫ দিনে শ্রীগৌরপূর্ণিমা। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেও কী আশ্চর্য্য combination—কী accidental coincidence! ফাল্গুনী পূর্ণিমা দুই ভাগ হইয়া কৃষ্ণাষ্টমী ও রাধাষ্টমী। মিথুনীভূত রসময়ী পরা শক্তি ও শক্তিমান্ রসময়ের মিলনে কী eternal coincidence!

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণের পর পঞ্চ গৌড় ও পঞ্চ দ্রাবিড়ের মধ্যে গমনাগমন করিয়াছেন। জীব অনুচৈতন্য। কৃষ্ণানুশীলনেই জীবের চৈতন্য লাভ হয়। কৃষ্ণের অনুশীলনই চৈতন্যের লক্ষণ। আমাদের পুনঃ চৈতন্য লাভ হউক। আমরা কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছি। বর্ত্তমানে আমাদের কৃষ্ণ-স্মৃতিরই বিস্মৃতি হইয়া পড়িয়াছে!! চৈতন্যের অনুশীলনের দ্বারা পুনরায় অবিস্মৃতি বা পূর্ণ-কৃষ্ণ-স্মৃতি লাভ করিতে হইবে।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের একটি শ্লোকে এরূপ গুম্ফিত হইয়াছে,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেম্নঃ পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ নঃ পরঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত—শ্রীমদ্ভাগবতই অমল প্রমাণ এবং কৃষ্ণপ্রেমই জীবের পরম-পুরুষার্থ। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে হইবে। মহাপ্রভুর লীলা-গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতে হইবে। কবে আমাদের গৌরবনে ব্রজবন দর্শন লাভ হইবে? কবে আমাদের বাসবাস হইবে?

কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে।

কাঁদিয়া বেড়ায়, দেহ-সুখ ছাড়ি'—
নানা মতা তরঙ্গে॥

অচেতন মনুষ্যের চেতন হইলে সে বুঝিতে পারে যে, সে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান না করিয়া কি ভুল করিয়াছে! জীবের চৈতন্য লাভ হইলে সে বুঝিতে পারিবে—ভোগের সংসারই কি মহা-বিপজ্জনক কারাগার। তাহাতে কৃষ্ণ-বিস্মৃতিই জীবের বন্ধনের কারণ।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট হইলে অর্থাৎ তাঁহার প্রেম-বিতরণ-লীলা আরম্ভ হইলে চট্টগ্রাম প্রভৃতি কত দূরদেশ হইতে ভক্তগণ এই স্থানে মিলিত হইয়াছিলেন! ৪০৪ গৌরাব্দে শ্রীধাম-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। ৪০৮ গৌরাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানী প্রকটিত হন। ৪৪৪ গৌরাব্দে শ্রীধামে ভাগবত-প্রদর্শনী হয়। ৪৪৮ গৌরাব্দে শ্রীগৌর-জন্ম-ভিটায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নূতন মন্দির হয়। এই সকল অঙ্কে কেবল ৪এর factor. শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সেই বাণী 'বেদে প্রকাশিব পাছে' সার্থক হইতেছে। শ্রীগৌরসুন্দরও চতুর্ব্বিংশতি বাক্যপাণ্ডিত্য অর্থাৎ ৪৮ বৎসর প্রকট থাকিয়া লীলা সংগোপন করিলেন। প্রজ্ঞাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরকে কেবল জানিতে পারিয়াছিলেন শ্রীধামোদ্ভব-সনাতন-রূপ-রঘুনাথানুগ-গণ। শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ শ্রীল ধামোদর গোস্বামি-প্রভু এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্রীচৈতন্যদেব—রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু। শ্রীগৌরসুন্দর নিজে শ্রীরাধাগোবিন্দ হইয়াও নিজের ভজন-কথা নিজেই বলিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়-মহিমা কতদূর, তাহা জানাইয়াছেন। এই স্থানটি যমুনার তীরস্থ প্রধান কুঞ্জ। গঙ্গা ও সরস্বতীর তীরবর্ত্তী গৌরবনই যমুন-বিপিনের (রাধাবনের) অভিন্ন স্বরূপ। শ্রীগৌরকুণ্ড—শ্যামকুণ্ড-রাধা-কুণ্ডের অভিন্ন বিগ্রহ। শ্রীগৌরবনে যমুন-লীলার বিচার উদিত হইলে গৌরবনে ব্রজবনের দর্শন হয়। শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহ তিনবার সমুদ্রে স্নান করিতেন। মধ্যাহ্নে সমুদ্রতীরে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার স্মৃতি উদিত হইত। তিনি চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতরূপে দর্শন করিতেন। তিনি মধ্যাহ্নিক লীলায় নিমগ্ন হইয়া পুরীর দক্ষিণে 'কোণার্ক' বা 'কোণারক'-নামক স্থানে ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া অবস্থান করিতেন। কোণারকে সূর্য্যদেবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। সূর্য্য-পূজা-ছলে শ্রীমতী ও তদনুগা গোপিকাগণ শ্রীরাধাকুণ্ডে গিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। কোণারক শ্রীগৌরের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেই মধ্যাহ্নিক লীলার স্মৃতি উদ্দীপন করিত। একদিন জ্যোৎস্না-ময়ী রাত্রিতে কোণার্কের দিকে কৃষ্ণ-অন্বেষণে উন্মত্ত শ্রীগৌরসুন্দর যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে গিয়া নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। জেলেরা রাত্রিতে সমুদ্রে জাল ফেলিলে জালের সহিত মহাপ্রভুর অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভূত মনে করিয়াছিল। আর গৌরসুন্দরের অঙ্গস্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমের বিকারকে লৌকিক ব্যাপার মনে করিয়াছিল। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু চপেটাঘাতে জালিয়ার ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন। পুণ্যাচারী ধার্ম্মিকগণের বিচারে যে কোণার্ক লৌকিক ধর্ম্মের স্থান মাত্র, শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাহাই অভিন্ন রাধাকুণ্ড-তীর, কৃষ্ণের মধ্যাহ্নিক লীলাস্থল। আর আধ্যক্ষিক প্রাকৃত জনগণের নিকট যাহা লৌকিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়, কৃষ্ণ-প্রেমিকগণ তাহা কৃষ্ণ-প্রেমবিকার বলিয়া জানিতে পারেন। সুতরাং তথাকথিত ধার্ম্মিক ও আধ্যক্ষিকগণ কৃষ্ণ ও গৌর-লীলায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। আপনারা শ্রীগৌরকৃষ্ণ-লীলার এ সব রহস্য সেবোন্মুখ হইয়া আলোচনা করিবেন।

আগামী কল্য শিবরাত্রি অর্থাৎ মঙ্গলময়ী রাত্রি। ঐ দিন কৃষ্ণস্মরণই বিধেয়; কেন না, শ্রীকৃষ্ণস্মরণেই অভদ্র বা অমঙ্গল বিনষ্ট হয় এবং মঙ্গল উদয় হয়। 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ। ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।' তাশ-পাসা খেলিয়া রাত্রি জাগরণ-রূপ তমোগুণের কার্য্যে শিব-রাত্রির পালন হয় না। সর্ব্বদা কেবল হরিকথাই আলোচ্য। কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত জীবের আর কোন কর্ত্তব্য নাই—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। এখন প্রবোধ কাল; ইহা কৃষ্ণাভিসারের সময়। শ্রীগৌরসুন্দর—স্বজনন-বিজনন-প্রয়োজনাবতারী। তিনি নিজে শ্রীরাধিকার ভাব লইয়া কৃষ্ণের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-

বৈদিষ্ট্য-লীলার পরিচয় কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত তত্ত্বতঃ জানা যায় না। ভগবান্ বিশ্বতত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপায় নিজে বলিয়াছেন—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণ-কর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

আপনারা শ্রীল দামোদর স্বরূপের শ্লোকগুলি সাবধান হইয়া শ্রবণ করিবেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর কথা—শ্রীগৌর-কৃষ্ণের কথা আপনারা সাবধান হইয়া সর্ব্বদা প্রচুরভাবে আলোচনা করুন। অমুচিৎ জীব হইয়া বিভুচিৎ কৃষ্ণের অনুশীলন করুন। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণানুশীলন-সমস্তই শ্রীবার্ষিকার অনুশীলন—অনুকূলার কৃষ্ণানুশীলন। কৃষ্ণের অনুশীলন করিলে কৃষ্ণকে জানিতে পারিবেন। এই জন্যই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার বা 'Thakur Bhaktivinode Research Institute" স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় ও ভারতের বহির্ভাগে স্থিত জনগণ কেহই মহাপ্রভুর প্রচারের রহস্য বুঝিতে পারেন নাই। এই দেশের লোকেরা শ্রীমহাপ্রভুকে ভুল বুঝিয়াছে এবং বিদেশীয়-গণকেও ভুল বুঝাইতেছে। ইহা বড়ই দুঃখের কথা ও গভীর শোচনীয় অবস্থা। শ্রীমহাপ্রভুর মনোগত প্রকৃত শিক্ষা জানাইবার লোক জগতে খুবই কম।

শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী'তে শ্রীগৌরসুন্দরের অপার করুণার কথা যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, ঐরূপ সুসাহিত্য জগতে আর নাই।

যো মাং দুস্তরনির্ঞ্জলমহাকূপাদপারক্রমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রকৃপাম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ শ্রৈষীকৃপাভজ্জুভিঃ।
উদ্ধৃত্যাকৃতসংস্কৃতিনিগড়িতরণপ্রাপ্তং প্রপাত্য স্বয়ং
হাস্যোদ্বেলসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে।

শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন, সেই পরম গভীর কৃপা-সমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেব আমাকে স্বীয় স্বেচ্ছাচারিণী কৃপারজ্জুদ্বারা দুস্তর, অনন্তীন, অপার পরম সংসাররূপ মহা-কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া সংস্কৃতিবিকারকারী স্বীয় চরণে স্থান প্রদান-পূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভুকে আমি ভজন করি।

শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর সংসার-কূপে পতন হয় নাই। তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইয়াও অপারস্থ নির্জ্জন সংসার-মহাকূপে পতিত আমাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যে ভব বন্ধন-ছেদনের লীলা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের একমাত্র প্রণিধানের বিষয় হউক। আমরা কাণাকড়ির জন্য অমূল্য কৃষ্ণপ্রেমধন হারাইতে বসিয়াছি। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর পিতার সম্পত্তির তখনকার দিনের ১২ লক্ষ টাকা আয় ছিল। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর এত লেখাপড়া জানা বিদ্যা-পাণ্ডিত্য ছিল যে বর্ত্তমান কোন আধ্যক্ষিক পাঠক বা লেখকই তাহা আদৌ বুঝিতে পারেন না। Transcendental literatureএর কথা এ দেশের লোক ও পাশ্চাত্যদেশের লোক কেহই বুঝেন না। 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী'র মত সাহিত্য জগতে আর নাই। তিনি কতদূর লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহার ভাষা-বিজ্ঞানের এক কথার মূল্যও আজ সমগ্র জগতের লোক দিতে পারিতেছেন না। আমাদের 'গৌড়ীয়' পত্রে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর ও ষড়্‌গোস্বামীর সাহিত্যই আলোচিত হইতেছে। আজ সজ্জন-জগৎ গৌড়ীয়-সাহিত্যের মাত্র দুই একটি কথা লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া যতই গভীর চিন্তা করিতেছেন, ততই অপ্রাকৃত চেতনরাজ্যের ভাষা-সাগরের মহা-মহা মূল্যবান্ রত্নসমূহের জ্যোতির পরম সুখকর আলোক উপলব্ধি করিতেছেন। গৌড়ীয় সাহিত্যের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া Sir Denison Ross প্রভৃতি বহু বহু মনীষী ব্যক্তি সভ্যজগতের সভায় প্রকাশ্যে বজ্রগম্ভীরস্বরে বর্ত্তমান মানবসমাজের ইতরচিন্তা-স্রোতের প্রতি কতই ধিক্কার প্রদান করিতেছেন! তাঁহারা জাগতিক বিদ্যা ও সরলতা প্রভৃতি গুণের মাপ-কাঠিতে প্রাচ্যদেশবাসী অনেক তথাকথিত পণ্ডিত হইতে উচ্চস্তরে অবস্থিত আছেন। তাঁহারা ঐ সভায় মহাপ্রভুর বিচারের মহা-সৌন্দর্য্য আলোচনা করিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশবাসীকে উপদেশ ও তাঁহাদের জড়সর্ব্বস্ববাদকে ধিক্কার দিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু পরম কৃপালু ছিলেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ও গুরুপরম্পরায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহোদয়ের অভ্যুদয়। সেই শ্রীরূপানুগ ধারার মহাভাগবতবর শুরুবর্গকে আমি বন্দনা করি।

নামশ্লোকং মধুমপি শচীপুত্রমস্য স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজবরপুরীং মাথুরীং গৌড়বাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

গুরুদাস

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

সদ্বংশজাত, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, শুদ্ধাচারী, মহাবুদ্ধিমান্, দম্ভহীন, কাম-ক্রোধশূন্য, গুরুভক্তিবিশিষ্ট, সর্ব্বকাল কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবাতৎপর, রোগবর্জ্জিত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, হরি-গুরু-পূজানুরক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবিশিষ্ট ও যুবকই গুরুদাস হইবার যোগ্যপাত্র। অভিমান-শূন্য, নির্ম্মৎসর, আলস্যরহিত, জড়বস্তুতে মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ় মিত্রতাবিশিষ্ট, বৎসরবাসী, গুরুসেবাপর, অচঞ্চল, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, গুণিগণের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রমত্ত ব্যক্তিই গুরুদাস হইতে পারেন।

অলস, মলিন, বৃথাকষ্টকারী, অহঙ্কারী, কৃপণ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরদ্বিদ্রাবেষী, মৎসরতাবিশিষ্ট, বঞ্চক, কক্ষবাক্, অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জক, পরদার-রত, ভক্তবিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী প্রস্তুত, অন্যের দোষ সূচনাকারী, পরদুঃখদায়ক, অধিক ভোজনকারী, ক্রূর-কর্ম্মা, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ, নরাধম, কুকার্য্য হইতে অনিবৃত্ত এবং গুরু-শাসন-শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব স্বীয় দীক্ষা দিবেন না। জৈমিনী, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, গৌতম—এই ছয় হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তি গুরুদাস হইতে পারেন না।

গুরুদাসের কর্ত্তব্য অনেক হইলেও সাধারণতঃ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। প্রতিদিন গুরুর জলকুম্ভানয়ন, কুসুম, বন্যীয় কাষ্ঠ আহরণ; গুরু-শরীর মার্জ্জন, চন্দন লেপন, গৃহমার্জ্জন, বস্ত্র প্রক্ষালন, গুরুর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। গুরু-সমীপে পদ প্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, আস্ফালন, উচ্চবাক্য, গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর সমান, বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ নিষিদ্ধ। গুরুর গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি লইয়া পিতা-মাতার সম্ভাষণ করিবে। সর্ব্বত্রই গুরুদর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। গুরুর বাক্য, আসন, যান, পাদুকা, বস্ত্র ও ছায়া গুরুদাসের লঙ্ঘন নিষেধ। গুরু-সমীপে পৃথক্ পূজা করিবে না। আমি যাহা, গুরুও তাহা, এরূপ অহং ভাব দেখাইতে নিষেধ। গুরুদেবকে কোন আদেশ করিবে না এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না। তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। তাঁহার আগমনে উত্থিত দাঁড়াইবে, তাঁহার অনুগমন করিবে, তাঁহার শয্যায় উপবেশন করিবে না। গুরুর তাড়না ও ভর্ৎসনায় তাঁহাকে অবহেলা ও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না। প্রত্যহ প্রীতিজনক মনোহর অন্ন-পানাদি বস্তু গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে। কর্ম্ম, মনঃ, বাক্য, প্রাণ ও ধন দ্বারা গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। গুরুসেবা না করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে যে অনুষ্ঠান সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ভগবদ্-বুদ্ধিতে গুরুকে প্রণাম, সর্ব্ব সম্পত্তি ও নিজ-দেহ দক্ষিণা-স্বরূপ গুরুকে সমর্পণ করিবে। সেবা ভগবান্ গুরু গুরু-শরীরে অবস্থিত জানিবে। গুরু নিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গ করিবে না। মৎস্য, মাংস, শূকর, কঞ্জল ভক্ষণ করিবে না। পাদুকা লইয়া দেব-গুরু-গৃহে যাইবে না। হরিবাসরে উপবাস করিবে।

১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, ২। ভগবৎ প্রবোধন, ৩। সর্ব্বান্ত আত্মারাম, ৪। প্রাতঃস্নান, ৫। নব-বস্ত্র ও ঊর্দ্ধবস্ত্র ধারণ, ৬। অভীষ্ট দেবার্চ্চন, ৭। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ৮। শঙ্খ-চক্রাদি ধারণ, ৯। চরণামৃত পান, ১০। তুলসী মণিমালাদি ভূষা ধারণ, ১১। নির্ম্মাল্য পরিহার, ১২। নির্ম্মাল্য, চন্দন শরীরে লেপন, ১৩। দণ্ডপ্রণাম ও ইষ্ট পূজা, ১৪। নির্ম্মাল্য তুলসী সমাদর, ১৫। তুলসী চয়ন, ১৬। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা, ১৭। তিলক ধারণ, ১৮। চরণামৃতে পিতৃতর্পণ, ১৯। মধ্যাহ্নকালে ভগবৎপূজা, ২০। ভক্তির অনুকূলে দিব্যা-নৈমিত্তিকানুষ্ঠান, ২১। দুষ্টচিন্তা ও হাস, ২২। নবপুষ্পফলাদি-দান, ২৩। তুলসী পূজা, ২৪। ভক্তিগ্রন্থ পূজা, ২৫। ত্রৈকালিক হরিপূজন, ২৬। পুরাণ শ্রবণ, ২৭। নিবেদিত বস্ত্র ধারণ, ২৮। ভগবদ্ভক্তজ্ঞানে সদনুষ্ঠান, ২৯। গুরুর অনুমতি গ্রহণ, ৩০। গুরু-বাক্যে বিশ্বাস, ৩১। মন্ত্রদেবানুসারে মুদ্রা-রচন, ৩২। ভজনোদ্দেশে গীত-নৃত্যাদি, ৩৩। শঙ্খধ্বনি, ৩৪। লীলা-কুকবস্তু, ৩৫। হোম, ৩৬। নৈবেদ্যার্পণ, ৩৭। সাধু

সমাধি, ৩৮। সাধু-পূজা, ৩৯। নৈবেদ্য ভোজন, ৪০। তাম্বূলাবশেষ গ্রহণ, ৪১। বৈষ্ণব-সঙ্গ, ৪২। বিশিষ্ট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, ৪৩। দশম্যাদি দিনত্রয়ে নিয়ম দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা ও সন্তোষ, ৪৪। জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব, ৪৫। দেব-মন্দিরে গমন, ৪৬। অষ্ট মহাদ্বাদশী পালন, ৪৭। সকল ঋতুতে মহোপচারে হরিপূজা, ৪৮। বৈষ্ণব-ব্রত পালন, ৪৯। গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি, ৫০। সদা তুলসী সংগ্রহ, ৫১। ধূপো-পানসম্বাহনাদি উপহার প্রদান, ৫২। রামাদি চিন্তা—এই বায়ান্নটি অনুষ্ঠানে গুরুদাসের কর্ত্তব্যতা আছে।

গুরুদাস নিম্নলিখিত ৫২টি অবশ্যই বর্জ্জন করিবেন। ১। উষ্ণ জলাদ্বারা স্নান, ২। মৃত্তিকাতীন সৌচ, ৩। দাঁড়াইয়া আচমন, ৪। গুরু-সমক্ষে পদ-প্রসারণ ৫। গুরু-ছায়া লঙ্ঘন, ৬। সমর্থ-পক্ষে যান বর্জ্জন, ৭। দেবার্চ্চনে শৈথিল্য, ৮। দেব-গুরু অনভ্যর্চ্চন, ৯। গুর্ব্বাসনে উপবেশন, ১০। গুরু-সমক্ষে পাণ্ডিত্য-প্রচার, ১১। উহার উপর পদ-সংস্থাপন, ১২-১৩। মন্ত্রহীন তিলক ও আচমন, ১৪। নীলবসন পরিধান, ১৫। ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সহ বন্ধুতা, ১৬। অসজ্জাস্ত্র-সেবন, ১৭। তুচ্ছ সঙ্গ-সুখাসক্তি, ১৮। মদ্য-মাংস-সেবন, ১৯। মাদক ঔষধ সেবন, ২০। মসূরি সহ অন্ন-গ্রহণ, ২১। পিঁয়াজ, লসুন, শ্বেতবার্ত্তাকু প্রভৃতি ভোজন; ২২। অবৈষ্ণবের নিকট অন্ন-গ্রহণ, ২৩। অবৈষ্ণব-ব্রতানুষ্ঠান ২৪। অবৈষ্ণব-মন্ত্র-গ্রহণ, ২৫। মারণ-উচাটনাদি অনুষ্ঠান, ২৬। সমর্থ হইয়া হীনোপচারে হরিসেবা, ২৭। শোকের অধীন, ২৮। দশমী-বিদ্ধা একাদশী-ব্রত-গ্রহণ, ২৯। শুক্ল-কৃষ্ণ একাদশীতে ভেদবুদ্ধি, ৩০। দ্যূত-ক্রীড়া, ৩১। একাদশীতে শ্রাদ্ধ, ৩২। দ্বাদশীতে নিদ্রা ও তুলসী-চয়ন, ৩৩। দ্বাদশীতে বিষ্ণু-স্নান, ৩৪। বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তুর দ্বারা শ্রাদ্ধ, ৩৫। বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধে অতুলসী, ৩৬। অবৈষ্ণব বা রাক্ষস-শ্রাদ্ধ, ৩৮। চরণামৃত থাকা-কালে পবিত্রতা-জন্য অন্য জলে আচমনাদি, ৩৯। কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টের পূজা, ৪০। পূজা-কালে অসদালাপ, ৪১। গৃহ-করবীর এবং আকন্দাদির দ্বারা পূজা, ৪২। আরুস ধূপ-পাত্র ব্যবহার, ৪৩। প্রমাদ-বশতঃ তির্য্যক পুণ্ড্র, ৪৪। অসংস্কৃত দ্রব্যদ্বারা পূজা, ৪৫। চঞ্চলচিত্তে অর্চ্চন, ৪৬। এক হস্তে প্রণমন ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ, ৪৭। অসময়ে শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, ৪৮। পর্য্যুষিত দূষিত অন্ন নিবেদন, ৪৯। অসংখ্য জপ, ৫০। মন্ত্র প্রকাশ, ৫১। মুখ্যকাল ত্যাগ ও গৌণ-কাল স্বীকার, ৫২। বিষ্ণু-প্রসাদ অস্বীকার।

গুরুদাস—নিত্য, গুরু—নিত্য। অনাত্ম মনের দ্বারা দৃশ্য জগতের বস্তু-বিশেষে গুরুকে মনে করিলে বাস্তবিক নিত্য গুরুদাস হওয়া যায় না। গুরুকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করিলে, গুরু-দাসের বাহ্য শরীর ধ্বংসশীল জানিলে, মনের পরিবর্ত্তনীয় অবস্থা বিচার করিলে আত্মার বা অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যত্ব-বিষয়ে নানা সন্দেহ উদিত হয়। গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য ও আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে হেয়ত্ব নাই। হেয়ত্বের অভিনিবেশ বিদূরিত হইলে শিষ্য বুঝিতে পারেন যে, তিনি স্বরূপে কৃষ্ণদাস। গুরুদাস শ্রুতি-উল্লিখিত "তত্ত্বমসি শ্বেত-কেতো" মন্ত্র শুনিয়া আপনাকে বিশুদ্ধ চিৎকণ বা অণুচিৎ বলিয়া জানিতে পারেন। গুরুদাস স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বলেন যে, "শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্" ॥

বাগ্‌দেবীর পূজা

[উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণবেদান্ততীর্থ]

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য-বংশাভিমানী হিন্দুগণের মধ্যে, কর্ম্মী ও অদ্বৈতাদি-সম্প্রদায়ের মধ্যে, তথাকথিত ছাত্র-শিক্ষক, অধ্যাপিত-অধ্যাপক এবং সকাম পঞ্চোপাসক-গণের মধ্যেই বাসন্তী পঞ্চমীতে শ্রীবাগ্‌দেবীর অর্চ্চনের ধুমধাম সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বাগ্‌দেবী কে, তাঁহার স্বরূপ কি, তাঁহার অর্চ্চনের অধিকারী কে এবং তাঁহার অর্চ্চনের ফলই বা কি, ইত্যাদি প্রশ্নের কোনওরূপ মীমাংসায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে অথবা তদ্বিষয়ে শ্রৌত-সিদ্ধান্ত সহিষ্ণুতার

সহিত শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই আমরা গন্ধলিকা-স্রোতে দেহ মন নিমজ্জিত করিয়া আপাত-ইন্দ্রিয়-চরিতার্থকারী প্রেয়ঃপথে বিচরণ করত বাগ্‌দেবীর প্রতিমা-পূজনের বিশেষ আড়ম্বর, অথবা কেহ সাত্ত্বিকভাবে (?) পুষ্পবিহগে, কদলী ও আতপ-তণ্ডুলে বাগ্‌দেবীর অর্চ্চন ও অঞ্জলি প্রদানের জন্য ব্যষ্টিগত বা সমষ্টি-গত চেষ্টায় নিযুক্ত হই। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধজীব-মাত্রেই আমরা হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী। আমাদের দেহাত্মবোধ প্রবল বলিয়া দেহ গেহ, ধন-জন, যশঃ, পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠা ও তথাকথিত স্বদেশোন্নতির জন্য আমরা একাকী অথবা বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহ-পরকালের সুখসাধনে জীবিতকালে বহুবিধ প্রয়াস পাইয়া থাকি। কিছুদিন পূর্ব্বে গুরুমহাশয়দিগের বিদ্যালয়ে; অধ্যাপকগণের চতুষ্পাঠীতে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায়তনে অনাড়ম্বর-পূর্ব্বক ভারতীদেবীর চরণার্চ্চন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রাকৃত বিদ্যা, যশঃ, পাণ্ডিত্যলাভরূপ আশীর্ব্বাদ কামনা করা হইত। বর্ত্তমানকালে সাধারণ মনুষ্য-সমাজে ও তথাকথিত শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত সমাজে তর্কপ্রিয়তা, সৌখীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতা প্রবল হওয়ায় বাগ্‌দেবীর পূজার নামে অধুনাতনকালে কি পাঠশালা, কি চতুষ্পাঠী, কি উচ্চ বিদ্যালয়, কি মহা বিদ্যালয়, কি বারোয়ারীর স্থান, কি গৃহস্থের বাড়ী—সর্ব্বত্র একটা বিরাট্ বাহ্য আড়ম্বরের সহিত এবং কোথাও কোথাও প্রতিযোগিতামূলে বাগ্‌দেবীর অর্চ্চন হইতে দেখা যায়। বাগ্‌দেবীর পূজাকালে সকলে মিলিয়া আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়া-দাওয়া, নৃত্য-গীতাদি উপভোগ করিবার জন্য কতই না বিচিত্র ব্যবস্থা হইয়া থাকে! সম্বৎসরে ঐ একটি দিনের ক্ষণিক আনন্দ, উল্লাস, উচ্ছ্বাস ও ভক্তি (?) প্রদর্শনের সুযোগ বরণ করিবার জন্য কি বিদ্যার্থী, কি কৃতবিদ্যাভিমানী—সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। ঐ একটি দিনের সুখ-স্বপ্নের চিন্তা করিতে করিতে যেন শিক্ষক মহাশয়-গণের প্রদত্ত কি বেত্রাঘাত, কি তিরস্কার, কি পুরস্কার এবং কৃত-বিদ্যগণের বৎসরব্যাপী অস্থি-নিষ্পেষণকর পরিশ্রম অতি তুচ্ছ ও নগণ্যই বোধ হয়। আশার কুহকে মোহগ্রস্ত জীবের এই যে ক্ষণিক ইহপরকালের সুখ-সৌভাগ্য-লাভের প্রয়াস, কর্ম্মোন্মাদনা ও রজোগুণের তাণ্ডব, তাহা পরমুহূর্ত্তে অবসাদ, নৈরাশ্য, অজ্ঞান ও হিতাহিতবুদ্ধিরূপ তমোগুণের সৃষ্টি করিয়া সুখের পর দুঃখই আনয়ন করে।

ত্যাগী ও ভোগী একেশ্বরবাদী হউক, বা বহুদেবতা-বাদীই হউক, নিরাকারবাদী হউক, আর সাকারবাদীই হউক, পণ্ডিতই হউক, আর মূর্খই হউক, শাস্ত্রকে মুখে স্বীকার করুক, আর নাই করুক, তাহাদিগের গৃহব্রতধর্ম্ম বা ঘর-পাগ্‌লামি নিবৃত্ত হয় না। মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিগণের পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সদসৎ ও ভাল-মন্দের যে বিচার, তাহা ভ্রম ও অনোপধ-মাত্র। মায়াবাদী ও বহুদেবতাবাদীর যে পূজা-অর্চ্চনা, তাহা 'গোলগ্রাম দিয়া বাহাম তাড়িয়া খাওয়া' ব্যতীত আর কিছুই নহে। বদ্ধজীব-মাত্রেই সকলে প্রভুত্বকামী, কর্ত্তৃত্বাভিমানী বা পুরুষাভিমানী। সুতরাং তাঁহাদের যে দেবার্চ্চন বা ঈশ্বরার্চ্চন, তাহাও তত্তৎ দেবতা বা ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার নহে, সেই সেই দেবতার নিকট হইতে পূজার বিনিময়ে নিজ-ভোগ-আদায় বা প্রভুত্বই বটে। বৌদ্ধেরা শূন্যবাদী, তাঁহারা স্পষ্টই বেদ-বিরোধী কিন্তু মায়া-বাদিগণ মুখে বেদ স্বীকার করিয়া, শব্দব্রহ্মের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া এবং বেদ-বিধি-পালনের যৌক্তিকতা দেখাইয়া প্রচ্ছন্ন বেদ-বিরোধী; কারণ, তাঁহাদের চরম লক্ষ্য—'ব্রহ্ম' হইয়া যাওয়া। কর্ম্মিগণ মুখে ঈশ্বর স্বীকার করিলেও ঈশ্বরকে কর্ম্মাঙ্গ বা কর্ম্মের অধীন বলিয়া সাব্যস্ত করায় তাঁহারাও নাস্তিক। জ্ঞানিগণ ত' ঈশ্বরের আসন কাড়িয়া লইবার জন্যই স্বাধ্যায়, তপস্যাদিতে নিরত। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ কর্ম্মি-গণকে 'মূর্খ' বলিয়া তিরস্কার করিলেও তাঁহাদের নিজের ভ্রম বা মূর্খতা যে আরও বড়, তাহা তাঁহারা মায়া-কবলিত অর্থাৎ ভগবানে শরণাগত নয় বলিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারে না। তাই শ্রুতি বলেন,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

—(কঠ ১।২।৮)

বৈতবস্তু মায়া বা অবিদ্যাতে অভিনিবিষ্ট অজ্ঞানান্ধ জীবগণের যে ভাল-মন্দের বিচার, তাহা সকলই মূঢ়তা। এক অন্ধ যে প্রকার অপর অন্ধকে চালিত করিলে উভয়েই বিপথে চলিতে চলিতে কোনও কূপে পড়িয়া আত্ম-বিনাশ-লাভ করে, সেইরূপ এই জগতের তথাকথিত প্রেষ্ঠ একজন মায়ামুগ্ধ জীবের অনুসরণ করিয়া তাহাকে শিক্ষক,

গুরু বা জ্ঞানকর্ত্তা মনে করিলে জীবের আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

বহুজীব আমরা স্বরূপ-বিস্মৃত ও মায়া কবলিত বলিয়া প্রেয়ের উপদেশ আমাদিগের নিকট ঠিক বোধ হয়। আর যাঁহারা প্রেয়ের উপদেষ্টা, তাঁহারা ইহজগতে সর্ব্বত্র বহুমানিত হন। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তকে 'রক্ষক ও পালক' বলিয়া বরণ করি না বলিয়া এবং তাঁহাদিগকে মানুষ মাত্রাবদ্ধ জীব মনে হয় বলিয়া আমরা ইহজগতের অভিভাবক ও গুরুজনগণের উপদেশ আমাদের মঙ্গলজনক বলিয়া গ্রহণ করি। শৈশবকালে, যখন আমাদের নবীন জীবন অজ্ঞাত-পথের যাত্রী হইয়া নব নব আশার অঙ্কুরোদ্গম দেখিতে থাকে, তখন পারিপার্শ্বিক জগতের বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরগণকেই তাহার অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক বলিয়া সাব্যস্ত করে। শৈশবকালে যখন শিশুর কোমল প্রাণে "লেখা-পড়া শিখে যেই, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই"—এরূপ ভবিষ্যৎ আশার রশ্মিপাত হয় এবং সেই গাড়ী-ঘোড়ায় চড়া অর্থাৎ যশঃ ও অর্থ-লাভের জন্য যখন প্রেরণা পায়, তখন কি তাহার ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শ্রীহরির আরাধনার কথা কর্ণে প্রবেশ করে? একবার যদি ভোগ-মোক্ষরূপ বিষবৃক্ষের বীজ ঐরূপ কোমল হৃদয়ে উপ্ত হয়, তাহা কি আর সহজে নির্ম্মূলিত হয়? আমরা ইহজগতে জন্মাবধি কোনও-না-কোন ব্যক্তিকে বা আদর্শকে কালে কালে পথ-প্রদর্শকরূপে বরণ করিয়া নিশ্চয়ই চলিয়াছি। গুরু বা শিক্ষক আমাদের নিকট নিয়তই অবস্থান করেন,—হয় সদ্‌গুরু, নয় অসদ্‌গুরুরূপে। যদি কৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তিনিই গুরু, আচার্য্য বা শিক্ষকরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের নিত্য কল্যাণ-পথের সন্ধান দেন; আর তাঁহাকে ভুলিয়া নিজে কর্ত্তা সাজিয়া যখন প্রেয়ের অনুসন্ধান করি, তখন মায়া বহুরূপিণী হইয়া গুরুর সজ্জা গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে বঞ্চিত করে।

ভগবানের 'চিচ্ছক্তি'কে স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি বলে, আর 'অচিচ্ছক্তি'কে মায়াশক্তি, ছায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি বলে। শক্তিমান্ অদ্বিতীয় এবং তাঁহার যে পরা শক্তি বা চিচ্ছক্তি, তাহাও অদ্বিতীয়া। অপরা শক্তি বা মায়া-শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। উহা চিচ্ছক্তিরই ছায়া বা বিকার মাত্র। গুরু সরস্বতী যে বাগ্‌দেবী, তিনি চিচ্ছক্তির কায়বিগ্রহ—তিনি কৃষ্ণপ্রিয়া। নারদ, ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদ প্রভৃতি বিষঞ্জিরোমণিগণ সেই নৃসিংহবদন-বিলাসিনী গুরু সরস্বতীর উপাসনা নিত্যকালই করেন। গুরু সরস্বতীর কার্য্য—জীবকে জড়প্রতিষ্ঠা হইতে মুক্ত করিয়া বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় স্থাপিত করা, তাহাদিগকে অবিদ্যাবন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া পরবিদ্যা বিলাসে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্যসেবা দান করা। যাহারা বর্ণার্থ-কামকামী, তাহারা গুরু সরস্বতীর পূজায় আত্মনিয়োগ করিয়া—কালকালে নশ্বর বস্তু লাভ করত সংসারে পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিয়া থাকে। কামকামী কর্ম্মীরা পুণ্যকর্ম্মফলে যে স্বর্গাদি লোক লাভ করে, তাহাও নশ্বর। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানের উক্তি—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

(গীঃ ৯।২১)

অর্থাৎ তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। পুনরায় এইরূপে বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কামনাশীল ব্যক্তিগণ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন।

ভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন যে, ভক্তগণ ব্যতীত কেহই তাঁহার শুদ্ধকৃপার অধিকারী নহে। তাহারা কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

(গীঃ ৯।২৫)

অর্থাৎ দেবতার পূজকগণ অনিত্য দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, বা পিতৃপূজকগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়, ভূতগণ ও মাতৃগণের পূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমারই পাদপদ্ম লাভ করেন।

কর্ম্মিগণ অজ্ঞানান্ধকারী। তাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভে যাহাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধক না হয়, তজ্জন্য আধি-কারিক দেবগণের নিকট হইতে শক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করে। কামকামিগণের চিত্ত অশান্ত বলিয়া তাহারা

বহীশ্বরবাদী ? এই জগতের অভ্যুদয়ের পরিণাম—অবনতি। তাই বৈষ্ণব-মহাজন বলিয়াছেন,—

ওরে মন, বাড়িবার আশা কেন কর।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শান্ত হও মোর বাক্য ধর॥

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্রগণের অভাব ছিল না। নবদ্বীপবাসিগণের মধ্যে আভিজাত্য, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও ধনের অধিকারী বলিয়া অনেকেই শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে তৎকালীন নবদ্বীপের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি' গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে 'বিদ্যারস' পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্ছ।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক,—নাহিক নিশ্চয়॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণ-রাধা-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
(চৈঃ ভাঃ আ ২।৫৮-৬৩)

যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্লোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি' মরে॥
না বাখানে 'যুগধর্ম্ম' কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কখন॥
যেবা সব—বিরক্ত, তপস্বী-অভিমানী।
তা সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
(চৈঃ ভাঃ আ ২।৬৭-৭০)

পশু-পক্ষিগণের যেরূপ গ্রাম্যসুখে জীবন অতিবাহিত হয়, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ নানা দেবপূজক, অনিত্য ধন-জন-পাণ্ডিত্য-গর্ব্বে স্ফীত জড়ভোগবিলাসে মত্ত ব্যক্তিগণের জীবনও সেই-ভাবে অতিবাহিত হয়। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়-বিষ্ঠা ভোজনকারী কর্ম্মিগণ দিন দিন যে মৃত্যুরূপ কাল-সর্পের কবলে কবলিত হইয়া পড়িতেছে, তাহা তাহারা বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। ঐহিক সুখে মত্ত থাকিলে জীবের কৃষ্ণ-বিস্মৃতি ঘটে। সুতরাং অকিঞ্চন ও কৃষ্ণে শরণাগত না হইলে দেবগণের যে বর, তাহা আত্মবিনাশেরই কারণ হয়; যেরূপ হিরণ্যকশিপু, রাবণ, জরাসন্ধ প্রভৃতির পক্ষে ঘটিয়াছিল। জগতে যাহারা অবনত, তাহারা ভাগতিক হিসাবে উন্নত হইবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু ঐরূপ উন্নতির যে কামাগ্নি, তাহা ইন্ধন পাইয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, তদ্দ্বারা মৎসরতার উদ্রেক করে এবং সর্ব্বক্ষণই কোনও পরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে মান-লাঘবের আশঙ্কা জন্মায়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পাঠকগণ কাশ্মীরদেশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে জয়-করণার্থ আগমন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহার প্রত্যুত্তরে পরাজয়ের কথা সকলেই অবগত আছেন। নবদ্বীপের বড় বড় অধ্যাপকগণ দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মিরীর সহিত কক্ষা করিতে কেহই সাহসী হন নাই। সকল অধ্যাপকই দিগ্বিজয়ীর ভয়ে ও অপমান-আশঙ্কায় মৃতপ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন। একদা সন্ধ্যাকালে দিগ্বিজয়ী তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণসহ গঙ্গাতীরে গমন করিতে করিতে সন্নিহিত শ্রীনিমাই পণ্ডিত যে-স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে সসম্মানে উপবেশন করাইয়া তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা-পূর্ব্বক গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যপূর্ণ স্তোত্র বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। দিগ্বিজয়ী অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া প্রহরেক কাল ঘটিকাবেগে বহু ছন্দ, অলঙ্কার ও বাক্য-বিন্যাস সহ শত শত শ্লোকে গঙ্গার স্তব বর্ণন করিলেন। তাঁহার কবিত্ব শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলে স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু অন্তর্য্যামী গৌরহরি তাঁহার বিদ্যা-গর্ব্ব-বিনাশের নিমিত্ত ঐ বর্ণিত শ্লোক হইতে একটি শ্লোক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ঐ শ্লোকের বহু স্থানে দিগ্বিজয়ীর কাব্য ও অলঙ্কারে যে কত ভুল হইয়াছে, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইতে আরম্ভ করিলে দিগ্বিজয়ীর প্রতিভা ম্লান হইয়া গেল। দিগ্বিজয়ী শ্রীগৌর-সুন্দরের শক্তিতে মোহিত হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। দিগ্বিজয়ী এইরূপে পরাজিত হইয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করত

কেবল সরস্বতীর কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবীর বরে তাঁহার সমস্ত জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আর অন্যই বা কেন ব্যাকরণের অধ্যাপক একজন যুবকের নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটিল? দিগ্বিজয়ী সরস্বতীর স্তব জপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলে স্বপ্নযোগে দেবী তাঁহাকে জানাইলেন —

যাঁর ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয়॥
আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
লক্ষ্মী হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৩।১২৯-১৩০)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শ্রীগৌরহরি যে লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি অনন্ত শক্তির অধীশ্বর, তাহা জানিয়া দিগ্বিজয়ী পরদিবস প্রাতে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে শরণাগত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর দিগ্বিজয়ীকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন—

'দিগ্বিজয় করিব',—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণ-পাদপদ্মে' যদি চিত্ত-বিত্ত হয়॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৩।১৭৩, ১৭৮)

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সরস্বতী-পতি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় বিদ্যা-গর্ব্ব পরিহার-পূর্ব্বক নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করত সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া হরিভজন করিয়াছিলেন।

বিদ্যা দুই প্রকার—'পরা বিদ্যা' ও 'অপরা বিদ্যা'। "সা পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। চিচ্ছক্তির কৃপায় 'পরবিদ্যা' বা 'ভক্তি' লাভ হয়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনই বিদ্যাবধূর জীবন। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবই বিদ্বৎশিরোমণি। শ্রীব্যাসদেব পরম বিদ্বান্। শ্রীব্যাসানুগ আচার্য্যবৃন্দ সকলেই শুদ্ধা সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁহাদের অপ্রাকৃত হৃদয়-বীণাযন্ত্রে পরবিদ্যাবধূ-সমাশ্লিষ্ট রসিকশেখর শ্রীগোবিন্দের মধুরাদ্ভুত নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করত হইয়া চিল্লীলা-মিথুনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। পরবিদ্যার আশ্রয়কগণ মূর্ত্তি-পূজক, লৌকিক বা নির্ব্বিশেষবাদী নহেন। তাঁহারা যে শুদ্ধা সরস্বতীর নিত্য পূজা করিয়া থাকেন তাহাতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ কৈতব নাই। তাঁহারা শক্তি-শক্তিমানের শ্রীবিগ্রহের আবাহন ও বিসর্জ্জন করেন না, তাঁহারা পূজ্যকে ভোগ্য জড়, অচেতন বা মায়াশ্রিত কল্পনা করেন না। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ, ষড়্‌গোস্বামিপাদ, শ্রীল কবিরাজ, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ—ইঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীগৌর-সরস্বতীর বরপুত্র। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসর মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি। আর শ্রীগৌর-নারায়ণের নিত্যশক্তি প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রাকট্য-তিথি বাসন্তী শুক্লা পঞ্চমী। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আরাধনায় সরস্বতী-পতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা নিশ্চয়ই লাভ হইবে। আমরা যেন শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ—যিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৈভব, যিনি তাঁহার হৃদয়ের ধন, তাঁহার আবির্ভাব-তিথিকে শুদ্ধা-সরস্বতীর পূজা-তিথিরূপে বরণ করিয়া শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের অনুগত্যে যাহাতে গৌর-সারস্বতভূমে কোনও জন্মে সেবাধিকার লাভ করিতে পারি, ইহাই যেন নিষ্কপট-প্রার্থনা হয়। শ্রীনৃসিংহাসন-বিলাসিনী চিচ্ছক্তি বাগ্‌দেবীর কৃপা-কটাক্ষে যাহাতে অবিদ্যা, কল্পকলুষবিধ্বংসী বিদূরিত হইয়া সান্দ্রানন্দবিধায়িনী শুদ্ধা ভক্তির কৃপালেশ লাভ হয়, ইহাই মাদৃশ জীবাধমের কাম্য হউক।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিত্তং নৃসিংহমহং ভজে॥

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

ওঁবিষ্ণুপাদ-প্রমথ-লক্ষোপাস্ত-পরবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১৪ই ফাল্গুন (১৩৪৬) ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪০) মঙ্গলবার, শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে প্রভুপাদের সমাধিস্থানে শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশানুসারে ও সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনা, প্রভৃতি মহামহোৎসবে শ্রদ্ধাবান সজ্জনগণ কৃপা-পূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।
২০শে মাঘ, ১৩৪৬

শ্রীশ্রীরূপানুগমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আচার্য্য-আরতির সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার ও প্রণামী প্রভৃতি শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তি-সুধাকর, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা বা শ্রীপাদ অমমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রচার প্রসঙ্গ

পুরুষোত্তমে—গত ৮ই [illegible]য়ারী (১৯৪০) পুরুষোত্তম-মঠের সেবক শ্রীপাদ গৌরানুগ ব্রহ্মচারীজী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পট্টনায়ক মহোদয়ের বাসভবনে [illegible]ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৮ই জানুয়ারী ব্রহ্মচারীজী কটক রেভেন্সা কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ পরিদা মহাশয়ের পুরীধামস্থ বাসভবনে "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ময়মনসিংহে—গত ১১ই জানুয়ারী কিশোরগঞ্জ মহকুমার বাটিনলকর নিবাসী শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-প্রদর্শনমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস শ্রীপাদ জগন্নানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখেও ব্রহ্মচারীজী কিশোরগঞ্জ বাজারে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শন করেন। উক্ত দিবস শ্রীপাদ এককড়ি পাড়ি বি-এ মহোদয় ইংরেজী ভাষায় "বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

মেদিনীপুরে—গত ১২ই জানুয়ারী শ্রীপাদ বাধবানন্দ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ১৩ই জানুয়ারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিপদ সামন্ত বি-এ মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে মেদিনীপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে "জীবের পরম ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বোম্বে—উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রীজী গত ২০শে জানুয়ারী বোম্বের খ্যাতনামা শেঠ শ্রীযুক্ত পীরামল মাকারিয়াজী ও তাঁহার পুত্রের সহিত তাঁহাদের 'পীরামল ভিলা' নামক বাসভবনে "জন্মান্তরবাদ" সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচনা করেন।

নিউ দিল্লীতে—জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীর বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ২২শে জানুয়ারী সেবকবৃন্দ দিল্লীর উপকণ্ঠে বিলাস-নগরে লালা শ্রীযুক্ত মহেশদাস মহাশয়ের বাসভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী উপস্থিত

ছিলেন। ২৩শে তারিখে শ্রীযুক্ত রামনাথ মহোদয়ের প্রেস্ রোডস্থ বাসভবনে শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বিশিষ্ট দর্শক

গত ১৮ই জানুয়ারী (১৯৪০) বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে খরসোয়ান ষ্টেটের মাননীয় রাজা শ্রীরামচন্দ্র সিংহ দেও বাহাদুর সপরিবারে এবং কনিকা ষ্টেটের যুবরাজ বাহাদুরের পত্নী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারীজী তাঁহাদের নিকট শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিচয়-প্রদানমুখে বদ্ধজীবের চরম প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিলে পর মহা-প্রসাদ সেবনান্তে তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করেন।

নির্য্যাণ সংবাদ

আমরা গভীর বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৩ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী শনিবার প্রাতে পরমারাধ্যতম পতিত-পাবনবর শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত, শ্রীচৈতন্যমঠের নিষ্কপট, দিষ্ট, আদর্শ সেবক শ্রীপাদ কর্ণধার দাস সপ্রতিপরিবৃত বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যুর ন্যায় হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী লণ্ডভণ্ডধারী, অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের নির্য্যাতনে প্রপীড়িত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে বৈকুণ্ঠ বিজয় করেন। কিরূপ অমানুষিক নির্য্যাতনের মধ্যে তিনি নীরবে ও বীরভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার জন্য প্রাণপুত্তলী অর্পণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিরহ-কাতরা দুর্ব্বলা লেখনী ব্যক্ত করিতে অসমর্থ।

> মানস, দেহ, গেহ যো কিছু মোর।
> অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
>
> ভাবহি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
> নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা॥

—এই আত্মনিবেদন-নীতিই তাঁহার আত্মসমর্পণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ এই নিষ্কপট আদর্শ সেবকটীকে তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে আকর্ষণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আর কেন এই হরিভক্তিহীন মাৎসর্য্যময় জগতে থাকিবেন? এই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীনাম-সেবকের উজ্জ্বল আদর্শ আমাদিগের দেহারাম, গেহারাম ও হরিবিমুখতার মোহনিদ্রা বিদূরিত করুক, ইহাই প্রার্থনীয়।

ঢাকা পুরাণাপল্টনবিবাসী সজ্জনবর শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল. ভক্তবান্ধব মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র, পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে হরিনামপ্রাপ্ত, হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রীমান্ পান্নিধন নাগ গত ২০শে মাঘ শনিবার দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ১০৷৷ ঘটিকায় শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণব-পরিবারে লালিত-পালিত হওয়ায় সচ্চরিত্রসম্পন্ন হইয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ, হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ যখন ঢাকায় একবার শ্রীযুক্ত সুপতি [illegible] গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়া অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রচুর হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন এবং যখনই শ্রীল আচার্য্যদেব ঢাকায় [illegible] ভবিজয় করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহার মুখনিঃসৃত হরিকথামৃত কর্ণদ্বারে পান করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ তাঁহাদের গৃহে গমন-পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ দিন মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তথায় অবিরাম হরি-সংকীর্ত্তন হইতে থাকে। তৎপর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় পাঁচ দিবস তথায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার বৈষ্ণব মাতা-পিতা ও মাতামহী প্রভৃতি অন্যান্য সাধারণ লোকের ন্যায় শোকে মুহ্যমান না হইয়া হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিরত আছেন ও উত্তরোত্তর উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃত শ্রীপাদপদ্মে শ্রীপান্নিধনকে কৃপা-পূর্ব্বক আকর্ষণ করুন।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৩৯৬ ; ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ | ২৯-৩০শ সংখ্যা

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ কী জয়

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীব্যাসপূজার আচার্য্যপঞ্চক

ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম
শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী-প্রভু

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ
গোস্বামি-প্রভু

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব

যিনি নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ, যিনি নিত্য, যিনি প্রভবিষ্ণু, যিনি ধর্ম্মবিধান-সমর্থ, যিনি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, যিনি ঈশ্বর তিনিই 'প্রভু'। সেই প্রভুপদের মধ্যে যিনি সর্ব্বতোমুখী সেবাপরাকাষ্ঠার গৌরবে গৌরবান্বিত, তিনি প্রভুপাদ—বিষ্ণুপাদ। তাঁহার আবির্ভাব—নিত্য; তাঁহার নাম—নিত্য। তাঁহার ধাম—নিত্য; তাঁহার রূপ—নিত্য; তাঁহার গুণ—নিত্য; তাঁহার পরিকর—নিত্য; তাঁহার লীলা—নিত্য। তিনি ঐতিহাসিক বস্তু নহেন; কিন্তু ইতিহাস তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য। তিনি প্রপঞ্চ-জাত কোন বিষয় নহেন; কিন্তু প্রপঞ্চের মধ্যে তিনি তাঁহার নিত্য-লীলা প্রকাশ করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য-করুণা-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান তাঁহাকে নিয়মন করিতে পারে না; কিন্তু তিনি শাসন-বরণ-কারীর (শিষ্যের) ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে নিয়মন করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন।

বাণীই তাঁহার অঙ্গ, বাণীই তাঁহার বাস, বাণীই তাঁহার বিগ্রহ। তিনি শ্রীচৈতন্য-বাণী-স্বরূপ—শ্রীচৈতন্য-শক্তি-স্বরূপ—তিনি শ্রীচৈতন্যপ্রেষ্ঠ-স্বরূপ—তিনি শ্রীচৈতন্য-পরিত-স্বরূপ।

তিনি যেরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা বাণীরই রূপ, তাহা শ্রীরূপেরই রূপ। যে বাণী জীবকে মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত করাইয়া চৈতন্যের উদয় করায়—শ্রীচৈতন্যের পাদ-পদ্মে আকৃষ্ট করায়, শ্রীকৃষ্ণানুগত্যে প্রবুদ্ধ করায়, তাহাই তাঁহার রূপ। তিনি সেই রূপেই নিত্য-আবির্ভূত। অচেতনের অন্ধকারময় হৃদয়ে তাঁহার আসন নাই; তবে তাঁহার কৃপালোক-সম্পাত বরণ করিবার জন্য যে হৃদয়-দ্বার খুলিয়া দেয় সেই হৃদয়ের অন্ধকার অচিরেই বিদূরিত হইয়া তাঁহার নিত্য-আবির্ভাবের স্বারাজ্য স্থাপন করে। যে হৃদয় তাঁহার সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা, তাঁহার নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্য, তাঁহার ঈশ্বরত্ব, তাঁহার প্রভবিষ্ণুত্ব সর্ব্বতোভাবে বরণ করিবার জন্য উন্মুখ, তথায় তাঁহার নিত্য আবির্ভাব ও নিত্য অধিষ্ঠান। তিনি শ্রীকৃষ্ণশক্তি—তিনি শ্রীচৈতন্যশক্তি, তাঁহার আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যাবির্ভাব, তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনধ্বনী; তথায় সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করেন; তাঁহার জিহ্বা-প্রাঙ্গণে নামরূপী গৌর-কৃষ্ণ সর্ব্বদা নৃত্য-পরায়ণ; তাঁহাতে অপরাধাঙ্কুর নাই, তাহা কেবল আলোকময়।

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তাঁহার নিরঙ্কুশ-স্বতন্ত্রতা লইয়া আমাদের হৃদয়ে বিক্রম প্রকাশ করুন। আমাদের দুর্ব্বলতা, কপটতা, কুটীনাটী, অন্যাভিলাষ, অসৎ-সঙ্গ-স্পৃহা, অসৎ-প্রবৃত্তিরূপ স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়া তাঁহার আসন-পীঠ-রচনার যোগ্যতা লাভ করুক। তাঁহার আবির্ভাব আমাদিগকে আত্মসাৎ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব উপলব্ধি বা বরণ করিবার কোন যোগ্যতাই আমাদের নাই। যিনি তাঁহার আবির্ভাবকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া তাঁহার আবির্ভাবময় তাঁহার বাণীময়রূপে প্রকটিত, সেই শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগতেই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবকে বরণ করিবার যোগ্যতা আমরা প্রার্থনা করি। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-মন্দিরের দ্বারে—তাঁহার বাণী-মন্দিরের ভগমোহনে শ্রীল আচার্য্যদেব অমায়ায় কৃপা-বিতরণপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রবেশের যোগ্যতা প্রদান করুন।

অতিমর্ত্ত্য প্রভুপাদের আবির্ভাবের মাহাত্ম্য কোটি অনর্থগ্রস্ত ক্ষুদ্র জীব-কীট আমি কি করিয়া বুঝিব? ঐরূপ আস্পর্দ্ধা ও ধার্ষ্টতা যেন কোনদিন হৃদয়ে প্রবেশ না করে। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-মন্দিরের সেবকাভিমানী শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগ-মণ্ডলীর সর্ব্ব-পশ্চাতে থাকিয়া দম্ভ-দৈন্যকে হৃদয় হইতে চিরতরে বিতাড়িত করিয়া কবে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবকে সশ্রদ্ধাঃকরণে অকপটে বরণ করিতে পারিব? তাঁহার আবির্ভাবালোকে কবে আমার দেহারামতা, গেহারামতার প্রবল অন্ধকার রাশিকে বিধ্বস্ত করিয়া

স্বীয় সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিয়া? শ্রীল প্রভুপাদকে সহায়তাই করে 'প্রভু' করিতে পারিবে? কামাদি রিপুকে, শত-শত অনর্থকে 'প্রভু' করিয়া কেবল মুখে 'প্রভুপাদ' 'প্রভুপাদ' বলিয়া যে কপটতার চীৎকার করিতেছি, যে গাত্র-পুষ্পা নিজ-জড়-প্রতিষ্ঠাশার জন্য দান করিতেছি, তাহাতে প্রভুপাদের নিত্যাবির্ভাবোৎসবহইতে নিজেকে অনেক দূরে সরাইয়া রাখিতেছি। তাই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব আমার হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না। প্রভুপাদের আবির্ভাবের কথা আমার আচার্য্যদেব কৃপা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অনর্গল কর্ণে ঢালিয়া দিতেছেন। তাঁহার কৃপা মস্তকে বর্ষিত না হইলে জড়ারামত্রিয় এই বহুজীবের জন্ম-জন্মান্তর পরেও মঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীল আচার্য্যদেব যদি শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবকে জানাইয়া না দিতেন, তবে আমার ন্যায় মূঢ় জড়ারামত্রিয় জীব কপটতা সম্বল লইয়াই চিরদিন বসিয়া থাকিত। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় কপটতার সৌধে সময় সময় এক একটা প্রচণ্ড ভূমি-কম্পের অনুভব হয়।

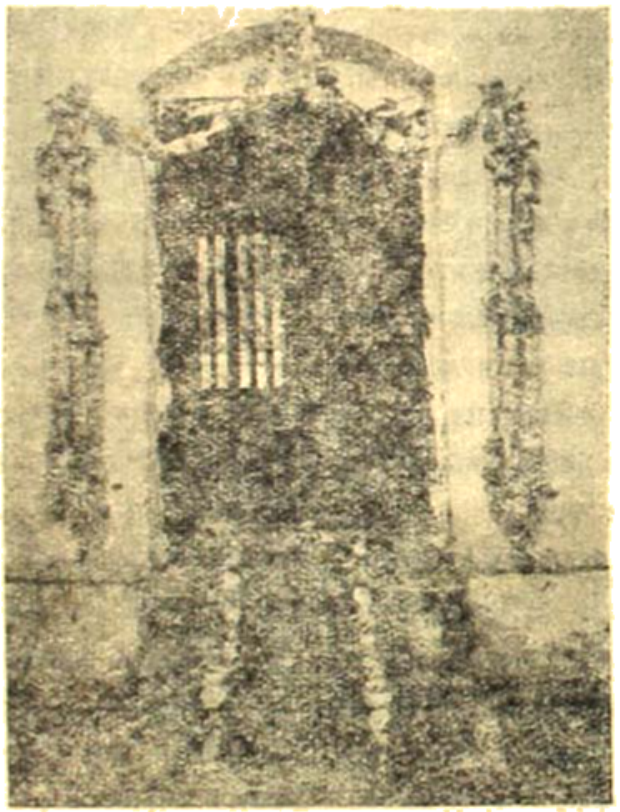

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠ, পুরী

নিকট মৌখিকতা ও বাক্য-বাগীশতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রভুপাদের বাণী-বাণের দ্বারা হৃদয় গ্রন্থি ছেদন করিবার অবসর প্রদান করি নাই। শ্রীল আচার্য্যদেবের শিক্ষা-বাণীকেও নানা ছলে প্রহণ করিতেছি না, এইরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবের নিকট প্রতি-বৎসর শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-লীলা নিত্য-পরম-ঔদার্য্যময় প্রকটা বিস্তার করিয়া আমাকে মোহ-নিদ্রা হইতে জাগরিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। তথাপি তাহাতেও বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। এই দুঃসময়ে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা মস্তকে বর্ষিত না হইলে জড়ারামত্রিয় এই বহুজীবের জন্ম-জন্মান্তর পরেও মঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীল আচার্য্যদেব যদি শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবকে জানাইয়া না দিতেন, তবে আমার ন্যায় মূঢ় জড়ারামত্রিয় জীব কপটতা সম্বল লইয়াই চিরদিন বসিয়া থাকিত। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় কপটতার সৌধে সময় সময় এক একটা প্রচণ্ড ভূমি-কম্পের অনুভব হয়। তাহাতে কপটতা এক একবার ধূলিসাৎ হইয়া পড়িলেও আমার কুকুরের লেজের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। যদি অপরাধ করিয়া না বসি, শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে আমারই ন্যায় কপট ও অনর্থগ্রস্ত মনে না করি এবং অকপটে তাঁহাদের নিকট আত্মমঙ্গল প্রার্থনা করি, তবে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব কোনও না কোনও দিন আমাদের হৃদয়ে তাঁহার আসন-পীঠ রচনা করিবেন। ইহাই নিরাশার সাগরে আশার আলোক-স্তম্ভ।

"পঞ্চ প্রদীপ"

[১]

শ্রীনাম, মন্ত্র, শচীর পুত্র, স্বরূপ, শ্রীরূপ, সনাতন,
পুরীর শ্রেষ্ঠা মধুরা মধুরা, গোষ্ঠবাটিকা বৃন্দাবন,
গোবিন্দপ্রিয়া শ্রীরাধাসরসী গোবর্দ্ধননামা শ্রেষ্ঠ গিরি,
রাধা-মাধবের পদসেবা-আশ কে শুনাল জীবে করুণা করি' ?
প্রণিত-কৃপায় সাক্ষ-মূরতি, নরোত্তম সেই কে মহাজন ?
গোলোক হইতে ভূলোকে আনিয়া, বিতরে সদা গৌরপ্রেমধন ?
বিমুখতা-ব্যাধি দূর করিবারে, ঔষধ ল'য়ে কে এল আজ ?
শ্রীনাম-মন্ত্র-প্রসাদ-প্রদাতা, আত্মা-বিধাতা বৈষ্ণবরাজ !
এত সকরুণ আর আছে কোথা ? সে যে ব্যাস-শুক-চরণতল,
যাঁহার করুণা কিরণ লভিয়া বিকশে সেবায় কুসুমদল।

[২]

পত্র আঁধারে, ওঘারে ওঘারে, কে দিল গৌরবিধুর দান ?
(কেবা) শাস্ত্রনয়নী নিহারি নিহারি' দূষিত জীবের ব্যথা
ভাগবত-বাণী-প্রদর্শনী স্থাপি' কে দেয় শিক্ষা অন্যত নয় ?
দেশে বিদেশে পাঠায়ে আদর্শ সেবাত্রতধর কেবল হব ?
চেতন প্রাণের মিলনক্ষেত্র, চৈতন্যচন্দ্রের প্রকট ধামে,
কা'র আকর্ষণে বিমুখ অবনী, ধাইছে আজিকে সেবন-কামে ?
মহাযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, সীতা-অদ্বৈতের শ্রীমন্দির,
কাজির সমাধি, শ্রীধরের গৃহ, গৌরসরসীর শ্রীতটতীর।
ললিত-মধুর কোমল ছন্দে, যেথা জয়দেব গাইলা গীতি,
গুপ্ত মুরারি যেথায় জানা'ল, রাধাপদে অতুল প্রীতি
সেই রাধাবনে কে দিল বসতি ? অতি সকরুণ সে কোন্ জন ?
তিনিই শ্রীগুরু, ভাণ্ডারী তিনি, বিতরেন শুধু করুণা।

[৩]

মৃত্যু-মলিন, অমলিত জীবে, অমৃতের যিনি তুলাল কে ?
ব্রজের যাত্রী করিলেন কেবা এই বিশ্বদেব পান্থকে ?

শ্রীচৈতন্য কথা মুখর ভুবনে, সংকীর্ত্তন-গতি বহায়ে কে,
ভূলোকের মাঝে করিলা প্রকাশ, চির সেবা সুখময় গোলোকে ?
ঘোর অচেতন শবের সমাজে, জীবন-মন্ত্র উচ্চারিয়া,
নব চেতনার বিজলী-দীপ্তি, প্রদানিলা কোন্ করুণ হিয়া ?
কলির কলুষ তিমির রাত্রি, প্রভাত হইল প্রভায় কা'র ?
কোন্ আরাধনে, পরাণ-পুষ্প, নিবেদিল সেবা-অর্ঘ্য-ভার ?
কা'র করুণায় প্রাচী প্রতীচীতে, বিকশিল সেবা-কুসুম-দল ?
সে যে গো মোদের আরাধ্য দেব,—নিতাই-চরণ-কমল-তল।

[৪]

ভুক্তি মুক্তি ওই পিশাচীর, লৌহ-কঠিন কবল হ'তে,
আকর্ষিয়া কোন্ দুরিত দরদী, দুর্ব্বার গতি মানব-স্রোতে,
কৃষ্ণ-তোষণের সহজ শিক্ষা, দিলেন জগতে আচরি' নিজে ;
কা'র করুণায় লভিল ধরণী, প্রেম-ভক্তিকার সন্ধান বীজে ?
জগন্নাথের সেবা-নিপুণতা, জগতে আসিয়া শিখাল কে ?
করিলেন কেবা পূজা-উপচার, অখিলের সব বন্ধুকে ?
আনন্দ-ধামী নিখিল ভুবনে, কে দিল মন্ত্রের নন্দনে ?
ভব দাব দাহ নিভিল আজি গো, কাহার করুণা চন্দনে ?
সে যে গো মোদের চির-বন্দিত, নিতাই-চাঁদের চরণ-তল ;
(যাঁর) শ্রবণে কীর্ত্তনে, স্মরণে, পূজনে, আসক্তি হয় ভকতি-বল।

[৫]

বহিও কণ্ঠ ক্ষীণতর মোর, ছিন্ন মলিন মানস-বীণা,
আঁধার কুহক স্বপন-নেশায়, কুণ্ঠ ধরমে রয়েছে লীনা,
তবু জাগে আশা, হে গুরু চরণ ! উদ্ধারিবে তা'রে সবলে টানি'
পতিত-পাবনী কৃপা সুরধুনী, আমারি লাগিয়া বহিছে, জানি।
তব করুণার জয় গাথা গা'ব, নাই যে এমন মধুর ভাষা,
অনুকীর্ত্তন-রোলে মিলাব রসনা,—জাগিছে হৃদয়ে ক্ষুদ্র আশা।
চৈতন্য-বাণীর মন্দির-তলে ব্যাস-আরাধন-যজ্ঞ-স্থানে,
এ' ভগ্ন-কণ্ঠ রয় যেন সদা তোমার করুণা-মহিমা-গানে।
চির বন্দিত, নন্দিত চির, নিতাই-চরণ-কমল-তল !
রাধিকা-মাধব-প্রাপ্তির আশা বরষিছ তুমি অবিরল।
প্রণত কৃপার সাক্ষ-মূরতি ! জয় জয় নিতি তোমারি জয়।
আজ, মহা আকাশের বক্ষে রক্তে বাজে জয়ভেরী, পুলকময়।

শ্রীঅপর্ণা দেবী

'গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা'

—শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

১০ই মাঘ, ১৩৩২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অভিন্ন-তনু শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকট-লীলার ভৌম-জগতে যে-সকল কারণের আংশ বিস্তার করিয়াছেন—ভুবনমঙ্গলকর যে-সকল অনুষ্ঠানের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে "শ্রীব্যাসপূজা"র পুনঃ প্রবর্ত্তন-লীলা অন্যতম।

শ্রীল প্রভুপাদ বৈয়াসিক-সম্প্রদায় বা ব্যাসানুগ গণের সঙ্গে 'এই শ্রীব্যাসপূজা' পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-রচিত অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকে যে "সত্যং পরং ধীমহি" মন্ত্রে 'বহুবচনে'র প্রয়োগ আছে, তদ্দ্বারা বৈয়াসিক-সম্প্রদায় বা সঙ্ঘের একযোগে পরম সত্যবস্তুর ধ্যানের কথাই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে—সেই সত্যস্বরূপ পরম পরাৎপর পরমেশ্বরকে বৈয়াসিক-সম্প্রদায় 'আমরা ধ্যান করিতেছি'—এই তাৎপর্য্য আর শ্রীগৌরপক্ষে—'গুরু, ঈশ ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশ-প্রকাশ, ঈশ-শক্তি-সমন্বিত সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা শ্রীগৌড়ীয়গণ ধ্যান করি—এই ব্যাখ্যাই শ্রীল প্রভুপাদ প্রদান করিয়াছেন। বৈয়াসিক বা গৌড়ীয়গণের ধ্যান—সংকীর্ত্তন-মুখে পরস্পর সঙ্ঘ একযোগে যে ধ্যান করেন, তাহাই সংকীর্ত্তন। এই সংকীর্ত্তন-মুখেই শ্রীব্যাসের পূজা হয়। [illegible]র্ত্তন-রাসস্থলী" সেই 'ব্যাসপূজার পীঠস্থান'।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার দ্বিপঞ্চাশত্তম প্রকট-বাসরে (২০শে মাঘ, ১৩৩২) "শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন" শীর্ষক অভিভাষণের উপসংহারে বলিয়াছিলেন,—

"গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা বলিয়া প্রদীপ্ত হউক।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর মধ্যে 'প্রকৃত ব্যাসপূজা'র তাৎপর্য্য ও সন্ধান পাওয়া যায়। কেবল শ্রীব্যাসের পূজা, কেবল শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা, অথবা কেবল শ্রীগুরু-পূজা—প্রকৃত ব্যাসপূজা নহে; শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের পূজাই —'প্রকৃত ব্যাসপূজা'। শুদ্ধ গৌড়ীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেব বা শ্রীব্যাসের পূজা হয় না; কারণ শুদ্ধ গৌড়ীয়-শ্রেষ্ঠই—'শ্রীগুরুদেব'; গৌড়ীয়ের মালিক শ্রীস্বরূপ-রামানন্দাদির প্রভুই—'শ্রীগুরুদেব'। এজন্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর অনুগ-সম্প্রদায়ের "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি"তে এইরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়,—

"শ্রীদামোদরস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-ভট্টযুগ-শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজাদি-শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ-শ্রীমদ্গৌরকিশোরদাস-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি-পাদান্তসর্ব্বেভ্যো গুরুভ্যো নমঃ"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুবোত্তমক্ষেত্র হইতে যে 'শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি' * আহরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সর্ব্ব প্রথমেই 'শ্রীগণেশে'র নমস্কার দৃষ্ট হয়। পঞ্চোপাসক, কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত বা মায়াবাদিগণের 'গণেশে'র সম্বন্ধে যে ধারণা বা পূজার বিচার, বৈয়াসিক বা গৌড়ীয়গণের সেইরূপ বিচার নহে। বৈয়াসিকগণ 'গণেশ'কে শ্রীব্যাসপূজার সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত বা শ্রীব্যাসের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা বলিয়া জানেন। যেরূপ 'শ্রীব্যাস-পূজা-পদ্ধতি'তে সর্ব্বপ্রথমেই "শ্রীগণেশায় নমঃ" মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে'র প্রারম্ভেও সর্ব্বপ্রথমেই 'গণেশের বন্দনা' করিয়া বলেন,—

"নমঃ নমঃ বন্দোঁ। দেবগণেশ্বর,
বিঘ্ন-বিনাশন মহাশয়।"
* * *
"সরস্বতী বন্দোঁ মুঞি, কেলি কর মোর মুখে,
কহ গৌরহরি-গুণ-গাথা।
অবিদিত ত্রিজগতে, গৌরবর্ণ বাণী-সাথে
অদ্ভুত অপরূপ কথা॥"

গৌড়ীয়বর মহাকবি শ্রীলোচনদাস শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বাগ্রে 'গণেশে'র বন্দনা করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীব্যাসের পূজা নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্যাসের 'গণেশ্বরের বন্দনা'ই কর্ত্তব্য। তিনি শ্রীব্যাস-মনোহভীষ্টের সহায়ক ও তৎপরিপূর্ত্তির সিদ্ধিদাতা। শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-পরিপূরণকারী—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী। সেই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর মনোহভীষ্ট-পরিপূরক—তাঁহারই 'গণেশ'। এজন্য সর্ব্বাগ্রে 'গণেশের বন্দনা', তৎপরে 'শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বন্দনা' এই গৌড়ীয় মহাকবির গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে দৃষ্ট হয়।

পঞ্চোপাসকের 'গণেশ' ও বৈয়াসিক বা গৌড়ীয়ের 'গণেশ' সম্পূর্ণ পৃথক্। পঞ্চোপাসকের 'গণেশ' প্রাকৃত অর্থ বা জড়-সিদ্ধির দেবতা; গোলোকের পীঠাবরণে পঞ্চোপাসকের কল্পিত ছায়াশক্তি-স্বরূপ অনিতা গণেশের অধিষ্ঠান নাই। বারোয়ারীর বা পঞ্চায়েতী গণেশই—পঞ্চোপাসকের গণেশ। আর শুদ্ধ 'গৌড়ীয়' বা সদ্গুরুদেবের পদাশ্রিত নিষ্কপট শিষ্য-দেবগণের 'ঈশ'-স্বরূপ যে 'গণেশ', তিনিই গৌড়ীয়গণের 'গণেশ' বা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-সিদ্ধির সহায়ক। তিনি পরমার্থে সিদ্ধি-প্রদানকারী। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তনই তাঁহার জীবাতু। তিনি লেখনীর দ্বারা শ্রীব্যাসের পূজা করেন। তিনি শ্রীব্যাসের হৃদয়ের যাবতীয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সহ অবগত আছেন। তিনি 'ব্যাসকূটে'র মর্ম্মজ্ঞ। অতএব প্রকৃত শ্রীব্যাসপূজা করিতে হইলে সেই গৌড়ীয়গণের 'গণেশে'র আনুগত্যে গৌড়ীয়গণের পূজা করিতে হইবে। 'গণেশ' ও শুদ্ধ 'গৌড়ীয়গণে'র পূজা পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুরুসেবার অভিনয়—শ্রীব্যাসপূজা নহে, তাহা ভাক্তিকতা বা নির্ব্বিশেষবাদ।

শ্রীগুরুদেবের অনুগ শিষ্যদেব-সম্প্রদায় বা শ্রীগৌড়ীয়গণ ও সচ্ছিষ্যদেবগণের 'ঈশ' অর্থাৎ 'নায়ক'—শ্রীগুরুদেবের বৈভব ও শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-বিলাসের উপকরণ। যাহারা 'গণেশে'র নায়কত্ব' স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ অর্থাৎ চিদ্বিলাসের বিরোধী, তাহারাই নির্ব্বিশেষবাদী আধ্যক্ষিক। পঞ্চোপাসক অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ ও বারোয়ারী গণমতও গণদেবতার সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যাস-পূজার অভিনয় করে, তাহাতে ব্যাসের অঙ্গে (?) বজ্র বিদ্ধ হয়—

ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥

নির্ব্বিশেষবাদী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাস-পূজার বিশেষ প্রচলন দৃষ্ট হয়; কিন্তু ইহা কি প্রকৃত ব্যাসপূজা,—না ভাক্তিকতা ও নির্ব্বিশেষবাদ?—নির্ব্বিশেষবাদী সর্ব্বদাই শঙ্কিত,—কি জানি ব্যাস না ভ্রান্ত হইয়া পড়েন! গুরুদেবের

* 'গৌড়ীয়' ১৬শ বর্ষ ২৮-২৯শ সংখ্যা, ৪৮৯-৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোনরূপ ছিদ্র আবিষ্কৃত না হয়, এজন্য নির্ব্বিশেষবাদিগণের শঙ্কা ও ভীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক! শ্রীব্যাস যে কখনও ভ্রান্ত হন না, শ্রীগুরুদেবের যে কখনও পতন নাই, শ্রীগুরুকে যে লঘু বলিয়া লইতে পারে না,—ইহা তাহাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। এ কথা প্রকৃত শ্রীব্যাস-শিষ্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'আনন্দতীর্থ' 'পূর্ণপ্রজ্ঞ',—তিনি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের 'পূর্ব্বগুরু'—তিনি 'শুদ্ধ বৈষ্ণব'। তাই তিনি নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়ের কোন কথাই শ্রবণ করেন নাই। তিনি ভীম, হনুমান্ ও বায়ুরূপে গদাঘাতে নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়ের উরুভঙ্গ, সোণার লঙ্কা দগ্ধ ও যাবতীয় কুমতবাদ তৃণের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে ও শ্রীমহাভারত তাৎপর্য্যে শ্রীব্যাসের পাদপদ্মে কোন প্রকার আধ্যক্ষিকতার প্রশ্রয় দানের বিচার সহ্য করেন নাই। এখানেই ব্যাস-শিষ্যরূপ শ্রীশঙ্করানুগগণের সহিত তাঁহার নিত্য-বিরোধ।

"প্রতাপ জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে।"

—এই বিচার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রকৃত শ্রীব্যাস-শিষ্যরূপে সর্ব্বদা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও 'ব্যাস ভ্রান্ত বলি' উঠাইল বিবাদ"—এই নীতি সহ্য করেন নাই। তাই তিনি তাৎকরে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—

যদিবা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিলুঁ তোমারে॥
ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥
এত পরিহারেও যেই পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তা'র শিরের উপরে॥

নির্ব্বিশেষবাদিগণ এই বিচার তাহাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণাই করিতে পারে না, ধারণা না করিতে পারিয়া সময় সময় মনে করে, শুদ্ধ গৌড়ীয়গণও বুঝি প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায়ই দুর্নীতির প্রশ্রয় দাতা! কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ইহা বিবর্ত্তবাদী নির্ব্বিশেষবাদিগণের 'বিবর্ত্ত'। প্রাকৃত-সহজিয়া ও শুদ্ধ বৈষ্ণব—এক নহে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসদেব বা শ্রীগুরুদেবকে যেরূপ ভাবে নিত্যসিদ্ধ ও অপতিত বাস্তবতার দর্শন করেন, প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বস্তু ও দর্শন উভয়ের মধ্যেই সেই বাস্তবতা নাই।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ সকল অস্ত্রই এক স্থানে প্রয়োগ করিতে চাহে! "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ" শ্লোক বিমূঢ় মস্তিষ্কে ধারণা করিতে না পারিয়া তাহারা "স্বাকাবোকার গুরুসেবা"র ন্যায় হরীতকীর ত্বক্ ছাড়াইয়া গুরুসেবার জন্য কেবল আঁটিটি ও বড় এলাচির দানা পরিত্যাগ করিয়া খোসাটি প্রদান করিয়া গুরুসেবা (?) বা গুরুপূজা (?) করিতে উদ্যত হয়! শাস্ত্রে যখন উৎপথগামী লঘুর ত্যাগের বিধান আছে, যখন এলাচি বা অন্যান্য ফলের খোসা পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে, তখন হরীতকীর ত্বকটিও পরিত্যাজ্য, সর্ব্বত্রই একই নীতি প্রযোজ্য—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। ইহাই বিবর্ত্তবাদী নির্ব্বিশেষবাদিগণের 'বিবর্ত্ত'; ইহাই নির্ব্বিশেষবাদী একলব্যের 'গুরু-পূজা'; ইহাই রুক্ম, বাণ প্রভৃতি নির্ব্বিশেষবাদীর গুরু-পূজার আদর্শ! তাই নির্ব্বিশেষবাদী কখনও ব্যাস-পূজা করিতে পারে না; কেননা, তাহারা 'গৌড়ীয়গণের পূজা' ও তাহাদের 'গণেশে'র পূজা-পদ্ধতি জানে না।

একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যাস-পূজার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আহ্বান করিলে শ্রীনিত্যানন্দ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের গলদেশে মালিকা প্রদান-পূর্ব্বক ব্যাসপূজা করিয়াছিলেন এবং ষড়ভুজ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূর্চ্ছালীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের প্রশস্তি কীর্ত্তন-মুখে প্রকৃত ব্যাস-পূজার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীল প্রভুপাদ "গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা"—এই উক্তির মধ্যে সম্পুটিত করিয়াছেন।

সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণুর স্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥
এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।
আর হস্তে কেহ মারে মাথায়, কপালে॥
এ সব লোকের কি কুশল কোন কর্ম্মে।
চইয়াছে, হইতেছে? বুঝ ভাবি' মনে॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত ম: ৪র্থ অধ্যায়)

এইরূপ অহৈতবাদ-ছায়া বা অদ্বৈত-কুষ্ঠ-ছায়ে দূষিত নির্ব্বিশেষবাদিগণের কোনই মঙ্গল হয় না; তাহারা কোনদিনই ব্যাসসূত্রের অধিকার প্রাপ্ত হয় না। তাই অসৎ প্রবাদের অপনোদন শ্রীস্বরূপ-দামোদরাদির শ্রীভক্তিবিনোদ-

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপীঠ—শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

[শ্রীল প্রভুপাদের ষট্‌পঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে (৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ; ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) অর্থাৎ দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রতিষ্ঠিত]

গৌর-সরস্বতীর শ্রীচরণে এই সকাতর প্রার্থনা করি যেন আমরা অকপট হইয়া শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের পূজায় কোন দিন অধিকার লাভ করিতে পারি, যেন 'গণেশে'র পূজা করিয়া শ্রীব্যাসের পূজা করিবার ভক্ত সৌলাবিশিষ্ট হই ; যেন 'গোচা ডিঙাইয়া

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
শ্রীপদান্তিকে উপবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী
ঠাকুর তাঁহার (ব্রহ্মচারি-লীলায়)

খাল খাইবার' পাণ্ডিত্য ও পাষণ্ডতাকে বহুমান না করি। তাই আমরা শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর শিক্ষার অনুবর্ত্তন করিয়া সেই ব্যাসাচার্য্যের 'মহাবাক্য' ও প্রভুপদেশ' অনুকীর্ত্তনমুখেই ব্যাস-পূজায় অঞ্জলি প্রদান করিতেছি —

"বাসুদেবানন্তরান্তে
থাকিয়া ত' সঙ্গ লহ নাম।"

সঙ্কীর্ত্তনমুখেই বৈয়াসিক-সম্প্রদায়ের ব্যাসপূজা। "গণেশের প্রায় অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা কীর্ত্তনমুখে সেই ব্যাস-পূজার অনুষ্ঠান কর, সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তন কর, শ্রীগুরুনাম-প্রভুকে বিলাস করাও ; শ্রীব্যাসদেবের, শ্রীগুরুদেবের, শ্রীরূপানুগবরের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ করাও"—এই প্রভুপদেশরূপ পরম সত্যকে আমরা "সত্যং পরং ধীমহি"—এই গায়ত্রী-মন্ত্রী বাণীর মত, মন্ত্রের মত—সংকীর্ত্তনমুখে ধ্যান করিতেছি।

———(০)———

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

যাহাদের আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

—শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড

বৈষ্ণব-গুরুবর্গের অবমাননা দেখিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, 'নদীয়া-প্রকাশ'-সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীহাদের বিপক্ষ-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়।

—ঐ, ২য় খণ্ড

দুষ্টার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি ত্যাগ করা কাহারও উচিত নহে।

—ঐ, ২য় খণ্ড

নির্জ্জন ভজনের ছলনায় সর্ব্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে।

—ঐ, ২য় খণ্ড

প্রাকৃত-কর্ণকুহরে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায়, উহাকে ভগবদ্ধর্ম্মকথা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ অধিকৃত-মতি হইয়া চরিতামৃতবৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিবেন।

—ঐ, ২য় খণ্ড

যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিবেন।
কীর্ত্তন-মুখেই স্মরণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেইকালেই অষ্টকাল-লীলা-সেবার অনুবৃত্তি সম্ভব।

—ঐ, ২য় খণ্ড

ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ মায়ামদ পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিজনের সহায়।

—ঐ, ৩য় খণ্ড

শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য।

—ঐ, ৩য় খণ্ড

অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরী সরল ভগদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে।

—ঐ ৩য় খণ্ড

গুরুবর্গের অবমাননা-হেতুই আজকাল কীর্ত্তনের দুর্দ্দিন হইয়া পড়িয়াছে। আজকালের কীর্ত্তন—মতের কীর্ত্তন, ব্যবসা'র খাতিরে কীর্ত্তন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য কীর্ত্তন, জড়েন্দ্রিয়তোষণের জন্য কীর্ত্তন; কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা বা হরিতোষণের জন্য নহে।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, ১ম খণ্ড

যে কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় পড়িয়া রহিয়াছে—যে কার্য্যটী মনুষ্য জন্ম না হইলে অপর জন্মে হয় না, তাহারই জন্য আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত।

—ঐ, ৪র্থ খণ্ড

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধামমায়াপুর।

কাল—সন্ধ্যা, শিবচতুর্দ্দশী, ১১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ইং।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা সর্ব্বপ্রথমে যিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনি গৌড়ীয়ের মূল-পুরুষ শ্রীস্বরূপ-দামোদর বা শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য। কথিত আছে—জনৈক পড়ুয়া * এক দিন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আপনি 'গোপী' 'গোপী' নাম জপ করেন কেন? 'কৃষ্ণ', 'পুণ্ডরীকাক্ষ' ইত্যাদি নাম জপ করিলে কি হয় না?"

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা-কালে তখনকার নবদ্বীপের সমাজে বিষয়-বিগ্রহের মিশ্র বা বিদ্ধভক্তির প্রচলন ছিল। সেই কালে বঙ্গে বিষয়-বিগ্রহ বিষ্ণুর পূজা বা ফল-কামনা-মূলে লক্ষ্মী-পূজাদির কথা কেহ কেহ জানিতেন; কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে শুদ্ধভক্তির কথা বা অনুষ্ঠান হিন্দু-সাধারণের জানা ছিল না। সেইকালে দাক্ষিণাত্যে শুধু অবতারগণের অর্চ্চনের কথা ও অনুষ্ঠানই প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সেইকালে দক্ষিণ ভারতে ও উত্তর-ভারতে শ্রীনৃসিংহদেবের সেবক শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীরামচন্দ্রের সেবক শ্রীহনুমান্‌জীর কথা হিন্দুদের কিছু কিছু জানা ছিল। কিন্তু কৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহ প্রেষ্ঠা গোপীগণের কথা কেহই জানিত না। এখনও দক্ষিণ-দেশে অনেক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠা গোপীগণ ও শ্রীগোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের কথা জানেন না। সেইকালে হিন্দু-সাধারণের "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং"—এই শ্লোকে কথিত 'ভগবদ্গণে'র অর্চ্চনার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বোধ ছিল না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সকল জীবকে সেবা ও সেবকের স্বরূপ এই শ্লোকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

নায়ং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্
নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-
পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-
দাসানুদাসঃ॥

যে-সকল গোপী কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহারাই আরাধ্যা। জগতের সাধারণ গোপীগণ আরাধ্যা নহে। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে বড় এবং কৃষ্ণের উপাসনাকে ছোট মনে করে, তাহাদের বিচার-বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা আশ্রয়-বিগ্রহকে বাদ দিয়া বিষয়-বিগ্রহ-সেবার পক্ষপাতী। তাহারা মহাপ্রভুর সমসাময়িক তাৎকালিক নবদ্বীপের পড়ুয়াগণের বিচারে প্রতিষ্ঠিত। পড়ুয়ার প্রশ্নে 'গোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার চেষ্টা' দেখিয়া মহাপ্রভু তাহার প্রতি ক্রোধ-লীলা-প্রকাশ-পূর্ব্বক উহাকে প্রহার করিতে গেলেন। তাহাতে অনেকে মহাপ্রভুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং পড়ুয়ার পক্ষ সমর্থন করিলেন। তদ্দর্শনে মহাপ্রভু বলিয়া করিলেন,—"যে স্থানে আশ্রয় জাতীয়ের সেবা নাই; যে-দেশে সেবকের সেবা-মাত্রায় বুঝাইলেও বুঝিবে না; যে-দেশে আশ্রয়-জাতীয়ের বিরুদ্ধ আলোচনাতেই অধিক সাধারণ লোকের সমর্থন; যে-দেশে বিষয়-জাতীয়ের সেবা করিতে হইলে আশ্রয়-জাতীয়ের সেবাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—ইহা বুঝিতে পারিল না; যে-দেশের লোক সেবককে বাদ দিয়া সেব্যের উপাসনা করে, গোপীদিগের নিন্দা করে; যে-দেশের লোক এত মূর্খ যে, তাহারা ভগবানের সেবকগণের প্রতি আক্রমণ করে; যে দেশের লোক শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-বিদ্বেষী;—সেই দেশে আমি আর থাকিব না।" মহাপ্রভু এই বিচার অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস

---

*অনন্তরে,—প্রভুর পরিচিত পড়ুয়া প্রায় তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ (পরে আগমবাগীশ উপাধিধারী)—গৌঃ সঃ।

গ্রহণ করিলেন বহির্মুখ-গ্রাহ্য এই দেহকে পরিত্যাগ করিলেন।

ঐ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ভক্ত-সখী শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য নিখেদ-বৈরাগ্যাক্রান্ত-হৃদয়ে ছুটিয়া কাশীতে গিয়া চৈতন্যানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট প্রণতাত্মা হইয়া শ্রুতি ও বেদান্ত পড়িতে লাগিলেন। 'তত্ত্বমসি' শ্রুতি পড়িতে পড়িতে "তদনভিধুপপাদিতত্বাম্"—এই বাক্যের উদ্দিষ্ট বস্তুর কথা স্মরণ করিলেন। তখন 'তদন'—রমণীর বা ভজনীয় দেই ভগবদ্বস্তুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি হইল এবং মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় অনাকৃত গোপী-ভাবে কৃষ্ণ বিরহ তাঁহার দোষমধ্য হইল। 'তদনং' পদের অর্থে তিনি বুঝিতে পারিলেন,—'গোপীমন্ত্র' জপকারী ভক্তই ভগবানের ভজন করেন। কৃষ্ণ সম্ভোগৈশ্বর্য্যময়ি একমাত্র শ্রীরাধিকার সেবাই গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ শ্রীমতীর পাচিত অন্নই যশোদা-ভবনে নিত্যকাল ভোজন করিয়া পরম সুখী হন। এক সময়ে চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার সৌভাগ্যে ঈর্ষিত হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন যে, তাঁহার রন্ধন অমৃততুল্য হইবে এবং যে-ব্যক্তি শ্রীরাধার হস্ত-পাচিত অন্ন ভোজন করিবেন, তাঁহার আয়ুর্বৃদ্ধি হইবে। এইজন্য নন্দ ও যশোদা আদর-পূর্ব্বক শ্রীরাধিকাকে নিজ-গৃহে আনাইয়া কৃষ্ণের আয়ুর্বৃদ্ধি-কামনায় তাঁহার পাচিত অন্ন কৃষ্ণকে ভোজন করাইতেন।

শ্রীস্বরূপ-দামোদরপ্রভু কাশীতে শ্রুতি ও বেদান্তপাঠ-কালে বুঝিতে পারিলেন,—যে গোপিকাগণ মধুর-রসে কৃষ্ণের ভজনা করেন, যে নন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণ বাৎসল্য-রসে কৃষ্ণের ভজন করেন, যে সুবলাদি সখা শ্রীরাধা-গোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক মিলনের জন্য ব্যবস্থা করেন, যে রক্তক-পত্রকাদি ভৃত্যগণ শ্রীরাধারাণীর পাকের জন্য সামগ্রী আনিয়া দেন, যে মহা-কদম্ব-বৃক্ষ তলদেশে সুশীতল ছায়া দান করিয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা করেন, যে বাদুন-সৈকত শ্রীকৃষ্ণের ক্লান্ত পদ বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) সুখ দেন, যে কালিন্দী সলিল সপরিকর কৃষ্ণের পিপাসা ও শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করেন, যে পাচনের (যষ্টির) প্রহারজনিত প্রসাদ ব্রজের গোধনসকল লাভ করেন, যে বেত্র অচেতনের মত হইলেও ভক্তের শোধন করেন,—এই সকলই আশ্রয়-জাতীয় তত্ত্ব। তখন তিনি ছান্দোগ্য-শ্রুত "ছায়াত্মবলং প্রপদ্যে শবলাত্মানং প্রপদ্যে" এবং মুণ্ডক-শ্রুত,—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

এই শ্রুতি-মন্ত্রদ্বয় আলোচনা করিয়া বুঝিলেন,—**বিষয়-বিগ্রহের কৃপায় আশ্রয়ের পাদপদ্ম-স্বরূপ এবং আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপায়ই বিষয়-বিগ্রহের পূর্ণ-সুখ-বিধায়ই কৃষ্ণ-ভজন।** তিনি এই পরম রহস্য বুঝিয়া পরম ব্যাকুল-হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার জন্য কাশী হইতে পদব্রজে পুরীতে গেলেন এবং মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি করিলেন। শ্রীল দামোদর-স্বরূপ সোম্বামি-প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'গুরু' হওয়ার বাসনা ছাড়িয়া দিলেন। সন্ন্যাস-বিধির অন্তর্গত যোগপট্ট গ্রহণ না করায় তাঁহার নাম দামোদর-স্বরূপই রহিল। পূর্ব্বে যিনি পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য-নামে পরিচিত, তিনি এখন পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। পুরুষোত্তমে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-আশ্রয়ের পর হইতে তিনি অন্তরঙ্গ গৌরভক্ত গৌড়ীয়গণের মধ্যে প্রধান হইলেন। "হৃৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—এই শাস্ত্রবাক্যে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্যের কীর্ত্তিত শিক্ষার অনুগমনেই সমগ্র জগতে সর্ব্বত্র লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীগোপীনাথের—শ্রীগৌড়ীয়নাথের নাম প্রচারিত হইবে বলিয়া গূঢ় ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাঁহারই আশ্রিত শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মের মহিমা এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

যো মাং দুস্তরনিষ্কলমহাকূপাদপারুদ্ধবান্
লব্ধঃ সান্দ্রদয়াদুদিঃ প্রকটিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ।
উদ্ধৃত্যাত্মপদাম্বুজনিশ্চিরণতাস্থং সপাণ্ড স্বয়ং
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে॥

শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মাশ্রিত অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ নিত্যসঙ্গী শ্রীস্বরূপ-দামোদরের প্রধান সেবা এই ছিল যে, তিনি শ্রীমহা-প্রভুকে নিয়তই শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-গান শ্রবণ করাই-তেন। তিনি ২০ বৎসর কাল শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবার অধিকার পাইয়াছিলেন। শেষ-লীলায় যে ১২ বৎসর কাল শ্রীমন্মহাপ্রভু কাহাকেও তাঁহার নিকটে আসিতে দিতেন না, সেই সময়ও শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু তাঁহার

নিত্য-সঙ্গী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল স্বরূপ-রামানন্দের সহিতই চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অপ্রাকৃত-কবির পদাবলী আস্বাদন করিতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সেই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে পরম-আনন্দ॥

শ্রীল স্বরূপ-রামানন্দ গোস্বামি-প্রভু নিম্ন শ্লোক উচ্চারণ-পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রতি-পূর্ব্বক মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন,—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া-বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
সাদ্যোজ্ঞাবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্র-বিবাদ শেষ হয়, যাহা রস-বর্ষণ-দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, অথবা 'সম'—শ্রীরাধা-গোবিন্দ, তাঁহার সেবা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদা-দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার উদিত হউক্।

শ্রীল স্বরূপ-রামোদর-প্রভু কাশীতে গিয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসীর নিকট বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। মায়াবাদী সম্প্রদায়ে 'স্বরূপ', 'আনন্দ', 'প্রকাশ', 'চৈতন্য'—এই চারিটি ব্রহ্মচারীর নাম বা উপাধি। শাঙ্কর-সম্প্রদায়ে গিরি, পুরী, বন, ভারতী প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসী ছিল ও আছে। অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে একটি ভ্রমাত্মক-ধারণা এই যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কাল হইতেই দশনামী-সন্ন্যাসীর সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার জন্মের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে সাত্বত বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসি-গণের ১০৮ প্রকার উপাধি ছিল। পরে মায়াবাদী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশনামী একদণ্ড সন্ন্যাসের প্রথা প্রচলিত হয়। সন্ন্যাসাশ্রমোচিত নাম-গ্রহণে পাছে জড় অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়, গুরুর সংজ্ঞা ও গুরুর আসন গ্রহণ করিলে প্রাকৃত দাম্ভিকতা আসিয়া পড়ে, সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমোচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামই সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি গুরুর সন্ন্যাসাশ্রমোচিত সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া গুরুদেবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি সদ্গুরুর নিত্য শিষ্যাভিমানী ব্যক্তির অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মাবস্থা পরিত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণনাম বিতরণ করিয়া একমাত্র বরণীয় বৃন্দাবনেন্দ্র-সেবায় চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমোচিত নামগ্রহণকাদী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণ-ক্রমেই সন্ন্যাসোচিত বোলপট্ট গ্রহণ করিলেন না।

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিবে' এই ত' কারণে।
উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণে॥
সন্ন্যাস করিলা, শিখা-সূত্রত্যাগকরণ।
বোলপট্ট না নিল, নাম হৈল—'স্বরূপ'॥

—চৈঃ চঃ ম ১০।১০৭-১০৮

শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী ব্যতীত আরও নয় জন সন্ন্যাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে ছিলেন। সমুদ্রমন্থন-কালে যে-প্রকার নবনিধি উত্থিত হইয়াছিল, মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলায় সেরূপ নবনিধি বা নবসন্ন্যাসী তাঁহার পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু নয় জন সন্ন্যাসীর পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া-সম্বন্ধে নয়টি কথা নিবেদন করিয়াছিলেন,—

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
সাদ্যোজ্ঞাবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

—চৈঃ চঃ ম ১০।১১৯

এস্থলে 'হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া' প্রভৃতি নয়টি পদ সকলই দয়ার বিশেষণ, সুতরাং এ স্থলে ঐগুলির বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে,—(১) হেলোদ্ধূলিতখেদয়া—যে দয়ার দ্বারা খেদ বা ত্রিতাপ ধূলির মত হেলায় নষ্ট হয় বা উড়িয়া যায়; (২) বিশদয়া—নির্ম্মলা, স্বচ্ছচিত্তা, যাহাতে অবাঞ্ছনীয় বা অবান্তর কোন বস্তু থাকে না, যাহাতে পরম প্রয়োজনীয় বস্তু থাকে; (৩) প্রোন্মীলদামোদয়া—যাহা আমোদ, সৌরভ অর্থাৎ পরমানন্দ প্রভৃতিরূপে উন্মীলন বা প্রকাশ করে—যাহা হরিভক্তির উৎকর্ষ সম্পাদন করে।

(৪) শমাত্মকবিবাদা—যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ বিতণ্ডাদি উপশান্ত বা শেষ হয়; (৫) রসদা—যাহা সেবা-রস দান করেন; (৬) চিত্তার্পিতোন্মাদা—যাহা চিত্তে উন্মত্ততা অর্পণ করে, যাহার বিন্দুমাত্র লাভ হইলে লোক পাগলের মত হয়, বাহ্যবিচার থাকে না। তখন শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

এই শ্লোকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। লোকালয়ের বিচার ছেড়ে দেওয়াকে 'পাগলামি' বলে। শ্রীচৈতন্যকৃপাপ্রাপ্ত উত্তম ভক্তের সেই দশা হয়। জগতের লোকের নিকট অধীন থাকিলে ভাল লোক হওয়া যায়, কিন্তু গৌরজন লোকপ্রিয়তা চাহেন না। যেমন মৃগের মৃগনাভি জন্মিলে সেই মৃগ উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করে, সেই প্রকার মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিলে মানুষ পাগলের মত হয়। তাঁহার প্রাকৃত-সাধারণ বিচার বিনষ্ট হয়, সাংসারিক শৃঙ্খলতা কিছুমাত্র থাকে না; (৭) স্বয়ংভক্তিবিনোদা—নিরন্তর কৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনকারিণী বা ভক্তির বিনোদকারিণী; (৮) সমদা—যাহা সম-গুণ দান করে, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদয়া লাভ করিলে শুদ্ধভক্তিবলে জীব মহাভাগবত হয় বা "শমো মন্নিষ্ঠা বুদ্ধেঃ" এই ভগবদ্বাক্যে ভগবন্নিষ্ঠা 'শম' দান করে; (৯) মাধুর্য্যমর্য্যাদা—যাহাতে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অতিব্যক্তি বিরাজমানা। ঐশ্বর্য্যরস অপেক্ষা মাধুর্য্যেই পরাবসিতা হয় শ্রীচৈতন্যদয়া। এই নয় প্রকার কৃষ্ণকরুণা।

দয়া দুই প্রকারের—মন্দোদয়া ও অমন্দোদয়া। জগতের বা অবৈষ্ণবের দয়া মন্দই উদয় করায়। উহাদের দয়ার Sequelটা dreadful. বহুজনের বিষয়মদের নেশা কিছুতেই কাটে না। মদ্যপানের after-effectটি aspirin-সেবন; বাংলা কথায় উহাকে 'খোঁয়াড়ি' বলে। মদ্যপায়ীরা পুনঃ পুনঃ তৃপ্তিত হইয়াও মদ্য পান হইতে কিছুতেই বিরত হয় না। "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা" ইত্যাদি। এ জগতের বড় বড় কর্ম্মী, জ্ঞানী সকলেই বিষমদে মত্ত। তাহারাও কিছুতেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের নেশা ছাড়িতে পারে না। শ্রীভাগবত ঐ সকল কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীরকে বলিয়াছেন—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া" শ্লোকে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি উপায়-গুলিকে নিরসনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির প্রবর্ত্তনের কথা উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে 'হেলোদ্ধূলিতখেদয়া' পদে সম্বন্ধ, 'বিশদয়া' পদে অভিধেয় এবং 'শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া' পদে প্রয়োজন তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কোন বিপ্র কবি নিজের খেয়ালমত মহাপ্রভুর গুণ বর্ণনা করিয়া একটী নাটক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীল ভগবান্ আচার্য্যের সহিত ঐ কবির পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। ভগবান্ আচার্য্য ও অন্যান্য বৈষ্ণব ঐ নাটক শ্রবণ করিয়া এক বাক্যে প্রশংসা করিলেন; কারণ উহাতে আপাত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ মহিমা বর্ণিত ছিল। ভগবান্ আচার্য্যের ইচ্ছা—শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুকে প্রথমে উহা শ্রবণ করাইয়া পরে শ্রীমন্-মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইবেন। অন্তর্যামী শ্রীল দামোদর প্রভু 'ধন্য তথা' গ্রাম্য কবির নাটক শ্রবণ না করিয়াই উহার অসারতা ও রসাভাস-দুষ্টতার কথা জানাইয়া দিলেন। ক্রমান্বয়ে দুই তিনবার ভগবান্ আচার্য্যকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডলী-মধ্যে সেই প্রাকৃত কবির নান্দীশ্লোকেই মায়াবাদ-দোষ, সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দেখাইয়া ভৎর্সনা করিলেন। উপস্থিত বৈষ্ণব-বৃন্দও সেই শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর শাসন-বাক্যের যুক্তি-যুক্ততা বুঝিতে পারিলেন। প্রাকৃত কবিও নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। পরে সেই কবি অহঙ্কার ও দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৌরভক্তগণের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছিলেন।

শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু বৈষ্ণব-বেদান্তের একচ্ছত্র মালিক ও গৌড়ীয়গণের জিহ্বা-স্বরূপ ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ীয়গণকে শ্রীল স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু যখন শ্রীমহা-প্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শ্রীল স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার কথাই স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

যো মাং দুস্তরনির্ব্বলদ্বহাকূপাদপারক্রমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ।

উদ্ভাস্যাস্মদ্বয়োরনিশ্চিরপরিচরং প্রাপয়ন্তং স্বয়ং
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ॥

শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু গৌড়ীয়গণকে শিক্ষা ও শাসন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলাকালে এক সুবুদ্ধি সরল গৌড়ীয় ভক্ত গুণ্ডিচা-মন্দিরে শ্রীল মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ষালন করিয়া পাদোদক পান করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীস্বরূপ-দামোদরের নিকট ভিক্ষা করিয়া দিলেন। শ্রীমহাপ্রভু সেই ভক্তের আচরণ-সম্বন্ধে স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভুকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

ঈশ্বর-মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল আপনি লৈঞা পান কৈল॥
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
'তোমার গৌড়ীয়া' করে এতেক দুর্গতি॥

(চৈঃ চঃ ম ১২।১২৬-১২৭)

অতঃপর শ্রীল স্বরূপ দামোদর সেই গৌড়ীয়াকে গুণ্ডিচা-মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সেই গৌড়ীয় ভক্তটি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করিলে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন।

শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু সিদ্ধান্তের পরীক্ষক ছিলেন। যে-কেহ ইচ্ছা করিলেই যাহা কিছু লিখিয়া গীত-শ্লোক-নাটকাদি শ্রীমহাপ্রভুর নিকট লইয়া যাইতে পারিত না। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু দেখিয়া দিলে তবে শ্রীল মহাপ্রভু শ্লোক-নাটকাদি শুনিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট যাইতে হইলে আমাদিগকে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর নিকটই পরীক্ষা দিতে হইবে। সমগ্র গৌড়ীয়ের মালিক বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের উপর বিরূপ, উদাসীন্য বা নিরপেক্ষ হইলে চলিবে না। তাঁহার নিকটই আমাদের গৌরপদপদ্মে যাইবার টিকেট চেক্ করাইতে হইবে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু সেই স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া ষোল বৎসর-কাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহারই নিকট সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার direction অনুসারে চলিয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় অভিষিক্ত হইয়া তিনি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য এরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্ররাজমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু বড়ই বিমর্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিপ্রলম্ভের সীমা ছিল না। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, শুনা যায়। তাঁহার সমগ্র লীলায় তিনি যথাক্রমে নবদ্বীপে, বারাণসীতে ও পুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলেন। তিনি কখনও গৌড়-বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন—এরূপ কথা শুনা যায় নাই। ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক অবস্থানকারী শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু কটক পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকেও সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নেন নাই। শ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণযাত্রা-কালেও তাঁহাকে সঙ্গে নেন নাই। তবে কি তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া অতত্ত্বজ্ঞগণের সিদ্ধান্তানুসারে আদৌ ব্রজে বাস করেন নাই? বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্রজবাসী। স্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি গৌড়ীয়-গণের সকলেরই পরম-মান্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দেখা যায় যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে প্রণাম এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত আছে,—

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥

শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুদ্বয়ও শ্রীল স্বরূপ-দামোদরকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বয়সে বৃদ্ধ হইলেও শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর বন্ধু ছিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রভু বৃদ্ধ হইলেও বিলাস-সহচর ভাবের ব্যবহার করিতেন। তিনি সহজ পরমহংস। শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামজী শ্রীপুণ্ডরীকের কোন অপরাধের ছলে তাঁহাকে চপেটাঘাত করিয়া তাঁহার শুদ্ধ

প্রেমের কথা জগতে জানাইয়াছিলেন। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু খুব বৈরাগ্যবান্ ছিলেন, অথচ রাজা-দুইতে পরম বিলাসী শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের বন্ধু ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি সদাশিব পণ্ডিত গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীসদাশিবকে বাহিরে কিছু না বলিলেও ব্রহ্মভক্তকে বহির্দৃষ্টিতেও কিছু কৃপাভাবে প্রদর্শন করায় শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি ও শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি শ্রীসদাশিবপণ্ডিতকে 'গুরুতত্ত্ব' দিয়াছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভুর অপেক্ষাও শ্রীস্বরূপ-দামোদরের শাসন-বাক্যের প্রতি শ্রীল সদাশিব পণ্ডিত গোস্বামীর ভয় ছিল; তাই তিনি বলিয়াছিলেন—

অন্তর্য্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ॥

শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীপ্রভু ব্রজলীলার কাহারও মতে শ্রীরাধিকার অতুল সখী শ্রীললিতা ও কাহারও মতে শ্রীবিশাখা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

আজ শিবরাত্রি-তিথি। মায়া-সঙ্গী শিব বা রুদ্রের অংশী যে গোলোকস্থ সদাশিব বা তদভিন্ন কারণার্ণবশায়ী মহা-বিষ্ণু সংকর্ষণ, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তাঁহারই অবতার এবং বিশ্বের উপাদান কারণ। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু কারণার্ণব-শায়ী মহাবিষ্ণুর অবতার। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর কৃপায় ও বঞ্চনার দুইটি রূপ আমরা দেখিতে পাই। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের বঞ্চনাময় রূপে মুগ্ধ কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীবগণ তাঁহাকে মায়াসঙ্গী রুদ্র বা রুদ্র বলিয়া কল্পনা করিয়া জনক-রূপে দর্শন করে, আবার কেহ বা তাঁহাকে মহাবিষ্ণুর অবতার এবং সদাশিবের অবতারও বলিয়া জানেন; আবার কোন কোন অপরাধী তাঁহাকে সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ বলিয়াও কল্পনা করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে তাঁহার গুরু-কথা অতি স্পষ্টভাবে লিখিত থাকিলেও ভাগ্যের তারতম্য অনুসারে কেহ বা তাহা শ্রবণ করেন, কেহ বা তাহা অবহেলা করে। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে যে যে-ভাবে ভজন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে সেইরূপভাবে কৃপা, অথবা বঞ্চনা করিয়াছেন। প্রকট-লীলায় কৃষ্ণকে দেখিয়াও সকলেই যে তাঁহার শুদ্ধ রূপ দেখিতে পারিয়াছেন বা মঙ্গল লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণ-রূপের কথা বিভিন্ন জীবের দৃক্ বা দৃষ্টিভেদে এরূপ বর্ণিত আছে,—

"ভক্তানামশনির্ণৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥"

ভগবান্ ও ভগবানের পার্ষদগণ আবির্ভূত হইলে কেহ বা তাঁহাদিগকে শুদ্ধভক্তিচক্ষে দেখেন, কেহ বা দেখেন না। তাঁহাদের নিকটে আসিয়া কেহ বা মরে, কেহ বা তরে।

আজ মঙ্গলময়ী রাত্রি। সুতরাং সমস্তরাত্রি হরিভজন করা দরকার। আমরা গোপেশ্বর সোম-সোমমৌলি শ্রীসদাশিবকে বন্দনা করি,—

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম! সোমমৌলে
সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর! ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা

"আমি হরিবিমুখ জীব, আমার হরিবিমুখতার দণ্ড বিধান করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত করিবার সহায়তা করুন। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, সুতরাং আমার নিত্যারাধ্য আনন্দতীর্থের আনুগত্য যেন আমি কোনদিন বিস্মৃত না হই। আমাকে প্রাপঞ্চিক ভেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বাসুদেবধাম্ন পরিহার করিয়া অন্য কোন দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত না হই। আমার বড় ভরসা,—শ্রীগৌর-সুন্দরের সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচারক তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীদামোদরের অভিন্নবান্ধব শ্রীরূপের অনুগ মূর্ত্তিধর আমাকে রূপানুগ কিঙ্কর-জ্ঞানে তাঁহাদের পদতলে নিত্যকাল স্থান প্রদান করুন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-স্মৃতি

('গৌড়ীয়' সম্পাদকের দিনপঞ্জী হইতে)

স্থান—আলালনাথের শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ (পুরী)

কাল—২৪শে জুন, ১৯৩০ ইং, ১ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৩৭

[উপস্থিত—শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভু, ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ও 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি।]

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলা প্রকাশ ক'রে পুরীতে আস্‌লেন, আবার পুরী হ'তে সন্ন্যাস নিয়ে আলালনাথে আস্‌লেন। সুতরাং আলালনাথ—বিস্তৃতির সন্ন্যাস বা বিস্তৃতির বিপ্রলম্ভরসের স্থান।

চতুর্থ বস্তুটী অধোক্ষজ। ভগবৎসেবোন্মুখ হ'য়ে বাহ্যচক্ষুকর্ণের বিষয়গুলির ভোগে আমাদের প্রয়োজন-বুদ্ধি হয়। যা'র 'আমিকে ?' ঠিক হয় নাই, যা'র আত্ম-পরীক্ষা হয় নাই, সে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান সংগ্রহ করে, সবই বিকৃত জ্ঞান। বিকৃতজ্ঞানে বঞ্চিত হ'তে হয়। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি owner of the things কে (বস্তুর মালিককে) বঞ্চিত করছে। এজন্যই প্রহ্লাদ মহারাজ বলে'ছেন,—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহির্ম্মুখমানিনঃ।"

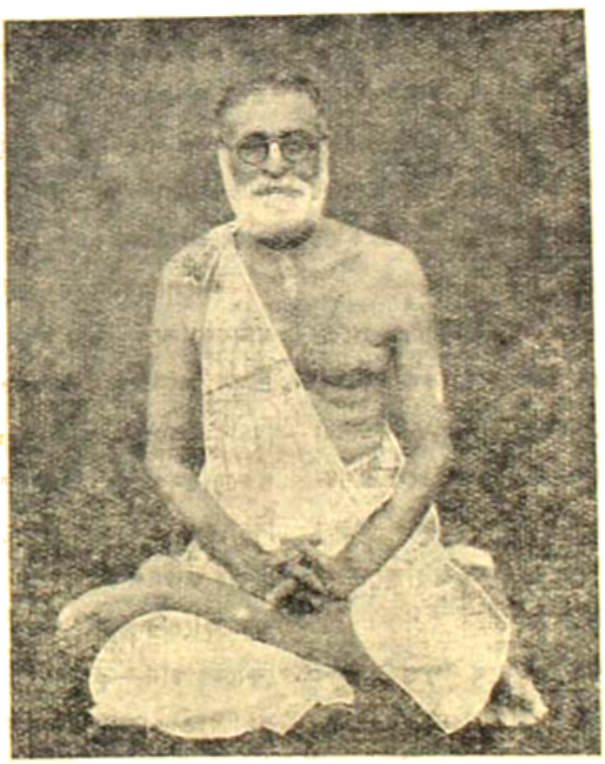

শ্রীবিনোদ গৌড়ীয় ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

চেতনের proper use কিরূপে হ'বে ? চেতন যে molecular mass এর দ্বারা blunted হ'য়ে পড়েছে,—অচিৎপিণ্ড আটক ক'রে দিচ্ছে চেতনকে। চিদিন্দ্রিয়ের গতি না হ'য়ে জড়েন্দ্রিয়ের গতিতে অসুবিধা এসে যাচ্ছে। যদিও চেতনের বৃত্তিতে আনন্দের বৃত্তির বৈদ্যুতিক স্পন্দন উদ্গমের ন্যায় একটা ব্যাপার আস্‌ছে, তথাপি তা'র continuity (অবিচ্ছিন্নতা) লক্ষীকৃত হচ্ছে না। যে পর্য্যন্ত "বহির্ম্মুখমানী" থাকব, গৃহব্রত থাকব, সে পর্য্যন্ত হৃষীকেশ-সেবনং ' উপলব্ধি হ'বে না।

দুষ্ট আশার বশবর্ত্তী হ'য়ে এইরূপ একটা বুদ্ধি হ'য়েছে যে, এ জগৎটার সঙ্গে আমাদের ভারী কাজ পড়ে গে'ছে। Original fountain Head হ'তে দূরে স'রে' পড়ে' এইরূপ অসৎ বুদ্ধি হ'য়েছে : চোরাবালির উপর পা দিলে যেমন পা বসে' যায়, সেইরূপ treacherous soil রূপ Phenomenaর উপর নির্ভর ক'রে আমরা ডুবে যাচ্ছি। দুষ্টাশয়বিশিষ্ট হ'য়ে, অন্তর্ম্মুখী না হ'য়ে বহির্ম্মুখী চেষ্টার দ্বারা সময় কাটাচ্ছি।

প্রহ্লাদ মহারাজ বলে-ছেন,—"অতো বধাদৈকপ-নীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্রাম্নুদয়ন্তি বন্ধাঃ" যাঁদের দর্শন মানুষকে বিপন্ন কর্‌বার জন্য ব্যস্ত সেইরূপ লোকের দর্শন বা উপদেশ যদি গ্রহণ করি, তা' হ'লে অমঙ্গল বরণ কর্‌লাম। যাঁরা আপাত সুখেচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত তাঁরা কখনও মঙ্গলের উপদেশ কর্‌তে পারে না। দেহাত্মবোধ বা গৃহব্রতত্ব

হ'তে জগতে দুই হচ্ছে।

"তেহ্নীশচন্দ্রাদুরুহ্যাদি বদ্ধাঃ" ভগবান্ এখানে মায়ার দু'রকম—টানা পরেনের অতিরিক্ত দড়ি বেঁধে দিয়েছেন। বিষ্ণুমায়া জীবকে ভোগী বা কর্ম্মবীর ক'রে আবদ্ধ ক'রে দিয়েছে। কর্ম্মবীরত্বে অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে জীব জ্ঞানী বা নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু হচ্ছে। সুতরাং We should be very cautious. We should require guidance at every step. আমরা খুব সাবধান হ'ব; আমাদের প্রতিপদবিক্ষেপে 'নিয়ামক' অর্থাৎ গুরুবাদপদ্মের আনুগত্য প্রয়োজন।

যস্ত বেদে পরা ভক্তির্যথা বেদে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

আমরা অধোক্ষজ-সেবা পরিত্যাগ করে', অক্ষজ-ইন্দ্রিয় তাড়িত হ'য়ে যদি সেবার কপটতা করি, তা' হ'লে সেবক হ'তে পার্‌লাম না, অহঙ্কারী হ'য়ে গেলাম—বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাক্‌লাম। এ বহির্দ্দর্শনের হাত হ'তে মুক্ত হ'বার নামই "হৃষীকেশ"।

ভগবৎসেবার অনুকূলক্ষেত্রে বাস করা কর্ত্তব্য। পরোপদেশে পণ্ডিত হ'য়ে জগতের যে সকল লোকের অমঙ্গল উৎপাদন করাচ্ছি, সেই সকল লোকেরা বল্‌ছে,—'তোমরা ত' আমাদেরই মত।" তা'রা আমাদের সঙ্গে এসে প্রণয়-বিশিষ্ট হচ্ছে,—আমাদের সঙ্গে সেটা পূজা কর্‌বার জন্য! কিন্তু আমাদের বিচার তা' নয়। **সকল জীব স্বরূপস্থিতে—স্বরূপস্থিতে নহে—প্রতিষ্ঠিত হউক।**

যোগিপাল, মহীপালের গীত অথবা নূপে 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করে' দৈহিক-শুদ্ধি বা পাপ-বিনাশের চেষ্টা প্রভৃতিকে যাহারা স্বকর্ম্ম মনে ক'রেছিল, সেই সকল লোকের বিচার পরিত্যাগ ক'রে যে সকল লোক হরিভজন কর্‌ছিলেন সেই শ্রীবাসাদি ভক্তগণের উপরে হরিকীর্ত্তনের ভার অর্পণ ক'রে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে আস্‌লেন। এই পুরুষোত্তমধাম—পুরুষোত্তমবাদেরই (Personal God-headএর) ক্ষেত্র,—এখানে লীলাপুরুষোত্তমের অর্চ্চামূর্ত্তির সার্ব্বকালিক অবতরণ রহিয়াছে। জীব ব্রহ্মের ক্ষেত্র কাশী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি পরিত্যাগ ক'রে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরুষোত্তমের ক্ষেত্রে আস্‌লেন; আবার তথা হ'তে আলোয়ারনাথে অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদ 'আলোয়ার'গণের আরাধ্যবস্তুর ক্ষেত্র—শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিত্য উপাস্য ক্ষেত্রে এসে' লীলাপুরুষোত্তম যে তাঁর ভৃত্যগণেরই সম্পত্তি তা' প্রচার কর্‌লেন। বিষ্ণুর স্থান অপেক্ষাও বৈষ্ণবের স্থান অর্থাৎ ভক্তগণ শুদ্ধভক্তজনের অধিকতর অনুকূল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় বলিতে গেলে "শুদ্ধভক্ত চরণরেণু, ভজন অনুকূল" "যথায় বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন।" আলোয়ার নাথের মন্দিরের প্রাচীরে আলোয়ারের নাম লিখে' দেওয়া উচিত।

কলির প্রারম্ভে এই সকল দিব্যসূরি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হ'তে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। কিন্তু এখানে কোন্ আলোয়ারের উপাস্য-বস্তু বিরাজিত রয়েছেন, তা' আমরা শ্রৌত পথে প্রাপ্ত হই নাই। এই আলোয়ারনাথ চতুর্ভুজ-রূপে শক্তিত্রয়সহ বিরাজিত হ'য়েছেন। আলোয়ারনাথে শ্রী, ভূ ও লীলা—এই তিনটি শক্তি আছেন। কিন্তু এখানে অভক্তবস্তুগণ এই সকল শক্তিকে বিকৃত ক'রে অন্য নামে অভিহিত কর্‌ছেন।

আলোয়ারনাথের এই ত্রিশক্তিক পুরুষোত্তমের বিচার মানবজাতিকে ক্লীব-ব্রহ্মবাদের কবল হ'তে উদ্ধার ক'রে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তত্ত্ববস্তুর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-পুরুষোত্তমত্বের বিচার প্রদর্শন করেছেন; আবার 'অনবসরে' একল পুরুষোত্তমবাদের বিচারের পর ত্রিশক্তিক 'লক্ষ্মীনারায়ণে'র বিচারের ঊর্দ্ধে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার দিকে অগ্রসর হ'বার জন্য লীলা প্রদর্শন করেছেন। এই স্থান হচ্ছে—'ষষ্ঠ কোষে'র স্থান—পঞ্চম কোষের স্থান পুরুষোত্তম, চতুর্থ-কোষের স্থান—ভুবনেশ্বর। শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম সেবার কথা ব্যতীত আর বড় কথা Theistic Worldএ নাই। সুতরাং **অধোক্ষজ-সেববঞ্চিত হ'য়ে যাহাতে আত্মঘাতিক না হ'য়ে পড়ি, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করা উচিত। শুধু খে'টে দেওয়া কর্ম্মমার্গীয় বিচার,** তাহা অজ্ঞান মনোধর্ম্মাবলম্বীরাও ক'রে থাকে। হরি-ভজনের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; কারণ, অনেক জন্ম কে'টে গেছে অন্যান্য কার্য্যে। এ জন্মেই যাহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হ'বে।

(শ্রীল প্রভুপাদ অ—কে ডাকাইয়া বলিলেন) কেবল কন্ট-কাত না হ'য়ে যায়। অন্ততঃ কর্ণমিশ্রা ভক্তি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সকল কার্য্য হচ্ছে, তজ্জন্য চরিকথা শ্রবণ করা আবশ্যক।

শ্রীল প্রভুপাদ আলালনাথ মন্দিরের চতুর্দ্দিকের প্রাকার-সমূহ দর্শন করিলেন এবং এমার মঠের বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজের পরম-গুরুদেব স্বধামগত শ্রীসুদর্শন রামানুজদাস মহারাজ যে আলালনাথ-মন্দিরের প্রাকার ও সিংহদ্বার নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা ও চন্দন-পুকুরের পত্তোদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। স্বধামগত শ্রীসুদর্শন রামানুজ দাস মোহান্ত-মহারাজের বিচার হইল যে, তিনি আর এই সকল কার্য্য করিবেন না। শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে একজন শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐ মোহন্তমহারাজের ওটা কিরূপ বিচার?" শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই, ভক্তিবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মঠ-মন্দিরের প্রস্তরগুলি সবলে খুলিয়া লইয়া যাউক। যাঁহারা উহা লইয়া যাইবেন, তাঁহারা তা প্রস্তর-সমূহ প্রাপ্ত হইবেনই, তদ্ব্যতীত এক একটি পারিতোষিকও পাইবেন। মঠ-মন্দিরে যদি সর্ব্বক্ষণ হরিকথা না থাকে, তাহা যদি গাঁজার আড্ডা বা প্রজল্পের আড্ডা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ মঠ-মন্দির না থাকাই ভাল। "• • • এইরূপ কার্য্যকে ভাল মনে না করিতে পারেন, কারণ তাঁহাদের বিষয়-বর্দ্ধনের বুদ্ধি রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের বিচারে শ্রীসুদর্শন রামানুজদাসের বিচারই ঠিক। আমরা কাঠ পাথরের মিস্ত্রী নহি, আমরা শ্রীচৈতন্যের বাণী-বাহক 'পিয়ন',—ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গেলে আমরা 'বহির্ম্মুখমানী' অচেতন পদার্থ হইয়া পড়িব।"

[২]

২৫শে জুন, ১৯৩০ প্রাতঃকালে আলোয়ারনাথ-শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠের অলিন্দে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"যদি প্রভু সাধকের জীবন থেকে সিদ্ধের জীবন কি ক'রে হয়, তাহা দেখিয়েছেন। মহাপ্রভু বলেছেন,—'বিষয় ভোগ করিতে বাধিত হ'য়ো না; কিন্তু যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ কর।' যথাযোগ্য বিষয়-গ্রহণ না করা একটা transgression. যা'র যে অধিকার হয় নাই, তা'কে যদি সেই অধিকারে enforce করা হয়, তা'হ'লে তা'র কিছু সুবিধা হ'বে না।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

মনোধর্ম্মী জীবের মঙ্গল হয় কিরূপে? সে ত' এখানে ত্রিতাপের দ্বারা ক্লিষ্ট হচ্ছে। এই ত্রিতাপোন্মূলনের নিদানটা trace করা দরকার। চোরের কাছে সাধু চ'বার বিধি palatable (রুচিকর) হয় না।

জগতে practical life lead করবার জন্য civic rules হ'য়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন,—"সমগ্র মানুষ-জাতিকে উপকার করবার জন্য শুধু অতটুকু মাত্র নিয়ে আমি পরিতৃপ্ত নই। তা'র নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদ্‌চিৎ বিবেক, আনন্দানানন্দ বিবেক হউক।" যে জিনিষটি খরচ হ'য়ে যা'বে, সে জিনিষটাকে reserve করতে যাওয়ার বিশেষ দরকার নাই। Train চলছে, Electricity-generating instrument দিয়ে পাখা ও লাইট্ চালিয়ে ও জ্বালিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এতে economic facility হচ্ছে। সেরূপ আমাদের যে শরীর পতনোন্মুখই, তা'কেও আমরা ভগবানের সেবার আনুকূল্যে নিয়োগ করতে পারি। যেখানে যেখানে practical life আছে, সেখানে সেখানে direction change ক'রে ভগবানের সেবা করতে পারি।

যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি সে অবস্থা থেকেই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার অনুসরণে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা লাভ করতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "স্থানে স্থিতাঃ" শ্লোকের practical use শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাতেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী স্ব-স্ব আশ্রমে থে'কেই সুবিধা ক'রে নিতে পারেন। যদি লোকে ইহা বুঝিতে পারে যে কৃষ্ণভজনই একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু, তা'হ'লে অন্যান্য সব প্রয়োজন পরিত্যাগ ক'রে তা'রা সেইরূপ সঙ্গই খুঁজে নেবেন। 'কচিটে'কে নিয়মিত করাই সব-শুদ্ধ কাজ পড়ে গেছে। "আমার যা ভাল লাগে, তাই করব"—ইহা সকলেরই বিচার। 'আমার ভাল লাগা' জিনিষটি 'আমার 'মঙ্গলজনক' না ও হ'তে পারে। বিপথগামী হওয়ার ফলেই আমি আমার শ্রেয়ঃটা বুঝতে পারি না। 'আমার ভাল লাগা'র তৌলদণ্ডের দিক্‌টা যখন বে'ড়ে যায়, তখন তা' আমাকে কৃষ্ণক্রোড় হ'তে drag down করে—নাবিয়ে দেয়

দ্বিতীয়া ভিনিবেশের রাজ্যে। ভগবৎসেবায় কচিবিশিষ্ট ব্যক্তি ভগবৎসেবায় দিকেই টানেন, আর মায়ার রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তি মায়ার দিকেই টানেন। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির রুচি ও অনর্থ-মুক্ত ব্যক্তির রুচি পৃথক্। যা'র ভগবানে রুচি নাই, তা'র রুচিকে পরিবর্ত্তিত এবং যা'র অল্প রুচি আছে, তা'কে পরিবর্দ্ধিত কর্‌বার জন্যই সাধন। সেই সাধনের দ্বারাই ভাব আস্‌বে। 'ভূ'র অর্থাৎ অস্তিত্ব, স্থিতি,—অভাব নহে—minus নহে।

ভগবান বলেন,—"এত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ্-আপদ্ সাজিয়ে রেখেছি তোমাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য নহে, পরন্তু দুঃখটা অপ্রয়োজনীয়—ইহা 'শূন্য' দিবার জন্য; নিত্য প্রার্থনীয় সুখ, নিত্য বরণীয় আনন্দ অনুসন্ধানের জন্য।"

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রণালী যাহাতে সুচারুরূপে সংরক্ষিত হয়, সেইজন্য শ্রীচৈতন্যমঠের আবির্ভাব ও প্রচার হওয়া আবশ্যক। সুতরাং আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক,—গৌড়ীয়মঠ নষ্ট কর্‌তে না দেওয়া—শ্রীচৈতন্য-বাণী নষ্ট কর্‌তে না দেওয়া। শ্রীচৈতন্য-বাণী থাক্‌লেই মঠ থাক্‌বে।

(২৭শে জুন, ১৯৩০ শুক্রবার) আজ শ্রীগুরুযোত্তমে শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জনের দিবস। কটক রেভেন্সা কলেজের অর্থ-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশচন্দ্র বর্দ্ধন এম্-এ, ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ প্রভৃতি কটক হইতে আসিয়াছেন। শ্রীল অনন্তবাসুদেব পদ-বিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের সমীপে বসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃতা দীপ্তিময়ী বাণী শ্রবণ করিতেছেন। প্রাতঃ-কালে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন—

"মাঝপথে অচ্যুতদা বা বিশ্বেশ্বরদার বুদ্ধি আমাদিগকে বাধা দিচ্ছে। সকলেই বৈষ্ণব—ইহা যিনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, তাঁর তত্টা বৈষ্ণবতার কম্‌তি আছে। 'গুণ্ডিচা' হচ্ছে—মনুষ্যের হৃদয়। চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হ'লে তাহা ভগবানের অধিষ্ঠান-ভূমি হয়। সুন্দরাচলই হচ্ছে—'শুদ্ধ মন'।

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম্ হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

—ইহা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

আমের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
মনে-বনে এক করি' জানি।

সংসার আছে, ভোগ্যা পৃথিবী আছে, ভোগের একটি আগার আছে—এই বুদ্ধি থাক্‌লে কৃষ্ণের আসনের জন্য আর হৃদয় মার্জ্জনা হ'লো না। মনোরথ যখন কাবে বা ভোগে আচ্ছন্ন হয়, তখনই বিচার হ'য়ে যায়—গৌড়ীয় মঠের সেবা কর্‌ব না, মিশনের সেবা কর্‌ব না, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা কর্‌ব না, নিজের নিজের বিষয়ের সেবা, মনোধর্ম্মের সেবা কর্‌ব। হৃদয়-শুণ্ডিচার বহু চর্ম্ম-চটিকা অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি ও আবর্জ্জনা অর্থাৎ অন্যাভিলাষ প্রভৃতি র'য়েছে। এই গুলিকে শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারের লীলাভিনয়কারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে পরিমার্জ্জন কর্‌তে হ'বে।

যদি আমাদের মায়ার প্রতি লোভ হয়, তা' হ'লে কৃষ্ণ-সেবার আর লোভ থাকে না। কেবল মুখে বল্‌লে চল্‌বে না, প্রাকৃত-অভিমান ছাড়্‌বার জন্য যে প্রক্রিয়া আছে, তাহার অনুশীলন কর্‌তে হ'বে অর্থাৎ সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ শ্রবণ কর্‌তে হ'বে।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

সিদ্ধান্তের আচার্য্য—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু। তাঁকে উল্লঙ্ঘন ক'রে শ্রীরূপের আনুগত্য করা যায় না। শ্রীশ্রীজীব প্রভু শ্রীসনাতনের বিচারের অনুগমনে শ্রীরূপেরই শিষ্য। আর শ্রীরঘুনাথও শ্রীরূপের বিচারে শ্রীসনাতনের শিষ্য।

[তা—ক ও আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে গুণ্ডিচা মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—] আপনাদের বিচারের গুণ্ডিচায় আমার যাওয়ার ইচ্ছা নাই; কারণ, হৃদয়-মন্দির মার্জ্জন কর্‌তে পার্‌লাম না। আমার পুরুষ-অভিমান—প্রভুত্ব-অভিমান প্রবল হ'য়ে পড়্‌ছে; আমি হতাশ হ'য়ে পড়েছি; আমার আশাবন্ধ হয় হ'য়ে যাচ্ছে; আমি insincere লোকদের সঙ্গ কর্‌তে ভালবাসি; তা'দের সঙ্গেই আমার দেখা হয়; I have no intention to come in contact with Sree Rupa and Sree Sanatana; আমি আমার বিপদ্‌কেই আদরের সহিত আহ্বান করি। অবশ্য দেহ থাকা-কাল পর্য্যন্ত we are in the ocean of discomfort—আমরা অসুবিধার সাগরে ভাসমান; এজন্য আমরা অনেক সময় মনে করি—Let us be metamorphosed into Charvakism.

Discomfort গুলি যে কৃষ্ণকৃপা, তাহা আমরা বুঝি না; এই বিচার অবলম্বন ক'রেই আমাদের বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা হয়। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মেই আমাদের নিত্যগৃহ। কৃষ্ণ-পাদপদ্মেই eternal health of the soul অবস্থিত। অ—ত' বাড়ী পৌঁছেছে। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ—চাকায়?

শ্রীল প্রভুপাদ—না। Predominating aspect এর সজ্ঞায় প্রমত্ত হওয়া—অধ্যাত্মিক বিচারের প্রাঙ্গণে অবস্থিত হওয়াই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করা। আমার কপাল খারাপ, তাই আমার এইসকল লোকের সঙ্গে দেখা হয়; শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে দেখা হয় না। কি ক'রে সমস্ত জগতের লোক 'গৌড়ীয়' হ'তে পারে, তা'র চেষ্টা করুন, চব্বিশ ঘণ্টা হরিসেবায় প্রমত্ত হউন, গৌড়ীয় হউন। "এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে কৈরাছে আত্মসাৎ।" কা'কে 'গৌড়ীয়' বলে শুনুন। যিনি বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি 'গৌড়ীয়'। যেসকল ব্যক্তি হরিভজন আশ্রয়ের অভিনয় ক'রে বেদ অধ্যয়ন করলেন না, শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ, ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা করলেন না, তাঁহারা 'গৌড়ীয়' হ'তে পারলেন না। "নিজত্বে গৌড়ীয়ান্" শ্লোকে গৌড়ীয় শব্দের বহুবচন দৃষ্ট-হয়। শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বেদময়ী মূর্ত্তি। আমি যখন শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত, তখনই আমি গৌড়ীয়, শ্রীচৈতন্যচরণ পরিত্যাগ করলে 'গৌড়ীয়' থাকতে পারি না, তখন আমি স্ত্রী-পুত্রাদি-কথায় ব্যস্ত, তখন প্রয়োজন-বিগ্রহের সুখের জন্য ব্যস্ত নই; তখন আমি পথ-ভ্রষ্ট জীব, তখন আমি মনুষ্য-জীব, তখন আমি নৈতিক বা দুর্নৈতিক জীব। হায়! হায়! আমার শুদ্ধিচাঞ্চল্য হ'লো না আমার জগতে কৃষ্ণকে আনা হ'লো না, জগতে হরিকথাকে আনা হ'লো না। বাড়ীতে চলে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য; তবে এরূপ নশ্বর বাড়ীতে নয়, চিৎ-কার বাড়ীতে যাওয়ার আমার ইচ্ছা নাই।

শ্রীরাধার পরাপ্রেম বাতীত—শ্রীগুরু-পাদপদ্মের একান্ত আনুগত্য বাতীত কৃষ্ণকে শুদ্ধিচায় নেওয়া যায় না—সুকৌশলে নেওয়া যায় না। [বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদের অদ্ভুত ভাবাবেশ হইল; নয়ন-যুগলে দুই ধারা দিয়া অশ্রু-বর্ষণ হইতে থাকিল। শ্রীল প্রভুপাদ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া ভাব গোপন-পূর্ব্বক অশ্রু মুছিলেন। সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রা শুদ্ধিচা মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিল। শ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তন শোভা যাত্রার অগ্রণী হইয়া কিছুটা অগ্রসর হইলেন।]

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা সম্বন্ধে বিতর্ক

শুনিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা সম্বন্ধে এক বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছে। তাহারা নাকি বলিয়াছে,—আগামী ১৪ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার সূর্য্যোদয়ের পর ৭টা ২৬ মিঃ পর্য্যন্ত চতুর্থী তিথি থাকায় সেই দিন শ্রীল প্রভুপাদের তিথিপূজার অনুষ্ঠান করিলে বিদ্ধা তিথির সম্মান করা হইবে। তাহাদের যুক্তি এই যে, যেরূপ দশমীবিদ্ধা একাদশী, সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী প্রভৃতি মাধবতিথিসমূহ শুদ্ধ বৈষ্ণবের পালনীয় নহে, তদ্রূপ চতুর্থীবিদ্ধা ফাল্গুনী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতেও "শ্রীশ্রীব্যাসপূজা" হইতে পারে না।

এই যুক্তির প্রতিবাদ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ও শ্রীধামমায়াপুর পরিক্রমাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্য তীর্থ বি-এ মহোদয় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আগামী ১৪ই ফাল্গুন সূর্য্যোদয়ের পর ৭টা ২৬ মিঃ পর্য্যন্ত চতুর্থী পরে রাত্রি ৯টা ২৭ মিঃ পর্য্যন্ত পঞ্চমী তিথি, পরে ষষ্ঠী হইয়া পঞ্চমী তিথিক্ষয়ে ত্রাহস্পর্শ হইয়াছে। সুতরাং ১৩ই ফাল্গুন বাদ দিয়া পরদিন ষষ্ঠী তিথিতে জন্মতিথির সম্মান কি যুক্তিতে করা

চলে? যদি এখানে এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, জন্মাষ্টমী, দুর্লভত্রয়োদশী যমলবমী ও শিবরাত্রির ন্যায় শুদ্ধ-দেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথিগুলিতেও ব্যবস্থা হউক, তাহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত তিথিগুলিতে পূজা ও উপোষণবাস বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণে পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পর-বিদ্ধাতে আদর আছে, কিন্তু এই আবির্ভাব বা তিরোভাব-তিথি-পূজা সম্বন্ধে উপবাসাদির বিধান নাই বা ঐরূপ সদাচার দৃষ্ট হয় না। উপবাসপূর্ব্বক পূজাবিধানেই পূর্ব্ববিদ্ধার পরিহার দৃষ্ট হয়। যথা, হঃ ভঃ বিঃ ১২শ ৭৪ সংখ্যা—

নাগবিদ্ধা ৫ ব ষষ্ঠী শিববিদ্ধা ৫ সপ্তমী।

দশম্যেকাদশীবিদ্ধা তত্র নোপবসেদ্ বুধঃ॥ (পৈঠীনসিঃ)

নারদ পুরাণে—একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী।

তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবস্যাষ্টমী তথা।

উপোষ্যাঃ পরসংযুক্তা নোপোষ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ॥

অর্থাৎ পঞ্চমীবিদ্ধা ষষ্ঠীতে (স্কন্দষষ্ঠী), ষষ্ঠীবিদ্ধা সপ্তমীতে বা দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস সুধীগণের অকর্ত্তব্য। একাদশী, ষষ্ঠী, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, তৃতীয়া, চতুর্থী, অমাবস্যা ও অষ্টমী—এই সকল তিথি পরবিদ্ধা হইলে উপবাসে গ্রাহ্য, কিন্তু পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাগ করিতে হইবে। এখানেও পঞ্চমীতিথির বিষয় বাদ গিয়াছে এবং উপবাসপূর্ব্বক পূজাবিধানে-এ শুদ্ধ এইগুলিতে পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাগ আছে। কেবল একাদশী-পক্ষে অরুণোদয়বেধ, অন্যান্য তিথিপক্ষে সূর্য্যোদয়-কালের পর বেধের নিয়ম। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১ ৯) এই বেধ আবার চারিপ্রকার বিচারিত আছে। সার্দ্ধ তিন দণ্ড অরুণোদয়বেধ, সূর্য্যের প্রত্যূষদর্শনের পর দণ্ডত্রয় অতিবেধ, সূর্য্য দৃষ্ট হইতেছে বা না হইতেছে এরূপ সময়ে অরুণোদয় ও সূর্য্যোদয়ের পর যোগ। মাধবীয়েও প্রমাণ যথা—

বেধাতিবেধযত্নাবেধযোগাশ্চত্বার উপবাসস্য দূষকাঃ।

এখানেও উপবাসবিষয়েই বেধ দিয়া দূষণীয় বলা হইয়াছে।

ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীর বেধায় একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীর যোগে শুদ্ধা একাদশীও পরিত্যক্ত হইয়া দ্বাদশীর উপবাসে মহাফল। এই পঞ্চমীকে কেনইবা ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর ন্যায় ধরা হইবে না? আবার, ন্যাসপূজার তিথিতে উপবাস না থাকায় উহাতে পূর্ব্ববিদ্ধা-দোষের আবাহনপূর্ব্বক উক্ত তিথিহীন পরদিনের আদর কি করিয়া হয়? যদি কোনপ্রকারে পরদিনে সূর্য্যোদয়ের পরে ঐ তিথির অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে পরদিনই ব্যাসপূজার বিধান লিখিত হইত। হঃ ভঃ বিঃ ১৪শ বিলাস, ৯০—৯১ সংখ্যায় দেখিতে পাই—

দশম্যাং পারণায়াঞ্চ নিশ্চয়াদ্রবমী-ক্ষয়ে।

বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরুপবাসতঃ॥

টীকা—"তত্র চ নবমীক্ষয়ে সতি তিথি-ভ্রান্তিক্রমেণ একা-দশ্যাদ্যে শুদ্ধত্বে কিং কর্ত্তব্যম্? তত্রাহ—উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণম্। নিশ্চয়াৎ দশম্যামেব ইতি এব-কারতঃ। অন্যথা উপবাসত্রয়প্রসঙ্গাৎ।" এখানে শুদ্ধা একাদশীর প্রাধান্যানুরোধে পূর্ব্ববিদ্ধা নবমীতেও উপবাসের বিধান দিয়াছেন।

আবার গোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গে প্রতিপত্তিথির কর্ত্তব্য বলিতে গিয়া দেবলবচনে (১৬শ বিঃ ১১৮ সং) আছে—

প্রতিপদ্দর্শসংযোগে ক্রীড়নন্তু গবাং মতম্।

পূর্ব্ববিদ্ধাস্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ॥

নির্ণয়ামৃতধৃত পুরাণ-বচন—

যা কুহূঃ প্রতিপন্মিশ্রা তত্র গাঃ পূজয়েন্নৃপ।

পূজামাত্রেণ বর্দ্ধন্তে প্রজা গাবো মহীপতিঃ॥

এখানে প্রতিপৎ-তিথি তিথিক্ষয়দ্বারা উভয়বিদ্ধা হইলেও ইহাকে কোন পুরাণ-বচন দুষ্ট বলেন নাই এবং তিথিকৃত্য পূজারও বাধা হয় নাই। এ বিষয়ে সদাচারও দেখা যায় যে, তিথিক্ষয় দিনে তিথিকৃত্যটি করিবার বাধা নাই। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালে প্রচারিত ও তাঁহাকর্ত্তৃক দৃষ্ট ৪৪৬ গৌরাব্দের শ্রীনবদ্বীপপঞ্জিকায় ২৯ বিষ্ণু ৭ই বৈশাখে পূর্ণিমাকৃত্য শ্রীবৃক্ষের বাসন্ত রাস-যাত্রার বাধা হয় নাই।

যথা—বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ইং ১৯৩২, ২৯ বিষ্ণু ৭ বৈশাখ ২০ এপ্রিল বুধবার গৌর চতুর্দ্দশী পরা প্রাতঃ ৪।৪৭ পরে পূর্ণিমা চক্রী বা ৩।২২, শ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। শ্রীশ্রীবৃক্ষের বাসন্তরাস।

এই দুইটীই পূর্ণিমাকৃত্য।

আগামী ১৪ ফাল্গুন মঙ্গলবার সকালে ৭টা ২৬মিঃ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশীর স্থিতি, পরে পঞ্চমী তিথি আরম্ভ হইয়া সূর্য্যোদয়ের ২৯ মিঃ পূর্ব্বে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। পঞ্চমী তিথিটি ক্ষয় পাইয়া উদয় সূর্য্যোদয়ের মধ্যেই সমাপ্ত হওয়ায় ঐ পঞ্চমী তিথির পূজা ঐ দিনেই লিখিত হইয়াছে। কোন আবির্ভাব বা তিরোভাব-তিথি ক্ষয় পাইলে সেই তিথির কৃত্য-সম্বন্ধে

উহাই পূর্ব্বাচরিত বিধান। শ্রীল প্রভুপাদের নিজ তত্ত্বাবধানে বা তাঁহার স্বলিখিত নবদ্বীপ পঞ্জিকায় ইহার কয়েকটি আদর্শও লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামীর স্বহস্তলিখিত ব্যবহার-পঞ্জিতেও অদ্যাপি তিথিক্ষয়ে তিথিবৃদ্ধির বিষয় আমাদের নির্দ্দেশের তাগাই লিখিত আছে।

স্মার্ত্তমতে সপিণ্ডীকরণ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদি-বিষয় পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ-কালীন তিথির ব্যাপ্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু বৈষ্ণবমতে সূর্য্যোদয় কালের তিথি তদ্দিবসীয় তিথিবৃদ্ধ্যের নির্দ্দেশক এবং ক্ষীণ তিথির ক্ষয়েও তদ্দিনেই সম্পাদনীয়। অবশ্য উপবাস ও ব্রতাদির জন্য বিদ্ধার বিচার দৃষ্ট হয়; তাহাতে পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্ধা-গ্রহণের রীতি আছে। কিন্তু পূর্ব্বগুরুবর্গের আবির্ভাব বা তিরোভাব-তিথিতে কদাপি ব্রত বা উপবাসের বিধান নাই এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মও আচারদ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া যান নাই। কেবল বিষ্ণুতত্ত্বেরই আবির্ভাব বা তিরোভাব-তিথি-সমূহে ব্রত বা উপবাসের ব্যবস্থা থাকায় তাহাতে বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও যোগাদির বিচার প্রয়োজনীয়।

উপাখ্যানে উপদেশ

প্রথম ভাগ

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ষষ্টিতমবর্ষপূর্ত্তি (৬০তম) আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে তদীয় অধস্তন-আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় ও আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ-সম্বলিত একটি অভিনব সুন্দর গ্রন্থ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই গ্রন্থের নাম—'উপাখ্যানে উপদেশ'। শ্রীব্যাসপূজার উপায়নরূপে ঐ গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল লৌকিক গল্প, উপাখ্যান, ছায় বা প্রবাদ অবলম্বন করিয়া জীব-মঙ্গলের উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহাই প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইবে। দ্বিতীয় ভাগে উপনিষৎ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বিবিধ পুরাণ, ইতিহাস, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, প্রপন্নামৃত, মন্ত্রদিগ্বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন উপাখ্যান এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও সাম্বত আচার্য্যগণের সম্বন্ধে বিভিন্ন আখ্যায়িকা প্রভৃতিদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা প্রকাশিত হইবে।

এই অতি সহজ ও সরল ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং পারিভাষিক ও কঠিন শব্দগুলির তাৎপর্য্য যাহাতে সাধারণ লোকও বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য প্রত্যেক উপাখ্যানের সহিত ঐ সকল শব্দের তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। উপাখ্যানের সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রও সংযোজিত হইয়াছে। পাইকা টাইপে অত্যুৎকৃষ্ট আইভরি-ফিনিস্ কাগজে বহু আলেখ্য-ভূষিত হইয়া গ্রন্থটী মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রথম ভাগে যে-সকল উপাখ্যান ও লৌকিক গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে নানা-প্রকার লৌকিক উপাখ্যান ও গল্পের মধ্য দিয়া সাধন-পথের পথিকগণের মঙ্গলের জন্য বৈকুণ্ঠ-রাজের কত অমূল্য উপদেশ-সমূহ এই গ্রন্থে গুম্ফিত হইয়াছে—

১। জ্যামিতি-শিক্ষা, ২। 'কম্বং', 'অম্বং', ৩। ইরেস্, নো, ভেরি গুড্, ৪। ব্যাকরণের পণ্ডিত, ৫। ব্যাঙের আধুলি, ৬। ব্যাঙ্-কাটা, ৭। মধু ও মূর্খ মৌমাছি, ৮। দূর ছাই! ভক্তিতে ভোগ ও ত্যাগ কৈ? ৯। 'কাণ দিয়া সাধু দেখ', ১০। রাত্রিতে সূর্য্য দেখা, ১১। আম খাওয়ার নকল, ১২। দুই গুলিখোর, ১৩। কাঠুরিয়ার বুদ্ধি, ১৪। মাঝির স্বপ্ন, ১৫। "নোঙ্গর তোল", ১৬। গীতার সংসার, ১৭। "দেলাম দে রাম!" ১৮। ছাগটী পেঁচো, ১৯। ট্রেণের যাত্রী, ২০। চলন্ত ট্রেণের

আরোহী, ২১। 'ঐ চোর', ২২। চাষ আনার ভাব, ২৩। ধান গাছ ও শ্যামা ঘাস, ২৪। হাকা বোকার গুরু-সেবা, ২৫। গরু বাবদে ১।৷৷৷ আর গাওয়া ঘি, ২৬। বৃদ্ধ বানরের কথা, ২৭। ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে পারি, এখন কি দিবি ত' বল্, ২৮। শালগ্রাম দিয়া বালম ভাজা, ২৯। গোরু ও ঘাস্, ৩০। নিমফুলবাস্ ও নিমফুলঝাল, ৩১ ও চুণগোলা, ৩২। কাক ও কোকিল, ৩৩। পুরুষদিক্ সূর্য্যের জননী নহে, ৩৪। ঘোড়ে ঘোড়েরঘোড় সওয়ার, ৩৫। যখন যেদিকে বাতাস বয়, ৩৬। ছাড়া ছাদে ঘুড়ি উড়ান, ৩৭। আমাকে মারতে পারলে না, ৩৮। ডাকাতের ছুরি, ৩৯। 'তুমতি চুপ্, হামতি চুপ্', ৪০। পরা-নীতি, ৪১। কূপমণ্ডূক-ন্যায়, ৪২। কৈমুতিক-ন্যায়, ৪৩। গোময়পায়সীয়-ন্যায়, ৪৪। বক-বধনন্যায়, ৪৫। ককোদিগুড়-ন্যায়, ৪৬। আকাশে মুষ্টাঘাত-ন্যায়, ৪৭। মর্কট ন্যায় ও মার্জ্জার-ন্যায়, ৪৮। বৃশ্চিক-ভাণ্ডুলীয়ক-ন্যায়, ৪৯। অর্দ্ধ-কুক্কুটী-ন্যায় ও অর্দ্ধ-চরতী-ন্যায়, ৫০। লাঙ্গলবন্ধন-ন্যায়, ৫১। বকাণ্ড-প্রত্যাশা-ন্যায়, ৫২। গতানুগতিক-ন্যায়, ৫৩। গড্ডলিকা-প্রবাহ-ন্যায়, ৫৪। অন্ধ-পরম্পরা-ন্যায়, ৫৫। অন্ধগজ-ন্যায়, ৫৬। হেহয়ী-দীপ-ন্যায়, ৫৭। প্রস্তর ও মৃৎপিণ্ড-ন্যায়, ৫৮। অন্ধ ও পোপুচ্ছ-ন্যায়, ৫৯। কমল-পত্রশত-ভেদ-ন্যায়, ৬০। শতক গৃহমাগতম্, ৬১। ঘৃতে পতন্তি বর্ব্বরাঃ, ৬২। কদাপি কুপ্যাতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী, ৬৩। বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্, ৬৪। পশুনাং লগুড়ো যথা, ৬৫। একমপ্যক্ষরং যস্তোঽপরং প্রচারয়তে, ৬৬। তাতস্য কূপঃ, ৬৭। দিদিশাশুড়ীর ধামা-চাপা, ৬৮। দি-পু, কি-শু, ৬৯। গোপাল সিংহের বেগার, ৭০। যাহার ধনের নাহক, ৭১। 'যত ছিল নাড়ানুনে, ৭২। কুকুরের লেজ, ৭৩। 'ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাই না' ৭৪। দশচক্রে ভগবান্ ভূত, ৭৫। মুড়ি-মিছরির সমান দর, ৭৬। পাছে না উঠিতেই এক কাঁদি, ৭৭। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, ৭৮। ছেঁড়া-পাকা বোইম্, ৭৯। কুকর্ম্মীর কানাকাড়ি, ৮০। কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধন, ৮১। গোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া, ৮২। গুরুর উপর গুরুগিরি, ৮৩। নদী শুকা'লে পার হ'ব, ৮৪। জলে না নামিয়াই সাঁতার শিখিবার আশায়! ৮৫। ভূ-নৌকায় পা, ৮৬। কামারকে ইস্পাত বাঁকি, ৮৭। কর্ম্মকার ও কুম্ভ-কার। ৮৮। বোকা মালী ও বোকা পণ্ডিত। ৮৯। চাতে পাঁজি মঙ্গলবার, ৯০। মাকড় মারলে ধোকড় হয়, ৯১। কাণীর কাছে হিন্দুর পরব্ জিজ্ঞাসা, ৯২। চোরের মন পুঁই আগায়', ৯৩। 'হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার', ৯৪। উলট্ জলে মছলি চলে, বহি যায় গছয়াল' ৯৫। গোলা খা ডালা, ৯৬। হেলে ধরতে পারে না, কেলে ধরতে যাও, ৯৭। কেঁদে মামলা-জেতা, ৯৮। রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি, ৯৯। গাছেরও খা'ব, তলারও কুড়া'ব, ১০০। লোড় খোল, পা'বে আলো ১০১। নেড়া ক'বার বেল-তলায় যায়? ১০২। 'কেল কড়ি মাখ তেল', ১০৩। খট্টা-ভঙ্গে ভূমি-শয্যা, ১০৪। 'মাছের বাসা গাছের আগায়—' ১০৫। 'আমার ডংকমলে বামে হে'লে—' ১০৬। গৌরাঙ্গ ছাড়তে পারি ত' দাড়ি ছাড়তে পারি না, ১০৭। হজমিগুলি-সাজা, ১০৮। নরক গুলজার, ১০৯। শিক্ষককে অভক্তিয়া দেওয়া, ১১০। সো বট্ ল্, ১১১। সোণা, রূপা ও লোহার শিকল, ১১২। তিন ভাই।

শ্রীধাম-মায়াপুরে-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

আগামী ১০ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ শনিবার হইতে ত্রিদণ্ডত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব**-উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি সেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ১১ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় **শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার** সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য-স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
১৩ই পৌষ, ১৩৪৬ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১লা চৈত্র, ১৪ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুচরণের নির্দ্দেশানুসারে ও সংকীর্ত্তন সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া পরি-ক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, চেয়ারম্যান্ গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয় মিশন। শ্রীনিখিলানন্দ সান্যাল (এম্-এ)—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন)—১লা চৈত্র, ১৪ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, পরডাঙ্গা, পোরডাঙ্গা, দেবারচর, বেলপুকুর)—২রা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহর-ক্ষেত্র, রেপাড়া)। ৩রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, শনিবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—৪র্থ চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাপারস্থ কোল ও চর, চেয়ারির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—৫ই চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ, সোমবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—৬ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ, মঙ্গলবার

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—৭ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ, বুধবার (একাদশীর উপবাস)।

(৮) মোদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাহাপুর)—৮ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—৯ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ, শুক্রবার।

১০ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ শনিবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দ্বিসপ্তাহ শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ব্রহ্মদেশে—গত ১৩ ও ১৪ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভু ব্রহ্মদেশের ইয়েনিন সহর-নিবাসী মিঃ এস, সি, দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৫ই জানুয়ারী শ্রীশ্রীনিবাস ব্রহ্মচারীজী উক্ত সহরের হিন্দু-স্কুলে ছায়াচিত্রযোগে হিন্দী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর পক্ষ-দিবস-কাল- সেবকবৃন্দ স্থানীয় কতিপয় সজ্জনের বাস-ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় রেঙ্গুন সহরের বোটাটং নিবাসী পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাসভবনে রেঙ্গুন শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে তাঁহারা সমবেত কতিপয় ব্যক্তির পরিপ্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদান করেন।

অন্ধ্রদেশে—ওঁবিষ্ণুপাদ পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কলুর শ্রীরাধানন্দ-গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ ব্রহ্মগোপাল দাস ব্রহ্মচারীজী গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বৈরাগি পাল্টাপাড়ু গ্রামে মিঃ ভি, বাপীরাজু গারু মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বাপীরাজু গারু শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিশেষভাবে সহায়তা করিয়া থাকেন; তাঁহার সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়া।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে—গত ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সাপ্তাহিক অধিবেশন-উপলক্ষে এক বিরহমিশ্রিত সভার অধিবেশন হয়। মঠরক্ষোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "গুরুদাসের কর্ত্তব্য" বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। ভক্তিপথের যাত্রীর যে নানারূপ পরীক্ষা আসে, তাহা ভগবানের দয়ারূপে বরণ করাই যে বুদ্ধিমত্তা, তাহা কীর্ত্তন করেন। বৈষ্ণব যে শোক মোহের অতীত, তাহাও বর্ণিত হয়। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদ গীত হয়।

গত ১৩ই তারিখে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীমঠে প্রাতঃকাল হইতে বন্দনা, কীর্ত্তনাদি, ভোগরাগ, সন্ধ্যায় 'অমীয়াপ্রকাশ' ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ পঠিত হয়। সন্ধ্যার পরে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ প্রভু শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিপ্রলম্ভময় শ্রীগৌর-ভজনের আদর্শ ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের কৃপাতেই যে গৃহব্রত ধর্ম্ম-নাশ ও গৌর-গৃহে প্রবেশ লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি হয়। সন্ধ্যায় প্রবণ-সদনে উপদেশক শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর তত্ত্ব ও দয়ার কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সাম্বত শ্রাদ্ধ—গত ৩০শে মাঘ মঙ্গলবার গৌরপক্ষীয় তিথিতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-বাসরে ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ গৌরেন্দু-ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভুর পৌরোহিত্যে ও শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাহচর্য্যে শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মাশ্রিত ঢাকা পুরাপাপ্টন-নিবাসী শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ দাসাধিকারী (শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কান্তিময়ের বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ একাদশাহে হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ প্রভু শ্রাদ্ধোপলক্ষে মঠে একটী মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন। সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

গত সপ্তাহের 'গৌড়ীয়' ৪২৬ পৃঃ ২য় স্তম্ভে মুদ্রাকর-প্রমাদ-বশতঃ দুই স্থানে 'শান্তিময়' হইয়াছে। তথায় 'কান্তিময়' হইবে।

গত ৪ঠা ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ঢাকা শ্রীরাধাগোড়ীয়মঠে বৃহদ্বৈষ্ণব পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব মহামহোৎসব গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবতের চরিত্র আলোচনামুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সমাগত সজ্জন ও ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীধাম-মায়াপুরে গত ৫ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার আদর্শ গুরুগৌরাঙ্গসেবক শ্রীকর্ণধার দাস প্রভুর বিরহোৎসব তাঁহার সেবার আদর্শ-কীর্ত্তনমুখে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যমঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কর্ণধারত্ব উপলব্ধি এবং তাঁহার হাত ধরাই মানবজীবনের চরম ফল, ইহা শ্রীকর্ণধার দাস তাঁহার চরিত্রে প্রকাশ করিয়া তাঁহার নামের সার্থকতা বিধান করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে নিজেকে ডালি প্রদান করিয়া গুরু-গৌরাঙ্গসেবার যে আদর্শ প্রকট করিয়াছেন তাঁহার কীর্ত্তন-মুখে তাঁহার বিরহ-সংকীর্ত্তনোৎসব শ্রীল ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে সংকীর্ত্তন সহ শ্রীধামমায়াপুর পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইবার পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধবপ্রভু বক্তৃতামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ প্রভু কলিকাতা হইতে এই বিরহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধভক্তগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্যে গত ৬ই ফাল্গুন সোমবার 'জয়া' বা 'ভৈমী একাদশী'র উপবাস, ৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীবরাহ-দ্বাদশীব্রত এবং ৮ই ফাল্গুন বুধবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও জয়ন্তীর উপবাস অনুকূল হরিকথা কীর্ত্তনমুখে পালন করিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে চারিদিবসব্যাপী সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপাশক্তিসঞ্চারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালীন যাবতীয় শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান ও সেবা শুদ্ধভক্তগণ প্রবল উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিতেছেন।

আগামী ১৪ই ফাল্গুন মঙ্গলবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ষট্‌ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাবতিথি। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া তাঁহার আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে ও যাবতীয় শুদ্ধভক্তি প্রতিষ্ঠানে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিবেন।

মেদিনীপুরে—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্নস্থানে শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা সরিষাকুলের প্রচার সমাপনান্তে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবকসম্মিলনীতে ও বিভিন্নস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ভক্তবৃন্দের সমস্ত ভক্তবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের একান্ত আনুগত্যে থাকিয়া বিভিন্নপ্রকারে প্রচারকগণকে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহাদের ও স্থানীয় সজ্জনগণের উদ্যোগে ও আগ্রহাতিশয্যে ভক্তিশাস্ত্রী ১৮শে মাঘ রবিবার নওপা শ্রীতুলসীতলা-প্রাঙ্গণে 'ভক্তি ও মনোধর্ম্ম' বিষয়ে, ২১শে মাঘ সোমবার মাদপাড়া শ্রীতুলসীতলা প্রাঙ্গণে 'ভক্তি ও অভক্তি' বিষয়ে; ১লা ফাল্গুন বুধবার মানিকোড়া শ্রীতুলসীতলা-প্রাঙ্গণে 'ভাগবতধর্ম্ম' বিষয়ে তিন দিবস তিনটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন দলাধিকারী মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। প্রত্যহ সভায় স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন ও মহিলা উপস্থিত থাকিয়া আগ্রহ-সহকারে শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করেন। তাঁহাদের প্রচারে সেই সেই স্থলে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

দ্রষ্টব্য

'উপাখ্যানে উপদেশ' গ্রন্থে ১১৯টি উপাখ্যানের পরিবর্ত্তে ১২০টী উপাখ্যান মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ নির্ম্মিমান অবস্থায় গ্রন্থের সমালোচনা লিখিত হওয়ায় সমস্ত উপাখ্যানগুলির নাম ঠিকভাবে গৌড়ীয়ের ৫৫২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইতে পারে নাই। ৫০ সংখ্যায় 'পদ্মনীতি'র পরিবর্ত্তে 'চুচুও খাব টামাকও খাব' হইবে এবং ১০৮ সংখ্যা হইতে নিম্নক্রমে উপাখ্যানগুলি বসিবে।

১০৮। উত্তা হৈ গোবিন্দায় নমঃ ১০৯। গরুমেরে দুধা খান ১১০। উপরের দিকে থুথু ফেলা ১১১। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ ১১২। পরের সোণা দিও না কাণে ১১৩। চাচা আপন বাঁচা ১১৪। সোণার পাথর বাটী ১১৫। নরকগুলজার ১১৬। শিক্ষককে অন্ধ করিয়া দেওয়া, ১১৭। শো বটুল ১১৮। সোণা, রূপা ও লোহার শিকল ধরিত্র ও সলজ্জ ১২০। তিন ভাই।

সচিত্র উপাখ্যানে উপদেশ

গ্রন্থের মাত্র কতকটি চিত্র

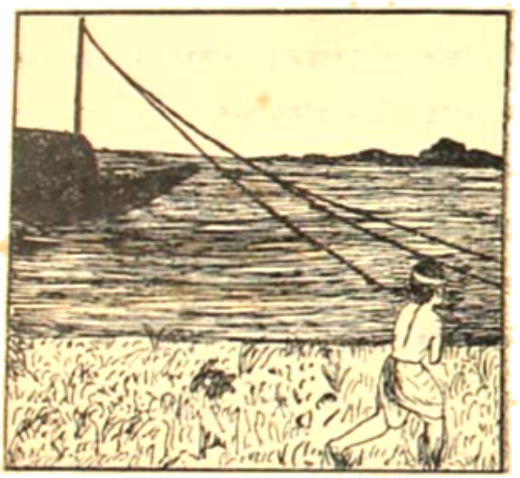

মাছির ঝগড়া

মধু ও নখ মৌমাছি

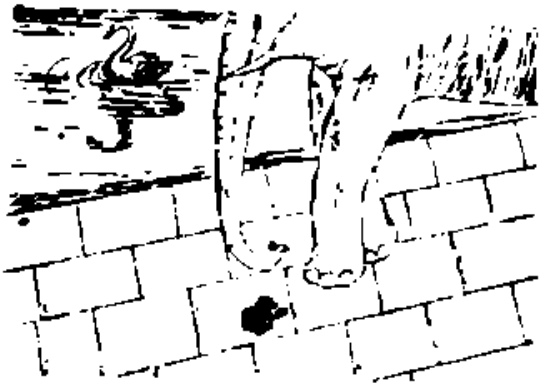

ব্যাঙের আধুলি

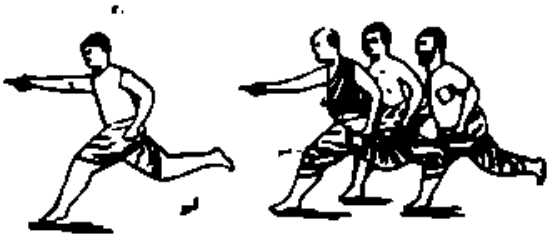

ঐ চোর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্তরাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৮৬ ; ২রা মার্চ্চ, ১৯৪০ | ৩১শ সংখ্যা।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধামমায়াপুর।

কাল—সন্ধ্যা, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ইং।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।

স্বয়ং (সোঽহং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম প্রণজীবের নিকট নিত্য মঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ এই যে, জীবগণ কেবল অমঙ্গলের মধ্যেই না থাকুক্, তাঁহারা নিত্য কল্যাণই লাভ করুক্। সেই নিত্য কল্যাণ-লাভের একমাত্র উপায়—শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মাশ্রয়। যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই স্বয়ংরূপের (ব্রজনবযুবদ্বয়ের) সেবা হয় সেই শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর সেবা করিতে হইবে,—শ্রীরূপানুগ বিচার শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীরূপের পদধূলি সম্বল করিলে ত্রিভুবনমোহন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বয়ং রূপের মাধুর্য্যসেবা লাভ করিতে পারা যায়। শ্রীরূপের নিত্য পাদপদ্মই ভজনীয়। অপ্রাকৃত শ্রীরূপপাদপদ্ম অনিত্য নহে। আগন্তুক রূপের দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—অনিত্য। মায়াবাদীর বিচারে—ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ নাই। অর্থাৎ ভগবান্ নাম-রূপ-গুণের নশ্বরতা দর্শন করিয়া মায়াবাদী পরমেশ্বর ও তদ্ভক্তের নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করে না,—ইহা তাহাদিগের মূর্খতা-মাত্র। বহির্জগতের দৃশ্য— প্রাকৃত ও অনিত্য। শ্রীরূপের রূপ কখনও অক্ষিগোলক-গ্রাহ্য নহেন। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়গুলি সকলই বহির্জগতের শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ গ্রহণ করিতেছে। জীব যে কাল পর্য্যন্ত বরণীয় বা ভজনীয় বস্তুর আনুগত্য না করে, সে কাল পর্য্যন্ত ভগবান্

তাঁহার দর্শনীয় হন না। যাহারা শ্রীরূপের অপ্রাকৃতত্ব অবগত নহে, তাহারা পূর্ণতম ডিগ্রাদো অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার রাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যিনি নিত্যরূপের কথা সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি চিদ্বৈচিত্র্যের প্রাহ্য রূপের কথা বলিয়াছেন, গৌড়ীয়গুরুর নিত্যপ্রভু সেই শ্রীরূপপ্রভু পরম দয়াল।

'স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্'। শ্রীরূপ-প্রভু কৃপাপূর্বক কখনও এরূপ সুযোগ দিবেন—যাহাতে আমরা অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট যাইতে পারিব। এমন দিন কবে আসিবে—যে-দিন শ্রীচৈতন্যের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া চেতনময়—সেবোন্মুখময় চক্ষুর দ্বারা তাঁহার দর্শন পাইব—স্বয়ং রূপের শ্রীপাদপদ্মের নিকটবর্তী স্থানে কখন আমি পৌঁছিতে পারিব? Now we are associating ourselves with phenomenal objects, but time will come when we shall have association under Sri Rupa Prabhu and we shall be able to hear the Transcendental Absolute Sounds and Objects. The phenomenal objects are liable to transformation but not the Transcendental. সেই দিন আমার কবে হইবে—যে দিন আমি অপ্রাকৃত জগতের সেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবে?

প্রাকৃত রূপে আবদ্ধ থাকিলে কখনও অপ্রাকৃত শ্রীরূপের পাদপদ্মের দর্শন-লাভ হয় না। যে কাল পর্য্যন্ত মনুষ্য অজ্ঞ থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত প্রাকৃত রূপ-রসাদি বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া অমঙ্গল বরণ করে। ভজনীয় বস্তুর ভজন করিলেই মঙ্গল হইবে, তখন আর ভোগপর দর্শন থাকিবে না। তাই আমাদের প্রার্থনা—

আকল্পানুরূপং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করি যে, আমি অন্য কিছুই চাই না; আমি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—কিছুই চাই না; আমি কেবল মাত্র শ্রীরূপ-পাদপদ্মেরই ধূলি হইতে চাই—শ্রীরূপ প্রভু যে-প্রকারে শ্রীভগবানের সেবা করিয়াছেন, আমি তাঁহার আনুগত্যে সেইরূপ ভাবেই শ্রীভগবানের সেবা করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে অভিধেয়-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারের দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বা কৃষ্ণ-ভজন-শ্রীল রূপপ্রভু পূর্ব্বে জানিতেন না। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু ভক্তি রস তত্ত্ব সমস্তই অবগত ছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় সেবার উপযোগ করিয়া তাঁহার নিকট সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে সঙ্গে লইয়া যমুনা পার হইয়া আড়াইল-গ্রামে শ্রীবল্লভভট্টের গৃহে শুভার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীবিঠ্ঠল নামে শ্রীবল্লভ ভট্টের দুই পুত্র ছিল। শ্রীবল্লভের মধ্যে তখনও কিছু প্রাকৃত অহঙ্কার ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু যমুনা পার হইবার কালে যমুনা-দর্শনে প্রেমবিহ্বল হইয়াও, বল্লভের বল্লভভট্টজীর সম্মুখে স্বীয় অপ্রাকৃত ভাব সংবরণ করিয়াছিলেন। পাছে শ্রীল মহাপ্রভু প্রেমে বিহ্বল হইয়া যমুনায় নিমজ্জিত হন, সেই জন্য বল্লভভট্ট শ্রীল মহাপ্রভুর সঙ্গিগণকে কথাবার্ত্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; বল্লভজীর অপ্রাকৃত ভাবের অভাব থাকায় শ্রীল মহাপ্রভু স্বীয় অপ্রাকৃত ভাব সংবরণ করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু যখন আড়াইল-গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন বল্লভাচার্য্যের স্থানের বর্ত্তমান কালের ন্যায় এত সমৃদ্ধি ছিল না।

* * *

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমায়াপুর ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এতদনুসারে অঙ্ক গণনা দ্বারা তাঁহার বল্লভগ্রাম ভবনে গমনের কাল নির্ণয় করুন।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে থাকা-কালে বল্লভ-ভট্টজী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভাগবত শুনাইতে গিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্য মনে মনে শ্রীনাম জপ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীনামের উচ্চকীর্ত্তনের কথা উপদেশ করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলাচার্য্য শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের পুত্রিষ্ট শ্রীগোপালকে ম্লেচ্ছাদির উৎপাতের ভয়ে গাঠোলী হইতে মথুরা-নগরীতে 'গাতঘরা'-নামক স্থানে আনয়ন করিয়া অর্চ্চন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী-প্রভু ব্রজবাসী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করিবার জন্য মথুরার 'গাতঘরায়' শ্রীবিঠ্ঠলাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া তথায় এক মাস কাল অবস্থানপূর্ব্বক উচ্চস্বরে

স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং, দেখা যায়—শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অনুসৃতই ছিলেন। শ্রীঅনিরুদ্ধপুর রাজ মহারাজের স্থাপিত ও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সেবিত শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধন হইতে গাঁঠোলী, গাঁঠোলী হইতে মথুরা; মথুরা হইতে 'মৌলি', এবং তথা হইতে পার্শ্বর্তী স্থান বর্ত্তমান শ্রীনাথদ্বারে (আজমীঢ় হইতে 'মাড়োয়ার' রেলপথ হইয়া কাঙ্করোলির পরের ষ্টেশন্ দেশীয় উদয়পুর রাজ্যের অধীন) অদ্যাপি সেবিত হইতেছেন। গৌড়ীয়গণের ঠাকুর ও শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সেবিত শ্রীগোপালদেব বর্ত্তমানে 'শ্রীনাথ'-নামে পূজিত ও বিখ্যাত হইয়াছেন। নাথদ্বারে শ্রীগোপালদেবের বা শ্রীনাথের মন্দির ও সেবার ব্যবস্থা—অতিশয় পারিপাট্যময়ী ও সমৃদ্ধিশালিনী। আমরা এক-সময় (ইং ১৯২৬ সালে, নভেম্বর মাসে) নাথদ্বার-দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। আমার সহিত কএকজন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ভক্তকে শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের নিমিত্ত মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন, কিন্তু গৈরিকবস্ত্র-পরিহিত কোন ব্যক্তিকে (শ্রীযুক্ত ভক্তিদয়িত বনকে) মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তাঁহাদের ভয় পাছে বৈরাগী গৌড়ীয় যতি-সন্ন্যাসী গৌড়ীয়-গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ঠাকুর শ্রীগোপালকে দাবী বা দখল করেন। নাথদ্বারে অতি বিপুলভাবে শ্রীগোপালের মহারাজোচিত সেবা হইতেছে—সেবার জন্য প্রতিমাসে একলক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয়। শ্রীনাথের সেবার জন্য ছেড় হাজার হুণ্ডবতী গাভী আছে। শ্রীমন্দির-রক্ষার জন্য তিন শত সৈনিক রহিয়াছে। নাথদ্বারে বহু ধর্ম্মশালা ও বৃহৎ গ্রন্থাগার আছে। তথাকার মহান্ত আমাদিগকে বিশেষ সম্মান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তথায় শ্রীবল্লভের বংশীয় সন্তানেরা স্বহস্তে শ্রীনাথের অর্চ্চন করেন। পরমার্থ-বিচারেও আন্ধ্রিগোস্বামীর মত তাঁহাদের বংশগত-মৌক্ত বিচারই প্রবল ও প্রধান হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্যের বাড়ী হইতে শ্রীরূপগোস্বামীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দর নৌকাযোগে যমুনার পরপারে প্রয়াগে আসিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে দশদিন শ্রীরূপকে সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব শিক্ষা বা উপদেশ দিয়াছিলেন। ভজনীয় বস্তুকে কিরূপে ভজন করা যায়, তাহা বলিতে গিয়া তিনি ভক্তির তিনটি অবস্থা বলিয়াছেন—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। প্রেমলাভ হইলে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব প্রভৃতি ক্রমোন্নতি হয়। পূর্ব্বে ভাবভক্তি পরে প্রেমভক্তি লাভ হয়। ভাবের ও প্রেমের লক্ষণ শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে এরূপ বর্ণিত আছে,—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥
সমস্তমমত্বধিত-ব্যাপ্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

সাধনভক্তির পরে ভাবের ঘন-অবস্থায় প্রেমার উদয় হয়। 'কৃষ্ণ আমার', 'আমি সেবা না করিলে কৃষ্ণের বড়ই কষ্ট হইবে,' এইরূপ ভাব পূর্ণরূপে বৃদ্ধি বা পাকতা পাইলে প্রেমা হয়। স্থায়িভাবের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই সামগ্রীচতুষ্টয়ের উদয় হয়। ভাবভক্তির লক্ষণ—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

সাধনভক্তি অতিক্রম করিলে ভাবোদয় হয়; তখন শ্রদ্ধা রতিরূপে পরিণত হয়। বিভাব দ্বিবিধ,—আলম্বন ও উদ্দীপন। বিষয় ও আশ্রয়ই আলম্বন; যাঁহাকে দেখিলে রসের উদ্দীপন হয়, তাহাই উদ্দীপন। অপ্রাকৃত চিন্ময়রস-রাজ্যে বিষয় একই, কিন্তু আশ্রয়—'বহু'র মধ্যে পঞ্চরসের আশ্রয়গণই প্রধান। সকল জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থান করে—সকল জীবের গতিই একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম। জীব মায়া-বদ্ধ হইয়া এই মায়িক জগতে বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও মনুষ্য ইত্যাদিরূপে বাহিরে মায়িক পোষাক লইয়া রহিয়াছে। অপ্রাকৃত রাজ্যে বিভিন্ন রসে এক একজন মুখ্য সেবক আছেন। অন্যান্য সেবকগণ সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়জাতীয় সেবকের কেহ স্বাংশ কেহ বা বিভাংশ। প্রত্যেক রসে মূল-আশ্রয়ের আনুগত্যে কায়ব্যূহ ও অসংখ্য সেবক আছেন। বৃন্দাবনে যথাক্রমে মূল আশ্রয়বিগ্রহ শান্তরসে—রক্তক ও পত্রকাদি; দাস্যরসে—সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, বলভদ্র (দাউজি) ও দেবপ্রস্থ; বাৎসল্যরসে—শ্রীনন্দ-যশোদা; মধুররসে—পঞ্চবিধ গোপীগণ, তন্মধ্যে সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা পরমশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা অষ্টসখী। তাঁহাদের অনুগত বহু সেবিকাও আছেন। সখীগণ পাঁচ প্রকার—(১) সখী (ধনিষ্ঠা, বৃন্দা ও

তুলসী প্রভৃতি), (২) নিত্যসখী (শ্রীরূপ, কস্তুরী ও মণি মঞ্জরী প্রভৃতি), (৩) প্রাণসখী (শশিমুখী, বাসন্তী প্রভৃতি), (৪) প্রিয়সখী (কমলা, মালতী, মাধুরীও মাধবী প্রভৃতি) এবং (৫) শ্রীমতীর অষ্টভাববৈচিত্র্যের অষ্টজন পরমশ্রেষ্ঠ প্রিয়নর্মসখী।

নৃত্য, গান, বিলুণ্ঠন ও গাত্রমোটায় ইত্যাদি অনুভাব বা উদ্ভাস্বর, অশ্রুকম্পপুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ও হর্ষদৈন্য ইত্যাদি ৩৩টী সঞ্চারক ভাবই ব্যভিচারী—ইহারা স্থায়ী থাকে না,—কখনও কখনও আসে ও যায় মাত্র। স্থায়ীভাবে বা রতি সব সামগ্রীর মিলনেই রসোৎপত্তি হয়—অর্থাৎ রতিই (উদাসঘন স্থায়িভাবই) রসের মূল। ঐটাই প্রেমের অঙ্কুর।

ভক্তির উদয়ের পূর্বে সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু প্রেমলাভের উপায় স্বরূপ আটটি সোপান বাঁধিয়া দিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধাততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামযং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

সাধনভক্তির পঞ্চের মধ্যে, পূর্বার্দ্ধে—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি—এই চারিটি, এবং পরার্দ্ধে—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবোদয়—এই চারিটি, সর্ব্বশুদ্ধ আটটি স্তর আছে। বদ্ধাবস্থায় সাধনভক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারে সাধিত হয়,—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

[শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সহায়ক ইন্দ্রিয়-দ্বারা সাধনীয়া ভক্তিকেই 'সাধন-ভক্তি' বলে; নিত্যসিদ্ধভাবের হৃদয়ে প্রকটনই সাধ্যতা যথা,—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ (দীক্ষা ও শ্রবণ), ভজন (নিরপরাধে নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন মূলে বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবা) নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবোদয় পর্য্যন্ত।]

এই জগতে মায়াবদ্ধ জীবগুলি পশুবিচারযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে—অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত আছে। কৃষ্ণপ্রেম পাইতে হইলে তাহাদিগের পক্ষে সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। সাধনের দ্বারাই অনর্থ নিবৃত্তি করিতে হইবে, ইহাই—ক্রমপথ। পরমেশ্বরের আনুগত্য-বিচার না থাকিলেই জীব পশুত্ব লাভ করে। যদিও originally (স্বরূপতঃ) জীবগণের ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই, তথাপি তাহাদের শক্তির লঘুতাপ্রযুক্ত, তাহারা মায়াচ্ছন্ন হইয়া সংসারে আলস্য-নিদ্রাদি চিন্তাযুক্ত। এইরূপ অনর্থযুক্ত অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। মনুষ্যজাতি অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার বিচারযুক্ত হইয়া মাৎসর্য্যদ্বারা চালিত এবং তৎফলে অত্যন্ত দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছে। অনর্থযুক্ত-অবস্থায় সংসারের দুঃখকষ্ট এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশাদি অত্যন্ত দুঃখজনক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অর্থলব্ধ প্রপন্ন ভক্তকবির বিচার এইরূপ নয়। তিনি বিচার করেন—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়ার্দ্রো
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি র্নির্ভরং বা নবাম্বু
স্তদপি কিল পয়োদস্যুচ্যতে চাতকেন॥

চাতক যেরূপ মেঘের জল ব্যতীত প্রাণান্তেও অন্য জল পান করে না, চাতক কেবল 'ফটিক জল', 'ফটিক জল' বলিয়া চীৎকার করে এবং মেঘ হইতে বারিপাত না হইয়া যদি বজ্রপাতও হয়, তাহা হইলেও চাতক যেমন একান্ত আশ্রয়-জ্ঞানে মেঘের দিকেই তাকাইয়া থাকে, অন্যদিকে তাকায় না, আমাদের চিত্তের অবস্থাও তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। আমরা কৃষ্ণের শরণাগত হইব এবং বলিব—হে দীনবন্ধো! তুমি দয়া করিয়া তোমার সেবা দিলে আমি তোমার সেবা পাইতে পারি। যদি তাহা না দাও, তবে হয় ভোগ, নয় ত্যাগ অবলম্বন করিয়া বজ্রপাতরূপ তোমার দণ্ডের আহ্বান (আমার দুষ্কৃতির ফল ভোগ) করিব। হে প্রভো! তুমি যদি দয়া না কর, তাহা হইলে আর কাঁহার কাছে যাইব? আর ত' আমার কেহ নাই! সেই জন্যই তোমার পাদপদ্মেই আশ্রয় করিলাম। "I surrender myself wholly and unconditionally to Your Lotus Feet. You are the sole Dispenser of justice. My terminus or goal is in Your Divine Holy Feet."

হা দেবি! কারুণ্যরসপ্রপূর্ণয়া দৃষ্ট্যা
যদ্যে নিপত্য ত্বয়ি দণ্ডবদ্দুষ্টার্তিঃ।
অত্র প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে! ত্বচ্চরণে শরণং বিধেহি॥

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু আমাকে প্রথম হইতে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই আমার নিরন্তর কীর্ত্তনীয় বিষয় হউক। শ্রীরূপশিক্ষায়-শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক', 'বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ' কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫১,১৫৪)

আদৌ শ্রদ্ধা। 'বহুধর্ম্ম আছে'—এরূপ বিশ্বাস বা যুক্তি-তর্কপথ ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রৌত কথায়ই শ্রদ্ধাই সর্ব্বপ্রথমে দরকার। ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত পৃথিবীতে যাহা ধর্ম্ম নামে চলিতেছে, সকলই ছলে পরিপূর্ণ অর্থাৎ কৈতব বা কপটতা।

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে, তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥

শ্রদ্ধা-শব্দে full confidence in the words of the Preceptor. We have got no reliance in the words of the so-called gurus or religious reformers or pretenders. জগতের সকল কথা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুর কথায়, শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুরের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। শ্রীবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অনর্থ দূর হইবে না। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন হয়ল প্রভু কেবা কোথা পায়॥

সাধু-গুরুর নিকটে গেলে অর্থাৎ সঙ্গ করিলেই পাপ-পুণ্য, উভয়ই দূর হইয়া যাইবে—শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে। We should have implicit reliance in Sri Gurudev in order to approach and serve the Absolute Person.

সাধু: সাধুসঙ্গ:—A Sadhu is he who will relieve me from all puzzling doubt. I do not want any worldly wrong knowledge. A Sadhu will give me the highest good. I should make friends with such a Vaishnava who is really wishing my highest good. We should be ever ready to give up all mundane connections to attain the highest benefit of Sadhusanga. If per-chance we meet a Sadhu or true devotee, then we shall be saved, relieved and shown the right path to reach our Goal. He will always supply and enrich us with transcendental knowledge and service.

আমি ভগবদ্ভক্তকে regulate করিব—ইহা নাস্তিকের বিচার—ইহাই গুর্ব্বজ্ঞা; ইহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। জগতের কোন ভাগতিক বিষয়ের গুরুর কোন কথা আমি শুনিব না; কিন্তু আমার উদ্ধারের জন্য বৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়াছেন যে শ্রীগুরুদেব, তাঁহারই কথা শুনিব। আমরা অণুচৈতন্য—বিভুচৈতন্যের পাদপদ্মের নিকট যাইব—আমরা প্রাকৃত মিথ্যা সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিত্য প্রভুর নিকট যাইব।

'অথ ভজনক্রিয়া'—যদিও গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে (নিজকে) ভগবান্ হইতে পৃথক্ ভেদাংশ বলেন, তথাপি তাঁহাকেই ভগবানের নিকট যাইবার উপায় ও একমাত্র নিত্যবান্ধব বলিয়া জানিব। আমাদের সমস্ত ভাগতিক চেষ্টা অপ্রাকৃত বস্তুর সন্ধানের জন্য নিযুক্ত হওয়া দরকার। আমরা যখন প্রকৃত সদ্গুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাই, তখন তাঁহার নিকট শুনিতে পাই—সকল প্রকার আশা ভরসা ছাড়িয়া ভগবানের ভজন কর। A true devotee has no words to speak or utter except for serving the Supreme Lord. আ—এখনও নির্জ্জন-ভজনের যোগ্যতা লাভ করে নাই; তাহার সে যোগ্যতা লাভ করিতে বহু কোটি জন্ম বাকী আছে। তাহার এখন যেমন গাছে জল দেওয়া ভাল। We must try to follow the school of Vaishnava Sarbabhauma Srila Jagannathdas Babaji, the only custodian of Radhakunda.

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ অনর্থযুক্ত কনিষ্ঠাধিকারীকে ২৪ ঘণ্টা হরিসেবার জন্য যেমন গাছে জল দেওয়া

প্রভৃতি কঠোর প্রয়াসাধ্য সেবা কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে ২৪ ঘণ্টা হরিভজন করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। 'আমি বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছি'—এইপ্রকার বিচারই আমাদের অধঃপাতের কারণ—সর্ব্বনাশের কারণ। নিজের account-এ অভ্রভেদী-উপলোদ্গমে বিঘ্ন কার্য্য করিতে গিয়াই বকা (বোকা) লোকগুলির যত নিদারুণ অসুবিধা হইতেছে। মনুষ্য-জাতির শ্রেষ্ঠ উপকার না করিলে হরিভজন হয় না। সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা ও সঙ্গ করিলে তবেই আমাদের মঙ্গল।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

(অতঃপর 'কৃপা কর বৈষ্ণবঠাকুর'—গীতিটি কীর্ত্তিত হয়)

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম

শ্রীশ্রীরাধামাধব-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম-নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া নদীয়াকে প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য সুমেধোগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে 'শ্রীনদীয়াপ্রকাশ নবদ্বীপ-সুধাকর' বলিয়া থাকেন। আবার শ্রীগৌরসুন্দরের যে-সকল নিজজন শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ও তাঁহার ঔদার্য্যময় গুপ্ত-ধামকে জগতে পুনঃ প্রকাশ ও প্রচার করেন, তাঁহারাও 'নদীয়াপ্রকাশ' নামে অভিহিত হন। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের প্রকাশ-বিগ্রহগণের মধ্যে গুপ্ত নদীয়ার পুনঃ প্রকাশকারী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত। এই কৃতর্কময় যুগে এরূপ কৃপা করিয়া আর কেহই পরম ঔদার্য্যময় গৌরধামকে বিতরণ করিবার জন্য এতটা প্রচেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই। এই গুপ্তধাম আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া জীবের মঙ্গলসাধন করিতে উদ্যত হওয়ায় তাঁহাকে বহির্মুখ লোকের কতপ্রকার হিংসা, গঞ্জনা, নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সেই নবদ্বীপধামের সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংস হয়॥
অন্য তীর্থে অপরাধী যতেক ভাজন।
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥
তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি' পাইল চৈতন্য-নিতাই॥

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ১ম অধ্যায়)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৮ম পরিচ্ছেদে—

"চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥"

—প্রভৃতি বাক্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই বলিয়া জানাইয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গৌরধামে অপরাধের বিচার নাই, এইরূপ বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার এই দুই ব্যাসের ঐ উক্তি পাঠ করিয়া কি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে শ্রীনবদ্বীপপ্রভুর নাম (?) লইয়া ও তাঁহার ধামে (?) বাস (?) করিয়া যে যতই অপরাধ করুক্ না কেন, উহার সর্ব্বদাই মার্জ্জন হইবে বা তথায় অপরাধের কোনও বিচার নাই?

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বর্ত্তমানে প্রাকৃতসহজিয়াগণের যে সকল আদর্শ ও চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই এই সকল গুরুবর্গের প্রচারিত সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। বস্তুতঃ তাহা কখনই হইতে পারে না। যাহারা মহাপ্রভুর নাম বা ধামবলে পাপ বা অপরাধে লিপ্ত হয়, তাহারা কখনই নাম বা ধামের কৃপা পাইতে পারে না। নাম ও ধামবলে পাপ ও অপরাধ-প্রবৃত্তি কখনও পাপ ও অপরাধের বিনাশক হইতে পারে না। উহা পাপ ও অপরাধের মাত্রাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

যিনি গৌরনাম ও গৌরধামের শরণাগত, যিনি নিষ্কপট-ভাবে গৌরসুন্দর ও গৌরধামের ভজন করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে নাম ও ধাম আকস্মিক কোন পাপ বা অপরাধের

বিচার করেন না। "চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার"—এই উক্তির পরেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার।"

যাহারা গৌরনিত্যানন্দকে ভজন না করে, তাহারা পাপ ও অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত কপটতা বা শ্রীগৌরসুন্দরের দোহাই দিয়া অপরাধের প্রশ্রয়দান গৌরভজন নহে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতিই তাঁহার ভজন। যে ব্যক্তি শরণাগত বা সেবোন্মুখ নহে তাহার গৌরনাম বা গৌরধাম-স্পর্শনই হয় না। ইহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—

চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময়-ধাম চিন্ময় সকল॥
জল-ভূমি বৃক্ষ আদি সকলি চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিত্রয়॥
স্বরূপ-শক্তির যেই সন্ধিনী-প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥
প্রভুলীলা-পীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্যশক্তির কার্য্যে প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাহে হয় অবিদ্যা-বিভ্রম॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার॥
নিত্যানন্দকৃপা যার প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ-ধাম সর্ব্বত্র চিন্ময়॥

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ২য় অধ্যায়)

যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীধাম চিন্ময়রূপে দর্শন হয়, সেই নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় অনায়াসে শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরনামের চরণে অপরাধ বিদূরিত হয়।

নবদ্বীপে শত শত অপরাধ করি'।
অনায়াসে নিতাই-কৃপায় যাই তরি'॥

(শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য ১ম অধ্যায়)

যদি শ্রীধামকে চিন্ময়রূপে দর্শন না হইল, তবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাও লাভ হয় নাই, চক্ষু হইতে অজ্ঞানতিমিরও বিদূরিত হয় নাই, জানিতে হইবে। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় "সংসারবাসনা" তুচ্ছ হয়, হৃদয় হইতে কপটতার অন্ধকার বিদূরিত হয়, পাপ ও অপরাধ বিনষ্ট হয়, হৃদয়ে শ্রীনাম ও শ্রীধামের কৃপায় স্ফূর্ত্তি হয়, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বা শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-প্রাপ্তি হয়। যদি এই সকল না হইল, তবে নিত্যানন্দের অকপট কৃপা হয় নাই, জানিতে হইবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপের কথা বর্ণন করিতে করিতে বলিয়াছেন,—

"সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব এ গৌড়মণ্ডল।
ভাগ্যবান্ জীব তাহা দেখে নিরমল॥
স্বরূপশক্তির ছায়া মায়া বলি যারে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজপ্রভাব বিস্তারে॥
বহির্ম্মুখ জীবচক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম-প্রভাব সবে না পায় দর্শন॥

(শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য ২য় অধ্যায়)

স্বরূপশক্তির ছায়া মায়াশক্তি যখন গৌরসুন্দরের আজ্ঞায় নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তখন ধামবাসের অভিনয় করিয়া শ্রীধামবাস হয় না, শ্রীধামের চরণে অপরাধই হইতে থাকে। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদের পত্রিকাদায় 'শ্রীধামসেবা' ও 'শ্রীধামভোগচেষ্টা' এই দুইটী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটী পত্রে শ্রীধামবাস ও শ্রীধামভোগের পার্থক্য সম্বন্ধে এইরূপ বিচার লিখিয়াছেন,—

"শ্রীধামে বাস করিয়া আমাদের ভজনোন্নতি হয়। **শ্রীধাম-ভোগিগণও শ্রীধামে বাস করিবার অভিনয় করেন।** তাঁহারা জড়পুত্র, কলত্র, কন্যা ও নপ্তৃ-প্রভৃতির সঙ্গসুখ পাইবার ইচ্ছায় এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ বংশে যাহাতে সুখভোগ বর্দ্ধন করিতে পারেন, তজ্জন্য ভগবান্ ও ভক্তগণের বিচারে দোষ দর্শন করেন। অবশ্য তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি—"শ্রীধামভোগ" ও "শ্রীধামবাস"—এই শব্দদ্বয়ের পার্থক্য

বুঝিতে পার। প্রভু, • প্রভু প্রমুখ শ্রীধাম-বাসী শ্রীমঠবাসী ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীধামভোগ ও শ্রীধামসেবার পার্থক্য শ্রীযুক্ত • বাবু প্রভৃতি ভক্তানুমুখ ব্যক্তিগণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন। আমি যত দীঘ্র পারি, তথায় গিয়া শ্রীঅবিদ্যাচরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীধামভোগ ও শ্রীধামসেবার কথা আলোচনা করিব। ঐ সভায় শ্রীযুত • •, শ্রীযুত শ্রীযুত • মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীধামভোগিসম্প্রদায় অবশ্যই জানেন যে, শ্রীধামবাসি-গণের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর-সেবাবিমুখ সাধারণ কর্ম্মকাণ্ডীর চিত্ত-বৃত্তির সহিত সমান নহে। **পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর (শ্রীধাম-বাসী) চিত্তবৃত্তিতে পরমার্থই জীবনের প্রয়োজন এবং ভোগ্য বা আশ্রিত জনগণের পরমার্থলাভের ব্যবস্থা করাই শ্রীধামবাসীর কর্ত্তব্য।** তাহা ভুলিয়া গিয়া পুরুষ অভক্তিপর চিত্তগত বিচার আনয়ন করিয়া **মঠবাসিগণের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দাবাদে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীচরণে অপরাধপুঞ্জ সংঘটিত হয়।**

আমরা যখন শ্রীধামে বাস করিতে আসি, তখন আমাদের হই যে, শ্রীধামে থাকিয়া আমরা নিজেরা ও আমাদের পরিজনবর্গ পরমার্থ-পথের পথিক হইব; অভক্তগণোচিত অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মে বিলীন হইবার বাসনা খর্ব্ব হইবে এবং ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিব। কিন্তু এমন স্থানে আসিবার অভিনয়ে মায়ার সংসারে পড়িয়া আবার পূর্ব্ব-চিত্তবৃত্তি প্রবল করাইলে ভক্তিরাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য অবসর-লাভ হইবে।

ভক্ত গৃহস্থের ছদ্মবেশ ও অভক্তের চিত্তবৃত্তি এক নহে। শ্রীধাম-বাসের অভিনেতৃগণ যদি দিব্যজ্ঞানলাভের পরিবর্ত্তে অন্যতা পোষণ করিয়া **শ্রীধামাপরাধে ব্রতী হন, তাহা হইলে শ্রীবাসের খাণ্ডড়ী, পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর দাস্যই বাড়িয়া যাইবে। ভক্তিলতা শুকাইয়া গিয়া কুঞ্জর-স্নানের ন্যায় বিফল হইয়া ভোগ্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় পরিণত হইবে।** সুতরাং শ্রীধাম-বাসের অভিনেতৃগণের ও তাঁহাদের অনুসরণকারিগণের পাদপদ্মে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্ব্বচিত্তবৃত্তির অমঙ্গল লইয়া শ্রীধামে বাস না করেন; কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের কুলিয়ার বৈষ্ণব-নিন্দকের সঙ্গই প্রার্থনীয় হইবে।

শ্রীধাম-ভোগের বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া বাহিরে শ্রীধামবাসের ছলনা বস্ত্র, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রয়াসী অভক্তগণেই শোভা পায়। শ্রীধামবাসের অভিনেতার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্থিত হইলে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণী তাদৃশ বিষয়ীর সঙ্গ হইতে শতসহস্র যোজন দূরে থাকিবে। কেন না, গৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ, হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।" আমরা এই শিক্ষা হইতে বিপথগামী হইতে পারিব না।

গৃহব্রতধর্ম্মের উৎস উত্তরোত্তর প্রবল করিবার যাহাদের প্রয়াস এবং বিষয়-বিষে যাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়া 'হরি হরি' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধামবাসিগণ কোন দিনই প্রার্থনা করেন না। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও কৃষ্ণসেবাধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদের চরণরেণুপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক মঠবাসীর বাঞ্ছা প্রবল হওয়াই আবশ্যক।"

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোন শঠ ও কপট ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করেন না। প্রলম্বাদির চিত্তবৃত্তি লইয়া যাহারা গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-ভোগের চেষ্টা করিয়া থাকে, বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তদাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণের প্রভাবে তাহারা শ্রীধামে নিত্যকাল অবস্থান করিতে পারে না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল-মাঝ, নবদ্বীপ তীর্থরাজ,
মায়াপুর গৌরজন্মস্থল।
তথায় চৈতন্যমঠ, নাহি বসে যথা শঠ,
গৌরধনে করিয়া সম্বল॥"

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমোৎসব পুনরায় আগতপ্রায়। শ্রীগৌরজন্মোৎসব ও পরিক্রমোৎসবের আগমনীসূচিত গান-মুখে শ্রীধামে 'শ্রীগৌর আমার' ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাবোৎসব, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবোৎসব তথা গুপ্ত শ্রীনবদ্বীপধাম আবিষ্কারক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সদোপাস্ত গুপ্ত শ্রীগৌরগৃহ-মহাযোগপীঠ-প্রদর্শক বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবোৎসব-সমূহও বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমৌলি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুচরণের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধামমায়াপুরে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীধামমায়াপুর নিত্যকালই যোগমায়াপুর—নিত্যানন্দপুর—প্রেমানন্দপুর। গৌরজনের আনুগত্যে এই সকল সংকীর্ত্তনোৎসবের সেবা করিতে কাহার না হৃদয় নাচিয়া উঠে? এই সময়ে অত্যন্ত দেহ-গেহাবামী, গৃহব্রত ব্যক্তিরও গৃহারামতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া গৌরজনানুগ বৈষ্ণববৃন্দের পদধূলিতে ও শ্রীধামের রঙ্গে বিলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে, কর্ণে তাঁহাদের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধাম পরিক্রমা করিবার আর্ত্তি ও উৎসাহ হৃদয়ে উদিত হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্ববাসীর প্রতি অনর্পিতচরী কৃপা বিস্তারপূর্ব্বক এই তর্কহত যুগে দেহদেহাসক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য ঔদার্য্যপরাকাষ্ঠাস্বরূপ গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামরূপ তিনটি বস্তু জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন, আর সেই তিন বস্তুর সেবা কিরূপে করিতে হয়, তাহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রকট করিয়াছেন—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। তাঁহারই আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে যিনি অনুসরণ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষবর গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য প্রভুচরণের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধামমায়াপুরের সমস্ত বৈভব ও সেবা উত্তরোত্তর উজ্জ্বল ও বর্দ্ধিত হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর কৃপা করিয়া শ্রীধামের সেবার যোগসূত্রটি অবিচ্ছিন্ন না রাখিলে জীবের যে কী দুর্দ্দশা হইত, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না।

কৃপায় শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুযায়ী শ্রীধামের যাবতীয় সেবা উত্তরোত্তর ঔজ্জ্বল্যে সহিত সম্পাদিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। শ্রীধামের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয়বিধ সেবাই সুষ্ঠুরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীধামবাসী নিষ্কপট সেবকবৃন্দ পরমোৎসাহের সহিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবোৎসব শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রেরণায় বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় গৌড়ীয়গণ হইতে সমস্ত ঘনঘটা বিদূরিত হইতেছে এবং আচার্য্যভাস্করের নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত দ্যুতি চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতেছে। এ বৎসর শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইতেছে। এখন হইতেই বহু সেবাপ্রাণ বৈষ্ণব, ভক্ত ও সজ্জন শ্রীধামের নানাপ্রকার সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। শ্রীধাম-যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শ্রীধামের পথ, ঘাট সংস্কৃত ও নূতনভাবে নির্ম্মিত হইতেছে। পরবিদ্যাপীঠ, ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্ প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে। 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ে'র প্রচার-বৃদ্ধি হইয়াছে। বহু নির্ম্মল আত্মা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করিয়া হরিভজনে অগ্রসর হইয়াছেন। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রসংখ্যা সমৃদ্ধা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'বৃত্তি' লাভ করিয়াছেন। এ বৎসর ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার জন্য অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যোগদান করিবার জন্য বহু সজ্জন এখন হইতেই উদ্‌যোগী হইয়াছেন এবং তজ্জন্য গৌড়ীয়কার্য্যালয়ে পত্রাদি প্রেরণ করিতেছেন। যাহাতে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় আমরা এই সুযোগ বরণ করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে সকলেরই আর্ত্তি জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

সজ্জন গৃহস্থগণকে বিশেষভাবে অমন্দোদয়দয়া বিতরণ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য দয়ানিধির শ্রীভক্তিবিনোদা দয়াশক্তি এই নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের সেই মনঃসঙ্কল্পকে বাস্তবতায় প্রকট করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সজ্জন গৃহস্থগণের জন্যই এই নবদ্বীপ পরিক্রমা বিশেষ কৃপায়। তাঁহারা এই পরিক্রমায় যোগদান করুন, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে পরিক্রমার সেবা করুন। গৌরগৃহ-পরিক্রমার সেবা করিলে আমাদের কর্ম্মফলস্বরূপ ভোগগৃহ পরিক্রমা বা যোনি-ভ্রমণের দুর্ব্বাসনা ও প্রবৃত্তির বীজ নির্ম্মূল হইবে। পরিক্রমার সেবা করিলে একাধারে গৌরধামের সেবা, গৌরজনগণের সেবা, গৌরজন শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সেবা, শ্রীনাম-শ্রেষ্ঠের সেবা, মন্ত্রের সেবা, শচীসুতের সেবা, শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-সনাতনাদি গৌরপার্ষদবৃন্দের সেবা, শ্রীমায়াপুরাদির উরুপুরী মথুরার সেবা, গোষ্ঠ-বাটিকার সেবা, শ্রীরাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সেবা ও শ্রীশ্রীরাধিকা-মাধবের সেবা হইবে। গৌরধামের সেবার জন্য যাঁহারা মাধুকরী ভিক্ষা করিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রজে মাধুকরী গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিবেন। গৌরমণ্ডলের সেবা অতিক্রম করিয়া ব্রজমণ্ডলের সেবা হয় না—ইহাই শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

"গৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রম-সম্পাদনের জন্য মাধুকরী ভিক্ষা করিলে শ্রীরাধামাধব-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজধামে মাধুকরী সেবার অধিকার দিবেন; নতুবা মর্কট বৈরাগী, পেট বৈরাগী, প্রাকৃত সহজিয়া বা শ্রীধামভোগী পাষণ্ড হইয়া পড়িতে হইবে। কলিহত জীবকে, গৃহারামী দেহারামীকে, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সম্প্রদায়ের ব্যক্তির দুষ্টাসক্তিকে ছেদন করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী অজ্ঞাত-সুকৃতি উৎপাদনের জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতী শ্রীধামপরিক্রমা ও তৎসেবায় মাধুকরী ভিক্ষা-দান-প্রথা জগতে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্য-দেব এই মাধুকরী ভিক্ষার কথাই শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের আচরিত ও প্রচারিত ভজনপদ বলিয়া পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় গৃহস্থ ব্যক্তিগণের যথেষ্ট অধিকার আছে। যেমন, শ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনে গৌরজনের আনুগত্যে সকলের অধিকার সেইরূপ শ্রীধামপরিক্রমায় গৌরজনের আনুগত্যে সকলের অধিকারের সৌভাগ্য শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী কৃপা করিয়া প্রদান করিয়াছেন। শুদ্ধ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে অনেক সময় প্রাকৃত লোকের রুচি দৃষ্ট হয় না; তাঁহারা কীর্ত্তন অপেক্ষা অর্চ্চনের কথা অধিকতর বুঝেন। যদিও সংকীর্ত্তনের মধ্যেই নববিধা ভক্তি বিরাজিতা তথাপি অল্প লোকের কীর্ত্তন অপেক্ষা অর্চ্চনেই রুচি অধিক। তাহাদিগের প্রতিও কৃপা বিস্তার করিবার জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতী সংকীর্ত্তনমুখে-শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমারূপ শ্রীগৌরধামার্চ্চন-পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্চ্চনে সকলের অধিকার নাই; কিন্তু শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার সেবায় গৌরজনের আনুগত্যে সকলেরই অধিকার শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী প্রদান করিয়াছেন; তবে আচার্য্যের আনুগত্যহীন পরিক্রমার ছলনা শ্রীধামপরিক্রমা নহে, তাহা পাষণ্ডতা। তাই আমরা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সকলকে এই শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় যোগদান ও ইহার সর্ব্বতোমুখী সেবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা পাক্ষিক 'শ্রীগৌড়ীয়'
প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরূপানুগবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

ষট্‌ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথিতে শ্রীব্যাসপূজাবাসরে

"বিজ্ঞপ্তি-প্রসূনাঞ্জলি"

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

জয় জয় প্রভুপাদ, অভিন্ন নিতাইচাঁদ,
শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী।
পরমহংস শিরোমণি, মূর্ত্তিমতী গৌরবাণী
দীন হীন অগতির গতি ॥

জয় জয় গুরুবর, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-মূর্ত্তিধর,
শ্রীরাধার প্রিয়তম জন।
তুমি ত' করুণাসিন্ধু, পতিতজনার বন্ধু,
বন্দি তব যুগলচরণ ॥

কৃষ্ণবিমুখতা-দোষে, বন্দী হ'য়ে মায়াপাশে,
বহু যোনি করিয়া ভ্রমণ।
অনেক দুঃখের পরে, ভবসিন্ধু তরিবারে,
লয়েছিনু তোমার শরণ ॥

কিন্তু ওহে দয়াময়, তোমার চরণদ্বয়,
নিষ্কপটে না ভজিনু কভু।
শত শত অপরাধ, করিয়াছি আমি নাথ,
তবু তুমি মোর নিত্য প্রভু ॥

প্রতিষ্ঠা চণ্ডালী আর, অনর্থাদি দুর্নিবার,
কাম, ক্রোধ-আদি দোষ যত।
কুটীনাটী কপটতা, বিষয়বাসনা তথা,
এ হৃদয়ে স্ফুরিছে সতত ॥

অন্য অভিলাষ যত, পরমার্থ যাহে হত,
সেই সব অনর্থ আমারে।
কৃষ্ণকার্য্য-দাস্য হরি,' মায়ার নফর করি,'
রাখিয়াছে ভব-কারাগারে ॥

হেন পাপী দুরাচার, কেহ ভবে নাহি আর,
মো-সম পাতকী কেহ নাই।
তোমা সম কৃপসিন্ধু, কেহ নাই দীনবন্ধু,
তাই তব কৃপা মাত্র চাই ॥

অজ্ঞ, মূর্খ, অভাজন, গতিহীন দুষ্টজন,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
আজি তব শ্রীচরণে, কাঁদে এই অকিঞ্চনে,
হ'য়ে তব সেবা-অভিলাষী ॥

তব পদ পাসরিয়া, জড় সুখে মত্ত হৈয়া,
অপরাধ কৈনু অগণন।
এবে দোষ বিচারিয়া, যথাযোগ্য দণ্ড দিয়া,
নিজ দাসে করহ শোধন ॥

ব্রজ-ভজনের কালে, ব্রজের অসুরকুলে,
নানা বিঘ্ন করে উৎপাদন।
কিন্তু কৃষ্ণ সযতনে, বধিয়া অসুরগণে,
নিজ জনে করেন রক্ষণ ॥

(গুরুদেব!) শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি, শিক্ষা দিতে ভক্ত প্রতি,
যে সকল পরীক্ষা তোমার।
সে সব পরীক্ষা-কালে, যেন তব কৃপা-বলে,
উত্তরিতে পারি এ সংসার ॥

ভবদীয় নিতান্ত অযোগ্য ভৃত্যাভাস
শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী

বহু প্রাচীনকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক বেদজ্ঞ ঋষি ছিলেন। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন। একদিন মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য জানাইলেন যে, তিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর জন্য ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে চাহেন। ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! এই ধনধান্যপূর্ণা বসুন্ধরা যদি আমার হয়, তাহা হইলে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"না, ইহার দ্বারা তুমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে না। তবে ধনসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ লৌকিক সুখভোগে যাপিত হয়, তোমার জীবনও সেইরূপ সুখভোগে অতিবাহিত করিতে পারিবে; কিন্তু বিত্তের দ্বারা অমৃত-লাভের কোন আশা নাই জানিবে।"

মৈত্রেয়ী বলিলেন,—"যে ধন বা ধনসাধ্য কর্মের দ্বারা আমি অমৃত লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? অতএব হে ভগবন্! আপনি যাহা অমৃতের সাধন বলিয়া জানেন তাহাই আমাকে বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দের সহিত মৈত্রেয়ীকে বলিলেন,—"মৈত্রেয়ি! তুমি আমার প্রিয়া ছিলে, বর্তমানেও তুমি আমার চিত্তের অনুকূল প্রিয়বাক্যই বলিতেছ। তুমি আমার নিকট উপবেশন কর। আমি তোমার নিকট আত্মতত্ত্বের কথা কীর্তন করিতেছি; খুব মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া আমার কথাগুলি শুনিও। মৈত্রেয়ি! পতির প্রয়োজনের জন্য কোন পত্নী পতির প্রিয়া হন না; কিন্তু নিজের সুখের জন্য পতির প্রিয়া হইয়া থাকেন। এইরূপ পত্নীর প্রয়োজনের জন্য পত্নী কখনও পতির প্রিয়া হন না। কিন্তু নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই পত্নী পতির প্রিয়া হইয়া থাকেন। পিতা যে পুত্রকে ভালবাসেন, তাহা পুত্রের সুখের জন্য নহে, আত্মসুখের জন্যই তাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন। এইরূপ ধনের প্রয়োজন-সিদ্ধি হউক বা ধনের সুখ হউক, এজন্য লোকে ধনকে ভালবাসে না; কিন্তু নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই ধন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সুখের জন্য লোকে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করেন না, নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাজার প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত রাজা প্রজার প্রিয় হন না; কিন্তু স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই রাজা প্রজার প্রিয় হইয়া থাকেন। স্বর্গের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য লোকে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করে না; কিন্তু নিজের সুখভোগের জন্যই স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। দেবতাগণের প্রীতির জন্য লোকে দেবতাগণকে ভক্তি করেন না; কিন্তু নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই দেবতাগণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। প্রাণিগণের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রাণিগণ লোকের প্রিয় হন না; কিন্তু স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্যই প্রাণিগণ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। পুত্র-লাভের জন্য গাভীকে যত্ন করিলে গাভীর প্রতি প্রীতি প্রদর্শিত হয় না, উহা নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মাতা স্নেহভরে সন্তানকে যখন চুম্বন করে, তখন সন্তান ক্রন্দন করিলেও সে তাহাতে বিরত হয় না, কেন না, মাতা নিজের সুখের জন্যই ঐরূপ করিয়া থাকে, সন্তানের সুখের জন্য নহে। হে মৈত্রেয়ি! অধিক কি বলিব? লোকে স্ব-স্ব প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই সমস্ত কার্য করিয়া থাকে। অতএব পতি, পুত্র বা ধনাদির প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল কপটতা। সেই কপটতা পরিত্যাগ করিয়া যিনি সকলের নিত্য প্রিয় বস্তু, একমাত্র তাঁহার প্রীতির জন্য তাঁহার আরাধনা কর। তাঁহাকেই দর্শন কর, তাঁহারই কথা শ্রবণ কর, তাঁহারই কথা মনন কর, তাঁহাকেই ধ্যান কর। তাঁহাকে জানিলে সমস্তই জানা হইবে, তাঁহাকেই ভালবাসিলে সকলকেই ভালবাসা হইবে।

তর্কবাগীশের বক্তব্য-সমাপ্তি

ফাল্গুন মাসের (১৩৪৬) 'ভারতবর্ষ' পত্রে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ছয় বারে তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, এবার আর তাঁহার "বক্তব্যে"র পশ্চাতে 'ক্রমশঃ' শব্দটি মুদ্রিত হয় নাই। আমরাও এবার শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক অনুকীর্তন করিয়া অপ্রাকৃত অচিন্ত্য বস্তুর সম্বন্ধে তর্কবাগীশ মহাশয়ের তর্ক-প্রচেষ্টার প্রতিবাদের 'শান্তি'পাঠ করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের সেই শ্লোকটী এই—

অন্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥

(ভাঃ ৪।২৯।৩৪)

বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধিদ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি জানিতে পারেন না।

'বাগীশ' বা 'বাচস্পতি' একই পর্য্যায়ের শব্দ। অতর্কবাগীশ বা তর্কবাচস্পতিগণ শুষ্ক-বৈকুণ্ঠের আনুগত্য করেন না বলিয়া তাঁহারা তপস্যা, বিদ্যা, এমন কি—সমাধি প্রভৃতির দ্বারাও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে দেখিয়াও দেখিতে পারেন না। অতএব তর্কবাগীশ মহাশয় যে শ্রীচৈতন্যদেবের নিজজন শ্রীল কবিকর্ণপুর, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসগণের বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। ইহার সমাধান শ্রীমদ্ভাগবতই করিয়াছেন। ঈশোপনিষদেও বলিয়াছেন,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্ব্বিশেষজ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের যে যুক্তির ধারণা, তাহা চরমে জীবকে নির্ব্বিশেষবাদে পৌঁছাইয়া দেয়। সুতরাং উহা ভক্তি নহে—'অভক্তি'।

তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার বক্তব্যে গ্রাম্যসাহিত্যিকের বিরুদ্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন বা তাঁহার যে সকল ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য কোন প্রতিবাদ করিতেছি না; কারণ গ্রাম্য সাহিত্যে বা পাণ্ডিত্যে তর্কবাগীশ মহাশয়ের যথেষ্ট অধিকার থাকিতে পারে এবং সেই সকল প্রাকৃত পণ্ডিত বা সাহিত্যিকগণের তিনি নিয়ামক গুরু বা ভ্রম-প্রদর্শক হইতে পারেন। কিন্তু—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

যে-সকল ভাব অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত হয় না। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে,—উহা প্রকৃতির অতীত।

ব্যাসের ভ্রম প্রদর্শন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইলে তাঁহাকে আদর করা যাইবে না এবং ব্যাসের ভ্রম-প্রদর্শনের শক্তিও পৃথিবীর কোন তর্কবাগীশের নাই। তর্কবাগীশ মহাশয় শ্রীচৈতন্যকে মানেন, অথচ শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসগণকে মানেন না, যদি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই যুক্তি 'অন্ধপরম্পরা ন্যায়ে' প্রতিষ্ঠিত। আমরা সে-স্থলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাক্যের অনুকীর্তন করিয়া বলিব,—

একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অন্ধকূটী-ন্যায়" তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা, দোঁহা না মানিয়া হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি,—এই মত ভণ্ড॥

(চৈঃ চঃ আ ৫।১৭৮-১৭৭)

—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রচার-প্রসঙ্গ

কাশীতে—কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ তথাকার বিভিন্ন স্থানে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বিপুলভাবে গৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা গত ফেব্রুয়ারী অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্তভাবে শরণাগত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরে কীর্ত্তন করেন।

এতদ্ব্যতীত উক্ত সেবকগণ বেনারসের চিফ্‌জাষ্টিস্ জনাব মিঃ কে, এন্, ওয়ানচু আই-সি-এস্, (K. N. Wanchoo) ও বেনারস হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ কে, পি, মালকানি মহোদয়দ্বয়ের নিকট গৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিষয় ও বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

রেঙ্গুনে—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ রেঙ্গুন সহরের বোটাটং-নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের বাসভবনে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-তিথি শ্রীপঞ্চমী দিবসে উক্ত সেবকবৃন্দ রেঙ্গুনের কামায়ুট নামক স্থানে শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সভায় উপস্থিত থাকিয়া সরস্বতীপূজার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে হরিকথা শ্রবণ করেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গ পাঠ এবং সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীশ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর প্রসঙ্গ পাঠ ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

উড়িষ্যায়—গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণানুগত্যে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ উড়িষ্যা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কিছুদিন যাবৎ পরমোৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

শ্রীপাদ ব্রহ্মানিধি ব্রহ্মচারীজী পাকলিয়া গ্রাম-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাসাধিকারী ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত কালিন্দীপ্রসাদ রাউত মহাশয়দ্বয়ের ভবনে গত ২রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উভয় দিন পাঠমুখে ব্রহ্মচারীজী সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত সজ্জনসমক্ষে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।" "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে" প্রভৃতি আচার্য্যবাণী অবলম্বনে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব তিথি দিবসে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারীজী পতিত-পাবনশিরোমণি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকম্পায় উড়িৎ গ্রাম-নিবাসী বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত পদ্ম লোচন দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে দিগ্বিজয়ীর প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি শ্রীসরস্বতী পূজার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীব্যাসপূজোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় ভক্তিভক্তি-প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টিতমবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছে। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীগুরুপরম্পরা কীর্ত্তনের পর শ্রীমন্দির পরিক্রম করা হয়। শ্রীব্যাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজাপীঠে

ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ব্যাসপূজার পূর্ব্বলীলা-স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিহিত সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংস্থাপিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপীঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ভক্তগণ অঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীসমাধিপ্রাঙ্গনে একটী বৈষ্ণবসভার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ' ব্যাসপূজা সংখ্যা হইতে শ্রীব্যাসপূজার উপায়ন-প্রবন্ধসমূহ এবং বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি', কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীব্যাসপূজাসভার পৌরোহিত্য করেন। শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিতূল প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে "শ্রীশ্রীব্যাসপূজার সার্থকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীধামে একটী বিরাট্ সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব হয় ও সমাগত বহু সজ্জন ও ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি-পূজা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান্ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের অধিনায়কত্বে অহোরাত্র হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সারস্বত-শ্রবণসদনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলেখ্যের সম্মুখে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে গুরুপরম্পরা-কীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী, বক্তৃতাবলী, প্রবন্ধাবলী, পত্রাবলী ও 'সরস্বতী-সংলাপ' গ্রন্থ সমূহের পারায়ণ এবং শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সারস্বত-শ্রবণসদনে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে একটী সজ্জন-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এই ব্যাসপূজার উপায়নরূপে স্বরচিত 'শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর' গ্রন্থটি পাঠ করেন। শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ এবং নবপ্রকাশিত 'উপাখ্যানে উপদেশ' নামক গ্রন্থ হইতে কোন কোন অংশ পাঠ করা হয়। বিভিন্ন বক্তৃগণ শ্রীল প্রভুপাদের পূজা-সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ভাবোদ্দীপনময়ী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে—শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের গ্রন্থাবলী, উপদেশাবলীর পারায়ণ ও সমস্ত দিবসব্যাপী গুরুপরম্পরা ও মহাজনপদ-সংকীর্ত্তন মুখে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলেখ্যের সম্মুখে ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-মুখে অঞ্জলি প্রদান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর একটি বিরাট্ সজ্জন-সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ রাগতীর্থ প্রমুখ বক্তৃগণ "শ্রীশ্রীব্যাসপূজা" সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক বলেন,—শ্রীব্যাসদেব যেরূপ বেদান্তদর্শন রচনা করিয়া পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, সেইরূপ মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বা সাত্বত পুরাণ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া লৌকিক ও বাস্তব উপাখ্যানের মধ্য দিয়া অতি সহজ ভাষায় সাধারণের মঙ্গলের জন্য পরমার্থ তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদও শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসরূপে যেরূপ সাধারণের দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রবন্ধাদি রচনা বা হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন তদ্রূপ লৌকিক ও বাস্তব উপাখ্যানের মধ্যদিয়াও অনেক মঙ্গলময় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সাধারণকে বুঝাইবার জন্য লৌকিক উপাখ্যানের মধ্যদিয়া যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই এ বৎসর শ্রীব্যাসপূজার উপায়নরূপে "উপাখ্যানে শ্রীলপ্রভুপাদের উপদেশ" প্রকাশিত হইয়াছে।

বক্তৃতার পর শ্রীগুরুমহিমা-সংকীর্ত্তন ও সমবেত ব্যক্তি-সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত ভক্তগণ ও বহু সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভুর অক্লান্তভাবে সেবা-চেষ্টাফলে মহোৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজ-বিরচিত

শ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টিসম্বৎসর-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজ-বিরচিত ইংরাজী ভাষায় 'শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর' গ্রন্থ লিখে প্রকাশ করিয়া আমরা কৃতকৃতার্থ হইলাম। এই গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষেপচরিতামৃত অতীব লালিত্যপূর্ণ প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বিষয়-অবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে –

১। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভবিষ্যবাণী ; ২। সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব নিত্যসিদ্ধ প্রতিভা ও আদিলীলাসমূহ ; ৩। তাঁহার ভক্তিময় চরিত্র ; ৪। বীর্য্যবান্ প্রচারকরূপে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ; ৫। শ্রীগুরুদেবাভিন্ন-বিগ্রহরূপে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ; ৬। শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ; ৭। সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ-প্রতিষ্ঠা ; ৮। পঞ্চরাত্র ও শ্রীভাগবতের সমন্বয়কারী ; ৯। শ্রীমূর্ত্তিপূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রচারকারী ; ১০। বাস্তব পারমার্থিক জীবনের নিয়ামক ; ১১। শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজকরূপে সমগ্র ভারতব্যাপী প্রচার ; ১২। তাঁহার দিব্যিপর ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা ; ১৩। শ্রীগৌরলীলাঙ্কিত স্থানে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠপ্রতিষ্ঠা ; ১৪। বৈদিক গুপ্ত শ্রৌত সাহিত্যের উদ্ধার ; ১৫। পারমার্থিক সত্যের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা ; ১৬। পারমার্থিক সংশিক্ষা প্রদর্শনীর প্রদর্শক ; ১৭। প্রেম-ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতার শিক্ষাদাতা ; ১৮। চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদের মস্তকে লগুড়াঘাতকারী ; ১৯। বৈষম্যবর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপক ; ২০। বুদ্ধি ও বিজ্ঞানকে শ্রীগৌরসেবায় বাহনরূপে নিয়োগ ; ২১। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনযজ্ঞে জীবন আহুতি প্রদানকারী ; ২২। অভিধর্ত্তা প্রেমধর্ম্মবিস্তারের অপ্রাকৃত দূত ; ২৩। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ ; ২৪। অপ্রাকৃত শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাতা ; ২৫। সত্যানুসন্ধিৎসুর প্রকৃত পথপ্রদর্শক।

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকারের বিজ্ঞপ্তি এবং শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অভিভাষণ, সম্পাদিত সাময়িক পত্র, সম্পাদিত গ্রন্থ ও প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ভক্তিসঙ্ঘারাম ও প্রতিষ্ঠানের নামসমূহ প্রতিষ্ঠার সন ও তারিখের সহিত পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায় এই গ্রন্থটী পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত এবং বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের চরিত্র সংক্ষেপে অবগত হইতে পারিবেন। মাদ্রাজের সুবিখ্যাত থম্‌সন্ ষ্ট্যাণ্ড্ কোম্পানী লিমিটেড্ নামক মুদ্রাযন্ত্রালয় হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। মুখপত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একটী আলেখ্য সংযুক্ত হইয়াছে। পুস্তকটী ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী সাইজে এন্টিক্ কাগজে মুদ্রিত। গ্রন্থ প্রাপ্তির স্থান—শ্রীশচীনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

মুদ্রাকর-প্রমাদ।

গৌড়ীয় ১৮শ বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা ৪০৩ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিতে "শুদ্ধভক্তি-যাজনকারী কনিষ্ঠাধিকারী" স্থানে "মিশ্রভক্তি-যাজনকারী কনিষ্ঠাধিকারী" হইবে ; ৪০৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে পাদটীকার "যথা বিধ" স্থানে "যথা বিধ" হইবে।

এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, কনিষ্ঠাধিকারী কখনও শুদ্ধভক্তি-যাজনকারী নহেন, পরন্তু মিশ্রভক্তি-যাজনকারী। কনিষ্ঠাধিকারী বা প্রাকৃত ভক্তকে 'শুদ্ধভক্ত' বলা যাইবে না। লিপিকরের পাণ্ডুলিপি বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ মুদ্রাকর-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে।

'গৌড়ীয়' ১৮শ বর্ষ, ২৯-৩০শ সংখ্যা, ৪৫৬ পৃষ্ঠার ১ম পংক্তিতে 'নির্ম্মিয়মান' স্থলে 'নির্ম্মীয়মাণ' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাদ্ভিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪৬ : ৯ই মার্চ্চ, ১৯৪০ | ৩২শ সংখ্যা

শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহ-স্মৃতি-সংকীর্ত্তনোৎসব

অদ্য গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশানুসারে ও তাঁহার সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গ, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব, তৎপরে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণ ও জয় কীর্ত্তন-পূর্ব্বক অকপট-বিরহোদ্দীপ্ত-চিত্তে এবং তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবার যোগ্যতা লাভের নির্ব্যলীক প্রার্থনামুখে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহোৎসব সম্পন্ন করিবেন। আমরা আচার্য্যানুগ সকল শুদ্ধ বৈষ্ণবের পশ্চাতে থাকিয়া গুরুবর্গের জয়গান করিতেছি।

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামিচরণ কী জয় !!

জয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ কী জয় !!

জয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয় !!

জয় শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট রঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীদাস রঘুনাথ

ষড়্‌গোস্বামি-প্রভু কী জয় !!

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাসাদি

শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ কী জয় !!

জয় শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের নিত্য-সংকীর্ত্তন-রাসলীলা-প্রবিষ্ট

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু কী জয় !!

সেবাবীর মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু

সেবাবীর ও শরণাগতের আদর্শ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠ নিজ-জন নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ষষ্টিতমবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি-পূজার পরদিবস ১৪ই ফাল্গুন (১৩৪৬), ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪০) বুধবার রাত্রি প্রায় ৩টা ১৫ মিনিটের সময় গৌড়ীয়-মিশনের সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণমহারাজ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-কুটীরের সংলগ্ন নিজ-ভজন-গৃহে শ্রীগৌড়ীয়-মঠবাসী শুদ্ধ ভক্তগণের সংকীর্ত্তন-ধ্বনির মধ্যে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত-শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের নিজ-জন শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভু বিশ্বে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-সুধা বিতরণ করিয়া সম্পত্তির শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাসস্থলীতে শ্রীগৌর-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্নিধানে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে শরণাগতির আদর্শ, সর্ব্বস্বের দ্বারা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা, অকপট তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব, সত্যসংগ্রামে অদৃষ্টপূর্ব্ব বীরত্ব, ধীরত্ব ও স্থিরত্ব তাঁহার চরিত্রে বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিল। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ও বৈষ্ণবের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে কেবল গ্রন্থাদিতে পাঠ বা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু শ্রীল

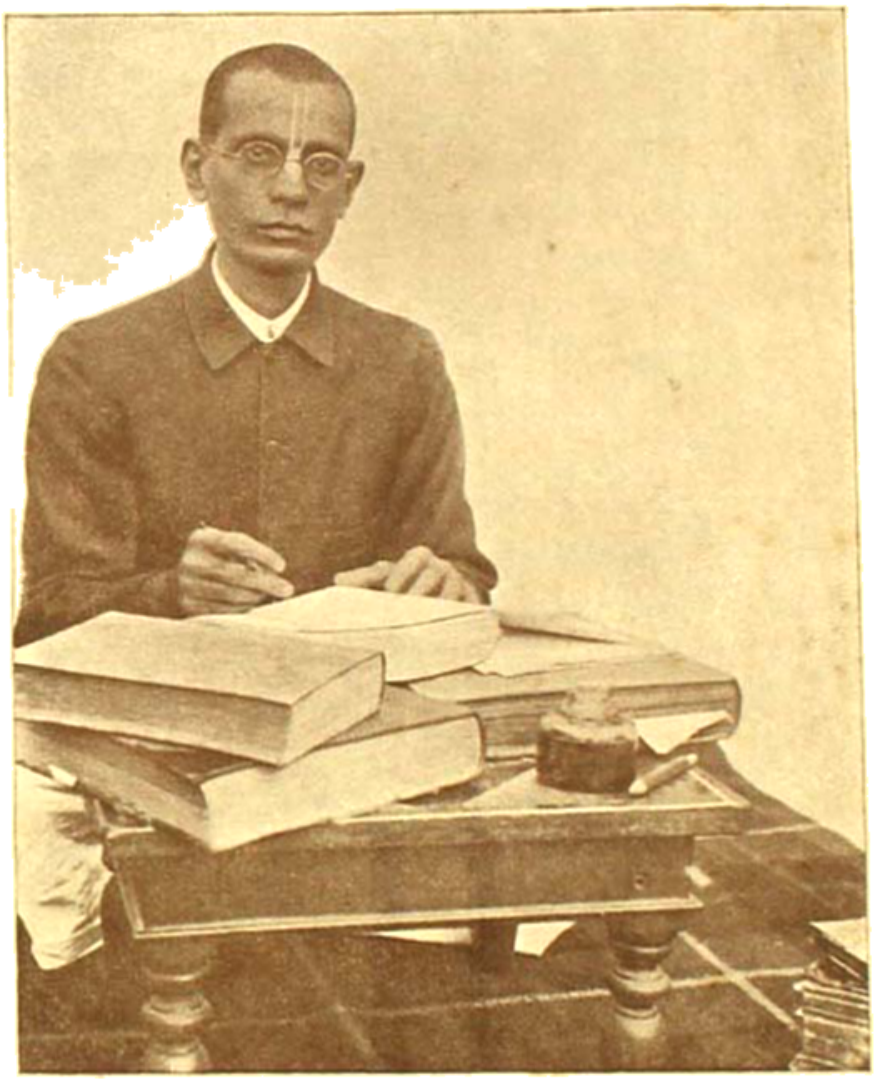

শ্রীশ্রীলীলা-প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ

ভক্তিসুধাকর ভক্ত

ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে তাহা অনন্তভাবে প্রত্যক্ষ করিবার বিষয় হইয়াছিল। শ্রীল ভক্তিসুধাকর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সত্যাগতির রীতি-সমূহ স্বীয় ভজনময় চরিত্রে প্রকট করিয়াছিলেন। "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া ব'সেছি তোমার ঘরে। তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে॥" "মানস দেহ-গেহ যো কিছু মোর। অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥"—পদসমূহ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে অনন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান ছিল। তিনি যাহা প্রচার করিতেন, তাহা পূর্ণমাত্রায় স্বীয় আচরণে প্রদর্শন করিতেন।

প্রকৃত ত্রিদণ্ডিগোস্বামী

তিনি গৃহস্থের পোষাকে প্রকৃত মঠবাসী ও কায়মনোবাক্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগকারী যথার্থ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই মহাত্মার সম্বন্ধে শত শতবার বলিয়াছেন—"শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুই বাস্তব ত্রিদণ্ডী"। ১৯৩২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ চাকায় একটি বক্তৃতায় প্রকৃত-ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর লক্ষণ-সম্বন্ধে এরূপ অভিভাষণে বলিয়াছেন—"জাগতিক বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা প্রভৃতি সাধুত্বের লক্ষণ নহে। পিপীলিকা বলিতেছে—'হাতী অনেক খাইয়া ফেলে, আমি অত খাই না, সামান্য খাই।' তাহা হইলে হাতী অপেক্ষা পিপীলিকাই বড় সাধু হইয়া পড়িল! কিন্তু হাতী অমনস্কপক্ষকে কুরুকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যায়, আর পিপীলিকা হয় ত' সেই কুরুকে কামড়াইয়া দেয়। হাতীটা বেশী খাইয়াও কুরুকে বহিয়া আনিল, কুরুসেবা করিল, আর পিপীলিকা কম খাইয়াও কুরুকে হয় ত' কামড়াইয়া দিল। আমরা অনেক সময় সন্ন্যাসী (?) হইয়া ধাতু-পাত্রাদির ব্যবহার পরিত্যাগ করিলাম, গাছতলায় থাকিলাম, কিন্তু গাছতলায় থাকিয়া পাঁজা খাইতে শিখিলাম। এইরূপ পাঁজা খাওয়ার অত সন্ন্যাসী না হইয়া ঘরে থাকিলে ভাল সন্ন্যাসী হওয়া যাইত। 'ত্রিদণ্ডমূপজীবন্তি'—ভোজন ভাল চলে বলিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভিক্ষুকের আশ্রম লইয়া যদি নিজের তহবিলে সঞ্চয় করি, তবে ত্রিদণ্ডের উপজীবিকা হইয়া পড়িল। প্রফেসর বাবু (অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু) • • টাকা মাহিনা পান, তিনি সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের সেবায় দিয়েছেন, আর আমরা এক পয়সারও লোক নহি; তিনি ত্রিদণ্ডী,—না আমরা ত্রিদণ্ডী?"

—গৌড়ীয়, ১১শ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা

অধ্যাপকরূপে

কটক রেভেন্সা কলেজের বৃথাভাবে ইতিহাসের, গৌণ ও সাময়িকভাবে অর্থ-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য্যকালে প্রত্যেক সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ, পূজাবকাশ ও যে-কোনও অবকাশে শ্রীল প্রভুপাদ যে-স্থানে অবস্থান করিতেন, তথায় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু চলিয়া আসিতেন। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত নিজের জন্য কোনওপ্রকার কার্য্যে মুহূর্ত্তকাল সময়ের নিয়োগকেও তিনি 'সময়ের অপব্যবহার' বলিতেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট তিনি বহুবার নিবেদন জানাইয়াছিলেন যে, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ প্রভুপাদের সেবা প্রার্থনা করেন। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—"আপনি আপনার চাকুরীর সমস্ত অর্থই যখন হরিকীর্ত্তন-প্রচার ও বৈষ্ণব-সেবায় প্রদান করিতেছেন এবং বাকী সময় Harmonist (ইংরাজী সাময়িক পত্রের) এর প্রবন্ধ ও নানা প্রকার গ্রন্থ রচনা এবং মিশনের সর্ব্ববিধ সেবা-কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, তখন আপনার চাকুরীর দ্বারা হরিসেবাই হইতেছে।" তথাপি তিনি অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদকে বলিতেন—"আমি মনকে ঠকাইয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের নামে বিষয় ভোগ করিতেছি কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"আপনি সমর্পিতাত্মা, আপনার কোনও অসুবিধা হইবে না।" এইরূপ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি কলেজের অধ্যাপকের কাজ করিতেন এবং মাহিনার সমস্ত অর্থ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রদান করিতেন। কলেজের পরে তিনি কটক-সচ্চিদানন্দ-মঠে চলিয়া যাইতেন এবং অবশিষ্ট সকল সময় মঠেই অবস্থান করিতেন। প্রত্যেক গৃহস্থ ভক্তকে তিনি নিজের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মঠ-সেবায় সমস্ত সময় নিয়োগ করিতে বলিতেন। গৃহস্থ ভক্তগণ অন্ততঃ রাত্রিকালে মঠে অবস্থান করিয়া সারা-রাত্র ব্যাপী শ্রীহরিনামের ভজনে মঠের সেবা করুন—ইহাই ছিল তাঁহার নিজ-আদর্শের দ্বারা গৃহস্থাভিমানী ভক্তগণের নিকট প্রচার্য্য বিষয়। গৃহী রামতা

বা দেহাত্মবুদ্ধি—যাহা গৃহব্রত ব্যক্তিগণের নিত্যসঙ্গী, তাহা শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে কেহ কোনও দিনও বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য করেন নাই।

সত্যসার মহাপুরুষ

তিনি ব্রহ্মচর্য্যে ভঙ্গ সঞ্চয় নিবেদন, কুবাক্যবাণ-সহনে মৃত্যু হইতেও অধিক সহিষ্ণু, কুসঙ্গত্যাগ ও শুদ্ধ-বৈষ্ণব বিরুদ্ধ মতবাদ-দলনে সিংহশাবকের ন্যায় তেজীয়ান্ ছিলেন। তিনি সত্য-সত্যই মহাপুরুষ-নিষেবিত শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শ শিষ্য ও সুযোগ্য পুত্র। তিনি ছিলেন সারগ্রাহী বৈষ্ণব, সত্যসার, সত্যসঙ্গ, ধীর, ধীর, সর্ব্বস্বসমর্পিতাত্মা আদর্শ-শিষ্য ও বিশ্বস্ত গুরুদাস। শ্রীবজ্রাঙ্গজীর ন্যায় তাঁহার সেবা-সঙ্কল্প ছিল মেরুর ন্যায় সুদৃঢ়; বিষুণ-মোহিনী মায়ার কোন বিক্রম তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও তাঁহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি ছিলেন শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য কুরেশের ন্যায় গুরুসেবৈকনিষ্ঠ। লক্ষ্মণের ন্যায় তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় জীবন পণ করিয়াছিলেন।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় 'অসম্ভব' বলিয়া কোনও কথা তিনি তাঁহার নিজ-জীবনে বা অপরের আদেশের মধ্যে সহ্য করিতে পারিতেন না। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম-ফলে তাঁহার যখন শিরঃপীড়া-হইত, তখন তিনি বলিতেন—"দেখি, মাথা-ব্যথা আমাকে কতটা হরিসেবায় বিঘ্ন দান করিতে পারে!" এই বলিয়া তিনি তখন আরও অধিকতরভাবে মস্তিষ্কপরিচালনা ও উচ্চৈঃস্বরে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিতেন। তিনি অতি সামান্য উপকরণের দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন; অথচ এইরূপ সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তিনি অত্যধিক মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতেন। তাঁহার দেহের প্রতি কোনপ্রকার দৃষ্টি নাই দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় সেবকগণকে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিতেন। কিন্তু তিনি কোনও সেবকের নিকট হইতে কোনও সেবা গ্রহণ করিতেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া বাক্যবেগ জয় করিয়াছিলেন; অনুক্ষণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার চিন্তা করিয়া মনের বেগ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিয়া ক্রোধের বেগ, গুরু-বৈষ্ণবের গুণগাথা-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সদ্য সদ্য সেবন করিয়া জিহ্বা-বেগ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎস-বেগ ছিল না, তিনি উপস্থবেগজয়ী প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন।

সর্ব্বস্বের দ্বারা হরিসেবা

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্য—এই চারিটি বস্তুর যে-কোনও একটি থাকিলে পৃথিবীর লোক ব্যক্তিকে ধন্য জ্ঞান করে। কিন্তু এই চারিটিই শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুতে যুগপৎ অবস্থিত ছিল। তিনি এই চারিটির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকেই তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগ করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র-পরিজন ও সকলেই সর্ব্বতোভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকুন, চিরদিন ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল। ইহাদের প্রতি তাঁহার কোন-প্রকার জাগতিক আত্মীয়বুদ্ধি ছিল না। ইহাদিগকে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবদাসরূপেই তিনি সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিতেন। তাঁহার অপ্রকটের কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (যিনি অধুনা শ্রীপাদ অচিন্ত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী নামে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচিত) তিনি নিম্নলিখিত পত্র দুইখানি লিখিয়াছিলেন। এই পত্র-দুইখানি হইতেই জানা যাইবে যে, পুত্র বা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কোনওপ্রকার জাগতিক বিচার বা ভোগবুদ্ধি থাকিলে এইরূপ বিচার আসিতে পারে না।

(১)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
কলিকাতা
২৮।১০।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,—

অচিন্ত্যগোবিন্দ প্রভো, তোমার ২৭।১০ তারিখের কৃপা-লিপি পাইয়া সুখী হইলাম।

সেইসঙ্গে ভক্তিশেখর প্রভুর ও-প্রকখানি পত্র পাইলাম। কটক হইতে বহরমপুর চলিয়া যাওয়ায় তোমার অভাবে কটকে 'পরমার্থী'র সেবা-কার্য্যের অনেক অসুবিধা হইতেছে, ইহা শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রভু জানাইতেছেন। তুমি ও শ্রীভক্তিশেখর প্রভু পত্রিকা ও গ্রন্থগুলির প্রচার ও সম্পাদনের জন্য সর্ব্বতো-

ভাবে চেষ্টা করিবে,—ইহাই প্রার্থনা। পরমার্থীর প্রবন্ধ-গৌরব যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা আবশ্যক। প্রচারের জন্য পত্রিকা, ইহা স্মরণ রাখিলে প্রবন্ধাদি রচনা ও নির্ব্বাচন উত্তম হইবে। প্রচার না করিলে আচরণ সম্ভব হইবে না অর্থাৎ কীর্ত্তনমুখে সেবা-চেষ্টা ও সম্পাদন সম্ভব, তৎপূর্ব্বে আত্মনিবেদন।

দাসাধম

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

(২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতা

১৪।১২।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

অচিন্ত্যগোবিন্দ প্রভো, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। বিভিন্ন স্থানে শাখা না করিয়া নিজে আচরণ করত নিষ্কপট-ব্রাহ্মণ হইয়া নিষ্কপটে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিলে ব্যতিরেকভাবে বহু ভাগ্যবান্ জীবের গুরুবাণী শ্রবণের সুযোগ ও গুরুপাদপদ্ম-বরণের সৌভাগ্য হয়।

তুমি মঠ করিবার চেষ্টা না করিয়া জীবন্ত মঠ করিতে চেষ্টা কর। কোন একটি প্রাণীকে যদি গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে পার, তবে জীবন্ত মঠ করা হইল। উহাই প্রভুপাদের আদেশ এবং ইহার জন্য আমরা গ্যালন গ্যালন রক্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত থাকিলে আমাদের হরিসেবা হইবে। সুতরাং তুমি কায়মনোবাক্যে ঐ কার্য্যে যত্নবান্ হইবে। শ্রীযুক্ত ● ● মহাশয়ের নিষ্কপট হরিকথা-শ্রবণে আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব তাঁহার অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। তুমি তাঁহাকেই গুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ করাইয়া জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট আদর্শ দেখাইবে এবং তিনি যাহাতে উহা শ্রবণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারেন, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিবে। কেবল হরিকথা বলিলে হইবে না শ্রোতা উহা গ্রহণ করিতেছেন কি না,—সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

তুমি আমার দণ্ডবৎ জানিবে।

দাসাভাস

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

লৌকিক পরিচয়

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ১২৯১ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলার কোড়কদী গ্রামের বানরাণী বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-জমিদার-বংশে আবির্ভূত হন। প্রায় সাত বৎসর বয়সে তিনি বহরমপুরের মিশনারী স্কুলে ভর্ত্তি হন ও তৎপর কৃষ্ণনাথ-কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ঐ স্কুল হইতে তিনি ১৫৲ টাকা বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রত্যেক পরীক্ষায়ই তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। হাজারিবাগ কলেজে বি-এ পড়িলেও বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাঁহাকে ভাল ছাত্র বলিয়া নিজের কলেজে আনাইয়া পরীক্ষা দেওয়ান। তিনি ইতিহাসে এম্-এ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বহরমপুর-কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপরে হাজারিবাগ ও ভাগলপুর কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া কটক-রেভেন্সা-কলেজে আসেন।

স্বতঃপ্রদর্শক গুরু-দর্শন-লাভ

কটকে অবস্থান-কালেই তাঁহার ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রৌঢ়বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ হয়। ইহার পরে গ্রীষ্মাবকাশে তিনি কলিকাতায় আসিয়া ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডস্থ তদানীন্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তদানীন্তন মোড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কসে বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সহিত তাঁহার এক সপ্তাহ আলোচনা হয়। তিনি পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত আধ্যক্ষিকগণের যাবতীয় যুক্তি লইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্বন্ধে যে-সকল মত প্রকাশ করেন, শ্রীল আচার্য্যদেব তাহা সুযুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন করেন এবং ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন জীবের মঙ্গলের কোন উপায় নাই, ইহা বুঝাইয়াছেন। সপ্তম দিবসের বিচারের পর রাত্রিকালে অধ্যাপক, সান্ন্যাল মহোদয় স্বপ্নযোগে দেখিতে পান যে, এক ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়

করিবার জন্য বলিতেছেন এবং সেই পথে চলিলে তাঁহার নিত্যমঙ্গল হইবে, জানাইতেছেন। এই সন্ন্যাসি-প্রবরের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমূর্ত্তি হইতে ভিন্ন ছিল না; কেবলমাত্র তখন শ্রীল আচার্য্যদেব বাহিরে ব্রহ্মচারীর বেষে ছিলেন, আর অধ্যাপক মহোদয় যে শ্রীমূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাস-বেষধারী ছিলেন। অধ্যাপক মহোদয় স্বপ্ন-ভঙ্গে এই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট বলিলেন যে, তিনি যাঁহার সহিত সাতদিন যাবৎ বিচার করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষেরই শ্রীমূর্ত্তি সন্ন্যাসি-বেষে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহারই কথায় তাঁহার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। পরবর্ত্তিকালে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিলে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার ১৫ বৎসর পূর্ব্বের স্বপ্নের বহস্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের কথায় তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ইংরাজী ১৯২৪ সালে গ্রীষ্মকালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তখন হইতেই শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়-বিগ্রহ-রূপে দর্শন করিয়া আসিতেছেন। দীক্ষার পরে তাঁহার চিত্তরাজ্যে এক পারমার্থিক-বিপ্লব উপস্থিত হয়। তিনি এক নূতন-রূপে সকলের নিকট প্রতিভাত হন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি কটকে যাইয়া আত্মীয়-স্বজনকে বলিতে থাকেন—"এখানেই যে বৈকুণ্ঠ আছে, হায়, হায়, তাহার অনুসন্ধান এতদিন কেন করি নাই?" তিনি বাড়ীতে আসিয়া সহধর্ম্মিণীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন কোন উগ্র ভোজ্য-দ্রব্য দেওয়া না হয়। উত্তম ভোজ্যাদি প্রস্তুত করিয়া তিনি মঠে দিবার জন্য বলিতেন এবং তাহা দেওয়া হইলে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি তাঁহার গৃহে একদিন মঠের বৈষ্ণবগণকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর উপহাস ও বিদ্রূপ সহ্য করিয়াও যখন বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলেন, তখন ভক্তিসুধাকর প্রভু সহধর্ম্মিণীকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। যখনই তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিতেন, তখন নানাপ্রকার বিচিত্র সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের জন্য লইয়া আসিতেন।

অসীম সৎসাহসী

তাঁহার এতই সৎসাহস ছিল যে, তিনি উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও বৈষ্ণব-বেষ-ধারণ ও চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকালে কৌরাদি বর্জ্জন করিয়াই কলেজে অধ্যাপনাদি করিতেন এবং অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের নিকট শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার এই প্রকার নির্ভীকতা ও সত্যনিষ্ঠা-দর্শনে অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা-লাভ

তিনি পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন; কেবল তাহাই নহে, তিনি ইতিহাস ও দর্শন-শাস্ত্রে এরূপ প্রামাণিক অধ্যাপক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন যে, এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি 'ডক্টরেট্' পরীক্ষার পরীক্ষকরূপেও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, বার্লিন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ পঠিত ও প্রচারিত হইয়া সমাদর লাভ করিয়াছে। গৌড়ীয়-মিশনের কতিপয় প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর লিখিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যদেশে প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক

তিনি নিজ ঐকান্তিক সেবা ও নিষ্কপটতা দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয় নিজ-জন-রূপে গৃহীত হন। তিনি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত বিশ্রম্ভের সহিত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিয়াছেন।

হার্ম্মনিষ্টের সেবা

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুকে তাঁহার সম্পাদিত হারমনিষ্ট (Harmonist) পত্র সম্পাদনের যাবতীয় সেবা-ভার সমর্পণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ভক্তি-বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা হইতে "ভক্তিসুধাকর" এবং শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা হইতে "মহামন্ত্রোপদেশক" গৌরাব্দাদ প্রদান করেন। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিষদ্পীঠ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত "ভক্তিশাস্ত্রী" ও "সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য" পরীক্ষায়

ক্তিবেদ সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ৪৪ব গৌরাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৩) শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা হইতে তিনি যে সৌভাশীর্ব্বাদ-পত্র প্রাপ্ত হন, নিম্নে তাহার প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল—

শ্রীশ্রীরাধাপুরহরৌ বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

হরিসেবা-পরনিষ্ঠাভরৈশ্বর্য্যাকৃতশ্রিয়াম্।
উপদিশন্তমাচার্য্যৈর্যজামজবঃ সদা ॥ ১ ॥
গুরৌ সমর্পিতাত্মানং বৈষ্ণবাসক্তমানসম্।
সুমৃদুচরিতং শুদ্ধা সুধাকরকরাদপি ॥ ২ ॥
সারল্যৌদার্য্যসত্যানুরাগিত্বাদি-গুণান্বিতম্।
সিদ্ধান্তনিপুণং বিষ্ণুশাস্ত্রেষু পরিনিষ্ঠিতম্ ॥৩॥
পাশ্চাত্য-ভাষয়ানন্ত গৌরবাণী-সুপুস্তকম্।
পায়য়ন্তং পাশ্চাত্যান্ হরিভক্তি-সুধারসম্ ॥ ৪ ॥
শ্রীনারায়ণদাসাখ্যং ভক্তিসুধাকরং বুধম্।
সংপ্রাপ্য সোদ্ভবাং খ্যাতির্মঠগ্রামোপদেশকঃ ॥ ৫ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটে-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীধামপুর-ধামস্থে পূর্ণো যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥
বেদেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে ফল্গুনাহ্বয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৭ ॥

সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

ষষ্ঠীদেবী পদক

শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র নারীজগতের শিক্ষার জন্য শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর মাতা-ঠাকুরাণী পরলোকগতা ষষ্ঠীসুন্দরী দেবীর নামে পারমার্থিক-প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় মহিলাগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে পুরস্কার দিবার জন্য 'ষষ্ঠীদেবীপদক" * উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"ভারতীয় সভ্যতায় নারীগণের মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণ আছে। সেই নারীগণের হরিভজনে নরগণের ন্যায় পূর্ণ যোগ্যতা আছে, ইহা দেখাইবার জন্যই মহামহেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী, আচার্য্য-কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী আত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ভজনশীলাগণ নারীকুলের প্রাপ্যাধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা নারী-গৌরব—যাহা 'অন্যতন্ত্রতা' নামে কথিত, তাহাকেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আর্ষবীয় মনুর উক্তিতে "নাস্তি স্ত্রীণাং স্বতন্ত্রতা" বাক্যের সঙ্গে-সঙ্গে বিগতভোগ ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস-সাদৃচর্য্যরূপা ভক্তির কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে। আশ্রয়জাতীয় স্বাধীনতা-সম্বন্ধাশ্রয়ের নিত্য আশ্রয় বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। কেহ যেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে 'বহুতৎপুরুষ' সমাসযুক্ত করিয়া আশ্রয়জাতীয়-মাত্র বলিয়া জ্ঞান না করেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 'কর্ম্মধারয়' সমাসের বিষয়ীভূত বাস্তব-বস্তুরূপে শ্রীস্বরূপ-রূপ-প্রমুখ ভগবদ্দ্বিতীয়-স্বরূপগণ যাদৃশ পতিভাবময় জগজ্জীবের হৃদয়ে আলোক বিস্তার করিয়াছেন। নারীজগতের আদর্শস্থানিয়া মাধবী মাহিতী দেবী আপনাকে কিরূপ পরমহংসাবতারের অর্দ্ধাঙ্গ-বিজ্ঞাপিনী গোপ-সহধর্ম্মিণী, গোপী-সহধর্ম্মিণী দেখাইয়াছেন, তাহা সমগ্র নারী-জাতির আলোচ্য। শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী কিরূপভাবে শ্রীঅচ্যুতানন্দের ও শ্রীগদাধর-ভক্ত-সম্প্রদায়ের পূজ্যা, তাহা নারীকুল সহজ-বিচারে বুঝিতে পারিবেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার আদর্শ-লীলা ভক্তিবিরোধী পরম পাষণ্ডগণের নরকগামিনী ধারণা কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পরম সমর্থা, তাহা নারীকুল স্বীয় স্বতন্ত্রতা (বৈশিষ্ট্য) সংরক্ষণ করিয়া নির্জ্জন-গৃহেই আনিতে পারিবেন। বিষ্ণু-প্রিয়া-বিদ্বেষী অজ্ঞকুলের বিষ্ণুপ্রিয়াকে শ্রীগৌর-মহামহেশ্বরী হইতে পৃথক্ করিবার দুর্ব্বাসনা অথবা তাঁহার প্রতিযোগিনী হইবার চরহঙ্কারিণী হইয়া আত্ম-প্রতীতির সালঙ্কারাবেশ যে দোষাবহ, ইহাও বুঝিতে পারিবেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর তাঁহার পরলোকগতা মাতৃদেবীর প্রকৃষ্ট শ্রাদ্ধে জননী-জাতির আত্মবোধাবলম্বিগণের সংশিক্ষা-প্রদর্শনের জন্য প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত জননী-পূজা করিয়াছেন। ধন্য সেই রত্নগর্ভা জননী—যাঁহার তনয় শ্রীভক্তিসুধাকর।"

(গৌড়ীয় ১০।৩১)

'নিখুঁত বৈষ্ণব'

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অসংখ্যবার বলিতে শুনিয়াছি যে, শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর কোন 'খুঁৎ' নাই, তিনি 'নিখুঁত বৈষ্ণব'। এইজন্য কাহাকেও, এমন কি, সন্ন্যাসিগণকেও পর্য্যন্ত শাসন করিতে হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর

* 'ষষ্ঠী-প্রতিযোগিতা'র বিবরণ—'গৌড়ীয়' ১০ম বর্ষ ৫১শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর নাম দিয়া 'হার্মনিষ্ট' (Harmonist), 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। 'গৌড়ীয়' ১৩শ বর্ষ ৪১শ ও ৪২শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আলেখ্য', ৮ম ও ১ম বর্ষে প্রকাশিত 'কুতর্কবোধক প্রাকার', 'ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ' প্রভৃতি প্রবন্ধ তাহার প্রমাণ। শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অকপট শরণাপন্ন ছিলেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক ব্যাসপূজায় শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভুর রচিত "Sree Vyasa Puja Homage" সর্ব্বাপেক্ষা আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সেই-সকল সাহিত্য ইংরাজী ভাষায় বাস্তবিকই একটি বিশেষ পারমার্থিক সম্পদ।

অপ্রাকৃত সাহিত্যিক

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর লেখনীর দ্বারা দিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের শরণাগতি, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে তিনি "**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**" নামক একটি বিরাট্ গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম খণ্ড মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ইহা নিতান্ত তর্কপ্রিয় আধ্যক্ষিক দেশ ও জাতির মধ্যেও আন্তর্জাতিক পারমার্থিক সম্মান লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থের আরও পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য গ্রন্থের কতিপয় পাণ্ডুলিপি তিনি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদের সত্যবহারকারী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটকালে শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভুর উপর এই আশীর্ব্বাদবাণী বর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন,— "**I am indebted to Professor Babu**—আমি প্রফেসর বাবুর (শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর) নিকট ঋণী।" শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ যখন কাহারও সম্বন্ধে বলেন যে, আমি সেই সেবকের নিকট ঋণী, তখন জানিতে হইবে যে, সেবক সেবার দ্বারা অধিষ্টকেও জয় করিয়াছেন। গোপীগণের সর্ব্বতোমুখী বিশ্রম্ভ-সেবায় মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণও বলিয়া থাকেন—"আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী।" ভক্ত সেবার দ্বারা ভগবান্‌কে এরূপ বশীভূত করিতে পারেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পারমার্থিক-সাহিত্য-সেবা শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সম্পাদন করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-কালীন বাণীতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুরুসেবায় সাহায্য করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন।

কটকের তদানীন্তন কমিশনার রেভারেণ্ড সাহেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপর অহংগ্রহোপাসক বিষয়িগণের বিচার-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণী প্রচারের জন্য কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভু কটকের রেভেন্সা-কলেজের অধ্যাপকের কার্য্যের ছলে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবা ও উৎকল ভাষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি', 'শরণাগতি' 'গীতাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-রূপ বৃহৎ মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদের অন্তরঙ্গ সেবা শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সম্পাদন করিয়াছেন।

বজ্রাদপি কঠোর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর যাহাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যা সত্যা বাণী অক্ষুণ্ণা থাকে, যাহাতে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ না হয়, যাহাতে পারমার্থিক গগন তমসাচ্ছন্ন না হয়, যাহাতে স্রোত-ধারায় অবগাহন করিয়া সকলে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তটে উপনীত হইতে পারেন, এইজন্য শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর হৃদয়ে যে সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা তিনি নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করায় তাঁহাকে কোটি কণ্টক, অমানুষিক অত্যাচার, ভীষণ বজ্রাঘাত ও নানাপ্রকার নিন্দা-গঞ্জনা মস্তকে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার আদর্শ-ব্যক্তিত্ব, অদম্য আচরণ ও বজ্রাদপি কঠোর ন্যায় সুদৃঢ় নিষ্ঠা সকল সত্য-পিপাসুকে উত্তাল-তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মধ্যে আলোক-স্তম্ভের ন্যায় রক্ষা করিয়াছে। শত শত প্রলোভন, প্রতিষ্ঠাশা, সহস্র-সহস্র অত্যাচারের বিভীষিকা, বহির্মুখ-সমাজের অজস্র নিন্দা বা বন্দনা সত্যসার তাঁহাকে সত্যপথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা নির্ব্বিশেষবাদকে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। গুরুদ্রোহী ও গুরুত্যাগী, নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য তিনি শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয় করিয়াছেন, শত শত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন, তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া

তাহাদের তথা-কথিত অভিযোগ-শ্রবণের মধ্যেই সুযোগ দিয়াছেন, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত না করিয়া দেশান্তরে, নগরান্তরে, গ্রামান্তরে, মহরান্তরে গমন করিয়াও তাহাদের মঙ্গলের উপায় চিন্তা করিয়াছেন। তথাপি নির্ব্বিশেষবাদ ও চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদ-রাক্ষসের কবল হইতে যখন তাহারা উদ্ধার-লাভ করিবে না বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে দেখিয়াছেন, তখন তিনি বাধ্য হইয়া দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে তাহাদিগকে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সহিষ্ণুতার আদর্শ জগতে সুদুর্লভ। পাষণ্ড-দলন-কার্য্যে তাঁহাকে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতে হইত বলিয়া তিনি আর অধিক পারমার্থিক-সাহিত্য জগতে দান করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি তাঁহার অপ্রকট-লীলার পূর্ব্ব দিবস যে "Sree Vyasa Puja Homage" ও তাহার কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিতে "শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর" ও শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর" গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকা লিখিয়া গুরুবর্গের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র চরিত্রটি শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা ব্যাসপূজার অঞ্জলি-স্বরূপ। তাই তিনি তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্ব দিনেও "Sree Vyasa Puja Homage" লিখিয়া গেছ ও সেইকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথির অব্যবহিত পরের দিনই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিত্যধামে বিজয় করিলেন। তাঁহার সমগ্র চরিত্র ছিল নিখুঁত, পবিত্র ও অনবদ্য। সেই সব কৃত্যগুলি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম-সেবার অত্যন্ত উপযোগী বলিয়াই সর্ব্বজ্ঞ-স্বতন্ত্র শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গদেব তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-সেবার জন্য এই কুরুসিং প্রপঞ্চ হইতে তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গ্রন্থত্ব শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলিটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

All Glory to Sri Guru and Gauranga

Sri Vyasa Puja Homage

ON THE OCCASION OF THE

HOLY SIXTY-SIXTH ADVENT ANNIVERSARY

OF

MY MOST AFFECTIONATE DIVINE MASTER
NITYALILAPRAVISHTA OM VISHNUPAD PARAMAHAMSA

SRI SRIMAD BHAKTI SIDDHANTA SARASVATI GOSVAMI THAKUR

I MAKE my prostrated obeisances to the Lotus Feet of His Divine Grace Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya (108) Sri Srimad Bhakti Prasad Puri Gosvami Maharaj, the manifest Other-Self and Divine Successor of my Divine Master Nityalilapravishta Om Vishnupad Paramahamsa Sri Srimad Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Thakur. I also make my prostrated obeisances to the holy lotus feet of all pure devotees of Lord Vishnu, the All-Pervading Absolute Person.

Sri Krishna in His Form of the Divine Name is served eternally the Divine Realm of Shvetadwip, the same as Nabadwip, by Himself in His Form of Sri Gaurasundar by the Mood of loving separation. The Lila of Sri Gaurasundar in Nabadwip is the co-ordinate aspect of the Lila of Sri Krishna in the Realm of Braja, the two being indentical in essence. But the Nabadwip Lila is superior to the Braja Lila in as much as in the former the Object of worship wears the complexion and displays in an unambiguous form the highest serving mood of his Own

Premier Worshipper. Nabadwip Lila therefore offers the best opportunity of worshipping Sri Krishna wearing the complexion and mood of His Premier Worshipper, Sri Radhika. By its means the highest worship of Sri Krishna is thrown open unreservedly even to all conditioned souls in and through the service of Himself in His Eternal Role of His Best Beloved Servitor.

The highest service of the Absolute Person Sri Krishna stated above, which is inculcated in a more or less explicit form by all the revealed Scriptures of the world and specifically by the vast body of the Satvatta Shastras of India, has been made available to all conditioned souls in an easily practicable form by the mercy of my Most Affectionate Divine Master Om Vishnupad Paramahamsa Sri Srimad Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Thakur. To propagate His Teachings to all parts of the world is the aim and object of the Gaudiya Mission or Sri Vishva-Vaishnava Raj-Sabha (lit., the Royal Court of Sri Krishna in His Own Form of Sri Gaurasundar, King of all the Vaishnavas). My Divine Master has revealed to the world the distinct form and function of the Eternal Royal Court of Sri Gaurasundar.

I have advisedly used very definite terminology in describing the object and method of worship of the devotees of Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya to which category the function of today belongs. We have invited all souls to join in this function for the reason that the organization of Sri Vishva-Vaishnava Raj-Sabha is verily the eternal spiritual association of all souls in and through the method of the highest Divine service under the guidance of the Supreme Lord Himself.

The barriers of mundane time, space and personality have to be transcended for getting the real glimpse of the abiding Reality. That which presents itself to us in this mundane world as the reality is a most cruel deceptive mirage of the truth. It is only by listening with our undivided attention to the exposition of the Truth from the lips of the Absolute Person or the Living Truth in His Form of the Supreme Teacher, that it is possible for us to have the proper realization of the distinctive natures of the phenomenal as well as eternal existence, consciousness and joy.

The Teachings of Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya are identical with the Personality of the Teacher in His Form of the Word appearing on the lips of His accepted servitors who form the unbroken line of the world-teachers or the Acharyas. Mahaprabhu Himself in order to fulfil and confirm His Own Dispensation was pleased to accept the discipleship of Srila Ishvara Puri for being enrolled in the Preceptorial Line of the historic Madhva Vaishnava Communion. My Divine Master is the tenth Preceptor in the Line of the Gaudiya Preceptors in succession to Sri Rupa Gosvamipad, who was authorised by Mahaprabhu to propagate His Teachings.

Sri Krishna is pleased to reveal Himself to this mundane world in the Form of the Word through His authorised agents, the Acharyas. The Teachings of all the Acharyas are the same. This absolute identity of the method and purpose of the Teachings of all the real spiritual preceptor is not truly realized except by loyally following the method revealed by themselves which alone is capable of making a person acquainted with the Absolute Person Whose Nature transcends the stultifying conditions of mundane time, space and personality. The distinctive excellence of the Teachings of my Divine Master consists in His exhaustive and perfectly lucid exposition of the system of transcendental epistemology.

Srila Thakur Bhaktivinode has dealt with the subject in his 'Harinama-Chintamani'. That work will remain for ever the authoritative text-book of the Religion of the service of the Absolute Person Sri Krishna in His Form of the Divine Word or Name. The book instructs the disciple in all the stages of the process of realization of the transcendental service of the Divine Name.

My Divine Master Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Thakur has revealed to us the fact that the Transcendental Name in the Form of the audible spoken Word appearing on the lips of the pure devotee, has alone the power of implanting in a soul the sentiment of love for Sri Krishna. He has described the details and has explained the nature of the process in a manner that is sure to appeal to all unbiased persons who have any real interest for the serious study of the problem of transcendence.

The function of today has a most intimate connection with the specific Teachings of my Divine Master.

The Sacred Tithi of the Advent of the spiritual preceptor is observed by the disciple by worshipping the preceptor on a par with Sri Krishna Himself. The worship is due to Lord Nityananda and ultimately to Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya, the Supreme Preceptor. If the disciple does not realize the fact that the spiritual preceptor is no other than Lord Nityananda such a disciple cannot have been blessed by the mercy of the preceptor.

Lord Nityananda is the Other-Self of Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya. Lord Nityananda is the Manifestive Self of Mahaprabhu. He is the link between Mahaprabhu and all other entities. It is not possible to approach Mahaprabhu except through Lord Nityananda. Lord Nityananda performed the worship of Sri Vyasadeva by making the offering to Mahaprabhu Himself thereby indicating the true significance of the worship of the preceptor as Sri Krishna. The spiritual preceptor does not accept any worship on his own account. He accepts the offering on behalf of his Divine Master. In this manner the offering made by the disciple to his preceptor is conveyed through the chain of the preceptors to Sri Krishna, the Supreme Teacher.

The preceptor is served by the ear. He is served in the form of the Transcendental Word. The Satvata Shastras enshrine the course of the revelations through the spoken Word, in the form of written language. No one can understand the esoteric import of the Shastras till one's spiritual cognitive faculty has been properly aroused by the service of the Word. Thereafter the awakened person is enabled also to worship the Living Word by the study of the Shastras. This is the method of worship laid down in the Shrutis or the Scriptures enshrining *Heard Transcendence*. Sri Vyasadeva is the Divine Writer as well as the Compiler of the Shruti. He records therein the History and Teachings of the Divinity and His servants who progressively manisest their descent to this mundane world. He also sifts the genuine portions of the Scriptures from the spurious and links up the revelations in a connected Narrative. This function is performed by the Acharyas who are the spiritual successors of Sri Vyasadeva through whom Sri Vyasadeva performs his own specific function.

The spiritual preceptors bear witness to one another and their evidence is recorded in the Shastras. The Shastras thus embody the whole body of the transcendental evidence of the truth of the agency and teachings of all the Acharyas. The uninitiated seeker of the Truth has to rely on the evidence of the Shastras for finding the real

spiritual preceptor The function of the spiritual preceptor is to acquaint the disciple with the real meaning of the records of the Shastras. The preceptor is the Living Link for manifesting the unity and continuity of the revelations to all souls. It is Sri Krishna who reveals Himself through all these processes. The worship of Sri Vyasadeva is the worship of Sri Krishna in His Form of the spiritual preceptors as the spiritual successor of Sri Vyasadeva.

It is not possible even to approach the study of the Shastras in the only proper manner without prior unconditional submission to the spiritual preceptor. There can be no real beginning of spiritual life till the preceptor is pleased to accept the worship of the submissive disciple. The spiritual preceptor is an eternal resident of the Transcendental Divine Realm. Unless he is pleased to help the disciple to attain the plane of transcendence no worship of Sri Krishna by the disciple really possible. The Shastric term for worship is '*Upasana*' which means that the worshipper belongs to the plane of and resides in close spiritual proximity to the worshipped.

The submissive disciple is gradually established on the transcendental plane of of Divine Service by being permitted to serve the preceptor by his causeless mercy. The process of service of the preceptor consists primarily in listening to the Word from his lips with unconditional alert submission for the purpose and by the process of serving him in all activities. It is by the method of submissive listening to the Word from the lips of the preceptor that the eligibility for serving him with all the faculties is aroused by the awakening of the proper nature of the soul. The whole body of the Shastras bears witness to the truth of this process. The worship of the preceptor is thus the only real worship of Sri Krishna. This is Shrauta worship by the method of listening to the Word from the lips of the preceptor. The Word is enshrined in the records of the Shastras. The Word is identical with the Absolute Person Sri Krishna and is realizable as such only by the service of the preceptor as laid down in the Shastras.

The continuity of the Descent of the Word is maintained by the agency of the undroken succession of the Line of the preceptors. The descended preceptor is the Living Source Who alone can admit the conditioned soul to the plane of spiritual service. The worship of the manifest Acharya is the prior enabling condition for the due performance of every form of Vedic worship.

My Divine Master has revealed the significance of Sri Vyasa Puja, the worship of the preceptor, in a form that should appeal to the unbiased judgment of all theistically inclined persons. This revelation should also make it practicable for all conditioned souls to agree to the Divine Dispensation of the present Age given to the world by Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya in the shape of the congregational chant of the Word in His Form of the Mahamantra, under the lead of the preceptor, as the mode of worship of the Universal Church.

I make my humble prostrated obeisances to the Lotus Feet of His Divine Grace Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya (108) Sri Srimad Bhakti Prasad Puri Gosvami Maharaj Who is the Manifest Self of my Divine Master and crave His Mercy in enabling me to offer this humble offering to the Lotus Feet of my Divine Master on this sixty-sixth anniversary of the Sacred Tithi of His most auspicious Advent.

I make my prostrated obeisances to the Lotus Feet of my Most Affectionate Divine Master Nityalilapravishta Om Vishnupad

Paramahamsa Sri Srimad Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj.

I make my humble obeisances to the lotus feet of all pure Vaishnavas, who are the oceans of mercy and redeem all fallen souls out of their causeless mercy.

Your most humble and
obedient servant,
Narayandas Adhikari (Bhaktisudhakar)

Sri Gaudiya Math.
Royapettah, Madras.
27th February 1940.

নির্য্যাণ-কালে

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার নির্য্যাণ-কালে কএকবারই "প্রভুপাদ আসিয়াছেন, প্রভুপাদ আসিয়াছেন"—এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন ও "সুন্দর সুন্দর",—এইরূপ বলিয়াছিলেন। সেই সময় বাহ্য-বিষয়ে তাঁহার কোনই সংজ্ঞা ছিল না, কেবল শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল গৌরসুন্দরের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দিব্যোজ্জ্বল, প্রফুল্ল শ্রীমুখ-মণ্ডল দর্শন করিয়া মনে হইতেছিল যে, শ্রীল প্রভুপাদ সাক্ষাদ্ভাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজ-জনকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সন্নিকটে লইয়া যাইতেছেন। তিনি নিত্যসুন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসক ছিলেন। স্বয়ং সর্ব্বাকর্ষসুন্দর অনন্যস্থ নৈবেদ্য ছিলেন, তাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে নির্য্যাণ-কালে দর্শন-লাভ করিয়া "প্রভুপাদ আসিয়াছেন" ও "সুন্দর সুন্দর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন বা তাঁহাদের জাগতিক ভবিষ্যতের চিন্তা বিন্দুমাত্রও তাঁহার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-সুন্দর-হৃদয়-আসনে তখন স্থান পায় নাই। তিনি আজীবন যাঁহা ধ্যান করিয়াছেন, তাহাই অন্তঃকালে কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিন-পঞ্জীতে তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার ধ্যানের প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা পাঠ করিয়া আত্মমঙ্গলকামি-মাত্রেই লাভবান্ হইবেন বিবেচনায় তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত দিনপঞ্জীর বিভিন্ন স্থান হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

দিনপঞ্জী

২৭।২।৩৮

আগামী কল্য হইতে Sree Krishna Chaitanya Vol. IIএর কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রতিদিন আগামী দিবসের কার্য্য-সম্বন্ধে অন্ততঃ এক ঘণ্টা চিন্তা করিতে হইবে। প্রাতে ৯ টার সময়ে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে তৎপূর্ব্ব দিবস বৈকালে ১ঘণ্টা বিষয়টী আলোচনা করিতে হইবে। বৈকালে তিনটি সেবা-কার্য্য আছে, যথা—(১) চিঠিপত্র, (২) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (revision), (৩) Engagements, ইহা ভিন্ন Sree Krishna Chaitanya study করিবার জন্য ১ঘণ্টা রাখা আবশ্যক। কার্য্যের সময়-বিভাগ নিম্নরূপ হইতে পারে—

প্রাতে	৭—৮	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
	১১—১২	চিঠিপত্র
	১২—২	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
বৈকাল	২—৫	চিঠিপত্র, Engagements with H. D. G.
	৫—৬	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (Study)
সন্ধ্যা	৬—৮	Engagements with H. D. G.
	৮—৯	শ্রীভক্তিরসের পাঠ

৯টা হইতে সংখ্যা-নাম।

১০।৩।৩৮

প্রশ্ন—Realisation clear হয় না কেন?

উত্তর—সেবা-সম্বন্ধে অগ্রমনস্ক থাকার জন্য। যে-কোন ঘটনা উপস্থিত হউক না কেন, তাহা দ্বারা কি সেবা সম্ভব, ইহাই তৎসম্বন্ধে চিন্তা করা আবশ্যক। তাহা না হইলে either misunderstanding কিংবা indifference হইবে। Ambition থাকা দরকার। যেখানে আছি, সেখানে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা হইবে না। সেখানে গতিহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিলে নিজের অপেক্ষা অল্প উন্নত ব্যক্তিদিগের সহিত অধিক সঙ্গ করিলে অধঃপতন হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেব কোথায় আছেন, তাঁহারা কি করিতেছেন, তাহার সন্ধানে আমাকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া সেই স্থানে পৌঁছিতে হইবে। মধ্য রাস্তায় অন্য প্রলোভনের পশ্চাতে সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। যাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে হইবে,

যদি সেই পথক আমার মূল উদ্দেশ্যের অনুকূল হয়, তবেই এবং কেবলমাত্র সেইরূপ ভাবেই করিতে হইবে। **প্রতিকূল বিষয়ও এইরূপ বিচারে অনুকূল-ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।** প্রতিকূল বিষয় দ্বারাও কৃষ্ণানুশীলন করিতে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না।

শ্রীল আচার্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ এবং অন্য কতকগুলি গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পড়িতে বলিয়াছেন। **শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীচরণ-সেবা লাভের জন্যই মনোযোগের সহিত পাঠ করিব। উহাই উদ্দেশ্য হইবে।** শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা লক্ষ্য করিলে বাহিরেকভাবে সকল অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইব। সকল সময়ে সেখানেই প্রকৃত দর্শন লাভ হইবে।

১৮।৩৮

শ্রীগুরুপাদপদ্মান্বিতে অবস্থিত হইলে অভয়, অশোক ও প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। সেবার দ্বারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ হয়। সর্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিলে অতি শীঘ্র তাঁহার কৃপা লাভ হয়। তাঁহার কৃপার ইহাই স্বরূপ যে, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতি সেবা-বুদ্ধি অধিকতর বৃদ্ধি হয়। ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক এবং একমাত্র লাভ। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় যে তাঁহার ঐকান্তিকতার অনন্য আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই আমাদের সর্বক্ষণ স্মরণীয় হওয়া একমাত্র কর্তব্য।

১২।৬।৩৮

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

"জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।" জীব কৃষ্ণের প্রকৃতি, এই বিচার উদিত না হইলে বদ্ধজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন সম্ভব হয় না। জীব কৃষ্ণভোগ্য, ইহা উপলব্ধি না হইলে জীব জীব-ভোগ্য, এইরূপ অত্যাভাবিক ভীষণ অপরাধ-ময় ধারণার দ্বারা জীব চেতনধর্ম সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত ও বিপর্যস্ত হয়। কৃষ্ণ-বিস্মৃতিই জীবাত্মার পক্ষে একমাত্র মৃত্যু ও ক্লেশকর। অন্য ক্লেশ হইতে ত্রাণ হইলেই ত্রাণ। জড়ভোগ একবার অত্যন্ত হইলে উহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার আন্তরিক প্রবৃত্তি হয় না—যে-পর্যন্ত না কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অপসারিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণকথাই একমাত্র সেবনীয়।

১৯।৬।৩৮

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

ক্লেশের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার বাসনা দ্বারা ক্লেশমুক্ত হওয়া যায় না। কৃষ্ণসেবন দ্বারা গৌণভাবে ক্লেশ-নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ক্লেশ-নিবৃত্তি কখনই ভক্তের প্রার্থনীয় নহে। ক্লেশ-নিবৃত্তি প্রার্থনীয় হইলে কৃষ্ণসেবা-বৃত্তি লুপ্ত হয়। নিজ-সুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্র হৃদয়ে থাকিলে কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা হইবে না। "কাম—অন্তরঙ্গ, প্রেম—নির্মল ভাস্কর।" দেহে আত্মবুদ্ধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণ-স্মৃতি হইলে দেহাত্মবুদ্ধি নিরস্ত হয়। গুরুসেবা ও নিয়মাগ্রহে নির্বন্ধ-সহকারে হরিনাম-গ্রহণ—এই দুইটিই কৃষ্ণস্মৃতি-লাভের পন্থা। অধিকারভেদে উপলব্ধির তারতম্য অপরাধ নহে। অধিকারোচিত সেবানিষ্ঠ হইলে ক্রমে ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়। সাধুসঙ্গই প্রকৃষ্ট উপায়। "সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।" সদ্গুরুর কৃপা না হইলে প্রকৃত সেবা-অধিকার আদৌ লভ্য হয় না।

২৩।৬।৩৮

শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন যে, কৃষ্ণের স্বার্থ ও আমার স্বার্থ পৃথক্ হইলেই কৃষ্ণ-বিরোধ হইবে, কৃষ্ণের প্রতি একটা প্রতিযোগী ভাব আসিবে। যেমন, দুইটি ঘর যদি কৃষ্ণেরই হয়, তাহা হইলে দুই ঘরের মধ্যে ব্যবধান থাকে না। **নিজের পৃথক্ সংসার কিংবা সম্পত্তি হইলে কৃষ্ণের সংসার থাকে না। কৃষ্ণের সংসারে থাকিলে দুই ঘরই নিজের হয়।** নচেৎ কৃষ্ণ ও নিজের মধ্যে একটা barrienএর সৃষ্টি হয়, নিজের কোন পৃথক্ সম্পত্তি থাকা উচিত নয়। কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুকূলে কার্য্যের নাম—সেবা। 'শস্ত্রধারীকে ভোজন করাও' অর্থে 'শস্ত্রকেও ভোজন করাও' নহে। শস্ত্র ভোজন করিতে পারে না। কিন্তু 'শস্ত্রধারীকে আন'—ইহার অর্থ 'শস্ত্রও আন।' শস্ত্রকে বাদ দিয়া শস্ত্র-ধারীকে ভোজন করাইতে হইবে, কিন্তু শস্ত্রকে বাদ দিয়া শস্ত্র ধারীকে আনিতে হইবে না। চেতন ও অচেতন—এক নহে। অচেতন চেতনের নিকট নিষ্ক্রিয়। বাবাজী মহারাজ ভোগীদের সঙ্গে মিশিতেন, বাহিরের দৃষ্টিতে এইরূপ দেখা গেলেও তিনি ভোগীদিগকে জড়বৎ দর্শন করিতেন, তাহাদের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। অপ্রকট-লীলায় কংস,

অন্ধ, বধির প্রভৃতি কাষ্ঠ-পাষাণের মতন, তাহাদের কোন ক্রিয়া নাই। এই জগতে তাহাদের প্রচুর বিক্রয়, কিন্তু বৈষ্ণবের দর্শনে তাহারা জড়। চেতনের সহিত অচেতনের কোন ক্রিয়াই হয় না, হওয়া সম্ভব নয়।

২৬।৩।৩৮

আগামী কল্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটোৎসব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা না হইলে ভগবৎ-প্রেমা লাভ হইতে পারে না। শ্রীল ঠাকুরের কৃপা-লাভ-অর্থে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ। আগামী কল্যকার উৎসবে কায়-মনোবাক্যে তাঁহার অমায়ায় কৃপা-লাভের জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করাই প্রকৃত-সেবা।

ভগবৎপ্রেমার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা সর্ব্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে উদিত হইলে জড়কাম নিবৃত্তি হয়। তখনই উহার স্বরূপের উপলব্ধি হয়। তৎপূর্ব্বে উক্ত বিষয়-সম্বন্ধে চিন্তা ব্যতিরেক-ভাবেই সম্ভব। প্রেমোদয়ের পূর্ব্বে * বৈধী ভক্তির অনুশীলনই একমাত্র ব্যবহারিক কর্ত্তব্য।

কিন্তু প্রেমা-লাভের কারণ—তাঁহার জন্য স্বাভাবিক লৌল্য। ইহা অত্যন্ত বিরল। জগতে জড়কামের জন্যই স্বাভাবিক লৌল্য দেখা যায়। ইহা ভগবৎপ্রেমা-লাভের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ অন্তরায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ জড়কামকেই ভগবৎ প্রেমারূপে নির্দ্দেশ করে। ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কি হইতে পারে?

ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই প্রেমা-লাভের অন্তরায়। ত্যাগের দ্বারা—মায়াবাদের আবাহন-দ্বারা আশ্রয়-বিগ্রহের চরণে অপরাধ হয় অর্থাৎ অধিরোহ-পন্থায় শাস্ত্রার্থ নিরূপণ করিবার চেষ্টা দ্বারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি প্রাকৃত-বুদ্ধি জন্মে। ত্যাগি-গণ আশ্রয় ও বিষয়কে প্রাকৃত জ্ঞান করিয়া তদুভয়ের অনিত্যত্ব ও অনুপাদেয়ত্ব কল্পনা করে।

কাহারও সহিত সেবা-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ আদৌ আবশ্যক নহে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ সেবা-চিন্তায় থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। নিজের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা কার্য্যতঃ না পালিত হইলে অপরকে উপদেশ দিবার অধিকার থাকা উচিত নহে।

২৭।৩।৩৮

'নাম-বলে পাপবুদ্ধি'—নামাপরাধ। ইহা জ্ঞানকৃত হইলে অমার্জ্জনীয়। এই অপরাধ-সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। প্রাকৃতের অনুশীলন দ্বারা অপ্রাকৃতের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, এইরূপ ধারণা কোন-না-কোন রকমে যখন চিত্তকে অধিকার করে, তখনই এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। চুরি করিলে চুরির তিক্ত অভিজ্ঞতা অনুভব দ্বারা উহা সম্যগ্‌ভাবে পরিত্যাগ করা সহজ হইলে,—এইরূপ ধারণা ভীষণ অপরাধময়। নূতন করিয়া জড়ানুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া এবং উহাকেই চিদনুশীলনের অনুকূল বিচার করাই—'নামবলে পাপাচরণ'রূপ ভীষণ অপরাধ। 'অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।' অসৎ চিন্তা বা অসৎকার্য্য-প্রবৃত্তিই চিদনুশীলনের **একমাত্র** বাধা। অসৎ-নিরসনের জন্য অচিতের অভিজ্ঞতা পৃথগ্‌ভাবে অর্জ্জন করিতে হয় না। কেবল চিদনুশীলনকারীর নিকট উহা চিদনুশীলনের পরিত্যক্ত ছায়ারূপে স্বীয় হেয়-স্বরূপ নিজেই উদ্ঘাটিত করিতে বাধ্য হয়। Greekদের Siren ও Circeএর গল্পও 'পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়' এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। ব্যতিরেক আলোচনা অবলম্বনে হইলে তদ্দ্বারা ভীষণ অমঙ্গল হয়। প্রাকৃত অভিজ্ঞতা অবলম্বন-পূর্ব্বক অপ্রাকৃতের স্বরূপের ধারণা করিবার চেষ্টাই অশ্রৌত-পন্থা। উহা দ্বারা আত্ম-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—ভক্তিবৃত্তি সমূলে নষ্ট হয়। শ্রৌত-বাণীই একমাত্র অবলম্বনীয়। উহাতে প্রাকৃত মল নাই। উহা বৈকুণ্ঠ বস্তু এবং বৈকুণ্ঠ হইতে আগত। 'বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণম্ অশেষাঘহরং বিদুঃ।' ভক্তিবিনোদ-বাণী-ধারা।

১৭।৪।৩৮ রবিবার

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টের অনুসরণই একমাত্র প্রয়োজনীয়। ইহা নিষ্কপটভাবে অনুষ্ঠিত না হইলেই অন্যাভিলাষিতার কবলে পতিত হইতে হইবে। এই অনুসরণের যথেষ্ট গভীরতা না থাকিলে আত্মবঞ্চনা-মাত্র হয়। কপট অনুসরণের আধিক্য দেখাইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভীষণ প্রচ্ছন্ন-বিরোধাচরণ অতি সহজ ও কাপট্যের চরম পরিণাম।

* *

গৌড়ীয়মঠ—ভগবদ্ধাম। মঠের সেবা—ধামের সেবা। মঠবাস—ধামবাস।

---

* চিত্তে রাগটি জন্মা।

২৪।৭।৩৮

ইষ্টগোষ্ঠীর সকলে শ্রীল আচার্যদেবের গৃহের বারান্দায় সমবেত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলেন। বৈষ্ণবদেহ সম্বন্ধে বলিলেন। ভিক্ষা করিতে হইবে। সন্ধ্যার সময়ে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলিলেন যে, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের বিরহ-দুঃখ অনুভব না হইলে হরিনাম হইবে না। কনিষ্ঠাধিকারীকে মধ্যম অধিকারে উন্নত হইবার এবং মধ্যম অধিকারীকে উত্তম অধিকার লাভ করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। কাহাকেও নিন্দ-বুদ্ধি করিতে হইবে না। তাঁহারা সকলেই গুরু, আমার নিকট বহির্মুখতা প্রদর্শন করিতেছেন। কৃষ্ণকীর্তন—চৈতন্যবাণী—সাক্ষাৎ কৃষ্ণতত্ত্ব, তিনি তাঁহাদের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা-লাভের জন্য সুতীব্র লোলা একমাত্র প্রার্থনীয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে ৩৬টী আলোচ্য বিষয়ের points লিখিয়া লইয়া উহা বিস্তারিতভাবে গ্রন্থাকারে পরে প্রকাশিত হইবে।

• • •

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীই শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবের বাণী।

২৬।৭।৩৮, মঙ্গলবার

কেহ সরলভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিলে তাহাকে হরিকথা বলিতে হইবে না। সেরূপ হরিকথা দ্বারা প্রতিষ্ঠা মাত্র লাভ হইয়া গুরুদ্রোহী করিয়া ফেলিবে। প্রত্যেকের সকল প্রশ্নের জবাব দিবার আবশ্যকতা নাই। প্রশ্নকারীর প্রতি গুরুবুদ্ধি না হইলে তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিলে গুরুঅভিমানই প্রবল হইবে। সেইরূপ প্রশ্নকারীর অশ্রদ্ধ প্রশ্নের জবাব না দিলে তদ্দ্বারা তাহার স্বরূপের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হইবে।

২৮।৭।৩৮

ভক্তিসন্দর্ভ ও ভাগবত সম্পূর্ণ পাঠ করা আবশ্যক। হ্লাদিনীর কৃপা না হইলে কৃষ্ণের সেবা লাভ হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় কৃষ্ণ-কৃপা, কৃষ্ণ-কৃপায় হ্লাদিনীর কৃপা হয়। অন্যকে কি উপদেশ দেওয়া যাইবে? শ্রীগুরুদেব যদি কৃপা-পূর্বক তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন, তবেই মঙ্গল হওয়া সম্ভব। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীগুরুশ্রেষ্ঠ—অভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাহাই যে, শ্রীল আচার্যদেব নিত্যকাল আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন।

৭।৮।৩৮, রবিবার

আমি শ্রীল আচার্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, গোস্বামি-গ্রন্থ কি কি আমাকে পড়িতে হইবে? তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গ্রন্থগুলির নামই তত্ত্বত্বে উল্লেখ করিলেন। তাঁহার এই অমূল্য উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য-অনুশীলন আবশ্যক। অথচ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু' গ্রন্থ পড়িতে দিলেন। 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি'র টীকা দেখিতে বলিলেন। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, তত্ত্বসূত্র, ভজনরহস্য, সাধনশক্তি প্রভৃতি আলোচনা করিতে বলিলেন। গোস্বামি-গ্রন্থাদি পাঠের সময় গ্রন্থকার কিরূপে সংগৃহীত উপকরণ লক্ষিত করিয়াছেন, তৎপ্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন। 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থ কিংবা 'সন্দর্ভ'ও সেইরূপভাবে পড়া আবশ্যক। Concrete বিষয়গুলি বলদেব: অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ, পরতত্ত্ব concreteএর মধ্যে ক্রমে দর্শন। বলদেবের রূপে মহালক্ষ্মী। সশক্তিক ভগবদ্দর্শনই চিদ্দর্শন। তৎপূর্ব্বে মিশ্রদর্শন। কেবল-পুরুষ-দর্শন বলদেবদর্শন। তৎপরে মিথুন-দর্শন। তাহার পরে স্বকীয়-দর্শন।

১৬।৮।৩৮, মঙ্গলবার

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেবের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতীত, তাঁহার আদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় উপলব্ধ না হইলে এবং তৎসম্পাদনে তিনি কৃপাপূর্ব্বক যোগ্যতা প্রদান না করিলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগিরিধারীর সেবা লাভ হইতে পারে না। Direct communion চাই। যাহারা সাক্ষাৎসেবার বিরোধী তাহারা indirect communion হইতেও সুতরাং বঞ্চিত হইতে বাধ্য। Direct communion with the Guru is the *first step* on the path of Divine service. Exclusive service of the Guru is the next expansion of the same. The Guru is to be served in every entity. If the Guru is not served no-

one can be really served. For a very long time I was noticing that Srila Acharyyadev made it his exclusive duty, esoteric *as well as exoteric*, not to serve anybody else except Srila Prabhupad. For this purpose he kept aloof from all active participation in most of the mixed functions of others. He remained strictly aloof from all other concerns. He was not accessible to any but those whom he really wanted to guide on behalf of Srila Prabhupad. The corresponding position in the case of a conditioned soul like myself means the unreserved realisation of the absolute necessity of one's complete dependence on the direct guidance of Sree Gurudeva also in the exoteric manner during the period of his manifest Leela. I cannot discourse about Krishna till I experience the direct command of Sree Gurudeva for the same. Till then it would be বাক্য-বেগ if I choose to indulge in any unauthorised talks about Krishna. This applies to every detail of my activity. The other activities will be automatically regulated and fall into line if I am regulated in the matters of hearing and talking. I must not hear anything till I am authorised to hear, meaning till I experience the direct authorisation of Sree Gurudeva for the same. If hearing & talking are strictly regulated they will regulate the function of every other sense and faculty. If I be on the look out for direct inspiration from Sree Gurudeva for every detail of my activities, I shall certainly receive the same. Whenever, therefore, I experience no such inspiration I shall remain perfectly indifferent to all request and temptations for personal exertion. I will confine myself strictly to activities for which I may have previously obtained his direct authorisation whenever no present authorisaton is actually experienced. I must always wait for such inspiration even for the present performance of activities previously directly sanctioned. This constant direct communion is the only basis, method and object of all serving activities of all unalloyed souls. I shall not hear, I shall not talk, I shall not see, smell, taste, touch, exert myself in any way till I have previously established direct communion with the Lotus Feet of Sree Gurudeva and obtained his unequivocal authorisation for the particular activity. This will enable me to remember the Lotus Feet of Sree Gurudeva in every moment of my earthly life. Till the transcendental import of the command of Sree Gurudeva has been experienced one's realisation is not true. One must wait and meditate on the Lotus Feet of Sree Gurudeva till one receives his mercy in the unequivocal form. Sree Gurudeva will be pleased to enable us to realise what conduct will be pleasing to Krishna.

শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহে শ্রীল আচার্য্য-দেবকর্ত্তৃক তদীয় মহিমা-বর্ণন

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর নির্য্যাণ-সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই শ্রীল আচার্য্যদেব অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে গত ২রা মার্চ্চ, রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। পথে এলাহাবাদ, গয়া প্রভৃতি ষ্টেশনে যে-সকল ভক্ত তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট কেবল শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীবজ্রাঙ্গকলেবর তুল্য গুরুসেবা, শ্রীরামানুজ লক্ষ্মণ ও শ্রীরামানুজাচার্য্য শিষ্য কুরেশের ন্যায় আত্মবিসর্জ্জনের কথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তগণ প্রসাদাদি গ্রহণ করিতে শত শত প্রার্থনা করিলেও তিনি উপবাসী থাকিয়া কেবল শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহগাথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে ও শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া উৎসংগ্ন শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর ভজনকুটিরের সম্মুখে প্রণত হন এবং

তলায় উপবিষ্ট হইয়া অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গদ্‌গদস্বরে কীর্ত্তন করিতে থাকেন,—

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—হইল সঙ্গ-ভঙ্গ॥"

কখনও বা "হে আমার প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা বৈষ্ণব-ঠাকুর॥"—বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে থাকেন। কখনও বা পঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন, কখনও কখনও বা বলেন,—"শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভু ছিলেন সত্যসার, মহা-বীর, মহা-ধীর ও সারগ্রাহী বৈষ্ণব। শ্রীল প্রভুপাদের ধরিত্রী শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের নিজ-জন—শ্রীভক্তিসুধাকর। তিনি সঙ্ঘবদ্ধ-সম্পদের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপনের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহার পদধূলি হইয়া কবে এই জীবন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে এইরূপভাবে অঞ্জলি প্রদান করিতে পারিব? তিনি ভক্তিসুধার আকর, তিনি বিশ্বকে তাঁহার সুধার স্নান করাইয়াছেন। আমরা সেই সুধার এক কণ শিরে ধারণ করিতে পারিলে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব। তিনি ইং ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত ১৪ বৎসর লক্ষ্মণের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্রম্ভ-সেবা করিয়া শ্রীব্যাসপূজার পরের দিনই আত্মাহুতি দান করিলেন। আমরা বৈষ্ণব-ইতিহাসে শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশ্রম্ভ-সেবক এক কুরেশের দৃষ্টান্তের কথা পাঠ করিয়াছি; কিন্তু তাহা দেখি নাই। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর দৃষ্টান্তে সেই আদর্শ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম। গুরুসেবায় এইরূপ সর্ব্বাত্ম-নিবেদন, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সঙ্কল্প, দেহ, দেহী সমস্ত গুরু-মহিমা-কীর্ত্তন-যজ্ঞের আহুতি দানের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমরা জানি না। শ্রীভক্তিসুধাকর! তুমি তোমার শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার ধরিত্রী শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের সঙ্কীর্ত্তন রাসে যোগদানের জন্য চলিয়া গেলে! আমরা কেবল এই দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিবার জন্য এখানে রহিলাম। তোমার নিকট এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি যেন, তোমার পাদপদ্মের রেণু হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি। ভক্তিসুধাকর! তুমি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের অঞ্জলির যোগ্যতম গুচ্ছ কুসুম, তাই শ্রীল প্রভুপাদ তোমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে টানিয়া লইয়া গেলেন।"

এই সকল কথা গদ্‌গদকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল আচার্য্যদেব অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকিলেন ও পুনঃ পুনঃ "কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ-ভঙ্গ॥" এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আবার কখনও বা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর রচিত শ্লোক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণ-কীর্ত্তন-মুখে বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায় যে সারগ্রাহী মহা-ধীর বৈষ্ণবের আদর্শের কথা বলিয়াছেন শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে সেই অনন্য আদর্শই প্রকটিত হইয়াছিল।

সারগ্রাহী ভজন্ কৃষ্ণং যোষিদ্ভাবাশ্রিতাত্মনি।
ধীরবৎ কুরুতে বাহ্যে শারীরং কর্ম্ম নিত্যশঃ॥
পুরুষেষু মহাবীরো যোষিৎসু পুরুষপ্রথা।
সমাজেষু মহাভিজ্ঞো বালকেষু সুশিক্ষকঃ॥
অর্থশাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরমার্থপ্রয়োজকঃ।
শান্তিসংস্থাপকো যুদ্ধে পাপিনাং চিত্তশোধকঃ॥

[তবে কি সারগ্রাহী মহোদয়গণ কেবল চিৎপর হইয়া জড়-কার্য্য-সকলকে অশ্রদ্ধা করেন? তাহা নয়। আত্মার যোষিদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়া সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণভজন করেন, তথাপি সর্ব্বদাই বাহ্যদেহে শরীর-কর্ম্মসকল বীরভাবে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্প-কার্য্য, বায়ুসেবন, নিদ্রা, যানারোহণ, শরীর-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা, দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য-ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সারগ্রাহী বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে বীরভাবে অবস্থিতি ও কার্য্য করেন। স্ত্রী-জাতির আশ্রয় পুরুষ হইয়া যোষিদ্‌বর্গের নিকট পূজনীয় হন। সমাজ-সকলে অবস্থিত হইয়া সামাজিক কার্য্য-সমূহে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বালক-বালিকাগণকে অর্থ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া প্রধান শিক্ষকরূপে পরিগণিত হন। শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে এবং শিল্প-শাস্ত্র ও ভাষা-বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র প্রভৃতি সকলই অর্থ-শাস্ত্র। ঐ সকল অর্থ-শাস্ত্রদ্বারা কোন-না-কোন শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয়; ঐ উপকারের নাম—অর্থ। ইহার উদাহরণ এই যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রদ্বারা আরোগ্যরূপ অর্থ পাওয়া যায়। গীত-শাস্ত্রদ্বারা

কর্ম ও মনঃসুখরূপ অর্থ পাওয়া যায়। প্রাকৃত-তত্ত্ববিজ্ঞান-দ্বারা অনেকানেক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মিত হওয়ায় জ্যোতিষ-শাস্ত্র দ্বারা ফলাদি নির্ণয়রূপ অর্থ সংগ্রহ হয়। এই প্রকার অর্থ-শাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা অর্থ-বিৎ পণ্ডিত। বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক স্মৃতি-শাস্ত্রকেও অর্থ-শাস্ত্র বলা যায় এবং স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণকে অর্থবিৎ বলা যায়। যেহেতু সমাজ-রক্ষারূপ অর্থই তাঁহাদের ধর্ম্মের একমাত্র সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু পারমার্থিক পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ হইতে সাক্ষাৎরূপে পরমার্থ সাধন করেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ অর্থ-শাস্ত্রের যথোচিত আদর করত তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে কখনই বিরত হন না। ঐ সমস্ত অর্থ-শাস্ত্রের চরমগতিরূপ পরমার্থ অনুসন্ধান করত তিনি সকল অর্থবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে বিশেষরূপে পূজিত। পরমার্থ-নিষ্ঠ অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহকারিত্বে পরিশ্রম করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি-সংস্থাপকরূপে সারগ্রাহী বৈষ্ণব বিরাজ করেন। নানাবিধ পাষণ্ডিদিগকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করেন না। কখন গোপনীয় উপদেশ, কখনও প্রকাশ্য বক্তৃতা করত, কখন বন্ধুভাবে, কখন বিরোধভাবে, কখন স্বীয় চরিত্র দেখাইয়া, কখন বা পাপীর হস্তবিধান করত সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পাপীদিগের চিত্ত-শোধনে বিশেষ তৎপর থাকেন।]

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু অর্থ-শাস্ত্রের প্রকৃত অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যর্থকালদ্বই যে অর্থই মানব-জীবনের প্রকৃত মূল্য, ইহা তিনি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্তবৃত্তি ছিল ব্রজাঙ্গনার ন্যায় unbending, কেহ তাঁহাকে অসত্যের প্রতি বিন্দুমাত্র টলাইতে পারিতেন না। তিনি বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ছিলেন।

একাদশাহে তাঁহার স্মৃতি-পূজা প্রত্যেক শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের সেবকবৃন্দ মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা গুরুবর্গের বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও তৎপরে ভক্তিসুধাকর প্রভুর মহিমা-কীর্ত্তনমুখে অকপট বিরহোদ্দীপক চিত্তবৃত্তি ও তাঁহার পদানুসরণ করিবার নিষ্কপট প্রার্থনার সহিত সম্পাদন করিবেন, ইহাই আমার সকলের নিকট একান্ত প্রার্থনা। কেবল বাহিরে আনুষ্ঠানিক জাঁকজমক, ব্যবহারিকতা, মৌখিকতা বা বাক্যবাগীশতার দ্বারা তাঁহার কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে হওয়াদি হইবে ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। বাহিরের লৌকিকতা দেখাইবার জন্য যেন কোনপ্রকার চিত্তবৃত্তির সহিত কোন কার্য্য না হয়। পৃথিবীর লোক যে যাহা বলুক বুঝুক বা জানুক, তাহার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত তাঁহার আদর্শ অনুসরণের চিত্তবৃত্তির সহিত সর্ব্বক্ষণ তাঁহার বিরহের অগ্নি তাঁহার সর্ব্বাত্মসমর্পণের অনন্ত আদর্শ হৃদয়ে প্রজ্বলিত রাখিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন প্রভুর আদর্শ হইতেও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে সর্ব্বস্ব-সমর্পণের আদর্শ অত্যুজ্জ্বলরূপে প্রকটিত হইয়াছে। যে-স্থানে শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পশ্চাতে শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের সংকীর্ত্তন-রাসের সেবা করিতেছেন, সেই স্থানে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুও গমন করিয়াছেন। আমরা যাহাতে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারি, আমাদের সেই আশীর্ব্বাদই তাঁহার শ্রীচরণে নিত্য প্রার্থনা করিতে হইবে। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গলময়ী। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কোনও প্রকার স্বতন্ত্র ইচ্ছা মঙ্গলের কারণ হইতে পারে না। আমরা কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছার নিকট আমাদের সর্ব্বস্ব বলি দান করিয়া সর্ব্বদা শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিব। তাঁহার যাহাতে সুখ হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু কামনা আমাদের স্বার্থপরতা-মাত্র। আমরা স্বার্থপরতার দিক্ হইতে আমাদের মধ্যে তাঁহার অবস্থিতি কামনা করিয়া থাকি বটে, কিন্তু কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা—কৃষ্ণের সুখ-কামনা—শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভুকে কৃষ্ণ যে-ভাবে চাহিয়াছেন, তাহাতেই মস্তক অবনত করা আমাদের মঙ্গলের কারণ। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু সত্য-সত্যই ত্রিদণ্ডী গোস্বামী—পরমহংস-পথের পথিক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ইতিহাসে আমরা নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গের অত্যুজ্জ্বল আদর্শের কথা শ্রবণ করিয়াছি মাত্র, কিন্তু সাধক-জীবন হইতে সিদ্ধির পথে সর্ব্বস্ব নিবেদনের এইরূপ অত্যুজ্জ্বল আদর্শ সাক্ষাদ্‌ভাবে আর প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু আমাদের নিকট হইতে কোথায়ও যান নাই। যদি তাঁহার বিরহের অকপট-চিত্তবৃত্তি লইয়া তাঁহার পদরেণু মস্তকের ভূষণ করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহাকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবৈকব্রতরূপে আমাদের মধ্যেই নিত্যকাল অমলমুখে দর্শন করিতে পারিব।"

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু চলিয়া গিয়াছেন। লোকচক্ষে তিনি আর নাই। কিন্তু তিনি নশ্বর বস্তু নহেন, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিজ-জন; শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম নিত্য এবং তাঁহার নিজ-জনও নিত্য। তিনি আছেন, তবে ভাগ্যদোষে আমরা তাঁহার সঙ্গহারা হইয়াছি। এ জগৎ কুৎসিৎ, কুরূপ, পাপ-পঙ্কিল ও পাষণ্ডতাময়; আর তিনি নির্দ্দোষ, অনবদ্য, সুন্দর ও আনন্দময়। এখানে তিনি কেন থাকিবেন?

শ্রীল আচার্যদেবের সম্মুখে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু

তিনি সুন্দর, তাই তিনি সুন্দরের—গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীগৌর-সুন্দরের সংকীর্ত্তন রাসে তিনি যোগদান করিয়াছেন। সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ আছেন, শ্রীরূপ-পুরী-মহারাজ ও শ্রীভাগবত-জনানন্দ-প্রভু আছেন। শ্রীভাগবত-জনানন্দ-প্রভু এই একই রকম অসুস্থতা-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবত-জনানন্দ প্রভুও 'আমি চলিলাম',—এরূপ ভবিষ্যদ্-বাণী "বন্ধুর কৃত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে ৩য় বর্ষ ১৪শ সংখ্যায় অপ্রকটের ১৪।১৫ দিন পূর্ব্বে করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু 'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা' সেবা করিয়া কায়মনোবাক্য ও বল-বুদ্ধি প্রভৃতিকে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন এবং পরিশেষে শ্রীব্যাসপূজায় অঞ্জলি দান করিয়া নিজের আত্মাকে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিয়াছেন। তাঁহার দিক হইতে দুঃখ করিবার কিছু নাই; কারণ, তিনি নিখুঁত সুন্দর ও নির্দ্দোষ আনন্দের ধামে গিয়াছেন। যখন নিজের স্বার্থের অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গক্রমে আমাদের পরম লাভের দিক হইতে দেখি, তখন তীব্র জ্বালা ও গুরুতর দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দেখি না। কিন্তু এই দুঃখ যদি আমাদিগকে তাঁহার আদর্শ সেবাময় জীবনের অনুসরণে প্রবৃত্ত না করায়, তবে এই দুঃখ, এই ক্রন্দন—সবই বৃথা।

তিনি মঠে আসিবার প্রথম দিন হইতে আমার নিরন্তর সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার বিরহে আমি আজ সঙ্গহারা; তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, হইল সঙ্গ-ভঙ্গ॥"

তিনি আনন্দময় সুন্দরের ধামে গিয়াছেন আমাদিগকে আরও কিছুদিন তাঁহার বিরহ তীব্রভাবে উপলব্ধির জন্য; আর রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার জ্বলন্ত স্মৃতি। তাঁহার স্মৃতি প্রতিক্ষণে প্রতি-মুহূর্ত্তে আগুনের শিখার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। তিনি যে আদর্শ সেবাময় জীবন আমাদের সম্মুখে রাখিয়া

গিয়াছেন, তাহার অনুসরণের জন্য আমাদের একটা দৃঢ় তীব্র আন্তরিক স্পৃহা জাগুক, তাহা হইলে তিনি অপ্রকট-লীলায়ও আমাদের প্রতি করুণা করিবেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আবেদন করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ আবার শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আবেদন করিবেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের সহিত মিলন করাইবেন। শ্রীল প্রভুপাদ গৌরসুন্দরের প্রিয়তম জন, ইহা যেরূপ সত্য, আবার ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়-জন, ইহাও সেইরূপ সত্য। তিনি কতটা শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়, তাহা তাঁহার এই অপ্রকট-লীলাদ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের ভজনগৃহের সংলগ্ন-স্থানে শ্রীব্যাস-পূজায় অঞ্জলি দান করিয়া নিজের আত্মাকে আহুতি দিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের লীলায় মিলিত হইলেন—শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌরসুন্দরের মিলন করাইবার জন্য। আমরা তাঁহার সঙ্গ আর এ জগতে থাকা-কালে পাইব না,—যেমন শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ হইতেও এখন আমরা বঞ্চিত; কিন্তু যদি ভক্তিসুধাকর প্রভুর স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে বহন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করি, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিয়া শ্রীল প্রভু-পাদপদ্মের ধূলি-রূপে আমাদিগকে সংযোজিত করিবেন, তখন প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাসে আমরা যোগদান করিতে পারিব।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি' নিরন্তর॥"

শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-অধিষ্ঠান। শ্রীবাস-গৃহে, নিত্যানন্দের নৃত্যে, শচীর অঙ্গনে ও রাঘবের মন্দিরে মহাপ্রভু নিত্যকাল থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনে নিত্যকাল শ্রীনিত্যানন্দ নৃত্য করিতেছেন, সেখানে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু আছেন, শ্রীগদাধর আছেন, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর, শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার পশ্চাতে শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভু আছেন, আমরা তাঁহার পাদপদ্মের রেণু হইতে পারিলে আমরা শ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীগৌরের সংকীর্ত্তন-রাসে প্রবেশ করিতে পারিব।

সুন্দরের ধামেই ত' আমাদের যাওয়া দরকার। এই পাপ-পাষণ্ড কুরূপের জগতে নিত্যকাল থাকিবার জন্য ত' আমরা কেহ আসি নাই। সেই সুন্দরের রাজ্যে লইবার জন্যই ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার সুধা বা জ্যোৎস্না সমগ্র বিশ্বে বিস্তার করিয়া প্লাবিত করিতে চাহিয়াছেন ও করিয়াছেন। এত ক্লেশ, এত ঝঞ্ঝাবাত নির্ভীক ও নিস্পন্দ-চিত্তে বরণ করিয়া তিনি যে দৃঢ়-পদে সেবা পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা কেবল গৌরসুন্দর-প্রেষ্ঠ প্রভুপাদের সহিত মিলিত হইতে ও সকলকে মিলন করাইতে। এই পাপ-পঙ্কিল, কুরূপ, দুঃখ-শোকময় জগতে থাকিয়াও তিনি ছিলেন সুন্দরের—আনন্দের আরাধক এবং তিনি সেই পথেই ছুটিয়া বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সেবা-সুধার—আনন্দের আকর চন্দ্র; আমরা যদি তাঁহার কিরণ-কণা-লাভের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই সেবা-সুধা-পানে অমৃত হইয়া আর বিষয়-বিষের দ্বারা জর্জ্জরিত হইব না।

সুন্দরের পাদপদ্মে অভিযান করিতে ও করাইতে যাইয়া এরূপ সেবার উজ্জ্বলতা বৈষ্ণব-ইতিহাসে আর কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে কি না, জানি না। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত যে অসমোর্দ্ধ সেবাদর্শ তিনি প্রকট করিয়াছেন, তাহাতে রামানুজ শ্রীলক্ষ্মণজীর সেবা এবং শ্রীরামানুজাচার্য্য বা শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের আদর্শ সেবক শ্রীকুরেশাচার্য্যের সেবা-ইতিহাস স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। শ্রীকুরেশাচার্য্য শ্রীগুরুসেবার জন্য নিজের চক্ষুর্দ্বয়কে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এ কথাটিও আমাদিগের শোনা বা গ্রন্থে পড়াই ছিল; আর আজ প্রত্যক্ষ দেখিলাম শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর সেবা, নিজের প্রাণকে বলি দিয়া—আহুতি দিয়া।

তিনি যেরূপ সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দর ও তৎপ্রেষ্ঠের চরণে ডালি দিয়াছেন, আমরাও যেন তাঁহার সেই সেবাময় জীবনের অনুসরণ করিতে পারি। কত লোক হয় ত' তাঁহার জন্য আমাদিগকে লাঞ্ছনা করিবে, গঞ্জনা দিবে; কিন্তু আমরা তাঁহার জন্য বিচলিত হইব না। ইহাও ভক্তিসুধাকর প্রভুই দেখাইয়াছেন। শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা, অত্যাচার, নির্য্যাতন, নিপীড়ন কিছুই শ্রীগুরুগৌরসুন্দরের পাদপদ্মাভিমুখে তাঁহার প্রগতিকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। তাঁহার কৃপাতেই প্রভুপাদের সঙ্গ এবং প্রভুপাদের সঙ্গক্রমেই গৌর-সুন্দরের সেবা-লাভ জানিয়া আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হউক—

"মানস-দেহ-গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা॥
সম্পদে বিপদে, জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ-বরণে॥"

পরসাহিত্যে শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু

গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর রচিত

প্রবন্ধাবলী

স্বাধীনতার ও আলো ৫।১৯, কৃতর্কনিরোধক প্রাকার ৮।৩৭,৪৪; গৌড়ীয় (পদ্য) ১।৩১, শ্রীধামমায়াপুর (পদ্য) ১।৩৬, শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ১৪।২৩, সমসাময়িক সমস্যার আচার্য্যের অবদান। সাময়িক সংখ্যা, ১৩৪৩ সাল), গৌড়ীয়-মিশন সম্পর্কে সাধারণের প্রতি বিনীত নিবেদন ১৪।৪৭।

অপ্রকাশিত মুদ্রিত প্রবন্ধ—

সমসাময়িক বিশ্ব ও শ্রীল প্রভুপাদ (জয়শ্রী "শ্রী" পত্র)

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে লিখিত প্রবন্ধাবলী

শ্রীশ্রীধামপরিক্রমা ৩।২৫, শ্রীপুরীধাম দর্শন ৪।৬২, সত্যের আদর ৪।৮২, ভুলে ঠিক ৪।১০২, ১২১; আমি সাধুসঙ্গ করি না কেন? ৪।১০৪, যথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন ৪।১১৭, শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনী ৪।২, সেবা কিংবা ভক্তিপথ ৫।৮, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা (পদ্য) ৫।২৩১, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ (পদ্য) ৫।২৫৫, স্রোতপন্থা ৫।২৫৯, শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী প্রভুর প্রয়াণে (পদ্য) ৫।২৬৬, নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস (পদ্য) ৫।২৭১, শ্রীশ্রীগৌরভক্তবন্দনা (পদ্য) ৬।১, শ্রীচৈতন্যমঠ ৬।৭, পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডিবেষম্ ৬।১৬, শ্রীধামবাস ৬।২৪, শ্রীধাম-মায়াপুর (পদ্য) ৬।৩৭, শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা (পদ্য) ৬।৩৮, একায়ন ও বহুয়ন ৬।৪১, শ্রীএকাদশী (পদ্য) ৬।৬১, দার্জ্জিলিং (পদ্য) ৬।৬৯, শ্রীঅভিত্যানন্দ প্রভু (পদ্য) ৬।৭৬-৭৭, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ (পদ্য) ৬।৮৮, মায়াবাদ ও নাস্তিকতা ৬।১৫৬, নিন্দার কয়েকটি উদাহরণ ৬।১৬৩, মায়াবাদ ৬।১৭১, ধর্ম্মের গ্লানি ৬।২৮০, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পত্রিকার লেখক ৬।২৮৩, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী ৭।১২, ভগবৎ-কৃপা ৭।১৬, শ্রীশ্রীগৌর-বিকুপ্রিয়া ৭।২৩, সৎ সম্প্রদায় ৭।২৯, জগজ্জাল ৭।৩৪, পরমার্থী ৭।৩৫, বৈষ্ণবের ব্যবহার ৭।৮৫,১০০; সম্বন্ধাধিদেবতা ৭।১৪৬, জন্মরহস্য ৮।১৩৯,১৪০; শ্রীকৃষ্ণের মূল নারায়ণত্ব ১০। (জন্মাষ্টমী সংখ্যা), শ্রীগুরুপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ১০।২৮৪, শ্রীচৈতন্যদেবই শ্রীকৃষ্ণ ১১।১৩৮,১৩৯; কৃপাপ্রার্থনা ও আত্মবঞ্চনা ১১।২৭৪, বেহায়া ১২।১৭, একঘেয়ে ১২।৪৪, পরচর্চ্চা ১২।৫১, কপটতা ১২।১১৭, কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ১২। (জন্মাষ্টমী-সংখ্যা), বর্ষিপূজা ও বাগ্‌বৈখরী ১২।২৯৩,২৯৪; শ্রীকৃষ্ণজন্ম ১৩।১৪৬-১৪৭, গুর্ব্বজ্ঞা ১৩। ১৪৪-১৪৬, আইন ও পরমার্থ ১৩।৬৮, শ্রীগৌড়ীয়মঠের শিক্ষণীয় বিষয় ১৩।৮৩।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত পত্রাবলী

৪।৪, ৩২শে আষাঢ় ১৩৩৫ সাল, ৩রা শ্রাবণ ঐ; ১১।২২৭, ১১।২৬২, ১৪।১৬, ১৪।১৭, ১৪।২২, ১৪।২৩, ১৪।৩২, ১৪।৩৩, ১৪।৩৮, ১৪।৩৯, ১৪।৪৩, ১৪।৬৬, ১৪।৭০, ১৪।৭১, ১৪।৭৬, ১৪।৭৭, ১৪।৮৩, ১৪।৮৮, ১৪।৯০, ১৪।৯৩, ১৪।৯৫, ১৪।১১০, ১৪।১১৩, ১৪।১৪৭

ইংরেজী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী

1. What Gaudiya Math is doing ?
2. Erotic Principle and Unalloyed Devotion
3. Sree Krishna Chaitanya.
4. Sri Chaitanya Bhagabat (Eng. Translation)
5. Sri Sharanagati (Eng. Translation)
6. Brahmasamhita 5th. Chap. (Translated into English in collaboration with Srila Tirtha Goswami Maharaj)

সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত গ্রন্থ

১। শ্রীশ্রীগুরুপ্রণালী।

তাঁহার সেবানুকূল্যে উৎকল ভাষায় ও অক্ষরে

প্রকাশিত গ্রন্থ

(১) শ্রীহরিনামচিন্তামণি, (২) সাধনপথ, (৩) কল্যাণ-কল্পতরু, (৪) গীতাবলী, (৫) শরণাগতি।

এতদ্ব্যতীত তিনি ইংরেজী ভাষায় বহু গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন, যথা,—শ্রীল তীর্থগোস্বামি-বিরচিত 'Srila Sarasvati Thakur', 'Thakur Bhakti Vinode' গ্রন্থের ভূমিকা ইত্যাদি; এবং বহু গ্রন্থের পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন। Harmonist পত্রে তিনি বহুশত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাহার নাম স্থানাভাবে এই সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

ইং ১৯৩৯ অব্দে সাধারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত

প্রবন্ধাবলী

"Government in Religious Association"—*(Sunday 'Advance', July 9, 1939)*, **"Is all activity worship ?"** *('The Dharmarajya', July 20, 1939)*; *('The Bharat Dharma' August, 1939)*

এতদ্ব্যতীত বহু প্রবন্ধ *Statesman, Amritabazar, Bombay Chronicle, Hindu, Madras Mail, Search Light, Star of India, Hindustan Times* প্রভৃতি সাধারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। দ্রুতগতিতে এই সকল পত্র, প্রবন্ধাদির তালিকা সংগৃহীত হওয়ায় সম্ভবতঃ ইহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইতে পারে। ভক্তিস্বামী শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভুর ভক্তিগ্রন্থে ও পরমাহিতাসেবায় যে কিরূপ আন্তরিক প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহার সামান্য দিগ্‌দর্শন মাত্র হইল। তাঁহার পত্র-সাহিত্যে-প্রতিভার কথা ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

— —

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর রচিত একটি পদ্য

আবির্ভাব-মহোৎসব-বন্দনা *

শ্রীগুরু-চরণ স্মরিয়া স্মরণ
বন্দি সযতনে আমি।
শ্রীগুরু-কৃপায় আমার জিহ্বায়
স্ফুরিবে তাঁহার বাণী॥
বড় ইচ্ছা মোর শুন হে ঠাকুর
তব যশোগাথা গাই।
বিনা কৃপা তব নহে তা' সম্ভব
অহৈতুকী কৃপা চাই॥
তব যশোগাথা গাহিব সর্ব্বথা
কৃষ্ণের প্রীতির তরে।
কৃষ্ণ কৃপাময় হইয়া সদয়
যোগ্যতা অর্পিবেন মোরে॥
তব পাদপদ্ম ভবে ভবে বন্দা
তব সেবা সার জানি।
নিষ্কপটে তব যশোগাথা গা'ব
জীবন সার্থক মানি'॥
তোমার বারতা তব গুণ গাথা
জগতে প্রচার হ'বে।
শুনি সেই বাণী বিশ্ববাসী প্রাণী
তব পদাশ্রয় ল'বে॥
তোমার সন্তান করিলা প্রদান
এ অধমে কৃপা করি'।
পরম করুণ যে মহাজন
তাঁহার চরণ ধরি॥

* শ্রীলপ্রভুপাদের ৫৩তম আবির্ভাব তিথিমহোৎসবকে রচিত

আজি শুভদিন অকিঞ্চন হীন
তাঁহার করুণা মাগি'।
পুনঃ পুনঃ তাঁরে অতি সকাতরে
বন্দি চরণে ধরি'॥
আমার প্রভুর প্রিয় সহচর
যতেক প্রভুর গণ।
চরণে সবার মোর নমস্কার
কৃপা মাগি অনুক্ষণ॥
সবে কৃপা করি' শিখা'বেন মোরে
প্রভুর সেবন-রীতি।
তাঁহাদের বাণী করি প্রতিধ্বনি
গাহিব বন্দন-গীতি॥
প্রভুর করুণা নাহি-হয় সীমা
তুলনা নাহিক তাঁর।
করিতে বর্ণন সকলথা অক্ষম
অযোগ্য রসনা মোর॥
সর্ব্বত্র তাঁহার করুণা-সঞ্চার
আমার মঙ্গল লাগি'।
তাঁহার কৃপায় অনুভব হয়
বন্দনে শকতি লভি॥
শ্রীগুরু চরণ সর্ব্বসিদ্ধিগণ
সেবে সদা থাকি দূরে।
অন্তরঙ্গ সেবা নাহি মানে যেবা
বঞ্চিত সে চিরতরে॥
নিত্যসিদ্ধ-প্রীতি সেবনের রীতি
অহৈতুকী কৃপা তাঁর।
সে মর্ম্ম যে জানে সেই মাত্র জানে
অন্যে না মানয়ে তাহা॥
সহজ সরল প্রেম নিরমল
শ্রীগুরু-চরণে রতি।
গুরু তর্কনিষ্ঠ শ্রীতি-পথ-ভ্রষ্ট
তাহাতে না হয় গতি॥
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সাধনে মহত্ত্ব
মানয়ে দুর্ভাগা যা'রা।
গুরু একমাত্র সর্ব্বসেব্যপাত্র
কেমনে জানিবে তা'রা॥
শ্রীগুরু-সেবন করে যেই জন
কৃষ্ণসেবা পায় সেই।
নিজ সুখ তা'র তুচ্ছ অসার
সেবা-সুখ যারে চায়॥
সে সুখ-প্রদাতা গুরু জ্ঞানদাতা
স্বপ্রকাশ বস্তু তুমি।
আমি হীন অন্ধ দেখিতে অক্ষম
কুদর্শন-বহমানী॥
তুমি অন্তর্যামী বাহিরেতে তুমি
সকলই বৈভব তব।
জগতজীবন জগতের ত্রাণ
লাগিয়া প্রকাশ তব॥
আমি অতি দীন মূঢ় ভাগ্যহীন
তব নিজ-জন মোরে।
আপনার গুণে কৃপা-বিতরণে
আনিয়াছে তব দ্বারে॥
অন্ধ এ নয়ন বধির শ্রবণ
জড় জিহ্বা নাহি স্ফুরে।
তথাপি কৃপায় ওহে দয়াময়,
স্বীকার করিলা মোরে॥

* * *

শ্রীবার্ষভানবী- ধরিত সরস্বতী
আপনার সেবাধন।
আচার্য্যরূপেতে উদিয়া জগতে
করিতেছেন বিতরণ॥
ভজন-সাধন বিহীন অধম
তথাপি তাঁহারি বাণী।
কবে এ জিহ্বায় হইয়া উদয়
প্রকাশিবে স্ব-কাহিনী॥
শ্রীসিদ্ধাস্বরূপে উদিত আপনি
হ'য়েছেন গুরুরূপে।
জীবের দুর্ভোগ যাহে ভবরোগ
মজ্জন বিষয়কূপে॥
সেই ভোগ হ'তে ধরিয়া কেশেতে
উদ্ধারিতে সবে বলে।
সবার জিহ্বায় হইয়া উদয়
প্রকাশিছেন স্বীয় বলে॥
ভক্তিবাণীপদ সর্ব্ব সুসম্পদ
আশ্রয় লভিয়া আমি।
মহিমা তাঁহার করিব প্রচার
সেবিব তাঁহার বাণী॥
সেই মহাসৌভাগ্য হইবে সুলভ্য
শ্রীগুরু-প্রকট আজি।
এ শুভ বাসরে বাণী-পূজা তরে
(তাই) এনেছি অর্ঘ্য-সাজি॥
কৃপা করি' যদি ওহে গুণনিধি,
স্বীকার করহ তাহা।
বিশ্ববাসি-কর্ণ হইয়া উৎকর্ণ
সেবিবে তব যশঃগাথা॥

দাসাধম—

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী
ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্রত্রাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাভিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩রা চৈত্র, ১৩৬৬; ১৬ই মার্চ্চ, ১৯৪০ | ৩৩শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, শ্রীধাম-মায়াপুর
কাল—সন্ধ্যা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

আদরানন্তরং দৈন্যবিনয়ং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীরূপপদলাক্ষোদ্ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া সকলের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা যেন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন—যাহাতে আমি জন্মে-জন্মে শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেবের মধুর-রসাশ্রিত বাস্তব-ভক্তগণ নিজেদের শ্রীরূপানুগ-দাস বলিয়া গর্ব্ব অভিমান করেন। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ভজনরূপে সবিলাসরূপে॥

শ্রীরূপশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ইহা ও ভূমিতে কোন ভাগ্যবানে জন্ম।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥

তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কল্পতরু'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মা+অণ্ড। অণ্ডের ভিতর যেমন প্রাণি-সকল থাকে, সেইপ্রকার ব্রহ্মার অণ্ডে চতুর্দশ ভুবনের জীবগণ অবস্থান করিতেছে। বিশ্বটি ডিম্বাকার, ellipse বা বৃত্তাভাসের মত বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ১৪টি বিভাগ,—উর্দ্ধে সপ্ত ব্যাহৃতি—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক এবং নিম্নে সাতটি অধঃ লোক—তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল। উর্দ্ধস্থ লোকত্রয়কে ধরণীর্ভূমি এবং নিম্ন সপ্তলোককে অধঃভূমি বলে। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাওয়া মানে যাহাকে transcend (অতিক্রম) করা।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠা-ফলে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য—এই চারি লোকে যাইতে পারেন। গৃহস্থগণ পুণ্যকর্ম্মফলে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোকে গমন করিতে পারেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকদিগের ক্রমশঃ উর্দ্ধলোকপ্রাপ্তি হয় এবং গৃহস্থদিগের নিম্নলোকে স্থিতি লাভ হয়। স্বর্গ ও ভূমণ্ডলের মধ্যে অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক অবস্থিত। স্বর্লোকে বা ভুবর্লোকে সূক্ষ্মশরীরধারী জীবগণ বাস করে। জীবগণ ছায়াহীন সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করে। ভূর্লোক হইতে স্বর্লোক পর্য্যন্ত লোকে জীবগণের স্থূল ভোগোপযোগী দেহ লাভ হয়। মহর্জনাদি লোকে যদিও সূক্ষ্ম ভোগ আছে তথাপি ত্যাগের বিচারই তথায় পরিদৃষ্ট। ঐসকল উর্দ্ধলোক হইতেও ত্যাগীদের পতন ঘটে। আধ্যাত্মিকতার বলে জীবগণ সত্যলোক-পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। কিন্তু তথায় অধোক্ষজের সেবার কোন কথা নাই। সত্যলোকে ব্রহ্মার বাস—তথায় ঊর্দ্ধরেতাঃ যতিগণের গমন ও বাস হয়। কৃষ্ণভজনকারিগণ ফল-লাভের আশা করেন না—তাঁহারা ঐ সত্যলোকও চাহেন না; কেন না, ঐ সত্য-লোকও অনিত্য ও প্রাকৃত। মানব-জ্ঞান যুক্তি, তর্ক-বিচার ঐ পর্য্যন্ত যাইতে পারে; কিন্তু অধোক্ষজের নিকট যাইতে পারে না। ভোগী সকাম কর্ম্মীদিগের কখনও ফলাসক্তির Satiation (তৃপ্তিজনিত বিরাগ) হয় না। যদি শ্রীহরি আরাধিত না হন, তাহা হইলে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্যার কোনই মূল্য নাই। তাই শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

যদি শ্রীহরির সেবা হয়, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যদি শ্রীহরি সেবিত না হন, তাহা হইলেই বা তপস্যার প্রয়োজন কি? Privation বা 'তাল্গে'-জিনিষটিকে ভোগের পর যোগপ্রাপ্তি বা মাতালের 'খোয়ারি' অবস্থা বলা যাইতে পারে। ভোগ করিতে করিতে যখন ইন্দ্রিয়-সকল শিথিল হইয়া যায়, খাইতে খাইতে যখন আর রুচি থাকে না, দেখিতে দেখিতে যখন বিতৃষ্ণা হয়, তখন সাময়িক অস্থায়ী বিরক্তি বা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সংসার ভোগ করিতে করিতে যখন জীব ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন আর সংসারের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তি অনুসন্ধান করেন। কিন্তু যাহারা অন্তরে দুর্দ্দমনীয় ভোগ-পিপাসা সংরক্ষণ করিয়া কপট বৈরাগীর বেষ ধারণ করে, তাহারা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ও শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

আপতিক দরিদ্রতা দূর করিবার জন্যই যদি সংসার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে দরিদ্রজন হইবে না। "দারিদ্র্য বশতঃ সোনা মুগের ডাল খাই না; কেন না, অর্থাভাবে যোগাড় করিতে পারি না, অথচ যদি বলি—'আমি মুগের ডাল খাই না', তবে লোক-দেখান কপটতাই হইল।" ত্যাগী, বৈরাগী, তপস্বী অথবা সাধুর ভান করা কলি-কালের একটা প্রধান লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে যাদশ-স্কন্ধে এই কথাটি পাই—

সূত্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ।
দৈবং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্।

"আহারা তুচ্ছ বিষয়ের বিচ্ছেদে শোককারী, তাহারাই সূত্র। হরিভজনের শিক্ষা-প্রণালীতে যাহারা অগ্রসর বা যাহারা হরিভজন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগের সৌভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া আমি যদি মনে করি —'সরল বলিয়া ইঁহাদিগকে গুরুবৈষ্ণবগণ খুব পরিশ্রম করাইতেছেন,; কিন্তু ইঁহাদিগকে কিছুই খাইতে দিতেছেন

না', তাহা হইলে আমার মত শূন্য আর কে আছে? 'ছাত্রগুলি মাষ্টার মহাশয়কে বেতন দিয়াও আবার স্কুলে ক্লাসে গিয়া অঙ্ক কষিয়া দিতেছে, মাষ্টার-মহাশয় সেই ছাত্রগুলির স্কুল-ফ্রীটা 'অন্ত খেয়াঘাত' করিতেছেন, মাষ্টার মহাশয় নিজের স্বার্থের জন্যই ছাত্রগুলির উপর প্রভুত্ব করিয়া ছাত্রগুলিকে কেবল কষ্ট দিতেছেন, অতএব এই প্রকার নিষ্ঠুর শিক্ষককে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য'—যাহারা এইরূপ বিচার করে, তাহারা অত্যন্ত শিক্ষা-বিরোধী, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিহীন, মূর্খতা-পোষণকারী বেশেষুদ্ধি-বিশিষ্ট অবুঝ।

কর্ম্মকাণ্ডে সর্ব্বদাই নশ্বর অনিত্য লাভ-লোকসানের কথা আছে। আবার জ্ঞানকাণ্ডেও অকাল-বৈরাগ্য অবশ্য বড়ই বিপজ্জনক। কিন্তু যাঁহারা বুঝেন যে, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সকলই অনিত্য, তাঁহাদের পক্ষে ভগবদ্ভজন ব্যতীত আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? যাঁহাদের বিচার হইয়াছে—'হে কৃষ্ণ, তুমি ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই, তাঁহাদের শুদ্ধ বিচার ও আচার অশুদ্ধচিত্ত সংসারিগণ বুঝিতে পারে না। গৃহব্রতগণ 'কর্ত্তাহং'-বুদ্ধিতে মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। 'কৃতকার্য্যের ফল আমি পাইব'—ইহাই কর্ম্ম; আর 'কর্ম্মের ফল আমিও পাইব না, ঈশ্বরও পাইবেন না'—ইহাই জ্ঞানকাণ্ড।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

কৃষ্ণের ভজনের বাজারে খুব ভিড়, কিন্তু হরিভজনের বাজারে লোক এত কম কেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। হরিভজন না করিলে কি ভীষণ বিপদ্ হয়, তাহা মায়ামুগ্ধ কর্ম্মীরা বুঝিতে পারে না। হরিভজন-পরায়ণ চতুর জনগণ কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ডের তুচ্ছত্ব বুঝিয়া হরিভক্তির পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু অভক্তদিগের পক্ষে 'ভুঞ্জতে তস্ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ'—এই বিচারটি প্রযোজ্য। পাষণ্ডি-কর্ম্মিগণের বিচার—'বৈষ্ণব কেন পাকা-ঘরে থাকিবেন? তাঁহাদের হরিভজন-সৌকর্য্যের জন্য আবার নানা প্রতিষ্ঠানাদি কেন?' উহাদের বিচার—জগতের সমস্ত বস্তুই ভোগীদিগের ভোগের ও তৎক্ষণে নরকে যাইবার জন্য, পরন্তু সাধুদের ভগবৎসেবার অনুষ্ঠানের জন্য নহে। 'বৈষ্ণবগণকে পীড়ন করাই দরকার; তাঁহাদের হরিভজনের কোনই সুবিধা করিয়া দিতে হইবে না—কেন না, তাঁহারা ত' আমাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া হিংসা করিতে প্রস্তুত নন! আমরা তাঁহাদের অনুগত হইয়া এমন সখের—সুখের—এমন ভোগের—এমন মধুর জীবনটা নষ্ট করিব কেন? আমরা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিব, আমরা দুর্নীতি আশ্রয় করিয়াও জগৎ ভোগ করিব।' ... এর বিচার—'আমি যখন সৌড়ীয়মঠের একজন প্রধান মোড়ল, তখন অপরের জিনিষগুলিও আমারই ইন্দ্রিয়ের সেবায় লাগাইব। আমি অনেক পরিশ্রম করিতেছি, আমার পরিশ্রমের ফল ছাড়িব কেন'?—ইহা অত্যন্ত কুকর্ম্মবিষয় কুকর্ম্মীর বিচারে। ... বাবাজী বেষধারীর দুর্ব্বুদ্ধি হইল,—'আমি সাধু, আর জগৎ আমারই ভোগ্য।' ঐ অপরাধী ব্যক্তি অহংগ্রহোপাসক হইয়া অসৎপথ গ্রহণ করিল। উহার বিচার হইয়াছিল—'গৃহস্থের নিকট হইতে পয়সাগুলি লইয়া আমরাই খাব-দাব-থাকব, হরিভজনের চেষ্টা করিব না।' ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে কঠোর কৃষ্ণ-বৈরাগ্য দেখাইয়াছিল। আর এক ব্যক্তি (... সোম) দুষ্ট লোকের পরামর্শে পড়িয়া সৌড়ীয়মঠের প্রতি অপরাধ করিল এবং তাহার সর্ব্বনাশ হইল। ঐ ব্যক্তি রাজকার্য্য-কালে দুর্নীতি পোষণ করায় সম্ভ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। সে বৈষ্ণবাপরাধের ফল হাতে হাতে লাভ করিল।

কর্ম্মকাণ্ডী তথা-কথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত-মাত্রেরই বিচার—'আমরা কর্ম্মের ফল লাভ করিব।' কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানীর বিচার—'মৃত্যুর পর আমি শিব হইব, জড়ীয় তর্ক-বিচারের দ্বারা লোককে ঠকাইব, আর হরিভক্তির ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিব। সংসারের লোকগুলি ক্লেশ পাউক, আমি কেবল মুক্ত হইব।' পাষণ্ডী তামসিক ভোগীর বিচার—'বৈষ্ণবেরা কেন আমাদের একচেটিয়া ভোগের ক্ষেত্র এই জগতে জীবন ধারণ করিবেন? তাঁহারা না খেতে পেয়ে মরিয়া যাউন, তা হ'লেই আমরা নিরাপদে জগৎটাকে পূর্ণ-রূপে ভোগ করতে পারব।'

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব'—এ স্থলে 'ভাগ্য-বান্' কাঁহাকে বলিব? অনন্তকাল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন জীবের সংসার-ক্ষয়োন্মুখ হইলে তবে সেই জীবের ভক্তির প্রতি যে স্বল্পমাত্র রুচি, উহাই তাঁহার ভাগ্যবত্তার পরিচয়। শুষ্কজ্ঞানীর চিন্তাস্রোতঃ—'ব্রহ্মের সহিত আমি একীভূত হইয়া যাইব, ভোগের সামগ্রী জগৎকে দিয়া যাইব, ভগবান বা ভোক্তা বলিয়া কেহই নাই।' ভক্তবস্তু, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবান্‌কে আক্রমণই নির্ব্বিশেষবাদীর

চেষ্টা। ঐ প্রকার নির্বিশেষবাদীর চিন্তা—'কাশীতে বসিয়া লাভাই খেলি, আর যাই করি, মরিলেই 'শিব' হইব।' কর্ম্মীর চিন্তা—'অপরকে কষ্ট দিয়াও আমরাই সব ভোগ করিব।' সৎকর্ম্মীর চিন্তা—'পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য আমরা দান, ধ্যান, পুণ্যাদি ও সাধুর সেবা করিব এবং নিজের বংশধর ও কুটুম্বাদির জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইব।' কিন্তু বৈষ্ণবগণের বিচার—'যাঁহারা হরিভজন করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবেন, তাঁহাদের জন্যই অর্থাদি সঞ্চয় করিব।' হরিজনেই সকল অর্থ বাহিত হউক ইহাই গৌড়ীয়মঠের বিচার।

গ্রাম্যদেশে যদিও কিছু কিছু ভক্তির কথা শুনা যায়, কিন্তু শহরদেশে ভক্তি-সদাচারের বড়ই অভাব। তথাকার প্রায় পৌনে ষোল আনা লোকই হয় কর্ম্মী, নয় জ্ঞানী, নয় ভোগী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু মাথুরমণ্ডলে শ্রীরূপ-সনাতনের প্রচার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

পশ্চিমের লোক-সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিলা দুঁহে ভক্তি-সদাচার॥

কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের আশ্রিত ব্যক্তিগণই মূঢ়। তাঁহাদের হরিভক্তি ও সদাচার নাই। মূর্খ, ধনী পশ্চিমের বেশভূষাদী শ্রেষ্ঠদের বিচার—যেমন বর্ত্তমানে কলিকাতা সহরে দেখা যায়—হরিনাম গান করাইবার ছলনায় তাহারা দরিদ্র অর্থলোলুপ স্ত্রীলোকগুলিকে নামাপরাধ করাইতেছে। পুণ্যভূমি ভারতের অনেক স্থানে maternity'র (পতিতা-সদনের) নাম করিয়া পাতিত্যের সদ্গতি করা বুদ্ধিমান্ মনুষ্য-জাতির কখন উচিত নহে। সনাতন-ধর্ম্মের নামে শ্রীরূপ লক্ষ লক্ষ নামাপরাধের আড্ডা, দরিদ্র-ভাণ্ডার ও ভাগবত-পাঠের দোকান খুলিয়া জীবের সর্ব্বনাশ করা যে ঘোরতর অপরাধ, তাহা মূঢ় অনাচারী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না। সৎকর্ম্মিগণ তথাকথিত সাধুসেবা, দান-ধ্যানাদি কর্ম্মদ্বারা সত্যলোক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে; আর অসৎকর্ম্মিগণ পাপকার্য্যদ্বারা নরকে গমন করে। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর শিক্ষা কিছু নির্ব্বোধ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের শিক্ষার মত নহে। জগতের লোককে ভয়ানক বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই শ্রীরূপ-শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা শুদ্ধ হরিভক্তির কোনই সন্ধান পাইতে পারি না। পুণ্য ও পাপকারী সৎকর্ম্মী ও অসৎ-কর্ম্মীদের ও ফলত্যাগী বৈরাগী ব্রহ্মসাযুজ্যকামীদের বিচারে শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদাই নিষ্ঠুরের পরিচয় করেন। গ্রহণ-স্নান, তীর্থে ব্রাহ্মণ-ভোজন ও হরিনাম কণ্ঠাদিতে ভগবদ্ভক্ত আবদ্ধ নহেন। ভগবদ্ভক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডকে বিষের ভাণ্ড বলিয়া জানেন।

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

কর্ম্মকাণ্ডী বৈষ্ণবাবাদী নহে,—তাহারা কর্ম্মের ফলের আশা করে। কর্ম্মীদিগের মধ্যে nationality (জাতীয়তা), provincialism (প্রাদেশিকতা) প্রভৃতি যে বিচার দেখা যায়, তাহার মূলে মাৎসর্য্য-ভাব। উহাদের বিচার—'অন্যের অমঙ্গল হইলে আমার কি? আমার অভীষ্ট-সুবিধা হইলেই হইল।' আমরা ঐসকল অপস্বার্থপরতার মধ্যে কখনই প্রবেশ করিব না। শ্রীগৌরসুন্দর ও ভক্তির প্রিয় গোস্বামি-গণ আমাদিগকে কৈতবরূপ অপস্বার্থপরতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কতই-না মহতী চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অহৈতুকী অনর্থোপশম-লীলার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনতীক্ষ্ণ মন্যুম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

যিনি বহু প্রযত্ন-সহকারে বিষয়াদ্ধ ও ভক্তিরসপানে অনিচ্ছুক আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুর শরণাগত হইতেছি।

বৈষ্ণবদিগের চিত্ত সর্ব্বদাই পরোপকারের জন্য ব্যস্ত। শ্রীল মহাপ্রভুর মনুষ্যজাতির প্রতি "কৃষ্ণে মতি হউক"—এইরূপ আশীর্ব্বাদই জগতের পরম-মঙ্গলজনক। জীবকে কৃষ্ণে মতিবিশিষ্ট করিতে পারিলে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় altruism হয়। কৃষ্ণভক্তি দান করাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপকার—ইহা জানিতে পারিলেই মনুষ্যজাতির সকল অসুবিধা হইবে। বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের আরাধনাই বড়; তাই বৈষ্ণবরাজ শম্ভু পাদ্মতন্ত্রে বলিয়াছেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

যাঁহারা বিষ্ণুর সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। কিন্তু তাহা না করিয়া যাহারা চতুর্বর্গের আশায় প্রমত্ত, তাহারা মনুষ্যজাতির পরম-মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা বলেন—'আমরা মুক্ত হইব। মনুষ্যজাতির মঙ্গলামঙ্গলে আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?' ইহারা অপস্বার্থপর। আবার যে-সকল কর্মী জগতের আপাত-মঙ্গলের জন্য altruistic propaganda (অনিত্য উপকারের প্রচেষ্টা) করিতেছেন, তাহাদেরও বিচার—অতি সঙ্কীর্ণ। এই সমস্ত বিচার পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনের পথ অনুসরণ করাই দরকার। ফ্রান্সের (ফরাসী দেশের) Malthusএর বিচার—মনুষ্য-জাতির বংশবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা উচিত নয়। এই সকল ক্ষুদ্র বিচার আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচারে আবদ্ধ থাকিলে তদ্দ্বারা মনুষ্যজাতির কোনই নিত্য-উপকারের সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ অমঙ্গলেরই পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। Napoleonএর মত বীর পুরুষও মনুষ্যজাতির কোনই উপকার করিতে পারেন নাই।

ভগবান্‌কে জানাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। শাস্ত্রে কথিত আছে—"বিদ্যা ভাগবতাবধি"। বর্ত্তমানে যে Godless education (নিরীশ্বর-শিক্ষা) সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগদ্বাসীর কোন সুবিধা হইতেছে না—অসুবিধাই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। শ্রীচৈতন্যের দয়া বিতরণের দ্বারাই জগদ্বাসী মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার হইবে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

পরদুঃখদুঃখী শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর ও শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামি-প্রভুর বাণীতে পাই যে, শ্রীমহাপ্রভু আমাদিগকে ethical and nonethical principles সকলই পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রভুর শরণাগত হইয়া কীর্ত্তনপর হইতে বলিয়াছেন। নৈষ্কর্ম্যবাদী জ্ঞানী যে-প্রকার অসুবিধার হস্তে পতিত হইয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের দয়া তাহা হইতে পতিত জীবগণকে উদ্ধার করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের দয়া বিচার করিলে আমাদের চিত্ত অপর সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে সুদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাঁহাদিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাও আমাদের বিচার্য্য। তাঁহারই শ্রীমুখোক্তি—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

মনুষ্যজাতির ভাগ্য বা কপালে—দুই প্রকারের। এক-প্রকারের লোকের কপাল—পোড়া, আর এক প্রকারের লোকের কপালে—জোড়া। যাঁহার কপাল ভাল ও বড়, তিনিই হরিভজনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি এই জন্মেই হরিভক্তি লাভ করেন—তাঁহার আর জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। আমরা একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে এই জন্মেই সকল মঙ্গল লাভ করিব। মঙ্গলের রাস্তায় আসিয়াও পুনরায় জীবের পতন হইতে পারে। সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার লোভ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। হরিভক্তির কথা শুনিলে সকল প্রকার অসৎ ও অশ্লীল চিন্তা দূর হইয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা এত সত্য, এত বড় ও এত সুন্দর যে, তাহার নিকট অন্য কথা কখনও দাঁড়াইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না এবং পারিবেও না। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিচারকারী শ্রীচৈতন্য-কথার সেবকই প্রকৃতপক্ষে মহা উদার। গৌরভক্ত কত বড় বুদ্ধিমান্, কত বড় চিন্তাশীল ও কত বড় পরোপকারী, তাহা একবার নিরপেক্ষচিত্তে অনুধাবন করা দরকার। 'আমি অন্যের উপরে প্রভুত্ব করিব, অপরে আমার সেবা করুক'—এই প্রকার হীনবুদ্ধি হইতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।

আমাদিগের একান্তভাবে পরদুঃখদুঃখী শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর সুবিচারের আনুগত্য-লাভ হউক। মনুষ্য-জাতি ত্রিবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত। এই ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে যিনি জগদ্বাসীকে উদ্ধার-সাধন-পূর্ব্বক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তিনিই প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী। আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের অনিত্য অংশের অভাব কোনদিন পূরণ করিতে পারিব না। এই জগতে বদ্ধজীবের সর্ব্বক্ষণই অভাব রহিয়াছে। আজ না হয় আমরা এক ব্যাধি হইতে মুক্ত হইলাম, কিন্তু রকম রকম দৈহিক-মানসিক ব্যাধির হস্ত হইতে পরবর্ত্তি-কালে কিরূপে মুক্ত হইব? "শরীরং ব্যাধি-মন্দিরম্"—ব্যাধির ত' শেষ হইবে না। আমাদিগের বর্ত্তমানে যথা-কথিত অভাবটি—জড়পর ভোগেরই অভাব। আমাদিগের

ইন্দ্রিয়গুলি সকলকণই জড়বিষয়ের স্পর্শ ও অপেক্ষাযুক্ত, আমরা মায়া-কবলিত হওয়ায় বহির্জগতের বস্তুর সহিত আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলির adjustment হইয়াছে। আমরা জড়জিনিষের সাহায্যে জড়জিনিষের ভোগজনিত অভাব দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল তাহাদের যোগ্যবস্তুর বা সেবক না পাইলে বড়ই অভাব বোধ করে। আমরা বহির্মুখ লোকের ক্ষণীয় অনিত্য অভাব দূর করিবার জন্য ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন-দান, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান, রোগীকে ঔষধ-পথ্য-দানাদি করিয়া ঐ ক্ষুদ্র বিচারে আবদ্ধ হইয়া পড়ি,—তদপেক্ষা বড় বড় কথায় আমাদের বুদ্ধি প্রবেশ করে না! জগদ্বাসী মনুষ্য বা দেহাত্মবোধরূপে জীবগণ প্রাকৃত-সমাজে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের যে অনিত্য আর্থিক উন্নতির সাহায্য করিবে, ইহা তাহাদের নৈসর্গিকী (স্বভাবসিদ্ধ নহে) বৃত্তি হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল পুণ্য-কর্ম্ম করিয়া বাহাদুরী করিবার কিছুই নাই। জগতের এই সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষুদ্র বিচার আজ্ঞাচিত্ত-চেতন সাধারণ জীবও বুঝিতে পারে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থের কথা একটুকু বিচারশীল সকলেই অল্প বিস্তর বুঝিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য-মঙ্গলের কথা, পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা বুঝিতে না পারিলেই বিশেষ অসুবিধা। ইহজগতে চারি-চাল দাবা-খেলার পর কি হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিলে খেলোয়াড়কে যেমন বিষম বিপদে পড়িতে হয়, তদ্রূপ পঞ্চম-পুরুষার্থের মহিমা না বুঝিতে পারিয়া আশ্রয় না করিলেও পুনঃ পুনঃ সংসার লাভ হয়। যে-সকল লোক প্রাণি-জগতের দুঃখ ও অভাবের অন্তর্নিহিত কারণ বুঝিতে পারিতেছে না তাঁহারা বাহিরের remedy (প্রতীকারোপায়) দেবার ও দেবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত। In this world we unjustly and improperly extend our charity to undesirable people. যাহারা আমাদের কোনকালেই নিত্য-মঙ্গল করিবে না, যাহাদের স্বভাব গুরু-বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করা, তাহাদের উপকার করা আর দুগ্ধ-কলা দিয়া সাপ পোষা—একই কথা। তাদৃশ অনিত্য উপকার করিলে তাহার পরিবর্ত্তে অপকার করাই বহির্মুখ জগদ্বাসীর স্বভাব। যদি উপকার করিতে হয়, যদি দান করিতে হয়, তবে বৈষ্ণবকেই দান করা কর্ত্তব্য। All credit is due to the God-loving people only. যিনি ২৪ ঘণ্টা ভগবানের ভজন করেন, একমাত্র তাঁহাকেই বিশ্বাস ও সেবা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভগবানের সেবা করে না, সেবার নামে নিজে সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিতে হইবে না—সে কখনই বৈকুণ্ঠবৈষ্ণব চিনিতে পারে না। অভক্তের মধ্যে আপাত-দৃশ্য গুণসকলও অচিরেই লুপ্ত হয়, কিন্তু দেবতাগণ-সহ সর্ব্ব-সদ্‌গুণ একমাত্র ভক্তকেই নিত্য বিরাজ করে,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

ভগবদ্ভক্তেই সমস্ত কল্যাণ-গুণরাশি আছে। Godless fellow (নাস্তিক) কে কোনপ্রকার reliance (বিশ্বাস) করিতে হইবে না। Though some aspects of goodness may be apparently found in Godless people, still the wise should not admire them. How can he—who serves only atheism or limited things of phenomenal Nature, possess any really good quality at all? Haribhakta is eternal. He is full of all good qualities in full quantity.

"হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।" Even the few good qualities if seemingly found at all in an অভক্ত will vanish like a moving car from the mind of one who is not a true devotee. আমাদের মনটি রথ-সদৃশ। Our mind is always prone to be in touch with, enjoy and be entangled or entrapped with the objects of Maya. তাহার ফলেই বন্ধন ও ক্লেশ-ভোগ।

'অসতি-ধাবতো বহিঃ'—এই স্থলে 'অসৎ' বলিতে বহির্জগতের ভোগ্য অনিত্য অসৎ বিষয়কে বুঝিতে হইবে। There are two sorts of function of the energy of Godhead. বহিরঙ্গা শক্তি or the *Energy Improper* (maya) has created this delusive world prison and অন্তরঙ্গা শক্তি or *Energy Proper*

has manifested Eternal All-Blissful Region Vaikuntha, (-of fourth to infinite dimension) অন্তঃ + অঙ্গ = অন্তরঙ্গ, বহিঃ + অঙ্গ = বহিরঙ্গ। অঙ্গ অর্থাৎ entity,—উহাই বস্তু। বস্তুর অন্তরঙ্গ অচ্ছেদ্য অভিন্ন শক্তিকে 'অন্তরঙ্গা শক্তি' এবং বস্তুর বহিঃস্থ অস্পৃষ্ট শক্তিকে 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলে। The Absolute Person Whose existence cannot be traced in the factor of time and space or in the laboratory of human logic is অধোক্ষজ। অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা, উভয় শক্তিরই আকর্ষণ আছে। বাহিরের অনিত্য limited বস্তু যাহাতে আমাদিগের অচিৎপ্রবণ, দুর্বল মলিন গুণাশ্রিত মনকে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ না করে, তজ্জন্যই আমাদের শুদ্ধসত্ত্ববলবান্ চেতনময় আশ্রয়ের আনুগত্য দরকার—যাহাতে আমরা সেই আকর্ষণের বা বিকর্ষণের হাত হইতে নিজকে বাঁচাইতে পারি। We must resist such detrimental temptations. সেই আকর্ষণের বা বিকর্ষণের হস্ত হইতে বাঁচিবার জন্য আমাদিগের সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা অত্যাবশ্যক। তাহা একমাত্র শ্রীরূপানুগত্যেই পাওয়া যায়। এই জগতে আমরা অনিত্য বস্তুর প্রতি পরস্পর আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট, অনিত্য অচিৎ সেব্য-সেবক-ভাবে যুক্ত বা বিযুক্ত, তাই আমরা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করি—কেহ কাহাকে ছাড়িতে গেলে দুঃখ অনুভব করি বা আকর্ষণরূপ-রাগের ব্যাঘাত-ফলে দ্বেষ-রূপ বিকর্ষণ এবং পুনরায় কাছে পাইয়া আকর্ষণ করি এবং আকৃষ্ট হই,—ইহাই ভীষণ কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ সংসৃতি। এই ঘোর বিপদে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র অবলম্বন হউক। আমরা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর রচিত মন্ত্রে শ্রীরাধিকামাধবাশাপ্রদাতা রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইতেছি।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্রস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমনুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

বৈষ্ণব-মর্য্যাদা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

এই জগতের প্রাণিগণের মধ্যে মানবের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে। প্রাণিগণের মধ্যে অজড় চেতনভাব মানবেই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাৎকালিক প্রতীতিবশে পশুও চেতনবিশিষ্ট বলিয়া তাহার কার্য্যাবলীতে পরিচয় দেয়। ঐহিক ও ব্যবহার-বিচার-বিষয়ে পশু ও মানবে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি ব্যাপারে মানবের সহিত পশুগণের সাদৃশ্য থাকিলেও মানব পশু হইতে অধিকতর বুদ্ধিমান্। সেই বুদ্ধিটী অন্য কিছুই নহে, কেবল ঐহিক জ্ঞানাতীত মানব পারলৌকিক জ্ঞান-সম্পন্ন। মানবের পারলৌকিক জ্ঞানে ত্রিবিধ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। দেহ ও মন-সম্বলিত আত্ম-পরিচয়ে ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখ ও সুখ-ভোগের যে বৃত্তিবশে মানব চালিত হন, ঐ গমনযোগ্য পথকে কর্ম্মপথ বলে। ইহারই নাম ত্রয়ীর প্রবৃত্তিমার্গ। দেহ ও মন-সম্বলিত আত্ম-পরিচয়ে যে-কালে মানব ঐহিক-পারত্রিক ভোগ হইতে বিরত হন এবং দেহ ও মনের চেষ্টা-সমূহ রুদ্ধ হয়, শান্তিই যখন আরাধ্য বস্তু হয়, সেইকালে অপ্রবৃত্ত দেহ ও মন জ্ঞানের উদ্দেশে অজ্ঞান-পথে চলেন এবং তাদৃশ প্রবৃত্তি-পথ পরিহার করিবার ইচ্ছা করেন, উহাই জ্ঞানপথ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। এই দুই প্রকার পথ ব্যতীত অবিমিশ্র আত্মা নিত্যবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত জগতে বৈকুণ্ঠনাথের যে অনুশীলন করেন, তাহাই অবিমিশ্র আত্মার নিত্য অয়ন-মার্গ বা ভক্তিপথ। ভক্তিপথ কেবল নিবৃত্তিমার্গ নহে, উহা ভোগপর প্রবৃত্তিমার্গও নহে, কিন্তু কৃষ্ণভোগপর প্রবৃত্তি-মার্গ এবং জড়ত্যাগপর নিবৃত্তিমার্গ। আত্মবন্ধে চেতনে

স্বভাব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গাত্মক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইতে চিদ্বৈচিত্র্য, তাহা নিত্য এবং তদ্রূপবৈভব নামে পরিচিত। পরমাত্মার নিত্য প্রবৃত্তি হইতে তদ্রূপবৈভব এবং জীবাত্মার প্রবৃত্তি হইতে আশ্রয়ের নিত্য সেবন-চেষ্টা। তিনি সেবন-চেষ্টায় উদাসীন হইলেই তাঁহার স্বরূপবিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য লাভ হইয়া পড়ে। তটস্থশক্তি-বর্ণনে জীবের স্বরূপ শাশ্বতধর্মময়। বৈকুণ্ঠে এবং তদুপরিভাগে গোলোকে নিত্য জীব নিত্যসেবনোন্মুখ হইয়া চিদ্বৃত্তির পরিচয় দেন. এজন্যই ভক্তিযোগি-গণ মানবমাত্রেরই ভগবদ্-ভক্তিতে অধিকার আছে বলেন। মানব ব্যতীত অন্য চেতন-বিশিষ্ট প্রাণীরও কর্ম ও জ্ঞানের পথে জড়রাজ্যে বিচরণ করা সম্ভবপর। কিন্তু কর্ম-জ্ঞানাবরণমুক্ত হইবার সম্ভাবনা পশুতে নাই। হরিবিমুখ জ্ঞানী জড়কে ভোগ করিতে অভিলাষী নহেন, নিত্য সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও সেবা করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও ন্যূনাধিক জড়ের অন্তর্গত বস্তু মনে করেন। এজন্য তাঁহার নিবৃত্তিমার্গে এত আদর। ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠবুদ্ধি-বিশিষ্ট। তিনি কর্মী ও জ্ঞানী মানবের ন্যায় মায়িক রাজ্যে বিচরণ করেন না; মায়াবাদ দ্বারা জীব ও জগতের বিচার করেন না বা ভোগ্য ও ভোক্তার বিচার করেন না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অনুগ্রহে কর্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ন্যূনাধিক ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ পান এবং ভক্তিসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আকর্ষণকারী ও নিজেকে এবং তাঁহার মিত্রবর্গকে আকৃষ্টত্ব উপলব্ধি করেন। কর্ম-জ্ঞানের আবরণ সেকালে বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জানিবার বাধা দেয় না। যে-কালে আত্মাকে কৃষ্ণদাস জানিবার অন্তরায় উপস্থিত হয়, তৎকালেই চরিবিমুখ বদ্ধজীব ও ভোগময় জড়জগৎ দৃশ্যরূপে উপলব্ধ হয়। সেইকালে জীব আপনাকে প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তু-বিশেষ অভিমান করেন। এই নশ্বর-অভিমান-ফলে জীব কর্ম ও জ্ঞানপথের পথিক হইয়া প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গকে আদর করিতে থাকেন। তদ্ব্যতীত প্রাকৃত-জগতে যে সত্ত্বগুণের অংশ আমরা দেখিতে পাই, তাহা মিশ্রধর্মক্রমে অপূর্ণ ও হেয়দুষ্ট। প্রাকৃত জগতের সত্ত্বগুণ হেয় ও অপূর্ণ হইলেও চিদানন্দের সহিত সমভাব-বিশিষ্ট। চিদানন্দের সত্তা আপেক্ষিকভাবে প্রপঞ্চে আছে বলিয়া পূর্ণমাত্রায় পরম উপাদেয়রূপে নিত্য-বৈকুণ্ঠে তাহার নিত্য পূর্ণ অমল অবস্থান নাই—এরূপ যুক্তি-চাতুর্য্য যাঁহারা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে মায়াবাদী বলে। তাঁহারা স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও বিমুখবৃত্তিবশে মায়াবাদী বা অবৈষ্ণব। এই মায়াবাদ বা অবৈষ্ণবভাব হস্ত হইতে শুদ্ধ জীবাত্মা যতটা মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া হরিসেবাপর হন, ততটা পরিমাণে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারেন। বৈষ্ণবের মর্য্যাদা ভগবন্মর্য্যাদার তুল্য বা অধিক জানিতে পারিলে জীবাত্মার নিত্য স্বরূপগত ধর্ম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃত জগতে উচ্চাবচ-বিচারে শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতার বিশেষত্ব আছে। প্রাকৃত জগতে ক্রমোন্নতিক্রমে যে পরমোৎকৃষ্ট আসন আমরা ধারণা করি, তাহাই বরণীয় ও মর্য্যাদা-সম্পন্ন। ভেদ, অনুপাদেয়, অভাব-বিশিষ্ট অনুভব-সমূহ জীবের আনন্দে বাধা প্রদর্শন করে। আনন্দময় জীব চেতন-বৃত্তিদ্বারা উপাদেয় অমল পূর্ণ প্রভৃতি মর্য্যাদা-সমূহ আবাহন করিয়া স্বীয় নিত্য স্বভাবের পরিচয় দেন। তৎসম্বন্ধীয় প্রাকৃত পরিচয়-সমূহে উচ্চাবচ থাকিলেও প্রকৃতির অতীত রাজ্য,—যাহাকে আত্মরাজ্য, বৈকুণ্ঠ, গোলোক বা পরব্যোম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা হয়, সেই নিত্যধামে পরমোপাদেয়তার জন্য, অকুণ্ঠতার জন্য চিদ্বিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য নিত্যাবস্থিত। উহা যদি মায়িক রাজ্য হইত, তাহা হইলে বদ্ধজীব মায়াবাদীর ন্যায় সেখানে যাইতে অসমর্থ হইত। কিন্তু পরম নির্মল শুদ্ধ জীবাত্মা মায়াবাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করতঃ তথায় গিয়া সেব্যতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ কৃষ্ণের সেবা করিতে নিত্যকাল যোগ্য। জড়জগতে মায়াগর্ভস্থ মায়াবাদী যতই কেন না উচ্চত্বের আদর করুন না, তাঁহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ অপেক্ষা বিষ্ণুর নিত্যদাস বৈষ্ণবের মর্য্যাদা অত্যুন্নত। জ্ঞানী যখন মায়িক কল্পনা-বশে পারমহংস্য ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন মনে করেন, তখনও মায়িক বিচার-নিবন্ধন অসমর্থতা, অর্ব্বাচীনতা তাঁহার সঙ্গত্যাগ করে না। সুতরাং বৈষ্ণব-মর্য্যাদা সমস্ত জ্ঞানি-পরমহংসগণের মর্য্যাদা অপেক্ষা উন্নত সোপানে অবস্থিত। সমস্ত পরমহংসগণ বৈষ্ণবের পদবী সমন্বয়-বিচারে বহুমানন করেন না বলিয়াই যে তাদৃশ মর্য্যাদা অনিত্য, এরূপ নহে। দেহ ও মন যখন আত্মার নিত্য সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখনই বদ্ধ-জগতে থাকিয়াও তাঁহার বৈষ্ণবাভিমান হয়। এই বৈষ্ণবাভিমানে কোন প্রাকৃত দম্ভ অহঙ্কার নাই। তাহাতে

দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু কিছুই নাই। তবে দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু থাকা-কাল-পর্য্যন্ত যে দৈহিক ও মানসিক বৈষম্যাভিমান, তাহা নরকের হেতু। বৈষ্ণবেরা সেজন্য উত্তমা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াও আপনাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠাননিরত কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ভক্ত বলিয়া প্রচার-পূর্ব্বক আদর্শ শুদ্ধভক্তি স্থাপন করেন। বাস্তবিক অবিমিশ্র শুদ্ধ জীবাত্মার কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র অভিমান আদৌ নাই। শুদ্ধ জীবাত্মার কেবলা-ভক্তিই একমাত্র বৃত্তি, যেহেতু কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভজনই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন—এ বিষয়ে বৈষ্ণব-পরমহংসের মতভেদ নাই: কর্ম্মী ও জ্ঞানী যে-কালে কর্ম্মমিশ্র ভক্ত ও জ্ঞানমিশ্র ভক্ত হইবার সুযোগ পান, সেই সময়েই তিনি কেবলা-ভক্তির স্বরূপ স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারেন। আত্মবৃত্তি দ্বারা কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হইলে জীব হরিসেবার প্রতিকূল জড়ীয় বস্তুসমূহে ভোগবুদ্ধি করেন না এবং যাঁহারা ভোগবুদ্ধি করেন তাঁহাদিগের সহিত একমত হন না। এতাদৃশ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়; তাহা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী অনেক সময় বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে।" অর্থাৎ যদপি কেহ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধযুক্ত হইয়া ভগবানের বিরাগ-ভাজন হইবেন। **প্রাকৃত বিচারে প্রমত্ত হইয়া বৈষ্ণবকে উপদেশ দিতে গেলেও মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়। বৈষ্ণবগণ সকলের গুরু, সুতরাং গুরুকে উপদেশ দিতে গেলে মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়;** সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদানন্দকে শ্রীরূপ সনাতন বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীবলগোপালবিদ্যাভূষণ শ্রীউপদেশামৃতে লিখিয়াছেন—"দুষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈরপুষ্টদোষৈঃ ন প্রাকৃতত্ববুদ্ধির ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" আমরা শুনিতে পাই, অনেক আচার্য্য-সন্তান, নিত্যানন্দবংশ-বংশপরিচয়াকাঙ্ক্ষী সন্তানগণ গৌরসুন্দরের প্রাকৃত গন্ধে স্ফীত হইয়া, জড় সমাজের সামাজিকগণের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈষ্ণব-মর্য্যাদার লঙ্ঘন করিয়া বসেন। এই অপরাধে জড়ীয় গৌর-সম্বন্ধকে প্রবল করায় যোষিৎসঙ্গহেতু তাহারা বিষ্ণু অবৈষ্ণব ও জড়ীয় স্মার্ত্তের ভাববারী চতুষ্পদ না হইলেও দ্বিপদ সম্বন্ধজ্ঞানহীন অবৈষ্ণব। এই রকম মূঢ় কপটাচারী ভাড়াটিয়া আচার্য্য-কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও অপরাধ-বশতঃ নরক-পথের পথিক। তাহারা বৈষ্ণবদিগকে তাহাদের জড়চক্ষে জড়ের অন্তর্গত মনে করে। তাদৃশ মননই সেই নারকিগণকে স্বরূপ-পরিচয় বিস্মৃত করাইয়া বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী করাইয়াছে। এই অবৈষ্ণবদিগের নিকট হইতে কেহ যেন পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ না করেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসোদ্ধৃত "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" এই শাস্ত্র-শাসনের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে আপনাদিগকে কেহই কখন নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা এই বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী জড় গৌরাভিমানশূন্য জনগণকে সম্বন্ধজ্ঞানহীন জানিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ হইতে তাহাদিগকে অবর সপ্তলোকে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করি। তাহা হইলেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে হরিভক্তির নির্ব্বাধ প্রচার হইতে পারিবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম নিজ-জন শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-মহামহোৎসব ২৪শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ শনিবার তদীয় তিরোভাবের একাদশাহে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশে, আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শুদ্ধভক্তগণ আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে গুরুপরম্পরা ও পঞ্চতত্ত্ব-গীতি কীর্ত্তনের পর বিরহোদ্দীপক গুরুগৌরাঙ্গ-বিষয়ক গীত-সমূহ সংকীর্ত্তিত হয়। তৎপরে শ্রীভাগবত-জনানন্দ প্রভুর প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসবে শ্রীল সভাপতি শ্রীমদ্ভাগবত-প্রসাদ ও শ্রীগোবিন্দ-সম্বন্ধে যে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড হইতে শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিকুল প্রভু বৈষ্ণব-সভায় পাঠ করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুবর্গের সমাধি-পীঠ ও শ্রীমন্দির-সমূহে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া বিরাট সংকীর্ত্তন-বাহিনীর সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর পরিক্রমার্থ বহির্গত হন। প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত কিছুদূর শ্রীধাম-পরিক্রমায় অনুগমন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পরিক্রমাকারী সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘের অগ্রণীরূপে প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের সমাধি-স্থান-সমূহ, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীমুরারি-গুপ্তের পাট প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতঃপর শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তথায় শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় পুনরায় বৈষ্ণব-সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অকৈতব বৈষ্ণব-চরিত্র-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সেই সভায় উপস্থিত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শ আত্মনিবেদনের কথা বর্ণনমুখে গদগদস্বরে বলেন যে, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রের ন্যায় অহৈতুক অকপট আত্মনিবেদনের চরিত্র এই কলিযুগে প্রত্যক্ষ করিবার যে সৌভাগ্য হইয়াছে, তজ্জন্য নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছি। তাঁহার চরিত্রের ন্যায় এত বড় হরিসেবা-মুখর চরিত্র আর দৃষ্ট হয় না। আমরা বাক্যবাগীশতা করিয়া, কপট বৈষ্ণবতা দেখাইয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু যখনই আমাদের আচরণের মধ্যে প্রচার্য্য বিষয়ের কিয়দংশও প্রদর্শন করিবার সময়, কিংবা জীবনে কোন অগ্নি-পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তখনই আমাদের যাত্রার দলের নারদের কপট অভিনয় সমস্তই ধরা পড়ে। টিয়াপাখী যেরূপ শিখান বুলি আওড়াইয়া থাকে, কিন্তু অন্য প্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হইলে জিহ্বার কলমতের 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি ভুলিয়া দেহাসক্তির আর্ত্তনাদই করিতে থাকে, আমাদের অবস্থাও সেইরূপ। আমরা "সভায়াং বৈষ্ণবো ঘতঃ," লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য সময়-সেবক (time server)। আমরা টেবিল চাপড়াইয়া পরোপদেশে পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবতা দেখাইয়া থাকি, কিন্তু আমাদের কোন আচরণ নাই। যাহা প্রচার করি, তাহা ত' আচার করিই না, তাহার সত্যতাও হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি না। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষা-কর্ত্তা, বৈষ্ণবই একমাত্র জীবনে-মরণে নিত্য-বান্ধব—এ কথা বিশ্বাস করিলে আচরণ অন্যরূপ হইতে পারে না—শরণাগত জীবনে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিবার চেষ্টা থাকে না। প্রচার একরূপ, আচরণ আর একরূপ,—ইহাই কুটীনাটী।

পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু টেবিল চাপড়াইয়া কিংবা সভায় খুব বাগ্‌বৈখরীর ফুলঝুড়ি ছুটাইয়া নিজের বাহাদুরী দেখান নাই। তাঁহার আদর্শ আচরণ এত বড় বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছে যে, তাহাই গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের ও বাহিরের সকলকে শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে আকৃষ্ট ও পরানত করিয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, প্রচার বা শ্রবণ-কীর্ত্তনের পূর্ব্বে আত্ম-নিবেদন চাই। তাঁহার এই বাণী তাঁহার চরিত্রে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার আচারই ছিল প্রচার। আচারহীন প্রচার কর্ম্মাঙ্গ-মাত্র। বক্তৃতায়, কথায় বা লেখায় লম্বা-চওড়া কথা বলিয়া নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করা অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করার চেষ্টা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তিনি শ্রীগুরুদেবের একমাত্র সুখের জন্য, তাঁহার প্রীতি ও তাঁহার মনোহভীষ্ট প্রচারের জন্য যে-সকল কথা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত আচরণে ও চরিত্রে তাহাই ষোল আনা দেখাইয়াছেন। কি ভাবে সাধকের জীবন হইতে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে হয়, সেই

বাস্তব-প্রণালী তাঁহার দিন-পঞ্জীর মধ্যে প্রকাশিত রহিয়াছে। যখনই তাঁহার আত্মনিবেদনময় চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তখনই আমাদের লোক-দেখান হরিভজনের অভিনয়ের অসারতা উপলব্ধি হয়। তাঁহার অপ্রকট-লীলায় ইহা তাঁহার একটী বড় দান। তিনি ছিলেন অকপট শুদ্ধ-গৌরাঙ্গ-সেবৈকাভিলাষী, আর আমি কপট সেবাভিনেতা ও অন্যাভিলাষী। তিনি ছিলেন নির্মুক্ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, আর আমি সহস্র-ছিদ্রবিশিষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গে অনর্থ-বিষ্ঠা-লিপ্ত। তিনি ছিলেন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনের মূর্ত্ত-বিগ্রহ, আর আমি শ্রীগুরুদেবের কৃপাদেশ-লঙ্ঘনকারী ও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-কারী। তিনি ছিলেন গৃহস্থের বেশে সহস্র ষড়্‌বেগধারী মঠব্রত, আর আমি ষড়্‌বেগের দাস গৃহব্রত। মঠের সেবাই ছিল তাঁহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি; আর বহির্ম্মুখ দেহ-গেহের সেবাই আমার ধ্যান, ধারণা ও সমাধির বিষয়। তাঁহার সংসার ও মঠ পৃথক্ ছিল না বলিয়া তিনি কৃষ্ণের সংসারের আদর্শ সংসারী।

এই দুর্দ্দিনে যখন শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রকট-লীলা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সেই সময় তিনি অন্তর্হিত হইলেন কেন? যখন এই প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত হয়, তখন সেই প্রশ্নের সমাধান-রূপে তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব করুণার কথাও হৃদয়ে জাগিয়া থাকে। দাঁত থাকিতে লোকে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর যাঁহারা সেচকের মত অন্তর্কায়কে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর যাঁহারা কপটতা করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্যের নামে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার ভাগবাঁটোয়ারার অনুসন্ধান করিতেছিলেন এবং তাহা যথেচ্ছভাবে না পাইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নামে নানাপ্রকার কল্পিত নিন্দা-বাদ রটনা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি অপনোদন করিবার জন্য শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু যে সচিকুতা, অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রাণপণকারী সেবার আদর্শ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার মর্য্যাদা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। যখন গৃহস্থের অভিনয়কারী, অন্যাভিলাষী গৃহব্রত আমি মনে করিতেছিলাম, মিশনের সেবা অপেক্ষা আমার ভোগময় গৃহের সেবা অধিক প্রয়োজনীয়, মিশনের সেবায় কপর্দ্দক প্রদান করিলেও তাহা অন্যায়ভাবে ব্যয়িত হইবে, আর স্ত্রী-পুত্রের ভোগ-যজ্ঞে সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করিলেই তদ্দ্বারা অর্থ ও শক্তির সদ্ব্যবহার হইবে, তখন শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-সময়ের ন্যায়ই, অথবা সেই সময় অপেক্ষাও অধিকতর উৎসাহ, ঐকান্তিকতা ও অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সমস্ত অর্থ, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত বাক্য, সমস্ত প্রাণ, দেহ ও দেহীকে মিশনের সেবায় ঢালি দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দিন-পঞ্জীতে লিখিয়া গিয়াছেন,—"আমি প্রাণপণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা করিব।" কার্য্যে ও আচরণে তিনি তাহাই করিয়াছেন। গৃহস্থাভিমানী গৃহব্রত আমরা কেহ কেহ ভাবিতেছিলাম, এই দুর্য্যোগে আমরাই জিতিয়া গিয়াছি, আর যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা একূল-ওকূল—দুকূল হারাইয়া ঠকিয়া গিয়াছেন, আর আমাদের সবদিকই বজায় আছে! সেই সময়ে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া, সর্ব্বক্ষণ মঠবাস করিয়া মঠের ও মিশনের সমস্ত বোঝা একাকী মাথার উপর লইয়া বীর, ধীর, স্থির, গম্ভীর মূর্ত্তিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। গৃহস্থাভিমানী অন্যাভিলাষী আমরা কেহ কেহ 'চাঁদা' (?) বন্ধ করিয়াছিলাম, 'চাঁদা'র হিসাব-নিকাশ চাহিতেছিলাম, কেহ কেহ অত লক্ষ টাকার মন্দির, অত হাজার টাকার পাথরের স্তূপ, অত শত টাকার জয়পুরী পাথরের মূর্ত্তি-দান (?) বা অত লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া দিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের মাথা কিনিয়া লইয়াছি,—এইরূপ হস্তদৈত্যের তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম, এই সময়ে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ঐ সকল কৃষ্ণকীর্ত্তির ন্যায় 'কাণাকড়ি' দান-মাত্র নহে, কিংবা আংশিক দান নহে; একাধারে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, দেহ, দেহী, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব—সকলকে মিশনরূপী গুরুদেবের সেবায় নিয়োগ করিয়া-ছিলেন। ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে, কাহাকেও চাঁদার প্রহেলিকার মধ্যে ফকির আগায় করিয়া আকাশে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টাও নহে, ইহা বাস্তব-সত্য। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর ন্যায় স্বীয় আচরণে প্রদর্শিত এরূপ আদর্শ গুরুসেবা, সম্পদে-বিপদে সর্ব্বকালে মিশনরূপী গুরুর সেবার আদর্শ, বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ কলিযুগে আর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে কি না, আমাদের জানা নাই।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অতিমর্ত্য অনন্ত গুণাবলীর লেশমাত্রও আমার ন্যায় কাম-ক্রোধাদক্ত ক্ষুদ্র জীব-কীট যখন

করিতে পারে না। তবে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা—কোটি কোটি জন্ম পরেও যেন তাঁহার সর্ব্বাত্ম-নিবেদনের আদর্শের এক কণ তাঁহার কৃপায় স্বীয় আচরণে প্রকাশিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সন্তোষ বিধান করিতে পারে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণের মর্ম্ম

'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতার পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। নিম্নে সেই অভিভাষণের মর্ম্ম প্রকাশিত হইল :—

নামশ্রেষ্ঠং মধুমপি শচীসূনুরূপং স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমনুরূপং মাথুরং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

আজ আমাদের ইষ্টদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অতি প্রিয় অন্তরঙ্গ সেবকপ্রবর ও তাঁহার মনোঽভীষ্ট-প্রচারে জীবন-উৎসর্গকারী শ্রীমৎ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রাদ্ধ-বাসর। প্রায় পনর দিন পূর্ব্বে তাঁহার এক পত্র পাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে গৌড়মণ্ডলে আসিবার জন্য এক অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ভগবদিচ্ছা হইলে শীঘ্রই আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিব। তাহাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া পত্রের উত্তর লিখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গৌড়মণ্ডলে আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন-লাভ আর ভাগ্যে ঘটিল না। ১৯২৫ সাল হইতে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। যখন তিনি কটক হইতে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিতকে আমন্ত্রণ করিতেন, তখন আমরা দুই জনে অধিকাংশ সময়ই একত্রে থাকিতাম। ইহানীন্তন প্রায় দুই বৎসর যাবৎ তিনি আমার ঘরে থাকিতেন না, পৃথক্ ঘরে ছিলেন। প্রথমে তিনি কটকে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া আকৃষ্ট হন। তৎপরে ২৪৩।২, আপার সার্কুলার রোডস্থ তদানীন্তন গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীমৎ-কালেই একদিন অধুনা পৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার এক বন্ধুর দ্বারা আমার সহিত পরিচিত হন। বর্ত্তমান যুক্তিবাদের যুগে—যে যুগে কেহই শ্রৌত-পথ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, সেই যুগে তাঁহার ন্যায় সঙ্কোচ-শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে কেবল কুতর্ক করিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা অপেক্ষা সরলভাবে প্রকৃত সত্য জানিবার চেষ্টাই আমাকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। এক যুক্তি যাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইতে দৃঢ়তর যুক্তি উহাকেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হইতে চ্যুত করিয়া দেয়। সেই দৃঢ়তর যুক্তি আবার অন্য যুক্তিদ্বারা নিরস্ত হয়। যুক্তির শেষ নাই, যুক্তির প্রতিষ্ঠা নাই, যুক্তি নিজের বৈরিণী চেষ্টার দ্বারা নিজের স্থিতিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না,—ইহাই বেদান্ত "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" সূত্রে গান করিয়াছেন। এই কথাটী শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু খুব দৃঢ়-ভাবে ধরিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের প্রারম্ভ-কাল হইতেই তাঁহার যুক্তি-সমূহ লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি যুক্তিকে শ্রুতির দাসী ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের শ্রৌত-বাণী-কীর্ত্তনের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক অনেকেই বঙ্গদেশে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ; তাঁহারা ভিন্ন-মতাবলম্বী হইলেও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর ব্যক্তিত্বের উপর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন ও এখনও করেন। তাঁহারাও তাঁহার অকৃত্রিম সত্য-বিশ্বাসে কোনদিনই আঘাত প্রদান করেন নাই। আধ্যক্ষিকগণও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহার আচার-ব্যবহার এতটা 'সাদা-সিধে' ছিল যে, সাধারণ লোক তাঁহাকে বুঝিতেই পারিত না। তিনি আভিজাত্যে—বংশগৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বহু অর্থ উপার্জ্জনশীল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় পরম পণ্ডিত হইয়াও কোনদিন ঘুণাক্ষরেও ঐসকলের জন্য কোনরূপ অভিমান পোষণ করেন নাই। তিনি এক বাস্তব-সত্যের সেবার জন্য সমস্ত অঞ্জলি দিয়াছিলেন।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ "ভক্তিবিনোদ ঠাকুর" ও 'শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর' নামক ইংরাজী ভাষায় যে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ঐ গ্রন্থ-দ্বয়ের প্রারম্ভে শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভু যে দুইটী ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা আপনারা পাঠ করিয়া দেখিবেন যে, তিনি কিরূপ মিতভাষী ও সারগ্রাহী বাগ্মী ছিলেন।

"মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা"—এই বাক্যের সার্থকতা তাঁহার লেখনীর মধ্যে দৃষ্ট হয়। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষার মধ্যে যেরূপ টানা-পড়েন আছে, কোন ব্যক্তি শক-

চেষ্টা করিয়াও উহাতে স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ প্রবেশ করাইতে বা উহার কোনরূপ কদর্থ করিতে পারে না, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর ইংরাজী ভাষাও সেইরূপ। তাহা right and direct, এজন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক প্রসিদ্ধ মনীষী শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর ইংরাজী লেখাকে 'Involved writing' বলিয়াছেন। এরূপ সরল আড়ম্বর হীন, অথচ রসমুক্তিপূর্ণ-ভাষা ইংরাজী পারমার্থিক-সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহার যুক্তির মধ্যে কোন বৈষয়িক চেষ্টা প্রদর্শিত হয় নাই। সেই যুক্তির আভাস ও তাঁহার সাহিত্য লইয়া গৌড়ীয় মঠের কোন কোন প্রচারক পাশ্চাত্য-দেশে আদর লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু খুব ছোট ছোট বাক্য লিখিতেন। তাঁহার ভাষায় মিশ্র-বাক্য খুব কম। তিনি paradox লিখিতে ও বলিতে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং ঐ সকল paradoxএর অন্তরালে গভীর ও গূঢ় অর্থ নিহিত থাকিত। তাঁহার সেই paradoxical language যাবতীয় আধ্যক্ষিক মতবাদ নিরাস করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌতন্ত্রসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যখন তিনি নির্ভীক কণ্ঠে অক্লান্তপূর্ব্ব দৃঢ়তার সহিত অকৈতব সত্যকথা কীর্ত্তন করিতেন, সিংহ-গর্জ্জনের ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তিত বাণী বর্ণন করিতেন, তখন যদি আধ্যক্ষিকগণ তাহা শ্রবণ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত, তখন তিনি এমন মৃদুহাস্য করিতেন যে, তাহাতে বিপক্ষের সমস্ত ক্রোধ এক মুহূর্ত্তে প্রশমিত হইয়া যাইত। তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিতেন যে, এই মহাত্মা কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা বিরোধ লইয়া আলোচনায় তৎপর হন নাই। সরল ও অকপট বিশ্বাসের সহিত তাঁহার সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি, শ্রীঅধোক্ষজের প্রতি এরূপ অবিচলিত নিষ্ঠা এই যুগে সুদুর্লভ। "এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥ (ভাঃ ১০।২২।৩৫)—প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা নিরন্তর শ্রেয়ঃ আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মের সফলতা।" শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত এই উপদেশ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে প্রত্যক্ষভাবে ধৃত হইয়াছে। ইহা আমরা পূর্ব্বে কেবল গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পরের উপকার করিবার জন্য তাঁহার সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা অনুকরণীয় ছিল। জীব-মঙ্গলের জন্য তিনি প্রাণ দান করিয়াছেন। অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বক্ষণ লোক-মঙ্গলের জন্য ঢালি দিয়াছেন। তিনি তাঁহার উপার্জ্জিত যাবতীয় অর্থ তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা একটী open secret. আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও কখনও দাতার অভিমান করিতেন না, কিংবা তাহা কি ভাবে ব্যয়িত হইল বা হইবে, অন্তরেও তদ্বিষয়ে গুরু-বৈষ্ণবের নিকট হিসাব-নিকাশ চাহিতেন না। কি করিয়া সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঢালি দেওয়া যায়, ইহাই তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ চিন্তা ও ধ্যান করিতে দেখিয়াছি। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে অন্য চিন্তে সময় দেখি নাই। তিনি মানব-জাতির উপকারের জন্য এতই ব্যগ্র ছিলেন যে, নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য করেন নাই। দেহের কোনরূপ আরামের প্রতি তাঁহার বিন্দু-মাত্রও লক্ষ্য ছিল না। অত্যধিক শিরঃপীড়ার যখন কথা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখনও তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে দেখিয়াছি। কলসের জলে পটলের দর্প ও অতি সামান্য কিছু অন্ন প্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া তিনি এত বড় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যাহারা স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতি বিশেষ অভিনিবিষ্ট, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আচরণ তাঁহাদের চিন্তা-রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত করিবে। বঙ্গ-দেশের কোন এক সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ভবনে তিনি একবার গমন করিয়াছিলেন। সেই ডাক্তার বাবু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া টেবিলের উপরে শোয়াইয়া দুগ্ধ পান করাইয়া দিয়াছিলেন; কারণ ঐরূপ দুর্ব্বল শরীর লইয়া তিনি বাসায় ফিরিতে পারিবেন না, ডাক্তারে থাকিয়া যাইবেন আশঙ্কা করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু এরূপ স্বাস্থ্যের দিকেও বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার সমস্ত ধ্যানের বিষয় ছিল—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা। তিনি বাক্যবাগীশতা দেখাইয়া, টেবিল চাপড়াইয়া, প্রচারের অভিনয় করিয়া, প্রতিষ্ঠাশা কুড়াইয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন নাই। তিনি যাহা মুখে বলিয়াছেন বা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী বর্ণ নিজের আচরণে পালন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত সর্ব্বাপেক্ষা বড় শ্রীমন্দির—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ।

তাহার ঐ গ্রন্থের এক খণ্ড-মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি প্রধানতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত অবলম্বন করিয়াই সেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে অধিকতর উচ্চাধিকারীর প্রবেশ লাভ হইতে পারে—এই বিচার করিয়া তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রাথমিক গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত'কে প্রধানভাবে অবলম্বন-পূর্ব্বক 'শ্রীগৌড়চৈতন্য' গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস পর্য্যন্ত, তৃতীয় খণ্ডে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ পর্য্যন্ত ও চতুর্থ খণ্ডে পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিগূঢ় ভজন-লীলা-রহস্য বর্ণন করা হইবে, এরূপ তিনি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

তিনি নূতন আকারে 'ডায়মনিট' পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি স্বল-মনোরঞ্জনের জন্য কেবল মৌখিক ধর্ম্মের কথা বলিতেন না। জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবা নিজের দয়ার সঙ্গে অনুষ্ঠান, ইহা তিনি তাঁহার আদর্শ আচরণের মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেককে তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি স্বল্পেতরগত 'আত্মীয়-স্বজন' বুদ্ধি ছিল না। 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার'—এই বিচারে তিনি পুত্র ও সহধর্ম্মিণীকেও মর্য্যাদা দিয়াছেন। এই বিচার অনুসরণ করিয়াই তিনি পুত্র ও সহধর্ম্মিণীকে পত্রে 'দণ্ডবৎ প্রণামটি লিখিয়াছেন। 'তোমরা আমার প্রভুর সেবা করিতেছ, সুতরাং তোমরা আমার দণ্ডবতার্হ',—তাঁহার এই বিচারের মধ্যে কোন-প্রকার কপটতা, প্রচ্ছন্ন ভোগ-বুদ্ধি বা লোক দেখাইবার চেষ্টা ছিল না। পৃথিবীর ভোগোন্মত্ত অভাভিলাষী জীব ইহা বুঝিতে পারে না। তিনি গৃহস্থের পোষাকে সন্ন্যাসীর গুরু ছিলেন—প্রকৃত ত্রিদণ্ডী গোস্বামীর আদর্শ ছিলেন। শুধু theoritical নয়, তিনি বাস্তব-জীবনে আচরণ-পূর্ব্বক কি করিয়া কায়মনোবাক্যকে গুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় ভক্তিত করিতে হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি সান্যাল-বংশের অমুক সান্যাল, কিংবা আমি বেঙ্গল কলেজের প্রফেসার, আমি এত টাকা মাহিনা পাই—এরূপ বিচার কোনদিন আমরা তাঁহাতে লক্ষ্য করি নাই। তিনি আপনাকে গুরুদাস ও বৈষ্ণবদাস বলিয়াই নিত্য অভিমান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত গৌরাশীর্ব্বাদ-সমূহ তিনি স্বয়ং নিজের পারমার্থিক মাপের পত্রে লিখিতেন—অহঙ্কার করিয়া নহে, অথবা উহা অপব্যবহার করিবার জন্যও নহে। শ্রীগুরুদেবের কৃপা-শীর্ব্বাদ-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া—অহৈতুক গুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকিবার জন্য তাহা তিনি ব্যবহার করিতেন। পূজ্যপাদত্রয়গণের প্রতি কোন ব্যক্তি কোন-প্রকার দুর্ব্যবহার প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বজ্রাদপি কঠোর হইয়া ঐ ব্যক্তির জিহ্বা গুম্ভন করিয়া দিতেন। আবার কাহাকেও বা মধুর বাক্য ও মৃদু-মন্দ-হাস্যের দ্বারা নিরস্ত করিতেন।

তাঁহার জিহ্বা-বেগ ছিল না। কোন প্রকার সুস্বাদু দ্রব্য জিহ্বার লোভবশতঃ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে কোন দিনই দেখি নাই। অত্যন্ত লঘুপাক দ্রব্য, যাহাতে কোনরূপ জীবন নির্ব্বাহ হয়, তাহাই তিনি প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতেন। রাত্রে মাত্র তিনি সটীর পালো প্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতেন। এত মস্তিষ্ক পরিচালনা করিলে লোকের কত 'ভাইটামিন' খাওয়ার দরকার হয়, কিন্তু তিনি ঐ সকল কথা কোন দিন চিন্তা করিবারও অবসর পাইতেন না—হরিসেবায় তিনি এতটা প্রমত্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ ষড়বেগ ধারণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সভ্যজগতে তাঁহার আদর্শ আচরণ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত ও উচ্চতম বিচারের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত থাকিয়া কিরূপে দেহ-গেহের স্মৃতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিলে আধুনিক শিক্ষিত জগতের চিন্তা-স্রোতে বিপ্লব আনয়ন করিবে। তাঁহার অনবদ্য চরিত্র শত শত বিরাট্ গ্রন্থ-সদৃশ। তাঁহার প্রাত্যহিক চরিত্রের মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষা করিবার বিষয় আছে। ইহা অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতার ভূমিকায় আনয়ন বা তাঁহার জন্য কৃত্রিম প্রশংসা সংগ্রহের জন্য অতিরঞ্জিত বর্ণনা নহে। আমার অতি সামান্য বর্ণন-চেষ্টা তাঁহার মহত্ত্বের কোটিভাগের একভাগও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। তাঁহার চরিত্র শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলে মুক্ত হইয়া যাইতে হয় ও প্রচুর লাভবান হওয়া যায়। কি ভাবে পরমার্থের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহাই ছিল তাঁহার সর্ব্বক্ষণ ধ্যানের বিষয়। 'আর সময় নাই—নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবার অবসর নাই; এই জীবনেই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে—বুজরুকীর দ্বারা নহে, বোকা লোক ঠকাইয়া নহে',—ইহাই তিনি সর্ব্বক্ষণ বিচার করিতেন।

অধোক্ষজ ভগবানের কি করিয়া সুখ হইবে, তাহার অনুসন্ধানেই তিনি সর্ব্বদা প্রমত্ত ছিলেন। তাহাতে তিনি নিজের সুখানুসন্ধান-কে সর্ব্বতোভাবে বলি দিয়াছিলেন।

মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া পৃথিবীর জন-মত যাহাকে 'সত্য' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত, তাহাকেই তিনি "ইহা সঙ্গত সত্য নহে" বলিয়া যুক্তির দ্বারা স্থাপন করিতেন। বিজিত ব্যক্তির তাঁহার প্রতি আক্রোশ হইত না। ভগতের বড় বড় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ তথা-কথিত সাধুর সমস্ত মতবাদ তিনি শ্রৌতপথের যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিতেন। সর্ব্বক্ষণ সাধু-সঙ্গে থাকিয়া কিরূপে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিতে হয়, তাহার অনুকূলপক্ষ আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কথা ও লেখনী যেরূপ paradoxical, তাঁহার জীবন-টীও সেইরূপ paradox. তিনি বাহিরে গৃহস্থ-বেষী হইলেও সর্ব্বক্ষণ মঠবাসী ছিলেন, সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণব-সঙ্গের মধ্যে বাস করিয়াছেন। তিনি গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস—এই দুইটী আপাত-বিরুদ্ধ ব্যাপারকে সেবার ভূমিকায় মিলন করাইয়াছেন। গৃহস্থ হইয়াও কি করিয়া ত্রিদণ্ডী গোস্বামী হওয়া যায়, তাহার আদর্শ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে পরিবারবর্গকে কৃপা করিতেন, কিংবা তাঁহাদের সহিত আলাপ বা তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেন না, তাহা নহে; তাঁহার perspective—out-look (দৃষ্টিভঙ্গী) অন্যরকম ছিল। তিনি যে ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া সকল জিনিষ দর্শন করিতেন, তাহা ছিল শরণাগতি। যদি মিশনের মধ্যে শরণাগতের কোন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ থাকেন, তবে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু। ইহা তাঁহার অতি বড় শত্রুগণও অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাঁহার বিচার ছিল—"আমি নিজে initiative নিয়া কিছু করিব না; বৈকুণ্ঠভূমি বা গুরুবর্গের নিকট হইতে যে ইঙ্গিত ও আদেশ আসিবে, তাহারই অনুসরণ করিব।" ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, অন্য বৈষ্ণব বা গুরুবর্গ না বলা পর্য্যন্ত তিনি আহার, বিশ্রাম, উপবেশন বা শয়ন, কিছুই করিতেন না। অনেকে ইহা দেখিয়া হাসিতেন। বিরোধিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে 'পাগল' ও fanatic বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শরণাগতির বিচার প্রভুপাদের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। বাস্তব সত্যনিষ্ঠা fanaticism (ধর্ম্মোন্মত্ততা) নহে, তাহা বৈরিণীর চিত্তবৃত্তি নহে,—অব্যভিচারিণী সতীর চিত্তবৃত্তি। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যা'রে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।"—এই বিচার সর্ব্বক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে দীপ্যমান ছিল। অব্যভিচারিণী অহৈতুকী ভক্তির জলন্ত আদর্শ তাঁহার চরিত্রে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। তিনি যেখানেই যাইতেন, সেখানেই তাঁহার আচার ও ব্যবহারের দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া লইতেন। সেখানেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব সকলের অনুভবের বিষয় হইত। তিনি ভগতের মত সারগ্রাহী ও পরমহংসের পথের পথিক ছিলেন। যে-কোন ব্যাপার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তাহা ভগবৎসাক্ষাৎকারের অনুকূল কি প্রতিকূল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার যে কিছু অদ্ভুত দর্শন বা বিস্ময়কর রূপ ছিল, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার আত্মনিবেদনময় ব্যক্তিত্ব কেহই আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। বহু বড় বড় লোক, বহু মনীষী, উচ্চিন্তার কলে-কারখানার অনেক রাজা তাঁহার ছাত্র। তাঁহারা তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন মনোযোগ-সহকারে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন,—ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

গৌড়ীয়-গগনের একটি ভাস্বর গ্রহ আজ আমাদিগের লৌকিক দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলেন। তাহাতে আমরা অত্যন্ত দরিদ্র হইয়াছি। তাঁহার সঙ্গে আমরা খুব দাঙবান্ হইয়াছিলাম ও আমাদিগকে খুব ধনী মনে করিয়াছিলাম। আজ নিজেকে খুব কাঙ্গাল মনে হইতেছে। শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভুর আজীবন শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ সাধন ও সিদ্ধি-লাভের প্রক্রিয়ার যেরূপ অব্যাহত, অপ্রতিহত ও অহৈতুক শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ যেরূপে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি চেতনময়—জ্ঞানময় পরীরে, চেতনের দেশে, শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সহযোগিতা করিতেছেন। আমরা যেন তাঁহার সেই পন্থার অনুসরণ করিতে পারি, তাঁহার শ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁহার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা হস্ত
স্বতন্ত্র ঈশ্বের ইচ্ছা, হইল সঙ্ঘ-অস্ত।"

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন-সেবাবাঞ্ছায় সংকীর্ত্তন-মুখে

শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রাদ্ধ-কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন। আর শ্রীধাম-মায়াপুরে 'শ্রীভক্তিসুধাকর-ভবনে' শ্রীপাদ অচিন্ত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী (শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র) শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের পৌরহিত্যে শ্রীমহাপ্রসাদের ও বৈষ্ণব-ভোজের দ্বারা শ্রাদ্ধ-কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ওয়াবারকের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ব্রজমণ্ডল হইতে স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া যে মাধুকরী আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই প্রসাদ ; গৌরধামের শিরোমণি-স্বরূপ কোন মহাভাগবতের নিকট হইতে শ্রীল আচার্যদেব কর্তৃক আনীত মহা-মহাপ্রসাদ; শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীগৌরসুন্দরের ও অদ্বৈতাঙ্গন শ্রীবিষ্ণুর মহাপ্রসাদ এবং পুরী হইতে শ্রীল আচার্যদেব কর্তৃক আনীত শ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদের দ্বারা এই অভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ সংকীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন হইয়াছিল। একাধারে গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলের মহাপ্রসাদ ও মহাভাগবতগণের ভিক্ষান্নভুক্ত ও প্রদত্ত মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রীগৌরধামে এইরূপ বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ আর কখনও অনুষ্ঠিত হইতে কেহ কখনও দর্শন করেন নাই। বিভিন্ন শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠান হইতে বহু ভক্ত ও বৈষ্ণব এবং অনেক সজ্জন ও বৈষ্ণব-গৃহস্থ শ্রীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সভায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামি-মহারাজ শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহ-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পাঠ, ব্যাখ্যা ও তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও শ্রীধামবাসী শত শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। কাঙ্গাল ব্যক্তিগণকেও সংকীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা গৌড়ীয়-মিশনের (গৌড়ীয়মঠের) সমুদয় শিষ্য ও সভ্যবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ১১ই চৈত্র (১৩৪৬), ইং ২৪শে মার্চ্চ (১৯৪০) রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম গৌড়ীয়-মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি নদীয়ার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে গৌড়ীয়-মিশনের শিষ্য ও সভ্যগণের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী সম্পাদিত হইবে। গৌড়ীয়-মিশনের সমুদয় শিষ্য ও সভ্যগণের উক্ত সভায় যোগদান প্রার্থনীয়।

কার্য্য-তালিকা

১। গৌড়ীয় মিশনের বিগত ১৪ই পৌষ (১৩৪৬), ইং ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের সাধারণ অধি-বেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন। ২। গৌড়ীয়-মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে সকলের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা নিবেদন। ৩। গৌড়ীয়-মিশনের পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রাণ-প্রতিম সাধারণ-সম্পাদক নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর (শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল) প্রভুর বিরহ-স্মৃতি-পূজা এবং শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ কর্ণধার দাস ব্রহ্মচারীর দুর্বৃত্তগণের আক্রমণে আহত হইয়া জীবন-দান-বিষয়ে আলোচনা। ৪। গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালিকা সমিতির কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং সাধারণ সম্পাদকের তিরোভাবের পরবর্ত্তী ব্যবস্থা-বিষয়ে আলোচনা ও নির্দ্দেশ। ৫। গৌড়ীয়-মিশনের উল্লিখিত বিগত সাধারণ সভার (৩০।১২।৩৯ তাং) গৃহীত ৪নং প্রস্তাব-অনুযায়ী কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা এবং মিশনের বিধি ব্যবস্থার নির্দ্দেশ। ৬। অন্য কোন প্রয়োজনীয় বিষয় থাকিলে সভাপতির অনুমতিক্রমে তাহার আলোচনা। ৭। বিবিধ।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ (চেয়ারম্যান) পরিচালিকা সমিতি, গৌড়ীয়-মিশন ; শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন (রায় বাহাদুর), শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীব্রজেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীশচীনাথ রায় চৌধুরী—সহকারী সম্পাদকগণ—পরিচালিকা সমিতি, গৌড়ীয়-মিশন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা ৩।৩।৪০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার পাত্রত্রাজপ্রবর
শ্রীশ্রীসরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিসদের একমাত্র
পাক্ষমাসিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এবামন্যে বিষদাং পারমুপুরুষঃ।
নির্ধনঃ হৃষ্ট-পুষ্ট পুত্র বৈশ্যপুত্রান্ত॥
আমতিরিহি সমুক্তসহিত
বিষ্ণুমুখ সমি ধাম।

প্রাপ্তিস্বীকার মূল্য ইত্যাদি-বিষয়ক পত্র
মুদ্রণাদি পরিচালন বৈষয়িক পত্রাদি
শ্রীবিশ্বম্ভর ধাম শ্রীমুখ
'নিত্য' ঠিকানা জ্ঞাতব্য হউক॥

১৮শ খণ্ড। | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, অনিবার, ১০ই চৈত্র, ১৩৪৬; ২৩শে মার্চ্চ, ১৯৪০ | ৩৪শ সংখ্যা

শ্রীগৌরাবির্ভাব

অদ্য ভুবনমঙ্গলময়ী মহাবদান্যা শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শুদ্ধসত্ত্বোদ্গম হৃদয়ে অপ্রাকৃত শ্রীশচীগর্ভসিন্ধু-মধ্যে শ্রীনবদ্বীপসুধাকর শ্রীগৌর-সুন্দরের নিত্য-আবির্ভাব-লীলা হইয়া থাকে। এই লীলা নিত্যা। "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"—এই চিরপ্রসিদ্ধ বাক্যটীর মধ্যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর ঐতিহাসিক নায়ক-বিশেষ না হইয়াও কৃপা-পূর্ব্বক ইতিহাসকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন। তিনি প্রাপঞ্চিক বস্তু না হইয়াও প্রপঞ্চে উদিত হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃতা মহা-বদান্য-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অজ হইয়াও চতুর্দ্দশভুবন-মঙ্গলময়ী জন্ম-লীলা প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার লীলা রূপক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার না হইলেও তিনি শুদ্ধভক্তের শুদ্ধ-সত্ত্বে—চেতনরাজ্যে তাঁহার নিত্যা আবির্ভাব-লীলা প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রকট করিয়া থাকেন। শুদ্ধসত্ত্বে যে নিত্য গৌরাবির্ভাব হয়, ইহাকে আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণ রূপক ব্যাপারেরূপে কল্পনা করিয়া বঞ্চিত হয়। এই লীলার রহস্য একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শুদ্ধসত্ত্বোদ্গম-হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের যে আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই তিনি অতি কৃপা-পরবশ হইয়া শচীগর্ভসিন্ধুর মধ্য দিয়া জগতে প্রকট করিয়াছিলেন। ভক্তই ভগবান্‌কে প্রকট করিতে পারেন। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কৃপায় শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে পাইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু শ্রীগৌর, শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের আকৃতি করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুই শ্রীগৌরধামের মালিক ও রক্ষক। সদাশিবরূপে তিনিই শ্রীধামের পালক।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-লীলা অভিন্ন হইলেও গৌরাবির্ভাবলীলা অধিক ঔদার্য্যময়ী। কারণ, ইহা অনর্পিত-চর ভক্তিরসকেও ভক্ত সম্বন্ধভূমিকায় প্রকটিত করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। তদ্দ্বারা গৌরাবির্ভাব হইলে কৃষ্ণাবির্ভাবের বাধ্যতা উপলব্ধি হয়, নতুবা কৃষ্ণাবির্ভাবের মহত্ত্ব অনুভবের বিষয় হইতে পারে না। যাহারা গৌরাবির্ভাবের প্রতি বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণাবির্ভাবের অনুকরণ অভিনয় করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণাবির্ভাব কখনও কৃপা প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা প্রাকৃতে অভিনিবিষ্ট থাকেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে একশ্রেণীর ব্যক্তি উপপত্যাদি ভাবের দ্বারা কৃষ্ণাবির্ভাবের উপাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু গৌরাবির্ভাবে উপপত্যাদি-ভাবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। শুদ্ধ বা বৈকুণ্ঠের আবির্ভাবে উপপত্যাদি-ভাব গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। শ্রীগৌরাবির্ভাবে সেইরূপ অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিলে শ্রীগৌরসুন্দরকে মাত্র শুদ্ধ ও বৈকুণ্ঠভাবে নিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কেবলমাত্র শুদ্ধ নহেন। তিনি শুদ্ধ ও বৈকুণ্ঠের নিত্য উপাস্য—'প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু'। 'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর'।

শ্রীগুরুদেবকে 'মহাপ্রভু' বা 'শক্তিমত্তত্ত্ব' বলা হয় না। তিনি মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠ—তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে তুলসীমঞ্জরী প্রদত্ত হয়; কেন না, তিনি মহাপ্রভু। কিন্তু শ্রীগুরুদেব তাঁহার শ্রীহস্তে তুলসী-মঞ্জরী প্রদান করেন। অতএব গৌরাবির্ভাবকে কৃষ্ণাবির্ভাবের ন্যায় সেবা করিতে হইবে। কেবল গৌরাবির্ভাবেই বহুজীবের প্রতি অধিক কৃপাময়। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গকে কখন প্রকৃতি স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ। প্রকৃতি-সৃষ্ট বস্তু কালদুষ্ট, আধার-সাপেক্ষ ও সীমাবদ্ধ। শ্রীগৌর—নিত্য, শক্তিমান্ ও বৈকুণ্ঠ। পাঠক! আপনারা গৌরকে মায়াসহ মিলাইবেন না। যেখানে মায়া, তথায় গৌর নাই।

শ্রীরূপানুগ-গণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু গৌরসুন্দর। অভক্তিমার্গাশ্রিত অজ্ঞের হস্তে রূপান্তরিত বা চিত্রিত হইলে কিংবা কেহ মায়া মিশাইয়া বিকারী প্রতিমূর্তি করিলে তাদৃশ অভক্তের কল্পনার আনুগত্যকে বিজাতীয় জ্ঞানে শুদ্ধভক্তগণ ত্যাগ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-লীলায় এরূপ একটি ঘটনা শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদে কথিত আছে। এক বঙ্গদেশীয় বিপ্র স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই চেষ্টা শ্রীমহাপ্রভু-স্বরূপ বিফল করেন।

গৌরভক্ত-সমাজে এই পূর্ববঙ্গবাসী কবির ন্যায় গৌর-ভক্ত সাজিয়া অভক্তগণ অনেকে কালে-কালে উদিত হন, আমার তাঁহাদের অজ্ঞায় আচরণ 'গৌরনতি' নহে জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যশুদ্ধভক্ত নিজ-জন প্রেরণ করেন। সেই শুদ্ধভক্তি-স্বরূপ হইতে বিপথগামী না হইয়া যিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন, তিনিই শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন।

শ্রীগৌর-দর্শনে স্তুতি করিয়া শ্রীরূপ-প্রভু সবিনয়ে মুখবরে সংক্ষেপে বলিলেন—"গৌরকান্তিধারী কৃষ্ণচৈতন্য-নামক কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার। গৌরাঙ্গ মহাবদান্য এবং কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা।" এই স্তবে গৌরাঙ্গ কি বস্তু ও তাঁহার সহিত জীবের কি প্রয়োজন এবং প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় কি, এই গৌরবস্তু-বিষয়ক সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয় বর্ণন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কৃষ্ণ; কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তি-বিশিষ্ট নহেন। তিনি গৌরবিষ্ট। তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

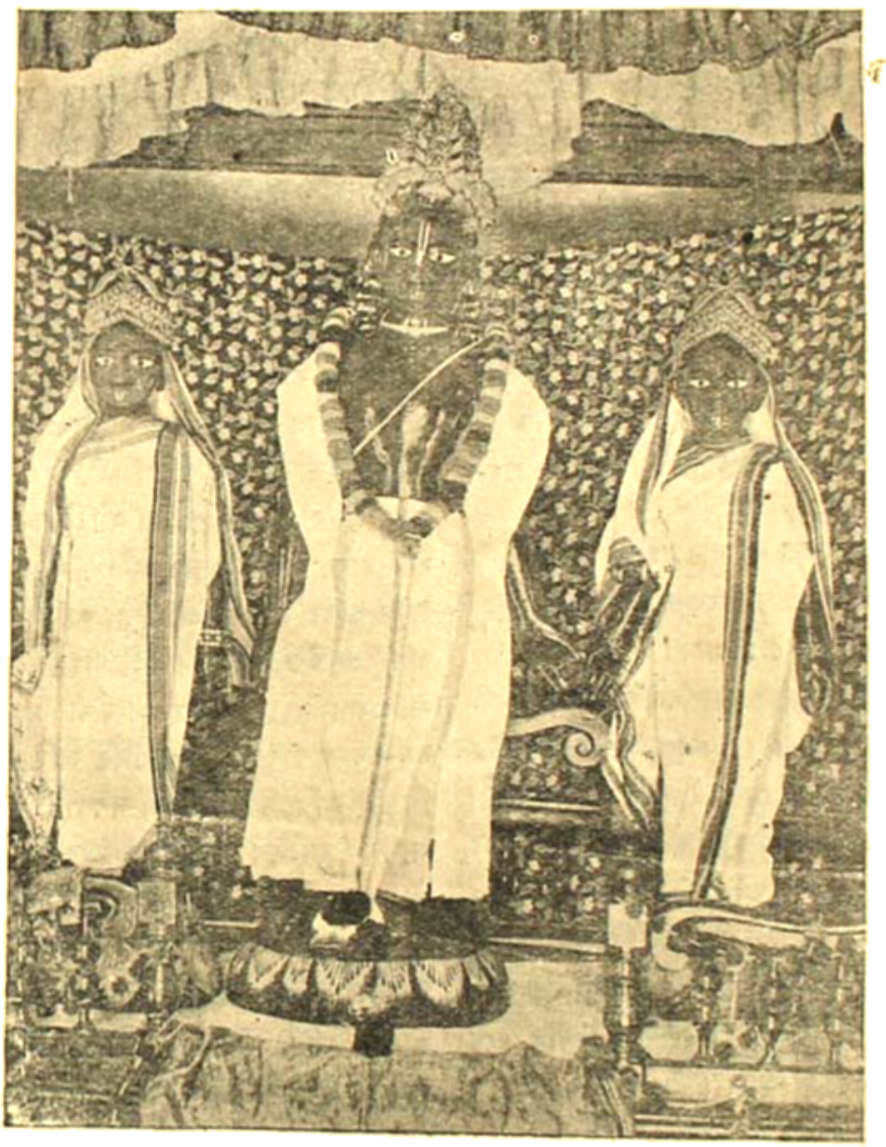

শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া
সহিত শ্রীগৌরসুন্দর

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।২৩)

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে ছাড়ি' নাহি কহে 'কে'॥
(ঐ ৩।৫৫)

দেহ-কান্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণ-বরণে তাঁর কাহে পীত-বরণ
(ঐ ৩।৫৬)

পাঠক! আপনি শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও রূপ জানিলেন। এক্ষণে তাঁহার গুণ শ্রবণ করুন। তিনি—মহা-বদান্য। মাধুর্য্য-রসবিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি রসবিগ্রহের প্রদাতা হইয়া দয়াগুণের; পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া মুক্তমতি কৃষ্ণ-মধুরিমা জগৎকে দিয়াছেন। লোকে প্রাকৃত, হেয়, খণ্ডিত, কালকৃত, অপসারী বস্তু প্রদান করে; গৌরহরি তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উহাদের নিত্য-কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৮)

অন্যান্য অবতারের দানসমূহে কার্পণ্য আছে, দয়ানিধি গৌরের দানে তাদৃশ কুণ্ঠতা নাই। এরূপ গুণময় পুরুষটির লাঘব-শক্তির তুলনা চতুর্দ্দশ ভুবনে বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না।

শ্রীরূপ-অনুগ-বর। গোস্বামী বলিয়াছেন,—অপরের দয়ায় মল উদয় করায়, কিন্তু গৌরহরির দয়া—অমন্দোদয়া কৃপা অর্থাৎ উহা কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় করায়। কিন্তু চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী দয়া গৌর-কৃপার সহিত তুলনা হয় না। যাহারা কৃষ্ণভক্তি-রত্নদা গৌর-দয়া ছাড়িয়া নিজ বিপাক-ক্রমে ভ্রমদয়-মার্গে বিচরণ করে, তাহারা ভক্তি-বিমুখ জীব। সুকোমলা ভক্তির অভাবে তাহাদের হৃদয় কঠিন অসাধারণ। অধমে 'ধন'-জ্ঞানে উহার প্রতি যত্ন করিয়া যাহারা গৌরদেহ-বিমুখ সেই ভাগ্যহীন আত্মবঞ্চকগণ কখনই প্রেমরত্ন-লাভে কৃতকার্য্য হয় না।

শ্রীগৌরের নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', শ্রীগৌরের রূপ—'শ্রীগৌরাঙ্গ', গৌরের গুণ—'মহাবদান্য'। এখন গৌর-লীলার কথা শুনুন, তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজেই আপনাকে আস্বাদন করিবার উদ্দেশে কৃষ্ণভক্ত। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণভক্তির প্রচারক। দেবাবস্থ হইলেও সেবক সাজিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রচারই তাঁহার লীলা। প্রাকৃত-বস্তু-মাত্রেই নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া—এই চারিটীতে পরস্পর ভেদ আছে, কিন্তু গৌরসুন্দর অপ্রাকৃত ও অদ্বয় জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া তাহাতে ঐ চারিটী অভিন্নভাবে অবস্থিত। অন্যের মায়িক ধারণার আধিক্য তাঁহাকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলার কেহই পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে সমর্থ নহে। শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের সুপ্ত-হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। কৃষ্ণচৈতন্য-নাম—সম্বন্ধ, গৌররূপা—কৃষ্ণভক্তি, অভিধেয় ও গৌরদের কৃষ্ণপ্রেম—প্রয়োজন। ভগবদ্রূপবিমুখ হইলে জীব নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ বা মায়া-শক্তির অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টাকে আশ্রয় করিয়া গৌরবিমুখ হইবেন। শ্রীরূপানুগ পদত্যাগ করায় বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, বিবী, দরবেশ, সাঁই, রসিক, কিশোরীভজা, সহজিয়া, আতিবৈষ্ণব, আতিগোঁসাই, সাহিত্যিক, নাগরী প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ বিষয়ের অন্তরালে উদিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূল আচরণ করিতেছে। তাই-বলি, শুদ্ধভক্ত পাঠক! শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তি-প্রচারের সর্ব্বপ্রধান সহায় শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করুন, সকল মঙ্গল হইবে। শ্রীরূপের অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন, সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে। সাধনভক্তির মূলবস্তু—শ্রদ্ধা, ভাব-ভক্তির মূলবস্তু—রতি, প্রেমভক্তির মূলবস্তু—রস; ভক্তির ত্রিবিধ আত্মা লক্ষ্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীগৌর-উপদিষ্ট শ্রীরূপের কথিত ভক্তিরস বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘ-জীবন গঠন করুন। শ্রীসচ্চিদ্বিনোদ ঠাকুরের অনুস্রিত শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধ ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন।

শ্রীরূপানুগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক-দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু নিখিতে হইবে না। অপ্রাকৃত প্রেম-ঘন শ্রীগৌর-বিগ্রহকে মায়িকবুদ্ধির কল্পিত কোন দ্রব্য মনে করিতে হইবে না।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-স্মরণ-মঙ্গল

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত সংস্কৃত স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ]

১৪০৭ শকাব্দার গৌড়দেশে ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে অভ্রদলপদয় রাহুগ্রস্ত হইলে শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত বরাহ-নগর-সন্নিকর্ষ শ্রীমায়াপুর নামক পল্লীতে শচীদেবীর গর্ভে যিনি গৌরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই চিহ্নচিন্তামণি-স্বরূপ শ্রীজগন্নাথমিশ্র-সুতকে আমি স্মরণ করি।

নবদ্বীপ-শোভিত গৌড়রাজ্যে নামকরণ-কাল আরম্ভ করিয়া যাঁহার 'বিশ্বম্ভর', 'হরি', 'প্রিয়গৌরচন্দ্র' ইত্যাদি বহু বহু নাম লীলাক্রমে হইয়াছিল সেই কলিপাবন গৌর-চন্দ্রকে আমি সর্বদা স্মরণ করি।

শ্রীবিষ্ণুর স্বীয় সুখময়ী ভাবকান্তি অঙ্গীকার-পূর্বক সুললিত শরীর যে গৌরবর্ণ হরি, জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে পল্লী-নারীদিগের সুখ-সমৃদ্ধি-পূর্বক বাল্যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, যিনি সেই শচী-প্রাঙ্গণে হামাগুড়ি দিয়া খেলা করিয়াছিলেন, সেই কনক-কান্তিবিশিষ্ট বালককে আমি বন্দনা করি।

অনন্তদেব সর্পরূপে প্রভুর অঙ্গনে উপস্থিত হইলে তাঁহার উপরে আসন করিয়া যিনি উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তদ্দৃষ্টে ভয়াবিষ্ট আত্মীয়গণের অনুরোধে সেই সর্পকে ত্যাগ-করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বম্ভরকে আমি নিত্য প্রণাম করি।

বাল্যকালে গৌরহরি যখন ক্রন্দন করেন, 'হরি বল', 'হরি বল' বলিলে সেই ক্রন্দনের শান্তি হয়। তজ্জন্য নিকটস্থ স্ত্রীলোকদিগের বদনে সর্বদা হরিনাম গীত হইত। কোনদিন শচীদেবীর প্রদত্ত খৈ, সন্দেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রভু মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছিলেন, জননী আসিয়া তাহা নিষেধ করায় তিনি বলিলেন,—মাতঃ! খৈ, সন্দেশ ও যখন এই মৃত্তিকার বিকার, তখন মৃত্তিকা-ভক্ষণে দোষ কি? জননী করিলেন, মৃত্তিকা যেমন ঘট-অবস্থায় জলকে ধারণ করে, ইষ্টক-অবস্থায় তাহা করিতে পারে না। তদ্রূপ মৃত্তিকা খৈ-সন্দেশ-অবস্থার ভক্ষ্য হয়। এমত জ্ঞানযোগ-প্রকাশকারী কলিমল-নিবারক হরিনাম-পরায়ণ গৌর-চন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে নিকটস্থ শিশুগণের গৃহে যিনি নানাপ্রকার চপলতা বিস্তার করিতেন, বিদ্যারম্ভ করিলে বহুতর শিশু-সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে করিবার নানা জল-প্রক্ষেপ-দ্বারা দ্বিজকুলপতিদিগের যিনি ক্রোধ উৎপন্ন করাইতেন, সেই চপল ও পরম-কৌতুকী গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

কোন দৈবিক-ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়া রাত্রে রন্ধন করতঃ কৃষ্ণার্পণ করিবার সময় যিনি তাঁহার অর্পিতার ক্রমশঃ দুইবার ভক্ষণ করিয়া তৃতীয় বারে দৈবিকের প্রতি বিপুল কৃপা-পূর্বক স্বীয় তত্ত্ব-জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং যিনি অলঙ্কার-হরণ মানসে সমাগত দুই জন চৌরের উদ্ধারোদ্যম-পূর্বক তাহাদিগকে ভূষিত করিয়া তাহাদের মিষ্টান্নাদি ভোজন করতঃ মায়াদ্বারে পুনরায় নিজ-দ্বারে আনীত হইয়াছিলেন, সেই সুজন-সুখদ ও দুর্জন-জনের মত-দাতা গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

কোন বিরক্ত সন্ন্যাসী সমাগত হইলে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ-পূর্বক ভক্ত-গণানুষঙ্গে সংকীর্তন করিয়া যে ঈশ্বর মহানন্দে রমমাণ হইয়াছিলেন, সেই ভক্ত-ভক্ত গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

গঙ্গাতীরে গঙ্গা-পূজার্থ যে-সকল বালিকা পূজা-যোগ্য মিষ্টান্নাদি আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত পরিহাস করিয়া লক্ষ্মীদেবীর প্রণয়-প্রদত্ত মিষ্টান্ন গ্রহণ করতঃ তাঁহার চিত্ত-সন্তোষকারী শুভতর দান করিয়াছিলেন। কয়েকটি ব্রাহ্মণ আসিয়া জগন্নাথ মিশ্রকে গৌরাঙ্গের গঙ্গা-জলে গৌরাঙ্গের কথা জ্ঞাপন করিলে মিশ্রবর যষ্টি লইয়া সন্তানকে মারিতে চলিলেন; এদিকে গৌরাঙ্গ পাঠশালা হইতে আসিবার সময় কালিদাস ইত্যাদি চিহ্নের সহিত পাতড়াড়ী লইয়া আসিতেছেন দেখিয়া মিশ্রবর আশ্চর্যান্বিত হইলেন। সেই পরম রসিক চিত্ত-চৌর গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

একদিন যে সুন্দর-পুরুষ উচ্ছিষ্ট-ভাণ্ডে উপবিষ্ট থাকায় জননী তাহা নিষেধ করিলে অদ্বৈতার্থ-পথিকদিগের উপাস্ত উচ্ছিষ্ট-অনুচ্ছিষ্টের সমতা-সূচক উত্তর জ্ঞান দিয়াছিলেন, আমি সেই গৌরচন্দ্রকে নিত্য প্রণাম করি।

মাতার সহিত বিরহে উপস্থিত হওয়ায় লোষ্ট্র দ্বারা যাহাকে প্রহার করিলে তিনি কষ্ট পাইয়া পড়িয়া গেলেন, তদ্দৃষ্টে যে শিশু সহসা বাৎসল্য-ভক্তিরসে যাহার ক্রোধ-বিষাদের ভস্ম হইতে শুভ্র নারকেল আনিয়া দিলেন, সেই বাৎসল্য-বিগ্রহকে আমি নিত্য স্মরণ করি।

সন্ন্যাস-গ্রহণার্থে কেশব ভারতী বিগত গৃহ পরিত্যাগ করিলে যাহার পিতাকে মিষ্ট-বাক্যে যিনি শোক পরিদূর করিয়াছিলেন এবং পিতা শ্রীজগন্নাথ অপ্রকট হইলে যিনি জননীর শোক সাধন করিয়াছিলেন, সেই পরম-সুখদ বাৎসল্য গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

নিজ-গয়া করিবার নিমিত্ত স্বীয় ছাত্রগণ-পরিবৃত সর্ব্বজ্ঞেশ্বরের প্রথম গৌরচন্দ্র গয়া-ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকটে দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তথা হইতে গৌড়দেশে সমাগত হইয়া চিত্তবিকার-ছলে আদ্যরস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই নবরস-বিশিষ্ট গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

গয়া-ক্ষেত্রে গমন সময়ে অরক্ষলে ব্রাহ্মণের শালোক-পানে বিগতস্মর হইয়া যিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভুকে আমি স্মরণ করি।

বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইলে পূর্ব্বদেশে গমন-পূর্ব্বক বিদ্যালাপ ও শাস্ত্রবৃত্তিদ্বারা যিনি প্রচুর ধন লাভ করিয়াছিলেন, সেই গৃহস্থ-শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ বপুষ্মতী গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

পূর্ব্বদেশে সুজন তপনমিশ্র প্রভুর নিকট সাধ্য-সাধনতত্ত্ব শিক্ষা করতঃ প্রভুর সহিত নবদ্বীপে আসিতে চাহিলেন, প্রভু তাঁহাকে বারাণসী প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয়-বিচ্ছেদ-সময়ে বৈধূর্ত্যগত লক্ষ্মীদেবীর বিরহ-কাতর স্বীয় জননীকে তত্ত্বালাপ ও সুখদ-বচন-দ্বারা যিনি সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, সেই বৈরাগ্য-সুখদ শান্ত-মূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

তদনন্তর জননীর অনুরোধে সনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে যিনি বিবাহ করিলেন এবং গঙ্গাতীরে স্বীয় পরিকর-সহিত দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরী পণ্ডিতের গর্ব্বনাশ-পূর্ব্বক যে বিদগ্ধজন কুলমণি নবদ্বীপচন্দ্র রসপাল হইয়াছিলেন, সকল বিষয়ে অধ্যাপকদিগের সিংহ-স্বরূপ সেই গৌরাঙ্গকে আমি বন্দনা করি।

নবদ্বীপ খণ্ড স্বরূপ নবদ্বীপ-ধাম-মধ্যে বিদ্যাবিলাস-দ্বারা সমস্ত স্মার্ত্ত নৈয়ায়িক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণদিগকে জয় করিয়া যিনি বিরাজমান ছিলেন, সেই ভাবস্বরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাদিরূপ নিরবধি ভক্তি-আলাপ-দ্বারা অদ্বৈত-প্রমুখ মহাজনগণ যাঁহার আশ্রয় অভিপ্রায়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যিনি নিত্যানন্দের আগমন-ঘটনা হইতে ঈশ্বর-চেষ্টা-সকল প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, সেই দয়ালু নয়ন-সুখদ ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

যিনি রমণীয় মূর্ত্তি মহারূপ ধারণ-পূর্ব্বক সহসা মুরারিগুপ্তকে অতিশয় কৃপা করিয়াছিলেন, সেই ব্যাস-পূজা-প্রক্রিয়ায় বলদেব-ভাবে মধু-প্রার্থনাকারী পরম-ভক্তকে আমি স্মরণ করি।

গণ-সহিত প্রভু অদ্বৈতচন্দ্র যাঁহাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে পূজা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীবাস-মন্দিরের নিধি, পরিপূর্ণ-তত্ত্ব, শ্রীবরাদি মহাজনগণের আশ্রয়-স্বরূপ গৌরচন্দ্রকে স্মরণ করি।

যিনি ভক্ত শ্রীবাসের পাল্য যবন দর্জ্জিকে স্বীয় ঐশ্বর্য্যাদি প্রদর্শন-পূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া প্রেম মত্ত, বিষয়-বিরক্ত সুভক্ত করিয়াছিলেন, সেই প্রভু গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীরাম-স্বরূপ ধারণ-পূর্ব্বক মুরারি-গুপ্ত-কৃত রঘুনাথের স্তব শ্রবণ করতঃ যিনি পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং মায়াবাদীদিগের কুসঙ্গ-রহিত করিয়া মুকুন্দকে কৃপা করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধভক্তি-রসদাতা-তিলক-স্বরূপ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

যিনি অবধূতচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ও স্বীয় দাস শ্রীহরিদাসকে নগরে নগরে ঘোট বদ্ধ সকল জীবকে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করাইবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেই করুণাবতার মহাপুরুষকে আমি স্মরণ করি।

যিনি অপ্রজাত নিত্যানন্দের সহিত অদ্বৈত-নিলয় শান্তিপুরে গমন করিতে করিতে বর্ষীয়সী সুরাপায়ী সন্ন্যাস-বর্ষ-রহিত একজন সন্ন্যাসীকে ললিতপুর-গ্রামে বিশুদ্ধ তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধভক্তি-নিলয় মঙ্গল-প্রদ গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি।

যে ভগবান্ কপট-অদ্বৈতবাদাশ্রিত অদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্বে কলাঘাত করিয়া প্রেমদ্বারা তাঁহাকে ভক্তিপথগামী করিয়াছিলেন, সেই ভাবাবিষ্ট সুবিমল গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

যিনি মহাভাবাবেশ ধারণ-পূর্ব্বক চন্দ্রশেখরের বাটীতে ভজন-সমুদ্রময় পুরুষগণকে 'রাধারূপে' স্বীয় স্তন পান করাইয়াছিলেন এবং বিজয়দাসকে স্বীয় বৈভব দেখাইয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশক্তিবিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীগৌরকে আমি স্মরণ করি।

নিশান্তে নিদ্রা-ত্যাগ; প্রাতে স্নান, ভোজন; পূর্ব্বাহ্নে স্বগণের সহিত গোদ্রুম-উপবনে কীর্ত্তন বিহার; মধ্যাহ্নে মধ্যদ্বীপাদিতে কীর্ত্তনাদি-লীলা, অপরাহ্নে মায়াপুর প্রত্যাগমন; সন্ধ্যাকালে নিজ-গৃহে কৃত্য-সমাপন; প্রদোষ-কালে শ্রীবাস-অঙ্গনে হরিচর্চ্চা; রাত্রে কীর্ত্তনাদির পর স্বগৃহে শয়ন ও অল্পনিদ্রা, এই প্রকার অষ্টযামে ত্রিশ-নিয়মে ভক্তগণের সহিত যাঁহার অষ্টকাল-লীলা হইয়াছিল, সেই ভজন-সুখদ গৌরাঙ্গকে আমি অষ্টকাল স্মরণ করি।

যিনি শ্রীনিবাসাদি সংকীর্ত্তন-পরিকরের সহিত নবদ্বীপস্থ দুর্দ্দান্ত পণ্ডিত জগাই, মাধাই প্রভৃতি দিগ্গজদিগের হৃদয়-বিষয় প্রেমপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই পতিত-পাবন প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

ভাবাবেশ দ্বারা যিনি নিখিল সুজনদিগকে ভক্তি-শিক্ষা দিয়াছিলেন; সদয়-হৃদয় হইয়া তাঁহাদের দোষ সাক্ষাৎ মার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সাধু-সভায় ভক্তি-ব্যাখ্যা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই স্বজন-দোষ-ক্ষান্তি-মূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

যিনি নবদ্বীপান্তর্গত সীমন্তদ্বীপবাসী সংকীর্ত্তন-সুখের বাধা-প্রদায়কারী চাঁদ কাজীকে উদ্ধার করতঃ নৃত্যোল্লাসময় 'কলি-দোষ-হর নগর-কীর্ত্তন শ্রীনবদ্বীপ-ধামের নগর-সমূহে বহুবার প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই নৃত্য বিবশ, দীর্ঘবাহু গৌরাঙ্গচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি।

গঙ্গাদাস, মুরারিগুপ্ত বৈদ্য, খোলা-বেচা শ্রীধর, ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী যাঁহার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া প্রেমপূর্ণ-স্বভাব হইয়াছিলেন; যাঁহার উচ্ছিষ্ট-সেবনে শ্রীমতী নারায়ণীর কৃষ্ণমতি উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই দিব্যমূর্ত্তি পরম-পুরুষ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

যিনি শ্রীবাসের প্রণয়-বিবশ হইয়া কীর্ত্তনান্তে তাঁহার মৃত-পুত্রের মুখ হইতে পরম-তত্ত্ব-তত্ত্ব শ্রীবাস ও তাঁহার গণসকলকে শুনাইয়াছিলেন এবং যে পরমেশ্বর শ্রীবাসের দাসদিগকেও শুদ্ধমতি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই নিষ্কপট জীব-নিস্তারক গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

একদিবস গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া 'গোপী, গোপী', বলিতেছিলেন, যাহা দেখিয়া কোন অধম পড়ুয়া তাঁহাকে পরিহাস করিলে তিনি দণ্ড লইয়া অতিশয়োক্তি যাচনাক্ষ সেই মূঢ়কে তাড়না করিয়াছিলেন। যৎপ্রযুক্ত যাঁহার প্রতিস্পর্দ্ধীভাবে সেই মূঢ়-সকল বৈরভাব বিস্তার করিয়াছিল, বিমুখ-দমনে দিব্যবিগ্রহরূপ সেই গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

সেই সকল অধম পড়ুয়া প্রভৃতির প্রতি-গ্রহণপূর্ব্বক পাপ-প্রশমনে প্রবৃত্ত হইয়া মাঘ-মাসে শুক্লপক্ষে চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কেশরহিত দণ্ডধারী কৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামে স্বজন-সহিত যাহ্নে গৃহত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দের প্রণয়-বশ যে কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভ্রমণ করিতে করিতে কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, সেই ব্রজধাম-গমনেচ্ছা দ্বারা আবিষ্ট-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গীশ্বরকে আমি স্মরণ করি।

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে সমানীতা হর্ষোৎফুল্লা অম্বিকা-জননী শ্রীশচীদেবী কয়েক দিবস স্বীয় পুত্রকে ভিক্ষা দান করিয়া পালন করিয়াছিলেন। যিনি মাতৃভক্তি-প্রযুক্ত মাতৃ-আজ্ঞানুসারে শান্তিপুর হইতে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই ভ্রমণ-কুশল-সন্ন্যাসিরাজ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীনিত্যানন্দ, সুজন-হরিদাস, পণ্ডিত দামোদর, পণ্ডিত জগদানন্দ ও মুকুন্দদত্ত—এই পাঁচজন গৌরাঙ্গের চারু চরণ যাঁহার সঙ্গে পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছিলেন, সেই পঞ্চতত্ত্বের প্রিয়মূর্ত্তি গৌরাঙ্গচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি।

যিনি গঙ্গাতটস্থ গ্রাম-সমূহ ও ছত্রভোগ অধিষ্ঠিত-মহাদেব দেখিয়া উৎকল-দেশে রেমুণা-বনে ক্ষীরচোরা গোপীনাথকে দর্শন করিলেন এবং কটক নগরে আত্মারাম সত্যবাদী গোপালকে দর্শন করিলেন, সেই ভক্ত-মূর্ত্তি স্বজন-পরায়ণ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

একাম্র নায়ক-শিব-বনে নিজ-জনকে প্রণাম করতঃ নিজ দণ্ড রাখিয়া কপোতেশ্বর শিব-দর্শন-ছলে গমন করিলে প্রভু-

নিত্যানন্দ সেই অবসরে দণ্ড-কাষ্ঠ ভাগীরথী-তীরে যাহার দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণের ভক্ত, কপট-মানুষ শ্রীগৌরকে আমি স্মরণ করি।

কলেবেষ্বর হইতে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক শুক্লাম্বরের কথা শুনিয়া কণ্টক-কোপবিশিষ্ট যে প্রভু সেই ভক্তগণকে তথায় ত্যাগ করিয়া একক নীলাচলনাথের শ্রীমন্দিরে গমন করতঃ কৃষ্ণবিরহে পরম ভাবাবেশ প্রাপ্ত হইলেন, সেই স্বকৃতি বিরহার্ত্ত গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি।

সেই ভাবাবেশ-বিগতিকালে বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুর যে সেবা করিয়াছিলেন, সেই পরম সুকৃতি তাঁহার মায়াবাদগত স্বাভাবিক সমস্ত অনর্থ নাশ করিয়া ফেলিলেন। সেই অনর্থ নাশ হইলে তাঁহার প্রবল-কৃপায় সার্ব্বভৌম শুদ্ধবৈষ্ণব হইয়াছিলেন, সেই বৈষ্ণব-প্রচার-ক্রিয়ার উপমূর্ত্তি গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীপুরুষোত্তমে কয়েকদিন থাকিয়া দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে গমন করিলেন। কূর্ম্মক্ষেত্রে কুষ্ঠ-পীড়িত বাসুদেবকে স্পর্শ-দ্বারা কুষ্ঠমুক্ত করিয়া শুদ্ধভক্তি দিয়াছিলেন। যিনি বিদ্যা-নগরে অর্থাৎ গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দকে প্রেমসূত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজন-সুখকর মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে স্থানে স্থানে সুজনবর্গের নিকট প্রেম-বিস্তার-পূর্ব্বক যিনি রঙ্গক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য ভট্টদিগের গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং শ্রীসম্প্রদায়ী ত্রিমল, বেঙ্কট, প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যগণকে পরম কৃপা-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই বেঙ্কট-পুত্র গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গৃহগত সুখনিধিস্বরূপ গৌরমূর্ত্তিকে আমি স্মরণ করি।

যিনি স্বীয় হ্লাদিনী-শক্তি বিস্তার-পূর্ব্বক সমস্ত বৌদ্ধ, জৈন, ভক্তি-রহিত তত্ত্ববাদ-দ্বারা আহত এবং মায়াবাদ-মতে নিপতিত দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণকে শুদ্ধভক্তি-প্রচার-দ্বারা ভজন-কুশল করিয়াছিলেন, সেই বহুবার-মুহূর্ত্তি ব্যক্তিদিগের পাবন-স্বরূপ গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে, কলিমলহর কৃষ্ণনাম প্রদান করতঃ শুদ্ধ ভজন-বিষয়ক 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' ও 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' এই দুই গ্রন্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক সঙ্গী কালাকৃষ্ণদাসের সহিত আলালনাথের মন্দির-পথ দিয়া যিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রেমেষ্টিত-মতি ভক্ত-পাল গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া কাশীমিশ্র রাজপাত্রের গৃহে শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-নিষ্ঠা যে পুরুষ, স্বরূপদামোদর-প্রমুখ স্বভক্তবর্গের সহিত সকল সময়ে সর্ব্বজীবকে নামানন্দ দিয়াছিলেন, সেই স্বজন-বেষ্টিত প্রভুদ্বয়-মূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

নীলাচলনাথ রথারূঢ় হইলে বৈষ্ণব-বেষ্টিত যে পুরুষ তাঁহার অগ্রে নৃত্য ও হরিগুণগান করিয়া সকলকে প্রেমে প্লাবিত করিয়াছিলেন এবং গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি উৎকল-সেবকদিগকে প্রেমদান-দ্বারা শুদ্ধভক্ত করিয়াছিলেন, সেই স্বসুহৃৎ-সমূহ ভাবমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

যিনি পুরুষোত্তমে কিয়দ্দিন বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-গমনচ্ছলে পুনরায় গৌড়দেশে গমন করিলেন উৎকল-গৌরব উৎকলীয় ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া যিনি গৌড়দেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দনকে আমি স্মরণ করি।

রামকেলি পণ্ডিতকে পানিহাটিতে, শ্রীবাসকে কুমারহট্টে এবং বাসুদেব দত্তকে কাঞ্চন-পল্লীতে দেখিয়া যিনি শান্তিপুর গেলেন, সেই গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

শান্তিপুর হইতে যোগক্রোশ নবদ্বীপান্তর্গত, কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমপারে বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে গমন করতঃ পরে তন্নিকটবর্ত্তী কুলিয়া-নগরে মাধবদাসের বাটীতে যিনি গিয়াছিলেন, তাঁহাকে স্মরণ করি।

কুলিয়া-গ্রামে মাধবদাসের বাটীতে পৌঁছিলেন। বিদ্যা, রূপ, জন্ম, ধন ও জন—এই সকল দ্বারা মনুষ্য যাহা লাভ করিতে পারে না, সেই চৈতন্য-প্রভুর কৃপা কুলিয়া-নগরে বৈষ্ণবভাবে যাঁহার ভক্তগণকে পূজা করতঃ দেবানন্দ পণ্ডিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বিবুধ পণ্ডিতদিগের শুদ্ধ-ভক্তিদাতা দাতা গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

বৃন্দাবন-দর্শন ছলনা করিয়া গৌড়দেশে স্বীয় প্রকৃতিকে দর্শন করতঃ গৌড়-নিকটবর্ত্তী রামকেলী গ্রামে গিয়া পরম স্নেহ-সহকারে বিবর্দ্ধী হোসেন শাহ সম্রাটের কর হইতে যিনি রূপ-সনাতনকে উদ্ধার করতঃ পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া গেলেন, সেই স্বজন-উদ্ধার-কার্য্যে সহচরিত গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া পুনরায় বৃন্দাবন যাইবার মানস করিলেন। এবার মহাপ্রভু বহু লোককে সঙ্গে না লইয়া বলভদ্র

ভট্টাচার্য্য নামক এক জনের সঙ্গে যে আত্মতত্ত্ব-পূরক বৃন্দাবন-গমনে দৃঢ়মতি হইয়া বন-পথে ব্যাঘ্রাদি পশু-সমূহকে আত্ম-শক্তিবলে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মত্ত করতঃ যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই শকীয়ানন্দ দ্বারা পশুবৃত্তিমোহনকারী গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনশিলা, যমুনানদী নন্দগ্রাম, বৃষভানুপুর প্রভৃতি গ্রামরাজি দর্শন করিয়া পূর্ব্বলীলা-স্মরণে বিবশ-ভাবপুঞ্জ দ্বারা মূর্চ্ছিত হইলেন। তদুপরি যদুনন্দন ভট্টাচার্য্য ব্রজ-বিপিন হইতে যাঁহাকে আনিয়া আনিলেন, সেই নিজ-জন-বশ দীনমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

পথি-মধ্যে তাঁহার মহাভাবাবেশ দর্শন করিয়া কয়েকটি ভাগ্যবান্ ম্লেচ্ছ পূর্ব্ব সুকৃতি-বলে যাঁহার প্রসাদ লাভ করতঃ প্রণয়বশগত ভক্ত হইয়াছিলেন, সেই অন্যবশহারী ভক্তমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

যমুনা ও গঙ্গা-সঙ্গমে শ্রেষ্ঠ তীর্থ প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামী উপস্থিত হইলে, যিনি তাঁহাকে পরম-রসময়ী বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং যমুনাপারস্থিত আড়াইল বা আড়্‌ঈ গ্রামে বল্লভাখ্য পণ্ডিতকে যিনি গোকুলপতিগত প্রেমদান করিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রমূর্ত্তি রসতত্ত্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

প্রয়াগ হইতে কাশী তীর্থে উপস্থিত হইলে তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞ শুদ্ধভক্তগণের অনুরোধে কেবলাদ্বৈতবাদী অসংখ্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসি-গণকে যিনি প্রেমবন্যায় ডুবাইয়াছিলেন এবং শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বিষ্ণুভক্তি সূত্রিরূপে শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থ বিরচনে শক্তিদান করিয়াছিলেন, সেই সাধকশিরোমণি ভজন-গুরু গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিলে শাঙ্কর সন্ন্যাসিগণের মধ্যে গৌরাঙ্গ-প্রণতি-রহিত তর্কাদি-রত ব্যক্তিদিগের প্রতি 'ধিক্' এইরূপ বচনসকল প্রচুররূপে চলিতে লাগিল এবং প্রধান সন্ন্যাসিদিগের সভায় যাঁহার সে সময় প্রচুর পূজা হইতে লাগিল, সেই বদনানন্দমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আমি স্মরণ করি।

কাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পুনরাগমন করতঃ যে হরি রামানন্দ-প্রমুখ সুজনগণকে এবং সার্ব্বভৌম প্রভৃতিকে হরিজনগণ প্রেমালাপ দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে করিতে অনেক বর্ষ ক্ষেপন করিয়াছিলেন, সেই হরিজনকথাস্বাদনপূর্ণ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

যাঁহার বিধি-শিব-প্রণত পরম দুর্লভ ভক্তির জন্য অদ্বৈতাদি মহান্তগণ গৌড়দেশ হইতে প্রতিবৎসর রথযাত্রায় আগমন করিতেন এবং চিত্তে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়া পুরুষোত্তম হইতে গৌড় দেশে ফিরিয়া যাইতেন, সেই গৌড়ীয়গণের পরমসুহৃদ্ বরীয়ান্ কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি স্মরণ করি।

গৃহত্যাগী নির্ব্বেদপ্রাপ্ত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণ বিপুল পতনের হেতু। সেই দোষ হইতে নিজ সম্প্রদায়ের ত্যাগি-পুরুষদিগকে বিশুদ্ধ রাখিবার অভিপ্রায়ে যে ঈশ্বর কেবল স্ত্রী-সম্ভাষণরূপ অতি ক্ষুদ্র দোষে দূষিত ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলেন, সেই বিমল-চরিত্র সাধুমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

পূর্ব্বকর্ম্মবশে বৈষ্ণবের নীচবংশে যাঁহারা জন্মলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের যদি সাধুসঙ্গবলে ভক্তবুদ্ধি জন্মে তাহা হইলে তাঁহাদেরও আচার্য্যের অধিকার জন্মিয়া থাকে, এই একটী সুগূঢ় তত্ত্ব। এই তত্ত্বটী কৃপা করিয়া প্রদ্যুম্নমিশ্রকে রামানন্দরায়ের শিক্ষা-গ্রহণে যিনি প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই আড্যশূন্য গুরুমূর্ত্তিস্বরূপ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর যে ভজন করিয়াছিলেন, সেই ভজনবশে তাঁহাকে যিনি বাৎসল্যের সহিত ভজন-তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগ-সময়ে সমুদ্রতীরে নীল নিত্যদাস হরিদাসকে যিনি নিজে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই নিজ-চরণভক্তের বন্ধুমূর্ত্তিস্বরূপ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

কলি-কলুষরূপে পতিত গুরুজনবিলাপের ন্যায় রামচন্দ্র পুরীকে উপেক্ষা করিয়া বৈষ্ণব-কৃপা-পাত্র সার্ব্বভৌম-জামাতা অমোঘ ভট্টাচার্য্যকে যিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই শুভজন সর্ব্বদা আমার স্মরণ-পথে থাকুন।

কবীন্দ্র-প্রণীড়িত সনাতন গোস্বামীকে যিনি কৃপা করিয়া স্পর্শপূর্ব্বক আরোগ্য করিয়াছিলেন এবং জগন্নাথের রথচক্রে দেহত্যাগ করিবেন বলিয়া তাঁহার যে মনোবুদ্ধি ছিল, তাহাকে অযোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন, সেই মধুর ওদার্য্যময় গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি।

গোপীনাথকে রাজদণ্ড অপসার-গোষে রাজা চাঁদে চড়াইয়া দণ্ড দিতেছিলেন। তাঁহার বান্ধবগণ মহাপ্রভুকে তাঁহার রক্ষার জন্য প্রার্থনা করায় মহাপ্রভু সেই রামানন্দ-ভ্রাতাগণকে নিজ-জন জানিয়া এই মর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, পাপকারীর ধার্ম্মিক লোকের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। এইরূপ বাক্যোপক্রম হারা ছলে করিয়া গোপীনাথকে অব্যাহতি দেন। এই প্রকারে যে মহান্ পুরুষ নৃপতির বল হইতে গোপীনাথকে রক্ষার যত্ন করিয়াছিলেন, সেই পরম হিতকারী শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।

যে পরাৎপর ঈশ্বর স্বীয় ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের ঝালিপূর্ণ দ্রব্য উপায়ন বহুদেশ হইতে পুনঃ পুনঃ আসিলেও তাহা প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি।

বাহ্যভাববিশিষ্ট ভগবানের পণ্ডিতের প্রদত্ত তৈল চন্দনাদি সন্ন্যাসের বহুপাত্রিগ্রহে যিনি অঙ্গীকার করেন নাই, সেই মহাপ্রভুকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গরুড়ের সম্মুখে গুরু-নিকটে যে সময় দাঁড়াইয়া মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, তখন শ্রীমূর্ত্তির প্রতি প্রেম বিবশা কোন যুবা উৎকণ্ঠ মহাপ্রভুর স্কন্ধে উঠিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ সেই স্ত্রীলোককে নিষেধ করিতে গেলে যিনি দুইজনে গোবিন্দকে নিবারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন আমার স্মরণ-পথে সর্ব্বদা থাকুন।

যিনি পরমানন্দ পুরীর প্রতি গুরুতর-বাক্য সুমধুর ভক্তি, বিশদ পরিচর্য্যাদির গোবিন্দাদি ভক্তগণে দয়া এবং স্বরূপাদি প্রিয়গণে বিশদ প্রীতি বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ-পথে থাকুন।

কৌপীন ও তদুপরি পোতবস্ত্র অরুণ-বসনের আচ্ছাদন সর্ব্বশরীরে স্বর্ণপর্ব্বতের শোভা ধারণ করতঃ রাধাকৃষ্ণ নাম-জপে দুই নয়নে গলদশ্রুধারা যুক্ত হইয়া পরিকরগণে শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ-পথে থাকুন।

উচ্চৈঃস্বরে হরিনামাবলী গান করিতে করিতে, নগর-পথে ভক্তগণ সহিত বল যন্ত্র নাচিতে নাচিতে, কাকুস্বরে "হরি হরি বল" এই প্রকার বলিতে বলিতে শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ পথে থাকুন।

শাস্ত্র-সমূহের যে রহস্য পূর্ব্বপণ্ডিতগণের নিকট পরিচিত ছিল না, প্রেমভক্তি প্রতিষ্ঠা যদ্দারা গূঢ়তত্ত্ব যে দয়ালু প্রভু কৃপা করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন আমার স্মরণ-পথে সর্ব্বদা থাকুন।

শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ উপদেশ এই যে, বেদ-শাস্ত্র প্রমাণ-স্বরূপ হইয়া জীবগণকে নয়টী প্রমেয় শিক্ষা দিয়াছেন। সেই প্রমেয়গুলি এইরূপ, (১) এই বিশ্ব শ্রীহরি একমাত্র পরম তত্ত্ব, (২) তিনি সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট, (৩) তিনি রস-সমূহ, (৪) জীবগণ তাঁহার বিভিন্নাংশ, (৫) কতিপয় জীব প্রকৃতি-কবলিত, (৬) কতিপয় জীব ভজন-বলে প্রকৃতি হইতে মুক্ত, (৭) এই চিদ্চিৎ বিশ্ব সমস্তই হরির ভেদাভেদ প্রকাশ, (৮) শুদ্ধ-ভক্তিই সাধন এবং (৯) হরিপ্রেমই সাধ্যবস্তু।

শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম হইতে নারায়ণ-তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ বেদবাক্য যাহা সংসম্প্রদায়ে পাওয়া গিয়াছে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে তাহাই একমাত্র প্রমাণ। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি ব্রহ্ম বিদাপ্নোতিপরম্, অজ একপাদ্, নিত্যনিত্যানাম্ ঋগ্বেদাদি, বেদ-বচনে এবং "বেদে রামা চ আখিলবেদে," "বাসুদেবং বেদসংহিতা, আত্মা ব্রহ্মেতি প্রোক্তা" ইত্যাদি পুরাণ-বচন দ্বারা বেদ-শাস্ত্রের প্রমাণত্ব স্থির হইয়াছে। এই বেদ অক্ষজ প্রমাণাদির সাহায্যে নববিধ প্রমেয়কে স্থাপন করিয়াছেন। তর্ক অচিন্ত্য বিষয়ে শক্তি-রহিত বলিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। "প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান। শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ। বেদ শব্দে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেম—তিন মহাধন। মুখ্য গৌণ-বৃত্তি কিম্বা অন্বয়-ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে। তর্কের গোচর নহে শাস্ত্রের মহত্ত্ব। কোথা হইতে জানিবে, সে এই সব তত্ত্ব? প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়। সেই অর্থ চতুঃশ্লোকী যে কহিলা। ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা। ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা। নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা। তবি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা। এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ। ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ।"

বেদ-প্রমেয়ই এই কথাটী প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহ-শ্রীনামরূপ-প্রভৃতির চিন্ময়ত্বে, ঔপনিষদ-ব্রহ্মজ্ঞানাদি

শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি হরিই এক মাত্র তত্ত্ব। প্রকৃতি-পুরুষে যে ভেদ, তাহা সেই হরির অঙ্গ-শোভা। জগৎপ্রবিষ্ট বিশ্বরূপক পরমাত্ম সেই হরির এক অংশ। "একঃ বৈষো ভগবান্ বরেণ্য, সত্যং জ্ঞানমনন্তং তদেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্।" "যত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।" "ব্রহ্ম অন্তর্কান্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে। পুরুষাদ্যা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হন-কৃষ্ণ সর্ব অবতংস। সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন চৈতন্যপূর্ণ সর্বশক্তি-সর্বরসপূর্ণ।"

সেই হরির একটি পরা শক্তি আছে। "পরাস্য শক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইত্যাদি প্রমাণ। সেই শক্তি হইতে অপৃথক তত্ত্ব হইয়াও স্বরূপিণায় অবস্থিত ভগবান্। জীব-শক্তি, যাঁর চিচ্ছক্তি এবং অচিচ্ছক্তি—এই ত্রিবিধ ভাবযুক্ত সেই পরা শক্তিকে স্বয়ং স্বতঃ-স্বরূপঃ সুখন বিষয়ে প্রেরণ করিয়াও সেই সেই শক্তির বিকার হইতে শুদ্ধভাবে পরম পুরুষ হরি অবস্থিত হইয়াছেন। "অপরস্যন্ যোনিশক্তি," অনাদেকাং লোহিত কৃষ্ণ-শুক্লাং" "যস্মান্ মায়া সৃজতে বিশ্ব-মেতৎ" ইত্যাদি বেদ-বচনে ত্রিগুণিকা পরা শক্তির বর্ণন যত্র স্থানে লক্ষিত হয়। "স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়। নিঃশক্তিক করি' তাঁরে কহ নিশ্চয়।' সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ। তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি। অন্তরঙ্গা - চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি। বহিরঙ্গ.—মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি। ঈশ্বরের সত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি। লৌহ যেন অগ্নিসঙ্গে পায় দাহশক্তি।"

স্বরূপশক্তির তিনটী প্রভাব—হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী। হ্লাদিনী ভগবানের আনন্দস্বরূপা। সম্বিৎ ভগবানের লীলার ভাব ও ক্রিয়া স্বরূপা। সন্ধিনী ভগবানের নাম-ধামরূপা লীলাভবন প্রকট-কারিণী। ব্রজরসবিলাসী কৃষ্ণ হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ শ্রীরাধার সহিত সম্বিৎশক্তি-প্রকটিত ভাবসমূহে, সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত ধাম-বিচরে রসসমূহে নিত্য হইয়া অবস্থিত হইয়াছেন। "রসো বৈ সঃ" "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" ইত্যাদি হ্লাদিনীর পরিচয়। "স বেত্তি বেদং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা" ইত্যাদি সম্বিৎ ভাবের পরিচয়। "দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি সন্ধিনীর পরিচয়। "কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা করি যারে। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে। কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী। সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি। হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান। প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী।"

উজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য-স্বরূপ হরি হইতে চিৎপরমাণু-স্বরূপের কিরণ-কণ-স্থানীয় অনন্ত জীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্ হইয়াও জীবসকল চিত্ত পৃথক্। মায়াশক্তি যাহার দাসী, তিনি স্বতন্ত্রতত্ত্বঃ হরি। যিনি মুক্ত হইলেও স্বভাব অনুসারে যারা, প্রকৃতির বশ-যোগ্য, তিনি জীব। "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি," "যথোর্ণনাভী সৃজতে গৃহ্ণতে চ," "অক্ষিণ্যস্যো মায়া সন্নিরুদ্ধঃ।" "সন্তাং তৃতীয়ং যং স্বাদিং" ইত্যাদি বেদ-প্রমাণ। চিদ্যাসী চিৎকণ জীব, কিরণকণ সম। ইচ্ছাশক্তিপূর্ণ কৃষ্ণ হন সূর্যোপম। জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু নয় হয়। অনন্তরাশি বৈছে স্ফুলিঙ্গের" কণ। মায়াধীশ-মায়াবশ—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ। ভেদ-জীবে ঈশ্বর-সহ হয় ত' অভেদ। ঈশাধীনে জীবরূপ শক্তি করি মানে। ভেদ জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ। সূর্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।"

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। স্বরূপবশ-হীন, নিজ-সুখার্থ কৃষ্ণবিমুখ হওয়ায়-জীব সকলকে মায়া-শক্তি সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ গুণ-নিগড় দ্বারা কবলিত করেন। সূক্ষ্ম-লিঙ্গদেহরূপ বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ পরিপূর্ণ কর্মবন্ধন দ্বারা কখন স্বর্গে, কখন নরকে নিপাতিত করেন। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ"। "নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হইতে নিত্য-বহির্মুখ নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ। সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়দ্বারে মারি মারে।"

সংসারে উচ্চাবচ যোনী-সমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিতোষণী বৈষ্ণব শ্রদ্ধা হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া থাকে। কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তি ক্রমে ক্রমে মায়িক দশা দূর হইতে থাকে। জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণ-সেবারূপ ভোগে

করিতে যোগ্য হন। "যুষ্মৎ কৃপা পরস্যাস্তবীদৃশস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।" "ব্রহ্মিতে ব্রহ্মিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়। তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়। কৃষ্ণ-ভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়। কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা। কল্পকুক্ষে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা।"

সমস্ত ত্রিভিজগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি। বিবর্তবাদ সত্য নয়। তাহা কলিকালের মল এবং শ্রুতি-বিরুদ্ধ। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই প্রকৃতপক্ষে সুবিমল তত্ত্ব। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব হইতে—সর্বদা নিত্যধামে প্রেম সিদ্ধি হয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম"। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ। প্রভু কহে, মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ-সম হয় তিনজন॥ অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে। মায়াবাদী-গণ যা'তে বহির্মুখে॥ পরিণামবাদ—ব্যাসসূত্রের সম্মত। অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥ মণি যৈছে অবিকৃতি প্রসবে হেমভার। জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার॥ বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া। জীবের দেহাত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়। জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, দাস্য, পরিচর্য্যা, সখ্য ও আত্মনিবেদন -এই নববিধ বৈধী ভক্তি যিনি প্রদ্ধা-সহকারে অনুদিন অনুশীলন করেন, তিনিই বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি। শ্রুতি দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়। শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পূজন-বন্দন। পরিচর্য্যা-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন। এই ত' সাধন-ভক্তি দুই ত' প্রকার। এক বৈধীভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর। রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়। রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে। লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি। যাহাঁ সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন। মনে নিজ সিদ্ধ-দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন। সিদ্ধদেহে পাইে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাশে ত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তরঙ্গা হৈয়া। সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ-কীর্তন। সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ নিবর্তন। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়। রুচি হইতে হয় ভক্তি আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর। সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দ-ধাম।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের মধুর-রসাধিকারী ব্রজ-জন সহ হইতে মধুর রসের আস্বাদন হয়। তখন ব্রজে রাধাকৃষ্ণের স্বজনানুগত কোন ব্যক্তি-বিশেষের ভাব হৃদয়ে আনয়ন করিয়া তাঁহার বসতিস্থান লাভ করত পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে জগতের অতুল সম্পদ্-স্বরূপ প্রীতিপ্রাপ্ত হন। ক্রমশঃ সেই অবস্থায় চিন্ময়-বিলাসরূপ তত্ত্বে পরম পরিচর্য্যা লাভ করিয়া থাকেন। তদ্‌যথা,—প্রিয়ম্বাপ্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চ ন বেদ নান্তরং" ইত্যাদি বেদ-বচনের আলোচনা করুন। যাঁর চিত্তে কৃষ্ণ-প্রেমা করয়ে উদয়। তাঁর বাক্য ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়। প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ-মান-প্রণয়। রাগ-অনুরাগ ভাব-মহাভাব হয়। প্রেমাদি স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে॥ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়ী-ভাব রস হয় এই চারি মিলি॥ মধুর নাম মধুর রস সবাকে প্রবল। এই রস আস্বাদ নাহি অসুরের বলে। কৃষ্ণরূপগণ করে রস আস্বাদনে। সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি। রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

"আমার প্রভু কে? আমি জীব কে? এবং এই জড় বিশ্বই বা কি?"—এই তিনটি বিষয় বিচার-পূর্বক সাধু-গুরু পুরুষ হরিজন করিতে থাকেন। অভেদরূপ মুক্তি-পিপাসা, বেদোক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্মসকল এবং দশবিধ নামাপরাধ পরিহার-পূর্বক হরিভক্তগণের সহিত হরিদাস জীব কৃষ্ণের নামামৃতরস পান করিয়া থাকেন। 'কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥ অন্যথাহং, অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম। আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হইতে প্রেমা হয়। নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন। নিরন্তর নাম লয় দশা-প্রাপ্তে সম্ভোষ। এত আচার করে ভক্তধর্ম পোষ॥"

প্রাকৃত রসমূল লেখন করিয়া অবিদ্যারূপ রোগ-মুক্ত হইয়া ভক্তজন সাধুসঙ্গে ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন।

নিজ চরণ-কৃপাদিগের প্রতি এই প্রকার শিক্ষা-সমূহ দান করতঃ স্বীয় চক্ষু হইতে গলিত অশ্রুধারা দ্বারা স্নাত হইয়া অতিদীর্ঘ, উজ্জ্বল শরীর, পরমানন্দাকৃতি, জগতের অতুল বন্ধু ষড়ৈশ্বর্য শচীনন্দন সর্বদা আমার স্মরণপথে থাকুন।

বর্ণাশ্রমাধিকারী গৌড়ীয়-বাসের, সরল হৃদয়, দীন স্বভাব উৎকলবাসীদিগের এবং দয়ামূর্তির ন্যায়বুদ্ধিবিশিষ্ট পাশ্চাত্য আর্যদিগের একমাত্র গতি সেই শচীনন্দন সর্বদা আমার স্মরণ-পথে থাকুন।

কাশী মিশ্রের গৃহে কৃষ্ণবিরহোৎকণ্ঠ-হৃদয়, সন্ধিসকল শ্লথ হইলে কর-পদের বিশাল ধৈর্য-সম্পন্ন, ভূমিতে নিপতিত, বিকল-মতি গদ্গদবাক্যযুক্ত সেই শচীনন্দন আমার স্মরণ-পথে সাক্ষাৎ উদিত হউন।

দ্বার-রুদ্ধ প্রস্তর-নির্মিত গৃহমধ্য হইতে বহির্গমন-পূর্বক তিনটি দীর্ঘ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া কানাই গরুদিগের প্রকোষ্ঠে হস্ত-পদাদি সঙ্কোচ-বশতঃ কচ্ছপের ন্যায় নিপতিত সেই শচীনন্দন আমার স্মরণ-পথে সাক্ষাৎ উদিত হউন।

বৃন্দাবন স্মরণ করিয়া বিরহ-বিকলান্তঃকরণে বিলাপ-পুরঃসর ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ-পূর্বক অধিক রুধিরাক্ত, "বল, বল, বল কোথায় আমার প্রিয় কৃষ্ণ"—এইরূপ প্রলাপযুক্ত শচীনন্দন আমার স্মরণপথে সাক্ষাৎ উদিত হউন।

সমুদ্রতীরে বালুকাময় পর্বতে গোবর্ধন-ভ্রমে কৃষ্ণ দেখিবার জন্য অতি দ্রুতগতিবিশিষ্ট, বৈষ্ণবগণ পরিবেষ্টিত সেই পবনশীল শচীনন্দন আমার স্মরণপথে সাক্ষাৎ উদিত হউন।

যাঁহার জনমুখবন্ধক অনুকম্পা সংসার-কূপ হইতে রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে উদ্ধার-পূর্বক গোবর্ধন-শিলার সহিত গুঞ্জামালা অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভক্তির সহিত প্রণাম করি।

শুষ্কভক্তি-নিষ্ঠাড়-বিদ্বদ্বাদ-সকল, বৈরাগ্যাদি ঘৃণাভাস সকল ও বহির্মুখদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্বক সুভক্তসেবীর মধ্যে যিনি শোভা পাইয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

যিনি বহিরঙ্গ লোকের নিকট কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া কলিপাবন হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রেমাতুর পুরুষদিগকে ভক্তিরসরূপ রসতত্ত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভক্তি-সহকারে প্রণাম করি।

যাঁহারা কেবল কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের বাহ্য-পরাবরণ অনর্থ বহুসাধনের দ্বারা নিবৃত্তি না হইলে কৃষ্ণনামে প্রেমোদয় হয় না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-নামাশ্রিত মানবদিগের নামাপরাধ বিনাশ করিয়া যিনি তাঁহাদিগকে প্রেম-ভক্তি দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে ভক্তি-সহকারে আমি প্রণাম করি।

এই প্রকার পরমানন্দ-বিগ্রহ লীলাময় কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ২৪ বৎসর গৃহস্থধর্মে অবস্থিতি, আর ২৪ বৎসর সন্ন্যাসধর্মে কাল যাপন করিয়াছিলেন। সমস্ত জগতের আশ্রয় স্বরূপ সেই গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

যে মহাপুরুষ গৃহস্থগণকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য কথা-দ্বারা, দরিদ্রদিগকে ধন ও বস্ত্র, ক্ষুধিত অতিথিদিগকে অন্ন এবং বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা দান করিয়া অতি সুখ লাভ করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গদেব নিত্য আমার স্মরণ-পথে থাকুন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যিনি ৬ বৎসর তীর্থ ভ্রমণচ্ছলে দেশ-বিদেশে ভক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন এবং ১২ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বাপন করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রের যোগমায়াবল-সম্পন্ন প্রকট-চরিত আমি বন্দনা করি।

সকল জগতের পক্ষে, বিশেষতঃ ভক্তিমান্ পুরুষের মধ্যে এই একটি মহা কষ্টের বিষয় যে, গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসকালে সংকীর্তন-সময়ে ভক্তদিগের নেত্র মোহিত করিয়া পৌর্ণী-মাসের প্রাঙ্গণে অপ্রকট হইয়াছিলেন। সেই গৌরচন্দ্রের নিত্য অপ্রাকৃত অপ্রকট-চরিত্র আমি বন্দনা করি।

যে সকল ভক্ত সকল সময়ে বিগলিত হৃদয়ে, বিশেষতঃ গৌরতীর্থে আমাদের এই গৌ:-পাখা উচ্চৈস্বরে গান করেন, দ্বিজকুলমণি, জগতের প্রাণবন্ধু কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র রাধাকৃষ্ণ-যুগল-জ্ঞানে তাঁহাদিগকে প্রেমাবেশ প্রদান করেন।

প্রভুর লোকপাবনী এই লীলাকথা ভক্তবিনোদ শ্রীগৌড়বনে বসিয়া সংক্ষেপে কার্তিক মাসে ৪০৬গৌরাব্দে গান করিয়াছিলেন।

যাঁহার প্রেম-মাধুর্য-বিলাসানুকরণ-স্পৃহা করিয়া নবদ্বীপে গৌড়-বিহার করিয়াছিলেন, সেই প্রভুর এই বিচিত্র লীলা, সেই ভূবনমোহিনীকে সমর্পিত হইল।

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবোপলক্ষে প্রকাশিত শুদ্ধভক্তিসাহিত্য

১। শ্রীগৌরপদাঙ্কিত-ভারত-মানচিত্র
২। শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা
৩। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৪। মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর
৫। সাপ্তাহিক গৌড়ীয়—শ্রীগৌরাবির্ভাব-সংখ্যা
৬। পাক্ষিক শ্রীগৌড়ীয়—ঐ
৭। দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ—ঐ

১। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত-ভারত-মানচিত্র—গৌড়ীয় মিশনের চেয়ারম্যান, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর পরম কৃপা-পাত্র, প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রমী ও পাশ্চাত্যদেশে ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর বিজয়-পতাকা-উড্ডীনকারী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কৃপা-পূর্বক বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ভারতবর্ষের যে-সকল স্থান স্বীয় চরণ-শিবাদি-রঞ্জিত শ্রীচরণ-কমলের দ্বারা মহাতীর্থীকৃত করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের নির্দেশ ও নাম-সহ একটি অতি সুন্দর মানচিত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। যে-সকল স্থানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরিকল্পিত ১০৮টী শুদ্ধপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও ভবিষ্যতে হইতে পারে, তাহার একটী তালিকা এবং পঞ্চাঙ্গুলি নবদ্বীপের একটী পৃথক্ চিত্রও ঐ মানচিত্রের সহিত শ্রীগৌরাবির্ভাবোপলক্ষে মুদ্রিতা-কারে সম্পাদন করিয়াছেন। এই মানচিত্র প্রকাশ করিয়া তিনি সেবার মধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর অতীষ্ট শ্রীচৈতন্য পাদপীঠের সেবা ও সমগ্র জগতের নিকট ভক্তি-বিনোদ-বাণী-বিস্তারকারিরূপে বরণীয় হইলেন।

এই মানচিত্র শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

প্রকাশক—শ্রীচীনাথ রায় চৌধুরী। মানচিত্রের ইংরেজী নাম এই—

A Map of India
Showing the places visited by
Sri Chaitanya Mahaprabhu

২। শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা—৪৩৪ গৌরাব্দের নূতন শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরের পঞ্জিকায় কয়েকটী বৈশিষ্ট্য দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। গণিতাংশের ভূমিকা ব্যতীত ইহাতে কলিতাব্দের একটী ভূমিকাও সংযোজিত হইয়াছে। এ বৎসর শ্রীগুরুবর্গের বিচার-অনুসারে কতিপয় উৎসবাদির তালিকা 'ভক্তবৃন্দের মতানুসারে লিখিত'—এই মন্তব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টে ব্রত ও উপবাস-দিবসের তালিকা, পর্ব্বাহ ও উৎসব-দিবসের তালিকা

এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব-দিবসের তালিকা-সমূহ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ঐ সকল তালিকায় সমগ্র বৎসরের ব্রত, উপবাস ও উৎসবাদির তারিখ এক স্থানে লক্ষ্য করা যায়। স্থানে স্থানে বঙ্গনীর মধ্যে ( ) এইরূপ দুই অক্ষরে লিখিত বিষয়গুলি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ ঘোষ বিচার-অনুসারে লিখিত বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণের জন্য বৎসরের একটী ব্রাহস্পর্শের তালিকাও একত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাপ্তি-স্থান—শ্রীরাধারমণ ঠাকুর, পোঃ শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা; অথবা মথুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়াহী, ঢাকা।

৩। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতার এই অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ সম্পাদন করিয়া তাঁহার আদর্শ সরলাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অন্যান্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণের যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অবিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার অর্থাৎ ঐ অধ্যায়ে কি কথা বা আখ্যায়িকা আছে, তাহার একটী সারমর্ম্ম, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল শিক্ষা, তৎপরে ষোড়শ অক্ষরে গীতার মূল-শ্লোক-সমূহ এবং সংক্ষেপে শ্লোকের বর্ণিত বিষয়, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতি-শব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামি-কৃত সুবোধিনী টীকা, সুবোধিনী টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও কোন্ বিষয়ের জন্য প্রত্যেক শ্লোকের অবতারণা করা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার বর্ণন, বিশেষ-বিশেষ শব্দের তথ্য, প্রত্যেক অধ্যায়ের শব্দার্থপ্রশ্ন ও উত্তরমালা; এতদ্ব্যতীত গীতা-মাহাত্ম্য, গীতার শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, শ্লোক-সংখ্যা-সূচী প্রভৃতি অনেক মূল্যবান্ সূচী এই অভিনব সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপকবর শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর সম্পাদিত এই গীতা পাঠ করিয়া পারমার্থিক ছাত্র ও অধ্যাপক, ভজনবীর ও সজ্জন-সাধারণ সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন। উৎকৃষ্ট কাগজে উৎকৃষ্টতম রোম্ব পেকী আকারে প্রায় ৩ শত পৃষ্ঠায় এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতি সুলভ মাত্র। মূল্য—তিন টাকা মাত্র। বস্তুতঃ কায়, মনঃ ও বাক্য—এই তিন বস্তু সমর্পণই পরমার্থের আদর্শ, গুরুদেবতাত্মা ও সর্ব্বাত্ম-সমর্পণকারী শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভুর সম্পাদিত এই গ্রন্থের মহিমা। প্রকাশক শ্রীশচীনাথ রায়চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তি-বাটী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া; অথবা মথুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়াহী, নারিন্দা, ঢাকা।

৪। মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তি-সুধাকর—মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর প্রভুর দিব্য-পত্রী ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিব্যপত্রী-সমূহ সাধক-পথে যাত্রীর আলোকস্তম্ভস্বরূপ। সাধক প্রতিদিন, প্রতি-মুহূর্ত্তে কিরূপে অকপটভাবে ভক্তাভিমান-রহিত হইয়া আত্মনিবেদনের রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারেন, কিরূপ প্রতি-মুহূর্ত্তে আত্ম-পরীক্ষা করিতে করিতে শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপার কাঙ্গাল হইয়া মর্ত্তচৈতন্যকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইতে নিয়মিত করিয়া অকপট দৈন্য ও সরলাগতির পথে চলিতে পারেন, তাহারই সহজ, সরল সাধনপ্রণালী তাহাই স্বাভাবিক ভাব-প্রবাহ এই দিব্য-পত্রীর মধ্যে পাওয়া যায়। এই দিব্য-পত্রী পাঠ করিতে করিতে স্বরূপ-বিভ্রান্ত দুর্ব্বল-হৃদয়, শতঅনর্থগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয়েও অহৈতুকী ভক্তি-কণার উদয় হয়। তাঁহার হৃদয়েও আশা ও ভরসা জাগিয়া উঠে এবং সরলাগতির পথে জীবনকে পরিচালিত করিবার জন্য উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্ত্বৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুসঙ্গের বৃত্তির অনুসরণ করিবার চিত্তবৃত্তি সুদৃঢ় হয়। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিব্য-পত্রী-সমূহের মধ্যে এইরূপ শক্তি ও প্রেরণা রহিয়াছে। ইহা আত্মমঙ্গলকামী সাধক-মাত্রেই পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থের ভাষাও অতি সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। এই গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর আলেখ্য-সমূহ সংযোজিত হইয়াছে। প্রচ্ছদ পাইকা টাইপে অতি সুন্দর কাগজে মুদ্রিত। প্রাপ্তি-স্থান—মথুরা-প্রিন্টিং-ওয়ার্কস, পোঃ ওয়াহী, নারিন্দা, ঢাকা।

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ Adyar Library Bulletin এ শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় বিরচিত 'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু' গ্রন্থের সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিম্নোদ্ধৃত সমালোচনাটী করিয়াছেন—

REVIEW

Sri Chaitanya Mahaprabhu by Tridandi Bhikshu B. P. Tirtha. Published by Sachinath Roy Chaudhuri, Alos, Mymensingh Bengal, 1939. Price Rs. 4 or 6 Sh.

This is an account of the life and teachings of Chaitanya by one who, by his position and also by his personal accomplishments, is entitled to speak on the subject with authority. The author has been engaged in Mission work in the Gaudiya Math for over twenty years. He has travelled wide not only in all parts of India but also in various Western countries. He knows the needs of the people for whom the book is meant. He knows the conditions of religious life in the various countries, the religious wants of the various peoples and the particular teaching in the religion to which he belongs that will be of service to humanity. An author's business is not merely to present facts, but also to present the facts in such a way that it would be understood by the readers and would be made use of by the readers. Apart from a command of the facts there is this other qualification necessary before a person is entitled to speak on such a subject. What is important in the present book is the facts that the author possesses both the qualifications.

The author has given in this book information of a far more detailed nature than what is contained in the work of his Guru Sri Thakura Bhaktivinode, called 'Life and Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu". The author is the senior Sannyasin of the Math engaged in the Mission work. He has the tradition of the life of Chaitanya handed down to him authentically and as such this book is a reliable representation of the life of the great teacher.

After a short prefatory section in which an attempt is made to explain the attitude of the author towards the presentation of the subject and the attitude he expects from the readers for a proper understanding of the subject matter, he begins the narrative of the life of the great teacher. The book is not a mere narrative. It explains also the teaching of the Guru and also shows how his teaching has served the great purpose which the Lord always has in his descent or Avatara. Chaitanya is, as the author says, not a mere historical person. He is the great Lord himself, and is the manifestation of the Lord exactly like his previous manifestation as Krishna. I am sure that the book will be welcomed and read with the same devotion and the same profit as the tenth Skandha of the Bhagavata Purana.

The book contains nearly 300 pages and is divided into twenty-seven chapters. There are portraits of the Chief of the Gaudiya Math, of the Guru of the author and of the author himself. The book is well printed and attractively got up.

Editor

(BRAHMAVIDYA VOL. IV, Pt. I) page 39.

Adyar Library Bulletin Adyar Theosophical Society Adyar, MADRAS.

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-উৎসবোপলক্ষে আগামী সপ্তাহে 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইবে না। তৎপর ২৩শে চৈত্র, ৬ই এপ্রিল তারিখে পুনরায় 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারিব্রাজ্যপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাত্মবিদ্যা-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এবমাত্মবিদ্যায়াং যোগযুক্তমনসঃ।
নির্ব্বিঘ্নং হৃদয়গ্রন্থেঃ ভেদস্তদুপায়তঃ॥
আত্মবিদ্যাবিদঃ সর্ব্বসংশয়াঃ
বিলয়মেত্য সর্ব্বে যান্তি।

আপত্তিকরণ বুদ্ধা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী তাহা এইরূপ
'ফল্গু' বলিয়া থাকেন।

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৮৬; ৬ই এপ্রিল, ১৯৪০ | ৩০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার

৪৬তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ *

গত ১ বিষ্ণু, ১১ই চৈত্র (১৩৪৬), ২৪শে মার্চ্চ (১৯৪০) রবিবার শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৪৬তম বার্ষিক অধিবেশন বিশেষ সমারোহ সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পারিব্রাজ্য গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি হইতে থাকে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অভিবন্দনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে পুরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যমুনাপ্রসাদজী এম্-এস্-সি, বি-এল্ মহোদয় শ্রীল আচার্য্য-দেবের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করিয়া আচার্য্য-পূজা করেন। তিদণ্ডিপাদশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীমৎ দাস মহারাজের সমর্থনে প্রদত্ত

* জনৈক সংবাদদাতা-কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি মহোদয় সভাপতি মহোদয়ের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-মুখে বলেন,—"এই বৈষ্ণব ও সজ্জন-সভার পৌরোহিত্য করিবার একমাত্র যোগ্যতম পাত্র স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব। তথাপি অযোগ্যকে মানদানই বৈষ্ণবের স্বভাব তাঁহারা কাহাকেও গড় করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ও প্রসাদরূপে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশনে এই সেবা-ভারটী নিজে বরণ করিবার প্রাক্কালে এই প্রার্থনা জানাইতেছি, যেন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপ্রাকৃত শ্রীপাদ-পদ্মের একটী ক্ষুদ্রতম ধূলিকণারূপে জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ণানুগতো শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপা-লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিতে পারি। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এই ভীষণ দুর্দ্দিনে কৃপাপূর্ব্বক জগতে উদিত হইয়া তাঁহার অভিমর্ত্ত্য আদর্শের দ্বারা আমাদের যে কল্যাণ বিধান করিতেছেন, তাহাতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীগৌড়-সরস্বতীর মনোহভীষ্ট-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-ধামের প্রচার-সেবা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। শ্রীগৌর-ধামে আজ যে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়াছেন, সহস্র সহস্র নর-নারী নয় দিবসব্যাপী যে পরিক্রমা করিয়াছেন, তাহা এক অপ্রত্যাশিত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। ধর্ম্মব্যবসায়ি-সমূহের বিচার এই—'জগতের ধন, জন, বুদ্ধিমত্তা, কৌশল, কপটতা ব্যতীত পরিক্রমা বা উৎসব প্রভৃতি সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্ব, শরণাগতি ও নিষ্কিঞ্চনতা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, শ্রীনবদ্বীপ ধামশরণাগত ও নিষ্কপট-শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবকগণেরই পালক। কপট, অন্যাভিলাষী, ধান্ধিক, শুদ্ধবৈষ্ণব-নিন্দক ব্যক্তিগণকে শ্রীনবদ্বীপধাম বিতাড়িত করিয়া থাকেন। গত বৎসর এক শ্রেণীর ধান্ধিকতার প্রতীক শ্রীনবদ্বীপধাম হইতে দূরে অপসারিত হইয়া রহিয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে আর এক শ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদের প্রতীক শ্রীনবদ্বীপধামের অপ্রাকৃত ভূমিকা হইতে অত্যাশ্চর্য্য-রূপে অপসারিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব শ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজ-জনগণ সমীপে অযুক্ত হউন্। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা যে, বহুরূপী ধান্ধিকতা ও নির্ব্বিশেষবাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া জন্মে জন্মে যেন তাঁহার পদরেণু হইতে পারি।"

সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণের পর তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ১৭শ বর্ষ 'গৌড়ীয়' হইতে গত বর্ষের সভার বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব বি-এ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ ভক্তিসৌরভ বি-এল্ মহোদয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সজ্জনগণ বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যপদে বৃত হন।

১। শ্রীযুক্ত যমুনাপ্রসাদজী এম্-এস্-সি, বি-এল্, (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, পূর্ণিয়া); ২। বাবু অযোধ্যা প্রসাদ এম্-এ স্বত্বাধিকারী, দুর্গা অয়েল্ মিল্, হাতরাস্; ৩। শ্রীযুক্ত রামাধার সিং বি-এল্, পাটনা; ৪। ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র রায়, পালামৌ; ৫। শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাড়ী বি-এ, হেড্ মাষ্টার, তপপুর (গঞ্জাম); ৬। শ্রীযুক্ত ব্রজ-সুন্দর পাড়ী বি-এ; ৭। শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর পাল, তারকেশ্বর; ৮। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, চট্টগ্রাম।

অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তবিলাস ভক্তিমধুপ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর পরিষদ্-পীঠ হইতে উত্তীর্ণ ও ভক্তি-শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম সভায় পাঠ করেন।

পরিষদ্-পীঠ

১। শ্রীবাসনাথ দাস, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, আদ্য ২য় বিভাগ।

ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল—গৌরাব্দ ৪৫৩

প্রথম বিভাগ

শ্রীপাদ বনশ্যাম দাসাধিকারী

গৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

দ্বিতীয় বিভাগ

শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

„ মুকুন্দমাধব

„ ব্রজবিলাস

৬। হৃষীকেশ দাসাধিকারী

৭। শ্রীপুরুষোত্তম পট্টনায়ক

৮। শ্রীনরসিংহ পট্টনায়ক

তৃতীয় বিভাগ

৯। শ্রীপাদ অনন্তনারায়ণ ব্রহ্মচারী
১০। " অধিরজ পুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী
১১। " পদাধর দাসাধিকারী
১২। " সত্যগোবিন্দ
১৩। " ব্রজপ্রিয়দেব
১৪। শ্রীপ্যারীমোহন দাস
১৫। শ্রীমৃণালকান্তি দাস
১৬। শ্রীমাধীনিধি পট্টনায়ক

অনন্তর শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ধামবাসী গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের নাম ও সেবার কথা উল্লেখ করিয়া বিরহ প্রকাশ করা হয়—

নাম	ধামে-গমনের তারিখ
শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু	১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৬
২। শ্রীপাদ কর্ণধার দাস	১৩ই মাঘ, ১৩৪৬
৩। হাওড়া—ত্রিপুরাপুরনিবাসী শ্রীজগন্নাথবল্লভ দাসাধিকারী	২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪৬
৪। ময়মনসিংহের স্বনামধন্য উকিল মহিমচন্দ্র রায়	২রা আষাঢ়, ১৩৪৬
৫। বালিয়াটির জমিদার রাইমোহন রায় চৌধুরী	৩রা ভাদ্র, ১৩৪৬
৬। সন্দেহের বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়	
৭। কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণলেন নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত	২৯শে পৌষ, ১৩৪৬
৮। শ্রীমান্ কাশিময় নাগ	২০শে মাঘ, ১৩৪৬
৯। সন্তোষের মহারাজ স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী	১লা এপ্রিল, ১৯৩৯

গৌড়ীয়-মিশনের যোগ্যতম সম্পাদক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর নির্য্যাণে সকলেরই হৃদয় বিরহ-ব্যথিত থাকায় এ বৎসর শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে কোনপ্রকার উপাধি-পত্র প্রদত্ত হয় নাই।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীশ্রীমধ্বগৌড়ীয়-প্রচারিণী সভার সেবায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-মনোহভীষ্ট-পূরণকারী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগ ত্রিদণ্ডিপাদগণের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রশস্তি কীর্ত্তন করেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় বলেন,—"আমার অভিন্ন-শ্রীগুরুপাদপদ্ম ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীমধ্বগৌড়ীয়-প্রচার-সেবায় শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পূরীঠাকুরের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ভীষণ দুর্দ্দিনে, যে সময় দেশের অধিকাংশই মহদন্ত নির্ব্বিশেষবাদিগণ প্রচ্ছন্নভাবে সমুদ্ভিত আচার্য্য-ভাস্করের অস্তিমত্ব সত্তাকে সহ্য করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার কৈতবকাকার, এমন কি, এক ত্রিবর্ষব্যাপী অন্ধকার-যুগের আবাহন করিতে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিল, সেই সময় শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর শ্রীভক্তিপ্রদীপের অপ্রাকৃত আলোক অন্ধকারের সেই বিভীষিকাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপের শুদ্ধভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-কীর্ত্তনে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠটি কিরূপ মুখরিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার অনবদ্য ব্যক্তিত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠ কিরূপ সারস্বত-তীর্থরূপে শোভা পাইতেছে ও তৎপার্শ্বেই মৎসর্য্যতা-পেচকপাল কিরূপ অন্ধকার কোটরে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। আলোক ও ছায়া, তীর্থ ও কলি, প্রদীপ ও অন্ধকার, সরলতা ও মৎসরতা, শরণাগতি ও দাম্ভিকতা কিরূপ পাশাপাশি থাকিয়া সত্তার উজ্জ্বলতার পুষ্টিবিধান করে, তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সকলেই সত্তাক্ষ করিতে পারেন। ইহা আমরা শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের কৃপায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বক্ষণই অনুভব করিতে পারিতেছি। তিনি এতটা জীবদুঃখকাতর, জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য তাঁহার প্রাণ এতটা ব্যাকুল যে, তিনি কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের অনর্থগুলি সহজ ও সরল ভাষায় চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন। আমরা সন্তুষ্টই হই, আর অসন্তুষ্টই হই, তিনি সেই-দিকে বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত না করিয়া নিত্য অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় আমাদের শ্রেয়ের সন্ধান প্রদান করেন। বহুরূপিণী কপটতার যুগে এইরূপ সরলতা এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। 'সরলতাই বৈষ্ণবতা'—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই বাণী শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের আদর্শে দৃষ্ট হয়।

'নিতাইবিমুখ-জনে, দয়া-পাত্র তা'রে গণে,
সদাঘাত করে তা'র শিরে।
এ হেন দয়াল বীর, নাহি ত্রিভুবনে ধীর,
ল'য়ে যায় বিরজার তীরে॥

মূঢ়জন না বুঝিয়া, অবজ্ঞাভরে মত্ত হিয়া,
ক্রোধী বলি' করয়ে স্থাপন।
বৈষ্ণবের দয়া ধর্ম্ম, কভু না বুঝয়ে মর্ম্ম,
নীচচিত্ত করিয়া গোপন।'

—শ্রীল প্রভুপাদের কথিত এই উক্তির প্রত্যেকটি বর্ণ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন অভিন্নত্ব আচার্য্যের প্রতি বিমুখ বা কপট ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার ব্যবহারে কিরূপ আদর্শ বৈষ্ণবোচিত, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে'—এই শ্রীরূপানুগ বীর ও নীরব দাম্ভিক ভণ্ড ও পাষণ্ড ব্যক্তিগণ তাঁহার দয়া-ধর্ম্মকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে 'ক্রোধী' মনে করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। কোনরূপ অজ্ঞাতিলাষ, কপটতা, গুরু-বৈষ্ণবে দুর্ব্বুদ্ধি, ভণ্ডামি, পাষণ্ডতা, দুরাগ্রহতা ও দেহারামতার প্রতি আসক্তি লইয়া শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইতে কেহ সাহসী হয় না। ব্যক্ত ও অব্যক্ত আচার্য্যদ্রোহিগণ সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মের প্রভাব সহ্য করিতে পারে নাই।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন এবং গ্রন্থাদি রচনা করিয়া শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর সেবা করিতেছেন—ইহাই শ্রীরূপানুগ-পদের ধর্ম্ম। চিকিৎসক গণ তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্রাম করিবার পরামর্শ প্রদান করিলেও তিনি উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন ও অনুক্ষণ গ্রন্থাদি লিখন-সেবায় দেহশক্তি ঢালাইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া জীব-কল্যাণের জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত স্থানের একটী মানচিত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' গ্রন্থ অতি সরল ইংরাজী ভাষায় লিখিত। তাহা সমগ্র পৃথিবীর মহাদুর্দ্দিবগ্রস্তগণের নিত্য-মঙ্গল বিধান করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' ও 'শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর' নামক ইংরাজী ভাষায় দুইটী পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহাও মাদ্রাজ হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'জাতাদি-সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর' শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বহু পরিশ্রমের ফলে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়া মাদ্রাজে মুদ্রিত হইতেছে। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌরকামের আদর্শ সেবা করিতেছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সেই আদর্শের এক কণা যেন আমরা শিরে ধারণ করিতে পারি,—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা। পরবর্ত্তিকালের আচরণ ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সমস্ত 'বাছাই' করিয়া তিন জনকেই প্রকৃত হরি-গুরু-বৈষ্ণবানুগ, নিষ্কপট ত্রিদণ্ডিরূপে জগতে জ্ঞাপন করিয়াছেন। দাম্ভিক ব্যক্তিগণ কখনও ত্রিদণ্ডি-পদবাচ্য হইতে পারে না। 'বেণুভির্ন্ন ভবেদ্ যতিঃ ;—এই শাস্ত্র-বাক্যও ইহাই প্রমাণ করিয়াছে। একমাত্র শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে আত্ম-সমর্পণকারী নিরভিমান ব্যক্তিগণই প্রকৃত ত্রিদণ্ডী। তাই শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিদণ্ড এই তিন মহাত্মাই প্রকৃতপ্রস্তাবে ধারণ করিয়াছেন,—প্রথমে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, তৎপরে তাঁহারই অনুগত, দম্ভহীন, হরিকথার প্রমত্ত শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও তৎপরে প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদ জন্ম-ঐশ্বর্য্য শ্রুত-শ্রীর প্রতি নিরভিমান, গুরুবৈষ্ণবে একান্ত শরণাগত শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ নিষ্কপটভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা গুরুসেবা করিয়া আসিতেছেন। কোনপ্রকার বহ্বাড়ম্বর, নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা, প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠা-কামনা বা 'আমি না হইলে মিশন চলিবে না', 'আমি গুরুবৈষ্ণবকে 'বড়' করিয়া দিয়াছি', সুতরাং 'আমার ভাগ থাকিবে'—এই সকল অজ্ঞাতিলাষ শ্রীপাদ সাগর মহারাজের হৃদয়ে নাই; ইহা শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালে অনেকবার বলিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ সত্য-সত্যই 'ভক্তি'কেই সম্বল করিয়া ভাগবত-জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যই—ভাগবত-জীবনের প্রাণ। শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ সর্ব্বোত্তম কূলে আবির্ভূত

হইলেও বয়সে প্রাচীন, অভিজ্ঞতার প্রবীণ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও শ্রীতে সর্ব্বতোভাবে বিভূষিত থাকিলেও তিনি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পদ-রেণুর কামনা করেন; মৌখিকতায় নহে, তাঁহার আদর্শ-জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। যাঁহারা এই তিন জন ত্রিদণ্ডীর আদর্শ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে 'ত্রিদণ্ডী'। বস্তুতঃ কেবল 'বেণু' ধারণ করিয়া কেহ 'ত্রিদণ্ডী' হইতে পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বাণীতে ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শের মধ্যে ইহা প্রকট করিয়াছেন। এই তিন-জন শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্ত 'ত্রিদণ্ডী' অর্থাৎ ইহারা পূজ্যতম ত্রিদণ্ডি-বেশ ধারণ করিয়া সেই বেশের প্রকৃত মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিয়াছেন; আর শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু অব্যক্ত ত্রিদণ্ডী অর্থাৎ বাহিরে ত্রিদণ্ডি-বেশ ধারণ না করিলেও বাস্তব ত্রিদণ্ডী গোস্বামী।"

অতঃপর শ্রীনামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বিভিন্ন বক্তৃগণ নিম্নলিখিত দেবকগণের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করেন এবং তাঁহারা শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর মনোহভীষ্ট-পরিপূরক শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনাম-প্রচারের যে সেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। নিম্নে এই সৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের নাম প্রদত্ত হইল—

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ; শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ (সপরিবার); শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব; শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী; মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার; শ্রীপাদ বিশ্বেশ্বরমোহন ভক্তিবান্ধব; শ্রীপাদ ভবভঞ্জিদ্ ভক্তিসৌরভ; রায়সাহেব শ্রীপাদ ক্ষীরোদকশায়ী দাসাধিকারী (সপরিবার); শ্রীপাদ লক্ষ্মনগুরুং দাসাধিকারী ভক্তবান্ধব এম্-এ, বি-এল্ (সপরিবার); পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ; শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিবিলাস বি-এ; শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ভক্তিভাস্কর বি-এল্; শ্রীপাদ যমুনাপ্রসাদজী (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্); শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিকুসুম; শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ; শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস; অধৌরী শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশ সিংহ; শ্রীপাদ শিবাসবিগ্রহ দাসাধিকারী; শ্রীযুত যতীশচন্দ্র দাসাধিকারী বি-এল্; শ্রীপাদ নিত্যবান্ধববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ; শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ; শ্রীপাদ বসুবর দাসাধিকারী এম্-এ, বি-এল্; শ্রীপাদ নিত্যগোপাল দাসাধিকারী (এন্, কি, ঘোষ); শ্রীপাদ গোবিন্দদাস বাবাজী; শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীনারায়ণদাস; শ্রীনবীনমধুসূদন ব্রহ্মচারী; শ্রীযোগমায়াশ্রিত ব্রহ্মচারী; ভক্ত শ্রীমধুসূদন; শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ জগন্নানন্দ দাসাধিকারী; শ্রীপাদ উদ্ধব দাসাধিকারী; শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীপাদ নবীগোপাল ব্রজবাসী; শ্রীপার্থ সুদর্শন দাস ব্রহ্মচারী (বড়); শ্রীপাদ সনৎকুমার দাসাধিকারী; শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ নিত্যইলাস ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিসুধূষ; শ্রীপাদ অবধমন ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী; শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী; শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী; শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস. শ্রীহরিদাসদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীভক্তসুন্দর দাসাধিকারী; শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী; শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী; শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী; শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী; শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী; শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী; শ্রীপশুপালপঙ্কজরেণু দাসাধিকারী; শ্রীনবীন পুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী; শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী; শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী; শ্রীদত্যকৃষ্ণ ভক্তিসরোজ বি-এ; শ্রীনারদাস অধিকারী; শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী (কলুয়ের); শ্রীপাদ হরিপদ ব্রহ্মচারী (ঢাকা); শ্রীবীরোদরত্ন কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীইন্দ্রনাথ দাসাধিকারী; শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী; (কাশী); শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী (মাদ্রাজ); শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী; শ্রীক্ষিতিপাবন ব্রহ্মচারী (দিল্লী); শ্রীঅচিন্ত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী; শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী; শ্রীরামচরণ ব্রহ্মচারী; শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী; শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী; শ্রীকৃষ্ণধন ব্রহ্মচারী; শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী; শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী (কেটক); শ্রীজ্যোতিরভাস্বরূপ ব্রহ্মচারী; শ্রীহরিপদ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী; শ্রীঅনন্তনারায়ণ ব্রহ্মচারী; শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী; শ্রীঅন্ত-গোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীবিভূচরণ ব্রহ্মচারী; ডাঃ শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী; ডাঃ শ্রীযুত নরেশচন্দ্র রায়; ডাঃ শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুত রঘুনাথ মহাপাত্র, লালা শ্রীমদনমোহন রায়; শ্রীযুত মোহিতলাল ঘোষ; শ্রীকালীনাথদাস মহাশয়; শ্রীযুত

সৌরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন মহাপাত্র কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ (পুরী) ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কুমার (শরণাগতির আনুকূল্য-প্রদানকারী) ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (বালিগঞ্জ, কলিকাতা) ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্-এ (কলিকাতা) ; শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম্-এ, বি-এল্ ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন (কলিকাতা) ; শ্রীযুক্ত হরিদাস মৈত্র এম্-এ (অ্যাসিষ্টেণ্ট্ হেড্ মাষ্টার) ; শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ; শ্রীনিখিলকুমার সান্যাল ; শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীজীবনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী (চট্টগ্রাম) ; Mr. T. R. Krishna (Supdt. to the Private Secretary of Viceroy Press, New Delhi) ; Mr. Bhogimal (Supdt. Gaikwar of Baroda House, New Delhi) ; Mr. J. N. Sirkar (Director, General Post and Telegraph Office, New Delhi) ; শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ (২৪ পরগণা) প্রভৃতি হরিপদ দাসাধিকারী বি-এস্-সি ; শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ৪৬তম বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত বৈষ্ণব ও সজ্জনবৃন্দের কতিপয় নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ, শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবিষ্ণুদাস কর (খুলনা), শ্রীযোতিলাল ঘোষ, শ্রীপাদ ভববন্ধুভক্তি দাসাধিকারী ভক্তিসৌরভ বি-এল্, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধবরণ ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী বি-এস্-সি, শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস (বাগের হাট), শ্রীপাদ হলধরানন্দ দাসাধিকারী (জঙ্গলবাড়ী), শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র (বালেশ্বর), শ্রীযুক্ত লালা মদনমোহন রায় (বালেশ্বর), শ্রীপাদ অধিরুদ্ধ দাসাধিকারী (কটক), শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শিবরাত্তবিগ্রহদাস অধিকারী বিদ্যারত্ন বি-এ (নারায়ণগঞ্জ), শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী (কটক), শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাসুদেবচন্দ্রিহারী দাসাধিকারী (নারায়ণগঞ্জ), শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ (ঢাকা), শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বসু, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত মধুমঙ্গল প্রসাদ সাহী (পাটনা), শ্রীযুক্ত অযোধ্যাপ্রসাদ (মথুরা), শ্রীযুক্ত রামাধার সিংহ (পাটনা), শ্রীত্রিভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্র কুমার মজুমদার (বেলুন), শ্রীবলবিগ্রহ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ধর (কলিকাতা), শ্রীশ্রীনাথদাস, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনোদলাল ভট্টাচার্য্য (চট্টগ্রাম), শ্রীযুক্ত সুদর্শন বসু (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী (চট্টগ্রাম), শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর পাণ্ডি বি-এ, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সাধা (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত কালীদাস পাল (হাওড়া), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য (কলিকাতা), শ্রীভীর্থপদ দাসাধিকারী (২৪ পরগণা), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র (মেদিনীপুর), শ্রীরাইমোহন দাস অধিকারী (ময়মনসিংহ), শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাসাধিকারী (মেদিনীপুর), শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাধু খাঁ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন মাজ (মেদিনীপুর), শ্রীযুক্ত রামচরণ নন্দী (খুলনা), শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী পাল (শ্রীহট্ট), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুহ (যশোহর), শ্রীরামভজন দাস (মেদিনীপুর), শ্রীযুক্ত যমুনাপ্রসাদ (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, পূর্ণিয়া), শ্রীগোপীজনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরহরি দাসাধিকারী (কলিকাতা), শ্রীকেশবলাল দাসাধিকারী (খুলনা), শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সরকার (২৪ পরগণা), শ্রীবজেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ভবাংশুশেখর পাল, শ্রীতীর্থাস্পদ দাসাধিকারী, শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, শ্রীজগদ্বৈত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনির্ম্মলকুমার সান্যাল, শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুদিরাম মালাকার (পাবনা), শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত (পাবনা), শ্রীযুক্ত স্নেহচন্দ্র পাল (ময়মনসিংহ), শ্রীভগবান্ দাস (ঢাকা), শ্রীগোস্বামিচরণ দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সামন্ত, শ্রীযুক্ত অতুকূল চন্দ্র সাহা (খুলনা), শ্রীনিত্যগোপাল দাস অধিকারী (কলিকাতা), শ্রীনীলকান্ত দাসাধিকারী (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচরণ দাস, শ্রীনরেন্দ্রলাল দাস, শ্রীজবীকেশ দাসাধিকারী (মেদিনীপুর), শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী (বর্দ্ধমান), শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাস (২৪ পরগণা), শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ ঘোষ Retd. Dist. Inspector of Schools, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন উপাধ্যায়, শ্রীনীহাধর দাসাধিকারী (২৪ পরগণা), শ্রীঅনন্তকুমার দাসাধিকারী

(যশোহর), শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী (খুলনা), শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী (নদীয়া), শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ দাস (মধুবন্তর), শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাসাধিকারী (মেদিনীপুর), শ্রীত্রিলোকমোহন দাসাধিকারী (মেদিনীপুর), শ্রীযুক্ত বনমালী পট্টনায়ক (পুরী), শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলেশ্বর দাসাধিকারী (রংপুর), শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বেরা, শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঢাহা (বরিশাল), শ্রীরামপদ দাসাধিকারী (নদীয়া), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সুর (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র দত্ত (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ ঘটক (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী দাসাধিকারী (পাবনা), শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাসাধিকারী (পাবনা), শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন দাস (২৪ পরগণা), শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দাস (২৪ পরগণা), শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী, শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস, শ্রীপতিপালপঙ্কজযুক্ দাস, শ্রীরামসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায়, শ্রীসকলনিগম-মূর্ত্তি দাসাধিকারী, শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী (পাবনা), শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দত্ত (ত্রিপুরা), শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত মোহিনীকুমার পাল (ত্রিপুরা), শ্রীযুক্ত নরসিংহ সাহা, শ্রীযুক্ত উদ্ধব দাসাধিকারী ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার রায় (চট্টগ্রাম), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ জালদার, শ্রীযুক্ত চক্রধর দাস (মধুবন্তর), শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দাস (ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ ভদ্র (ফরিদপুর), শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস (বরিশাল), শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ পাত্র, শ্রীঅতিরাজ দাসাধিকারী (আলমোড়া), শ্রীমধুমঙ্গল দাসাধিকারী (আলমোড়া), শ্রীগিরিধর দাস (২৪ পরগণা), শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাস (২৪ পরগণা), শ্রীসন্তোষ দাসাধিকারী, শ্রীমন্দির বিগ্রহদাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হাইত (মেদিনীপুর), শ্রীসহস্রসহায় দাসাধিকারী, শ্রীভক্তিদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার দাস, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-নারায়ণ রায় (রংপুর) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র মোহন সাহা (কলিকাতা)। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহ-সভা

গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডির (পরিচালক-সমিতির) উদ্যোগে গত ১৮ই চৈত্র (১৩৪৬), ৩১শে মার্চ্চ (১৯৪০) রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-ভবন-সদনে গৌড়ীয়-মিশনের ভূতপূর্ব্ব যোগ্যতম সম্পাদক নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-সভায় কলিকাতাবাসী সজ্জনবৃন্দ সশ্রদ্ধ অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির চেয়ার-ম্যান কৃপা-পূর্ব্বক এই সভার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সাধারণ সংবাদপত্রে ও নিমন্ত্রণ-পত্রে সভার বিষয় পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হওয়ায় কলিকাতা ও তদুপকণ্ঠবাসী বহু সজ্জন ও বিদ্বন্মণ্ডলী এই সভায় যোগদান করেন। অন্যান্য স্থান হইতেও সজ্জনগণ এই সভায় যোগদান করিয়া-ছিলেন। মিঃ বি, এম্ দাস সলিসিটার মহোদয়ের প্রস্তাবে ও রায়বাহাদুর কে, দি, সেন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীল ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার প্রাক্কালে বলেন, - "এই সভার যোগ্যতম সভাপতি জগদ্‌গুরু পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর। সুতরাং সভাপতির আসন তাঁহারই উদ্দেশে এই স্থানে রচিত হইয়াছে। আমি তাঁহার পাদত্রাণ বাহী দাসানুদাস-সূত্রে সজ্জনবৃন্দের আদেশে এই সভার কার্য্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রতি সংকীর্ত্তনের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ সভাপতি মহারাজের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। সভাপতির আহ্বানে গৌড়ীয়-মিশনের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-প্রদান-মুখে বলেন যে, গীতার চরম শিক্ষা "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—যাহা প্রত্যেক সনাতন-

বস্ত্রাবলম্বী নিত্য পাঠ করেন, তাহা শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে বিশেষ লক্ষণ করিয়াছিল। তিনি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া অচিরকালেই পূর্ণ বস্তুর পূর্ণ শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন। কেহ বা ভবিষ্যতের বাক্য প্রয়োগ করেন; কিন্তু প্রাণ, অর্থ ও বুদ্ধি প্রদান করিতে প্রস্তুত হন না। কেহ বা বুদ্ধি প্রদান করেন; কিন্তু প্রাণ, অর্থ ও বাক্য প্রদান করিতে পারেন না; কেহ বা অর্থ প্রদান করেন; কিন্তু প্রাণ, বুদ্ধি ও বাক্য প্রদান করিতে পারেন না। কিন্তু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় একাধারে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন—তিনি একাধারে ভক্ত, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও স্ত্রী,—এই চারিটী বস্তু যাহা জীবকে জগতে আসক্ত করিয়া রেখে, তাহা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় পূর্ণভাবে ডালি দিয়াছিলেন। গৌড়ীয় মিশনের সেবায় অনেকে অর্থ দান করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহা আংশিকভাবে। যিনি কোটিপতি, তিনি হয় ত' এক সহস্র বা এক লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন, বাকী অন্য কার্য্যের জন্য রাখিয়াছেন, কিংবা দান করিয়া দাতার অভিমান ও তদ্‌বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা-ভক্তের প্রার্থী হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু সমগ্র অর্থ, সমগ্র বাক্য, সমগ্র বুদ্ধি ও সমগ্র প্রাণকে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিয়াছেন। কাহারও পরলোক গমনের পরে তাঁহাকে বাড়াইবার জন্য তাঁহার সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত করিয়া প্রশংসা করিবার চেষ্টার ন্যায় ইহা কেবল বাগ্‌জাল বিস্তার নহে। সকলেই তাঁহার আদর্শ চরিত্রে এই সকল কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর কথিত শরণাগতির ষড়্‌বিধ লক্ষণ তাঁহার জীবন-গ্রন্থে পাঠ করিতে পারা যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে "বাস্তব ত্রিদণ্ডী" বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অন্তর্কটকালে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ভক্তিসুধাকর প্রভুর নিকট ঋণী (I am indebted to Professor Babu)। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—তথায়ই প্রকৃত প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, যে-স্থানে পূর্ণতম বস্তু কৃষ্ণ ভক্তের সেবায় মুগ্ধ হইয়া নিজেকে বিক্রয় করিয়াও 'ভক্তের সেবার প্রতিদান দেওয়া গেল না, তাহার নিকট ঋণী হইয়া থাকিলাম'—এইরূপ বলিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব যখন সেইরূপ কথা কোন ভক্তের সম্বন্ধে বলেন, তখন সেই ভক্তের সেবায় তিনি কতটা প্রীত হইয়াছেন, তাহা সুধী-মণ্ডলীর বিচার্য্য।

আধুনিক উচ্চতম শিক্ষার গর্ব্বে গর্ব্বিত ব্যক্তিগণের এই মহাত্মার নিকট শিক্ষা করিবার অনেক কিছু আছে। আমার মনে হয়, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল ভৌতিক-সরস্বতী এই মহাত্মাকে চতুর্বিধ আভিজাত্যে বিভূষিত করিয়া বর্ত্তমান যুগের মদমত্ত সভ্য-সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য এই জগতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের যেন মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন। তাঁহাকে যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। কেন না, তিনি ছিলেন নিবেদিতাত্মা; তাই তাঁহার মত নির্ভীক, সেবাবীর, ধীর, গম্ভীর মহাপুরুষের নিকট সকলেরই মস্তক অবনত হইত। তিনি সত্য সত্য ঋষি-স্থির মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি শুষ্ক-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অসত্য-পক্ষের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে বীর, স্থির ও প্রকৃত বীরের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিউমোনিয়া-নিবেশ থাকিলেই ভয়ের উদয় হয়। নিবেদিতাত্মার ভয়ের অবকাশ কোথায়? আমরা মুখে অনেক কথা বলি, বিচার-যুক্তিতে অনেক কিছু স্থাপন করি; কিন্তু কার্য্যকালে পরীক্ষা-ক্ষেত্রে উহার একটীও পালন করিতে পারি না; আর শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভুর আচরণই প্রচারকের কার্য্য করিয়াছে। তাঁহার আদর্শ আচরণই শত শত গ্রন্থের ন্যায় আত্মমঙ্গলকামী সাধকগণের নিকট জ্ঞানবর্ত্তিকা-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।"

অতঃপর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহোদয় সভা-পতির নির্দ্দেশানুসারে বিরহ-সভায় যে-সকল সজ্জন উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্রদ্বারা তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন, এরূপ বহু পত্রের মধ্যে কএকখানি পত্র সভায় পাঠ করেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

To The Chairman, Gaudiya Mission,
16/A Kaliprosad Chakravarty Street, Cal.
28 March, 1940.

Dear Sir,

I fully appreciate the kindness in asking me to attend a meeting to pay tribute to the memory of my late friend Prof. Nisikanta

Sanyal M. A. Nothing would have pleased me better than to be present at a meeting where I could have joined personally in paying the tribute of respect that we owe to him. I can but pary for an unqualified success to your meeting ; and even though I can not be present there I shall be yielding to none in the love and esteem in which I have always held him.

Yours Faithfully
Sd/- J. C. Mittra,
Principal, Krishnath College, Berhampur.

To The Chairman and members of the Governing Body of The Gaudiya Mission, Calcutta.

Dated the 29th March, 1940.

Dear Sir,

Allow me to thank you for your card of invitation. Please excuse me for my inability to attend the meeting for paying tribute to the late Prof. Nisi Kanta Sanyal.

For over 20 years he was a valued colleague of mine at Ravenshaw College, Cuttack. • • • I respected him for his transparent simplicity, sturdy independence and sterling character. He acted according to convictions formed after **mature deliberation.** He was **an erudite Baishnav Scholar** and devoted worker whose loss is irreparable to the Gaudiya Mission for which he lived and died.

47/2 Gariahat Road,
Ballygonge,
Calcutta.

Yours Faithfully,
Sd/-Gopal Chandra Ganguli.

Minister
Govt. of Bengal.

Mr. P. D. Raikut thanks the Chairman and members of the Governing Body of the Gaudiya Mission for their kind invitation to be present at a public meeting on Sunday the 31st. March, 1940 and regrets his inability to do so owing to a previous engagement.

শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু বলেন,—"অন্তকার বিরহ-সভার নিমন্ত্রণ-পত্রে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—'শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর' নামের পরে বন্ধনীর মধ্যে 'Prof. Nishi Kanta Sanyal' কথাটী মুদ্রিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাকে যেন গৌণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। Prof. Sanyal অপেক্ষা শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু নামেই তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত। ইহাই তাঁহার নিত্যস্বরূপের নাম বা পরিচয়। তিনি ভক্তিসুধার আকর। শ্রীনবদ্বীপ সুধাকর শ্রীগৌরচন্দ্র যে শ্রীভক্তিবিনোদ ঘনরূপ সুধা ধারা জগতে বিতরণ করিয়াছেন, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতীর শ্রীভক্তিসুধাকর সেই ভক্তিসুধা-ধারাই শ্রীগুরুবর্গে শরণাগতির আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা জগতে নিত্যকাল বর্ষিত থাকুক্, অমানিশার অন্ধকারের বিভীষিকা শুদ্ধভক্তি-সুধাকর-ধারায় বিদূরিত হউক্, ইহা অভিলাষ করিয়া তিনি যে সেবা-বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয় মিশনের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

উৎসবে কলিকাতাবাসী সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে হাই-কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট্ মিঃ জি, সি, নাগ এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-প্রসঙ্গমুখে বলেন যে, "শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর বিদ্যা যেরূপ প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় গভীর, তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যও সেইরূপই গভীর ছিল। তাঁহার বিনয় দেখিয়া আমরা অত্যানন্দান্বিত হইয়াছি। তিনি মধ্যে মধ্যে আমার chamber এ যাইতেন এবং সম্মুখের চেয়ারটীতে অতি দীনভাবে বসিতেন। তিনি যে এত বড় পণ্ডিত, এত বড় মহাত্মা, তাহা কাহাকেও বুঝিতে দিতেন না। তিনি যে বিনয়গুণে ভূষিত ছিলেন, তাহা 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং'—এইরূপ সাধারণ সামাজিক বিনয় বা courtesy মাত্র নহে। ভগবদ্ভক্তিতে তাঁহার অন্তর ভরপুর ছিল। তিনি সেই ভক্তিকেই কেন্দ্র করিয়া সকল বস্তু দর্শন করিতেন। অনেক জটিল বিষয়, যাহাতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে অনেক দিবস অনেক মস্তিষ্ক পরিচালনার আবশ্যক হয়, তাহা তিনি ২।৪ মিনিটে এমন ভাবে সমাধান করিয়া দিতেন যে, তাহা কেবল intellectual power বলা যাইতে পারে না। তিনি সকলের এক অতিমর্ত্য শক্তির প্রেরণা লাভ করিতেন এবং সেই শক্তি-সঞ্চারিত হইয়াই সেই সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেন বলিয়া আমি মনে করি। আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টির মধ্য

দিয়া তাঁহাকে কোন মহাত্মাকে আমি কি বুঝিতে পারি? তবে এখনও যখন আমার chamber এ প্রবেশ করি, তখন হঠাৎ মনে হয় যেন এখনও তিনি তাঁহার সেই বিরাট গম্ভীর মূর্ত্তি লইয়া বসিয়া আছেন। আপনাদের সহযোগে আমি আজ তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ অঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।"

তৎপরে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন এম্-এল্-এ মহাশয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে বলেন,—"সভাপতি আমার নিবেদন জানাচ্ছি যে, এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলবার মত যোগ্যতা আমার কিছুই নাই, তবুও আমি বাহিরের অনেক মঞ্চই ব্যবহার করিয়া থাকি। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যের কাজ করিবার সুযোগে অনেক সময়ই কলিকাতায় আসিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ-প্রণেতা অধ্যাপক সান্যালের বাণী সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণ করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জীবনে মাত্র একদিন, তাহাও কলিকাতায় নহে, শ্রীধাম-মায়াপুরে সেই মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। সেই দিনটী আমার জীবনের অন্যতম সুদিন বলিয়া মনে করি। যাঁহারা হিমালয়ের ন্যায় অত্যুন্নত মহাপুরুষ, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া যেন বিভিন্ন per-pective বা ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইবার চেষ্টার মত অসম্পূর্ণ বা আংশিক চেষ্টা-মাত্র।

ভক্তবর অধ্যাপক সান্যালের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ পাঠ করিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। একবার সস্ত্রীক শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়াছিলাম। শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশ করিবার পথেই অধ্যাপক সান্যালের সহিত এক ব্যক্তি আমাকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। দেখিলাম, গামছা-পরা এক ভদ্রলোক। তাঁহাকে দেখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অবাক্ হইয়া তাকাইয়া থাকিলাম। এত বড় ব্যক্তি, এত বড় পণ্ডিত, তাঁহার এইরূপ বেশ, এইরূপ বিনয়! তাঁহাকে বলিলাম,—'আপনার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে'র মধ্যে আপনাকে দেখিয়াছি।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন লাগল?' উত্তরে বলিলাম—'খুবই ভাল লাগিয়াছে, styleটী খুব classical হইয়াছে।' বর্ত্তমান জগতের জন্য খুব প্রয়োজনীয়তা আছে।'

তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থের সব স্থান আমি বুঝিতে পারিয়াছি বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে, তবে তাঁহার গ্রন্থের প্রত্যেক ছত্রে সত্যদর্শনের যে নিষ্ঠা আছে, যে অভিহর্ষ্য প্রেরণা আছে, যে লোকাতীত শক্তি আছে, empiric science এর বিরুদ্ধে যে একটা challenge আছে, আধুনিক উচ্চ শিক্ষার শিখরদেশে যিনি আরোহণ করিয়াছেন—আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পানীয় যিনি আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন, সেরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে empiricism এর বিরুদ্ধে যে একটা যুদ্ধ-ঘোষণা আছে, তাহা অপূর্ব্ব, অদ্ভুত ও মৌলিক। তাঁহার গ্রন্থে এই কথাই পুনঃ পুনঃ hammer করিয়া বলা হইয়াছে—"Empiric Science চরম প্রয়োজন নহে সেই পথে নিত্য শান্তি পাওয়া যাইবে না— পাওয়া যাইবে না—পাওয়া যাইবে না।" বর্ত্তমান জগতে এই যে বৈষম্য, এই যে দলাদলি, এই যে জাতিতে জাতিতে ভেদ, এই যে empiric scienceকে ভিত্তি করিয়া সুখশান্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এই যে ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা, তাহার সম্বন্ধে যে সকল সমাধান পশ্চিম দেশ হইতে এই দেশে আমদানী হইয়াছে, অনবরত আমরা যে সকল কথা শুনিতে পাইতেছি, কত প্রকার pact বা চুক্তির ভিতর দিয়া, সঙ্ঘের ভিতর দিয়া শান্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে তাহাতে এ পর্য্যন্ত আরও অশান্তি, আরও অশান্তি, আরও হিংসা, আরও হিংসা, আরও দাবানল, আরও দাবানল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। বল করিয়া, চুক্তি করিয়া কি মনের পাশবিক বৃত্তি—ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা দূর করা যায়? সকল সভ্যদেশ এ সময় তাহাদের অধিকারানুযায়ী এক এক প্রকার জ্ঞানবর্ত্তিকা হস্তে লইয়া এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে। কিন্তু ভারত কি এই সময় এই সকল সমস্যার কোন বাস্তব সমাধান করিতে পারিবে না? বাঙ্গালার যে-স্থান হইতে এমন এক মহাসত্য প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, যে সত্য সনাতন, শাশ্বত, চিরন্তন, যে স্পর্শমণির স্পর্শে অসুর বদ্লাইয়া যায়, সেই সত্যের বর্ত্তিকা এই যুগে শিক্ষিত সমাজের পক্ষ হইতে ভক্তবর অধ্যাপক সান্যাল মহোদয় তাঁহার গুরুদেবের আনুগত্যে প্রজ্বলিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে empiricism কে লক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে—"ও পথ নয়—ও পথ নয়—ও পথ নয়।" ইহা যতই পাঠ করিয়াছি ততই ভক্তবর অভূতপূর্ব্ব বল লাভ করি-

হাছি। অনেক দিন মনে করিয়াছি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সকল কথা বিশদভাবে শ্রবণ করিব। কিন্তু সে সৌভাগ্য হয় নাই। অন্তকার সংবাদপত্রে দেখিলাম তাঁহার সেবার স্থলী—তাঁহার ধ্যানের স্থান—গৌড়ীয় মঠে তাঁহার স্মৃতি-সভা হইবে। তাই ভক্তসঙ্গে একটী সভা। যাপন করিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার যোগ্যতা আমার নাই। আমি ভক্তবর্গের সঙ্গে তাঁহার শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ অঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

অতঃপর শ্রীপাদ মহাপ্রভুদাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণাবলী-কীর্ত্তনমুখে বলেন যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম হইতে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু অভিন্ন। কারণ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহাদের একনিষ্ঠ শরণাগত নিত্যসেবক। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন যে,—শ্রীমদ্ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবার্থ সেই স্থানে গমন করিয়াছেন, যেখানে শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভাগবত-মহানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহে অন্যত্র অন্য বিলর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ॥

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুকে 'বাস্তব ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী' ও 'সন্ন্যাসিগণের গুরু ও আদর্শ' বলিয়াছেন। অতএব শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীচরণে যেন আমাদের কোনরূপ অপরাধ না হয়, তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিলে আমরা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অকপট কৃপা লাভ করিতে পারিব। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের নিত্যসঙ্গী অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে তাঁহাদের নিত্য পার্ষদজ্ঞানে পূজা না করিলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পরিকর-বৈশিষ্ট্যহীন বা চিদ্বিলাসহীন নির্ব্বিশেষভাবমাত্র জ্ঞান করিয়া দ্বিতীয় প্রকার নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িব। ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যেন কখনও আমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়।

শ্রীমঠ ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ বক্তার নাম সেবাপঞ্জীর মধ্যে উল্লেখ থাকিলেও রাত্রি অধিক হওয়ায় অন্য বক্তৃগণের আর বক্তৃতা দিবার অবসর হয় নাই। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবতি-মহারাজ বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ করিয়া একটি মৌলিক নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে কটকে প্রচারকালে যখন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহোদয়ের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, অধ্যাপক মহাশয় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে যে সকল প্রশ্ন করেন এবং তিনি কিরূপে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সুবিমল প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট হন, তৎপরবর্ত্তী গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী এক পক্ষকাল শ্রবণ করিবার পর কিরূপে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর সর্ব্বাত্ম-নিবেদনে আকৃষ্ট হইয়া কিরূপে তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন ও "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম। সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়।"—এই বাণীর আদর্শরূপে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সেবাময় চরিত্রকে প্রকট করেন এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার ষষ্টি-বর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথির অব্যবহিত পরের দিবস শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে তাঁহার নিজ পাদপদ্মে তাঁহার সংকীর্ত্তন রাসমণ্ডলে লইয়া যান, তাহা অতি আবেগময়ী ভাষায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বর্ণন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভুর দ্বারা সমগ্র বিশ্বে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীকে বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" গ্রন্থ পাঠ করিয়াই বিদেশীয় ও স্বদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই তর্কযুগে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন। তাঁহার আদর্শ চরিত্ররূপ জীবন-মন্দির, তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" গ্রন্থরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য শ্রীমন্দির অনন্তকাল বিশ্ববাসী সকলকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবে। শ্রীল প্রভুপাদ লণ্ডনে যে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার আদর্শ আচরণময় শরণাগত জীবন দান ও "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই অবিনশ্বর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ

করিয়া গিয়াছেন। এই মন্দিরকে কেহ কলুষিত করিতে পারিবে না, বা ইহা বিধর্ম, অন্যধর্ম বা মনোধর্মের দ্বারা কোনরূপে বিদ্ধ হইতে পারিবে না। এই মন্দির নিত্য ও শাশ্বত; ইহা অনন্তকাল বিশ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্বজা উড্ডীন করিয়া জীবকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে থাকিবে।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের অভিভাষণের পর সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ-প্রদানমুখে বলেন,—অস্মদ্‌গুরু পূজনীয় সভাপতি মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার যোগ্যতা আমার কিছুই নাই। আমি শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নাম শ্রবণ করিয়াছিলাম, কখন কখনও দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি মাত্র, কখনই শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়াছি, দেখিয়াছি—এই প্রাচীন ত্রিদণ্ডিপাদ কি এক অনির্ব্বচনীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন ও উপদেশ করিতেছেন; কখনও উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন, কখনও বা 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থের শ্লোকসমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে ভাবে আবিষ্ট হইতেছেন ইহা দূর হইতে দর্শন করিয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, তাঁহার সন্নিধানে যাইতে পারি নাই। কএক-বৎসর পূর্ব্বে সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম যে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয় মিশনের বিলাত-বাসী কতিপয় প্রচারকের অভিভাবকরূপে বিলাতে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের অগ্রদূত হইয়াছিলেন। আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি শ্রীমদ্ভাগবতের অকৃত্রিম ব্যাখ্যা ও উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীমৎ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতেই শ্রবণ করা উচিত। যিনি এইরূপ মহাপুরুষ, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। তিনি এইরূপ বৃদ্ধবয়সেও যেরূপ তরুণের মত অদম্য উৎসাহ, অক্লান্তোদ্যম ও সত্যনিষ্ঠার সহিত অনুকূল জীবকল্যাণ কার্য্যে রত আছেন; পাশ্চাত্য ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশ্বের দরবারে যে আদর্শ প্রেমের বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে এই সংঘর্ষের যুগেও একটা আশার সঞ্চার হয় যে, বিশ্ব আবার প্রেম-প্রণয়ের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। অধ্যাপক সান্যাল মহাশয়ের সহিত আমার অনেকবার আলাপের সুযোগ হইয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার বিনয়গম্ভীর মূর্ত্তি, তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার আদর্শ চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সরলতা ও অমায়িকতা যে মহাপুরুষগণের চরিত্রের ভূষণ, তাহা এই মহাত্মার চরিত্রে আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। যেসকল কথা অনেক সময় theory বলিয়া মনে হইত, তাহা এই মহাত্মার চরিত্র-দর্শনে most practical বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। বলিলে ধৃষ্টতা হইবে যে, কলিকাতায় এবং বিভিন্ন স্থানে আমার অনেক স্বনামধন্য বন্ধু আছেন। তাঁহারা সকলেই আমাকে এক বাক্যে বলিয়াছেন যে প্রফেসার সান্যালের মত লোক তাঁহারা কেহ দেখেন নাই। সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার চরিত্র উভয়ই অনবদ্য ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।

আমি পুনরায় সাধারণের পক্ষ হইতে এই স্মৃতিতর্পণ-সভার সভাপতি শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সভাপতি মহারাজকে ধন্যবাদ-প্রদানের পর "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা বৈষ্ণব ঠাকুর॥"—এই গীতিটি সভায় সংকীর্ত্তিত হয় ও সভা-ভঙ্গের পরে উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে নিম্নে মাত্র কয়েক জনের নাম প্রদত্ত হইল—

শ্রীযুক্ত শুভদাস সরকার (অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজি-ষ্ট্রেট্, চুঁচুড়া), শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ পাল (অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন্‌স্ জজ্), রায়বাহাদুর শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্-এল্-সি, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মিত্র (সলিসিটার), শ্রীযুক্ত ভূধন মোহন দাস (সলিসিটার), মিঃ গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম্-এ, বি-এল্, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, হাইকোর্ট, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন এম্-এল্-এ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্-এ, পণ্ডিত শ্রীঅযোধ্যাপ্রসাদজী এম্-এ, ডাক্তার শ্রীকালিপদদাস এম্-বি, মিঃ হরিদাস সাহা (সলিসিটার), রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সেন (অবসরপ্রাপ্ত চীফ্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্, এ, জি, পি, টি; মিঃ প্রসাদদাস বক্সী, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন (সম্পাদক-"দেশ"), শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রমোহন বসু, (ব্যাণ্ড্‌ভাণ্ড) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বক্সী (অমৃতবাজার পত্রিকা), শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি, এল্ (জমিদার, বালিয়াটী) ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সংবাদ-পত্রের প্রতিধ্বনি

"যুগান্তর"—কলিকাতা ২০শে ফাল্গুন (১৩৩৬), সোমবার

গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারীর তিরোধান

সমগ্র গৌড়ীয়-মিশনকে, সমগ্র বৈষ্ণব-জগতকে, সকল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করিয়া গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ, ভক্তিসুধাকর প্রভু গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার রাত্রির শেষ প্রহরে ৩-১৫ মিনিটের সময় বাগবাজার গৌড়ীয়মঠে মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দের মুখে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভক্তিসুধাকর প্রভু অত্যুজ্জ্বল ভক্তি, আদর্শ চরিত্রবল, গভীর পাণ্ডিত্য, মিতভাষিতা, অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা, শান্তস্বভাব, মধুর-বিনয়, সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরশূন্যতা প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন; তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, সরল সদালাপ ও অমায়িক ব্যবহার সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত।

তিনি ফরিদপুর জেলার কোড়কদি গ্রামে বনিয়াদি ব্রাহ্মণ জমিদারবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন—এনট্রান্স্ পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পাইয়াছিলেন, বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পাশ করিয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং ইতিহাসে এম্-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। অতঃপর তিনি গভর্ণমেণ্ট কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অবশেষে তিনি কটক র‍্যাভেন্সা কলেজে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকরূপে দীর্ঘকাল সুপ্রতিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণের দুই বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঐকান্তিকভাবে গৌড়ীয় মঠের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কি সাহিত্যে, কি দর্শনে, কি ইতিহাসে তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেশ বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ফলে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য পরীক্ষকও পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯২৪ ইংরেজীর শেষভাগে গৌড়ীয়-মিশনের সর্ব্বাগ্রণী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ও প্রচারকবর শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সহিত কটকে অধ্যাপকবরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অধ্যাপক মহাশয় শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া 'নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর'—এই পারমার্থিক নাম লাভ করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই অধ্যাপক মহোদয় তাঁহার ঐকান্তিকতা, অকপটতা ও সেবা-চেষ্টা ফলে মিশনের মধ্যে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন এবং বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার (গৌড়ীয় মিশনের) অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন; ক্রমে ক্রমে অধ্যাপক মহোদয়ের স্ত্রী, পুত্রাদি সকলে তাঁহার অনুগমনে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন।

১৯২৭ ইং তিনি মিশনের ইংরাজী মাসিক পত্রিকা "হারমোনিষ্টে"র সহকারী সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকায় তিনি বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া মিশনের প্রচার-সেবা করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় রচিত "গৌড়ীয় মঠের কার্য্যাবলী", "প্রেমতত্ত্ব ও শুদ্ধভক্তি", শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "শরণাগতি" ও "গীতাবলীর" সুমধুর ইংরেজী অনুবাদ; সর্ব্বোপরি ইংরেজী ভাষায় তাঁহার লিখিত অতি বিরাট্ গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্তম্ভরূপে বিদ্যমান। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ধর্ম্মাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধাবলী সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত। ইং ১৯৩০ সালে গৌড়ীয়-মিশনের প্রথম প্রচারকগণ যখন বিলাতে যান, তখন হইতে বিলাতে ও ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে নানাস্থানে পাঠ করিবার জন্য এখান হইতে তিনি প্রতি সপ্তাহে নানা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন। সেই সকল প্রবন্ধ বর্ত্তমান যুগের বিভিন্ন সমস্যা-সমাধানকল্পে রচিত হওয়ায় বিলাতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র সুধীসমাজে বিশেষ সমাদর ও প্রশংসা লাভ করিত। সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" পত্রিকায়, "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে" তাঁহার বহু বাঙ্গালা পদ্য ও গদ্য সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত তিরোধানে মিশনের ক্ষতিপূরণ ও তাঁহার স্থানপূরণ প্রায় অসম্ভব।

গত ১২ই মার্চ (১৯৪০) তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিম্নলিখিত মন্তব্যটী প্রকাশিত হইয়াছে—

In a dependent country struggling for independence, it is quite natural that those who take part politics should receive the predominant attention of the country and others who work quitely in other fields, even if their services are of a more abiding nature, remain comparatively ignored. The (demise *) of Professor Nashi Kanta Sanyal, a great Vaishnavic scholar and a man of extra-ordinarily pious disposition, has not, therefore, attracted much attention. Yet those who knew him and watched him at work earnestly and unostentatiously both at the Cuttack College and afterwards at the Gaudiya Math will deeply mourn the passing away of this high-souled scholar. We offer our tribute of respect to his memory.

এতদ্ব্যতীত শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকটসংবাদ ও গুণাবলী নিম্নলিখিত সাধারণ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে—

(১) Statesman—Thursday, February 29, 1940. (২) Advance—Sunday, March 10, 1940. (৩) Hindusthan Standard—Thursday, March 7, 1940. (৪) The Indian Express—Sunday, March 10, 1940. (Madras), (৫) The Rangoon Daily News—Tuesday, March 12, 1940. (৬) 'দৈনিক বসুমতী' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

কক্সবাজার শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে—শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-তিথি সুষ্ঠুরূপে পালন করেন। এতদুপলক্ষে প্রত্যূষে-উষঃ-কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও পারায়ণ হইতে থাকে। বেলা ১০ ঘটিকায় সমবেত ভক্তমণ্ডলী নিত্য-লীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদপদ্মের আরতি, বন্দনা ও অঞ্জলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পূজা ও উৎসব-উপলক্ষে বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে।

উক্তদিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে মঠের প্রাঙ্গণে একটি সুসজ্জিত প্যাণ্ডালে মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন হইতে থাকে। পরে স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ মুন্সিফ্, মিঃ পি, ডি, রত্নরাও মহোদয় সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইলে শ্রীপাদ রাধুগোপাল দাসাধিকারী মহোদয় তেলেগুভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রগাথা কীর্ত্তন করেন এবং ইংরেজী পুস্তকা-কারে পুষ্পাঞ্জলিটি পাঠ করেন। পরে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাস ব্রহ্মচারী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'Sree Vyasapuja Homage' পাঠ করেন ও শ্রীব্যাস পূজার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করেন। পরে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ডি, কামেশ্বর রাও গারু ও উকীল শ্রীযুক্ত নাগালা বেঙ্কটরাও গারু মহোদয়দ্বয় তেলেগু ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচারময় চরিত্র ও গুণ কীর্ত্তন করেন। পরে সভাপতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের তুলসী প্রণামো করেন এবং মঠের উদ্দেশ্য সজ্জনগণের নিকট বুঝাইয়া দেন। মহাময় কীর্ত্তনের পর সভা-ভঙ্গ হয়। এতদুপলক্ষে মঠে ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রত্যহ প্রাতে ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮।০

* অনবধানতা একটি শব্দ এইস্থানে ব্যবহৃত হওয়ায় অপসারণে মন্তব্যের যথাযথ শব্দটী ব্যবহৃত হইল।

ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রেঙ্গুনে—গত ২৭।২।৪০ তারিখে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপপুরী গোস্বামী মহারাজের অনুগত্যে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-তিথি বাসরে রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ষট্‌ষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব মহামহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী পারায়ণ হইতে থাকেন। শ্রীপাদ বনবিহারী ভক্তিকোবিদ প্রভু গ্রন্থ পারায়ণ এবং শ্রীপাদ জয়নারায়ণ প্রভু মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীমূর্ত্তি বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত হইলে সেবকবৃন্দ তাঁহাদের (শ্রীবিগ্রহগণের) সেবা-পূজার পর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণোদ্দেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে—"শ্রীশ্রীব্যাসপূজা আরতি" এবং "Sree Vyasa Puja Reverence" শীর্ষক প্রবন্ধ-দ্বয় পঠিত ও ব্যাখ্যাত হন এবং "গুরুবল" সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। সমাগত প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তিকে উক্ত প্রবন্ধ-সম্বলিত মুদ্রিত পুস্তিকা ও পত্র এবং পরিশেষে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। পরদিবস প্রাতে প্রায় দুইশত দরিদ্রব্যক্তিকেও মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

বিভিন্নস্থানে প্রচার

রেঙ্গুনে—রেঙ্গুন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ৩রা মার্চ্চ রেঙ্গুন সহরনিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনে, ৭ই মার্চ্চ উক্ত সহরের ৩৯ নং ষ্ট্রীটস্থ সভাগৃহে, ১৭ই মার্চ্চ 'পুনবস্তি' নামক পল্লীতে মিঃ আর, এন্ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে এবং ২২শে মার্চ্চ 'বাকেটা' নামক স্থানে যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাদি প্রদান করেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহারা শ্রীমঠে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-মহোৎসব, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবোৎসব ও শ্রীল রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন।

পুরুষোত্তমে—শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবক শ্রীপাদ গৌরানুগত ব্রহ্মচারীজী গত ৮ই মার্চ্চ প্রাতে পুরীনামস্থ মার্কেট হাউসে পাটনা হাইকোর্টের জাষ্টিস্ শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও অপরাহ্ণে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের মাননীয় রাজা বাহাদুরের সহিত যথাক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত আলোচনা করেন।

গুড়িভাড়ায়—গত ১৭ই মার্চ্চ রবিবার কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত গুড়িভাড়া নামক স্থানের টাউন হলে মিঃ কে, বি, কৃষ্ণা রাও নাইডু গারু (জেলা-মুন্সিফ্) মহোদয়ের সভা-পতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রাজগোপাল গুরুভক্তি মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পরিচয়-প্রদানমুখে কিছুক্ষণ যাবৎ তেলেগুভাষায় বক্তৃতা করিলে কতুর শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ ব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারীজী 'God-Realisation' সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সভাপতি মহোদয় অভিভাষণ প্রদান করিলে পর সংকীর্ত্তনমুখে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব

এই বৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ-গৌরবরস্বতী-পুরী-শ্রীপাদপদ্মের কৃপায় অতীব সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই বৎসর যাত্রিসংখ্যা এত বিপুল হইয়াছে যে, পরিক্রমার প্রথম ভাগেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের শেষভাগের যাত্রিসংখ্যাকে অতিক্রম করিয়াছে। গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান্ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পরিক্রমা পরিচালনা করেন। গভর্ণিংবডির পরিচালনায় এ বৎসর পরিক্রমার যাত্রিগণ নিরাপদে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-দিবসে বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। কতিপয় অন্যধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা জানিবার জন্য পরিক্রমায় যোগদান করিয়া ভক্তগণের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরজন্মবাসরে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পরমারাধ্য পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্যদেব শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থিত থাকিয়া অহোরাত্র হরিকথা কীর্তনের দ্বারা ভক্তিত জীবগণের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম, উড়িষ্যা, বঙ্গ ও বিহারের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সজ্ঞান-সম্বিৎসু ব্যক্তি শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। সকলেই শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অসাধারণ কঠোর ও কমনীয় কোমল আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র দর্শনে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বিতীয়-স্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ হইতে

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা।

(গৌরাব্দ ৪৫৪ বর্ষপূর্তি)

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসর

কাল—১০ ঘণ্টা (৪ ঘণ্টা) পূর্ণ সংখ্যা—১০০

নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখুন—

(ক) পরমহংস, (খ) চারিবর্ণ, (গ) চারি আশ্রম, (ঘ) পঞ্চদশ-সংস্কার, (ঙ) অর্চন, (চ) সাধন, (ছ) ভজন, (জ) ব্রহ্ম (ঝ) পরমাত্মা, (ঞ) ভগবান্। ১৫

২। জীবের নিত্যমঙ্গল কি এবং তাহা লাভ করিবার উপায় কি? ১৫

৩। সাধু কাহাকে বলে এবং অসাধুই বা কাহাকে বলে? কিরূপে সাধুসঙ্গ হয়? অসৎসঙ্গত্যাগ কর্তব্য কেন?

নামাপরাধ ও সেবাপরাধ কি কি? ১৫

দীক্ষা কাহাকে বলে? উপনয়ন সংস্কারগ্রহণ প্রয়োজনীয় কেন? ১৫

৬। প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীধামমায়াপুর ও শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। ২০

ভারত ও ভারতের বাহিরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিপ্রতিষ্ঠানসমূহে জগদ্‌গুরু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে শ্রীগৌরজন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩১শে চৈত্র, ১৩৬৬ ; ১৩ই এপ্রিল, ১৯৬০ | ৩৮শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

কাল—সন্ধ্যা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ ইং

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

যে কৃষ্ণ চম্পকাভদ্যুতিবিশিষ্ট, সেই গৌরদ্যুতি শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। এস্থলে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে নহে, গৌরদ্যুতি কৃষ্ণকেই নমস্কারের কথা বলা যাইতেছে। নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার দ্বারা বাস্তব-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান-লাভ হয়। সেই বাস্তব বস্তুটির নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার রূপ—গৌরবর্ণ, তাঁহার গুণ—মহা-বদান্যতা, তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। দুই প্রকারে তত্ত্ব—সাক্ষাদ্‌ভাবে যে-সকল নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত আসেন করেন, তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ নিত্যমুক্ত জীবই প্রেমের মালিক। ঐ সকল নিত্যসিদ্ধগণের বা বিশেষমুক্ত পুরুষের কিছু মাত্রাবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় প্রাকৃত দেহ নাই। তাঁহারাও কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেন। মুক্তির বা স্বরূপসিদ্ধির পর তাঁহাদের বর্ত্তমানে তাঁহারাও কৃষ্ণ-কৃপা করেন

কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। পরিকরবৈশিষ্ট্যকে ইংরেজী ভাষায় entourage বা paraphernalia বলে। যাঁহারা সম্ভোগভাবে ভগবানে মোহটাই পূরণ করেন, তাঁহারাই মুখ্য পরিকর এবং সাক্ষাদ্ভাবে প্রেমের অধিকারী। আর, যাঁহারা শুশ্রূষাদি করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের মহা-বদান্যতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণভজনে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাঁহারাই গৌণ পরিকর। তাঁহারাও স্বরূপসিদ্ধির পর বস্তুসিদ্ধিতে সাক্ষাৎ পরিকর বা মুখ্য পরিকর হইবেন। কৃষ্ণপ্রেমলাভকারী ভক্তগণ মুখ্য পরিকর আর, যাঁহারা গৌর-লীলার মহাপ্রভুর মহাবদান্যতার আশ্রয়ে শ্রদ্ধা বা লোভপূর্বক ভক্তভজনদ্বারা সহায়তা করেন তাঁহারাই গৌণ পরিকর ভজন করিতে করিতে স্বরূপসিদ্ধির পর সাক্ষাদ্ভৌতিক দেহের পতন হইলে তাঁহারাও মুখ্য পরিকর হইবেন।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি
নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং
পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৮)

ভক্তভক্তে মায়াবদ্ধ মানুষের দেওয়া মায়াবদ্ধ মানুষের নামটি আনুষঙ্গিক। কিন্তু কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ইত্যাদি এই জড়জগতের কোন প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় নহে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমরা যাহা দর্শন করি, তাহাই ভোগের দর্শন। মানুষের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধ যে পদার্থ, তাহাই 'মায়া'। 'আমি দ্রষ্টা, আমি কর্ত্তা',—এই বুদ্ধিতে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে যে দর্শন, তাহাই মায়িক দর্শন,—তাহা বর্জন। 'আমি দেখিব না, আমার ইন্দ্রিয়-সকল রোধ করিব'—ইহা ত্যাগীর বিচার। When the Object wrongly conceived or supposed to be within our sensuous field, when the object is subject to our sensuous test or inspection, then it is called ভোগময় দর্শন বা বদ্ধ-দর্শন। জাগতিক ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লোভ করা এবং উহাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করাই বহির্মুখ বিচার। 'আমরা কর্তৃত্বে যে দেখি, শুনি, চিন্তা করি, অথবা আমরা ভাঙ্গিতে বা গড়িতে পারি',—ইহাই বদ্ধ-দর্শন বা আধ্যক্ষিকতা। আধ্যক্ষিকতা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজেরই সেবা করিতে হইবে।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥

আধ্যক্ষিকের দর্শনই ভোগীর দর্শন। The mundane objects are reciprocated by our present senses. Those who have got affinity to lord it over them are ভোগী। Those who do not like worldly pleasures are called ত্যাগী বা জ্ঞানী; কিন্তু ভক্তভক্তের বিচার এই যে, 'বস্তুগুলি—আমার ভোগের জন্য নয়, কিন্তু বস্তুসকল—ভগবানেরই সেবার জন্য। সকল চেতন ও অচেতন বস্তু—কৃষ্ণেরই সেবার জন্য। সুতরাং all our activities should tend to His unalloyed service—'হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে'। All our services must target to Him only.—আমাদের যাবতীয় হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করাই দরকার। All are servitors of Krishna, we shall not deprive them of their service. All are offering services to Him. তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করুন,—ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় হউক। যদি ইটগুলিকে আমার ঘরের জন্য ব্যবহার করি, তবেই অসুবিধা হইল; কিন্তু ভগবানের মন্দিরের কাজে লাগিলেই আমাদের সুবিধা হইল। অচেতন পদার্থগুলি যদি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা উহাদের সদ্ব্যবহার হইল; আর জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইলেই উহাদের অসদ্ব্যবহার হইল। Inanimate objects should be engaged to the service of the Supreme Lord. Our senses should be directed to His service. We should resist all our nasty temptations without applying the mundane objects for our sensuous enjoyment. All objects are really and essentially properties of Godhead. These are never meant for the enjoyment of the conditioned people. It is wrong and mistake to think that the things are created for us. Nothing is for our sensuous enjoyment.

Everything should be properly adjusted for the service of Godhead.

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

All things are meant for His service. Let them be directed for His service. They are meant to be offered to the Lord through our real serving aptitude. Entities with souls or without souls, it matters little, must be applied to His service unconditionally for the gratification of His transcendental senses.

শ্রীচৈতন্যদেব—মহাবদান্য অর্থাৎ তিনি উৎকৃষ্ট বা অতিরিক্ত দাতা। এই জগতের তথা-কথিত প্রতিষ্ঠাশালী লোকেরা অনিত্য বস্তুর আদান-প্রদান করিয়াছে বা করিবে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যে বস্তু দান করেন, তাহা নিত্য। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অনন্ত বিশ্ববাসীকে শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া বিচার করিতে বলিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥

শ্রীচৈতন্যদেব is the Highest Giver or the Best Benefactor. He imparted transcendental sound to the receiving ears of His sincere audience.

শ্রীচৈতন্যদেব কাহাকেও কিছু প্রাকৃত দ্রব্য দেন নাই; কেবল শচী-মাতাকে একটি নারিকেল ফল আনিয়া দিয়াছিলেন। তখন এ দেশে নারিকেল ফল ছিল না। সুতরাং শচী-মাতাকে নারিকেল ফল পাইতে দেখিয়া সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু ইহ-জগতের নারিকেল-ফল দেন নাই, জানিতে হইবে। Here that cocoanut was a transcendental thing. The mother was transcendental and the Giver was also transcendental. শচী-মাতা অপ্রাকৃত জগতের লোক বলিয়া অপ্রাকৃত নারিকেল লাভ করিলেন। মহাপ্রভু যাঁ'কে দান করেন, তিনি অবশ্যই মায়াকে transcend (অতিক্রম) করিয়াছেন। যিনি মায়াকে transcend করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে কিছু দেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেব অতি দুর্লভ বস্তু যাকে-তাঁ'কে বিলাইয়াছেন। "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার"—এ-স্থলে দাতা কে? তিনি কি দিয়াছিলেন?—ইহা বিচার করিতে হইবে। তিনি জাগতিক কোন বস্তু কাহাকেও দেন নাই ইহা পরম সত্য। মহাপ্রভুর দান জড়জগতের কোন রকম দানের তুল্য নহে। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেওয়া, রোগীর রোগ দূর করা ইত্যাদি তাৎকালিক অনিত্য দয়ার কার্য্যের সহিত শ্রীচৈতন্যদয়ার কোন প্রকারেই তুলনা হইতে পারে না। অজ্ঞজনগণ তাঁহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, তাহা প্রাকৃত বিচার, সুতরাং উহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কোনও ভক্তভক্ত তাঁহার নিকট হইতে জড় দান গ্রহণ করেন নাই। তিনি কোনও প্রাকৃত জড়বদ্ধ জীবকে কখনও প্রাকৃত বস্তু দান করেন নাই। তিনি পারমার্থিককে—পরমার্থ যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহাই দান করিয়াছেন। প্রাকৃত জগতের দেওয়া-নেওয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-প্রদান-লীলায় নাই।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥

মহাপ্রভুর দয়া economyর (প্রাকৃত অর্থ শাস্ত্রের) জিনিষ নয়। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেম প্রত্যক্ষরূপে দান করিয়াছেন। কৃষ্ণ যাহাতে প্রসন্ন হন, সেইরূপ কার্য্যের জন্যই তিনি উপদেশ দিয়াছেন। যেহেতু অচেতন মনুষ্য-জাতি অচেতন বস্তু নিয়াই যথেষ্ট সন্তুষ্ট আছে, সেই হেতু যথেষ্টভাবে মায়িক বস্তুর দ্বারা বঞ্চিত হইয়া যাইতেছে।

ইহ-জগতে যত রকমের অচেতন পদার্থ আছে, সকলই হরিসেবায় নিযুক্ত হইলে তবে সার্থক হইবে। Here you see heaps of bamboos. When you see the bamboos used for sheds where people will hear Harikatha, then that will be the highest utilization of bamboos. শ্রীহরিমন্দির ও ভক্তের সেবার জন্যই এই সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইতেছে। পারমার্থিকের সকল কার্য্যই অপ্রাকৃত। A true devotee does not do anything for his sensuous enjoyment. শুদ্ধ ভক্ত নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের জন্যও কোন কাজ করেন না, কিন্তু Absoluteএর (অধ্যক্ষজ্ঞানের) জন্যই সকল করেন। He is always true to the service of the Supreme Lord.

পরিচ্ছিন্ন বস্তুর ভক্ত আমরা কত হইলে তাহা নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবে। কিন্তু আমাদের চক্ষে যাহা পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, তাহাও ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইলে আমাদের পরম মঙ্গল হইবে।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ।

I submit to You who are মহাবদান্য, that is, who are the Great Benefactor showering blessall. I submit to You who are the Transcendental Authority. I bow down to Sri Chaitanyadeva who is Krishna Himself and my All of all. Nothing can exist without Him. His name is Krishna Chaitanya. He is Krishna Himself—because He dictates us one and all to serve Krishna only. He knew Himself to be Krishna in full. So He was advising everyone to serve none but Krishna. কৃষ্ণ পূর্ণ আকর্ষক বস্তু। সেই পূর্ণ আকর্ষক বস্তুটী খণ্ড নহেন। যদি তিনি খণ্ড বস্তু হইতেন, অর্থাৎ যদি তাঁহার শক্তি অল্প হইত, তাহা হইলে তদপেক্ষা বৃহত্তর অন্য কোন বস্তু নিশ্চয়ই তাঁহাকে আকর্ষণ করিত। তাঁহার ঊর্দ্ধ বা সম কেহই নাই, তিনিই আকর্ষক, আর সকলেই আকৃষ্ট। অচেতনের প্রতিই পূর্ণচেতনের আকর্ষণ হয়। চেতন অচেতনকে স্পর্শ করে না, অথবা অচেতন বস্তু চেতনের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারে না। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু উহা কাঠ-পাথরকে আকর্ষণ করে না। কৃষ্ণও তদ্রূপ আমাদের অস্থি-মাংস গ্রহণ করিবেন না। তিনি আমাদের চেতনকেই গ্রহণ করিবেন। এই জগৎ হইতে সংগৃহীত আমাদের অস্থি-চর্ম্ম এই জগতেই redistributed হইবে। হরিবিমুখ দেহের এই মাংসপিণ্ড শৃগাল-কুক্কুরেরই ভক্ষ্য হইবে। As long as we think ourselves to be within this bone and skin, there is no chance of serving Him. We cannot anthropomorphise, phytomorphise or zoomorphise Him. Sri Rupa Prabhu the Lord of the Gaudiyas prostrated before the Supreme Lord at the confluence of the Ganges and the Yumna with this verse of invocation.—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ।

যাঁহারাই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর অকপট আনুগত্য করিবেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা পাইবেন,—তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন।

আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁ'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আশ্রয়রূপে—সর্ব্বাচার্য্যশ্রেষ্ঠ রূপেও জানিতে পারি, তথাপি তাঁহার অনুগ্রহ পাইবার আশা আছে। তাঁহাকে বিষয়বিগ্রহরূপে জানিবার সৌভাগ্য না হইলে, আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিলেও জীবের মঙ্গল হইবে। তিনি আমাদের শরণাগতি দেখিয়া কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহার বিষয়-বিগ্রহত্ব প্রদর্শন করাইবেন। যাঁহারা জড়জগতের আকর্ষণের বাহিরে গিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ সকল শ্লোক ও গীতির অর্থ বুঝিতে পারিবেন। অকৃত জ্ঞান লইয়া অথবা পূর্ব্বাভিযানে এই সকল পদের অর্থ বুঝিতে গেলে বিষম বিবর্ত্ত-জনিত কুতর্ক ও অনর্থের সৃষ্টি হইবে। প্রাকৃত-সহজিয়া ও বাউল-সমাজে এই সকল পদের নানা বিকৃত অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়; তদ্দ্বারা নাগরীর বিচারেরই পুষ্টি হইতে থাকে। যাহারা চেতনের সৌন্দর্য্য দেখে না, তাহারা জগতের অনিত্য অচেতনের সৌন্দর্য্যেরই মোহে পতিত হয়। আমরা মায়ামুগ্ধ হইয়া যে চতুর্ব্বর্গ প্রার্থনা করি, শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তাহা পাইলেও উপেক্ষা করেন।

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
(ভাঃ ৩২৯।১৩)

ভগবদ্ভক্তগণ ধন, জন, ঐশ্বর্য্য—এ সকলের প্রতি ধিক্কার করেন। A true devotee is always busy about the Transcendental Truth.

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৪)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যিনি আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাদৃশ পুরুষ আমা ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ,

সার্ব্বভৌমত্ব, পাতালরাজ্যাধিপত্য, অণিমাদি-যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষপদ-লাভে ইচ্ছা করেন না।

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড কেবল মায়ামুগ্ধ মূর্খ লোকদিগের জন্য। Fools alone are busy with কর্ম্মকাণ্ড and জ্ঞানকাণ্ড। In one word, they alone are misguided. কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" Absblute Truth Krishna must be sought at all costs.

'চণ্ডী'তে মায়াকে বহুরূপিণী বলা হইয়াছে। মায়া বহুরূপিণী হইয়া সংসারের তথা-কথিত আত্মীয়গণের উপর বিষাদ জন্মাইয়া দেয়। যত অনিত্য তত্ত্ব আছে, তাহাদের প্রতি আকর্ষণ উৎপাদন করে। পিতা, মাতা, পিতামহ, দেশ সমাজ, স্বজাতি, অনিত্য স্বজন প্রভৃতির সুখবিধানের চিন্তাস্রোতঃ বা যাহা কিছু অত্যধিক আসক্তি জন্মায় সকলই মহামায়ার খেলা।

অহ্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানাবনোরণ-ধিয়া ক্ষণভগ্ন নিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবা
যুষ্মৎপ্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

যাহারা ভগবানের সেবা করে না, তাহারাই জগতের 'প্রভু' হইবার জন্য চেষ্টা করে। কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যদি আমরা comparative study করি, তাহা হইলে শুদ্ধভক্তির কথাই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝিতে পারিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে প্রয়াগে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের নিরন্তর আলোচ্য হউক,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

ভক্তি একটী লতা। ইহা একটী support বা আশ্রয় চায়। আমাদের হৃদয়টাই কর্ষণ-ভূমি বা জমি; ইহাতে বীজ রোপণ করিতে হইবে। এই বীজ হৃদয়ের মধ্যে রোপণ করিতে হইবে,—অন্য স্থানে নহে। After weeding out all the wrong and nasty plants from this field we should water the seed of Bhakti. ভক্তির বীজই আমাদের রোপণ করা প্রয়োজন। কর্ম্ম ও জ্ঞানের বীজ আমাদের আবশ্যক নয়। আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তাহা হইতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টারূপ নানাপ্রকারের আগাছা ও তৃণ-গুল্মাদি উৎপাটন করিলে তবে তাহা ভক্তিবীজ বপনের ফলে লতা বৃদ্ধি পাইবার উপযোগী হইবে। That man is lucky who can sow this seed of Bhakti, uprooting all worldly needs and nasty and wrong habits. কৃষ্ণ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শাস্ত্রে এইরূপ দুই হয়—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

কৃষ্ণ হৃদয়রূপ ভূমিকে তদ্বিপরীত বিপ্রলম্ভ শ্রীবলদেবের দ্বারা কর্ষিত করেন।

যো বাং দুস্তরনির্জ্জর মহাকৃপাপারম্পরাং
শঙ্খঃ সাম্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ।
উদ্ধৃত্যাত্মপরোজনিন্দিচরণপ্রাগ্রং প্রপাপ্ত স্বয়ং
শ্রীদামোদরলাঞ্ছনায় তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে॥

We should not approach any socalled learned and famous person. Rather we should approach a true devotee. We should select a cent percent devotee or preceptor. We are wanderers, because this world is a place for our wandering. Our real self (soul) is the proprietor of the gross and astral body. The proprietor is to be singled out from the external structure. The soul is not a combination of the material molecules, atoms or electrons. The soul is the proprietor of the above two properties. Now-a-days two theories prevail in physical science—viz, the molecule-theory and the electron-theory. We should be quite aloof from those theories. Mind

conducts the mundane body. Mind is the proxy or the viceroy of the bound Jiva-soul. He is deputed to be mixed up with the world. To hanker after and think of wife and children, parents, brothers and sisters, men, money and pleasures are all trouble-some and worthless theories. We must cease to hanker after all these mundane pleasures. ছই মনের কথা এত বেশী যে, সে godএর (দেবতার) পর্য্যন্ত পদবী পাইয়াও তৃপ্ত হয় না। তখন God হইবার দুরাশায় বিনাশ লাভ করে; কিন্তু কাকবিষ্ঠার ন্যায় আমাদের ঐ সকল বিষয় ত্যাগ করিবার সৎপ্রবৃত্তি আসা দরকার। কাক মনুষ্যের বিষ্ঠা ভোজন করে, সুতরাং তাহার বিষ্ঠার তুল্য আর ঘৃণ্য বস্তু নাই। যাঁহারা কাক-বিষ্ঠার ন্যায় সুবর্ণাদি পরিত্যাগ করিয়া এবং জগতের ভোগ্য জিনিষগুলিকে ছাই-হুঁদের ন্যায় মনে করিয়া পরমার্থের অন্বেষণ করেন, তাঁহারাই ভাগ্যবন্ত।

Considering our eternal existence we need not hanker after anything of this world. Even when God Himself comes to give us the five kinds of মুক্তি, we must decline or reject them. We should simply kick them out. Even when the Supreme Lord comes and tells us—Accept সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য and সাযুজ্য, we should say—we don't require anyone of these boons. I want simply You and none-else. I require Your sublime service. If this sort of submission is put to a real Preceptor, we are equally benefitted in toto. The trees of Broja, sands of the Yumna, the flute and all objects of Braja desire His service only. O Lord! please engage me to Your eternal service.

কাম্যাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

I have come here to have your service and for nothing else. The dearest objects of Krishna are His consorts, parents, friends, servants, Yamuna, Flute, chastising rod etc. We shall serve them also.

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোকে ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

নামশ্রেষ্ঠং যদুপতি শচীসূনুমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

এই শ্লোক বলিয়া আমরা শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদীয় বৈভব বৈষ্ণববৃন্দকে প্রণাম করি। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

[শ্রীধাম-মায়াপুর, ৭ই চৈত্র (১৩৪৬), ২০শে মার্চ্চ (১৯৪০), শ্রীএকাদশী-বাসর]

(শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার সপ্তম দিবস)

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

পাঁচটি তত্ত্ব—ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত ও ভক্তশক্তি। এই পাঁচটি তত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য লীলাবিলাস ক'রে থাকেন। এই পাঁচটি রূপ নিয়ে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে জগতে এসেছিলেন—শ্রীগৌরসুন্দরস্বরূপে। কেন এসেছিলেন? 'কৃপয়া অবতীর্ণঃ'—জীবের প্রতি অহৈতুকী করুণাপরবশ হ'য়ে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। ভক্তরূপ—নিজে পরমেশ্বর, শক্তিমান্, ভগবান্ হ'য়েও ভক্তের রূপ অর্থাৎ অঙ্গকান্তি ও চিত্তবৃত্তি নিয়ে জগতে এসেছিলেন। তিনি বস্তুতঃ সেব্য ভগবান্, কিন্তু ভক্তের ভাব নিয়ে অবতীর্ণ হ'লেন। তাঁর সঙ্গে এলেন আর চা'রজন। ভক্তস্বরূপ—ভক্তস্বরূপ যিনি, তিনিও ভগবান্, তথাপি নিত্যকাল মর্য্যাদামার্গে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের বা সেবকের সেবা-প্রবৃত্তি, বা সেবন-ধর্ম্ম যাঁতে রয়েছে, এমন ভগবান্। তিনিও কৃষ্ণই; কিন্তু কৃষ্ণ হ'য়েও নিত্যকাল কৃষ্ণ-সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট। তিনি বলরাম। তিনি বড় ভাই হ'য়েও ছোট ভাইয়ের সেবা করছেন। সেই বলদেব নিত্যানন্দস্বরূপে অবতীর্ণ হ'লেন। স্বয়ং প্রকাশ বলদেবই গৌর-লীলায় ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দ-বলরাম যেমন সেবক-প্রধান, সেইরূপ আর একজন হ'চ্ছেন শ্রীবার্ষভানবী। তিনিই মূল আদ্যা স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি: তাঁরই অবতার শ্রীগদাধর পণ্ডিত—ভক্তশক্তি। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীরাধিকারই অবতার। ভক্তশক্তিরূপে তিনি জগতে অবতীর্ণ হ'লেন। তাঁর ক্ষেত্র—গোলোক-বৃন্দাবন, সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অবিচ্ছেদভাবে তিনি লীলা ক'রে থাকেন। শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে মাধুর্য্য প্রবল। আর বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যের সমগ্র ভক্ত-মুখপাত্র বা প্রতিনিধি হ'চ্ছেন শ্রীবাস-পণ্ডিত, তিনি পরব্যোমবাসী। আর একজন ঈশ্বর—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুই সমগ্র বিশ্বের উপাদান-কারণ—সমগ্র জীবের ও মায়ার প্রভু, ঈশ্বর, নিয়ন্তা বা অন্তর্য্যামী। তিনি কারণার্ণবশায়ীর অবতার। সমগ্র চিজ্জগৎ ও জড়জগতের উপাদান-কারণ হ'চ্ছেন—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। চিজ্জগতের ও তাহার অধীশ্বর কৃষ্ণের সেবা অচিজ্জগৎকারাবদ্ধ বদ্ধজীব ক'রতে পারে না, তাই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অবতরণ করা'লেন।

'বিষয়' আর 'আশ্রয়' ব'লে দু'টি কথা অলঙ্কার-শাস্ত্রে আছে। যিনি রসের পাত্র, সেবা গ্রহণ করেন, তিনি—'বিষয়'। আর যাঁতে ভক্তি থাকে অর্থাৎ যিনি সেবা করেন, তিনি—'আশ্রয়'। এ দুইকেই বলে—'আলম্বন'। আলম্বন—বিভাবের অন্তর্গত। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুইপ্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। যে-সকল বস্তু বিষয়ের ও আশ্রয়ের পরস্পরের রস জাগরূক করায়, তা'কে 'উদ্দীপন' বলে। চেতন-জগতে দুইটি স্তর আছে। নিম্ন স্তরটি—বৈকুণ্ঠ, পরব্যোম বা পরাকাশ, আর উচ্চ স্তরটি—গোলোক-বৃন্দাবন। বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দময় জীবাত্মার ও পার্ষদগণের নাভি হ'তে উর্দ্ধে মস্তক পর্য্যন্ত অঙ্গধারী ঐশ্বর্য্যরূপে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবা হয়। গোলোকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই চারি রসে ও মধুর রসে—সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয়। এই সেবার সুখ ভোগ করেন কৃষ্ণ। গোলোক-বৃন্দাবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবকের দুই রূপ—শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারি রসে বলদেব সেবা করেন; আর মধুর রসে সেবা করেন শ্রীবার্ষভানবী,—তাঁরই অবতার শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের নিম্নে বৈকুণ্ঠ। তাহাও বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল ভক্তির স্থান। সেই শুদ্ধভক্তগণের মুখপাত্র—শ্রীবাস পণ্ডিত। এই বৈকুণ্ঠ মায়া ও ব্রহ্মানন্দেরও অতীত,

সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে দুর্লভ। তা' হ'লে বদ্ধ-জীবের উপায় কি? উপায়—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কৃপা। তিনি জীবের নিত্য-প্রভু ও বিশ্বের উপাদান-কারণ; আবার মহাপ্রভুর জীব-জগতের গুরু কার্য্যও ক'রেছেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণের প্রধান ক'রে, আচার্য্য হ'য়ে আচরণ ক'রে দেখা'লেন—কি ক'রে শ্রীনামপরায়ণ সাধু-মহাজনের সন্ধান ক'রতে হয়। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর দুই রূপ। যখন যোগ-বাশিষ্ঠ পড়ান, তখন তাঁর বক্তব্যময়ী কণ্ঠস্বর প্রকাশিত হয়। যোগবাশিষ্ঠ, পঞ্চদশী, বেদান্তসার প্রভৃতি নির্ব্বিশেষপর গ্রন্থ। ভজনীয় বস্তুর বৈশিষ্ট্য, ভজনের বা ভক্তির বৈশিষ্ট্য ও ভজনকারী জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য যেখানে লোপ পায়, সেটাই নির্ব্বিশেষবাদ। বশিষ্ঠের মুখ শক্তি মায়াবাদীর আচার্য্য। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু উপাদান বা প্রধানের পতি। মায়ার দুই রূপ—প্রকৃতি ও প্রধান। প্রধান—উপাদান বা material, আর প্রকৃতি বা মায়া—নিমিত্ত বা efficient. নির্ব্বিশেষবাদে ভক্তি ব'লে কোন কথা নাই। এই বক্তব্যের রূপে মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি দয়া নাই। তাই পরম করুণা-সহকারে অবতীর্ণ শ্রীমহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ঐরূপ পছন্দ করেন নি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস, শ্রীগদাধর, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিয়ে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। কারণার্ণবশায়ীর অবতার শ্রীঅদ্বৈত মায়ার প্রভু ও ভর্ত্তা। তাঁ'রই নিরন্তৃত্বে ও ইচ্ছায় মায়া মহত্তত্ত্বাদি সৃষ্টি করে। তিনিই করুণা ক'রে শ্রীমহাপ্রভুকে নিয়ে এলেন। এই করুণা-গ্রহণে জীবের ত' কোন বাধা নেই। জীবের জন্য তিনি সকল ব্যবস্থাই ক'রেছেন। ইঁহাদের পাদপদ্ম আশ্রয় না ক'রে আমাদের মঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা দূর হ'লে আমাদেরই দুর্ভাগ্য বল্‌তে হ'বে।

প্রথমেই শ্রদ্ধা; 'দা চ শরণাপত্তিরূপা'। শরণাগতি-দ্বারাই ভজন হয়। শরণাপত্তি যদি না থাকে, তা' হ'লে শ্রদ্ধাও নেই। যা'রা বদ্ধ—যা'রা প্রপঞ্চ বা মায়ার মধ্যে র'য়েছে, যা'রা মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হ'য়ে যুক্তির সাহায্যে কুণ্ঠা-বৃত্তির সাহায্যে যুক্তির অতীত বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মে'পে নিতে যাচ্ছে, মাপার দ্বারাই মিলিত হ'বে মনে করছে, বা তৎসম্বন্ধে অলীক ধারণাকে সিদ্ধান্ত ব'লে গ্রহণ ক'রছে, সেই প্রপঞ্চাবদ্ধ জীবের সঙ্গে প্রপঞ্চাতীত বস্তুর সাক্ষাৎকার হ'বে কি ক'রে? যদি সেই বস্তু কল্পনা ক'রে নিজের অচিন্ত্য-শক্তি পরিচালনা ক'রে অবতীর্ণ হন, তবেই মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে মায়াতীত বস্তুর সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব। যা' মায়ার মধ্যে, দেশ-কাল-পাত্রের সীমার মধ্যে বা পরিচ্ছেদের মধ্যে আছে, যে ধারণা মায়াযুক্ত, সসীম ও পরিচ্ছিন্ন, তা' কখনও মায়াতীত, অসীম, অপরিচ্ছিন্ন বস্তুকে মে'পে নিতে পারে না। দেশ-কাল-পাত্রের সীমার মধ্যে, মায়ার মধ্যে যা' আছে, তা' কখনও মায়ার বাইরে যেতে পারে না। তবে সাক্ষাৎকার হ'তে পারে যদি সেই মায়াতীত বস্তু করুণাপরবশ হ'য়ে স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে মায়ার রাজ্যে নে'মে আসেন। **নে'মে আসিয়া অবিকৃতই থাকেন,—এটাই তাঁ'র পরমৈশ্বর্য্য।** তিনি অবতীর্ণ হ'লেও দ্রষ্টা মায়াতীত কুণ্ঠাবন্ধ-যুক্ত বস্তুর সঙ্গে কখনও বৈকুণ্ঠ বস্তুর সাক্ষাৎকার হয় না।

একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধা-বিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণ-নাম-ধনে॥

বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট এই প্রার্থনা। বৈষ্ণব মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বস্তু। বিরজা ও ব্রহ্মলোককে যিনি থুৎকার ক'রতে পারেন, সেই বৈষ্ণব ঠাকুর কত বড়! তাঁ'র কাছে প্রার্থনা—হে বৈষ্ণব ঠাকুর! আমি মায়ামুগ্ধ, মায়াবদ্ধ, মায়াতীতের সঙ্গে আমার সান্নিধ্য নেই। তুমি আমাকে দয়া কর। 'তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে।' কৃষ্ণনাম—মায়াতীত। প্রাকৃত কাণ দিয়ে তাঁকে শোনা যায় না, প্রাকৃত জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করা যায় না, প্রাকৃত সসীম হৃদয়ে তাঁকে ধরা যায় না, প্রাকৃত মন দিয়ে তাঁ'কে চিন্তা করা যায় না। আবার তাঁকে কাণ দিয়ে, জিহ্বা দিয়ে, হৃদয়-মন দিয়ে—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গ্রহণ করা যায়, সেবোন্মুখ হ'লে;—'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।'

'শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে।' বস্তুমানে বদ্ধ, ভবকূপে পতিত জীবের সহিত মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বস্তুর সাক্ষাৎকার হ'তে পারে কেবল শ্রদ্ধা-বলে। তিনি কৃপা ক'রে নে'মে আসবেন, আর আমার সৌভাগ্য হ'লেই তাঁ'তে বিশ্বাস হ'বে।

বেদ—অপৌরুষেয়, মানবসৃষ্ট নয়। বেদ—অক্ষয়াকার ভগবান্, ব্রহ্ম-বস্তু। তাঁর সঙ্গে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালে এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণে

আবদ্ধ জীবের সাক্ষাৎকার হ'য়ে কিসে? বেদ—পরমাক্ষরা-কৃতি বা শব্দমূর্ত্তি, সাক্ষাৎ ভগবান্। তিনি বাস্তব সত্যের উপদেশ করেন। যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলে মঙ্গল হ'বে, তাঁরই কথা বলেন বেদ। তাঁতে শ্রদ্ধাই জীবের সৌভাগ্যের প্রথম পরিচয়। বেদ শব্দরূপে এ জগতে আসেন। তাঁর সান্নিধ্য লাভ হয়—শ্রদ্ধা-ধারা। বেদবাণীর বহু শাখা এখন জগৎ থেকে অপ্রকট হ'য়েছেন; তথাপি এখনও প্রকট বেদ-শাস্ত্র জীবমঙ্গলের জন্য জগতে প্রকাশিত র'য়েছেন। সেই বেদবাণী স্বয়ং, বিভু। অনুচৈতন্য জীবও যদি স্বতন্ত্র বা মুক্তিপরতন্ত্র হয়, তা' হ'লে Parallel বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, বেদের অর্থ গোচরীভূত হয় না। তাই ব'লেছেন, শ্রদ্ধাই সকলের মূল।

পাঁচ প্রকার রূপ নিয়ে পরিপূর্ণ অবয়জ্ঞান-তত্ত্ব এসেছিলেন জগতে, দয়া ক'র্‌বার জন্য। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিটি-কিরূপ? মনোধর্ম্ম বা মাপাযন্ত্রে চালিত হ'য়ে সত্যকে বুঝ্‌বার চলনায় এক মুহূর্ত্তে এক প্রকার যুক্তিবলে একটাকে গ্রহণ ক'র্‌ছে পর-মুহূর্ত্তে আর এক প্রকার বিচার ক'রে তাকে ত্যাগ ক'র্‌ছে। যুক্তির গতিই এই রকম। একটা যুক্তি তা'র থেকে কোন প্রবলতর বিপক্ষ যুক্তির সাহায্যে খণ্ডিত হ'য়ে যায়। এই যে যুক্তি, বিচার এবং তা'র খণ্ডনরূপ বাদ বা দ্বন্দ্ব—এইটেই কলি। এই যে বিবাদ বা সংশয়, অর্থাৎ যেখানে একমত নেই, সেখানে বাদী আর বিবাদীতে দুটো মতের সৃষ্টি ক'রেছে, এটা বড়ই ভয়ানক। এই দুই পক্ষের মধ্যে আর একজন থাকে নিরপেক্ষ, সে মীমাংসা করে। জড়-জগতেই এই সব বাদ-বিবাদ ও তা'র মীমাংসা দেখা যায়। জড়জগতে রজঃ ও তমঃ বা ভাল-মন্দের মীমাংসা করে সত্ত্বগুণ। যখন যা'র জোর বেশী হয়, তখন সে সেই দিকেই যায়। সত্ত্বগুণ—নিরপেক্ষ; সে বিরজায় বা ব্রহ্মলোকে নির্ব্বাণ লাভ করে। রজঃ ও তমের দুই পক্ষ ছাড়া আরও দু'টি পক্ষ আছে—চিন্ময় ভগবান্ ও অচিৎ মায়া, বা ভক্তি ও অভক্তি, বা সৎ ও অসৎ। প্রকৃত পক্ষে এ দু'টি দুই পক্ষ নয় বা এদের মধ্যে বিবাদও হয় না; কারণ, ভগবান্ তাঁর অচিন্ত্যশক্তি, তাঁর ভক্ত বা ভক্তি নিত্যকালই অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। কিন্তু সেই ভক্তির একটা বিকৃত ধারণা ক'রে তাঁর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করিয়ে অভক্ত সম্প্রদায় বিবাদ ক'রে থাকে। যে বস্তু যা' নয়, তা'তে সেই দোষ আরোপ ক'রে তা'কে বিকৃত ক'রে শেষে তা'কে খণ্ডন কর্‌বার চেষ্টাকে 'ছল' বলে। এই ছল অবলম্বন ক'রে ভক্তের সঙ্গে অভক্তগণ চিরদিনই বিরোধ ক'র্‌বার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় আর একজন আবার নিরপেক্ষ সাজে। নিরপেক্ষতা—সন্ধ্যা, সে বড় ভীষণ। সন্ধ্যা আলোও নয়, অন্ধকারও নয়; আলো যখন নয়, তখন সেটা অন্ধকারেরই পূর্ব্বাভাস বা প্রচ্ছন্ন রাত্রি। আলো সেখানে অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। ইহাই নির্ব্বিশেষ অবস্থা। এই কলির ভাল-মন্দ বা দ্বন্দ্বভাবের নির্ব্বাণ হ'য়ে যায় ব্রহ্মজ্ঞানে। এটাই সব থেকে বড় কৈতব বা ছলনা। জড়-জগতের অশান্তি থেকে নির্ব্বিশেষ—শান্তির অবস্থাই হচ্ছে নির্ব্বিশেষ। অশান্তিটা অবশ্য খারাপ; কিন্তু তথা-কথিত শান্তি আরও খারাপ। শান্তিও আত্মসুখবাঞ্ছাই, আর নিরপেক্ষতাই হ'চ্ছে এই শান্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান। অশান্তি লোপ হ'লে শান্তি হয়; আবার এই শান্তিও যখন প্রগতি পায়, তখন হয় সেবা-চাকলা। রজোগুণ—যা' অশান্তি সৃষ্টি করে, তা'র চাকলা নিবৃত্তি হয় ব্রহ্মজ্ঞানে; কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানকেও দূর করে—ভক্তি বা সেবা-চাকলা। রজোগুণের ভোগমূলক উদ্যম-উৎসাহ যেখানে শেষ হ'য়েছে, সেই শান্তিকেও সংকোচ করে সেবার উদ্যম। শান্তিতে সুখটা আমার। আমার অশান্তি থেকে উদ্ধারের জন্যই শান্তি বা মোক্ষ চাওয়া। রজোগুণ থেকে স্বভাব বা অশান্তি আসে। সেই রজোগুণের নিবৃত্তি হয় বিরজায় বা ব্রহ্মলোকে। এই বিরজা বা ব্রহ্মলোকেই শান্তিকামীর গতি। কিন্তু সেবোন্মুখ বা নিত্যভক্তিতে যে প্রতিষ্ঠিত, সে তা' চায় না; পরন্তু নব-নবায়মানভাবে সেবা-চাকলা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় সে থাকতে পারে না। নিত্য-সেবাপর ভক্ত অশান্ত ত' নয়ই, এমন কি, স্বসুখময় কৈবল্য বা শান্তিও চায় না। ইহাই জীবের স্বভাবের ধর্ম্ম। জীবকে এই স্বভাবের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌বার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ এলেন পাঁচটি রূপ নিয়ে।

জীব জাগ জীব জাগ গৌরচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে।

মায়াপিশাচীর কোলে অর্থাৎ এই দ্বন্দ্বভাব বা অশান্তি ও শান্তিরূপ কৈতবের মধ্যে। এটা জীবের শুদ্ধ স্বভাব নয়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এলেন শ্রীবাসাদিরূপ শ্রীগৌরসুন্দর হ'য়ে—কত বড় দয়ালু তিনি

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

'আদি' শব্দে গুরুবর্গকে বুঝায়। গুরু তিন প্রকার—দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও প্রবর্ত্তগুরু। দীক্ষাগুরু এক, শিক্ষা ও প্রবর্ত্তগুরু বহু হ'তে পারেন। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণকে দান করেন। বাস্তব-বস্তু পাঁচ প্রকার রূপ নিয়ে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে বিহার ক'রছেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর কৃপা-বলে শ্রীনিত্যানন্দের এবং শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা-বলে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীবাসের কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরকে পাওয়া যায়; আবার শ্রীগদাধরের কৃপায় তাঁর প্রিয়তম শ্রীগদাধর-প্রাণনাথের কৃপা পাওয়া যায়। তাঁদের পাদপদ্মে শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ থাক্‌লেই আমাদের নিত্যমঙ্গল। সমস্ত চেষ্টা-কার্য্যের পূর্ব্বে পঞ্চতত্ত্বের বন্দনা, তা'রপর শ্রীহরিনাম গ্রহণ ক'রতে হয়। তা'হ'লে শ্রীনাম স্ফূর্ত্তি হয়। যা'র শ্রদ্ধা নাই, সে বঞ্চিত হ'বে, তা'রই আবৃত্তি 'যোনিভ্রমণ' হ'বে। কিন্তু 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'। শব্দব্রহ্মে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির অনাবৃত্তি হ'বে; শ্রীনামপরায়ণ না হ'লে return ticketএ ভবে ফিরে আস্‌তে হ'বে এবং ভবমহাব্যাধিগ্রস্থন হ'বে। কিন্তু যে হরিনাম ভবমহাব্যাধির নিদানশ, সে হরিনাম হ'বে না। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'। অনাবৃত্তি' অর্থাৎ কোন প্রাকৃতদেহ ধারণ ক'রে মাতৃভূমিতে আস্‌তে হ'বে না। তখন স্বরূপা-বস্থানরূপ মোক্ষ লাভ হ'বে। আগে পঞ্চতত্ত্বের বন্দনা, তারপর নামগ্রহণ। পঞ্চতত্ত্বও কৃষ্ণই। বদ্ধজীবকে দয়া ক'র্‌বার জন্য জগতে কলিযুগে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। কৃষ্ণনাম মুক্ত-কুলের উপাস্য—"অমি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।" বদ্ধজীবের কর্ণ, রসনা, মন—কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই হরিনামকে গ্রহণ করা যায় না। অনবধান থাক্‌লে কৃষ্ণনাম কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না, মনপ্রাণ আকুলও করে না। কৃষ্ণনাম শব্দ-সামান্য নয়। 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত বর্ণমালার যত শব্দ বৈয়াকরণ, ভাষাকার বা আভি-ধানিকগণ মানবজাতির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বা নিজেদের ব্যবহার-সম্পাদনের জন্য গঠন ক'রেছেন, তা'র মধ্যে কৃষ্ণ আসেন না। কৃষ্ণ ও নাম—এক জিনিষ।

শরণাপত্তি বা শ্রদ্ধা থাকা দরকার। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" সেবোন্মুখ হ'লে সপরিকর শ্রীনাম-প্রভু নিজের ক্ষমতা পরিচালন ক'র্‌বেন। তবে আমার কি হ'লে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় দেহাদি অর্গল-মুক্ত ক'র্‌তে হ'বে, কর্ণবেধ-সংস্কার ক'রে রাখ্‌তে হ'বে। অর্গল হ'চ্ছে—দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ও পাষণ্ডতা। দেহ—দেহাত্মবুদ্ধি। দ্রবিণ—লাভ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-পিপাসা প্রভৃতি। বিনিময়ে যদি কোন অনিত্য, নশ্বর জিনিষ পা'বার ইচ্ছা হয়, তা' হ'লে সেরূপ ভোগোন্মুখ কর্ণ, জিহ্বা বা মনে অপ্রাকৃত শ্রীহরিনাম আস্‌বেন না। তা' হ'লে অর্গল বা আগৌর খোলা হ'লো না। জনতা—বহু বহির্ম্মুখ লোক—বহু জাগতিক পাগল বা বহু মূঢ় ব্যক্তি যদি বলে এ লোকটা বৈষ্ণব, আর ওঁ'কে খুব সম্মান দেয়, বহির্ম্মুখ-সমাজ—পৃথিবীর লোকে দুই শ কোটি লোক মিলে যদি কাউকে প্রতিষ্ঠা দেয়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব যদি কাউকে বৈষ্ণব খাড়া ক'রে বলে, তুমি খুব ভক্তি, আমরা তোমার অনুগত থাক্‌ব, তা হ'লেও নির্ভীক শুদ্ধ ভক্ত বহির্ম্মুখ-সমাজকে গ্রাহ্য করেন না। তিনি জড় প্রতিষ্ঠা চান না, সেইজন্য তাঁ'র প্রাকৃত বিষয়ে লোভও হয় না। তাঁ'র নিরন্তর অনুবৃত্তি—তিনি শ্রীকৃষ্ণবশকারী অপ্রাকৃত ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের একটি ধূলিকণা। আমার শ্রীগুরুদেব পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে বশ ক'রেছেন, আমি তাঁ'রই শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণ, এই অনুবৃত্তি তাঁ'র খুব হয় না। শ্রীকৃষ্ণবশকারী অদ্বৈতব ভক্তের শ্রীপাদপদ্ম-ধূলিও শ্রীকৃষ্ণকে বশ করেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডনিচয়ের আধার কৃষ্ণ, তাঁ'র বশকারীর পদধূলিকে ব্রহ্মা হ'তে অনন্তকোটি জীব আর কতটুকু বড় ক'র্‌বে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণী কতটুকু স্তুতি ক'র্‌বে?

পাষণ্ড—বস্তুকে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বরকে বস্তু-জ্ঞানই পাষণ্ডতা। চেতনকে অচেতন ও অচেতনকে চেতন বলিয়া বুদ্ধি। এই আবরণ না থাক্‌লে, শ্রদ্ধাযুক্ত, শরণাগত ইন্দ্রিয় হ'লে কর্ণছিদ্রপথে শ্রীনাম-প্রভু প্রবেশ ক'রে সেবোন্মুখ-রসনা-পথে আসেন। বৈকুণ্ঠনাথ বা গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নাম-রূপাদির অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মরূপে শরণাগত কর্ণদ্বারে, জিহ্বা ও মনে উদিত হন। এই তিনটি দ্বার খুলে রাখ্‌তে হ'বে; তা'হ'লে পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীনাম ও শ্রীধামের অপ্রাকৃত

স্বরূপ স্ফূর্তি পা'বে। শ্রীধাম কিন্তু কাদা-মাটি, জল, গাছ-পালা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নহেন। আমার শ্রীনবদ্বীপ-পুরন্দর ও আমার শ্রীনবদ্বীপ-ধাম, তাঁর অপ্রাকৃত লীলা-স্থান একই জিনিষ। শরণাগত হ'লে বিভু, অনন্ত, সর্ব্বগ, পূর্ণতম, ঈশ্বর সচ্চিদানন্দঘন-মূর্ত্তির অপ্রাকৃত রূপ দেখা যায়।

অহৈতুকী শ্রদ্ধা হ'লে সাধুসঙ্গ হয় অর্থাৎ যাঁরা শ্রীগৌর-সুন্দরকে বশ ক'রেছেন, তাঁদের প্রতি টান বা আঠা হয়। এই আঠা হ'লে হৃদয়ের ঘুণে যায়, ধারা আর থাকে না। কত সহজ, সুলভ উপায়; কিন্তু আমরা ইতর বিষয়ে এতটা অভিনিবিষ্ট যে, এতেও আমাদের অত্যন্ত কঠিন, দুর্লভ ব'লে মনে হ'চ্ছে।

অহঙ্কার পরিত্যাগ ক'রে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রতে হ'বে,'নমঃ' ব'লে। ন—পরিত্যাগ, আর ম—অহঙ্কার। নমস্কার হ'চ্ছে—প্রাকৃত অহঙ্কার ত্যাগ। নমস্কার হ'লে শরণাগতের কর্ণ ও জিহ্বায় শ্রীনাম-প্রভু অবতীর্ণ হন, তা'তেই সম্যক্ মঙ্গল, নতুবা আর কিছুতেই মঙ্গল নাই।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।

ভাগ্যবান্‌ই শরণাগত। শরণাগত হ'লে অপ্রাকৃত লীলা দর্শন হ'বে, নতুবা স্থূল-বিচার, রূপক-বিচার, মনোধর্ম্ম বা অলীক কল্পনাই হ'তে থাকবে। শরণাগত ও শুদ্ধ-সত্ত্ব হ'লে গুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বের রূপ দর্শন হ'বে। অপ্রাকৃত বাস্তিত্বে শরণাগত হ'য়ে সিদ্ধির পথে যাত্রাই দীক্ষা। দীক্ষিতকেই কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। যদি এই দীক্ষা না হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে যাজনানুষ্ঠান সব কৃত্রিমতা বা কপটতা, তা'তে ভক্তি নেই। তা'র ফল—আবৃত্তি, মাতৃকুক্ষিতে গতায়াত, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। কৈতবশূন্য শ্রীভাগবতধর্ম্ম সেখানে নেই। সেখানে আছে—মায়া। সেই মায়ার দাস হ'য়ে কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ কত কি অভিমানই হয়। শরণাগতি না থাকলে return ticket কেটে চ'লে যেতে হয়। এতে কেবল একটা আশ্রয় গ্রহণের ছলনা দেখিয়ে নিজেকে, সাধুকে ও ভগবান্‌কে বঞ্চনাই করা হয়; এ রকম বঞ্চনা ক'রবার জন্য আনুগত্যের অভিনয় না করাই ভাল। এ ঠিক কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেবার মত। কামারকে ইস্পাত দিলাম না, অথচ আমার ভাল অস্ত্র চাই। খাঁটি সোণাটা দিলাম না—তা'তে লাভ কি? আমিই খারাপ অস্ত্র পা'ব, কেমিকালে সোণার গহনা পা'ব। পূর্ণ শরণাগত হ'লে, পূর্ণ দক্ষিণা দেওয়া হ'লে, দরজাটা সম্পূর্ণ খোলা রাখলে পূর্ণভাবে আলো আসবে। অর্দ্ধ খুললে অল্প আলো আসবে, না খুললে অন্ধকার—বঞ্চনাই লাভ হ'বে। বলি রাজা সমস্ত দিয়েছিলেন, সর্ব্বস্ব পেয়ে গেলেন। এখনও তাঁর দ্বারে ভগবান্ শ্রীবামনদেব বাঁধা র'য়েছেন। বলির আত্ম-নিবেদনের অনুপাতে ভগবান্ সেই প্রকার বিগ্রহ ধারণ ক'রে এসেছিলেন। ভক্তের প্রাথমিক সেবোন্মুখতার বিষয়-বিগ্রহরূপে বামনদেব এলেন অত্যন্ত ছোটরূপে। ব্রজবাসিগণ আত্মনিবেদন ক'রেছিলেন পূর্ণভাবে, তাঁ'দের কাছে ভগবান্ একেবারে ঘরোয়া লোকের মত। তাঁ'দের কাছে যা'বার, শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পা'বার ইচ্ছা হ'লে শরণাগত হ'য়ে তাঁ'দের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করা দরকার। তা' না হ'লে যা কিছু করা যা'বে, সমস্তই লোক-দেখান কপটতা।

শ্রীগৌরসুন্দরকে, শ্রীকৃষ্ণকে আমি চাই-ই, শত জন্ম পরেও যদি হয়, তথাপি তাঁকে চাই-ই। কারণ, তিনি ছাড়া আমার আর উপায় নেই—গতি নেই।—এইরূপ আকুলতা থাকা দরকার। তাঁকে পাওয়াই আমাদের সত্তা, আমাদের স্বভাব; আর আমাদের অন্য কোন রাস্তা নেই। তিনি আমাকে দৈহিক ও মানসিক কষ্ট যতই দিন, অথবা না-ই দিন, তথাপি তিনি ছাড়া আর আমার গতি নেই—এইরূপ বিশ্বাস না হ'লে কপটতা হ'বে। পরিক্রমা করতে এসে কেবল হৈ-হৈ করা, এ বাড়ী ও বাড়ী যাওয়া, আর ইন্দ্রিয়তর্পণ—এই-ই হ'বে। কিন্তু এটি যেন না হয়,—আত্মনিবেদন যেন হয়। **আমার যোগ্যতা কিছুই নেই, তবু তিনি আত্মসাৎ করুন—এই প্রার্থনা অকপটে অনুক্ষণ না হ'লে হ'বে না।**

যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

—অন্তরের সঙ্গে এ কথা বলা চাই, যেন সাময়িক বা উচ্ছ্বাসমাত্র না হ'য়ে যায়। পাথরের দাগের মত যেন হৃদয়ে দাগ কেটে বসে, আর উঠে না যায়। এ কথা কেবল সাধক-কালে নয়, সিদ্ধিতেও এই কথাই—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দাম্যহং সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ ।-
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভূম্বিতং মে প্রাণপতত্বকান্ বৃথা ॥

হরে শুষ্ক প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ' মোর কৃষ্ণে নাহি পায়।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আমি কৃষ্ণকে পাইনি—সেবকের লক্ষণ এই বিচার। তখন পেয়ে গেছি ব'লে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হ'বেন; যেমন রাসে ক'রেছিলেন। ভক্তির স্বভাবই এই অতৃপ্তি। তথায় 'অলং' বা 'ইতি' নেই; লক্ষণ নবনবায়মানভাবে সেবালোলুপতা ও উৎকণ্ঠা বাড়ছে। **ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাপত্তির বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। আগুনের রেখার মত, পাথরের দাগের মত অন্তরে জলন্তভাবে, দৃঢ়ভাবে এই কথাগুলি দাগ কেটে বসুক, তা' হ'লে মঙ্গল হ'বে। না' হ'লে যে সংকীর্ত্তনরাসে প্রবেশ-লাভ ক'র্‌বার admission বা ticketই পাওয়া যা'বে না শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট।**

প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর শ্রবণ-কীর্ত্তনমূলা ভজনক্রিয়া, তৎফলে অনর্থ-নিবৃত্তি, তারপর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, তারপর ভাব বা রতির অঙ্কুর, তারপর স্থায়িভাব হ'লে সামগ্রী সংযোগে প্রেম লাভ হয়। প্রেম আবার ক্রমবৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। জীবের অধিকার এতখানি পর্য্যন্ত হ'তে পারে। **যে লাইনে শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ শ্রীশ্রীজীব, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ চ'লেছেন, সেই লাইনে তাঁ'দের শ্রীপাদপদ্মের কৃপার কাঙ্গাল হ'য়ে চ'ল্‌তে হ'বে।** আজ হরিবাসর; আজ অহোরাত্র হরিপ্রসঙ্গ নিয়ে থাক্‌তে হ'বে; আত্ম-পরীক্ষা কর্ত্তে হ'বে।

অন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানা মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবা
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥

"অন্যা পৃতার্ত্ত করণাঃ"—যা'দের ইন্দ্রিয় বিষয়াভাসে ইন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্যে আপৃত, ব্যস্ত। ভগবদ্বিমুখ হ'লে এই রকম অবস্থা হয়। এ যে কেবল মানুষেরই এই অবস্থা, তা' নয়। ঋষি, দেবতাগণেরও এই অবস্থা। নিশি নিঃশয়ানা—রাত্রে শয়ন; কিন্তু "নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ"—শয়নেও শান্তি নাই, স্বপ্নের মধ্যেও নিজের দেহ ও দেহসম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের জন্য নানাপ্রকার চিন্তা। মনোরথ—রথে ক'রে মানুষ যেমন এদিক্ ওদিক্ যায়, বহির্মুখের বুদ্ধিও সেই রকম নানা চিন্তায় স্বপ্নের মধ্যেও ছুটাছুটি ক'র্‌ছে, তা'তে ঘুমের ব্যাঘাত হ'চ্ছে। সমস্ত জীবন এই ক'রেই কাটিয়ে দেয়—শুধু মানুষ নয়, ভগবদ্বিমুখ ঋষি, দেবতা পর্য্যন্ত।

আর জনম হাম নিদে গোয়াল্ব,
ওরা শিশু কতদিন গেলা।

ফলে কি হয়? "যুষ্মৎ প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি"। হে ভগবন্! তোমার প্রসঙ্গবিমুখ হ'য়ে তা'রা এই সংসারে যাতায়াত ক'রে, আর কখনও শোক কখনও মোহ, কখনও বা ভয়গ্রস্ত হয়। কখনও বা শোক, মোহ ও ভয়—তিনটাই একসঙ্গে আক্রমণ করে।

হরিবাসরে সর্ব্বক্ষণ হরিপ্রসঙ্গ হওয়া দরকার, তা' না হ'লে মায়াবাসর হ'য়ে যা'বে। মাধব-তিথি নিরপরাধে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম ক'র্‌বার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেন। তা'র ফলে ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি হ'য়ে ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হয়। তা' না হ'লে সংসার বা যাতায়াত হ'বেই। কখনও পাপের ফলে নরকে কৃমি-কীটাদি যোনি-লাভ, কখনও পুণ্যের ফলে স্বর্গে দেবতাদি লাভ হ'বে। কিন্তু এতে নিত্যমঙ্গল নেই।

নব-বর্ষ

অদ্য বঙ্গীয় বর্ষের সমাপ্তি ও আগামী কল্য নব-বর্ষের প্রবৃত্তি। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পর হইতে অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমাস্তে 'গৌড়ীয়' নব-বর্ষের প্রবৃত্তি হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সতীর্থ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ 'গৌড়ীয়' নব-বর্ষের প্রত্যেক মুহূর্তকে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-গণের সংকীর্তন-মহোৎসবময় করিবার নির্দেশ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার প্রচারের প্রেরণা দান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার বৈভব শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর দ্বারা বৈষ্ণবসার্বভৌম গোস্বামী মহারাজ 'গৌড়ীয়' নব-বর্ষকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সংকীর্তন-সেবায় নিয়োজিত করিবার প্রণালী প্রদর্শন করিয়া পঞ্চরাত্র ও ভাগবত-পথের অপূর্ব সম্মেলন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকায় যে ব্রতোপবাসাদির বিধান, তাহা পাঞ্চরাত্রিকের কর্তব্য, আবার ভাগবত-পথের পথিকগণ সেই সকল তিথিতে কীর্তনমুখে গৌরজন-গণের স্মরণ ও মাধব-তিথিসমূহ পালন-পূর্বক অষ্টকাল হরিভজন করিয়া থাকেন। 'গৌড়ীয়'-গণের নব-বর্ষে যে-সকল উৎসব, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের কতিপয় আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি এবং যে-সকল ব্রত ও উপবাস-দিবস নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণের কতিপয় আবির্ভাব ও তিরোভাব-দিবস—

মধুসূদন ৪৫৪—১০, বৃহস্পতি, ১২ বৈশাখ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব। ১৪, মঙ্গল, ২৪ বৈশাখ শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর আবির্ভাব। ২৩, বৃহস্পতি, ২ জ্যৈষ্ঠ শ্রীজাহ্নবী দেবীর আবির্ভাব। ২৯, মঙ্গল, ৭ জ্যৈষ্ঠ শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর আবির্ভাব।

ত্রিবিক্রম ৪৫৪—৫, রবি, ১২ জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামানন্দ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব। ২৯, বুধ, ৫ আষাঢ় শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ও শ্রীশ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

বামন ৪৫৪—১, বৃহস্পতি, ৬ আষাঢ় শ্রীরামানন্দ প্রভুর তিরোভাব। ৬, মঙ্গল, ১১ আষাঢ় শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব। ১১, রবি, ১৬ আষাঢ় শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। ১৬, শুক্র, ২২ আষাঢ় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও **শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের** অপ্রকট।

শ্রীধর ৪৫৪—১, শনি, ৪ শ্রাবণ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের তিরোভাব। ৫, বুধ, ৮ শ্রাবণ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব। ৮, শনি, ১১ শ্রাবণ শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব। ২৬, বুধ, ২৯ শ্রাবণ শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব।

হৃষীকেশ ৪৫৪—২০, শুক্র, ২১ ভাদ্র শ্রীঅদ্বৈত পত্নী সীতাদেবীর আবির্ভাব। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবর্য **শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব।** ২৮, শনি, ২৯ ভাদ্র **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।** ২৯, রবি, ৩০ ভাদ্র শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

পদ্মনাভ ৪৫৪—২৪, বৃহস্পতি, ২৪ আশ্বিন শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব। ২৭, রবি, ২৬ আশ্বিন শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিগণের তিরোভাব। ৩০, বুধ, ৩০ আশ্বিন শ্রীল ঈশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল মুরারি গুপ্ত প্রভুর তিরোভাব।

দামোদর ৪৫৪—৫, সোম, ৪ কার্তিক শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের তিরোভাব। ১২, সোম, ১১ কার্তিক শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব। ১৩, বুধ, ১৩ কার্তিক শ্রীরসিকানন্দ দেবের আবির্ভাব। ২৪ রবি, ২৪ কার্তিক **শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব।**

কেশব ৪৫৪—১৪, শুক্র, ১৩ অগ্রহায়ণ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের বিরহ-তিথি। ২২, শনি, ২১ অগ্রহায়ণ শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজীর তিরোভাব।

নারায়ণ ৪৫৪—৪, বুধ, ৩ পৌষ **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব।** ১৭, মঙ্গল, ১৬ পৌষ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব। ২৫, বুধ, ২৫ পৌষ শ্রীরামানুজাচার্যের তিরোভাব।

মাধব ৪৫৪—৩, বৃহস্পতি, ৩ মাঘ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব। ১২, শনি, ১২ মাঘ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব (প্রেঃ বিঃ)। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিরোভাব। ২১, সোম, ২১ মাঘ শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব। ২২, বুধ, ২২ মাঘ শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব।

গোবিন্দ ৪৫৪—৪, রবি, ৪ ফাল্গুন **শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব।** শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব। ৫, সোম, ৫ ফাল্গুন শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহতিথি। ১৫, বৃহস্পতি, ১৫ ফাল্গুন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ও শ্রীল রসিক মুরারি প্রভুর তিরোভাব। ১৯, সোম, ১৯ ফাল্গুন শ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব। ২৬, সোম, ২৬ ফাল্গুন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর তিরোভাব।

উৎসব দিবস

বিষ্ণু ৪৫৪—২৪, মঙ্গল, ৩ বৈশাখ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব। ২৮, শনি, ৭ বৈশাখ শ্রীবলদেবের রাসযাত্রা। ৩০, সোম, ৯ বৈশাখ শ্রীকৃষ্ণের বাসন্তরাস।

মধুসূদন ৪৫৪—১৮, শুক্র, ২৭ বৈশাখ শ্রীকৃষ্ণের চন্দন-যাত্রা। ২৪ বৃহস্পতি, ২ জ্যৈষ্ঠ শ্রীগৌরাবির্ভাব। ২৮, সোম, ৬ জ্যৈষ্ঠ শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব। ২৯, মঙ্গল, ৭ জ্যৈষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল ও সলিলবিহার। শ্রীমাধবী পূর্ণিমা।

ত্রিবিক্রম ৪৫৪—২৯, বুধ, ৫ আষাঢ় রথযাত্রা।

বামন ৪৫৪—১৭, শনি, ২২ আষাঢ় গুণ্ডিচামার্জ্জন। ১৮, রবি, ২৩ আষাঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। ২১, বুধ, ২৬ আষাঢ় শ্রীহেরাপঞ্চমী, শ্রীলক্ষ্মীবিজয়। ২৬, সোম, ৩১ আষাঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা।

শ্রীধর ৪৫৪—১৮, মঙ্গল, ২১ শ্রাবণ শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোলোৎসব। ২৯, শনি, ১ ভাদ্র শ্রীবলদেবাবির্ভাব।

হৃষীকেশ ৪৫৪—৯, সোম, ১০ ভাদ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব। ১০, মঙ্গল, ১১ ভাদ্র শ্রীনন্দোৎসব। ২০, শুক্র, ২১ভাদ্র শ্রীজন্মপূজন। ২২, রবি, ২৩ভাদ্র শ্রীললিতাসপ্তমী। ২৩, সোম, ২৪ ভাদ্র শ্রীঅরাষ্টমী। ২৭, শুক্র, ২৮ ভাদ্র শ্রীবামনাবির্ভাব। ২৯, রবি, ৩০ ভাদ্র শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী। ৩০, সোম, ৩১ভাদ্র শ্রীবিশ্বরূপ ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব। পৌষপালী পৌর্ণমাসী।

পদ্মনাভ ৪৫৪—২৪, বৃহস্পতি, ২৪ আশ্বিন শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়। ৩০, বুধ, ৩০ আশ্বিন শরৎপূর্ণিমা, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।

দামোদর—৪৫৪—১৫, বৃহস্পতি, ১৪ কার্ত্তিক শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট। ২২, বৃহস্পতি, ২১ কার্ত্তিক গোষ্টাষ্টমী ও গোপাষ্টমী।

মাধব ৪৫৪—২৯, শনি, ১১ মাঘ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব। শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-পঞ্চমী; সরস্বতী-পঞ্চমী।

গোবিন্দ ৪৫৪—৪, রবি, ৪ ফাল্গুন শ্রীশ্রীশ্যামপূজা। ১১, সোম, ১১ ফাল্গুন শ্রীনবদ্বীপপরিক্রমা আরম্ভ। ২১, বৃহস্পতি, ২১ ফাল্গুন শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব। চন্দ্রগ্রহণ। শ্রীকৃষ্ণের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা।

ব্রত ও উপবাস-দিবস

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৪, শকাব্দ ১৮৬১-৬২

বিষ্ণু—১১, স্থাণু অনিরুদ্ধ, ২১ চৈত্র পাপমোচনী একাদশী। ২৪, শিব প্রত্যূষ ও বৈশাখ শ্রীরামনবমী। ২৬, তৃতীয়াদি ষোড়শোপাসী ও বৈশাখ কামদা একাদশী।

মধুসূদন—১১, নিধি গর্ভোদশায়ী, ২০ বৈশাখ বরুথিনী একাদশী। ২৬, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, ৪ জ্যৈষ্ঠ মোহিনী একাদশী ও কৃষ্ণিণী দ্বাদশী। ২৮, সর্ব্ব সংকর্ষণ, ৬ জ্যৈষ্ঠ শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী।

ত্রিবিক্রম—১১, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, ১৮ জ্যৈষ্ঠ অপরা একাদশী। ২৬, সর্ব্ব বাসুদেব ২ আষাঢ় পাণ্ডবা একাদশী।

বামন—১১, সর্ব্ব সংকর্ষণ ১৭ আষাঢ় যোগিণী একাদশী। ২৬, সর্ব্ব সংকর্ষণ ৩১ আষাঢ় দেবশয়নী একাদশী। ২৭, শিব প্রত্যূষ ৩২ আষাঢ় চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। ৩০, নিধি গর্ভোদশায়ী ৩ শ্রাবণ চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ।

শ্রীধর—১২, স্থাণু অনিরুদ্ধ ১৫ শ্রাবণ কামিকা একাদশী। ২৬, স্থাণু অনিরুদ্ধ ২৯ শ্রাবণ পবিত্রারোপিণী একাদশী।

হৃষীকেশ—৯, সর্ব্ব সংকর্ষণ ১০ ভাদ্র জন্মাষ্টমী। ১২, তৃতীয়াদি ষোড়শোপাসী ১৩ ভাদ্র অজা একাদশী। ২৬, তৃতীয়াদি ষোড়শোপাসী ২৭ ভাদ্র পার্শ্বৈকাদশী। ২৭, নিধি গর্ভোদশায়ী ২৮ ভাদ্র প্রবণাদ্বাদশী ও শ্রীবামনদ্বাদশী। ২৯, সর্ব্ব বাসুদেব ৩০ ভাদ্র অনন্তচতুর্দ্দশী-ব্রত।

পদ্মনাভ—১২, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী ১২ আশ্বিন ইন্দিরা একাদশী। ২৬, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী ২৬ আশ্বিন পাশাঙ্কুশা

একাদশী, ব্যঞ্জনী মহাদ্বাদশী। ২৭, সর্ব্ব বাসুদেব ২৭ আশ্বিন বাঙ্গলাপক্ষে ঊর্দ্ধাব্রতারম্ভ। ৩০ স্থাণু অনিরুদ্ধ ৩০ আশ্বিন পূর্ণিমাপক্ষে ঊর্দ্ধাব্রতারম্ভ।

দামোদর—১, ভূতাদি কারণোদশায়ী ৩১ আশ্বিন সংক্রান্তি-পক্ষে ঊর্দ্ধাব্রত-আরম্ভ। ১১ সর্ব্ব বাসুদেব, ১০ কার্ত্তিক রমা একাদশী। ২৪ সর্ব্ব বাসুদেব, ২৪ কার্ত্তিক প্রবোধনী বা উত্থান একাদশী। ভীষ্মপঞ্চক। ২৬ সর্ব্ব সংকর্ষণ, ২৪ কার্ত্তিক পঞ্চবটিনী মহাদ্বাদশী।

কেশব—১, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, ৩০ কার্ত্তিক শ্রীকাত্যায়নী ব্রত। ১০ সর্ব্ব সংকর্ষণ, ৯ অগ্রহায়ণ উৎপন্না একাদশী। ২৪ বিশ্ব প্রদ্যুম্ন, ২৪ অগ্রহায়ণ মোক্ষদা একাদশী।

নারায়ণ—১১, স্থাণু অনিরুদ্ধ ১০ পৌষ সফলা একাদশী। ২৬ ভূতাদি কারণোদশায়ী, ২৫ পৌষ পুত্রদা একাদশী।

মাধব—১০ ভূতাদি কারণোদশায়ী, ১০ মাঘ ষট্‌তিলা একাদশী। ২৬ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, ২৬ মাঘ জয়া বা ভৈমী একাদশী। ২৭ সর্ব্ব বাসুদেব, ২৭ মাঘ বরাহ দ্বাদশী। ২৮ সর্ব্ব সংকর্ষণ, ২৮ মাঘ শ্রীনিত্যানন্দ-জয়ন্তী।

গোবিন্দ—১০, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, ১০ ফাল্গুন বিজয়া একাদশী। ২৫ সর্ব্ব বাসুদেব, ২৫ ফাল্গুন আমলকী একাদশী। ২৯ ভূতাদি কারণোদশায়ী, ২৯ ফাল্গুন শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী।

আগামী কল্য হইতে বঙ্গীয় প্রচলিত নব-বর্ষের প্রবৃত্তি হইবে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীসজ্জন-তোষণী' পত্রিকায় বিগত বর্ষ ও নব-বর্ষ-প্রসঙ্গে যে কতকটি অমূল্য উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা আমাদের বক্তব্যের পুরোভাগে স্থাপন করিতেছি—

"সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাঁহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়া অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয়—নিতান্ত মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চময়; এই জগতে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবত্তত্ত্বের জয় হয়, ততদূরই মায়া-জনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার, ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ন হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া সেখানে অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার দুষ্ট আচরণ করিয়া থাকে,—ইহাও ভগবানের ইচ্ছা; কেন না, বিপরীত বস্তুর ক্রিয়ার উদয় না হইলে যথার্থ তত্ত্ব বল লাভ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না, তদ্রূপ মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদ্যম না হইলে সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণেরও জয় ও সুখলাভ হয় না।"

—'বিগত বর্ষের আলোচনা', স-সজ্জনী ৮: তো: ৮।১

নব-বর্ষের আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রদ্ধাবান্ জনসাধারণের প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন—

"নব-বর্ষ, তুমি জয়যুক্ত হও, শ্রীশ্রীমায়াপুরের বিশেষ উন্নতি কর, ভগবদ্ভক্তিগ্রন্থ-সকল প্রকাশ কর, জগৎকে শ্রীহরিনামে পরিতৃপ্ত কর, জীবসকলে এরূপ প্রবৃত্তি দেও যে, তাঁহারা যেন শুদ্ধভক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধনামপরায়ণ হন।"

—'নববর্ষ', স: তো: ৮।১

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'বিগত বর্ষের আলোচনা'র মধ্যে যেমন সত্যকে আবৃত করিবার জন্য মিথ্যার নানা-প্রকার তাণ্ডবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, নব-বর্ষের আলোচনায় তেমনি হরিসেবায় প্রবল উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্ত্বৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন, দুঃসঙ্গত্যাগ ও সাধুসঙ্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার উপদেশের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়।

সত্যকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে নাই, পারিবে না ও পারে না। মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদ্যম দেখিয়া সত্য পথের যাত্রিগণ যেন নিরুৎসাহিত না হন। মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদ্যম না হইলে সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না—ইহাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুনঃ পুনঃ উপদেশ। যাহারা বৈকুণ্ঠগামী, গৃহারামী তাহারা কোন প্রকার 'হাঙ্গামা'র মধ্যে যাইতে চাহেন না। তাহারা অতি ক্ষুদ্র গতি-দেওয়া নিজের দেহটী ও গৃহটী লইয়াই বৃহৎ পল করিয়া থাকিতে চাহে; ইহাই জড়পিণ্ডরূপ দেহের জাড্য-ধর্ম্মজাত স্বভাব। অভাব অনুভবোপরি জীব দেহ ও দেহ-সম্পর্কিত বিষয় বা বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে উৎসাহ প্রাপ্ত হয় না। দেহ ও মনের কিছু লাভ না হইলে তাহার উৎসাহ আসে না। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাদির আকারে দেহ ও মনের প্রয়োজন-সমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মা বা চেতনের প্রয়োজন—সকল কনক, কামিনী ও

প্রতিষ্ঠার একজন মানিক শ্রীহরিনাম-প্রভুর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বিধান ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। শ্রীহরিনাম-প্রভুর সেবার জন্য সমস্ত কনক, শ্রীহরিনাম-প্রভুর ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই সমস্ত কামিনী বা শক্তিবর্গ এবং শ্রীহরিনাম-প্রভু ও তাঁহার সেবকগণের জন্যই সমস্ত প্রতিষ্ঠা।

দেহ-গেহারামী মৎসর রামচন্দ্র খাঁ শ্রীনামাচার্য্য প্রভুর প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারে নাই। সে মিথ্যার আশ্রয়ে সত্যের প্রতিরোধ করিতে যাইয়া শ্রীনাম-প্রভু ও শ্রীনামাচার্য্যেরই জয়-লাভে ব্যতিরেকভাবে সাহায্য করিয়াছিল এবং নিজে অধঃপতিত হইয়াছিল।

অসুর বা ভক্ত-ভগবদ্‌বিদ্বেষিগণের স্বভাবে দেহ-গেহারামী ব্যক্তিগণের ভোগাসক্তি বা তমোগুণভাব দেখা না গেলেও এবং তাহাদের মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের বিরোধ-কার্য্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্যমতা লক্ষিত হইলেও ঐরূপ রজোভাব তাহাদিগকে তমোগুণেই বিলীন করিয়া থাকে। তাহাদের ঐ রজোগুণ সত্ত্বাপেক্ষা অধিক তমঃ বা নির্ব্বিশেষ-ভাবে বিলীন হইবার জন্যই উদ্যমবিশেষ। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ত্যাগিকুল ভোগিকুলের ন্যায় দেহগেহারামী না হইলেও সেই ত্যাগ, তিতিক্ষা, উদ্যম ও উৎসাহের পরিণতি—নির্ব্বিশেষচারুরূপ গাঢ়তম তমঃ।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

—ঈশোপনিষৎ, ৯

যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্ব্বিশেষজ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন।

অতএব মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের, গুরুবৈষ্ণব-নিন্দকগণের উদ্যম, ত্যাগ, কপটতা প্রভৃতি দেখিয়া যেন আমরা হরিসেবায় নিরুৎসাহিত না হই। 'উৎসাহ' শব্দে—গুরুবৈষ্ণবে শরণাগতি। যিনি যত অধিক শরণাগত, তিনি তত অধিক উৎসাহী; ধার্ম্মিক ব্যক্তি উৎসাহী নহে; অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ ও উৎসাহী নহে।

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥

যিনি অন্তরের সহিত এই কথা বিশ্বাস করেন ও বলিতে পারেন, তিনি শরণাগত—তিনি উৎসাহী। যাহার শরণাগতি নাই, সেইরূপ ব্যক্তি মিথ্যার আস্ফালন ও বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হয়। আমরা যাহাতে নব-বর্ষে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া সাধন ও ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারি, সেই বিষয়ে যত্নবান হইব। তাহা হইলেই নব-বর্ষ জয়যুক্ত হইবে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ শ্রীমায়াপুরের বিশেষ উন্নতি করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, ভগবদ্-ভক্তিগ্রন্থ-সকলকে প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, জগৎকে শ্রীহরিনামে পরিতৃপ্ত করিতে বলিয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধনামপরায়ণ হইতে বলিয়াছেন। এইসকল সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন প্রয়োজন। আত্মনিবেদন আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরের কৃপায়ই হইবে; শ্রীমায়াপুরের সেবার দ্বারাই কৃপা লাভ হইবে। সেবাই—কৃপা; আবার কৃপার ফলে আত্মনিবেদন সম্ভব। শত শত অনর্থগ্রস্ত ক্ষুদ্র দুর্বৃত্ত দুর্ব্বল জীব শ্রীআত্মনিবেদন-ক্ষেত্রের কৃপায়ই তাঁহার সেবা লাভ করিয়া নিবেদিতাত্মা হইতে পারে। শ্রীমায়াপুরের কৃপা-লাভ করিতে হইলে অনুক্ষণ চিত্ত-শুদ্ধির মার্জ্জন আবশ্যক, অনুক্ষণ শ্রীনাম-প্রভুর নিষ্কপট সেবকগণের শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন করা আবশ্যক; নতুবা চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হইতে পারে না, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ সম্ভব হইতে পারে না। জীবের নিত্যসিদ্ধা শরণাগতি-বৃত্তিটী ভবদাবাগ্নির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীনাম প্রভুর একান্ত দাসগণের কৃপা বা সেবা ব্যতীত—তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের চরণজল ব্যতীত সেই দাবাগ্নি কিরূপেই বা নির্ব্বাপিত হইবে? দার্ষ্টিক বা নির্ব্বিশেষবাদীর ভবমহাদাবাগ্নি কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। গায়ের জোরে সংসার-নাশ বা আত্মনিবেদন হইতে পারে না, কিংবা জাড্য সংরক্ষণ করিবার কপটতা ও অধ্যবসায়ের দ্বারাও আত্মনিবেদন সম্ভব হয় না। আমাদিগকে নিষ্কপটে কৃপা বা সেবার কাঙ্গাল হইতে হইবে। গত বর্ষে আমার উন্নতি হয় নাই, সুতরাং এই বর্ষে হরিভজন ছাড়িয়া দেওয়াই সমীচীন, এইরূপ বিচার করিলে তমোরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

আমি অতীতের দিকে তাকাইব না, পূর্ব ইতিহাস আমার আলোচ্য নহে ; আমি কেবল বর্তমানের দিকে তাকাইব, যাহাতে নব-বর্ষের প্রত্যেক মুহূর্ত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যদ্বারা অযুক্ত হয়, প্রত্যেক মুহূর্তকে যাহাতে শ্রীশ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-প্রভুর মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবায় নিযুক্ত করিতে পারি,—এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প অভিনিবেশ, ধ্যান ও প্রতিজ্ঞা লইয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইব।

পূর্বে পূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিন-পঞ্জীতে এইরূপ আত্মনিবেদনের দৃঢ় সঙ্কল্প ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা দেখিতে পাইয়াছি। বিগত বর্ষে আমার যেসকল ত্রুটী-বিচ্যুতি হইয়াছে, আমার যেসকল পতন ও স্খলন হইয়াছে, আমার হৃদয়ে যেসকল দুর্বলতা ও কপটতা, অন্যাভিলাষ ও অসৎ-তৃষ্ণা আসিয়াছে, সেইগুলি পরিহার করিয়া এই মুহূর্ত হইতে আবার নূতন জীবন আরম্ভ করিব ; আর দুর্বল থাকিব না, আর অন্যাভিলাষী হইব না ; আর পরছিদ্রান্বেষণ করিব না ; প্রতি-মুহূর্তে আত্মপরীক্ষা করিব ; নিজের চিত্তশুদ্ধিটা মার্জন করিব ; লক্ষ লক্ষ সম্মার্জনী দ্বারা চিত্তের বহির্মুখতাকে শোধন করিব ; গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য করিব ; নিজের দেহ-সুখের দিকে তাকাইব না ; নিজের ভবিষ্যৎ কিছু চাহিব না ; যাহাতে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিবিধান করিতে পারি, সেইদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিব ; যাহাতে নির্মল ও খাঁটি হইতে পারি, তজ্জন্য বৈষ্ণবের কৃপা যাচ্ঞা করিব। বিগত বর্ষে যে-সকল অপরাধ করিয়াছি, "আর না রে পরাণ" বলিয়া তাহা হইতে পরিমুক্ত হইব ; যেসকল সন্দেহ ও সংশয় পোষণ করিয়াছি, অদ্য হইতেই সেইগুলিকে জলাঞ্জলি দিয়া "নিতাই চরণ-সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য"—এই বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিব ; অবসাদ, নিরুৎসাহিতা কুটীনাটীকে আর হৃদয়ে স্থান দিব না ; যাহাতে জীবনকে আনন্দ-মুখর করিতে পারি, চিত্তকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে পূজার শুভ কুসুমরূপে প্রস্ফুটিত করাইতে পারি, তজ্জন্য প্রতি-মুহূর্তে তাঁহাদের কৃপা যাচ্ঞা করিব।

গত বর্ষে অনুকূল-সঙ্কল্প হইতে অনেকবার চ্যুত হইয়াছি, অনেকবার স্খলিত হইয়াছি, এজন্য চিন্তা না করিয়া, নিরুৎসাহিত না হইয়া এই মুহূর্ত-হইতেই (আগামী কলোর জন্য রাখিয়া না দিয়া) গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাবলে বলী হইয়া আবার নবোৎসাহে তাঁহাদের সেবা-সৌভাগ্য বরণ করিয়া লইব—কিছুতেই তাঁহাদের পাদ পরিত্যাগ করিব না। আমার শত-শত দুর্বলতা তাঁহাদের বলবতী কৃপার-কটাক্ষে যে-কোন মুহূর্তে নিশ্চয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। আমি বিগত বর্ষে অনেক কপটতা করিয়াছি, এই মুহূর্ত হইতে আর কপটতা করিব না। বিগত বর্ষে যারে পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছি, এই মুহূর্ত হইতে আমি আমাকে সেই সকল কথা শুনাইব ; কিন্তু বাহ্যিক হইব না, কেবল তাঁহাদের কৃপার কাঙ্গালই থাকিব। আমার যত যোগ্যতা আছে বা যোগ্যতা নাই—এইরূপ বিচার করিয়া আমি বাহ্যিক বা সেবা-শিথিল কোনটীই হইব না। আমি কেবল শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপার কাঙ্গাল হইব। 'কৃপা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর।'

গত বর্ষে গুরুসেবাকে নিজের ভজন মনে না করিয়া হরিজনের কোন সন্ধান লাভ করিতে পারি নাই, এই মুহূর্ত হইতে সেই দুর্বুদ্ধি আর পোষণ করিব না। গত বর্ষে হরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবায় ঔদাসীন্য ও তাঁহাকে নিজের ভজনের পিপাসা বলিয়া প্রচার করিয়া যে আত্মবঞ্চনা করিয়াছি, এই মুহূর্ত হইতে সেইরূপ আত্মবঞ্চনার আর পশ্রিত হইব না। গত বর্ষে মনোধর্মে চালিত হইয়া যে-সকল ভাল-মন্দের বিচার করিয়াছি, এই মুহূর্ত হইতে তাহা আর না করিয়া কেবল অধোক্ষজ-বাক্যের ইঙ্গিতের জন্য আত্মনিবেদন করিবার কৃপা প্রার্থনা করিব।

গত বৎসর 'মাধুকরী-ভিক্ষা' অর্থে একমুষ্টি-তণ্ডুল-ভিক্ষা মনে করিয়া শ্রীনাম-প্রভুকে ও তদীয় সেবকগণকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টায় নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছি ; এই মুহূর্ত হইতে তাহা আর করিব না। নব-বর্ষের মঙ্গল-মুহূর্তে শ্রীআচার্য-বাণী স্মরণ করিয়াছি যে, 'মাধুকরী-ভিক্ষা' অর্থে সমস্ত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে নিবেদন। কেবল এক মুষ্টি তণ্ডুল বা একটী পয়সার 'মাধুকরী-ভিক্ষা' নহে, পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যাদিও 'মাধুকরী-ভিক্ষা' হইতে পারে। শুদ্ধ-জীবাত্মরূপ পুষ্পের সর্বস্বরূপ 'মধু' আহরণ করিয়া শ্রীবল-দেবের সেবায় নিয়োজনই—মাধুকরী-ভিক্ষা-আহরণ। পুষ্প মধু ও সৌরভ দান করে। মধু ও সৌরভই পুষ্পের সর্বস্ব। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর কৃপায় বৈষ্ণবস্মৃতিরূপ প্রতিষ্ঠা

ও সেবোন্মুখের দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করাই শুদ্ধ দাসের কর্ত্তব্য। ভোগাবেশে প্রতিষ্ঠাকে সম্বল শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার নিবেদনই মাধুকরী-আচরণ। 'মনুষ্যের দান' এই বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া একটী পরমার্থরূপে সৌভাগ্য-বান ব্যক্তির সর্ব্বস্ব-প্রদানের ছল প্রেরণা দান করিয়াছেন—এই বিচারে ভক্তের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায়—গৌরধাম, গৌরকাম ও গৌরনামের সেবায় অর্পণই যথার্থ—মাধুকরী ভিক্ষা-আচরণ। **একটির উপর দুইটি চাউলের দানা গ্রহণ করিলে তাহা আর মাধুকরী বলিয়া গণ্য হইবে না—এইরূপ বিচার পাষণ্ডতা;** তবে ভক্তিবিরোধীদের বর্ণাশ্রমের বিরোধী ও গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দক ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে না।

এই 'মাধুকরী-ভিক্ষা'র সুযোগ নিষ্কপট ব্যক্তির অধিকার আছে। কপট ত্রিদণ্ডি-বেশ ধারণ 'মাধুকরী ভিক্ষা' করিতে পারে না বলিয়া, সে নির্ব্বিশেষবাদী। বহুরূপী ভক্তচাই-লীলা প্রকট করিয়া প্রভুত 'মাধুকরী ভিক্ষা'র আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাস্তব ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিসুধাকর-প্রভু গৃহস্থের বেশে থাকিয়াও সর্ব্বস্ব-রূপ ভক্তিসুধা বা মধু ও সমস্ত প্রাণকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদ-পদ্মে অর্পণ করিয়া 'মাধুকরী ভিক্ষা'-আচরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

হে নব বর্ষ! তুমি সফল হও। শ্রীশ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর কৃপায় কাঙ্গাল হইয়া শ্রীশ্রীযোগমায়া-পুরের সেবা করিবার অধিকার প্রদান কর—নিজের আচরণকে ভগবদ্ভক্তিপ্রচারচ্ছলে প্রকাশ করিয়া প্রচার করিবার যোগ্যতা প্রদান কর—শ্রীহরিনামে রুচি দান কর—প্রণয়ে শ্রীরূপ প্রবল প্রবৃত্তি প্রদান করুন যেন শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ নামপরায়ণ হইতে পারি। শ্রীলাদিনী দেবীর আবরণে আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে চির আবৃত থাকিবার প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইতে পারি, যাহাতে নিষ্কপট শরণাগত হইতে পারি, শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেইরূপ কৃপা অনুক্ষণ বর্ষিত কর ও তাহা অনুভব ও সেবা করিবার শক্তি প্রদান কর। আবার বলি, নব বর্ষের প্রতি-মুহূর্ত্ত শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও তদীয় নিজ-জনগণের সেবায় অতিবাহিত হউক।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীভাগবত-জনানন্দমঠ। চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, জেলা মেদিনীপুর।
২৫শে চৈত্র, ১৩৪৬ সাল।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৪ই বৈশাখ, ২৭শে এপ্রিল শনিবার হইতে ১৬ই বৈশাখ ২৯শে এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের উদ্যোগে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে চিকলিয়া শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠে **শ্রীভাগবত জনানন্দ প্রভুর পঞ্চদশ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেক।**

বিশ্ব বিজয়ী-শ্রীগৌড়ীয় মিশনের **প্রচারকগণ** এই উৎসবে উষঃ কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ ভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়িনী বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ১৬ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল সোমবার সাধারণ মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।—ভগবান্ কৃপা করিয়া সর্ব্বান্তরে এই উৎসবে যোগদান করিলে মিশনের কর্তৃপক্ষের ও মঠসেবকগণের পরমানন্দের নিমিত্ত হয়।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস—

শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ (কার্য্যপরিচালক, গভর্ণিংবডি-গৌড়ীয় মিশন), শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (সম্পাদকপ্রচারসমিতি, গৌড়ীয় মিশন), শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন, মঠরক্ষক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাঞ্চরাত্রপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাভিজ্ঞ-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৩৮৭ ২০শে এপ্রিল, ১৯৪০ | ৩৭শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
কাল—সন্ধ্যা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ ইং

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোকবৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫৩-১৫৬)

জীবের ভাবনা আছে বলিয়া, সে ভ্রমণ করিতে পারে বদ্ধাবস্থায় জীব নানাস্থানে ভ্রমণশীল, কোন্‌টা কর্ত্তব্য ও কোন্‌টা অকর্ত্তব্য—এ সমস্ত বিচার করিয়া কখনও ভ্রমণশীল, আবার কখনও ভ্রমণত্যাগী হইতেছে। কেন ভ্রমণ করিতেছে, সে তাহা জানে না। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন-ভূমি কোথায়? উত্তর—ব্রহ্মাণ্ডে। সে কেন ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতেছে, তাহারও কারণ আছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণকারী জীবগণের মধ্যে যাঁহাদের শ্রেয়োলাভের বিচার প্রবল হইয়াছে, তাঁহারাই সৌভাগ্যবন্ত। যাঁহারা ভাগ্যহীন, তাঁহারা ভোগ

ও তাহাদের গুরু সংসারে ভ্রমণ করে। তাঁহাদের প্রেমোদ্গমের বিচার প্রবল হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা ভাগ্যবন্ত, তাঁহারা ভক্তিলতিকার গুরুই জগৎ ভ্রমণ করেন।

প্রশ্ন—ঐ ভক্তিলতা-বীজের Nursery কোথায় আছে?

উত্তর—তাহা ঐ শ্রীগুরুপাদপদ্মে।

প্রশ্ন—ঐ বীজ লাভ করিবার পর কি করিতে হইবে?

উত্তর—উহা রোপন করিতে হইবে, তুলিয়া রাখিতে নাই।

প্রশ্ন—বীজ সংগ্রহ করে কে?

উত্তর—মালী; মালী বীজ সংগ্রহ করিয়া পরে উহা রোপন করিয়া থাকে।

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥

ভক্তিলতা-বীজ হৃৎক্ষেত্রে রোপন করিতে হইবে। তদুপরি নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল সেচন করিতে হইবে।

প্রশ্ন—কোন বস্তুর শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে?

উত্তর—ভজনীয় বস্তুরই শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে। আবার তাঁহার শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন হইবে না। আগে শ্রবণ, তৎপরে কীর্ত্তন।

যাঁহার সেবা করিতে হইবে অর্থাৎ যিনি ভজনীয়, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নাই; ভজনীয় বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তিনি—ব্রহ্মাণ্ডাতীত। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কোনও বস্তুর সেবা করেন, তাঁহার দ্বারা সেই প্রাকৃত-বস্তুর সেবা হইল না, উহার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করা হইল। সুতরাং কোন বস্তুর ভজন করিলে প্রকৃত ভজন হয় না।

ব্রহ্মাণ্ডে ভজনীয় বস্তু পাওয়া যায় না বলিয়া ভক্তিলতা-বীজ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া যায়। শুধু ব্রহ্মাণ্ড নহে, বিরজা, ব্রহ্মলোকও ভেদ করিয়া ভক্তিলতার গতি।

চতুর্দ্দশ ভুবনের বহির্দ্দেশে চিন্ময় জলরাশি বিরজা আছেন। তথায় ত্রিগুণের কোনও আবিলতা নাই। 'রজঃ' শব্দে ধূলি বা পঙ্ক। বিগত হইয়াছে রজঃ যাঁহা হইতে, তিনিই 'বিরজা'—সে-স্থানে রজোগুণের কার্য্য নাই। ইহজগতে গুণত্রয়েরই প্রাধান্য রহিয়াছে। এ স্থানে কোনও গুণবিশেষের উপর আধিক্য হইলে তাহা অন্য গুণত্রয়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু বিরজায় ঐ কার্য্য নাই। চতুর্দ্দশ ভুবনের বাহিরে যে চিন্ময় জলরাশি, তাহাই বিরজা। বিরজার চিন্ময় ভবন জল। বিরজার পরপারে তেজোময় ভূমি—ব্রহ্মলোক; ব্রহ্মলোকে তারল্য-ধর্ম্মের অভাব, যেহেতু তথায় গুণত্রয়ের প্রবেশ নাই। বিরজা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা লাভ করায় নির্ব্বিশেষ ভাবযুক্তা। তথায় কোন ভজনীয় বস্তু নাই। ব্রহ্মলোকেও কোনও ভজনীয় বস্তু নাই। ব্রহ্মলোকই নির্ব্বিশেষ ধাম।

উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥

এ স্থলে 'পরব্যোম' বলিয়া একটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ব্যোম' শব্দের অর্থ আকাশ। জড়ব্যোম মায়িক বস্তু। আর পর—শ্রেষ্ঠ ব্যোম—বিষ্ণুধাম। এই ভূতাকাশ বা জড়াকাশ এক, দুই ও তিনের আয়তনবিশিষ্ট পদার্থকে স্থান দিতে পারে। কিন্তু তুরীয়, পঞ্চম বা তত্তোধিক মানের বস্তুকে স্থান দিতে পারে না। গুণাতীত তুরীয় বস্তু-সকলের স্থানই পরব্যোমে। গুণাতীত কথাগুলিও তুরীয়-স্থানেরই কথা। জড়াকাশ, ভূতাকাশ বা ইতরব্যোমটিই কুণ্ঠধর্ম্মযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধার। যাহা ইতরব্যোম বা ভূতাকাশ নহে, অথবা যাহা তদূর্দ্ধে অবস্থিত, তাহাই 'পরব্যোম' বা 'বৈকুণ্ঠ'।

প্রশ্ন—পরব্যোমের কি শক্তি আছে? তথায় কিরূপ ধর্ম্ম অবস্থান করে?

উত্তর—পরব্যোমে কেবল চেতনধর্ম্মই আছে। উহা—অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী। পরব্যোমে কোন জড়ধর্ম্ম থাকে না।

প্রশ্ন—পরব্যোমে কে থাকেন?

উত্তর—তথায় চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু—শ্রীনারায়ণ থাকেন। তিনি বিভু অর্থাৎ ব্যাপকতা-ধর্ম্মবিশিষ্ট। পরব্যোমে চতুর্ভুজ নারায়ণ ব্যাপকরূপে আছেন। ইতরব্যোমে বা জড়াকাশে যে বিষ্ণুর প্রবেশ বা অবস্থান, তাহা অন্তর্য্যামী-সূত্রে মাত্র।

পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ, গোলোক-বৃন্দাবনের নিম্নার্দ্ধ-বৃত্ত। ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা ইত্যাদি অতিক্রম করিলেও গোলোক sphereএর নিম্নার্দ্ধ পর্য্যন্ত আমাদের উত্তম দৃষ্টির অর্থাৎ বিচারের গোচর হয়, তদুপরি অংশ আমাদের উত্তম বিচারে বা দৃষ্টিতে আসে না। পরব্যোমে ভক্তিলতা যাইতে পারে। কিন্তু লতা পরব্যোমে সেব্যের সেবাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া আরও উর্দ্ধে যায়।

তহুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

পরিবর্ত্তমানা ভক্তিলতা বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করিয়া গোলোক-বৃন্দাবনে পৌঁছে।

প্রশ্ন—সে-স্থানে কি আছে?

উত্তর—কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ আছে, তাহাতেই ভক্তিলতা প্রেম আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্তিলতা কৃষ্ণপাদপদ্মের পূর্ণ সেবা লাভ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই তৃপ্ত হন না। শুদ্ধভক্ত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ, এমন কি, চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠেও গমন করিতে অভিলাষ করেন না। শ্রীভগবান্ তাঁহার শুদ্ধ ভক্তের সম্বন্ধে বলেন,—

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

ভক্তিলতা ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা লাভ করে।

এইসব শিক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে দিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা প্রচার করিতে যাইয়া শুদ্ধ ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা এই,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ইহজগতের লোক ভগবানের নাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-নাম লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণের সেবা যে-স্থানে হয় না, সে-স্থানে অন্যাভিলাষ থাকিবেই থাকিবে। ইহজগতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা নিজের ভোগ এবং জ্ঞান বা ত্যাগ—এই সকল কথাই আছে। কিন্তু এই সকল পরিহার করিয়া একমাত্র শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করিতে হইবে,—প্রতিকূল অনুশীলন করিতে হইবে না।

ভগবদ্বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সুতরাং তিনি ইহজগতের প্রাপ্যবস্তু নহেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াই এই সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

এতাদৃশমনীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তথাশ্রয়া॥

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

শ্রীধামের ধূলিকে সামান্য ধূলি মনে করিবেন না। শ্রীধামের রজঃকে যদি 'প্রাকৃত' বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমঙ্গল হইবে। আর অপ্রাকৃত বলিয়া জ্ঞান হইলেই মঙ্গল হইবে। শ্রীধামের ধূলি নামাশ্রয় দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের মলিনতা দূর হইবে। ইঁহারা সমস্তই চেতন, ইঁহারা সামান্য ধূলি বা মলিন বস্তু নহেন। আমাদের হৃদয় মলিন, সেই মলিনতা বিদূরিত হইলেই শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে উপলব্ধি হইবে। শ্রীধামের ধূলিকে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসীর অপ্রাকৃত পরমতঃ জ্ঞান করিয়া বরণ করিলে নিত্য কল্যাণ হইবে। শ্রীধামের এই সকল ধূলিকণা—যাহা শ্রীভগবানের চরণরজঃ স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃপায় আমাদের চেতনতা লাভ হইবে। আমরা যেন শ্রীধামের ধূলিকে প্রাকৃত-মলিন বস্তু-জ্ঞানে নাসিকায় বস্ত্রাচ্ছাদন না দেই। শ্রীধামের এই ধূলি সাধারণ ধূলি নহে। এঁরা সমস্তই চেতনময় ধূলিকণা। এই ধূলি দ্বারা আমাদের চেতন উদ্বুদ্ধ হইবে,—আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমাদের নিদ্রিত চেতন-বৃত্তিকে জাগাইতে হইবে। নিদ্রাকালে চৈতন্য বিলুপ্ত হয়; কিন্তু তৎকালে যে অভিজ্ঞতা-লাভ হয়, তাহা জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয় না। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে আমরা যে-সমস্ত ঘটনা দেখি, তাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা 'মিথ্যা'। নিদ্রাকালে দৃশ্য-জগতের জ্ঞানের বস্তু থাকে না। নিদ্রাকালে বা মনে মনে চিন্তাকালে বস্তুর অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় না। আমরা জাগ্রৎ অবস্থায় যে-সকল বৃক্ষলতা দেখিয়া থাকি, তাহাদিগের স্থূল অস্তিত্ব আছে। নিদ্রাকালে ঐ স্থূল বস্তুর অস্তিত্বও বুঝা যায় না। কিন্তু নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নকালে যে অভিজ্ঞান হয়, তাহা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা স্মৃতি-পথে জাগ্রত হয় মাত্র। সুষুপ্তি বা ঘোর নিদ্রার সময় নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও জানা যায় না। "সুখমহম্ স্বাপ্সম্—আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম"—এই কথা কে বলে? যাহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়াছে—যে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারই এই উক্তি। ইহার অর্থ এই প্রকার—আমার এই-রূপ নিদ্রা হইয়াছিল যে, আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। এদিকে দৃশ্য বস্তুর ক্রম-বিকাশ হইতেছে। নিদ্রায় আমার অস্তিত্ব আছে—কিন্তু দৃশ্যের অস্তিত্ব নাই। জাগর-কালে আমারও অস্তিত্ব আছে, আবার দৃশ্য বস্তুরও অস্তিত্ব আছে। জগতে অবস্থান-কালে জাগর-কালের এই যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অনুভব, তাহা অল্পক্ষণের জন্য। আমার জাগরাবস্থায়

'আমি, দৃশ্য ও দর্শন'—সকলই নিত্য। বস্তুসিদ্ধি-প্রাপ্তিতে আমার অস্তিত্ব নিত্য, দৃশ্য নিত্য ও দর্শনও নিত্য। নিদ্রাকালে জ্ঞানের বিপত্তি ঘটে। সুষুপ্তি, নিদ্রা (স্বপ্ন) ও জাগর,—এই তিনটী অবস্থায় বিচার মায়াবাদীরাও করে। মায়াবাদীর বিচারে জাগরকালে নির্বিশেষ অদ্বৈত চিন্মাত্র-উপলব্ধিই জ্ঞানসিদ্ধি। চিদ্রাজ্যে যে দৃষ্ট-দৃশ্য-বিচার, তাহা মায়াবাদীর কল্পিত নিদ্রা বা সুষুপ্তির অবস্থা নহে বা তাহা কোন গুণের বিকার নহে; তাহা—নির্গুণ ও নিত্যজ্ঞান-সুখময়ী অবস্থা। জাগরকালে দৃশ্য-জগতের অস্তিত্বেও অনিত্যত্বের উপলব্ধি হয়। আমাদের ইহজগতে অবস্থান-কালে যে ক্ষণিক জাগ্রদবস্থা, তাহাতেও বুদ্ধির দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা-হেতু আমাদের সকল বিষয়ের বিচার মোটেই ঠিক হয় না। আবার নিদ্রাকালে আমি দেখিতে পাই—আমি মরিয়া গিয়াছি, আমার শরীরটা লোকে পুড়িয়া ফেলিয়াছে। যখন আমরা স্বাধিষ্ঠানে অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকি—আমাদের বিকল্প দূর হইয়া স্বরূপের জ্ঞানোদয় হয় অর্থাৎ প্রকৃত জাগরণ হয়, তখন আমরা নষ্ট স্মৃতি পুনরায় লাভ করি, তখনই আত্মদর্শন-লাভ হয়। তখন এই জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমি দেখিতে পাই,—আমার নিত্য-স্বরূপ স্বধাম ও স্বনাম-রূপাদি। তখন স্পষ্ট উপলব্ধি হয়—আমি এইটি ছিলাম; এই আমার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল। কৃষ্ণকৃপায় ও নিজের শরণাগতি-ফলে জীবের স্বরূপসিদ্ধি হইলে তাহার অস্তিত্ব ও সকল কার্য্যই নিত্য ও নিত্য হয়। যখন আমি কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হই, তখন জগৎ স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। তখন নিত্য, চিত্র, রস-বিচিত্রতাময় অবিনাশি-জগতে অবস্থান এবং নিত্যের কৃষ্ণসেবা লাভ হয়।

সেই নিত্যলোকে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই তিনটী শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করি। সে-স্থানে আমাদের সম্পূর্ণ স্বভাবের কথা আছে। ভগবদ্ভক্ত ইহজগতে অবস্থান করিলেও সেই স্বভাবে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার নিত্য প্রকৃতি, নিত্য সেবা, নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ হইতেছে কিন্তু ইহজগতে জীবগণের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নাই। বিশ্বদর্শনটীই বিকৃত প্রাকৃত দর্শন। তাহাতে নিত্যত্বের ব্যাঘাত হইতেছে। এ স্থানে আনন্দের অভাব। নিরন্তরদুঃখ এখানে প্রবেশ করিতেছে। অনিত্য বস্তু যদি আমাদের সেব্য হয়, তাহা হইলে উহাই বস্তুর প্রাকৃত বিকার-দর্শন। উহাতে বাস্তব বস্তুর দর্শনের ব্যাঘাত হইতেছে। এই বিশ্বেও অনিত্য নব নব আনন্দ দেখা যাইতেছে। সেইজন্য এই বিশ্বকে 'imperfect' (অপূর্ণ) বলা হয়। বিশ্ব চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলন বলিয়া ইহাতেও অনিত্য সত্তা ও জ্ঞানাভাবের বিকৃত অবস্থান আছে। বিশ্বটা অবর-স্থান। এই বিশ্ব অজ্ঞান, বাধাযুক্ত ও অসম্পূর্ণ। এই স্থানে নিত্য নবনবায়মান আনন্দ ও উত্তরোত্তর আনন্দের বৃদ্ধি নাই। এ স্থানে বাস্তবিক কোন ভাল কথা নাই। এ স্থানে ভেদতা বা অবরতা আছে এবং দুঃখ বলিয়া একটা জিনিষ আছে। পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই অসম্পূর্ণতা আছে। যাঁহারা দৃশ্য পার্থিব-জ্ঞানে বিমূঢ়, তাঁহারা বরভূমির কথা বা পরজগতের ধর্ম্মের কথা কিছুমাত্র আলোচনা করেন নাই। বর, পর বা শ্রেষ্ঠস্থানের কথা আমাদের আলোচিত হয় নাই বলিয়াই বা তাহা আমরা জানি না বলিয়াই জগতের ক্ষুদ্র ও ও সঙ্কীর্ণ কথাকে আমরা বহুমানন করিতেছি। যে স্থানে বরধর্ম্ম বা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বিরাজমান, সেই স্থানের নিত্য বরধর্ম্মের সহিত জগতের অবর জড়-ধর্ম্মের যদি তুলনা করি, অথবা অবর ধর্ম্মকে যদি বর ধর্ম্মের উপর আরোপ করিতে যাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমঙ্গল হইবে। এই জগতে কিছুদিন কর্ম্ম-ফলে যদি সুখ আসিয়া উপস্থিত হইল; আবার তাহার পর যদি দুঃখ আসিয়া পড়িল। এই স্থানে আমাদের normal condition যদি কেবল অশান্তি হয়, তাহা হইলে ইহা আমাদিগের বাসযোগ্য স্থান নহে। পৃথিবী শান্তি-প্রিয় ব্যক্তির বাসস্থান নহে। অশান্তগণের জন্যই এই পৃথিবী। এ স্থানে নানা প্রকারের অশান্তি-প্রস্তাব, নানা প্রকার problem. এ স্থানে ভগবদ্বিমুখ-জীবের জন্য ভগবানের chastising rod রহিয়াছে। আমরা জড় সুখের আশায় খুব ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি ও স্বজন-বান্ধব সংগ্রহ করি। কিন্তু মহাজন বলেন,—'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।' এ জন্যই শাস্ত্রে পিঙ্গলা বেশ্যার উক্তি দেখা যায়—

"আশা হি পরমং দুঃখং,
নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।"

চিজ্জগৎ ও জড় জগতের বৈশিষ্ট্যের আলোচনার অভাবে আমাদের নির্ব্বিশেষ চিন্তার উদয় হয়। এ জগতের বেশ,

কাল, পাত্র ও নাম-রূপাদি অনিত্য বলিয়া সেই পরজগতেও অখণ্ড দেশ, কাল, পাত্র ও নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলার অস্তিত্ব নাই,—এরূপ কল্পনা করা মহা-মূঢ়তা-মাত্র। অপ্রাকৃত জগতের প্রেম-সুখই নিত্য। সে-স্থানে অসম্পূর্ণতা বলিয়া কোন কথা নাই। ভগবানের সেবায় নিরাশা বলিয়া কোন কথা নাই। ভগবানের সেবা করিলে এত সুখ উপস্থিত হয় যে, তাহার পরিমাণ ও গতিকে থামান যায় না। আমরা সেই অনিত্য সুখের জন্য এ হেন পাপ নাই—যাহা করি না; হেন কার্য্য নাই—যাহা অনুষ্ঠান করি না, তথাপি সেই সুখ পাই না: আমরা সামান্য সুখ লাভের জন্য কর্ম্মের বিপুল পরিশ্রম এবং মস্তিষ্কের ও মনের চিন্তা মহা আলোড়ন করিতেছি। জাগতিক সুখ—দুঃখেরই তাৎকালিক নিবৃত্তি-মাত্র। যে চতুর্ব্বর্গের জন্য আমরা প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত, তাহা ভগবৎসেবকের নিকট নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু মনে হয়। ভগবানের নিষ্কপট সেবা-ফলে যে শুদ্ধ স্বরূপ লাভ হয়, তাহা নিত্য।

প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কখনও তাঁহার প্রভুর আসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন না। ভগবদ্ভক্তের বিচার—'তিনি প্রভু, আমি দাস'; 'তিনি ভোক্তা, আমি ভোগ্য।' মায়াবাদীর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ও সুফী-সম্প্রদায়ের 'অনলহক্' অর্থাৎ 'আমি ভোক্তা'—এই সকল কুবিচারে কেবলই অসুবিধার কথা; এই সকল অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিচার। এইরূপ বিচারে কেবল যথেচ্ছাচারিতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে। এই প্রসঙ্গে হিতোপদেশের সেই নীলবর্ণ শৃগালের কথা মনে পড়িল। নীলবর্ণ শৃগাল কিন্তু শৃগালই; সে সিংহও নহে, ব্যাঘ্রও নহে। সে প্রাণের ভয়ে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া এক রজকের নীলবারিপূর্ণ বৃহৎ ভাণ্ডে পড়িয়া গিয়াছিল। শৃগালটী মনে করিল যে, এই যে তাহার অদ্ভুত বর্ণপ্রাপ্তি, ইহা দ্বারাই সে তাহার স্বভাবকে ঢাকিতে পারিবে। তখন সে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রেরিত ও বনরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিয়া নিজকে ঘোষণা করিল। তখন সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশুগণ ঐ নীচ-প্রাণীর বর্ণদ্বারা প্রতারিত হইয়া, তাহার ভয়ে ভীত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু পরে শৃগাল যখন তাহার স্বাভাবিক ধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন বনের শ্রেষ্ঠ জন্তুগণ লজ্জায় অধোবদন হইল এবং তাহার প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

অতএব দাসের পক্ষে প্রভুর সন্তোষ সাধিত হইবার চেষ্টা অপেক্ষা সেই নিত্য-প্রভুর অর্থাৎ ভগবানের সেবক হওয়ার বিচার থাকাই ভাল। 'আমি ভোক্তা', 'আমি গুরু'—এইরূপ বিচারে কেবল অমঙ্গলেরই কথা আছে। পূর্ব্বে সেবা করাই কর্ত্তব্য, খণ্ড বস্তুর সেবা করা কর্ত্তব্য নয়। প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণে ভগবান্ আছেন। সুতরাং 'জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।' আমি যদি ভগবানের সেবা করি, তাহা হইলে কোনও বস্তুকে ঘৃণা করিতে পারিব না। ভগবৎসেবাতেই জীবের চেতন-ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হয়।

জগৎ—আমাদের পরীক্ষার স্থান। এই যে ভাল-মন্দ নানাপ্রকারের বস্তু, এই যে বাবলা গাছের কাঁটা, ইহারা সমস্তই আমাদের পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছে: জীবের চেতনধর্ম্মে অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তিতে কোন দোষ প্রবেশ করিয়াছে কি না অর্থাৎ জীবের সেবা-বৈমুখ্য ঘটিয়াছে কি না, তাহাই দেখিতে হইবে; নিজের ও অপরের সেবা-বৈমুখ্যরূপ দোষের নিরাকরণের জন্য যত্ন করিতে হইবে। দোষকেও গুণ বলিয়া ধরিলে সেবার বাধা হইতে পারে না। ভগবান্ অসম্পূর্ণ বস্তু নহেন। আমি ভগবান্‌কে বঞ্চিত করিয়া নিজে সেবা বা ভোগ লাভ করিব—ইহা অসুরের কার্য্য। সেবা-বিমুখতারূপ মূঢ়তা থাকিলে কখনই সুবিধা হইবে না। জগৎ জগন্নাথ ভগবানের ভোগ্য ভূমি, জীবের ভোগ্যভূমি নয়। এই জগতের প্রত্যেক বস্তুরই যখন একজন মালিক থাকেন, তখন তাঁহার অনুমতি না লইয়া আমি কিছু ব্যবহার করিতে পারিব না। যদি মালিকের বস্তু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি বা নষ্ট করি, তাহা হইলে দণ্ড পাইতে হইবে। মালিক যদি অনেক থাকেন, তাহা হইলে অনেকের অনুমতি লইতে হইবে। অনেক মালিকের অস্তিত্ব-স্বীকারের মূলে ফাঁকি দেওয়ার বিচারটাই নিহিত রহিয়াছে। 'কেহ মালিক নাই'—এই মনে করিয়া যদি দ্রব্যগুলি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করি, তাহা হইলেও মালিক আমাকে ছাড়িবেন না। সকল জিনিষেরই মালিক একমাত্র ভগবান্। জিনিষগুলি আমার নিকট গচ্ছিত আছে মাত্র। I am a humble custodian of the Great Proprietor. সুতরাং ভগবানের জিনিষগুলি আমাকে ভগবানের সেবার জন্যই রাখিতে হইবে, অপর কার্য্যের জন্য নহে। ভগবানের

বস্তু ভগবানের সেবায় অর্পণ না করিলে আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া অসুবিধা বরণ করিলাম।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

(ঈশোপনিষৎ)

If the Master thinks it proper that I should accept some portion as His Grace,, then I should do that. If the proprietor is denied the privilege of a particular thing, I am not then serving Him. Just as, when the master of the house takes his share the rest is distributed among others, similarly this world belongs to my Eternal Master. I should first offer my things to my Master, then I shall humbly accept the share alloted for me as Mahaprasad. So I must offer every thing to Him first of all and then accept most humbly as His Grace whatever I require for His service. The best of the devotees think that whatever is given by Him is the only thing which they should accept by doing justice to that as a bit of Grace coming down from God. The grossness of the things need not be considered when once offered and sent down as Grace by God.

'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।' ভূতোদ্বেগ দেওয়া বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নয়। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই অভিমান না থাকিলে প্রভুত্ব আসিবেই এবং প্রভুত্ব-কামনা হইতেই কৃত্রিমত্যাগবৃত্তি আসিবে।

আমাদের ন্যায় ভগবানের প্রাকৃত মন ও চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি নাই। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই আছে, তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, দ্রষ্টা ও ভোক্তা। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তের আচার্য্য। তিনি ভক্তিসদাচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দ্বারা জগতে ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করাইয়াছেন। জগতে ভক্তিসিদ্ধান্ত ব্যতীত যে-সকল কার্য্য দেখা যায়, তাহা শুদ্ধভক্তি-বিরোধী; তাহাতেই জীবের সমূহ অসুবিধা ঘটিয়াছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু নিত্যকাল গুরু বা আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি নিত্যকাল সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথা বলেন। তিনিই সম্বন্ধতত্ত্বাচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসপ্রকাশলীলার পর শ্রীবৃন্দাবনে গমনকালে সপার্ষদ শ্রীরামকেলি-গ্রামে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীরূপ-সনাতন তাঁহার পাদপদ্মে দৈন্য, আর্ত্তি ও নিবেদন জানাইয়া শরণাগত হইয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য উন্মত্ত। অনেকেই গৃহ-বিত্ত ছাড়িয়াও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণে উদ্যত হইয়াছিলেন। রামকেলির নিকটেই প্রবল মুসলমান নৃপতির রাজধানী গৌড়নগর অবস্থিত ছিল। সন্ন্যাসী বেষধারী হইলেও মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগণিত লোক অনুসরণ করিতেছে দেখিয়া মহাপ্রভুর অভিনব্য ব্যক্তিত্ব ও ঐশ্বর্য্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে গৌড়ের বাদশাহের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন—'শ্রীচৈতন্যদেব বুঝি তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্য আসিয়াছেন!' তিনি আরও ভাবিলেন—রাজ্যের প্রজা ও কর্ম্মচারীরা আমার অধীন হইলেও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্ব্বত্র ছাড়িয়া থাকিতে চায় না। আর যে ব্যক্তি সাধারণ লোককে খাওয়া-পরা কিছুই দেয় না, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যখন এত লোক ছুটিয়াছে তখন তিনি নিশ্চয়ই আমা অপেক্ষা বলবান্! অতএব সন্ন্যাসী হইলেও ইহা হইতে ভয় পাওয়ার কারণ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কিন্তু বাদশাহের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে পরম ধনে ধনী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহের হৃদয়ে উহার বিপরীত বিচার হইয়াছিল। আবার বাদশাহের মনে এই ভয়ও হইয়াছিল যে, শ্রীগৌরহরি দুই চারি দিন এইখানে থাকিলেই তাঁহার পরমসহায় রূপ-সনাতনকে আত্মসাৎ করিবেন। যদিও বুদ্ধিমান্ বাদশাহ মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য শুনিয়া ও জানিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—

বিনা দানে এত লোক যাঁ'র পাছে হয়।
সেই ত' গোসাঞি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
রাজা কহে শুন, মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহা নাহিক সংশয়॥

(চৈঃ চঃ ম ১।১৬৯,১৮০

বুদ্ধিতে বৃহস্পতি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যাদৃশাদের ভাল বিচারও যে পরমুহূর্তেই মন্দ হইতে পারে, তাহাতে কোনও নিশ্চয়তা নাই, এরূপ বুঝিয়া এবং পাছে শ্রীগৌরসুন্দরের বৃন্দাবন-গমনে সে বাধা জন্মায়, সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ইঙ্গিতে বলিলেন,—

যাহা সঙ্গে চলে, এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী ॥
(চৈঃ চঃ ম ১৭।২৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অনেক অনধিকারী ব্যক্তিও বৃন্দাবন যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল—মহাপ্রভু বুঝি, কিছু সুফল দেখাইবেন? কিন্তু অনধিকারী বহির্জীবগণ কেহই বৃন্দাবনে যাইবার যোগ্য নয়। তবে বৃন্দাবনে যাইবেন কাহারা? উঃ—যাহাদের শুদ্ধ বিচার হইয়াছে।

অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥
(চৈঃ চঃ ম ১৩।১৩৭)

যাহাদের সর্ব্বক্ষণ ভগবানের ভজনের প্রবল-প্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে, তাহাদেরই বৃন্দাবনে যাওয়ার অধিকার। মূর্খ বহির্মুখ লোকদের—যাহাদের কেবল খাওয়া-পরা-থাকার বিচার, তাহাদের অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে যাওয়ার অধিকার নাই। অন্য দেশে যেরূপ আহার-নিদ্রাদি প্রাকৃত ব্যাপার রহিয়াছে, শ্রীবৃন্দাবন সেইরূপ প্রাকৃত ভোগ বা ত্যাগ করিবার স্থান নহে। শ্রীবৃন্দাবনভূমি—বিষয়বিমুক্ত কৃষ্ণানুরাগী জনগণের নিত্য ভজন-স্থান। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাওয়ার কালে সমস্ত বাজে লোকগুলিকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি একাকী বৃন্দাবনে যাইবার বিচার করিলেন।

শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী বা শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য ধানযোগে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পুষ্পময় গমনপথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী 'কানাই নাটশালা' পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তৎপর তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া ধ্যান-ভঙ্গ হইলে শ্রীনৃসিংহানন্দ কহিলেন—"এবার মহাপ্রভু কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত যাইবেন, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না।" শ্রীল নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর গমনপথ কিরূপ উত্তমভাবে সজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকগণ অবগত আছেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের বেলায় "বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী" বলিলেও নিজের অন্তরে স্থির করিলেন যে, যে-কোন প্রকারে বৃন্দাবনে যাওয়াই প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা-শক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভু এই আদর্শ স্থাপন করিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার কৃপা-শক্তি লাভ করিলে তবে বৃন্দাবনে যাওয়ার বা থাকার অধিকার হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পশ্চিমদেশে তাঁহার কথা প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীরূপ প্রভু ও শ্রীসনাতন প্রভু এই দুই সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল রূপ-সনাতন গৌড়ীয় মূঢ় ও ভক্তি-সদাচারহীন পশ্চিমদেশবাসিগণকে ভক্তি ও সদাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভক্তিই সদাচার। তাঁহারা উভয়েই শুদ্ধ কৃষ্ণভজন এবং সাধুর আচার শিক্ষা দিয়াছিলেন অভক্তিই অসদাচার ও মূঢ়তা। তাই শ্রীরূপ-সনাতনের সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার ॥

অনাচার বিবিধ অর্থাৎ অসৎসঙ্গকারী বা সাধুসঙ্গে ভজনরূপ সদাচার-বিহীন এবং মূঢ় অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি কম—যাহারা পরমার্থের সন্ধান করে না, যাহারা পারমার্থিক-প্রদর্শনীর শিক্ষা গ্রহণ করা অপেক্ষা গঙ্গা-স্নানে পুণ্যসংগ্রহ করাকে অধিক ভাল কাজ মনে করে। পশ্চিমদেশের কেহ কেহ এক ঘটি জলের দ্বারা সকলপ্রকার কাধা সমাধান ও একটী বস্ত্র জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অধৌত অবস্থায় চিরজীবন পরিয়া থাকেন। উহারা অধিকাংশই বুভুক্ষু ফলভোগকামী কর্ম্মকাণ্ডী ও মুমুক্ষু শুষ্ক-ত্যাগবৈরাগী হইয়া ব্রহ্ম বা পরমাত্মসাযুজ্যের অনুসন্ধান-রূপ জ্ঞানাদির দ্বারা আচ্ছন্ন। আমরা সেই শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন প্রভুকে তাঁহাদের প্রেষ্ঠ শ্রীল রঘুনাথের ভাষায় প্রণাম করি—

আদদানতৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥
বৈরাগ্যযুগভক্তিরসং প্রবেষ্টুমপায়েন যামনতীক্ষ্ণমহম্।
কৃপাম্বুধিভ্যঃ পরতঃস্বয়ংভ্যো সনাতনভ্যাং প্রভুবাভ্যামি ॥

দেহারামতা

সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ লোকে 'কামে'র যে সংকীর্ণ অর্থ করিয়া থাকে, তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষাভিমানীর ভোগ্য-ভোক্তৃ-সম্বন্ধগত সম্ভোগ-প্রবৃত্তি উদিত হয়; কিন্তু 'কামে'র ব্যাপ্তি আরও অনেক ব্যাপক। সেই ব্যাপক অর্থে কৃষ্ণেতর কামনা বা অভিনিবেশকেই 'কাম' বলা যায়। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কামনা বদ্ধজীবমাত্রের নৈসর্গিক ধর্ম। এই নিম্ন বহুরূপে তাহার বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। দেহারামতা সেই কামেরই প্রকারভেদ। কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইয়া আমরা বিভিন্ন যোনি-ভ্রমণ-কালে দেহারামী কামী হইয়া পড়িয়াছি। মাতৃগর্ভে থাকা-কালেও অজ্ঞানাবস্থায় দেহের আরাম অনুসন্ধান করি, ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র সঙ্কল্প দেহের আরামেরই অন্বেষণ করিয়া থাকি। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়কালে ও বৃদ্ধকালে, সুস্থ ও অসুস্থাবস্থায়, জাগরণে ও নিদ্রায়, অজ্ঞানাবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় সকল সময়ই দেহের আরাম খুঁজিয়া বেড়াই। এই দেহারামতার জন্যই গৃহারামতার আবশ্যক হয়। ভোগ, আলস্য, ঔদাসীন্য, নিজনপ্রিয়তা, স্বজন বা জনপ্রিয়তা, বদ্ধজীবের সকল কর্মই দেহারামতারূপ কাম হইতে প্রসারিত হয়। দেহারামতা হইতে মনের নানাপ্রকার খেয়ালেরও উৎপত্তি হয়। 'এই জিনিষটি আমার ভাল লাগে, ইহা ভাল লাগে না, এই স্থান ভাল লাগে, সেই স্থান ভাল লাগে না',—এইরূপ লক্ষ লক্ষ 'ভাল-লাগালাগি' বা 'ভাল-না-লাগালাগি' দেহারামপ্রিয়তারূপ কাম হইতেই উদ্ভূত হয়। দেহারামতা এইরূপ জাড্য আনিয়া দেয় যে, কিছুতেই তাহা একদেয়ে জীবনের গতিকে, গৃহারামতাকে ভাঙ্গিতে দেয় না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের মঙ্গলময় উপদেশ তিক্ত বোধ হয়, তাঁহাদিগকে বন্ধুর পরিবর্তে 'শত্রু' মনে হয়; তাঁহাদের বিচারকে ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া করিতে হয়।

দেহারামতা চেতন-রাজ্যের উপদেশ-সমূহকে কিছুতেই কর্ণে প্রবেশ করিতে দেয় না, ঠাটাইয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করে। দেহারামতা জীবকে চেতনা-বিজলি-সঞ্চারের বা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বর্গের শক্তি-সঞ্চারের পক্ষে নিজের দেহকে একটী non-conductor প্রস্তরের মত stumbling block করিয়া রাখে। কিছুতেই, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের শক্তি-সঞ্চার বরণ করিব না, কিছুতেই আমার তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিতে দিব না,—এইরূপ এক ভীষণ জড়তা, দেহারামপ্রিয়তারূপ কাম বদ্ধজীবের হৃদয়ে আনিয়া দেয়। যে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের বাণী পালন করিলে মুহূর্ত অপেক্ষাও অনেক অল্প সময়ের মধ্যে অনর্থনির্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইতে পারে, সেইরূপ পরমপ্রয়োজন-প্রাপ্তিকেও দেহারামতার ভাড়া নির্ব্বাসিত করিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয় না।

গৃহব্রতধর্ম্মের মূল কারণই—'দেহারামপ্রিয়তা'। দেহের আরামের জন্যই আমরা গৃহ রচনা করিয়া থাকি, দেহের আরামের জন্যই আমরা মাতা, পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদির আশ্রয় অনুসন্ধান করি; দেহের আরামের জন্যই আমরা 'আমি না দেখিলে তাহাদিগকে কে দেখিবে?', 'আমি রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে',—এইরূপ শত-শত কল্পনা করিয়া থাকি। দেহারামতার জন্যই আমরা 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ' কৃষ্ণই রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস করিতে পারি না; কৃষ্ণকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিতে পারি না; দেহারামতার জন্যই অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প করিতে পারি না, প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করিতে পারি না। অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প করিলে পাছে দেহারামতার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, 'গৌরাঙ্গবিরোধীজনের মুখ না হেরিব'; 'গৌরাঙ্গ-বিরোধী নিজ-জনে জানি পর'; 'ন যে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধু-নিচয়া, হরৌ ভক্তে ভক্তৌ ন খলু যদি তেষাং সুখমতা। অভক্তানামগ্রপ্রথমমপি' দোষো বিষয়িণাং, কথং তেষাং সঙ্গাৎ হরিজনসিদ্ধির্ভবতি মে'—প্রতিকূল-বর্জ্জনের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সকল বাণী দেহারামতা ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়েই পালন করিতে পারি না। দেহারামতার জন্যই কপট হইয়া পড়ি, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চাহি, সমন্বয়বাদী হই ও নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ি। দেহারামতার বৃদ্ধির জন্যই কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার ভিখারী হই।

কনকের কি প্রয়োজন ? তাহা আমার দেহকে রক্ষা করিবে —দেহের আরাম দান করিবে। কামিনীর কি প্রয়োজন ? তাহা আমার দেহের আরাম-প্রিয়তার প্রশ্রয় প্রদান করিবে। প্রতিষ্ঠারই বা কি প্রয়োজন ? তাহা আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের আরামের পরিপোষকতা করিবে। লোকে আমাকে প্রশংসা করিলে আমার মন প্রফুল্ল হয়, নিন্দা বা তিরস্কার করিলে মনে দুঃখ হয়। এই যে সূক্ষ্মদেহের আরামপ্রিয়তা—ইহাই প্রতিষ্ঠাশার জননী। দেহারামতা আমাকে সাধুসঙ্গে গুরুগৃহে থাকিতে দেয় না ; দেহারামতা আমাকে ঘড়ি ধরিয়া সাধুর কথা শুনিবার (?) দুর্বুদ্ধি প্রদান করে। শুনা যায়, পাশ্চাত্যদেশে যুব বেশী হইলে ৪৫ মিনিটের অধিক সময় কেহ ধর্ম্মের কথা শুনিতে পারে না ; তাহাও এক বক্তার মুখে নহে, যদি ভিন্ন ভিন্ন বক্তার মুখ হইতে চাট্‌নি পাওয়া যায়, তবে সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ (?) শ্রবণ করিবার ধৈর্য্য অবলম্বন করা যায়। এই-সকলই দেহারামপ্রিয়তার নিদর্শন। গুরুগৃহে বাস বা মঠবাস করিলে, কিংবা কোন দায়িত্বপূর্ণ সেবা-কার্য্য স্কন্ধে গ্রহণ করিলে দেহারামতারূপ কাবের ব্যাঘাত হয়। এজন্যই আমরা সাধুসঙ্গে বাস ও দায়িত্বপূর্ণ সেবা গ্রহণ করিতে পারি না। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু এই প্রকার দেহারামী ও গৃহারামী গৃহব্রতগণ যখন তাঁহাদের অবসর ও সুযোগমত মঠের সেবা (?) বা হরিকথা শুনিবার (?) ব্যপদেশে মঠে বেড়াইতে আসিতেন, তখন তাঁহাদিগকে মঠের guest বা 'অতিথি' বলিয়া আখ্যা দিতেন অর্থাৎ ইহারা মঠের নিত্য-সেবক নহেন, মঠকে 'গৃহ' করেন নাই, শ্রীসর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কর্ষণ-কার্য্যের জোয়ালটী স্কন্ধে গ্রহণ করেন নাই, মঠ বা গুরুসেবার সহিত নিজের সত্তাকে ঐকতানে গ্রথিত করেন নাই ; গৃহই ইহাদের নিত্য কেন্দ্র, মঠ একটি বেড়াইবার স্থান—আরাম-ভবন বা শান্তি-ভবন। ইহারা বাহিরের লোকের মত মঠে আসেন ও কিছু 'কর্ম্ম' না করিলে ভাল দেখায় না বলিয়া চক্ষু-লজ্জায় কিছু 'কর্ম্ম' করিয়া যান, সেবার জন্য সেবা করেন না। 'আমাদের এতগুলি মঠ-মন্দির আছে, এতগুলি আর্ষেন-পালব আছে, এতগুলি তীর্থস্থান ও আত্মা-নিবাসে গৃহ-অট্টালিকা-মন্দিরাদি আছে,'—এইরূপ গর্ব্ব করিবার জন্য ও প্রয়োজনানুসারে তাহা হইতে স্ব-স্ব সুখ-সুবিধা লাভ-পূজা আহরণ করিবার জন্য কেহ কেহ মঠের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন, মঠে বেড়াইতে আসেন, দুই চারিটি কার্য্য করিয়া দিয়া কিংবা মাসিক বা বাৎসরিক কিছু চাঁদা, বা এককালীন কিছু দান, কিংবা কিছু সময়ের জন্য কিছুটা কার্য্য-তৎপরতা দেখাইয়া return-ticketএ গৃহলক্ষ্মীর অঞ্চলে নিত্য-আবদ্ধ চিত্ত ও দেহকে লইয়া পুনরায় স্ব-স্থানে (?) প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বলিতেন যে এই সকল ব্যক্তি গুরুসেবার জন্য কখনও আত্মবলিদান করিবেন না ; কারণ, তাঁহারা দেহারামতার নিকট নিজ-সত্তাকে বলিদান করিয়াছেন। আমি শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া চটিয়া যাই,—ইহাও আমার দেহারামতারই আর একটি লক্ষণ। সার্ব্বকালিক শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবক না হইতে পারিবার জন্য অন্য কোন কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে না,—একমাত্র দেহারামপ্রিয়তা ছাড়া। আমরা অনেকেই অনেক কৈফিয়ৎ দিয়া থাকি বটে। কেহ বলি, যদি আমার কিছু অর্থের সংস্থান থাকিত, যদি আমি সরকারী পেন্সন্ পাইতাম, যদি আমার পত্নীবিয়োগ হইত, কিংবা যদি আমার পুত্রাদি না থাকিত, অথবা যদি আমার সংসার দেখিবার মত অন্য লোক থাকিত, আমার দেহটি সুস্থ থাকিত, যদি আমার যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকিত,' তাহা হইলে আমি সার্ব্বকালিক গুরুসেবক হইতাম। এই সকল কৈফিয়তের মূলে দেহারামতা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই কৈফিয়তগুলিকে বড়ই প্রত্যক্ষ সত্য মনে করি বা অপরকে বিশ্বাস করাইতে চাই, **ইহাদের মূলে আছে একমাত্র সত্য—দেহারামপ্রিয়তা ;** আর বাকীগুলি সকলই আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা। কোন কোন সময় বলিয়া থাকি ও চিন্তা করি,—যাহারা সার্ব্বকালিক সেবকের অভিনয় করিয়াছিল, যাহারা সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারী সেবক বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তাহারা যে এখন সার্ব্বকালিক হরি-গুরু বৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছে, কেহ বা গুরুসেবার দীক্ষা পরিত্যাগ করিয়া "পুনর্ম্মূষিকো ভব" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সার্ব্বকালিক প্রাকৃত-সহজিয়া বা নাস্তিক পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। আমার এই সকল দর্শন, বিচার ও ভাবনার মূলেও আছে,—দেহারামপ্রিয়তা। আমি দেহের আরাম অনুসন্ধান করি বলিয়াই বিভীষিকা দেখিয়া ভয় করি, আমাকেও অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে পাতিত করিতে চাহি। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু এইরূপ আদর্শ প্রদর্শন

করেন নাই। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে দেখিয়াছি,—শ্রীলপ্রভুপাদ যেখানে যত জাগতিক অসম্ভব, সেখানে আরও ততটা তথা-কথিত অসম্ভবের মাত্রা বাড়াইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার দেহারামতাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতধর্ম্ম-যাজনকালে পতনের ভয়ের বিভীষিকা দেখিয়া বৈকুণ্ঠের পথের যাত্রা স্থগিত করিবার কোন কারণ নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথের যাত্রা যে-কোন মুহূর্ত্তে স্থগিত করিলে তদ্দ্বারা অসুবিধা না হইতে পারে; কিন্তু ভাগবতধর্ম্মপথের যাত্রা চক্ষু মেলিয়াই হউক, আর, বুজিয়াই হউক, একবার আরম্ভ করিয়া দিলে কোনদিনই তাহার বিনাশ নাই। অপরের পতনের ইতিহাস আমার দেহারামতাকে ভাঙ্গিয়া দিলেই মঙ্গল, আমার দেহারামতা ও গৃহারামতাকে বাড়াইয়া দিলে মঙ্গলকর নহে। অপরের পতন দেখিয়া আমরা সতর্ক হইব, যাহাতে শুদ্ধ-বৈষ্ণববিদ্বেষী না হই, নির্ব্বিশেষবাদী পাষণ্ড না হই; কিন্তু **অপরের পতন দেখিয়া 'আমি দেহারামী, গৃহারামী হইব'—এইরূপ বিচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্ম-হত্যাকারক।** সাম্প্রদায়িক হরিসেবকাভিমানী ব্যক্তিগণ মঠবাসের অভিনয় করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাহার প্রতিষেধকল্পে আমি সর্ব্বক্ষণ গৃহারামী হইব,—এইরূপ বিচার যুক্তি ও বাস্তবতা কোনটির দ্বারাই সমর্থিত হয় না। কেবল ইহা আমার গৃহারামপ্রিয়তার অত্যুৎকট পিপাসাকে সমর্থন করিবার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ট্রেণে বা মোটরে চড়িলে যে-কোনও মুহূর্ত্তে সংঘর্ষ বা নানা বিপদ্ হইতে পারে, রাজপথ দিয়া চলিলে প্রায়ই মোটর-চাপা বা নানা-বিপদের মধ্যে পতিত হইবার দৃষ্টান্ত অনুক্ষণ দৃষ্ট হয়, এইরূপ শত শত উদাহরণ দেখিয়াও কি আমরা ট্রেণ বা মোটরে চড়িতে কিংবা অর্থাদি অর্জ্জনের জন্য নানা স্থানে চলাফেরা করিতে ক্ষান্ত হই? ক্ষান্ত না হইবার কারণ;—তাহাতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ দেহারামতা আছে; কিন্তু হরিসেবাতে দেহারামতার কোন সুযোগ নাই বলিয়া আমরা অপরের পতনের ইতিহাস বা বিপদের বিভীষিকার নজির দেখাইয়া গৃহারামতাকেই সারাৎসার করিবার জন্য উদ্যত হই।

অনেক সময় যে আমাদের মুখে গৃহারামতার নিন্দা শ্রুত হয়, তাহাও গৃহারামতার বিষদন্তের তাপে তপ্ত হৃদয়ের শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায় মনোধর্ম্মবিশেষ। আমরা নির্ব্বিঘ্নে গৃহারামতা ভোগ করিতে পারিতেছি না,—এই আক্ষেপ করিয়াই গৃহারামতার নিন্দা করিয়া থাকি এবং ঐরূপ নিন্দা বা বৈরাগ্যের মধ্যে যে কপটতা আছে, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধরা পড়িয়া যায়, অর্থাৎ আমরা পরমুহূর্ত্তেই দেহারামতাকে নানা আকারে অনুসন্ধান করিয়া থাকি।

অনেক সময় অনেক কথাই বিচার-যুক্তির দ্বারা বুঝি এবং বিচারের কক্ষায় ও ভাষার আস্ফালনেই মাত্র ঐগুলিকে সাজাইয়া রাখিতে চাই; সেখানেও গৃহারামতাই আমাকে আমার মঙ্গলকর বিষয়গুলিকে কার্য্যে অর্থাৎ আচরণে পরিণত করিতে দেয় না।

টেবিল-চাপড়াইয়া দুই চারিটি কথা বলিয়া যাওয়া বা দুই দশ পাতা লিখিয়া যাওয়া, বিচার-যুক্তির দ্বারা মাত্র কোন বিষয় স্থাপন করা কিংবা লোক-সভায় বা মঞ্চে বৈষ্ণব-সাজা, অথচ কার্য্যে, নিজ-আচরণের মধ্যে তাহা প্রতিপালন না করা বা করিতে না পারা, গৃহারামতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত সহজিয়ামাত্রেই এইরূপ গৃহারামী। তাহারা লম্বা-চওড়া কথা বলে, ভাগবত-পাঠের (?) অভিনয় করিয়া লোক ভুলাইতে পারে, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া লোকের করতালি কুড়াইতে পারে, কিন্তু গৃহারামতা ছাড়িতে বলিলেই আকুপাকু ভাব দেখাইয়া বলিয়া থাকে,—'আমার কি সেইরূপ ভাগ্য হইবে?' অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছে—দেহারামতা ও গৃহারামতাকে কিছুতেই ছাড়িবে না। ঐরূপ উক্তি কেবল কোনরূপে বৈষ্ণবগণের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য একটি 'বুলি' বা কৌশল-বিশেষ।

একথা সত্য যে, গায়ের জোরে কেহ দেহারামতা ও গৃহারামতা পরিত্যাগ করিতে পারে না, গায়ের জোরেও কেহ শরণাগত হইতে পারে না। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত অন্য উপায় কিছুই নাই। সেই কৃপা তাঁহাদের প্রতি নিষ্কপট সেবোন্মুখতার দ্বারাই লাভ হয়। 'কৃপা' 'কৃপা' শব্দ কেবল মুখে আবৃত্তি করিয়া কাযতঃ দেহারামী হইয়া বসিয়া থাকিবার সঙ্গেও আর একপ্রকার প্রচ্ছন্ন দেহারামপ্রিয়তার প্রবৃত্তিবিশেষ। নিষ্কপটে হৃদয়ের সমগ্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে নিজের দুঃখের কথা জানাইতে হইবে। দেহারামতারূপ কাম বা বিষয় হইতে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌর-

কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন। তিনি—বলদেব; তাঁহার বল না পাইলে অতি ক্ষুদ্র জীবের আর কোনই বল, ভরসা নাই, পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রাপ্ত হইলে পঞ্চভূতের নির্ম্মিত দেহের আরামপ্রিয়তা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইলেই হ্লাদিনীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা হয়। তখনই "কৃষ্ণসেবা কামার্পণে", বা 'কামক দাস্তে নহু কামকাম্যায়া' এই বৃত্তিটি স্বাভাবিক হয়। কপটতা করিয়া, অনুকরণ করিয়া, কিংবা লোক দেখাইবার জন্য অভিনয় করিয়া দেহারামতা পরিত্যাগ করিবার প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের চেষ্টা করিলে, অথবা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অন্তরে দেহারামী থাকিবার দৃঢ় সম্বল লইয়া হিমালয়ের ন্যায় নিশ্চল ও স্থবির হইয়া বসিয়া থাকিলে কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। অকপট আর্ত্তি হইতে উত্থিত অশ্রু ধারায় গৃহারামপ্রিয়তার পঙ্ককে বিধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় একমুহূর্ত্তে ভজনের পথের এই প্রবল প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর লিখিত ছিন্নপত্র হইতে একটি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন :—সম্বন্ধ না হ'লে কি করে' সেবা হয়?

উত্তর :—কাণের দ্বারা শ্রীগুরুসেবা, সাধুসেবা হয়। শ্রীকৃষ্ণ শব্দ-রূপে সেবা গ্রহণ করেন। শ্রীগুরুমুখে শ্রীকৃষ্ণ শব্দরূপে আমার সেবা গ্রহণ করেন। আমি শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভিন্ন আর কিছুই করিব না,—এই উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয় অর্থাৎ 'কৃষ্ণ! আমি তোমার'—এই কথা বলিতে হয়। শ্রীগুরুদেব তখন আমাকে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করেন। আমি যে সেবাই করি না কেন, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে—শ্রীগুরুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ দ্বারা কৃষ্ণের সহিত সেবা-সম্বন্ধ লাভ করা। এই সম্বন্ধ লাভ হইলে কৃষ্ণ আমার মুখে শব্দরূপে উদিত হইয়া আমার সেবা গ্রহণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণনাম একবার এইরূপভাবে আমার জিহ্বায় উদিত হইলে আমার সকল অজ্ঞান দূর হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় ঐকান্তিকী মতি হইবে। তখন কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হইবে। সকল কার্য্য ও চিন্তার মধ্যে শ্রীগুরুমুখে যে কথা শুনিয়াছি, তাহাই স্মরণ হইবে। আমি কেন রান্না করিতেছি? কেন প্রসাদসেবা করিতেছি? কেন নিদ্রা যাইব? প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া কেন শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে চিন্তা করিব? তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপভাবে চিন্তা করি?—এই সব প্রশ্ন সর্ব্বদা মনে হইবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার ভাল উত্তর না পাওয়া যায়, ততক্ষণ চিন্তা প্রবল থাকিবে। বক্তৃতা, পাঠ, কীর্ত্তন-শ্রবণের সময়েও এই সব চিন্তাই মনে উদয় হইবে। শ্রীগুরুদেবের নিকট যাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে, তাঁহার শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য। তিনি যখনই কোন কথা বলিতেছেন, তখনই শত কার্য্যের মধ্যেও মন তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইবে। নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণকথা……। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার কত সেবা-কার্য্য। আমার মত কীটাধমের জন্য তিনি কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। সেজন্য তাঁহার ভজনের অবকাশ সময়ে তিনি যদি কৃপা করিয়া আমাকে কৃষ্ণকথা বলেন, তজ্জন্য আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিকট নিষ্কপটভাবে অবস্থান করিব। ব্যস্ত হইয়া অন্য কার্য্যে দৌড়াদৌড়ি করিব না। অন্য কার্য্য খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিব। যাহাতে তাঁহার নিকট অধিকক্ষণ তাঁহার কথা শুনিবার জন্য নিষ্কপটভাবে থাকিবার সৌভাগ্য হইতে পারে, ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। শ্রীগুরুমুখে কৃষ্ণকথাই—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের চরণে মতি হইলে মনুষ্য-জীবন সার্থক হইবে। শ্রীগুরুসেবার দ্বারাই কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ হইবে। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে কৃষ্ণসেবগণের সঙ্গেও সম্বন্ধ হইবে। তখন তাঁহাদের সেবা লাভ হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ২।৩ ঘণ্টা বসিয়া থাকিলে তাঁহাকে উদ্বেগ দেওয়া হইবে না। তাঁহার একটি কথা শুনিবার জন্য ২৩ ঘণ্টা তাঁহার নিকট

বলিয়া থাকিলেও তাঁহাকে উদ্বেগ দেওয়া হইবে না। অন্য উদ্দেশ্যে এক মিনিটের জন্যও তাঁহার নিকট গমন করিলে তাঁহাকে উদ্বেগ দেওয়া হয়। আমাকে তাঁহার নিকট নিষ্কপটে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য যাইতে হইবে এবং তদ্ভিন্ন সমস্তক্ষণ ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে হইবে। অন্য সমুদায় উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্য উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার নিকট গেলে কিংবা তাঁহার নিকট অবস্থান করিলে তাঁহাকে উদ্বেগ দেওয়া হয়; তজ্জন্য সেইরূপভাবে তাঁহার নিকট যাইতে হইবে না; যাহাতে নিষ্কপটে তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাইতে পারা যায়, তজ্জন্য তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে জানাইতে হইবে। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে 'আমি নিত্য-কৃষ্ণদাস'—ইহা জানিতে পারা যাইবে। তখনই দেহাত্ম-বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে এবং অপ্রাকৃত দেহে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বে নিত্যসেবা লাভ হইবে। কপটতা ও কপট ব্যক্তির সঙ্গ কখনও করিতে হইবে না। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবা করিতে চান না, তাঁহারাই কপট। যাঁহারা মুখে কৃষ্ণসেবা করিতে চান্, কিন্তু কাজের বেলা ঠিক তাহার বিপরীতভাবে চলেন এবং কখনও নিষ্কপটে শ্রবণ-কীর্ত্তনে যোগদান করেন না, কিংবা অন্য অসৎ উদ্দেশ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় করেন, তাঁহারাই কপট। তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাজ্য-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না করিলে কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যাইবে।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

মেদিনীপুর জেলার জামবাড় গ্রাম নিবাসী 'গৌড়ীয়ে'র গ্রাহক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ধাল ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বেরা মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট প্রেরিত প্রশ্ন সমূহ ও তাহার উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রশ্ন

১। (ক) অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের পক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-বিষয়ক গান শ্রবণ-কীর্ত্তন করা অমঙ্গলকর হয়, তবে মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিকের সময় কি করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত ভোগারতি-কীর্ত্তন করা উচিত হয়?

২। (ক) কলিযুগের তারকব্রহ্ম শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রে যে তিনটি শব্দব্রহ্ম আছেন, সেই শব্দ-তিনটির অর্থ কেবল শ্রীকৃষ্ণসম্বোধক বলিয়া জানা যায়। যদিও 'হরেকৃষ্ণে'র অর্থ অন্য রকম হইতে পারে, কিন্তু 'রাম' শব্দের উচ্চারণ মাত্রই শ্রীরাধারমণ বালকেই বুঝায়; তবে বদ্ধজীব প্রথমা-

[illegible] করিয়া হরিনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে?

(খ) যদি প্রথম অবস্থায় শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ না করিয়া পঞ্চতত্ত্বের নাম গ্রহণ করা যায়, তবে ইহাতে অসুবিধা বা অপসিদ্ধান্ত কি হইতে পারে?

৩। (ক) নানা ভক্তিগ্রন্থ এবং আপনার শ্রীমুখ ও লেখনী হইতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে 'শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়'-বলিয়া অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আলেখ্যের মধ্যে দেখা যায় যে, তিনি শ্রীতুলসী মালিকা কণ্ঠলগ্ন না করিয়া সম্মানভাবে ধারণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শিষ্যবৃন্দ যেরূপভাবে হরিমন্দির অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ না করিয়া অন্যপ্রকার তিলক ধারণ করিয়াছেন। যদি গৌড়ীয়-সম্প্রদায় তাঁহার শিষ্য-পারম্পর্য্যক্রমেই হইয়া থাকে, তবে ঐরূপ পার্থক্য দেখা যায় কেন?

(খ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারের পর যাঁহারা নিজ-দিগকে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকের শ্রীহরিমন্দির (তিলক) পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায় কেন?

উত্তর

১। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত 'ভোগারতি'র প্রারম্ভেই এই পদটি দৃষ্ট হয়—

জয় ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি মোহি গোষ্ঠবিহারী।

ইহাতে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরহরির নাম-কীর্ত্তন ও কৃপা বরণ করিয়া তাঁহারই মাধুর্য্যতনু শ্রীগোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণের

আরতি কীর্ত্তন করা হয়। সাধারণ সাধকের পক্ষে এই আরতি-কীর্ত্তন অর্চ্চনেরই একটি অঙ্গ। ইহা ভাবমার্গের লীলা-স্মরণ ব্যাপার নহে, পরন্তু কীর্ত্তনমুখে পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনেরই প্রকার-ভেদ। সাধকাবস্থায় পূর্ব্ব গুরুবর্গের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করিবার সময় শ্রীগৌরবিহিত নাম উচ্চারণ করিতে হইবে না, করিলেই সর্ব্বনাশ হইবে,—এইরূপ বিচার বা অতি-বৈরাগ্য উভয় লীলা-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানবুদ্ধিমূলক বা অনভিজ্ঞতা-প্রসূত। "গৌর যে শিখাল নাম, সেই নাম গাও"—এই বিচারেই অনর্থযুক্ত সাধক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরবিহিত কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন।

২। (ক) শ্রীশ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র-সম্বন্ধেও এই বিচার। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ জগতে যে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র বিতরণ করিয়াছেন, শ্রীগুরুদেব কৃপা-পূর্ব্বক যে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের বিধি প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরবিহিত শ্রীহরি-নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনেই জীবের মঙ্গল সম্ভব। মহামন্ত্রে সম্বোধনা-ত্মক যুগল নাম সম্পুটিত আছে এবং শ্রীনামের মধ্যেই অপ্রাকৃত মধুর লীলা-স্মরণ অনুস্যূত আছে।* অনর্থযুক্ত সাধক কৃত্রিমভাবে সেই লীলা স্মরণ না করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কীর্ত্তিত ও প্রদত্ত সেই শ্রীনাম-প্রভুর নিকট কেবল কৃপা প্রার্থনা করিবেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দ্বারা প্রকাশিত ও প্রচারিত শ্রীনামকে অনর্থযুক্ত সাধকেরও শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার অধিকার আছে। সেই অধিকার মহা-বদান্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গই প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনাম-প্রভুর রূপ ও লীলাদি কল্পনা করিবার অধিকার প্রদান করেন নাই। শ্রীগোষ্ঠবিহারী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দররূপে গোলোকের প্রেমধন নামসংকীর্ত্তন সকলের কর্ণে বিতরণ করাইয়া জীবকে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের অধিকার দিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ঔদার্য্য-লীলা-বৈশিষ্ট্য।

(খ) পঞ্চতত্ত্বের কৃপায় শ্রীহরিনামের কৃপা বা শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের কৃপা লাভ হয়। পঞ্চতত্ত্বের নাম-কীর্ত্তন ও তাঁহাদের কৃপা যাচ্ঞা করিয়া পরে শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করা যায়। বদ্ধজীবের নিকট পঞ্চতত্ত্ব অধিক কৃপাময়। কিন্তু পঞ্চতত্ত্বের প্রতি ভক্তির ছলনা দেখাইয়া শ্রীহরিনামের প্রতি বৈরাগ্য-প্রদর্শনও কর্ত্তব্য নহে; তাহা হইলে উভয়ে ভেদবুদ্ধি-রূপ অপরাধ হইবে। এজন্য শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু-দেবের কীর্ত্তন, তৎপরে শ্রীপঞ্চতত্ত্বের কীর্ত্তন ও তৎপরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নাম বা শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম ও শ্রীহরিনাম—অদ্বয়জ্ঞান। শ্রীপঞ্চতত্ত্বের কীর্ত্তনে শ্রীহরিনামে রুচি বর্দ্ধিত হইবে। পঞ্চতত্ত্ব মহা-বদান্য-লীলা প্রকাশ করিয়া জীবকে শ্রীনামপ্রেমে অভিষিক্ত করেন।

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্ত্তন-রঙ্গে॥
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিক-শেখর॥
রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর।
আর যত সব দেখ,—তাঁ'র পরিকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥
(চৈঃ চঃ আ ৭।৪-৯)
সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত।
নাচে, কান্দে, হাসে, গায় যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥
(চৈঃ চঃ আ ৭।২০-২৩)

৩। (ক) শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে তাত্ত্বিক আচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়া সাত্বত শ্রৌত-ধারার অবিচ্ছিন্নত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মালা বা তিলক গ্রহণের বিচিত্রতায় খুঁটিনাটি লইয়া সংসম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক রহস্যের মধ্যে ভেদ হয় না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, বা শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা করেন নাই দেখিয়া তাঁহারা শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন, এইরূপ বিচার অত্যন্ত স্থূল বিচার।

তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তগত শ্রৌত-বিচার-প্রণালীর দ্বারাই পূর্ব্ব গুরু-বর্গের আনুগত্য স্বীকারের নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভু বাহ্যে তাহা প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া কতকগুলি দুর্ভাগা লোক বঞ্চিত হইয়াছে। অতএব শ্রৌত-বিচার ও সিদ্ধান্ত-সমূহ গ্রহণের দ্বারাই পূর্ব্ব গুরু-বর্গের আনুগত্য-স্বীকারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(খ) শ্রীহরিমন্দির বা তিলক-ধারণের বিভিন্নতা আনুষ্ঠানিক আচারের বিভিন্নতা হইতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ বা ঊর্দ্ধ-তাপ, কেহ বা নিম্ন-তাপ ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদনই ও বরগলই নামার তিলকের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ঐ সকল আনুষ্ঠানিক আচারের বিচিত্রতা-মাত্র। বিচিত্রতার মধ্যে যদি মূল-বস্তুর প্রতি নিষ্ঠার ঐকতান থাকে, তবে সেই বিচিত্রতাকে বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল ব্যাপার বলা যায় না। বিচিত্রতার খুঁটিনাটি লইয়া অধিক সময় ক্ষেপণ করিলে মূল বস্তুর প্রতি ক্রমশঃ নিষ্ঠা কমিয়া যাইবে অতএব যদি শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত সত্যবিষয়ে নিষ্ঠার ঐকতান থাকে, তবে আনুষ্ঠানিক বিচিত্রতার পার্থক্যে কিছু আসে যায় না। প্রত্যেক আচার্য্যেরই কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদ একই বিজ্ঞান ও সিদ্ধান্ত-নিষ্ঠ হইলেও প্রত্যেকেরই আচার ও প্রচারে বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আলেখ্যের মধ্যে দেখা যায়, তিনি কোনরূপ আধার গ্রহণ না করিয়াই শ্রীতুলসী-মালায় শ্রীহরিনাম করিতেছেন, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ আধারের মধ্যে শ্রীহরিনাম করিতেন; আবার শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীহরিনামের তুলসী মালিকা প্রভৃতি সমস্তই শ্রীল প্রভুপাদকে দিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বহির্ব্বাসে গ্রন্থি দিয়া শ্রীহরিনামের সংখ্যা রাখিতেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কোন কোন আলেখ্যে দেখা যায় যে, তিনি তাঁহার পোষাকের উপর সমমানভাবে তুলসীর মালা গলায় ধারণ করিয়াছেন। মহাজনগণের এই সকল আচারের বিচিত্রতা দেখিয়া এক-জনের সহিত আর একজনের চিত্তবৃত্তির ভেদ কল্পনা করিবে বঞ্চিত হইতে হয়। তবে পরবর্ত্তিকালের ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষতঃ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে যে-সকল আনুষ্ঠানিক আচার-বিচারে ভেদ হইয়াছে, উহার কোনটিই প্রকৃত-প্রস্তাবে হরিভজননিষ্ঠ নহে বলিয়া কেবল বাহ্য বেশের খুঁটিনাটি বা কু-টী-না-টী।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণানুগত্যে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গুরুদেবকগণকে অকপট সেবায় উৎসাহ প্রদান করিতেছেন।

প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ শ্রবণ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ভজন-কুটীরের সম্মুখে আসিলে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কিছু সময় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে সেবকগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ ও নির্দ্দেশমত হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে স্বপর মঙ্গলরূপ মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য শ্রদ্ধালু ব্যক্তি-গণের দ্বারে দ্বারে গমন করেন।

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা হইতে চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত মঠসেবক-গণ "গৌড়ীয়", "নদীয়া-প্রকাশ" প্রভৃতি পাঠমুখে পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। ইষ্টগোষ্ঠী ও পাঠ-কীর্ত্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মঠবাসী ও গৃহস্থ

ভক্তগণের নিকট নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শ ও তাঁহার শিক্ষা অনুসরণের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। যাহাতে সেবকগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া, তাঁহার দাসানুদাসের দাস, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি-অভিমানে সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের কৃপা-প্রার্থনামুখে অকপটভাবে সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি উপদেশ করেন। সেবকগণ যাহাতে সঙ্কীর্ত্তনযুক্ত হইয়া ভক্ত্যঙ্গসমূহের অনুষ্ঠানে উৎসাহবিশিষ্ট হন, সর্ব্বদা পরস্পর হরিকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকেন, সে বিষয়ে মহারাজের ঐকান্তিক চেষ্টায় সেবকগণ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার অহৈতুকী ও অকপট-কৃপার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। তাঁহার আনুগত্যে শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ পতিতপাবনপঙ্কজদৃক্ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিজীবন প্রভৃ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠ কীর্ত্তন এবং মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী সভায় হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

বিভিন্নস্থানে প্রচার

পুরীতে—শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবক শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারীজী গত ২৪শে মার্চ্চ পুরীস্থ মহারাণীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর আহ্বানে পুরুষোত্তম ধামস্থ পুরীস্থ রাজ-প্রাসাদে রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, বৈষ্ণবের আচার ও কৃত্য, শ্রীচৈতন্যদেবের দান, শ্রৌত-ধারার মাহাত্ম্য, তেরটী অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে হরিকথা আলোচনা করেন।

গত ৩০শে মার্চ্চ ব্রহ্মচারীজী মিঃ এ, সি, কারুণ (ভাইস্ প্রিন্সিপাল্, ল-কলেজ, কলিকাতা) মহোদয়ের পুরুষোত্তম-ধামস্থ বাসভবনে 'ধর্ম্মমূল তত্ত্ব' সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে—গত ২১-২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয় পাথরপুরা গোঁসাইজীর বাড়ী, বাকাবিহারীজীর মন্দির-প্রাঙ্গণ ও বাঙ্গালী-মহিলনীতে ছায়াচিত্রযোগে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলা-প্রদর্শন-মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ৩০শে মার্চ্চ ও ২রা এপ্রিল তিনি রাধারমণ ঘেরার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামীজীর বাসভবনে ও কেশী-ঘাটস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে যথাক্রমে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং ২রা এপ্রিল ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শন-মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

রেঙ্গুনে—গত ৩০শে মার্চ্চ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদে রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ রেঙ্গুন সহর হইতে ১৬১০ মাইল দূরবর্ত্তী প্রোম নামক স্থানে শিবরাত্রী-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়াছেন।

গত ৩১শে মার্চ্চ উক্ত সেবকবৃন্দ প্রোম হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী ইরাবতী নদীর তীরস্থিত আলাংমিও নামক স্থানে গভর্ণমেণ্ট্ স্কুলের হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার পাল মহাশয়ের ভবনে সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃত হরিজনকারীর প্রতি অভক্ত-সম্প্রদায়ের অমানুষিক নির্য্যাতনের কথা আলোচিত হয়। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের কতিপয় নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস (মার্চ্চেণ্ট্), শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র পাল (মার্চ্চেণ্ট্), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল শীল, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র শীল, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শীল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল।

তৎপর দিবসও তাঁহারা শ্রীযুক্ত হিমাংশু বাবুর ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথা হইতে প্রচারকগণ থাইট্মে। নামক বন্দরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

গত ২৮।৪০ তারিখে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ-অবলম্বনে রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ রেঙ্গুন সহর হইতে প্রায় দুইশত মাইল দূরে লোয়ার বর্ম্মা ডিষ্ট্রিক্টের অন্তঃপাতী ইরাবতী নদীতীরস্থ 'থায়েট্মেয়ো' (Thayetmyo) নামক সহরের মাড়োয়ারী সত্যনারায়ণ-মন্দির ও ধর্ম্মশালা-প্রাঙ্গণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। উক্ত-দিবস সন্ধ্যার পর সমাগত প্রায় পঞ্চাশৎ অধিক সংখ্যক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ও কতিপয় বিশিষ্ট বঙ্গদেশ-প্রবাসী ভদ্রশ্রোতৃবৃন্দ-সমক্ষে হিন্দী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'চিত্রকেতু-পার্ব্বতী'র উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবের ভগবন্নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাগুণের আদর্শের কথা আলোচিত হয়। পাঠের আদি ও অন্তে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত হিন্দী মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ৪।৪।৪০ তারিখে রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ থায়েট্‌মেরো সহরের অন্তঃপাতী 'আঙ্গানী কোয়ার্টারে' শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ শীল মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উক্ত দিবস শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ কর্তৃক "শ্রীনৃসিংহদেব-স্তুতি" প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। শরণাগতির অভাবে শ্রেষ্ঠ দেববৃন্দ পর্য্যন্ত শ্রীভগবদ্ভক্তি-লাভে বঞ্চিত হন। কিন্তু শরণাগতি-বলে হুদ্ধুলে জাত অযোগ্য ব্যক্তিও পরমপদলাভে সমর্থ হন। এজন্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নিষ্কপট শরণাগত ভক্তের বিনাশ হওয়া-কখনই সম্ভব নহে, ইহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইবার চেষ্টা হয়। কপট শরণাগতির ফল তাদৃশ ধর্ম্মাচরণকারী ব্যক্তির সমূহ অমঙ্গল সাধন করে। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন হয়।

কৃষ্ণা জেলায়—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে কতিপয় শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত রাজগোপাল সুবুদ্ধি গত ১লা এপ্রিল কৃষ্ণা জেলার বেজোয়াড়া নামক স্থানে গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং স্কুলের একটি বিরাট সজ্জনসমিতি সভায় মিঃ এস্, বি, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার (Executive Engineer, P. W. D.) মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্ম' সম্বন্ধে যথাক্রমে ইংরেজী ও তেলেগু ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৩রা এপ্রিল উক্ত স্থানে P. W. D. Clubএর একটি সভার অধিবেশনে রায় বাহাদুর মিঃ এল্, ভেঙ্কাটা কৃষ্ণা আয়ার (Superintending Engineer) মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত রাজগোপাল সুবুদ্ধি মহাশয় কিছুক্ষণ তেলেগু ভাষায় বক্তৃতা করিলে পর শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাস ব্রহ্মচারীজী ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করেন।

কলিকাতায়—শোভাবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি-এল্ (জমিদার, বালিয়াটি) মহোদয়ের আন্তরিক আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারি-সহ গত ১১শে মার্চ্চ, এবং ১লা ও ২রা এপ্রিল প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীনামতত্ত্ব-শিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন হয়। প্রতিদিনই বহু বিশিষ্ট শ্রোতা সভায় উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

গত ৯ই এপ্রিল প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কলিকাতার ভোডার রোড্‌স্থ শ্রীযুক্ত শান্তি-ময় সেন মহাশয়ের সাদর আহ্বানে কতিপয় ব্রহ্মচারি-সহ সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে গমন-পূর্ব্বক তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 'শ্রীনামতত্ত্ব-শিক্ষা'-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। সংসিদ্ধান্ত-পূর্ণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ আনন্দ প্রকাশ করেন।

হাটখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল দাসাধিকারী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহা-পুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারি-সহ গত ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা একাদশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে শ্রীমন্মহা-প্রভুর সহিত মিলন করাইবার চেষ্টা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভাস্থ শ্রদ্ধালু শ্রোতৃগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত পণ্ডিতজীর পাঠ ও সংসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন হয়।

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৩৮৭ ; ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০ | ৩৮শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীধামমায়াপুর, শ্রীযোগপীঠ

কাল—সন্ধ্যা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ ইং

আজ আমরা শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করব। শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন ও পুতুল-দর্শন সম্পূর্ণ বিপরীত। 'আমরা ভোক্তা বা দর্শক এবং শ্রীমূর্ত্তি আমাদের দৃশ্য বা ভোগ্য'—এই বিচারটি কাল্পনিক দর্শন। যা'কে আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য-জ্ঞানে ধারণা কর্‌ছি, দেখ্‌ছি বা ছুঁচ্ছি, তা' জগতের wooden বা clay-made বস্তু-বিশেষ; কিন্তু তা'কে যদি আমরা শ্রীমূর্ত্তি ব'লে মনে করি, তবে আমরা অধোক্ষজ ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ব'লে বহু দূরে থাকব। পঞ্চতত্ত্ব, ব্যূহ (Manifolded Aspect of the Absolute God), বৈভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চাবতারে ভগবানের পঞ্চবিধ অবিভাব। These are five Manifestations of the Lord's Descent on five planes [illegible] that is, as [illegible]. He is One without a second. Geography and History should not search Him. Arcā is so merciful that He is acceptable even to our present senses.

শ্রীবিগ্রহকে কিরূপ দর্শন করতে হয় এবং কে সেই দর্শনের অধিকারী, তা' শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের লীলা হ'তে অবগত হওয়া যায়। সাধারণ লোকের দর্শন হ'তে শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদাশ্রিত জনগণের শ্রীজগন্নাথ-দর্শন সম্পূর্ণ পৃথক্। সাধারণ লোকের চক্ষে জগন্নাথ—হস্তপদযুক্ত ও দারুময়মূর্ত্তিবিশেষ। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথদেবকে হাতে বাঁশী ও মস্তকে ময়ূর পুচ্ছযুক্ত, সঙ্কুচিত-মনোহর, অমৃত-সৌন্দর্য্যশালী ও সকললোকাকর্ষী শ্রীমদনমোহনরূপে দর্শন ক'রেছিলেন।

পঞ্চোপাসকগণ তাঁদের নিজ-নিজ ধারণায় বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি রূপ দেখেন। তাঁদের বিচার—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনম্।" ব্রহ্মানন্দের প্রবর্ত্তিত আর্য্য-সমাজ—নির্ব্বিশেষবাদী, তাঁরা—শ্রীমূর্ত্তি-বিরোধী। জগতে পৌত্তলিক ও নির্ব্বিশেষবাদীর সংখ্যাই অধিক। পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় মুখে শ্রীমূর্ত্তি স্বীকার ক'রেও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সমূহ দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিদর্শনরূপ পৌত্তলিকতা আবাহন করছে। সাধারণ অজ্ঞ ভগবদ্বহির্ম্মুখ-সমাজে ভগবদ্দর্শনের শাস্ত্রীয় বিচার গ্রহণ করে না। আমরা সাধারণের বিচারের অনুসরণ ক'রে শ্রীবিগ্রহকে পুতুল ব'লে দেখ্‌ব না।

কিরূপে ভগবানের অর্থাৎ তাঁর শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপের দর্শন করতে হ'বে, তা'র উপায় বলতে গিয়ে শীঘ্র ভগবদ্-লাভের পাবনা ক'রেছেন। সদ্‌গুরু বা আচার্য্যের নিকট সর্ব্বপ্রথম শিষ্য দীক্ষা-মন্ত্র লাভ করলে তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়—কিরূপে ভগবান্‌কে দেখতে হ'বে। একজন astronomer (পণ্ডিতজ্যোতির্ব্বিদ্) এর গ্রহ-দর্শনের ও অজ্ঞ সাধারণ লোকের গ্রহ-নক্ষত্রাদি দর্শনের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ। উপাস্য-বস্তুকে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্যবস্তু-সাম্যে দেখতে হ'বে না; যেহেতু আমাদের নির্ব্বিশেষ ধারণা, সেই-জন্য কি মনে করা উচিত—ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পরিবর্ত্তে সব ফাঁকা দেখ্‌ব? যাঁরা ভক্তির কথা আলোচনা করে না, তাঁরা শ্রীবিগ্রহকে মাটি-কাঠ-পাথর দেখছে। তাঁদের ঐরূপ মাপিয়া দর্শন হ'তে ছুটি করিয়ে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনের জন্যই মন্ত্র। মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চনকালে ভূতশুদ্ধি বা সত্ত্বশুদ্ধি অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃ ভূতশুদ্ধি হ'লেই বহির্জ্জগতের জড়দর্শন নিরস্ত হয়। তৎকালেই চিদিন্দ্রিয়ে শ্রীবিগ্রহ সেবা ও দর্শনীয় হন,—যেমন, অর্জ্জুন যখন গুরুশিক্ষায় পারদর্শিতার পরীক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট কৃত্রিম পক্ষীর চক্ষুটিমাত্র দেখ্‌ছিলেন; আর কিছুই তাঁর চোখে পড়ে নাই, তদ্রূপ আমাদের এই জড় ইন্দ্রিয়দ্বারা অধোক্ষজ-বস্তু কখনও দৃষ্ট হ'বেন না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শিক্ষা দিলেন—"শ্রীমূর্ত্তিকে নিজের জড়চক্ষে দেখতে যেও না, পুতুলবুদ্ধি ভগবৎসেবার মহা-অন্তরায়।"

ভক্তের বিচার—তিনি কৃষ্ণের জন্য সংসার ক'রবেন। তিনি কোন বস্তু তাঁর নিজের জন্য অথবা তাঁর কোন স্নেহ-সম্পর্কিত তথা-কথিত আত্মীয়স্বজনের জন্য রান্না ক'রবেন না। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-জিনিষটা অত সহজ নয়। তাতে খুব সাবধান হওয়া দরকার। ভগবন্নৈবেদ্য প্রস্তুতকরণের সময় বা রন্ধনের সময় যদি তাহা কোন লোভী ব্যক্তির বা কুকুরাদির দ্বারা দৃষ্ট হয়, তবে তা' শ্রীমূর্ত্তির নিকট প্রদেয় হ'বে না। কোনও পাপী ব্যক্তির দ্বারা ঘ্রাত, স্পৃষ্ট বা দৃষ্ট কোন নৈবেদ্য ভক্ত ও ভগবানের সেবায় দেওয়া যাবে না। অন্যের ভোগ্য বস্তু ভক্তের নিকটও দিতে হ'বে না। ক্ষুধার্ত্ত বা ক্ষুব্ধ ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের জন্য রন্ধন করবে না। অর্চ্চা-পূজায় অর্থাৎ অর্চ্চনকালে অত্যন্ত সাবধান হ'তে হ'বে। Iconoclasts and iconographers should be discouraged. Both of them have misunderstood the principle of অর্চ্চন। A true devotee finds not only similarity but identity also of the Supreme Lord with শ্রীবিগ্রহ। Unless a man is fully Initiated, he is not expected to vitualise wholly and rightly. Idolatry and hero-worship should be avoided, mortals should be avoided.

দর্শকের চিত্তবৃত্তি ভক্তিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। শুষ্কজ্ঞানী ভগবানের সেবক, আর অভক্তগণই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ইত্যাদি। ভোক্তৃ-অভিমানে আমাদের ভোগ্য ব'লে জগন্নাথকে দেখতে যে'য়ে পুঁইএর মাচা দেখে' ফিরে' আসি। আমরা কেউ বল্‌ব—'জগন্নাথ ঠুঁটোরাম, তিনি ত' কাঠের পুতুল।" পঞ্চোপাসক বল্‌বেন—'শ্রীমূর্ত্তি-জিনিষটা আসলে পুতুল, কিন্তু এ'র ভিতরে spirit আছে।' বঙ্গদেশীয় 'ধন্না-ভক্তা'-কবির বিচারও এরূপ ছিল। তিনি জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে কাঠ, অচল পুতুলবুদ্ধি রে'খে শ্রীচৈতন্যদেবকে

সচল ভগবান্ জ্ঞান ক'রেছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অর্চনের জন্য শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রসমূহ শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে শিক্ষা দি'য়ে থাকেন। শ্রীগুরু ও ভগবান্—অধোক্ষজ বস্তু; তাঁহাদের অর্চন-প্রণালী শ্রীগুরুদেবই শিক্ষা দেন—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
প্রাতঃ শ্রীযুতবৃষভীপে বিনেত্রং বিভুবং গুরুম্।
বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্॥

'স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্' ইহার অর্থ এই যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম উচ্চারণ কর্‌লে আমাদের grossness ও perversity avoid করা হ'বে। Absolute personএর সঙ্গে যাঁ'র adjustment হ'য়েছে, তিনি গুরুকে দেবতা-রূপে দেখ্‌ছেন। দেবতা-পূজায় একমাত্র গুরুর অধিকার। এজন্য দিব্যজ্ঞানের দরকার। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু আচার্য্য বা গুরুদেবের লক্ষণ ব'লেছেন—

আচার, প্রচার—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥
(চৈঃ চঃ অ ৪।১০৩)

যিনি শ্রীনামের আচার ও প্রচার—এই দু'টী কার্য্য করেন, তাঁ'র কাছ থেকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা লাভ কর্‌তে হ'বে অর্থাৎ তাঁ'র শিষ্য হ'তে হ'বে। খুব সাবধানে আচার্য্যের কাছ থেকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা লাভ কর্‌তে হ'বে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা পঞ্চতত্ত্ব—সকলেই গুরুর কার্য্য ক'রেছেন। শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হ'য়েও জগদ্গুরু-শিরোমণির কার্য্য ক'রেছেন। স্বয়ং বিধি-নিষেধের অতীত অবধূত-শিরোমণি হ'য়েও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু গৌরভক্তগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক বিচার প্রচলন ক'রেছিলেন। সে সময়ে গৃহস্থরূপেই অনেক মহা মহাভাগবত অবস্থান ক'রেছিলেন। পরবর্ত্তি-কালে জাতি-গোস্বামীদের কার্য্যকলাপ পরমার্থ-রাজ্যে মহা-অনর্থ এ'নে-ছে। তাঁ'দের বিচার—লৌকিক-ব্যবহার মধ্য দিয়েই ভক্ত, বৈষ্ণব, গুরু, আচার্য্য বা গোস্বামি-বংশ চল্‌তে থাক্‌বে। আমরা বলি—যদি ডাক্তারের ছেলে প্রকৃতপক্ষে ডাক্তারই না হয়, অথচ যদি তা'কে আমরা 'ডাক্তার' ব'লে মনে ক'রে নিই, তবে কা'রও রোগ সার্‌বে না। ডাক্তার হ'লে ত' তবে 'ডাক্তার' বলা যায়? ব্রাহ্মণ বা গোস্বামীর লৌকিক-ব্যবহার পরিচয়ে গৌরব করা উচিত নয়। পূর্ব্বপুরুষের কোন একজন লোক প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন ব'লে পরবর্ত্তী কোন পুরুষের প্রকৃত ব্রাহ্মণতা না থাক্‌লে কোনও সুবিধা হ'বে না। জন-সমাজ হ'তে বা বালিশ লোকের চিত্ত হ'তে অন্য আবর্জ্জনা উপ্‌ড়িয়ে দিয়ে পরমার্থ-বীজ বপন করা দরকার। মনুষ্যজাতিকে সমূহ অমঙ্গলের হাত হ'তে রক্ষা কর্‌তে হ'বে। ভবিষ্যতে যদি কেহ অভক্ত হ'য়ে যায়, তবে তাঁ'র জন্য কোন ভ্রম স্বীকার কর্‌তে হ'বে না। ভক্তের সেবা করাই দরকার।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।

যিনি ভগবানের সেবা কর্‌ছেন, তাঁরই সেবা করা দরকার। তবে ভগবদ্ভক্ত ব'লে দুষ্ট লোকের সেবা কর্‌লে কোনও লাভ হ'বে না। কলির প্রাবল্যে আজকাল ভক্ত বা বৈষ্ণবের নামে অনেক ভণ্ড ও পাষণ্ড দেখা দিচ্ছে। তাই শাস্ত্রের বচন—

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধনং যজ্ঞায়ুধস্ত্রাণাং অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥

শূদ্র—শোককারী। সে অত্যন্ত দুষ্ট, ক্ষুদ্র, অনিত্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি নিয়েই ব্যস্ত। তাঁ'র স্বার্থে ঘা প'ড়্‌লে সে চ'টে যা'বে। কিন্তু ভক্তের কোন অভাব নেই। ভক্তের একটী জিনিষের পরিবর্ত্তে হাজার বস্তু এসে' যা'বে। জড়-জগতে আসক্ত ব্যক্তি যদি মনে করে,—আমি অন্য লোক হ'তে সেবা গ্রহণ কর্‌ব, তবে সে ত' 'শূদ্র'। ব্রাহ্মণ তিনি—যিনি বিশ্বাসক বৃহদ্বস্তুর আলোচনা করেন। ব্রাহ্মণই ভক্তির অধিকারী। ভগবদ্‌গুণে যে'কে যিনি চরিতার্থ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ঈশ্বরসেবাতে বিমুখ ব্যক্তি সেবা কর্‌লে আমাদের মঙ্গল হ'বে না। ভক্ত যে-কোন দেশে, কালে বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁ'রই

কথা
ক'রে হ'বে না।
হওয়া উচিত
[illegible]
[illegible]
করতে হ'বে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—
[illegible]

বিদ্রোহেণ গুরোঃ সেবা সাধুধর্ম্মবিবর্জ্জনম্ :

[illegible] জন্য উপদেশ দেন, তিনিই একমাত্র সত্য—পাঁচ জন সকল মিথ্যা বা ঝুটা। আমা-বাসকেই উপড়াতে হ'বে কিন্তু ধানগাছকে কখনও উপড়াতে হ'বে না। ভক্ত ও অভক্ত-সম্বন্ধে নির্ম্মল বিচার থাকা দরকার। পৃথিবীর সকল স্থানে শুদ্ধভক্তির প্রচার হওয়া দরকার।

পৃথিবী পরায় যত আছে দেশ-গ্রাম।
সকল সফল হইবেক মোর নাম॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৪।১২৬)

যে-সকল দেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রচার না করা হ'ল, সেই সেই দেশের মঙ্গল করা হ'ল না। Dr. Eckhart (এক্‌হার্ট Europe এর কতটুকু উপকার ক'রতে পেরেছেন ? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব'লেছেন—ভগবদ্ভক্তের সেবার জন্য যত্ন কর।

গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি করতে নেই, তাঁর দোষ দেখতে হ'বে না। গুরুতে যদি অপ্রাকৃত-বুদ্ধি না করা হয়, তা' হ'লে অপরাধ হ'বে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা-দেশে কতকগুলি শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি, কেউ বা ভগবানের লীলাদির রূপক বা আধ্যাত্মিক নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা, কেউ বা শাস্ত্রীয় সদাচারগুলির জড়বৈজ্ঞানিক ব্যবহারোপযোগী ব্যাখ্যা করবার জন্য অগ্রসর হ'য়েছিলেন। তাঁরা কেউ প্রচার করলেন—মাথায় টিকি রাখলে বজ্রাঘাত দূর হয়, কেউ বল্লেন—একাদশীব্রত করলে শরীর ভাল থাকে। পরলোকগত ৺ চূড়ামণি বর্ম্ম-ব্যাখ্যা এবং ৺ সেন প্রভৃতি ভক্তির নামে যাদুবাদ প্রচার করলেন। ৺ চূড়ামণির কথা এই যে,—ভক্তি মনেরই ধর্ম্ম; উহা তাৎকালিক কাম-ক্রোধাদির ন্যায় উচ্ছ্বাস বা ভাবুকতা-মাত্র।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের লেখকবৃন্দের এখানে (শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত) কেহ কেহ আছেন। মনুষ্যকে জাগতিক লেখা-পড়া শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃত-পক্ষে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাই প্রদান করতে হ'বে। সময় ও সুযোগ চিরকাল থাকে না। Make hay while the sun shines. সময় (আয়ুঃ) থাকতে থাকতে হরিজনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা দরকার। জগতের বহু জায়গায় হরি কথা নেই। গৌড়ীয়মঠ ছাড়া হরিকথা আর কোথাও নেই।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্রস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই, অধিক কি, সমগ্র পৃথিবীর বিদ্বজ্জনই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় 'শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনামে'র কথাও শ্রবণ করিয়াছেন। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম—[illegible] মহাভারতের 'ভীষ্মপর্ব্বে'র ২৫শ অধ্যায় হইতে ৪২শ অধ্যায়ে (অর্থাৎ ১৮টী অধ্যায়ে) 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' সমাপ্ত হইয়াছে ; আর 'শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম' মহাভারতের 'অনুশাসন-পর্ব্বে'র কেবল ১৪৯শ অধ্যায়ে (অর্থাৎ মাত্র ইহা একটি অধ্যায়েই) ১৪২টী শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। বৈশম্পায়ন সঞ্জয়ের নিকট যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের সংবাদ-বর্ণনমুখে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের বক্তা—শ্রীভীষ্ম ও শ্রোতা—শ্রীযুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে পরিপ্রশ্ন করিতেছেন,—"জগতে একমাত্র 'ঈশ্বর' কে? কেই বা এই জগতে প্রাণিগণের একমাত্র আশ্রয়? কাহাকেই বা মানবগণ স্তব ও অর্চ্চন করিয়া থাকেন? কাহা হইতেই বা জীবসমূহ মঙ্গল লাভ করেন? সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? কাহার নাম জপ করিলে জীবগণ জন্ম ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে?"

যুধিষ্ঠিরের এই পরিপ্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন,—"সমস্ত দেবতার আবাস্য, সমস্ত জগতের প্রভু অনন্ত পুরুষোত্তম সহস্রনামের দ্বারা স্তুত হইয়া থাকেন। সেই অব্যয় পুরুষকে নিত্যভক্তি-পূর্ব্বক অর্চ্চন, ধ্যান, স্তব ও নমস্কার করা কর্ত্তব্য। তিনি সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, তিনি আদি ও বিনাশ শূন্য, সর্ব্বলোকের নিয়ামক; সেই বিষ্ণুকে মানবগণ সর্ব্বদা স্তব করিলে সমস্তদুঃখ অতিক্রম করিতে পারে। তিনি ব্রাহ্মণের আশ্রয়, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, লোকসমূহের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, লোকনাথ, মহা অদ্ভুত এবং সকল ভূতের উদ্ভব-স্বরূপ ব্রহ্ম-রুদ্রাদির উদ্ভব-স্থান। ভক্তিপূর্ব্বক স্তবের দ্বারা পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের পূজাই একমাত্র কর্ত্তব্য। সেই ভক্তিই সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। যিনি পরমতেজঃস্বরূপ, যিনি মহত্তপঃস্বরূপ, যিনি পরম ও মহদ্ব্রহ্ম, তিনিই সকলের একমাত্র পরম আশ্রয়। তিনি পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, দেবতাগণের দেবতা ও সকল জীবের অব্যয় পিতা। যাহা হইতে যুগাগমে প্রাণীসমূহ উৎপন্ন হয়, মধ্যকালে যাঁহাদ্বারা রক্ষিত হয় ও পুনরায় যুগক্ষয়ে যাঁহাতে প্রবেশ করে, সেই সর্ব্বলোক-প্রধান শ্রীজগন্নাথ-বিষ্ণুর পাপভয়-বিনাশক 'সহস্রনাম' শ্রবণ কর।"

ইহা বলিয়া ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বিষ্ণুর 'সহস্রনাম' শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীভীষ্মদেব শ্রীবিষ্ণুকেই একমাত্র পরমেশ্বর ও জীবের একমাত্র আশ্রয় এবং 'নিত্য-বিষ্ণুভক্তিকে'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় এই 'শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম'ও সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের অধিতীয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইয়াছে। আচার্য্যগণ সকলেই ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ, গীতার ন্যায় এই 'শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে'র ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এইরূপ প্রবাদ ও রীতি প্রচলিত আছে যে, 'ব্রহ্মসূত্র', 'উপনিষৎ', 'গীতা' ও 'শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম' —এগুলির ভাষ্য রচনা না করিলে মধ্যযুগে কেহই 'আচার্য্য' বলিয়া বিবেচিত হইতেন না।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্যসম্বলিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের একটি সংস্করণ ৪০০ শ্রীচৈতন্যাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের 'বোধনে' (ভূমিকায়) শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ঋষিগণ কোন সময়ে সমস্ত বেদকে একদিকে ও শ্রীমহাভারতকে একদিকে রাখিয়া তৌল করিলে শ্রীমহাভারত অধিক গুরুভাবক্রমে নত হইয়া পড়েন। ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে, মহাভারতের তুল্য আর্য্যদিগের পূজনীয় গ্রন্থ আর নাই। সেই মহাভারতের মধ্যে দুইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন আছে—একটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও একটি শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম। তত্ত্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ উক্ত দুই গ্রন্থ হইতে নিজ-মত সমর্থন করিতে না পারিলে সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকতা স্থাপন করিতে পারেন না। এতদ্ভিন্নতম শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ নিজ নিজ মতে বেদ-ভাষ্য, বেদান্ত-সূত্রভাষ্য, গীতা-ভাষ্য ও সহস্র-নামভাষ্য প্রভৃতি করতঃ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্টমতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণই বেদান্তাচার্য্য। অতএব তৎকৃত সহস্রনামভাষ্য সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিলাম।

ঐ গ্রন্থে "বিষ্ণবৈষ্ণববোধন" নামক বঙ্গানুবাদ এই পত্রে প্রকাশ করিলাম।

এই গ্রন্থ সমস্ত আর্য্যপুরুষ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-গণের পরম ধন। অতএব আশা করি, সকলেই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবেন। নিত্য-পূজাকালে সহস্রনাম পাঠ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

দাস শ্রীভক্তিবিনোদ

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত—"Catalogus Catalogorum" এর তালিকায় শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের নিম্ন-লিখিত পনেরটী ভাষ্যের নাম পাওয়া যায়,—

(১) বৃহদ্ভাষ্য, (২) বিষ্ণুবল্লভ, (৩) শ্রীআনন্দতীর্থ-কৃত ভাষ্য, (৪) কৃষ্ণানন্দ-কৃত ভাষ্য, (৫) গঙ্গাধরযোগীন্দ্র-কৃত ভাষ্য, (৬) পরাশর ভট্ট বা শ্রীরঙ্গ ভট্টকৃত ভাষ্য,

(৭) মহাদেব বেদান্তি-কৃত ভাষ্য, (৮) রঙ্গনাথাচার্য্য ॰ কৃত ভাষ্য, (৯) রামানন্দতীর্থকৃত ভাষ্য, (১০) শ্রীরামানুজ-কৃত ভাষ্য, (১১) বিদ্যারণ্যতীর্থকৃত ভাষ্য, (১২) ব্রহ্মানন্দ ভারতী-কৃত (৯ সংখ্যার মত) ভাষ্য, (১৩) শ্রীশঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্য, (১৪) সুদর্শন ভট্টকৃত ভাষ্য, (১৫) গোবিন্দভট্ট-কৃত ভাষ্য।

"Catalogus Catalogorum"-এ 'শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে'র যে ১৫টী ভাষ্যের তালিকা আছে, তদ্ব্যতীত আরও অনেক ভাষ্য পরবর্ত্তিকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অথবা উক্ত পুস্তকের সংকলনকারী সমস্ত ভাষ্যের নাম তখনও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর রচিত শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্যের নাম—"নামার্থ-সুধাভিধং ভাষ্যম্"।

শ্রীমন্মহাভারতের 'অনুশাসন-পর্ব্বে'র ১৭শ অধ্যায়ে 'শিব-সহস্রনাম' আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন আচার্য্যই তাহার ভাষ্য রচনা করেন নাই; এমন কি, আচার্য্য শঙ্করও 'শঙ্কর নামের ভাষ্য' করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। কোনও কোনও মনীষী ও পণ্ডিতের বিচারে 'শিবসহস্রনাম' প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহা হউক, শ্রীমন্মহাভারতের সর্ব্বত্র 'বিষ্ণু'ই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাম্বত আচার্য্যগণের উদ্ধৃত স্কন্দ ও ব্রহ্মপুরাণের নিম্নলিখিত উক্তি-সমূহ হইতেও প্রকৃত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীবিষ্ণু, 'শ্রীনারায়ণ' প্রভৃতি-কএকটি নাম ব্যতীত স্বকীয় নামসকল ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দকে প্রদান করিয়াছেন। যেমন, রাজা স্বীয় রাজধানী ব্যতীত অন্য নগরসকল অমাত্য-ভৃত্যাদিগের বাসার্থ প্রদান করেন, শ্রীবিষ্ণুও তদ্রূপ স্বকীয় বিশেষ কএকটি নাম ব্যতীত অপরাপর নামসমূহ অন্যান্য দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন। † ব্রহ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, কেশব ব্রহ্মাকে 'চতুর্ম্মুখ' প্রভৃতি এবং শিবকে 'রুদ্র' প্রভৃতি স্বকীয় নামসমূহ প্রদান করিয়াছেন—

গতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাদাদ্ব্রহ্মণ ভগবান্ যাদ্যেবর্গে স্বকং পুরম্॥
(স্কন্দপুরাণ)

চতুর্ম্মুখঃ পিতামহো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিতি।
উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ।
বিশেষনামানি যদৌ স্বকীয়ান্যর্পয়ি কেশব॥
(ব্রাহ্মপুরাণ)

'সহস্রনামস্তোত্রে' সর্ব্ব, শিব, শম্ভু, রুদ্র প্রভৃতি শব্দ-সকল 'বিষ্ণুর নাম' বলিয়া পঠিত হয়। ঐ সকল নামের প্রয়োগের কারণ 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

রুজং (রুদ্রং) দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ততঃ।
শিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ শিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ।
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্ব-সংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্যাত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্।
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহনাদ্ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে।
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেষ এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু সপুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের ফলশ্রুতি অনুশাসনপর্ব্বের ১৪৯তম অধ্যায়ের ১২১তম শ্লোক হইতে ১৪২তম শ্লোক পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। উক্ত অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোক হইতে ১২০তম শ্লোক পর্য্যন্ত প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীবিষ্ণুর সহস্র-নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ের ১ম-১৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের পরিপ্রশ্ন ও তদুত্তর-প্রদানমুখে ভীষ্মের অবতরণিকা দৃষ্ট হয়। সহস্রনাম-স্তোত্রে ৮৫টী নামের দুইবার, ১০টী নামের তিনবার ও ২টী নামের চারিবার পুনরাবৃত্তি দৃষ্ট হয়। সাকল্যে এই ৯৭টী নাম পুনরুক্ত হইয়াছে। নিম্নে শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম-সমূহ অকারাদি-ক্রমে শ্লোক-সংখ্যার ও নাম-সংখ্যার নির্দ্দেশসহ উদ্ধৃত হইল। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপাশীর্ব্বাদ হইলে তাঁহাদের আনুগত্যে 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা'-সঙ্কলন-কালে এই সহস্রনাম আচার্য্যগণকৃত বিভিন্ন অর্থের সহিত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

॰ বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেসের মুদ্রাযন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'শ্রীমদ্রামানুজ-ভাষ্যোপেত-শ্রীরঙ্গনাথাচার্য্যবিরচিতং ভগবদ্গুণদর্পণাখ্য-ভাষ্যম্' হইতে জানা যায় পরাশর ভট্ট ও শ্রীরঙ্গনাথাচার্য্য এক ব্যক্তি। ইনি শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের।

† বর্ত্তমানে নির্ব্বিশেষবাদী ও নিরীশ্বরবাদী সম্প্রদায় শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বাপেক্ষা-সংরক্ষিত সেই নিজস্ব 'নারায়ণ' নামটী বর্জ্জনপূর্ব্বক পরম ধাবধায় করিয়া বিষ্ণুবিদ্বেষের চরম আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে।

অক্রূরঃ ২৮।১১৪ ; ॰ অক্ষরঃ ২।১১ ; অক্ষরম্ ৫১।৪৮॰ ; অক্ষোভ্যঃ ৮৬।৮০৭ ; ১০৭।১৯৯ ; অগ্রজঃ ২৫।৮২২ ; অগ্রণীঃ ২৪।২২॰ ; অগ্রাহ্যঃ ৭।৫৬ ; অচলঃ ৭৯।৭৫১ ; অচিন্ত্যঃ ৮৯।৮৩৮ ; অচ্যুতঃ ১১।১০১ ; ৫৫।৩২॰ ; ৫৯।৫৫৭ ; অজঃ ১১.২৬ ; ২২।২০৬ ; ৫৬।৫২৪ ; অজিতঃ ৫৯।৫৫৩ ; অণুঃ ১০।৮৩৯ ; অতীন্দ্রঃ ১৭।১৫৯ ; অতীন্দ্রিয়ঃ ১৮।১৭১ ; অতুলঃ ৩৯।৩৫৭ ; অদৃশ্যঃ ৭৬।৭১৯ ; অদৃষ্টঃ ৩৩।৩০৫ ; অদ্ভুতঃ ২৫।৮২৬ ; অধিষ্ঠানম্ ৩৫।৩২৬ ; অধৃতঃ ১০।৮৪৬ ; অধোক্ষজঃ ৪৪।৪১৬ ; অনঘঃ ১৬।১৫৮ ; ৮৯।৮৩৫ ; অনন্তঃ ৭০।৬৮৫ ; অনন্তজিৎ ৩৩।৩০৮ ; অনন্তরূপঃ ১০০।৯৩২ ; অনন্তশ্রীঃ ১০০।৯৩৩ ; অনন্তহুতভুগ্‌ভোক্তা ২৫।৮৮৯ ; অনন্তাত্মা ৫৫।৫২১ ; অনঘঃ ৪৩।৪০১ ; অনর্থঃ ৪৯।৪৩২ ; অনলঃ ৩২।২৯৪ ; ৭৬।৭১৬ ; অনাদিঃ ১০১।৯৪১ ; অনাদিনিধনঃ ৫।৪২ ; অনামঃ ৭৩।৬৯৪ ; অনিমিষঃ ২৩।২১৬ ; অনিরুদ্ধঃ ২০।১৮৭ ; ২৮।৬৪৪ ; অনির্দ্দেশ্যবপুঃ ১৯।১৭৯ ; ৭০।৬৬২ ; অনির্বিণ্ণঃ ৪৭।৪৩৬ ; ৯৫।৮৯৩ ; অনিলঃ ২৫।২৩৬ ; ৮৭।৮১৮ ; অনিবর্ত্তী ৬৪।৬০৩ ; অনীশঃ ৬৭।৬৩২ ; অনুকূলঃ ৩৭।৩৪৪ ; অনুত্তমঃ ৯।৮১ ; অনেকমূর্ত্তিঃ ৭৭।৭২৬ ; অন্তকঃ ৫৫.৫২৩ ; অন্নম্ ১০৫।৯৮৩ ; অন্নাদঃ ১০৫।৯৮৪ ; অপরাজিতঃ ৭৬।৭২১ ; অপাণিপাদঃ ৩৫।৩২৫ ; অপ্রতিরথঃ ৬৮।৬৪৫ ; অপ্রমত্তঃ ৬৫।৩২৭ ; অপ্রমেয়ঃ ৬।৪৬ ; অপ্রমেয়াত্মা ২৭।২৪৯ ; অভিপ্রায়ঃ ৯৩।৮৭৪ ; অমরপ্রভুঃ ৬।৪৯ ; অমানী ৮০।৭৫৩ ; অমিতবিক্রমঃ ৫৫।৫১৯ ; ৬৮।৬৪৭ ; অমিতাশনঃ ৪০।৩৭৪ ; অমূর্ত্তিঃ ৮৯।৮৩৪ ; অমূর্ত্তিমান্ ৭৭।৭২৫ ; অমৃতঃ ১৩।১২০ ; অমৃতপঃ ৫৪।৫০৬ ; অমৃতবপুঃ ৮৭।৮২০ ; অমৃতাংশুদ্ভবঃ ৩১।২৮৪ ; অমৃতাশঃ ৮৭।৮১৯ ; অমৃত্যুঃ ২২।২০০ ; অমেয়াত্মা ১১।১০৩ ; ১৯।১৮১ ; অমোঘঃ ১২।১১১ ; ১৭।১৫৩ ; অযোনিধিঃ ৫৫।৫২০ ; অযোনিজঃ ৬১।৭৮০ ; অরবিন্দাক্ষঃ ৩৮।৩৪৯ ; অরৌদ্রঃ ৯৭।৯০৬ ; অর্কঃ ৮৫।৮০১ ; অর্চ্চিতঃ ৬৮।৬৪০ ; অর্চিষ্মান্ ৬৮।৬৩৯ ; অর্থঃ ৪৬।৪৩১ ; অর্হঃ ৯৩।৮৭৭ ; অবিজ্ঞাতা ৫১।৪৮৩ ; অব্যক্তঃ ৭৭।৭২৭ ; অব্যঙ্গঃ ১৪।১৩১ ; অব্যয়ঃ ২।১০ ; অশোকঃ ৩৭।৩৩৮ ; ৬৭।৬৩৭ ; অশ্বত্থঃ ৮৮।৮২৮ ; অসংখ্যেয়ঃ ২৭।২৪৮ ; অসৎ ৫১।৪৮১ ; অসংক্ষরম্ ৫১।৪৮২ ; অহঃ ১০।৯১ ; সংবর্ত্তকঃ ২৪।২৫৪ ।

আত্মযোনিঃ ১০৬।৯৮৫ ; আত্মবান্ ৯৮৫ ; আদিত্যঃ ৫।৩১ ; ৬০।৫৬৮ ; আদিদেবঃ ৩৬।৩৩৯ ; ৫২।৪৯১ ; আধারনিলয়ঃ ১০২।৯৪০ ; আনন্দঃ ৫৬।৫২৯ ; আনন্দী [ধা] ৬০।৫৬৫ ; আবর্ত্তনঃ ২৫।২৩০ ; আশ্রমঃ ৯১।৮৫৬ ।

ইজ্যঃ ৪৮।৪৪৭ ; ইন্দ্রকর্ম্মা ৮৪।৭৯২ ; ইষ্টোঽবিশিষ্টঃ ৩৪।৩০৯ ।

ঈশানঃ ৮।৮৫ ; ঈশ্বরঃ ৪।৩৬ ; ৯।৭৫ ।

উগ্রঃ ৪৫।৪২৫ ; উত্তরঃ ৫৬।৪৯৬ ; উদ্ধারণঃ ৯৯।৯২৩ ; উদারধীঃ ২৩।২১৯ ; উদীর্ণঃ ৬৭।৬৩০ ; উদ্ভবঃ ৪১।৩৭৫ ; ৮৪।৭৯৬ ; উপেন্দ্রঃ ১৭।১৫৩ ।

ঊর্জ্জিতঃ ১৭।১৫৮ ; ঊর্জ্জিতশাসনঃ ৯৫।৯১০ ; ঊহ্যঃ ১০২।৯৫৪ ।

ঋতুঃ ৪৫।৪১৭ ; ঋদ্ধঃ ৩০।২৭৯ ।

একঃ ৭৮।৭৩০ ; একপাৎ ৮২।৭৭৮ ; একাত্মা ১০৩।৯৮৫ ।

ওজস্তেজোদ্যুতিধরঃ ৩০।২৭৬ ; ঔষধম্ ৩১।২৮৮ ।

কঃ ৭৮।৭৩৪ ; কথিতঃ ৯১৮৫২ ; কনকাঙ্গদী ৫৮।৫৪৫ ; কপিরব্যয়ঃ ৯৬।৯০০ ; কপিলঃ ৯৬।৮৯৯ ; কপিলাচার্য্যঃ ৫৭।৫০৫ ; কপীন্দ্রঃ ৫৩।৫০৩ ; করণম্ ৪১।৩৮০ ; কর্ত্তা ৩৪।৩১৭ ; ৪১।৩৮২ ; কবিঃ ১৪।১৩৪ ; কান্তঃ ৩২।২৯৭ ; ৭০।৬৬০ ; কামঃ ৩২।২৯৮ ; কামকৃৎ ৩২।২৯৬ ; কামদেবঃ ৭০।৬৫৭ ; কামপালঃ ৭০।৬৫৮ ; কামপ্রদঃ ৩২।২৯৯ ; কামহা ৩২।২৯৫ ; কামী ৭০।৬৫৯ ; কারণম্ ৪১।৩৮১ ; কালঃ ৪৫।৪১৯ ; কালনেমিনিহা ৬৯।৬৪৮ ; কিম্ ৭৮।৭৩৫ ; কুণ্ডলী ৯৭।৯০৭ ; কুন্দঃ ৮৭।৮১৫ ; কুন্দরঃ ৮৭।৮১৪ ; কুমুদঃ ৬৩।৫৯৬ ; ৮৭।৮১৩ ; কুম্ভঃ ৬৮।৬৪১ ; কুবলেশয়ঃ ৬৩।৫৯৭ ; কৃতকর্ম্মা ৮৫.৭৯৪ ; কৃতজ্ঞঃ ১।৮৩ ; ৫৭।৫০৬ ; কৃতলক্ষণঃ ৫১.৪৮৬ ; কৃতাত্মঃ ১৫।১৩৮ ; কৃতাগমঃ ৭০।৬৬১ ; ৮৪।৭৯৪ ; কৃতাত্মকৃৎ ৫৭।৫৪১ ; কৃত্তিঃ ৯।৮৪ ; কৃশঃ ৯০।৮৪১ ; কৃষ্ণঃ ৭।৫৮ ; ৫১.৫৫৪ ; কেশবঃ

॰ প্রত্যেক সংখ্যার প্রথমটি শ্লোক-সংখ্যা ও পরেরটি নাম-সংখ্যা। লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর মুদ্রণালয় হইতে প্রকাশিত 'শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম' গ্রন্থের অনুসরণে এস্থানে শ্লোক ও নাম-সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন সংস্করণে নাম-সংখ্যা ও নাম-বিশ্লেষণ-বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়।—গৌঃ সঃ

৩।২৩ ; ৬৯।৮৫৪ ; কেশিহা ৬৯।৮৫৫ ; ক্রতুঃ ৪৮।৪৪৯ ; ক্রমঃ ২.৮০ ক্রোধকৃৎ ৩৪।৩১৬ ; ক্রোধহা ৩৪।৩১৫ ; ক্ষয়ঃ ৪৭।৪৪৩ ; ক্ষমিণাং বরঃ ২৮।৯১৯ ; ক্ষয়ম্ (অসৎ-ক্ষয়ম্) ৫১।৪৮২ ; ক্ষায়ঃ ৪৭।৪৪৫ ; ৯১।৮৫৮ ; ক্ষিতীশঃ ১০৬।৯৯১ ; ক্ষেত্রজ্ঞঃ ২।১৬ ক্ষেমকৃৎ ৬৪।১০৬ ; ক্ষোভণঃ ৪১।৩৭৬ ।

খড়্গধরঃ ৬১।৫৭১ ।

গুহাশয়ঃ ৬০।৫৭১ ; গম্ভীরাত্মা ৮১।৭৭০ গম্ভীরঃ ১০৭।৯৯৭ ; গম্ভীরেষিঃ ৫২।৪৮৭ ; গভীরঃ ৫৮।৫৪৭ ; গভীরাত্মা ১০০।৯৩৭ ; গরুড়ধ্বজঃ ৩৮।৩৫৬ ; গহনঃ ৪১।৩৮৪ ; ৫৮।৫৪৮ ; গুণকৃৎ ৯০।৮৩৩ ; গুপ্তঃ ৫৮।৫৪৯ ; গুরুঃ ৫২।৪৯৫ ; গুরুগুরুতমঃ ২৩।২১১ ; গুহঃ ৪১।৩৮৫ ; গুহ্যঃ ৫৮।৫৪৬ ; গোপতিঃ ৫৩।৪৯৭ ; ৬৩।৫৯৯ ; গোপ্তা ৫৩।৪৯৮ ; ৬৩।৬০০ ; গোবিন্দাংপতিঃ ২০।১২০ ; গোবিন্দঃ ২০।১৮৯ ; ৫৮,৫৪৩ ; গোহিতঃ ৬৯।৫৯৮ গ্রামণীঃ ২৪,২২১ ।

ঘৃতাশঃ ৭৯।৭৫০ ।

চক্রগদাধরঃ ৫৮।৫৫০ ; চক্রী ৯৭।৯০৮ ; ১০৭।৯৯৫ ; চতুরশ্রঃ ১০০।৯৩৬ ; চতুরাত্মা ১৫।১৩৯ ; ৮২।৭৭৫ ; চতুর্গতিঃ ৮২।৭৭৪ ; চতুর্দংষ্ট্রঃ ১৫।১৪৭ ; চতুর্বাহুঃ ৮২।৭৭২ ; চতুর্ভাবঃ ৮২।৭৭৬ ; চতুর্ভুজঃ ১৫।১৪২ ; চতুর্মূর্তিঃ ৮২।৭৭১ ; চতুর্বেদবিৎ ৮২।৭৭৭ ; চতুর্ব্যূহঃ ১৫।১৪০ ; ৮২।৭৭৩ ; চন্দনাঙ্গদী ৭৯,৭৫৬ ; চন্দ্রাংশুঃ ৩০।২৮২ ; চরঃ ৭৯।৭৫২ ; চারুচন্দ্রবিভূষণঃ ৮৮।৮৯৯ ।

ছিন্নসংশয়ঃ ৬৬।৬৭৯ ।

জগৎসেতুঃ ৩১।২৮৯ ; জগদাদিজঃ ১৬।১৪৭ ; জনজন্মাদিঃ ১০১।৯৪৭ ; জনন্যঃ ১০১।৯৪৬ ; জনার্দনঃ ১৪।১২৮ ; জনেশ্বরঃ ৩৭।৩৪৩ ; জন্মমৃত্যুজরাতিগঃ ১০৩।৯৭৬ ; জয়ঃ ৫৪।৫১১ ; জয়ন্তঃ ৮৫।৮০৪ ; জহ্নুঃ ২৩।২৪৮ ; জিতক্রোধঃ ৪১।৪৬৩ ; জিতমন্যুঃ ১০০।৯৩৪ ; জিতামিত্রঃ ৫৯।৫২৭ ; জীবঃ ৫৫।৫১৫ ; জীবনঃ ৯৯।৯৩০ ; জ্যেষ্ঠা ১৬।১৪০ ; জ্ঞানগম্যঃ ৫৩।৪৯৯ ; জ্ঞানমুত্তমম্ ৪৮।৪৫৫ ; জ্যেষ্ঠঃ ৮৮৮ ; জ্যোতিঃ ৯৪।৮৮১ ; জ্যোতিরাদিত্যঃ ৬০।৫৬৯ ; জ্যোতির্গণেশ্বরঃ ৬৯।৬২৪ ।

তত্ত্বং ৭৮।৭৭৭ ; তত্ত্বম্ ১০৩।৯৬৩ ; তত্ত্ববিৎ ১০৪।৯৬৪ ; তন্ত্রপন্থনঃ ৮৪।৭৯১ ; তারঃ ৩৭।৩৪০ ; ১০৪।৯৬৮ ; তারণঃ ৩৭।৩৩৯ ; তীর্থকরঃ ৭৪।৬১৬ ; তুষ্টঃ ৪২।৯৩ ; ত্রৈলোক্যবসুঃ ৮১।৭৬৩ ; ত্রিককুদ্ ৭।৬২ ; ত্রিককুদ্ধাম (ককুদ্ধাম) ৭।৬৩ ; ত্রিদশাধ্যক্ষঃ ৫৭।৫৩৯ ; ত্রিদশঃ ৫৭।৫৩৮ ; ত্রিলোকধৃক্ ৮০।৭৫৭ ; ত্রিলোকাত্মা ৬২,৬৫২ ; ত্রিলোকেশঃ ৬৯।৬৫৩ ; ত্রিবিক্রমঃ ৫৬।৫৩৩ ; ত্রিসামা ৬২।৬৮১ ; ত্বষ্টা ৬।৫২ ।

দক্ষঃ ৪৫।৪২৪ ; ১৮।৯১৭ ; দক্ষিণঃ ২৮।৯১৮ ; দণ্ডঃ ২২৮৮৩ ; দমঃ ১২।৮৬৫ ; দমনঃ ২১।১৯২ ; দময়িতা ৯২।৮৬৪ ; দর্পঃ ৭৬।৭১৮ ; দর্পহা ৭৬।৭১৭ ; দামোদরঃ ৪০।৫৬১ ; দারুণঃ ৬১।৫৭৩ ; দাশার্হঃ ৫৪।৫১৩ ; দিবিস্পৃক্ ৬১।৫৭৬ ; দিশঃ ১০০।৯৪০ ; দীপ্তমূর্তিঃ ৭৭।৭২৪ ; দুরতিক্রমঃ ৮৩।৭৮২ ; দুরাবর্ষঃ ২।৮২ ; দুরারিহা ৮৩।৭৮৭ দুরাবাসঃ ৮৩।৭৮৬ ; দুর্গঃ ৮৩।৭৮৫ ; দুর্গমঃ ৮৩।৭৮৪ ; দুর্জয়ঃ ৮৩।৭৮১ ; দুর্ধরঃ ২৯।২৬৭ ; ৭৬,৭২০ ; দুর্ধর্ষঃ ২২।২০৭ ; দুর্মতিঃ ৮৩।৭৮৩ ; দুষ্কৃতিহা ২৯।৯২৪ ; দুঃস্বপ্ননাশনঃ ২৯।৯২৬ ; দৃঢ়ঃ ৫৯।৫৫৫ ; দেবঃ ৪১।৩৭৭ ; দেবকীনন্দনঃ ১০৬।৯৮৯ ; দেবকৃৎ ৫২।৪৯৪ ; দেবেশঃ ৫২।৪৯৩ ; দ্যুতিধরঃ ৮১।৭৬৪ ; দ্রবিণপ্রদঃ ৬১।৫৭৫ ।

ধনঞ্জয়ঃ ৭০,৬৬৬ ; ধনুর্ধরঃ ২২।৮৬১ ; ধনুর্বেদঃ ২২।৮৬২ ; ধনেশ্বরঃ ৫০।৫৭৫ ; ধন্যঃ ৮০।৭৬০ ; ধন্বী ৯।৭৭ ; ধরণীধরঃ ২৫।২৩৭ ; ধরাধরঃ ৮০।৭৬২ ; ধর্মঃ ৪৩।৪০৪ ; ধর্মকৃৎ ৫১।৪৭৭ ; ধর্মগুপ্ ৫১,৪৭৬ ; ধর্মযূপঃ ৪৭।৪৩৯ ; ধর্মবিদুত্তমঃ ৪৩।৪০৫ ; ধর্মাধ্যক্ষঃ ১৫।১৩৭ ; ধর্মী ৫১।৪৭৮ ; ধাতা ৫।৪৩ ; ১০২,৯৫১ ; ধাতৃরুত্তমঃ ৫।৪৫ ; ধাম ৭।৬৩ ; ২৩।২১২ ; ধুর্যঃ ৩৮।৩৩১ ; ধৃতাত্মা ১৭।১৬২ ; ধ্রুবঃ ৬।৫৫ ; ৪২।৩৯০ ।

নক্ষত্রনেমিঃ ৪৭।৪৪১ ; নক্ষত্রী ৪৭।৪৪২ ; নন্দঃ ৫৯।৫৩১ ; নন্দকী ১০৭।৯৯৪ ; নন্দনঃ ৫৯।৫৩০ ; নন্দিঃ ৬৯।৬২৪ ; নন্দী ৬০।৫৬৪ ; নয়ঃ ৪৩।৪০০ ; নরঃ ২৩।২৪৭ ; নরহরিঃ ৩৪।৩১৩ ; নারসিংহবপুঃ ৩২১ ; নারায়ণঃ ২৯।২৪৬ ; নিগ্রহঃ ৮১।৭৬৭ ; নিধিরব্যয়ঃ ৪।৩০ ; নিধিঃ ২৩।২১৫ ; নিয়ন্তা ৯২।৮৬৮ ; নিয়মঃ ১৭।১৬৩ ; নির্গুণঃ ৯০।৮৪৪ ; নির্বাণং ৬২।৫৮৪ ; নিবৃত্তাত্মা ২৫,২৩১ ; ৪৮।৫৫৩ ; ৬৪।৬০৪ ; ৮৩।৭৮০ ; নিষ্ঠা ৬২।৫৯০ ; নেতা ২৪।২২৬ ; নেমঃ ৪৩।৩৯৯ ; নৈকঃ ৭৮।৭৩১ ; নৈককর্মকৃৎ ৪০।৫১০ ; নৈকজঃ ১৪।৮৯১ ; নৈকমায়ঃ ৩৭।৩০৩ ; নৈকরূপঃ ২৯।২৭২ ;

নৈকধৃক্: ৮১।৭৬৯ ; নৈকাত্মা ৫০।৪৬১ ; ন্যগ্রোধোদুম্বর: ৮৮।৮২৭ ; ন্যায়: ২৪।২২৩।

পদ্ম: ১০২।১৫৮ ; পদ্মমুত্তমম্ ৭৮,৭৩৮ ; পদ্মগর্ভ: ৩৮।৩৫০ ; পদ্মনাভ: ৪।৪৮, ২১।১৯৮, ৩৮।৩৪১ ; পদ্মনিভেক্ষণ: ৩৭।৩৪৭ ; পদ্মী ৩৭।৩৪৬ ; পরমস্পষ্ট: ৪২,৩৯২ ; পরমাত্মা ২।১১ ; পরমেশ্বর: ৪১।৩৭৯ ; পরমেষ্ঠী ৪৫।৪২০ ; পরর্দ্ধি: ৪২।৩৯১ ; পরায়ণ: ৬২।৫৯২ ; পরিগ্রহ: ৪৫।৪২১ ; পর্জ্জন্য: ৮৭,৯১৬ ; পর্য্যবস্থিত: ৯৯।৯৩১ ; পবন: ৩২।২৯২ ; পবিত্রম্ ৭।৮৩ ; পাপনাশন: ১০৬।৯৯২ ; পাবন: ৩২।২৯৩, ৮৭।৮১৭ ; পুণ্ডরীকাক্ষ: ১২।১১২ ; পুণ্য: ৭৩।৬৯২, ৯৯।২২৫ ; পুণ্যকীর্ত্তি: ৭৩।৬৯৩ ; পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন: ৯৮।৯২২ ; পুনর্ব্বসু: ১৬।১৫২ ; পুরন্দর: ৩৬।৩৩৭ ; পুরাতন: ৪৩।৪০০ ; পুরুজিৎ ৪৪।৫০৮ ; পুরুষ: ২।১৪, ৪৪।৪০৭ ; পুরুষোত্তম: ৩।২৪ ; পুরুসত্তম: ৪৪।৫০৯ ; পুষ্করাক্ষ: ৫।৪০,৫৯।৫৬১ ; পুষ্টি: ৪২।৩৯৪ ; পুষ্পহাস: ১০২।১৫২ ; পূতাত্মা ২।১০৮ ; পূরয়িতা ৭৩।৬৯১ ; পূর্ণ: ৭৩।৬৯০ ; পৃথু: ৪৪।৪১১ ; পেশল: ৯৮।৯১৬ ; প্রকাশন: ২৯।২৭৫ ; প্রকাশাত্মা ৩০।২৭৭ ; প্রগ্রহ: ৮১।৭৬৬ ; প্রজাগর: ১০২।১৫৩ ; প্রজাপতি: ৮।৭০, ২১।১৯৯ ; প্রজাভব: ১০।৯০ ; প্রণব: ৪৪।৪১০ ; প্রণব: ১০২।১৫৭ ; প্রতর্দ্দন: ৭।৬০ ; প্রতাপন: ৩০।২৭৮ ; প্রতিষ্ঠিত: ৩৫।৩২৮ ; প্রত্যয়: ১০।১৪ ; প্রথিত: ৩৫।৩২১ ; প্রদ্যুম্ন: ৬৮।৬৪৬ ; প্রধান-পুরুষেশ্বর: ৩।২০ ; প্রপিতামহ: ১০৪।১৭০ ; প্রভব: ৪।৩৪ ; প্রভু: ৪।৩৫, ৩২।৩০০ ; প্রভূত: ৭।৬১ ; প্রমাণম্ ৪৬।৪২৯, ১০৩।১৫৯ ; প্রমোদন: ৫৬।৫২৮ ; প্রসন্নাত্মা ২৬।২৩৯ ; প্রাংশু: ১৭।১৫৫ ; প্রাগ্বংশ: ৯০।৮৪৯ ; প্রাণ: ৮।৬৭, ৩৪।৩২২, ৪৪।৪০৮ ; প্রাণজীবন: ১০৩।১৬২ ; প্রাণদ: ৮।৬৬, ৩৪।৩২৩, ৪৪।৪০৯, ১০২।১৫৬ ; প্রাণধৃক্ (প্রাণধৃৎ) ১০৩।১৬১ ; প্রাণনিলয়: ১০৩।১৬০ প্রিয়কৃৎ ৯৩।৮৭৮ ; প্রিয়াহ: ৯৩।৮৭৬ ; প্রীতিবর্দ্ধন: ৯৩।৮৭৯ ;

বক্র: ১৩,১১৭ ; বহুশিরা: ১৩।১১৬ ; বীজমব্যয়ম্ ৪৬।৪০০ ; বৃহৎ ৯০।৮৪০ ; বৃহদ্ভানু: ৩৬,৩৩৪ ; বৃহদ্রূপ: ২৯।২৭৩ ; ব্রহ্ম ৭১।৬৬৯ ; ব্রহ্মকৃৎ ৬১।৬৬৮ ; ব্রহ্মজ: ৭১।৬৭৪ ; ব্রহ্মণ্য: ৭১।৬৬৭ ; ব্রহ্মবিৎ ৭১।৬৭১ ব্রহ্মবিবর্দ্ধন: ৭১।৬৭০ ; ব্রহ্মা ৭১।৬৭৩ ; ব্রাহ্মণ ৭১।৬৭২ ; ব্রাহ্মণপ্রিয়: ৭১,৬৭৪ ।

ভক্তবৎসল: ৭৮।৭৪২ ভগবান ৬০।৫৬৩ ; ভগহর ৮৯।৮৩৭ , ভয়নাশন: ৮৯।৮৩৮ ; ভয়াপহ: ১০০,৯৩৪ ; ভর্ত্তা ৪।৩৩ ; ভাগু: ১৪।১২৩. ৩১,২৮৪ ; ভারভৃৎ ৯১।৮৫১ ; ভাব: ১।৭ ; ভাবন: ৪,৩২ ; ভাস্করদ্যুতি: ৩০।২৮৩ ; ভিষক্ ৬২।৫৮৬ ; ভীম: ৩৯।৩৫৯. ১০১।৯৪৮ ; ভীমপরাক্রম: ১০১।৯৪৯ ; ভূতগোক্তম: ২১।১৯৫ ; ভূ: ৪৭।৪০৮ ; ভূগর্ভ: ৮।৭২ ; ভূতকৃৎ ১।৫ ভূতভব্যভবৎপ্রভু: ১।৪ ; ভূতভব্যভবন্নাথ: ৩২।২৯১ ; ভূতভাবন: ১।৯ ; ভূতভৃৎ ১।৬ ; ভূতমহেশ্বর: ৫২।৪৯০ ; ভূতাত্মা ১।৮ ; ভূতাদি: ৪।২৯ ; ভূতাবাস: ৭৯।৭১৩ ; ভূমি: ৬৭,৬৩৬ ; ভূরিদক্ষিণ: ৫৩,৫০৪ ; ভূর্ভুব: ১০১।৯৪২ ; ভূর্ভুব:স্বস্তরু: ১০৪।১৬৭ ; ভূষয়: ৬৭।৬৩৪ ; ভূষণ: ৬৭।৬৩৫ ; ভৈষজম্ ৬২।৫৮৫ ; ভোক্তা ১৬।১৪৪, ৫৬।৫০২ ; ভোজনম্ ১৬।১৪৩ ; ভ্রাজিষ্ণু: ১৬।১৪৩ ।

মঙ্গলং পরং: ৭,৬৪ ; মধু: ১৮,৭০ ; মধুসূদন: ৮।৭৪ ; মনু: ৬,৫১ ; মনোজব: ৭৪,৬২৫ ; মনোহর: ৪৯।৬৫২ , মনু: ৩০।২৮১ ; মরীচি: ২১।১৯১ ; মহর্দ্ধি: ৩৮ ৩৫২ ; মহবি: ৫৭।৫৩৪ ; মহাকর্ণী ৭২,৬৭৭, ৮৪।৭৯৩ ; মহাকোশ: ৪৬।৪৩৩ ; মহাক্রতু: ৭২।৬৮০ মহাক্রম: ৭২।৬৭৬ ; মহাক্ষ: ৩৮।৩৪৫ ; মহাগর্ত্ত: ৮৬।৮১০ . মহাতপা: ১৩।১২৩ ; মহাতেজা: ৭২।৬৭৮ ; মহাদেব: ৫২।৪৯২ ; মহাদ্যুতি: ১৯।১৭৮ ; মহাদ্রিধৃক্ (৭) ১৯।১৮২ ; মহাধন: ৪৬।৪০৫ ; মহান্ ৯০।৮৪৫ ; মহানিধি: ৮৬।৮১২ ; মহাবল: ১৮।১৭৪ : মহাবুদ্ধি: ১৯।১৭৫ ; মহাভূত: ৮৬।৮১১ ; মহাভাগ: ৪০,৬৭২ ; মহাভোগ: ৪৬।৪০৪ ; মহামখ: ৪৭।৪৪০ ; মহামনা: ৫৯।৪৬২ ; মহামায়: ১৮।১৭২ ; মহামূর্ত্তি: ৭৭।৭২৩ ; মহাযজ্ঞ: ৭২।৬৮২ ; মহাযজ্ঞ ৭২,৬৮১ ; মহাহ: ৫৫।৫২৫ ; মহাবরাহ: ৫৮।৪৪২ ; মহাবীর্য্য: ১৯।১৭৬ . মহাশক্তি: ১৯।১৭৭ ; মহাশন: ৩৩।৩০৪ ; মহাশৃঙ্গ: ৫৭।৫৪০ , মহাশ্বন: ৫।৪১ ; মহাহবি: ৭২।৬৮৩ ; মহাহ্রদ: ৮৬।৮০৯ ; মহীধর: ৩৪।৩১৯, ৪০।৩৭১ মহীভর্ত্তা ২০।১৮৪ ; মহেজ্য: ২৮।৪৪৮ , মহেন্দ্র: ২৯।২৬৯ ; মহেশ্বাস: ২০।১৮৩ ; মহোৎসাহ: ১৮।১৭৩ ; মহোদধিশয়: ৫৫।৫২৭ মহোরগ: ৭২,৬৭৯ ; মাধব: ৮।৭৩, ১৮।১৬৯, ৭৮।৭৪১ ; মানদ: ৮০।৭৫৪ . মাস্থ: ৮০,৭৫৫ ; মার্গ: ৪০।৩৬৭, ৪৩।৩৯৮ মুকুন্দ: ৫৫।৫১৮ ; মুক্তানাং পরমা গতি: ২।১২ ; মেদিনীপতি: ৫৭।৫৩৭ ; মেধজ: ৮০।৭৫৯ ; মেধাবী ১।৭৮ ।

যজ্ঞ: ৯৮।৪৪১, ১০৪।২৭১ ; যজ্ঞকৃৎ ১০৪।২৭৭ ; যজ্ঞগুহ্যম্ ১০৪।২৮২ ; যজ্ঞপতি: ১০৪।২৭২ ; যজ্ঞভুক্ ১০৪।২৭২ ; যজ্ঞভৃৎ ১০৪।২৭৬ ; যজ্ঞবাহন: ১০৪।২৭৫ ; যজ্ঞসাধন: ১০৪।২৮০ ; যজ্ঞাঙ্গ: ১০৪।২৭৪ ; যজ্ঞাম্নভৃৎ ১০৪।২৮১ ; যজ্ঞী ১০৪।২৭৮ যমা ১০৪।২৭৩ ; যং ৭৭।২৩৬ ; যদুশ্রেষ্ঠ: ৭৫।৭১০ ; যম: ১৭।১৬৪, ৯২।৮৭০ ; যুগাধিকৃৎ ৩৩।৩০১ ; যুগাবর্ত: ৩১।৩০২ ; যোগ: ৩।১৮ ; যোগবিদাং নেতা ৩।১৯ ; যোগী ৯১।৮৫৩ ; যোগিশ: ৯১।৮৫৪ ।

রুক্ম: ৯৯।৯২৮ রুক্মিণ্রিয়: ৭৩।৬৮৯ ; রুদ্রগর্ভ: ৫০।৬৭৪ ; রুদ্রনাভ: ৮৫।৬৭৭ ; রুদ্রাক্ষপাণি: ১০৭।৯৯৮ ; রুরু: ৯৪।৮৮৪ ; রুরিলোচন: ৯৪.৮৮৮ ; রাধ: ৪৩।৩৯৮ ; রুচিরাঙ্গ: ১০১।৯৫৫ ; রুদ্র: ১৩।১১৫ ; রোহিত: ৪০।৩৩৮ ;

লক্ষ্মী: ১০১।৯৪৩ ; লক্ষ্মীবান্ ৩৮।৩৭৩ ; লোকত্রাণপ্রিয়: ৬৫।৬২০ ; লোকনাথ: ৭৮।৭৪০ ; লোকবন্ধু: ৭৮।৭৩৯ ; লোকবীরম: ৮৪।৭৮৯ ; লোকস্বামী ৮০.৭৪৬ ; লোকাধিষ্ঠানম্ ৯৫.৮৯৫ ; লোকাধ্যক্ষ: ১৪।১৩৫ ; লোহিতাক্ষ: ৭।৫৯ ।

বৎস: বৎসবহুল: ৯০।৮৫০ ; বৎসর: ৫০।৫৭১ ; বৎসল: ৫০।৪৭২ ; বৎসী ৫০।৪৭৩ ; বনমালী ৬০।৫৬৬ ; বরদ: ৩৮।৩৩২ ; বরাঙ্গ: ৭৯।৭৪৪ ; বরারোহ: ১৩।১২২ ; বর্ণ: ৫৯।৫৫৮ ; বর্ধন: ২৮।২৬২ ; বর্ধমান: ২৮।২৬৩ ; বষট্কার: ১।৩ ; বসু: ১২।১০৫, ২৯।২৭১, ৭৪।৭০১ ; বসুদ: ২৯।২৭০ ; বসুপ্রদ: ৭৪।৬৯৮, (৬৯৯) ; বসুমনা: ১২।১০৬, ৭৪।৭০২ ; বসুরেতা: ৭৪।৬৯৭ ; বহ্নি: ২৫।২৩৫ ; বাগ্মী ২৯।২৬৮ ; বাচস্পতি: ২৩।২১৮, ৬১।৫৭৯ ; বাজসনি: ৮৫।৮০২ ; বামন: ১৭।১৫৪ ; বায়ু: ৪৪।৪১৫ ; বায়ুবাহন: ৩৮।৩৩৩, ৯১।৮৬০ ; বারুণ: ৫৯।৫৫৯ ; বাসবানুজ: ৩৫।৩২৪ ; বাসুদেব: ৩৮।৩৩৪, ৭৪।৭০০, ৭৬.৭১৪ ; বিকর্তা ৪১।৩৮৩ ; বিক্রম: ৯।৭৯ ; বিক্রমী ৯।৭৮, ৯৭।৯০৯ ; বিকর: ৪০।৩৮৫ ; বিজয: ১৬।১৫৯ ; বিজিতাত্মা ৬৬।৬২৬ ; বিদারণ: ৪৯।৪৬৫ ; বিদিশ: ১০০।৯৩৮ ; বিধক্রম: ৯৮।৯২০ ; বিধাতা ৫।৪৪, ৫১।৪৮৫ ; বিধেয়াত্মা ৬৬।৬৪৭ ; বিনয: ৫৫।৫১০ ; বিনয়িতা ৫৫।৫১৬ ; বিরজোমার্গ: ৪৩।৩৯৮ ; বিরজ: ৪৩।৩৯৮ ; বিরাম: ৪৩।৩৯৭ ; বিরোচন: ৯৪।৮৮৫ ; বিবিক্ত: ২৮।২৬৪ , বিশিষ্ট: ২৭।২৫০ , বিশুদ্ধাত্মা ৬৮।৬৪৯ ; বিশোধন: ৬৮।৬৪৩ ; বিশ্রাম: ৪৫।৪২৫ ; বিশ্রুতাত্মা ২২।২০৯ ; বিশ্বকর্মা ৬।৫০ ; বিশ্বক্ষিণ: ৪৫।৪২৬ ; বিশ্ববাহু: ৩৪।৩১৮ ; বিশ্ববৃধিদ্: ২৬।২৪১ ; বিশ্বম্ ১।১ ; বিশ্বমূর্তি: ৭৭।৭২২ ; বিশ্বযোনি: ১৩।১১৮, ১৬।১৪১ ; বিশ্বরেতা: ১০।৮৯ ; বিশ্বস্রক্ (ট্) ২৬।২৪০ ; বিশ্বাত্মা ২৪।২২৭ বিষম: ৭৯।৭৪৮ ; বিষ্ণু: ১।২, ২৮।২৫৯ ; বিষ্বক্সেন: ১৪।১২৭ ; বিস্তার: ৬৬।৪২৭ ; বিহায়সগতি: ৯৪।৮৮০ ; বীতভয়: ৯৮।৯২১ ; বীর: ৪৩।৪০২, ৭০।৬৬৪ ; বীরবাহু: ৪৯।৪৬৪ ; বীরহা ১৮।১৬৮, ৭৯।৭৪৭, ৯৯।৯২৭ ; বৃক্ষ: ৪৯।৪৬০ ; বৃদ্ধাত্মা ৬৮।৩৫৪ ; বৃষ: ৩৪।৩১৪ ; বৃষকর্মা ১২।১১৩ ; বৃষপর্বা ২৮।২৬০ ; বৃষপ্রিয়: ৬৩।৬০২ ; বৃষভ: ২৮।২৫৮ ; বৃষভাক্ষ: ৬৩।৬০১ ; বৃষাকপি: ১১।১০২ ; বৃষাকৃতি: ১২।১১৪ ; বৃষাহী ২৮।২৫৭ ; বৃষোদর: ২৮।২৬১ ; বেগবান্ ৪০।৩৭৩ ; বেদ: ১৪।১২৯ ; বেদবিৎ ১৪।১৩০,১৩৩ ; বেদাঙ্গ: ১৪।১৩২ ; বেদ্য: ১৮।১৬৫ ; বেধা: ৫৯।৫৫১ ; বৈকুণ্ঠ: ৪৪।৪০৬ ; বৈখান: ১০৬।৯৮৭ ; বৈদ্য: ১৮।১৬৬ ; ব্যক্তরূপ: ৩৩।৩০৬ ; ব্যাঘ্র: ৮১।৭৮৮ ; ব্যবসায়: ৪২।৩৮৬ ; ব্যবস্থান: ৪২।৩৮৭ ; ব্যাদিশ: ১০০।৯৩৯ ; ব্যাপী ৫০।৪৬৮ ; ব্যাপ্ত: ৪৪।৪১৪ ; ব্যাল: ১০।৯৩ ; ব্যাস: ৬১।৫৭৮ ।

শক্তিমতাং শ্রেষ্ঠ: ৪৩।৪০৩ ; শঙ্খভৃৎ ১০৭।৯৯৩ ; শতমূর্তি: ৭৭।৭২৮ ; শতানন: ৭৭।৭২৯ ; শতানন্দ: ৬৬।৬২৩ ; শতাবর্ত: ৩৭।৩৪৫ ; শত্রুঘ্ন: ৪৪।৪১৩ ; শত্রুজিৎ্শত্রুতাপন: ৮৮।৮২৬ ; শব্দসহ: ৯৭।৯১২ ; শব্দাতিগ: ৯৭।৯১১ ; শম: ৬২।৫৮৮ ; শম্ভু: ৫।৩৮ ; শয়ণম্ ১০।৮৭ ; শরভ: ৩৯।৩৫৮ ; শরীরভৃৎ ৩৮।৩৫১ ; শরীরভূতভৃৎ ৫৩।৫০১ ; শর্ম ১০।৮৮ ; শর্ম: ৪।২৬ ; শর্মকরীকর: ৯৭।৯১৩ ; শর্মবিদ্: ৩১।২৮৬ ; শার্ঙ্গধন্বা ১০৭।৯৯৬ ; শাস্তা: ৬২।৫৮৯ ; শান্তি: ৬২।৫৯১ , শাবিষ: ৬৩।৫৯৪ ; শাশ্বত: ৭।৫৭ ; শাশ্বতস্থাণু: ১৩।১২১ ; শাশ্বতাত্মিয়: ৬৭।৬৩৩ ; শান্তা ২২।২০৮ ; শিখণ্ডী ৩৪.৩১২ ; শিপিবিষ্ট: ২৯।২৭৪ ; শিব: ৪।২৭, ৬৪।৬০৭ ; শিশির: ৯৭।৯১৩ ; শিষ্টকৃৎ ২৭।২৫১ ; শিষ্টেষ্ট: ৩৪।৩১১ ; শুচি: ১৭।১৫৭, ২৭।২৫২ ; শুচিঃশ্রবা: ১৩।১১৯ ; শুভাঙ্গ: ৬৯।৫৯৩, ৮৯।৭৮৮ ; শুভেক্ষণ: ৪২।৩৯৫ ; শূক্ষ: ৭৯।৭৪৯ ; শূর: ৩৭।৩৭৭, ৬৯।৬৪০ ; শূরজনেশ্বর: ৬৯।৬৪১ ; শূরসেন: ৭৫।৭০৯ ; শৃঙ্গী ৮৫।৮০৩ ; শোকনাশন: ৬৭।৬৩৮ ; শৌরি: ৩৭।৩৪২, ৬৯।৬৪৯ ; শ্রমণ:

১১৮৫৭ ; শ্রীকরঃ ৬৪।৬১৮ ; শ্রীগর্ভঃ ৪১।৩৭৮ ; শ্রীঃ ৬৮।৬১২ ; শ্রীদঃ ৬৫।৬১৩ ; শ্রীনিধিঃ ৬৫।৬১৫ ; শ্রীনিবাসঃ ২০।১৮৫, ৬৫।৬১৪ ; শ্রীপতিঃ ৬৪।৬১০ শ্রীবৎসবরঃ ৬৪।৬১১ ; শ্রীমান্ ৩,।২২, ১২।১৮০, ২৪।২২২ ; শ্রীবৎসবক্ষাঃ ৬৪।৬০৮ ; শ্রীবাসঃ ৬৪।৬০৯ ; শ্রীবিভাবনঃ ৬৫।৬১৬ ; শ্রীশঃ ৬৫।৬১৩ ; শ্রুতিসাগরঃ ২৮।২৬৫ ; শ্রেয়ঃশ্রীমান্ ৬৫।৬১৯ ; শ্রেষ্ঠঃ ৮।৬৯ ।

সঙ্কর্ষণঃ ৫৯।৫৫৬ ; সংক্ষেপ্তা ৬৪।৬০৫ ; সংগ্রহঃ ১৭। ১৬০ ; সংঘাতা ২২।২০৩ ; সঙ্ঘিমান্ ২২।২০৪ ; সঙ্ঘ্যাসকৃৎ ৬২।৫৮৭ ; সংগ্রেমর্দনঃ ২৪।২৩৩ ; সংতবঃ ৪।৩১ ; সংমিতঃ ১২।১০৯ ; সাংবৎসরঃ ১০।১২, ৪৫।৪২৩ ; সংবৃতঃ ২৪।২৩২ ; সংস্থানঃ ৪২।৩৮৮ ; সঃ ৭৮।৭৩২ ; সৎ ৫১।৪৭৯ ; সতাং গতিঃ ২০।১৮৬, ৪৮।৪৭১ ; সৎকর্ত্তা ২৬।২৪২ ; সৎকীর্ত্তিঃ ৬৬।৬২৮ ; সংকৃতঃ ২৬।২৪৩ ; সংকৃতিঃ ৭৫।৭০৫ ; সত্তা ৭৫।৩০৬ ; সত্রম্ ৪৯।৪৫০ ; সত্ত্ববান্ ৯৩।৮৭১ ; সত্ত্বস্থঃ ৫২।৪৮৮ ; সংপথাচারঃ ১০২।২৫৫ ; সংপরায়ণম্ ৭৫।৭০৮ ; সত্যঃ ১২।১০৭, ২৩।২১৩, ৯৩।৮৭৩ ; সত্যধর্ম্ম-পরাক্রমঃ ৩১।২৯০ ; সত্যধর্ম্ম-পরায়ণঃ ৯৩।৮৭৪ ; সত্যধর্ম্মী ৫৬।৫৩২ ; সত্য-পরাক্রমঃ ২৩।২১৪ ; সত্যমেধা ৮০।৭৬১ ; সত্যসন্ধঃ ৫৪। ৫১২ ; সদ্ (অক্ষরম্) ৫১।৪৭৯ ; সদাযবী ২৫।৮৯৪ ; সদাযোগী ১৮।১৬৭ ; সদ্গতিঃ ৭৫।৭০৪ ; সদ্ভূতিঃ ৭৫।৭০৭ ; সনাৎ ২৬। ৮৯৭ ; সনাতনতমঃ ২৬।৮৯৮ ; সন্ধঃ ২৯।৯২৯ ; সন্নিবাসঃ ৭৫। ৭১১ ; সপ্তজিহ্বঃ ৮৯।৮৩৭ ; সপ্তবাহনঃ ৮৯।৮৩৩ ; সপ্তৌধাঃ ৮৯।৮৩২ ; সমঃ ১২।১১০ ; সমযজ্ঞঃ ৩৯।৩৮০ ; সমাত্মা ১২। ১০৮ ; সমাবর্ত্তঃ ৮৩।৭৭৯ ; সমিতিঞ্জয়ঃ ৩৯।৩৬৪ ; সমীরণঃ ২৪।২২৫ ; সমীহনঃ ৪৭।৪৪৫ ; সর্গঃ ১৭।১৬১ ; সর্ব্বঃ ৪।২৫ ; সর্ব্বকামদঃ ৯১।৮৫৪ ; সর্ব্বগঃ ১৪।১২৪ ; সর্ব্বজ্ঞঃ ৪৮।৪৫৪, ৮৭।৮২১ ; সর্ব্বতশ্চক্ষুঃ ৬৭।৬৩১ ; সর্ব্বতোমুখঃ ৮৭।৮২২ ; সর্ব্বদর্শনঃ ১০।৯৫ ; সর্ব্বদর্শী ৪৯।৪৫২ ; সর্ব্বদৃক্ ২২।২০১, ৬১।৫৭৭ ; সর্ব্বপ্রহরণাযুধঃ ১০৭।১০০০ ; সর্ব্বযোগবিনিঃসৃতঃ ১১।১০৪ ; সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্যঃ ৩৯।৩৬২ ; সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বরঃ ৮৬। ৮০৮ ; সর্ব্ববিজ্ঞানী ৮৫।৮০৪ ; সর্ব্ববিৎ ১৪।১২৫ ; সর্ব্ব-শস্ত্রভৃতাং বরঃ ৮১।৭৬৫ ; সর্ব্বসহঃ ৯২।৮৭ ; সর্ব্বাদিঃ ১১। ১০০ ; সর্ব্বাদ্রি-নিলয়ঃ ৭৬।৭১৫ ; সর্ব্বেশ্বরঃ ১১।৯৭ ; সবিতা ২৪।৮৮৭, ১০৪।২৬৯ ; সহঃ ৪০।৩৭০ ; সহস্রজিৎ ৩৩।৩০৭ ; সহস্রপাৎ ২৪।২২৯ ; সহস্রমূর্দ্ধা ২৪।২২৬ ; সহস্রাংশুঃ ৫১। ৪৮৪ ; সহস্রাক্ষঃ ২৪।২২৮ ; সহস্রার্চ্চিঃ ৮৯।৮৩০ ; সহিষ্ণুঃ ১৬। ১৪৬, ৬০।৫৭০ ; সাক্ষী ২১৫, ৫৪।৫১৭ ; সাত্বিকঃ ৯৩।৮৭২ ; সাত্বতাং পতিঃ ৫৪।৫১৪ ; সাধুঃ ২৬।২৪৪ ; সাম ৬২।৫৮৩ ; সামগঃ ৬২.৫৮২ ; সামগায়নঃ ১০৬।১৮৮ ; সিংহঃ ৫২।৪৮৯ ; সিদ্ধঃ ১১ ৯৮, ৮৮।৮২৫ সিদ্ধসঙ্কল্পঃ ২৭।২৫৪ ; সিদ্ধার্থঃ ২৩। ২১৯ ; সিদ্ধিঃ ১১।৯৯ ; সিদ্ধিদঃ ২৭।২৫৫ ; সিদ্ধিসাধনঃ ২৭। ২৫৬ ; সুখদঃ ৪৯।৪৬০, ৯৫।৯০ ; সুঘোষঃ ৪৯.৪৫৯ ; সুতন্তুঃ ৮৪।৭৯০ ; সুতপাঃ ২১।১৯৫ ; সুদর্শনঃ ৪৫।৪১৮ ; সুধন্বা ৬১। ৫৭২ ; সুনঃ ৮৫।৭৯৮ ; সুন্দরঃ ৮১।৭৯৭ ; সুপর্ণঃ ২১।১৯৪, ৯১.৮৫৯ ; সুপ্রসাদঃ ২৬।২৩৮ ; সুভুজঃ ২৯.২৬৬ ; সুমুখঃ ৪৯.৪৫৭ ; সুমেধাঃ ৮০।৭৫৮ ; সুযামুনঃ ৭৫।৭১২ ; সুরাধ্যক্ষঃ ১৫।১৩৬ ; সুরানন্দঃ ২০।১৮৮ ; সুরারিহা ২২।২১০ ; সুরুচিঃ ৯৪৮৮২ সুরেশঃ ১০৮৬ , সুরেশ্বরঃ ৩১।২৮৭ ; সুলভঃ ৮৮। ৮২৩ , সুলোচনঃ ৮৫।৮০০ ; সুবর্ণবিন্দুঃ ৮৬.৮০৬ , সুবর্ণবর্ণঃ ৭৯।৭৪৩ ; সুবীরঃ ১০১।৯৪৪ ; সুব্রতঃ ৪১।৪৫৬, ৮৮।৮২৪ ; সুষেণঃ ৪৮।৪৫৪ ; সুহৃৎ ৪৯।৪৬১ সূক্ষ্মঃ ৪৯।৪৫৮ ; সূনাঃ ৯৪।৮৮৯ ; সোমঃ ৫৪।৫০৭ ; সোমপঃ ৫৪।৫০৫ ; স্কন্দঃ ৩৮। ৩২৯ ; স্কন্দধরঃ ৩৮।৩৩০ ; স্তবপ্রিয়ঃ ৭৩।৮৮৫ ; স্তবাঃ ৭৩। ৮৮৪ ; স্তুতঃ ৭৩।৮৮৭ ; স্তোতা ৭৩।৮৮৮ ; স্তোত্রম্ ৭৩।৮৮৬ ; স্থবিরঃ ৬।৫৪ ; স্থবিষ্ঠঃ ৬।৫৩, ৪৭।৪৩৭ ; স্থাণুঃ ৪।২৮ ; স্থানদঃ ৪২।৩৮৯ ; স্থাবরস্থাণুঃ ৪৬।৪২৮ ; স্থিরঃ ২২।২০৫ ; স্থূলঃ ৯০। ৮৪২ ; স্পষ্টাক্ষরঃ ৩০।২৮০ ; স্রগ্বী ২৩।২১৭ ; স্রষ্টা ৬৩।৫২৫, ১০৮।৯৯০ ; স্বক্ষঃ ৬৬।৬২১ ; স্বঙ্গঃ ৬৬।৬২২ ; স্বধৃতঃ ৯০। ৮৪৭ ; স্বয়ংজাত ১০৬।১৮৬ ; স্বয়ম্ভূঃ ৫।৩৭ ; স্বরণঃ ৫০।৪৬৭ স্বস্তি ৯৯০৩ ; স্বস্তিকৃৎ ৯৯।৯০২ ; স্বস্তিদঃ ৯৯।৯০১ স্বস্তিদক্ষিণঃ ৯৯।৯০৫ ; স্বস্তিভুক্ ৯৯।৯০৪ ; স্বাঙ্গঃ ৫৯।৫৫২ ; স্বাপনঃ ৫০।৬৬৬ ; স্বাভাব্য ৫৬।৫২৬ ; স্বাস্তঃ ৯০।৮৪৮ ।

হংসঃ ২১।১৯৩ ; হরিঃ ৩৯।৩৬১, ৬৯।৬৫৬ ; হলাযুধঃ ৬০।৫৬৭ ; হরিঃ ৩৯।৩৬১, ৭৪।৭০৩ ; হরিহরিঃ ৩৯।৩৬১ ; হিরণ্যগর্ভঃ ৮।৭১, ৪৪।৪১২ ; হিরণ্যনাভঃ ২১।১৯৬ ; হৃত-ভুগ্‌বিভুঃ ৯৪।৮৮৩ ; হৃষীকেশঃ ৬।৪৭ ; হেতুঃ ৪০।৩৬৮ ; হেমাঙ্গঃ ৭৯।৭৪৪ ।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম-মায়াপুর, এপ্রিল—১৯৫০ ইং

দেবী কি অর্দ্ধজন বলিয়া স্ত্রীদেহ ধারণ করিয়াছিলেন অথবা স্ত্রীদেহধারিণী বলিয়াই কি অর্দ্ধজন বলিয়া বিচারিত হইয়াছেন?

উঃ—কেহ কেহ বলেন, শ্রীমাধবী দেবী স্ত্রীদেহ ধরিয়া জগতে আসিয়াছিলেন, স্ত্রীদেহধারী ভক্ত প্রচার করিতে পারেন না, এইজন্য তাঁহাকে অর্দ্ধজন বলা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিচারে তাঁহার অপ্রাকৃত ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজন-সৌষ্ঠবের দিক্ দিয়াই তাঁহাকে অর্দ্ধজন বলা হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের উক্তিতেই এই বিষয়ের সদুত্তর দেওয়া হইয়াছে—

"নাটকগীতের আদর্শস্থানীয়া মাধবী অধিষ্ঠাত্রী দেবী আপনাকে কিরূপ পরমোৎসাবহার অর্দ্ধয়-বিজ্ঞাপিনী গোপ-(ব্রজেন্দ্রনন্দনের) • সহচারিণী, গোপী (শ্রীপাঞ্চর্ব্ব) সহ-চারিণী দেখাইয়াছেন, তাহা সমগ্র নাইটগীতীর আলোচ্য।"—(গৌড়ীয় ১৩৩১)

মৎসরতা—অতি ভীষণ। "লোকাম্বর্যাদিভির্ভাবৈরা-ত্মনং নব মানয়ন্: কথং তত্র দুকুলস্য স্মূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ।" ইহা শ্রীগুরুদেবের বাক্য। হরিকথা শুনিতে পাইতেছি না—এই বিচারে যদি দুঃখ বোধ হইয়া থাকে, তাহা ভাল, কিন্তু যদি ঈর্ষাদ্বেষি, হিংসা বা অসূয়া আসিয়া থাকে, আমরা মঠবাসী—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী, আর ইহারা —গৃহস্থ বা স্ত্রীলোক এরূপ বিচার হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। সত্য সত্য হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ-উৎকণ্ঠা-বশতঃই এই সকল কথা হইতেছে?—না, মৎসরতাই ইহার কারণ? কিন্তু আমরা যে-কোন প্রকারে অপরের নিকট হইতে ঘৃণা বা কটূক্তি লাভ করি না কেন, তাহাতে নিজেরা অসন্তুষ্ট বা বিচলিত হইব না, কিংবা তাহা-দের প্রতি দোষারোপ বা অসন্তোষ প্রকাশও করিব না। কর্ম্মীরা এই বিচারের বহুমানন না করিলেও আমরা অপরের নিকট হইতে সর্ব্বতোভাবে অপকৃত হইয়া তাহাদের পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উপকার করিবার জন্য চেষ্টিত থাকিব—তাহাদের মঙ্গলই চিন্তা করিতে হইবে।

প্রঃ—বৈষ্ণবই গুরু। তটস্থ জীব মুক্ত হইয়াও বিভিন্নাংশ থাকেন,—তাহা হইলে গুরুদেব কি বিভিন্নাংশ তত্ত্ব?

উঃ—বিষয়টি বুঝাইবার জন্য তটস্থ জীব মুক্ত হইয়াও গঠনে অণু ও বিভিন্নাংশই থাকেন, এরূপ বলিতে হয়। ইহা ত' তটস্থ-দর্শন; কিন্তু গোলোকে ত' তটস্থ-দর্শন নাই। সেখানে সমস্তই শুদ্ধ-দর্শন। শুদ্ধদর্শন হইলে আর তটস্থ জীব-দর্শন থাকে না। একজন তটস্থ-দর্শনে অবস্থিত হইয়া বলিতে পারেন যে, গোলোকে তটস্থ জীব মুক্ত হইয়াও গঠনে অণু ও বিভিন্নাংশই থাকেন। কিন্তু ঐ তটস্থ-দর্শন করিবেন কে? গোলোকে ত' তটস্থ-দর্শনই নাই।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী

মহাভাগবতের নিজের ব্যক্তিগত কোন অচিৎ ভোগ্য বস্তু-দর্শন বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ না থাকিলেও মধ্যম অধিকারীর প্রতীর উপযোগিভাবে তটস্থ-বিচারে কৃষ্ণ-মায়া-বৈচিত্র্যের তুলনামূলক বিচার করিতে সমর্থ—তাহাতে তিনি স্বয়ং মায়া দ্বারা অভিভূত হন না।

• • •

• বন্ধনীমধ্যস্থিত শব্দের অর্থ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

অন্তর্যামিত্ব, পরমাত্মত্ব ও ঈশ্বরত্ব—ভগবত্তা নহে; ভগবত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং অচিৎবিপ্রকারণাজাত সংজ্ঞা-বিশেষ। ঐ অন্তর্যামিত্ব, পরমাত্মত্ব বা ঈশ্বরত্ব—প্রকৃতি বা প্রধান, বা মায়াশক্তি, বা মায়াবদ্ধ জীবের উপরই বর্ত্তমান। ঐ দর্শনে বা ধারণায় আনন্দ বা বিলাস অর্থাৎ স্বরূপশক্তির সহিত সম্বন্ধ-সমাবেশ নাই; সুতরাং নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও

পরিকরবৈচিত্র্যও নাই। ঐ অদ্বয়াদির, পরমাত্মত্ব বা ঈশ্বরত্ব—তাদৃশবস্তুরই অংশবৈভবমাত্র।

যাহারা হরিভজন করে না—beware of them (তাহাদের সম্বন্ধিষয়ে খুব সাবধান থাকিতে হইবে)। তাহারা গুরুদেবকে ও তাহাদের আত্মীয়বর্গ সকলকেই ঠকাইতে চায়। তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র টান, আত্মীয়-বুদ্ধি বা স্নেহ থাকিলে হরিভজনের আশা নাই।

Severest pang of separation from our eternally neartest and dearest masters—ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজন।

জীবের প্রতি ততটা দয়া-বিশিষ্ট হওয়া যাইবে,—যতটা শ্রীনামের সেবায় উন্মুখ হওয়া যাইবে।

নামসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবার সহিত প্রচুর পরিমাণে জীবে দয়ার প্রবৃত্তি উদিত হইলেই ভজনবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সেবাধিকার দিবে। ভজন-বলের সঙ্গে সঙ্গে জীবে দয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

অধিকার-অনুযায়ী কৃষ্ণপ্রসাদ-গ্রহণের ব্যবস্থা নির্ম্মৎসর, শিষ্যবৎসল, কৃপালু, গুরুদেব দিবেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের বা নিতাইচাঁদের আশ্রয়েই কৃষ্ণের প্রসাদ সেবাবুদ্ধিতেই গ্রহণ করিতে বলেন—বৈষ্ণবে ভোগ-বুদ্ধি করিতে বলেন না। যেমন গোপীগণ কৃষ্ণের প্রসাদ-স্বরূপ; গুরুদেব কোন শিষ্যকে কৃষ্ণের প্রসাদ-জ্ঞানে গোপী-গণের প্রতি ভোগবুদ্ধি বা ভোগ্যবুদ্ধি করিতে বলেন না।

বালিশ, অজ্ঞ, সরল, মূর্খ যাহারা, তাহাদের প্রতি কৃপা করিতে উন্মুখ হইলেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইবে; দয়া-কার্য্যটি নিতাইচাঁদের। অজ্ঞকে দয়া করার অর্থই হইতেছে, শ্রীনিত্যানন্দ বা গুরুপাদপদ্মের missionএ যোগ-দান করাইবার চেষ্টা।

যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ দেহসম্পর্কীয় বস্তু বা ব্যক্তিতে মমতা আছে এবং ততক্ষণই সংসার আমাদের নিকট ভয়ানক পরীক্ষার স্থল। কিন্তু বস্তুতঃ সমস্তই ত' নিত্যানন্দের, তাঁরই ত' সংসার। নিতাইএর হইয়া যাইতে পারিলে তখন সকল অবস্থায় সকল স্থানে সকলেরই সুবিধা হইয়া যায়।

শরণাগতের অবস্থা ঠিক কুকুরের মত। কুকুর প্রভুকে দেখিলেই আনন্দিত হয় এবং তাহা নানাভাবে প্রকাশ করে। তাহাকে যদি খাইতে দেওয়া যায় তাহা হইলেও সন্তোষের সহিত লেজ নাড়িবে; আবার যদি খাইতে না দেও, তবুও সে মনিবকে দেখিয়া সন্তোষের সহিত লেজনাড়া বন্ধ করিবে না।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যে রূপ দেখিয়া আনন্দিত হন, সেই রূপেরই সার্থকতা। জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর মদ বা প্রতিষ্ঠা—স্বরূপের রূপের বাধা কদর্য্যতা-মাত্র।

অকিঞ্চনতাই স্বরূপের রূপ। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতিই রূপশোভা। অকিঞ্চনতা আত্মার নিত্যসিদ্ধ রূপ, জীবের সেবাময় স্বরূপের রূপ। ইহা শ্রীরূপের বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলিরই সত্যরূপ।

দম্ভই কুরূপ, কুৎসিৎ; উহা রূপকে নষ্ট বা আবৃত করিয়া ফেলে। অকিঞ্চনতা—রূপ, আর দম্ভ ঠিক্ উহার বিপরীত বস্তু। দম্ভ থাকিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বা শ্রীরূপের রূপে রূপসী হওয়া যায় না।

'দেহাত্মবুদ্ধি'-বুদ্ধিই সকল দম্ভের মূল। 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ' বোধই অকিঞ্চনতার উদ্বোধক।

কৃষ্ণই হ্লাদিনীর ভোক্তা, অন্য কেহ নহে। তজ্জন্য কৃষ্ণনামই পরিপূর্ণ রস বা আনন্দের দ্যোতক বা সূচক। 'নারায়ণ'-নামে এতটা পূর্ণতম রসের বা আনন্দের ব্যঞ্জনা নাই।

কৃষ্ণ-শব্দটি তাঁহার শ্যামসুন্দর রূপ, তাঁহার যশোদানন্দনত্ব, তাঁহার 'শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী' শ্লোকোদিষ্ট আকর্ষণ-লীলা সমস্তই প্রকাশ করে। কৃষ্ণনাম গৌণ নামের ন্যায় বিশেষণ-মাত্র নহেন বা কেবল ঐশ্বর্য্যদ্যোতক মুখ্য নাম-মাত্রও নহেন। কৃষ্ণনাম একাধারে মাধুর্য্য-সর্ব্বস্ব বিশেষ্য ও বিশেষণ।

জগতের জীবের কৃষ্ণসম্বন্ধে যে ধারণা, তিনি সেই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। জগতে সে রূপের কথার তুলনা কোথাও নাই, জগতের ভাষায় সে রূপের ব্যাখ্যা হয় না বলিয়াই তিনি—অরূপ অর্থাৎ শ্যাম।

অভিনিবেশ করিতে করিতে তদ্বস্তু লাভ হইবে, ইহা লম্ভপর নহে। বাস্তব-বস্তু চেতন প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেই অবাস্তব আধ্যক্ষিক ধারণা দূরীভূত হয়।

প্রথমেই শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া অর্থাৎ শ্রীনামানুশীলন—এইগুলি সমস্তই বাস্তব অনুশীলন বা ধন-

আত্মীয়। এই অনুশীলন হইতে থাকিলে অনর্থ-নিবৃত্তি আনুষঙ্গিকভাবেই হইয়া যাইবে।

শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবার নামই সংসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া থাকা। পরতত্ত্বের বিলাসের বস্তুর নামই—বৈষ্ণব। যেখানে সেই বৈষ্ণবের আনুগত্য নাই, সেবা নাই, সেখানে কৃষ্ণও নাই।

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের বিলাস-বিযুক্ত-দর্শনে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা-প্রভৃতি পর্য্যন্তই লক্ষীকৃত বিষয় হয়। বিলাসযুক্ত বৈষ্ণব-দর্শনেই পূর্ণ ভগবত্তা, ভগবজ্ জ্ঞান বা অধোক্ষজ-সেবার বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের বিলাসের দিকে উন্মুখ করার নামই প্রকৃত জীবে দয়া বা বৈষ্ণবতা। শ্রীগুরুদেবের কার্য্যই হইতেছে—বৈষ্ণবকে দিয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বিধান। শ্রীগুরুদাসানুদাসগণেরও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে নিজেরা সেবোন্মুখ হইয়া অন্যকে সেবায় উন্মুখ করাই একমাত্র কৃত্য।

বৈষ্ণবের সেবা-বিচারটি যাঁহার যত অধিক পরিমাণে উদিত হইয়াছে, তিনি তত অধিক বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসেবকাভিমানেই গুরুত্ব সংপ্রতিষ্ঠিত।

গৌড়ীয়নাথের নির্হেতুক কৈঙ্কর্য্যে অকপট লোভ উদিত না হইলে জীব অগৌড়ীয় থাকিয়া শ্রীরূপবিরোধী অন্যাভিলাষ ও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগের আবরণরূপ কৃষ্ণকে বহুমানন করে। তাহাতেই মাৎসর্য্যদর্শন এবং তাহা হইতে ভয়ের উদয় হয়।

স্বরূপের আশ্রয় ছাড়িয়া কুরূপের কবলে কবলিত হইলেই 'নিত্য জীবসদ্গতি' শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর পাদপদ্মাশ্রয় হইতে জীবের বিচ্যুতি ঘটে—অচ্যুতগোত্র হইতে চ্যুত হইতে হয়।

'স্বরূপভ্রম', 'অসত্যকা,' 'হৃদয়দৌর্ব্বল্য' ও 'অপরাধ'—এই অনর্থ-চতুষ্টয় হইতে উদ্ধার করিয়া বিশ্ববাসীকে শ্রীগৌরের বিমল সংকীর্ত্তন-রাসে যোগদান করাইবার নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ-নাথের আবাহন করাই 'গৌড়ী'য়ের উদ্দেশ্য।

জগতে এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যখন 'গৌড়ীয়ে'র এই মহাবদান্যতার কথা—প্রকৃত বিশ্বকল্যাণের কথা প্রতি-ঘরে সামগানের ন্যায় উদ্গীত হইয়া বিশ্ববাসীকে 'গৌড়ীয়ে'র, গৌড়ীয়ের আলিঙ্গ গৌড়ীয়রাজসহ গৌড়ীয়নাথের শ্রীচরণ-নখ-শোভায় আকৃষ্ট ও সেবা সংবৃত করাইবে।

সচ্চিৎশক্তির কৃপায় প্রকাশই সম্বন্ধজ্ঞান। সেই সিদ্ধান্ত-জ্ঞান কোন প্রাকৃত অপরা বিদ্যাকে অপেক্ষা করে না। কৃষ্ণমুখপদ্ম শুনাই বেদ। একমাত্র গুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই তাহার প্রকৃত অর্থ বা মর্ম্ম লাভ করা যায়।

'আমার বৈষ্ণবসেবা হইল না বলিয়া বৈষ্ণবসেবকমাত্রেরই দৈন্য থাকা অত্যাবশ্যক। সেই নিষ্কপট দৈন্য যাঁহার যত বেশী, তিনি তত অধিক কৃষ্ণের প্রিয়—কৃষ্ণ তাঁহার নিকট তত অধিক আকৃষ্ট।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিরহ-স্মৃতিই কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ-কারের যোগ্যতা লাভ করায়।

বৈষ্ণবসেবার বিচারই প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত এবং তাদৃশী ভক্তিই ক্রমশঃ 'শ্রীকৃষ্ণকবিধী' হইয়া পড়িবেন।

প্রত্যেকেরই অধিকার যাহাতে উন্নত হয়, তজ্জন্য আমাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি রাখিয়া চেষ্টা করা আবশ্যক। যিনি তাহা চাহেন না, তিনি কৃষ্ণকেই ফাঁকি দিতে চান। যেখানে পরস্পরের ভজনোন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা দেখা যায় না, সেখানে কৃষ্ণের সুখ নাই।

যিনি কৃষ্ণের ভোগ বর্দ্ধন করান, যিনি তাঁহার গো বা কাম বর্দ্ধন করান, তিনিই শ্রীগুরুদেব। আর যিনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সমস্ত কৌশলের মধ্যে কৃষ্ণভজনের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্ ও নিষ্কপটতম বিশ্রম্ভ সেবক।

প্রাকৃত বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশক্তি বা মেধা-মনীষার দ্বারা কখনই শ্রীল প্রভুপাদের বিচার-আচার বুঝা বা জানা সম্ভব হইবে না। কেন না, তিনি যে সকল কার্য্যই বিমুখের নিকট নিত্যকাল transcendental paradox.

বৈষ্ণবের সেবা করিলেই, প্রাণপণে বৈষ্ণব-সেবার আনুকূল্য বিধান করিলেই সম্প্রদায়ের শুদ্ধি বজায় থাকে, শ্রীল প্রভুপাদের সেবাও থাকিবে, নতুবা শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পাদপদ্মে আমাদিগকে স্থান দিবেন না।

সত্য সত্য প্রভুপাদের সেবা করিবার ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি প্রযুক্ত ও আচরিত অসম্মান, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, insult-disgrace এর বিরুদ্ধে প্রতীকার লাভের জন্য প্রাণপণে বাধা দিতে হইবে; তাহাতে নিরপেক্ষ থাকিলে চলিবে না।

ভক্তিবিনোদ-বাণী-বিরোধিনী অসদ্‌বার্ত্তা-বেষ্টার রুগ্‌ন্ধটা কোন জীবকে আক্রমণ না করুক ; গৌড়ীয়ের বাণী-বন্যাই সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করুক ; গৌড়ীয়ের কণ্ঠরোধের আসুরিক প্রচেষ্টা-প্রবৃত্তি ব্যতিরেকভাবে গৌড়ীয়-কৈঙ্কর্য্য-ভিলাষী সেবকগণের গৌড়ীয়ের অনুগমন ও অনুসরণ-প্রবৃত্তিকে কোটিগুণে বর্দ্ধন করুক ; অদম্য সেবোৎসাহ সকলকে শ্রীচৈতন্যের সেবায় চেতনময় রাখুক ; শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-বাণী বিশ্ববাসীর হৃদয়ে অপ্রতিহতবেগে প্রবহমান থাকুক।

শ্রীল অভিরাম ঠাকুর

আগামী কল্য ৬ই মধুসূদন, ১৫ বৈশাখ, রবিবার কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের বিরহ-তিথি। তিনি নিত্যানন্দৈক-প্রাণ দ্বাদশগোপালের অন্যতম ব্রজের 'সুদাম' সখা। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে—

পুরা শ্রীদাম-নামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্।
যান্ত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ॥
(গৌঃ গঃ ১২৬ শ্লোক)

রামদাস অভিরাম—সখ্য-প্রেমরাশি।
বোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি' যে করিল বাঁশী॥
(চৈঃ চঃ আ ১০।১১৬)

অভিরাম ঠাকুর পাষণ্ডদলনকারী নিত্যানন্দের আদেশে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

অভিরাম-গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যাঁরে দেখি' কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড॥
নিত্যানন্দ-আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর।
জগতে বিদিত যাঁর কৃপা মনোহর॥

তিনি প্রণাম করিলে বিষ্ণুশিলা বা বিষ্ণু-অর্চ্চা ব্যতীত অন্যান্য শিলা বা মূর্ত্তি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হইয়া যাইত বলিয়া একটি প্রবাদ অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

হাওড়া-আমতা লাইনে চাপাডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে 'হেলেনার হাট' অতিক্রম করিয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগরে অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের 'শ্রীদামমঙ্গল' চাবুকের কথা 'ভক্তি-রত্নাকরে' (৪র্থ তরঙ্গে) লিখিত আছে যে, ঐ চাবুক দিয়া অভিরাম ঠাকুর যাহাকে আঘাত করিতেন, তাঁহারই কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইত। একদা শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীঅভি-রামভবনে আগমন করিলে ঠাকুর অভিরাম তিনবার শ্রীনিবাসের গাত্রে ঐ চাবুক স্পর্শ করাইলেন। তখন শ্রীল অভিরামপত্নী বিপ্রকন্যা মালিনীদেবী হাসিয়া ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, ধৈর্য্য ধর ; শ্রীনিবাস-বালক, তোমার চাবুকের স্পর্শে অধীর হইয়া পড়িবে।"

শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-কালে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসারণে আমাদের শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট-দর্শন ও তথায় শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বাণী-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেই সময় স্থানীয় সেবাইতগণের নিকট শুনিয়াছি যে, শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রকটকাল হইতেই তথায় শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহের নিকট সিদ্ধ চাউল-ভোগের ব্যবস্থা আছে। এমন কি, মুড়ি পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে। আর একটি অভিনব প্রথা এই যে, ঠাকুরকে শয়ন দিবার সময় মন্দিরের দরজা খোলা থাকে ও সর্ব্বসমক্ষে শয়ন দেওয়া হয়। প্রাতঃকালে ঠাকুরের মঙ্গল-আরতি করিবার রীতিও নাই।

শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবলদেব, শ্রীমদনমোহন (একক), একখানি সওয়া হাত উচ্চ ও প্রায় একহাত প্রশস্ত কষ্টি-পাথরে বস্ত্রহরণলীলা, কদম্ববৃক্ষ, যমুনা ও ধেনুবৎসসহ শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ একসঙ্গে খোদিত রহিয়াছেন—এইরূপ অর্চ্চা-বিগ্রহ, এতদ্ব্যতীত নৃত্যাবেশে অভিরাম ঠাকুরের একটী শ্রীমূর্ত্তি (চরণদুখানি অবিদ্যুত) ও শ্রীরত্নবল্লভ (যুগল) মূর্ত্তি সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপাল-মূর্ত্তিও আছেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখস্থিত পুষ্করিণী খননকালে উক্ত গোপীনাথবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত। তদবধি উক্ত পুষ্করিণীটী "অভিরামকুণ্ড" নামে বিদিত। বর্ত্তমানে যে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, তাহারই ঠিক দক্ষিণে একটী পুরাতন নবরত্ন মন্দির। মন্দিরের উচ্চদেশে একটী প্রস্তরফলকে ১১৮১ সালে ঐ মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া খোদিত রহিয়াছে। মন্দির নির্ম্মাতার কোনও নামোল্লেখ নাই। শুনা যায়, পার্শ্বস্থ গ্রামের পরলোকগত

'মহিরাম সিংহ গইনা' নামক এক ব্যক্তি ঐ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে এখানে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেন ও মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ঘরের ঘরে এই স্থানেই শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইতেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

ব্রহ্মদেশে—গত ৬ই ও ৮ই এপ্রিল রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরম-হংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ব্রহ্মদেশের মণ্ডলে নামক স্থানে ধর্ম্মশালায় ও 'হিন্দুসভায়' 'শ্রীমদ্ভাগবত' সম্বন্ধে যথাক্রমে হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহারা ১ই এপ্রিল তারিখেও স্থানীয় মিঃ এস. কে. দে মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১১ই ও ১২ই এপ্রিল রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ব্রহ্মদেশের 'মিন্‌বু' নামক স্থানে মারোয়ারীদের সভানারায়ণজীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে ও শ্রীযুক্ত অরুণা-মোহন লাহিড়ী মহাশয়ের বাসভবনে যথাক্রমে হিন্দীভাষায় "শ্রবণ ও কীর্ত্তন" সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

যুক্তপ্রদেশে—মথুরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গত ১১ই এপ্রিল যুক্তপ্রদেশের আলিগড় জেলার অন্তর্গত হাথরাস্ নামক স্থানে ডাক্তার মিঃ বি, এস্. আগরোয়াল্ (Health officer) মহাশয়ের বাসায় সন্ধ্যায় বহু সজ্জন-পরিবৃত একটি সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

উক্ত সেবকবৃন্দ গত ১২-১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত লালা বাবু মুকুন্দজীর ভবন, দিল্লী সোহরায় হরিসভা প্রাঙ্গণে ও দিল্লীওয়ালা গলি নামক স্থানে ছায়াচিত্রযোগে যথাক্রমে শ্রীরামলীলা ও কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১৫ই এপ্রিল শ্রীপাদ নবীনগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নাথুরাম উপাধ্যায় (উকিল) মহাশয়ের আহ্বানে তুলার মণ্ডিতে সন্ধ্যার পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-প্রদর্শনমুখে বহু সজ্জন ব্যক্তির সম্মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার আরম্ভে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

শ্রীধামে শ্রীরামনবমী তিথি-পূজা

গত ১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীরামনবমী-তিথিপূজা-মহোৎসব হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য-মঠের শ্রীমন্দির-সমূহ পরিক্রমান্তে অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় মঠসেবকগণ গৃহস্থ ভক্তগণ এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সকলেই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া একটি বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে দণ্ডবৎ-প্রণাম করতঃ শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-গৃহ, শ্রীক্ষেত্র-পাল শিবের শ্রীমন্দির প্রভৃতি পরিক্রমান্তে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরে আগমন করেন। তথায় শ্রীমন্দির পরিক্রমা-পূর্ব্বক পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরামাদি অবতারের কারণ, দশরথের গৃহে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব ও তাঁহার বনবাসের কারণ, দশরথের দেহত্যাগের কারণ, দশরথ ও রাবণ কে ছিলেন, রাবণের সীতা-হরণ বিষয়টি কি, প্রভৃতি বহু বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শোভা-যাত্রা গৌরবিহিত কীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে করিতে শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাটে সমুপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরামসেবক বজ্রাঙ্গজীর মাহাত্ম্য ও তাঁহার রামসেবা-প্রণালীর বিষয় কীর্ত্তন করেন। অবশেষে শোভাযাত্রা শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অবিদ্যাহরণ-প্রবণ-সদনের একটি অধি-বেশনে শ্রীপাদ ব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমুরারিগুপ্তের মহিমা-সূচক প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীপাদ অধ্যয়ন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী হরিকথা কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার তদ্ভক্তিপ্রতিষ্ঠান-সমূহে শ্রীরামনবমী-তিথিপূজা সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর-
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাভিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র,

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২১শে বৈশাখ, ১৩৬৭ | মে, ১৯৪০ | ৩৯শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর।
কাল—শ্রীধাম-পরিক্রমার অধিবাস,
সন্ধ্যা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ ইং

[শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব-নাম ও 'অনাদি করম-ফলে' গীতি কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—]

শ্রীমন্মহাপ্রভু—প্রভুশব্দের প্রভূ + অক্‌-শব্দে—যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ। প্রভু কেবল অনুগ্রহই করবেন, আর নিগ্রহ করবেন না, তা' নয়, তিনি নিগ্রহও করতে পারেন। যাঁরা ভগবদ্‌বিমুখ তাঁদের নিগ্রহ ক'রে শোধনের জন্যই ভগবানের অবতার। বদ্ধজীবগণই তাঁর নিগ্রহ-যোগ্য এবং মুক্তগণই তাঁর অনুগ্রহের পাত্র। এখানে (প্রপঞ্চে) কুণ্ঠা-ধাম আছে, নিত্যধামের ও নিত্য আনন্দের অভাব আছে। এই অবরভূমিতে কেবল অসুর ও নিগ্রহানন্দের কথা। এখানে ঊর্দ্ধে আকাশ নিম্নে, পরক্ষণেই মেঘাচ্ছন্ন, তারপর বৃষ্টিকা, দুর্যোগ ইত্যাদি। কিন্তু বরভূমি বৈকুণ্ঠে এই প্রকার নিগ্রহের কিছু কাজ নেই। তথায় কেবল নিত্য ও পূর্ণ আনন্দ বিরাজমান,—তথায় বিশেষ পূর্ণ

বুঝাইতে।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-বাসীকে সেই মহাতত্ত্বের কথা বিচার করতে উপদেশ ক'রেছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥
এক মহাস্তম্ভ, আর স্তম্ভ দুই জন।
তিন স্তম্ভ সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—ইহারা প্রভু-তত্ত্ব বা বিষ্ণুতত্ত্ব; শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই মূল সংকর্ষণ; তিনি চিৎ ও অচিৎ জগতের মূল উপাদান ও নিমিত্তকারণ। মূল-সংকর্ষণের আদি চতুর্ব্যূহ হইতেই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের প্রকাশ। অবতারী মূল সংকর্ষণ হ'তেই সকল অবতারের উদয়। মূল-সংকর্ষণ হ'তেই চতুর্ব্যূহ ও তাঁদের প্রকাশতত্ত্ব কারণ-সত্ত্ব-ক্ষীরোদকশায়ীর উদয়। কারণোদশায়ীর যে সৃষ্টি, তাহাই উৎক্রমসৃষ্টি।

অতঃ খলতঃ প্রথি দ্বিতীয়ং বস্তুসংজ্ঞিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থমিতি ব্রহ্ম বিদুর্বুধাঃ॥

মানবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান—অসম্পূর্ণ; তাই মানব-জ্ঞান বিশ্বের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করতে অসমর্থ। মানব—বহুদর্শন-বা বস্তুগ্রহণ ইত্যাদিতে আবদ্ধ। পরিক্রমণের দ্বারা শ্রীঅর্চ্চার পাদসেবনরূপা উপাসনা হয়। তীর্থ-পরিভ্রমণে বাস্তব-বস্তুর কথার শ্রবণ, বস্তুর তত্ত্বের রূপ-দর্শন, গুণ-বৈশিষ্ট্যশ্রবণ প্রভৃতির সুযোগ-লাভ হ'য়ে থাকে। আমরা যখন নিত্যমুক্ত ভূমি এখনও লাভ করি নাই, তখন বদ্ধ-অবস্থায় আমাদের সাধনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। নববিধা ভক্তিই সাধন। মৃত্ত-ভূমিতে বা ভাব-রাজ্যে সাধ্যবস্তু-চতুষ্টয়ের সন্মিলনে যে রসোদয় হয়, তা'ই সিদ্ধি বা প্রয়োজন। শ্রীঅর্চ্চা বিগ্রহ শ্রীনাম-স্বরূপে বিরাজমান। শ্রীঅর্চ্চার সেবা হ'তেই আমাদের মঙ্গলের উদয় হয়। নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি গুরুপাদ-পদ্মে নিত্যকাল উদয় করার জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা সাধন-ভক্তির আবশ্যকতা। অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥

উপাদায়ৈতদখিলং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাংজগৎ।
তেন তাক্তেন ভোক্তব্যা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

বর্ত্তমান সময়ে আমরা বিশ্বস্ত ও পতিত। বদ্ধাবস্থায় ২৪ ঘণ্টা কেবল অভাব দূর করবার ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরই চেষ্টা করছি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অসম্পূর্ণ এবং ঐসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা' লাভ করা যায়, তা' অসম্পূর্ণ। এই সকল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের সুখলাভের যে চেষ্টা, তাহার পরিণতি—মৃত্যুই। এই সংসারূপ মৃত্যু-কূপ হ'তে উদ্ধার পে'তে হরিজন করতে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

(আদৌ) গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাশিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

গুরুপাদাশ্রয় ক'রে দীক্ষাদি-গ্রহণকার্য্য ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বার। ভগবজ্জনের জন্য ব্রহ্মা এই অন্তর্দ্বীপে ধ্যান ক'রেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই ধামে অবতীর্ণ হ'য়ে যে লীলা প্রদর্শন করলেন, তা' ব্রহ্মারই লক্ষিতব্য হ'য়েছিল। আমরা মহাজনের অনুসরণ ক'রে হরিজন-রাজ্যে অগ্রসর হ'ব। বলিরাজা যেমন সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে ভগবানের সেবা ক'রেছিলেন, আমরাও তাঁর অনুসরণ ক'রে, সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীনাম-মায়াপুরের শরণাগত হ'ব। সেবাবিমুখগণ অমঙ্গলে পতিত। হরি-বিমুখ হ'লে দেব-ঋষিগণেরও পতনযোগ্যতা আছে।

অহ্যাপৃতার্ত্ত-করণা নিশি নিঃশ্বসন্তী
নানাভিমানরথ-ধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
সৈবাহতার্থরচনা ক্ষণমোহিতেব
দূরৎপ্রণষ্টবিবুধা ইহ সংসরন্তি॥

অর্থাৎ আমরা নিজেন্দ্রিয় তর্পণের জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টাবিশিষ্ট করণ-শব্দে—ইন্দ্রিয়-সকল। আপৃত—ব্যস্ত, ব্যাপৃত। আমরা নিশাকালে বিশ্রামের পর নিস্তব্ধ থাকি। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হ'তেই সংসারের জন্য যে-সকল চেষ্টা করতে হ'বে তজ্জন্য ঘুমের মধ্যে চম্‌কে' উঠি। যাঁদের প্রভু ক'রেছি তা'দের হাতের জন্যই আমার চেষ্টা। কিন্তু তা'তে ত নিত্যমঙ্গল নেই। তজ্জন্য সকলকে ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ করাই আমাদের একমাত্র চেষ্টা হওয়া উচিত। উহাই মায়ার প্রভুত্ব চল্‌বার একমাত্র উপায়। কৃষ্ণোন্মুখ ক'রে সকলের পরম-মঙ্গল-বিধান করাই একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবানের সেবা ছেড়ে দিলেই সংসার। একমাত্র

ভগবানের সেবাতেই নিত্য-মঙ্গল নিহিত। আমাদের আত্মীয়তা বোধ কেবল মঙ্গল-প্রাপ্তিসূত্রের জন্য। যাঁরা ভগবানের প্রকৃষ্ট সঙ্গবিমুখ হ'য়েছে, তাঁরা সংসারে পতিত এবং ভগবৎসেবায় সর্ব্বদা উদাসীন। যে-কাল-পর্য্যন্ত তাঁরা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেকাল-পর্য্যন্ত তাঁরা জানে না—'কা'কে সেবা কর্‌ব?' প্রস্তর, বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ, মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, মানব, দেবতা, অসুর প্রভৃতি দেহাত্ম-বোধের বিচার হ'তে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। 'বিরূপের ধর্ম্ম ঘুচে' স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হওয়াই আবশ্যক। বৃক্ষের বার্ক্ষ-বিচার, প্রস্তরের প্রাস্তর-বিচার, পশুর পাশব-বিচার, মানবের মানবোচিত বিচার হ'তে মুক্ত হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবকের বিচারই সকলের পক্ষে গ্রহণীয়।

ভক্তগণ ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কিছু করেন না। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্যই ভগবানের প্রীতি বা সন্তোষ-বিধান।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

ভগবানের সেবা হ'তেও তাঁর সেবকের সেবা আরও বড়। ভগবানের ভক্তের সেবা করা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। ভগবান্‌কে যিনি সেবা করেন বা অর্চ্চন করেন, তিনিই তদীয়। যাঁরা জগতের জীবের জন্য প্রকৃত-পক্ষে দুঃখী, তাঁদের সেবা করা আবশ্যক। হরিজনের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকতে হ'বে।

ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।

শুধু মনুষ্যমাত্রই নয়, জীবমাত্রেই বৈষ্ণব; যাঁরা তা' না বুঝে' ভগবদ্‌বিদ্বেষ করে, তাঁদের সঙ্গ কোনমতেই করা উচিত নয়। মদ, মদ, অরিষ্ট প্রভৃতি ব্রতের বিঘ্নকারী অসুরসকলের, অথবা রাবণের অনুচর আমরা মানবজাতি অনেক সময়ে ভগবানের বিদ্বেষ করাকে 'ধর্ম্ম' বুঝে মনে করি, ভগবদ্ভক্তের ভজনের ব্যাঘাত করবার চেষ্টা করি। ছয় প্রকার রিপু সর্ব্বদা আমাদের ঘাড়ে চেপে' ব'সেছে। বিষয়-পরিক্রমণ কিংবা গৃহপরিক্রমণ অপেক্ষা ভগবানের ধাম পরিক্রমণ করলেই নিত্যমঙ্গলের সূত্রপাত হয় এবং তাই আমাদের করা কর্ত্তব্য। আপনারা কাম-ক্রোধ প্রভৃতি-রিপুসকলের হাত পরিত্যাগ ক'রে অধোক্ষজ আশ্রয় করুন, শ্রীধামে বাস করুন, শ্রীধামের বিগ্রহাদির সেবা করুন, শ্রীধামবাসিগণের সেবা করুন, সকলেই যাহাতে শ্রীধামে বাস করতে পারেন, উচ্চস্বরে বলুন। শ্রীধামের মহাপ্রভুর ধাম, স্বর্গলোক অপেক্ষা অনন্তগুণে আর বেশী কিছুই নাই।

প্রেমাব্ধি-মহাপ্রেম-পীযূষরসসাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে কো দৈন্যো ভুবি বর্ত্ততে॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

উচ্চা যস্য ভবৎপ্রপত্তিপরমা মন্দা পিহা।
নিখিলাত্মস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

ভোগী বা ত্যাগী হ'বার চেষ্টা করলে অন্ধকার হ'তে গভীরতর অন্ধকার-রাজ্যে পতিত হ'তে হ'বে। শুধু প্রাকৃত অভাব নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করলে অন্ধ হ'য়ে জীব অন্ধতম নরকে প্রবেশ করবেন। অমঙ্গলের হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়াই আমাদের প্রধান কার্য্য। নবধা ভক্তির আশ্রয়ে যখন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম আশ্রয় করব, তখনই আমাদের নিত্য পরম বাস্তব মঙ্গলের উদয় হ'বে। বলি মহাবাক্যের ন্যায় কায়মনোবাক্যরূপ ত্রিপাদ-বিভূতি সকলই শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করবার যে সাতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের আবশ্যক। কিন্তু মনে রাখতে হ'বে—"যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি"।

আমাদের বপুঃসর্ব্বস্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিযুক্ত হউক। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে সেবা করা উচিত নয়। এতদ্ব্যতীত মঙ্গল নেই। ভক্তসঙ্গক্রমেই শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ সুষ্ঠুভাবে করবে। আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র ক'রে বৈদ্যুতিক চক্রের ন্যায় নবধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, চক্রাকারে নিরন্তর করতে হ'বে। এরূপ নবধা ভক্তির current-এর মধ্যে প'ড়ে থাকলে আপনারা অমঙ্গলের অবস্থা হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরিসেবার অধিকার পা'বেন। যাবতীয় ভক্তাঙ্গের কেন্দ্রে আত্মনিবেদনকে রাখতে হ'বে। হৃদয় যখন ঐ আত্মনিবেদনের ভিত্তির উপর হ'বে তখন নশ্বরাদি পঞ্চ শরীর কেন্দ্রের দিকে আর ধাবিত হবে না; তখনই আমাদের বাস্তব সুবিধা হ'বে।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

কেউ মনে করবেন—**নামকীর্ত্তন করলে বা গৃহ ছাড়লে মঙ্গল হ'বে। এঁর কোনটিতেই মঙ্গল নেই।**

কায়েনাবাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥

কেউ যেন মনে না করেন—'শ্রীবাস প্রভু মহাপ্রভুকে এত ডাকবার ফলেই তাঁর ঘরের চালে খড় ছিল না।' শ্রীবাস যে-প্রকার সেবা ক'রেছিলেন সে-প্রকারের সেবা আমরা করতেও পারি না, বা কল্পনায়ও আনতে পারি না। কখনও ভাবি—শ্রীবাসের মত দরিদ্র হ'লে আমাদের পাপ এসে উপস্থিত হ'বে কিন্তু তা' নয়; ভগবান্ বলেন—"যদ্যদ্ধ-

মনুগৃহ্ণামি তদ্বিত্তং তনুবং শনৈঃ।" বল দ্বারা হরিভজন হয় না, আবার ভগবানের সেবায় ভক্ত সেবা-বল সংগ্রহ করতে হ'বে। তজ্জন্য অন্তঃকরণ-শুদ্ধি আবশ্যক,—শুদ্ধ অন্তঃকরণে অন্বয়ীল পরিক্রমায় মঙ্গল হ'বে। "শ্রবণং নাম্নঃ শ্রবণযন্ত্রঃ-করণস্যার্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চাক্ষুষকরণে রূপশ্রবণেন তদ্রূপ-যোগ্যতা ভবতি। সমাগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে।"

শরণাগতিই দরকার। শরণাগতি দ্বারাই আমাদের নিত্য-মঙ্গল হ'বে।

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্ররূপি শচীসূত্রবর স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীঃ মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

[অতঃপর 'যশোমতী-নন্দন' গীতিটী কীর্ত্তিত হয়।]

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের নাম পারমার্থিক সাহিত্যিকগণের নিকট সুপরিচিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পার্ষদ গোস্বামিগণ তাঁহাদের বহু গ্রন্থেই শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে বলিয়াছেন,—

ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥
সাংখ্যং যোগঃ পাশুপতং কৌরব্যকমেব চ।

—ইত্যাবগম্য বেদপঞ্চরাত্রয়োরৈক্যাভিপ্রায়েণ পঞ্চরাত্রস্যৈব প্রামাণ্যমুক্তমিতরেষাং ভিন্নমতত্বং প্রদর্শ্য মোক্ষধর্ম্মেষ্বপি।

(শ্রীমদ্ভাষ্য ১।১।৩)

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য শ্রীব্যাসদেবের উক্তি উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—'স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—ঋগ্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই বেদচতুষ্টয়, মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও মূল-রামায়ণ—এই সকলই 'শাস্ত্র' বলিয়া অভিহিত; আর এই সকল শাস্ত্রের যে সকল অনুকূল গ্রন্থ, তাহাও 'শাস্ত্র' বলিয়া কীর্ত্তিত। ইহা ব্যতীত অন্য যে-সকল গ্রন্থ-বিস্তার আছে, তাহা 'শাস্ত্র' নহে, উহাকে 'কুপথ' বলা যায়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের 'মোক্ষধর্ম্মে'ও সাংখ্যযোগ ও পাশুপত-শাস্ত্র প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য শাস্ত্রের বেদবিরুদ্ধ মত প্রদর্শন-পূর্ব্বক বেদ ও পঞ্চরাত্রের ঐক্যাভিপ্রায়ে পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য কথিত হইয়াছে।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব্রহ্ম-যামলের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ ৪৬ সং)

অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রের বিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তিও উৎপাতের কারণ।

যাহা স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীগুরুমুখ-প্রসূত-বাক্য, তাহাই 'শ্রুতি'। 'শ্রুতি' বলিতে উপনিষৎকে বুঝায়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যে কএকটি উপনিষৎ স্বীকার করেন, বা আধ্যক্ষিকগণ যে কএকটি উপনিষৎকে তাহাদের আধ্যক্ষিক বিদ্যা, বুদ্ধি, অনুমান প্রভৃতির দ্বারা মাপিয়া লইয়া উহাদিগকে প্রামাণিক বলিয়া অনুমোদন করেন, তাহাই উপনিষৎ বা শ্রুতি-পদ-বাচ্য নহে; পরন্তু শ্রৌতপন্থানুবর্ত্তী সাধুগুরু আচার্য্যগণ যে-সকল উপনিষৎ বা বেদবাণীকে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই 'শ্রুতি'। শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রবণাগত বিনীত শিষ্য যে পরা-বিদ্যার বাণী শ্রবণ করেন, তাহাই 'শ্রুতি'। শ্রুত হয় বলিয়া উহার নাম 'শ্রুতি'।

সেই গুরুমুখ-শ্রুত-বাক্য বা শ্রুতি যখন স্মরণ-পথে সংরক্ষিত হয়, তখন তাহাই 'স্মৃতি' বলিয়া গৃহীত হয়। মহাভারত বলেন,—

শ্রুতিঃ স্মৃতি উভে নেত্রে দ্বিজানাং পরিকীর্ত্তিতে।
একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রাহ্মণগণের দুইটি চক্ষু। যিনি 'শ্রুতি'তে অনভিজ্ঞ, তিনি একচক্ষু অর্থাৎ 'কাণা', আর যিনি 'স্মৃতি'তে অনভিজ্ঞ, তাহাকে 'অন্ধ' বলা যায়।

শ্রুতিরই অনুগত—'স্মৃতি'। কীর্ত্তন ও শ্রবণমুখে স্মরণ হয়। শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিত ও শিষ্য-পারম্পর্য্যে শ্রুতবাণী—'শ্রুতি' এবং শিষ্য-পারম্পর্য্যে যাহা স্মরণ করিয়া রাখা যায়, তাহাই 'স্মৃতি'।

শ্রুতি বা বেদের যাহা পূরণ করে, তাহাই 'পুরাণ'; তাহা সনাতন, শাশ্বত বা পুরাতন; যাহা অবেদ, অপুরাতন, যাহা অসনাতন, তাহা বেদের পূরণ করিতে পারে না।

শ্রুতি বা বেদকে যাহা বিস্তার করে, তাহাই 'তন্ত্র' (তন্ ধাতু বিস্তারে)। সেই তন্ত্র সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ। শ্রী-নারদ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্ত্বিক তন্ত্রের অন্তর্গত। 'রাত্র' শব্দের অর্থ—'জ্ঞান'। পঞ্চপ্রকার জ্ঞান যে শ্রৌতবাণীতে আছে, তাহাই পঞ্চরাত্র। তাই নারদ-পঞ্চরাত্রের প্রথম রাত্রে 'পঞ্চরাত্র' শব্দের এইরূপ তাৎপর্য্য লিখিত হইয়াছে,—

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
(নারদ-পঞ্চরাত্র, ১ম রাত্র, ৪৪ সং)

'রাত্র' শব্দে 'জ্ঞানবচন' বুঝায়; সেই জ্ঞান পাঁচপ্রকার; তজ্জন্য মনীষিগণ ইহাকে 'পঞ্চরাত্র' বলেন।

এই পঞ্চবিধ জ্ঞানের কথা 'নারদ-পঞ্চরাত্রে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানং পরমতত্ত্বঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাপহম্।
ততো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শম্ভুঃ সংপ্রাপ রুদ্রদেবতঃ॥
জ্ঞানং দ্বিতীয়ং পরমং মুমুক্ষূণাঞ্চ বাঞ্ছিতম্।
পরং মুক্তিপ্রদং শুদ্ধং যতো লীনং হরেঃ পদে॥
জ্ঞানং শুদ্ধং তৃতীয়ঞ্চ মঙ্গলং কৃষ্ণভক্তিদম্।
তদ্দাস্যদমতীষ্টঞ্চ যতো দাস্যং লভেদ্ধরেঃ॥
চতুর্থং যৌগিকং জ্ঞানং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং পরম্।
সর্ব্বত্র যোগিনাং পূজ্য সিদ্ধানাঞ্চ সুখপ্রদম্॥
অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যা মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবশায়িতা॥
সর্ব্বজ্ঞং দূরশ্রবণং পরকায়প্রবেশনম্।
কায়ব্যূহং ক্ষীবদানং পরভীবহরং পরম্॥
সর্গকর্ত্তৃত্বমিত্যেবং সর্গসংহারকারণম্।
সিদ্ধিঞ্চ ষোড়শবিধং জ্ঞানিনাঞ্চ যতো ভবেৎ॥
জ্ঞানঞ্চ পরমং প্রোক্তং তত্ত্বৈষ্ণবিকং নৃণাম্।
বহিরঙ্গা মায়া সা পরং সম্মোহকারণম্॥
বিষয়ে বদ্ধচিত্তঞ্চ সঙ্কল্পমিন্দ্রিয়েষ্বনম্।
পোষণং স্বকুটুম্বানাং স্বাত্মনশ্চ নিরন্তরম্॥
প্রথমং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং দ্বিতীয়ঞ্চ তদেব চ।
নৈর্গুণ্যঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ জ্ঞানঞ্চ সর্ব্বতঃ পরম্॥
চতুর্থঞ্চ রাজসিকং ভক্তস্তত্রাভিবাঞ্ছতি।
পঞ্চমং তামসং জ্ঞানং বিধাংস্তত্রাভিবাঞ্ছতি॥
জ্ঞানং পঞ্চবিধং প্রোক্তং পঞ্চরাত্রং বিদুর্বুধাঃ॥
(নারদ-পঞ্চরাত্র ১ম রাত্র, ৪৫-৫৬ সং)

অনন্তর মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব শ্রীরুদ্রের মুখপদ্ম-বিনিসৃত জন্ম, মৃত্যু ও জরা-নাশক 'পরম তত্ত্বজ্ঞান' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুমুক্ষুদিগের বাঞ্ছিত উৎকৃষ্ট 'দ্বিতীয় জ্ঞান' শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ মুক্তিপ্রদ বলিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে যুক্ত হওয়া যায়।

পরম শুদ্ধ মঙ্গলময় কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়ক 'তৃতীয় জ্ঞানে' অভীষ্টসিদ্ধি ও শ্রীহরিতে দাস্যভক্তি লাভ হয়। হে বৎস! যোগসমূহের সঙ্কল্প ও সিদ্ধদিগের সুখপ্রদ ও দক্ষসিদ্ধি-প্রদায়ক যৌগিক-জ্ঞানই—'চতুর্থ জ্ঞান'। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা; সর্ব্বজ্ঞত্ব, দূরশ্রবণ, পরকায়ে প্রবেশন, কামরূপ, জীবন, পরজীবহরণ, স্বর্বীকরণ, সিদ্ধি, সুরসংহার-কারণ—এই ষোলপ্রকার সিদ্ধি যাহা জ্ঞানীদিগের আয়ত্ত হয়, তাহাই 'পঞ্চম জ্ঞান'। আর যাহাতে ঈহলৌকী নিতান্ত সম্মোহের কারণ হয়, তাহা বিষয়ী লোকদিগের 'পরম জ্ঞান' বলিয়া কথিত। ইহাতে বিষয়ভোগ এবং সকল ইন্দ্রিয়ের সেবাতে চিত্ত আসক্ত থাকিয়া অকুটদিগের শোষণে জীবগণকে নিরন্তর রত রাখে।

প্রথম ও দ্বিতীয় জ্ঞানকে 'সাত্ত্বিক জ্ঞান' অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও জরানাশক পরমতত্ত্ব-জ্ঞান ও শুদ্ধমুক্তিপ্রদ-জ্ঞান—সাত্ত্বিক জ্ঞান এবং তৃতীয় জ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধকৃষ্ণভক্তিপ্রদায়ক-রূপ-তৃতীয় জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নির্গুণ জ্ঞান'। চতুর্থ যৌগিক জ্ঞান—'রাজসিক' ভক্তগণ তাহা অভিলাষ করেন না। পঞ্চম জ্ঞান—তামসিক; তাহা কোন বিদ্বান্ ব্যক্তিরই বাঞ্ছনীয় নহে। পঞ্চপ্রকার কথিত এই জ্ঞানকে পণ্ডিতগণ পঞ্চরাত্র কহেন। ইহা জ্ঞানীদিগের জ্ঞানবর্দ্ধক।

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র শ্রীনারদমুনিদ্বারা যে-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে উক্ত 'পঞ্চরাত্রে' এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

দৃষ্ট্বা সর্ব্বং সমালোক্য জ্ঞানং সংপ্রাপ্য পঞ্চরাৎ।
জ্ঞানামৃতং পঞ্চরাসং চকার নারদো মুনিঃ॥

(নারদ-পঞ্চরাত্র, ১ম রাত্র, ৫৯ সং)

সমুদয় শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া মহাদেব হইতে জ্ঞান লাভপূর্ব্বক নারদমুনি এই 'জ্ঞানামৃত পঞ্চরাত্র' শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। এই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র কিরূপভাবে শ্রৌত-প্রণালীতে শিষ্য-পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের প্রারম্ভে শ্রীব্যাস ও শ্রীশুক-সংবাদ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। শ্রীব্যাস শ্রীশুকদেবকে বলিতেছেন,—

শ্রুতাং পঞ্চরাত্রঞ্চ বেদসারমতীন্দ্রিয়ম্।
পঞ্চ-সংবাদমিশ্রং তদ্ভক্তানামধিবাঞ্ছিতম্॥
প্রাণাধিকং প্রিয়ং গুহ্যং পরং জ্ঞানামৃতং শুভম্।
পুরা কৃষ্ণো হি গোলোকে শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে॥
সুপুণ্যে বিরজাতীরে বটমূলে মনোহরে।
পৃষ্টতো রাধিকায়াশ্চ ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্॥
তমুবাচ মহাভক্তং ভবন্তং প্রণতং পুরঃ।
পঞ্চরাত্রমিদং পুণ্যং শ্রুত্বা চ জগতাং বিধিঃ॥
প্রণম্য রাধিকাং কৃষ্ণং প্রযযৌ শিবমন্দিরম্।
তত্রস্থা তং পূজয়ামাস শঙ্করঃ পরমাদরম্॥
সুখাসনে সমাসীনং স্বয়ং তত্রস্থ পূজিতম্।
পপ্রচ্ছ বার্ত্তাং বিনয়ো বিনয়েন সুখাবহম্॥
সর্ব্বং তং কথয়ামাস পঞ্চরাত্রাদিকং শুভম্।
বসন্তং বটমূলে চ স্বর্গে মন্দাকিনী-তটে॥
যোগীন্দ্রৈরপি সিদ্ধেন্দ্রৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চ স্তুতং প্রভুম্।
জ্ঞানামৃতং তমুক্ত্বা স ব্রহ্মলোকং জগাম হ॥
শম্ভুশ্চ কথয়ামাস স্বশিষ্যং নারদং মুনিম্।
নারদঃ কথয়ামাস পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি॥
মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ পুণ্যাহে মুনিসংসদি।
পঞ্চরাত্রমিদং গুহ্যং ভ্রমান্ধ্বংসীপকম্॥

(নারদ-পঞ্চরাত্র, ১ম রাত্র, ৩৪-৪৩ সং)

বেদের অভীপ্সিত সারভাগ এই পঞ্চরাত্র। ইহা ভক্তগণের অভিলষিত ও ইষ্ট। তুমি এই পঞ্চসংবাদ শ্রবণ কর। ইহা প্রাণ হইতেও প্রিয়, মঙ্গলময় ও পরম জ্ঞানামৃতস্বরূপ। পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোলোকধামে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে ও সুপবিত্র বিরজার তীরে মনোরম বটবৃক্ষের মূলে শ্রীরাধিকা-দেবীর সম্মুখে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে ইহা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব ও প্রণাম করিয়া এই পবিত্র পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম-পূর্ব্বক শিবমন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। মহাদেব ভক্তিভরে পরম আদরে ব্রহ্মার পূজা করিয়াছিলেন। তখন মহাদেব ব্রহ্মাকে সবিনয়ে সুখাবহ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় ব্রহ্মা স্বর্গ-সন্নিধ্যে তটস্থিত বটমূলবাসী মহাদেবের নিকট পঞ্চরাত্রাদির মঙ্গলময় কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র ও মুনীন্দ্র-বর্গের স্তবপাত্র সেই মহাদেবের নিকট উক্ত জ্ঞানামৃত কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মা স্বীয় লোকে গমন করিয়াছিলেন। মহাদেব, শিষ্য নারদমুনিকে তাহা বলেন। নারদমুনি সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে পুষ্কর-তীর্থে সেই পুণ্য দিনে তাহা পুনরায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি (শ্রীব্যাস) সেই পুণ্যদিনে শ্রীনারদের নিকট তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া শুনিতে ইচ্ছুক ছিলাম।

সেইহেতু পবিত্র পঞ্চরাত্র ভ্রমাদিকারনাশক প্রদীপ-স্বরূপ। অতএব 'পঞ্চরাত্র'-শাস্ত্র নিম্নলিখিত শিষ্য-পরম্পরায় জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণ
|
ব্রহ্মা
|
শিব
|
নারদ
|
ব্যাস

কোন কোন বিচারে নারদ-পঞ্চরাত্রে এই পাঁচটি জ্ঞান বা বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে—(১) অভিগমন, (২) উপাদান, (৩) ইজ্যা, (৪) স্বাধ্যায় ও (৫) যোগ। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মন্দির-মার্জ্জনাদির দ্বারা সংস্কারকে—'অভিগমন'; পদ্ম-পুষ্পাদি-পূজা-সাধন-সম্পাদনের নাম—'উপাদান'; বিষ্ণু-পূজাকে—'ইজ্যা'; অর্থানুসন্ধান-পূর্ব্বক মন্ত্র-জপকে—'স্বাধ্যায়' এবং অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্র-জপ, স্তোত্র-পাঠ, নাম-কীর্ত্তন ও তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে—'যোগ' বলে;—এই পাঁচটি বিষয়ই শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রীমন্মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মে ৩৩৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—অতি প্রাচীনকালে **শ্রীউপরিচর** বসু নামে হরিভক্তিপরায়ণ পরম ধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক অর্চ্চন করিয়া বিষ্ণুপ্রসাদের দ্বারা পরিশেষে পিতৃগণের পূজা করিতেন। রাজা উপরিচর স্বীয় রাজ্য, ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী ও যানবাহন প্রভৃতি সমুদয় ভোগ্যবস্তু নারায়ণ-প্রসাদলব্ধ বলিয়া তাঁহাকেই সমস্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চরাত্রশাস্ত্রে অবলম্বন-পূর্ব্বক কাম্য ও নৈমিত্তিক যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার ভবনে পঞ্চরাত্রবিৎ প্রধান শ্রোত্রীয়গণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভোগ্যদ্রব্য-সমূদয় সর্ব্বাগ্রে প্রীতি-পূর্ব্বক ভোজন করিতেন। তিনি অল্পমাত্রও পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন না। তিনি বৃহস্পতির নিকট সপ্তর্ষি-প্রণীত সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি এইরূপ অহিংসা-পরায়ণ ছিলেন যে, যজ্ঞে কোনও পশু-হত্যা করেন নাই। অরণ্য-সম্ভূত বন্য দ্বারা যজ্ঞভাগ-সমূহ কল্পিত হইয়াছিল। ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে শ্রীউপরিচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহাকেই আত্মরূপ প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্বীয় যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় আর কেহই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মের ৩৪৯ অধ্যায়ে পাঞ্চরাত্রিক ধর্ম্মের প্রাকট্য ও সংস্থিতি-সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীনারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে, তিনি আত্মকৃত-ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করিয়াছিলেন। পরে কেবল নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয়েন। অনন্তর বৈখানস নামক মহর্ষিগণ কেবলগণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের চক্ষু হইতে দ্বিতীয়বার জন্মপরিগ্রহ করিয়া চন্দ্রের নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক রুদ্রদেবকে প্রদান করেন। তৎপরে বালখিল্য নামক মহর্ষিগণ সেই যোগারূঢ় মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে সেই সনাতন নারায়ণের মায়া-প্রভাবে উহা পুনরায় তিরোহিত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের বাক্য হইতে তৃতীয়বার জন্মগ্রহণ করিলে নারায়ণ পুনরায় স্বয়ং ঐ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। মহর্ষি সুপর্ণ তপস্যা নিয়ম ও দমগুণ-প্রভাবে নারায়ণ হইতে ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ তিনবার উহা পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা ঐ ধর্ম্মকে ত্রিসৌপর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ ধর্ম্ম বেদের মধ্যে কীর্ত্তিত আছে। উহার অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর। জগৎপ্রাণ সনীষণ মহর্ষি সুপর্ণ হইতে ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা মহর্ষিদিগকে এবং মহর্ষিগণ উহা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায়।

অতঃপর সনাতন নারায়ণের কর্ণ হইতে ব্রহ্মার জন্ম-গ্রহণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ জগতের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিবার সময় সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার কর্ণ হইতে বিনির্গত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন,—"বৎসে! আমি তোমাকে তেজঃ, বল ও সনাতন-ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি, তুমি ঐ সমুদয় গ্রহণ-পূর্ব্বক

অঙ্গ হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া যথাবিধি সত্যযুগ সংস্থাপন কর। আমা হইতে অবশ্যই তোমার মঙ্গল-লাভ হইবে।" ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার বদন-বিনিঃসৃত আরণ্যক বেদের সহিত সরহস্য শ্রেষ্ঠধর্ম গ্রহণ করিলেন। তখন সৃষ্টিবিষয়ের বিধাতা বিষয়-রাগবিহীন ভগবান্ ব্রহ্মা স্থাবর-জঙ্গম-পরিপূর্ণ সমুদয় লোকের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় সর্বপ্রথমে সত্যযুগ সমুপস্থিত ও সনাতন-ধর্ম সর্বত্র প্রচারিত হইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই নারায়ণ-মুখবিনির্গত ধর্মানুসারে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া ঐ ধর্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাত্মা স্বারোচিষ মনুকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র শঙ্খপদ পিতার নিকট ঐ ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় পুত্র হিরণ্যনাভ গুরুবর্গকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে ঐ ধর্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্ম-গ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম কীর্তন করিলেন। তৎপরে ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজাপতি বীরণকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে মহাত্মা বীরণ স্বীয় পুত্র বৈরাজকে ও বৈরাজ স্বীয় পুত্র বিরূপাক্ষ কুক্ষিনামাকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে সেই নারায়ণ-মুখোদ্ভূত ধর্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে পুনরায় ঐ ধর্ম সমুদ্ভূত হইল। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিধি-পূর্বক ঐ ধর্ম গ্রহণ করিয়া বর্হিষদ নামক মহর্ষিগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ নামে বিখ্যাত এক সামবেদ-পারদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকট উহা লাভ করিয়া মহারাজ অবিকম্পীকে প্রদান করিলেন। পরিশেষে ঐ সনাতন ধর্ম পুনরায় তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাত্মা ব্রহ্মা সপ্তমবার নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় ঐ ধর্ম তাঁহার নিকট কীর্তন করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বান্‌কে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু লোক-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম সমর্পণ করিলে তিনি ত্রিলোক-মধ্যে উহা প্রচার করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় উহা নারায়ণে লীন হইবে। হে মহারাজ! ইতঃপূর্বে হরিদ্বারায় যতিধর্ম কীর্তন-সময়ে তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐকান্তিক-ধর্ম কীর্তন করিয়াছি। দেবর্ষি নারদ নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সনাতন সত্যধর্মই সকলের আদি, ছুর্জ্ঞেয় ও ছুরনুষ্ঠেয়। কিন্তু সত্ত্বাদিগুণাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ধর্ম ও অহিংসা-ধর্মযুক্ত সংকল্প-প্রভাবে নারায়ণ-প্রীত হয়েন। ঐ মহাত্মাকে কেহ কেহ কেবল অনিরুদ্ধ মূর্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব-মূর্তিতে উপাসনা করিয়া থাকেন।

(কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)

এশিয়াটিক্ সোসাইটী (Asiatic Society) হইতে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের একটি সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু উহাকেও সম্পূর্ণ নির্ভুল ও বিশুদ্ধ সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। নানা স্থানে নারদ-পঞ্চরাত্রের হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় এবং তাহাতে পাঠাদি-ভেদও লক্ষিত হয়। ১৩০৯ সালে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিতের দ্বারা নারদ পঞ্চরাত্রের অনুবাদ করাইয়া 'বেঙ্কটেশ্বর প্রেস' উহা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহাতেও বহু ভ্রম লক্ষিত হয়।

'নারদ-পঞ্চরাত্র' পাঁচটি রাত্রে বিভক্ত। প্রথম রাত্রে ১৪ অধ্যায়, দ্বিতীয় রাত্রে ৮ অধ্যায়, তৃতীয় রাত্রে ১৫ অধ্যায়, চতুর্থ ও পঞ্চম রাত্রে ১১ অধ্যায়—কোন কোন মুদ্রিত সংস্করণে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম রাত্রে প্রধানতঃ ব্যাস ও শুক-সংবাদের মধ্যে 'নারদপঞ্চরাত্র' গ্রন্থের প্রশংসা, "আরাধিতো হরিঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব-কথন, স্তোত্র-মাহাত্ম্য, নারদের উপদেশাদি কথন। দ্বিতীয় রাত্রে হরিভক্তি-বর্ণনে শ্রীরাধার প্রসঙ্গ, তৃতীয় রাত্রে শ্রীমহাদেব কর্তৃক শ্রীনারদকে পূজা-মন্ত্র-বিধি প্রভৃতি কথন এবং কাম-গায়ত্রী বা মন্ত্রের তাৎপর্য্য-কথন, দীক্ষা-গ্রহণ-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবাদি-বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের

অষ্টোত্তরশতনাম, পার্ব্বতী-শিব-সংবাদে বিষ্ণু-মাহাত্ম্য, বিষ্ণুস্তোত্র ও সহস্রনাম-কথন, গোপাল-স্তোত্র ও গোপাল-সহস্র-নাম, পঞ্চপ্রকার অর্চ্চন-বিধি, বৈষ্ণবগণের দ্বাদশ প্রকার শুদ্ধি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম রাত্রে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রোপদেশ-বিধি, শ্রীরাধিকার সহস্র-নাম, মন্ত্র-যন্ত্র-দহন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

অনুভাষ্যাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য 'পঞ্চরাত্র'-মত বেদানুমোদিত নহে, তাঁহার বেদান্তভাষ্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের উক্ত মতবাদের উত্তরে 'শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে' শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু (৮০-৮১ সংখ্যা) বহু শাস্ত্রযুক্তি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র সম্পূর্ণ বেদানুমোদিত উপাসনা-কাণ্ডময় বেদ-বিস্তার গ্রন্থ। ইহা রাজস বা তামস তন্ত্র নহে, পরন্তু 'সাত্বত-সংহিতা' নামে সুধিগণের নিকট পরিচিত। **ইহার বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ** ইহা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে ৩৪১ অঃ ৩৮ শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীনারদাদি ঋষি-দোষ-চতুষ্টয়-রহিত দিব্যসূরিগণ ইহার প্রবক্তা। শ্রীভাগবত-গ্রন্থও 'সাত্বত-সংহিতা'-নামে পরিচিত। এই পাঞ্চরাত্রিক মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ কথাকে পাঞ্চরাত্রিক মতরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন-প্রয়াস—ন্যায় ও সত্যের নিরতিশয় অপলাপমাত্র, তাহা সংক্ষেপে খণ্ডনমুখে প্রদর্শিত হইতেছে,—

(১) ৪২ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর সঙ্কর্ষণকে 'জীব' বলিয়াছেন, বাস্তবিক ভাগবতগণ **সঙ্কর্ষণকে কখনও 'জীব' বলেন নাই, তিনি স্বয়ং অধোক্ষজ, অচ্যুত, বিষ্ণু-বস্তু, জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিষ্ণুতৈতন্য,** যাবতীয় প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্গের কারণ;—অণুচৈতন্য, অংশ জীব নহেন। জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই—ইহা ভাগবত-গণ এবং যে-কোন শ্রৌতপন্থী শাস্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্র-শ্রোতা স্বীকার করিবেন।

(২) ৪৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যের উত্তরে **মূল সঙ্কর্ষণ** হইতে অন্যান্য **যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের প্রাকট্যের** বিষয় 'ব্রহ্মসংহিতা'য় উক্ত—"ঈশ্বরাণাং হি পরমস্বরূপমচ্যুতেজ্যা লীলায়তে বিশ্বতত্ত্বেতু-সমানধর্ম্মা। যস্যাদ্যুগের চি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" অর্থাৎ দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পৃথক্ দীপের ন্যায় সমানধর্ম্মা, তদ্রূপ যে আদি পুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

(৩) ৪৪ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে 'ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একান্ত নহেন',—শ্রীপাদের এই পূর্ব্বপক্ষকে পাঞ্চরাত্রিকগণ কখনই নিজ-মত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীপাদ শঙ্করের নিজেরই ৪২ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্য ("স আত্মাত্মানমনেকধা যোগাবলিত ইতি, তত্র নিরাক্রিয়তে" অর্থাৎ "তিনি যে আপনা আপনিই অনেক প্রকার যোগ-ভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা শ্রুতিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি"),—তাঁহার এই সূত্রের পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির বিরোধী অর্থাৎ ৪৪ সূত্রের ভাষ্য ও ৪২ সূত্রের ভাষ্যের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী—যাহা তিনি পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষরূপে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাগবতগণ **নারায়ণের চতুর্ব্যূহ স্বীকার করায় 'বহুঈশ্বরবাদ' স্বীকার করেন নাই**—তাঁহারা তত্ত্ব-বস্তুকে অধয়জ্ঞান ভগবান্ বলিয়াই জানেন—কখনই বেদবিরোধী বহুঈশ্বরবাদী নহেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের অচিন্ত্য মহাশক্তিমত্তায় দৃঢ় বিশ্বাসী। 'লঘুভাগবতামৃতে'র মন্ত্রানুবাদ দ্রষ্টব্য। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই তত্ত্ব চতুষ্টয়মধ্যে কাহে-কার্য্য-ভাব নাই—"নাতঃ পরং পরমকারণ-কারণাদ্যৎ" ; "দেহদেহিবিভেদোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" (কূর্ম্মপুরাণ)। তাঁহারা সকলেই মায়াধীশ তত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়, তাঁহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ডত্ব থাকিতে পারে না। তাঁহারা একই অধয়জ্ঞান, অধোক্ষজ ও পূর্ণ বস্তু; শ্রুতি-প্রমাণ—"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ৷" (বৃঃ আঃ ৫।১) অদ্বয়-তত্ত্ব বা ভগবান্ বিষ্ণুর মূল বহিরঙ্গকে শক্তিত্রয়াধীশ শ্রীচতুর্ব্যূহের সহিত এক বা সমজ্ঞান চিদ্বিচিৎ-সমন্বয়বাদীর বৃথা প্রয়াস ও নিতান্ত ভগবদ্বিরোধমূলক নাস্তিকাবাদমাত্র। **অদ্বয়তত্ত্ব বা বিশ্বরূপ বিষ্ণুর বহিরঙ্গ বৈভব**—একপাদ-বিভূতি, মায়া ও প্রকৃতি-সৃষ্টি, সুতরাং প্রাকৃত;

উহার সহিত চিৎচিতের ঈশ্বর চতুর্ব্যূহের সাম্য প্রসঙ্গ—মায়াবাদীর ধর্ম।

(৪) ৪র্থ সংখ্যক ভাষ্যের উত্তরে লঘুভাগবতামৃতে ভগবদ্‌গুণের অপ্রাকৃতত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে (২৭-২৯ সংখ্যা) উদ্ধৃত বাক্যের মর্ম্মানুবাদ, যথা—'যদি বল, গুণমাত্রই প্রকৃতি-কার্য্য, অতএব ত্রিগুণাত্মিকা-সদৃশ, তাঁহার গণনা করা যায় না ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি এ কথা বলিতে পারিতেছ না। ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না; তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, সুতরাং সেই-সকল গুণ নিশ্চয়ই সুখ-স্বরূপ। যথা, ব্রহ্মতর্কে—"ভগবান্ হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান্, অতএব বিষ্ণু এবং মুক্ত জীবের গুণ, কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"যে পরমেশ্বরের সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণের সংসর্গ নাই, সেই পরম শুদ্ধ আদি পুরুষ প্রসন্ন হউন।" যথা, সেই বিষ্ণুপুরাণেই—"হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ ব্যতীত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজঃ—ইহারা 'ভগবৎ'-শব্দের অভিধেয়।" পদ্মপুরাণেও—"পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে 'নির্গুণ' বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে।" প্রথম স্কন্ধে, প্রথম অধ্যায়েও—"হে ধর্ম, যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিলাম, সেই গুণপরম্পরা এবং অন্য মহাগুণরাশি যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান, মহদ্ব্যক্তিলাভী ব্যক্তিগণ যে-সকল গুণ প্রার্থনা করেন, সেই সকল গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না।" ইতি। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অপ্রাকৃত-গুণশালী, অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দঘনবিগ্রহ। (ভাঃ ৩।২৬।২১, ২৫, ২৭, ২৮) দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামানুজপাদ তৎকৃত শ্রীভাষ্যে যে শাস্ত্রযুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ—'ভগবদ্ভক্ত পরম-মঙ্গলসাধন পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও কোন কোন অংশকে কপিলাদি শাস্ত্রের ন্যায় শ্রুতিবিরুদ্ধ-জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর নিরাস করিয়াছেন। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে এই প্রক্রিয়া রহিয়াছে—পরমকারণ ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে 'সঙ্কর্ষণ' নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন' নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে 'অনিরুদ্ধ' নামক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে জীবের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না; কেন না, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। "চিন্ময় জীবাত্মা কখনও মরে না।" (কঠ ২।১৮) ঐ বাক্যে সকল শ্রুতিই জীবের অনাদিত্ব বা উৎপত্তিরাহিত্য বলিয়াছেন (৪২ সূত্র)।

সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন' নামক মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এস্থলেও কর্ত্তা জীব হইতেই করণ-মনের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ, "পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়-সকলের উৎপত্তি হয়।" ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব জীব হইতে মনের উৎপত্তি কথিত হয়, তবে "পরমাত্মা হইতেই উহাদের উৎপত্তি" এতাদৃশ শ্রুতি-বচনের সহিত উহার বিরোধ ঘটে, অতএব এই বাক্য শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া ইহার প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে (৪৩ সূঃ)।

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—ইঁহাদের পরব্রহ্মভাব বিদ্যমান থাকায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ এই সঙ্কর্ষণাদি-ব্যূহ সাধারণ জীবের ন্যায় মায়াবশযোগ্যরূপে অভিপ্রেত নহেন—ইহারা সকলে ঈশ্বর—সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অপ্রামাণ্য নহে। যাহারা পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-প্রক্রিয়ার অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই 'জীবোৎপত্তিরূপা বিরুদ্ধ কথা অভিহিত হইয়াছে,' এইরূপ অশাস্ত্রীয় কথা বলা সম্ভব। ভাগবত-প্রক্রিয়া এইরূপ —যিনি **আশ্রিতভক্তবৎসল** বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত, তিনি **স্বেচ্ছাক্রমে আশ্রিত ও সমশ্রেণীয়তার জন্য** চারিপ্রকারে অবস্থান করেন; যথা পৌষ্কর সংহিতায় কথিত আছে—'যে স্থলে (শাস্ত্রে) ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ক্রমাগত সংজ্ঞা-সমূহদ্বারা অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে চাতুরাত্ম্য (চতুর্ব্যূহ) উপাদিত হন, সেই শাস্ত্রই 'আগম'। ঐ চাতুরাত্ম্যের উপাসনা যে বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মেরই উপাসনা, উহা সাত্বত-সংহিতায়ও কথিত হইয়াছে। বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম, সম্পূর্ণ ষাড়্-গুণ্যবপু, সূক্ষ্ম, ব্যূহ ও বিভব, এই সকল ভেদ-ভিন্ন এবং অধিকারানুসারে ভক্তগণ দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া সম্যগ্‌রূপে লব্ধ হন। বিভব অর্থাৎ নৃসিংহ, রঘুনাথ, বা মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অর্চ্চন হইতে সঙ্কর্ষণাদি-ব্যূহ প্রাপ্তি এবং ব্যূহার্চ্চন হইতে বাসুদেব-নামক পরব্রহ্ম প্রাপ্তি

যটে। যেহেতু পৌষ্করসংহিতায় কথিত হইয়াছে—'এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞান-পূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা বাসুদেব-নামক অব্যয় পরব্রহ্ম পাওয়া যায়, অতএব সঙ্কর্ষণাদিরও পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল; কেন না, তাঁহারাও স্বেচ্ছাক্রমে বিগ্রহবিশিষ্ট। তিনি প্রাকৃতের ন্যায় জন্মগ্রহণ না করিয়া বহুরূপে অবতীর্ণ বা প্রকটিত হন,—ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। আশ্রিতবাৎসল্য-নিবন্ধন স্বেচ্ছাক্রমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন বলিয়া তদভিধায়ক এই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ নহে। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—যথাক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কার এই সমূহের অধিষ্ঠাতৃদেব, এইজন্য ইহাদিগকে যে 'জীবাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই। যেমন 'আকাশ' ও 'প্রাণাদি' শব্দে ব্রহ্মের অভিধান হইয়া থাকে, তদ্রূপ (৪৪ সূঃ)।

এই শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু পরমহংস-সংহিতায় কথিত আছে,—'অচেতন, পরার্থসাধক, সর্ব্বদা বিকারযোগ্য ত্রিগুণই কর্ম্মীদিগের ক্ষেত্র—ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ বাস্তবিকরূপে, উহা যে অনাদি, ইহাও সত্য।' এইরূপ সকল সংহিতায়ই 'জীব' নিত্য, এইজন্য পঞ্চরাত্র-মতে তাহার উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী,—জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্বহেতু তাহার উৎপত্তি আপন হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে পরমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতির রূপ সতত বিকারযুক্ত' অতএব উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি এই 'সতত বিকারে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে। অতএব সঙ্কর্ষণাদি জীবরূপে কথিত হয় বলিয়া শঙ্করাচার্য্য যে দোষ দিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইল (৪৫ সূঃ)। (ভাঃ ৩।১৩৪), শ্রীধর টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই চতুর্ব্যূহবাদ-খণ্ডনের বিস্তৃত নিরাস জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীভাষ্যের শ্রীমৎ সুদর্শন আচার্য্যকৃত "শ্রুত-প্রকাশিকা" টীকা আলোচ্য। সুদর্শন আচার্য্য নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি উদ্ধার করিয়া পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের নিত্য প্রামাণিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীনারদীয় পঞ্চরাত্রে (১) ব্রাহ্ম, (২) শৈব, (৩) কৌমার, (৪) বাশিষ্ঠ, (৫) কাপিল, (৬) গৌতমীয় ও (৭) নারদীয়—এই সপ্তবিধ পঞ্চরাত্রের উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে পঞ্চরাত্র—পাঁচটী,—(১) বাশিষ্ঠ, (২) নারদীয়, (৩) কাপিল, (৪) গৌতমীয় ও (৫) সনৎকুমারীয়। (ঐ ভক্তিখণ্ড ১৩২ অধ্যায়)।

'ভরদ্বাজ পঞ্চরাত্রে'র মতে পঞ্চরাত্র—পঁচিশটী—(১) ভরদ্বাজ, (২) ত্রৈলোক্যমোহন, (৩) বৈষ্ণব, (৪) পৌষ্কর, (৫) নারদীয়, (৬) প্রহ্লাদ, (৭) গার্গ্য, (৮) পালব, (৯) শ্রী, (১০) শাণ্ডিল্য, (১১) ঈশ্বরসংহিতা, (১২) সাত্বত, (১৩) বাশিষ্ঠ, (১৪) শৌনক, (১৫) নারায়ণীয়, (১৬) জ্ঞান, (১৭) স্বায়ম্ভুব, (১৮) কাপিল, (১৯) গারুড়, (২০) আত্রেয়, (২১) নারসিংহ, (২২) আনন্দ, (২৩) অরুণ, (২৪) বৌধায়ন, (২৫) বিশ্বামি।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের 'শ্রীভাষ্যে' সাত্বতসংহিতা, পৌষ্কর-সংহিতা ও পরমসংহিতা-প্রমুখ পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়।

'শব্দবিজয়ে' 'পঞ্চরাত্রাগম' নামক গ্রন্থের কথা আছে।

ডাঃ রাধগোপাল ভাণ্ডারকারের 'Report of the Sanskrit manuscript'এর মতে উপরি উক্ত ২৫টি পঞ্চরাত্রের মধ্যে শ্রী বা লক্ষ্মীসংহিতা (৩৩৫০ শ্লোক), জ্ঞানামৃতসার (১৪৫০ শ্লোক), পরমসংহিতা বা পরমাগম (১২৪০০ শ্লোক), পৌষ্করসংহিতা (৬৩৫০ শ্লোক), পদ্মসংহিতা (৯০০০ শ্লোক) এবং ব্রহ্মসংহিতা (৪৫০০ শ্লোক)। এই ছয়টী গ্রন্থ 'নারদীয় পঞ্চরাত্রে'র অন্তর্গত বলিয়া কথিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

'সাত্বত আচার্য্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীনিম্বার্কাদিত্য—ভাগবতভাগী, আর শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী অর্চ্চনভাগী পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবাচার্য্য। পরে শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্ক মতোদয় ভাগবতাচার্য্য হইলেও কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন এবং শ্রীরামানুজাচার্য্য নবেজ্যা কথাসূত্রগত শ্রীনামকীর্ত্তনাদি স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীবিষ্ণুস্বামী বেদান্তভাষ্যকার হইয়াছিলেন। এই চারিজন চারিটী সাম্প্রদায়িক আচার্য্যরূপে অভিহিত হইয়াছেন; এস্থলে শ্রীধর-স্বামীর কৃতীয় স্কন্ধের টীকার প্রারম্ভ উদ্ধৃত হইল,—

"বেদা হি ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ব্রহ্মনা ব্যধায়িষারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ সেবাং সনৎকুমার-সাংখ্যায়নাদিভিরেণ।"

শ্রীমদাচার্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমুনি তন্ত্রসারসংগ্রহে শ্রীনারদের-সংহিতা হইতে যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া কলির জীবকে ভাগবতমার্গ-গ্রহণের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল,—

দ্বাপরীয়ৈস্তথৈবিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নাম্নামাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

দ্বাপরযুগের অধিবাসিগণ কেবল পঞ্চরাত্র-অবলম্বন-পূর্ব্বক হরিপূজা করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে সেই দ্বাপরীয় উপাসনা-প্রণালীর পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র হরিনাম দ্বারা ভগবান্ হরির পূজা হইয়া থাকে।

যদিও শ্রীমদানন্দতীর্থ স্বীয় ভাষ্যে 'উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে' পাঞ্চরাত্রিক বিচার-প্রণালীর আবাহন করেন নাই, তথাপি তৎকৃত 'অনুব্যাখ্যান' নামক প্রতিবাদি-নিরসন-ভাষ্যে পঞ্চরাত্রের মহিমা অস্বীকৃত হয় নাই। কতিপয় অর্ব্বাচীন ব্যক্তি শ্রীমধ্বমুনিকে পাঞ্চরাত্রিক বিচার-বিরোধী বলিয়া স্থির করেন।

পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চ্চনমার্গীয় রুচিবিশিষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-গণ—কীর্ত্তনপর। শ্রীজীব-প্রভু বলেন,—

অর্চ্চ-মার্গে শ্রদ্ধা চেৎ, আশ্রিতমহদ্গুরুত্বং বিশেষতঃ পূজ্যেৎ। যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চ্চনমার্গস্য বস্তুকৃত্যং নাস্তি তথাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরুপস্থিতত্বাৎ, তথাপি শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরন্তিঃ

• কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব।
• পরম্পরয়া তৎসম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্ব-জ্ঞানসঙ্গত্ব বা প্রতিপাদ্যম্। ততোঽশ্রদ্ধামহত্ত্বাদীনামেব ক্ষতিঃ। • • • মন্ত্রদীক্ষাদপেক্ষা যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদি-সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ-সঙ্কোচকরণায় শ্রীমদৃষি-প্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিদ্ব্যবস্থা স্থাপিতাস্তি • • • তত্র তত্ত্বতঃ পেক্ষা নাস্তি; রামার্চ্চন-চন্দ্রিকায়াং বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব চ। বিনৈব ন্যাসবিধিনা ভগবন্নামতো নরঃ॥ [ভাঃ ৭।৫।২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা ও ভক্তিসন্দর্ভে]

পাঞ্চরাত্রিক মহাবলম্বিগণের অনুশীলনীয় অর্চ্চনমার্গে যদি কোন সাধক বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পাঞ্চরাত্রিক মহদ্গুরুর নিকট বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। অর্চ্চন ব্যতীতও শরণাপত্তি প্রভৃতি নববিধা ভক্তি-সাধন-প্রণালীর যে-কোন একটি অবলম্বনে পুরুষার্থ-সিদ্ধি কথিত হওয়ায় যদিও শ্রীভাগবত-মতে পাঞ্চরাত্রিক-মতবাদীর একমাত্র প্রয়োজনীয় সাধন-প্রথা অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি শ্রীনারদ প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিকগণের অনুগমনকারী বৈষ্ণবগণের গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকিলে প্রায় মন্ত্রদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চন অবশ্যই করিতে হইবে। অন্য ব্যক্তিদ্বারা অর্চ্চন—ব্যবহার-নিষ্ঠত্বের বা জ্ঞানসঙ্গের প্রতিপাদক-মাত্র; সুতরাং পরের দ্বারা সেইরূপ অর্চ্চন-কার্য্য অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আদরণীয় নহে। যদিও ভাগবত বৈষ্ণবের পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র-দীক্ষাদির অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদি-সম্বন্ধ-হেতু প্রায়শঃ কদর্য্য-চরিত্র, চঞ্চল-মতি জনগণের তাদৃশ স্বভাব-সঙ্কোচ করিবার জন্য শ্রীনারদাদি পাঞ্চরাত্রিক ঋষিগণ-কর্ত্তৃক অর্চ্চনমার্গে কোথাও কিছু মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। • • • তথায় তত্ত্বতঃ অপেক্ষা নাই; যথা 'রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা'য় কথিত হইয়াছে,—হে বিপ্রেন্দ্র! দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যা ও ন্যাস-বিধি ব্যতীত কেবলমাত্র-দ্বারাই ভগবানের নামসমূহ সিদ্ধি প্রদান করে।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে—ততঃ প্রেমতারতম্যেন ভক্তমহত্ত্বতারতম্যং যুক্তম্। বৈদিকৈঃ স তন্ত্রিকৈঃ মিশ্রা উত্তমমধ্যমতাদি-বিবিক্তো ভবতি তানি ত্রিধানি। তত্রৈব অর্চ্চনমার্গে ত্রিবিধত্বং লভ্যতে। পাদ্মোত্তর-খণ্ডোক্তং মহত্ত্বঞ্চ অর্চ্চনমার্গ-পরত্বাৎ যথা এব জ্ঞেয়ম্। তত্র মহত্ত্বং—

তাপাদি-পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

মধ্যমত্বং—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

তত্র কনিষ্ঠত্ব—

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণাজ্ঞাত্মলক্ষণম্।
তন্ত্রমন্ত্রবতৈবেব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥

ভাগবত-মতে মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতাঃ সঙ্কল্পন্তি

(ভাগবত ১১।২।৪৬)

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

অথ মানসলিঙ্গ-বিশেষেণ মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি (ভাগবত ১১।২।৪৬)—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

অথ ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিল্লক্ষণেন চ নিজেন কনিষ্ঠং লক্ষয়তি (ভাঃ ১১।২।৪৭)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

তৎপরে প্রেমতারতম্য-দ্বারা ভক্ত-মহত্ত্বের তারতম্য অর্থাৎ উত্তমত্ব, মধ্যমত্ব ও কনিষ্ঠত্ব প্রধানরূপে নিরূপিত হয়। যে-সকল চিহ্নদ্বারা **ভগবানের প্রিয়ত্ব, প্রিয়তরত্ব ও প্রিয়তমত্ব বিচারে উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠত্বাদি বিশেষরূপে** প্রকাশিত হয়, সেই সকলই তারতম্য-নিরূপণের লক্ষণ। পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনমার্গে ত্রিবিধত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডোক্ত বৈষ্ণব-মহত্ত্বের বিচার পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনমার্গিগণের মধ্যে জানিতে হইবে।

অর্চ্চনমার্গীয় মহত্ত্ব বা 'মহাভাগবতত্ব' ; যথা—তাপাদি পঞ্চসংস্কারবিশিষ্ট, নবেজ্যাকর্ম্মকারক এবং অর্থপঞ্চকবোধ-যুক্ত ব্রাহ্মণই 'মহাভাগবত'।

অর্চ্চনমার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক 'মধ্যমত্ব' ; যথা—তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটীকে পঞ্চ সংস্কার বলে। এই পঞ্চ সংস্কার অর্চ্চনমার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক-বিধানে 'মধ্যম ভাগবতত্বে'র হেতু।

পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনমার্গীয় 'কনিষ্ঠত্ব' ; যথা—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,—এই বিষ্ণু-চিহ্ন-চতুষ্টয় নিজের বলিয়া স্বশরীরে ধারণ-পূর্ব্বক অপর তাদৃশ বৈষ্ণবকে নমস্কার করিলে 'কনিষ্ঠতা' সিদ্ধ হয়।

অতঃপর পাঞ্চরাত্রিক-মত ব্যতীত ভাবমার্গীয় ভাগবত-মতে মানস লিঙ্গদ্বারা 'মহাভাগবতে'র লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। চেতনাচেতন সর্ব্বজীবে অর্থাৎ অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে যিনি পরমাত্ম-ভগবানের ভাবসমূহ দর্শন করেন, প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মক চেতনাচেতন সর্ব্বকৃতকে ভগবৎ পরমাত্মায় অবস্থিত দেখেন, তিনিই 'মহাভাগবত'। জীব ও ভগবানে অভেদজ্ঞানী নির্ব্বিশেষ-মতবাদ গ্রহণ করায় ভাগবতের বিরোধী বলিয়া এই শ্লোকের লক্ষীকৃত বিষয় নহেন। হেতুযুক্ত ও ব্যবধান-সহিত জীব-ব্রহ্ম-ভেদজ্ঞান—আত্যন্তিকী ভক্তির বিরোধী হওয়ায় উহা মহাভাগবতত্বের বিরোধী। ব্রজদেবীগণের "বনলতাস্তরব আত্মনি" (ভাঃ ১০।৩৫।৯) প্রভৃতি শ্লোক, "নস্তস্যা তত্পদার্থী" (ভাঃ ১০।২১।১৫) ইত্যাদি শ্লোক এবং "কৃষ্ণবি বিলপসি" (ভাঃ ১০।৯০।১৪) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ভাবই মহাভাগবতত্বের নিদর্শন।

অনন্তর মানসলিঙ্গ বিশেষ-দ্বারা 'মধ্যম ভাগবতে'র লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে,—যিনি ঈশ্বর, ভক্ত, বালিশ ও বিদ্বেষী,—এই চারি বস্তুতে ক্রমান্বয়ে প্রীতি, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা আচরণ করেন, তিনিই 'মধ্যম ভাগবত'।

অনন্তর ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপ কায়িক চিহ্ন-দ্বারা এবং কিঞ্চিল্লক্ষণভাবদ্বারা 'কনিষ্ঠত্বে'র লক্ষণ বলিতেছেন,—যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিমার অর্চ্চন করিয়া থাকেন এবং ভগবৎপ্রেমাভাব-বশতঃ ভক্তমাত্রেতে অজ্ঞান-অন্ধ হরিজন বৈষ্ণব অথবা অন্য ব্যক্তিকে তাদৃশ সশ্রদ্ধ পূজার্চ্চন করেন না, তিনি 'প্রাকৃত ভক্ত' বলিয়া কথিত হন। এই স্থানেই "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোক উদ্ধৃত হয়।

প্রভুপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী মহোদয় এবং অপরাপর শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদবর্য্য বিষ্ণুপাদ আচার্য্যগণ সকলেই ভাগবতমতস্থ ভাবমার্গী উপাসক। শ্রীগৌরগণে পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনবিধির পরিবর্ত্তে ভাবমার্গীয় কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চনাদি কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীমদাচার্য্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমধ্বপাদের অবতার শ্রীলক্ষ্মীপতি বা শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ মাধবেন্দ্রপুরী মহোদয় বিশুদ্ধ ভাবমার্গী ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বী। ঐ পুরীপাদ হইতে ভাবমার্গীয় ভাগবতধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যগণে সম্যক্ প্রকাশিত। শ্রীব্যাসরায়, শ্রীরাঘবেন্দ্র যতি, শ্রীবিজয়ধ্বজ প্রভৃতি শ্রীমধ্বমতস্থ আচার্য্যবর্গ এবং উড়ুপীস্থিতকৃষ্ণপুর, পুত্তগী, সোদে, পেজাবর, অষ্টমাঠ, কণ্ডুর, পলমাড়ু প্রভৃতি মঠ এবং কুদাবর, চিক, মলকটি প্রভৃতি মঠের অধিনায়কগণ শ্রীমধ্বের ভাগবত-মত স্বীকার করিলেও সকলেই বর্ণাশ্রমপালনপর পাঞ্চরাত্রিক মতাবলম্বী অর্চ্চনমার্গী।

অর্চ্চনমার্গী পাঞ্চরাত্রিকের নবেজ্যাকর্ম্ম শ্রীজীবপাদ এই-রূপ উদ্ধার করিয়াছেন,—

অর্চনং মন্ত্রপঠনং ঘোষো যাগো দ্বি বন্দনম্।
নামসঙ্কীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈস্তদ্ধনং তথা॥
স্তবীরাবাধনাকেল্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে।

হে শুভে,—১। অর্চ্চন, ২। মন্ত্রপঠন, ৩। ঘোষ, ৪। যাগ, ৫। বন্দন, ৬। নামসঙ্কীর্ত্তন, ৭। সেবা, ৮। চিহ্নদ্বারা অর্চ্চন, ৯। বৈষ্ণবারাধন,—এই নয়টী ইহ্যার ভেদ।

বিবিধপ্রসঙ্গ

বৈশাখ মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রে "চারিশত বাৎসরিক বৎসর পূর্ব্বের নাট্যাভিনয়" প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার-রঞ্জন দাশ এম্-এ মহাশয় শ্রীগৌরসুন্দরকর্ত্তৃক শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে নিজ-পার্ষদগণসহ নাট্যাভিনয়ের কথা লিখিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"বাঙ্গালা নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ইংরেজগণের নাট্যশালার অনুকরণে বাঙ্গালা নাট্যশালা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বর্ত্তমান যুগের কথা। এই সময়ে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে। নূতন আদর্শে নব প্রেরণায় ইহা নবতমরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র। এইরূপ পরিবর্ত্তন সকল দেশেই সংঘটিত হইয়াছে। রাণী এলিজাবেথের যুগের অভিনয়-রীতির সহিত বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় নাট্যশালার পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যাত্রাজাতীয় অভিনয়ের ক্রমোন্নতিতেই বর্ত্তমান নাট্যশালা শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশেও অতি প্রাচীনকাল হইতে রামায়ণ ও মঙ্গলগান প্রভৃতির প্রচলন ছিল। সংস্কৃত নাটকের আদর্শে অভিনয় করিলে তাহা কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহারই বর্ণনা শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয়, ইহাই **বাঙ্গালার প্রাচীনতম অভিনয়ের নিদর্শন।**"

শ্রীমায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে যেখানে বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই বঙ্গের প্রথম পারমার্থিক নাট্যমঞ্চের স্থান। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ইহা বহু পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। যাহা হউক, আধুনিক সাহিত্যিক-সমাজও বঙ্গের এই প্রাচীনতম পারমার্থিক নাট্য-শালার বিষয় আলোচনা করিতেছেন। তবে এখানে লেখকের "বোধ হয়" কথাটির পরিবর্ত্তে আমরা বলিতে পারি যে, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবনই নিশ্চিতরূপে বঙ্গের পারমার্থিক প্রাচীনতম নাট্যশালা।

বর্ত্তমান মাসের 'ভারতবর্ষে' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার-রঞ্জন দাশ এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণের পূজা-পার্ব্বণের কাল" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, সূর্য্যের বিভিন্ন গতিকে স্মরণ রাখিবার জন্য উহা শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া উৎসবাদির কাল নিরূপিত হইয়াছে।

বিষুববৃত্ত হইতে উত্তর দিকে গমন করিতে করিতে সূর্য্য ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ শেষ করিলেন এবং দক্ষিণ-দিকে যাইবার উপক্রম করিলেন; এই দিনে মনে হইত যেন সূর্য্য দোদুল্যমান অবস্থায় রহিয়াছেন, অর্থাৎ যেন সূর্য্য-দেব দোলায় দোলায়মান রহিয়াছেন। সূর্য্যের এই অব-স্থানটি স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন হইল। সূর্য্যের এই বিশেষ অবস্থিতির স্মৃতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের দোল ও হোলি-উৎসবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

তারপর অমান্ত শ্রাবণ মাসের (অথবা পূর্ণিমান্ত ভাদ্র মাসের) পূর্ণিমায় সূর্য্য উচ্চ হইতে নীচে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু এই সময়ে কয়েক দিন তাঁহাকে একেবারে স্থির থাকিতে দেখা যায়, যেন সূর্য্যদেব কি কর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই সময়েও সূর্য্যের দোলায়মান অবস্থা। এই প্রাচীন দিনটি স্মরণ রাখিবার জন্য একটি পার্ব্বণ বা উৎসবের ব্যবস্থা ইহাই শ্রীকৃষ্ণের আর এক দোলযাত্রা, ইহা ঝুলন বা হিন্দোল নামে বিখ্যাত।

হিন্দুদিগের বিভাব বর্ষ বিভাগে কার্ত্তিক প্রথম মাস* ছিল। তখন কার্ত্তিক ও বৈশাখ পূর্ণিমায় বিষুব দিন, মাঘ ও শ্রাবণ পূর্ণিমায় অয়ন-নিবৃত্তি ছিল। সুতরাং কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বিষুব দিন বলিয়া একটি স্মরণীয় পর্ব্ব ছিল। আবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় মন্বাদিকালের একটি আরম্ভও বটে; অতএব ইহার আরও বৈশিষ্ট্য। ঐ দিন পূর্ণা বিশাখা (বা রাধা) নক্ষত্রে বিরাজ করেন। এই বিশেষ কালকে স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের রাধার সহিত রাসলীলা কল্পিত হইয়াছে। এই দিনও হিন্দুদিগের একটি পার্ব্বণ দিন বলিয়া গণ্য হইল।

সম্ভবতঃ বৈশাখ জ্যোতিষের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন জ্যোতিষিক ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্য তিনি যে পার্ব্বণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা তাঁহারই বিভিন্ন লীলার সহিত জড়িত হইয়া পড়িল এবং পুরাণ যুগে হিন্দুরা কল্পনার সাহায্যে এক সুন্দর রস-মাধুর্য্যময়ী উপাখ্যান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে জ্যোতিষিক বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাই এই সমস্ত পূজাপার্ব্বণের হেতু বলিয়া গণ্য হইল।"

আধুনিক আধ্যক্ষিক পণ্ডিতগণ ভগবানের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা জড়বিজ্ঞান ও কল্পনাকে অধিক শক্তিশালী মনে করেন। তাই নানাপ্রকার অনুমান, কল্পনা ও চিন্তা জ্ঞানের সাহায্যে শ্রীভগবানের অতীন্দ্রিয় লীলাবলীকে পরিমাপ করিবার চেষ্টা করেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গণিত-জ্যোতিষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ও প্রামাণিক আচার্য্য হইয়াও আধ্যক্ষিকগণের এইরূপ চিন্তাস্রোতঃকে প্রশ্রয় দেন নাই। ভগবদবতারের ন্যায় তাঁহার লীলাবলীর অবতারও নিত্য। সূর্য্যাদি গ্রহ বা জ্যোতিষ্কিমাদি সেই পুরুষোত্তমের সেবা করিয়াই ধন্য হয়। জড়ীয় কালের দ্বারা কালাতীত বস্তু নিয়মিত হন না,—ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিমত্তা। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মসংহিতার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি, যাহা আমাদের আদি গুরু ব্রহ্মা এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই আমাদের বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্ত-সুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংকৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(—ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায়ের শ্লোক)

গ্রহ সকলের রাজা, অশেষ-তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তি সবিতা বা সূর্য্য—জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কাল-চক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

কিছুদিন পূর্ব্বে মহামান্য নেপাল মহারাজের জন্মতিথিতে কলিকাতায় যে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে এই কথাই বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে যে, ভগবৎ-প্রেম হইতেও 'মানব-প্রেম' শ্রেষ্ঠ। ইহাকেই নির্ব্বি-শেষবাদের সন্ধান চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদ বলে। কোথায় পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান্, আর কোথায় অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দযুক্ত বদ্ধজীব বা মানব! রক্ত-মাংস বা বদ্ধতার প্রতি 'প্রেম' শব্দটী প্রযুক্ত হইতে পারে না, উহা 'কাম'। বর্ত্তমানে এই কামকেই নানা আকারে দীর্ঘজীবী করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহা ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কপূত বঙ্গদেশে আজ অচৈতন্য-দৈত্য কিরূপ ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করি-তেছে, তথাকথিত শিক্ষিত ও সভ্যসমাজ কিরূপে তাহার কবলে কবলিত হইতেছে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

আধুনিক সাহিত্যে 'মহা-মানব' বলিয়া একটি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ভগবত্তত্ত্বকে 'মহামানব' বলা হইতেছে। এই 'মহামানব' শব্দের দ্বারা ভগবত্তত্ত্বকে মানব হইতে কিছু ঐশ্বর্য্য-বিভূতি-শালী বলিয়া কল্পনা করা হয় এবং তাঁহাদিগকে জন্ম-মৃত্যুর অধীন মানবের সহিতই সমাসনে স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। ইহার মূলেও আধ্যক্ষিকতা-জাত নির্ব্বিশেষবাদ ব্যতীত আর কিছুই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে যে, 'কপট মানুষ' বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অনুশীলন করিতে হয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বালেশ্বরে—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী প্রভু গত ১৩ই এপ্রিল বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত মালি-পাল গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত অবচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

গত ১৪ই এপ্রিল উক্ত গ্রামবাসিগণের বিশেষ আগ্রহে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র সহযোগে হরিনামে একটি নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিব-মন্দিরের সম্মুখে একটি সভায় শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী প্রভু কিছুক্ষণ যাবৎ ব্রহ্মচারীজী উড়িষ্যা-ভাষায় "শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিচয় ও চলন্ত মনুষ্য-জন্মের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলে পর শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী প্রভু কিছুক্ষণ যাবৎ বক্তৃতা করেন। ১৫ই তারিখ শ্রীপাদ গদাধর প্রভু কনকেইচাপুলা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভূঁইয়া মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস শ্রীপাদ গদাধর চৈতন্য প্রভু মযূরভঞ্জ রাজ্যান্তর্গত ওলমারাপরগণাস্থ গোপাল-প্রসাদ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সূর্য্যানন্দ খুটিয়া মহোদয়ের ভবনে একটি সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপাদ গদাধর প্রভু উক্ত গোপালপ্রসাদ গ্রামে সভার পর একটি সভায় 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও একাদশী-বাসরে কৃত্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর দুই দিবস তিনি ওলমারা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের গৃহে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কাশীতে—গত ১৪, ১৬ই, ১৮ই ও ২১শে এপ্রিল তারিখে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ উদয়-প্রতাপ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ সিং, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ভগবৎপ্রসাদ সাহাই এম্-বি, শ্রীযুক্ত ভগবৎপ্রসাদ (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কাশীনরেশ), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ এস্, কে, মৈত্র, যুক্তপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, বাঙ্গালীটোলার টেলি-গ্রাফ্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রেমরঞ্জন রায় প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত সজ্জনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন।

মেদিনীপুরে—উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ১৬ই এপ্রিল মেদিনীপুর জেলার ঘাসপাড় গ্রামের কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বিষ্ণুমন্ত্রিত একটি বিরাট সভায় "মানবের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে কিছুক্ষণ যাবৎ বক্তৃতা প্রদান করিয়া ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা-প্রদর্শনমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সভায় উপস্থিত পণ্ডিত শ্রীবাবুলাল চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তী স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মিশ্র প্রভৃতি শিক্ষিত সজ্জন-গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎপর দিবস ভক্তিশাস্ত্রীজী উক্ত গ্রামের শীতলামন্দির-প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভায় 'পাপপুণ্য ও ভগবদ্ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১৮-১৯ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত উক্ত ভক্তিশাস্ত্রীজী সিংপুর নিবাসী শ্রীপাদ সাধুচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে দুইটি বড় সভায় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আচার্য্যত্ব-প্রকাশ ও তাঁহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯শে তারিখ সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপর দিবস শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কলিকাতায়—গত ২১শে এপ্রিল কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনের-একটি-অধিবেশনে উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "ধর্ম্মবিজ্ঞান" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

রেঙ্গুনে—গত ১৩-১৪ই এপ্রিল রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মিনবুতে সত্যনারায়ণ-মন্দিরের-প্রাঙ্গণে একটি সভায় হিন্দীভাষায় হরিকথা-কীর্ত্তন করেন।

তাঁহারা গত ১৪—১৭ই এপ্রিল দিবসত্রয় খোডাং প্রবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ১৮ই তারিখ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের ভবনে যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবসও তাঁহারা স্থানীয় শ্রীজগন্নাথ-মন্দির-প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্রযোগে 'শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাচার্য্য-বিষয়' সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৭ : ১১ই মে, ১৯৬০ | ৪০শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজন্ম

কাল—সন্ধ্যা, ৪ই মার্চ্চ, ১৯৩৬ ইং

ভগবদ্‌বস্তুকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গকে জগতের অন্যতম বস্তু ব'লে যা'র জ্ঞান হয়, সে তাঁ'দের দ্বারা নিজের অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য সেবার অভিনয় মাত্র করে। তা' শুদ্ধ সেবা নহে, তা'কে 'পন্থানীতি' বলা যায়। কংসের মাতা পদ্মা প্রাকৃত-জগতের লাভ-লোকসানের হিসাব বেশ ভাল ক'রে বুঝে'ছিল। সে নিজের চিত্তবৃত্তির অনুযায়ী শুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমিক ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণের প্রতি প্রীতিও বুঝি কোন স্বার্থের বিনিময়েই হ'য়ে থাকবে ব'লে মনে ক'রেছিল! ব্রজ-বাসিগণের শুদ্ধপ্রীতির লেশমাত্রও পদ্মা নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণায় আন্‌তে পারে নি।

অপস্বার্থপর অভক্তিপর চিত্তবৃত্তিযুক্ত লোকদের ধারণা, —কৃষ্ণ আমাদেরই মত একজন মানুষ হ'য়ে থাক্‌লে, তিনি মানুষের অতিরিক্ত অধিকার কেন পা'বেন? Henotheist-দের মত—"প্রত্যেক দেবতাই স্বতন্ত্র। যে-কোন এক সম্প্রদায়ের দেবতা অন্য কোন সম্প্রদায়ের দেবতারই সমান।" তা'দের বিচার—'অন্য লোকের মনে কেন হ'বে ব'লে

সকলকে সমান ক'রে দেওয়া হোক ; ইনি যেমন এক স্থানের রাজা, তিনিও আবার অন্য একস্থানের রাজা। সুতরাং ইষ্ট-বস্তুর একচ্ছত্রতা কেন থাকবে ? যা'র যা'র গুরু বা গৌরাঙ্গ তা'র-তা'রই থা'ক। কিন্তু শাস্ত্রের ও মহাজনগণের বিচার এই যে, যখন বস্তুত্রয়ই নেই, তখন অখণ্ড-বস্তুকে আর প্রাকৃত খণ্ড বা আংশিক মনে করা আদৌ কর্ত্তব্য নয়,—উহা অপরাধজনক। আমরা বলি—বিষ্ণু আংশিক বস্তু নহেন, তিনি পূর্ণ—অখণ্ড বস্তু। তোমার বা আমার 'আরোপে'র দ্বারা Objectiveকে দেখতে হ'বে না। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের বিচারের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য র'য়েছে। বৈষ্ণব উপাস্য বস্তুকে বাস্তব লীলাবিলাসময় বস্তু ব'লবেন ; আর অবৈষ্ণব পক্ষোপাসক বাস্তব-বস্তুকে বা উপাস্যকে নির্ব্বিশেষ বলবে। বাস্তব-বস্তুতে কোন দোষ নেই, কিন্তু ধারণাকারীর ধারণায় দোষ প্রবেশ ক'রেছে ; তাই, বস্তুবিষয়ে নির্ব্বিশেষ ও খণ্ড ধারণা উপস্থিত হয়। Henotheistরা monotheist নয়।

জড়ীয় শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ণতা এসে উপস্থিত হ'চ্ছে। জড়ীয় শব্দ ও জড়ের চিন্তাস্রোত: বিষ্ণু বা সর্ব্ব-ব্যাপক বস্তুকে বাধা দিচ্ছে। আমরা এই অবর রাজ্যে অবস্থান ক'রে, মনোধর্ম্মে চালিত হ'য়ে তত্ত্ব নিয়ে মারামারি ও বৃথা কুতর্ক করি। অধোক্ষজ বস্তু—প্রাকৃত কুতর্কের অতীত। তাই ব্রহ্মসূত্র বলেন,—"তর্কাঽপ্রতিষ্ঠানাৎ"। মৎসরতা হ'তেই অজ্ঞ-সমাজে 'তোমার গুরু, আমার গুরু'—এসব বিচার এসে উপস্থিত হয়। অজ্ঞতা হ'তেই hazy conception of God (ভগবানের সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা) এসে উপস্থিত হয়। বস্তু ও বস্তুর আভাস এক নয়।

গঙ্গার পূর্ব্বপারেই গৌড়ভূমি অর্থাৎ Gauda proper, আর গঙ্গার পশ্চিম দিকেই রাঢ়-দেশ, রাষ্ট্রদেশ বা province. আলোক ও আলোকরহিত ছায়া—সম্পূর্ণ পৃথক্। জড়-বিশেষ অপসারিত করতে গিয়ে চিদ্ বিশেষকেও রহিত করা উচিত নয়। ভগবান্—স্বরাট্, তাঁর সকলই নির্দ্দোষ। এ জগতেও কথায় বলে—A king can do no wrong. আলোটা অন্ধকার নয়, উহার designative force আছে। If specification comes under the dock, then it is not true. জড় জগৎ বা অবর জগতের natural conditionই খণ্ড ভাব, অনিত্যতা ইত্যাদি।

অবৈষ্ণবের সাথে বৈষ্ণবের প্রকাণ্ড পার্থক্য র'য়েছে,—অবৈষ্ণব বিষ্ণুকে স্বীকার করে না, বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতাকে সমান মনে করে। পরমাত্মা ও ব্রহ্মের বিচার যোগ-বিয়োগের বিচারে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পূর্ণ বস্তুর সঙ্গে অন্য কিছু যোগ বা বিয়োগ ক'রে তাঁকে পূর্ণ করতে হয় না। 'ব্রহ্ম'-শব্দে বিষ্ণু ব্যতীত আর কোন বস্তুকে বুঝায় না। বিষ্ণুর ব্যাপকতা-ধর্ম্মই ইতর ধারণাকে বাধ দিয়েছে।

অতোঽর্ব্বাগ্ যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চান্বয়াৎ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥

(ভাঃ ২।৯।৩৩)

'আদি' ও 'অনাদি'—এক নয়। মায়ার অন্তর্গত বস্তু অনিত্য, আবার মায়ার সঙ্গে যোগ করান বস্তুও ত' 'বিষ্ণু' নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় ও সিদ্ধান্ত আলোচনা করা দরকার। 'অপূর্ণে'র বিচারক এজগতে থে'কেই মারামারি ক'রে ম'রে যে'তে পারে। কিন্তু তা'তে পূর্ণতত্ত্বের কিছু এ'সে যা'বে না। পূর্ণ বস্তুতে ব্যাপকতা র'য়েছে। যা'রা ভগবানের কথা আলোচনা করে না, তা'দের যে মনগড়া শব্দ ও অর্থ ইত্যাদি, তা' irregular এবং ঐগুলি পরস্পর কুতর্ক নিয়ে এসে উপস্থিত হচ্ছে। সেজন্য অনেকে মৌন অবলম্বন করেন। তা'দের বিচার—'যা' (হ্) শব্দ পরে পরে।' তার্কিকেরা বাস্তব-বস্তুকে বাদ দিয়েই পরস্পর কথাবার্ত্তা বলে ও মারামারি করে। পরমার্থ-বিষয়ে বিচার শুনে' রাখা ভাল। হরিভক্তি লাভ করা দরকার। কুতর্ক নিয়ে থাকলে অন্য বাজে কথায় দিনটি বৃথা কেটে' যা'বে,—ফলে সংসার-বৃদ্ধি বা সংসার-নরক-লাভ।

ভগবান্ নিজের ব্যক্তিত্ব ও অনাদিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥

(ভাঃ ২।৯।৩২-৩৩)

শঙ্করাচার্য্য বাস্তব-বস্তুকে স্বীকার করেন নাই। শঙ্করের মতে জীব মিথ্যা এবং জগৎ মিথ্যা। শঙ্করের মায়াবাদ বিদূরিত ক'রবার জন্যই শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য প্রপঞ্চে এসে ছিলেন।

আপনারা 'বানরের পনির-ভাগ' গল্পটী বোধ হয়, জানেন। পরস্পর কলহে রত বোকা বিড়াল দু'টীর চোখের

সম্মুখে ধ'রেই বানর কিভাবে তাঁদের সংগৃহীত শাস্ত্রের খাদ্যটী আত্মসাৎ ক'রেছিল, তা' জানেন। শঙ্কর অদ্ভুত তর্কযুক্তির প্রাবল্যে, চাতুর্য্যে সকলপ্রকার সম্প্রদায়কে অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য ও নৈয়ায়িক ইত্যাদিকে এক মায়াবাদের গণ্ডীর মধ্যে কেলতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। আধ্যক্ষিক বিভিন্নবাদ-রত ব্যক্তিগণের দশা এবং অপর আধ্যক্ষিক মনোধর্ম্ম ব্যক্তির দশাও ঐ বিড়ালের ও বানরের দশার মত। অতএব অধিকন্তু বা নিধিকন হওয়াই দরকার। তা' হ'লেই প্রকৃত সত্য লাভ করা যা'বে। বিষ্ণু-ভক্ত কখনও 'monkey and cats'এর কথায় আবদ্ধ থাকেন না।

জগতের তথাকথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে অল্প বিস্তর কপটতা নিহিত হ'য়েছে। কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম সেরূপ নয়, ইহা—নির্ম্মল ও অদ্বৈতব।

> ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
> বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
> শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
> সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।
> (ভাঃ ১।১।২)

একমাত্র শ্রীভাগবত ও তাঁ'র ভাষ্যদ্বারাই সমগ্র মনুষ্য-জাতির ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল প্রকার বিবাদ মিটে' যা'বে। শুধু ভারতে নয়, Greater Indiaতেও বিভিন্ন ভাষায় শ্রীভাগবতের বাণী প্রচারিত হোক। শুদ্ধভক্তির দ্বারাই সকলপ্রকার কথা, প্রশ্ন ও সন্দেহের মীমাংসা হ'বে। প্রাকৃত-বুদ্ধিতে শালগ্রাম-পূজা, শিবলিঙ্গ-পূজা, দেবী-পূজা, গণেশের পূজার চেষ্টা—এসকল কিছু বিষ্ণু-পূজা নয়। যাঁ'রা শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করেন না, তাঁ'রা শুদ্ধভক্তিরই আলোচনা করেন না। শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধে research করুন; Hasty conclusion করলে হ'বে না। অন্য-অন্যায়ের একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেরই আলোচনা করা দরকার। বাস্তব-জ্ঞানের অনুশীলন করলেই সব সুবিধা হ'য়ে যা'বে।

> যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ।
> তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
> অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
> পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই অদ্বিতীয় বস্তু। এক বস্তু বহু ভাবে প্রতিফলিত হয়,—যেমন এক সূর্য্য বহু দর্পণে প্রতিফলিত হয়। দু'টী থালা জলপূর্ণ ক'রে রাখলে দুই থালায় দু'টী সূর্য্য দেখা যায়; সূর্য্য কিন্তু একটি। বিভিন্ন আধারে প্রতিফলিত বস্তু-বিচার—একই অদ্বিতীয় বস্তুর শক্তির তারতম্য। ভগবানের অংশসকল সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব ও অবতারগণ সকলেই চিচ্ছক্তিমান ভগবান্‌ই। দেবগণ ভগবানেরই প্রদত্ত প্রাকৃত অধিকারপ্রাপ্ত বিভিন্নাংশ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দাহিকাশক্তি আছে ব'লে অঙ্গারেও দহন-ক্ষমতা আছে ব'লে ভ্রম করা উচিত নয়। Phantasmagoria, 'Will-o-the-wisp', Juck o' lantern অর্থাৎ আলেয়ার মধ্যে আগুন নেই। তাহাতে অগ্নিবুদ্ধি করা false representation মূলে misidentification বা বিবর্ত্তবাদ। বিভিন্ন প্রাকৃত ন্যায়ে এসকল কথা পাওয়া যায়। প্রকৃত যুক্তিমূলক ন্যায় (logic) অবলম্বন ক'রে শুদ্ধ ভক্তিকেই আশ্রয় করা দরকার। কোন কোন ব্যক্তি ভক্তিকে ত্যাগ ক'রে কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞানপথে চ'লে গেলেন। কখনও পতঞ্জলি, কখনও কুমারিল, কখনও গৌতম, কণভুক্, শবর, ভীমভট্ট বা অনিরুদ্ধ এবং কখনও কপিল, ঈশ্বরকৃষ্ণ, গৌড়পাদ, কখনও বৌদ্ধ বা স্যাদ্‌বাদী প্রভৃতির নানা মতে প'ড়ে গিয়ে আংশিক বস্তুর বা বিবর্ত্তের আশ্রয় হ'ল। তা'র ফলে শুদ্ধভক্তির বিচার বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে জগতে একটা অসুবিধা এসে গেল। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে মধ্যযুগে নানক-মহাশয় হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার ক'রেও শেষে নির্ব্বিশেষবাদী হ'য়ে গেলেন। পূর্ণের বিষয়ে, ভগবানের বিষয়ে ও ব্রহ্মের বিষয়ে আলোচনা না হ'লে—বিষ্ণুভক্তি না হ'লে কিছুই বুঝতে পারা যা'বে না। সম্বন্ধ বা অভিধেয়-তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে প্রাকৃত মনের বা মেধার দ্বারা মেপে নেবার ধর্ম্ম হ'তেই সমগ্র বিশ্বের লোকের যত অসুবিধা এসে গাছে। ভগবানের অনুশীলনের জন্যই museum হওয়া আবশ্যক। উহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণের বস্তুর অনুশীলনের উদ্দীপক হ'বে না—নিশ্চয়ই। Searchএর পর research চলতে থাকুক্। পরমার্থ-বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আলোচনা হোক। এ'র জন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রকাশিত হ'য়েছেন। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পাঁচটী বস্তুই বিশ্বে বর্ত্তমান। জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম

ইত্যাদিকে কেউ যেন মনে না করেন—এগুলি ঈশ্বরের কর্ম নয়। জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই বস্তু চারটীর উপর যাঁ'র পূর্ণ অধিকার আছে, তিনিই 'ঈশ্বর'। কতকগুলি ব্যতিরেকভাবে এবং কতকগুলি অন্বয়ভাবে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত আছেন—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ববিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

(ভাঃ ২।৯।৩৫)

শ্রীগুরুভগবদ্ভক্তের আলোচনা হ'লেই প্রকৃত মীমাংসা লাভ হ'বে। শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ—ভগবান্ ছাড়া আর কেউ নেই। তাঁর সেবাই জীবের নিত্যধর্ম, ভাগবতধর্ম বা শুদ্ধ সনাতন ধর্ম

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

প্রত্যেক পরমাণুই বৈষ্ণব। কিন্তু বাহিরের 'আবরণ' জিনিষটাকে 'বৈষ্ণব' মনে করাই অজ্ঞতা। শক্তিমান্ বস্তু স্বীয় শক্তির সহিত ভেদাভেদ-সম্বন্ধে অবস্থিত। প্রকৃতির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ Rationalismএর উপর যাঁ'রা নির্ভর করেন, তাঁ'রা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বোকা; কারণ, প্রতিপদেই তাঁ'দের অপটু, অসম্পূর্ণ ও ব্যাহত হ'বার যোগ্য ইন্দ্রিয়গুলি তাঁ'দেরকে বঞ্চনা করে—ঠকায়। কুতর্ক করতে করতে মানুষ শৃগাল-যোনি লাভ করে। কতকগুলি লোক বেদের আনুগত্যের নামে ধূর্ত্ততা এবং কতকগুলি লোক অবৈদিক হ'য়েও ধূর্ত্ততা করছে। কিন্তু তাঁ'দের জানা উচিত—'বকোদের উপর পক্কোস্' আছে।

শ্রীজগন্নাথ তাঁ'র পদযুগল ঢাকা রেখেছেন; কারণ, তাঁহা সহজ-প্রাপ্য নহেন। বিষ্ণুর উপাসনা করলে আর অন্যের উপাসনা করতে হয় না। বিষ্ণুই পূর্ণ বস্তু। তিনি তাঁ'র অতি নগণ্য খণ্ডত্ব দেবতাদিগকে ন্যস্ত ক'রেছেন। দেবতাগণ আধিকারিক-শক্তিযুক্ত বা তাঁ'দের উপর কিছু powers delegated হ'য়েছে। মানুষের সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিষ্ণুই দিচ্ছেন। তিনি অচেতন বস্তু ন'ন, তিনি সর্ব্বত্র আছেন। Permutation and combination ইত্যাদি ক'রে বহু সময় নষ্ট না ক'রে পরমার্থের research করলেই সবচেয়ে ভাল ও মঙ্গল হয়। 'সব জানি'—এই বিচার ভাল নয়। ভগবৎকার-কথিত "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ।" এবং শ্রীব্রহ্মার কথিত "জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে শ্রমঃ। মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥" (ভাঃ ১০।১৪।৩৮) —বাক্যের অনুসরণ করা আবশ্যক। অনুকূল ও প্রতিকূল, উভয় প্রকার কৃষ্ণানুশীলনেই সম্বন্ধজ্ঞান আছে; কিন্তু পাষণ্ডী বেদের কোনপ্রকার কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞানই ছিল না, সুতরাং তাঁর সহিত কোন কালে নেই।

"কস্ত্বমোহপি ন বেদঃ তাং পক্ষানাং পুরুষং প্রতি।" বেদ—Scepticism ও agnosticismএর মূর্ত্ত প্রতীক। Pessimism ও Scepticism সমজাতীয়—শুদ্ধচক্ষুর বিরোধী ব'লে।

সাধন মানবের বিচারেটি—ঘটপটিয়া-বিচার। সাধন মানবের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ পরদর্শন-সংগ্রহ নয়। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ ও পর-পরতর-পরতম দর্শনের বর্ণন আছে। বিশ্ব বা পৃথিবী ভগবানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পার্থিব যাবতীয় জ্ঞানও ভগবজ্জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। ছয়টি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু এই বিশ্ব বা পৃথিবী। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা চারিদিক্ দেখ্‌ছেন। মানুষ ব্রহ্মা হ'লে সব দিকটা দেখ্‌তে পায়। অন্বয়ের এক পাদের কথা সনাতনের ত্রিপাদের নিকট পরাস্ত। বৈষ্ণবদের চতুর্ব্যূহতত্ত্ব-বিচারে প্রবেশ করতে না পেরে' শঙ্কর উহা খণ্ডনের ছলনা উঠাইয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সম্পাদিত শ্রীশ্রীল শ্রীধরস্বামি-টীকা-সহিত বিরাট্
শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থ সূচীপত্রাদির সহিত প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ বি-এল্
মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

৩রা মার্চ্চ, ১৯৪০—বিপ্রহর।

সর্ব্বক্ষণ হরিনাম-কীর্ত্তনে, মহাজনগণের লিখিত গ্রন্থাদির পাঠে ও শ্রবণে, প্রকৃত আচরণশীল সাধুর মুখে হরিকথা-শ্রবণে এবং শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। সংসার হইতে যতটা উদাসীন হইয়া হরিনামের ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবায় রুচি হয়, ততটাই মঙ্গল। লোকে 'হয় ত' তাহাতে নিন্দা বা বিদ্রূপ করিতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এই দেহটি অনিত্য, ইহা অতি অবশ্যই কোন-না-কোনদিন ছাড়িতে হইবে, সুতরাং মৃত্যুকালে যদি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের স্মরণ হয়, তবেই মঙ্গল। মরণের সময় যে যেমন চিন্তা করে, তাহার সেই রকমই সিদ্ধি-লাভ হয়। কিন্তু ক্রমপথে সাধারণতঃ মৃত্যুকালে মুখে বা মনে হরিনাম আসে না; বিষয়ী মৃত্যুকালে বিষয়েরই চিন্তা করে।

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-স্মরণ আমাদের হওয়া একান্ত আবশ্যক। মিশনে যে কমিটির মধ্যাধিকারের দিকে বা মধ্যমের উত্তমের দিকে উন্নতি দেখা যাইতেছে না, ইহার একমাত্র কারণ—কৃষ্ণ-চিন্তার অভাব। কৃষ্ণস্মৃতি নাই—কৃষ্ণের স্মরণ করে না। কৃপার উপলব্ধি হইতেছে না, অতএব সেজন্য প্রার্থনা ও দৈন্য-বিজ্ঞপ্তি-জ্ঞাপন এবং নিজের গলদ বা ত্রুটি কোথায়, অনুসন্ধান করিয়া তাহা বর্জ্জন করিবার জন্য একটা তীব্র চিন্তা বা বিচার থাকা দরকার। সাধনাবস্থায় অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জনের তীব্র যত্নাগ্রহ হইবে। যত্নাগ্রহ ব্যতীত উন্নতি হয় না। যদি কৃপা-লাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ একটা চিন্তা না থাকে, তাহা হইলে নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে নজর যায় না; তখন সহজেই মনে হয়, 'আমি ঠিকই আছি, দোষ—কেবল কৃপার! অর্থাৎ কৃপার অনুভূতি পাইতেছি না—এজন্য দায়ী আমি নহি, কৃপা বা কৃপাকারীই দায়ী!' যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা গলদ দূর করা দরকার।

যত্নাগ্রহের নামই শ্রদ্ধার পথ। পথ দুইটি,—শ্রদ্ধার পথ ও লোভের পথ। 'লোভ' মানেই চাওয়া। কৃষ্ণকে যাঁহারা সুখী করেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য ও তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপ অর্থাৎ সেবা-চেষ্টা দেখিয়া ঐরূপ ভাগ্য বা সেবাধিকার পাইতে চাওয়াই লোভ। লোভ ছাড়া কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। কিন্তু বদ্ধজীব কৃষ্ণকে চাহিতে পারে না। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—না হয়, শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য্যাদি পর্য্যন্ত চাহিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণকে চাহিতে পারে না। কারণ, মনটা এত বিক্ষিপ্ত বা বিপর্য্যস্ত থাকে যে, কিছুতেই পূর্ণবস্তুর পরিপূর্ণ বিকাশের সেবার ধারণা সে করিতে পারে না। সকলপ্রকার ক্লেশ অথবা ক্লেশের কারণ ইতরাভিলাষ-সমূহের মূলই—কৃষ্ণচিন্তা না করা। এজন্য শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভের প্রথমেই বলিয়াছেন—"ভয়ং দ্বিতীয়াভি-নিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। অস্মৃতি—চিন্তাহীনতা আসিয়া গিয়াছে, তাহাতে বিপর্য্যয় অর্থাৎ মনের একটা উল্টোপাল্টা ভাব হইয়া পড়িয়াছে। নানাপ্রকার ইতর অভিলাষের দরুণ মন বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তৎ—তস্মাৎ দেহ-গেহাদি-বিষয়েষু অভিনিবেশং হানিং পরিহরন্ তং কেবলয়া ভক্ত্যা ভজেৎ—ইহাই একা বা শুদ্ধা ভক্তি। লোভের পথ অত্যন্ত বিরল। সাধারণতঃ শ্রদ্ধার পথই ভাল। শ্রদ্ধার পথ—বলদেবের কৃপার পথ। ব্রজে বলদেব যে-সকল অসুর বিনাশ করিয়াছেন, জীব ঐ সকল অসুর-প্রতিম ভজন-প্রতিবন্ধক নিজের যত্ন-চেষ্টা দ্বারা দূর করিতে চেষ্টা করিবেন। বলদেব বা সংকর্ষণ—তটস্থশক্তি জীবের প্রভু ও অংশী বলিয়া 'জীব'-নামেও কথিত হন। 'জীবয়তি ইতি জীবঃ' জীবগণের জীবন দান করেন—এইজন্য তিনি 'জীব'। অংশী অবতারি-রূপে তিনি যে-সকল ব্রজের প্রতিবন্ধক দূর করিয়াছেন, ঐ সকল ব্রজ-ভজনের প্রতিবন্ধক ভাব-সমূহ সাধক জীবকে বলদেবের কৃপার অর্থাৎ নিজের যত্ন-চেষ্টা-দ্বারাই দূর করিতে হইবে। শ্রদ্ধার পথে, ক্রমপথে জীব ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হ'ন। বলদেব বেনুকাসুর ও প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন। নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি প্রভৃতিই এই সকল প্রতি-বন্ধক। যত্নাগ্রহ-অর্থে—নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি প্রভৃতি উপ-শাখাসমূহের ছেদনে বিশেষ যত্ন বা চেষ্টা। যতই উক্ত উপশাখাগুলি ছেদন করা যাইবে, ততই ভক্তিলতার-মূলশাখা

বাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিস্থিত গোলোক-বৃন্দাবনে পৌঁছিবে। তখন হইতে শুদ্ধভক্তির এই প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ দূর হইলে স্থায়িভাবের বা রতির উদয় হইবে। স্থায়িভাবের বা রতির উদয় হইলে ভক্তির পূর্ণতা বা প্রেম প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইল; তখন আর ভয় নাই, তখন হৃদয়ের ভিতরে যে উল্লাস, তাহা ভাষায় প্রকাশিত হয় না; বাহিরে তখন-প্রতিবন্ধকতার সহিত দুঃখ বা হার্দ্দিক-দুঃখ প্রভৃতি যাহাই দেখা যাক না কেন, ভজনকারী তখন ভিতরে কেবল সেবা-আনন্দের অনুভূতিতেই মগ্ন থাকেন। আর স্থায়িভাব পাকে হইয়া গেলে যে প্রেম হয়, তাহা একেবারেই অবর্ণনীয়—তাহা অনির্ব্বচনীয়। এই প্রেমসেবায় কৃষ্ণ একেবারে মুগ্ধ। বৈকুণ্ঠে ভগবান্ সেবকের সেবায় মুগ্ধ, বশীভূত হইয়া যান না; কিন্তু বৃন্দাবনে তিনি সেবকের নিকট ঋণী বা বশীভূত। যতই দ্বিতীয়াভিনিবেশ করিতে থাকে, ততই সাক্ষাদনুভূতি হইতে থাকে। যতই সেবানন্দের অনুভূতি হয়, ততই অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িতে থাকে। সেবক সেবানন্দ কোটিগুণ পান, আর কৃষ্ণ স্ব-মাধুর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া তাহা যেন কোটিগুণ বাড়াইয়া দেন, কাজেই তৃপ্তি আর হয় না। এই চলিতে থাকে।

কুটিনাটিই কপটতা বা বঞ্চনা। নিজে বঞ্চিত হওয়া ও অপরকে বঞ্চিত করাই কপটতা। এই কপটতা বা কুটিনাটি কৃষ্ণস্মৃতির অর্থাৎ নিজ-ভজনোন্নতি-বিষয়ে কৃষ্ণচিন্তার প্রধান অন্তরায়। এইজন্য শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অয়ে চেতঃ প্রোক্তং কপটকুটিনাটিভরখর-
করস্পৃষ্টে দূরাদপসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বাগিরিধরপদপ্রেম-বিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ মগ্না বমসি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়॥

পর্ব্বতের মূল—অত্যন্ত আলা-পালক। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—কুটিনাটি বা কপটতা সেবা-বিলাসের বা প্রেমার একটা প্রতিবন্ধক যে, তাহাকে পর্ব্বতের মূলের ন্যায় আলাপালক বোধ হইতেছে। সেবার বা ভক্তিসুধার পাত্র শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শের অনুসরণ-ক্রমে কৃপা-সমুদ্রে স্নান হইলেই এই সকল কুটিনাটি দূর হয়। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বস্ব গুরুদেবের নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিলে আর স্ব-পরবঞ্চনা-বৃত্তি থাকে না। **শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভু নিজে বঞ্চিত হইতে বা কাহাকেও বঞ্চনা করিতে চান নাই।** তাঁহার সংস্পর্শে যে-ভাবে যে-কোন ব্যক্তি আসিয়াছে, তিনি তাহাদের সকলেরই নিষ্কপট মঙ্গলার্থী ছিলেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ছিলেন—অন্তরে-বাহিরে প্রকৃতই সরল। 'সরল' মানে 'বোকা' নয়—সুবুদ্ধি। যিনি সেবা-বুদ্ধিদ্বারা বঞ্চনার স্বরূপ বুঝিয়া তাহা হইতে দূরে থাকেন, তিনিই সরল। • •

কোন ভাগবতিক নেতা • • অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে কত লোক তাঁহার মৃতদেহ দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল, কত লোক শোভা-যাত্রায় যোগ দিয়াছিল; তাঁহারা ঐ নেতার সম্বন্ধে কত প্রশস্তি গান করিল, কত বলিল, আর ঐরূপ মৃত্যুবরই বা কত অযাচন করিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সহিত শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর এই অপ্রকট-লীলার কোন তুলনাই হইতে পারে না; কারণ, ইহা আর একটি জিনিষ। একটিমাত্র অভাগা soul যদি তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে, তাহা হইলে এ জগৎ, এমন কি, চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড কৃত-কৃতার্থ হইবে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অনুসরণ করিতে গেলে লোকে আমাদিগকে উপহাস করিতে পারে, গোঁড়া বা পাগল বলিয়া বিদ্রূপ করিতে পারে; এমন কি, দেবতারাও বিরুদ্ধ হইতে পারেন; কিন্তু আমাদের তাহাতে বিচলিত হইতে হইবে না; কারণ, তাঁহার অনুসরণ করিলে আমাদের লক্ষ্য বা গতি হইবে সর্ব্বোর্দ্ধে।

সরলতা—বোকামি নয়। বোকা হইলে ভজন হইবে না। বিরোধীদিগের মধ্যে সকলেই যে অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত, তাহা নয়; অনেকে আছে বোকা। তাহাদের এই বোকামির সুযোগ লইয়া তাহাদের মধ্যে অভক্তি-বিষ প্রবেশ করান হইয়াছে। যদি বলা যায় যে, তাহাদের নিজেদের দুষ্ট-প্রবৃত্তি না থাকা সত্ত্বেও তাহারা এরূপ সর্ব্বনাশের মধ্যে কেন পড়িয়া যায়? ইহার উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়—"অশোক-বনে সীতা ছিলেন কেন?"—"তাই ত!" অর্থাৎ রাবণ সীতা-দেবীকে অশোক-বনে রাখিয়াছিল বলিয়াই বজ্রাঙ্গজী তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের জন্মাবধি সকল লীলা কীর্ত্তন করিয়া নিজেকে রামচন্দ্রের বিশ্বস্ত ভৃত্যরূপে পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। যদি অশোক-বনে সীতাদেবীকে না রাখিত—স্বর্ণলঙ্কায় ত' আর গুপ্ত গৃহের কিছু অভাব ছিল না, গুপ্ত গৃহে আবদ্ধ থাকিলে লৌকিক বিচারে শ্রীসীতাদেবীর দেখা পাওয়া যাইত না, লঙ্কা

পোড়াইলেও সীতার সহিত সাক্ষাৎকার না হওয়ায় তাঁহার উদ্ধারও হইত না। অতএব সীতাকে অশোক-বনে কেন রাখিল? ইহার উত্তরে একমাত্র 'তাই ত'! অর্থাৎ 'তাই ত! কেনই বা রাখিল'? ইহা ছাড়া অন্য কিছু বলিবার নাই। সেইরূপ ঐসকল বোকা কোমলশ্রদ্ধগণ কেন সর্ব্বনাশের মধ্যে পড়িল, আবার অনেক কোমলশ্রদ্ধ পড়েও নাই। ইহার উত্তরে 'ভাগ্য' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। হরিভজনের সৌভাগ্য বা ভক্ত্যনুখী প্রকৃতি থাকা দরকার—ইহাই মহাজনের বাক্য।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে জীব তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥ ইত্যাদি

সৌভাগ্য মানেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কৃপা। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু ধামের সেবাধিকার দান করেন, ধামবাসের যোগ্যতা দেন, ধামেশ্বরের প্রকট করান। আবার তিনি ধামকে আবরণ করিয়া ধাম-সেবার অভিনয় হইতে ছুটি করান, ধাম হইতে বাহির করিয়া দেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর দুই রূপ—দুই রূপে তিনি এই দুই কার্য্য করেন। তাঁহার একটি—মহাবিষ্ণু-রূপ, আর একটি—শম্ভু-রূপ। মহাবিষ্ণু-রূপে তিনি আচার্য্য, তাঁহার অংশী শ্রীনিত্যানন্দের চরণে আচার্য্যরূপে তিনি সমস্ত শরণাগত জীবকে সমর্পণ করেন। আর শম্ভুরূপে যোগ-বাশিষ্ঠ অধ্যাপনা করিয়া তাহাতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা পর্য্যন্ত উপদেশ করেন এবং ধামবাসের অধিকার ও অদ্বৈত-প্রাণ শ্রীমহাপ্রভুর সেবার অধিকার হইতে সেবার অভিনয়কারিগণকে ছুটি করান।

শম্ভু প্রকৃতি-সঙ্গী—মায়া-সঙ্গী, আর মহাবিষ্ণু—মায়াধীশ। শম্ভু জগতের উপাদান প্রধানের পতি। মহাবিষ্ণুর তটাদ্ হইতে জীব-জগৎ উৎপত্তি লাভ করে, কিন্তু তিনি জগতের বাহিরেই অবস্থান করেন। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর তটাদ্‌ই তটস্থ জীবের অধিষ্ঠান এবং তটাদ্‌েরই মিলন-ফলে প্রকৃতি ক্ষোভিত হইয়া মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়া থাকে। এই মহত্তত্ত্বরূপ উপাদানের স্রষ্টা—মহাবিষ্ণু; তাঁহারই আভাস উর্ণনাভিরূপে জড়জগতের প্রজনন ও প্রহরণ-কর্ত্তা। এইজন্য জগতের শিব বা রুদ্র পিতৃরূপে পরিচিত। পিতা হইলেই তিনি প্রকৃতি-সঙ্গী; এইজন্য পার্ব্বতী, উমা, দাক্ষায়ণী বা মহামায়াকে বলে 'মা'। শাক্তেয়বাদীদের বুদ্ধি কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে! শাক্তেয়বাদিগণ একবার শম্ভুকে বলেন—'প্রকৃতির পতি', আবার প্রকৃতি বা মহামায়াকেও বলেন—'তুমি বিধি-হরি-হর-জননী' অর্থাৎ শম্ভুকে কখনও 'প্রকৃতি-পতি', কখনও 'প্রকৃতি-জাত' বলেন! তাহাদের কিরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে! দুর্ভাগ্যক্রমে শম্ভুরূপী অদ্বৈতের কপট কৃপা পাইয়া আমরা প্রকৃতি-সঙ্গী হইয়া প্রকৃতির ধামে বা ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করি; আর আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈতের অকপট-কৃপায় ব্রহ্মাণ্ড ও বিরজা ভেদ করিয়া উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পর-ব্রহ্মের সেবা-সান্নিধ্য লাভ করি। কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য সবিশেষ-ব্রহ্ম। ব্রহ্ম—প্রকৃতির অতীত। ব্রহ্ম-সান্নিধ্যে ইতরাভিনিবেশ দূর হইলে গৌরসুন্দরের প্রাকট্য হইয়া থাকে। শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর কৃপা-প্রার্থী হইলে তিনিই ধামবিরোধী ভজন-প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। আমাদের সেজন্য কোন-প্রকার প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ-স্পৃহার বশবর্ত্তী হইতে হইবে না। প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ-স্পৃহা—তমোধর্ম্ম। তমোগুণের স্থান—দ্যূত-সদন। দ্যূত-মানেই জাল, জুয়াচুরি, কপটতা বা কূটনাটি। রজোগুণের স্থান—গ্রাম অর্থাৎ গৃহ; অর্থাৎ রজোগুণ-মানে গৃহারামতা, দেহারামতা; ইহাই জগৎ জুড়িয়া আছে। সত্ত্বের স্থান—বন অর্থাৎ নির্জ্জন বা শান্তি-প্রিয়তা। এই নির্জ্জন বা শান্তিপ্রিয়তারূপ বনবাস হইতে নিঃশ্রেয়স বনের অনুসন্ধান আরও শ্রেষ্ঠ; উহাই বিশুদ্ধ-সত্ত্বের আশ্রয় ও স্বরূপ। নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ বৈকুণ্ঠেই আত্মা স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। এই নিঃশ্রেয়স-বন হইতে গোষ্ঠ-বন অর্থাৎ রাধাবন বা বৃন্দাদেবীর বন আরও শ্রেষ্ঠ। নিঃশ্রেয়স-বনে অধিষ্ঠান হওয়া দরকার। এ জগতে অধিষ্ঠান নাই, কেবল ভ্রমণ। এ জগৎ হইতে অস্তিত্ব মুছিয়া যায় যাউক; কিন্তু তাহার আগে বিশ্বক্‌সেনের খাতায় নামটা লেখা (enrolled) হউক। বিশ্বক্‌সেনের খাতায় শ্রীনারায়ণ-সেবকের নাম লেখা হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সেবকের নাম ওঠে মধুর-রসে শ্রীবৃন্দা-দেবীর খাতায়, বাৎসল্যে নন্দ-যশোদার, সখ্যে শ্রীদাম-সুবলের, দাস্যে রক্তক-পত্রকের খাতায়। সেখানে নামটা লেখা হউক—ইহাই আমাদের প্রতি-জন্মে একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমগ্র-লীলাটি জীবের সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎকারের সহজ চিত্র।

'কৈবল্য'-শব্দটি খণ্ডযোগি-গণের দ্বারা বিকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত যে "কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্" এর কথা বলিয়াছেন, তাহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় "ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া প্রেমভক্তি"। চিদ্বিলাস অধোক্ষজের উন্নত আধার অপ্রাকৃত ধামে যে কৈবল্যের বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়, তাহাই আমাদের প্রয়োজন।

শ্রীল ঠাকুর (ভক্তিবিনোদ) জীবের তটস্থাবস্থায় আদর করেন নাই। মুক্তের সঙ্গে অবস্থান না করিলে তটস্থের বিচার নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করিবে; কারণ, গতি-শীলতাই চেতনের ধর্ম, ইহা তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা-সারই শ্রীভক্তিবিনোদ-মূর্ত্তিতে কলি-হত কুতর্কপ্রিয় মানবজাতির মঙ্গলের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

জাগতিকের কখনও হরিভজন হইবে না। গুরু-বৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্য ব্যতীত গুরুবৈষ্ণবের প্রতিপ্রস্থের প্রত্যুষাকাঙ্ক্ষা-দ্বারা কোনও দিন হরিভজনের ত্রিসীমানার ধারেও যাওয়া যাইবে না।

ঠাকুরের (শ্রীভক্তিবিনোদের) কৃত-সাহিত্য ও পদ্য-সাহিত্যের মধ্যে আমরা তাঁহার যুগপৎ গৌরজনত্ব ও রাধা-জনত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাই। তাঁহার কল্যাণ-কল্পতরুর লালসাময়ী প্রার্থনায় তিনি কীর্ত্তনাখ্য-দীপের স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে গৌর-নরাদরকে রাধা-মাধবরূপে দর্শন করিয়াছেন।

"স্বতন্ত্রত্বাৎ সুখত্বাচ্চ স্বনাথা বিষ্ণুরুচ্যতে" অর্থাৎ স্বতন্ত্রত্ব ও সুখত্ব-হেতু বিষ্ণুকে 'স্ব'-শব্দে অভিহিত করা হয়। যাহা সেই বিষ্ণুর 'আনন্দ' ও 'সুখ' দান করে, তাহাই 'স্বানন্দ-সুখদ'—যে-স্থলে লীলা-পুরুষোত্তম স্বতন্ত্র আনন্দময়, যে-স্থানে স্বতন্ত্র সুখময়, যে-স্থানে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনতা সম্প্রকাশিত অর্থাৎ যে-স্থলে তিনি ঈশানাশ হইয়াও ঈশাধীন।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীভক্তিবিনোদ এই কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপের স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীরাধা-মাধবের যে নিত্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সাহিত্যরূপে প্রকাশিত। সেই সাহিত্য-রসামৃত-সিন্ধুর একটি বিন্দু আস্বাদন করিবার যোগ্যতা হইলে প্রত্যেক জীব কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী যে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, সেই ধারায় যাঁহারা অবগাহন করিতে চাহেন, তাঁহাদের হৃদয়ে অন্যাভিলাষ বা কোনপ্রকার কপটতার স্থান নাই। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিতে কেবল শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর সেবা-লালসাময়ী আর্ত্তি বিরাজমানা। ভক্তি-বিনোদ-ধারায় সম্ভোগের কোন কথা নাই।

তটস্থ-প্রবৃত্তি হইতে জাত নিরপেক্ষতা কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তবে চিৎলালাপেক্ষতার অনুগত নিরপেক্ষ-তারই প্রতিষ্ঠা আছে, তাহা কখনও হতলালাপেক্ষ হইয়া অধোগতি লাভ করে না।

শ্রীব্যাসের সিদ্ধান্ত সমগ্র বেদ-শাস্ত্রের সার-নির্য্যাস-স্বরূপ, প্রকৃত বাস্তব-সত্য। শ্রীব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত বেদ-শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য—কৃষ্ণস্থ মর্ম্মের অনুধাবন-প্রয়াস কেবল শাব্দিকতা ও ব্যর্থ-কালক্ষেপণ-মাত্র।

শ্রীগুরুদেব নিত্য-বস্তু। যদি গুরুদেব নিত্য না হন, তাহা হইলে তাঁহার উপদিষ্ট বস্তুও তাঁহার নিত্য-সত্তা, নিত্য-চেতন ও নিত্য-আনন্দ বা চিদ্বিলাস রক্ষা করিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মই নিত্য-পরতত্ত্ব-বস্তু-সংশ্লিষ্ট।

স্বয়ং সূত্রকারকেই যদি তাঁহার সূত্রব্যাখ্যাকর্তৃরূপে দেখিতে পাই, তাহা হইলেই সূত্রের প্রকৃত অর্থ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। স্বয়ং Court বা Judge (বিচারক) নিজেই যদি Advocate (উকীল) রূপে পক্ষ-সমর্থন করেন, তবে সেই পক্ষবিশেষেরই জয় যেমন ধ্রুব—অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ বেদান্তসূত্রকার স্বয়ং তাঁহার রচিত সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে যে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, তাহাই নিঃসন্দেহ-রূপে বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীব্যাসদেব যাঁহার কথা কীর্ত্তন করিয়া জগতের চরম-কল্যাণ বিধান করিবার জন্য জগদ্গুরু হইয়াছেন, সেই

চিল্লীলাবিধুন স্বরূপশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের ভজন-প্রণালী শ্রীব্যাস তাঁহার নিজকৃত সাত্বত শাস্ত্রে কোথাও গূঢ়ভাবে, কোথাও স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ—শ্রীব্যাসের প্রেমবাধ্য বস্তু।

সর্ব্বকারণ-কারণ, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ শ্রীনন্দনন্দনকে—শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনকে শ্রীব্যাসদেব শব্দের সাহায্যে বর্ণন করিয়াছেন—বাচক-শব্দের বাচ্য অর্থাৎ শব্দ যাহাকে উদ্দেশ করে, সেই স্বরূপশক্তিসহবিগ্রহ বিভু সচ্চিদানন্দ গোবিন্দের বিলাস বৈভবকে যিনি জগতে বিস্তার করিয়াছেন, সেই শব্দের বাচ্য 'শব্দী' ও সেই বাচক 'শব্দ'—একই বস্তু।

অপ্রাকৃত শব্দ ও শব্দীতে কোন ভেদ নাই। এ জগতের শব্দের বাচ্য ও বাচকে ভেদ আছে। যে-শব্দ নিজের স্বতন্ত্রতা—স্বাধীনতা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা রাখেন, যে-শব্দ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কৃতিত্বকে পরাজয় করিয়া তাঁহার নিজের স্বতঃকর্তৃত্ব প্রকট করিতে পারেন, সেই শব্দই শব্দীর সহিত অভিন্ন।

যে-শব্দ নিজে সচ্চিদানন্দঘনরূপ, নিজতত্ত্ব, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা দেখাইতে পারেন, যাঁহার সেবক অসংখ্য, যিনি নিজ-ক্রিয়া-দ্বারা অভিমর্ত্য দক্ষতা প্রকাশ করেন, যে শব্দ একাধারে বিশেষ্য ও বিশেষণ, যে-শব্দ সকল মাপিয়া লওয়া ধর্ম্মকে নিরাস করিয়া নিজের একচ্ছত্র সচ্চিদানন্দময়ী ক্ষমতা প্রকট করিতে পারেন, সেই শব্দের কথাই শ্রীব্যাস-দেব বর্ণন করিয়াছেন।

মানব-মেধাসৃষ্ট বা lexicographersদের বা philologistsদের সঙ্কলিত বা কালসৃষ্ট শব্দের সহিত অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম এক নহে। তিনি তুরীয় বস্তু, পরিমিতি-ধর্ম্মের অতীত; তাঁহাকে মাপা যায় না, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর মধ্যে আনা যায় না—তাঁহার স্বাধীনতা-পরিচালনের এতই ক্ষমতা আছে।

যে-শক্তির সাহায্যে বস্তুর ধারণা ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিবার বিচার হয়, তাহাই বঞ্চনাময়ী বা ছলনাময়ী 'মায়া'। যে-শক্তি জীবের পুরুষাভিমান উৎপাদন করিয়া বাস্তব-বস্তুর সাক্ষাৎকারে ব্যাঘাত উৎপাদন করে, তাহাই 'মায়া'।

যে-শক্তি তাঁহাকে আরাধনা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জীবকেও তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত করিবার জন্য মহা-মহা-বদান্য-লীলা বিস্তার করেন—বাস্তব-বস্তুর স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্ম প্রকট করিয়া সকল জীবশক্তিকে সেই অধোক্ষজ বস্তুর ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করেন, তাহাই চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি।

চিৎ ও অচিৎ—একই শক্তির বিভিন্ন বিক্রম বা প্রভাব-মাত্র। একটি শক্তি—উন্মুখতোবর্দ্ধিনী হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎ-প্রাপ্তির সহায়তাকারিণী, আর একটি শক্তি—বিমুখবিমোহিনী হইয়া জীবের ভগবদ্বিমুখতার আবরণকারিণী।

যাঁহারা বাস্তব-বস্তুর Freedom বা Libertyকে বাধা না দিয়া,—পরতত্ত্বের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, তাঁহার স্বতঃকর্তৃত্বপথের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই ভক্তির অধিকারী, শ্রদ্ধাবন্ত ও প্রত্যক্‌পথের বা অবরোহ-পথের পথিক। প্রত্যক্‌পথিগণকে সেই পরবস্তু তাঁহার কৃপালোকে উদ্ভাসিত করেন—তাঁহাদের নিকট কৃপা-পূর্ব্বক অবতরণ করেন, আর পরাক্‌পথিগণ সেই পরবস্তুর কৃপা হইতে চিরবঞ্চিত হন।

এই অবতরণ কখনও Incarnation নহে, ইহাকে 'Descent' বলা যায়। রক্ত-মাংসের দেহ লইয়া আসাকেই 'Incarnation' বলে। 'অবতার' বিচারটি ঐ Incarnationএর বিরোধী।

'অবতার'—অধোক্ষজ বস্তু। তিনি অপ্রাকৃত সত্তা, অপ্রাকৃত চেতন ও অপ্রাকৃত আনন্দময় বস্তু। তাঁহার personality বা ব্যক্তির কোন গুণজাত বা কালজোড়া বস্তু নহে, তাহা প্রকৃতির অতীত। তিনি সকলতত্ত্ব-স্বতন্ত্র স্বরাট্ বস্তু হইয়াও অচিন্ত্য-লীলা-বশতঃ ও ভক্তগণের প্রতি অহৈতুক-কৃপেচ্ছা-পরবশ হইয়া অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তিনি কালের মূলেরও আকর বস্তু, এই-জন্য তাঁহাকে Incarnation বলিলে দোষ হয়; কারণ, flesh and bloodএর কথা তাহা'লে আসিয়া পড়ে; বস্তুতঃ অবতার-বস্তুতে ঐ প্রকারের কোন কথা থাকিতে পারে না।

সেবা ভগবান্‌ই তাঁহার সেবা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেবক-ভগবান্ বা আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীব্যাসগুরুর কৃপা না হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য বুঝিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সুতরাং শ্রীব্যাসের পূজা বা কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী গুরুপারম্পর্য্যের পূজা আমাদের সর্ব্বপ্রধান ভজন-সাধন—যথাসম্ভব।

যাঁহারা মূল আকর হইতে ভজন সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহা আমাদিগকে বিতরণ করিবার জন্য আচার্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পূজা না করিয়া মূল-বস্তুর পূজার ধার্ষ্টিকতা সম্পূর্ণরূপে গর্হণীয়।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যের অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি" শ্লোকেই সুব্যক্ত। বস্তুতঃ তৃণাদপি সুনীচ ব্যক্তিই শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম উপদেশ করিতে পারেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'মায়িকোঽস্মি' নহে অর্থাৎ আমি মায়িক তৃতীয় মানের মধ্যে কাল-সৃষ্ট জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গশীল কোন অনিত্য, অচিৎ, মিশ্রা-নন্দময় পদার্থ নহি। আমি ব্রহ্ম—তৃণাদপি সুনীচ বস্তু অর্থাৎ ভাগবত-বৈষ্ণব-ধূলি। 'তৃণাপেক্ষা নীচ ধূলি' বলিতে কোথাকার ধূলি? তাহা আমার স্বদেশ—নিত্য নিত্য-ধামের—স্বধামের ধূলি। তাহা তৃতীয় মানের বিচারের দ্বারা পরিমিত হইবার বস্তু নহে। প্রাপঞ্চিক সৃষ্টি-স্থিতি লয়ের মধ্যে তাহার পরিচয় নাই, তাহা তুরীয় বস্তু। তন্মধ্যে আবার সর্ব্বাপেক্ষা ছোট—লঘুতম যে স্বরূপের পরিচয়, তাহাই আমার স্বরূপের পরিচয়; তাহাই আমার স্বরূপ অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয়-বিগ্রহের পদধূলিই আমার নিত্য-পরিচয়।

ভগবানের চিদ্‌বিলাস-চরিতার্থকারী নিত্যানন্দবর্দ্ধক তাঁহার এই যে পদধূলি, যাহা আমার স্বরূপের একমাত্র পরিচয়, তাহারই নাম 'ব্রহ্ম'; ইহা মায়িক নহে। মায়িক বস্তু হইলে নানা আকারে ও প্রকারে ধার্ষ্টিকতা আসিয়া যায়, উহা কখনই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র অর্থ নহে।

মায়িক যুক্তি তাহার নিজস্ব রাখিতে পারে না;—তাহা always subject to any change or transformation.

ব্রজের আশ্রয়ের পদধূলি এত বড় একটি জিনিষ, যাহা ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করিতে পারে। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের পর যে বিরজা, সেই বিরজারও পরপারে যে ব্রহ্মলোক, তাহাকেও তুচ্ছ করিয়া দিতে পারে। তদতীত পরব্যোমের ঐশ্বর্য্যও তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ যেখানে আশ্রয়ের বশীভূত, সেই অপ্রাকৃত ধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের আশ্রিত অধিবাসীর পদধূলিই আমাদের নিত্যসত্তা।

'আশ্রয়ের পদধূলিই আমাদের স্বরূপ'—এই জ্ঞান হইলে সর্ব্বত্র গুরু, পূজ্য বা আরাধ্য দর্শন হইতে থাকে। ধূলিকে সকলেই পদ-দলিত করিয়া যায়, সুতরাং স্বরূপের তাদৃশ অভিধানেই ঔপাধিক জড়-দম্ভ, অহঙ্কার-অভিমান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথার মর্ম্ম

ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০

গৌড়ীয়মঠের কথা জগতে বুঝিতে পারে না। জগৎটা—বহির্মুখ; বহির্মুখ জগতের চিন্তাস্রোতঃ জাগতিক রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শকে অবলম্বন করিয়া সেই সেই বস্তুতে আকৃষ্ট হয়, সুতরাং গৌড়ীয়মঠের কথা কি করিয়া তাহারা বুঝিবে? মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া ৫।১০।২০ বছর তাঁহার নিকট হরিকথা-শ্রবণের অভিনয় করিয়াই কেহ কিছু বুঝিল না, আর বাহিরের লোক কি বুঝিবে?

আমার মনে আছে, যখন প্রথম গৌড়ীয়মঠের কথা বক্তৃতায় শুনি, তখন কি মতামত প্রকাশ করিয়াছিলাম। কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে গেলাম; বক্তৃতা শেষ হইলে বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন লাগিল?" উত্তরে আমি বলিলাম—"শাস্ত্রালোচনা এঁদের খুব আছে, সেটা ঠিক; কিন্তু মতটি বড়ই সঙ্কীর্ণ। এই সঙ্কীর্ণ মতবাদ দ্বারা কি করিয়া বিশ্বের কল্যাণ হয়, তাহা ত' বুঝি না।"

শাস্ত্র আমি চিরকালই বিশ্বাস করি এবং সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থার ব্যক্তিও যে এ জগতে আছেন, তাহাও বিশ্বাস ছিল, তবে সেই উচ্চতর অবস্থাটা যে কি, তাহার একটা অস্পষ্ট ধারণা-মাত্রই ছিল। একদিন শুনিয়াই যদি কোন মতবাদ-সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করা যায়, বা জানিবার চেষ্টা ঐ খানেই নিরস্ত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সত্যবস্তু জানা যায় না। বহির্মুখ ব্যক্তিগণের দোষ ঐখানটায়। তাহারা জগতের কাজে এমন ব্যস্ত যে, অন্যদিকে কাণ দিবার সময় মোটেই তাহাদের নাই।

ভগবজ্ঞান লাভ করার মূলে শুধু 'ভগবৎ-কৃপা,'—এইটাই সিদ্ধান্ত; ইহা উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত অনেক অসুবিধা উপস্থিত হয়। যুক্তিদ্বারা বুঝিতে বা বিচার করিতে গিয়া কত বিতণ্ডা সৃষ্টি করিয়াছি; কিন্তু সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। দেখিয়াছি, যুক্তি-টুক্তি কিছুই নয়, বরং যুক্তির অবতারণা করিলে নিজেকে আরও ভালমত ফাঁকি দেওয়া যায়। বিচারটাকে যদি ভক্তির অনুগত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিচারের আবশ্যকতা আছে, নতুবা তাহারও অসারতা প্রমাণিত হয়। জগতের নিকট এই 'কৃপা' জিনিষটীর মূল্যহীন, আর আমরা কৃপাকে মূল-কারণ বলিয়া শুনিতেছি—একেবারে বিপরীত ভাব।

[কোন প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে সত্যনারায়ণের প্রসাদ দিয়া গেল]

এই যে প্রসাদ (?) দিয়া গেল, যদি তাহাদের বলা যায়, ইহা প্রসাদ নয়, সুতরাং আমরা গ্রহণ করিব না, তাহা হইলে পার্ব্বেরা ক্ষেপিয়া যাইবে। আমরা প্রসাদই ত' গ্রহণ করি, কিন্তু তাহা পঞ্চোপাসকের নিবেদিত বস্তু নয়। শুদ্ধভক্তি-যাজনকারীর নিবেদিত বস্তু ছাড়া প্রসাদ হয় না। দৃঢ়ভাবে ইহা প্রত্যাখ্যান করাই সঙ্গত। দৃঢ়তাকেই আঁকড়াইয়া ধরা প্রয়োজন, নতুবা মায়ার আক্রমণে রক্ষা পাওয়া কঠিন। জগতের লোকের সঙ্গে আমাদের ভক্তিবৃত্তির প্রতিকূলে ভদ্রতার দরকার নাই। ভদ্রতা-জিনিষটাই মুখোস। হরিসেবার অনুকূলে যেটুকু ভদ্রতা রাখা দরকার, সেইটুকু স্বীকার করিতে পারি, তার বেশী নয়। অবশ্য অবস্থাভেদে সব সময় ইহা পারা যায় না, সেইজন্যই অনুকূল-পক্ষে যতটুকু দরকার, তাহাই গ্রহণ করা। মিস্……কে যদি তাহার কল্পনার কৃষ্ণ-লীলাকে একেবারে কিছু নয় বলিয়া জানান যায়, তাহা হইলে তাহার কি অবস্থা হইবে? কিন্তু অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়া অধিকদিন তাহাকে প্রশ্রয়ও ত' দেওয়া যাইবে না। চিত্তটা তাহার হরিসেবার অনুকূলে ছিল, কিন্তু সঙ্গ হইয়াছে অসুরের, সুতরাং উন্নতি কি করিয়া হইবে? প্রকৃত অবস্থাটা জানিবার পরও যদি তাহার হরিজনের দিকে ইচ্ছাটা থাকে, তবে ভাল, নতুবা সরিয়া পড়িবে, সেও ভাল। সু……ইবার দরকার নাই।

স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণীগণের প্রতি তাঁহার উপদেশ—

বাহিরের মেয়েদের সঙ্গে অধিক কেন, মেলামিশিই করার দরকার নাই। প্রায়ই মেয়েরা বাজে কথা বলিতে খুব ভালবাসে। ঐদিকেই তাহাদের স্বভাবতঃ টান। পুত্র-কন্যা প্রভৃতি লইয়া থাকিবার যে একটা ঝোঁক তাহাদের মধ্যে দেখা যায়, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলেও দেখা যায় যে, ঐ বাজে কথা বলিবার ও শুনিবার স্পৃহা। বাজে কথাদ্বারা হরিজনের অত্যন্ত বিঘ্ন হয়। হরিভজন করা যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা এইটিকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন। যদি কেহ ঐরূপ বাজে কথার প্রসঙ্গ লইয়া আসেন, তবে তাহাদের দৃঢ়ভাবে 'আমার বাজে কথা বলিবার ও শুনিবার সময় নাই' —ইহা জানাইয়া দিতে হইবে।

ভক্তি-জিনিষটা—একেবারে নিরপেক্ষ; কিছুর জন্যই তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয় না। অনেক শাস্ত্রের অধ্যয়নেও তাঁহার কৃপা লাভ হয় না। আমি একদিন একটি লোকের বাড়ীতে গিয়াছিলাম; তাঁহার প্রকাণ্ড ঘরে—১৪।১৬টি বড় বড় আলমারী বোঝাই গ্রন্থ; এমন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল না, যাহা তাঁহার আলমারীতে ছিল না। আর এই গ্রন্থগুলির বিষয় সবই তাঁহার কণ্ঠস্থ—প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রত্যেক লাইন দাগ দেওয়া; যে-কোন গ্রন্থ হইতে জিজ্ঞাসা করিলে অনর্গল তিনি বলিয়া যাইতে পারিতেন। একেবারে অসাধারণ তাঁহার স্মরণশক্তি, আর পাণ্ডিত্য! কিন্তু যখন শুদ্ধভক্তির কথাটা জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন আর তাঁহার অত পাণ্ডিত্য কুলাইল না। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য অনেক দেখেছি, কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধান্তের উপলব্ধি—আলাদা জিনিষ। প্রকৃত নিত্য বাস্তব বিষয়টি উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত বিচার, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুই কাজে লাগে না। উপলব্ধি করিতে গেলে বিচার জ্ঞান, যুক্তি এগুলি দূরে রাখিয়া যাইতে হইবে। শুদ্ধ জ্ঞানটা ভগবদ্ভক্তই দিবেন; কারণ, শুদ্ধজ্ঞানের অর্জ্জনের জন্যই

আনা দিয়াছে—নিজের পাণ্ডিত্যটা সকলের নিকট জাহির করিতে হইবে না।

এবার শ্রীমায়াপুর হইতে আসিবার সময় কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিল যে শরীরটা যখন ভাল নাই, তখন গৌড়ীয়মঠে না গিয়া কিছুদিন এখানে থাকাই ভাল। আমি বলিলাম—"কেন বল দেখি? অসুস্থাবস্থায়ই ত' আরও বেশী করিয়া গৌড়ীয়মঠে যাওয়া দরকার, আর **সেইটাই হইল সত্যিকারের বাড়ী; সেখানেই থাকা প্রয়োজন। তোমরা আমার এমন শত্রু হইলে কেন বল দেখি?"**

ভ্রান্তি-সমর্থনের জন্য অবৈধ গোঁড়ামী

গত ১৩৪৭।১৫ বৈশাখ রবিবারে প্রকাশিত 'বসুমতী' পত্রে "জন্মাষ্টমী আলোচনা" শীর্ষক স্তম্ভে রাণাঘাট নিবাসী শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮শ খণ্ড ৩০শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি-পূজা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তর্ক" বিষয়টীর প্রতিবাদ (?) করিয়া অজ্ঞাত হেতু বশতঃ এক অল্প-শিক্ষিত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মতানুযায়ী গত শ্রীব্যাসপূজার দিন ১৯৪০।২৮শে ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার নির্দ্দিষ্ট দিনের পরদিনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

লেখক তাঁহার আপন নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই, অথচ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞানুসারে ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী-শোভিত মহাপ্রভুপাদের (শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের) লোকপাবন শ্রীনামের পূর্ব্বে একটীমাত্রও 'শ্রী' না দিয়া তাঁহাকে সাধারণ কর্ম্মফলবাধ্য জীবের অপেক্ষা হীন করিবার বিচার দ্বারা নিজের মাৎসর্য্য-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং সজ্জনগণের হৃদয়ে মহা-ক্লেশ প্রোথিত করিয়াছেন! অষ্টোত্তরশত-শ্রী-বিভূষিত জগদ্গুরুকে 'শ্রী'হীন করিবার চেষ্টান্বিত এবং তাঁহাকে 'শ্রীগোস্বামী' নামে অভিহিত না করিবার পক্ষপাতী ব্যক্তি কি করিয়া বৈষ্ণব-ব্যবস্থার বিচারক হইতে পারেন? হায় দুর্ভাগ্য!

তিনি স্বয়ং কোনদিন শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রীহরিভক্তি-বিলাস পাঠ করিয়া বৈষ্ণব-ব্যবস্থার মূল-তথ্যগুলি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন কি? অথবা কেবল মাৎসর্য্য-মূলে নিষ্কপট আচার্য্যাগণের সজ্ঞ-বন্ধকে ভ্রান্ত-বিচারে পরিচালিত করিতে-ছেন? নতুবা তিনি 'গৌড়ীয়ে'র একাংশ-মাত্র উল্লেখ করিয়া অপরাংশ তাঁহার মৎসরতার অনুকূল না হওয়ায় তাঁহার বিচার বর্জ্জন করিয়া চলিলেন কেন?

তিনি লিখিয়াছেন—"গৌড়ীয়ের প্রবন্ধে যে রামনবমীর নজির প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা উক্ত শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গে প্রযোজ্য হইতে পারে না···ইত্যাদি।" উপবাস-বিষয়েও পূর্ব্ববিদ্ধা কাল-বিশেষে গ্রাহ্য, ইহাই প্রমাণিত করিতে কেবল শ্রীরামনবমীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। **প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—"গোস্বামী মতে পরাহ্নে" কার্য্য-বিশেষে এই অজ্ঞ 'মেয়েলী' সংস্কার ভঙ্গ করা।** ঐ স্থানে আরও প্রমাণ-সহ দেখান হইয়াছে যে, **পঞ্চমীতে উপবাস-বিষয়ে কোন বিদ্ধ-বিচার শ্রীবিলাস-মধ্যে নাই। অথচ অপর তিথিগুলির বিদ্ধ-বিচার কেবল উপবাস-সম্বন্ধে বিহিত রহিয়াছে।** পূর্ব্বাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথির পূজায় কদাপি ব্রত বা উপবাসের সদাচার দেখিতে পাই নাই। **যে-স্থলে উপবাস নাই, সে-স্থলে কোন্ যুক্তি-বলে সেই তিথিশূন্য পরদিনে পূজাদি হয়?** শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার ব্যবস্থায় পর-বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-বিদ্ধাই ব্যবস্থিত হইয়াছে। যথা (১৬ বিঃ ১১৮ সং)—

> প্রতিপদ্দর্শ সংযোগে ক্রীড়নন্তু গবাং মতম্।
> পরবিদ্ধান্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ॥

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা প্রতিপত্তিথির কৃত্য হইলেও অমাবস্যার বেধে অনুষ্ঠেয়। আরও পূর্ব্ব-গোস্বামিবর্গের যে-সমুদয় বিচার বা সদাচার রহিয়াছে, তাহাও কি অগ্রাহ্য করিয়া গুরুর উপর গুরুগিরি চালাইবার ধৃষ্টতা করিতে হইবে? উক্ত

সংখ্যার 'গৌড়ীয়ে' ৪৪৬ শ্রীচৈতন্যাব্দের শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার পৃষ্ঠাতে দেখান হইয়াছে যে,—৭ই বৈশাখ পূর্ণিমা-তিথির ক্ষয় হইলেও (ঐ দিন চতুর্দ্দশ-বিদ্ধ থাকিলেও) পূর্ণিমা-কৃত্য "শ্রীবংশীসহনানন্দ প্রভুর আবির্ভাব" ও "শ্রীকৃষ্ণের বাসন্ত-রাস"—এই দুইটী উৎসব শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তাঁহারই অনুমোদনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে শ্রীবনমালিলাল গোস্বামি-প্রমুখ অষ্টাদশ প্রধান পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত ১৯৯৬ বিক্রমাব্দের (খৃষ্টাব্দ ১৮৬১) এক 'ব্রতোৎসবনির্ণয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার শিরোভাগে "অথ কলিপাবনাবতার ভগবদ্ভক্তী-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচর শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামি-লিখিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বৈষ্ণবস্মৃতিসম্মতো ব্রতোৎসবনির্ণয়ঃ", এই প্রতিজ্ঞা-পত্র দেওয়া আছে। ঐ প্রদেশে গোস্বামিবর্গের উপজীব্য হিন্দি-পঞ্চাঙ্গমতে তিথিক্ষয়-দিবসের কৃত্য-বিষয়ে তিনটী উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সুধীগণের মান্য ও প্রকৃত-তথ্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনবর্গ ঐ উপাদানগুলি সংগ্রহ-পূর্ব্বক উক্ত বিষয়ে সন্দেহ নিরসন করিতে পারিবেন।

সংবৎ ১৯৯৬ চৈত্র শুক্লপক্ষ ৫ রবিবার, ইং ১৯৩৯।২৬ মার্চ্চ, রঘুনাথজী। হিন্দি-পঞ্চাঙ্গমতে ঐ দিন পঞ্চমী ২ দণ্ড ৭ পল ও পরে ষষ্ঠী ৫৮ দণ্ড ২৫ পল পর্য্যন্ত; সুতরাং ত্র্যহস্পর্শ হইয়াও ষষ্ঠী-কৃত্য ব্যবস্থিত হইয়াছে।

সংবৎ ১৯৯৬ জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষ ৩ রবিবার, ইং ১৯৩৯, ২১ মে শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীসত্যসন্ধতীর্থ-মহোৎসব। হিন্দি-পঞ্চাঙ্গমতে ঐ দিন দ্বিতীয়া ৪ দণ্ড ২৩ পল ও তৃতীয়া ৫৯ দণ্ড ৪৭ পল পর্য্যন্ত; ঐ মহোৎসব তৃতীয়া-কৃত্য।

সংবৎ ১৯৯৬ শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষ ১৩ শনিবার, ইং ১৯৩৯।১৫ জুলাই শ্রীমন্নালাল গোস্বামি-মহোৎসব। হিন্দি-পঞ্চাঙ্গমতে ঐ দিনে ত্রয়োদশী ৩ দণ্ড ৩ পরে চতুর্দ্দশী ৫৮ দণ্ড ২৪ পল পর্য্যন্ত। ঐ মহোৎসব চতুর্দ্দশী-কৃত্য।

বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান প্রামাণিক গোস্বামিপ্রবর শ্রীল শ্যামানন্দাবতার ভারত-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেব-গোস্বামী তাঁহাদের গ্রন্থাগারে 'বৈষ্ণব-ব্যবস্থা-সর্ব্বস্ব' নামক (অপ্রকাশিত) পুস্তকে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, "বৈষ্ণবধর্ম্মের আবির্ভাবাদি তিথি-কৃত্যগুলি তত্তৎ তিথির ক্ষয়ে সেই সেই তিথিযুক্ত দিনেই করিতে হইবে; সেই তিথিহীন পরদিনে নহে।"

শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার সজ্জনগণের নিকট নিত্যকাল প্রমাণরূপে গণ্য হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলিতে প্রত্যক্ষ আদেশ না থাকিলে পর-পরগুলিই মান্য। আবার ঐ প্রমাণগুলির পরস্পরে ভেদবুদ্ধি অনন্ত নিরয়-প্রাপক। এক্ষণে পূর্ব্বাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি পূজা-দ্বারা নিত্যনিঃশ্রেয়সেচ্ছু সাধুগণের কৃত্য-বিষয়ে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-মধ্যে সাক্ষাদ্ভাবে ব্যবস্থা না থাকিলে কি সদাচার ও সদাচারিগণের বাক্য সম্মানিত হইবেন না?

আশা করি, সুধীবর্গ পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলির পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক ঐ কৃত্য-বিষয়ে শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার বিচার অভ্রান্ত জানিবেন। তাঁহারা কোনপ্রকার মোহজনক বিতণ্ডায় মুগ্ধ হইবেন না।

শ্রীমঙ্গলাল দাস
(বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি-এ)

চন্দন

[১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, ১৯শে বৈশাখ; ইং ১৯৪০, ২রা মে বৃহস্পতিবার, কলিকাতা সংস্করণ 'যুগান্তরে' প্রকাশিত।]

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মিশন

মহাশয়,

আপনার সুপ্রসিদ্ধ 'যুগান্তর' পত্রিকার ৪র্থা বৈশাখের সংখ্যায় "শ্রীগৌড়ীয় মঠে সভা" শীর্ষক চিঠিদ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মিশন-সম্বন্ধে নানা ভুল করায় সাধারণকে ভ্রমপথে চালিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তজ্জন্য নিম্নলিখিত সত্য ঘটনা প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন; আশা করি, সাধারণকে এই সুযোগ-দানে বাধিত করিবেন।

সমগ্র জীব-কল্যাণের জন্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশ্যে পরমহংস শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগৌড়ীয় মিশনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরবর্ত্তী আচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সন্ন্যাস গ্রহণান্তর সাধারণের সাহায্যে শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন-পূর্ব্বক প্রবলভাবে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে, ব্রহ্মদেশে ও বিলাতে মিশনের বহু প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই মিশনের নিয়মন-কেন্দ্র (controlling centre) রূপে কার্য্য করিতেছেন এই বাগবাজার মঠটি সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশ্যে ট্রাষ্ট্ দলিলের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে —তাহার প্রথম ট্রাষ্টী ছিলেন শ্রীল প্রভুপাদ এবং এক্ষণে মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব পরমহংস শ্রীমৎ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ উহার বর্ত্তমান ট্রাষ্টী বটেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ১-১-৩৭ তারিখে তাঁহার তিরোভাবের পূর্ব্বে যে শেষ-ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন, তদনুযায়ী বর্ত্তমান আচার্য্যদেব মিশনের আচার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হন। মিশন পরিচালন-জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে ১০-১-৩৭ তারিখে মিশনের বিভিন্ন মঠের প্রতিনিধি ও সভ্যগণের সাধারণ সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি গভর্ণিং বডি নির্ব্বাচিত হয়। ২৬-৩-৩৭ তারিখে গভর্ণিং বডির সভায় এবং ঐ দিন বৈকালে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে মিশনের সকল শিষ্য ও সভ্যগণের সাধারণ সভায় বর্ত্তমান আচার্য্যদেবকে যথারীতি অভিষিক্ত করা হয়।

বাবু কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের উপর তাঁহার জিম্মাধীন মিশনের টাকাকড়ি, মহামূল্য দলিলাদি, ঠাকুরের অলঙ্কার ও অন্যান্য জিনিষাদি সম্পর্কে হিসাব নিকাশ দিবার জন্য কৃষ্ণনগর জেলা-জজ আদালত হইতে নোটিশ জারি হইলে পর ঐ দায়িত্ব এড়াইবার অভিসন্ধিতে কুঞ্জবাবু তথাকার সব্-জজ আদালতে এক স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া গৌড়ীয়-মিশন public trust নহে, পরন্তু উহা private trustরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু সুযোগ্য আদালত এক বিস্তৃত রায়-প্রদানে সাব্যস্ত করেন যে, গৌড়ীয় মিশন কদাপি private trust নহে, উহা public trust বটে। মিশনের উপর ঈতরূপে তাঁহার ভোগবুদ্ধি-প্রণোদিত একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হইয়া মহামান্য হাইকোর্টের প্রবেট্-মোকদ্দমায় এক রিসিভার-সাহায্যে মিশনের সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা করে ; কিন্তু মিশনের কতিপয় সভ্যের আবেদনে মহামান্য হাইকোর্ট নোটীশ জারী করেন যে, মিশনের কোন সম্পত্তিতে রিসিভার তার দখল নিতে পারিবে না। কলিকাতার এ্যাডিসনাল চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে এবং কৃষ্ণনগর সব্ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে পুনঃ পুনঃ ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মিশনের সম্পত্তির পরিচালন-ভার, মঠ-মন্দিরের সেবা-পূজা সমস্তই গভর্ণিং বডির কর্ত্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহাতে অপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার কোনও অধিকার নাই।

আলিপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে ইহাও সাব্যস্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বসাধারণও অবগত আছেন যে, কুঞ্জ বাবু এবং তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ বহুদিন হয় গৌড়ীয়-মিশন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বালীগঞ্জে তাঁহাদের যে একটি আড্ডা-বাড়ী রহিয়াছে, উহা এই মিশনের কোনও শাখা-মঠ নহে—ইহাও সাব্-জজ-আদালতে সাব্যস্ত হইয়াছে। কুঞ্জবাবু এবং তাঁহার দলের সহিত এই গৌড়ীয়-মিশনের কোনও সম্পর্ক নাই। কুঞ্জ বাবুর সহিত একপ্রকোষ্ঠবাসী ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী বিনোদবিহারী ও তাঁহাদের দলের কতিপয় ব্যক্তি মায়াপুরের হত্যাকাণ্ডের আসামীরূপে বিচারাধীন হাজতে বাস করিতেছে।

কুঞ্জ বাবুর যে চিঠিখানা আপনার পত্রিকায় ৪ঠা বৈশাখ (কলিকাতা) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যে গভর্ণিং বডির উল্লেখ আছে, তাহা গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিং বডি বটে এবং তাহার সঙ্গে কুঞ্জবাবুর কোনও সম্পর্ক নাই, ইহাও সত্য। মিশনের সম্পত্তি বা মঠ-মন্দিরের সহিত তথা-কথিত অছিগণের কোনও সম্পর্ক নাই ও থাকিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের কোনও নিজস্ব সম্পত্তি থাকিলে তদ্বিষয়ে তাঁহার অছিগণ ব্যবস্থা করিতে পারেন। বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ ১৯২৮ এবং ১৯৩০ সনে স্থাপিত public trust সম্পত্তি এবং তৎসঙ্গে কথিত ১৯২৩ সনের উইলের বা অছিগণের কোনও সম্পর্ক নাই। কোন অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণ এই মিশন-বিরুদ্ধে যে-আইনীভাবে চেষ্টা করিতেছে বলিলে আমরা কুঞ্জ বাবু ও তাঁহার দলকেই বুঝিতে পাই ; কিন্তু "ঐ চোর" প্রবাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ কুঞ্জ বাবু অন্যায় মতে অপর ব্যক্তিগণের উপর দোষারোপ করিতেছেন এবং আপনাদিগকেও সাবধান করিতেছেন—ইহা হাস্যোদ্দীপক এবং কুঞ্জ বাবুর ধৃষ্টতার পরিচয় বটে !

১৮৬০ সনের ২১ আইনের বিধান-মতে গৌড়ীয়-মিশন

যথারীতি রেজিষ্টারী হইয়া সেই বৈষ্ণবগণ এবং মিশনের প্রধান ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত গভর্নিং বডির অধীনে সুচারুরূপে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মঠ-মন্দিরের সেবা-পূজা ও প্রচারাদি কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের সম্মুখীন অবৈধ ষড়যন্ত্র ও ক্রিয়া-কলাপ এবং বর্ত্তমান চিঠিখানার ন্যায় দুরভিসন্ধিমূলক ও ঈর্ষা পরবশ প্রচারের দ্বারা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও গভর্নিং বডি এই অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে যে যোগ্যতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ বটে।

শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস, প্রচারক ও সেবক,
"গৌড়ীয়-মিশন"
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন কিছুদিন পূর্ব্বে (২০ নভেম্বর, ১৯৩০) স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" তাঁহার বুদ্ধি ও বিচার-বলে যে-সকল কথা আলোচনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অনেকেই তাঁহার সহিত একমত হইতে না পারিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। তবে তিনি যে একজন বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ও উৎসাহী পুরুষ ছিলেন, এ বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই। তিনি তাঁহার শেষ-জীবনে কোন কোন বিষয়ে সত্যের মর্য্যাদা-প্রদানে পরাঙ্মুখ হন নাই, ইহাই সুখের বিষয়। তিনি কএকবারই শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার বাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহারও বহু বৎসর পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ ইং ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের দরবারে দীনেশ বাবু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দর্শন-লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর দীনেশ বাবুকে বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রকৃত তথ্য-সম্বন্ধে বহু আলোক প্রদান করিয়াছিলেন। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের সহিতও দীনেশ বাবুর অনেকবারই আলাপ হইয়াছে এবং তিনি শ্রীল প্রভুপাদের গুণমুগ্ধ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের মহত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক কথাই গৌড়ীয়-সম্পাদককে আবেগভরে বলিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কএকদিবস পূর্ব্বে (২৪।১২।৩৬) দীনেশ বাবু বেহালা হইতে যে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয়ের অবগতির জন্য দুই একটি কথা জানাইতে চাই। এদেশে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব সাধনার ফল। তিনি মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে অদ্যাবধি সমৃদ্ধিসম্পন্ন এক নগরীতে পরিণত করিয়াছেন। আমি বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও মানচিত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানই ঠিক,—রামচন্দ্রপুর কখনই মায়াপুর নহে; সেখানে পূর্ব্বকালে পূর্ব্ব ঘুমঘামের সহিত রাস-যাত্রা হইত এবং যে মন্দির গঙ্গা-গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা রামচন্দ্রের মন্দির, সে মন্দিরে মহাপ্রভুর এবং অন্যান্য ঠাকুর-দেবতার ছোট ছোট বিগ্রহ হয় ত' ছিল, কিন্তু মন্দিরটি শ্রীরামচন্দ্রের। গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালা-দেশে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রেরণা জাগাইয়া এ দেশের লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তৎকৃত প্রাসাদাবলী অপেক্ষাও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত। আশা করি, মহাপ্রভুর পতাকার নিম্নে বিশ্বের জনতা একত্র হইয়া প্রেমধর্ম্মের শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইবে। আজ জগৎ জুড়িয়া যে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে জড়-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। জড়-সভ্যতার সমাধিক্ষেত্রে প্রেমকুঞ্জ গড়িয়া উঠিবে, তথা হইতে শ্যামের বাঁশী বিশ্ববিমোহন-সুরে মানুষকে ভগবানের পাদপদ্মে আপনাকে ডালি দিতে আহ্বান করিবে। গৌড়ীয়-মঠ সেই অনাগত কুঞ্জের অগ্রদূত।

শুভার্থী
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন"

বিভিন্ন স্থানে প্রচার

পুরুষোত্তমে—গত ১৬ই এপ্রিল হইতে দুই দিবস শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র পাল (রাজনগরের রাজাবাহাদুরের প্রাসাদের চিকিৎসক) মহাশয়ের আহ্বানে পুরুষোত্তম-ধামস্থ Regal Houseএ যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উক্ত দিবস রাজ নগরের বাসী সাহেব ও তাঁহার পরিজনবর্গ সভায় উপস্থিত থাকিয়া পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন।

গত ২৮শে এপ্রিল রবিবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে স্বনাম-ধন্য গোপালের অন্যতম শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে সংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত দিবস শ্রীমঠে একটি বহুতী সভার অধিবেশনে 'ভক্তাইক', 'পঞ্চতত্ত্ব' "এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঁই" প্রভৃতি মহাজন-গীতি কীর্ত্তিত হইলে শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারীজী ঠাকুরের মহিমা-কীর্ত্তনমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর "যে আনিল প্রেমধন করুণাপ্রচুর" ও মহাজন কীর্ত্তিত হইলে সভা-ভঙ্গে সমবেত সজ্জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন বসু (collector), শ্রীযুক্ত গোলোকপ্রসাদ রায় (District Engineer), শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পূজারী (Sub Registrar) পাণ্ডা শ্রীযুক্ত চন্দ্রমান পুটিয়া প্রভৃতি বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহে—উপদেষ্টক শ্রীপাদ অনাদিকল্প ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ২২শে এপ্রিল ময়মনসিংহজেলার জামালপুর সিংহজানী রেলওয়ের ষ্টেশন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ দাস মহাশয়ের বাসভবনের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন। তৎপর দুই দিবস ভক্তিশাস্ত্রীজী গৌরীপুর রাজষ্টেটের ম্যানেজার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বি-এ মহোদয়ের বিশেষ চেষ্টায় স্থানীয় ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে বিদ্বজ্জনমণ্ডলি-মণ্ডিত বিরাট সভায় ক্রমান্বয়ে 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' ও 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে—"শ্রীগৌর-প্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধা-মাধব অন্তরঙ্গ",—শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই বাণীর আদর্শরূপে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুচরণ শ্রীব্রজমণ্ডলে স্বজনলীলা প্রকট করিয়া বর্ত্তমানে শ্রীব্রজধামাভিন্ন শ্রীগৌর-ধামে স্বীয় অষ্টকালীয় ভজনলীলা প্রকট করিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীব্রজ-মণ্ডলের ন্যায় শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলেও বিভিন্ন লীলাস্থানে নিষ্কপট গুরু সেবকগণের সহিত ভ্রমণ করিয়া তথায় হরিকীর্ত্তনময় ভজন করিতেছেন।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল আচার্য্যদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীমানসসুখকুঞ্জ ও শ্রীনৃসিংহ-পল্লী প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিয়াছিলেন। গত ১৯শে বৈশাখ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহ-তিথি-দিবস পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত যোগদ্যমন্দিরে ঠাকুরের বিরহ মহা-মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। ভক্তগণ স্বামীজীকে অগ্রণী করিয়া নগর সংকীর্ত্তন করেন। উষঃকাল হইতেই গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য ভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিবারাত্র চলিতে থাকে। ঐ দিবস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কতিপয় ভক্তসহ মামগাছি-অভিমুখে গমন করেন এবং বেলা ৯ ঘটিকার সময় তথায় শুভবিজয় করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীল ঠাকুরের মহিমা ও করুণার কথা কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বেলা ২ ঘটিকার সময় শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ পুরাতন ছত্রে আসিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ও উপস্থিতিতে এই উৎসবটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-নির্দ্দেশে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, শ্রীশ্রীবাস অঙ্গন, ও শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীপাটেও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথিপূজা হরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের মূলভিত্তির প্রতিষ্ঠাতা

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশন

(১৮৬০ সনের ২১ আইন মতে রেজিষ্টারী-কৃত)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা শুদ্ধভাবে প্রচারের জন্য জগদ্গুরু আচার্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌড়ীয়-মিশনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সুযোগ্য অধস্তন আচার্যবর্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন-পূর্বক প্রবলভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়া "গৌড়ীয় মিশন" অধীনে কলিকাতার নিয়ন্ত্রন-কেন্দ্র হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, ব্রহ্মদেশে ও বিলাতে প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার শেষ ইচ্ছা শিরোধার্য্য করিয়া মিশন-পরিচালনের জন্য একটী গভর্ণিংবডি গঠিত হয় এবং শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পূরী গোস্বামী প্রভু (পূর্ব্ব নাম শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকবর্য প্রভু) মিশনের আচার্য্যরূপে স্বীকৃত হন এবং ১৯।৩।৩৭ তারিখে গভর্ণিংবডির সভায় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূণ্য অনুষ্ঠিতায় মিশনের সকল সভ্য ও শিষ্যের মহতী সাধারণ-সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন আচার্য্যরূপে অভিষিক্ত ও প্রচারিত হন।

গৌড়ীয় মিশনের যাবতীয় Public Trust সম্পত্তি একটী সুগঠিত বিধিব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় শ্রীল প্রভুপাদ মেঃ বি, এন, বসু এণ্ড কোং নামীয় বিখ্যাত সলিসিটার অফিসের মিঃ জে, এন, বসুর সহিত পুনঃ পুনঃ পরামর্শ করেন এবং কাজও অনেক দূর অগ্রসর হয়, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ব সম্পাদক বাবু কৃষ্ণবিহারী দাস বিরুদ্ধ থাকায় কাজটী চূড়ান্ত সম্পন্ন হইতে পারে নাই। তদনুযায়ী সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য-পরিচালন-উদ্দেশ্যে গভর্ণিংবডি শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাবের কিছুকাল পর কৃষ্ণবাবুর নিকট মিশনের হিসাব-নিকাশ তলব করিলে পর কৃষ্ণবাবু কোন হিসাব না দিয়া মিশন পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গিয়া তাঁহার সহযোগিগণের-সাহায্যে একটী দল গঠন করিয়া মিশনের ঘোর বিরোধিতা করিতে থাকে

চতুর কৃষ্ণবাবু কৃষ্ণনগর সবজজ্ আদালতে এক স্বত্বের মোকদ্দমা স্থাপনপূর্ব্বক প্রার্থনা করে যে, গৌড়ীয় মিশন পাবলিক ট্রাষ্ট্ নহে, উহা প্রাইভেট্ ট্রাষ্ট্ বলিয়া ঘোষিত হউক। উহা মঞ্জুর হইলে কৃষ্ণবাবু শ্রীল প্রভুপাদের একটী পুরাতন উইল-মূলে নিজ স্বার্থসিদ্ধির বিশেষ সুবিধা লাভ করিতে পারিতেন ; কিন্তু সুযোগ্য আদালত সাব্যস্ত করিলেন যে, গৌড়ীয় মিশন প্রাইভেট্ ট্রাষ্ট্ নহে : উহা **Public Charitable and Religious Trust** বটে। ফলে উহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে, মিশনের সম্পত্তির সহিত উক্ত উইলের কোন সম্বন্ধ নাই ও থাকিতে পারে না।

অতঃপর গভর্ণিংবডি মিশনের সভ্য ও শিষ্যগণের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তমতে গৌড়ীয় মিশনের মঠ-মন্দির, প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তিসমূহ সুচারুরূপে আইনসঙ্গত মতে পরিচালনের জন্য হাইকোর্টের সুযোগ্য এডভোকেট্ মিঃ হি, বি, সান্যাল এবং সুপ্রসিদ্ধ সলিসিটার মিঃ জে, এন, বসু মিলি এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এই উভয়ের সদাশয়তায় মিশনের প্রচলিত উদ্দেশ্য ও নিয়মানুযায়ী একটী constitution গঠন করেন এবং তাহা মিশনের সাধারণ সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইলে পর উহা ১৮৬০ সনের ২১ আইনের বিধানমতে যথারীতি রেজিষ্টারী করা হইয়াছে।

সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী
(Memorandum of Association)

গৌড়ীয় মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং কার্য্যাবলীর সংক্ষেপ পরিচয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল—

১। সমিতির নাম—গৌড়ীয় মিশন।

সমিতির রেজিষ্টার্ড অফিসের ঠিকানা—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১৬ এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

সমিতির উদ্দেশ্য—

(এ) (ক) মিশনের পারমার্থিক নিয়ামক শ্রীল আচার্য্যদেবের অন্তর্হিতা স্বীকার করা ও প্রচার করা।

(খ) ঊর্দ্ধতন শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ হইতে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পর্য্যন্ত আমায়-ধারায় আগত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত ও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তত্ত্ব ও শিক্ষা-সমূহ আচরণমুখে প্রচার করা।

(গ) যে-সকল ব্যক্তি নিষ্কপটে এই সঙ্ঘের আনুগত্য করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা পারমার্থিক মঙ্গল-লাভের সাহায্য করা।

(ঘ) গৌড়ীয়বৈষ্ণব-আচার্য্যগণের আচরণে, অভিভাষণে ও গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ ও তদ্ভিন্ন পার্ষদগণের প্রতি অন্যাভিলাষশূন্য ও নিরবচ্ছিন্ন-শুদ্ধভক্তির আদর্শ ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষণ করা।

(ঙ) শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত ও প্রচারিত উপদেশাবলীর মর্ম্মানুসারে নিষ্কপট দীনহৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ ভগবানের প্রতি শুদ্ধভক্তিভাবের উদয় করাইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুশীলনে ভক্তিসদাচার-পালনে উৎসাহ-প্রদান ও অপ্রাকৃত ভূমিকায় সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও ঐক্য-স্থাপনোদ্দেশ্যে অন্যান্য ধর্ম্ম ও নীতি-গ্রন্থাদির তুলনামূলক আলোচনা ও তাহাদের তথ্য প্রকাশ করা।

(বি) এই সমিতির উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্যসকল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত কার্য্যভারসমূহ গ্রহণ করা —

মিশনের যাবতীয় মঠ, আশ্রম, প্রতিষ্ঠান, মন্দির, পীঠস্থানসমূহ, গ্রন্থাদি ও সাময়িক পত্রিকাদি, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়, মুদ্রাযন্ত্র, ও মুদ্রণ-বিভাগের ভার-গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের পরিচালনা করা।

এই সমিতির উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে-সমুদায় সম্পত্তি বর্ত্তমানে আছে বা ভবিষ্যতে হইবে এবং বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখারূপে, সহকারী বা অনুষঙ্গি-রূপে যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহাদের ভার গ্রহণপূর্ব্বক নিয়মন ও পরিচালনা করা।

প্রতিষ্ঠানসমূহ, ভূমি, দালান, আসবাব-পত্র, মুদ্রাযন্ত্র, পুস্তক, পত্রিকা ও গ্রন্থাদি এবং মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, নৌকা, গোযান, গো-মহিষাদি—সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী দখলীকার থাকিয়া তাহাদের সংরক্ষণ ও নিয়মন করা এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠানসমূহে বা কোন ষ্টেটে যে শ্রীবিগ্রহ আছেন অথবা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবেন, তাঁহার নিত্য সেবা, পূজা, অর্চ্চন, উৎসবাদির ভার গ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি সম্পাদন করা।

নিম্নলিখিত কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করা —

মন্দির ও গৃহাদি-নির্ম্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ করা, মঠ-মন্দির-স্থাপন ও তাহাদের উন্নতি-সাধন, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা-স্থাপন ও রক্ষণ, পথ নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী-খনন, শস্যবিদ্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদান, মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন ও গ্রন্থাদি-প্রকাশ, বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ, শিক্ষার্থি-গ্রহণ, পাঞ্চরাত্রিক-বিধানমতে দীক্ষা-প্রদান, মঠবাসিগণের প্রতিপালন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের সেবা-পূজা, পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটন, মহাপ্রভুর পাদপীঠ-স্থাপন, পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, উৎসবাদির সাহায্যে প্রচার, সাধু ও অতিথি-সৎকার, নগর-সংকীর্ত্তন, শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীগৌড়মণ্ডল এবং অন্যান্য তীর্থস্থান পরিক্রম করা, লুপ্ততীর্থ পুনঃপ্রকাশ, অন্যাভিলাষশূন্য সমধর্ম্ম অন্য সমিতির সহিত মিশন, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যাদি ব্যবস্থা করা, ধর্ম্মের গ্লানি ও অনাচার-নিবারণ, মিশনের যাবতীয় সম্পত্তি অস্থাবর যথা অর্থাদি, কোম্পানীর কাগজ, গ্রন্থ প্রভৃতি এবং স্থাবর যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্তিগতভাবে বা আচার্য্যরূপে মালিক ছিলেন, অথবা তাঁহার নিজনামে, অথবা তাঁহার এক বা একাধিক শিষ্যের নামে ব্যক্তিগতভাবে ট্রাষ্টি বা সেবাইত হিসাবে, অথবা শ্রীচৈতন্যমঠ বা শাখামঠের শ্রীবিগ্রহের নামে অঙ্কিত বা কোন

সঙ্ঘের দ্বারা সংগৃহীত সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করা, শ্রীল প্রভুপাদের ব্যবহৃত দ্রব্যসকল পবিত্র স্মৃতিচিহ্নরূপে রক্ষা করা, সমিতির অর্থাদির বিলি-বন্দোবস্ত করা, সম্পত্তি ক্রয় করা, দান গ্রহণ করা, ঋণ গ্রহণ করা, সম্পত্তি বিক্রয় করা, হুণ্ডীপত্রাদি লিখন বন্দোবস্ত দেওয়া, সমিতির আয় হইতে কোন সভ্যকে পারিশ্রমিক বা পারিতোষিকরূপে কোন অর্থ প্রদান না করিয়া সমস্ত অর্থ সমিতির উদ্দেশ্য-সাধন-জন্য ব্যয় করা, দান-প্রাপ্ত বা ট্রাষ্ট্-প্রাপ্ত সম্পত্তির ভার গ্রহণ ও পরিচালন করা, হিসাব ও দলিলপত্র-সংরক্ষণ, সমিতির কার্য্যাদি সুচারুরূপে পরিচালন-জন্য এবং উদ্দেশ্য-সাধন-জন্য নিয়ম ও বিধিব্যবস্থাসমূহ প্রণয়ন করা এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার কার্য্যাদি সম্পাদন করা।

সমিতির বিধি ও নিয়মাবলী
(Articles of Association)

সমিতির উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যে-সমুদায় বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়মাবলী নির্দ্দিষ্ট হইয়া রেজিষ্টারী হইয়াছে, তাহার প্রধান বিভাগগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল—

সাধারণ সভা ও বিশেষ সভ্যের পরিচয় ও যোগ্যতা এবং তাহাদের তালিকা।

শ্রীল আচার্য্যদেব মিশনের পারমার্থিক নিয়ামক। সমিতির সেক্রেটারী ও তাঁহার কর্ত্তব্য। সহকারী সেক্রেটারী-গণ—তাঁহাদের কর্ত্তব্য। গভর্ণিংবডি অথবা বোর্ড অব্ ট্রাষ্টি—সভ্যগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত ১২ জন সুযোগ্য সভ্যের দ্বারা গঠিত, তাহাদের কর্ত্তব্য। কাউন্সিল্—মিশনের প্রত্যেক মঠ-মন্দির ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদ্বারা গঠিত। সভ্যসংখ্যা —১০৬ জন—তাঁহাদের কর্ত্তব্য। সমিতির সাধারণ-সভা—বার্ষিক অধিবেশনে তাহার কার্য্য। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা এবং শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভা—তাঁহাদের গঠন এবং কার্য্য। সাধারণ নিয়মাবলী।

গৌড়ীয় মিশনের নিয়মাবলী এবং কার্য্যাবলী-সম্বন্ধে কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে, সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলিকাতা—এই ঠিকানায় অনুসন্ধানপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিবেন।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১৬।২।৪০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

• • প্রভো, আপনার ১১।২ তারিখের কৃপালিপি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

মাধুকরি ভিক্ষার দুইটী অর্থ :—(১) উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ। (২) Unconditional ভাবে ভিক্ষা-গ্রহণ। কূল ভিক্ষা গ্রহণ করিলে যিনি ভিক্ষা গ্রহণ করেন ও যাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষা গৃহীত হয়, উভয়ের চিত্তে egoism অর্থাৎ আমি দাতা, আমি গ্রহীতা এইরূপ ভাব আসা সম্ভব। বৈরাগীর পক্ষে যতটুকু নিজের আবশ্যক তদতিরিক্ত সংগ্রহ ঠিক নহে। কিন্তু গুরুসেবার জন্য তদ্-ভাবে অর্থ-সংগ্রহের বিষয় অন্য প্রকার হওয়াই উচিত।

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেক গৃহস্থ-ভক্তকে ভিক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আপনি এজন্যও ভিক্ষা নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিতে পারেন। তবে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যদি কোন সতীর্থ ভ্রাতার সাহায্যে সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহায্য নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে হইবে না।

আমার দণ্ডবৎপ্রণাম কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

দাসাধম—

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়টৈষ্ণব-সম্প্রদায়টৈষ্ণব-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৬৭ ; ১৮ই মে, ১৯৪০ | ৪১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম

স্থান—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী, শ্রীধাম-মায়াপুর

কাল—শ্রীগৌরজন্মোৎসবের তৃতীয় দিবস, সন্ধ্যা, ১০ই মার্চ্চ, ১৯৩৬ ইং

ততো ভক্তেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধানুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

(ভাঃ ১১।২০।২৮, ২৯)

বিষয়-পিপাসা বা পাপপ্রবৃত্তিকে আদরের সহিত গ্রহণ কর্‌তে হ'বে না। পাপাচরণ দূরের কথা, নৈতিক পুণ্যময় আচরণকেও গ্রহণ কর্‌তে কর্‌তে শরণাগত হ'য়ে হরিভজন কর্‌লে মঙ্গল করতলগত হ'বে। জগাই ও মাধাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করার পর আর কোন পাপ করেন নাই।

প্রভু বলে,—"তোরা না করিস্ পাপ।"
জগাই মাধাই বলে,—"আর না'র বাপ্॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩।২২৪)

ভগবদ্ভক্তি-লাভ হ'লে—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাঃ আপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কালসর্পপটলী প্রোৎসারভংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥

(ভাঃ ১১।১৪।১৪)

হরিভজনই পরমপ্রয়োজন—এরূপ বিচারকারী ব্যক্তি অন্য অন্য ব্যক্তির দুর্গতি বুঝ্‌তে পারেন। হরিভজন কর্‌লে নিত্যজীবন লাভ হয়। যাঁরা হরিভজন করেন, তাঁরা মরেন না। ভক্তের কামক্রোধাদি রিপু থাকে না। বহির্ম্মুখগণ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ইত্যাদির দাস হ'য়ে পড়ে। হরিভজনের প্রবৃত্তি থাক্‌লে ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে জোর ক'রে দমন কর্‌বার চেষ্টার দরকার নেই; যেহেতু, অকপটে হরিভজন আরম্ভ হ'লে ভগবৎকৃপায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ সহজেই কেটে' যায়। মায়াবদ্ধ অতি-তুচ্ছের৪ বিষয়েতে মোহ আছে। হরিভজনকারীর নিকট "বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে", —তিনি জগৎকে দুঃখপূর্ণ দেখেন না। এবং তাঁহার নিকট "বিধিমহেন্দ্রাদিস্ত কীটায়তে" অর্থাৎ হরিভক্তের দেবরাজ ইন্দ্র হওয়া দূরের কথা, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হ'বার৪ ইচ্ছা হয় না। এ-জগতে কীট হ'তে কেউ চায় না; কিন্তু হরিভজন হ'লে কীট হ'য়ে থাকাও ভাল। পুরাণে আছে—ইন্দ্র স্বর্গের রাজা হ'য়েও কর্ম্মফলে শূকর-যোনি লাভ ক'রেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তের কৃপা হ'লে দেবতারও মঙ্গল হ'বে। Pessimistরা worldকে full of misery দেখে' থাকে। তা'ও হরিভজনকারীর বিচার নয়।

"অতো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।"

ভগবানে full confidence অর্থাৎ হরিভজনে firm determination থাকা দরকার। I must receive His grace I must not go astray.

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।" We must always go on chanting His name. Continuity of such devotion must be preserved. "কামা দুরাপা নহ্যস্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে"। God will undoubtedly help us, if we are bonafide.

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপাই আমাদের সম্বল হো'ক্। তা' হলে আমাদের এরূপ অবস্থা হ'বে—

ছিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

'তদবিদ্ধুপাদিতব্যম্"। হৃদয়গ্রন্থি—wrong affinity to accept or reject for selfish end. I won't do anything which will not be conducive to the service of Krishna.

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৪।৬)

অভিধানের প্রত্যেক শব্দ বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে। শব্দ অসম্পূর্ণ হ'লে শব্দ অসম্পূর্ণ হয়।

খণ্ডবিষয়ের চিন্তায় পুনরায় জন্মলাভ হয়।

কৃষ্ণের অনুকূলিই পূর্ণের অনুকূলি।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্ ॥

প্রাকৃত অস্মিতাই মনোধর্ম্ম। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীরের বা সংসারাবদ্ধ মনের ধ্বংসের জন্যই সাধন।

"তচ্ছ্রবণং সুপক্কং বিচারপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

স্বরূপসিদ্ধিই আবশ্যক; নতুবা মৃত্যুর পূর্ব্বে জাগতিক চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে সংসার-লাভই হ'বে। স্বরূপের সিদ্ধি হ'লেই বিদেহমুক্তি (বস্তুসিদ্ধি) হ'বে। ভগবদ্ভক্তের সহিত দেখা না হ'লে আমরা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় বা দল ক'রে বসি। Individually adjustment with the Absolute Person must be sought after. এত হরিকথা শ্রবণ, এত বিচার কি আমাদের বহির্ম্মুখ চিত্তে স্থান পায়?—এরূপ চিন্তা বা কথা যেন আমাদের না আসে। যদি আসে, তবে হয়ত' বল্‌ব—এত ভুলো লিঙ্কবে কে? শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগত হ'লে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥

Personality of God-head is all that is needed by me.

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[কলিকাতা, গৌড়ীয়মঠ ১৩১০।৩৯ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা]

বিরজা চিন্মাত্র জলময় জান। ব্রহ্ম চিন্মাত্র তেজোময়। ব্রহ্ম—ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ। বিরজার পর ব্রহ্মলোক। তারপর চিদ্বিলাস—আনন্দধাম। সচ্চিদানন্দ বস্তুর প্রপঞ্চে অবস্থানে মায়িক প্রাপঞ্চিকবৎ জড়বিলাসিতাদোষে তাঁহাকে দেখা গেলেও সেই সচ্চিদানন্দ বস্তু নিত্যই মায়া বা জড়-বিলাসের সর্ব্বথা সম্পর্কবর্জিত, ইহাই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য ভেদ করিয়া সচ্চিদানন্দ বস্তুকে চিদ্বিলাসিরূপে দর্শন করাই শরণাগতি বা অদ্বৈতত্বে adjustment হওয়া।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্॥

ব্রহ্মে আনন্দ ব'লে বিশেষ কিছু নাই, সেখানে আনন্দ হয় না, সেখানে ব্রহ্মই আনন্দ—ইহাই জ্ঞানীর ধারণা। কিন্তু ব্রহ্ম আনন্দময়, ইহা বৈষ্ণবের কথা। 'আনন্দ' বল্‌লে আনন্দের বিষয়, আশ্রয়, উদ্দীপনাদি থাক্‌বেই।

বাহিরের লোক গুরুকে শাস্ত্ররজ্জু পর্য্যন্ত দেখ্‌বে। আমাদের শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী যে কোন আকারেই থাকুন বা যে কোন কুলেই উদিত হউন না কেন, তিনি সচ্চি-দানন্দ বস্তু অর্থাৎ কৃষ্ণৈক-রসিক। তিনি হরিজন ছাড়া অন্য কিছু করেন না। তিনি ভগবৎ-সেবার জন্য বাহিরে আমাদের ন্যায় কাজকর্ম্মাদি করিলেও তাহাতে তাঁহার মায়িক অভি-নিবেশ নাই। তাঁ'র প্রত্যেক কার্য্য, প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালন সবই কৃষ্ণসেবা। মহাভাগবতগণ জড়বিলাসী ন'ন, তাঁরা চিদ্বিলাসী।

অলৌকিক-চরিত্র মহাভাগবতের আচার-ব্যবহারে আধ্য-ক্ষিকের সঙ্গে যে জড়বিলাসিতা-সাম্য দৃষ্ট হয়, তাহা বঞ্চনা মাত্র। অনুগত ভক্তগণ তাঁ'দের অলৌকিক কার্য্য-কলাপ তাঁ'দের কৃপায় বুঝ্‌তে পে'রে বঞ্চিত হ'ন না। অপ্রকট প্রকাশের বিলাস, এখানে as He is প্রকাশিত হ'লে তাহা মায়িক স্থূল বলিয়া প্রতীত হয়। সেই প্রতীতি মায়িক দ্রষ্টার দোষ-প্রসূত। অপ্রকট সচ্চিদানন্দ বস্তুর দোষ নাই। অপাঙ্‌ক্তেয় লোক শাস্ত্র তাকে বড় মনে করে। তাই বৈরাগ্য দেখ্‌লে লোকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বা সাধারণ বৈষ্ণবগণ বুঝ্‌তে পারেন না, কি ক'রে অজ কৃষ্ণের জন্ম হয়, কি ক'রে তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় অজ নারায়ণ হ'য়ে ব্রজে নন্দযশোদার ও মথুরায় বসুদেব-দেবকীর নিত্য সনাতন পুত্ররূপে প্রকটিত হন; চিদ্‌চিৎ সমস্ত বিশ্বের আধার তিনি, সেই অপরিসীম বস্তু কি গর্ভের মধ্যে আস্‌তে পারেন? যাঁর মধ্যে সমস্ত প্রবিষ্ট, তিনি আবার ক'ার গর্ভে প্রবেশ কর্‌বেন? সুতরাং এটা প্রহেলিকা, ইহাই তাঁহাদের ধারণা।

বিধিবাধ্য বদ্ধজীবের মায়িক, অনিত্য, অচেতন ও বিধি-বিরুদ্ধ পর-স্ত্রীসঙ্গটা এখানে অবৈধ ও হেয়; কিন্তু শাস্ত্রবিধি-নিষেধের অতীত, নিত্যশুদ্ধ পরমেশ্বর কৃষ্ণের নিত্য স্বকীয় শক্তির সহিত কৃষ্ণের ও স্বকীয়-শক্তির উভয়ের পরস্পরের এই নিত্য অভিমানময় যে নিত্য পরমচমৎকারিতা পরাকাষ্ঠাময় লীলা ও বিলাস, তাহা সর্ব্বথা নির্দ্দোষ ও অচিন্ত্য। কৃষ্ণ সেইটাই নিজের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে এই জগতে নিয়ে আসেন। আবার তিনিই গৌর হ'য়ে তাহার প্রণালী এ জগতে দেখিয়ে দেন। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। তিনিই সকলের একমাত্র ভোক্তা। ভোগ করাই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম। কিন্তু জগতের যমদণ্ড্য আধ্যক্ষিক ভোগ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই সেই তত্ত্বজ্ঞানহীন লোকগুলো সমবেত হ'য়ে বলে,—"নিজের বেলায় লীলা-খেলা। আর পাপ লিখেছে মানুষের বেলায়।"

চিদ্বিলাসী বা লীলাবিলাসী বৈষ্ণব যদি সেখানকার জিনিষ এখানে নিয়ে আসেন, তা'তে জগতের লোকের অসুবিধাই হ'য়ে থাকে। কারণ জগতের লোক চিদ্বিলাসের কথা বুঝ্‌তে না পে'রে তাঁকে জড়বিলাসী মনে ক'রে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ ক'রে বসে। শ্রীল রায় রামানন্দ গৌরের পরম অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠজন। তিনি মহাবিলাসী অর্থাৎ মহাবৈরাগী, পরমবিরক্ত, আত্মারাম, পরমহংসকুলের মুকুটমণি। শ্রীমৎ

প্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীল রায় রামানন্দের আচরণ বুঝ্‌তে না পে'রে অপরাধপ্রতিম ব্যবহারের অভিনয় ক'রেছিলেন। তিনি নিষ্কপট পাষণ্ডচক্র ছিলেন ব'লে মহাপ্রভু তাঁ'কে রক্ষা কর্‌লেন। এ সমস্ত লীলাই শ্রদ্ধালু জীবসমূহের শিক্ষার নিমিত্ত জান্‌তে হ'বে। অধিকার-ভেদে বৈষ্ণবের চিদ্‌বিলাসের উপলব্ধির তারতম্য। 'এসব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে।'

বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হ'লে আর নিস্তার নাই। শ্রীল পুণ্ডরীকের চরণে আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীল গদাধর প্রভুর অপরাধ কর্‌বার অভিনয় দেখিয়ে তাঁহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শিখাসূত্রগ্রহণ কর্‌বার লীলা দেখা'লেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব হ'য়েও কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হ'লে নিস্তার নাই, এ কথা জানা'বার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর জগন্মাতা শ্রীশচীদেবীর অপরাধের অভিনয় হ'তে তাঁ'কে রক্ষা ক'রেছিলেন, মাকেও আচার্য্যচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করান'র লীলা দেখিয়ে সাধক-জগৎকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং সাধক জীবের ত' কথাই নাই।

শাস্ত্র বলেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয়।
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে'।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

কেবল ভাগ্য দরকার। ভাগ্য না থাক্‌লে হ'বে না। আবার অপরাধফলে ভাগ্যের বিকাশ হয় না। এখন করি কি? ক্রন্দন ছাড়া গতি নাই। "হে ঠাকুর! আমাকে ছেড়ো না, আমি বড় কাঙ্গাল। আমি বড় অযোগ্য, তোমার কৃপা ছাড়া আমার গতি নাই। আমার কি সাধ্য আছে যে তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পার্‌ব?"—এই ব'লে কাঁদ্‌তে হ'বে।

গোপীনাথ, (পাও) নিজ চরণে স্থান।
মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
করহে করুণা দান।
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে তোমার শকতি,
(বল) কে আছে পাপীর আর॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান।
অপরাধী জনে গতিহীন এখন
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥
গোপীনাথ, এই কি বিচার তব!
বিমুখ দেখিয়া ছাড় নিজজনে,
না কর করুণা-লব॥

আমরা নিদ্রিত—সুপ্ত। নিত্য হিতৈষী এই তিনটী আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আমাদিগকে কে জাগা'বে? তাঁরও কৃপা দেখ্‌তে চাই, আর আমারও কৃপা লওয়া চাই। আত্মীয়-বর্গ ত' বলে,—উঠ, বেলা হ'ল, আলো দেখা দিয়েছে, আর ঘুমিও না; কিন্তু আমি যদি তাঁদের কথা না শুনি, ঘুম থেকে না উঠি—তা'হ'লে আমিই নিদ্রায় অচেতন ও স্বপ্নাবিষ্ট থাক্‌লাম। আমারই দুর্ভাগ্য বজায় থাক্‌ল।

মায়া—চিচ্ছক্তির ছায়া। এই জগৎ ছায়াশক্তির পরিণতি, চিজ্জগৎ চিচ্ছক্তির পরিণতি। চিচ্ছক্তি নিত্যা, সুতরাং নিত্যশক্তির ছায়াটীও নিত্যা, মায়া বা ছায়া অনিত্যা নহে, মায়া বা ছায়ার পরিণাম এই জগৎটা অনিত্য। জগৎটা শক্তির পরিণাম বা বিকার। এটা মায়া বা মায়ার পরিণাম। কৃষ্ণের ইচ্ছা হ'লে মায়াও ধ্বংস হ'তে পারে, কিন্তু তা'তে কৃষ্ণের কিছু যায় আসে না। প্রলয়ে বহিরঙ্গা মায়া ও তটস্থ জীবগণ মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবিপায়ীতে লীন হ'য়ে থাকে। সেটা তাঁ'র ইচ্ছা তা'র উপর কোন কথা নাই।

ধাম সদ্ বস্তু। অস্ ধাতু শতৃ ক'রে 'সৎ' শব্দ নিষ্পন্ন। সৎ—অর্থাৎ যাহা নিত্য কাল থাকে। ধাম ও ধামী বা আধার ও আধেয় একটা জিনিষ। ধাম প্রপঞ্চে আসেন ব'লে মাটী বা মায়িক ন'ন। ধাম অমায়িক—অমায়িক। প্রপঞ্চে থেকেও তাঁর প্রপঞ্চের সহিত কোন সংস্পর্শ নাই। তিনি প্রপঞ্চাতীত। ধাম ও কৃষ্ণ অবয়জ্ঞান, পৃথক্ নহেন। আমাদের পক্ষে ধাম প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হ'লেও প্রাপঞ্চিক ন'ন। ধাম অচেতন ন'ন, চেতন। ধাম ভক্তের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর নিজে প্রভুত্ব ক'রে স্বতন্ত্রেচ্ছা পরিচালনা কর্‌তে পারেন।

জীব অনিত্য নয়। জীব অপূর্ণ। জীব খণ্ড চৈতন্য, কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণ চৈতন্য,—অখণ্ড। জীব অণু, ক্ষুদ্র। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "তত্ত্বসূত্রে" (১২।১৩ সূত্র বিশেষ ভাবে বিচার্য্য) ব'লেছেন, "জীবের স্বরূপ চিদানন্দ এবং

পরমেশ্বরের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। জীব সত্য কিন্তু নিত্যরূপে সত্য নহে। পরমেশ্বর নিত্যসত্য। পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীনে জীবের সত্তা, অতএব জীব সত্য হইলেও নিত্যসত্য নহেন এবং নিত্য হইলেও নিত্য নিত্য নহেন। ঈশ্বর-ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, অতএব যদি কখনও জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে।"

জীব অনিত্যও নয় আবার নিত্যসত্যও নয়। তটস্থ জীব শুদ্ধ নহেন যা স্বরূপ-শক্তি শুদ্ধদের জীব নহেন। শুদ্ধ হ'লো—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকাদেবী ও অন্যান্য গোপীগণ, শ্রীনন্দ-যশোদা প্রভৃতি, শ্রীসুবল, শ্রীরাম, সুদাম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-সখা, বিজয় প্রভৃতি ও বংশী প্রভৃতি। শুদ্ধ আনুগত্যে কৃষ্ণভজন হ'বে। ভজন বা সেবন একই কথা। শুদ্ধভজন ও শুদ্ধসেবন একই। তবে ভজন ও পূজনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীনামের ঐকান্তিক আশ্রয়ে ভজন এবং শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনেই পূজন হয়।

যুধিষ্ঠিরাদির যে স্বর্গারোহণের কথা মহাভারতে দৃষ্ট হয়, তাহা মোহনমাত্র। এই স্বর্গ ইন্দ্রের স্বর্গ নয়। পঞ্চ পাণ্ডব বা দ্রৌপদী দ্বারকায় থাকেন। দ্বারকাবাসী পার্ষদগণ হনুমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রাম অযোধ্যাবাসিগণকে সশরীরে নিয়ে গেলেন। রামভক্তগণই যখন সশরীরে বৈকুণ্ঠে যে'তে পার্‌লেন, তখন পাণ্ডবগণই বা কেন সশরীরে যে'তে পার্‌বেন না?

ব্রহ্মার তনুত্যাগের কথা শুনা যায়। সেই তনু দেহ নয়। এখানে তনুর অর্থ ভাব। ব্রহ্মা দেহ ত্যাগ করেন নাই, ভাবটা (কন্যার প্রতি আসক্তি) ত্যাগ ক'রে ছিলেন। মহাভাগবত ব্রহ্মার এই লীলাভিনয় বুঝ্‌তে না পে'রে তাঁর চরণে অপরাধ ক'রে তাঁর পৌত্রগণের পতন হ'য়েছিল। কৃষ্ণেরও তনুত্যাগের কথা শুনা যায়। কৃষ্ণ তনু ত্যাগ ক'র্‌লেন শু'নে বিমুখ লোক মনে করে, কৃষ্ণ দেহ ত্যাগ ক'র্‌লেন। কিন্তু কথা তা' নয়। কৃষ্ণ তনুত্যাগ অর্থাৎ তৃতীয়হরণরূপ ভাব ত্যাগ ক'র্‌লেন। যেমন কেশ অর্থে কোথাও চুল, কোথাও জ্যোতিঃ হয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই 'কেশ' শব্দের প্রয়োগ থাকায় উহা জ্যোতি অর্থে ব্যবহৃত, চুল অর্থে নহে।

পাণ্ডবগণের সখ্যরস। ভীষ্ম-বিদুরাদি এঁরা দ্বারকাবাসী। এঁদের ঐশ্বর্য্যমিশ্র দাস্যপ্রধান রস। দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যমিশ্র রস। সেখানে সেব্যবস্তুর মহিমা, গরিমা প্রবল। নিজের দৈন্য, কার্পণ্য খুব বেশী। প্রত্যেক ভক্ত এবং প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই যে মধুর রসের সেবক, এরূপ নয়। যেমন শ্রীবাস, হনুমান্—এঁরা মধুর-রসের সেবক ন'ন। এঁরা মর্য্যাদামার্গের আচার্য্য। চতুঃসন, কবি, হরি প্রভৃতি নব-যোগেন্দ্র, ইঁহারা শান্তরসের সেবক। অম্বরীষ, ধ্রুবদেব, শৌনক, ধ্রুব, গজেন্দ্র, ভীষ্মদেব, বলি ও প্রহ্লাদ—এঁরা মধুর রসের ভক্ত ন'ন। যেমন নারায়ণ ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে বস্তুগত ভেদ না থাক্‌লেও রসগত তারতম্য আছে, অদ্বয়জ্ঞান হ'লেও আশ্রয়বিগ্রহগণের মধ্যেও সেইরূপ আশ্রয়গত রসতারতম্য আছে। শ্রীশুকদেব কখনও শান্ত-রসের আশ্রয়বিগ্রহ, আবার কখনও মধুর-রসের প্রেমভাবিত বিগ্রহরূপে নিজেকে দেখিয়েছেন। উদ্ধব ও লক্ষ্মী মধুর রসের বহমানন ক'রেছেন। মধুররসে সকল রস অনুস্যূত আছে। যেমন ক্ষিতির মধ্যে ব্যোমাদি অন্যান্য সব মহাভূত আছে, সেইরূপ। উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে বিলাস-বৈচিত্র্য আছে।

শ্রীল নারায়ণকে শ্রীপতি বা লক্ষ্মীপতি বলা হয়। তাঁকে গোপীরমণ ব'ল্‌লে রসবোধ-বিপর্য্যয়রূপ সিদ্ধান্তবিরোধ হ'বে। কিন্তু কৃষ্ণকে লক্ষ্মীপতি বল্‌লে ক্ষতি নাই, কারণ তিনি নারায়ণেরও অংশী। স্বয়ংরূপ মহালক্ষ্মীর অংশিনী গোপী-গণের নাথ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ বা গৌরকে সব বলা যায়। কৃষ্ণের মধ্যে নারায়ণত্ব আছে। কৃষ্ণকে নারায়ণ বলা যায়, কিন্তু নারায়ণকে কৃষ্ণ বলা যায় না। ক্ষীরোদশায়ীকে কৃষ্ণ বল্‌লে রসবোধ-বিপর্য্যয়রূপ সিদ্ধান্তবিরোধ হয়। অংশ অংশী হ'তে পারে না, কিন্তু অংশী সব হ'তে পারে। যিনি যেভাবে বা যে রসে ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহার নিকট সেইরূপেই প্রকাশিত হ'ন।

প্রপঞ্চে হেয়তা, অনুপাদেয়তা আছে, কিন্তু সে জগতে সবই ভাল, নিখুঁত, নির্দ্দোষ: খুঁত, খারাপ বলে' কোন জিনিষ বা ব্যাপার বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে নাই। এমন একটী স্থান সেটী। এখানেও বলে, "The king can do no wrong. সেখানে সকলেই king—সকলেই নির্দ্দোষ। সেখানকার সব ভাল। বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে সমস্ত অদ্বয়-জ্ঞান। There is nothing wrong or subject to challange or criticism There.

ভক্তি—অপ্রাকৃত। ভক্তিময় দেহটী প্রাকৃত নয়। আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবিরোধী ভাবযুক্ত দেহটীর, উপর ভক্তিময় দেহটী আসছে। জড় চিৎ হচ্ছে না। জড় কখনও চিৎ হয় না। চালতাও কখনও প্রসাদ হয় না। প্রসাদ কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করেন। আমি যেমি ভোগ্য ও বিকারযুক্ত। ভোগ্য ও বিকারযুক্ত বস্তু সেবা বা নির্ব্বিকার প্রসাদ বস্তু নয়। স্বরূপে যা' আছে, তাই আসছে। ভোগ্য সেবা হ'লো বা জড় চিৎ হ'লো এরূপ নয়। সেবাময় দেহটী বাহিরে প্রকাশ হ'চ্ছে। ভগবৎকৃপায় ভক্তিবিরোধিভাবরূপ জড়ত্ব ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

অধোক্ষজ অক্ষজজ্ঞানের নাম ও মন্ত্ররূপে যেখানে অবতীর্ণ সেখানে দীক্ষা। আত্মনিবেদনকারী বা শ্রদ্ধালু পরমার্থত ব্যক্তি যখন দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁর স্বরূপের দেহ অবতীর্ণ হয়। যদি স্বরূপের দেহ প্রকাশিত না হয়, ভোগময় তত্ত্ব থাকে, তবে দীক্ষা হয় নাই বুঝতে হ'বে। দীক্ষা' শব্দটী কাণে কয়েক মুহূর্ত্ত বা মন্ত্রপ্রচার বা মন্ত্রপ্রদানকালমাত্র-ব্যাপিরূপে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। উহা সিদ্ধি পর্য্যন্ত নিয়মপূর্ব্বক ভজনকালব্যাপী। ইহা ভুলিলে চলিবে না।

দীক্ষার পরেও যদি ভোগবুদ্ধি থাকে, তবে দেহ চিদানন্দময় হয় নাই। ভজন করতে করতে বিষয়ভোগবাসনা কমতে থাকে, ক্রমশঃ হরির দিকে রুচি হয়, ইহাই দীক্ষার ফল; কিন্তু তা না হ'য়ে যদি মায়ার দিকে রুচি থাকে, তবে দীক্ষা বা শৈক্ষাফল হ'ল না। অধোক্ষজ বস্তু অবতরণ করেন। তিনি স্বপ্রকাশ। ভগবৎকৃপায় যদি ভোগবাসনানির্ম্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান, অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রীতি বা লীলা হৃদয়ে প্রকাশিত না হয় তা' হ'লে দীক্ষা হ'য়েছে কি ক'রে বলব? জড় চিৎ হয় না। ভিতরে জিনিষটা আছে, আবরণটা স'রে যাচ্ছে এবং স্বরূপ প্রকাশিত হ'চ্ছে। তাহাই ভক্তি। নারদের শিষ্যত্বের পর দেহটা প'ড়ে গিয়েছিল। বস্তুসিদ্ধি হ'লে ভজনের দেহটী বহির্ম্মুখের নিকট অপ্রকট হয়।

সেবোন্মুখ হ'লে স্বরূপময় বাহিরের ইন্দ্রিয়ে গায়ের জোরে বে'রিয়ে প'ড়বে। তাহা প্রকাশ হয় অনুকূলানুশীলনরূপে। জড়ভিত্তিতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বা জড়কর্ণে কৃষ্ণ-শ্রবণ হয় না। যেখানে কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন হ'চ্ছে সেখানে জীবের শুদ্ধদেহ বাহিরে প্রকাশ হ'চ্ছে।

ভগবানের লীলাবিলাস দেখতে প্রপঞ্চের ন্যায় মনে হ'লেও তাহা প্রপঞ্চাতীত। বদ্ধ মায়িক জীবগণের হেয়, অনুপাদেয়, দোষযুক্ত, বিধি-নিষেধাধীন, অনিত্য অজ্ঞান ক্রিয়া-কলাপ অপ্রকট প্রকাশে বা গোলোকে নাই। সেখানে প্রসব, মৃত্যু, সৃষ্টি, রক্তপাত, অসুর-সংহার, হ্রাস, বৃদ্ধি, কন্যাদি কালক্ষোভ্য ব্যাপার নাই। কিন্তু প্রাপঞ্চিক লৌকিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে গোকুলে কৃষ্ণের লীলার সৌসাদৃশ্য আছে। গোকুলে কৃষ্ণের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, জন্ম, হ্রাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি অসংখ্য বিচিত্রতা আছে। গোকুলে আঘাত পাচ্ছেন, রক্ত পড়ছে কিন্তু বস্তুতঃ তা'তে আঘাত লাগে না বা রক্ত পড়ে না। কৃষ্ণের গায়ে রক্ত পড়ছে, এটা আমাদের ভ্রম, এটা কৃষ্ণের বহির্ম্মুখ অসুর-বঞ্চনা। এখানে লৌকিক প্রাপঞ্চিক বদ্ধজীবের সৌসাদৃশ্য থাকলেও উহা মর্ত্য, বদ্ধ, প্রাপঞ্চিক অজ্ঞানময় কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ক্রিয়াকলাপ নহে। যেমন পদ্মপত্র জলে থাকে, কিন্তু উহা জল স্পর্শ করে না। হাঁসের পালকে জল লাগে না—এটা তা'র ধর্ম্ম। কিন্তু বোকা লোক বলবে 'নিশ্চয়ই জল লাগে'। তা'দের শিখাতে হ'বে। মায়া-প্রত্যাহিত দৃষ্টিতে এরূপ বোধ হচ্ছে। ভয় যাঁ'কে ভয় করে সেই কৃষ্ণের ভয় হ'চ্ছে; এটা কি সম্ভব? অথচ মনে হ'চ্ছে তিনি ভয় পাচ্ছেন। বস্তুতঃ এ সকল বঞ্চনা ও দর্শনভ্রম। কিন্তু তিনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী স্বীয় চিচ্ছক্তি যোগমায়াশ্রয়ে বা যোগমায়া দ্বারা নিজের পরমৈশ্বর্য্য-ভাবকে বিগলিত ক'রে মহা মাধুর্য্য প্রকট করান। উহা একমাত্র স্বয়ংরূপ কৃষ্ণেই সম্ভব ও বর্ত্তমান।

আমাদের দৃষ্টিতে ভক্তগণ দর্পকুকের ন্যায় দেহ ছে'ড়ে যান দেখছি, কিন্তু কথা তা' নয়। ইহা বহির্ম্মুখ অসুর-গণের দৃষ্টিতে বঞ্চনা, আর অন্তর্ম্মুখিগণের দৃষ্টিতে আনন্দ-রসাস্বাদন। ঠাকুর হরিদাসের বিগ্রহ ও ঠাকুর হরিদাস একই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের চিন্ময় দেহকে স্কন্ধে বহন করলেন। শ্রীগৌরহরি স্বয়ং

স্বন্ধে যেন নাই, তিনি কাঁধে নি'য়েছেন ভক্তকে। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীমূর্ত্তি আমাকে কথা বলেন না ব'লে তিনি ত' আর পাথর ন'ন; তিনি—সাক্ষাৎ ভগবান্। সেযোগ্যতা হ'লে এ সকল কথা বুঝা যা'বে—অধোক্ষজ বস্তুটী উপলব্ধি হ'বে, আধ্যক্ষিকতা বা প্রত্যক্ষবাদকে সমূলে উৎপাটিত করা হ'বে, নতুবা মঙ্গলের আশা নাই। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোলামি যিনি ঘুচা প্রভৃতির আনুগত্যে দূর ক'রবার জন্য চেষ্টা ক'রবেন তাঁর প্রতি নিত্যানন্দের তত কৃপা হ'বে। অভক্তজ্ঞান ব্যক্তিকে এ সব কথা বলতে হ'বে না। অভক্তজ্ঞান মানে—কুতার্কিক তাকে ব'লে কোন লাভ নাই। * বল্‌লে নামাপরাধ হ'বে। ভক্তাদ্ লোককে এ সকল কথা ব'লতে হ'বে।

শ্রীগীতা ও চণ্ডী

(২)

চণ্ডী যে পুরাণের অন্তর্গত সেই পুরাণ শ্রীব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত-অনুসারে "রাজস পুরাণ" বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মধ্যে দুর্গার মহিমা কথিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণের সিদ্ধান্তানুসারে শিব ও দুর্গার অধিকমহিমা-ঘোষক পুরাণ 'তামস পুরাণ' বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছে।

যাহা হউক, যে-সকল ব্যক্তি পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হইয়া নিরপেক্ষ সত্য কথা শুনিতে প্রস্তুত হন না, তাহারা উপরি-উক্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তকে সাম্প্রদায়িক মনে করিবেন। এজন্য পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিবার পরও সদ্যুক্তি-মূলক বিচারের দ্বারা আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও চণ্ডীর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই শব্দমাত্রের দ্বারাই 'গীতা'র রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। 'শ্রীমৎ', 'ভগবৎ' ও 'গীতা' এই শব্দত্রয় হইতেই গীতার বৈশিষ্ট্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ভগ বা ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে 'শ্রী'ই মধ্যবর্ত্তী। 'শ্রীমৎ' শব্দে ভগবানের সবিশেষত্ব বা পুরুষোত্তমত্ব প্রকাশ করিতেছে। সর্ব্বারাধ্যব্যক্তিত্বই শ্রীমৎ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। আর 'ভগবদ্গীতা' শব্দের দ্বারা সাধারণ, জীব, ঋষি, দেবতা, মনুষ্য, যক্ষ, কিন্নর বা মনোধর্ম্মী কোন জীব বিশেষের ইহা গান বা কীর্ত্তন নহে, ইহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের গীত—ইহাই প্রমাণিত হয়। দেবতা মনুষ্যাদির গীতে বা স্তব-স্তুতিতে তাঁহাদের মনোধর্ম্ম বা বদ্ধদশার মনোভাবসমূহ মিশ্রিত থাকিতে পারে, কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের গীতে বদ্ধজীবের স্বভাবসিদ্ধ ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব বা বিপ্রলিপ্সা দোষের কোন স্পর্শই নাই। এ জন্যই শাস্ত্রে শুনা যায়;—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥
ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

যাহা ভগবানের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত তাহাই উপনিষদ্, এজন্য গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং" ইত্যাদি পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়—পরমাত্মা হইতে নিঃশ্বসিত হইয়াছেন বলিয়াই ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতির বেদ ও উপনিষদ্ আখ্যা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্বয়ং পরব্রহ্মের বাণী এবং উপনিষদের লক্ষণযুক্ত বলিয়াই সকল সাম্প্রদায়িক আচার্য্য এবং শ্রৌত সম্প্রদায়ের আচার্য্য-চতুষ্টয় ইহার ভাষ্য করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর যেরূপ উপনিষদের ও বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন তদ্রূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ভাষ্যকারগণ, শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গীতার বহু

প্রাচীন টীকা পাওয়া যায়। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' গীতার ভগবত্তত্ত্ব বিশেষভাবে বিচার করিয়াছেন। গোস্বামিপাদগণ সকলেই শ্রীগীতার বাক্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দকে শ্রীগীতার প্রমাণ উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন যে, গীতার প্রমাণ সকলেরই শিরোধার্য্য।

জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা, বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৭)

গীতা ও চণ্ডী উভয়েই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচিত কিন্তু চণ্ডীতে উপনিষদের লক্ষণ পাওয়া যায় না। তাহা "স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা" বাণী নহে। উহা স্বার্থকামকামী দেবতাগণের স্তবে পরিপূর্ণ। এখানে 'দেবতা' বলিতে ইন্দ্রাদি দেবতার কথাই চণ্ডীর বর্ণনায় দেখা যায়। এই সকল দেবতা মুক্তপুরুষ নহেন। মুক্ত পুরুষের পার্থিব কোন কামনা নাই। চণ্ডীর দেবতাগণের স্তুতি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেবীদ্বারা দেবতাগণের স্ব স্ব কার্য্য উদ্ধারেরই অভিসন্ধি স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়।

'চণ্ডী' এই শব্দটি মহামায়ার 'চণ্ড' মূর্ত্তিরই প্রকাশক; কারণ মহামায়া তাঁহার 'চণ্ড' মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবানের চণ্ডমূর্ত্তির কোন প্রকাশ নাই শ্রীগীতার ১১শ অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিজ স্বরূপ নহে এবং তাহা শ্রীগীতারও প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। বিশ্বরূপ বা বিরাট্‌রূপ প্রাকৃত রূপ মাত্র। শ্রীগীতার বাক্য হইতেই প্রমাণিত হয় যে, অর্জ্জুনের নিকট বিশ্বরূপ প্রকাশিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥"

তখন ভগবান্ "স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ"
(গীতা ১১।৫০)

ভগবানের সেই নিজস্বরূপ দেখিয়া শান্ত হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন—

"দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যময় দ্বিভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন,—তোমার এই সৌম্য মানুষমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার চিত্ত স্থির হইল এবং আমার শুদ্ধপ্রকৃতি পুনর্লব্ধ হইল।

বিশ্বরূপ-দর্শনের জন্য অর্জ্জুনকে যে দিব্যদৃষ্টি-দানের কথা আছে তাহা শুনিয়া অনেকে বলিতে পারেন, বিশ্বরূপ প্রাকৃতরূপ হইলে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সেই বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য দিব্য দৃষ্টি দান করিলেন কেন? অর্জ্জুন নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-সখা, তাঁহার দৃষ্টি নিয়তই অপ্রাকৃত, তিনি সেই অপ্রাকৃত চক্ষু দ্বারাই ত' নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তবে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় তাঁহার যে দিব্যচক্ষুদানের কথা শুনা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই,—শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব অপ্রাকৃত নিত্য দ্বিভুজমূর্ত্তি-দর্শনের উপযোগী অর্জ্জুনের যে স্বাভাবিক দৃষ্টি তাহা হইতে দেববপুঃ অর্থাৎ বিশ্বরূপের দর্শনোপযোগী দৃষ্টি স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাধুর্য্য প্রকটনের জন্য অর্জ্জুনের স্বাভাবিক দৃষ্টি আবৃত করিয়া দেবতাগণের উপযোগী দৃষ্টি দান করিলেন। দেবতাগণের দৃষ্টি অপ্রাকৃত নহে। ইহাও তদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

"তত্তস্তত্তা দৃষ্টে র্দিব্যত্বং দানঞ্চ নরাকার-পরব্রহ্ম-দর্শন হেতুলক্ষণায়াস্তৎস্বাভাবিকদৃষ্টেরন্যাসৌ—দেববপুর্দর্শন-হেতু-রিত্যপেক্ষয়ৈব।"

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৮২ সংখ্যা)

অতএব চণ্ডীতে দেবতাগণের দৃষ্টিতে মহামায়ার রূপ-দর্শন, যে-সকল কামনার সহিত মহামায়াকে স্তব-স্তুতি, তাহা কি প্রকারে অপ্রাকৃত বলিয়া স্থাপিত হইতে পারে?

কোন এক ব্যক্তি কল্পনার উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছেন,—"জীব! সাধক! তুমি আমার মায়ের চণ্ডমূর্ত্তি দর্শন করিতে চাও! তুমি কি এক দিনের জন্যও মায়ের স্নেহ করুণা-ভরা-নম্রা মূর্ত্তি দেখিয়াছ? একদিনের জন্য কি মায়ের রক্তচরণে কৃতজ্ঞতা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছ? একদিনের জন্য কি কাতরপ্রাণে 'মা', 'মা' বলিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছ? এক দিনের জন্য কি "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া শুভঙ্করিণী মায়ের আমার অভয় চরণে শরণ লইয়াছ?

একদিনের জন্ত কি মাকে আমার জগদ্ধাত্রীর অচ্যুতসারথী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ? একদিনের জন্ত কি মাকে আমার চিরদিনের সুহৃৎ, বন্ধু, সখা বলিয়া স্নেহের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইবার জন্ত বাহু প্রসারিত করিয়াছ? একদিনের জন্ত কি মায়ের বিশ্বরূপ দর্শনের সত্য-প্রতিষ্ঠ হইয়াছ? একদিনের জন্ত কি মায়ের আমার শ্রীমুখ বিনির্গত "সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই মধুময় অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পবিত্র করিয়াছ? যদি তোমার জীবনে অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্ত এই সকল শুভ-সংঘটন ঘটিয়া থাকে তবেই তুমি মায়ের আমার চণ্ডিকা-মূর্ত্তি দর্শনে অধিকারী। ভগবদ্গীতা মায়ের হিরণ্ময়মন্দিরের অক্ষয় ভিত্তি—মনোময় কোষের সাধনা এবং চণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ম্য তদুপরিস্থিত অতুলনীয় প্রাসাদ—বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা। যেরূপ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সমুন্নত মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়, সেইরূপ গীতোক্ত সপ্তশত মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া চণ্ডীরূপ মুক্তিমন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে হয়।"

উপরি-উক্ত উদ্ধ্বাসের মধ্যে আনুকরণিক বৃত্তির বিকৃত মনোভাব পাওয়া যায় না কি? "কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি" কথাটির মধ্যে কোনও প্রতিদানরূপ বলিপ্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠে নাই কি? যাহার নিকট হইতে আমরা কিছু আদায় করিতে চাই, দোহন করিতে চাই, 'কৃতজ্ঞতা' তাহারই বেতন বা মাশুল-স্বরূপ, সন্তান মায়ের স্তন্ত দোহন করিয়া দেহ পোষণ ও মনের পুষ্টি করে, তাই তাহার শুষ্কবরূপ ভাবিকালে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কৃতজ্ঞতা কথাটি কামনার অভিসন্ধির গন্ধ বিকীরণ করে। "মায়ের চরণ নিত্য না অনিত্য?" যদি মায়ের শ্রীচরণ নিত্য হয়, তাহা হইলে পুত্র কখনও মায়ের চরণ পূজা করিতে করিতে "শিবোঽহং" "শিবোঽহং" বলিয়া আপনার অস্তিত্ব বিকৃত বা লুপ্ত করিতে পারে না। মায়ের সন্তান কখনও মায়ের ভর্ত্তা শিব হইতে চাহেন না। মাকে মামা করা সন্তানের পক্ষে কি শোভনীয়? হয়, মাকে নিত্য 'মাতা' বল, নতুবা কপটতা করিয়া মাকে অন্তরূপে দেখিতে যাইও না—নিজে শিব হইও না।

পরমেশ্বরকে 'মাতা' এবং জীবকে সন্তান করিবার বিচার মানবহৃদয়ে কোথা হইতে আসিল? ইহার নিদান অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, এই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতি এই বীজ আধান করিয়াছে। মানব প্রত্যক্ষজ্ঞানে বুঝিয়াছে, পরমেশ্বরকে প্রকৃতি কল্পনা করিতে পারিলে তাহার নিকট অনেক আহার, অনেক কামনা, অনেক প্রার্থনা করিয়া নিজের তহবিল স্ফীত করিতে পারিবে। কিন্তু যখন এই সম্বন্ধটি ঠিক উল্টাইয়া যায় অর্থাৎ পরমেশ্বর যখন পুত্র আর পরমেশ্বরের সেবক-সম্প্রদায় যখন শ্রীনন্দযশোদার নিত্য পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের অনুসরণ করেন, তখন সমস্ত দোহন-কার্য্যটি—স্তন্তপান কার্য্যটি ভগবানের পক্ষে হইয়া পড়ে—যত 'দেহি' 'দেহি', কথাগুলি নিত্যপুত্রের কামনার বলাভিষিক্ত হয়। জীব পরমেশ্বরে মাতৃত্ব আরোপ করিয়া স্তন্ত পান করিতে চাহিলে বা 'দেহি' 'দেহি' আকার উঠাইলেই নানাপ্রকার উৎপাত ও জঞ্জাল উঠিবার সম্ভাবনা। দোহনের ফল স্বয়ং ভগবান্ পাইলেই তথায় সেবা, কিন্তু দোহনের ফল যে স্থলে জীব পাইবার চেষ্টা করে, তথায় সেবা নাই, উহা ভোগ। পূজার বাহ্য আকার পূজা নহে, ঠাকুর ঘরে প্রবেশের অভিনয়ই পূজা নহে। যেখানে সেব্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যতীত সেবকের স্থূল বা সূক্ষ্ম, স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিসন্ধি থাকে সেখানে পূজা নাই—সেবা নাই। অসুরগণও বহু পূজা, বহু তপস্যা করিবার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পূজা পূজা নহে, পূজার অভিনয়ে পূজাকে বিনাশের চেষ্টা মাত্র।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

(গীঃ ২।৭)

শ্রীঅর্জ্জুনের শ্রীমুখ হইতে গীতারম্ভের মূলেই শরণাগতি-মূলক যে শ্লোকটী প্রকাশিত হইয়াছিল, এই জাতীয় কোন কথা চণ্ডীতে দেবগণের মুখে শুনা যায় না। দেবতাগণ কেবল স্ব স্ব আধিপত্য রক্ষণের জন্ত এবং তাহাদের প্রতিপক্ষ অসুরগণকে নিহত করার জন্ত দেবীকে খাটাইয়া লইয়াছিলেন। চিকিৎসককে ডাকিয়া রোগীর নিজেই নিজের ঔষধ ব্যবস্থা করা এক কথা, আর 'আমার যাহাতে শ্রেয়ঃ হইবে তাহা আপাততিক্ত হইলেও আমি বরণ করিয়া লইব, কারণ আমি কৃপণ ধর্ম্মসংমূঢ়চিত্ত অর্থাৎ কিসে আমার মঙ্গল হইবে তাহা

আমি জানি না'—একপ বিচারযুক্ত হৃদয়ের বৃত্তি, আর এক প্রকার কথা। শ্রুতিতে দেখিতে পাই,—

প্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে।

(কঠ ১।২।২)

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটিই মানুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি দুইটির তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটি—মুক্তির কারণ, অপরটি—বন্ধনের কারণ, এইরূপ বিচার করেন। তাহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন। আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ প্রভৃতিসাধক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

দুঃখীতে দেখা যায় দেবতাগণ যোগ অর্থাৎ অলব্ধবস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধবস্তুর সংরক্ষণ এই উভয় প্রকার প্রেয়ঃকেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গীতায় দেবভোগ্য এই সকল প্রার্থনাকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করা হইয়াছে।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

(গীঃ ৯।২০,২১)

অন্যাভিলাষশূন্য অনন্যচিত্ত ভগবদ্ভক্ত একমাত্র ভগবৎসেবার জন্যই তাঁহার কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করেন বলিয়া ভগবান্ সেই ভক্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যোগক্ষেমের ডালি বহন করিয়া চলেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

(গীঃ ৯।২২)

সেবক কিন্তু ভগবৎসেবা প্রয়োজন ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ সকল আকাঙ্ক্ষা করেন না।

আমাদের একমাত্র ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য কামনা কোন্ সময় উদিত হয়? যখন আমাদের দ্বিতীয় অভিনিবেশ, প্রকৃতি বা মায়াতে চিত্ত অভিনিবিষ্ট থাকে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

(ভাঃ ১১।২।৩৭)

ভগবদ্বৈমুখ্য-বশতঃ জীবের মায়াসঙ্গে স্বরূপের বিস্মৃতি, তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থাৎ কৃষ্ণেতর অনাত্মবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইলেই দেহাদি সুহৃদ্‌-বর্গের নিমিত্ত ভয় হয়; অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন প্রভু এবং পরম শ্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে ভজনা করিবেন।

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥

(ভাঃ ৬।১৭)

যে কাল পর্য্যন্ত লোক ভগবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়-স্বজন, সুহৃদ্‌বর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইলে অনাত্মবস্তুতে 'আমি ও আমার' —এইরূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূলকারণ।

চতুর্থে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই চরমোপদেশের বাণী কোথাও পরিস্ফুট নাই। যে স্থানে এইরূপ শরণাগতির কথা তথায় আগতিক অনুরাগ রাজালাভাদির জন্য আগ্রহ থাকিতেই পারে না।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্ত-
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

(ভাঃ ২।৭।৪২)

ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতারহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। **ঐ সকল কুকুর-শৃগাল-তুল্য দেহে 'আমি ও আমার' বলিয়া শরণাগত ভক্তের অভিমান থাকে না।**

দুর্গাদেবীর অকপট-কৃপা পাইলে জীবের কুকুর-শৃগাল-তুল্যদেহে 'আমি ও আমার' অভিমান থাকে না এবং ভগবৎ-সেবায় রতির উদয় হয়। দুর্গাদেবীর কপট-কৃপায় ধর্ম, অর্থ, কাম এবং কখনও আশুবিনাশকর মোক্ষাভিসন্ধি উদিত হইয়া থাকে। শ্রীগীতায় যে কর্ম ও জ্ঞানের উপদেশ আছে তাহা সকলই ভক্তি বা সেবার উদ্দেশক। অব্যভিচারিণী বা অনন্যা ভক্তি শরণাগতির উচ্চিষ্ট প্রয়োজন। কর্মের অবান্তর ফল ভুক্তি ও জ্ঞানের আবান্তর ফল মুক্তি ও উভয়ের চরম ফল ভক্তি। যে স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে স্থলে জ্ঞান সোপাধিক ও ভগবদ্বহির্মুখ এবং যে স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সেস্থলেই জ্ঞানকে সাধনভক্তি বলা যায়, ইহাই গীতায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কৈবল্যাদি পাঞ্চ মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব মাত্র, স্বয়ং সুখবিশেষ নহে। আবার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চিৎসুখের ভাবমাত্র 'সুখভোক্তা' 'সুখ' ও 'সুখলাভ' এই ত্রিপুটির অস্তিত্ব না থাকায় ক্লীবমাত্র। ভগবৎ-সেবাসুখই সুখের পূর্ণ অভিব্যক্তি। যখন ভগবৎ-সেবাসুখে সমপ্রবৃত্তি পর্য্যবসিত হয়, তখন কর্মের ফল বা কর্মত্বদোষ থাকে না। উহা ভক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্মফলের চরম উদ্দেশ্য। যে কর্মে ঐ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় না, সেই কর্ম ভগবদ্বহির্মুখ; তাহাকেই কর্ম বলা যায়। ভগবৎ-সেবাপরায়ণ হইলে আর সেরূপ কর্ম-নাম থাকে না; তাহার নাম সাধনভক্তি হয়।

শ্রীগীতা ও চণ্ডী উভয় গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, বিষ্ণুমায়া দ্বারাই এই জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে।

জ্ঞানবন্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যান্তি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধা তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সন্তাঃ কিন্তু তে নহি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ ॥
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতঙ্গাংশ্চাবচকুণ্ঠ্।
কণমোক্ষাদৃতাংস্তোয়াৎ পীড়মানানপি ক্ষুধা ॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষা সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥
তন্মাত্রবিস্তরঃ কার্ৎস্ন্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥
(চণ্ডী ১ম চরিত ৪৭—৫৫)

মেধস্ মুনি বলিলেন,—সমস্ত প্রাণীরই বিষয়গ্রহণের উপযোগী জ্ঞান আছে, কোন কোন প্রাণী (পেচকাদি) দিবাভাগে অন্ধ, অপর প্রাণী (কাকাদি) রাত্রিকালে অন্ধ, কোন প্রাণী (কাক-কাদি) দিবা ও রাত্রি উভয়কালেই অন্ধ। আবার কোন কোন প্রাণী (বিড়ালাদি) দিবারাত্রিতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। মনুষ্যগণ জ্ঞানী বটে, কিন্তু কেবল মনুষ্যই যে জ্ঞানী তাহা নহে, পশু, পক্ষী এবং মৃগাদিও জ্ঞানী, পশু, পক্ষী প্রভৃতির যে জ্ঞান মনুষ্যেরও সেই জ্ঞান, আবার মনুষ্যের যে জ্ঞান, তাহাদেরও সেইরূপ জ্ঞান। এরূপ অন্যান্য বিষয়েও উভয়েই তুল্য। পক্ষিগণকে দেখুন, তাহারা শাবকের ভোজনে নিজবৃত্তি নাই জানিয়াও ক্ষুধার্ত্ত থাকিয়াও নিজ শাবকগণকে চঞ্চুদ্বারা তণ্ডুলকণাদি-প্রদানে স্নেহযুক্ত থাকে। এই মনুষ্যগণ প্রত্যুপকারের জন্য লোভবশতঃই পুত্রগণের প্রতি অনুরক্ত। পশু-পক্ষিগণের শাবকের নিকট প্রত্যুপকারের আশা নাই, তথাপি তাহারা অনুরক্ত, আর মনুষ্যগণ প্রত্যুপকারের আশায় অনুরক্ত কিন্তু উভয়েই আসক্ত। সংসার-স্থিতিকারী বিষ্ণুর মহামায়ার প্রভাবে মনুষ্যগণ মমতার আবর্তে এবং দেহাত্ম-বুদ্ধিরূপ মোহগর্ত্তে পতিত হইতেছে, এই জগৎ মহামায়ার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, কারণ এই মহামায়া জগৎপতির যোগনিদ্রাস্বরূপ। দেবী ভগবতী

মহামায়া জ্ঞানীদিগেরও চিত্তকে সবলে আকর্ষণ করিয়া মোহে আচ্ছন্ন করিতেছে।

মেধস্‌মুনির নিকট চণ্ডীর মধ্যে আমরা এই বাক্য কয়েকটি শুনিতে পাই। কুমেধোব্যক্তিগণ মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া মায়ার প্রভাব বুঝিতে পারে না। আর মেধাযুক্ত ব্যক্তিগণ দেখিয়া শুনিয়া তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে মায়ার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কিন্তু সুমেধোব্যক্তিগণ একমাত্র ঘাঁহার মায়া সেই মূলপুরুষের শরণাগত হইয়া সঙ্কীর্তনযজ্ঞে তাঁহার আরাধনা করেন। গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশে আমরা ইহাই জানিতে পারি,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীঃ ৭।১৪)

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥
(গীঃ ৯।১৪)

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
(গীঃ ১০।৯।১০)

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সাক্ষাৎ উপনিষদ্রূপাত্মিকা বাণীর মধ্যে জানাইয়াছেন—এই দৈবী গুণময়ী মায়া আমারই মায়া। আমি মায়ী অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর। দুর্বল জীব নিজের চেষ্টায় এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। যাহাকে ভূতে পাইয়াছে, সে যেমন নিজের ভূত নিজে ছাড়াইতে পারে না, আবার ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি ভূতের শরণাগত হইলেও ভূত তাহাকে আরও অধিকতর ভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভূত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে একমাত্র ভূতের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে যে "ওঝা" তাঁহারই শরণ গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই, তেমনি 'মামেব' শব্দদ্বারা একমাত্র আমাতেই যাঁহারা প্রপন্ন হন, তাঁহারাই এই দুর্জয়া মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন, ইহাই বুঝায়।

কৃষ্ণে প্রপন্ন হওয়ার উপায় ও উপেয় "সততং কীর্তয়ন্তঃ" ও "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ" এবং "তেষাং সততযুক্তানাং" শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা অনুক্ষণ দৃঢ়ব্রত হইয়া হরি-কীর্তন করেন, সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সেবাবুদ্ধি-সহকারে নিত্যযুক্ত হইয়া উপাসনা করেন, পরস্পর ভাব-বিনিময়ে হরিকথার কথোপকথন করেন, সততযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্বক ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেই কৃষ্ণ এরূপ বুদ্ধি-যোগ দেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা কৃষ্ণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে সর্বস্ব সমর্পণ করিবার যোগ্য হন।

মায়ার শরণাপন্ন না হইয়া মায়ার শরণাপন্ন হইলে মায়াই অধিক সময় আশ্রয় করিয়া বসেন এবং বুদ্ধিকে বিপরীত দিকে চালিত করিয়া দেন। আমরা যে জিনিষকে ছাড়িতে চাহি, যদি সেই জিনিষকেই আবার অধিকতর ভাবে আশ্রয় করি, তবে তাহাকে ছাড়া হইল কোথায়? বরং আরও অধিকভাবে আঁকড়াইয়া ধরা হইল। রোগকে বিসর্জন করিতে হইলে রোগের উপাসনা না করিয়া রোগ-নিবারক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইবে—ইহাই সাধারণ যুক্তি। বিষ্ণুমায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে বিষ্ণু-মায়ার হাতে আপনাকে অধিকতর গাঢ় ভাবে সমর্পণ করিলে অধিক ভাবেই তাহার কবলে পড়িতে হইবে। আর বিষ্ণুর হাতে আত্মসমর্পণ করিলে তিনিই কৃপা করিয়া মায়াকে বিদূরিত করিয়া দিবেন। অবশ্য রোগী মনে করিয়া থাকে যে, রোগের হাতে পায়ে ধরিলেই বুঝি রোগ সারিবে। চিকিৎসকের তিক্ত ঔষধ অপেক্ষা রোগ যে সকল পরামর্শ দেয় সেই পরামর্শ শুনিয়া রোগের ইন্দ্রিয়-তোষণ রোগীর তাৎকালিক বিচারে ও যোগ্যতায় রুচিপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু সেইরূপ ভাবে রোগের সেবা করিলে, রোগের ইন্দ্রিয়-তোষণ করিলে, রোগই বৃদ্ধি হইবে, রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে না। কিন্তু আপাত তিক্ত বোধ হইলেও চিকিৎসকের ইন্দ্রিয়-তোষণ করিলে অচিরেই রোগ-মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করা যাইবে। স্বাস্থ্য লাভ করিলে তখন আমরা বুঝিতে পারিব—রোগের সেবায় রোগমুক্ত হওয়া যায় না, চিকিৎসকের সেবায়ই রোগমুক্ত হওয়া যায়।

বহুরূপিণী বিষ্ণুমায়ার অনন্ত বিক্রমের মধ্যে একটি প্রধান বিক্রম এই যে, তাহা রোগিকুলকে বুঝাইয়া দেয়—বদ্ধজীবকে বুঝাইয়া দেয়—মায়ার শরণাপন্ন হইলেই মায়া হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে এমনই একটি ভোগময় দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন,—"আমরা ভোগের মধ্য-

দিয়া ত্যাগে যাইব। ভোগ করিতে করিতে নিবৃত্তি লাভ করিব।" ভোগের দ্বারা যখন ভোগে বিরক্তি আসিয়া পড়িবে তখন তাহার প্রতিক্রিয়া রূপ ত্যাগ বলিয়া একটি ব্যাপার ভোগীর হৃদয়ে উদিত হয় বটে, কিন্তু সেই ত্যাগ ভোগেরই প্রচ্ছন্ন দ্বিতীয় স্বরূপ, সেই ত্যাগ ভোগেরই প্রায়শ্চিত্ত—সেই ত্যাগ ভোগেরই অতৃপ্ত লেলিহান জিহ্বা-বিস্তারিণী করালমূর্ত্তি। তাহার রূপ প্রচণ্ড ভোগে অতৃপ্ত হইয়া ভোগের বিশ্বাসঘাতকতায় বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, জর্জ্জরিত হইয়া ত্যাগের এক ভগ্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার অন্তরে ভোগের আগ্নেয়গিরি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে আপাততঃ প্রকাশ নাই। কিন্তু, যে দিন প্রকাশিত হইবে, সে দিন সেই প্রচ্ছন্ন-মূর্ত্তি আত্মাকে পর্য্যন্ত পোড়াইয়া (?) ছারখার করিবে—অর্থাৎ ত্যাগের চরম ফল আত্মবিনাশ বা নির্ব্বিশেষ নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণে আত্মাকে—চেতনের বৃত্তিকে পোড়াইয়া ফেলিবার যে অন্তর্নিহিত চেষ্টা রহিয়াছে তাহাতে শরণাগতির কোন লক্ষণ নাই। শরণাগতি নিত্য বস্তু, তাহা কখনও শরণ্যকে পরিত্যাগ করে না। শরণ্যের প্রতি কখনও নিমকহারামি করে না। দু'দিনের জন্য সেবার "চাকচিক্য দেখাইয়া" স্তবস্তুতি করিয়া চরমে সেবাকে তাঁহার আসন হইতে বিলুপ্ত করিয়া দেয় না, পুত্র যাতাকে মাতৃত্ব হইতে বিদায় দিয়া পতিত্বের পদবী গ্রহণ করে না।

বিষ্ণু-শরণাগতিই যদি বিষ্ণুমায়া জয় করিবার একমাত্র উপায় হয়, তবে কেন ঘরে ঘরে লোক গীতা পাঠ করিয়াও অর্জ্জুনের আদর্শে কৃষ্ণের শরণাগত হন না, ইহার কারণ কি ?—কারণ আমরা নিজেরা কিছু করনা না করিয়া স্বয়ং ভগবানের ভাষায়ই দেখিতে পাই,—

> ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
> মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥
>
> (গীঃ ৭।১৫)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—চারিপ্রকার ব্যক্তি আমাতে শরণাগত হয় না, তাহারা জগতে মানে, ধনে, অভিজ্ঞানে, বিজ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে, পটুতায়, দক্ষতায় কৃতী হইতে পারেন, কিন্তু তাহাদের কৃতিত্ব এই, এইজন্য তাহাদের নাম দুষ্কৃত।

ইহারা চারিপ্রকার—(১) মূঢ় অর্থাৎ পশুতুল্য কর্ম্মী। তাহাদের হরিকথায় আদর নাই। কেবল ঐহিক ও পারলৌকিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আলেয়ার অনুসরণ করিয়াই ব্যস্ত। ইহারা—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।" আমার নরবপুর কথা শুনিয়া আমাকে তাহাদেরই মত প্রাকৃত বলিয়া মনে করে। দ্বিতীয় প্রকার, নরাধম,—তাহারা 'নরত্বস্য ভজনের মূল', 'সুদুর্লভং সুদুর্লভম্' এই কথা জানিতে না পারিয়া আমার অভিন্ন তত্ত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন না। যে গুরুপাদপদ্ম জানাইয়া দিবেন যে, একমাত্র গুরু ও কৃষ্ণ-সেবার দ্বারাই মায়ার হাত হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়—'তাঁতে কৃষ্ণ ভজে করে, গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।'—যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মায়া উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সেইরূপ সদ্‌গুরু পাদপদ্ম তাহারা আশ্রয় করে না, কাজেই তাহারা নরোত্তম শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া নরত্বের পাইয়াও 'নরাধম'। তৃতীয় প্রকার, মায়াবাদী অপকৃত জ্ঞান ব্যক্তিসমূহ। শাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়াও ইহারা মায়াতেই অধিকতর লিপ্ত। চতুর্থ প্রকার, আসুরভাবাশ্রিত—জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি যেরূপ ত্রৈলোক্যের বিস্ময়োৎপাদনকারিণী তপস্যা করিয়াও সমস্ত তপস্যার ফল আসুরকার্য্যে অর্থাৎ ভগবদ্‌বিগ্রহের প্রতি হিংসা-কার্য্যে, তাঁহার অঙ্গে বাণবিদ্ধাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। সেইরূপ নির্ব্বিশেষবাদিগণও তাহাদের সমস্ত তপস্যাকে ভগবানের নিত্যবিগ্রহ, ভগবানের নিত্য শ্রীঅঙ্গ বিনাশ অর্থাৎ তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। অনেক অসুর মহামায়ার উপাসনা, ভদ্রার উপাসনা, শিবের উপাসনা প্রভৃতি করিয়া বিষ্ণুর বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বর প্রার্থনা করিয়া তাহা লাভ করিয়াছিল। এরূপ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ যে আকারেই অবস্থিত থাকুক না কেন তাহারা আমাতে প্রপন্ন হইতে পারে না। তাহারা মহামায়াতেই প্রপন্ন হইয়া পড়েন। কিন্তু কাহারা আমার প্রতি প্রপন্ন হন, তাহাও বলিতেছি—

> চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
> আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।
>
> (গীঃ ৭।১৬)

চারিপ্রকার ব্যক্তি আমার শরণ গ্রহণ করিয়া থাকে। তাঁহারা সুকৃতি-নামে অভিহিত হন। 'আর্ত্ত'—অর্থাৎ শত্রু, ক্লেশাদি আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাহা বিনাশেচ্ছু। যেমন গজেন্দ্রাদি।

'জিজ্ঞাসু'—অর্থাৎ আত্মস্বরূপ-জ্ঞানের যেমন দৌনকাদি। 'অর্থার্থী'—যেমন রাজাসম্পৎ প্রভৃতি লাভের ধ্রুবাদি। আর, 'জ্ঞানী'—যেমন শুকদেবাদি।

পূর্ব্বোক্ত তিনি শ্রেণী—সকাম, জ্ঞানী—নিষ্কাম, সকামই হউক, নিষ্কামই হউক বা সর্ব্বকামই হউক, যদি তীব্রভক্তি-যোগের সহিত একমাত্র পরমপুরুষ কৃষ্ণকে ভজনা করেন, যদি মায়ার ভজনা পরিত্যাগ করেন, তবেই মঙ্গল লাভ হয়; কারণ, বিষ্ণু এমনই জিনিষ যে, কেহ তাঁহার নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রোহণ করিতে পারে না, সকলই তাঁহার নিকট বলি দিতে হয়। তিনি ত্রিবিক্রম, মায়ার বিক্রম একপাদ-বিভূতি লইয়া, কিন্তু ত্রিবিক্রমের ত্রিপাদ বিভূতি।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
(ভাঃ ৩।১০)

পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইয়া মাত্র মানুষ তীব্রশুদ্ধভক্তিযোগে পরমপুরুষ কৃষ্ণের ভজনা করেন। ইহাই কৃষ্ণভজনের বিশেষত্ব যে, কৃষ্ণের নিকট কাম চাহিলে কাম পাওয়া যায় না, কারণ, তিনি স্বয়ং কামদেব, কাম একমাত্র তাঁহার এক-চেটিয়া নিজস্ব সম্পত্তি। তাহা অপরে ভোগ করিবার উপায় নাই। মায়ার নিকট কাম চাহিলে মায়া এই জগতের কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া শোধন করিতে করিতে অবশেষে কৃষ্ণের কাছে লইয়া যান, আর কৃষ্ণের কাছে কাম প্রার্থনা করিলে—

কৃষ্ণ কহে,—"আমা ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে এ ত' বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' দাস হ'তে হয় অভিলাষে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৮-৪১)

তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় চতুর্ব্বিধ সুকৃতির মধ্যে নিষ্কাম জ্ঞানীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—নিষ্কাম হইয়া যদি কামদেবকাম অর্থাৎ কৃষ্ণকাম না হয়, তাহা হইলে শরণাগতি সার্থক হইল না। কৃষ্ণকাম না হইয়া কেবল নিষ্কাম কথাটি বন্ধ্যার পুত্রলাভের ন্যায় নিরর্থক। এইজন্য অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলিতেছেন,—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
(গীঃ ৭।১৭)

জ্ঞানীর মধ্যে একভক্তি অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তি-যুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীশুকদেব-আদি জ্ঞানিগণ এইজন্য আত্মারাম নিষ্কাম হইয়াও পরমপুরুষ কৃষ্ণকামরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

[৯ই মে, ১৯৪০ তারিখের 'Advance' পত্রিকার (কলিকাতা সংস্করণ) সম্পাদকীয় মন্তব্য]

GAUDIYA MISSION :

ITS COMMENDABLE ACTIVITIES.

We have been presented with a copy of the Memorendum and Articles of Association of the Gaudiya Mission as registered under Act XXI of 1860. The Mission as is well-known to the public was founded by Thakur Bhakti Vinode and extended and developed by Prabhupad Bhakti Siddhanta Saraswati with the object of preaching the religion of Divine Love as revealed by Sri Chaitanya Dev forming a synthesis and symposium of the four schools of Vaishnav Philosophy. The Mission has enlisted so much public sympathy and support that it has been able in the meantime to establish 74 branches in different parts of India and Burma. Its activities have bridged the gulf between the East and the West and has got a branch in London. The constitution of the Mission

has been placed on a broad basis as thoroughly representative.

The Governing Body has been formed of persons of different provinces of India who drew their inspiration from Prabhupad and combine scholarship, devotion and sacrifice with their wide experience and power of organisation. We wish the Mission all success in realising its noble objects.

শ্রীশ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের ইংরাজী ভাষায় বিরচিত "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু" গ্রন্থ সম্বন্ধে গত ৫ই মে, ১৯৪০ তারিখের মাদ্রাজ "Sunday Times" পত্রিকার মন্তব্য।

Conversion to Vedic Faith

Authentic account of Chaitanya

An authentic account of the career and teachings of Lord Chaitanya is given by Tridandibhikshu Bhakti Pradip Tirtha in a finely got-up book, 'Sri Chaitanya Mahaprabhu.'

The author is the senior-most Sanniyasi preacher of the Gaudiya Mission and has visited in that capacity most parts of India, several countries of Western Europe and Burma. Many of the present members of the Mission, it is stated, have been attracted to its fold by the force of his saintly personality. So, he is rightly entitled to speak with authority on the subject.

Shankara's Mayavada

The detailed biography of over three hundred pages is introduced by a short explanatory note on the Chaitanya philosophy. "The interpretation of the Vedanta by Sri Shankaracharya", says the author, "throws no light on the personality and Revels of the Absolute. Srila Thakur Bhaktivinode, the pioneer of the revived study and practice of the religion of unalloyed devotion taught by Mahaprabhu Sri Chaitanya, holds that the purpose of Shankara was to convert the Indian population from Buddhism to Vedism. This was actually effected by means of Shankara's Mayavada interpretation of the Vedanta-Sutras according to which the world of our experience is a delusion and the individual soul is identical with the Brahman into which he merges on the termination of his illusory individual existence.

Photographic plates of prominent persons connected with the Mission are included in the book. Price Rs. 3 or 4sh. 6d. It can be had of the Secretary, Sri Gaudiya Math, Royapettah, Madras.

প্রচার-প্রসঙ্গ

গুপ্তপুরে—ব্রহ্মপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস্ হইতে সেবকগণ হুগলীর শ্রীআচার্য্যধারী প্রচার করিয়া গুপ্তপুর-নিবাসী ভক্তবৃন্দের আহ্বানে গত ১লা এপ্রিল তথায় গমন করেন। হুগলীর ডেপুটি শ্রীযুক্ত নৃসিংহানন্দ পাত্র মহোদয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর চরিত পাঠ হয়। তৎপরে কবিরাজ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শর্ম্মা মহোদয়ের বাটীতে 'নারদ ও ব্যাধ-সংবাদ' পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গুপ্তপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের যত্নে একটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কিশোর চন্দ্র পরিচ্ছা মহোদয়ের উদ্যোগে মুন্সিফ্ শ্রীযুক্ত কিশোরচন্দ্র দাস এম্-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিবেদব ভক্তিচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "আত্মধর্ম্ম" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় শ্রীবিক্রমদেব ক্লাবের সভ্যগণের আগ্রহে 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও আচার্য্যধারা' ও তৎপর দিবস 'নীতি ও পরমার্থ' সম্বন্ধে তথায় বক্তৃতা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাত্রী বি-এ, বি-ই-ডি, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বেরাত্তী, শ্রীযুক্ত নরসিংহ সাহু, শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ শ্যামল, হাইস্কুলের হেডমাষ্টার, স্থানীয় ডাক্তার, উকীল ও বহু গণমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গত ৩রা এপ্রিল শ্রীপাদ ভক্তিবেদব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পার্লাখেমুণ্ডী উৎকল-হিতৈষিণী সমাজের সম্পাদক মহোদয়ের আহ্বানে 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও আচার্য্যধারা' সম্বন্ধে

আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নীলরত্ন রায়ভক্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও উড়িষ্যার অবদান সম্বন্ধে পারমার্থিক ও ঐতিহাসিক দিক্ হইতে বিচার করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য উৎকল ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দেন।

তৎপর দিবস উৎকল যুবক-সাহিত্যিক সমিতিতে 'জগৎ ও জীব', 'আত্মা, পরমাত্মা ও শ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে যথাক্রমে তিনদিন আলোচনা করিয়াছিলেন। পাণ্ডাবেন্দ্রী হাই-স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস পণ্ডিত বি-ই-ডি ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পাত্র বি. এ. বি-ই-ডি, মহোদয়ের আগ্রহে বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। তথায় শ্রীপাদ রবিলোচন প্রভু অর্চ্চন ও কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য, লৌকিক ও বৈদিক গুরু, জগদ্গুরু, শুদ্ধভক্তিমতের স্বরূপ, আচার প্রচার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার এক সপ্তাহ যাবৎ আলোচনা করেন।

ময়ূরভঞ্জে—পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় প্রচারক গত ২৪শে এপ্রিল ময়ূরভঞ্জরাজ্যে তলমারা পরগণার তলমারা গ্রামে দেব-মন্দিরের সম্মুখস্থ একটি সভায় "দুর্লভ মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ২৮ চৈত্র এপ্রিল দিবসত্রয় তাঁহারা বালেশ্বর জেলার জলেশ্বর বাজারে মেদিনীপুরনিবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কৃপাকালাল দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস উক্ত জেলার আকড়াগ্রামে অপরাহ্ণে একটি সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইলে পর সন্ধ্যায় উক্ত গ্রামের স্কুল-প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভায় প্রচারকগণ "জীবের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় চৌধুরী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি দাস মহাপাত্র (জমিদার), চৌধুরী শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণনাথ দাস মহাপাত্র (জমিদার), শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র পট্টনায়ক (জমিদার) প্রভৃতি সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

ব্রহ্মদেশে—গত ২১শে ও ২৩শে এপ্রিল রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ব্রহ্মদেশের খোচাং নামক স্থানে শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে বহু উচ্চশিক্ষিত সজ্জন-মণ্ডিত সভায় যথাক্রমে ছায়াচিত্রযোগে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়' প্রদর্শন এবং "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই ব্রহ্মসূত্র-অবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২২শে তারিখ তাঁহারা উক্ত স্থানের শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাস-ভবনে ছায়া-চিত্রযোগে 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' প্রদর্শন করেন।

উক্ত সেবকবৃন্দ গত ২৪শে এপ্রিল মাণ্ডালে লাইনের চক্ নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বিপুলচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসভবনে 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' গ্রন্থ হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দুই দিবস তাঁহারা স্থানীয় হিন্দীস্কুল ও ঠাকুর মন্দিরের প্রাঙ্গণে বাংলা ও হিন্দীভাষায় ছায়াচিত্রযোগে যথাক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

আমলাপুরে—কভুর শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের সেবক-গণ গত ৩রা মে পূর্ব্ব গোদাবরী জেলার আমলাপুর নামক স্থানে শ্রীযুক্ত ওরাই জগন্নাথ রাও মহোদয়ের ভবনে 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৪ঠা মে তাঁহারা উক্ত স্থানের পাব্লিক্ লাইব্রেরীতে একটি অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পালেপু নরসিংহম্ পাক মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল 'প্রেমধর্ম্ম' সম্বন্ধে যথাক্রমে তেলেগু ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তৎপরদিবস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তেলেগু ভাষার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ওরাই আচার্য্য শাস্ত্রীয় মহোদয়ের আহ্বানে তথায় শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কলিকাতায়—গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির উদ্যোগে গত ১২ই মে, ২৯শে বৈশাখ (১৩৪৭) রবিবার সন্ধ্যায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে একটি সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠাতা প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ "গৌড়ীয়মিশন ও তাহার উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহারা পরমানন্দিত ও উপকৃত হন।

শ্রীভাগবত-জনানন্দমঠে মহোৎসব

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু অন্যান্য ভক্তবৃন্দসহ মেদিনীপুর জেলার চিরুলিয়া গ্রামে শ্রীভাগবত-জনানন্দ-মঠে শ্রীপাদ ভাগবত-জনানন্দ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব হরিকীর্ত্তন ও মহা-প্রসাদ বিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ ; ২৫শে মে, ১৯৪০ | ৪২শ সংখ্যা

শ্রীগীতা ও চণ্ডী

( )

শ্রীকৃষ্ণ আরও জানাইতেছেন যে, জাগতিক অনেক ব্যক্তি মায়ার অধীশ্বর আমাতে প্রপন্ন না হইয়া কেন মায়াতে প্রপন্ন হয় ?—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।

গ্রহণ করে। তাহারা বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ আমাকে ভালবাসে না, তাহারা তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতিদ্বারা চালিত হইয়া তত্তৎ-নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক তত্তদ্রূপ দেবতাসকলের উপাসনা করিয়া থাকেন। আমিও উহাদের যেরূপ ব্যবহারিক-শ্রদ্ধার সহিত যে যে দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কনা করিতে ভালবাসে, তাহাদিগকে সেই সেই দেবতাতে অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি। তাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই-সকল দেবতার আরাধনা করিয়া দেবতাগণের নিকট হইতে আমাদ্বারাই বিহিত কামসকল প্রাপ্ত হন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, যখন কৃষ্ণই অন্যান্য দেবতার উপাসকগণকে তাহাদের বাঞ্ছিতশ্রদ্ধা বিতরণ করিয়া থাকেন, তবে আর কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যদেবতাপূজায় ক্ষতি কি? তাহার উত্তরই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন,—'অন্তবত্তু ফলং তেষাং' অর্থাৎ তাহারা অত্যন্ত অল্পমেধা, তাহাদের ফল অনিত্য। এজন্য তাহাদিগকে 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং' ন্যায়-অনুসারে তাহাদের মনোবাঞ্ছা আমার মায়ার দ্বারা প্রদান করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাদের সেই ব্যবহারিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, আরাধনার ফল, সমস্তই 'অন্তবৎ' অর্থাৎ তাহার অন্ত বা সমাপ্তি আছে। এইজন্য দেবতার পূজকগণ দেবতার নিকট গমন করেন এবং আমার ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে আপত্তি কি? একজন না হয়, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতার নিকট গিয়া সুখী হইলেন, আনন্দ লাভ করিলেন, সিদ্ধকাম হইলেন, মুক্তিতে অধিষ্ঠিত হইলেন; আর একজন না হয়, কৃষ্ণের নিকট গিয়া সুখী হইলেন, মুক্ত হইলেন। আর কৃষ্ণও তাঁ গীতায়ই বলিয়াছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

ইহার উত্তর শ্রীগীতায়ই প্রদান-করিয়াছেন। কৃষ্ণসেবা-লাভ ও অন্যদেবতার লোকে গমন এক নহে। অন্য দেবতা কৃষ্ণের নিকট হইতে অধিকার লাভ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু অবিনশ্বর-মুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল শুদ্ধভক্তি প্রদান করিতে পারেন না। এজন্যই বলিলেন,—'অন্তবৎ'। অন্যদেবতার ভজনে অন্ত আছে—শেষ আছে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পরমায়ুঃ কতক্ষণ?

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সমস্ত লোকই অনিত্য, সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র আমাকে (কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে) আশ্রয় করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন—ইহাতে ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবতার লোক সূচিত হইয়াছে, শিব-লোক বা দেবীধামের অনিত্যত্বের কথা ইহাতে নাই। যাঁহারা শিব বা দেবীকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে উপাসনা করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি, আগে বিচার করা যাউক। তাঁহারা কি শিব, শক্তি প্রভৃতির নিত্য সেবা বা সুখকামনা করেন, না, তাহাদিগের সাময়িক অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া নিজের অন্য কোন কার্য্যসিদ্ধি চাহেন? যদি শিব, শক্তি, সূর্য্য, গণেশাদির নিত্য সুখ কামনা করেন, তবে তাহাদের নিত্য অস্তিত্বের প্রতি সেবক কোন দিনই বিদ্রোহী হইতে পারেন না। শিব-উপাসক নিজেই যদি শিব হইয়া যান, তাহা হইলে আর শিবের সেবা রহিল কোথায়? "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।" মুক্তাবস্থায় যদি 'সদাশিব'ই হওয়া গেল, তাহা হইলে সদাশিবের প্রতি পূর্ব্বের শ্রদ্ধা কেবল ব্যবহারিক, সাময়িক, লোকদেখান কপটতা মাত্র। রাজা বাণ শিবের পরমভক্ত বলিয়া আপনাকে অভিমান করিতেন। তিনি মহাদেবের তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে সহস্র বাহু প্রাপ্ত হন এবং পরে সহস্র বাহুদ্বারা মহাদেবেরই সহিত যুদ্ধ করেন। পৌণ্ড্রকও আপনাকে একজন পরম শিবভক্ত বলিতেন, সে শিবের কঠোর তপস্যা করে এবং শিবের নিকট এই বর চাহে যে, সে যেন কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে। তৎফলে সে চিরবিনষ্ট হয়। বৃক শিবের ভক্তাভিমানী ছিল, সে শিবের সাধন আরম্ভ করে এবং কঠোর তপস্যা করিয়া শিবের নিকট হইতে এই বর প্রাপ্ত হয় যে, যাহার মাথায় সে হাত দিবে, সেই ব্যক্তি যেন তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৃক এই বর পাইয়া ঐ বরের ফলাফল পরীক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বরদাতা শিবকেই নির্ব্বাচন করিয়া শিবের মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হয়, শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক বৃককে বলিলেন,—"শিবের কথায় বিশ্বাস করিও না. তুমি নিজের মাথায়ই হাত দিয়া দেখ, কিছুই হইবে না। বৃক বিষ্ণু-বঞ্চনায় বঞ্চিত হইয়া নিজের মস্তকে

হস্ত প্রধান-ঘাতেই বিনষ্ট হইল। শিবকে বিনাশ করিতে গেলে কৃষ্ণ তাহার ফলরূপে আত্মহত্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন। যেহেতু শিব তাঁহার প্রিয়তম নিত্য ও অভিন্ন অঙ্গ, তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না, যাহারা শিবের উপাসনা করিয়া নিজেরাই শিব হইতে চাহেন অর্থাৎ শিবকে লুপ্ত করিয়া নিজেরাই শিবত্ব লাভ করিতে চান, তাহারা কৃষ্ণের নিকট হইতে আত্মহত্যা অর্থাৎ চরমে নির্ব্বিশেষগতি বা নির্ব্বাণ—যাহাতে চেতনের নিত্যবৃত্তি লুপ্ত হয়, এইরূপ এক অবৈধগতি লাভ করেন।

প্রচেতোগণ যেরূপ শিবভক্ত ছিলেন সেইরূপ শিবভক্ত দ্বারাই জীবের মঙ্গল লাভ হয়। তাঁহারা কৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীরুদ্রপাদপদ্মজ্ঞানে শিবের পূজা করিয়াছিলেন, প্রকৃত শিবভক্তগণ নিজেরা সদাশিব হইতে চাহেন না—শিবের শিবত্ব স্বয়ংই আত্মসাৎ করিবার জন্য শিবের তপস্যা করেন না, পরন্তু শিবের পূজা করিতে করিতে তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন,—

কৃষ্ণাবনাবনিপতে জয় গোপ গোপী-
গোপেশ সনন্দন-সনাতন নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে।
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিজপার্ষিকাং মে॥

এজন্যই গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাহারা বিষ্ণুতে পরমেশ্বর বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাতে পরমেশ্বর-বুদ্ধি আরোপ করিয়া পূজা বা শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করে তাহাদের পূজা অবৈধ। 'অবৈধ'-শব্দ দ্বারা পরমশিবপ্রিয় শ্রীধরস্বামী জানাইয়াছেন—"যে বিধি দ্বারা গতাগতি নিবৃত্ত হয়, সেই বিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক।" এই উক্তিদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ঐরূপ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-জ্ঞানে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতার পূজায় গতাগতি নিবৃত্ত হয় না অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় না।

তত্রেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

একমাত্র কৃষ্ণে শরণাগত ব্যক্তিই মুক্তিপদে দায়ভাক্। কিন্তু স্বতন্ত্র করিয়া দেবতা কল্পনাপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি শরণাগতি কখনও যখনও ধর্ম, অর্থ, কাম এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাম্য আত্মবিনাশরূপ তথাকথিত মোক্ষের হেতু হইলেও অনুপাত্তরূপপরিত্যাগাভাবে স্বরূপে অবস্থিতিরূপ মুক্তির হেতু নহে। ঋগ্বেদ-ব্রাহ্মণের মন্ত্রপ্রমাণে জানা যায়—

অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরা অন্যা দেবতাঃ

বিষ্ণুই পরমেশ্বর, অন্যান্য দেবতাগণ মধ্যম এবং অগ্নি অধম। বেদের এই বাক্য উদ্ধার করিয়া দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসরাজ স্বামী বলিয়াছেন—

দেবানামবমোঽগ্নির্বৈ বিষ্ণুস্তু পরমঃ প্রভুঃ।
তদন্তরেণ ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বা অন্যাস্তু দেবতাঃ॥
ঋগ্বেদ-ব্রাহ্মণং হ্যাদাবেবং তরতমস্থতঃ।
দেবান্ সর্ব্বান্ বিনির্দ্যোক্তা বিষ্ণোঃ পরমতাং মুনৌ॥
তস্মাত্তু পরমং বস্তু ন কিঞ্চিদপি শংসতি।
এতে প্রধানা দেবেষু তেষ্বপ্যেষ ক্রমঃ কিল॥
অতো বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বশ্রুতিমতাদ্ভুবং।
বিষ্ণোরন্যৎ পরং ব্রহ্ম ন ভৌতমিতি চাপ্যভূৎ॥
বেদব্যাখ্যানরূপং যদ্ ব্রুবন্তি ব্রাহ্মণং বুধাঃ।
উক্তার্থস্তু সমস্তস্তু প্রমাণেন প্রসিদ্ধতাম্॥
বৈ-শব্দেনাহ তদ্ধ্যক্তি সর্ব্বমাপৈশ্চ সিদ্ধতাম্।
শ্রুত্যা স্মৃত্যানুমানেন প্রত্যক্ষেণ চ যোগিনাম্॥
বিষ্ণোঃ সর্ব্বোত্তমত্বং হি সিদ্ধমিত্যাহ সা শ্রুতিঃ।
অতস্মিন্নেবতৈকাং স্যাৎ পুরাণ-শতৈরপি॥
বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদিতি যৎ সূত্রশাসনম্।
ব্রহ্মা লক্ষ্মাদি-বৃত্তস্থা দেবা দেবাস্তু মধ্যগাঃ।
তত্তাঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ শক্র-দেবতোক্তা শ্রুতির্মুনৌ॥
নাবশ্যং বস্তি তে বিষ্ণোর্মহিম্নমিতরে স্থিতিঃ।
যতঃ শ্রুতিরতোঽপ্যৈক্যং তেন নাস্তস্ত কস্যচিৎ॥
জাতো বা জায়মানো বা বিষ্ণোঃ কশ্চিৎ পুমাংস্তব।
মহিম্নোঽন্তং পরং নাপৈত্যাহ কাচিচ্ছ্রুতিঃ প্রভুম্॥

'অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরা অন্যা দেবতাঃ'

এই ঋগ্বেদ-ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব, অন্যদেবগণের মধ্যমত্ব এবং অগ্নির অধমত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব বিষ্ণু অপেক্ষা উত্তমতত্ত্ব আর কিছুই নাই। সর্ব্বপ্রধান দেবগণের মধ্যেও এই ক্রম পূজনীয়।

এইরূপ সমস্ত শ্রুতিসিদ্ধান্ত দ্বারা বিষ্ণুই পরব্রহ্ম এবং অন্যদেবগণ অধম—এইরূপ ব্যবস্থা নিণীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভাগ বেদের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণভাগে উক্তবিষয়ই বেদতাৎপর্য্যরূপে জ্ঞাতব্য।

শ্রুতি স্বীয় উক্তির দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য 'অস্তিবৈ' ইত্যাদিস্থলে 'বৈ' শব্দের উক্তি করেন। 'বৈ' শব্দ বাক্যার্থের সর্ব্ব-প্রমাণসিদ্ধত্ব-জ্ঞাপক।

শ্রুতি, স্মৃতি, অনুমান ও যোগিগণের প্রত্যক্ষদ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই শ্রুতি 'বৈ' শব্দদ্বারা বলিয়াছেন।

অতএব শত সূত্রাদি-কর্ত্তৃকও বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের একত্ব বলিবার সামর্থ্য নাই। শ্রুতিবিরোধ হইলে স্মৃতির অপ্রমাণ্য নিণীত হয়। ইহা জৈমিনীও বলিয়াছেন।

'অগ্নি-ব্যতীত সকল দেব, দেবী ও অধিলাচক সামান্য দেবতাশব্দ দ্বারা সকলের গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্ব নির্ণয়হেতু বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

'হে বিষ্ণো, অন্যে আপনার মহিমা-লাভে সমর্থ হন না'—এই শ্রুতিবাক্যে ঐক্য নিরাকরণ-হেতু বিষ্ণুর নিকট হইতে সকলের ভেদই অবগত হওয়া যায়।

'হে বিষ্ণো, ভূত এবং ভবিষ্যৎ কোন পুরুষই তোমার মহিমার পার লাভ করিতে সমর্থ নহে।'—এই শ্রুতি বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব বলিয়াছেন।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদসূচক যে সকল উক্তি আছে বা দুর্গাশিবাদির সহিত বিষ্ণুর অভিন্নত্ব-প্রতিপাদক যে-সকল উক্তি তাহা তদাদর-বৃদ্ধি-বোধক। সেখানে স্বরূপতঃ অভেদ কথিত হয় নাই। আর যেখানে মায়া-উপহিত শিব-দুর্গাদির কথা, সেখানে কোন তুলনাই হইতে পারে না। কারণ, তাহার মূল প্রতিজ্ঞাই উঁহাদের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া নিত্যস্বরূপ বিষ্ণুর সহিত অত্যন্ত ভেদ করিয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের নিম্নলিখিত টীকাংশ পাঠ করিলেই ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"ক্বচিদ্দুর্গায়া অধিষ্ঠাতৃত্বঞ্চ শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া। অতএবোক্তং গৌতমীয়কল্পে—'যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ, যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। অনয়োরন্তরং যস্তু সংসারান্নো বিমুচ্যতে॥' অতঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিরূপেণ দুর্গা নাম, তস্যাশ্চেয়ং মায়াংশভূতা দুর্গেতি গম্যতে। 'দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ড-রসবল্লভা। অতো আবরিকাশক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী। যয়া মুহ্যতি জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ'। ইতি।

শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় কোথায়ও দুর্গার অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকৃত। গৌতমীয়-কল্পে তাহাই কথিত হইয়াছে, —যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ। এই দুইএর ভেদদর্শী সংসার হইতে মুক্ত হয় না। সেই স্থলে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরই দুর্গা নাম। এই দুর্গা মায়ার অংশ-রূপিণী দুর্গা নহেন। ইহাই সূচিত হয়, 'পূর্ণরসময়ের প্রিয়া স্বরূপশক্তিকেই সাধুগণ দুর্গা বলিয়া থাকেন। অখিলেশ্বরী মহামায়া দুর্গা ইহারই আবরণী শক্তি—যিনি সমস্ত জগৎকে ও সকল দেহাভিমানী জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।'

পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি আদি গোবিন্দ সর্ব্ব-কারণ-কারণ কৃষ্ণ স্বয়ংই স্বরূপশক্তিরূপে দুর্গা—এই বিচার অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণ ও দুর্গার একত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু মায়াবাদিগণের মায়োপহিত-চৈতন্য দুর্গার সচ্চিদানন্দত্ব তাহাদেরই বিচারে নাই বলিয়া কৃষ্ণের সহিত অত্যন্ত ভেদ অর্থাৎ কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াংশভূতা ছায়াশক্তি মাত্র। তাহাই আবরিকা শক্তি বা মহামায়া। সুতরাং বৈষ্ণবগণের বৈদিক নিত্য বিচারের সহিত অবৈদিক নিত্য বিচারের ভেদ আছে।

মায়োপহিত-চৈতন্য দুর্গা, শিব বা কল্পিত বিষ্ণু প্রভৃতি ব্রহ্ম হইতে এক ধাপ নীচে—ইহা মায়াবাদিগণ বলেন অর্থাৎ উহারা প্রপঞ্চাতীত নির্গুণ নহেন। তাঁহাদের মতে প্রপঞ্চাতীত অবস্থা কেবল নির্ব্বিশেষ। কিন্তু বৈষ্ণবগণের আরাধ্য বিষ্ণু বা বৈষ্ণবস্বরূপ শিব-দুর্গাদি অধোক্ষজ ও প্রপঞ্চাতীত।

ব্রহ্মত্বং গুণপূর্ণত্বাৎ পরমত্বোত্তমত্বতঃ।
তন্নির্গুণত্বং পরমং ব্রহ্ম নারায়ণঃ সদা॥'

(যুক্তিমল্লিকা ৫৭৩)

অতএব নারায়ণ গুণপূর্ণ বলিয়া 'ব্রহ্ম', উত্তমত্ব-হেতু 'পরম' এবং ত্রিগুণরহিত বলিয়া 'নির্গুণ' নামে শ্রুতিতে সর্ব্বদা উক্ত হইয়াছেন।

শ্রুতির অনুগত সর্ব্বমান্য গীতাশাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ"।

(গীঃ ১৪।২৭

আমি পরমপুরুষ কৃষ্ণ—ব্রহ্মের আশ্রয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সর্বকারণ-কারণ ও অধোক্ষজ। ব্রহ্মের কারণ, পরমাত্মার কারণ, রাম-নৃসিংহাদি অবতারের কারণ—শ্রীকৃষ্ণ।

"ব্রহ্ম যদি শক্তিযুক্ত হন, তাহা হইলেই তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতে পারেন। অন্যথা স্পন্দন করিতেও সমর্থ হন না"—এইরূপ উক্তি বেদ-বিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক। প্রশ্নোপনিষৎ বলেন,—"স ঈক্ষাঞ্চক্রে"। ঐতরেয় বলেন,—"স ঐক্ষত লোকান্ নুসৃজা। স ইমান্ লোকান্ অসৃজত।" শ্রুতির অনুগত গীতা বলেন,—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" বিষ্ণুর অধ্যক্ষতায়ই প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব করে।

কেনোপনিষৎ আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে যখন দেবতাগণ স্ব-স্ব-শক্তিতে অহঙ্কারী হইয়াছিলেন, তখন পরব্রহ্ম তাঁহাদের স্বতন্ত্রশক্তির নিরর্থকতা প্রদর্শন করিবার জন্য অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে একটি তৃণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অগ্নি তাঁহার সব চেষ্টাতেও তৃণটীকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। বায়ু তৃণটিকে নড়াইতেও পারিলেন না। ইন্দ্র সেই পুরুষের নিকট উপস্থিত হইলে সেই পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। তখন আকাশে উমাদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনি আবির্ভূতা হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেন নাই যে, আমার শক্তিতেই তোমরা অসুরগণকে পরাজিত করিতে পারিয়াছ এবং গৌরব লাভ করিয়াছ। কিন্তু উমাদেবী বলিলেন,—আমারও যিনি ঈশ্বর সেই পরব্রহ্মের বিজয়েই তোমাদের গৌরব, ইহাদ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, উমাদেবী বা শক্তি স্বতন্ত্রা নহেন। পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই স্বতন্ত্র পুরুষ। উমাদেবীও সেই ব্রহ্মেরই শক্তিতে শক্তিশালিনী। ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ —'বিষ্ণু', তাহা আমরা বেদান্তের সংকর্ষণ-সূত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাই। আর বেদান্তবেদ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ মুখে সেই কথাই জানাইয়া দিয়াছেন—

'ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান।
তাঁহার বিভূতি, দেহ—সব চিদাকার।
• • •
তাঁরে 'নির্বিশেষ' কহি চিচ্ছক্তি না মানি'।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥

এই প্রবন্ধে শ্রুতির বিচার ও শ্রুত্যনুগ বিচার সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। অতঃপর প্রবন্ধান্তরে অসংখ্য শ্রুতিপ্রমাণের মধ্যে কতিপয় শ্রুতিপ্রমাণ ও তদনুগ স্মার্তশাস্ত্র-প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে।

'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ—প্রধান শরীর। ঐ শরীর চেতনবিহীন হইলে শব হয় এবং চেতনের দ্বারা চালিতে হইলে কার্য করে। প্রকৃতি চেতনপ্রেরিতা না হইলে কিছুই করিতে পারে না। গঙ্গাজলকে পবিত্রকারিণী, কলিকাতাকে উন্মাদিনী, বিদ্যাকে অর্থদায়িনী প্রকৃতি বলায় যেরূপ তাহাদের কর্তৃত্ব রূপকযোদক হয় মাত্র, তদ্রূপ প্রকৃতির কর্তৃত্বও জানিতে হইবে। বেদান্তের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ আলোচনা করিলেও জানা যায় যে, পুরুষ ব্যতীত কেবল প্রকৃতিদ্বারা প্রজাদি সম্ভব হইতে পারে না। পুরুষই সেখানে মূল বা বীজ। যেখানে সম্রাট্ সেখানে যেরূপ তাঁহার অধীন আজ্ঞাকারিণী-রূপে সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান আছে, সেইরূপ যেখানে পুরুষোত্তম সেখানে তাঁহার আজ্ঞাকারিণী অধীনারূপে শক্তি থাকিতে বাধ্য। শক্তি যেখানে স্বতন্ত্রা অর্থাৎ পুরুষের অধীনা নহে, সেখানে তাহা ব্যভিচারিণী বা দুষ্টা।

গীতায় যে, যাহারা অন্যান্য দেবতা ভজন করেন, তাহারা আমাকেই ভজন করেন, তাহা শুনিয়া অনেকেই বলিতে চাহেন যে, অন্যান্য দেবতাপূজাদ্বারাও যখন কৃষ্ণেরই পূজা হয়; বিশেষতঃ 'মামেব' পদে 'এব' শব্দে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন, তখন অন্য দেবতাও যাহাই কৃষ্ণও তাহাই। একটুকু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই কথাটুকুর তাৎপর্য বুঝা যায়। রাজার কোন ভৃত্যানুভৃত্যকে সম্মান করিলে, আমাদের মাননীয় সম্রাটের রক্ষণ-বিভাগের অন্তর্গত পুলিশ-দারোগা, সিপাহী প্রভৃতিকে সম্মান করিলে রাজসম্মান বা রাজপূজা হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু পাইক, পুলিশ প্রভৃতি রাজভৃত্যকে রাজার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া যদি ঐ সকল ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে সম্মান করা যায়, তাহা হইলে বস্তুতঃ রাজপূজা হইলেও সম্মানকারীর দিক্ হইতে ঐ কার্যটি অবৈধ। কেননা ঐ সকল ব্যক্তিদের যে ক্ষমতা, শক্তি, সামর্থ্য, তাহা রাজারই প্রদত্ত। তাহারা রাজারই নিযুক্ত পুলিশ-পাইক-দারোগা। কেহ নিজে নিজে পুলিশ-পাইক-দারোগা সাজিতে চাহিলে এবং ঐরূপ সজ্জিত ব্যক্তিদিগকে কেহ তত্তদ্ভাবে সম্মান দিলে ঐরূপ অবৈধ কার্যের

তত্ত্ব তাহাদিগকে শান্তি পাইতে হইবে। অনেক সময় গ্রাম্য সাধারণ লোক রাজার কোন দিন রাজার কোন খবর রাখে না বা তাঁহাকে কি তাঁহার সাক্ষাৎ প্রতিনিধিকে দেখে নাই, তাহারা গ্রামে পাইক-পুলিশ দেখিলেই উহাদিগকে রাজা মনে করিতে পারে, কারণ তাহাদের অধিকার ও দৃষ্টি খুব সঙ্কীর্ণ ও আবদ্ধ। অনেক সময় দেখা গিয়াছে—গ্রাম্য লোকেরা রাজাকে ছাড়িয়া পাইক পুলিশকে অধিক সম্মান করে। কেননা উহারাই তাহাদের যা কিছু অভাব-অভিযোগ লক্ষ্য করিতেছে থাকেন। রাজার সহিত তাহাদের কখনও সাক্ষাৎকার হইবার ভাগ্যলাভ হয় না। তদ্রূপ যাহারা স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধিকে দর্শন বা তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই, তাহারা তাহাদের অভাব অভিযোগ পূরণকারী যে-সকল দেবতা তাহাদের দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাঁহাদিগকেই পরমেশ্বরের মত মনে করে। ইহাতে তাহাদের কোনও দোষ নাই তাহাদের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতাই দোষী। কিন্তু তাহারা সেই যোগ্যতাতেও যদি সাধু ও ভগবানের কথা শুনিয়া জানিতে পারে যে, ঐ সকল দেবতা তাহাদের অধিকারের যোগ্য এবং ঐ সকল দেবতা স্বরাট্ পুরুষোত্তম ভগবানেরই আজ্ঞাবাহক ও তাঁহা হইতেই তত্তৎ-অধিকার-প্রাপ্ত, তাহা হইলে সেই স্বরাট্ পুরুষোত্তমের অধীন দেবতাগণের পূজাকার্য্য অবৈধ না হইয়া বৈধ হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা মঙ্গল লাভ করিতে পারে। ঐ দেবতাগণের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে ভগবানের দরবারে গিয়া পৌঁছিতে পারে। আর, ঐরূপ বৈধ পূজায় দেবতাগণও সন্তুষ্ট হন। এজন্যই মহাজনগণ বলেন,—

ক্রতুভির্বিবুধানুপাসতে পরলোকাশ্রিয়োঽল্পমেধসঃ।
সুধিয়স্ত্বদুপাসনোদ্যতান্ ত্রয়ি সাক্ষাদমরেশ্বরে সতঃ॥
(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা, সপ্তমস্তবক ২৫ শ্লোক)

পৃথিবীতে অল্পবুদ্ধি জনগণই যজ্ঞসমূহদ্বারা পরলোকে অবস্থিত দেবগণের সেবা করিয়া থাকে, পরন্তু সুবুদ্ধি পুরুষগণ ইহলোকে সাক্ষাৎ অমরাধিপতিরূপে বিরাজমান ধরাশ্রিত সাধুগণেরই সেবা করিয়া থাকেন।

যজ্ঞান্ বিহায় নিখিলানখিলাত্মনাথং
যে সম্ভবেন হবিষেব বহন্তি ধীরাঃ।
ইষ্টাঃ সুরর্ষিপিতৃভূত-নরাঃ সমস্তা-
নেষ্টাপি তৈস্ত্রিজগদেব যথেষ্টমিষ্টম্॥
(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা অষ্টম স্তবক ২)

যে-সকল বুদ্ধিমান্ পুরুষ যাবতীয় যজ্ঞ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতির সহিত কেবলমাত্র শ্রীহরির পূজা করেন। তাঁহাদের দ্বারা দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ এবং মনুষ্যগণ সকলেই পূজিত হইয়া থাকেন এবং যজ্ঞ ব্যতীতই তাঁহাদিগের দ্বারা ত্রিলোক যথেষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠানের তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীভগবানের অপ্রকট-লীলাবিষ্কার-রহস্য

[নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

ভাগবত বলেন,—'কৃষ্ণ ও রামাদি-অবতারে পরমেশ্বর ভগবান্ দেহ পরিগ্রহ ও ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে যে উক্তি পঠিত হয়, তাহা মূঢ় লোকের বুদ্ধি-অনুসারেই পঠিত হয়।' বরাহপুরাণ বলেন,—তাঁহার (ভগবানের) বা তাঁহার স্বরূপশক্তির মাংস-মেদ-অস্থিজাত কোন প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই। যোগিস্বনিবন্ধন অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্যলাভ-প্রভাবে যে তাঁহার তাদৃশ অপ্রাকৃত রূপ, তাহা নহে; পরন্তু স্বয়ংই সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া তিনি—সত্যরূপ, অচ্যুত ও বিভু।

সেই পরমাত্মস্বরূপী ভগবদ্বিষ্ণুবিগ্রহগণের দেহাদি সমস্তই নিত্য ও শাশ্বত, জড়ীয় হেয়তা ও উপাদেয়তা—উভয়-ভাব-শূন্য এবং কখনও প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রাকৃত নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অখণ্ড পরমানন্দরাশি (সমষ্টি), কেবল চিন্ময় এবং সকলেই অপ্রাকৃত সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণ ও পরস্পর ভেদরহিত অর্থাৎ অভিন্ন। তাঁহারা সকলেই সকলগুণের দ্বারা পরস্পরের নিকট সর্ব্বতোভাবে ন্যূনতাধিক্য-শূন্য। ঈশ্বর-বিষ্ণুবস্তুতে কখনও দেহ ও দেহীর ভেদ নাই,

অবে যে ঈশ্বর-বিষ্ণুর একটি 'দেহ-স্বীকার' প্রভৃতি শব্দ শ্রুত হয়, তাহা নট-কর্তৃক অভিনয়ার্থ পরিহিত অলঙ্কারীর হস্তের ন্যায় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল অর্থাৎ অবিমিশ্র চিন্ময় ঐশ্বর্য্য-সংযোগহেতু প্রকৃতির অতীত-বস্তু ঈশ্বর-বিষ্ণু অবতীর্ণ ও অন্তর্হিত হইয়াও 'তাঁহার এই রামরূপ,' 'তাঁহার এই কৃষ্ণরূপ' ইত্যাদি উক্তি তাঁহার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। কূর্মপুরাণ বলেন,—'ভগবান্ স্থূলও নহেন, অণুও নহেন, অথচ সর্ব্বতোভাবে স্থূল ও অণু। চিন্ময় ঐশ্বর্য্য-সংযোগ-হেতু ভগবান্ যদিও বিরুদ্ধার্থ বলিয়া অভিহিত হন, তথাপি পরমেশ্বর-বস্তুতে কোনও প্রকারেই জড়ীয় দোষের আরোপ কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু বহির্দৃষ্টিতে আপাত-বিরুদ্ধ গুণসমূহ থাকিলেও তাহারা পরস্পর অচিন্ত্যরূপে অবিরুদ্ধ (সমন্বিত)-ভাবেই অবস্থিত বলিয়া মনে করিতে হইবে।' বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন,—"ভগবান্ পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য্য-নিবন্ধন তাঁহাতেই অপ্রাকৃত সমস্তগুণরাশি প্রযুক্ত হয়। পরন্তু কোনপ্রকারেই দোষাদি প্রযুক্ত হয় না; কেন না তিনি পরম-বস্তু। কোন কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি বলিয়া উঠেন যে, গুণ ও দোষ, উভয়ই মায়াদ্বারাই প্রাপ্ত বা আরোপিত। তদুত্তরে বলা যায় যে, ভগবদ্বস্তুতে যখন আদৌ মায়া বা মায়া-সংযুক্ত মায়াবিদ্বই নাই, তখন মায়া-সম্বন্ধী গুণই বা তাঁহাতে কিরূপে থাকিতে পারে? সুতরাং ভগবদ্গুণ-রাশি—মায়াদ্বারা প্রাপ্ত বা আরোপিত নহে, পরন্তু সমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-সম্ভূত। তিনি অমায়িক (অর্থাৎ নিরঙ্কুশক অপ্রাকৃত) ঈশ্বর বলিয়াই তত্ত্ববিদ্গণ তাঁহাকে পরমবস্তু বলিয়া জানেন।"

তবে মায়ামুগ্ধ অজ্ঞানী অনভিজ্ঞগণ গৌর-নারায়ণের স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে বহুজীবের ন্যায় সর্পাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে সংশয় উপস্থিত করে, তাহার সুমীমাংসা সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ আচার্য্যগণ কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানতত্ত্ব-বিচার-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে সুসিদ্ধান্ত-রহস্যের বিচারমুখে সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করিয়াছেন।

(ভাঃ ১।১৪।৮ শ্লোকে ভীমসেনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি—) 'যদাস্মনোঽঙ্গমাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি।' এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা—

'অঙ্গং—পৃথিবীম্। যদা ত্যাগাদিকর্ত্রোঽপি পৃথীব্যাপ্তত্ব-কল্পনা। তদা জ্ঞেয়া ন হি স্বাঙ্গং কদাচিদ্বিষ্ণুরুৎসৃজেৎ।—ইতি ব্রহ্মতর্কে।' অর্থাৎ 'অঙ্গ'-শব্দে পৃথিবী। ব্রহ্মতর্ক বলেন,—শাস্ত্রাদিতে ভগবদন্তর্দ্ধানবর্ণন-প্রসঙ্গে যখন ত্যাগাদি শব্দ কথিত হয়, তখন পৃথিব্যাদি অঙ্গেরই কল্পনা কর্ত্তব্য, যেহেতু ভগবান্ বিষ্ণু কখনও স্বীয় অঙ্গ বিসর্জ্জন করেন না।' (—শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবততাৎপর্য্য)।

"আক্রীড়'-শব্দে—ক্রীড়া (লীলা)-স্থান অর্থাৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চ। 'অঙ্গ'-শব্দে—নিজভূমি; যেহেতু 'পৃথিবী যাঁহার শরীর' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।' (—শ্রীবিজয়-ধ্বজ) অথবা, ভগবান্ যখন নিজের ক্রীড়া-সাধন অর্থাৎ লীলা-সম্পাদক 'অঙ্গ' অর্থাৎ মনুষ্য-নাট্য (মানুষের ন্যায় প্রপঞ্চে পরিলক্ষিত লীলানুকরণ) পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন, সেই কালই কি আসিয়া উপস্থিত হইল?" (—শ্রীধরস্বামিপাদ)

"'অঙ্গ' অর্থাৎ স্বধামগমন-হেতু প্রাকৃত বিরাট্ রূপ।" (—ক্রমসন্দর্ভ)। (ভাঃ ১।১৫।৩৪-৩৬ শ্লোকে শৌনকাদি-মুনির প্রতি শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি—) "যদ্যাহচরদ্ভুবো ভারং তাং তন্বং বিজহাবজঃ। কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়কাপীশিতুঃ সমম্। যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ। ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্। যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতনা শ্রবণীয়সৎকথঃ।" অর্থাৎ—

(যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ নহেন, এবম্বিধ সাধারণ মর্ত্ত্যজীব) যাদবগণ হইতে ভগবানের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিশেষ বিভিন্নতা না বুঝিয়া যে সকল মন্দমতি অজ্ঞ বহির্মুখ-ব্যক্তি উভয়কেই 'সমান' বলিয়া অভিহিত করেন, শ্রীসূত-গোস্বামী এই দুইটি শ্লোকে তাঁহাদিগের নিকট উভয়ের বৈলক্ষণ্য স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'যদা'-শব্দে (মায়ামুগ্ধ সামান্য মর্ত্ত্য-জীবসম) যাদবরূপা ভূভার দ্বারা পৃথিবীর ভার (কণ্টক যেমন কণ্টকের দ্বারাই বিমোচিত হয়, তদ্রূপ) হরণ করিয়াছিলেন। 'যাদবতনু' ও 'ভূভারতনু'—এই দুইটি শরীর হইলেও ঈশ্বর কর্ত্তৃক সংহারযোগ্য বলিয়া উভয়েই 'সমান' অর্থাৎ প্রাকৃত।

তিনি মৎস্যাদিরূপ (দেহ) যেভাবে ধারণ ও ত্যাগ করেন, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বলিতেছেন,—নট যেমন নিজরূপে অবস্থিত থাকিয়া অন্য একটি রূপ ধারণ ও পরিহার করে, তদ্রূপ ভগবান্ও (সেই প্রাকৃত-লোক-দৃষ্ট) কলেবর

পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপেই অর্থাৎ অপ্রাকৃত নিজশ্রীমূর্তিতেই প্রকটিত হইয়াছিলেন।

ভগবানের সশরীরেই বৈকুণ্ঠে আরোহণ ঘটিয়াছে বলিয়া ভগবান্ সশরীরেই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেলেন।" (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

"এস্থলে 'তনু', 'রূপ' ও 'কলেবর'—এই তিনটি শব্দে শ্রীভগবানের কৃতাবতারত্বেচ্ছারূপ লক্ষণবিশিষ্ট এবং দেবাদি-পালনেচ্ছারূপ লক্ষণবিশিষ্ট ভাবদ্বয়কেই বলা হইতেছে ('দেহ' বলা হইতেছে না)। যথা ভাঃ ৩।২।১২৮, ৩৯, ৪১, ৪৬, ৪৭ প্রভৃতি শ্লোকে তত্তৎ শব্দে ব্রহ্মার ভাবই উক্তি হইয়াছে ('দেহ' নহে)। যদি সেস্থলে ব্রহ্মার সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এস্থলে শ্রীভগবৎসম্বন্ধেও তাহাই করা যুক্তিযুক্ত। তজ্জন্য ভগবানে ঐভাবটি (স্বরূপ-সত্ত 'বাস্তব' নহে, পরন্তু) আভাসরূপ বলিয়া কণ্টক-দৃষ্টান্তটি সুসঙ্গতই হইয়াছে। অর্থাৎ কণ্টকোদ্ধারেচ্ছু ব্যক্তির নিকট বিদ্ধ-কণ্টক ও উদ্ধারক-কণ্টক, দুইটি যেমন সমান, তদ্রূপ ঈশ্বরের নিকট কৃতাবতার অর্থাৎ কৃতাবতার অসুর ও বিরাট্-রূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং প্রাকৃতমর্ত্যজীব-সদৃশ যাদব-তনু,—এই উভয়ই সমান)। এসম্বন্ধে বিশেষ বিচার তৃতীয় (পরমাত্ম)-সন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে।

মৎস্যাদি অবতারে 'মৎস্যাদিরূপ'-শব্দে দৈত্যাবদ্ধেচ্ছাময় ভাব। • প্রাবারপরিচ্ছদেচ্ছা নট যেমন নটস্বরূপে এবং নিজবেশে অবস্থিত থাকিয়াই পূর্ব্বস্বভাববশে অভিনয়ের সহিত গান করিতে করিতে নায়ক, নায়িকাদের ভাব ধারণ ও ত্যাগ করে, ঈশ্বর সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। অথবা, 'আমি যোগমায়া দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সকল লোকের সমক্ষে প্রকটিত হই না"—এই গীতাবাক্যে (৭।২৫), ভক্তিবলেই যোগিগণের নিকট ভগবান্ জনার্দ্দন পরিদৃষ্ট হন, কখনও কোথায়ও অভক্তিমার্গে দৃষ্ট হন না। 'রোষ বা মাৎসর্য্যবশে কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না—এই পাদ্মোত্তর খণ্ডের নির্ণয়বাক্যে এবং 'মল্লগণের নিকট কৃষ্ণ—বজ্রস্বরূপ' এই ভাগবতের সিদ্ধান্ত-বাক্যে অসুরগণের সমক্ষে ভগবানের যে রূপ স্ফূর্ত্ত অর্থাৎ প্রতিভাত হয়, তাহা তাঁহার 'স্বরূপ' নহে, পরন্তু 'মায়া-কল্পিত'। ভগবানের স্বরূপদর্শন করিলে প্রাকৃত দ্বেষ-ভাব দূরে চলিয়া যায়। সুতরাং **অসুরগণের নিকট স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বা প্রতিভাত যে তনু-দ্বারা ভগবান্ ভূ-ভারস্বরূপ অসুরবৃন্দকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই তনুকেই তিনি ত্যাগ করিলেন,** পুনরায় আর উহার প্রতিবোধন করেন নাই। **ভক্তিদ্বারা দৃশ্য যে ভগবত্তনু,** তাহা **নিত্যসিদ্ধই**; এজন্য 'অজ'-শব্দের প্রয়োগ। • • সুতরাং কোন মৎস্যবেশ ধারী নট বা ঐন্দ্রজালিক যেমন স্বীয়-ভক্ষক বক-পক্ষীর নিগ্রহের নিমিত্ত মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া নিজের প্রতি লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করায় এবং সেই বক-পক্ষীর নিগ্রহ হইলে যেমন সে তাৎকালিক মৎস্য-রূপটি ত্যাগ করে, তদ্রূপ সেই ভগবান্ কৃষ্ণ 'অজ' (প্রাকৃত জীব দেহের জন্ম-রহিত) হইয়াও বহির্মুখ প্রাকৃত লোকের অক্ষজ-দৃষ্টির গোচরীকৃত তাঁহার যে মায়িকরূপের দ্বারা কৃতাবতার অসুরবর্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অসুরবর্গকেই ক্ষয় করিয়া অজ ভগবান্ ঐ প্রাকৃত রূপ বা কলেবরটিকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গীতা-বাক্যস্থিত (৭।২৫) 'যোগমায়া-সমাবৃতঃ'—পদের অর্থ—'সর্প-কঞ্চুকের ন্যায় মায়া-রচিত দেহাভাসের দ্বারা সমাবৃত।'

এইস্থলে, (পৃথিবী) ত্যাগ-লীলাটি ভগবানের নিজতনু-দ্বারা ঘটিয়াছিল (অর্থাৎ 'স্বতন্ত্রা'—এই তৃতীয়া বিভক্তি করণ-কারকে নিষ্পন্ন হইয়াছে), তাঁহার 'নিজতনু'র সহিত পৃথিবী ত্যাগ ঘটে নাই (অর্থাৎ 'স্বতন্ত্রা'—এই তৃতীয়া-বিভক্তি 'সহার্থে' নহে),—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কেননা, 'সহ'-শব্দ মূলশ্লোকে না থাকায়, অকারণে (অর্থ-সঙ্গতি নাশ করিয়া) অধ্যাহার করিতে গেলে, অধ্যাহার্য্য-শব্দেরই গৌরব প্রদর্শিত হয়; বিশেষতঃ, 'সহ' প্রভৃতি-শব্দ-নিষ্পন্ন উপপদ-বিভক্তি হইতে কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-করণ প্রভৃতি কারক-নিষ্পন্ন বিভক্তি অধিকতর বলবতী, এই ব্যাকরণ-ন্যায়ও তদ্বিষয়ে প্রমাণ,(—ক্রমসন্দর্ভ ও কৃষ্ণসন্দর্ভে ১০৬ সংখ্যা,)।

'যাদবাদি ক্ষত্রিয়গণের অন্তিম দশা-শ্রবণে বিষণ্ণতাপ্রাপ্ত শৌনকাদি মুনিগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে গিয়া শ্রীসূত-গোস্বামী এই শ্লোকদ্বয়ে সিদ্ধান্ত-রহস্য কীর্ত্তন করিতেছেন। কণ্টকাগ্রদ্বারা কণ্টক যেমন উদ্ধোচিত হয়, তদ্রূপ যে যাদবাদি তনু-দ্বারা ভগবান্ স্বীয় একপাদকৃত পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, সেই তনুকেই তিনি পরিত্যাগ করিলেন। দেবব্রত যেমন নিজবসন পরিত্যাগ ক'রে, তদ্রূপ ভগবান্ স্বীয় সঙ্গ হইতে যাদবরূপা তনুকে বিচ্যুত করিয়াছিলেন; পরন্তু

যে শ্রীঅঙ্গদ্বারা ভগবান্ নিত্যক্রীড়া করেন, তাহা পরিত্যাগ করেন নাই ; অতএব ভগবানের অংশাবতরণ-সময়ে যে-সকল দেবগণ নিত্যাবস্থিত যাদবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ভগবান্ তাহাদিগকেই যাদবগণ হইতে মিষ্কাশনপূর্ব্বক প্রভাসে পাঠাইয়াছিলেন, পরে স্বীয় লোক-সমক্ষে মায়া-বলে তাহাদিগের দেহত্যাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে মধুপানান্তে দেবরূপে পরিণত করিয়া স্বর্গলাভ করাইয়াছিলেন,—ইহা একাদশ স্কন্ধের শেষাংশের ব্যাখ্যানুসারে জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-পরিকর যাদবগণ প্রাপঞ্চিক-লোকের নিকট অলক্ষিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বারকাপুরীতেই পূর্ব্বের অপ্রকটলীলার ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন,—ইহা শ্রীভাগবতামৃত-কথিত সিদ্ধান্ত হইতে অবগত হওয়া আবশ্যক। 'তৃতীয়-তনু' ও 'যাদব-তনু'—এই দুইটি তনুর অর্থ এই যে, তৃতীয়স্বরূপ অসুরগণ এবং যাদবাদিরূপ দেবগণ, উভয়েই পরমেশ্বরের নিকট সমান। কিন্তু বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে কণ্টকত্বে উভয়েরই তুল্যার্থ থাকিলেও কারণভূত কণ্টকাত্ব (অর্থাৎ যাহাদ্বারা বিদ্ধ-কণ্টকটীকে উন্মোচন করিতে হইবে, তাহা) উপকারক বলিয়া উহাকে 'অন্তরঙ্গ' (অপেক্ষাকৃত উপাদেয়) এবং কর্ম্মভূত কণ্টকটী (অর্থাৎ বিদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া যাহাকে উন্মোচন করিতে হইবে, তাহা) অপকারক বলিয়া উহাকে 'বহিরঙ্গ' (অপেক্ষাকৃত হেয়) বলিয়া জানান হইয়াছে।

ঐন্দ্রজালিক নটের ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মিথ্যা-ভূত স্বদেহত্যাগের ভাণ করিয়া প্রত্যয় উৎপাদন করাইয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ রূপ বা তনু ধারণও (প্রকটও) করেন, এবং পরিত্যাগও (অপ্রকটও) করেন (অর্থাৎ দেহত্যাগের ভাণ করেন মাত্র), কিন্তু রূপ বা তনু ধারণ করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ করেন না ;—এতদ্দ্বারা ভগবানের তনুত্যাগ (অপ্রকট) কালেও তাঁহার সেই অপ্রাকৃত-তনু-ধারণ বর্ত্তমানই থাকে, জানিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, উহা কিরূপে বুঝিতে পারা যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, নট অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক যেমন ছেদ-দাহ-মূর্চ্ছাদি দ্বারা নিজদেহ পরিত্যাগ করে এবং সকলের সমক্ষে নিজদেহত্যাগ প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রত্যয় উৎপাদন করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে নিজদেহ ধারণ করিয়াই অবস্থান করে, মৃত্যু লাভ করে না, তদ্রূপ ভগবান্ মৎস্যাদি স্বীয় শরীর ধারণও করেন, পরিত্যাগও করেন অর্থাৎ ধারণ করিয়া ত্যাগের ভাণ করেন মাত্র, অতএব নটের নিজদেহ ধারণই যেমন প্রকৃতপক্ষে সত্য, তাহার নিজদেহ ত্যাগই মিথ্যা, তদ্রূপ ভগবানেরও মৎস্যাদি স্বীয় শরীর-ধারণই বস্তুতঃ সত্য এবং প্রাকৃত শরীর-ত্যাগই প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা,—ইহাই ভাবার্থ। ভগবান্ যেমন অপর মৎস্যাদি স্বীয় আগন্তুক শরীর পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ যে প্রাকৃত-কলেবর দ্বারা তিনি তৃতীয় জন্ম করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কলেবর-পরিত্যাগরূপ সমস্ত ব্যাপারটীই মোহকর ও মিথ্যা বলিয়া নরাকৃতি পরব্রহ্ম হইয়াও তিনি নটরূপ নরের দেহ-ত্যাগাদি-ধর্ম্মের অনুকরণ করেন মাত্র, তত্ত্বতঃ করেন না ; যেহেতু তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অলৌকিক (তৃতীয়াতীত অপ্রাকৃত) বলিয়া তাঁহার বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই ; যথা মহা-ভারতে,—'এই পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহে প্রাকৃত পঞ্চভূতরাশির সমষ্টি বা অবস্থিতি নাই।' বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও,—'যে ব্যক্তি পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহকে 'ভৌতিক' বলিয়া জানে, তাহাকে সমস্ত শ্রৌত-স্মার্ত্তবিধান হইতে বহিষ্করণ করিবে, তাহার মুখ-দর্শন করিবামাত্র সবস্ত্রে স্নান করিবে।' বৈশম্পায়ন-কথিত বিষ্ণুসহস্রনামেও—'অমৃত তাঁহারই অংশ, তিনি স্বয়ংই অমৃত-তনু।' এই বাক্যাংশের 'অমৃত (মরণহীন) বপু যাহার,'—শ্রীশঙ্করাচার্য্য-কৃত এই দেহ-দেহি-ভেদ-সূচিকা ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধ নহে। এই শ্লোকের ন্যেষার্থ, এই যে, ভূহাৎ-পক্ষে 'হা' ধাতুটী ত্যাগার্থে প্রযুক্ত এবং ত্যাগকার্য্যটীও ভানার্থে প্রযুক্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠাদি ধামস্থিত ভক্তগণকে তাঁহাদের পালন-নিমিত্ত নিজবিগ্রহমধ্যে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট দ্বারকাদি-রূপকে দান করিলেন। এইরূপ ভাবে পরবর্ত্তী একাদশ-স্কন্ধের শেষে ব্যাখ্যা করা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের তনুত্যাগ-কার্য্যটীর অবাস্তবত্ব অর্থাৎ মিথ্যা-ভূতত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতে গিয়া এই শ্লোকটি বলিতেছেন। এস্থলে, শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকা ও শ্রীজীবপাদের সঙ্গত-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।' (শ্রীবিশ্বনাথ)। (ভাঃ ৩।২।১১ শ্লোকে বিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি—) 'আদায়ান্তরধাদ্যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্' শ্লোকের ব্যাখ্যা।—

'স্ববিম্ব' অর্থাৎ স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি এতাবৎকাল (প্রকটরূপে দেখাইয়া) ভগবান্ লোকের লোচন আচ্ছাদন করিয়া

অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাদৃশ অন্য কোন দর্শন-যোগ্য পদার্থ ছিল না।' (—শ্রীধরস্বামী)। 'তিনি চক্ষুর চক্ষু' ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত রীত্যনুসারে লোকলোচনরূপ স্ববিষয় অর্থাৎ স্বমূর্ত্তিকে গ্রহণ করিয়া ভগবান্ (অন্তর্হিত হইয়াছিলেন)। এখানে শ্রীঃ মৌষল শব্দেও,—"কৃষ্ণ তারাবতরণং পৃথিব্যাঃ পৃথুলোচনঃ। মোচয়িত্বা তনুং কৃচ্ছ্রাৎ প্রাপ্তঃ স্বস্থানমুত্তমম্॥" এস্থলে, 'মোচয়িত্বা' (মোচন করাইয়া) শব্দটী 'ভূভারাবতরণ-কার্য্য হইতে ত্যাগ করাইয়া অর্থাৎ অবসর প্রদান করিয়া'—এই অর্থে প্রযুক্ত; ভূভারাবতরণ-কার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া এই অর্থে নহে।'—(ক্রমসন্দর্ভ)।

'স্ববিষ্ণ-শব্দে সচ্চিদানন্দলক্ষণ-স্বরূপ ও তৎপ্রতিমা, উভয়ই গৃহীত হয়। 'বপু'-শব্দের অন্তর্গত 'তনু'-শব্দ 'যে বাব ব্রহ্মণো রূপে' ইত্যাদি শ্রুতিকে সূচনা করিতেছে।' (—শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ)।

'এস্থলে ভগবান্ লোকসমক্ষে নিজের মূর্ত্তি প্রদর্শিত বা প্রকটিত করিয়া এবং পুনরায় তাহা লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন। এই বাক্যের দ্বারা (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় দেহ) পরিত্যাগ করিয়া (অন্তর্হিত হইলেন)—এইরূপ বিরুদ্ধ আপত্তি-উত্থাপনকারী ভগবদ্বপু-পরিত্যাগবাদিগণ পরাহত হইল। পরবর্ত্তি-শ্লোকসমূহে নিজ-মূর্ত্তির বিশেষ-প্রয়োগ-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের নরবপু পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেববপু গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে-গমন করিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা কৃষ্ণের নরবপুরে বিরুদ্ধবাদী, তাহারাও পরাহত হইল। আবার, 'নিজের শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া তাহা লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন'—এই বাক্যে প্রদর্শন ও অন্তর্ধান-লীলায় তাঁহার ইচ্ছাই কারণ, সুতরাং ভগবানের কর্ম্মাধীনত্ব বিবাদিগণও (ভগবান্ও জীবের ন্যায় জন্ম ও মৃত্যুরূপ কর্ম্ম বা অদৃষ্টের অধীন, যাহারা এইরূপ বিচার করে, তাহারাও) পরাহত হইল।' (শ্রীবিশ্বনাথ)। (ভাঃ ৩।২.১০ শ্লোকের শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য) 'আনন্দরূপং দৃষ্ট্বাপি লোকো লৌকিকমেব হি। মন্যতে বিষ্ণুরূপং চ অহো ভ্রান্তির্বলীয়সী॥—ইতি স্কান্দে' অর্থাৎ স্কন্দপুরাণ বলেন, 'মায়া-মুগ্ধ লোক শ্রীবিষ্ণুর (সৎ, চিৎ ও) আনন্দময়রূপকে দেখিয়াও 'লৌকিক' বলিয়া মনে করে,—অহো বদ্ধ-লোকের কিরূপ ভ্রান্তি!'

(ভাঃ ৩।৪।২৮-২৯ শ্লোকে পরীক্ষিৎ ও শ্রীশুকদেবের উক্তিপ্রত্যুক্তি—) 'হরিরপি তত্যাজ আকৃতিং ত্রাধীশঃ' এবং 'ত্যক্তন দেহমচিন্তয়ৎ' শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা—

'আকৃতি-শব্দে পৃথিবী; যেহেতু 'শরীর', 'আকৃতি', 'দেহ', 'তনু', 'পৃথ্বী', ও 'মহী',—এই শব্দগুলি অভিধানে একার্থবাচক পর্য্যায়-শব্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ বলেন,—শ্রীহরির 'দেহত্যাগ'-শব্দে তাঁহার পৃথিবীত্যাগই কথিত হয়; তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া উহার অন্যবিধ অর্থের উপলব্ধি হয় না। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং পরম জ্ঞানরূপ হইয়াও অজ্ঞজনগণের মোহ-উৎপাদনের নিমিত্ত নটের ন্যায় নিজ-সদৃশ একটী মূর্ত্তরূপ বা শরীর প্রদর্শন করেন।' (—শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য)।

'আকৃতি-শব্দে পৃথিবী এবং দেহ-শব্দেও পৃথিবী; যেহেতু 'ধত্ত পৃথিবী শরীরম্' এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ।' (—শ্রীবিজয়ধ্বজ)।

'আকৃতি-শব্দে মনুষ্যাকার' (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

'নিধন-শব্দে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ধনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লীলা-ধাম। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬শ শ্লোকে 'মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা' (মর্ত্যলোক-পরিত্যাগাভিলাষি-ভগবৎ-কর্ত্তৃক) এবং পরবর্ত্তী ৩০শ শ্লোকে 'মন্মানোকাদুপরতে' (ভগবান্ এই মর্ত্ত্যলোক হইতে উপরত হইলে),—এই বাক্যদ্বয়ানুসারে 'আকৃতি' শব্দে বিরাট্ আকার। এই বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।'—(ক্রমসন্দর্ভ)।

'এই শ্লোকের ব্যক্ত অর্থ এই যে, শ্রীহরি আ (সম্যক্-প্রকারে)+কৃতি (প্রণকোদিত চেষ্টা বা লীলা) ত্যাগ অর্থাৎ সমাপ্ত করিলেন। 'ত্যক্ষন্'-শব্দে (ত্যজ্-ধাতুর দানার্থে ব্যবহার-হেতু) শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশ-নারায়ণকে পুনরায় বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া ব্রহ্মাদি ভক্তগণের পালনের নিমিত্ত স্থান করিতে ইচ্ছা করিয়া। সন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ বলেন,—'দেহ'-শব্দে ভগবানের বিরাট্ আকার পৃথ্বী' (—শ্রীবিশ্বনাথ)।

(ভাঃ ১১।৩০।২ শ্লোকে শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের উক্তি—) 'ভগবং স কথমত্যজৎ' শ্লোকাংশের শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা,— তনুমত্যজৎ—অতিশয়েন অহরৎ—('অজ্ হরণে' ইতি ধাতোঃ) ভূলোকাৎ স্বর্গলোকং প্রত্যাহরদিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ভগবান্ নিজতনুকে (অতি+অজৎ) অতিশয়রূপে অন্তর্ধান করাইয়াছিলেন,—যেহেতু অজ্ ধাতু এস্থলে হরণার্থেই ব্যবহৃত; অর্থাৎ ভগবান্ নিজ তনুকে ভূলোক হইতে স্বর্গলোকের (গোলোক-ধামের) দিকে অপহৃত বা অন্তর্হিত করিলেন।'

(ভাঃ ১১।৩০।৪০ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) 'ইত্যাদিষ্টো ভগবতা যদুদেবেন যোগিনা' এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা—

'ভক্তবৎসলতা নিজের শ্রীমূর্ত্তিকে অন্তর্হিত করিয়া তদ্রূপপ্রতিকৃতি মূর্ত্তি রাখিয়া মর্ত্ত্যমানবের অনুকরণমাত্র করিলেন।'—ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ। পরবর্ত্তী (ভাঃ ১১।৩১।৮ শ্লোক) "দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিদন্তং যদমায়ি। অবিজ্ঞাতগতিঃ কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ॥"—পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের এই উক্তিতে উক্ত অনুকরণাভিনয় সূচীকৃত হইবে।' (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

'ইচ্ছা-শরীরিণা' পদে ইচ্ছাধীন শরীর যাঁহার, তৎকর্ত্তৃক ; অর্থাৎ তাঁহার অচিন্ত্য নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তিমাত্রেই তাঁহার আবির্ভাব (ও তিরোভাব); তদ্বিষয়ে অন্য কোন কারণ ভাবিতে হইবে না।' (—ক্রমসন্দর্ভ)।

'ইচ্ছা-শরীরিণা' পদে ইচ্ছামাত্রেই যিনি সর্ব্বজন-স্তুত উত্তম শরীরধারী হইয়াছেন তৎকর্ত্তৃক।' (—শ্রীবিশ্বনাথ)।

(ভাঃ ১১।৩০।৪৯ শ্লোকে সারথি দারুকের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি—) 'মদ্ভায়া-রচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ' এ শ্লোকের ব্যাখ্যা—'দারুককে সান্ত্বনা-প্রদানের নিমিত্ত যৌবন ও দেহত্যাগাদি লীলা যে ইন্দ্রজালবৎ ভগবন্মায়াবলে রচিত, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। অধুনা প্রাকৃত লোকচক্ষে প্রকাশিত 'যৌবন' ও 'দেহত্যাগাদি' এই সমস্ত লীলাই যে ইন্দ্রজালবৎ আমার মায়ারচিতা, তাহা বিশেষভাবে জানিয়া তুমি উপেক্ষাশীল হও। 'তু'-শব্দে বলিতেছেন যে, মদ্বিরোধী অন্য প্রাকৃত লোক উহাতে মুগ্ধ হয় হউক, কিন্তু তোমার মোহ যুক্তিসঙ্গত নহে।' (—ক্রমসন্দর্ভ)।

(ভাঃ ১১।৩১।৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) "লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণা-ধ্যানমঙ্গলম্। যোগধারণয়াগ্নেয্যাঽদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা—

"ভগবান্ আগ্নেয়-ধারণা দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন। শুকভাগবত বলেন,—'অন্যান্য সমস্ত দেবগণই আগ্নেয়-ধারণা-দ্বারা স্ব-স্ব দেহকে দগ্ধ করিয়া পরম পদ লাভ করেন, কিন্তু কৃষ্ণাদি সর্ব্বশক্তিমান্ নৃসিংহরূপী দেব ভগবান্ হরি তাঁহাদের সকলের লিঙ্গদেহকে নাশ করিয়া সেই সকল দেবতাদ্বারা শোভিত হইয়া বিশ্বপ্রলয়কালে নৃত্য করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বয়ং নিত্যানন্দ-স্বরূপ বলিয়া তিনি স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয়ধামে প্রবেশ করেন।"

(—শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য)

"যোগিগণ 'অমঙ্গল-মৃত্যু' (এই গুণবিশিষ্ট) হওয়ায় তাঁহারা নিজ দেহকে আগ্নেয়ী যোগ-ধারণা-দ্বারা দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, পরন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ তদ্রূপ নহেন ; স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই তাঁহার সচ্চিদানন্দ নিজধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লোকসমূহের সর্ব্বতোভাবে রমণ অর্থাৎ অবস্থিতি সুতরাং জগতের আশ্রয়স্বরূপ তাঁহার শরীরটী দগ্ধ হইলে ; জগতেরও দাহ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। • অন্যাপি দেখা যায় যে, ভগবদুপাসকগণের ধ্যানধারণা দ্বারাই ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎকার-লাভ ও ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। • • ভগবত্তনুর 'লোকাভিরাম' ইত্যাদি বিশেষণগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া ভগবান্ স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই তিরোহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন,—ইহাই যুক্তিযুক্ত অর্থ।'(—শ্রীধরস্বামী)।

বাক্যের মধ্যে কোন পদের অন্যার্থ প্রতীতি হইলে "আকাশ-স্তল্লিঙ্গাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২২), এই ন্যায়ানুসারে উপদেশ-পদসমূহের দ্বারাই অর্থ নির্ণীত হয়। অতএব 'দগ্ধ্বা' প্রভৃতি পদে যে অর্থ প্রতীত, 'লোকাভিরামাং' প্রভৃতি পদসমূহ তাহাকে উপমর্দ্দনপূর্ব্বক অদগ্ধ্বা' পদেরই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। 'লোকাভিরামাং' পদের দ্বারা ভগবত্তনুর জগদাশ্রয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। উক্ত 'লোক'-শব্দে মহাবৈকুণ্ঠস্থ নিত্য পার্ষদাদি ভক্তগণ এবং আত্মারাম জ্ঞানিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরাদি পর্য্যন্ত সকলকেই উদ্দেশ করিতেছেন ; আবার 'ধ্যান-ধারণামঙ্গলং' পদে তাঁহার সাধকজীবের আশ্রয়ত্বও উদ্দেশ করিতেছেন। ধারণা ও ধ্যান-প্রভাবে ধারণা-ধ্যানকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা (যে ভগবত্তনু) মঙ্গলরূপা, তাহারই আবার অন্তর্ধান (দাহনিবন্ধন নশ্বরতা-হেতু হেয়তা) কিরূপে সম্ভব হয়? 'স্বতনুং'-পদের কর্ম্মধারয় সমাসোক্তির দ্বারা (নীলোৎপলে নীলত্ববৎ) ভগবত্তনুতে সত্তার স্বকীয়তার অভিপ্রায়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অতঃপর যোগী প্রভৃতি জনগণের ভ্রম উল্লেখ করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন যে, ভগবান্ আগ্নেয়ী

ধারণা করিয়াছিলেন, সত্য ; কিন্তু তিনি তদ্দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয়ধামে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং যোগিগণের দেহত্যাগ-শিক্ষার জন্যই আগ্নেয়-ধারণার পশ্চাৎ স্বীয় তনু অন্তর্হিত করিলেন,—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে ; অন্যরূপ অর্থ উদ্দিষ্ট হয় নাই : * * অতএব 'স্বতনু দগ্ধ না করিয়া' এই বাক্যে 'স্বেচ্ছাময়ী যাদৃচ্ছিকী কল্পিত-তনুকেই দগ্ধ করিয়া' এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে। এই জন্যই পূর্ব্বে (ভাঃ ১১।৩০।৪০ শ্লোকে) ভগবান্‌কে 'ইচ্ছা-শরীর' বলিয়াছেন। যে বস্তু স্বেচ্ছাক্রমে প্রকটিত হন, স্বেচ্ছাক্রমেই তাঁহার তিরোধান ঘটে। সুতরাং তাঁহার আগ্নেয় ধারণাও তদ্রূপই কল্পনাময়ী। ক্রমসন্দর্ভেও 'ইচ্ছা-শরীরী'-পদ 'স্বেচ্ছা-প্রকাশ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; অথবা, ইচ্ছাকৃত শরীর ; তাহার ন্যায় উহা যাহার ক্রিয়া-সাধক, তৎকর্ত্তৃক'—এইরূপ ব্যাখ্যাও হয়। সে স্থলে ইচ্ছাশক্তি প্রভাবেই তিনি যে মায়ার প্রেরক, তাহা জানিতে হইবে—ব্যাখ্যা দুইই হইয়াছে।' (—ক্রমসন্দর্ভ)

যোগিগণের ন্যায় স্বচ্ছন্দ মৃত্যুক্রম নিষেধ করিয়া ভগবান্, যে আগ্নেয়ী ধারণার দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই নিজধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা এবং 'অজন্তু' এই পদে তাঁহার তনু যে লোকাভিরামা এবং ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ শোভন-বিষয়,—এই কারণদ্বয়ও কথিত হইয়াছে।' (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

কোন কোন পণ্ডিত—'ধারণা-ধ্যান-মঙ্গল' অর্থাৎ ভগবান্ স্বতনুকে দগ্ধ করিয়া ধারণোত্তীর্ণ হওয়ায় অধিকতর-রূপে উজ্জ্বলীকৃত শুদ্ধজাম্বুনদের ন্যায় স্বতনুকে গ্রহণ করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন,—এরূপও বলিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা ভগবত্তনুর অপ্রাকৃতত্ব-বিষয়ে সন্দিহান ও প্রতিবাদী, তাহাদিগকে তিনি স্বতনুর বহিরঙ্গত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।' (শ্রীবিশ্বনাথ)।

ভাঃ ১১।৩১।১১—১৩ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তির ব্যাখ্যা—

সর্ব্বকারণ শ্রীকৃষ্ণের দেহধারী মর্ত্যগণের মধ্যে যে আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টা, তাহা নটের ন্যায় তাঁহার স্বয়ং অবিকৃত অবস্থায় মায়াশক্তি বলে অনুকরণাভিনয় মাত্র বলিয়া জানিবে। তিনি স্বয়ংই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া প্রপঞ্চোদিত-লীলা হইতে উপরত হইয়া স্বমহিমবলে নিত্য অপ্রকটধাম্যে অধিষ্ঠিত থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ অর্থ মনে করিতে হইবে না ; কেন না, এই অবতারেই তাঁহার মর্ত্যত্ব প্রভাব বহুভাবে দেখা গিয়াছে। * * যদি বলা যায়,—ভগবান্ যদি আত্মরক্ষণে সমর্থই ছিলেন, তবে কেন তিনি কিঞ্চিন্মাত্র-কালও স্বীয় তনুর সহিত অবস্থান করিলেন না ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যদিও উক্তপ্রকারে তিনি অশেষ শক্তিমান্ বলিয়া অনন্ত-জগতে স্থিতি-সৃষ্টি-নাশের একমাত্র কারণ, তথাপি তিনি প্রাকৃত মর্ত্যদেহের দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না ভাবিয়া কেবলমাত্র আত্মনিষ্ঠগণের দিব্যগতি প্রদর্শনপূর্ব্বক মর্ত্যযাদবাদিকে সংহারানন্তর স্বীয় তনুকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না পরন্তু নিজ-লোকেই লইয়া আসিলেন। অথবা, পূর্ব্বোক্ত আত্মনিষ্ঠগণও পাছে দিব্যগতি-লাভকে অনাদরপূর্ব্বক যোগবিভূতি-বলে স্ব-স্ব-দেহ-সিদ্ধি বিধান করিয়া এই প্রাপঞ্চিক-সংসারে নিরত থাকিবার জন্য যত্ন করিতে থাকে,—এই আশঙ্কায় তাহা যাহাতে না হয়, তদুদ্দেশ্যেই অর্থাৎ তাহা নিষেধ করিবার জন্যই তাঁহার অন্তর্দ্ধানলীলা।' (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

'তনু-কৃজননবপন্যায়বঞ্চ ঈহা—'তনুকৃজননাপ্যায়েহা'। 'প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ অজায়মানো বহুধা বিজায়তে' ইতি। 'অজাত-জাতবদ্বিষ্ণুরমৃত-মৃতবৎ তথা। মায়য়া দর্শয়েদ্বিদ্যমজানাং মোহনায় চ।'—ইতি ব্রাহ্মে। জগতো মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। দর্শয়েন্মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্বিভুঃ॥ প্রকাশয়েদদেহোঽপি মোহায় চ দুরাত্মনাম্। মায়য়া মৃতকং দেহং তথা সৃষ্ট্বা প্রদর্শয়েৎ। কুতো হি মৃতকং ভক্ত মৃত্যুত্রাসাৎ পলায়নম্॥ ইতি চ। 'জীব-বিক্ষোরভেদশ্চ দেহ-যোগ-বিয়োজনে। বিক্ষোর্দুঃখং ব্রুবিত্বাদি পরাভবস্তথৈব চ॥ অথাতস্ত্বাঞ্চ বেদাদাবুক্তবদ্-ভাসতে বিভোঃ। কচিদবিমোহায় দৈত্যানাং সুররাত্মনাম্॥ —ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। 'অগ্রাবক্রর্ষে দৈত্যী সত্যভামা বনে তথা। ন তু দেহ-বিয়োগোঽস্তি তয়োঃ শুদ্ধচিদাত্মনোঃ॥' ইতি চ।' অর্থাৎ

"তনুকৃজননাপ্যায়েহা-শব্দে দেহধারিগণের জন্মগ্রহণের ন্যায় এবং মৃত্যুলাভের ন্যায় চেষ্টা। শ্রুতি বলেন,—'সর্ব্বজীবের বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে বিচরণ করেন। তিনি বহুজীববৎ জন্মরহিত হইয়াও বহুরূপে অবতীর্ণ হন।'

ব্রহ্মপুরাণ বলেন,—'ভগবান্ বিষ্ণু মায়াবলে অজ্ঞানব্যক্তিগণের মোহনের নিমিত্ত জাত না হইয়াও জাত জীবের ন্যায় এবং মৃত না হইয়াও মৃত জীবের ন্যায় আপনাকে প্রদর্শন করেন।' অধিকন্তু—ভগবান্ পুরুষোত্তমই জগতের মোহনের নিমিত্ত মায়াময়ী চেষ্টা প্রদর্শন করেন। আবার বিভু বিষ্ণু স্বয়ং অদৃশ্যদেহধারী না হইয়াও দুরাত্মগণের মোহের নিমিত্ত মর্ত্যজীবের ন্যায় প্রকাশিত হন, তৎকালে তিনি মায়াবলে মৃতদেহ সৃষ্টি করিয়া প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ পরমাত্মা শ্রীহরির অমৃতত্বনিবন্ধন মৃত্যুদেহ কিরূপে হইতে পারে? ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন,—'বেদাদিতে কোথাও কোথাও দুরাত্মা দৈত্যগণের মোহের নিমিত্ত জীব ও ঈশ্বর-বিষ্ণুর অভেদ: জীবের ন্যায় বিষ্ণুর দেহযোগ ও দেহত্যাগ, তাঁহার দুঃখ, রিপক্ষের শরাদি-নিক্ষেপজনিত তাঁহার দেহের ছেদ-ভেদাদি, তাঁহার পরাজয় এবং অসাতন্ত্র্য অর্থাৎ অন্যের বশ্যতাদি প্রভৃতি চেষ্টা যেন আপাত-দৃষ্টিতেই কথিত হইয়াছে।' অগ্রে ভীষণ-চরিত্রা কল্পিতা, পরে সত্যভামা বনমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। শুদ্ধচিদাত্মা তাঁহাদের উভয়েরই প্রাকৃত জীববৎ দেহবিয়োগ নাই।" (—শ্রীমদ্বলদেবাচার্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য)।

'যাদবগণেরই যখন প্রাকৃতত্ব ছিল না, তখন রাম ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?—এইরূপ সিদ্ধান্ত-স্থাপনমুখে বলিতেছেন। যে যাদবগণ তদীয়-দেহ অর্থাৎ শুদ্ধ-ভাগবত-চতুষ্পারী পার্ষদ, তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব-রূপা চেষ্টা কেবল কৃষ্ণের ন্যায় মানুষকরণ বলিয়াই জানিবে। যেমন কোন ইন্দ্রজাল-বেত্তা নিজের বা পরের জীবিত-দেহকে নিহত ও ধ্বস্ত করিয়া পুনরায় উহার জন্ম প্রদর্শন করে, ঠিক তদ্রূপ। বিশ্বসৃষ্ট্যাদির কারণ অচিন্ত্য-শক্তিমান্ তাঁহার পক্ষে তাদৃশ শক্তিমত্তা বিচিত্র নহে। এইরূপ 'সীতায়াধিষ্ঠো বহিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ। তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহিপুরং গতা॥ পরীক্ষা-সময়ে বহিঃ ছায়া-সীতা বিবেশ সা। বহিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ॥'—এই বৃহদগ্নিপুরাণ-বাক্যানুসারে প্রাকৃতজীব রাবণ কর্তৃক অপ্রাকৃত ভগবল্লক্ষ্মী সীতাহরণের আধিকী বা মিথ্যালীলার দৃষ্টান্তাভাস এবং শ্রীলক্ষ্মণাদির প্রতিও মূঢ় জনগণের অসত্য-প্রতীতির দৃষ্টান্তাভাস মায়িকলীলা বর্ণন করিতে গিয়া প্রবেশ করাইয়াছেন।

অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ যাদবগণের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণের পালা বলিয়া অন্যান্য ব্যক্তির মৃত্যুলাভও সম্ভব হয় নাই। সেই কৃষ্ণ কি নিজজন যাদবগণকে রক্ষণে সমর্থ ছিলেন না? অতএব যাদবগণের যে অন্তর্ধান (দেহত্যাগ-লীলা) বর্ণন, তাহা তাত্ত্বিকলীলানুগত নহে; পরন্তু তাঁহাদের সশরীরেই গোলোক-গমন—অতীব যুক্তিসঙ্গত।

যদি বলা যায় যে,—'যাদবগণ না হয় সশরীরেই স্বধামে গমন করেন, কিন্তু ভগবান্ যখন বিরাজিত হইয়াই আছেন, তখন তাঁহাদের ত' ভগবদ্বিরহদুঃখ ছিল না; পরন্তু ভগবান্ যদি নিজজনরক্ষণে সমর্থই ছিলেন, তাহা হইলে তিনি মর্ত্যলোকের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত যাদবগণের সদৃশ অন্যান্য পার্ষদগণকে আবির্ভূত করাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া কিয়ৎকাল যাবৎ কেন মর্ত্যলোকে প্রকট থাকিলেন না?' তদুত্তরে সিদ্ধান্তস্থাপনমুখে ভগবান্ ও যাদবগণ, উভয়েরই যে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ অব্যভিচারি, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। 'যদিও ভগবান্ অনেক-শক্তিমান্, তথাপি যাদবগণকে অন্তর্হিত করিয়া 'যাদবগণ ব্যতীত এই মর্ত্যলোকে আমার কি প্রয়োজন?' এই অভিপ্রায়েই ভগবদ্ধামগত যাদবগণের গতিই নিজের অভিপ্রেত বলিয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক ভগবান্ এই ভূলোক আর কিঞ্চিৎকালও নিজ-হস্ত অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না; পরন্তু স্বয়ংই স্বলোকে লইয়া গেলেন।'—(ক্রমসন্দর্ভ)।

'ভগবান্ ও তদীয় পরিকরগণের লক্ষলোকদৃষ্ট অন্তর্ধান-শ্রবণে দুঃখিত পরীক্ষিৎ-মহারাজকে শ্রীশুকদেব লীলাতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বর্ণন দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। দেহবারি-জীবগণের ন্যায় পরমেশ্বরের জন্মচেষ্টা ও মরণচেষ্টা মানুষকরণ বলিয়াই জানিবে, পরন্তু বস্তুতঃ বা তত্ত্বতঃ নহে। শুক্র-শোণিত-বিকৃত-দেহধারি-জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু, উভয়ই জড়সুখদুঃখময়; কিন্তু চিন্ময়বিগ্রহ পরমেশ্বরের আবির্ভাব ও তিরোভাব, উভয়ই সম্পূর্ণ কেবলচিৎসুখময়। 'অনাদেরমদেহস্য রূপং ভগবতো হরেঃ। আবির্ভাব-তিরোভাবাবস্তোক্তে প্রাকৃতোচিতে॥'—ইতি ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলেন,—'ভগবান্ হরির রূপ অনাদি দেহজ ও উপাদেয়তা-রহিত। তবে যে উহার সম্বন্ধে 'গ্রহণ' ও 'মোচন' (অর্থাৎ ত্যাগ), এই শব্দদ্বয় কথিত হয়, তাহা তাঁহার 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' বলিয়াই জানিতে হইবে।

ঐন্দ্রজালিক নট যেমন (জীবদ্দশায় অবস্থান করিয়াই) নিজের ও পরের মিথ্যাকৃত জন্ম ও মৃত্যু প্রদর্শন করে, তদ্রূপ। ভগবান্ স্বয়ংই বিকল্পে পূর্ব্বোক্ত মুনিশাপনিবন্ধন দ্বারা উৎপাত, পরস্পরের প্রতি কলহ, শস্ত্রাস্ত্রাঘাত-প্রহারাদি সৃষ্টি করিবার পর তন্মধ্যে যোগধারণাবলম্বন সেই মর্ত্ত্য যাদব-গণের সহিত স্বয়ং এরকায় প্রবেশপূর্ব্বক ক্ষণকাল ক্রীড়া ও পশ্চাৎ সংহার করিয়া স্বীয় মায়াবলে তাহা হইতে বিরত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

যদিও ভগবান্ নিরঙ্কুশ-ঐশ্বর্য্যময় এবং অশেষ শক্তিমান্, তথাপি যাদবাদিতে প্রবিষ্ট-দেবগণকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া নিজের ও পার্ষদ যাদবগণের শরীর এই মর্ত্ত্যলোকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু অন্তর্হিত করিতেই ইচ্ছা করিলেন ; যেহেতু মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার আর কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ ভগবান্ মর্ত্ত্যলোকের অপেক্ষা করেন নাই, পরন্তু স্বীয়ধাম গোলোকেরই অপেক্ষা করিয়াছেন। স্বর্গস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় মর্ত্ত্যলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় তাঁহাদেরই প্রার্থনায় স্বর্গস্থিত ব্রহ্মাদি দেব-গণের প্রতি স্বীয় বৈকুণ্ঠগমন প্রদর্শন অর্থাৎ জ্ঞাপনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন,—ইহাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন। অন্য প্রকার ব্যাখ্যা পূর্ব্বোক্ত ভাঃ ৩।২।১১ শ্লোকস্থিত শ্রীউদ্ধববাক্যের বিরুদ্ধ বলিয়া শুদ্ধ ভক্তগণের নিকট অগ্রাহ্য এবং 'উহা যে অসুরসম্মত ও ভক্তগণের অগ্রাহ্য তাহা স্বয়ং শ্রীউদ্ধবই। ভাঃ ৩।২।১০ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—'ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যে-সকল মর্ত্ত্য যাদব এবং শিশু-পালাদি যে-সকল ভগবানের বৈরভাবাশ্রিত বিরোধিগণ প্রাকৃত বিরোধমূলে ভগবানের নিন্দা করে, তাহাদের তাদৃশ বাক্যে কৃষ্ণার্পিতচিত্ত আমার বুদ্ধি কখনও মোহপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি উহাতে মোহপ্রাপ্ত হয়, তাঁহারাও নিশ্চয়ই মায়া-মূঢ়।'—(শ্রীবিশ্বনাথ)।

(শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত মহাভারত-তাৎপর্য্যে ১ম অঃ ৭৯-৮০) ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর কোথাও জীববৎ জন্মগ্রহণই নাই সুতরাং তাঁহার মৃত্যুই বা কোথায় ? তিনি কাহারও দ্বারা বধ্য নহেন বা মোহপ্রাপ্ত হন না। নিত্যানন্দৈকস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের দুঃখই বা কোথায় ? সর্ব্বজগতের উপর প্রভুত্ব করিয়াও ভগবান্ শ্রীহরি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় আপনাকে দুর্ব্বল দেখাইয়া নিত্যলীলাসমূহ অনুষ্ঠান করেন। তবে যে তিনি কখনও কখনও নিজের স্বরূপ জানেন না বা সৈরবৎ পত্নী-বিরহে দুঃখী হইয়া সীতার অন্বেষণ করেন, ইন্দ্রজিতের দ্বারা নাগপাশে বদ্ধ হন,—ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা তাঁহার অসুরমোহিনী লীলা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তিনি যে অসুরের শস্ত্রাঘাতে মোহপ্রাপ্ত হন, ছিন্নমস্ত হইয়া কবির মোক্ষণ করেন, অজের ন্যায় অন্যের নিকট আসিবার ইচ্ছা করেন এবং দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন,—ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা অসুর-গণের মোহের নিমিত্ত নটের নাট্যাভিনয়ের ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন ; সুরগণ উহাকে 'অসত্যকূহক' অর্থাৎ মিথ্যা বঞ্চনামাত্র বলিয়াই জানেন। ভগবান্ শ্রীহরির যে প্রাচুর্ভাব ও তিরোভাবাদি-লীলা, তাহা প্রাকৃত দেহধারী জীবের ন্যায় নহে, পরন্তু তৎসমুদয়—নির্দ্দোষগুণ-সম্পূর্ণ। তদ্ব্যতীত যে; অন্যথা-দর্শন, তাহাতে দুষ্টগণই, এমন কি, ভগবদ্ভিন্ন সমস্ত সজ্জন ব্যক্তিগণও মুগ্ধ হন। পরমাত্মা শ্রীহরির এই লীলা—জীবগণের স্ব স্ব চিত্তবৃত্তির যোগ্যতানুযায়ি-ফল-প্রাপ্তি-নিমিত্তই জানিতে হইবে।

(ঐ মহাভারত-তাৎপর্য্যে ৩২ অঃ ৫৩-৩৪) 'ভগবান্ হরি যে যে আবির্ভাবকালে ভ্রান্তি বা মায়া প্রদর্শন করেন না, সর্ব্বজীবপ্রভু ঈশ্বর অচ্যুত স্বয়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইয়াও সেই সেই তিরোভাবেই আবার জীবদেহের ত্যাগানুকরণে অসুরগণকে অন্ধতমো-লোক লাভ করাইবার নিমিত্ত মোহিত করিয়া পরিত্যক্ত মৃতদেহবৎ অপর একটী ভৌতিক দেহ সৃষ্টি করিয়া উহাকেই পৃথিবীতে শয়ান রাখিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন।'

শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ে 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য' বলিয়া প্রসিদ্ধ তার্কিক-কবি-কেশরী শ্রীব্যাসরাজস্বামি-কৃত 'যুক্তিমল্লিকা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'শুদ্ধিসৌরভ' নামক অংশে ১৮—৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য), এবং ৩৭-৩৯ সংখ্যায়—"চক্ষুর্দ্বারা চন্দনকাষ্ঠ দর্শন করিলে, 'ইহা সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ,—চন্দনকাষ্ঠের সম্বন্ধে এই যে সুগন্ধবিষয়ক জ্ঞান, তদ্বিষয়ে চক্ষুঃ নাসিকারই সাহায্য গ্রহণ করে ; অন্যথা, পূর্ব্বে নাসিকা দ্বারা চন্দনকাষ্ঠের সৌরভ অনুভূত না থাকিলে, চক্ষুর্দ্বারা দর্শনমাত্রেই যেমন উহার সৌরভ-জ্ঞান হইতে পারে না, তদ্রূপ অন্যান্য প্রমাণগুলিও প্রৌঢ়ার্থ-জ্ঞাপনে শ্রুতিরই সাহায্য গ্রহণ করে ; সুতরাং অপ্রাকৃত-বস্তুর উপলব্ধিতে শ্রুতিরই প্রাবল্য বলিয়া অপ্রাকৃত

বস্তুবিচার-বিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহ উপজীব্য শ্রুতির বিরোধ-নিবন্ধন স্বার্থসাধনে সমর্থ নহে ; অতএব ঈশ্বর তত্ত্ব-বিচার-বিষয়ে অক্ষগণের দোষদৃষ্টি কখনই প্রমাণ হইতে পারে না।"

এতদ্ব্যতীত গীতার ৪।৬, ৯, ১৪ ; ৭।৬, ৭, ২৪, ২৫ ; ৯।৮, ৯, ১১, ১২, ১৩ ; ১০।৩, ৮ ; ১৬।১৯, ২০ প্রভৃতি শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য।

অতি অলক্ষিতে,—(৬।১১।৩১।৮-৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি—) 'দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখা ন বিদন্তং যদ্যায়নি। অবিস্তিতগতিং কুহকং দুরত্যয়াতিবিস্মিতাঃ। সৌম্য-মস্তা যথাকাশে যান্ত্যা তিস্থাত্তথগতিঃ। গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ।' অর্থাৎ—

অচিন্ত্যগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশকালে ব্রহ্মপ্রমুখদেবগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, কেহ কেহ বা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। মেঘমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুতের আকাশ-গমনকালে মানবগণ যেমন উহার গতি লক্ষ্য করিতে পারে না ; পরন্তু দেবগণই উহা লক্ষ্য করিতে পারেন, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি-দেবগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চ-পরিত্যাগরূপ অন্তর্ধান-গতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, পরন্তু কেবল তদীয় পার্ষদগণই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন।

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

[ইংরাজী ১২শে মে, ১৯৬০ রবিবারের "Hindusthan Standard" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'গৌড়ীয় মিশন' সম্বন্ধে মন্তব্য]

GAUDIYA MISSION

"The Gaudiya Mission, a well-known religious order, was founded by late Thakur Bhaktivinode to preach the cult of Divine Love as propagated by Sri Gauranga. Its present expansion was due to the untiring efforts of the late Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati, the successor to the founder of the Mission and it has at present 74 branches spread all over India including a branch in London. It is gratifying that the Mission has now been registered and it is seen from its Memorandum and Articles of Association that the constitution of the Mission has been made as broad as could be desired to give a public and democratic character to it. It is expected that under the run in a spirit that would go to help present arrangements the activities of the Mission would be the propagation of true Vaishnavism which is its object and serve as an inspiration to all devout Vaishnavas.

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রত

ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল জয়দেব গোস্বামি-কৃত দশাবতার-স্তোত্র, শ্রীশ্রীল প্রভুর স্বামিপাদ ও শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভুর কীর্ত্তিত শ্রীনৃসিংহস্তবাবলী পাঠ ও মহাজন-বিরচিত সঙ্গীত অধিবাসগৃহ নাট্যমন্দিরে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের পাশ্চাত্য-প্রবাসের বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গে জাগতিক শান্তি বা peace, নির্জনবাসী বৌদ্ধের বিকৃত মত, তথা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকারীর শান্তি-চেষ্টা ও উপনিষদের পরা শান্তি, যাহা শ্রুতিতে "তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং" প্রভৃতি মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে কিছুকাল হরিকথা কীর্তন করেন।

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী উপলক্ষে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের পাদপদ্মে মন্ত্রগুরু হইতে "পরমার্থ"র সম্পাদক শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাপাত্র, ঢাকা হইতে "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক সহিত শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বিদ্যাবিনোদ, "কীর্তন"-পত্রের সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, গভর্ণিং বডির সভ্য শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, শ্রীপাদ শিবেশ্বরাশ্রমবিগ্রহ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাণ্ডী বি-এ, বি-ই-ডি, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস প্রভৃতি বহু ভক্ত উপস্থিত হইয়াছেন।

গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডির উদ্যোগে ও শ্রীল আচার্যদেবের আদেশে সমস্ত ভক্তিপ্রতিষ্ঠানে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি সংকীর্তন-মুখে পালিত হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে প্রচার

কাশীতে—গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে কাশী শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ গত ২৬শে এপ্রিল বারাণসীর দারাগঞ্জ-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টার মিঃ বি, উদ্ভিনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের ভবনে সদ্গুরু ও অসদ্গুরুর মধ্যে পার্থক্য, গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি গুরুতত্ত্ব-বিষয়ক বহু কথা কীর্তন করেন। উক্ত দিবস তাঁহারা শ্রীযুক্ত রাজেশ্বরীপ্রসাদ মহাশয়ের সহিত ভক্ত ও ভগবানের মাহাত্ম্য এবং সবিশেষ ও নির্বিশেষ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গত ২৭শে এপ্রিল উক্ত সেবকগণ হ্যারিসন বৈঞ্জলী কলেজের কেমিষ্ট্রীর প্রধান অধ্যাপক মিঃ এস্ এন্, নাগর এম্-এস্-সি, বি-টি মহোদয়ের বাসভবনে কিছু সময় হরিকথা কীর্তন করেন এবং তৎপর দিবস শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ডাঃ আটিকর এম্-এ, ডি-লিট্; শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মেহেতা এম্-এ, বেভিষ্ট্রার; মিঃ নারলিকার, ডাঃ রাজনাথ এম্-এ, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন), ডাঃ বি, দর্শনাচারী, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মিঃ পি, সি, রায় (আন্নামালাই ও ত্রাভাঙ্কোর অধ্যাপক), মিঃ এস্, কে, বসু ক্যাপ্টেন মিঃ বি, চাটার্জী প্রভৃতি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সহিত বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য, গুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধত্ব ও অহৈতুকী কৃপার কথা শাস্ত্রযুক্তিমূলে আলোচনা করেন।

বালেশ্বরে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক বালেশ্বর জেলার বিভিন্ন স্থানে কিছুদিন যাবৎ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা গত ২রা—৩রা মে পর্যন্ত বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত আকহা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শঙ্কর দাসাধিকারী, নইজরা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পরিড়া ও চূড়ামণিপুর-নিবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ গিরি মহাশয়ের ভবনে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৭ই মে উক্ত চূড়ামণিপুরে প্রাতে একটি সংকীর্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। উক্ত দিবস ও তৎপর দিবস সন্ধ্যায় সেবকগণ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ গিরি মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। ৭ই ও ৮ই তারিখে তাঁহারা পাণো গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দে এবং কমারশালিয়া গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ পরিড়া মহোদয়দ্বয়ের গৃহে ক্রমান্বয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পাটনায়—গত ৬ই মে পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ আর্, ব্লক্ নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বিকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মাতা দেবহূতির প্রতি কপিলদেবের উপদেশ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীহট্টে—ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ শ্রীহট্টজেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা উক্ত জেলার পাগলা গ্রামে কিছুদিন হরিকথা প্রচার করিয়া বর্তমানে সুনামগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পাঠ-বক্তৃতাদি করিতেছেন।

মুদ্রাকর-প্রমাদ—গত (১৮শ বর্ষ) ৪০শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৬২৫ পৃষ্ঠার 'বিবিধ-প্রসঙ্গে'র প্রথম স্তম্ভে ২য় পংক্তিতে "১৯৪০" এর স্থলে "১৯৩৯" হইবে।

মুখস্থ বুলির সাহায্যে কেহ কৃপার পথের পথিক হইতে পারে না। কতকগুলি গদ্ মুখস্থ বলিতে পারিলেই যে কেহ কৃপার ভিখারী হইয়াছেন, তাহা বুঝায় না। আমরা অনেক সময় পত্র-ব্যবহারে বা সামাজিক শিষ্টাচারে ঐরূপ 'কৃপার ভিখারী' বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু তাহা কৃপাকাঙ্ক্ষার লক্ষণ নহে। পূর্ণ নিষ্কপট না হইলে সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা নমস্কার বিধান না করিলে, সমস্ত জড় অভিমান পরিত্যক্ত না হইলে কৃপার জন্য নিষ্কপট-আর্ত্তি হৃদয়ে আসে না। আনুকরণিক দৈন্যের মত আনুকরণিক কৃপার প্রার্থী হওয়ায় কেবল মাত্র আত্মবঞ্চনাই প্রমাণিত হয়।

যিনি নিষ্কপট ভাবে কৃপার জন্য কাঙ্গাল তাঁহার স্বাভাবিক তৃণাদপি সুনীচতা, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জিহ্বায় সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম প্রভু নৃত্য করিতে থাকেন। কৃপার জন্য যিনি কাঙ্গাল হইয়াছেন, তাঁহার রসনা কখনও বাতব্যাধিগ্রস্ত বা জড়ত্বদশা-গ্রস্ত হয় না। তাঁহার চিত্ত কখনও জগতের কাম চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। কৃপার কাঙ্গালের জিহ্বাকে শ্রীহরিনামপ্রভু বলাৎকারে আত্মসাৎ করিয়া তদুপরি নিজ স্বেচ্ছাময় তাণ্ডব রচনা করেন এবং চিত্তকে সর্ব্বদা প্রগতিশীল বিরহ-বিধুর করিয়া রাখেন। 'কবে কৃষ্ণ-কৃপা পাইব'—এই চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসে। তাই একাধারে তাঁহার শ্রীহরির কীর্ত্তন, স্মরণ ও স্মরণ হইতে থাকে। মায়া তাঁহাকে কি করিয়া স্পর্শ করিবে? ইহাই মায়া জয় করিবার স্বাভাবিক উপায়।

শ্রীগীতা ও চণ্ডী

(৪)

"অভ্যর্চ্চিতে মধুরিপৌ নিখিলান্তরস্থে
তৃপ্তং ভবেদ্ত্রিজগদেব কিমত্র চিত্রম্।
চিত্রাণি যানি বদনে পরিনির্ম্মিতানি
তান্যেব তাদৃশি নিয়তং প্রতিবিম্বিতেঽপি॥"

(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা, অষ্টম-স্তবক ৩)

নিখিল লোকের অন্তর্য্যামী এবং আদিকারণ শ্রীহরি সম্পূজিত হইলে ত্রিভুবনই যে পরিতৃপ্ত হয়, ইহা কিছুমাত্রও বিচিত্র নহে, যেহেতু মুখমণ্ডলে যে-সকল চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহাই নিয়তভাবে প্রতিবিম্বিত মুখেও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

"গোবিন্দমানন্দসুধাসমুদ্রং ব্রহ্মেশপূজ্যং পরিপূজয়েদ্যঃ।
যেনৈকমাপ্যর্চ্চিতমেষ লক্ষ্মী স্ত্রৈলোক্যপূজ্যং স্বয়মাশ্রয়েত॥"

(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা, অষ্টম-স্তবক ৪)

যিনি ব্রহ্ম-শঙ্করপূজ্য আনন্দসুধাসিন্ধুস্বরূপ শ্রীহরির পূজা করেন, দেবেন্দ্রগণ-প্রার্থনীয়া লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং সেই ত্রিলোক-পূজ্য পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তই বলুন, আর শাস্ত্রের প্রমাণই বলুন, দেখা যায়, পতি বা স্বামী ব্যতীত প্রকৃতি কখনই মাতৃত্ব লাভ করিতে পারে না। বেদান্তের ঈক্ষত্যধিকরণস্থ বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, যেরূপ পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি জননীত্ব লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষ্ণুর মূলকর্তৃত্ব ব্যতীত প্রকৃতি বা শক্তি কোন কার্য্যই করিতে পারে না। শক্তিকে যখন জগজ্জননী, জগন্মাতা প্রকৃতি নামে বা ভাবে আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার পতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। পতি ব্যতীত কখনও স্ত্রী বা প্রকৃতি মাতা হইতে পারে না। যেখানে পতি ব্যতীত মাতৃত্ব কল্পনা করা হয়, সেখানে মাতাকে ব্যভিচারিণী বলা হয় মাত্র, কিন্তু মাতা কখনও ব্যভিচারিণী নহেন। তিনি পতির নিত্যসেবিকা ও পতির ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারিণী। যেখানে শক্তি স্বতন্ত্রা, সেখানে তাহাকে স্বৈরিণী স্বেচ্ছাচারিণী প্রভৃতি বলা হয়। পুরুষোত্তম-তত্ত্বের আনুষঙ্গিকভাবেই তাঁহার শক্তি অনুস্যূত আছেন। পুরুষোত্তম শক্তির অধীন নহেন, শক্তি পুরুষোত্তমের অধীনা।

পুরুষোত্তম-শব্দটি বলা মাত্রই তাঁহাকে শক্তিসমন্বিত বুঝা যায়। রাজা বলিলে যেরূপ রাজার অধীন প্রজা, রাষ্ট্র, রাজদণ্ড, সৈন্যসামন্ত সকলই আছে বুঝা যায়; সেইরূপ পুরুষোত্তম বলিলে তাহাতে তদধীন শক্তিও রহিয়াছে, বোঝায় হয়। অতএব যাহারা প্রকৃতিকে পরমেশ্বরী কল্পনা করিয়া পরমেশ্বরের প্রলয়কারিণী বিচার করেন অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রলয়-কারিণী মনে করেন, তাহাদের সেই কুবিচার রামা ও মাকে সমপর্য্যায়ে স্থাপনের ন্যায় অযৌক্তিক অদৈব বিচারমাত্র। মা'কে রামায় পরিণত করা যেমন অন্যায়; শক্তির প্রভু পতিকে শক্তির প্রভুত্ব জ্ঞান করাও তেমনি অন্যায়। পতিকে পত্নীর প্রভুত্ব পরার্থে-জ্ঞান প্রাকৃত সেবা ও ভোগ-বুদ্ধি হইতে উদিত হইয়াছে। মানবের চিত্তের এই ব্যভি-চারিণী ভোগবুদ্ধি মহামায়ার কপট-কৃপায়ই উদিত হয়। যোগমায়ার অকপট-কৃপায় ঐরূপ দুর্বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পারমার্থিকগণের প্রাথমিক পাঠ্য, আর চণ্ডী ব্যবহারিকগণের প্রাথমিক পাঠ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে কর্ম্মার্পণের এবং সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানে অনন্যশরণাগতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরমার্থিকগণের একমাত্র বর্ণপরিচয় ও প্রথম-শিক্ষা। আর চণ্ডীতে দেহাসক্ত কামী জীবগণের ব্যবহারকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে শৃঙ্খলতার দিকে পরিচালিত করিবার প্রথম পাঠ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ চণ্ডীতে ব্যবহারিকতার পরিচয় করাইয়া পারমার্থিক-তার প্রথম সোপান যে শরণাগতি ও জ্ঞান তাহা "শঙ্খচক্র-ন্যায়ে" উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে "যৎ করোষি যদশ্নাসি" শ্লোক (গীঃ ৯।২৭), "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" প্রভৃতি শ্লোকের ন্যায় একটি শ্লোকও চণ্ডীতে পাওয়া যায় না। শ্রীগীতার উপদেশ স্পষ্ট, সাক্ষাৎ ও পরিস্ফুট। কিন্তু চণ্ডীতে সেরূপ কোন উপদেশ নাই। গীতায় দেহ ও মনকে "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়", "ন জায়তে ম্রিয়তে বা", "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্", "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ", "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" প্রভৃতি শ্লোকে দেহ ও মনোধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া আত্মা ও আত্মধর্ম্মের স্বরূপ-বিজ্ঞানের বর্ণপরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু চণ্ডীতে আত্মধর্ম্মের কোন বর্ণপরিচয়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। সেবক সেব্যকে কোন্ স্বরূপে পূজা করিবে, সেব্যের স্বরূপ কি? সেবকের স্বরূপ কি? সেবা কি? তাহা গীতায় "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।", "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।", "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ", "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ" প্রভৃতি শ্লোকে সেব্যের স্বরূপ, "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি", "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" প্রভৃতি শ্লোকে সেবকের স্বরূপ এবং "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্", "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্", "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য", "ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা" প্রভৃতি শ্রীগীতোক্ত শ্লোকে সেবার স্বরূপ প্রভৃতি যেরূপ বলা হইয়াছে, চণ্ডীতে সেরূপ সুষ্ঠুবিচার ও সাধনপদ্ধতি দেখা যায় না। যদিও দেবতাগণের উক্তিতে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা" প্রভৃতি চণ্ডীর উত্তরচরিত পঞ্চম-অধ্যায়ের ১৪।১৬ হইতে ৭৮।৮০ শ্লোক পর্য্যন্ত চণ্ডীকে সর্ব্বভূতে চেতনা, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ চিতি, প্রভৃতিরূপে বর্ণন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা গীতার একাদশ অধ্যায় অর্থাৎ বিশ্বরূপ অধ্যায়ের স্তুতির ন্যায় প্রাকৃতরূপই বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে যোগমায়ার নিত্য-স্বরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন করিতে চাহেন, তাঁহারা যেমন গীতার বিশ্বরূপ বা বিরাট্ প্রাকৃতরূপ বা বিভূতি বর্ণনাকে বহুমানন করিতে পারেন না, তদ্রূপ দেবতাগণের স্তুতিতে চণ্ডীর পঞ্চমাধ্যায়ের উত্তরচরিতে সর্ব্বভূতে দেবীর যে বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেবীর চিৎস্বরূপ বা যোগমায়ার স্বরূপ বলিয়া কিছুতেই গৃহীত হইতে পারে না। কাজেই আমরা চণ্ডীমধ্যে যোগমায়ার প্রকৃত কোন স্বরূপের কথা পরিস্ফুটভাবে প্রাপ্ত হই না। কিন্তু গীতার বিশ্বরূপ-অধ্যায়েও শেষভাগে অর্জ্জুনের ইচ্ছাক্রমে ভগবান্ তাঁহার যে নিজস্ব স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন "স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ"—(গীঃ ১১।৫০), "দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন"—(গীঃ ১১।৫১) প্রভৃতি শ্লোকে ভগবানের নিজস্ব স্বরূপের কথা পাওয়া যায়।

অনেকে মনে করেন 'গীতা ও চণ্ডী' উভয়ের মধ্যেই যুদ্ধব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। গীতায় অক্ষৌহিণী যুদ্ধোদ্যোগ

মাত্র, আর চণ্ডীতে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধকৌশলের সুচারু বিস্তৃত বর্ণনা ; কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়, গীতা যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ নহে, চণ্ডী যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ। চণ্ডীতে অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষা দেবতাগণের প্রচুর বলিয়া তৎপ্রতিযোগী অসুর-গণকে জয় করিবার জন্য তাঁহারা দেবীকে খাটাইয়া লইতেছেন। অমুক ব্যক্তিগণ রিপুর তাড়নায় আচ্ছন্ন। কাজেই রিপু দমনের জন্যই তাহারা বাতিব্যস্ত, কিন্তু গীতায় কেবল বদ্ধজীবের কোন কথা নাই, "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" ইহাদ্বারা সর্ব্বভূতে সমদৃক্ হইবার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যে পরা ভক্তি, "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥" প্রভৃতি অভিধেয়ের কথা আছে, তাহা গীতার মধ্যে পাওয়া যায়। গীতায় অর্জ্জুন কৃষ্ণের দ্বারা যুদ্ধ করাইয়া লন নাই, কিন্তু কৃষ্ণকে নায়ক বা নিয়ামকরূপে বরণ করিয়াছেন। যুদ্ধ গীতার লক্ষ্য নহে, কেননা,—

"স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥"

—(গী: ১৮।৬০)

অর্থাৎ মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর, আবার অবশ হইয়া তাহাই অবশ্য করিবে। এই বাক্য দ্বারা ভগবান্ জানাইয়াছেন যে, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করার জন্য গীতায় এত উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ-পালনের জন্যও গীতায় এত উপদেশ উক্ত হয় নাই, কারণ পরবিধি বলবান্ এই ন্যায়ানুসারে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এই শ্লোকে তাহা স্পষ্টই নিরস্ত হইয়াছে। কাজেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যে যুদ্ধ তাহা পালন না করিলেও অর্জ্জুনের প্রত্যবায় হইবার কোন কারণ নাই ; যেহেতু শরণাগত বৈষ্ণবের কোন ধর্ম্ম-বিশেষ অকরণে প্রত্যবায় নাই, হরিসেবাই তাহার মূল কৃত্য। তবে অর্জ্জুন গীতা শ্রবণপূর্ব্বক যে যুদ্ধ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপালন নহে। কৃষ্ণে শরণাগতির পরিচয় মাত্র। অর্জ্জুন গীতা শ্রবণ করিবামাত্র যুদ্ধ অঙ্গীকার করায় উদ্ধবের ন্যায় প্রব্রজ্যাই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। যে কর্ম্ম ভগবদিন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বিহিত তাহা জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম বা ব্যবহারিক ধর্ম্ম নহে, তাহা কৃষ্ণসেবা।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

কিন্তু চণ্ডীতে এইরূপ সুন্দর বিচার পরিস্ফুট হয় নাই। কেননা, শ্রীবেদব্যাস 'চণ্ডী' যে অধিকারীর জন্য প্রণয়ন করিয়াছেন, সে অধিকার ব্যবহারিক জগতের মাত্র, পরমার্থ জগতের কিছুই নহে। গীতাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ এবং শরণাগতিমূলা ভক্তির সুন্দর মীমাংসা ও প্রকৃত সমন্বয় রহিয়াছে। সমন্বয় বলিতে "ভগা খিচুড়ী" নহে, যাহার যতটা মূল্য, যাহার যে-স্থান তাহাকে সেই স্থানে অধিষ্ঠিত রাখা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদি শরণাগতিমূলা ভগবদ্ভক্তি অর্থাৎ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ", "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু" এই সকল চরম শ্লোকই গীতার মূল সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা হইলে ভগবান্ একনিঃশ্বাসেই সেই কথাটি না বলিয়া কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা, জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, যোগের উপযোগিতা প্রভৃতি দেখাইলেন কেন ? ইহার একটি বিশেষ রহস্য আছে, যেমন বহু জিনিষ একসঙ্গে সাজাইয়া শ্রেষ্ঠ জিনিষকে দেখাইলে লোকের মনে শ্রেষ্ঠ জিনিষটী বাছিয়া লইবার সুযোগ হয়, আর শ্রেষ্ঠ জিনিষকে পৃথক্ দেখাইলে শ্রেষ্ঠ জিনিষের কদর অনেক সময়ে বুঝা যায় না, সেইরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির সহিত ভক্তিকে সাজাইয়া চরমে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইয়াছে। যখন যে জিনিষটি প্রথম বলা হইয়াছে, তখন সেই জিনিষের যে যোগ্যতা তাহারই প্রশংসা মাত্র করা হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বশেষে শরণাগতিমূলা ভক্তির প্রশংসা করায় ভক্তির সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠত্ব এবং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অন্যান্য সকলেরই ভক্তির অনুসরণ করিলে সার্থকতা হয়, ইহাই জানান হইয়াছে। চতুর দোকানদার গ্রাহক বা ক্রেতার যোগ্যতা পরীক্ষা-জন্য এক একটি করিয়া জিনিষ দেখায় এবং এক একটীর গুণপনা ব্যাখ্যা করিতে থাকে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান্ জিনিষটী যখন দেখান তখন সুচতুর গ্রাহক বুঝিতে পারেন পূর্ব্বোক্ত জিনিষগুলির যাবতীয় গুণ ইহার অন্তর্ভুক্ত ত' আছেই, এতদ্ব্যতীত ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

গীতায় শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্য, পরমাত্মজ্ঞান গুহ্যতর এবং ভগবজ্ জ্ঞান—তন্মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বগুহ্যতম ইহা কেবল তিনি একমাত্র তাঁহার

অত্যন্ত প্রিয় বস্তুটীও অন্য কাহাকেও প্রদান করেন না; ইহা তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারেন। এ বিষয়ে গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা", "ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে", "তমেব শরণং গচ্ছ", "ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং", "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ", "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ", ও "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে স্পষ্টই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 'গুহ্য', 'গুহ্যতর' ও 'সর্ব্বগুহ্যতম' এই তুলনামূলক কথাগুলি গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি। এরূপ তুলনামূলে সিদ্ধান্ত চণ্ডীতে দেখা যায় না। চণ্ডীর চরম শ্লোকসমূহ-পাঠে জানা যায়,—

"স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্।
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি।
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ।
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি।
বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি।"

—(চণ্ডী ১৩শ, উত্তর চরিত ১৯—২৪)

দেবী কহিলেন, হে মহারাজ সুরথ! তুমি অল্পদিনের মধ্যে শত্রুসমূহ নির্ম্মূল করিয়া তোমার নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। সেই রাজ্যে তোমার রাজত্ব অবিচলিত থাকিবে এবং মৃত্যুর পর সূর্য্যদেব হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তুমি সাবর্ণি নামক মনু হইয়া পৃথিবীতে খ্যাত হইবে। তদনন্তর দেবী সমাধি বৈশ্যকে বলিলেন,—হে বৈশ্য, তুমি আমার নিকট সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত যে বর প্রার্থনা করিলে তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি; তোমার জ্ঞান হইবে। সমাধি ও সুরথকে বর প্রদান করিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ দেবীর নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য হইতে উৎপত্তি লাভ করিবেন এবং সাবর্ণি নামে মনু হইবেন, এই পর্য্যন্তই চণ্ডীর বরদান। সুরথ রাজার দেবীর সাধনা ও কৃপাফলে যে মনুত্ব লাভ করিলেন, সেই ফল সিদ্ধির চরম ফল বলা যাইতে পারে কি? সমাধি বৈশ্য জ্ঞান লাভ করিবেন। এক্ষণে 'জ্ঞান'-শব্দটিকে যেরূপ ভাবেই ব্যাখ্যা করা হউক না, তাহাতে জ্ঞানের স্বরূপ পরিস্ফুট নাই। জ্ঞানকে যদি ব্রহ্মজ্ঞানও বলা যায়, তাহা হইলেও গীতার ভাষায় তাহা গুহ্যজ্ঞানে এবং সমাধি বৈশ্যের প্রতি সেই গুহ্যজ্ঞানের উপদেশ মাত্র করা হইয়াছে। কিন্তু গীতায় সর্ব্বগুহ্যতম জ্ঞানের স্বরূপ স্পষ্টভাবে বলিয়া অর্জ্জুনকে তৎপথে পরিচালিত করা হইয়াছিল বলিয়াই অর্জ্জুন গীতা শ্রবণ করিবার অন্তে বলিয়াছিলেন,—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

(গীঃ ১৮।৭৩)

অনেকে সুরথ রাজার রাজ্যলাভকে রূপক ব্যাখ্যার মধ্যে টানিয়া আনিয়া চণ্ডীর মাহাত্ম্য অধিকরূপে স্থাপন করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা ব্যাসদেবের ব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থ-সাম্রাজ্য-শিল্পী শ্রীব্যাসদেবের নির্দ্দিষ্ট ক্রমিক অধিকার অনুযায়ী সোপানকে আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে বিকৃত ও বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা। আজকাল এক সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে এবং সেই সম্প্রদায়ের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, যাহারা আত্মধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিরূপ দুষ্প্রাপ্য মণিমুক্তাকে প্রতিযোগিতামূলে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যখন শুদ্ধভক্তিরাজ্যের কোন প্রচারক নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করেন, তখন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামী সম্প্রদায় আপনাদের দোকানের জিনিষগুলির মূল্য অনেক কম বুঝিতে পারিয়া অমনি বলিয়া উঠেন,—আমাদের দোকানেও ঐ ঐ জিনিষ আছে, মহাপ্রভুর "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং" শ্লোকে কৃষ্ণের নিকট অহৈতুকী শুদ্ধভক্তির প্রার্থনা অর্থাৎ কেবল পূর্ণসচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের পূর্ণচেতন ইন্দ্রিয়ের সুখ কামনা করিয়াছিলেন শুনিয়া আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে কেহ হয়ত' অনুকরণ করিয়া বলিলেন—"মা আমি ধন, জন, মোক্ষ কিছুই চাই না, আমাকে শুদ্ধভক্তি দেও মা।" কেহ হয়ত' বলিলেন,—"আমি চিনি হ'তে চাই না মা! চিনি খেতে ভালবাসি।" কিন্তু এই সকল উক্তির কপটতা প্রকাশ হইয়া পড়িল, যখন সেই ব্যক্তিই বলিলেন—"অদ্বৈতবাদ জাঁচলে বেঁধে যা' ইচ্ছা তাই কর।" মা যে শুদ্ধভক্তি দিবেন সেই মার অস্তিত্ব কতদিন থাকিবে? আমি যে মা'র অস্তিত্ব ধ্বংস করিয়া—দু' দিন পরে শিবোঽহং বলিয়া তমক বাজাইব, তখন মায়ের ছেলে থাকিব ত? কামনা লইয়াই ত' মা'র সঙ্গে সম্বন্ধ; পরমেশ্বরের মাতৃত্বে চেতন প্রকাশিত না হইলে আমি যতই কেন না মুখে শুদ্ধা ভক্তির আনুকরণিক-প্রার্থনা আবৃত্তি করি, আমার

সেই প্রার্থনার মধ্যে কৃষ্ণভক্তিমাত্র শেষকথা হইয়া দাঁড়াইবে। শুদ্ধভক্তি কথাটাই আমরা বুঝি নাই। ভক্তিকে মনের উচ্ছ্বাস জ্ঞান করিয়া আমরা শুদ্ধা ভক্তির কল্পনা করিয়াছি, শুদ্ধা ভক্তি যে চেতনের নিত্যা বৃত্তি ও সেই চেতনের বৃত্তির এবং সেই বৃত্তির আস্পদ যে নিত্য; ইহা যে শুদ্ধ ভক্তির প্রথম প্রতিজ্ঞা তাহা আমরা আদৌ জানি না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত, শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ ব্যতীত শুদ্ধ-ভক্তিলতার আশ্রয়স্থল আর কোথায়ও নাই। দেবীধাম ত' দূরের কথা, বিরজা বা ব্রহ্মলোকে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তিলতার আশ্রয়যোগ্য কোন স্থান নাই, অধিক কি বৈকুণ্ঠের আড়াই-প্রকার রসেও শুদ্ধভক্তিলতা সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে মঞ্জরিত হইতে পারে না। একমাত্র অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি "রসো বৈ সঃ" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু কৃষ্ণই শুদ্ধভক্তিলতার সংকারতরু। আমার যাহার কাছে শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা করিব সেই দাতার ও স্থানের ক্ষমতা চাই। তাহার ভাণ্ডারে যদি ওতটা রত্ন থাকে, তবেই সেই দাতা ওতটা দিতে পারেন, মহামায়া দেবী-ধামের ঈশ্বরী। আর যোগমায়া কৃষ্ণধামের অধীশ্বরী। যোগমায়ার নিকটই কৃষ্ণভক্তি চাহিলে পাওয়া যায়, আর ভক্তিকে ব্যবহারিক বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলে কোন দিন অহৈতুকী ভক্তি-লাভ হয় না। তাহা ব্যবহারিকী ক্রিয়া মাত্র, উহা মহামায়ার বাঞ্ছনীবিদ্যা।

অনেকে বলিতে পারেন, "আমরা কৃষ্ণভক্তির কথা বলি না; আমরা 'কালীভক্তি' বা 'শক্তিভক্তি'ই চাই। কিন্তু তাহা অহৈতুক ভাবে চাই। অর্থাৎ তাঁহার নিকট ধন, অর্থ, কাম এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্ত না চাহিয়া কেবল তাঁহারই সেবা করিব, এই প্রার্থনা করি। তোমরা যেই স্থানে কৃষ্ণকে বসাইয়াছ, আমরা সেই স্থানে কালীকে বসাইব।" আজকাল এই প্রকার আনুকরণিক প্রতিযোগিমূর্ত্তি বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু জিজ্ঞাস্য,—তোমরা সেই শক্তিকে নিত্য রাখিতে পারিবে কি? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তোমরা বলিতে না সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে অভিলষিত বিষয়-ভোগ সহকারে নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা শেষে নির্ব্বাণ-মুক্তিই চণ্ডীর চরমোদ্দেশ্য। প্রথম হইতে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় অধিকতর ক্লেশ আছে। এজন্য প্রথমে সগুণ উপাসনা অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিবার আদর্শেই ইঙ্গিত চণ্ডীর মধ্যে পাওয়া যায়। তোমাদেরই মতে সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ নহে। নির্গুণ হইতে সগুণ ছোট, যাহা সগুণ তাহা মিশ্রিত; তাহা অমাবিল, শুদ্ধসত্ত্ব, নিরঞ্জন নহে। সুতরাং সগুণের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি কথাটী কেবল বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনা মাত্র। অহৈতুকী ভক্তি সগুণা নহে, তাহা নির্গুণা। 'হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ।' হরি নির্গুণ বস্তু। হরিতে ভক্তিও নির্গুণা। অহৈতুকী ভক্তি-যাজিগণ কখনও সগুণ বা প্রাকৃত বস্তুর অনিত্যসেবা করেন না। তোমরা অহৈতুকী ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পার নাই বলিয়াই নির্গুণ ভক্তদের কথার অনুকরণ করিয়া প্রতি-যোগিতামূলে 'মা আমায় অহৈতুকী ভক্তি দেও। এইরূপ অভক্ত-গণগচ্ছালিকাকে বঞ্চনা করিবার মত উক্তি উদ্গার করিতেছ। তুমি চিনি হইতে না ভালবাস, আর চিনি খাইতে না-ই ভালবাস, এই উভয়টিই যে তোমার কাম্য। তোমার ভালবাসা, আর, তোমার না ভালবাসা উভয়েই তোমার প্রীতি, তাহাতে তোমার ইষ্টের প্রীতি কোথায়? যথা তথা বা বিধাতুর্ন সম্পটঃ" অন্তরাত্মা হইতে ঐরূপ কথা তুমি কখনও চেতনের কর্ণে শুনিতে পাও নাই, তাই তোমার ভালবাসা, না বাসা নিয়া তুমি অকৈতব আত্মধর্ম্মের অনুকরণে আপনাকে অহৈতুকী ভক্তির যাজনকারী বলিয়া জাহির করিতে চাও? তোমার উক্তির কপটতা জগতের বহির্মুখ গণগচ্ছলিকা শতকরা শতজনই ধরিতে পারিবে না সত্য; কিন্তু 'কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক যে কৃষ্ণভক্ত' তিনি ধরিয়া ফেলিবেন।

চণ্ডীপাঠের প্রারম্ভে যে অর্গলাস্তুতি পাঠের ব্যবস্থা আছে তাহাতে দেখা যায়;—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি," 'মা! আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, আমার শত্রু বিনাশ কর।' কেহ কেহ বলিতে চাহেন,—এগুলি কামনামূলক প্রার্থনা নহে। "মা, জগৎময় যে তোমারই রূপ তাহা বুঝিতে দাও", "মা, আমার যে রূপের অভাব আছে তাহা দূর কর", "মা, আমি যেন সাধনসমরে জয় লাভ করিতে পারি", "মা আমার চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-হয়ের অধিকারী কর", "মা আমি যে তোমার পুত্র এই যশঃ আমায় দাও", "মা আমাকে সাধন-সমরে জয়লাভের যশঃ দাও", "মা আমার কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণকে নাশ কর", "মা আমার মুক্তিমার্গের শত্রুদিগকে নাশ কর।"

অর্গলা-স্তুতির ২৫শ শ্লোকে "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্" অর্থাৎ 'হে দেবি! আমায় চিত্তবৃত্তির

অনুরূপ মনোরমা ভার্য্যা দাও।'—এইরূপ ভোগবাদমূলক উক্তিকে সমর্থন করিবার জন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এখানে আমাকে এরূপ সহধর্ম্মিণী দাও সে যেন আমার অভিপ্রায় বা মনোবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারে, অথবা ঐ ব্যাখ্যাকে আরও উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাইবার জন্য বলিয়া থাকেন,—"মা! আমায় ভৈব প্রকৃতি দাও, সেই প্রকৃতি যেন আমার চিত্তবৃত্তিগুলিরই অনুসরণ করে।"

আবার কেহ কেহ বলেন,—নিজের দুর্ব্বলতা বা অজ্ঞতা লইয়া মা দুর্গার নিকট জগতের কথাই খুলিয়া আকাঙ্ক্ষী শিশু সন্তানের ন্যায় উৎকৃষ্ট পার্থিব বস্তুর প্রার্থনায় অন্ততঃ কপটতাদোষ থাকিতে পারে না। মায়ের নিকট চাহিতে কোন নিষেধ নাই, দোষ নাই, তিনি যে কল্পতরু, তিনি আর কেহ ন'ন তিনি যে আমার মা: চাহিতে হয়, তাঁহার নিকট চাও, বিমুখ হইবে না—সরল বিশ্বাসে চাহিও,—কে জানে ছোট জিনিষ, কে জানে বড় জিনিষ, অনন্তই হউক, আর আত্মজ্ঞানই হউক, যাহা চাহিবে তা'ই পাইবে। শুধু চাহিতে অভ্যাস কর। মা কোথায়, মা কি? সে অনুসন্ধান তোমাকে করিতে হইবে না—তুমি কেবল চাহিয়া যাও। তাঁহার নিকট কিছু জিনিষ প্রার্থনা করা বালকোচিত কার্য্য-মাত্র। নতুবা চাহিতে কোন দোষ নাই। চাহিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন না।

এই উল্লাসময়ী কথাগুলি ভোগময় চিত্তবৃত্তিতে গণ-গজ্জলিকার নিকট সাহিত্যালোচনা প্রকাশ করিয়া তাহাদের ভোগপিপাসিত প্রাণকে শীতল করিবে বটে,—ভোগের প্রতিযোগী ত্যাগের সহিত যুদ্ধকালে ভোগকে রাজমুকুট পরাইয়া ভোগের স্বারাজ্য কিছু সময়ের জন্য বিস্তার করাইয়া লইবে বটে, ত্যাগের স্থানের মত ভোগেরও স্থান আছে,—ভোগোন্মুখ ব্যক্তিদিগকে এই আশ্বাসবাণী শুনাইয়া তাহাদের কর্ণ জুড়াইয়া দিবে বটে, কিন্তু সরল শিশুর আব্দারের আবরণের মধ্যে যে কপটতার গুপ্ত ধনি রহিয়াছে, সেই বিষবহ্নি কথা জগতের ভোগোন্মুখ গণসজ্জলিকা শুনিতে প্রস্তুত না হইলেও নির্ভীক সত্য-বক্তা তাহা জগতের কোটী কোটী ব্যক্তির মধ্যে একজনও যদি প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি, প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কোন দিন শুনিতে প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য প্রকাশ করিয়া যাইবেন। আমরা অনেক সময়ে কপটতা করিয়া বোকা সাজি,—অনেক সময় প্রবল যুযুধানের তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়া সরল শিশুর অভিনয় করিয়া থাকি। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এই কাপট্যপূর্ণ জগতে বিরল নহে। বালকভাব, শিশুভাব প্রভৃতি দেখাইয়া কত যে কপট কামের বিরাট-মূর্ত্তি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু জগতে একান্ত মঙ্গলেচ্ছু ও মঙ্গল-উপদেষ্টার সাধ্য বিরল হইতেও বিরলতর, বিরলতর হইতেও বিরলতম বলিয়া সরলতার নামে কপটতার সেইসকল প্রচ্ছন্ন বহুরূপিণী মূর্ত্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দিবার মত সৎসাহস ও নির্ভীকতা দেখা যায় না। তাই সেই ভিক্ত কার্য্যটি—গণসজ্জলিকার রুচির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্য্যটি শ্রীগৌড়ীয় মঠের উপর শ্রীমহাপ্রভু কেন যে ভার দিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। এই ধর্ম্মজগতে অসংখ্য কপটতার কার্য্যের মধ্যে একটি কপটতা চলিয়াছে—বালক-ভাব; ইহা যেন, চোর, দস্যু, অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির কু-অভিসন্ধি ধরা পড়িয়া গেলে হাবা-বোকা সাজার মত। যেন, তিনি কিছুই জানেন না, যেন তিনি এ রাজ্যেরই লোক ন'ন। অনেক সময় কেহ কেহ অভিসন্ধিমূলে হত্যাকাণ্ড করিয়া বিচারকের নিকট পাগল সাজেন। কু-মতলবে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বোকা সাজেন। কু-অভিসন্ধিতে পরস্ত্রী-সম্ভাষণের ইঙ্গিত করিয়া তাহার ভ্রাতা, পুত্র ও কত কি সাজেন। বালকের সাজ পরিয়া যদি ভোগের তাণ্ডবটি চালান যায়, ভোগের তহবিল বৃদ্ধি করা যায়, তবে সেইরূপ কপটতা যে মায়াদেবীর কল্যাণে জগতের বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তিকে পাইয়া বসিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

আজকাল ভোগোন্মুখ চিত্তবৃত্তি ও তাহার প্রকাশক সাহিত্যে সরলতার কতরকার নমুনাই পাওয়া যাইতেছে, তাহার সীমা নাই। আধুনিক নারীপ্রগতির পক্ষপাতী এক শ্রেণীর ব্যক্তি বলেন—"নারীর 'সতীত্ব' কথাটি কেবল নারী-জাতিকে কৃত্রিম করিয়া তোলা। নারী যে একটি পুরুষেই তাহার সারা জীবনকে বলি দিবে, এরূপ কুসংস্কার ও কৃত্রিমতা কেন আমরা সহ্য করিব? প্রত্যেকেই চায়, আপনাকে বিস্তার করিতে, বিরাট্ করিতে, মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের দ্বারা আপনাকে সঙ্কুচিত করা নয়, কৃত্রিম করা নয়। পদে পদে ক্ষুদ্রের সংস্কারের বিরাট্ প্রাচীর তুলিয়া মুক্তি হ'তে আপনাকে দূরে ফেলিয়া দেওয়া নয়, নারীর হৃদয় যখন চায় আপনাকে একটী ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে রাখিবে না, তখনও যদি

সে তাহার হৃদয়কে বিস্তার করিবার জন্য অসংখ্য পুরুষের নিকট তাহার প্রাণকে বিস্তার করে, তাহার ভালবাসা ছড়াইয়া দেয়, তাহার প্রাণের স্পন্দনকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেখায় তাহা হইলে তাহাই ত' সরলতা'। তুমি কুসংস্কারের বৈনিক প্রাচীর তুলিয়া যাহাকে ব্যভিচার বলিতেছ, তাহা তোমার সঙ্কীর্ণতা মাত্র, আর ঐ যে তেজস্বিনী মহিলা তাহাকে সমাজের নিন্দা-গ্লানি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আপনাকে বহুর নিকট বিলাইয়া দিতে চাহিতেছেন, তাহাই প্রকৃত সরলতা।"

বর্ত্তমান যুগে কামের উদ্দামমূর্ত্তিকে, ভোগের অতৃপ্ত-লালসাকে এইরূপ ভাবে সরলতার মনোহারিণী মূর্ত্তিতে সাজাইবার যে বহির্ম্মুখিনী চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে মহামায়ার হাত আছে। মহামায়া অসংখ্য মোহের জননী। সুতরাং বহির্ম্মুখ মানবকে যত প্রকারে পারা যায় বঞ্চনা করিয়া, তাঁহার এই দুর্গে—এই ত্রিতাপের জেলখানায় পুরিয়া ক্রমে ক্রমে শোষন করিতে করিতে পুরুষোত্তমের পাদপদ্মে লইয়া যাইবে। তাই লীলাময়ীর এই লীলা। সেই লীলায় মুগ্ধ হইয়াই কেহ কেহ মনে করিতেছে—সরল শিশুর সাজ পরিয়া যদি আমার ভোগের কামনাকে চরিতার্থ করা যায়, মহামায়ার নিকট হইতে শুভরশ্মি ভোগোপকরণ চোরেন করা যায়, তবে মন্দ কি? মানুষ যখনই যে অন্যায় করে তখনই বিবেকের অন্তর্নিহিত বাধার সহিত অন্তরে অন্তরে যুদ্ধ করিবার জন্য—মনকে প্রবোধ দিবার জন্য একটি না একটি সমর্থনের কবচ পরিয়া ফেলে। হৃদয়ক্ষেত্রে এই কার্য্যটি বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় খুব দ্রুত বেগে ঘটিয়া থাকে। তাই অনেক সময়ে আমরা ইহার মধ্যে ব্যবধানগুলি ধরিয়া উঠিতে পারি না। বারবনিতা যখন দেহ বিক্রয় করে তখনও সে তাহার এই কার্য্যকে সরলতা এবং প্রয়োজনীয় বলিবার যুক্তি ও সমর্থন খুঁজিয়া থাকে। তাহার ভোগোন্মুখ দুষ্টি যুক্তি সমর্থন এবং নজিরগুলি আহরণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি স্বর্গেশ্বরীর নজির ও তাহাদের যশঃ, কীর্ত্তি ও শাস্ত্রপ্রসিদ্ধির দোহাই দিয়া, কলা-বিদ্যাসংরক্ষণের যুক্তি দেখাইয়া, মানবোচিত স্বভাবের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া তাহারা তাহাদের ব্যভিচারকেও সমর্থন করিয়া থাকে। এই সকল কথা জগতে—প্রকৃতির রাজ্যে আছে ও চিরকাল থাকিবে। কিন্তু যেখানে জগদতীত বস্তুর উপাসনা ও ধর্ম্মের কথা, সেখানে কপটতার বিন্দুমাত্র বিকাইবে কেন? ইহাই গীতায় বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন,—সব জায়গায় ত' কপটতা আছেই, কপটতার মূল ভেদ করিবার জন্য যে রক্ষা-কবচ পরিধান করিলাম, কপটতার পারিপার্শ্বিকতা ও ওতপ্রোত ভাবে কপটতার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যে দুর্গে প্রবেশ করিলাম, সেই রক্ষা-কবচের ভিতরে, সেই দুর্গের ভিতরেও যদি জগতের কপটতার সংস্পর্শ কোনরূপে কোন ভাবে লুকাইয়া রাখি,—'কপটতা ছাড়িলে বাঁচিব কিরূপে—আমার নিত্যসঙ্গী রোগ হইতে মুক্ত হইলে আমার কি দশা হইবে?' এই ভাবিয়া যদি আত্মহারা হই, তাহা হইলে কোন দিন আত্মরক্ষা হইবে না।

কামনা সরল শিশুর ভাবের দোহাই দিয়াই হউক, শিশুর সরলতার সাজ পরিয়াই হউক কাম : কামনাই; তাহা কাম—আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি। প্রাকৃতজগতে—ভোগোন্মুখ চিত্তবৃত্তির সহানুভূতির মধ্যে শিশুর কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি থাকিতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত সত্যের রাজ্যেও শিশু বলিয়া সাত-খুন মাপ হইবে না। শিশুই হউক, আর বৃদ্ধই হউক, আগুনে হাত দিলে উভয়েরই হাত পুড়িয়া যাইবে। শিশুর কামনা ও বৃদ্ধের কামনা উভয়ই কামনা। প্রাকৃত জগতে ভোগোন্মুখ ব্যক্তির শিশুর কামনার প্রতি যে সমবেদনা হয় এবং চিত্তবৃত্তি আকৃষ্ট হয়, তাহাকে নিত্য ধর্ম্মের অপ্রাকৃত জগতে বহন করিয়া লইয়া গেলে ঐ ধর্ম্মের নাম হইবে প্রাকৃত সহজিয়া-ধর্ম্ম।

———

চন্দ্রন

[১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, ইং ২৪শে মে ১৯৩০ "মাতৃভূমি" (কলিকাতা সংস্করণ) পত্রিকায় প্রকাশিত]

অছিদ্বয়ের গৌড়ীয়মঠ দখলের চেষ্টা

মহামান্য হাইকোর্ট যে উইলের প্রবেট মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার বলে বাবু কুঞ্জবিহারী সাহা (বিদ্যাভূষণ) ও পরমানন্দ বিশ্বাস অছিদ্বয় বিগত ২৮।৪।৩০ তারিখে উত্তর কলিকাতা বিভাগের পুলিশ ডেপুটী কমিশনারের নিকট গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির কতিপয় সদস্যের বিরুদ্ধে কলিকাতা বাগবাজারে অবস্থিত গৌড়ীয় মঠে তাঁহাদের কার্য্য পরিচালনার অধিকার প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। এই আবেদনের বিরুদ্ধে গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডি এই অবস্থার বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাদের সভায় গৃহীত মন্তব্য ২২।৪।৩০ তারিখে উক্ত ডেপুটী কমিশনারের সমীপে দাখিল করেন।

হাইকোর্টের এডভোকেট্ ও সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই বিষয়ে আইন-সঙ্গত অভিমত এই যে, কোন উইলের প্রবেট মঞ্জুর হইলেই তাহা অছিগণকে সম্পত্তির অধিকার প্রদান করে না। সম্পত্তির অধিকার পাইতে হইলে অছিগণকে ঐ সম্পত্তিতে তাহাদের স্বত্ব আছে, ইহা যোগ্য আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে। যতদিন উহা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অছিগণের সেই সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই এবং তাহারা গভর্ণিংবডির কার্য্য পরিচালনায় কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। যদি তাহারা উক্ত সম্পত্তি অধিকার করিবার চেষ্টা করে বা কার্য্য পরিচালনায় কোন প্রকার বিঘ্ন জন্মায় তাহা হইলে গভর্ণিংবডি পুলিশের সাহায্য ও আইন আদালতের আশ্রয় পাইতে পারিবেন। হাইকোর্টের এডভোকেট্ ও গভর্ণমেণ্টের উকিল শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই আইন-সঙ্গত মতও উক্ত ডেপুটী কমিশনারের নিকট উপস্থিত করা হয়। ডেপুটী কমিশনার উভয়পক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া অছিগণের প্রার্থনা আমলে আনেন নাই এবং বিগত ২২।৪।৩০ তারিখে থানা অফিসারকে আদেশ দিয়াছেন যেন মঠ হইতে পুলিশ পাহারা উঠাইয়া আনা হয়।

বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ ব্যক্তিগত সম্পত্তি—এই ধারণামূলে বাবু কুঞ্জবিহারী সাহা (বিদ্যাভূষণ) যে, মঠের অধিকার হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ডেপুটী কমিশনারের আদেশে ব্যর্থ হইয়াছে এবং বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ নামক পাবলিক্ ট্রাষ্ট সম্পত্তি পূর্ব্ববৎ গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডির দখলেই থাকিল।

'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থ সম্বন্ধে সাধারণ সংবাদপত্রের মন্তব্য

["দুগান্তর" (কলিকাতা সংস্করণ) ১২ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৩৩৭]

শ্রীচৈতন্যদেব—পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ বিরচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান—মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা। মূল্য—১।০

শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র সংক্ষেপে এইরূপ মৌলিকতার সহিত বঙ্গভাষায় আর রচিত হয় নাই, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ব ও তাঁহার সমসাময়িক জগতের রাজনৈতিক অবস্থা, বঙ্গের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম-জগতের অবস্থা, বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চ্চা, সমসাময়িক পৃথিবীর ইতিহাস এবং বিশেষভাবে নবদ্বীপের বহু দুষ্প্রাপ্য ও সুলভ ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও দার্শনিক তথ্য গভীরভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সমগ্র চরিত্র বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থদ্বারা সুবিস্তীর্ণ একশত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত-গ্রন্থ ও শিক্ষা এবং পরিশিষ্টে শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত শ্রীশিক্ষাষ্টক অন্বয় ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রদত্ত হইয়াছে। আলোচনার বিশেষ সুবিধার জন্য নবদ্বীপের একটি মানচিত্রও এই গ্রন্থে সংযোজিত করা হইয়াছে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব

মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে—পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণানুসন্ধে ও নির্দ্দেশানুসারে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২০শে মে সোমবার সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবতিথি মহোৎসব শুচুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছেন। অতি প্রত্যূষে যথারীতি আরাত্রিকান্তে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীনরসিং ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অপরাহ্নে শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ-উপাখ্যান ও শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে—শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রতোৎসবোপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিক ও বন্দনার পর প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে 'দশাবতার-স্তোত্রম্', শ্রীনৃসিংহপ্রণামমন্ত্র, শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত শ্রীনৃসিংহস্তব, 'গৌড়ীয়' ৪র্থ বর্ষ হইতে 'শ্রীনৃসিংহদেব' প্রবন্ধ ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'শ্রীশ্রীনৃসিংহাবির্ভাব'-লীলা পাঠ হয়। উচ্চসংকীর্ত্তনধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের ভোগ-রাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হইলে শ্রবণদর্পণে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-গমন, সিদ্ধ নৃসিংহাদি-দর্শন, স্তবস্তুতি প্রভৃতি পাঠ হয়। পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সকলেই শ্রীনৃসিংহ-দেবের কৃপা প্রার্থনা করেন।

এতদ্ব্যতীত গৌড়ীয়মিশনের সমুদয় শাখামঠেও শ্রীনৃসিংহ-জয়ন্তী তিথি পালিতা হন।

প্রচার-সংবাদ

শ্রীহট্টে—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পায় গত ২৯শে এপ্রিল সোমবার হইতে শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়ীতে ক্রমাগত ৩ দিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সার্ব্বভৌম-উদ্ধার' প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পর-দিন বহুবিধ বাদ্যসংযোগে ভক্তগণসহ নগর সঙ্কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর ২রা মে বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'রূপশিক্ষা' সম্বন্ধে পাঠ হয়। ৩রা মে শুক্রবার শ্রীযুক্ত রজনীমোহন পাল মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন' প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ৬ই মে সোমবার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পাল ও ৭ই মে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। প্রত্যহই গ্রামবাসী বহু জিজ্ঞাসু সজ্জন ও শিক্ষিত ব্যক্তি পরিশ্রমমুখে হরিকথা শ্রবণে ও পাঠে যোগদান করিয়া বিশেষ প্রীত ও উপকৃত হন। প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী পাল মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার—কলিকাতার খালিসপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেনগুপ্ত (কণ্ট্রাক্টার) মহাশয়ের সাদর আহ্বানে গত ৫ই মে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা একাদশ পরিচ্ছেদ হইতে "রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা" প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কলিকাতার মেটেবুরুজের "হরিসভার" বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথাকার সভ্যগণ হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণকে সপ্রেম আহ্বান করেন। তথায় প্রথম দিন ৯ই মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর উপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "শ্রীরূপানুগ ভজনবৈশিষ্ট্য" বিষয় অবলম্বনে দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী বক্তৃতা দেন। পরদিন ১০ই মে শুক্রবার সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ "শ্রীচৈতন্যদেব ও শুদ্ধভক্তি" বিষয় অবলম্বনে তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ বক্তৃতা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ গত ১৮ই মে শনিবার শ্রীহরিবাসর তিথিতে সন্ধ্যার সময় কলিকাতা ভোতার লেনে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সমবেত বহু ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়-

গণ মহারাজের শ্রীমুখে সহজ ও সরল ভাষায় সংসিদ্ধান্তপূর্ণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—এই যে রবিবার কলিকাতা (বাগ-বাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে সারস্বত-প্রবণসদনে পণ্ডিত শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২০শে মে সোমবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যায় শ্রীসারস্বত-প্রবণসদনে একটি বিরাট্ সভায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "বিলাস ও বৈরাগ্য" বিষয় অবলম্বনে প্রায় ৩ই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন; সভায় বহু শ্রোতা উপস্থিত থাকিয়া শ্রদ্ধার সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন।

বিগত ২৬।৫।৪০ তাং রবিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-প্রবণ-সদনে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামিমহারাজের সভাপতিত্বে "গৌড়ীয় মিশনের গোড়ার কথা" বিষয়ে গৌড়ীয়-মিশনের ও 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয়ের এক সুদীর্ঘ প্রাঞ্জল বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহাতে মিশনের নানাবিধ পত্রিকা ও প্রামাণিক কাগজপত্র দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিপ্রবাহের মূলপুরুষ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই অবিসংবাদিতভাবে এই মিশনের প্রতিষ্ঠাতা। সভায় উপস্থিত জনসঙ্ঘ দুই ঘণ্টাকাল অত্যন্ত ঔৎসুক্যসহকারে বক্তার ও সভাপতির প্রামাণিক বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া উক্ত বাক্যের সারতা বুঝিয়াছেন। সভার প্রারম্ভে ও উপসংহারে গৌরবিহিত সুললিত শ্রীহরিকীর্তন হইয়াছিল।

হাওড়া জেলায়—হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেগড়ি গ্রামের হরিসভার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথাকার সভ্যবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে সাদর আহ্বান করেন। গত ২০শে মে সোমবার কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, পণ্ডিত শ্রীপাদ অধিবক্ত পুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী সেবাদর্শ প্রভু উক্ত বেগড়ি গ্রামে উপস্থিত হন। সন্ধ্যার পর হরিসভাগৃহে "শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী অমরী তিথি" এবং "শর্ম্মের আয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে প্রথমে পণ্ডিত শ্রীপাদ অধিবক্ত পুরুষোত্তমদাস সেবাদর্শ প্রভু প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঢাকায়—গত ২৬শে মে রবিবার সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী মহাশয় 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ' বিষয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

রেঙ্গুন চকে—৩।৫।৪০ তারিখে প্রোম-মাণ্ডালে লাইনে চক্ (chauk) নামক B. O. C. oil fieldএ রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ স্থানীয় (B. O. C. Allocation Dept. Head-clerk) শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাস-ভবনে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের টীকা-অবলম্বনে শ্রীগীতা-গ্রন্থের আলোচনা করেন। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র ও কপটী দুর্য্যোধনের ভগবদ্বন্ধুর প্রতি কিরূপ দ্রোহাচরণ-প্রবৃত্তি অন্তরে অন্তরে রক্ষিত হয় এবং ভগবদ্বন্ধু অর্জ্জুনের দয়া ও বিবেকের ছলনায় শোক ও মোহভাবের পোষণ করিবার অভিনয় এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক তাদৃশ শোকমোহগ্রস্তভাবের অপলাপ-বৃত্তান্ত প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন।

৭।৫।৪০ তারিখে স্থানীয় মিঃ এস্, এন্, রায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ হইতে বৃত্রাসুরের নীচ নীচ শ্রীহরি-পাদপদ্মলাভের জন্য কাতরভাবে শ্রীহরির স্তবস্তুতি-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। ৮।৫।৪০ তারিখে শ্রীযুক্ত নরহরি দাস মহাশয়ের ভবনে "শ্রীচিত্রকেতুর উপাখ্যান" এবং ৯।৫।৪০ তারিখে চকবাজার নিবাসী বস্ত্রব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত জি, এন্, দেব মহাশয়ের ভবনে চিত্রকেতু রাজার স্বীয় পুত্রশোকে মুহ্যমান হওয়া এবং শ্রীনারদ গোস্বামী প্রভু ও মহর্ষি অঙ্গিরার আগমন ও প্রবোধ দান এবং রাজার মোহ দূর হইলে শ্রীনারদগোস্বামী প্রভুর নিকট মন্ত্রোপদেশ লাভ বৃত্তান্ত আলোচিত হয়।

১০।৫।৪০ তারিখে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য অষ্টম অধ্যায় হইতে শ্রীল রায়রামানন্দ-সংবাদ ও ১১।৫।৪০ তারিখে শ্রীযুক্ত ডি, এন্, সোম মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য দ্বাদশ-অধ্যায় হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দির-মার্জ্জন বিচার পঠিত হয়।

বিজ্ঞাপন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিপুলসম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির উদ্যোগে আগামী ২রা জুন, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকায় কলিকাতা কলেজস্কোয়ার-স্থিত আল্‌বার্ট হলে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ "শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনামপ্রেম-তত্ত্ব" বিষয়ে একটী অভিভাষণ প্রদান করিবেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

উক্ত সভায় মহাশয়ের সবান্ধবে উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ।
বাগবাজার, কলিকাতা।
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

বিনীত নিবেদক
শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

নিবেদন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়মিশন ও উক্ত মিশনের যাবতীয় সম্পত্তি কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। সমগ্র জীবের কল্যাণের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার-উদ্দেশ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত গৌড়ীয় মিশনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরবর্ত্তী আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সন্ন্যাস গ্রহণান্তর সাধারণের সাহায্যে প্রবল ভাবে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে, ব্রহ্মদেশে ও বিলাতে মিশনের বহু প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ১।১।৩৭ তারিখে অপ্রকটের পর তাঁহার শেষ ইচ্ছানুযায়ী গৌড়ীয়মিশন পরিচালনের জন্য ১০।১।৩৭ তারিখে একটী গভর্ণিংবডি নির্ব্বাচিত হয় এবং উক্ত গভর্ণিংবডিতে ১২ জন সভ্য নিযুক্ত হন। পরে ২৬।৩।৩৭ তারিখে গভর্ণিংবডির সভায় বাবু কুঞ্জবিহারী দাহা (বিদ্যাভূষণ) ও তাহার ব্যতীত সকল সভ্যের উপস্থিতিতে ও মিশনের সাধারণ সভায় সকল শিষ্য, সভ্যগণের সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রী-মদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (সন্ন্যাসের পূর্ব্ব নাম শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ) **শ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অপ্রতম আচার্য্যরূপে অভিষিক্ত ও প্রচারিত হন।**

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই গৌড়ীয়-মিশনের নিয়মনকেন্দ্র (Controlling Centre)-রূপে কার্য্য করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশানুসারে উক্ত কুঞ্জ বাবু বহুদিন এই মিশনের ম্যানেজারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর গত ২৮।৩।৩৭ তারিখে উক্ত কুঞ্জ বাবু স্বীয় অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিশনের কতিপয় ব্যক্তিকে হাত করিয়া মিশন পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়েন এবং গত ১৯৩৭ সালের ৩রা জুন তারিখে গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডি উক্ত কুঞ্জ বাবুকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সম্পাদকতা হইতে সস্পেণ্ড (Suspend) করিয়া মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-

এ, মহাশয়কে সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। এ বিষয় মিশনের মুখপত্র 'গৌড়ীয়' পত্রিকা ১৪শ বর্ষ ৪৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান হইয়াছিল। কুঞ্জ বাবুর অপর সঙ্গী বাবু পঞ্চানন সমাদ্দার (পরমানন্দ ব্রহ্মচারী) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালেই শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়া পৃথক হন।

বর্ত্তমানে উক্ত কুঞ্জ বাবু ও তাহার দলস্থ ব্যক্তিগণ গৌড়ীয়-মিশনের যাবতীয় সম্পর্ক হইতে চ্যুত হইয়া মৎসরতা-বশতঃ জন-সাধারণকে ভুল বুঝাইবার জন্য কাগজ, পত্র ও বিজ্ঞাপনে গৌড়ীয়-মিশনের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। আইনতঃ তাহাদের কোনও মঠ মন্দিরাদিতে সেবা-পূজাদির অধিকার নাই।

এতৎ সম্পর্কে গত ১৯শে বৈশাখ তারিখে প্রসিদ্ধ 'যুগান্তর' পত্রিকায়, ৩রা মে (১৯৪০) তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এবং ২৬শে বৈশাখ তারিখে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় যে সকল সত্য ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পত্রিকার পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন। অত্র জনসাধারণের অবগতির জন্য উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

"বাবু কুঞ্জবিহারী দাসের উপর তাহার জিম্মাধীন মিশনের টাকাকড়ি, মহাজনী দলিলাদি, ঠাকুরের অলঙ্কার ও অন্যান্য জিনিষাদি সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ দিবার জন্য কৃষ্ণনগর জেলা জজ আদালত হইতে নোটীশ জারি হইলে পর ঐ দায়িত্ব এড়াইবার দুরভিসন্ধিমূলে কুঞ্জবাবু তথাকার সব জজ আদালতে এক স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া গৌড়ীয়-মিশন Public trust নহে, পরন্তু উহা Private trust রূপে সাব্যস্ত করিবার প্রার্থনা করেন। উহা মঞ্জুর হইলে কুঞ্জ বাবু শ্রীল প্রভুপাদের একটী পুরাতন উইল-মূলে নিজ স্বার্থসিদ্ধির বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেন, কিন্তু সুযোগ্য আদালত এক বিস্তৃত রায়-প্রদানে সাব্যস্ত করেন যে, গৌড়ীয়মিশন কদাপি Private trust নহে, উহা Public Charitable and Religious Trust বটে। ফলে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে, মিশনের সম্পত্তির সহিত উক্ত উইলের কোনও সম্বন্ধ নাই ও থাকিতে পারে না। কলিকাতার এডিসনাল চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কোর্টে এবং কৃষ্ণনগর সব ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ কোর্টে পুনঃ পুনঃ ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, গৌড়ীয়মিশনের সম্পত্তির পরিচালন-ভার, মঠ-মন্দিরের সেবা পূজা সমস্তই সভাপতিবর্গের কর্তৃত্বা-ধীনে নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহাতে অপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার কোনও অধিকার নাই। আলিপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ কোর্টে এবং কৃষ্ণনগর সাবজজ্ আদালতে ইহাও সাব্যস্ত হইয়াছে এবং সর্ব্ব সাধারণও অবগত আছেন যে, **কুঞ্জ বাবু এবং তাহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ বহুদিন হয় গৌড়ীয়মিশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন,** বাগবাজারে তাঁহাদের যে একটী আড্ডাবাড়ী রহিয়াছে, উহা এই গৌড়ীয়মিশনের কোনও শাখা মঠ নহে এবং **কুঞ্জবাবু ও তাহার দলের সহিত এই গৌড়ীয়মিশনের কোনও সম্পর্ক নাই।** কুঞ্জবাবুর সহিত এক প্রকোষ্ঠবাসী ও তাহার অনুচর সহকর্ম্মী দিনোদবিহারী ও তাহাদের দলের কতিপয় ব্যক্তি মায়াপুরের হত্যাকাণ্ডের আসামী-রূপে বিচারাধীনে হাজতে বাস করিতেছে। অতঃপর তাহারা কোন নিম্ন আদালতে জামিন না পাইয়া হাইকোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করে, কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট উক্ত হত্যাকাণ্ডের আসামীগণের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।"

১৮৬০ সালের ২১ আইনের বিধানমতে গৌড়ীয়মিশন যথারীতি রেজিষ্টারী হইয়া শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ এবং মিশনের প্রধান ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত গভর্ণিংবডির অধীনে সুচারুরূপে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মঠ-মন্দিরাদির সেবা, পূজা, প্রচার-কার্য্যাদি অতি দক্ষতার ও সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা।
১০।৪।৪০

নিবেদক—
শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস,
প্রচারক ও কাউন্সিলের মেম্বর, গৌড়ীয়মিশন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১লা আষাঢ়, ১৩৮৭ ; ১৫ জুন, ১৯৪০ | ৪৪শ-৪৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনামপ্রেম-তত্ত্ব*

গৌড়ীয়মিশনের সভ্যগণের উদ্যোগে গত ১২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৩।০ ঘটিকায় কলিকাতা কলেজস্কোয়ারস্থিত বিখ্যাত আল্‌বার্ট হলে গৌড়ীয়মিশনের সাধারণ সম্পাদক ও 'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 'শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনাম-প্রেম-তত্ত্ব' সম্বন্ধে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'গৌড়ীয়'-পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ইং ১৮।৩।৩৭ তারিখে এই আল্‌বার্ট হলেই "শ্রীচৈতন্যদেব" সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের সভা-সম্পাদকের একটি বক্তৃতার আয়োজন হইয়ে, পরিত্যাগকারী (seceders) বিরোধিদলের কতক তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সভা-পতিত্ব করিতে বারণ করেন। আমরা পরে শুনিতে পাইলাম, এবারও উক্ত দলের কতিপয় ব্যক্তি গত ১২শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে তর্কভূষণ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া দুই ঘণ্টারও অধিক কাল নানা-প্রকার কথা বলে। যখন কিছুতেই তর্কভূষণ মহাশয়কে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না, তখন তাহারা তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া

* মাননীয় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতার সার-অবলম্বনে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক লিখিত।

—সহকারী সম্পাদক 'গৌড়ীয়'।

বলিল যে, 'আপনার শরীর অসুস্থ বলিয়া জানাইলেই রেহাই পাইতে পারেন।' তাহাতে তর্কভূষণ মহাশয় তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "যে স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা, তাঁহার নাম-প্রেম-ধর্ম্মের কথা আলোচিত হইবে, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাতে সহযোগিতা করিব, আপনাদের কোন কথা শুনিতে আমি প্রস্তুত নহি।" নিরপেক্ষ বিচারক তর্কভূষণ মহাশয় ঐসকল মৎসর-স্বভাব ব্যক্তিগণের অবৈধ-অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ সভার সভাপতির করিয়া বিশেষ সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। গৌড়ীয়-ভক্তগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আলবার্ট হলের বিরাট সভাগৃহ বহু বৈষ্ণব, পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা বিমণ্ডিত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্-এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও উত্তরপাড়ার রাজা রায় শ্রীযুক্ত পারালাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গৌড়ীয়-মিশনের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ সভাপতি মহোদয়ের গলদেশে প্রসাদী মালা প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ সভার আদি ও অন্তে পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব-ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের জয়ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত করেন। শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রেম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন। সভাপতি মহোদয় বক্তার পরিচয় প্রদান-মুখে নিম্নলিখিত অভিভাষণটী প্রদান করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণ

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ! গৌড়ীয়মিশনের কর্তৃপক্ষ আমাকে এই সভায় যোগদান করিবার অবসর প্রদান করিয়াছেন, এজন্য আমি আমাকে গৌরবান্বিত অনুভব করিতেছি। আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রয়াস হইতেছে। যেপ্রকার চেষ্টাই হউক না কেন, যদি আমাদিগকে প্রকৃত-প্রস্তাবে বাঁচিতে হয়, যদি আমাদিগের প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তন ও শ্রীনামপ্রেম-ধর্ম্মের প্রচার ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

অদ্যকার সভায় আমার প্রধান কর্ত্তব্য, আজ যিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার নাম-প্রেম-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন, সাধারণের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান করা। কলিকাতায় তাঁহার পরিচয় দিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ, তিনি অষ্টাদশ বৎসর যাবৎ এই মিশনের প্রধান মুখপত্র গৌড়ীয়ের সম্পাদনা কার্য্য কৃতিত্বের সহিত করিয়া আসিতেছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব, তাঁহার পার্ষদ ভক্তবৃন্দ ও ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এই আল্পাট হলেরই বহু সভায় তিনি বহুবার বক্তৃতা-প্রদান করিয়াছেন।

কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম যে হরিনাম-সংকীর্ত্তন সেই বস্তুর স্বরূপ আলোচনার অভাবেই আমাদের নানাপ্রকার অশান্তি, বিবাদ, প্রভুত্ব-কামনা, সঙ্কর্ষ ও গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। গৌড়ীয়মিশন সেই অভাব-মোচনের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা করিতেছেন। যদি এই সুযোগও আমাদের মঙ্গল না হয়, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপার দান সত্ত্বারে প্রবাহিত থাকিতেও যদি আমরা তাহাতে অভিষিক্ত না হইতে পারি, তবে আমাদের আর রক্ষা নাই। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইজন্যই বলিয়াছেন,—

চৈতন্যাবতারের এই প্রেমধর্ম্ম-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ-বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব-ছার।
কোটি কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥

আমরা সেই শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বহু সৌভাগ্যফলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। সর্ব্বাগ্রে আমাদের তাঁহার স্বরূপ জানা দরকার। তাঁহার নাম ও প্রেমধর্ম্মের যত অনুশীলন হইবে, ততই পৃথিবীর সর্ব্বজাতির মধ্যে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুযোগ্য বক্তা সেই সকল কথাই আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।

'গৌড়ীয়' সম্পাদকের অভিভাষণ

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গৌড়বাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহোদয়, পরমপূজনীয় বৈষ্ণব-বৃন্দ ও শ্রদ্ধার্হ সজ্জনমণ্ডলি! যে সময়ে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক গগন মানবমেধ-যজ্ঞের অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই শিখা যখন সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই সময় শ্রীচৈতন্যদেবের নাম ও প্রেমতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা হয়ত' অনেকের নিকট সময়োচিত বলিয়া মনে নাও হইতে পারে। কিন্তু সভাপতিমহোদয় এই সময়ই নামপ্রেম প্রচারের উপযুক্ত সময় বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং অতীত ইতিহাস ও বাস্তবতা তাহাই সমর্থন করিতেছে। দুর্দিনেই মানুষ অনন্যোপায় হইয়া বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের মধ্যেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল। বিধর্মি-সম্প্রদায়ের অত্যাচারে যখন ভারতের জনপদ, এমন কি তীর্থসমূহও শ্মশানক্ষেত্র ও ধ্বংসের লীলা-ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তখনই শ্রীচৈতন্যদেব নাম প্রেমের ভাণ্ডার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক মুক্তহস্তে সর্ব্বত্র বিতরণ করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থানের শেষভাগে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয় (১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল)। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন উহার শিখা সমসাময়িক ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক গগনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সমর শত-বিজয়ী রাণা সংগ্রাম সিংহ ভারতবর্ষকে অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিবার উচ্চ আশা পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রির নিকট খানুয়ার যুদ্ধে তিনি বুঝিতে পারিলেন, পার্থিব স্বাধীনতার স্বপ্ন চপলার ন্যায় চঞ্চল।

এই বিপদ্, বিষাদ, সঙ্ঘর্ষ-প্রভৃতির বিশেষ সার্থকতা আছে। বর্ত্তমানে যদি সন্ধিগগনে এইরূপ বিপদের ঘনঘটা ভগবদ্বিজ্ঞান প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে জড়-বিজ্ঞান, জড় প্রভুত্বের প্রতি তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের যে অবিচলিত বিশ্বাস ও আসক্তি হইয়াছে, তাহা কিছুতেই সাময়িকভাবেও শিথিল হইত না। জড়বিজ্ঞানের প্রেত মানবজাতির ঘাড়ে চাপিয়া যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল এবং বিশ্বে অচৈতন্যদেবগণের মেলা বসাইয়াছিল, তাহা কিছুতেই ভাঙ্গিত না। এই সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষামৃত পান ব্যতীত বিশ্বে কিছুতেই শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষামৃতপ্রবাহ পুনঃ-প্রকাশের মূলপুরুষ এবং গৌড়ীয়মিশনের মূলভিত্তি-সংস্থাপক। সেই ভক্তিবিনোদধারাই গৌড়ীয়মিশন। নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তদনুগত গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পতাকার নিম্নে অবস্থানপূর্ব্বক গৌড়ীয়মিশনের সভ্যবৃন্দ সমগ্র বিশ্বে কল্যাণকরাদপি কল্যাণতম শুদ্ধভক্তিফল বিতরণ করিয়া স্ব-পরমঙ্গলব্রত পালন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদ।

অতএব সব ফল যেই যাঁরে তাঁরে।
যাইয়া হউক লোক অজর অমরে।
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

(চৈঃ চঃ আ ৯।৩৯-৪১)

এই প্রেমফল লাভ করিতে হইলে শ্রীনামের আশ্রয় ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। জগতে নানা মত ও পথের পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল মত বা পথে চলিয়া জীব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-ফল, খুব বেশী সাযুজ্যাদি মোক্ষফল পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। কিন্তু ঐ-সকল ফল-প্রাপ্তির কামনার মধ্যে ভগবানের কোন সেবাসুখ-কামনা নাই—কেবল স্ব-সুখ সন্ধান মাত্র আছে। নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কামনাই কাম। একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছাই প্রেম। সেই প্রেমলাভের সাধন ও সাধ্য একমাত্র শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

—এই ব্যাসবাক্য প্রচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কি কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদবিশেষ প্রচার করিয়াছেন? অথবা যাঁহারা এই বিচার অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা কি এক দেশে গোড়ামির প্রশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন?

সর্ব্বশাস্ত্র বেদ ও সুবৈজ্ঞানিক বিচার উভয়ের দ্বারাই এই

প্রশ্নের সুসমাধান দেখিতে পাই। প্রাচীনতম বেদ তাই বলিয়াছেন,— ওঁ আহুত জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ" (ঋগ্বেদ ১মণ্ডল ১৫৬ সূক্ত ৩য়া ঋক্)।

হে 'বিষ্ণো', 'তে' অর্থাৎ তোমার নাম—'চিৎ'—চিৎ-স্বরূপ অতএব 'মহঃ'—স্বপ্রকাশরূপ, সেই হেতু 'অস্য নাম্নঃ'—এই নামের, 'অ'—ঈষৎও 'জানন্তঃ' জানিয়া, 'বিবক্তন'—কীর্ত্তনকারী আমরা, 'সুমতিং'—ভগবদ্বিষয়িণী মতি, 'ভজামহে'—প্রাপ্ত হই।

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥

(ভাঃ ৬।৩।২২)

নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি-দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীবসকলের পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি-দ্বারা যে শ্রীহরিতে ভক্তিযোগ তাহা জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম। যে স্থানেই জীবত্ব বা চেতনত্ব আছে, তথায়ই এই ধর্ম্মের নিত্য স্বাভাবিক উপযোগিতা রহিয়াছে। অতএব এই ধর্ম্ম কোন দেশ, কাল, পাত্রবিশেষে আবদ্ধ নহে। ইহা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। ইহা কেবল সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম নহে, পরম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা একমাত্র ধর্ম্ম বটে। তাই, নিখিল শ্রুতি এই শ্রীহরিনামেরই পাদপদ্ম-প্রাপ্তের আরতি করিয়াছেন। ইহা মুক্ত-কুলের পরম উপাস্য। শ্রীব্যাস-শুক-নারদাদি এই শ্রীহরিনামের অনুক্ষণ উপাসনা করিয়া থাকেন।

বৈজ্ঞানিক বিচার অবলম্বন করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, এই জগতে শব্দশক্তিই সকল শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমানে যে অতিবৈজ্ঞানিক-শক্তির অভিপরীক্ষা হইতেছে, তাহার ফল দেখিতে পাই—কেবল ধ্বংস। রজোগুণ প্রলয় বা তমোগুণেরই দূত। অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কোন কথা জানিতে হইলে শব্দ ছাড়া আর উপায় নাই। সহস্র সহস্র মাইল ব্যবধান হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে যে সকল যুদ্ধবার্ত্তা এদেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহাও শব্দের মধ্যদিয়াই আসিতেছে। সংবাদপত্রে আমরা শব্দের মূর্ত্তরূপ অক্ষরসমূহ পাঠ করিয়া অতি দূরের বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতেছি। বৈকুণ্ঠরাজ্যের—গোলোকের সংবাদ জানিতে হইলেও সেইরূপ বৈকুণ্ঠ বা অপ্রাকৃত শব্দের আশ্রয় ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। মায়াকবলিত মোহনিদ্রাভিভূত জীবকে আশ্বাসিত করিতে হইলে অন্য কোন উপায়ই কার্য্যকরী হয় না, একমাত্র কর্ণের দ্বারে বৈকুণ্ঠ-শব্দের ধ্বনি উপনীত করা ব্যতীত। এজন্যই ভারতবর্ষে প্রতিকীর্ত্তনকারী শুকদেব ও শ্রুতির নিত্যত্ব এরূপ অপরিহার্য্য-ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রুতি-নিন্দকই নাস্তিক বলিয়া বিদিত। অর্থাৎ যে শব্দব্রহ্ম স্বীকার করে না, সে ভগবান্‌কেও স্বীকার করিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আটটি শ্লোক রচনা করিয়া জগতের জীবকে গোলোকের শব্দশক্তির মহিমা ও প্রাপ্য প্রয়োজনের কথা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার সেই শিক্ষার প্রথম শ্লোকে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি জয় বিঘোষিত হইয়াছে।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

এই শ্লোকে নামাভাস ও নামের সাতটি ফল কথিত হইয়াছে। নামাভাসের দ্বারা (১) চিত্তশুদ্ধি, (২) পাপ ও সংসার-নাশ এবং (৩) মঙ্গলের উদয় হয়। নামে (৪) কৃষ্ণ-প্রাপ্তি, (৫) কৃষ্ণপ্রেমের উদয়, (৬) প্রেমানন্দের আস্বাদন ও (৭) সেবামৃত-সমুদ্রে সর্ব্বাত্মার অভিষেক হইয়া থাকে।

যত প্রকার সুকৃতি আছে, তন্মধ্যে নামাভাসই জীবের সর্ব্বপ্রধান সুকৃতি বলিয়া গণ্য। ধর্ম্ম, ব্রত, যোগ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার শুভকার্য্য অপেক্ষাও নামাভাস শ্রেষ্ঠ-ফলপ্রদ। এই নামাভাস চারি প্রকার—(১) সঙ্কেত, (২) পরিহাস, (৩) স্তোভ, (৪) হেলা। এই চারিটী নামাভাস উত্তরোত্তর দোষাবহ। অর্থাৎ সঙ্কেত হইতে পরিহাস কিঞ্চিৎ-দোষযুক্ত, পরিহাস হইতে স্তোভ অধিকতর দোষযুক্ত এবং স্তোভ হইতে হেলা অধিকতর দোষাবহ।

সঙ্কেত দুই প্রকার। জড়বুদ্ধিতে বিষ্ণুকে সঙ্কেত বা লক্ষ্য করিয়া নাম-গ্রহণ। উদাহরণ—অজামিল। তিনি পুত্র-বুদ্ধিতে নামগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ নারায়ণের নামের সঙ্কেত হইয়া পড়িয়াছিল। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকার সঙ্কেত-নামাভাসে বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ

করিতে গিয়া অন্য জড়বস্তু লক্ষিত হইয়া পড়ে। যেমন ভেকগণ 'হাবাম' শব্দে হা ! রাম ! এইরূপ বিষ্ণুকে সম্বোধন করিলেও অন্য একটী প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া থাকে।

পরিহাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণ—জরাসন্ধ তাহার উদাহরণ। স্তোভ-শব্দে অসৌষ্ঠব বা নিরর্থক শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি বুঝায়। শিশুপালের এই নামাভাস হইয়াছিল বলিয়া মহাজনগণ উক্তি করেন।

'হেলা'-শব্দে অবজ্ঞা বুঝায়। বিষয়ী, বিষয়ী বা অলস প্রকৃতি ব্যক্তিগণের এইরূপ নামাভাস সম্ভব হইতে পারে যদি তাহাদের কোন প্রকার অপরাধ না থাকে।

'আমি অনুচৈতন্য নিত্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ—বিকুণ্ঠচৈতন্য ; তিঁহি আমার একমাত্র প্রভু, এই জড়জগৎ আমার ভোগ-ত্যাগ-প্রবৃত্তিবোধক কারাগৃহ।'—এই জ্ঞানকেই সম্বন্ধজ্ঞান বলা যায়। যে পর্য্যন্ত সদ্গুরুর কৃপায় চেতনের বৃত্তিতে সেইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত জীবের অজ্ঞান ও অনর্থ থাকে। সুতরাং সে পর্য্যন্ত যে নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহাই নামাভাস হয়।

নামাভাসের প্রধান দুইটি ভেদ আছে—(১) ছায়া-নামাভাস, (২) প্রতিবিম্ব নামাভাস। স্বরূপের আভাসে বস্তুর পূর্ণকান্তি যখন সঙ্কোচিত ভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই ছায়া-নামাভাস হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে তাহার পূর্ণকান্তি সঙ্কোচিত ভাবে প্রকাশিত হয় বলিয়া স্বল্প আলোক পাওয়া যায়। ইহাই ছায়া-নামাভাসের উদাহরণ। এই ছায়া-নামাভাসই পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার (সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা) নামাভাসে বিভক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার নামাভাস বা প্রতিবিম্ব-নামাভাস অপরাধের মধ্যে গণ্য। কোনও কোনও সুময় জল হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক সম্মুখবর্ত্তী পদার্থে উদ্ভাসিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এইরূপ উদাহরণকে প্রতিবিম্বিত নামাভাসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ নাম জ্যোতিঃ মায়াবাদরূপ মুকুর হইতে প্রতিবিম্বিত হইলে তাহাকে প্রতিবিম্ব-নামাভাস বলা যায়। অজ্ঞান-জনিত অনর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস হয়, আর দুই জ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব নামাভাস হইয়া থাকে। এই প্রতিবিম্ব নামাভাস প্রকৃত-প্রস্তাবে নামাভাস পদবাচ্য নহে, ইহা বস্তুতঃ নামাপরাধ। হৃদয়ে মায়াবাদ পোষণ করিয়া, অর্থাৎ কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাকে অনিত্য বা কল্পিত মনে করিয়া যে নাম-গ্রহণের অভিনয় তাহাই প্রতিবিম্ব-নামাভাস বা দশবিধ-নামাপরাধের অন্যতম (ষষ্ঠ) অপরাধ।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার রচিত দ্বিতীয় শ্লোকে নামাপরাধের কথা ও শুদ্ধভাবে নামগ্রহণের মহিমা অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-শব্দশক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন—

নামামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অর্থাৎ, হে ভগবান্, তুমি তোমার কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীচন্দ্র, বৃন্দাবনেন্দ্র প্রভৃতি বহুনাম বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি নিজ সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম স্মরণের স্থান, কাল, ও পাত্রের কোন বিধি বা বিচার কর নাই। হায়! তোমার এরূপ কৃপা থাকা সত্ত্বেও আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব থাকায় এইরূপ সুলভ নামে আমার অনুরাগ জন্মিতেছে না!

এস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে "দুর্দ্দৈব" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই 'নামাপরাধ'। 'ভগবান্ বহুবিধ নাম বিস্তার করিয়াছেন'—এই উক্তিদ্বারা তাঁহার শক্তিমৎ স্বরূপেরই নাম লক্ষিত হইতেছে। ব্রহ্ম, রুদ্রাদিদেবতার নাম কিম্বা ছায়াশক্তি-তত্ত্বের কোন নাম ভগবন্নাম নহে।

শক্তিমৎতত্ত্বের নাম দুই ভাগে বিভক্ত। ভগবানের চিল্লীলা-অবলম্বনে যত নাম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মুখ্য নাম, যথা—কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, রাম ইত্যাদি। আর তাঁহার জড়া প্রকৃতির পরিচয়ে বা প্রকৃতির গুণ লক্ষ্য করিয়া যে-সকল নামের উদয় হইয়াছে, তাহা গৌণ নাম। যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা, পরমাত্মা, পাতা, যজ্ঞেশ্বর, ব্রহ্ম ইত্যাদি। কৃষ্ণের এই গৌণ নামের অনুশীলন হইতে পুণ্য ও মোক্ষ ফলোদয় হয়, মুখ্য নাম হইতেই প্রেম-লাভ হয়। এই মুখ্য নামের সম্বন্ধেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীরূপ এইরূপ বলিয়াছেন।

অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

প্রণত-করুণ-কৃষ্ণাদিতানেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈরুদ্ধিতাং নামধেয় ! ॥

হে অধরধন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দসুনো, হে কমল-নয়ন, হে গোপীচন্দ্র, হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে প্রণতকরুণ, হে কৃষ্ণ ইত্যাদি বহু স্বরূপে তুমি আবির্ভূত হইয়াছ। অতএব হে নামধেয় ! তোমাতে আমার রতি প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হউক।

এই সকল মুখ্যনাম-গ্রহণের প্রণালী অর্থাৎ সাধ্য নাম-প্রেম-লাভের জন্য নাম-সাধনের প্রণালী এবং দুর্দ্দৈব বা অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র অমোঘ উপায়ের কথা শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার রচিত তৃতীয় শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন করিতে হইবে। আত্ম-স্বরূপ জাগরিত না হইলে কেহ তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারে না। অর্থাৎ জীব বিভুচৈতন্য, স্বরাট্ নীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের অণুচিৎ বিভিন্নাংশ নিত্যসেবকানুসেবক—এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক হরি কীর্ত্তন করিতে হইবে। ইতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্ব অপরাধের মূল দেহাত্মবুদ্ধি বিসর্জ্জনের কথা বলিয়াছেন। দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ধৈর্য্যসহকারে সর্ব্বজীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া ও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান দান করিয়া অবিশ্রান্তভাবে নামসংকীর্ত্তন করিলেই নামাপরাধ দূর হইবে। ইহা শ্রীব্যাসদেবও পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন।

আতে নামাপরাধে তু প্রমাদে তু কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥
(পদ্মপুরাণ স্বর্গ-খণ্ড ৪৮ অঃ)

নামাপরাধ ঘটিলে নামৈকশরণ হইয়া নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তনই করিতে হইবে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপ নাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রীনাম প্রয়োজন-সাধকও হইয়া থাকেন। অর্থাৎ নামাপরাধমুক্ত হইয়া নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ-ফলে নামের ফল যে কৃষ্ণপ্রেমা তাহা লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণনাম—চিন্তামণি-স্বরূপ। সেই চিন্তামণির নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়। সেই নাম-প্রভুর নিকট নিত্যভৃত্যের কি চাহিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার চতুর্থ শ্লোকে বলিতেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ ! আমি জন অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য পুত্র বা প্রজাবৃদ্ধি, ধন অর্থাৎ অর্থ, সুন্দরী ও কাব্য অর্থাৎ কাম প্রার্থনা করি না। আমি অপৌনর্ভবরূপ মোক্ষও চাহি না। আমার জন্ম হউক, তাহাতেও ক্ষতি নাই। কিন্তু প্রতিজন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীনামের নিকট একমাত্র শ্রীনামপ্রভুর প্রতি অহৈতুকী ভক্তি অর্থাৎ প্রেম ব্যতীত অন্য যে-কোন প্রার্থনাই ভগবানের সহিত বণিগ্‌বৃত্তি পরিচালনার অভিসন্ধি। এক সময় কলিকাতা মহানগরীতে প্লেগ্ মহামারীর প্রকোপ উপস্থিত হইলে হরিসঙ্কীর্ত্তনের (?) দল গঠিত হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার তদানীন্তন সজ্জনতোষণীতে এরূপ নামাপরাধ-কীর্ত্তনকে বর্জ্জন করিবার জন্য মঙ্গলকাঙ্ক্ষি-ব্যক্তিগণকে সতর্ক করিয়াছিলেন। জাগতিক শান্তি, মুক্ত, সমর্থাদির তথাকথিত শান্তি, বা কোন প্রকার সুবিধাবাদ-রূপ অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য যে হরিসঙ্কীর্ত্তনের অভিনয় তাহাই অপরাধ। মহাপ্রভু তাঁহার চতুর্থ-শ্লোকে উহা নিষেধ করিয়াছেন। আস্তাকুড়ের গর্ত্ত পূর্ণ করিবার জন্য দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পোড়াইয়া ভস্ম সংগ্রহ করা বুদ্ধিমত্তার কার্য্য নহে। চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-নামচিন্তামণির নিকট জাগতিক সুবিধাবাদ ছাই-ভস্ম চাহিয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমূল্য সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা মূর্খতার কার্য্য।

শ্রীনাম-সাধক কি অভিমানে চিন্তিলাসী অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিবেন, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পঞ্চম-শ্লোকে বলিয়াছেন।

অয়ি নন্দতনুজ ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

হে নন্দনন্দন। আমি তোমার নিত্যদাস হইয়াও স্বকর্ম-

বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার পাদপদ্মের একটী ধূলিকণরূপে আত্মসাৎ কর।

শ্রীনামপ্রভুর নিকট এইরূপ অতি বড়ে সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে যখন সিদ্ধির ভূমিকায় সাধক আরূঢ় হন, তখন সিদ্ধির বাহ্য লক্ষণ অর্থাৎ সাত্ত্বিক বিকারাদি দেহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-কীর্ত্তনে সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাকুলতা, তাঁহার ষষ্ঠ-শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন,—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

হে কৃষ্ণ! তোমার নাম গ্রহণ করিয়া কবে আমার নয়ন-যুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে? কবে মুখে গদ্গদস্বর বহির্গত হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইবে?

লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিগণও সাধ্যভক্তির এই বাহ্যলক্ষণসমূহ কৃত্রিমভাবে প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা কিন্তু সাধ্যভক্তির লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥
(ভাঃ ২।৩।২৪)

হরিনাম-গ্রহণ সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না, হায়! তাহার হৃদয় পাষাণসদৃশ কঠিন অর্থাৎ নামাপরাধ দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, নামে গলিত হইতেছে না।

এস্থানে রসিককুল-চূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন,—

অশ্রুপুলকাদের চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্; যদুক্তং শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিচরণৈঃ—

নিসর্গপিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সদ্ভাবং বিনাঽপি স্যুঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩ লঃ ৪২ শ্লোক)

• • তত্তচ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সত্ত্বোদ্রিক্তে ষড়্দ্বয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থঃ। তত্তচ্চ হৃদয়বিক্রিয়া-লক্ষণাদসাধারণানি ক্ষান্তিনামপ্রবণাদক্ষ্যাদীনেব জ্ঞেয়ানি।

(যদিও হরিনামে চিত্তদ্রবতার বাহ্য লক্ষণ 'অশ্রু-পুলকাদি' তথাপি) ঐ 'অশ্রু' ও 'পুলক'ই (সকল ক্ষেত্রেই) যে চিত্তক্ষোভের লক্ষণ, তাহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলেন যে যে-সকল লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরে পিচ্ছিল, অন্তরে কঠিন এবং যে-সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিকভাব-উদয়ার্থ ধারণাবিশেষের দ্বারা অভ্যাসপর, এইরূপ লোকের হৃদয়ে সদ্ভাব ব্যতীতও কোথাও কোথাও অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়। বাহিরে অশ্রু-পুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই 'পাষাণ' সদৃশ কঠিন।

হৃদয়-বিকারের মুখ্য-লক্ষণসমূহ বলিয়া শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩।২৫)

যে-সকল ব্যক্তির চিত্তে ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে এই অনুভাবগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—ক্ষান্তি (ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহাতে ক্ষুব্ধ না হওয়া, উদাহরণ—প্রায়োপবেশনকারী শ্রীপরিক্ষিৎ মহারাজ), অব্যর্থকালতা (হরিসেবা ব্যতীত ক্ষণকালও অন্যকার্য্যে ব্যয় না করা), বিরক্তি (কৃষ্ণেতর-বিষয়ে অনাসক্তি; উদাহরণ—মহারাজ ভরত), মানশূন্যতা (আপনার উৎকর্ষ-সত্ত্বেও অমানিত্ব, উদাহরণ—মহারাজ ভগীরথ), আশাবন্ধ (ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে সুদৃঢ় আশা), সমুৎকণ্ঠা (অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত প্রবল লোভ), নামগানে সদা-রুচি, ভগবদ্গুণ-বর্ণনে আসক্তি ও ভগবদ্বসতি স্থলে প্রীতি।

শুদ্ধভাবে শ্রীনাম গ্রহণে যখন সাধ্যভক্তির উদয় হয়, তখন তাহার যে সকল অনুলক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহাই শ্রীচৈতন্যদেব সপ্তম-শ্লোকে বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মে অপ্রাকৃত-কৃষ্ণবিরহমূলক-ক্রন্দনের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। 'আমি ভগবান্‌কে লাভ করিয়া ফেলিয়াছি, কিম্বা আমি আত্মারাম' এইরূপ চিত্তবৃত্তি প্রেমিকের নহে। তৃপ্তি নাই,—তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ। যতই প্রেমিক সেবানন্দ লাভ করে, ততই প্রগাঢ়ভাবে সেই সেবানন্দেরই

প্রার্থী হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-সেবাসুখ বাসনা ব্যতীত প্রেমিকের অন্য কোন বাসনাই নাই। এই যে সম্বোধনাত্মক ষোল নাম বত্রিশাক্ষর তাহা কেবল বিরহবিধুর চিত্তবৃত্তির নিমিষের বিলাপ। আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত বিষয়-বিগ্রহের সেবার জন্য ব্যাকুল হইয়া নিত্যসেবক আর্ত্তির সহিত নিরন্তর আশ্রয়বিগ্রহ-সন্নিষ্ট প্রাণ-প্রভুকে আহ্বান করিতেছেন,—হে রাধে! হে কৃষ্ণ! হে রাধিকারমণ রাম! হে রাধে! হে রাধে! ইহাই এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের মধ্যে সম্পুটিত।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এ জগতে বিরহ-তপ্ত-চিত্ত অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নাম ধরিয়া অবিশ্রান্ত আহ্বান ব্যতীত আর কোন উপায়েই নিজ আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে পারে না। প্রেমাস্পদের সেবা ও সঙ্গলাভের একমাত্র ও সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন শ্রীনাম। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥

শ্রীনন্দনন্দনের বিরহে আমার নিমেষকালও যুগবৎ বোধ হইতেছে। চক্ষুর্দ্বয় বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে। সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে।

চিত্ত যখন বিরহ-ব্যাকুল হয়, তখন জিহ্বাগ্রে সান্দ্র-আর্ত্তি, আবেশ ও আসক্তির সহিত প্রেমাস্পদের নাম অবিরতভাবে নৃত্য করিতে থাকে।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥
(বিদগ্ধ মাঃ ১।১২)

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না; দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহুতুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অনুরিত হয়) তখন অর্ব্বুদ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্ত-প্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

শ্রীনাম-ভজনকারী যখন সাধ্যভক্তি প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হন, তখন তাঁহার চিত্তবৃত্তি শরণাগতির পরাকাষ্ঠারূপা কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা ব্যতীত আর কিছুই কামনা করে না। কৃষ্ণের বিরহে নিজ দুঃখকালেও কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণই কামনা করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার চিত্তবৃত্তিতে কেবল

"আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে।"
"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।"

—এইরূপ বিচারে ঐকান্তিকী কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীরূপে স্বারাজ্য বিস্তার করিয়া থাকে। সেই কথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অষ্টম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। সুতরাং তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতাই অক্ষুণ্ণ হউক। আমি সেই স্বেচ্ছাচারিতার কিঙ্করী মাত্র। সেবাই আমার ধর্ম্ম—আমার নিয়ম। তিনি সেবৈকপরায়ণা কিঙ্করীকে পাদ আলিঙ্গনে বদ্ধ করুন, আত্মসাৎ করুন, অথবা তাঁহার যদি ইচ্ছা হয় আমাকে দর্শন প্রদান না করিয়া চিরকাল বিরহ-সাগরে ভাসাইয়া যথেচ্ছ মর্ম্মপীড়া প্রদান করুন, সেই লম্পট পুরুষ যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ; আর কেহই আমার প্রাণপতি হইতে পারে না।

ইহাই প্রেমাতুরের চিত্তবৃত্তি। এই প্রেম একমাত্র নাম-ভজনের দ্বারাই লাভ হয়। শ্রীনাম প্রেমের কলিকা-স্বরূপ। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুন দেখায় নিজ রূপ, গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ-পাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে দিঞ্চ দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥

অখিলরসের আশ্রয় শ্রীনাম প্রেমের মূলস্বরূপ। সেই শ্রীনাম প্রভু এরূপ শক্তিধর যে তিনি ঈষৎ বিকসিত হইয়াই তাঁহার রূপ ও গুণ, প্রকাশিত করিয়া চিত্তকে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া দেন এবং পূর্ণরূপে বিকসিত হইয়া ভজন-

কারীকে ব্রজে লইয়া যান এবং তথায় লীলাপুরুষোত্তমের স্বরূপবিলাস প্রদর্শন করেন। তখন ভজনকারী নিত্যদেহ লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত-স্বরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে চিল্লীলা-মিথুনের সেবা করিয়া থাকেন। এই জীবন্মুক্তি বা স্বরূপসিদ্ধি অবস্থায় সর্ব্বত্র শ্রীনাম প্রভুর বৈভব-দর্শন, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বভোভাবে নিখিলাবস্থায় শ্রীনাম প্রভুর সেবাই একমাত্র স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। অতএব নাম ভজনকারী অলস বা অপস্বার্থপর নহেন। তিনি সর্ব্বজীবের নিকট শ্রীনাম প্রভুর মহিমা বিস্তারের জন্য অধিকচেষ্টা-তৎপর।

ইতি যস্ত হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের নিকট সমস্ত বস্তুই শ্রীনাম-প্রভুর সেবার উপকরণ ও শ্রীনাম-যজ্ঞের ইন্ধনরূপে পরিণত হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, পরিদৃশ্যমান যে কোন বস্তু সেই মুক্তপুরুষ শিল্পীর হস্তে সেই নামপ্রভুর সেবার বাহনরূপে পরিণত হইয়া সমগ্র বিশ্বে কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল ছায়া বিস্তার ও শুভকল্যাণ ফল বিতরণ করিতে পারে।

স্বরূপসিদ্ধ মহাপুরুষ এইরূপ ভাবে ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে বস্তুসিদ্ধি লাভ করেন। তখন এই দেহের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইতে হইতেই সঙ্গে সঙ্গেই মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহ খসিয়া পড়ে। তখন শুদ্ধ-চিদ্দেহ স্পষ্ট ও অনাবৃত ভাবে উদিত হয় ও চিন্তামণির নিত্যলীলায় তিনি প্রবিষ্ট হন।

এই প্রেমভক্তি সাধ্য-শিরোমণি। শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু প্রেমের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

যাহা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল ও মমত্বাতিশয়-প্রচুর হইয়া থাকে, সেই ভাব যখন সান্দ্রত্ব অর্থাৎ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে প্রেম বলে।

ভাব সেই প্রেমসূর্য্যের কিরণ-স্বরূপ। ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি-লাভের ক্রম সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—সর্ব্বাগ্রেই শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে ভজন, তখন করিতে করিতে অনর্থের নিবৃত্তি, অনর্থ-সঙ্কোচের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা, তৎপরে রুচি, তৎপরে আসক্তি, আসক্তির পরে ভাব। ভাব গাঢ় হইলেই প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়।

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥
প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১৭৭-৭৮)

যিনি প্রেম লাভ করেন, তাঁহার হৃদয়ে স্বাভাবিক দৈন্যের উদয় হয়। কারণ দৈন্যই প্রেমের অলঙ্কার।

প্রেমের স্বভাব, যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি গন্ধ'॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান॥

(চৈঃ চঃ অ ২০।২৮-৩১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে কেবল প্রেমই সর্ব্বোত্তম ফল। ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ ভেদে প্রেম দুই প্রকার। ভাবোত্থ আবার বৈধ ভাবোত্থ ও রাগানুগীয় ভাবোত্থ ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোত্থ প্রেম অতি বিরল। ভাবোত্থ প্রেমই সাধারণ। মহিম জ্ঞানযুক্ত প্রেম এবং কেবল প্রেম-ভেদেও প্রেমের দুইটী প্রকার মহাজনগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিধি-মার্গীয় সাধন ভক্তগণ প্রায়ই মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করিয়া সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তাবস্থা লাভ করেন। রাগানুগ ভক্তির সাধন-ক্রমে প্রায়ই কেবল-প্রেম উদিত হয়। নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ হইলেই অনায়াসে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জ্জন করিয়া সাধক কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

বর্ত্তমানে জীব-প্রেম, বিশ্ব-প্রেম প্রভৃতি যে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে প্রেম-শব্দের অপব্যবহার মাত্র লক্ষিত হয়। বদ্ধজীবের সহিত বদ্ধজীবের বা রক্তমাংসের দেহে কিংবা সূক্ষ্ম দেহে যে আসক্তি তাহাই কাম। শ্রীমদ্ভাগবতে ভরত ও হরিণশিশুর আদর্শে এই শিক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব-প্রেম কথাটি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিরর্থক ও অপরাধ জনক।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তথাকথিত বিশ্বপ্রেম ও কৃষ্ণ-প্রেমের এইরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন,—

পরিবারের অথবা মানুষে মানুষে প্রেম কেবল আত্ম প্রেমের বিকার মাত্র। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আত্ম-প্রেমের আদর্শ। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভ্রমে ঘুর চালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন; দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র, জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সঞ্চয় করিয়াছেন। * * * একটী বিশুদ্ধ জীব যেরূপ সাধারণের লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাত্মার পরিচয় দিয়া জগৎকে নমস্য করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহাবদ্যা উদয় করিতে সমর্থ হয়।"

(চৈতন্যশিক্ষা, দ্বিতীয় অধ্যায়)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্বে শান্তি স্থাপনের একটী স্বাভাবিক ও অমোঘ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"পরমেশ্বরের বিশুদ্ধগুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের তেজোহ্রাস হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের ভগ্ন-ভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল ধর্ম, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সংকীর্ত্তন সহযোগেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকে চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মত্ত হইয়া জীবসমূহে সাধারণ-ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না; তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'জয় চৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।"

(সজ্জনতোষণী ৪র্থ—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়')

এই শুদ্ধ নামের বিজয়-পতাকা দেশবিদেশে উড্ডীন করিবার জন্যই বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ও গৌড়ীয়মিশনের মূল ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ নামহট্টের পরিমার্জ্জকের পদবী বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই মনোঽভীষ্টানুসারে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই শুদ্ধ-নামের জয়ডঙ্কা বিঘোষিত করিয়াছেন। গৌড়ীয়মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সেই শুদ্ধ আদর্শ—শুদ্ধ শ্রীভক্তিবিনোদধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই নানা প্রকার লোকগঞ্জনা ও বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন। এই শ্রীনামহট্ট শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই বর্ত্তমান যুগে পুনরায় প্রকাশ করিয়া গৌড়ীয়মিশনের মূলভিত্তি-সংস্থাপকরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

'সেই পরমধর্ম্ম অগ্রসর হইয়া সকল দেশে ব্যাপ্ত হইবে। সেই সুখজনক সময় আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া শ্রীনামহট্টের সৃষ্টি করুন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-ভক্ত ব্রাহ্মণবিপণী মহোদয়গণ শুদ্ধনামের পসরা মস্তকে করিয়া আমাদের হৃদয়নাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে ও তাঁহার জগৎ-পাবন হরিনামকে প্রচার করুন।"

—শ্রীশ্রীনামহট্ট, বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা

"শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভবীপ-ধামান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রেই ঐ হাটের মূল স্থান। তথায় কতিপয় শুদ্ধ হরিনাম-পরায়ণ বৈষ্ণব নামহট্টের কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। * যাঁহারা কোন গণ্ড-গ্রামে বা নগরে এক একটী নামাশ্রম স্থাপন করত নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের 'দোকানদার' বা 'বিপণীপতি'। যাঁহারা নামের পসরা লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের নামই 'পসারী' বা 'ব্রাহ্মণ-বিপণী'। গোদ্রুম-কল্পাটবীতে কতকগুলি কর্ম্মচারীর নাম প্রকাশিত হইয়াছে। জগজ্জনতারণ শ্রীমদ্-গৌরাঙ্গ প্রভু বোধ হয়, পুনরায় স্বীয় প্রচারিত শুদ্ধনাম জগৎকে দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন। আমাদের এরূপ আশা হইতেছে যে, **অতি অল্প কালের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আবেদ্ধ পৃথিবীকে পবিত্র করিবে।**"

—শ্রীশ্রীনামহট্ট বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ১ম বর্ষ

"আমরা আশা করিতেছি যে, নামের হাটের পর্ব্বটি অতি অল্পদিনের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার হইবে। শ্রীমদ্-গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উপাধি প্রবেশ করিতেছে,

তাহা ক্রমশঃ দূর হইবে এবং অবশেষে শুদ্ধ নামের জয়-পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকিবে।

—শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তন, বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ১ম বর্ষ

"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় সমস্ত সবল ও প্রেমমণ্ডলী ক্রমশঃ এই পবিত্র ধর্ম্ম শীঘ্রই অঙ্গীকার করিবেন। খোল করতাল ও কীর্ত্তনের সুর যেরূপ প্রবলতা-সহকারে অন্যান্য-ধর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে অতিশীঘ্র চৈতন্যধর্ম্ম জগদ্ব্যাপ্ত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

—সজ্জনতোষণী ২য় খণ্ড ১২৯৩ 'বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার'

শ্রীগীতা ও চণ্ডী

[৫]

জগতে বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম করিয়াও এইরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। প্রকৃতির চিন্নয়ত্বগুলিকে তাহারা প্রকৃতির অতীত রাজ্যের কথাগুলির সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছেন। জীবের শিশুভাবের বা বালকভাবের সরলতার দোহাই দিয়া যে তুমুল 'দেহি, দেহি' রব বা ইন্দ্রিয়ের যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য জগতে নন্দ-যশোদার নিত্যদুলাল তাঁহার লীলার অবতরণ করাইয়াছেন। যখন ভগবান্ শিশুর আকৃতি প্রকাশ করিয়া 'দেহি দেহি' রব তুলিবে, সেবক মাতার স্থান অধিকার করিয়া অপ্রাকৃত নিত্য মাতৃ-পিতৃ-বৃন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই নন্দদুলু অপ্রাকৃত শিশুর অসংখ্য, অনন্ত 'দেহি, দেহি'-র যোগানদারের পদ কোনও কিছুর অবিনিময়ে বরণ করিবে, তখনই সেখানে অকৈতব, অকৃত্রিম, সরল, অপ্রাকৃত, সহজ নিত্যচেতন ধর্ম্মের বিকাশ হইবে।

শ্রোতৃবৃন্দ বোধ হয়, জানেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ বিশ্বের দরবার শণ্ডন-মহানগরীতে শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়াছেন। স্বনামধন্য মহামান্য মার্কুইস্ অব্ লোথিয়ান শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারককে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তন্মধ্যে অন্যতম এই যে—"খ্রীষ্টধর্ম্ম বা অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক বলিয়াছিলেন যে,—"খ্রীষ্টধর্ম্ম বা অন্যান্য ধর্ম্ম সাধারণতঃ ঈশ্বরকে পরম পিতা পরমেশ্বর বলিয়া ধারণা করেন, কিন্তু গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মে তাহার দ্বারা বিপরীতগামিনী হইয়াছে। সেখানে সেবক মাতাপিতা ও পালকের স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং সেব্য পরমেশ্বর পুত্র, বালক বা পাল্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। এজগতের বিপরীত চিন্নাস্রোতঃ গৌড়ীয়বৈষ্ণব ধর্ম্মে-প্রকাশিত। এ-জগতে শব্দরূপ শ্রেষ্ঠ; গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অপ্রাকৃত আদিরস বা মধুররস সর্ব্ব-রসময় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ, এ-জগৎ অপ্রাকৃত জগতের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। এ-জগতের শিশুর ন্যায় 'দেহি দেহি' বহু কিছু কামনা, আবদার অপ্রাকৃত জগতের শিশুর মধ্যে প্রকাশিত হইলে এবং সেবক সেই সকল আবদারের যোগানদার হইলে তাহাই সেবা হইয়া গেল। আর জীব শিশু সাজিয়া নিজে এবং ভগবানকে মাতা বা পিতা সাজাইয়া তাঁহাদিগকে আবদারের যোগানদার (order supplier) করিলে তাহা সেবার পরিবর্ত্তে ভোগ হইল।"

আমরা যাঁহাকে পূজা করি তাহা কি পূজকের ভোগের জন্য, না—পূজ্যের ভোগের জন্য? পূজা বা সেবা জিনিষটি কি আমার ও তোমার ভোগের মধ্যে একটা বাটোয়ারা বন্দোবস্ত? আমি তোমাকে স্তব-স্তুতি দ্বারা তোষামোদ করিব, চাউল-কলা আদি নৈবেদ্য উপহার দিব, তুমি আমাকে আমার ভোগের যোগান দিও। আমি তোমাকে কিছু ভোগ দিব, তুমি তৎপরিবর্ত্তে আমাকেও কিছু ভোগ দিও। ঐ ভোগবস্তুগুলি বা ঐরূপ ভোগের বাটোয়ারা বন্দোবস্ত শিশুর সরলভাব পোষাক পরিয়াই হউক, আর অন্য কোনরূপ সাজ-পোষাকে সজ্জিত হইয়াই হউক,

অনুষ্ঠিত হইলেই কি সেখানে সব দোষ কাটিয়া যাইবে? যদি পূজা বলি, যজ্ঞ বলি, সেবা বলি, ভক্তিশ্রদ্ধা বলি তাহা হইলে সেবোর ভোগে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে বলি দিতে হইবে, সেবোর কামানলে আপনার সর্ব্বস্বকে ইন্ধন করিয়া দিতে হইবে। সেবকের সর্ব্বস্বের আহুতিতে সেবোর কামানল অধিকতর হাউ হাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। এত কাম কার আছে? জগতের অসুর, দেবতা যক্ষ, রক্ষঃ পিশাচ মানবের কাম যতই বিরাট্ হউক না কেন, তাহাতে তাহারা আপনাদ্বারাই পূড়িয়া মরে। তাহা কি কাম? তাহা যে তাহাদের আত্মবিনাশের যজ্ঞ, তাহাতে তাহারা তাহাদের নিজের মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনে। কামের মালিক, কামের একমাত্র পূর্ণতম মালিক সেই স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম ভগবান্। এইজন্য তাহার এক নাম 'অপ্রাকৃত কামদেব'—তিনি মন্মথমন্মথ। বৈষ্ণবধর্ম্ম যাহা গোপী গীতায় পরিস্ফুট হইয়াছে, ভ্রমরগীতায় সম্প্রকাশিত হইয়াছে, সেই নবনন্দনের সেই অপ্রাকৃত শিশুর কামপরিপূরণের সেই মহাযজ্ঞ—গীতার শরণাগতিমূলক চরমশ্লোকের একটু সামান্য অস্ফুট বীজাকারে মাত্র পরিলক্ষিত হয়। সেই গৌণ উদ্ধব-গীতা, গোপীগীতা ও ভ্রমর-গীতার মধ্যে কৃষ্ণ-কাম-কলাপ-কল্পতরু-রূপে অপ্রাকৃত, অকপট, পরম-সরল, পরমরক্ত সেবক সম্প্রদায়ের জন্য প্রকাশিত রহিয়াছে। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকে আর্য্যধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকাম পরিপূর্ত্তির কথার ধ্বনি হইয়াছে। সেখানে বদ্ধজীবের কোন কামনার কথা নাই। জীব যে অধিকারে শিশুর পোষাক পরিয়া পরমেশ্বরকে মা সাজাইয়া কামনা-পূরণের আবদার করে, সে অধিকার অত্যন্ত বদ্ধাধিকার। সেই বদ্ধাধিকারেই 'চণ্ডী'র আরম্ভ।

স্বারোচিষ নামক মনুর অধিকার কালে চৈত্রবংশ-সম্ভূত সুরথ রাজা কোলাবিধ্বংসী রাজগণের দ্বারা পরাজিত হন। পরাজিত হইয়া সুরথ নিজের পুরীতে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানেও তাহার পূর্ব্বশত্রুগণ তাহাকে আক্রমণ করেন এবং তাহার ধনাগার ও সৈন্যসামন্ত অপহরণ করেন, রাজা সর্ব্বস্ব হারাইয়া মনের দুঃখে বনে চলিয়া যান এবং মেধা (মেধস্) মুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু বনে গিয়াও রাজা মনের ধর্ম্ম ছাড়িতে পারিলেন না,—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমার প্রজাগণকে, আমার স্বয়ংসিদ্ধ প্রধান হস্তী প্রভৃতিকে শত্রুগণ বন্দীকৃত করিয়া তাহাদের আয়ত্ত করিয়া নিয়াছে। আমার ভূভারত এখন আর আমার অনুগত নাই। তাহারা অপর রাজার উপাসনা করিতেছে। আমার বহু দুঃখে সঞ্চিত ধনভাণ্ডার আমার শত্রুপক্ষ তাহাদের ভোগে ক্ষয় করিতেছে।

এদিকে সেই মুনির আশ্রমের নিকট আর এক বৈশ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার নাম সমাধি। বৈশ্য এক সময়ে ধনিগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তাহার স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ধনের লোভে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। তাই বৈশ্য তাহাদের অকৃতজ্ঞতায় মর্ম্মাহত হইয়া মনের দুঃখে বনে আসিয়াছেন। সুরথের ন্যায় সমাধিও বনে আসিয়া মনের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কেবল ভাবিতেছেন,—আমার স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনগণের মঙ্গলামঙ্গলের কোন সংবাদই জানি না। এখন কি তাহাদের গৃহে মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটিতেছে? আমার পুত্রগণই বা কে কিরূপ আছে? যাহারা অকৃতজ্ঞতার যূপকাষ্ঠে বৈশ্যকে বলি দিয়াছে, বৈশ্য কিন্তু বনে আসিয়াও মনে তাহাদিগের উপাসনা করিতেছেন। যখন রাজা ও বৈশ্য এইরূপ ভাবিতেছেন তখন তাঁহারা তাঁহাদের এই মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মেধা মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে মেধামুনি জানাইলেন যে, সকল প্রাণীর মধ্যে জ্ঞান একই। আর ঐ জ্ঞানমূলক ব্যবহারও সমান। মহামায়ার প্রভাবই মোহের কারণ। সেই মহামায়া জ্ঞানিগণের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে প্রবৃত্ত করিতেছে। সেই মহামায়া বন্ধনের হেতু; আবার, পরমা বিদ্যা সনাতনী যোগমায়া-রূপে মুক্তির হেতু। রাজা সেই মহামায়ার পরিচয় লাভের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন—

১। সেই মহামায়া কে?
২। তিনি কিপ্রকারে উদ্ভূত হন?
৩। তাঁহার কর্ম্মই বা কি?
৪। তিনি কিরূপ আকৃতি?
৫। কিরূপ স্বভাব-বিশিষ্ট?
৬। কাহা হইতে তাঁহার উৎপত্তি?

১। উত্তরে মেধামুনি বলিলেন,—সেই মহামায়া অনাদ্য নহে। তিনি জগদ্রূপিণী—(যাহারা মায়াকে বা জগৎকে

অসৎ বলিতে চায়, তাহারাই মায়াবাদী)। পরমেশ্বর যেরূপ নিত্য তাঁহার মায়াও সেরূপ নিত্যা।

মহামায়া দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূতা হন। (মায়াবাদিগণ জগদ্বস্তুবিদ্বেষের দ্বারা বিকারী বলেন।)

মহামায়া বিষ্ণুর নিদ্রারূপা। পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিষ্ণুর পদ্মনালে অবস্থিত হইয়া মহামায়ার যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে মহামায়ার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—তিনি মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি, মহামোহা, মহাদেবী ও মহাসুরী অসুরী। তিনি সকলের মূলপ্রকৃতি এবং গুণত্রয়ের প্রসবকারিণী। তিনি কালরাত্রি, মহারাত্রি এবং ভয়ঙ্কর মোহরাত্রি-স্বরূপা।

অনেকে 'চণ্ডী'র ১ম অধ্যায়ের ১ম চরিতের দুই একটী শ্লোক দেখিয়া মনে করেন যে, মহামায়া যখন ব্রহ্মা ও ভাগবতোদগীতা, তখন তিনি বিষ্ণু রুদ্রাদিরও জননী। ঐরূপ বিচারে বিষ্ণু প্রকৃতির অন্তর্গত প্রাকৃত বস্তু হইয়া পড়েন। বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুজননী হইয়া পড়েন। যে বিষ্ণুমায়া ছায়ারূপিণী, যাঁহার স্বরূপ শক্তি লক্ষ্মী নিরন্তর অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর পদসেবাকারিণী, বিষ্ণুর বক্ষবিলাসিনী, সেই বিষ্ণুপত্নী বিষ্ণুসেবিকা কি করিয়া বিষ্ণুর জননী হইতে পারেন? যাহারা মা'কে মায়ায় পরিণত করিবার বিচারের পক্ষপাতী তাহারাই চণ্ডীর উক্ত বাক্যের কদর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ ও সমন্বয়-বিচার হইতে জানা যায়—মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তিক্রমেই পরব্যোমের সমস্তশুদ্ধসত্ত্ব-প্রকাশ, জীবশক্তিক্রমেই শুদ্ধজীবসকল তথায় বর্ত্তমান, মায়াশক্তির তথায় অবস্থিতি নাই। সন্ধিনীশক্তি হইতেই সমস্ত শুদ্ধসত্ত্ব-ধাম প্রকাশিত। এজন্য শাস্ত্রে ভূ ও পার্ষ্ণিতী দেবীকে মহাসঙ্কর্ষণের সেবক-সেবিকা বলা হইয়াছে। চিচ্ছক্তিকে অচিচ্ছক্তির সহিত একাকার করা প্রাকৃতসহজিয়া মত। বিরোচন যেমন শ্রুতির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন, অনেকেই সেইরূপ চণ্ডীতে শ্রীব্যাসদেবের ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্ত হন। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য্য দ্বারা যেরূপ বদ্ধজীব বা প্রাকৃত দেহকে 'তৎ' বা 'ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় না, কিংবা 'নিত্যো নিত্যানাং, চেতনশ্চেতনানাং', 'অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' এই শ্রুতি মন্ত্রানুসারে নিত্য চেতন পদার্থ 'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ' জীবের সহিত পরব্রহ্মকে একীভূত বলা হয় না; পরন্তু সমজাতীয় মাত্র বলা হয়। কিন্তু মূল বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ অন্যরূপ বুঝিয়া থাকে। সেইরূপ ব্যাসদেব চণ্ডীতে ছায়াশক্তি মহামায়ার বিষয়স্বরূপ যোগমায়ার সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহাও তাহারা ধরিতে পারে না। স্বরূপ-শক্তি ও ছায়াশক্তির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। স্বরূপের-ই ছায়া, এজন্য অনেক সময় ছায়া দ্বারা স্বরূপের কথা ইঙ্গিত করিলে মূলবুদ্ধি ব্যক্তি ছায়াকেই কায়া। কায়ঃ) জ্ঞান করে। ব্রহ্মা চণ্ডীতে যে স্তবের মধ্যে মহামায়ার স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন 'ব্রহ্মসংহিতার' ৫ম অধ্যায়ে ব্রহ্মার মুখে সেই মহামায়ার স্বরূপ এইরূপ পরিস্ফুট আছে,—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায়)

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা'; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তাৎপর্য্য—(পূর্ব্বোক্ত দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার বর্ণন করিতেছেন।) "যে জগতে ব্রহ্মা স্থিত হইয়া গোলোকনাথের স্তব করিতেছেন, সেই জগৎ—চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম' তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুর্গা' তিনি জগৎস্বরূপ জগদ্ভূতকারী; বীর প্রতাপে অবস্থিতা বলিয়া সিংহবাহিনী; পাপদমনীরূপা মহিষাসুর-মর্দ্দিনী; সৃষ্টি ও স্থিতিপ্রলয়সাধনত্রয় বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী; ঐশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনী রূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মহাবর্দ্ধিনী, শান্তমনে বহুবিধ বেদোক্ত মন্ত্ররূপ বিংশতি অস্ত্রধারিণী, কাল-সৌভাগ্য-বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী,—এই সকল আকার-বিশিষ্টা দুর্গা; সেই দুর্গা দুর্গাবিশিষ্টা। 'দুর্গা'-শব্দে কারাগৃহ; ভগবৎ-শক্তিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক-কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার 'দুর্গ'। কৃষ্ণকৃপাই তথায় 'দস্যু', বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধনপ্রণালীবিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবগণের

সেই বহির্মুখতা যখন দূর হয় এবং অন্তর্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্মুখ ভাব দেখাইয়া কারা-কর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপালাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, রাজ্য পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক-জগতে কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীবের জন্য "ঔড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা" বিস্তার করেন। জীব চিৎকণস্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণবহির্মুখতা-দোষ হইলেই তিনি মায়িকজগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হন। তৎক্ষণাৎ দুর্গা তাঁহাকে কারাগারের ন্যায় পঞ্চীকৃত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়যুক্ত একটি স্থূলদেহ আবদ্ধ করিয়া কর্মচক্রে নিক্ষিপ্ত করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণায়মান হইয়া সুখদুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূল দেহের ভিতর মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার-রূপ একটি লিঙ্গ দেহও দেন, জীব এক স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গদেহে অন্য স্থূলদেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্বাসনাময় লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥" এই ভাগবতবচনেই বহির্মুখ জীবের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে; জড়জগতে যে দুর্গার পূজা হয়, তিনিই এই 'দুর্গা'; কিন্তু ভগবদ্ধামের আবরণে যে মায়াময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। ছায়াদুর্গা তাঁহার দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন।

উপরি-উক্ত প্রসঙ্গের পর চণ্ডীর বর্ণনা এই যে, ভগবান্ শ্রীহরি যোগনিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন এবং মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মার প্রতি ধাবিত দেখিয়া অসুরদ্বয়ের সহিত ৫০০০ বৎসর যুদ্ধ করিলেন। অসুরদ্বয় বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর।

ইহা দ্বারা চণ্ডীর মধ্যে আমরা একটি নিগূঢ় বিষয়ের সন্ধান পাই—যে বিষয়টি অনেকে শত সহস্রবার চণ্ডী কণ্ঠস্থ ও পাঠ করিয়াও লক্ষ্য করা প্রয়োজন মনে করেন না। সেইটি এই,—মহামায়া বা বিষ্ণুমায়ার অসুরমোহন নামক একটি কার্য্য আছে। তদ্দ্বারা অদৈব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ বিষ্ণুকে তাহাদের অধীন বস্তু—এখানে যেমন মধু ও কৈটভ বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত হইয়া বিষ্ণুকে 'বর গ্রহণ কর' বলিয়াছিল, তদ্রূপ মায়ামোহিত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুকে যাচিয়া লইবার ইচ্ছা করে; মধু ও কৈটভ ঐরূপ বর দিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু তাহাদের নিকট বলিলেন—অন্য বরে আর প্রয়োজন কি? তোমরা আমার বধ্য হও। অসুরগণ বিষ্ণুকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই বলিয়াই বলিল—'সর্ব্বত্রই জল প্লাবিত দেখিতেছি, অতএব যে-স্থানে জল নাই, সে-স্থানে আমাদিগকে বধ কর'। অসুরগণের কল্পনার অতীত জল বিহীন স্থান বিষ্ণুর উরুর উপর রাখিয়া বিষ্ণু ঐ অসুরদ্বয়কে বধ করিলেন। হিরণ্যাক্ষশিপুর বধের সময়ও আমরা হিরণ্যকশিপুতে এইরূপ চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করি। অসুরের স্বভাব এই যে, তাহারা মহামায়ার বুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে নিঃশক্তিক মনে করিয়া থাকে। তাই তাহারা যাহাকে তপস্যাদি সাধনসময় মনে করে, তাহার ফলের দ্বারা অর্থাৎ তাহাদের তপস্যার ভিত্তিতে বিষ্ণুকে বধ করিতে চাহে; কিন্তু বিষ্ণুকে তাহারা বধ করিতে পারে না, বিষ্ণুকে বধ করা অর্থ—তাঁহার নিত্য-সবিশেষ পুরুষোত্তম-স্বরূপকে নির্ব্বিশেষ করিয়া তোলা। যাহারা অচিন্ত্যশক্তি বিষ্ণুর এইরূপ নির্ব্বিশেষ-বিচারের পক্ষ-পাতী, যাহারা অন্যগ্রহ-উপাসক, মধুকৈটভের ন্যায় তাহাদের আত্মহত্যা-লাভ হয়। এইজন্যই শ্রীব্যাসদেব পাদ্মে বলিয়াছেন,—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে ব্রহ্মসদো হি যঃ।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাস্তে হরিণা হতাঃ॥
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বাক্য)

তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ 'সিদ্ধ-লোক'। সেখানে ব্রহ্মসুখময় মায়াবাদিগণ ও ভগবৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন; পাতঞ্জল যোগিগণ কৈবল্য লাভ করিয়াও সেই লোক প্রাপ্ত হইবেন।

জগতে এমন জীব আছেন, যাঁহারা অত্যন্ত সম্ভোগবাদী, তাঁহারা মনে করেন, দৈত্যগণের ঐরূপ আদর্শটা মন্দ কি? অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন অপেক্ষা প্রতিকূল-চেষ্টায় যখন শীঘ্র শীঘ্র ব্রহ্মসুখে মগ্ন হওয়া যায়, তখন অনুকূল অনুশীলনকারিগণ তাহাকে আত্মহত্যাই বলুন, চেতনের বৃত্তি-বিনাশই বলুন,

কিম্বা অহংগ্রহোপাসনাই বলুন—যাহাই বলুন না কেন, আমাদের কার্য্য ত' করিতে হইয়া গেল। আমরা চাহি সুখ—আমরা চাই নিজের তহবিলে কিছু। সেটা ত' লাভ হইয়া গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্রের ন্যায় অবস্থাটিও অসুরের আনুকরণিক অবস্থানগণের লাভ হয় না। তাহাদিগের তপস্যা, সাধন-সমর, সেই "মো হারে কি পুত্র হারে" বলিয়া 'যুদ্ধং দেহি' উক্তির মধ্যে মুক্ততার পরিণাম ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার কৃতস্তুতির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যক্ত হইয়াছে—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

চণ্ডীর মধ্যম চরিত দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত মহিষাসুর-সৈন্যবধ ও মহিষাসুর-বধ বর্ণিত হইয়াছে। মহিষাসুর ছিলেন অসুরদিগের অধিপতি, আর ইন্দ্র ছিলেন দেবতাদিগের অধিপতি। ইহাদের মধ্যে ১০০ বৎসর দেবাসুর সংগ্রাম হয়। তাহার ফলে দেবতাগণ পরাজিত হন এবং মহিষাসুর ইন্দ্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরাজিত দেবতাগণ ব্রহ্মাকে অগ্রণী করিয়া দুঃখ জানাইবার জন্য শিব ও বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবতাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুসূদন ও শিবের ক্রোধ হইল। তাঁহাদের ভ্রূকুটি-কুটিল বদন হইতে এক মহৎ তেজোরাশি নির্গত হইল এবং অন্যান্য দেবতাগণের শরীর হইতেও সুমহৎ তেজঃ নির্গত হইয়া সমস্ত তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া তাহা হইতে দেবীর আবির্ভাব হইল। শম্ভুর তেজে দেবীর মুখমণ্ডল এবং বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহু সকল হইল। নারায়ণ তাঁহার নিজের চক্র হইতে চক্র উৎপাদন করিয়া দেবীকে দিলেন। মহাদেব তাঁহার শূল হইতে শূল আকর্ষণ করিয়া দেবীকে শূল রচনা করিয়া দিলেন। বিভিন্ন দেবতাগণ দেবীকে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও শক্তি প্রদান করিলেন। এইরূপে দেবী বিষ্ণু, রুদ্র ও বিভিন্ন দেবগণের নিকট হইতে স্বীয় অস্তিত্ব ও আভরণাদি লাভ করিয়া মহিষাসুর-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং উহাদিগকে পরাজিত করিয়া ক্রমে মহিষাসুরকেও বধ করিলেন।

মহিষাসুর-বধে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের স্বার্থসিদ্ধ হইল দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন,—

যেনাহসি দেবি! বিধিতাখিল শাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গ-ভবসাগর-নৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃত-প্রতিষ্ঠা॥
(চণ্ডী মধ্যচরিত ৪র্থ অধ্যায় ১১ শ্লোক)

আরও বলিলেন,—

ধর্ম্মাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্ম-
ব্যক্ত্যাকৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী প্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবী তেন॥
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥
(চণ্ডী মধ্যচরিত ১৬-২৪-২৫ শ্লোক)

দেবতাগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী বর দিতে চাহিলে দেবতাগণ বলিলেন,—

যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ॥
যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে।
তস্য বিত্তর্দ্ধি-বিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্॥
(চণ্ডী মধ্যচরিত ৪র্থ অঃ ৩৫-৩৬)

হে মহেশ্বরি, যদি তুমি আমাদিগকে বর দান কর, তবে আমরা তোমাকে স্মরণ করিবা-মাত্রই তুমি আমাদের পরমাপদ-সকল বিনাশ করিও। মর্ত্ত্যজীব আমাদের এই স্তবের দ্বারা তোমাকে সন্তুষ্ট করিলে আমাদের প্রতি প্রসন্ন তুমি সেই মর্ত্ত্যজীবকে বিত্ত, উন্নতি, ধন, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি সম্পৎসমূহের সর্ব্বদা বৃদ্ধির হেতু হইও।

সুতরাং বিভিন্ন অসুর-বধ বা দেবতাগণের কামনা-পরিতৃপ্তির পর দেবতাগণ দেবীকে যে-সকল স্তব করিয়াছেন এবং সেই সকল লইয়া যে চণ্ডী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ফল দেবতাগণই সমক্ষে বলিয়া দিয়াছেন। দেবতাগণের স্তুতি অপর জীব পাঠ করিলে তিনিও বিত্ত, সমৃদ্ধি, ধন, স্ত্রী, পুত্র, মিত্র-সম্পৎ লাভ করিবেন। দেবী ঐ সকল স্তবকারী ব্যক্তির নিকট তত্তদ্বস্তুলাভের হেতু হইবেন।

দেবী দেবতাগণের এই বাক্যে 'তথাস্তু' বলিলেন। এখানেই চণ্ডীর মধ্যমচরিত সমাপ্ত হইল।

উত্তরচরিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের বিনাশের উদ্যোগপর্বরূপে আরম্ভ হইয়াছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুর ইন্দ্রের অধিকার এবং যজ্ঞভাগ অপহরণ করিয়াছিল। স্বর্গ হইতে বিতাড়িত দেবতাগণ দেবীর পূর্ব বর ও প্রতিজ্ঞানুসারে পুনরায় রাজ্যাদির বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য হিমালয় পর্বতে গমন করিয়া স্তবদ্বারা দেবীকে আরাধনা করিতে লাগিলেন।

ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ॥
(চণ্ডী উত্তরচরিত ৪র্থ অঃ ৭)

শুম্ভনিশুম্ভ-বধের জন্য হিমালয় পর্বতে গমনপূর্বক দেবতাগণ বিষ্ণুমায়াকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাই প্রসিদ্ধ—

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
(চণ্ডী উত্তরচরিত ৪র্থ অঃ ১৪-১৬)

প্রকৃতি শ্লোকরূপে প্রকাশিত। এই স্তবটি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে সকল প্রাণীর মধ্যে বিষ্ণুমায়া যে সকল বিভূতি প্রকাশ করিয়া বর্তমান রহিয়াছেন, তাহাই উক্ত হইয়াছে। স্তবের প্রথমে দেবীর স্বরূপ বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি বিষ্ণুমায়া—তিনি প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি প্রাকৃত প্রাণীর মধ্যে কখনও বিষ্ণুমায়া নামে খ্যাত, কখনও চেতনা, কখনও বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ভ্রান্তি, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত। দেবীর সর্বভূতে ঐ সকল প্রকাশ কেবল বিভূতি বা বিশেষত্বসূচক। তাহাতে বিশেষ্য-বোধক কোন কথা নাই।

শ্রীগীতার এই কথার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত শ্রীভগবানের মুখে প্রকাশিত হইয়াছে—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥
(গীঃ ১০।৪১-৪২)

ঐশ্বর্যযুক্ত সম্পত্তি, বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সকলকে আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সেই সকলই আমার প্রকৃতি-তেজোঽংশসম্ভূত। অথবা হে অর্জুন, এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বহু জ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? প্রকৃতির এক এক ভাব দ্বারা আমি সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্তমান।

গীতার এই ভগবদ্বাণী চণ্ডীর দেবতাগণের 'যা দেবী সর্বভূতেষু' শ্লোক-সমূহের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, জগতে প্রকৃতির ঐ সকল পরিচয় আংশিক পরিচয়মাত্র। ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানে কি ফল উদিত হইবে? উহা তাঁহার একাংশের পরিচয় মাত্র। পূর্ণ পরিচয় নহে। পূর্ণ পরিচয় তাঁহার বিভূতির মধ্যে নাই—তাঁহার বিরাট্ রূপে নাই—ঐ সকলই প্রাকৃত রূপ ও জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। তিনি প্রকৃতির অধ্যক্ষ অর্থাৎ নিয়ামক, প্রকৃতি তাঁহার কটাক্ষদ্বারাই চালিত।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥
(গীঃ ৯।১০)

ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত বলিয়াই লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। তাহারা মায়া কর্তৃক মোহিত হইয়া মায়াকেই—আংশিক বিভূতিকেই, বিরাট্ বা বিশ্বকেই—কিম্বা প্রকৃতিকেই ভগবদ্রূপ, কখনও বা ইহার নির্বিশেষ-ভাবকে নিত্যস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করে। বস্তুতঃ ভগবান্ গীতার বাণীতে—

"স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ" ইত্যাদি।
"দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥
সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
(গীঃ—১১শ ৪১-৫৪)

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥
(গীঃ ১৪।২৭)

শ্রীগীতায় ভগবান্ যাহাকে "স্বকং রূপং" বা নিজ-স্বরূপ বলিয়া যে বিভূজ-রূপের কথা বলিলেন, তাহাকে মূঢ়গণ লৌকিক বা ব্যবহারিক সগুণ রূপ বলিয়া অবজ্ঞা-পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ ভাবকেই চরম স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

(গীঃ ৯ম ১১-১৪)

মোহিনী অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রংশকরী তামসী, আসুরী প্রকৃতি বা মহামায়াকে আশ্রয় করিয়া নিষ্ফল-আশাবিশিষ্ট,—ব্যর্থকর্ম্মা, ব্যর্থজ্ঞান, বিক্ষিপ্তচিত্তব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বভূত-মহেশ্বর পরম স্বরূপ বিদিত হইতে না পারিয়া আমার সেই 'স্বকং রূপং' ব্রহ্মের আশ্রয় বিভূজ 'মানুষং রূপং' রূপকে মানুষী মূর্ত্তি বলিয়া প্রাকৃতবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা, আমার দৈবীপ্রকৃতির অর্থাৎ যোগমায়ার আশ্রিত, সেই সকল মহাত্মা অনন্যচিত্ত হইয়া সকল ভূতের আদি ও অব্যয় আমার এই কৃষ্ণ-স্বরূপেরই ভজনা করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন করেন। ভক্তি সহকারে দৃঢ়ব্রত হইয়া সর্ব্বদা আমার সেবার জন্য যত্ন করেন। ভক্তির সহিত আমাকে নমস্কার করেন এবং নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন।

গীতার এই-সকল শ্লোকের দ্বারা অহংগ্রহ-উপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বরূপ-উপাসনার যাহাদের চিত্ত বাধিত, তাহারা রাক্ষসী, আসুরী, মোহিনী প্রকৃতির আশ্রিত। মোঘাশ (নিষ্ফল আশা-বিশিষ্ট), মোঘকর্ম্মা (ব্যর্থকর্ম্মা), মোঘজ্ঞান (ব্যর্থজ্ঞান), ইহাই ভগবান্ নির্দ্ধারণ করিলেন। সুতরাং চণ্ডীর "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" শ্লোক পাঠ করিয়া যদি ছায়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জাতি, মায়া প্রভৃতি বৃত্তিকে নিত্যা চিচ্ছক্তির স্বরূপ মনে করি, বা ঐ সকল প্রকৃতির গুণের প্রতীকরূপে চিচ্ছক্তিকে কল্পনা করিয়া পূজা করি, তাহা হইলে প্রতীকোপাসনা হইয়া পড়িবে কিংবা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি-প্রভাবে প্রকাশিত ঐ সকল বিশ্বরূপকে স্তব, বলি প্রভৃতিদ্বারা পূজা করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ঐরূপ উপাসনা বিশ্বরূপ-উপাসনা বা প্রাকৃত-উপাসনাতেই পর্য্যবসিত হইবে। আর যদি প্রতীক ও বিশ্বরূপ উপাসনা উভয়কে সাধকের চিত্তের জন্য কল্পিত সগুণ উপাসনা বিচার করিয়া আমি সেই নির্ব্বিশেষস্বরূপ পাপমুক্ত হইলে আমিই সদাশিব—এরূপ বিচার করি, তাহা হইলে তাহাও অহংগ্রহোপাসনা হইয়া পড়িবে। এই ত্রিবিধ উপাসনাই মোহিনী, রাক্ষসী, আসুরী প্রকৃতি প্রকৃতিদ্বারা চালিত হইলে জীবের নিকট আদর লাভ করে। চণ্ডীতে অসুরগণের বধ এবং অনুধ্যান—কামনাযুক্ত দেবতাগণের অধিকারে বিষ্ণুমায়া যে বিভূতি ও রূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বিষ্ণুমায়ার বক্তব্য-বিষয় চণ্ডীর বর্ণনানুসারেই প্রকাশিত রহিয়াছে। চণ্ডীর প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই মহামায়া দ্বারা সমগ্র জগৎ মোহিত রহিয়াছে এবং অসুরমোহন বলিয়া মহামায়ার একটি কার্য্য আছে—(চণ্ডী ১ম চরিত ৫৪ শ্লোক ও ৯৪ শ্লোক), এইরূপ অনুধ্যানকারী দেবতার অধিকারে যে স্তুতি, তাহাতে চিৎশক্তির স্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই, কেবলমাত্র প্রাকৃত প্রভাব ও বিভূতি এবং কোন কোন স্থলে চিৎস্বরূপের সামান্য আভাস-মাত্র অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। কিন্তু গীতায় পরব্রহ্মের নিত্যস্বরূপের বর্ণন-প্রসঙ্গে তাঁহার বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা শক্তির পরিচয় প্রকাশিত রহিয়াছে। গীতায় ভগবদুক্তিতে আমরা দেখিতে পাই,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥
বলং বলবতাঞ্চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(গীঃ—৭।৪-১৪)

গীতার উপরি-উক্ত শ্লোকসমূহ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পরব্রহ্মের শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে। একটি পরিচয়ের নাম বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি,—জড়জননী বলিয়া তাহাকে অপরা শক্তিও বলা হয়। এই অপরা শক্তির মধ্যে আটটি তত্ত্বসংখ্যা লক্ষ্য করা হয়। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি—এই প্রকার দশটি তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্বে তাহার কার্য্যভূত ইন্দ্রিয়-সমূহ ও কারণভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। ইহা ব্যতীত পরব্রহ্মের আর একটি প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা চৈতন্যস্বরূপা বা জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড় জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ এবং বহিরঙ্গা শক্তি-নিঃসৃত জড় জগৎ—উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীব-শক্তিকে তটস্থশক্তি বলা যায়। চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ এই দুই প্রকৃতি হইতেই নিঃসৃত। অতএব ভগবৎস্বরূপ আমিই (শ্রীকৃষ্ণ) সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল-হেতু। হে অর্জ্জুন! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেরূপ মণিসমূহ গ্রথিত থাকে সেরূপ আমাতেই সমস্ত বিশ্ব ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করে। আমি জলের রস, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদের প্রণব, আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ। আমি পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, সূর্য্যের তেজঃ, সর্ব্বভূতের জীবন, তপস্বীর তপঃ। আমি সর্ব্বভূতের মধ্যে সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ। আমি বলবানের কামরাগবর্জ্জিত বল এবং ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যত প্রকার ভাব আছে সে সমুদয়ই আমার প্রকৃতির গুণকার্য্য। আমি সেই সব গুণ হইতে স্বাধীন। সমুদয়ই আমার শক্তির অধীন। আমার অপরা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ। সেই গুণত্রয়ের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে, সেই-হেতু এই সমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র অব্যয়স্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না। এই মায়া আমারই শক্তি। জীবের পক্ষে এই মায়া দুরত্যয়া। কেবল যাঁহারা একমাত্র আমার ভগবৎস্বরূপে প্রপন্ন হন, তাঁহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারেন।

গীতার এই সমস্ত বাক্য চণ্ডীর "মহামায়া হরেশ্চৈতৎ যয়া সম্মোহ্যতে জগৎ" (চণ্ডী ১ম অধ্যায় ১ম চরিত ৫৪) এই উক্তিরই সহিত সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া দেবতাগণের স্তবে কথিত শক্তির একএকটি বিভূতিকে বিষ্ণুশক্তি অপরা প্রকৃতিরই আংশিক বিক্রমমাত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং অপরা প্রকৃতির ঐ সকল আংশিক বিক্রমসমূহ অভ্যুদয়কামী দেবতাগণের অধিকারে বহুমানিত হইলেও ইহা নিঃশ্রেয়স্কামী ব্যক্তিগণের নিকট বিষ্ণুশক্তির চরম পরিচয় বলা যাইতে পারে না। প্রকৃতির ঐ সকল বিক্রম যখন জীবের চক্ষুর আবরণরূপে না থাকিয়া শক্তির যোগমায়াস্বরূপ এবং একমাত্র কৃষ্ণকেই শরণ্য ও সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়ণীয় বলিয়া জানাইয়া দেন, তখনই জীব মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদের (৪।১০) 'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্' এই মন্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মায়া প্রকৃতি। তিনি জগৎকর্ত্রী হইলেও তাহাতে মূল-কর্ত্তৃত্ব নাই। মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ একমাত্র মহেশ্বর পরব্রহ্ম, তিনিই পুরুষোত্তম। প্রকৃতি মায়াধীশ নহেন, প্রকৃতি মায়া। প্রকৃতির অধিপতি, অধ্যক্ষ বা নিয়ামক—পুরুষ। সুতরাং চণ্ডীর ৫ম অধ্যায়ের উত্তরচরিতের দেবতাগণের স্তুতি পাঠ করিয়া গীতার সাক্ষাদ্ ভগবদ্বাণী শ্রবণ করিতে করিতে ইহাই জানা উচিত যে, যে পুরুষোত্তম শ্রীহরির বহিরঙ্গা শক্তির সামান্য বিক্রমের পরিচয়রূপ চেতনা, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বুদ্ধি, জাতি, লজ্জা, ক্ষমা, তুষ্টি, মাতৃ, ভ্রান্তি প্রভৃতিরূপে সর্ব্বভূতে প্রকাশিত, সেই মায়াধীশ পুরুষোত্তমেরই শরণ গ্রহণ করা উচিত। চণ্ডী পাঠ করিতে করিতে যদি গীতার "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য

মামেকং শরণং ব্রজ" ভগবদ্বাণীতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া একান্ত শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রতি রতি উদিত হয়, তবেই চণ্ডীপাঠের সার্থকতা; তবেই ব্যাসদেব জীবের অধিকারানুযায়ী যে প্রস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই ক্রমাধিকারের সোপান অবলম্বন করিয়া অতীষ্টসিদ্ধির পথের যাত্রী হওয়া সম্ভবপর। নতুবা চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে যদি জড়া প্রকৃতির বিক্রমেই বা জড়াপ্রকৃতির বঞ্চনা-বিস্তারেই অধিকতর আসক্ত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে যে ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝাকে আশ্রয় করিলাম সেই ওঝাই যে আমার ভূত হইয়া দাঁড়াইবে। কণ্টক উৎপাটনের জন্য অন্য কণ্টকের আবশ্যকতা; দ্বিতীয় কণ্টকবিদ্ধ হইবার ভয় কণ্টক আশ্রয় করিবার পক্ষে কোনও বিজ্ঞতা নাই। প্রাকৃত চিন্তাস্রোতঃ হইতে মুক্ত হইবার জন্যই প্রাকৃত অধিকারে চণ্ডী-পাঠ এবং তাহা হইতে গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণশরণাগতি-মূলক অপ্রাকৃত শিক্ষার উন্নত পীঠে আরোহণের প্রথম সোপানের দিকে অভিগমন।

চয়ন

[দি ইষ্ট বেঙ্গল টাইম্‌স্—শনিবার, ২৪ মে, ১৯৩০]

Gaudiya Math and Mission
Constitution Registered

Acharya Srila Thakur Bhakti Vinode, for preaching the true teachings of Sriman Mahaprabhu, founded the Institution which, under the able guidance of his illustrious successor Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad, from its parent Math at Sree Mayapur the birth place of Mahaprabhu, conducted the Missionary activities, on establishment of numerous Maths in India, Burmah and England with working-centre in Calcutta under the name of Gaudiya Mission. On the demise of Srila Prabhupad, according to his last wishes, a Governing Body was elected for management of the Mission and the Acharyaship devolved on Srila Ananta Vasudev Para-Vidyabhusan, after Sannyasa known as Srila Bhaktiprasad Puri Goswami, who was acclaimed and installed by the Governing Body and all the members and disciples assembled at the Holy birth-place of Mahaprabhu on 26-3-37 as the Spiritual Head of the Mission in succession to Srila Prabhupad.

Srila Prabhupad desired the public trust properties of the Mission to be managed and governed under a registered constitution and with this end in view he had several cousultations with Mr. J. N. Basu, the renowned solicitor of Calcutta.

Accordingly on his demise the Governing Body in persuance of the general body of members and disciples of the Mission, got a constitution drawn up on lines prevailing in the Mission with the help of Mr. G. P. Sanyal, Advocate and also Mr. J. N. Basu who had ample instructions from Srila Prabhupad. The constitution, after approval of General Meeting of members and disciples of the Mission, was duly registered under Act XXI of 1860, for proper and rightful management of the Mission and the public Trust properties. Detailed information regarding the constitution of the Mission, its objects and function, rules of membership, etc. may be obtained from the Secretary, Gaudiya Mission, Baghbazar, Calcutta.

["মাতৃভূমি" (কলিকাতা সংস্করণ) ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭, ইং ২৯শে মে ১৯৪০]

গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—প্রতিবাদ

মাননীয় "মাতৃভূমি" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখ আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় 'গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কে ?' শীর্ষক একটি প্রেরিত পত্রে প্রকৃত সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। গৌড়ীয়মিশন ত্যাগকারী কয়েকটি ব্যক্তি গৌড়ীয় মিশনকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে গৌড়ীয় মিশনের মূল প্রতিষ্ঠাতারূপে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কৃষ্ণনগর সবজজ কোর্টে সেই গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান "পারসিক্যুটেড্ এণ্ড্ রিলিজিয়াস্ ট্রাষ্ট" বলিয়া গণ্য হওয়ায় উক্ত অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ধান হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিত পত্র (১৯২৬।১ এপ্রিল) ও সজ্জনতোষণী পত্রিকা, তদ্বরচিত বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও গ্রন্থ স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিতেছে যে, বর্ত্তমান যুগে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌড়ীয় মিশনের পুনঃসংস্থাপক ও মূলপুরুষ। এই "মূলপুরুষ" শব্দটী শ্রীল প্রভুপাদের নিজ ব্যবহৃত শব্দ। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট অনুসারেই গৌড়ীয় মিশনের বিস্তার করিয়াছেন। ভারতে ও পাশ্চাত্য দেশে যে গৌড়ীয় মিশনের প্রচার বা মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন সে সমস্তই গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাক্ষাৎ ইচ্ছা (সজ্জনতোষণী ৩।৪) ও আদেশ মূলেই হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারেও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম, শ্রীবাস-অঙ্গন, অদ্বৈত-ভবন, যোগপীঠ শ্রীমন্দির, পুরীর ভক্তিকুটী-সমস্তই গৌড়ীয় মিশনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবিষ্কৃত শ্রীধাম মায়াপুর ও শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন গৌড়ীয় মিশনের মূল কেন্দ্র। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা গৌড়ীয় মিশনের সহিত একীভূত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় তাঁহার উত্তরাধিকারিসূত্রে শ্রীল প্রভুপাদও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার 'পাত্ররাজ', শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী-সভার 'কার্য্যপতি', সজ্জনতোষণী পত্রিকার 'সম্পাদক', সংকীর্ত্তনাগারলীলিকার 'প্রচারক' ও শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় মঠের আদি নাম 'শ্রীভক্তিবিনোদ আসন'। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকাশিত শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভাই গৌড়ীয় মিশনের মূল প্রতিষ্ঠান। শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই মূল প্রতিষ্ঠানেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা প্রচারিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা নামক পুস্তক, হারমনিষ্ট, সজ্জনতোষণী, গৌড়ীয়, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইংরেজী ১৯১৮, ১৭ই ডিসেম্বর ও ১৯১৯, ১০ই ফেব্রুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরই মিশনের উত্তরাধিকারিরূপে উক্ত হইয়াছেন। যদি গৌরাঙ্গ যেরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের মিশন প্রকাশ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান যুগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ গৌড়ীয় মিশন বা প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া স্বনাম প্রসিদ্ধ লিশির কুমার ঘোষ মহাশয় স্বহস্তলিখিত পত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে "সপ্তম গোস্বামী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এইরূপ শতশত প্রমাণ ও লোকপ্রসিদ্ধি থাকিতে গৌড়ীয় মিশনের মূল প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ অন্য ইতিহাস কল্পনা করেন, তবে তদ্দ্বারা একাধারে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণী, আদেশ ও শ্রৌতপন্থার বিরোধ করিবার চেষ্টাই হইবে। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে যেরূপ শ্রীব্রহ্ম-মাধবগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব, তদ্রূপ শ্রীল ভক্তিবিনোদ হইতে বর্ত্তমান যুগে শ্রীল ভক্তিবিনোদদ্বারা বা গৌড়ীয় মিশনের আবির্ভাব। মূল পিতামহ অর্থাৎ পরম গুরুদেবকে অস্বীকার করিয়া পিতার পূজার ছলনা 'অতিবাড়ী' নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধর্ম্ম। বস্তুতঃ শ্রীভক্তিবিনোদ-দ্বারাই গৌড়ীয়মিশন। অতএব গৌড়ীয়-মিশনের মূল পুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। ইতি—

নিঃ—অমৃতানন্দ সেবাবিলাস,
(গৌড়ীয় মিশনের সভ্য ও প্রচারক।)

['আনন্দবাজার' (কলিকাতা)—২১শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৪৭ ইং ৪ঠা জুন ১৯৪০]

মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম—আলবার্টহলে বিরাট সভা

গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্নে আলবার্টহলে গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিং বডির উদ্যোগে এক বিরাট-সভা হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-মিশন ও গৌড়ীয়-পত্রের প্রবীণ সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনামপ্রেম-তত্ত্ব' সম্বন্ধে একটী মূল্যবান্ অভিভাষণ প্রদান করেন।

সভাপতি তর্কভূষণ মহাশয় বলেন যে, তিনি গৌড়ীয়-মিশনের উদ্যোগে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীনাম-প্রেম-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা-সভায় যোগদানের সুযোগ পাইয়া নিজেকে নানা-ভাবে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। বর্ত্তমানে বিভিন্ন সম্প্রদায় নানাভাবে মানব-জাতির উন্নতির চেষ্টা করিতে-ছেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রধান বাস্তব ও নিত্য চেষ্টাই শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নাম-মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও প্রেম-ধর্ম্মের প্রচার। শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামী সত্য সত্যই বলিয়াছেন,—

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হইল ধন্যা।
এ বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব-ছার।
কোটি-কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥

পৃথিবীর সর্ব্বজাতির মধ্যে যদি প্রকৃত শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম ও প্রেম-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আর উপায় নাই। এই বিষয়ে অদ্য যিনি উপদেশ প্রদান করিবেন, কলিকাতায় তাঁহার পরিচয় দিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, তিনি আঠার বৎসর যাবৎ সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় মিশনের প্রধান পত্র সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়ে"র সম্পাদনা করিয়া আসিতেছেন এবং তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভক্তির দার্শনিক তত্ত্ব অবলম্বনে বহুগ্রন্থ রচনা এবং আলবার্ট হলেও বহুবার বহু অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-সম্পাদক বলেন,—হরিনাম অনুশীলন প্রত্যেক জীব বা চেতনেরই পরমধর্ম্ম—ইহা বেদ, ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেব সমস্বরে প্রচার করিয়াছেন। ইহা একটী সাম্প্রদায়িক মতবাদ নহে। শব্দশক্তির ক্ষমতা যে অপ্র-তিদ্বন্দ্বী তাহা বহু বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা প্রমাণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে আটটী শ্লোকে তাঁহার শিক্ষা সম্পুটিত করিয়াছেন, তাহাতে অপ্রাকৃত শব্দশক্তির জয়ই ঘোষিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত নাম প্রেমের মূকুল স্বরূপ। নামেই ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকর-লীলা সম্পুটিত আছে। এই নাম-গ্রহণের উপযোগিতা সকলেরই রহিয়াছে। ইহাতে দেশ, কাল, পাত্রের কোন প্রতিবন্ধক নাই। এইজন্য ইহা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। প্রকৃত নামানুশীলনকারী অলস নহেন, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বভাবে নিজের ও জগতের বাস্তব ও পরম উপকারের জন্য সর্ব্বকর্ম্মতৎপর।

সভাপতি তর্কভূষণ মহাশয় বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান অবস্থা ও সমগ্র জগতের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান যুগে গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারের সর্ব্বতো-মুখিনী উপযোগিতার কথা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করেন। মানব জাতিকে যদি সত্য সত্যই বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারের পথে তাহাদিগকে চলিতে হইবে।

'দেশ'-পত্রের সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন বক্তা ও সভাপতি মহাশয়ের বাক্য সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়া সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সভায় অনেক পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের সর্ব্বপ্রধান প্রচারক শ্রীভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, রায়বাহাদুর নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু; হরিপদ কাব্য-মীমাংসা-তীর্থ, ডক্টর কে, কে, সেন, হরিপদ সেনগুপ্ত ('আনন্দবাজার'), দক্ষিণারঞ্জন বসু ('সুপ্রভাত'), বঙ্কিমচন্দ্র সেন ('দেশ'), ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ সেন, রায়বাহাদুর ক্ষীরোদ-চন্দ্র সেন, পণ্ডিত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, শিবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বি-এ, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী ইত্যাদি ইত্যাদি।

['দুপাতর' ২১শে জৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৪৭ ইং ৪ঠা জুন, তারিখের (কলিকাতা) সংখ্যায় প্রকাশিত]

আল্‌বার্টহলে সভা

"শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্বন্ধে গৌড়ীয়-মিশনের প্রচার"

গৌড়ীয়-মিশনের প্রতিষ্ঠাতার উদ্যোগে গত রবি জুন রবিবার আল্‌বার্ট হলে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সভাপতিত্ব করেন। গৌড়ীয়-মিশনের সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ "শ্রীচৈতন্যদেব ও নাম-প্রেমতত্ত্ব"-সম্বন্ধে একটী সুযুক্তিপূর্ণ সুমধুর অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক বলেন,—শ্রীচৈতন্যদেব যে একমাত্র শ্রীহরিনামেরই মাহাত্ম্যপ্রচার করিলেন, তাহা একটী সাম্প্রদায়িক মতবাদ বিশেষ নহে। কারণ যুক্তি ও বিজ্ঞান উভয়ই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, জগতে যত বড় শক্তিই থাকুক না কেন, শব্দশক্তি সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আজ যে পাশ্চাত্য জগতে জড়বৈজ্ঞানিক শক্তির অগ্নিপরীক্ষা হইতেছে, তাহা মানুষকে মৃত্যুর পথে লইয়া যাইতেছে ও চিরকালই যাইবে। সত্য সত্য বাঁচিতে হইলে, জগতে নিত্য শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, এ জগতে অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান পাইতে হইলে, প্রেমের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বৈকুণ্ঠ শব্দশক্তির আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতীত আর উপায় নাই। এতৎসম্পর্কে বক্তা শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত আটটী শ্লোকের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে শব্দব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। কারণ ইহাতে দেশ, কাল, পাত্রের কোন প্রতিবন্ধক নাই। ইহা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম।

সভাপতি তর্কভূষণ মহাশয়, বর্ত্তমান গৌড়ীয়-মিশনের বিশ্বব্যাপী প্রচার ও তাহার কার্য্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা ও তৎপ্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, মানবজাতি তাহাদের উন্নতির যে সকল মত ও পথ পরিকল্পনা করিতেছেন, তন্মধ্যে অব্যর্থ ও অমোঘ সুপরীক্ষিত পথ শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হরিনামের আশ্রয়-গ্রহণ। বর্ত্তমানে সমগ্র মানব-জাতিকে বাঁচিতে হইলে এই পথে গমন করিতেই হইবে।

'দেশ'-সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, বক্তা ও সভাপতির সুযুক্তিপূর্ণ বিচার সমর্থন করিয়া সভার পক্ষ হইতে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

['অমৃতবাজার পত্রিকা', ৪ঠা জুন মঙ্গলবার ১৯৪০]

Message of Sri Chaitanya.

Gaudiya Mission Secy.'s Lucid Exposition.

A lucid exposition of the message and teachings (of Holy Name and Divine Love) preached by Sri Chaitanya Mahaprabhu was made by Mahamahopadeshak Pandit Sripad Sundarananda Para-Vidyabinode, the Editor of the 'Gaudiya' and the Secretary of the Gaudiya Mission on Sunday last at a public meeting held in the Albert Hall under the presidency of Mahamahopadhya Pramatha Nath Tarkabhusan.

There was a large gathering.

In the course of his discourse the speaker said that by accepting heartily this message of love, people could get rid of the evil influences, impurities that mislead worldly men and of the desire of worldly enjoyments when and when alone could the glowing light of the Holy Name (personification of the Transcendence) be reflected on their minds and pave the way for being engrossed in a loving attachment towards the Supreme Lord. This he stressed, was the only way of having real peace of mind and divine happiness which

would lead to the well-being of the human-kind. Every other way to gain peace and happiness, he said, would only be a patch with a temporary effect.

The President in the course of his neat and brief speech pointed out the disadvantageous position of the people due to dull imitation of the west in egotism and vanity, which, he said, stood in our way as an obstacle in the realisation of the Divine message of Sri Krishna Chaitanya. The President appealed to the people of Bengal to realise the message preached by Sri Chaitanya Mahaprabhu and applauded the action of the Gaudiya Mission.

Sweet Padabali Kirtan was a special feature of the evening and was much appreciated by the gathering.

['অমৃতবাজার পত্রিকা' (কলিকাতা) ৪ঠা জুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪০]

Gaudiya Math

Amritananda's Rejoinder

To The Editor,

Sir,—In your esteemed journal dated May 20, 1940 there appeared a letter of contradiction headed 'Gaudiya Math' over the signature of one Nrisinhananda Brahmachari. Attempt has been made therein to delude the public; so you will be good enough to publish the following few lines for edification of the public and for justice to the sacred cause of the Gaudiya Mission.

The contradiction appears in the name of a third person on points which are irrelevant to the issues raised by Babu Kunja Behari Saha and my reply thereto. The statements in my reply have apparently had the desired effect on Kunja Babu, who is judiciously silent.

This third person has indeed correctly quoted the findings of the Krishnagar Title suit to the effect that Prabhupad dedicated all his properties, present and future, to the presiding deities of the Chaitanya Math, that the intention of Prabhupad in installing the deities was that they were the objects of public worship and that Gaudiya Math is a public trust or more properly a public endowment. This findings, it will be seen, have removed all doubts about the operation of the Will on which the present writer bases his castle.

The writer of the present letter challenges me to prove by documentary or any reliable evidence that Srila Prabhupad expressed his intention that Srila Ananta Vasudev should be the Acharya of the Mission. The evidence is overwhelming. One of the last instructions left by Srila Prabhupad was pointedly to this effect as published in the official organ of the missionaries "Gaudiya" the letter of Benediction (Ashirbad Patram) bestowed by Srila Prabhupad at the time of confering the title of Mahamahopadeshaka on Srila Ananta Vasudev throws shining light to all except those who, like the owl in the day time, are only blinded thereby, to know him the Acharya of the Mission, and various other writings of Srila Prabhupad also corroborate the same. Kunja Babu himself acknowledged him in writing in different places as the spiritual Head of the mission in succession to Srila Prabhupad. The present writer of the letter acclaimed him at the top of his voice as the Acharya and paid homage to him (*vide* "Nadia-Prakash" dated 8.1.38) and also signed a declaration to the same effect. It is strange that he could manage to forget all these so soon.

The letter has again mischievously tried to prejudice the public against the generous

and praiseworthy action of the members of the Mission in registering the Gaudiya Mission under Act XXI of 1860. The present constitution as registered is the handiwork of Mr. J. N. Basu, the well-known solicitor whom Srila Prabhupad authorised and inspired to draw up the constitution as early as 1934—35 on lines suggested by him. The constitution now allows every bonafide active disciple of Srila Prabhupad an effective control in the mangement of the Mission. The adoption of this devotional principle has struck a death-knell to the swan-song of the writer of the letter under review and his partisans and their recent drum-beating of having obtained a probate of a will. The question of any personal domination or private trust in the properties has been thoroughly banned from the Mission to the great discontent and despair of the recalcitrant members.

The writer of the letter has been anxious to prove that Srila Prabhupad was the Founder of the Mission. The motive is not far to seek. It is an indirect attempt, though futile, to establish the private character of the properties of the Mission and of the will of Prabhupad. It is well-known that Prabhupad drew his inspiration, got the mantle and carried out the desires of Thakur Bhaktivinode, who is the original exponent, in modern times, of the Gaudiya Mission Vaishnava Philosophy and whose literary works form the corner stones of the present movement. The original Gaudiya Math of Calcutta situated at No. 1 Ultadanga Road was named after him as the Bhaktivinode Asan and your esteemed paper in its issues dated 17-12-1918 described Prabhupad as the successor of Thakur Bhakti Binode. While showing respect to our Gurudeva, should we forget how deep is the reverence of our Gurudeva for his Guru, who is again our Parama Guru.

The writer has been pleased to name the Governing Body as the 'so-called' Governing Body. Did he not owe allegiance to this body, for good 3 years since the disappearance of Srila Prabhupad? Does he remember whose order he carried out during the last 3 years and in going to Rangoon and under whose authority he worked during the installation ceremony of Rangoon.

Sree Gaudiya Math
Baghbazar, Calcutta } Amritananda Sevabilash

[হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড—বৃহস্পতিবার, ৩রা জুন ১৯৪০]

27 COMMITTED TO SESSIONS

Charge of Rioting with murder

Gaudiya Mission Tangle.Sequel

Krishnagar, June 5.

Benode Behari Brahmachari, Mahananda Brahmachari, Narahari Brahmachari, and 24 other persons were committed to the court of Sessions by Mr. L. K. Dutta, Magistrate, 1st class, Krishnagar to stand their trial under Section 302, 148, 120B I. P. C. i. e. murder, riot with murder and conspiracy to commit the same.

It may be recalled the accused persons were arrested in connection with a riot and murder over the taking of possession of Sree Chaitanya Math at Sree Mayapur, head-quarters of the Gaudiya Mission. During investigation the Police are reported to have seized several incriminating papers from the room of Kunja Behari the alleged leader of the accused and from other places on the strength of which 5 important persons were arrested later on and sent up for trial. The police mentioned the name of Kunja Behari in charge sheet but did not put him on trial for want of sufficient evidence. The Committing Magistrate has also framed charges against Kunja along with others in this sensational murder case.—U. P.

['আনন্দবাজার পত্রিকা' কলিকাতা—১০ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৩৪৭, ইংরাজী ৮ই জুন ১৯৪০]

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের দখল সম্পর্কিত মামলা

২৭জন আসামী দায়রায় সোপর্দ্দ

কৃষ্ণনগর, ৭ই জুন

কৃষ্ণনগরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, ঘে, দত্ত নরহত্যা, নরহত্যাসহ দাঙ্গা ও এই উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, মহানন্দ ব্রহ্মচারী, নরহরি ব্রহ্মচারী ও অপর ২৪ জনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ১৪৮ ও ১২০ ব ধারামতে বিচারার্থ দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

স্মরণ থাকিতে পারে, গৌড়ীয়-মিশনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরে—শ্রীচৈতন্যমঠের দখল উপলক্ষে দাঙ্গা ও নরহত্যা সম্পর্কে আসামীগণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তের সময় পুলিশ আসামীদের নেতা কুঞ্জবিহারীর বাড়ী এবং অন্যান্য স্থান হইতে কতকগুলি আপত্তিজনক কাগজ পায়। পরে এই সকল কাগজের বলে ৫ জন বিশিষ্ট লোক গ্রেপ্তার হয় এবং বিচারার্থ তাহাদিগকে চালান দেওয়া হয়। চার্জ্জসিটে পুলিশ কুঞ্জবিহারীর নাম দেয়, কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণাভাবে তাহাকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলায় অন্যান্য আসামীর সহিত কুঞ্জের বিরুদ্ধে চার্জ্জসিট দাখিল করিয়াছেন।

—ইউ, পি

এতদ্ব্যতীত 'দৈনিক বসুমতী' (কলিকাতা, ৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৩৪৭) এবং 'যুগান্তর' পত্রেও শ্রীচৈতন্যমঠ দখল সম্পর্কে দায়রা মামলার কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কাশীতে—শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ গত ১০-১৪ই মে পর্য্যন্ত কাশীধামবাসী মিঃ এস্, জগৎ সিং বি-এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ দিজেশ্বর নাথ এম্-বি, বি, এস্, ডি ও এম, এস্ (লণ্ডন); রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ডি, এস্, পি; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ (ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল, কুইন্স্ কলেজ); মিঃ আই, পি ওয়াহেই এ, এম্, আই, ই, টি (লণ্ডন), এস্, এইচ, আর, টি, ই (আমেরিকা) প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত সজ্জনবৃন্দের নিকট কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

কড়ুরে—জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে কড়ুর শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীরায় রামানন্দ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব-তিথি কীর্ত্তনমুখে পালন করেন। এতদুপলক্ষে উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ, মধ্যাহ্নে বিরহ-উদ্দীপক কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল রায় রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

ব্রহ্মদেশে—গত ১২।৫।৪০ তারিখে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-অবলম্বনে রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ I. B. P. Oil Field (Lanywa) নামক স্থানে তত্রস্থ public club house-এর সংলগ্ন প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ে বিবিধ শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করেন। বহু শ্রোতা সমুপস্থিত ছিলেন।

শ্রীহট্টে—গত ১৩-১৪ই মে তারিখে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের কতিপয় সেবক শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ সহরের "টাউন হলে" বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত একটী বিরাট সভায় শ্রীযুক্ত সারদা চরণ চক্রবর্ত্তী বি-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরদিন উক্ত হলে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে শ্রীযুক্ত মধুরনাথ দত্ত (উকিল),

কাদিনীমোহন পাল (উকিল), কৃষ্ণবিহারী নন্দী (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ, প্রফুল্লকুমার দাশ গুপ্ত (Asst. Surgeon), কাদিনীমোহন সেন (উকিল), ইন্দ্র কুমার গুরুকায়স্থ (উকিল), সুখময় রায় (জমিদার), বরদীলাল রায় (মার্চেন্ট), পবিত্রনাথ শর্ম্মা (Hony. Magistrate), অক্ষয়কুমার দাস (Ex-minister, Assam), প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীধাম-মায়াপুরে—গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থানপূর্ব্বক অবিশ্রান্তভাবে জীবকল্যাণের বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২৭শে সোমবার অপরাহ্ণে ও রাত্রে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব জীবন্ত সাধুসঙ্গের অত্যাবশ্যকতা, অসৎসঙ্গ-ত্যাগে দৃঢ়তা, জড়বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনের জন্য নিষ্কপট হও, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার অবৈধ চেষ্টা-পরিহার, ব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রম, শিবের মঙ্গলময় রূপ ও রুদ্রমূর্ত্তির কথা, কলির স্বান-পঞ্চক প্রভৃতি বহু বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রোতবাণী কীর্ত্তন করেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৯শে মে শ্রীশ্রীলআচার্য্যদেব ঢাকা হইতে আগত শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এম্-এস্-সি, এক্-টি-সি মহো-দয়ের নিকট মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, মহাপ্রভুর দয়ার অসমো-র্দ্ধত্ব, জীবের নিত্যধর্ম্ম কি প্রভৃতি বিষয়ে ২ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বীর্য্যবতী চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া চৌধুরী মহাশয় পরমা-নন্দিত ও উপকৃত হন।

গত ৩১শে মে পতিতপাবনবর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে নিত্যস্থিতিকারী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্, পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথমন্মথদাস কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত বি-এ (ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার), শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাণ্ডী বি-এ, বি-ই-ডি; শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সেন বি-এল্, শ্রীপাদ অবধূত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী এবং শ্রীধামবাসী ও অন্যান্য মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট বন্ধনের কারণ ও তন্মুক্তির উপায়, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে ভেদবুদ্ধি পাষণ্ডতা ও স্মৃতিভ্রংশ সম্বন্ধে বহু-ক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঢাকায়—গত ২রা জুন রবিবার, সন্ধ্যায় ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু "সাধকদেহের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে অনেকক্ষণব্যাপী সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

কলিকাতায়—গত ৯ই জুন (১৯৪০) রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীসারস্বত প্রবণসদনে গৌড়ীয়মিশনের সভাপতি বড়ির উদ্যোগে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামি-মহারাজের সভাপতিত্বে বহু সজ্জনসমন্বিত এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর অপ্রাকৃত শ্রেষ্ঠ দান-বিষয়ে প্রায় ১॥ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,—বর্ত্তমানে কোন কোন অভিসন্ধিযুক্ত সম্প্রদায় শ্রীগুরু ও তাঁহার লীলাকে আক্রমণ করিয়া অন্যায়ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। যতদিন জগতের লোক সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর অনুসরণে আপন চরিত্রে গ্রহণ না করিবেন, ততদিন এইরূপই স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের ও লীলার দোষানুসন্ধানরূপ পাষণ্ডতা হইতে থাকিবে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রথম
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৮ই আষাঢ়, ১৩৮৭ ; ২২শে জুন, ১৯৪০ | ৪৬শ সংখ্যা

শুদ্ধভক্তি-সজ্ঘারামের বাস্তব আদর্শ

(১)

শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য

শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘারাম গোষ্ঠীগত ভজনের স্থান। ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত নির্জ্জন-ভজনের অসম্পূর্ণতা বা অসদ্ভাব, সুযোগাভাব, দারিদ্র, প্রতিবন্ধক ও বিপৎসমূহ বিমোচন করিয়া অধোক্ষজে ভক্তিযোগ লাভ করিবার জন্য শুদ্ধ-সাধুসঙ্গ, যাহা শ্রীকৃষ্ণভক্তিলাভের একমাত্র মূল, তাহাই সুলভ করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘগত ভজনের বিশেষ আবশ্যকতা এই যুগে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রচার করিয়াছেন। ব্যক্তিগত নির্জ্জন-ভজন-নিষ্ঠায় স্ব-স্ব ছন্দোঘ-বিচার দ্বারা চালিত হইয়া নিজের দায়িত্ব নিজেকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হয়। "কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জনে সম্ভব"—শ্রীল প্রভুপাদের এই সঙ্গীতটী ব্যক্তিগত নির্জ্জন ভজনের যোগ্যতা ও কাল নির্দ্দেশ করিতেছে।

নির্জ্জন-ভজনে অনেক সময়ই কুসঙ্গ অনর্থযোগগ্রস্ত ও আত্মরক্ষাকামী জীব আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সমাজে বাসকালে যেরূপ পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, পারমার্থিক-সঙ্ঘে অবস্থান-কালেও সেইরূপ পরমার্থ-সম্বন্ধে অনেক প্রকার আনুকূল্য লাভ করা যাইতে পারে। জাগতিক সহযোগিতায় স্বার্থপরতা থাকে, কিন্তু পারমার্থিক সহযোগিতায় বিষ্ণু সেবা-স্বার্থই প্রবল থাকে।

বর্ত্তমান যুগে কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি সামাজিক, সর্ব্বত্রই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়

"সঙ্ঘশক্তি কলৌ যুগে।"

অর্থাৎ কলিযুগে সঙ্ঘের শক্তিই প্রবল। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বত্রই লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত বিষয়কেই হরিসেবার অনুকূল করিবার অদ্ভুতপূর্ব্ব মৌলিক আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁই তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মূল আদর্শ অনুসরণ-পূর্ব্বক পারমার্থিক সঙ্ঘ প্রকাশের একটি অভিনব অবদান দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকগুলি বহির্ম্মুখ লোক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর অনুকরণ করিতে গিয়া তাহাদের শ্রীচরণে অপরাধ করিতেছিল, অর্থাৎ তাহারা মনে করিতেছিল, নিতান্তিক সহজিয়া ও দাক্ষাৎ শ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুকরণ করিয়া জগদ্গুরুবর্য্য রাজনের নামে দেহপোষণোদ্দেশী গৃহব্রত হইয়া কামারকে ইস্পাত কাটি দিতে পারিলেই বৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিবে। আর এক সম্প্রদায় মনে করিয়াছিল, গৃহব্রত ধর্ম্মকে মুখে ধিক্কার দিয়া লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অনুকরণে চটের বহির্ব্বাস অথবা দিগ্বাস, কদন্নভোজন, মাধুকরী-ভিক্ষা গ্রহণের অভিনয়, নির্জ্জনে বাস প্রভৃতি আনুকরণিক অপচেষ্টা দ্বারাই তাহারা মায়া জয় করিতে পারিবে, অথবা উহা জয় করিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ অতিত্যাগী ও অতিবৈরাগী দুই প্রকার অপরাধী সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্যই অর্থাৎ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর প্রকৃত স্বরূপ ও তাঁহাদের দান উপলব্ধি করাইবার জন্যই তাঁহাদের প্রকৃত শিষ্যপরম্পরায় শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্ঘগত-ভজন বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি তাঁহার গুরুবর্গের আজানুলম্বিত-প্রতিম আদর্শ প্রদর্শন করিয়াও গুরুবর্গের প্রকৃষ্ট বিশ্বস্ত-সেবা করিবার অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথিত 'কলির ব্রহ্মাস্ত্রে' আসিয়া ভক্ত-সঙ্ঘারাম প্রকাশ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথিত 'গৃহস্থাবস্থা-জীবের আত্মতত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী বিশেষ'—এই বাক্যের আপাত-লঙ্ঘন-প্রতিম বিচার প্রদর্শন করিয়া বহু 'গৃহব্রত'নামধারীকে গৃহ ছাড়াইয়া ও বহু ব্যক্তিকে গৃহব্রতাশ্রমে প্রবেশ করিতে না দিয়া, পরমার্থ শিক্ষার একটি প্রকৃত চতুষ্পাঠী বা 'গৌড়ীয়-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম'রূপ শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘারাম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-শ্রীগুরুকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যবহারিক গৃহব্রতধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী-জাতিকে ভোক্তাভিমানীর ভোগ্যাভিমান হইতে এবং পুরুষাভিমানী জীবগণকে বহু কামিনীর ভোক্তার বিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ব্যবহারিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মে একপতি ও একপত্নী-ব্রতের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। মহাভারতাদি স্মৃতিতে সাবিত্রী-সত্যবান, নল দময়ন্তী প্রভৃতির আদর্শের যে প্রশংসা দেখা যায়, উহার বিশ্লেষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? সাবিত্রী যমের সঙ্গে চতুরতা বা কপটতা করিয়া কৌশলে যে ভোগটী আদায় করিয়া লইলেন, তাহাতে দৈহিক ভোগস্পৃহা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি বা আত্মোদ্ঘাটনের কি কথা আছে? অথচ স্মৃতিশাস্ত্র এইরূপ সতীধর্ম্মের কিরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। একটু গভীর ভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, দেহসর্ব্বস্ব-জীবের সহজ-ধর্ম্ম যে কামপ্রবৃত্তি, তাহাকে বহুমুখী হইতে না দিয়া একনিষ্ঠ করিতে করিতে সঙ্কোচ করাই শাস্ত্রকারগণের প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"রক্তমাংসগঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে যাঁহারা সৎসঙ্গজনিত ভজন-বলে নৈসর্গিকী বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ।"

—('বৈধী' সঃ তোঃ ১১।৫)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ঐরূপ কথিত সংসঙ্গ-জনিত ভজন-বলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করাইয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি লাভ করাইবার জন্য—সার্ব্বকালিক-সাধুসঙ্গে সার্ব্বকালিক-হরিসেবা-সুযোগ দানের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ভক্ত-সঙ্ঘারাম-সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভা বা বিজয় স্মরণে প্রণামাশ্রম, শ্রীনামহট্ট, শ্রীযোগ-পীঠ,

শ্রীমন্দির প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিভজন করিবার যে কোন সুযোগ প্রদান করেন নাই, তাহা নহে। তবে তাহাতে সার্ব্বকালিক-শুদ্ধ ভক্তসঙ্গের সুযোগ হইতেছে না দেখিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ বিপুলভাবে নব্য সম্প্রদায় প্রকাশ করেন। এই সম্প্রদায় মধ্যে অবস্থান-পূর্ব্বক সার্ব্বকালিক শুদ্ধবৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারিলে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পতিতপাবনী-কৃপায় পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি ও শ্রীনারদ প্রভুর ও বৈষ্ণবরাজ মঙ্গলময় শিবের শ্রীঅধোক্ষজ সেবার প্রতিকূলাচারী দক্ষের পূজায় নৈসর্গিক আসক্তি সঙ্কুচিত ও প্রশমিত হইতে পারিবে। এই আশা করিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ ভগবৎপ্রেরণায় জগতে ঐ মহাদর্শের আদর্শ প্রকট করেন।

বৈষবধর্ম্মে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন যে, "আদৌ স্ত্রী-সঙ্গ-স্পৃহা-মুক্ততাই গৃহত্যাগী ভক্তের অধিকার।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহ-ত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। গৃহস্থ-অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে হয়।"—(বৈষবধর্ম্ম সপ্তম অধ্যায় ১২০ পৃষ্ঠা, ৩য় সংস্করণ)।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই বিচার বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বা উহার কদর্থ করিয়া যদি, আমরা সকলেই এই জন্ম বা জন্ম-জন্মান্তর কেবল গৃহরূপ চতুষ্পাঠীতেই পাঠাভ্যাসের ছলনা করি, আর পাঠ বা শিক্ষা কোনও দিনই সমাপ্ত হয় নাই জানিয়া কেবল গৃহব্রত-ধর্ম্মেই আসক্ত থাকি, তাহা হইলে জগতে ভক্ত-সঙ্কীর্ত্তন বা মিশনের প্রকাশ হইতে পারে না। কারণ, পৃথিবীর শতকরা প্রায় শতজন ব্যক্তির প্রবৃত্তিই বহির্মুখী ও প্রাকৃত কামে আচ্ছন্ন। এই বিচারে কাহারও গৃহত্যাগের অধিকার নাই। সকলেই ভোগের দ্বারা বাসনা ক্ষয় করিবার পক্ষপাতীর গ্রাহক হইয়াই পড়ে। ইহাতে সার্ব্বকালিক শ্রীনাম-হট্টের সেবা ও শুদ্ধ-ভক্তিসঙ্ঘ প্রকট করিয়া সার্ব্বকালিক হরিসেবার বিচার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই বিচারটী গ্রহণ করিয়াছিলেন —"যে-পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি প্রবল, সে-পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গবলে কৃষ্ণসংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধের সহিত চালিত করার নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি স্বল্পকালের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্মুখ হইয়া যায়।"—(বৈষবধর্ম্ম সপ্তম অধ্যায় ১২০ পৃষ্ঠা)।

এইরূপ সাধুসঙ্গের মধ্যে কৃষ্ণসংসারের পত্তন করিবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্ঘের প্রকাশ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-সঙ্কীর্ত্তনাশ্রম বা কৃষ্ণের সংসার এইজন্যই প্রাচীন কালের আশ্রমাদির মত বনে-জঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিপুল কর্ম্ম-কোলাহলময় রাজধানীর অভ্যন্তরেও এই কৃষ্ণের সংসার বা শুদ্ধভক্তি-সঙ্কীর্ত্তনাশ্রমের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"গৃহত্যাগী সাধক সকল-মাত্রই করিবেন না। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ-আখড়া ইত্যাদি করিবেন না,-তাহাতে গৃহ-ব্যাপারাদি হইয়া পড়ে। গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা প্রভৃতি বিষয়ি-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন করিবেন না।" ('সাধুবৃত্তি' সঃ তোঃ ১১।১২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণ গৃহত্যাগীর বিচার বা আইন-কানুন অবলম্বন করিয়া শুদ্ধভক্তি-সঙ্কীর্ত্তনাশ্রম-সমূহ প্রকাশ করেন নাই। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসংসার স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য-মূলেই তাঁহার সর্ব্ববিধ প্রয়ত্ন এইজন্য বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসংসারে প্রবেশ করাইবার অসংখ্য সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাঁহারা "সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধের সহিত চালিত করিবার প্রয়ত্ন" করিবেন, তাঁহাদেরই সেই "প্রবৃত্তি কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে অতি স্বল্পকালের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্মুখ হইবে" এবং তাঁহারা বিরজা-সন্ন্যাসের অধিকারী হইবেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণসংসারের
বলিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণসংসারে কোনপ্রকার পাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বর্ত্তমান, সেখানে অপরাধ নাই।"(—বৈষবধর্ম্ম সপ্তম অধ্যায়)।

এই কৃষ্ণসংসাররূপ শুদ্ধভক্তি-সঙ্কীর্ত্তনাশ্রমে অবস্থান করিয়া যাঁহারা পাঠ্যহীন হইয়া সম্পূর্ণ সরলতার সহিত নিরপরাধে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সার্ব্বকালীন সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহারাই মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন, নতুবা

কিছুতেই পশুসিক ভাব-প্রবৃত্তি বা বহির্মুখ-সংসার-প্রবৃত্তি বিদূরিত হইতে পারে না, কৃষ্ণপ্রেম লাভ ত' দূরের কথা।

শুদ্ধভক্তি-সভ্যালাভে সাধুসঙ্গে অবস্থান, শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সাক্ষাৎ হরিসেবা প্রভৃতির অভিনয় করিয়াও আমরা অনেকেই এখনও পশু-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না কেন? কেহ কেহ মনে করিতেছেন, আমাদিগকে অধিকার-বহির্ভূত ব্যাপারে বলপূর্ব্বক আনয়ন করা হইয়াছে, বিবাহ-বিধি স্বীকার করিয়া ভোগ করিতে করিতে আমাদের পশু-প্রবৃত্তির সঙ্কোচ হইত। আবার কেহ কেহ মনে মনে কল্পনা করিতেছেন, আমাদিগকে গৌরীগত ভজনে নিযুক্ত করাতেই নানাপ্রকার অসুবিধায় আক্রান্ত হইতেছে। যদি আমাদিগকে নির্জ্জনে, "বনে, মনে বা কোনে" থাকিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে রজোগুণোদ্ভূত নানাপ্রকার কামের উদয় হইতে পারিত না। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির কল্পনার মধ্যেই প্রেমের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের মৃগতৃষ্ণিকার সন্ধানমাত্র পরিলক্ষিত হয়। কারণ,—

'কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।'
'শুদ্ধ ভক্ত চরণরেণু, ভজন অনুকূল।'
'মায়াতে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা না দেখি উপায়॥'

কৃষ্ণসংসারে বাসের অভিনয় করিয়া পাঠা, কপটতা ও অপরাধ থাকিলে কৃষ্ণসংসারে বাসের ফল পাওয়া যায় না। ঔষধ-সেবনের অভিনয় করিয়া উহা উদ্গীরণ করিয়া ফেলিয়া দিলে ও কুপথ্য গ্রহণ করিলে কিছুতেই ঔষধ-সেবনের ফল লাভ করা যাইতে পারে না। শঠতা, কপটতা ও অপরাধের মধ্যে সাধুসঙ্গ নাই, কৃষ্ণের সংসার নাই। আর নির্জ্জনে দুষ্ট মনের সহিত সঙ্গেও সাধুসঙ্গ নাই। সাধুসঙ্গ না থাকিলেই বহির্মুখী প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিবেই উঠিবে। এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী কীর্ত্তন করিতেন,—

ন তদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো হ্যেকান্তগতির্ন যত্র॥
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ সনাথবান্।
ন যত্র যোগেশ্বরযোগিনাং গতি-
র্হরিঃ পুরাণপুরুষো যদিন্দ্রিয়ৈঃ॥

(ভাঃ ৩।১২।১২)

নির্ব্বচন অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গাদি হইতে বিরতি বা গৃহাসক্তি, কোনটীর দ্বারাই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয় না। মহাভাগবত-গণের একমাত্র পদরজই ভজনের অনুকূল ও তাঁহাদের সেবাই প্রেমলতিকার মূল। সেই মহতের চরণে অপরাধ হইলে আমরা কর্ম্মের উপাসক ও ছাগ-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া পড়ি। সঙ্গের বহু লোকের পতন হইয়াছে, প্রত্যেকেরই হয় মহতের চরণে সন্দেহ, না হয় তাঁহাতে অবিশ্বাস, নতুবা তাঁহার সহিত কপটতা প্রভৃতি কোন-না-কোন অপরাধ হইয়াছিল।

প্রকৃত মহাজন কে?

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

সাধু বা মহাজন,—মহদ্ব্যক্তিকে 'মহাজন' বলে। পারমার্থিক ও জাগতিক বিচারে 'মহৎ' সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বর্ত্তমান। বদ্ধজীবের মনোধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের ধারণায় যাঁহারা তাহার ইন্দ্রিয়তোষণ এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন-প্রদানকারী, তাঁহারাই 'মহাজন' বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হন। ব্যবসায়ীর নিকট 'উত্তমর্ণ' মহাজন হইতে পারেন; ভোগপর কর্ম্মীর নিকট 'মৈত্রিত্রাদি-ঋষি' বা বিভিন্ন-মতপোষক ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ; চিন্তনিরোধাভিলাষিগণের নিকট 'পতঞ্জল্যাদি ঋষি'; শুষ্কজ্ঞান-পথিকগণের নিকট নিরীশ্বর কপিল ও বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা বা অত্রির প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ; রজস্তমোগুণাশ্রিতগণের নিকট পাশব-বলদৃপ্ত বিষ্ণুবিরোধ-কার্য্যে অনুকরণীয় অধ্যবসায়ী হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও তৎপুত্র মেঘনাদ, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ, একদণ্ড ও কর্ণাদি গুরুত্বকগণ; যোষিৎ-সঙ্গপ্রিয় গ্রাম্যবার্ত্তিগণের নিকট

দক্ষাদি স্ত্রী-পূজক প্রজাপতিগণ ; আসক্তিক লোকের নিকট দৈহিক ও মানসিক রোগ, শোক, দুঃখ, ভয় বা কষ্ট অভাব-পূরণে অভিলাষী বা অনুরাগি-ব্যক্তিগণ মহাজন বলিয়া কৃত হইতে পারেন; প্রকৃতি-বিমোহিত জীবের নিকট বিষ্ণুসম্বন্ধবিহীন 'দার্শনিক', 'বৈজ্ঞানিক', 'ঐতিহাসিক' 'সাহিত্যিক', 'কবি', 'বাগ্মী', 'সমাজপতি', বা 'দেশনেতা' মহাজন বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন ; আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট পরমার্থ-কৃত আত্ম-বৃত্তি ভগবদ্ভক্তিকে শুষ্ক-শোণিতে আবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসী অর্থাৎ শুধু পৌরুষবংশের দোহাই দিয়া আত্ম-জ্ঞান-জননী ভগবদ্ভক্তির বা গুরুদেবের দাবীকারী বঞ্চক ও ভাড়াটিয়া অর্থ-গৃধ্নুগণ ; 'চন্দ্রবিপ্রে'র ন্যায় শ্রীহরিদাস-তুল্য যথার্থ সাধুর বিরোধী ও তাঁহার অপ্রাকৃত হরিজন-চেষ্টার কৃত্রিম বহিরনুকরণকারিগণ ; বুজরুকী ও কুহক-বিদ্যাভিজ্ঞগণ ; পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বৎস, বক, অঘ, ধেনুক, কালীয়, প্রলম্ব প্রভৃতি অসুরগণ ; অথবা বিষ্ণুবিরোধী পৌণ্ড্রক, শৃগাল-বাসুদেব, দৈত্যগুরু শুক্র, নাস্তিক চার্ব্বাক, বেণ, সুনত, অর্হৎ প্রভৃতি এবং গৌর-কৃষ্ণের বাস্তব-সত্যান্বেষে বা তাঁহার পরবেষ্টনত্বে অবিশ্বাসকারী বঞ্চকগণ তদনুকরণে আপনারাই অথবা বঞ্চিতদিগের বিষ্ণুবিরোধী মনোধর্ম্মের অনুকূল মনোহর বাক্য প্রয়োগ-পূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা নিজেদের অবতারত্ব প্রতিপাদন বা ঘোষণা করাইবার ইচ্ছা করিয়া মূর্খ, বঞ্চিত, দুর্ভাগার নিকট 'মহাজন' বলিয়া কথিত হইতে পারেন ; ফলতঃ, ভগবদ্ভক্তি-হীনের নিকট ঐরূপ 'অন্যাভিলাষী', 'কর্ম্মী', 'জ্ঞানী', 'অভক্তযোগী' বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভী-ব্যক্তিগণ 'মহাজন' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, সত্য ; কিন্তু নিরপ্তকুহক পরমসত্য বা বাস্তব-বস্তু প্রতিপাদনকারী নির্ম্মৎসর শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

প্রায়েণ বেদ ভদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্ ।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥

—(ভাঃ ৮।৩।২৫)

অর্থাৎ জগতে যে-সকল কর্ম্মী 'মহাজন' বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকল ধর্ম্মধ্বজ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি—ত্রিগুণময়ী বৈষ্ণবী-মায়া-দ্বারা বিমোহিত ; তাই তাঁহারা বৈকুণ্ঠ ভগবদ্ভক্তিকে অনাদর করিয়া ত্রয়ীর উপাসনা-মূলক বিস্তারশীল কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত এবং মায়া-জালে আবদ্ধ। ঐসকল মহাজনের মতি—ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদের আপাতরমণীয় মধুর অর্থবাদ-বাক্যে জড়ীকৃত ; সেই সকল ব্যক্তি প্রাকৃত লোকের ধারণায় 'মহাজন' বলিয়া কল্পিত হইলেও ইহারা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নিত্যসেবা-বুদ্ধিযুক্ত নহেন।

জগতের লোক 'কর্ম্মবীর' বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, 'ধর্ম্মবীর' বলিয়া সম্মান পাইতে পারেন, 'জ্ঞানবীর' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, 'বৈরাগ্য ও ত্যাগের আদর্শ' বলিয়া পূজিত হইতে পারেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৩।৫৬) বলেন,—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

অর্থাৎ এই জগতে যে কর্ম্মবীর 'ধর্ম্মের' জন্য কর্ম্ম না করেন, যে ধর্ম্মবীর 'বিরাগের' জন্য ধর্ম্ম না করেন, যে ত্যাগবীর 'শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থে ভোগ ত্যাগ' না করেন, সে ব্যক্তি—'জীবন্মৃত'। বস্তুতঃ হরিতোষণের নামই 'সেবা' ; আর যে-কর্ম্মে, যে-ধর্ম্মে যে-ত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রীতি বা সম্বন্ধ নাই, তাহা দেশের সেবা, ধর্ম্মের সেবা, সমাজের সেবা, গৌত্রবংশ বা জাতিগত অহৈব-বর্ণাশ্রমের সেবা, রোগীর সেবা, দরিদ্রের সেবা, নির্ব্বলের সেবা বা ধনবানের সেবা, স্ত্রী-জাতির সেবা, নানা দেহ-সেবা প্রভৃতি "ত্রৈগুণ্যসম্ভব" বা "প্রাকৃত-স্বরূপীয় কার্য্য" নামে জগতে প্রচারিত থাকিলেও তাহা প্রকৃত-পক্ষে 'ইন্দ্রিয়তোষণ' বা 'ভোগ'। জগতের দুর্ভাগা জীবের নিকট এইপ্রকার ইন্দ্রিয়তোষণের ইন্ধন-প্রদাতৃগণই, এইরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পোষক বক্তা, প্রচারক বা শাস্ত্রকারগণই 'মহাজন' বলিয়া বিখ্যাত।

প্রকৃত্যাশ্রিত-বুদ্ধিযুক্ত, বাহ্য-জগৎ-দর্শনকারী, ইন্দ্রিয়-দাস ভবরোগগ্রস্ত জীব তাহার বিকৃত বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃত মহাজনকে বুঝিতে বা চিনিয়া লইতে পারেন না : কেন না, তাহার বুদ্ধি সর্ব্বদাই ভ্রমাদি চারিটী দোষে দুষ্ট।

অনাদিকাল হইতে রক্ত, মাংস বা শুক্রাদি সপ্তধাতু-বিশিষ্ট রূপকে 'আমি'-বুদ্ধি ও রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় অজ্ঞান-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ঐ-প্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের ন্যায় মহাজনের বাক্যকেও অনাদর করিয়া মহা-

জনের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া, মহাজনকে 'অনুদার' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া নিজের অনুবিধা নিজে বরণ করিয়া লইতেছে ; কেহ বা তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলা ধারণানুযায়ী কল্পিত মহাজন সৃষ্টি করিয়া বাড়িচার, লাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটী, জীবহিংসা প্রভৃতি অসংখ্য অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে, প্রকৃত 'মহাজন' নির্ণীত না হইলে জীবের কোন চেষ্টাই সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। মহাজনের স্বরূপ-নির্ণয়ে চৈঃ চঃ মধ্য ২৪শ পঃ ৫৪-৫৭ সংখ্যায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

পরম কারণ 'ঈশ্বরে' কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।
তা'তে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি'।
'মহাজন' যেই কহে সেই 'সত্য' মানি'॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে 'বস্তু' সেই 'তত্ত্ব' সার॥

অর্থাৎ সাঙ্খ্য-পাতঞ্জলাদি দর্শন কেহই প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মানেন না ; এক কথায় তাহারা সকলেই 'প্রচ্ছন্ন' বা 'অপ্রচ্ছন্ন নাস্তিক অর্থাৎ কেহই 'আস্তিক' নহেন ; তাঁহারা কেবল নিজ-নিজ-মতবাদের বাহাদুরী প্রদর্শন করিবার জন্য তর্কদ্বারা পরমত-খণ্ডন ও স্ব-স্ব-মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র ; সুতরাং ঐসকল শাস্ত্রের উপদেষ্টৃগণ জগতে 'মহাজন' বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা 'মহাজন' নহেন ; তাঁহারাই অত্যন্ত 'সংকীর্ণ' ও অনুদার। এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐসকল কথা-কথিত মহাজনের ভক্তগণ তাঁহাদের প্রাকৃত অক্ষজ-জ্ঞানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া বসিবেন,—"ইহা 'গৌড়ামি' মাত্র।" তাঁহাদের ধারণা.—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বা মাধবেন্দ্রপুরীপাদও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অন্যতম একটি মহাজন মাত্র ! সুতরাং তাঁহারা প্রাকৃত-সহজধর্ম্মের চিন্তা-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া চিজ্জড়সমন্বয়-বাদী হইয়া যে ঐপ্রকারই সিদ্ধান্ত করিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ ও আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু যাঁহাদের অপ্রাকৃত স্বরূপধর্ম্ম জাগরিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই স্বরূপধর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া প্রত্যেক জীবেরই স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। মহাভাগবত বা পরমহংসেরই অধোক্ষজ-দর্শন বা শুদ্ধদর্শন, অতএব সেই নিষ্কিঞ্চনগণই একমাত্র প্রকৃত মহাজন।' শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীও নিষ্কিঞ্চন মহাজন, তাঁহার আচরণে কোনওপ্রকার দংসরতা বা লোকবঞ্চনা নাই ; তিনি আচরণ করিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শিত সেই বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে আদর্শ-জ্ঞানে অনুসরণ করিলেই যে নিঃশ্রেয়সার্থী জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল-লাভ ঘটিবে, তাহা মহাপ্রভু বৈষ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক শিক্ষা দিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।১৯-২১) 'দ্বাদশ জন' মহাজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কলিযুগে ভগবদ্ভক্তি-প্রচারক শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য্যই 'মহাজন'। অন্যান্য সম্প্রদায়ে গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপ-সনাতন, বা শ্রীরূপানুগ সাধুজনগণ সকলেই 'মহাজন'। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামীও 'মহাজন'। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব,—ইহারা সকলেই 'মহাজন'। কিন্তু যাহারা এই সকল মহাজনে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ ইহাদিগের 'সেবা' করিবার পরিবর্ত্তে ইহাদিগকে স্ব-স্ব তুচ্ছ স্বার্থ-সিদ্ধির যন্ত্ররূপে মাপিয়া লইতে বা 'গুরুর উপর গুরুগিরি' করিতে ধাবিত হয়, সেই সকল দুর্ভাগা ব্যক্তি ঐ সকল মহাজন হইতে বহু দূরে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়া-দাসই তাহাদের নিকট 'কল্পিত মহাজনে'র মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে ছলনা করিয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়কে প্রকৃত সত্যপথ হইতে আবৃত করিয়া বিক্ষিপ্ত করে। সুতরাং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের চেষ্টা কখনও তাহাদিগের প্রাকৃত বুদ্ধির ধারণার বিষয় হয় না।

শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত

এই গ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীমৎ রূপগোস্বামী প্রভু কর্তৃক 'কৃষ্ণামৃত' ও 'ভক্তামৃত' নামক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া রচিত হইয়াছেন।

প্রথমেই গ্রন্থকার শ্রীগুরুদেবের প্রতি প্রণতি, অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র, পার্ষদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়, শ্রীগুরুদেবের বেণু-কাকলীর নিকট মঙ্গল-কামনা এবং শ্রীহরিনামের-অনুশীলন পূর্ব্বক শ্রীসনাতন প্রভুচরণের বিস্তারিত বৃহৎ ভাগবতামৃতের সংক্ষেপরূপে এই গ্রন্থের আবির্ভাবরূপ মঙ্গলাচরণ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সমস্ত প্রমাণের মধ্যে ইহাতে শ্রুতি ও তদনুযায়িনী স্মৃতি অমলপ্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে, সমুদয় উপাস্যের মধ্যে শক্তি, গুণ, বিভূতি, লীলা প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতার প্রাচুর্য্য-হেতু যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রমেয়রূপে স্থাপন করিয়া তাঁহার স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। প্রপঞ্চের অতীত বৈকুণ্ঠাদি-ধামে শ্রীকৃষ্ণ তিন রূপে বিলাস করিতেছেন,—যথা স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ। যে রূপের প্রকাশে অন্যের অপেক্ষা নাই, তাহাই স্বয়ংরূপ। যেমন যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ। যাঁহার রূপ স্বরূপে স্বয়ংরূপের সহিত ঐক্য থাকিয়াও আকারাদিতে অন্যপ্রকার হইয়া প্রকাশিত হন, তাহাকে তদেকাত্মরূপ বলা হয়। তাহা দ্বিবিধ—বিলাস ও স্বাংশ। লীলাবিলাস-হেতু স্বয়ংরূপের অন্য প্রকারে প্রতীতি হইলেও শক্তি-প্রকাশে প্রায়ই সমান হইলে বিলাস বলা হয়। যথা গোবিন্দের বিলাস পরব্যোমপতি নারায়ণ। স্বয়ংরূপে অভিন্ন হইয়াও বিলাসে অপেক্ষা অল্পশক্তির প্রকাশক স্বাংশ নামে কথিত হন। যেমন সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার ও মৎস্যাদি লীলাবতার। জ্ঞান ও শক্ত্যাদির তারতম্যক্রমে জনার্দ্দনের মহত্তম জীবে আবির্ভাবকে আবেশ বলে, যথা—বৈকুণ্ঠে নারদ, শেষ ও সনকাদি।

আকার, গুণ ও লীলায় সমান থাকিয়া একই বিগ্রহের একই কালে অনেক স্থানে আবির্ভাবের নাম প্রকাশ। যথা—দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে সকলের নয়নগোচর হইয়াছিলেন।

বিশ্বের কার্য্যার্থ স্বয়ংরূপাদির স্ব-স্বরূপে বা অন্য দ্বার অবলম্বনে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণকে অবতার বলা হয়। তাহা ত্রিবিধ, যথা—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতার তিন মূর্ত্তি। মূলসঙ্কর্ষণ বা বিষ্ণু মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তৃরূপে কারণসমুদ্রে শয়নকারী প্রথম পুরুষ। তাঁহার প্রতি-লোমকূপে জীব নামক চিৎপরমাণুপুঞ্জ বিলীন থাকে। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টির অন্তর্য্যামিরূপে হিরণ্যগর্ভের জনক হইয়া গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্ন নামে দ্বিতীয় পুরুষ। ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামিরূপে প্রাদেশ-পরিমিত ক্ষীরাব্ধিপতি অনিরুদ্ধই তৃতীয় পুরুষ।

দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে বিশ্বের পালন, সৃষ্টি ও সংহারার্থ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র, এই তিন গুণাবতারের আবির্ভাব। ব্রহ্মা দ্বিবিধ,—হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ। ব্রহ্ম-লোকের ঐশ্বর্য্যের উপভোক্তা সূক্ষ্মরূপ হিরণ্যগর্ভ এবং সৃষ্টিতে নিযুক্ত স্থূলরূপ বৈরাজ। বৈরাজ ব্রহ্মা সৃষ্টি ও বেদ প্রচারের নিমিত্ত চতুর্ম্মুখ, অষ্টনেত্র, অষ্টবাহু। কল্পবিশেষে গর্ভোদশায়ীই বৈরাজকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সৃষ্টি নির্ব্বাহ করেন ও ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করেন; তিনি ঈশকোটি। গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে জীবকোটি ব্রহ্মার জন্ম। কল্পভেদে জল, তেজ, বায়ু প্রভৃতি হইতেও ব্রহ্মার জন্ম হয়।

অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত নামে রুদ্রের একাদশ ব্যূহ ও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী নামক অষ্ট মূর্ত্তি। প্রায় সকল রুদ্রেরই দশ বাহু, পঞ্চ মুখ ও প্রতি মুখে তিনটি নয়ন। স্বাংশ রুদ্র ঈশকোটি ও শক্ত্যাবেশাবিষ্ট বিভিন্নাংশ রুদ্র জীবকোটি। কল্পভেদে ব্রহ্মার বা বিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উদ্ভব হয়। বৈকুণ্ঠস্থ শিবলোকে সর্ব্বকারণ-স্বরূপ তমঃসম্বন্ধরহিত সদাশিব শ্রীকৃষ্ণের বিলাস।

গর্ভোদশায়ীর বিলাস ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুকে মুনিগণ নারায়ণ এবং বিরাটের অন্তর্য্যামী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ব্রহ্মলোকের মধ্যে কল্পলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোক। সুমেরুর পৃষ্ঠদিকে ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে বরাকাশের মাপ-চতুষ্টয় নিদ্রাসুখ উপভোগের জন্য শুভ্রবর্ণ অনন্ত নামক বিষ্ণুলোক। তাহার দক্ষিণে অতি বৃহৎ কাঞ্চনময় দ্বীপের নাম শ্বেতদ্বীপ। অন্য পুরাণ-মতে ক্ষীরসমুদ্রের উত্তর তীরে এবং উদক-সমুদ্রের উত্তর তীরেও শ্বেতদ্বীপের অবস্থান রহিয়াছে। লক্ষ-গুণের বিস্তারক বস্তুতঃ নিশ্চিতই বিষ্ণুর স্থান মৎস্যাদি অপেক্ষা ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবদেবের ন্যূনতা প্রকাশিত হইয়াছে।

আয়াসবিহীন, স্বেচ্ছাধীন, বৈচিত্র্যপূর্ণ, নব নব উল্লাসময় ভগবচ্চেষ্টাসমূহ যে-সকল অবতার-সাহায্যে প্রধানরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই লীলাবতার। চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, হয়শীর্ষা, হংস, ধ্রুবপ্রিয়, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রাঘবেন্দ্র, ব্যাস, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী, এই পঞ্চ-বিংশতি লীলাবতার। প্রতিকল্পে একবার অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া ইঁহাদিগকে কল্পাবতারও বলে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চতুর্যুগের সমষ্টি এক দিব্যযুগ। এক সহস্র দিব্যযুগে ব্রহ্মার একদিন বা কল্প-কাল। এক কল্পের মধ্যে চতুর্দশ মনুর অধিকার কাল। ত্রিংশ কল্পে মাস, দ্বাদশ মাসে বর্ষ, পঞ্চশত বর্ষে পরার্দ্ধ। দ্বিপরার্দ্ধ ব্রহ্মার পরমায়ু। শ্বেতবরাহ নামক প্রথম কল্পে ব্রহ্মার জন্ম বলিয়া উহা ব্রাহ্মকল্প এবং প্রথম পরার্দ্ধের শেষের ত্রিংশত্তম কল্পে ভগবানের নাভি হইতে লোকাত্মক পদ্মের উদ্ভব হয় বলিয়া উহা পাদ্মকল্প। ব্রহ্মার বয়সের পূর্ব্ব পরার্দ্ধ অতীত হইয়া উত্তর পরার্দ্ধের প্রথম শ্বেতবরাহ কল্প চলিতেছে।

প্রতি মনুর অধিকার-কাল মধ্যে এক একজন অবতার। যথা—স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ, স্বারোচিষে বিভু, ঔত্তমে সত্যসেন, তামসে হরি, রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষে অজিত, বৈবস্বতে বামন, সাবর্ণিতে সার্ব্বভৌম, দক্ষসাবর্ণিতে ঋষভ, ব্রহ্ম-সাবর্ণিতে বিষ্বক্সেন, ধর্ম্মসাবর্ণিতে ধর্ম্মসেতু, রুদ্র সাবর্ণিতে সুধামা, দেবসাবর্ণিতে যোগেশ্বর ও ইন্দ্রসাবর্ণিতে বৃহদ্ভানু; এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার। ইহাদের মধ্যে যজ্ঞ ও বামনকে কল্পাবতারেও গণনা করা হইয়াছে; এইজন্য মন্বন্তরাবতার দ্বাদশ জন।

বর্ণ এবং নাম দ্বারা শ্রীহরি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম এবং কলিতে কৃষ্ণ, যুগাবতার বলিয়া কথিত হন। অতএব কল্পাবতার পঁচিশটি, মন্বন্তরাবতার বারটি ও যুগাবতার চারিটি সমষ্টিতে একচল্লিশটি অবতার।

অন্য প্রকারে—আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পরাবস্থ-ভেদে অবতার চতুর্বিধ। আবেশের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কুমার, চতুঃসন, নারদ ও পৃথু প্রভৃতি আবেশাবতার। কার্য্যার্থ হরি কর্ত্তৃক মহত্তম জীবে আবিষ্ট হওয়ায় আবেশাবতারগুলি গৌণ।

যাঁহাদের রূপ হরিস্বরূপ, কিন্তু পরাবস্থ অপেক্ষা ন্যূন, শক্তি প্রকাশের তারতম্যে তাঁহারা প্রাভব ও বৈভব নামে অভিহিত হন। অল্পকালস্থায়ী অনধিকৃতরূপ মোহিনী, হংস ও শুক্লাদি যুগাবতারগণ একপ্রকার প্রাভবাবতার। দীর্ঘকাল ব্যাপী, শাস্ত্রকৃৎ মুনিবৎ চেষ্টাশীল ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত ও কপিল দ্বিতীয় প্রকার প্রাভবাবতার। কূর্ম্ম, মৎস্য, নর-নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, প্রলম্বারি বলদেব এবং চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার, সাকল্যে একুশটি বৈভবাবস্থ অবতার। কিন্তু ইহার মধ্যে বরাহ ও হয়গ্রীব এবং মন্বন্তরাবতার সকলের প্রধান হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত ও বামন, এই ছয়টী বৈভবাবস্থ হইলেও পরাবস্থসদৃশ।

জলাতলের উপরিভাগে মহাতল মধ্যে লক্ষযোজন বিস্তৃত সরোবরে কূর্ম্মরূপী হরির বাস। তদূর্দ্ধে রসাতলে তিনশত যোজন ব্যাপী অপূর্ব্ব সরোবরে মৎস্যরূপী হরি বাস করেন। বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণের বাস। সুবরাহের বাস মহর্লোক, সকলের নিম্নপ্রদেশে ব্রহ্মাণ্ডসংলগ্ন অতি মনোহর লোকে শ্বেতবরাহ ভগবানের বসতিস্থান। তাহার উপরিভাগে গভস্তি-তলমধ্যে ভগবান্ হয়গ্রীব বাস করেন। ব্রহ্মলোকের উপরি-ভাগে পৃশ্নিগর্ভের আলয়। কৃষ্ণ ও বলদেব গোকুলেই বাস করেন। বলদেবের অংশ তালজঙ্ঘা রাজা সগরবংশের বাস-স্থান পাতাল। ইনি নীলাম্বর হল, মুষল ও গদাদ্বারা শোভিত। স্বর্গলোকে ও নিজ-প্রকটিত বৈকুণ্ঠলোকে বৈকুণ্ঠের বসতিস্থান। অজিতের বাসভবন ধ্রুবলোক। মহাত্মা বামন সুবর্লোকে থাকেন। ত্রিবিক্রমের বাসস্থান তপোলোক, ব্রহ্মলোকস্থিত নারায়ণধাম ও তদুপরিস্থ স্বনির্ম্মিত লোক। পরব্যোম-ধামে সকল অবতারেরই পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান-সমূহ শোভা পাইতেছে।

নৃসিংহ, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্-গুণের বিদ্যমানতা বশতঃ ইঁহারা তিনেই পরাবস্থ। নৃসিংহদেবের মহিমা নৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে প্রকটিত আছে। অংশের মাধুর্য্য ও সদ্গুণরাজির বহুলরূপে অভিব্যক্ত হওয়ায় নৃসিংহদেবে অপেক্ষা রামচন্দ্রে ষড়্গুণাপূর্ত্তির আধিক্য আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে উক্ত আছে—"ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় যিনি লীলাময়ী তনু প্রকটগোচর করিয়াছিলেন এবং যাঁহার অধিক ও সমান নাই, সেই রঘুপতির অনুযায়ী রাক্ষসকুলের সংহার ও সমুদ্রে সেতুবন্ধন কীর্ত্তিদ্বারা পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং শক্রবিনাশের নিমিত্ত বানরগণের সাহায্যে তাঁহার বিনোদন-মাত্র।" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ঐ ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। পদ্মপুরাণে রামচন্দ্রকে নারায়ণ এবং লক্ষ্মণাদিকে যথাক্রমে শেষ, চক্র ও শঙ্খ বলা হইয়াছে। ইঁহার বসতিস্থান—মধ্যদেশস্থ অযোধ্যা এবং মহাবৈকুণ্ঠলোক। পারমৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যামৃতের অলৌকিক সমুদ্র কেবলানন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরাবস্থাবতার। ব্রজ, মধুপুর, দ্বারকা ও গোলোক—এই চারিস্থানে তাঁহার বাস।

হিরণ্যকশিপু রজোগুণের প্রভাবে বিক্ষিপ্তবুদ্ধি হওয়ায়, নৃসিংহদেবকে তেজস্বী 'প্রাণি-বিশেষ' চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুলাভ করায় রাবণ দেহে সুদুর্লভ ভোগ-সম্পত্তি পাইয়াছিল। আবার রাবণ-দেহে মহাকামাবিষ্টবশতঃ মরণকালে শ্রীরামে মনুষ্যবুদ্ধিহেতু শিশুপাল-দেহে সর্ব্বোত্তম ভোগ লাভ করে। শিশুপাল সাতিশয় দ্বেষজনিত আবেশে নিরন্তর নিন্দাতর্জ্জনাদিতে বাসুদেবাদি নামসকল কীর্ত্তন করিত। আবার নারায়ণসদৃশ চতুর্ভুজাদিরূপ স্বপন-ঘনে শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিল; সর্ব্বদা পরমাবেশের জন্য সেই রূপ চিন্তা করায় মৃত্যুকালে সুদর্শনচক্র-প্রভাবে দৈত্যভাব বিনাশ পাওয়ায় পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার সাযুজ্য হইল।

যে-সকল নাম যে যে কারণে নারায়ণে প্রবৃত্ত, তন্মধ্যে কতিপয় নাম সেই সেই কারণে এবং অপর কতিপয় নাম অন্য কারণে শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বসুদেবের পুত্র হওয়ায় বাসুদেব, মধুবংশে জাত বলিয়া মাধব, যশোদা কর্ত্তৃক উদরে দামবন্ধন হওয়ায় দামোদর, শকটের নিম্নবর্ত্তী লঘু পর্য্যন্তে শায়িত শ্রীকৃষ্ণ পূতনা বিনাশ করায় ব্রজবাসিগণ মৃত্যু রাক্ষসীকে দেখিয়া অবস্থিত অঙ্কে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম বলায় অধোক্ষজ, ইন্দ্রের উক্তি অনুসারে গো-গণের অধিপতি হওয়ায় গোবিন্দ, কেশীকে বধ করায় কেশব ইত্যাদি নাম-সকল নারায়ণ হইতে পৃথক্ হেতুক্রমে শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুর অসুরগণ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন অবতার হইতে মুক্তি পায় না। অতএব নৃসিংহ ও রাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতায় বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না। শিবাগমেও চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র-বিধানস্থলে রাম, নৃসিংহাদিকে শ্রীকৃষ্ণের আবরণরূপে পূজা উল্লিখিত করিয়াছেন।

ভগবানের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কৃপা এবং তেজঃ প্রভৃতিকে শক্তি বলে। শক্তির অপ্রকাশ ও প্রকাশের তারতম্যে অবতার-সমূহের মধ্যে, কেহ অংশ, কেহ বা অংশী হইয়াও সর্ব্বেশ্বরত্বহেতু সকল অবতারই সর্ব্বথা পরিপূর্ণ। অচিন্ত্য অনন্তশক্তির প্রভাবে একই পুরুষোত্তমে একত্ব ও পৃথক্ত্ব, অংশত্ব ও অংশিত্ব অসম্ভাবিত নহে। পরমেশ্বর অনিত্যাদি প্রকৃতি দোষের আশ্রয় হইতে পারেন না। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ অথবা সগুণ ও নির্গুণ এই দুইটী ভগবানের ভিন্ন-স্বরূপ নহে; ভাবনাভেদে তাঁহার একই স্বরূপের দুই প্রকার প্রতীতি-মাত্র। অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই ঈশ্বরের মায়াদ্যা অনবগাহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদি দ্বারা তাঁহার পারমৈশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হয় না। উহাদের স্বীকারে তাঁহার প্রতি অপরিগণিত গুণগণাদি বিশেষণ প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। ভগবানের শক্তিবিলাসের যে বিরোধ প্রতীতি হয়, তাহাকে অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বলে; ইহা তাঁহার দূষণ বাতীত দূষণ নহে। নিগুণের কৃষ্ণ, অজের জন্ম, কাল-স্বরূপের শঙ্কাভয়ে দুর্গাশ্রী ও মথুরা হইতে পলায়ন প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়। সেই সকল কথাদি বাস্তব না হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই লীলার হেতু। তাঁহার যেমন যেমন ইচ্ছা উদ্ভাবিত হয়, অচিন্ত্যশক্তিও সেই সেই রূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।

অতঃপর, শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থতা প্রমাণ করিতে তিনি ক্ষীরাব্ধিশায়ীর অবতার, কেশাবতার, প্রথম ব্যূহ বাসুদেবের অবতার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ে পূর্ব্ব-পক্ষ ও তাহার সমাধান করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য অ-

ভগবদ্বিগ্রহ ও তদ্ধামতত্ত্ব, ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও কৃষ্ণস্বরূপের প্রভাতুল্য। অনন্তর 'শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমপতি নারায়ণের বিলাস' রামানুজীয়গণের এই মত উত্থাপন ও তাহার খণ্ডন, বৈকুণ্ঠধামের নিত্যতা, চারি, ষোড়শ ও পঞ্চশক্তি, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব, শাস্ত্রোক্ত ষড়ঙ্গ মহাবৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠপতি, বৈকুণ্ঠমহিষী ও বৈকুণ্ঠ-পরিবারবর্গের বর্ণনা, মহাবৈকুণ্ঠের সপ্তাবরণ ও ৭৬টি আবরণ-দেবতা, নিরপেক্ষকৃপা প্রতিপাদ্য নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রতিপাদন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ, তন্মধ্যবর্তী ভুবন-সংখ্যা ও তদধিকারী ত্রিগুণীয় লোকপালগণ, চতুর্মুখ ব্রহ্মার বিষয়ে অপূর্ণ লৌকিক আখ্যায়িকার মর্ম, বিষম ও সম ব্রহ্মাণ্ডের বিরোধ-মীমাংসা, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অসমোর্দ্ধত্ব, ভগবানে দেহ-দেহিভেদের ঔপচারিকতা, নারায়ণ-মহিষী লক্ষ্মীর কৃষ্ণস্পৃহা, নারায়ণ নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ নামের মহিমাধিক্য, শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপত্ব, নারায়ণের শ্রীকৃষ্ণের বিলাসত্ব, শ্রীকৃষ্ণের রসলীলার অনাদিত্ব, নারায়ণ-ব্যূহের কৃষ্ণব্যূহের বিলাসত্ব, শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণের অন্তর্ভাব ও মুরারিত্বাদি লীলার প্রকাশ, ভগবানের অজত্ব ও জন্মের অবিরোধ, জন্মাদি-লীলা আবিষ্কারের মুখ্য ও গৌণ কারণ প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রীয় যুক্তিমূলে মীমাংসিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিগ্রহত্ব সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাভরে আর্তি নিবেদন করিলে তাঁহার প্রতি তত্ত্বলীলা ভগবান্ প্রদর্শন করেন। ভগবৎপার্ষদ ও তাঁহার অপ্রাকৃত মূর্তিসমূহ নিত্য, কদাপি মায়িক নহে। ভগবানের অকুণ্ঠিত ইচ্ছাই তদ্বিগ্রহ-দর্শন এবং অদর্শনের একমাত্র কারণ। মায়া-সঙ্গে অনেক স্থলে ভগবানের স্বরূপভূতা নিত্যা চিচ্ছক্তিকে বুঝায়। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অধোক্ষজ হইয়াও স্বীয় শক্তির প্রভাবে ভক্তজনের নয়ন-সমক্ষে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার বিগ্রহ একই কালে সর্বব্যাপী ও পরিচ্ছিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় লীলাই নিত্য। ব্রজবাসী, যাদবগণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবেরতনয়, মনিকুবর-হয়গ্রীব প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি মুনিগণ, কেশি প্রভৃতি দানবগণ, কালিয় প্রভৃতি নাগ-গণ এবং শঙ্খচূড়াদি যক্ষগণ তাঁহার লীলা-পরিকর। প্রকট ও অপ্রকটভেদে তাঁহার লীলা দ্বিবিধ। অপ্রকট-লীলা প্রপঞ্চের গোচর হয় না। প্রকট-লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকাদিতে গমনাগমন হইয়া থাকে। ব্রহ্মার আদেশে দেবাদির অংশ অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবানের নিত্যলীলাস্থিত বসুদেবাদির অংশ কশ্যপাদি, অংশী বসু-দেবাদির সহিত মিলিত হইয়া সূর প্রভৃতি হইতে মথুরায় প্রাদুর্ভূত হন। তখন লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে আবির্ভাবের অভিলাষী হইয়া প্রথমেই সঙ্কর্ষণব্যূহের আবির্ভাব করেন। তদনন্তর প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামক অপর ব্যূহদ্বয়কে যথাসময়ে আবির্ভূত করিবেন স্থির করিয়া বসু-দেবের হৃদয়ে প্রকটিত হন। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনা-পূরণার্থ বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ, বসুদেবের হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ-রূপের সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হন। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃত দ্বারা লালিত হইয়া ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মহানিশায় দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া কংসকারাগারস্থ সূতিকা-গৃহে তাঁহার শয্যায় আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ কি দ্বিভুজ, কি চতুর্ভুজ উভয়-রূপেই মনুষ্যের ন্যায় চেষ্টা, বপু ও তদনুযায়ী প্রভাবের অনু-বর্তন করায় কখনই কৃষ্ণত্ব ত্যাগ করেন না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপই প্রধান। কোন কোন প্রাচীন ভাগবতের মতে বসুদেবগৃহে আদ্যব্যূহ বাসুদেব এবং গোকুলে যোগমায়ার সহিত লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। বসুদেব গোকুলে গিয়া কেবল কন্যাই দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া আসেন। এদিকে বাসুদেবও লীলা-পুরুষোত্তমে প্রবেশ করেন।

প্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দনতা আচ্ছাদন-পূর্বক বসুদেবপুত্রতা প্রকাশ করিয়া মথুরায় গমন করেন। "আবার মধুপুরের সেই সেই লীলা প্রকাশ করিয়া দ্বারকার লীলা প্রকাশ করিতে তথায় গমন করেন।" তিনি সেই দ্বারকায় প্রদ্যুম্ন নামক তৃতীয় ব্যূহ প্রকাশ করেন এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ নামক চতুর্থ ব্যূহের প্রকাশ হয়। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিগণের ত্রিদিবাদি বিরহ হইলেও তাহাতে আবির্ভাব-সদৃশী বিস্মৃতি হইত, পরে সাক্ষাৎ সঙ্গতি হয়। এই সঙ্গতি দুই প্রকার—আবির্ভাব ও আগতি। বিরহক্লান্ত প্রেষ্ঠজনের সমক্ষে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের যে প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাকে আবির্ভাব বলে এবং স্বজনবর্গের প্রতি প্রেম ও নিজ-বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিতে শ্রীকৃষ্ণ রথাদিতে আরূঢ় হইয়া পুনরায় আপনার প্রিয় গোষ্ঠে যে আগমন করিয়া থাকেন, তাহার নাম আগতি।

ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বিহার করেন। নন্দাদির অংশ দ্রোণাদির বৈকুণ্ঠে গমন হইলে অংশী নন্দাদির ন্যায় প্রকট-প্রদেশে অবস্থান হয়, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়তম ব্রজবাসিগণের সহিত নিত্যকাল বিহার করিতেছেন। ঐরূপে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-লীলা অপ্রকট করিতে ইচ্ছা করিলে, যদুনিশাপ-রূপা মায়া প্রকাশ করেন। দেবাদির অংশের অবতরণ-সময়ে যাঁহারা স্বয়ংরূপে অবতার করিয়াছিলেন, ক্ষীরোদনাথ সেই সকল দেবতার সহিত স্বধামে গমন করেন এবং নিত্য-লীলার পরিকর যাদবাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ক্রীড়া করিতে থাকেন।

মথুরা ও দ্বারকাভেদে শ্রীকৃষ্ণের ধাম দ্বিবিধ। আবার মাথুর-ধাম-মধ্যে গোকুল ও মধুপুরী দুই ধাম; গোলোকধাম গোকুলেরই বিভূতি; কারণ, গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমা অধিক। মথুরামণ্ডল নিত্য। সেই অদ্ভুত মাথুর-মণ্ডল পরিচ্ছিন্ন হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের লীলানুসারে বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, ইহাতেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের পর্য্যাপ্তি হয়। দর্শনে অধিকারী ও অনধিকারী উভয়বিধ ব্যক্তিই বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ প্রদেশ-সকল কৃষ্ণলীলান্বিত হইলেও কখন কখন স্থূলরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন। প্রভুর পরিকর, ধাম এবং সময়ের অচিন্ত্য-প্রভাব-হেতু শ্রীকৃষ্ণে কিছুই দুর্ঘট নহে। দ্বারকাতেও প্রভুর লীলাদির এতাদৃশ অচিন্ত্য-প্রভাব। শ্রীকৃষ্ণের লীলানুগত চন্দ্র-সূর্য্যাদি অপ্রাকৃত। কিন্তু প্রকট-প্রকাশগত লীলা-পরিকরগণ ঐ চন্দ্রসূর্য্যাদিকে প্রাকৃতের ন্যায় অনুভব করেন।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী গোকুলের সর্ব্বাধিক। তাঁহার বালরাই অতীব দুর্লভ। তাঁহার ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু ও শ্রীবিগ্রহের মাধুরী ব্রজেই বিরাজমান।

কৃষ্ণের আরাধনা যেরূপ আবশ্যক, তদীয় ভক্তবর্গের আরাধনাও সেইরূপ আবশ্যক, অন্যথা মহত্ত্ব অপবাদ হয়। বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের আরাধনা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ভক্তের ভক্তই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।"

মার্কণ্ডেয়াদি ভক্তবর্গের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। আবার প্রহ্লাদ অপেক্ষা নরাকৃতি পরব্রহ্মের বান্ধবেষু পাণ্ডবেরা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বদা সন্নিকর্ষে থাকায় মমতার আতিশয্য বশতঃ কতিপয় যাদব, পাণ্ডবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আবার বাল্যকাল হইতে গোবিন্দে সর্ব্বোত্তমা ভক্তি-নিবন্ধন সমস্ত যাদব অপেক্ষা শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রেষ্ঠ। সেই উদ্ধব যাঁহাদের প্রেম-মাধুরী প্রার্থনা করেন, সেই ব্রজদেবীগণই উদ্ধব অপেক্ষা বরীয়সী। কৃষ্ণের উপাদক-জন অগ্রে কৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিয়া প্রসাদ-পুষ্পাদিদ্বারা অবশ্যই ব্রজসুন্দরীগণের সেবা করিবেন। সেই সকল গোপীর মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা নিরতিশয় বরীয়সী। যেহেতু পুরাণ ও আগমাদিশাস্ত্রে তিনি সর্ব্বাধিক-রূপে অভিহিত হইয়াছেন।

শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে ধৃত প্রমাণ-গ্রন্থাবলীর সূচী

পূর্ব্বখণ্ড—কৃষ্ণামৃত

১। প্রথম অধ্যায়—ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণ।
২। দ্বিতীয় অধ্যায়—পুরুষ ও গুণাবতার।
৩। তৃতীয় অধ্যায়—লীলাবতার।
৪। চতুর্থ অধ্যায়—মন্বন্তর, যুগাবতার ও ধাম।
৫। পঞ্চম অধ্যায়—অবতার-মীমাংসা এবং লীলা ও ধামাদির বিচার।

৫। তন্ত্র—কৃষ্ণ ৪।১৮৫, ভক্ত ২
৬। নারদ-পঞ্চরাত্র—কৃষ্ণ ৪।৪৪, ১০৮
৭। নারায়ণাধ্যাত্ম—কৃষ্ণ ৪।১৪০
৮। পদ্মপুরাণ—কৃষ্ণ ২।১৪, ৩১, ৩২ ৩৯, ১৫, ২৬; ৪।২৪, ৪৩; ৫৮, ১৫, ৪২, ৯৮, ১০৯-১১৩, ১১৬, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৪, ১৭১, ১৭২, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৩; ভক্ত ১, ১০

বিষ্ণুপুরাণ—কৃষ্ণ ১।৯ ; ২।৫
৪১, ৭০, ৯৮
বৃহন্নারদীয় পুরাণ—কৃষ্ণ ৪।১৮৩, ভক্ত ৮
ব্রহ্মতর্ক—কৃষ্ণ ৪।২৮
বল্লভতন্ত্র—কৃষ্ণ ১৮, ২ ; ৪।৬০
ব্রহ্মসংহিতা—কৃষ্ণ ১।১৩ ; ২।৭, ৮, ১৬, ২১, ২৪ ;
৪।৭৫, ১০২, ১৩২, ১৩৩, ১৭৫
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—কৃষ্ণ ২।২৭, ৩।১৯, ৪।১২২, ১৩১,
১৩২, ১৮২, ১৮৩
১১। ভক্তিবিবেক—কৃষ্ণ ৪।১৮
২০। ভাগবত—কৃষ্ণ ১।২, ১৮, ২২ ; ২।৪, ৬, ১০, ১১,
২০, ২৫, ৩০, ৩২, ৩৪ ; ৩।১, ২,
৬, ৯, ১৩, ১৫, ১৫, ১৬, ১৮,
১৯, ২০, ২২-২৯, ৩১, ৪।২-৮,
৮-১৪, ২১, ৪২ ; ৫।৪, ১০, ১৭,
১৮, ৫১, ৫৩, ৫৫-৫৮, ৬৪, ৭৬,
৬৭, ৭১-৭৩, ৭৬, ৮৭, ৮৮, ৯৪-
৯৬, ৯৮, ১০৪-১০৬, ১২১, ১২৩
১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩৪, ১৩৬,
১৪৩, ১৪১, ১৪৩, ১৬১, ১৬৪,
১৬৯, ১৭০, ১৮০, ১৮৪, ১৮৫ ;
ভক্ত ১, ২, ৫-৭, ৯
ভার্গবতন্ত্র—কৃষ্ণ ৫।১০৮
মহাভারত মোক্ষধর্ম—কৃষ্ণ ৪।১৪৫, ১৪৯
মহাবরাহ পুরাণ—কৃষ্ণ ২।৩৪, ৫।৪৪
মার্কণ্ডেয় পুরাণ—কৃষ্ণ ৪।২১
যামল—কৃষ্ণ ৫।১৬৫
রাধার্চন চন্দ্রিকা—কৃষ্ণ, ৫।১৬
শ্রীধরস্বামী—কৃষ্ণ ৪।৯, ১১, ভক্ত ৪
সম্মোহন তন্ত্র—কৃষ্ণ ৫।১৮২
সাত্বততন্ত্র—কৃষ্ণ ২।৫
স্কন্দপুরাণ—কৃষ্ণ ৪।২, ৬০, ৯৪, ১০১, ১৫৪,
১৭৩, ভক্ত ২
৩১। হরিবংশ—কৃষ্ণ ৫।২, ৪, ৪০, ৪১
৩২। হরিভক্তিসুধোদয়—ভক্ত ১

শ্রীগীতা ও চণ্ডী

(৬)

চণ্ডীর ৫ম অধ্যায় উত্তর চরিত পাঠে জানা যায়, 'শুম্ভ ও নিশুম্ভ' নামক অসুরদ্বয়কে 'চণ্ড ও মুণ্ড' নামক ভৃত্যদ্বয় হিমাচলবাসিনী দেবীকে ভোগ করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিল। (চণ্ডী ৪র্থ অধ্যায় উত্তর চরিত ৯০ শ্লোক) উহাদের কথায় শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবীর নিকট তাহাদিগকে পতিরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। চণ্ডীর এই বর্ণনা হইতে আমরা একটি বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে পারি। অসুরগণ বিষ্ণুশক্তিকে নিজ ভোগ্যা বা অধীনা জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে চিরদিনই ধর্ষণের পক্ষপাতী। বিষ্ণুমায়াকে ভোগ করিবার চেষ্টা যে আকারেই প্রকাশিত হউক, তাহাই আসুর ধর্ম। মায়াকে আশ্রয় করিবার ছলে—মায়াকে পূজা করিবার ছলে মায়া হইতে যে ভোগ প্রার্থনা, তাহার মূলে কোন দৈববুদ্ধি বা দিব্যজ্ঞানের কথা নাই। দিব্যজ্ঞানের কথা গীতায় শ্রীভগবানের বাণী "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" "মদ্ভনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু" প্রভৃতি শ্লোকেই পাওয়া যায়। মায়ার সান্নিধ্য মঙ্গলকর নহে। তথায় আরও অমঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে হয়। মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশের সান্নিধ্য মঙ্গলকর ; কেন না, তথাপ্রয়ে মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়।

শুম্ভ নিশুম্ভের দূতের বাক্য শুনিয়া বিষ্ণুমায়া চণ্ডীতে যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বড়ই সুন্দর রহস্য নিহিত রহিয়াছে—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ দেবী বলিতেছেন—আমার একটি প্রতিজ্ঞা আছে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মহাদোষ বলিয়া আমি তাহার অন্যথা করিতে পারিতেছি না। যিনি আমাকে যুদ্ধে জয় করিবেন,

যিনি আমার দর্প খর্ব্ব করিবেন এবং যিনি আমার তুল্য বলশালী, তিনিই আমার স্বামী হইবেন।

এই কথা পরম সত্য, জীব কখনও মায়াকে সাধন-সমরে জয় করিতে পারে না—কোন দিনই মায়ার দর্প খর্ব্ব করিতে পারে না—কোন দিনই মায়ার তুল্য বলশালী হইতে পারে না। তাই জীব কখনও মায়ার অধিপতি হইতে পারে না। বিষ্ণুই একমাত্র মায়ার অধীশ্বর—মায়া তাঁহার পদানত দাসী। কাজেই মায়ার স্বামী বিষ্ণু এ কথাই গীতায় "মম মায়া দুরত্যয়া" শ্লোকে বলিয়াছেন। সাধন-সমরে মায়াকে জীবের জয় করার চেষ্টা বৃথা। কারণ, জীব মায়ার তুল্য বলশালী নহে। এজন্য ভগবানের শ্রীমুখোক্ত বাণী অনুসারে মায়াধীশ বিষ্ণুকেই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

শুম্ভ দূতের প্রতি দেবীর এই বাক্য শুনিয়া দেবীকে যে-কোন প্রকারেই হউক বশে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শুম্ভ ও নিশুম্ভের সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিগণ ক্রমে ক্রমে দেবীর হস্তে নিহত হইতে লাগিল। শুম্ভ স্বয়ং যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। একে একে বহু দৈত্য ঐ যুদ্ধে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া মহাসুর রক্তবীজ ক্রোধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। রক্তবীজ দৈত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখনই তাহার শরীর হইতে একবিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হয়, তখনই পৃথিবীতে তদনুরূপ আর একটি অসুরের সৃষ্টি হইয়া থাকে। (৮ম অধ্যায় উত্তর চরিত ৪১ শ্লোক)। সুতরাং রক্তবীজের রুধিরস্রাব হইতে অসংখ্য মহা অসুরের উৎপত্তি হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেবগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন; কিন্তু দেবী তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, তোমরা বিষণ্ণ হইও না। দেবী তাঁহারই শরীর হইতে উদ্ভূত কালিকা মূর্ত্তিকে বলিলেন, হে চামুণ্ডে, তুমি মুখ বিস্তৃত কর। আমার শস্ত্রপাত-উদ্ভূত রক্তবিন্দুসমূহ এবং রক্তবিন্দু হইতে সমুৎপন্ন মহা অসুরগণকে তুমি ভক্ষণ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে বিচরণ কর। চামুণ্ডা রক্তবীজদিগের শোণিত পান করিতে থাকিলে "কৌষিকী" দেবী রক্তবীজকে নিধন করিলেন।

মহামায়ার রাজ্যে এইরূপ রক্তবীজের অভাব নাই। তাহারা রক্তের গৌরব দেখাইয়া মায়াকে জয় করিতে চাহে, কিন্তুতেই মায়াধীশ ও মায়াধীনের আশ্রিতগণের শরণাপন্ন হয় না। ইহাদের কথাই গীতা এরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

(গীঃ ১৬।১৩-২৩)

অর্থ—তাহারা মনে করে যে, "আমি অদ্য এই ধন লাভ করিলাম, আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইল, আমার পুনঃ এই ধন লাভ হইবে। এই শত্রুটিকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে শীঘ্র বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী। আমিই আঢ্য অর্থাৎ সম্পন্ন, আমার অনেক জন আছে, আমার ন্যায় আর কে আছে? আমিই যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, দান ও আনন্দ করিব", তাহারা অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়াই এরূপ বলে। অনেক বিষয়ে চিত্ত বিভ্রান্ত ও মোহজালদ্বারা আবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষগণ বৈতরণ্যাদি অশুচি-নরকে পতিত হয়। সেই স্বয়ং সম্মানলব্ধ, অনম্র এবং ধন, মান ও মদান্বিত পুরুষগণ অবিধিপূর্ব্বক দম্ভের সহিত নাম-মাত্র যজ্ঞদ্বারা যজন করে।

তাহারা—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত;

স্থাং হেতে এবং পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে হেয় করে এবং সাধুদিগের স্তবে দোষারোপ করে।

সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসার মধ্যেই অশুভ আসুর যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি। অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াধারা তাহাদের আসুরভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। অসুর-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে। আত্মনাশী নরকদ্বার তিন প্রকার—অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ। অতএব উত্তম লোক-সকল ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবেন। এই তিন প্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে, তাহা হইলেই পরা গতি লাভ করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, সব সংস্কৃতির উপায়স্বরূপ বৈদজীবন অবলম্বন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে পরা গতি যে কৃষ্ণভক্তি, তাহা লব্ধ হয়। শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার মূল তত্ত্ব এই যে, বিশুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেই জীবের সকলসংস্কৃতিরূপ 'অন্নরূপ' লাভ হয়, তাহাই ভক্তিদেবীর দাসীরূপা মুক্তি।

শাস্ত্র-বিধি এই প্রকার—উহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্ত্তমান হন, তিনি সিদ্ধিলাভ বা পরা গতি লাভ করেন না। মূলতত্ত্ব এই যে, মানব সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে 'নরাধম' আর ইন্দ্রিয়জ্ঞানও নীতিসম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার না করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল; ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যে বিশুদ্ধ জ্ঞানসহকারে ভক্তিমুক্তির অনুশীলন না করে সেও পরা-গতির যোগ্য হয় না। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে 'ভক্তি', তাহাই জীবের শ্রেয়ঃ।

রক্তবীজ বধের পর দেবীর স্তন্যে নিশুম্ভ হত হইল। নিশুম্ভের পর শুম্ভ হত হইল। শুম্ভ বধের পর জগৎ শান্ত হইল। তখন অগ্রিকে অগ্রণী করিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ কাত্যায়নী দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন,—

"সর্ব্বস্বরূপে যদা দেবী সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

(চণ্ডী উত্তরচরিত ১১শ অধ্যায় ৭-১৬)

এই প্রসিদ্ধ নারায়ণীস্তুতি বিচার করিলে জানা যায় যে, শক্তি নারায়ণেরই অধীনা। নতুবা তাঁহার নারায়ণী নামের কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। স্বামী বা প্রভুর নামানুসারে যেমন পত্নী বা ভৃত্যের নাম হয়, তদ্রূপ নারায়ণের নামানুসারেই নারায়ণী নাম হইয়াছে। বিশেষতঃ "প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে" প্রভৃতি পদে দেবীকে নারায়ণী বলিবার পরও বৈষ্ণবী বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবী শব্দদ্বারা ইহাই বুঝায় যে, এই সকল পদের বাচক স্বয়ং বিষ্ণু বা ভগবান্ নহেন। বিষ্ণুর ভৃত্য আজ্ঞাবাহক বা অনুগত ব্যক্তিকেই বৈষ্ণব বলে; সুতরাং বৈষ্ণবী শব্দের দ্বারা দেবী যে নারায়ণ বা বিষ্ণুর অধীনতত্ত্ব, তাহা স্বয়ং চণ্ডীই উচ্চকণ্ঠে প্রমাণ করিয়াছেন। এই নারায়ণীস্তুতে দেবীকে মহা অবিদ্যা, মহা রাত্রি প্রভৃতি বলা হইয়াছে। অতএব জীবমোহন-ব্যাপারটী মহামায়ার একটী কার্য্য, ইহাও চণ্ডী প্রমাণ করিয়াছেন। এই জীবমোহন কার্য্যের কথা শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।"

চত্বারিংশ

["যুগান্তর" কলিকাতা সোমবার ২২শে বৈশাখ ১৩৮৭ ৫ই জুন, ১৯৪০]

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণলীলার আদর্শ বর্ণনা

গৌড়ীয়মিশন সঙ্ঘশিংবর্দ্ধির ও লণ্ডন গৌড়ীয়মিশনের প্রবীণতম প্রচারক শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে বাগবাজার গৌড়ীয়মঠে গত ৯ই জুন রবিবার এক বিরাট্ সভা হইয়া গিয়াছে। গৌড়ীয়মিশনের বর্ত্তমান সেক্রেটারী ও 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই সভায় একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, চিরদিনই কতিপয় অভিসন্ধিযুক্ত ও অনধিকারী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অপ্রাকৃত লীলার সম্বন্ধে যে-সকল মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা তাঁহাদের পরম দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথ প্রভৃতি গোস্বামিগণ পৃথিবীর সর্ব্ববিধ আকর্ষণ পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সর্ব্বক্ষণ অনুশীলন ও পরম নির্ম্মল আদর্শ চরিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণলীলা অশ্লীল হওয়া দূরের কথা, উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতির শিরোভাগে অবস্থিত। সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের অনুশীলন না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র উপলব্ধি করা অসম্ভব। অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা বোধগম্য নহেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধির বোধগম্য নহেন। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ বা শক্তিমান্, আর জীবমাত্রই প্রকৃতি বা শক্তি। ইহা গীতা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। শক্তিমান্ ভগবান্‌ই নিখিল প্রকৃতির ভোক্তা। ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ এবং চেতনের সর্ব্বাঙ্গদ্বারা ভগবানের সেবাই জীবের ধর্ম্ম। শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; গোপীগণও চিদানন্দ-তনু। ভগবানের পূর্ণব্যক্তিত্ব ও নিরঙ্কুশ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিয়া শরণাগতগণের যে সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা সেবা, তাহাই এই সকল লীলার আদর্শ। এতৎসম্বন্ধে বক্তা গৌড়ীয়মিশনের মূল-প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের বাণী হইতে বহু শাস্ত্রীয় সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়াছেন। সভাপতি মহারাজ গৌড়ীয়মিশনের মূল-প্রতিষ্ঠাতা হইতে বর্ত্তমান আচার্য্য পর্য্যন্ত মহাপুরুষগণের ভুবনমঙ্গল দানের কথা বর্ণনা করেন। গৌড়ীয়মিশনের ব্রহ্মচারিগণের সুমধুর সঙ্গীতে সভার উদ্বোধন ও উপসংহার হয়।

["আনন্দবাজার" কলিকাতা—২রা আষাঢ় রবিবার ১৩৮৭; ইং ১৬ই জুন ১৯৪০]

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

শ্রীকৃষ্ণের লীলা পরম-বাস্তব ও অপ্রাকৃত

গৌড়ীয়মিশনের সঙ্ঘশিংবর্দ্ধির উদ্যোগে বিগত ৯ই জুন রবিবার অপরাহ্নে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটী বিরাট্ সভা হইয়া গিয়াছে। লণ্ডন গৌড়ীয়মিশনের প্রবীণ প্রচারক শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়মিশনের মুখপত্র সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের প্রবীণ সম্পাদক ও গৌড়ীয়মিশনের বর্ত্তমান সেক্রেটারী শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদানমুখে বলেন,—

শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সম্বন্ধে অভিসন্ধিযুক্ত ও অনধিকারী ব্যক্তিগণ যে-সকল সমালোচনা বা অনধিকার-চর্চ্চা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার অকপট অকিঞ্চন ভক্তগণের আদর্শ অনুসরণ না করা পর্য্যন্ত মানব-সমাজ হইতে কিছুতেই বিদূরীত হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলাদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট-নীতির শিরস্থলে অবস্থিত। ভগবানের লীলাসমূহ পরমবাস্তব ও অপ্রাকৃত। উহা রূপক, আধ্যাত্মিক,-কাল্পনিক বা তথা-কথিত ঐতিহাসিক ব্যাপার নহে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষোত্তম অদ্বিতীয় শক্তিমান্ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভোক্তা এবং সকলেই তাঁহার শক্তি,

তথায় অশ্লীলতার কোন অবকাশ নাই। রাসাদি-লীলার দ্বারা চিদানন্দতনু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবান্‌কে সম্ভোগ দ্বারা প্রেম-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ভগবানের পূর্ণ বাঞ্ছিত তাঁহাদের সর্ব্বস্ব সমর্পণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

গৌড়ীয়মিশনের মূল প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, তাঁহার অন্যতম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ও বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এবিষয়ে যে-সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও বক্তা বর্ণনা করেন। বর্ত্তমান যুগে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, গোস্বামী শ্রীগৌরকিশোর, প্রভুপাদ শ্রীসরস্বতী ঠাকুর ও শ্রীভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের ত্রিভুবনমঙ্গল অমূল্য দান ও পৃথিবী-ব্যাপী নির্ভীক সত্য প্রচারের কথা বর্ণনা করিয়া সভাপতি মহারাজ একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে গৌড়ীয়মিশনের ব্রহ্মচারিগণ সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 'দেশ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরিষচন্দ্র সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত লোচনানন্দ ঠাকুর কাব্যতীর্থ, কবিরাজ শ্রীঅমৃতানন্দ ঠাকুর, শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর, 'আনন্দবাজারে'র সহকারী সম্পাদক শ্রীহরিপদ সেন, রায়বাহাদুর শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন, শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর বি-এ, শ্রীবিনেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি-এ, 'যুগান্তর' সহকারী সম্পাদক শ্রীরঞ্জিতরঞ্জন বসু বি-এ; মিঃ ডি কে, রায়; ডাঃ কুমুদিনী সেনগুপ্ত প্রভৃতি সজ্জনবর্গও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে—গত ৩রা জুন সোমবার অপরাহ্ণে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গৌড়ীয়মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্যপ্রবর জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট মঠ-সেবা ও মঠভোগ, সন্ন্যাসীর কৃত্য, কি মঠবাসী, কি গৃহস্থ সকলেরই ভগবৎসেবাময় অকপট জীবন-গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বহুক্ষণব্যাপী শুদ্ধচেতনময়ী শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় অধিষ্ঠানস্থ নাটমন্দিরে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান প্রভু "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" শ্লোক অবলম্বনে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঢাকায়—গত ১৬ই জুন রবিবার হরিবাসর-তিথিতে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'উপদেশামৃতে'র "বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং" শ্লোক অবলম্বনে "ভক্তির প্রতিকূল বিষয়" সম্বন্ধে অতি সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহোৎসব

বিগত ৫ই আষাঢ় (১৩৪৭), ১৯শে জুন (১৯৪০) বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীপ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-প্রভুর আনুগত্যে গৌড়ীয়-মিশনের পণ্ডর্ষিবটির নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহাসমহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ২৬শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই বুধবার শ্রীহেরা পঞ্চমী দিবস পর্য্যন্ত উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। ২১শে আষাঢ় (১৩৪৭), ৫ই জুলাই (১৯৪০) শুক্রবার দিবস নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষড়্‌বিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব হইবে।- ঐতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-

সংকীর্তনোৎসব

গৌড়ীয়

[১৮শ খণ্ড ৪৭-৪৮শ সংখ্যা]

শ্রীগৌরাব্দ ৪৯৮, শনিবার, জুলাই, ১৯৮০

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

আশাশিকলয়া বদ্ধা ভক্তিপ্রকটিকাশতাঃ।
মুহুর্মুহুঃ পরিক্ষোভং বৈরাগ্যং সন্দধত্যলম্॥

শ্রীচৈতন্যমঠ গ্রন্থ প্রচার
বিভাগ হইতে প্রকাশিত

শ্রীশুদ্ধভক্তিসোতঃ-পুনঃপ্রবাহের

মূল পুরুষ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

শ্রীশ্রী শিক্ষাষ্টক।

১

পীত বরণ জিনি পরম গৌরা।
গাওয়ই এ ছুন ভাব বিভোরা ॥ ১
চিত্ত দর্পণ পরি মার্জ্জন কারী।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় চিত্ত বিহারী ॥ ২
ভূলা ভবদাব নির্ব্বাপন বৃত্তি।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় ক্লেশ নিবৃত্তি ॥ ৩
শ্রেয় কৈরব বিধু জ্যোছনা প্রকাশ।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় ভক্তি বিলাস ॥ ৪
বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূ জীবন রূপ।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় সিদ্ধ স্বরূপ ॥ ৫
আনন্দ পারাবার বর্দ্ধন কীর্ত্তি।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় স্নাবন মূর্ত্তি ॥ ৬
পদে পদে পীযুষ স্বাদ প্রদাতা।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় প্রেম বিধাতা ॥ ৭
ভক্তি বিনোদ স্বার্থ সুপন বিধান।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় প্রেম নিদান ॥ ৮

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক-গীতাবলীর শ্রীগুরু-লিখিত পাণ্ডুলিপি।

গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের মূল পুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-স্রোত পুনঃ প্রবাহের মূল পুরুষ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষড়্‌বিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব-উপলক্ষে জগজ্জীবের প্রতি তাঁহার ভুবনমঙ্গল, অহৈতুক, অনর্পিতচর অবদানস্বরূপ অনুদ্‌ঘাটিতপূর্ব্ব, অপ্রাকৃত শ্রীভক্তিবিনোদ-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীশ্রেষ্ঠ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক চিদ্বিলাস পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের একান্ত আনুগত্যে কতিপয় অমূল্যরত্ন 'গৌড়ীয়ে'র স্তম্ভে প্রকাশিত হইল।

মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়-দয়ার অবতার যে-সকল গৌরশক্তি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে এই তর্কহত যুগে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান অতুলনীয় ও অনর্পিতচর। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রুতি বা বেদ সঙ্কলন করিয়া জগজ্জীবের মঙ্গল সাধন করা সত্ত্বেও তিনি যে-পর্য্যন্ত না ব্রহ্মসূত্র প্রকট করিয়াছিলেন, সে-পর্য্যন্ত কেহই বহু শাখাযুক্ত বেদের গহন-বনে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। অনেকে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া বিভ্রান্তই হইয়া পড়িয়াছিলেন। আবার ব্রহ্মসূত্র প্রকটিত হইবার পরও বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের বিভিন্ন মতবাদ জীবের চিত্তকে অধিকতর বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল। স্বয়ং বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু শিবও সেই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে গিয়া কালগতি ও জীবগতির অনুরোধে অসুর-মোহনপর মতবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ-সূর্য্যের উদয় ভাষ্যকারগণের বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় বিধানের সহায়ক হইয়াছিল, তথাপি যে-পর্য্যন্ত না "সর্ব্বাচার্য্য" শ্রীভাগবত-লীলাবিগ্রহ সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব উদিত হইয়াছিলেন, সে-পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত-সূর্য্যের উদয় সত্ত্বেও মতবাদভাষ্যকারদের বিভীষিকা বিদূরিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীশ্রীজীবের গ্রন্থরাজিতে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভায়, শ্রীরূপের শ্রীভাগবতী সভায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীমতি-গোস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দের শিষ্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপ-সনাতন পাদদ্বয়ের সন্তোষ বিধানার্থ যে সকল সূত্র গ্রথিত করিয়াছিলেন, শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সেই সকল সূত্র অবলম্বনে "শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ" রচনা করেন। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু স্তবাবলীর মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন-সূত্র-সমূহ সম্পুটিত করেন। এই সকল অমূল্য মহামণিকণ্ঠমণি জগতে প্রকটিত থাকা সত্ত্বেও যদি শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পরম কৃপা বিস্তার করিয়া "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত না করিতেন, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের অনর্পিতচরী করুণার কথা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারিতেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের ভুবনমঙ্গল অবতার উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আর উপায় নাই। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিগূঢ় নির্য্যাস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাহিত্য-ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জগতে অবতীর্ণ হইলেও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত সেই অমৃতের বিন্দুপানে কাহারও অধিকার লাভ হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রবাহ হইতে একটি বিন্দু পান করিয়া যদি কেহ অমর হইতে আন্তরিক অভিলাষ করেন, তবে তাঁহাকে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বা শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার সেবার সমর প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীচৈতন্যলীলার এই দুই ব্যাস শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-ভাণ্ডারকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছেন। এই দুই গৌর-পার্ষদের দানের মহিমা মানবজাতি অনন্তকাল-

ব্যাপী পরমায়ু লাভ করিলেও বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবেন না।

ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায়, তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুগ-মণ্ডলীর অযাচিত অনুকম্পায় অশ্রৌত-যুক্তি, কুতর্ক, নাস্তিকতা, সংশয়, অপরাধ, অনর্থ, পাষণ্ডতা, দেহ-সর্ব্বস্বতা, জড়াত্মবোধ প্রভৃতি অসংখ্য মায়া-বিক্রমের মধ্যেও শ্রীভক্তিবিনোদ-সাহিত্যের প্রচার হইয়াছে। যদি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যামৃত পান না করিতেন, যদি শ্রীল গৌর-কিশোরপ্রেষ্ঠ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সেই ভাগবতামৃত শ্রীঅন্তর্যামীর যোগপীঠ হইতে বিস্তার না করিতেন, যদি তিনি কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য-ভাণ্ডার জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটন না করিতেন, যদি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রোপিত গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানরূপ কল্যাণকল্পতরুকে পল্লবিত না করিতেন, যদি ঠাকুরের শরণাগতির বাণী, শ্রীশিক্ষামৃতের বৃষ্টি-ধারা, অমৃত-প্রবাহ, বৈষ্ণবধর্ম্মের সিদ্ধান্ত জগজ্জীবের কর্ণে বর্ষণ না করিতেন, যদি ঠাকুরের "আত্মাসূত্র" ও "তত্ত্বসূত্রে"র দ্বারা অন্বয়জ্ঞানতত্ত্বের সহিত জীবতত্ত্বের যোগসূত্র স্থাপন না করিয়া দিতেন, যদি ঠাকুরের চতুর্বিধ দশমূলরূপ * পাচনের দ্বারা ভবরোগ-অনর্থ-ব্যাধির উপশান্তি না করিতেন, যদি "শ্রীহরিনামচিন্তামণি" ও "শ্রীভজনরহস্যে"র রহস্যে শ্রদ্ধাবান্ জীবকে সুশোভিত না করিতেন, তাহা হইলে এই জীবপাপি জীবন কলিহত, তর্কহত, ঘৃণ্যমত্ত-সিন্ধুর আবর্ত্তে পতিত জীবের যে আজ কি দুর্গতি হইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহারা শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর' শব্দটী পরিহার করিয়া কেবল 'বাণী'র মহিমা-গানের অভিনয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক অভিনয় গুরুতত্ত্ব হইতে পারিবেন, অর্থাৎ ইহারা বলিতে চাহেন, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা; আর দালান, বাড়ী, ঘর, মন্দিরের উচ্চ চূড়া, বেতপ্রস্তর, জমিদারী, মোটর গাড়ী—এই সকলই গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠান বা মিশন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিজস্ব সত্তাকে অস্বীকার করিতে পারেন না, তাঁহারা বলেন,—'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর' শব্দটীর সহিত 'বাণী' শব্দের অচ্ছেদ্য নিত্য-সম্বন্ধ। শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ গৌরকিশোরের 'বাণী'ই শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদাই 'শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী' বা 'শ্রীভক্তিবিনোদ-অন্বয়', 'শ্রীভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধ' শব্দ-সমূহ ব্যবহার করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং এ সম্বন্ধে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে 'গৌড়ীয়ে' প্রবন্ধ লিখিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে 'গৌড়ীয়ে' বিভিন্ন সময়ে "শ্রীভক্তি-বিনোদ-সম্বন্ধ" এবং "শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী ও আশ্রয়" শীর্ষক কএকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সকল প্রবন্ধের মূল তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভু **প্রেমকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর** এবং যে-স্থানে শুষ্কভক্তি বা কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেম, তথায়ই শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী প্রভুর সম্বন্ধ, সেইরূপ বর্ত্তমান যুগেও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকেই গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের মূল-পুরুষ এবং যে-যে স্থানে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের আচার ও প্রচার আছে (কেবল বাক্যবাগীশতা নহে), তথায়ই ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের মূল সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহার অন্যথা হইলে তথায় ছলভক্তি বা মিছা-ভক্তি অনিবার্য্য। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত পদ কয়টি সর্ব্বদাই বলিতেন,—

> কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
> **মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি॥**
> কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
> **তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥**
>
> (চৈঃ চঃ ম ১৭।১১২, ১১৩)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আরব্ধ, অনুষ্ঠিত, অভীষ্ট সেবা-সমূহ শ্রীল প্রভুপাদ সম্পূর্ণ, পল্লবিত ও পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১২৯২ বঙ্গাব্দে কলি-কাতায় যে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভা পুনঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যে সভায় রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক অধিবেশনে একাদশ বর্ষীয় বালকের লীলা-অভিনয়কারী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পশ্চাতে পশ্চাতে শ্রীল রূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, সেই সভাকেই

---

* আত্মার-দশমূল, শ্রীগীতা-দশমূল, শ্রীভাগবত-দশমূল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-দশমূল নামক শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরচিত গ্রন্থ।
—গৌঃ সঃ

শ্রীল প্রভুপাদ পরে নানাভাবে বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে শ্রীনামহট্টের পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের মূল স্কন্ধ।

শ্রীল ঠাকুরের রচিত "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা" বা "শ্রীগোদ্রুম কল্পাটবী"র বর্ণনা হইতে ইহা সুধী পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিভিন্ন পারমার্থিক সাময়িক পত্রিকা-সমূহ প্রকাশ করিয়া শুদ্ধভক্তি-সাহিত্যের প্রাবন আনয়নের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। 'শ্রীসজ্জনতোষণী', শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া পত্রিকা', 'সঙ্গিনী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদন ব্যতীত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'পরমার্থী' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তখন পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সপ্তমবর্ষীয় বালকের লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'পরমার্থী' পত্রিকার 'প্রবোধনী' সংখ্যা নাম্নী প্রথম-সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য নিজ শ্রীহস্তে তাহার "মঙ্গলাচরণ" প্রবন্ধ এবং 'পরমার্থী' সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও উহার প্রবন্ধের বিষয়াবলীর নির্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা তখন ভগবদিচ্ছায় লোকলোচনে প্রকটিত হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সেই মনোঽভীষ্টটি বিস্মৃত হন নাই; তাই তিনি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে বঙ্গ-ভাষার পরিবর্ত্তে উৎকল ভাষায় 'পরমার্থী' নামক পাক্ষিক পত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৫২ বৎসর বা অর্দ্ধ শতাব্দী পরে শ্রীল প্রভুপাদ যে সেবা-কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আরব্ধ কার্য্যেরই পরিপূরণ। শ্রীল সচ্চিদানন্দ-প্রেমালঙ্কার বা শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদের আরব্ধ ও পরিকল্পিত 'পরমার্থী' পত্র শ্রীল ঠাকুরের শুদ্ধভক্তি-বিজড়িত কণ্ঠস্বর শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রচার করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শুদ্ধ সেবক-সম্প্রদায়কে ইহা জানাইয়াছেন যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদই গৌড়ীয়-মিশনের মূল প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোরের শ্রেষ্ঠ বাণীস্বরূপ ও তাঁহাদেরই মনোঽভীষ্ট-প্রপূরক। এই তিন তত্ত্বই অদ্বয় জ্ঞান।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরিকল্পিত, এ যাবৎ অপ্রকাশিত ও শ্রীহস্তলিখিত 'পরমার্থী' পত্রের 'প্রবোধনী' সংখ্যার মঙ্গলাচরণ, সম্পাদকীয় স্তম্ভ ও 'পরমার্থী' সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নে অবিকল প্রকাশিত হইল।

পরমার্থী

প্রবোধনী সংখ্যা

বৈশাখ ১২৮৭

মঙ্গলাচরণ

সং—১ পর্ব্ব—১

জয় জয় জহ্নজামজিতদোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাশ্রয়া সরকদম্বসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলসত্ত্বধরোরুকৃতে
কচিদপরাত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥

হে ভগবন্! কালের গভীর স্রোতে পতিত আমরা নিতান্ত ভীত হইয়াছি। কোনদিকে জড়বাদরূপ ভয়ঙ্কর তরঙ্গ দেখিয়া আমাদের হৃদয় শুষ্ক হইতেছে। কোনদিকে মায়াবাদ, নিরাকারবাদ ও অদৃষ্টবাদরূপ মৈনাক-শ্রেণী ভীষণ শৃঙ্গ উত্তোলন করত আমাদের সাহস হরণ করিতেছে। কোনদিকে নিরীশ্বর-বিজ্ঞানবাদ-সিংহিকা রাক্ষসীর ন্যায় নানাবিধ শিল্প-চাতুর্য্য বিস্তার-পূর্ব্বক পরমার্থ-ভাব হইতে জনগণের হৃদয়কে অপহরণ করিতেছে। কোনদিকে ন্যায়-মীমাংসাকৃত চলযুক্তিবাত অতি তীব্র বাড়বাগ্নি বিস্তার-পূর্ব্বক কালসমুদ্রগত জীবগণের সাধন বিধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কোনদিকে বা সম্প্রদায়-মল, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রভৃতি বৃহদ্ বৃহৎ তিমি-নক্র-রাঘবাদি বিভীষিকাচয়

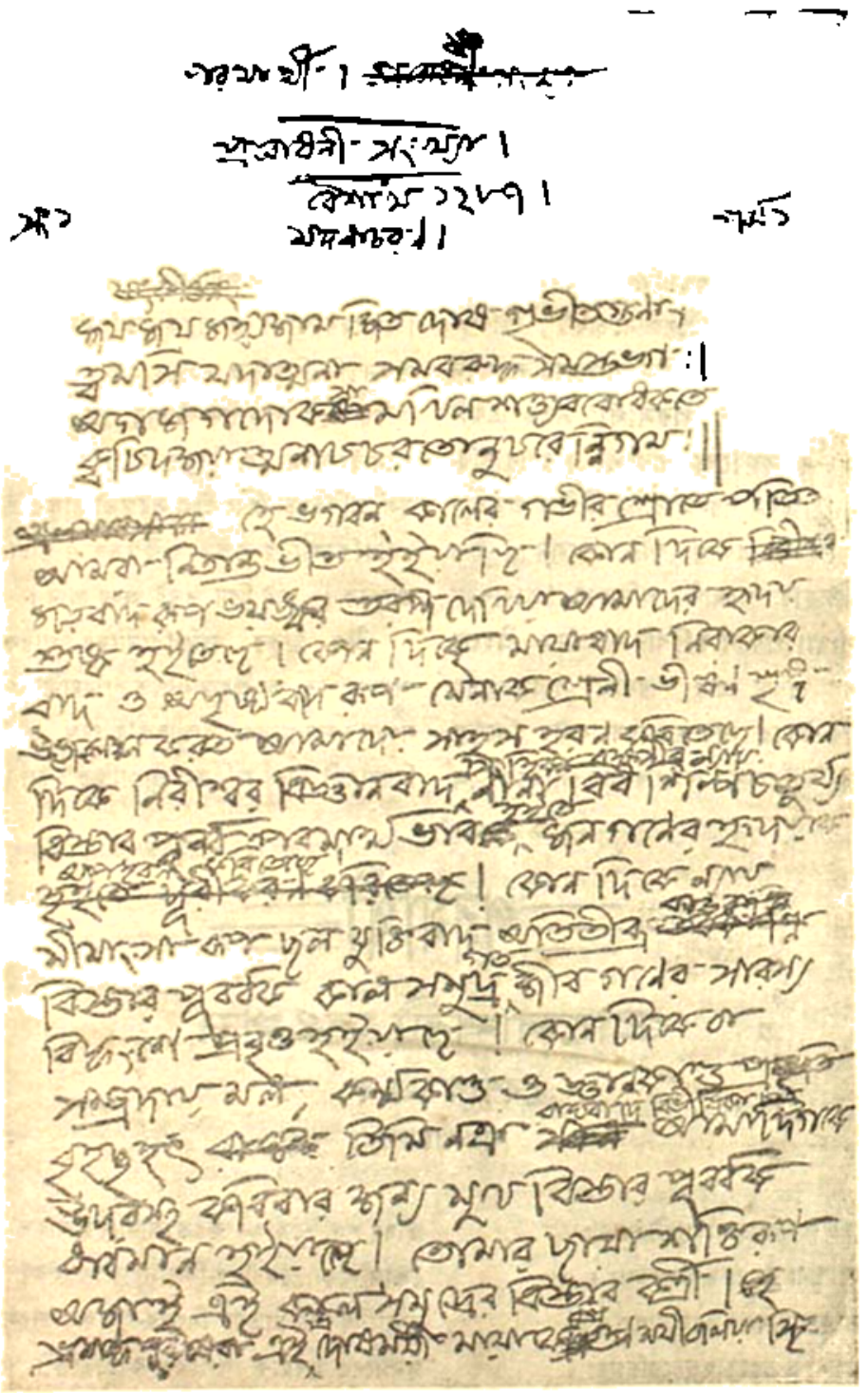

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীহস্ত-লিখিত
পরমার্থী পত্রের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার (মঙ্গলাচরণের) পাণ্ডুলিপি।

আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য মুখ বিস্তারপূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছে। তোমার ছায়াশক্তিরূপ অজাই এই কালসমুদ্রের বিস্তার-কর্ত্রী। ভ্রমান্ধ পুরুষেরা এই 'ত্রিদোষময়ী' মায়াকে 'ত্রিগুণময়ী' বলিয়া স্থির করেন। হে মায়া-বিজয়ী অজিত! অদ্য আমরা সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি এই অজাকে নিবৃত্ত কর। আমরা সর্ব্বকালে তোমার জয়ধ্বনি করি। অজা হইলেও তাহাকে ধ্বংস করিতে তোমার সামর্থ্য আছে, যেহেতু তুমি আত্মশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তি দ্বারা সমস্ত শক্তির অধীশ্বর ও সমস্ত ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভগবত্তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। স্থিরচর নিবাসরূপ এই অখিল জগতে যত প্রকার শক্তি প্রকাশিত আছে, তুমি সে-সকলের অবরোধক; অতএব মায়া-শক্তির জন্ম-স্থিতি-নিরোধ তোমাতেই সম্ভব অর্থাৎ তোমা হইতে সে কখনই স্বতন্ত্র হইতে পারে না। হে প্রভো! যদি বল, সর্ব্বাতীত তত্ত্ব যে আমি, আমাকে তোমরা কিরূপে বাক্যদ্বারা বন্দনা করিবে? তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, অজা অর্থাৎ মায়ার সহিত রমণকারী তোমাকে শ্রুতি-সকল অন্তরিন্দ্রিয় বৃত্তিদ্বারা ব্যতিরেকরূপে কীর্ত্তন করেন; কিন্তু চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট তোমাকে সহজ-সমাধি-রূপে উহারা অনায়াসে ব্রজলীলা বর্ণন দ্বারা ব্যক্ত করে।

অতএব তোমার নিতান্ত শরণাপন্ন হইয়া আমরা পরমার্থীর মঙ্গলাচরণস্বরূপ এই জয়ধ্বনি দিলাম। তুমি আমাদের ছন্দেপে আবির্ভূত হইয়া কালকলুষ-নাশার্থ উপযুক্ত বাক্য প্রেরণ কর। হে কৃষ্ণচন্দ্র! জগতে তোমার জয়ধ্বনি হইতে থাকুক।

পরমার্থী

পরমার্থী 'প্রবোধনী-সংখ্যা' প্রকাশিত হইল। পরমার্থী পত্রিকায় কি প্রকার বিষয়-সমূহের আলোচিত হইবে ও কি প্রণালীতে ঐ পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, তাহা উত্তমরূপে বিজ্ঞাপিত করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রবোধনী সংখ্যা পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পিত হইল।

পরমার্থী এই প্রকার পুস্তকাকারে **তিন মাস অন্তর** প্রকাশিত হইবে। প্রতি-সংখ্যায় ১২ ফর্ম্মার কম বিষয় থাকিবে না। কেবল পরমার্থ-সম্বন্ধীয় বিষয় ব্যতীত এ পত্রিকায় আর কোন বিষয় আলোচিত হইবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মগণের জীবন-চরিত্র ও পারমার্থিক গ্রন্থ-সকল সানুবাদ প্রকাশিত হইবে। যিনি প্রথম সংখ্যাবধি পরমার্থী সংগ্রহ করত বৎসর বৎসর তাহা পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া রাখিবেন, অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত তত্ত্ব-গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব পাঠকবর্গ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক প্রথম হইতেই পরমার্থী সংগ্রহ করিতে যত্ন পাইবেন। প্রতি-বৎসর প্রায় ৫০ ফর্ম্মা কাগজ সংগৃহীত হইবে। অতএব ডাক-মাশুল-সমেত বৎসরে ৪৲ টাকা দিতে কেহই কাতর হইবেন না। বাৎসরিক মূল্য অগ্রেই দিতে হইবে। অতএব এই প্রবোধনী সংখ্যা হস্তগত হইবামাত্র পরমার্থ গ্রাহকবর্গ ও সমস্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মহোদয়গণ স্ব-স্ব দেয় মূল্যের সহিত পত্র লিখিবেন। পত্র-সংখ্যা দৃষ্টি-পূর্ব্বক আগামী সংখ্যা যত আবশ্যক, মুদ্রিত হইবে। পরে যাচ্ঞা করিলে ঐ সংখ্যা আর পাইবেন না।

এই পত্রিকায় হরিভক্তির সহিত স্মৃতি, যোগশাস্ত্র, কর্ম্ম-শাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, দর্শনশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র ও সমস্ত সাংসারিক বার্ত্তা-শাস্ত্রের যে সুন্দর সম্বন্ধ আছে, তাহা সর্ব্বজনের হৃদয়ঙ্গম হয়—এরূপ নানা প্রবন্ধ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করা যাইবে। নানা দেশ-বিদেশ হইতে লেখক সংগৃহীত হইতেছে।

পরমার্থী প্রকাশের প্রয়োজন এই যে, এ প্রকার কোন পত্রিকা নাই। আর্য্যদর্শন, বঙ্গদর্শন, আর্য্যবিদ্যাসুধানিধি প্রভৃতি যে-সকল সাময়িক পত্রিকা আছে, ঐ সকল পত্রিকায় পরমার্থের অনেক বিষয়ের অনুশীলন হয়; অতএব পরমার্থরূপ অসীম বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা ঐ সকল পত্রিকায় হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবলমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব লইয়া একখানি বঙ্গভাষায় পত্রিকা থাকার আবশ্যকতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বিশেষতঃ আধুনিক জনগণের হৃদয় বৈষয়িক বিজ্ঞানের পীঠস্বরূপ হওয়ায় আজকাল পরমার্থের বিশেষ অনাদর ঘটিয়াছে। কিন্তু পরমার্থরূপ উপাদেয় তত্ত্ব হইতে আমাদের ভ্রাতৃবর্গকে বঞ্চিত থাকিতে দেওয়া সজ্জনের কর্ত্তব্য নয়। এবম্বিধ মতবিপ্লবকালে পরমার্থীর অগ্রসর হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

'পরমার্থী' সম্বন্ধীয় বিষয়াবলী

'পরমার্থী' কাহাকে বলি ?

২ পরমার্থীর উদ্দেশ্য।

৩ স্মার্তবিধির সহিত হরিভক্তির সম্বন্ধ।

৪ যোগের সহিত হরিভক্তির সম্বন্ধ।

৫ জ্ঞানের সহিত হরিভক্তির সম্বন্ধ।

৬ জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ।

৭ ন্যায়শাস্ত্র।

৮ ভক্তি ও প্রেমের বিভিন্নতা।

৯ কর্ম্মযোগ ও কর্ম্ম।

১০ সংসার ও বৈষ্ণবধর্ম্ম।

১১ বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবধর্ম্ম।

১২ বেদতাৎপর্য্য।

১৩ ভক্তি ও তদঙ্গ-বিভাগ।

১৪ তন্ত্রশাস্ত্রের সম্মান।

১৫ পুরাণ।

১৬ বিষয় ও বৈকুণ্ঠ, অথবা মায়া ও চিন্মায়ার।

১৭ দর্শনশাস্ত্র।

১৮ ভগবদ্গীতার সমালোচনা।

১৯ অদ্বৈতবাদ।

পৌত্তলিকতা।

২১ নিরাকারবাদ।

২২ নিত্যবিগ্রহের সত্যতা ও ব্রহ্মভাবের সহিত ইহার সম্বন্ধ বিচার।

২৩ আত্মা, শরীর ও মনের ভিন্নতা।

২৪ জন্মান্তর।

২৫ বিদেশীয় আত্মগতি spiritualism সিদ্ধান্তের সত্যতা স্বীকার।

২৬ আর্য্যজাতির ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি।

২৭ তীর্থ-ভ্রমণের আবশ্যকতা।

২৮ সাধুসঙ্গ।

২৯ সন্ন্যাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তৎসম্বন্ধীয় বর্ণ-বিধান।

৩০ বেদপাঠের অধিকার।

৩১ বর্ণধর্ম্ম ও বহুজীব-সম্বন্ধে সদ্ব্যবস্থার আবশ্যকতা।

৩২ আশ্রমধর্ম্ম ও বহুজীব সম্বন্ধে তদ্ব্যবস্থার আবশ্যকতা।

৩৩ জীব ও তাঁহার অবস্থা-ভেদ।

৩৪ সম্প্রদায়।

৩৫ সম্প্রদায়ের আবশ্যকতা।

৩৬ সম্প্রদায়ের নির্ম্মলতা রক্ষণার্থে দোষ-পরিহার।

৩৭ সৃষ্টি বিচার। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত তাহার সিদ্ধান্তের সমন্বয়। • •

৩৮ দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণরূপ ঋণত্রয়ে বদ্ধজীবের আবদ্ধতা। কোন্ অবস্থাতেই বা তাহা হইতে মুক্তি লাভ হয়।

৩৯ দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা। • •

৪০ মন্ত্রের আবশ্যকতা। • •

৪১ টীকের অর্থাৎ চতুষ্পাটি-বিধানের সৌষ্ঠব।

৪২ গঙ্গা ও অন্যান্য পবিত্র জলাশয় স্নানফল।

৪৩ মাংসাহার বিচার। • •

৪৪ মেধ্যামেধ্য ভোজন-বিচার। •

৪৫ মাদক সেবন।

জীবনচরিত্র

১ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবন

২ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

৩ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু

৪ শ্রীসনাতন গোস্বামী

৫ শ্রীরূপ গোস্বামী

৬ শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী

৭ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী

৮ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

৯ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী

১০ শ্রীশ্রীজাহ্নবা গোস্বামী

১১ শ্রীহরিদাস ঠাকুর

১২ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর

১৩ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য

১৪ শ্রীরামানন্দ রায়

১৫ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

১৬ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ

১৭ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

১৮ শ্রীকবিকর্ণপুর

১৯ শ্রীরাজা প্রতাপরুদ্রদেব

২০ শ্রীস্বরূপ-দামোদর

২১ শ্রীভরতদেব।
২২ শ্রীচণ্ডীদাস।
২৩ শ্রীবিদ্যাপতি।
২৪ শ্রীলালা বাবু।
২৫ শ্রীতুলসী দাস।
২৬ শ্রীকবীর দাস।
২৭ শ্রীনানকজী।
২৮ শ্রীমদ্ভঙ্করাচার্য্য।
২৯ শ্রীরামানুজাচার্য্য।
৩০ শ্রীবিষ্ণুস্বামী।
৩১ শ্রীমধ্বাচার্য্য।
৩২ শ্রীব্যাসদেব।
৩৩ শ্রীমল্লিনাথ।
৩৪ শ্রীবশিষ্টদেব।
৩৫ শ্রীনারদ গোস্বামী।
৩৬ শ্রীশুকদেব গোস্বামী।
৩৭ শ্রীপ্রহ্লাদ।
৩৮ শ্রীধ্রুব।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব প্রাচীন পদ্যাবলী

উপদেশ

ওহে ভাই বন্ধুজন, শুন মোর নিবেদন,
যদি চাহ আনন্দ অপার।
অন্যে সুখ নাহি মান, চিদানন্দ তত্ত্ব জান,
আস্বাদন কর সেই সার॥ ১
মদ্য-মাংস-খাদ্য-সুখ, সকলি জানহ দুঃখ,
সুখ ভ্রম মাত্র সব হয়।
ইন্দ্রিয় বিলাস যত, সকলি সুখের মত,
কিন্তু নিত্য-সুখ নাহি তায়॥ ২
আশাপাশে বদ্ধ হ'য়ে, অনর্থের সঙ্গ ল'য়ে,
কেন ভ্রমিতেছ নিরন্তর।
আশার না আছে শেষ, মৃগতৃষ্ণা অবশেষ,
কল-মাত্র দুঃখের সাগর॥ ৩
দেহরূপ বৃক্ষ হ'তে জীব-পক্ষী ভূপতিতে,
ইন্দ্রিয়ার্থ কি করিবে হায়।
চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, প্রকাশিয়া স্বীয় বল,
আপ্যায়িতে নারিবে তোমায়॥ ৪
প্রিয়-জন কোলাহল, হা হতাশ চিন্তানল,
জাগাইতে পারে কি তোমারে।
মহানিদ্রা-জালে পড়ি, যাবে তুমি গড়াগড়ি,
ভস্ম, কীট, বিষ্ঠাদি বিকারে॥ ৫
যে দেহের স্নেহে তুমি, ভ্রমিয়াছ কত তুমি,
কুক্কুর, শৃগাল তাহা খাবে।
যতই যতন কর, কালের করাল কর,
দেহ নাহি ছাড়ে কভু হায়॥ ৬
অতএব ত্যজি ভ্রম, পরমার্থে কর শ্রম,
ভজ কৃষ্ণ চিত্ত-বিনোদন।
ভৌতিকাবরণান্তর, মনোরূপী সুবিবর,
ভেদি তাহা চল বৃন্দাবন॥ ৭
গোপবেশ অভ্রকান্তি, তরুণ বিমল শান্তি,
কল্পদ্রুম আশ্রিত সুন্দর।
অপরূপ বংশীস্বরে, সর্ব্ব জীবে মত্ত করে,
যথা শ্যাম হৃদয়-ঈশ্বর॥ ৮
জীবযূথ পাতী যাঁর, ঐশ্বর্য্য অপার তাঁ'র,
তবু তাঁর মাধুর্য্য প্রধান।
পুলক-কদম্ব-তলে, আকর্ষণ বংশী বলে,
দাসকের হরে মনঃপ্রাণ॥ ৯

বিষয়ে আসক্তি যত, বৈরাগ্যে করহ হত,
মৃদু জ্ঞানে তব কর নাশ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ, নিধি জল অপরূপ,
প্রেমলতা করহ বিকাশ ॥ ১০
সাধুসঙ্গ সদা কর, অসৎসঙ্গ পরিহর,
যদি যা'বে কৃষ্ণ সন্নিধান।
কৃষ্ণ অতি দূরে নয়, কৃষ্ণ তব প্রাণ হয়,
যদি প্রেম সুধা কর পান ॥ ১১
যজ্ঞ, হোম, কর্ম্ম সব, অদ্বৈতাদি জ্ঞানাসব,
সকলি জানহ বৈরী তব।
তুমি জীব কৃষ্ণদাস, জ্ঞান কর্ম্ম তব ফাঁস,
প্রেম-মাত্র তোমার বিভব ॥ ১২
দেহ, মন আদি করি, আছে যত তব অরি,
সকলে রাখহ পদতলে।
যেন তা'রা ঘোরঘোষে, তোমায় না ফেলে দোষে,
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগধর্ম্ম ছলে ॥ ১৩
সে সকলে প্রেম বলে, রাখহ সেবার ছলে,
কৃষ্ণপ্রেম-জনক কর্ম্মেতে।
তা' হলে বিপক্ষগণ, হ'বে তব বন্ধুজন,
বাড়িতে নারিবে বিষয়েতে ॥ ১৪
সদা হরি হরি বল, চিত্ত কর অচঞ্চল,
অঙ্গ কর কৃষ্ণে সমর্পণ।
অন্য চিন্তা, অন্য আশা, না করে মনেতে বাসা,
এইরূপ করহ সাধন ॥ ১৫

ব্যাকুল অন্তর হ'য়ে, কৃষ্ণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসি'য়ে,
প্রবেশহ অন্তর নগরে। ৯
দেখ তথা দিব্য মূর্ত্তি, বৃন্দাবনে তার স্ফূর্ত্তি,
অপ্রাকৃত নবীন কিশোরে ॥ ১৬
দেহ মন বন্ধু জন, গৃহ পশু ধান্য ধন,
সকলি সুদূরবর্ত্তী হ'বে।
বাতুল বাতুল বলি, কত লোকে দেবে গালি,
তুমি রবে প্রেমের বিভবে ॥ ১৭
ব্রহ্মার সম্পদ ধন, অষ্টাদশ সিদ্ধিগণ,
মুক্তি মুক্তি আদি করি যত।
তৃণাপেক্ষা নীচ হ'বে পালাবে তোমার ভয়ে,
প্রেমের প্রভাবে হ'য়ে হত ॥ ১৮
যে ধন পাইবে তুমি, তার আগে মরুভূমি,
কিবা মূল্য তার বল হায়।
ঐশ্বর্য্যগণের যিনি, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য খনি,
হেন কৃষ্ণ পড়িবে তোমায় ॥ ১৯
তুমি জীব জ্ঞানময়, ক্ষুদ্র স্বপ্ন তব নয়,
কৃষ্ণানন্দ তব প্রিয়ধন।
জিহ্বা চক্ষু কর্ণ নাসা, তুষিতে তব পিপাসা,
সমর্থ না হয় একক্ষণ ॥ ২০
শ্রীচৈতন্য পদাশ্রয়, আমার জীবন হয়,
কেবল কহিছে তব ভাই।
এ ভব সংসার পার, করিবারে কর্ণধার,
তেঁহ বিনা আর কেহ নাই ॥ ২১

—পুরী। ১৩ই জুলাই ১৮৭১।

বৃন্দাবন

নিত্য শুদ্ধ বৃন্দাবন, যথা মোর কৃষ্ণধন,
নিত্যকাল করেন বিলাস।
চিদানন্দময় লতা, প্রেম কিসলয় যথা,
জ্ঞানানন্দময় কৃষ্ণদাস ॥ ১
সুস্নিগ্ধজল উপাসনা, কালিন্দিতে সিদ্ধাসনা,
যথা সদা ভক্তের হৃদয়ে।
জীবের যে উচ্চভাব, গোবর্দ্ধন আবির্ভাব,
চরে জীব গাভিরূপ হ'য়ে ॥ ২
সখীভাব ভ্রাতৃভাব, যথা সদা নিত্যভাব,
আনন্দ যাহার মাত্র অঙ্গ।
কাম রোষ আদি যত, নাহি যথা কোন মত,
প্রেমরূপ রস-মাত্র সঙ্গ ॥ ৩

দাস্য সখ্য সুমধুর,　　বাৎসল্যাদি রসপুর,
ব্রজধাম প্রেমের আলয়।
জন্ম মৃত্যু শোক রোগ,　　নাহি তথা করে ভোগ,
ভেদমুক্ত জীবের আশ্রয় ॥৪
অতৌতিক অতীন্দ্রিয়,　　সেই দেশ কৃষ্ণপ্রিয়,
দেশকাল অতীত সর্ব্বথা।
কৃতঘ্ন দেহ ল'য়ে　　জড়াসক্ত চিত্ত হ'য়ে,
কেহ না যাইতে পারে তথা ॥৫
সেই জীব ভাগ্যবান্,　　পাইয়াছে সুসন্ধান,
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদাশ্রয়ে।
মনোময় কৃতঘ্ন,　　দেহে করি পরাজয়,
যায় সেই আনন্দ-নিলয়ে ॥৬
অপ্রাকৃত দেহ পাই,　　ব্রজের নিকট যাই,
সখীপদ করিয়া আশ্রয়।
রাধাকৃষ্ণ সেবাসুখ,　　ভুক্তি সব যায় দুঃখ,
মহাভাব পর্য্যন্ত উদয় ॥৭
অতএব বন্ধুজন,　　চল যাই বৃন্দাবন,
অতি দূর নহে সেই দেশ।
ইন্দ্রিয় সংযম করি,　　অন্তরে প্রবেশ করি,
সমাধি লভিবে অবশেষ ॥৮
কৃতভাব দেশ কাল,　　বিরমিলে কিছুকাল,
আত্মার সহজ বিকাশিবে।
সেই তুমি বৃন্দাবন,　　জান ওহে সাধুজন,
যথা রাধাগোবিন্দ বসিবে ॥৯
তথা কেলি-কুতূহলে,　　পশিবে যমুনা-জলে,
সখীসহ রাধিকা সেবায়।
রাধিকা জীবনেশ্বরী,　　কৃষ্ণপ্রিয়া পরমেশ্বরী,
প্রেমবাক্য কহিবে তোমায় ॥১০
শুনিবে গোবিন্দ বংশী,　　জীবের হৃদয় হাসি,
ভুবন-মাতায় যার রবে।
পুলক কদম্ব-তলে,　　তোমায় আনিবে তুলে,
ডুবাইবে প্রেমের আসবে ॥১১
পশিলে যমুনা-জলে,　　প্রেমজ্বালা আরো জ্বলে,
ধড়ফড়ি উঠিবে তখন।
পুলিনে আসন্ন হয়ে,　　কৃষ্ণরূপ নিরখিয়ে,
একেবারে হ'বে অচেতন ॥১২

হেন বৃন্দাবন ধাম,　　সর্ব্বজীব অভিরাম,
ছাড়ি যেই যায় অন্য স্থান।
তা'র সম মূর্খ নাই,　　চিন্তা করি' দেখ ভাই,
যদি পাও প্রেমের সন্ধান ॥১৩
কামিনীর সহবাস,　　সদা আদি পরিহাস,
মদ-কুষ্ঠ অলঙ্কার চয়।
সকলি দুঃখের মূল,　　সুখ বলি তব ভুল,
এই বেলা কুমতি নিশ্চয় ॥১৪
দেহে জরা প্রবেশিয়া,　　কাঁপাইবে তব হিয়া,
কণ্ঠে কফ পরিপূর্ণ হ'বে।
শুনিতে না পা'বে কানে,　　নাসিকা অক্ষম ঘ্রাণে,
নিরস্ত হইয়া চক্ষু র'বে ॥১৫
প্রিয় বন্ধু যারে জান,　　সে তোমার হ'বে আন,
অন্যত্র করিবে অবহেলা।
যারে প্রতিষ্ঠার-প্রাণ,　　রাখিবে তোমারে হায়,
বালকের হ'বে তুমি খেলা ॥১৬
পূর্ব্বে যে প্রিয়সী তব,　　এবে ঘৃণা করে সব,
সুরা সুখ নাহি দেয় আর।
যে অগ্নি চর্ব্বিয়া সুখ,　　পাইতে সে এবে দুঃখ,
দন্তহীনে দিতেছে অপার ॥১৭
অলঙ্কার পরিধানে,　　আর শোভা নাহি মানে,
এবে মুক্তি মকট সমান।
কোথা সে দর্পণরাজ,　　কোথা সে তোমার সাজ,
চিন্তি' কর বৈরাগ্য বিধান ॥১৮
অতএব এই ক্ষণে,　　চল ভাই বৃন্দাবনে,
নিত্য সুখ পাইবে তথায়।
কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসুখ,　　কভু নাহি দেয় দুঃখ,
অচ্যুত পদবি যাতে পায় ॥১৯
তব অপ্রাকৃত দেহ,　　বৃন্দাবনে পাবে সেহ,
জড়দেহ জড়েতে রহিবে।
পঞ্চত্ব আপন হ'লে　　দেহ রবে এই স্থলে,
তুমি ত্রজ কভু না ছাড়িবে ॥২০
কহে কেদারনাথ দত্ত,　　এই বৃন্দাবন তত্ত্ব,
গুরু মোর চৈতন্য গোসাই।
তাঁ'র দাস সঙ্গ হ'লে,　　জড়ে চিত্ত নাহি চলে,
চৈতন্য আশ্রয় কর ভাই ॥২১

—পুরী। ১৪ই জুলাই, ১৮৭১

কৃষ্ণচন্দ্র

অপূর্ব্ব অদ্ভুত তত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান্।
আনন্দ-স্বরূপ যাঁর অনন্ত আখ্যান॥
অনুভবানন্দ-মাত্র হৃদয়ে প্রকাশ।
বেদ সব বলে যারে অক্ষর আকাশ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের স্বরূপ কারণ।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা যাঁর শক্তি আবরণ।
যাঁর মায়াশক্তি-বলে জড় সৃষ্টি হয়।
যাঁর জীবশক্তি হয় জীবের নিলয়॥
চিচ্ছক্তি বিলাস যাঁর বৈকুণ্ঠে সৃজন।
সেই ত' অদ্বয়-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
জীবের আত্মার আছে হয়ত সুন্দর।
ব্রজধাম বলি তাঁর হয় নামান্তর॥
তথা জীব ব্রজরাজ নন্দ নাম ধরি।
বাৎসল্য-আনন্দে সদা সেবেন শ্রীহরি।
চারিবিধ রস জীব তথা ভোগ করে।
মধুর রসেতে শেষে সেবে প্রাণেশ্বরে॥
মধুর রসেতে কৃষ্ণে মাধুর্য্য-প্রধান।
ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাঁর নাহিক বিধান॥
ব্রজবাসী নাহি মানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য।
ঐকান্তিকী প্রেমে দেখে মাধুর্য্যের ধার্য্য॥
কৃষ্ণরূপ আহা যাঁর পশিল নয়নে।
তৃষ্ণা তাঁর নাহি থাকে আর অন্য মনে।
স্নিগ্ধ শ্যামল রূপ নবঘন কান্তি।
জীবের তাপিত মনে বরিষে শান্তি॥
আকর্ষণী বংশী-নাদ পশিয়া শ্রবণে।
মাতায় জীবের মন আসব সিঞ্চনে॥
যে শুনিল সেই নাদ হইল পাগল।
ছাড়িল সংসার-চিন্তা হইয়া বিকল॥
ত্রিকালে ত্রিভঙ্গী শ্যাম অপূর্ব্ব দর্শন।
জীব লাগি গোপ-বেশ জীবের জীবন।
শিখিপুচ্ছ নিত্যানন্দ-পিরে শোভা করে।
এমন দর্শন কা'র মন নাহি হরে॥

প্রিয়তম কৃষ্ণরূপ মধুর ভাণ্ডার।
যার এক কণে মত্ত করিছে সংসার॥
মধু হৈতে মধু সেই তাহা হইতে মিষ্ট।
তাহা হৈতে অতি মধু, তাহারো বরিষ্ঠ॥
কদম্ব-কাননে কৃষ্ণ করে বংশীরব।
উন্মত্ত হইয়া উঠে বিধি-বধূ সব॥
বেদবিধি গৃহ-ধর্ম্ম পতিরূপে যদি।
আছিল নিশ্চিন্ত জীব গোপী বেশ ধরি।
কৃষ্ণবাঁশী কাণে পশি' করিল পাগল।
গৃহ হ'তে চিত্ত তবে হইল চঞ্চল॥
আর কি সামান্য পতি চিত্ত রাখি পারে।
কৃষ্ণবংশী বৃন্দাবনে আকর্ষিল যা'রে॥
এইরূপ জীব লয়ে শ্যাম নটবর।
সনাতন ব্রজলীলা করে নিরন্তর॥
প্রেমরস বিশারদ মাতাইয়া নরে।
প্রেমের উচ্চতা সদা বিতরণ করে॥
আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের বিনোদ-রঞ্জন।
জীবের মঙ্গল-হেতু জান সাধু জন॥
ব্রহ্ম-পরমাত্মা-কৃষ্ণ তত্ত্বে এক হয়।
তবু কৃষ্ণ জীব-পতি জানহ নিশ্চয়॥
লীলারূপী ব্রহ্ম হয় কৃষ্ণের প্রকৃতি।
কৃষ্ণলীলা বিনা জীবে না ছাড়ে সংস্থিতি॥
অতএব কৃষ্ণ হয় জীবের জীবন।
কৃষ্ণ বিনা জীব নাহি ভজে অন্য জন॥
কৃষ্ণে জীব, জীবে কৃষ্ণ দেখ নিত্যকাল।
আর যত চিন্তা সব জীবের জঞ্জাল॥
জীব সে কৃষ্ণের সখা অপরাধ-ক্রমে।
বহির্ম্মুখ হ'য়ে জড়ে কত রূপে ভ্রমে॥
কৃষ্ণ তবু জীবে ছাড়ি' রহিতে না পারে।
যথা জীব যায়, তথা আপনে বিস্তারে॥
জীবের নিবাস-ভূমি মথুরা নগরী।
নাস্তিকতা কংস তথা আছে দণ্ড ধরি'॥

দেবক-বন্ধিনী মন কসিনী তাহার।
শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবে পরিণয় যা'র।
সেই দুই হ'তে কৃষ্ণ হইবে প্রকাশ।
এইরূপ বাক্যে কংস করিয়া বিশ্বাস॥
উগ্রসেন রাখিল বন্দি নিজ কারাগারে।
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে বিদিত সংসারে॥
অবসন্না হইয়া কৃষ্ণ দেবকী জঠরে।
জীবের কল্যাণ লাগি' দিবা দেহ ধরে॥
প্রসূত হইলে কৃষ্ণ পিতা মহাশয়।
আত্মতুষি ব্রজধামে রাখিল তনয়॥
দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণ আনন্দ-হিল্লোলে।
তাঁ'রে মারিবারে কংস প্রেরে দৈত্যচয়ে॥
মায়ারূপী পূতনা, বিতণ্ডা তৃণাবর্ত্ত।
দুর্ত্তত্ব-স্বরূপ বক প্রভৃতি অনর্থ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব-সন্নিধানে পাপ নাহি রয়।
নাস্তিকতা-সৈন্য সব শীঘ্র হয় ক্ষয়॥
বিশ্বাস মন্দির সেই নন্দের নিলয়।
কতদিন লীলা তথা করে দয়াময়॥
বিশ্বাসের পক্কাবস্থা উদয় যখন।
কৈশোর বয়সে পুনঃ মথুরা গমন॥
কংস নাশ শুদ্ধসত্ত্ব মনের যতন।
অবতারলীলাক্রমে কৃষ্ণ করেন ছেদন॥
কর্ম্মকাণ্ড জরাসন্ধ নাস্তিক-প্রভুর।
বহুসৈন্য লয়ে ঘেরে বিচারের পুর॥
যুধা কৃষ্ণ তথা নাহি বিপক্ষের বল।
সপ্তদশ বার জয়া হয়ত বিফল॥
কর্ম্মকাণ্ড জড়ভাব বহুজীব সনে।
থাকিবে যতদা নাশ পর্য্যন্ত ভুবনে॥
দুষ্টকাল কালনামা যবনের ছলে।
যদুকুল লয় কৃষ্ণ সমুদ্রের কূলে॥
যেবিধিবিধয় পুরী দ্বারকা বিস্তারি।
রাখেন আশ্রিতজনে তথায় মুরারি॥
এইরূপ নিত্যলীলা মনুষ্যের মনে।
করেন হৃদয়নাথ সদাই ভুবনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে জীবগণ।
সকলেই এই লীলা দেখে অনুক্ষণ॥
নামান্তরে রূপান্তরে এ লীলা বর্ণন।
সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে করে সর্ব্বজন॥
অতএব অন্য কাণ্ড ছাড়ি অন্য আশা।
ভজ কৃষ্ণ, বিষয়ের ঘুচিবে পিপাসা॥
যে ব্রতের ভাস-মাত্র এখন দর্শন।
সেই নিত্য-ধাম তব হইবে ভবন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল ভাই চৈতন্য-কৃপায়।
কেদারনাথ দত্ত এই কৃষ্ণ-গীত গায়॥

পুরী—১৫ই জুলাই, ১৮৭১।

শুদ্ধভক্তি-সজ্জারামের বাস্তব আদর্শ

(২)

মাধুকরী ভিক্ষার অধিকার ও আদর্শ

শুদ্ধভক্তি-সজ্জারামকে একটী মধুচক্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহার সেবকগণ মধুকর সদৃশ। ইহারা হরি-কথা-কীর্ত্তন-শ্রবণের দ্বারা শাস্ত্র বা শুদ্ধবর্ণাশ্রমে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট মানবগণের চিত্তকুসুমসমূহকে বিকসিত করিয়া সেই সকল কুসুম হইতে শ্রীনাথ-প্রভুর সেবানুকূল্য আহরণ-পূর্ব্বক তাহা মধুচক্রে সঞ্চয় করিয়া থাকেন। এইরূপ সেবোপকরণকেই 'মাধুকর ভৈক্ষ্য' বলা যায়। কাজেই নির্জ্জনভজননিষ্ঠ গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে প্রযোজ্য "গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না"—এই আইন কৃষ্ণের সংসারিগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না। যে-স্থানে সাধক নিজের জন্য সঞ্চয় করেন, তথায়ই তাহা ভজনের বিরুদ্ধ কার্য্য হয়। মধুচক্রেই সঞ্চয় করিতে হইবে। সেই সঞ্চিত মধু মধুকরগণের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নহে।

উহা একমাত্র শ্রীনাম-প্রভুর সেবা বিস্তারের জন্য। মধুকর ফুলের সকল মধুকে গ্রহণ করে। যিনি মাধুকরী ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, বা করিবেন, তাঁহাকে যেরূপ নিজের চিত্তপুষ্পের সকল শ্রীনাম-প্রভুর সেবার জন্য সমর্পণ করিতে হইবে, তদ্রূপ তিনি অপর ব্যক্তিগণকেও সকল সমর্পণে প্রলোচিত করিবেন। একমুষ্টি চাউল মাত্র ভিক্ষা-গ্রহণে মাধুকরী ভিক্ষা আবদ্ধ নহে। উহা জীবের সর্ব্বস্ব—ধন, মন, বাক্য পূর্ণভাবে গ্রহণ। **"সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ", "বিক্রয়ে সর্ব্বস্বং দদ্যাৎ" ইহাই মাধুকরীর মূলমন্ত্র।** এইজন্য গৃহাভিমানীর মাধুকরী ভিক্ষা করিবার অধিকার নাই। কিন্তু তিনি মাধুকরী ভিক্ষা প্রদান অর্থাৎ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া মধুকর-সঙ্ঘের সেবক হইতে পারেন। অথবা যাঁহারা মাধুকরী ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে ইঁহাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতে পারেন। তাহা বৈধ-বর্ণাশ্রমের অনুকূল। **মাধুকরীর সহায়তা না করিলে তাহার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইতে পারে না।** যে গৃহস্থ মাধুকরীর সহায়তা না করিবেন, জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ স্মৃতি-শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া ঐ ব্যক্তির পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা দিয়াছেন—

যতেশ্চ ব্রহ্মচারী চ পঞ্চরাত্রবিদাবুভৌ।
তয়োরন্নমদত্ত্বা তু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ।

গৃহস্থ স্বয়ং মাধুকরী ভিক্ষা করিবার অধিকারী নহেন। এইজন্যই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

ঘর জন-পুত্র-দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী রীতি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৃহব্রত ব্যক্তিগণও তাহাদের বাংসল্য-চক্ষুর বৃন্দাবনে (?) গমনের অভিনয় করিয়া কোন পাণ্ডার গৃহে অন্ততঃ একদিন মাধুকরী (?) ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে এবং পাণ্ডাজীও তৎপরিবর্ত্তে কিছু অর্থাদি সংগ্রহ করে। ইহা একটী আনুষ্ঠানিক অপপ্রথা ও অবৈধ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এই অপরাধে গৃহব্রতধর্ম্ম অধিকতর বিকৃতিই লাভ করে। স্ত্রীলোক, বালক, অদীক্ষিত ব্যক্তি প্রভৃতির দ্বারা কিংবা প্রতিনিধির দ্বারা মাধুকরী ভিক্ষা হয় না।

মাসিক নির্দ্দিষ্ট চাঁদা সংগ্রহ, বাড়ী বাড়ী ঘট বসাইয়া প্রতি সপ্তাহে চাউল তোলা, কিম্বা মাসিক বৃত্তির ন্যায় প্রতি-মাসে কিছু নির্দ্দিষ্ট অর্থ বা দ্রব্য গ্রহণ, চুক্তিপত্র প্রদান করিয়া কাহারও নিকট হইতে কোন দ্রব্য-সম্ভার আনয়ন, কোন বিষয়ীকে দাতা বলিয়া অভিমান করিবার প্রশ্রয়-দান এবং নিজেকে বহু অর্থ সাহায্যকল্প অভিমান করিয়া যে-কিছু গ্রহণ, তাহার কোনটীই মাধুকরী ভিক্ষা বলিয়া গণ্য হইবে না। ঐ সকল রাজস দান-গ্রহণ কর্ম্মবন্ধ-মাত্র। মাধুকরী ভিক্ষার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই।

মাসিক চাঁদা বা মুষ্টিভিক্ষা ভিক্ষাদাতার গৃহে সঞ্চিত হইয়া থাকে। ঐরূপ সঞ্চিত দ্রব্য গ্রহণের দ্বারা মাধুকরী ভিক্ষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। মধুচক্রে সঞ্চয় কিছু দোষাবহ নহে। মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তাহা শ্রীহরিনাম-প্রভুর জন্য মধুচক্রকল্প মঠে সঞ্চয় করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আহরণকারী ব্যক্তির বা দাতৃ-অভি-মানীর কোনও প্রকার স্বত্বাধিকার বা ভোক্তার অভিমান থাকিবে না। যিনি অধিক পরিমাণে আহরণ করিয়াছেন, তাঁহার ভাগ অধিক থাকিবে অর্থাৎ তিনি অধিক পরিমাণ ভোগের বা প্রভুত্বের দাবী দাওয়ার অধিকারী হইবেন, এই-রূপ বিচার কোনরূপে হৃদয়ে স্থান পাইলে নিষ্কপট মাধুকরী ভিক্ষার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। যদিও শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্ঘে কোথাও কোথাও চাঁদা প্রভৃতি গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি প্রকৃত আদর্শনিষ্ঠ ও শুদ্ধ শ্রীনাম-প্রভুর প্রতি শরণাগত হইয়া উক্ত মিশ্র-প্রথাকে পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের মিশন বা মঠ শুদ্ধভক্তি-মিশন বা প্রতিষ্ঠানেই হইবে। ভক্তির সহিত কিছু মায়া মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে কিরূপে শুদ্ধভক্তি-মঠ বলা যাইবে? ভক্তি ও অভক্তি মিশাইয়া কি উহাকে ভক্তাভক্তিমঠ বলা হইবে? মিশনের আগন্তুক আবর্জ্জনা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে গিয়া একটা আপাত-মহা-বিপ্লব উপস্থিত হইলেও শুদ্ধভক্তির আদর্শ সংরক্ষণের জন্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহাতে দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়া পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না। ভিক্ষার দাতা মানুষ নহে, স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই অন্তর্য্যামিরূপে সৌভাগ্যবান্ গৃহস্থ ব্যক্তিকে মাধুকরী ভিক্ষা-দানের প্রেরণা প্রদান করিয়া শুদ্ধভৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনে যোগ্যতা দান

করেন। তিনি পূর্ণবস্তু, কাজেই তাঁহার সেবায় পূর্ণবস্তুই নিয়োগ করিতে হইবে।

এইরূপ আদর্শানুসারে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে গেলে অধিক ভিক্ষা সংগ্রহ হইবে না; তাহা হইলে কিরূপে প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষা হইবে, ইত্যাদি বিচারের মূলে কৃষ্ণের প্রতি শরণাগতির অভাব ও দেহাত্মবোধই অনুস্যূত রহিয়াছে। অধিক ভিক্ষা না হইলে আমরা ভাল ভাল খাওয়া-দাওয়া, আচার-বিচার করিতে পারিব না—এইরূপ গুপ্ত ভোগবুদ্ধি হইতেই প্রকৃত শুদ্ধ আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়াও মায়া-মিশ্রিত আদর্শকে রক্ষা করিবার চেষ্টা ও নানাপ্রকার ভিত্তির উদয় হয়। এত বাধা-বিপত্তি ও বিরোধের মধ্যেও কিরূপভাবে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ চলিতেছে, ইহা কি মানুষ কল্পনা করিয়া উঠিতে পারে? কৃষ্ণই রক্ষাকর্ত্তা। গৃহব্রতগণ মনে করে, তাহাদের অর্জ্জনশক্তি, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, ধন, জন—এ সকলই তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। কিন্তু শরণাগত মঠসেবকগণের বিচার সেইরূপ হইবে না। তাঁহারা নিষ্কপট ও আদর্শ শুদ্ধভক্তির বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

পূর্ব্বোক্তভাবে ব্রহ্মচারী বা যতি নিরন্তকুহক বাস্তব সত্যের কথা গুরুবর্গের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব সমর্পণের কথা সকলকে জানাইয়া নিজের ও অপরের সংসার নাশ করিতে উদ্যত হইলে বহির্মুখ জগতের নিকট হইতে তাঁহাকে তিন প্রকার ব্যবহার পাইতে হইবে—

(১) রূপ, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অহঙ্কারে গর্ব্বিত ব্যক্তিগণ মাধুকরী ভিক্ষাজীবীকে মূর্খ, পাগল, অলস, জগতের ভার প্রভৃতি মনে করিবে।

(২) বৈষ্ণবাপরাধী ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিন্দা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইবে এবং নানাপ্রকার হৃৎসরতার পরিচয় প্রদান করিবে।

(৩) শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক আত্মমঙ্গলের কথা শুনিয়া কৃপা লাভের প্রার্থী হইবেন।

ভিক্ষুগণ বহির্মুখগণের নিকট হইতে এই তিন প্রকার ব্যবহার পাইয়াও শ্রীগীতোক্ত "তৃণাদপি সুনীচেন" চইয়া অমুদ্বিগ্নচিত্তে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট হইতে মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহে যত্নবান্ হইবেন। ভিক্ষাদাতা অভিমানীকে তোষামোদ বা তাহার সহিত বৃথা কলহ বা তাহার মুখে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া যে ভিক্ষা বা চাঁদা-গ্রহণ, তাহাকে কিছুতেই মাধুকরী ভিক্ষা বলা যাইবে না। উহাতে কৃষ্ণের উপর নির্ভরতা নাই। বহির্ম্মুখ লোকের তর্জ্জনা করিয়া কিছু লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বা অর্থাদি-সংগ্রহের-চেষ্টাই তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। যিনি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বা অর্থ দান করেন, তিনি মনে করেন,—"আমি সাধুগণকে পোষণ করি, সুতরাং ইহারা আমার বাধ্য থাকিবে; আর যাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন, তাঁহারাও মনে করেন, ইহার নিকট প্রকৃত স্নেহ ও সত্যকথা গোপন করিয়াও কেবল ইহার মনোরঞ্জন করিয়া যাইতে পারিলেই চাঁদাটী দীর্ঘকীবী হইবে এবং আমরা নিরাপদে ও অনায়াসে আহার-নিদ্রা সম্ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিব।"

শেষোক্ত চিত্তবৃত্তিতে "তুমি গোপ্তা জগন্নাথ",—কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—এই বিচারটী একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়া পড়ে এবং ক্রমে-ক্রমে বহির্ম্মুখ জন-সমাজের দাস হইয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইতে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ কোনদিন বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিবার আদর্শ কিম্বা কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ বা বণিগ্‌বৃত্তি চরিতার্থ করিবার কোন কথা বলেন নাই, নিজ-আচরণেও তাহা প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার 'ভুকৈলাস রাজা বাড়ী', 'আমার প্রভুর কথা' প্রভৃতি প্রবন্ধ, 'পত্রাবলী'র বহু পত্র এবং কাশিমবাজার-রাজবাড়ী প্রভৃতি বহু স্থানে তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ আচরণই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তথাপি যদি তাঁহার প্রকটকালে কোন কোন অন্যাভিলাষী ব্যক্তির দ্বারা অন্যরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং তাহা তাঁহার প্রচারিত শিক্ষা, সিদ্ধান্ত ও আদর্শের প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে কিছুতেই শুদ্ধভক্তির আচার বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না। "তেষাং ন সমচেষ্টেরন্ বুদ্ধিমাংশ্চ সমাচরেৎ"—এই বিধিরই অনুসরণ করিতে হইবে।

গৌড়ীয়-মিশনের গোড়ার কথা *

[গত ২৬শে মে (১৯৪০) রবিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডির উদ্যোগে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীনারায়ণ-ভবন-সদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-মিশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ "গৌড়ীয়-মিশনের গোড়ার কথা" শীর্ষক অভিভাষণটি প্রদান করেন। উহার চুম্বক প্রকাশিত হইল।]

অনেকেই মনে করিতে পারেন, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয়-মিশন, যাহা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে ও বিচারে এইরূপ ধারণা কতক পরিমাণে সত্য বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠান কোন অনিত্য বস্তু নহে। ইহার অধিষ্ঠান ও আবির্ভাব নিত্য। ইহার প্রকট-কারী, প্রকটা, অধিষ্ঠান—সকলই নিত্য। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ভগবদিচ্ছায় স্বয়ং ভগবান্ বা তাঁহার নিজ জনগণ আসিয়া সনাতন ভাগবতধর্ম্ম প্রচারার্থে ভক্তি-প্রতিষ্ঠান-সমূহ প্রকাশ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদ গোস্বামিবৃন্দ ও আচার্য্যগণের অপ্রকট-লীলা আবির্ভাবের কএক শতাব্দী পর ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা সমস্যা-বহুল দ্বন্দ্বিক সভ্যতার যুগে সনাতন ভাগবতধর্ম্ম বা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীয় স্বরূপ আবৃত করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একটা বিকৃত ছায়া বহু ব্যক্তিকেই ছলনা করিতেছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট প্রচারকারী শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন ও তাঁহাদের শাসনগর্ভে অবস্থিত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কথা তাঁহার শ্রীভাগবতসন্দর্ভে প্রচার করিয়া প্রকৃত গৌড়ীয় মিশন অর্থাৎ গৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয় যে শ্রীভাগবতধর্ম্ম বা শ্রীকৃষ্ণভক্তি, তাহাই জানাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের মিত্র শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুই গৌড়ীয়ের মালিক। সমস্ত গৌড়ীয় তাঁহারই অধীন। এজন্য শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠান বা মিশনের আদি প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতনের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাই ছিল তদানীন্তন গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান।

ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৩৯৯ শ্রীচৈতন্যাব্দে এই বিশ্ববৈষ্ণবসভা পুনরুজ্জীবিত করেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা বর্ণন করিতেছি—

"এই সভা নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও প্রপঞ্চে তিনবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের একাদশ বর্ষ পরে যখন বিশ্ব অন্ধকার হইতে আরম্ভ হইল, সে-সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডলে দুইটী পরমোজ্জ্বল তারকা উদিত থাকিয়া গৌর-চন্দ্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র ব্যতীত শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামী প্রমুখ আরও কতিপয় মহাত্মা সেই গৌর-চন্দ্রের বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় শোভমান হইয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের চতুঃষষ্টি প্রিয়জন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশটী সখা এই সভার শোভা সংবর্দ্ধন করেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর **মাত্রছয়ই এই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একটী মূল স্কন্ধ।**

শ্রীশ্রীভগবৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিযুগপাবনাবতারী। তিনি নিজ-ভজনসম্বন্ধজ্ঞানশিক্ষক। তিনি ভক্তির অভিধেয়-নির্ণয়-কারী অবতারী এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রয়োজনাবতারী। সেই গৌরসুন্দরের ভক্তের নামান্তর শ্রীচৈতন্যদেবচরণানুচর। **শ্রীচৈতন্যদেবই—বিশ্ববৈষ্ণবরাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার ভক্তগোষ্ঠী—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা।** সেই সভার **সভাজন পাত্ররাজ—শ্রীরূপ গোস্বামী** এবং তাঁহার বরেণ্য—শ্রীসনাতন দেব। যাঁহারা শ্রীরূপানুগ বলিয়া আপনা-দিগকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যজন।"

---

* সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়"-সম্পাদকের বক্তৃতা অবলম্বনে পাক্ষিক "শ্রীগৌড়ীয়" পত্রের সম্পাদক শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ মহোদয়-লিখিত।

"বৈষ্ণববিরহগগনের একটী সমুজ্জ্বল তারকা শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভাকে ৩৯৯ শ্রীচৈতন্যাব্দে পুনরালোকিত করেন। সেই সময়ে কলিকাতা মহানগরীতে অনেকেই সেই সভার আলোক পাইয়াছিলেন। সেই আলোক-ফলেই জগতে শ্রীগৌরচন্দ্রের স্নিগ্ধ-কিরণ স্নিগ্ধ-নয়নের দৃক্-পটে ইমানীং দেখা যাইতেছে। শারদ অমল মেঘের ন্যায় হঠাৎ গগনে ব্যাপ্ত হইয়া চন্দ্রিকা আবরণ করে, সেইরূপ বিষয়ী অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব-সভার সমাজে অপ্রাকৃত আলোকের বাধা জন্মায়। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজের চরণানুচর শ্রীরূপানুগাগ্রণী আজ চারি বৎসর হইল, এই প্রপঞ্চ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এবং তাঁহার আলোক মধ্যে মধ্যে কুজ্ঝটিকাবৃত হইতেছে দেখিয়া শ্রীরূপানুগ-পদোপজীব্য সম্প্রদায় প্রবল বাত্যার মধ্যে সাবধানে হরিকথালোকের সংরক্ষণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমপুষ্প শ্রীরূপ-রঘুনাথ-জীব প্রমুখ আচার্য্য-বৃন্দের দ্বারা ফলিত হইয়াছিল, শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে প্রেম-পুষ্পের মুকুল জগৎকে দেখাইলেন, তাহা তাঁহার অপ্রকটের পর হইতে কুসুমিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই শেষোক্ত বাণীটীই 'বর্ত্তমান গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কে?' তাহা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে প্রেমপুষ্পের মুকুল জগৎকে দেখাইলেন, তাহাই তাঁহার অপ্রকটের পর কুসুমিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; অতএব শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই এই প্রেমপুষ্পের মুকুল জগতে প্রকট করেন। এইজন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সকল সময়েই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বর্ত্তমান যুগে "শুদ্ধভক্তি পুনঃ প্রবর্ত্তনের মূল পুরুষ" বলিয়াছেন। যিনি মূল পুরুষ, তিনিই বর্ত্তমান গৌড়ীয় মিশনের মূল প্রতিষ্ঠাতা বা প্রকাশক।

স্রোতপন্থী রূপানুগ-জনের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা "নিজ শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমা আরোপ করেন।" নির্ব্বিশেষবাদিগণের চিত্ত-বৃত্তিতে আকর স্থানে মহিমা সংস্থাপনের চেষ্টা নাই। বর্ত্তমানে একশ্রেণীর অতিবাড়ী সম্প্রদায় এইরূপ নির্ব্বিশেষ-বাদের আবাহন করিয়া বলিতেছে,—

"শ্রীল প্রভুপাদই গৌড়ীয় মিশনের মূল স্রষ্টা। শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচারের সহিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অত্যন্ত ভেদ রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৈরিক-বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ কখনও গৈরিক-বস্ত্র পরিধান করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা দান করিয়া দীক্ষিত ব্যক্তিকে উপবীত প্রদান করিতেন। কিন্তু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহা করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহা করেন নাই।

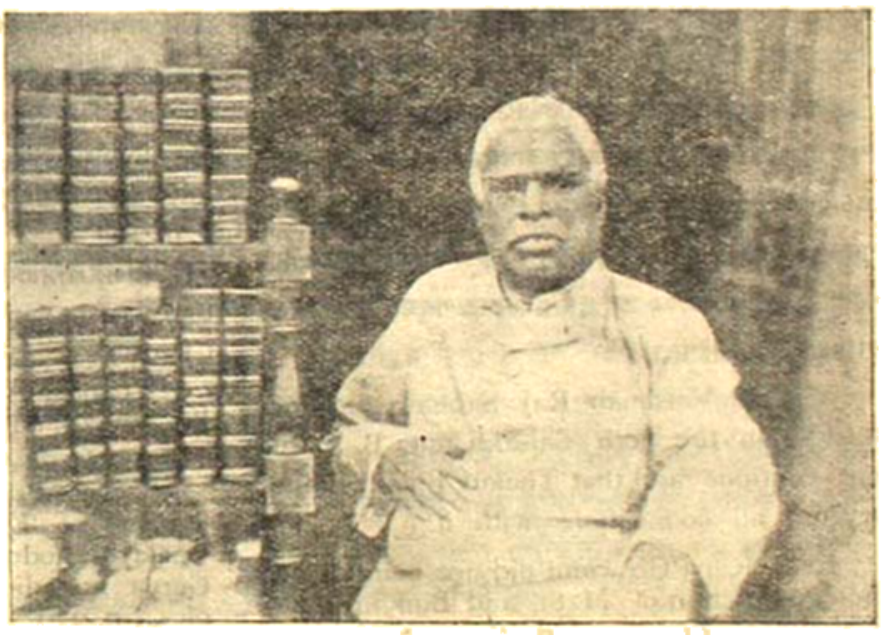

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদ মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মঠ-মন্দির স্থাপনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। অতএব গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান শ্রীল প্রভুপাদের নিজস্ব সৃষ্টি। শ্রীভক্তিবিনোদের সহিত শ্রীল প্রভুপাদ যে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল গুরু প্রতি শিষ্যের মানসিক সম্বন্ধ-মাত্র, কিন্তু উভয়ের আচার-প্রচারের মধ্যে মিল নাই!!"

উহারা এরূপও বলিয়াছে যে, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কোন পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাদিত্ব করেন নাই, শ্রীল প্রভুপাদ বহু শিষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীল গৌরকিশোর অধিকেত থাকিতেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করিতেন। তিনি ওভারকোট, পাদুকা, চশমা এবং বৈদ্যুতিক বীজন-যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। এতৎ-প্রসঙ্গে তাহারা বঙ্গের মহাধাক্ষ সম্পর্কের সহিত শ্রীল প্রভু-পাদের আলেখ্যটীর উল্লেখ করিয়াছে। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু হাসকদন বা কোন বিষয়ীর দর্শন করেন নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বড় বড় রাজা মহারাজার সহিত আলাপ করিয়াছেন। অতএব গৌড়ীয় মিশন শ্রীল প্রভুপাদের নিজস্ব সৃষ্টি! শ্রীল ভক্তিবিনোদ বা তাঁহার গুরুবর্গ গৌড়ীয়-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নহেন! *

জগতের নির্বিশেষবাদি সম্প্রদায় এবং কিছুদিন পূর্বে একজন অতিবাড়ী নির্বিশেষবাদী এইরূপ যুক্তি দিয়াই বলিয়া-ছিলেন—"শ্রীচৈতন্যদেব কখনও শ্রীমন্ মধ্বাচার্যের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে কিছুতেই শ্রীব্রাহ্ম-মাধ্ব-আম্নায়ে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। ইহা 'চৈতন্য-সম্প্রদায়' নামে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। শ্রীচৈতন্য-দেবের নিজস্ব সৃষ্টি। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ পরবর্তিকালে কোন অভিসন্ধিমূলে শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়কে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের (১) সাধ্য, (২) সাধন, (৩) শাস্ত্র, (৪) ইষ্ট, (৫) ভাষ্য ও (৬) বাদ,—এই ষড়্বিধ ভেদ বর্ত্তমান।" †

যাহারা এইরূপ ভারবাহী নির্বিশেষবাদী, তাহারা কাহাকে 'সম্প্রদায়' বা 'মিশন' বলে, তাহা বুঝিতে পারে না, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভু গৈরিক বস্ত্র বা একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু ষড়্গোস্বামী তাহা করেন নাই। তবে কি ষড়্গোস্বামী প্রভুবর্গ ও শ্রীচৈতন্যদেবের আচার-প্রচার এক

---

* ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অর্থাৎ গুরুবর্গের আচার ও প্রচার হইতে শ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচার সম্পূর্ণ পৃথক্,—ইহা কু-পরিণত কৃষ্ণনগর সবজজ আদালতে প্রচার করিয়াছে। ২৩।৩।৩৯ তারিখে কৃষ্ণনগর সবজজ আদালতের রায়ের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

Vishwa Vaishnab Raj Sabha which was started on the 30th Baisakh 1292 B. S. did not continue and that Thakur Bhakti Binode severed all connections with it. (Page. 87)

Even Rupa Goswami did not countenance the construction of Maths and Buildings. • • Prabhupad **disregarded** this and initiated about 10,000 (ten thousand) disciples and established about 64 Maths ; • • Bhakti Binode Thakur taught that a Vaishnav who has renounced the life of a householder should not establish 'Maths' and 'Akhras'. • • Gaur Kishoredas Goswami, the Guru of Prabhupad had only one disciple viz., Prabhupad himself. So **Prabhupad did not even follow his own Guru** in the matter of taking disciples. (p. 91)

Tridanda Sannyas although Bhakti Binode Thakur approved of these 'Sanskaras' there is nothing to show that he practised them himself. • • There cannot be any preaching without practising first. (p. 93)

BhaktiBinode Thakur has not mentioned that 'Upanayan' is included within 'Mantra.' (p. 94)

'Upanayan Sanskar was introduced by Prabhupad and that it was an innovation by him. (p. 95)

It was Prabhupad who introduced the wearing of 'Kashaya Bastra' (Gerua cloth). Bhakti Binode Thakur did not himself wear Gerua nor did he give it to any of his disciples. (p. 95)

The plaintiff (Kunja Saha) has raised the question that Prabhupad being a Sudra (!!!) by birth could not, under the Hindu Law, become strictly speaking a Yati-Sannyasi. The plaintiff has further attempted to show that even after taking Vaishnava-Sannyas Prabhupad used to keep connection with his natural relations and that although he used to wear Gerua clothes he also used over-coats, shoes etc. (p. 196)

† 'গৌড়ীয়' ৪র্থ বর্ষ ২২, ২৩ ও ৩৩ সংখ্যায় ইহার বিস্তৃত বর্ণন আছে।

নহে? পরমহংসবর শ্রীল গৌরকিশোর বা শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ শুদ্ধ-সূত্র বর্জন করেন নাই, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে ঘরবেশ-বেশ পরিত্যাগ করাইয়া অন্যবেশ করাইয়াছিলেন এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মাত্রেই সেইরূপ অন্যবেশ ধারণ করিয়া থাকেন; তবে কি শ্রীল গৌরকিশোর বা শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নহেন? শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিশেষ কোন গ্রন্থাদি লিখেন নাই। কেবল দেশে দেশে পরিব্রাজকরূপে প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তবে কি গোস্বামিগণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিচার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন?

যে-সকল আধ্যক্ষিক ভারবাহী ব্যক্তি কেবল এইরূপ বাহ্য কাঠাম লইয়া গুরু ও তাঁহার প্রকৃত শিষ্যের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ কল্পনা করে, তাহারাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান গৌড়ীয়-মিশনের মূল পুরুষ নহেন, বা শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদে ভেদ আছে,—এইরূপ অদৈব-মত প্রকাশ করিতে পারে।

শ্রীল স্বরূপ-দামোদর যেরূপ "গৌড়ীয়ের মালিক", তদ্রূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদরাভিন্ন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গৌড়ীয় মিশনের মূল পুরুষ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত "শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্ক-মরীচিমালা"র মরীচি-প্রভাত মঙ্গলাচরণের বিবৃতি-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদের সর্ব্বপ্রকার মনোহভীষ্ট প্রচারের জন্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের মুকুলিত গৌড়ীয় মিশনকে পল্লবিত ও কুসুমিত করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র জীবন উৎসৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আরব্ধ কার্য্যই তিনি পরিপূরণ করিয়াছেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট-সম্বন্ধে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্র, যাহা শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলীর ২য় খণ্ডে (৫১-৫২ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ইহা প্রমাণ করিবে।

বিকল্পবাদিগণ বলে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রথম মনোহভীষ্ট যাহা পত্রাবলীতে উক্ত হইয়াছে, সেই বৃত্ত-বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-স্থাপন-কার্য্যটী "যাহা তুমি আরম্ভ করিয়াছ" বাক্য দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদই ইহার প্রবর্ত্তক, ইহাই বুঝাইতেছে! কিন্তু মেদিনীপুর বালীঘাইএর সভায় বৃত্ত-বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারের যে প্রথম বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহা যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরই সম্পূর্ণ মনোহভীষ্ট অনুসারে, ইহা "শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী" বৈষ্ণব পর্য্যের অষ্টাদশ বৈষ্ণবের উক্তি-সমূহই প্রমাণ করিবে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকট-লীলার পরে শ্রীল প্রভুপাদ যে গৌড়ীয় মিশনের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে গুরুবর্গই শ্রীল প্রভুপাদকে ঐ কার্য্যে নিয়োগ করেন, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের স্বয়ং-সমাধিতেই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভার আরব্ধ কার্য্যই শ্রীল প্রভুপাদ সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতিষ্ঠিত নামহট্টই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা বা গৌড়ীয় মিশনের মূল স্কন্ধ। শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জকের লীলাভিনয়কারী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আরব্ধ কার্য্যই শ্রীল প্রভুপাদ সম্পন্ন করিয়াছেন।

তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীনামহট্টের ঘাড়ুয়ার-পরিচয়ে **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর** মহাশয় যে **অপ্রাকৃত লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবার** উপকরণরূপ শতমুখীসূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।"

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও গৌড়ীয়-মিশন একই প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা ছয়টী মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই শ্রীল ভক্তিবিনোদের বিশ্ববৈষ্ণব-কল্পতরুর উল্লিখিত সেবা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত এই বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভাই গৌড়ীয়-মিশন। যেমন প্রেম-কল্পতরুর মধ্যমূল **শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী**, সেইরূপ বিশ্ব-বৈষ্ণব-কল্পতরুস্বরূপ গৌড়ীয় মিশনের মূল পুরুষ **শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মঠ-মন্দিরাদি করেন নাই। ইহা কতিপয় ব্যক্তির উক্তি ও অভিমত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের জন্য স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার আত্মচরিতে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে।* পুরীর ভক্তিকুটী, গোদ্রুমের

* শ্রীযুক্ত রামসেবক বাবুর সহিত শ্রীমায়াপুর-মন্দিরাদির জন্য ভিক্ষা আরম্ভ করিলাম। প্রতিদিন প্রাতে ভিক্ষা করিয়া কিছু টাকা হইলে নফর বাবুকে ইহার নামতের জন্য ক্রমশঃ ১৩০০৲ টাকা পাঠাইলাম।

স্থানে-স্থানে কৃষ্ণ, বিভিন্ন স্থানে প্রপন্নাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বহস্তে সম্পাদন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের সহিত আলাপালোচনা প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা কালে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার 'শ্রীসজ্জনতোষণী'তে ব্যক্ত হইয়াছে (৪র্থ খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠা—১২৯১ বঙ্গাব্দ)। তাঁহার সম্পাদিত সজ্জনতোষণী পত্রিকায় "বিশ্ববৈষ্ণবসভা" প্রবন্ধে তিনি মুদ্রাযন্ত্র, ভবন-সদন, ভক্তসঙ্গ-ধাম, শ্রীমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবিষ্কৃত শ্রীধাম মায়াপুর ও সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের পারমার্থিক নাট্যমঞ্চ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে বর্তমান গৌড়ীয় মিশনের মূল কেন্দ্র প্রকাশ করেন।

গৌড়ীয় মিশন বলিতে যাহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের দালান, কোঠা, ইষ্টক বা প্রস্তর-স্তূপ মনে করেন, তাঁহারা ভারবাহী। এইরূপ বিচারে শ্রীলপ্রভুপাদকে গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বলিলে কাষ্ঠ-পাষাণের মিস্ত্রি বা কোন ধনশালী দাতৃ-বিশেষকেই গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বলিতে হয়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ স্বমুখে বলিয়াছেন,—"আমি কাষ্ঠ-পাষাণের মিস্ত্রি হইতে জগতে আসি নাই। আমি শ্রীচৈতন্য-বাণীর বাহক মাত্র"। এই শ্রীচৈতন্য-বাণী, এই শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীই গৌড়ীয়-মিশন।

অন্যান্য মিশনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত কেন্দ্রেই তাহাদের এক নাম থাকে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ

• সভার ঘরে ভগবল্লীলা-সম্বন্ধী নানা চিত্রপট প্রস্তুত হইতেছে এবং একটি বৈষ্ণব ডিপজিটরী সংস্থাপিত হইয়াছে। অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত সভাগার, চৈতন্যমন্দির ও মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হয় নাই বটে; কিন্তু যদাপ্রভু স্বয়ং তাহা সংযোগ করিয়া দিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। হরিনাম-প্রচারের জন্য প্রচারকগণ প্রেরিত হইলেন; স্বয়ং আরও প্রচারক প্রেরিত হইবেন।— (সঃ তোঃ ২য় খণ্ড ১ম সং ৩পৃঃ)

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, বিশেষতঃ প্রভু নিত্যানন্দ হরিনাম ও প্রেম-প্রচারার্থ অতি দীনবেশে সকলের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেন এবং সকলকে এই উপদেশ দিতেন যে, 'তোমরা সকলে কৃষ্ণ ভজনা কর ও সকলের নিকট কৃষ্ণ-নাম প্রচার কর।' প্রভুদ্বয়ের এই আজ্ঞা যত পূর্ব্বতন বৈষ্ণব ও গোস্বামিপাদেরা কেহ কেহ ভক্তিগ্রন্থপ্রকাশ, কেহ কেহ বিভিন্ন মঠ বিভিন্ন নাম প্রকট করিয়াছেন। তিনি গৌড়ীয়-মিশন-পুরী, গৌড়ীয়মিশন-বৃন্দাবন, গৌড়ীয়মিশন-নৈমিষারণ্য, গৌড়ীয়মিশন-শ্রীমায়াপুর—এইরূপ নাম প্রদান করেন নাই; কোথাও বা শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, কোথাও শ্রীগিরিমঠ, কোথাও শ্রীপরমহংসমঠ, কোথাও শ্রীচৈতন্যমঠ —এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন এই সমস্ত মঠই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা বা গৌড়ীয় মিশনের অন্তর্গত। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ছয়টী মণ্ডলীর মধ্যে ষষ্ঠ মণ্ডলী, যাহা ভক্তানুষ্ঠান মণ্ডলী নামে খ্যাত, তাহারই সেবা বিভিন্ন স্থানে মঠ-মন্দিরাদি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার মূল কেন্দ্রের নাম গৌড়ীয়-মিশন বা গৌড়ীয়মঠ নাম না দিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ নাম দিয়াছেন। ইহা দ্বারা কি বিচারিত হইবে যে, 'শ্রীচৈতন্যমঠ' গৌড়ীয়-মিশন নহে? 'গৌড়ীয় মিশন' শব্দটী ঐরূপ ভারবাহি-বিচারে ধারণা করা যায় না। 'গৌড়ীয় মঠ' নাম প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তাহা 'শ্রীভক্তিবিনোদ আসন' ও 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা' নামে অভিহিত ছিল। ইহা ১৯১৮ সালের ৩রা ডিসেম্বরের ইংরাজী 'বেঙ্গলী' পত্রিকা ও ১৭ই ডিসেম্বরের 'অমৃতবাজার' পত্রিকা এবং ১৯১৯।৫ ফেব্রুয়ারীর 'অমৃতবাজার' পত্রিকা প্রমাণিত করিতেছে। গৌড়ীয় মিশনের মূল গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ না হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশ করিলেন কেন? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদেরই আদর্শ ও ইচ্ছানুসারে শ্রীল প্রভুপাদ সেই নামা পদাবলী কীর্ত্তন, কেহ কেহ ধর্ম-প্রচার ও হরি-সংকীর্ত্তন এবং কেহ কেহ বা আপনাদের পবিত্র চরিত্র ও অনুপম বৈষ্ণবতা দ্বারা বিশুদ্ধ পরাতত্ত্ব বৈষ্ণবধর্ম্মালোকে জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিতেন। কাল-প্রভাবে নানা উপধর্ম-অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় মহাপ্রভু আবার নিজ-শিক্ষা ও প্রেম-বিতরণ এবং প্রকৃত-বৈষ্ণব আচার-ব্যবহার প্রচার করিবার কারণ অধুনা অনেকের মন আকর্ষণ ও কোনকোন ভক্ত-হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন।" —(সঃ তোঃ ২য় খণ্ড ঐ)

কলিকাতা কাঁসারিপাড়া সরকারলেনে বিশ্ববৈষ্ণবসভার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। গত ১৪ই আষাঢ় (বঙ্গাব্দ ১২৯২, ইংরাজী ১৮৮৫) শনিবারে সভার একটী প্রকাণ্ড অধিবেশন হয়। ২৩শে আষাঢ় তারিখের দৈনিক পত্রিকায় সভার বিব-রণ প্রকাশিত হইয়াছে।—(সঃ তোঃ ২য় খণ্ড ৭ম সং ১০৪পৃঃ)

সময় আরও কতিপয় প্রপন্নাশ্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। সৌলতপুর প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠার বিষয়ও এতৎসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯১৮।১৯ সে সৌলতপুর প্রপন্নাশ্রমে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন প্রকাশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে মধুরভক্ত ষ্টেটের কুয়াখারায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ-আসন,১৯১৯।১৮ এপ্রিল শ্রীরামজীবনপুরে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন, বলোধরের পুকলিয়া গ্রামে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন সংস্থাপন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিগ্রহের নাম-সমূহ শ্রীভক্তিবিনোদের নামানুসারে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীবিনোদগ্রাম, শ্রীবিনোদরাম, শ্রীবিনোদানন্দ, শ্রীবিনোদমাধব, শ্রীবিনোদরমণ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহের নাম দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদকে অভিন্ন বার্ষভানবী বা মূল-আশ্রয়-বিগ্রহরূপে নিত্যকাল দর্শন করিতেন। মূল-আশ্রয়-বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মই ভক্তি-প্রতিষ্ঠানের মূল আশ্রয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিচারের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাহাতে মূল-আশ্রয়-বিগ্রহের পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অভিন্ননিত্যানন্দ-স্বরূপে শ্রীনাম-হট্টরূপ শ্রীগৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের মূল শুদ্ধ বর্ত্তমানযুগে প্রকাশ করিয়াছেন, মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্ন তনুরূপে নির্ম্মল-ভজন-রহস্য জগতের শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। যাঁহার শ্রীগৌর-সেবা-নিষ্ঠা ও অপ্রকট-লীলা-তিথি গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর সহিত সম্মিলিতা হইয়া তাঁহার (শ্রীল ভক্তিবিনোদের) শ্রীরাধা-নিজ-জনত্ব প্রচার করিতেছে, যাঁহার মধ্যাহ্ন-লীলায় প্রবেশ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে ভজন-লীলা ও দুর্গত-জীবের প্রতি অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীভক্তিবিনোদা অমন্দোদয়-দয়ার পরিচয় সমগ্র একার আত্মঙ্গলকামি-জগৎকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে চিরবিক্রীত করিয়াছে, সেই মহাপুরুষ ব্যতীত গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের আর মূল পুরুষ কে? সেই শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদই শ্রীগৌরকিশোর-সরস্বতীর নিত্যারাধ্য। এই তিন গৌরশক্তি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের আশ্রয়বিগ্রহরূপে গৌড়ীয় মিশনের নিত্যারাধ্য অধিষ্ঠেয়। শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রয়োজন লাভ করিতে হইলে অভিধেয় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরকিশোরের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। যেমন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয়-বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়কে আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী—এই তিন আশ্রয়-বিগ্রহও শুদ্ধ গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই তিন তত্ত্বই অদ্বয়জ্ঞান। ইহাদের আচার, প্রচার, শিক্ষা, দীক্ষা, ভজন, কীর্ত্তন, দান ও ধরার মধ্যে যাহারা ভেদজ্ঞান করিবে, তাহারা কখনও শুদ্ধ-ভক্তি-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিতে পারিবে না।

কু—পণ্ডিতগণ আদালতে যে-সকল উক্তি ও যুক্তির দ্বারা এই তিন ঠাকুর বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে ভেদজ্ঞান ও আধ্যক্ষিকতা-রূপ অপরাধ ও পাষণ্ডতা করিয়াছে, তাহা উদ্ধার করিতে বাধ্য হওয়ায় হৃদয়ে বড়ই ব্যথা অনুভব হইতেছে। প্রকৃত মঙ্গলকামী জীবগণকে ও কু—পন্থী অজ্ঞাভিলাষিগণের প্রতি অজ্ঞাভিলাষ-বশতঃ যাহাদের চিত্ত প্রস্তরভাবে দোদুল্যমান, তাহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্যই ঐ সকল কথা প্রকাশ করিতে হইল। আমরা এজন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ঐ সকল ভেদবাদী অপরাধী ও আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের দুঃসঙ্গ চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর পদাঙ্কিত পথে অগ্রসর হইবার জন্য আমাদিগকে সুদৃঢ়নিষ্ঠ হইতে হইবে। এই বিপদের সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মঙ্গলময়ী শাসনবাণী ও অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমাদের আর রক্ষা পাইবার উপায় নাই। পরম পূজনীয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর প্রভু যে সুদৃঢ়নিষ্ঠা ও শরণাগতির আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর নিত্যসেবা লাভ করিয়াছেন, আমাদিগকে সেইরূপ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-পুরীর আনুগত্যের পথে চলিবার জন্য অনুকূল তাঁহার অকপট কৃপা-বাঞ্ছাকেই সম্বল করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগৌড়ক্রম-কল্পলতিকা

প্রথম ক্রম

শ্রীশ্রীগৌড়ক্রমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট অর্থাৎ নামের হাট

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামে—(ধামের যে অংশে যখন বসে)

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

ভাণ্ডার :—বেদান্ত-পরিচিত ঔপনিষদ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাশাস্ত্র।

মূল মহাজন :—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

অংশী মহাজন :—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু (গৌড়ে); শ্রীরূপ, সনাতন (ব্রজে); শ্রীস্বরূপ, রামানন্দ (ক্ষেত্রে)।

ভাণ্ডারী :—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণী (গৌড়ে); শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীপরমানন্দ পুরী (ক্ষেত্রে)।

প্রতিহারী :—শ্রীবংশীবদনানন্দ, শ্রীবসু রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীজগদীশ, শ্রীহিরণ্য পণ্ডিত (গৌড়ে); শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীরাঘব পণ্ডিত (ব্রজে); শ্রীহরিদাস ঠাকুর (ক্ষেত্রে)।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ও তদ্ভ্রাতাগণ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন (গৌড়ে); শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীরাজা প্রতাপরুদ্রদেব (ক্ষেত্রে)।

লেখক ও গণক :—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর (গৌড়ে); শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (ব্রজে); শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক (ক্ষেত্রে)।

পোষ্টবর্গ :—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি, শ্রীমতী শচীমাতা ঠাকুরাণী, শ্রীমতী সীতাদেবী, শ্রীমতী মালিনী দেবী (গৌড়ে); শ্রীমতী সার্ব্বভৌম-পত্নী (ক্ষেত্রে); সানোড়িয়া বিপ্র (ব্রজে)।

মুদ্রা-পরীক্ষক বা পোদ্দার :—শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীঅভিরাম গোস্বামী, শ্রীকবিকর্ণপুর (গৌড়ে); শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ (ব্রজে); শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র (ক্ষেত্রে)।

দালাল বা যোজক :—শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি (গৌড়ে); শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী (ক্ষেত্রে)।

পরিমাতা বা কয়াল :—শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীবসু রামানন্দ (গৌড়ে); শ্রীকবিরাজ গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীকাশী মিশ্র (ক্ষেত্রে)।

পরিচারক :—শ্রীবৃদ্ধিমন্ত খাঁ, শ্রীবিজয়দাস বঙ্গবাহ, শ্রীবনমালী পণ্ডিত, শ্রীগরুড় পণ্ডিত, শ্রীনৃসিংহানন্দ, শ্রীরামাই পণ্ডিত ইত্যাদি (গৌড়ে); শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য (ব্রজে); শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত (ক্ষেত্রে)।

বাহক :—শ্রীসঞ্জয়, শ্রীশুক্লাম্বর, গোলাবেচা শ্রীধর, শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (গৌড়ে)।

শাকটিক বাহক :—শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীবাসু ঘোষ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোপীনাথ সিংহ (গৌড়ে)।

ক্রেতা বা খরিদ্দার :—শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগাই-মাধাই, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ।

পণ্যদ্রব্য :—১। নাম, ২। রূপযুক্ত নাম, ৩। গুণযুক্ত নাম, ৪। লীলাযুক্ত নাম, ৫। রসিত নাম, ৬। সর্ব্বরসিক নাম। নাম—ইক্ষুরস, রূপযুক্ত নাম—গুড়, গুণযুক্ত নাম—খণ্ডসার, লীলাযুক্ত নাম—শর্করা, রসিত নাম—অসিত মিশ্রি, সর্ব্বরসিক নাম—উত্তম মিশ্রি।

অর্থ বা মূল্যের নিয়ম :—এই ব্যাপারে প্রাকৃত পয়সা, সিকি, আধুলি, টাকা, মোহর চলে না। অপ্রাকৃত

শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুদ্রা চলে। যিনি প্রাকৃত অর্থ দিয়া বা লইয়া এই দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার বিষম ভ্রম। তাঁহার পক্ষে এ ব্যাপারে প্রবেশ করা উচিত নয়।

অপ্রাকৃত মুদ্রা নিরূপণ :—

১। শ্রদ্ধা (পয়সা), তাহাতে নাম পাওয়া যায়।

২। নিষ্ঠা (দুয়ানি অর্থাৎ রজত মুদ্রার অষ্টমাংশ), তাহাতে রূপযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৩। রুচি (সিকি অর্থাৎ রজত মুদ্রার চতুর্থাংশ), তাহাতে রূপ ও গুণযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৪। আসক্তি (আধুলি অর্থাৎ রজত মুদ্রার অর্দ্ধাংশ), তাহাতে রূপ, গুণ ও লীলাযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৫। ভাব বা রতি (টাকা অর্থাৎ রজত-মুদ্রা), তাহাতে রসিত নাম পাওয়া যায়।

৬। প্রেম (স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর), তাহাতে সর্ব্বরসসিক্ত নাম পাওয়া যায়। যিনি যেমন মূল্য দিবেন, তিনি সেইরূপ দ্রব্য পাইবেন। ইহাতে রহস্য এই যে, খরিদ্দার যে মূল্য দিয়া নাম লইবেন, মহাজনের কৃপায় সেই মূল্যও তাঁহার নিকটে নাম-সংখ্যায় গুণিত হইয়া ফেরৎ আসিবে।

এই মহা-হাটের শাখা ত্রিবিধ—

১। পণ্যবীথিকা বা বাজার, ২। বিপণি বা দোকান, ৩। ত্রাজক বিপণী বা পসারী।

পণ্যবীথিকা বা বাজার :—বাজারের আকার হাটের অনুরূপ। শ্রীপাট খড়দহ, শান্তিপুর, বাঘনাপাড়া, মাল-পাড়া, বিষ্ণুপুর, আম্বিগ্রাম, খেতুর, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে বাজার আছে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ৬৪ মহান্ত ৬৪ বাজার বসাইয়াছেন।

বিপণি বা দোকান :—এক এক জন কড়িয়া বা বিপণিপতি যে-স্থানে বসিয়া দ্রব্য বিক্রয় করেন, সেই স্থান দোকান। দোকান দুই প্রকার যথা :—

১। মহাজনের নিকট হাতে জিনিষ লইয়া বিক্রয় করেন, পরে মূল্য বুঝাইয়া দিয়া নিজের লাভ প্রাপ্ত হন।

২। আপনার অর্থ দিয়া মাল আনেন ও বিক্রয়ান্তে লাভ পান।

ত্রাজক বিপণী বা পসারী :—পসারীরা মহাজনের নিকট হাতে মূল্য দিয়া মাল লইয়া মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে, পথে পথে বিক্রয় করেন। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান রাখেন না। উঁহারা গ্রাহক নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

যোজক বা দালাল :—যাঁহারা খরিদ্দারগণকে মহা-জনের নিকট লইয়া গিয়া মাল খরিদ করাইয়া দেন, তাঁহারা দালাল।

ক্রেতা বা খরিদ্দার :—জগজ্জন। জগজ্জনের মধ্যে যাঁহার অর্থ আছে, তিনি মাল খরিদ করিবেন। একটু রহস্য এই যে, মেকী অর্থ দিলে মাল স্বভাবতঃ মেকী হইয়া পড়ে। খরিদ্দারগণ শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন বা নিশান দেখিয়া মাল খরিদ করিলে বঞ্চকের হাতে পড়িবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ-নামই শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন।

কৃত্রিম অর্থ বা মেকী টাকা :—অন্যাভিলাষ-শূন্য ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত শ্রদ্ধাদির সহিত আলোচনার নামই অর্থ। যে-স্থলে আলোচনার অন্যাভিলাষ বা জ্ঞান-কর্ম্মাদির সন্ধান থাকে, সেখানে অর্থ মেকী। মেকীর বিনিময়ে মেকী দ্রব্য অর্থাৎ নামাভাসই লভ্য হয়। মহাজনের মাল সমস্ত অকৃত্রিম। অবস্থা ও পাত্র-ভেদে সেই অকৃত্রিম মালই নামাভাসরূপ মেকী হইয়া পড়ে।

শ্রীনামহট্টের বিবরণ :—১। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের নাম-স্বরূপ মহা-হট্ট শ্রীনবদ্বীপে উদয় হইয়াছে। এই হট্টের মূল শাখা শ্রীনবদ্বীপে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহাজনীর অধীন। দ্বিতীয় শাখা শ্রীরূপধামে, শ্রীরূপ-সনাতনের মহাজনীর অধীন। তৃতীয় শাখা শ্রীপুরুষোত্তমে, শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের মহাজনীর অধীন।

২। উক্ত হট্টত্রয়ের অধীন শ্রীবীরভদ্র প্রভু, সপ্তাত শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর প্রভৃ নানা স্থানে বাজার বসাইয়াছেন।

৩। ঐ সমস্ত হট্ট ও বাজারের অধীন গ্রামে-গ্রামে দেশে-দেশে কড়িয়া বিক্রেতাদিগের দোকান।

৪। ঐ সকল হট্ট, বাজার ও দোকান হইতে মাল লইয়া পসারিগণ নামের বাজরা মাথায় করিয়া গ্রামে-গ্রামে ফেরি করেন। এইরূপ হট্ট, বাজার, দোকান ও পসার সর্ব্বত্র সর্ব্বকাল চলিবে। যে-সময়ে যে-সকল শুদ্ধ বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই ঐ সকল ব্যাপার চালাইবেন।

৫। শ্রীশ্রীমূল মহাজনের ইচ্ছায় সম্প্রতি শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুম-ক্ষেত্রে শ্রীসুরভিকুঞ্জে শ্রীমূল হাট অবস্থিত আছে, কতক শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ঐ হাটের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন; দেশ-বিদেশস্থ যে-সকল শুদ্ধ বৈষ্ণব মহাশয়গণ নিজ নিজ প্রদেশে বিপণি-পতি বা ব্রাজক-বিপণী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রচারক বা সহযোগী শ্রীযুত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিকুঞ্জ মহাশয়কে সুরভিকুঞ্জে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীমন্মহাজনের আজ্ঞা-পত্র-সহ পণ্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন।

৬। বিশেষ দ্রষ্টব্য।—শ্রীমন্মহাজনের আজ্ঞা-পত্র প্রাপ্ত পণ্য-বীথিকাপতি, বিপণি-পতি ও ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ সর্ব্বত্র শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন অর্থাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র নামের সহিত চক্রনাম-রূপ পণ্য-দ্রব্য খরিদ্দারকে দিবেন। ব্রাজক-বিপণী কোন গ্রামে উপস্থিত হইলে নিরূপিত চিহ্ন-সহ পতাকা উড়াইয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবেন। খরিদ্দারের প্রদত্ত মূল্যানুসারে তারতম্য বিচার-পূর্ব্বক পণ্য দ্রব্য দিবেন। সতর্ক থাকুন যে, উপযুক্ত মূল্য না পাইয়া উপযুক্ত পণ্য দ্রব্য না দেওয়া হয়। তাহা দিলে পণ্য দ্রব্য স্বভাবতঃ সেকীয় প্রায় হইয়া পড়িবে।

৭। যে যে মহানুভব বিপণি-পতি প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করত তাঁহাদের কার্য্যের বিবরণ প্রতি-বৎসরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিনের পূর্ব্বে শ্রীসুরভিকুঞ্জে প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা যে-যে স্থান পরিদর্শন করিবেন, বৎসরের মধ্যে যত দিবস মহাজনের কার্য্য করিবেন ও যে-যে শ্রদ্ধাবান্ পুরুষদিগকে নামের গ্রাহক করিবেন, সে-সকল স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

শ্রীশ্রীনাম-হট্টের পরিমার্জ্জক বা ঝাড়ুদার
সুদীন অকিঞ্চন
দাস শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ
সুরভিকুঞ্জ, গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীনবদ্বীপ ধাম

ডাকের ঠিকানা—শ্রীশ্রীসুরভিকুঞ্জ
পোষ্ট আফিস—স্বরূপগঞ্জ, জিলা—নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌদ্রুম-কল্পাটবী

দ্বিতীয় ক্রম

শ্রীশ্রীগৌদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট অর্থাৎ নামের হাট

প্রথম ক্রমে শ্রীনামের হাটে যে-সকল কর্ম্মচারীর নাম লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা সম্প্রতি অপ্রকট-লীলার অন্তর্বৃত্ত। কোন কোন ভাগ্যবান্ কৃপা-বলে ভক্তিভাবিত-চক্ষে সেই লীলা ও তদন্তর্গত হাট এখনও দেখিতে পান. যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে,—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

সম্প্রতি সেই হাট নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে, এইরূপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের আদেশ।

১। **শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি-স্বরূপ** দশজন পঞ্চায়ৎ এখন প্রধান কর্ম্মচারী। ইঁহারা একত্রিত হইয়া যে-সকল আজ্ঞা প্রচার করিবেন, তাহাই প্রভুর আজ্ঞারূপে গৃহীত হইবে।

২। **ঝাড়ুদার**। ইনি হাট পরিষ্কার করিবেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের বৈঠক ও বিচারের ও কার্য্যের সাহায্য করিবেন।

৩। **সহরুৎদার**। ইনি হাটের সমস্ত কথা পরস্পর জানাইবেন।

৫। **জওহরদার**। ইহারা ভাণ্ডার হইতে মাল বাহির করিয়া মাপিয়া দিবেন।

৫। **চাবিদার**। ইঁহার হাতে ভাণ্ডারের চাবি থাকে। বিক্রয়ের জন্য চাবি খুলিবেন। দিনান্তে উঠাইয়া চাবি বন্ধ করিবেন।

৬। **মুটে**। পরিশ্রমের সহিত মাল বাহির করেন ও উঠাইয়া রাখেন। পাইকেড়ের শকটে বোঝাই করিয়া দেন। ইহারা অনেক।

৭। **চৌকিদার**। নামের হাটে ইহারা পাহারা দেন ও চোর ধরেন।

৮। **মোহরর**। মালের জমা খরচ লিখেন।

৯। **দারগা**। সমস্ত তদারক করেন।

১০। **পেয়াদা**। ধরপাকড়, উসুল-তহসিল করেন। ইহারা অনেক।

১১। **খরাস**। ইহারা আলোক দেন।

১২। **ঘাটিয়াল**। ইহারা ঘাটে-ঘাটে নজর রাখেন।

১৩। **দোকানদার**। মাল খুচরারূপে বিক্রয় করেন। প্রথম স্তরে ইহাদিগকে বিপণিপতি বলা হইয়াছে। ইহাদের দোকান হাটে-বাজারে ও গ্রামে-গ্রামে আছে।

১৪। **পসারী**। ব্রাজক বিপণী। ইহারা অসংখ্য। সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া কার্য্য করেন।

১৫। **পাইকেড়**। শকট করিয়া স্থানে স্থানে মাল বেচিয়া বেড়ান; কিন্তু পসারীদের ন্যায় খুচরা বিক্রয় করেন না।

১৬। **পাটনী**। ইহারা নামের হাটে আসিবার জন্য পার করিয়া দেন।

১৭। **প্রামাণিক**। ইহারা ঘাটের কাছে বসিয়া থাকেন। হাটে আসিবার লোকদিগকে ক্ষৌর করিয়া দেন।

১৮। **ধোপা**। ঘাটে হটুরিয়াদিগের বস্ত্র ধৌত করেন।

১৯। **দালাল**। যোজক।

২০। **দরজী**। ইহারা হটুরেদের বস্ত্র-সিলাই করিয়া দেন।

পূর্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকার পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ণয়। যোগ্যতার নাম অধিকার। অযোগ্যতার নাম অনধিকার। অধিকারী লোকেই এই সকল পদ পাইবেন।

অধিকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ হউন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ হউন, শুদ্ধভক্তি থাকিলে মনুষ্য নামের হাটের কর্ম্মচারীর পদ পাইবার অধিকারী হন।

(অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মের আবরণ হইতে মুক্ত, আনুকূল্য ভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের নাম শুদ্ধভক্তি। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির যতদূর অধিকার, তিনি ততদূর অনধিকার-লক্ষণ হইতে স্বভাবত মুক্ত)।

অনধিকার। ১। যিনি জড়বিষয়ে লোলুপ, অলস, স্বার্থপর, অধর্ম্মরত, উৎসাহহীন, নাস্তিক, মুক্তিকামুক, পরলোকের সুখের জন্য ব্যস্ত, শুষ্কযুক্তিবাদী, নিতান্ত তর্কপ্রিয়, প্রতিষ্ঠাপরায়ণ, শোক-মোহ-ক্রোধ-লোভ-মাদকাদির বশবর্ত্তী, বঞ্চক, মিথ্যাভাষী, ধর্ম্মধ্বজী, পক্ষপাতাদি কুসংস্কারাপন্ন ও মতবাদী, * তিনি নামের হাটের কর্ম্মচারী পদের অধিকারী নন।

(মনুষ্যের বর্ত্তমান চরিত্রই এস্থলে দ্রষ্টব্য, পূর্ব্ব চরিত্র দ্রষ্টব্য নয়। যিনি যতদূর অনধিকার ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি শুদ্ধভক্তির আশ্রয়ে ততদূর অধিকার পাইয়াছেন।)

২। গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের পক্ষে বেশ্যাগমন, পরস্ত্রীগমন বা অনিয়মিতরূপে স্বস্ত্রীসঙ্গ এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীমাত্র সম্ভাষণ নিষেধ। এবম্বিধ দোষযুক্ত পুরুষের নামের হাটের কর্ম্মচারীর পদে অনধিকার। (বিরক্ত বৈষ্ণব-ভেকধারিগণ সন্ন্যাসীর মধ্যে পরিগণিত। সংযোগিগণ যদি শুদ্ধ ভক্ত হন, তবেই বৈষ্ণব বলিয়া গণনীয় ও গৃহস্থ-মধ্যে পরিগণিত)।

৩। আপনাকে নামদাতা অভিমান করিয়া যিনি নামগৃহীতাদিগের নিকট হইতে কোনপ্রকার পার্থিব লাভ প্রার্থনা করেন, তিনি অনধিকারী।

(নামদাতাগণ নামদানাভিমানশূন্য হইয়া নিজ-নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা উপার্জ্জন বা গ্রহণ করিবেন, তাহাতে অধিকার বাধা হয় না। মন্ত্রদাতা গুরু শিষ্যের উপকারার্থে তাহার স্বেচ্ছাদত্ত দক্ষিণা-মাত্র গ্রহণ করিলে অধিকার বাধা হয় না)।

* শুদ্ধভক্তি ব্যতীত সকল মতই মতবাদ।

৪। স্ত্রীলোক শুদ্ধভক্তা হইলে অন্য স্ত্রীলোককে নাম-বিক্রয়ের পসারী হইতে পারেন। পুরুষদিগকে নাম দিতে পারেন না। তবে অধিক বয়ঃপ্রাপ্তা ধাত্রী স্ত্রী বিশেষে সতর্কতার সহিত পুরুষদিগের নিকট নাম বিক্রয় করিতে পারেন। নামপ্রচার-স্থলে বৃদ্ধা ও বালিকা স্ত্রী ব্যতীত সম্বন্ধ-রহিত অন্য স্ত্রীলোককে কোন পুরুষ প্রচারক অবলোকন বা সম্ভাষণ করিবেন না।

আচার ব্যবহার। ১। সাধ্যানুসারে লঘু ও সাত্ত্বিক ভোজনদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করা কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য। নিজ শরীর পোষণে অন্য জীবের ক্লেশ না হয়, ইহা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শরীর রক্ষার্থে সরলভাবে বৈষ্ণ-আদিষ্ট ঔষধ ও পথ্য-গ্রহণে অধিকার বিরোধ হয় না।

২। প্রচারকগণ ধর্ম্মপথে জীবনোপায় সংগ্রহ করিবেন। কার্য্য সমর্থ গৃহস্থের ভিক্ষাধিকার নাই। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবেন অন্য উপায় অবলম্বন করিবেন না। কার্য্যোপলক্ষে যেখানে যান, সেখানে নাম প্রচার করিতে অবকাশ অনুসন্ধান করিবেন।

৩। যিনি যে আশ্রমের লোক, তিনি সেই আশ্রমের পরিচ্ছদ স্বীকার করিবেন। দেশ-কাল-পাত্র বিচারে যে পরিচ্ছদে বিনা আড়ম্বরে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহাই ভাল। বাহন, ছত্র ও উপানৎ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব হয়, ততৎ ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন।

৪। যতদূর সভ্যতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সহিত নির্ব্বাহিত হয়, শৌচাচার মনঃপূতরূপে করিলে অধিকার বাধা হইবে না। কিন্তু সতর্কতার বিষয় এই যে, শৌচাচার ক্রমশঃ কুটীনাটী হইয়া না পড়ে। কুটীনাটী শুদ্ধভক্তির বাধক।

৫। বৈষ্ণব-বেশভূষা ধারণে বৈষ্ণবদিগের স্বাভাবিকী প্রীতি। দ্বিকণ্ঠী বা ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালা ও সছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড অর্থাৎ দ্বাদশ তিলকই বৈষ্ণবদিগের প্রিয় ভূষণ।

৬। কর্ম্মচারিগণ সাধ্যমত সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নামপরায়ণ হইবেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসরূপ পঞ্চতত্ত্বের নিতান্ত অনুগত দাস বলিয়া আপনা-দিগকে জানিবেন। ধৈর্য্য, দয়া, সহিষ্ণুতা, নিরভিমান ও সর্ব্বজীবে সম্মান-রূপ ব্যবহারযুক্ত হইবেন। যতদূর পারেন, সুবিজ্ঞ হইবেন। সুবক্তৃতা, খোল-করতালের সহিত নামগান, ভাবাবেশে নৃত্য ইত্যাদি দ্বারা নাম প্রচার করিবেন। গীত-নৃত্যাদিতে যতদূর ভক্তির আবেশের আবশ্যকতা, ততদূর সুর-তালের নয়। সুর-তাল স্বভাবে সোহাগার ন্যায় বাঞ্ছনীয়। স্বভাবতঃ যাঁহার যতদূর ভাব উদয় হয়, ততদূর ভাল। ধর্ম্মধ্বজীদের ন্যায় কৃত্রিমভাব প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

৭। কর্ম্মচারিগণ শুদ্ধভক্তির সহিত নাম প্রচার করিবেন। জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ, শুষ্ক বৈরাগ্য ইত্যাদি অন্য মত প্রচার করিবেন না। সকলের নিকট কৃপা প্রার্থনা-পূর্ব্বক দৈন্য প্রকাশ করিবেন। এই সকল কর্ম্মচারী ব্যতীত হাট ও বাজারে শুদ্ধানুধ্যায়ী হাটে, ফকির, বাউল প্রভৃতি অনেক লোক থাকেন। ইঁহাদিগের নিম্ন নিম্ন কর্ম্মের যোগ্যতাই ইঁহাদিগের অধিকার। ইঁহারা সোৎযোগের সহিত হাটের পুষ্টি করেন এবং ক্রমশঃ সাধুসঙ্গে উন্নত হন। যতদিন তাঁহারা শুদ্ধভক্ত না হন, তাঁহাদের কার্য্যের জন্য মহাজন দায়িক নন।

এখন বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারীদিগের পদের প্রার্থনা করেন, তাঁহারা এই ক্রমে লিখিত অধিকার অনধিকার ভাল করিয়া বিচার করত আপনাদিগকে যোগ্য বোধ করিলে সহৃৎকার অর্থাৎ প্রচারক মহাশয়কে পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত ঠিকানা-মত ইচ্ছা জানাইবেন।

শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক বা ঝাড়ুদার

সুদীন, অকিঞ্চন

দাস শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

সুরভিকুঞ্জ, গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীনবদ্বীপধাম।

তাহার ঠিকানা—শ্রীশ্রীসুরভিকুঞ্জ,

পোষ্ট আফিস স্বরূপগঞ্জ, জিলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

তৃতীয় ক্রম

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীনামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারী মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন এই যে, যখন তাঁহাদিগের নিকটস্থ প্রদেশে শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে যে-কোন জ্ঞাতব্য ঘটনা হয়, তাহা সত্বরে গোদ্রুম কল্পাটবীতে প্রকাশের নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাইবেন। শুদ্ধবৈষ্ণব-মহোৎসব, নামোৎসব, শুদ্ধবৈষ্ণবের তিরোভাব, কোন্ অসাধারণ (পুরাতন বা নবীন) বৈষ্ণব-ক্রিয়া ইত্যাদিই জ্ঞাতব্য ঘটনার উদাহরণ।

নামহট্টের ষাড়্‌দার কেন গোদ্রুম কল্পাটবীতে স্বাক্ষর করেন?

ষাড়্‌দার প্রত্যহ প্রত্যূষে নামহট্ট পরিমার্জ্জন করিতে করিতে কোনদিন কোন লিখিত পত্র কুড়াইয়া পান। তাহাতে যাহা লেখা থাকে, তাহাই তিনি সহরৎদার মহাশয়কে প্রকাশ করিতে দেন। ষাড়্‌দারের নিকট হইতে পান বলিয়া সহরৎদার প্রকাশ করিবার সময় ষাড়্‌দারের নাম লিখাইয়া লইয়া থাকেন। বস্তুত ঐ সকল প্রবন্ধ কোথা হইতে আইসে, তাহা মূল মহাজন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই জানেন।

বিষয় ব্যাখ্যা :—দ্বিতীয় ওটীর ১১শ পৃষ্ঠার ১৯শ সংখ্যায় যে দালালদিগের উল্লেখ আছে, তাঁহারা আমাদের হাট সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। কিন্তু তদ্ব্যতীত হাটের শুভানুধ্যায়ী আর কতকগুলি দালাল আছেন, তাঁহারা এখনও শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই। তথাপি তাঁহাদের সদ্ভাসনাক্রমে তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য্যের দ্বারা হাটের পুষ্টি করিতেছেন। ইহাদের নামও পৃথগ্‌রূপে প্রকাশ করা যাইবে। নামের প্রভাবক্রমে তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে দ্বিতীয় ক্রমোক্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবেন।

সতর্কতা :—দ্বিতীয় ক্রমের লিখিত বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারিগণ পরস্পর ভ্রাতৃবোধ করিবেন। কেহ কাহাকেও আপনা অপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ মনে করিবেন না। যেমত তুলসী পত্রের ছোট বড় আকার দ্বারা উচ্চতা নীচতা নাই, তদ্রূপ শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের ধন, বল, বিদ্যা, জাতি, রূপ ও বয়স দ্বারা উচ্চতা নীচতা হয় না। উচ্চবর্ণ, ধন, কুল, বৈষ্ণব-সংগ ইত্যাদি কারণ বশতঃ যে উচ্চতা নীচতা, তাহা সাময়িক মাত্র, পারমার্থিক নয়। শুদ্ধভক্তির উন্নত-তারতম্যই ভ্রাতাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা কনিষ্ঠতা-সূচক লক্ষণ। বৈষ্ণবত্বের প্রাচীনতা, প্রভুবংশীয় বৈষ্ণব-মর্য্যাদা, বৈষ্ণবাচারের অনুষ্ঠান, শুদ্ধবৈষ্ণব-অভ্যাগত সম্মান, অতিথি-সৎকার ও অধিকার-ক্রমে সংসার বর্জ্জনাদির দ্বারা বৈষ্ণব-সমাজে যে একপ্রকার তারতম্য বিচার আছে, সে-সকল শুদ্ধবৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ ভালবাসেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন লক্ষণগত পরস্পরের প্রতি তারতম্য-বিচার শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সতর্কতার সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীনামহট্টের সমস্ত বিধি-বিধান ও ঘটনা এবং এই হাট-সম্বন্ধে যে-সকল বার্ত্তা সাধারণের জানা কর্ত্তব্য, তাহা এই 'গোদ্রুম-কল্পাটবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। গোদ্রুম-কল্পাটবী পত্রিকা প্রকাশ হইবার সময়ের নিয়ম নাই। কখন এক মাস, কখন দুই মাস অন্তর এবং কখন মাসে দুই খানাও বাহির হইতে পারে। এই পত্রিকার কোন মূল্য নাই। ব্রাহ্মক-বিপণী, বিপণিপতি ও হাটের অন্যান্য প্রকার কর্ম্মচারীদিগকে ইহার একখানি করিয়া বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে। যাঁহারা এই পত্রিকা পাইতেছেন, তাঁহারা যত্ন করিয়া প্রথম ক্রম হইতে গাঁথিয়া রাখিলে শেষে অনেক প্রকার উপকার লাভ করিবেন।

এই পত্রিকা হইতে পৃথক্ 'শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা' বাহির

আর একখানি পত্রিকা শ্রীনামহট্ট হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালার পত্রিকাগুলির নাম—গুটী। কলেবর একশত কাটটী গুটীতে মালা সম্পূর্ণ হইবে। গুটীগুলি সময়ে সময়ে ছাপা হইয়া ব্রাহ্মক-বিপণী ও বিপণি-পতিদিগের এবং হাটের অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের হস্তে যাইবে। উহারা বিনা মূল্যে ঐ সকল গুটী প্রাপ্ত হইবেন। গুটীগুলিতে সমস্ত বৈষ্ণব-তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও শুদ্ধনাম সমস্ত প্রকাশিত হইবে। ব্রাহ্মকবিপণী ও বিপণিপতি প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ ঐ সকল নাম পাঠ করিবেন ও করাইবেন। গুটীগুলিতে যে-সকল নাম-তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও শিক্ষা থাকিবে, তাহা গ্রামে গ্রামে সেই আকারে বা একটু আকার পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচার করিবেন। গুটীগুলি সপ্তম হইতে কর্ম্মচারিগণ ধরু করিয়া গাঁথিয়া রাখিবেন। প্রথম গুটী অতি শীঘ্রে প্রকাশ হইয়াছিল। তাহার আর একবার পরে মুদ্রিত হইয়া কর্ম্মচারিগণের হস্তে যাইবে। তাঁহারা প্রথম গুটী হইতে গাঁথাই করিয়া রাখিবেন। গুটীগুলি প্রায়ই এক কথা হইবে। যদি অন্য কেহ গুটী লইতে চান, তিনি এক পয়সা মূল্যে প্রত্যেক গুটী পাইতে পারিবেন। কর্ম্মচারিগণ নামের হাটের সহযোগকারী মহাশয়কে পত্র লিখিলেই যে কয়খানা গুটী চান, পাইবেন।

যাঁহার যে কিছু গোদ্রুমকল্পাটবীতে প্রকাশ করিবার জন্য লিখিতে হইবে বা নামের হাটের কর্ম্মচারীদিগকে জানাইতে হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া নিম্নলিখিত নামের ঠিকানায় পাইবেন—

শ্রীযুত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিতৃপ্ত
- শ্রীনামহট্টের সহযোগকারী
মুক্তিকুঞ্জ, পরপগঞ্জ পোষ্ট অফিস,
জেলা নদীয়া।

নিবেদন

যে মহাত্মাগণ আমাদের নামের হাটের ব্রাহ্মকবিপণী ও বিপণিপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতাঞ্জলি নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিকটস্থ অথবা জানিত যে-সকল উদ্যোগী শুদ্ধবৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের সম্মতি লইয়া তাঁহাদের নাম, গ্রাম, ডাকের ঠিকানা ও জেলা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান। তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মক-বিপণী বলিয়া গণ্য করতঃ তাঁহাদের নামে শ্রীনামহাটের পুস্তকসমূহ প্রেরণ করিব।

প্রপন্নাশ্রম ও শ্রদ্ধা-কুটীর :—বিপণিপতি যে গ্রামে থাকেন, সেই গ্রামে বা নগরে তিনি নামের বিপণি-স্বরূপ এক কুটীর বা আলয় স্থির করিবেন। সেই কুটীর বা আলয়কে প্রপন্নাশ্রম বলিয়া নামকরণ করিবেন। প্রপন্নাশ্রমে নিকটস্থ ও দূরস্থ শুদ্ধনামপরায়ণ ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া নামানন্দ আস্বাদন ও প্রচার করিবেন। বিপণিপতি মহোদয় শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে পরমার্থ-ভ্রাতা জানিয়া আদর করিবেন। কিন্তু আশ্রমাগত সাধুজন এরূপ মনে করিবেন না যে, বিপণিপতি তাঁহাদিগকে ভোজনাস্বাদন দিতে বাধ্য আছেন। এক সাধু অন্য সাধুকে নিজের অভাবের জন্য বাধ্য করেন না, তবে যাঁহার যে শক্তি, তিনি পরমার্থ ভ্রাতাকে সেই অনুসারে আতিথ্য করিলেও করিতে পারেন। পক্ষান্তরে কোন সাধু স্বয়ং খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া কোন প্রপন্নাশ্রমে রাত্রিবাস করিলে বিপণিপতি মহোদয় তাহাতে আপনাকে হীন বোধ করিবেন না। যদি ভ্রাতৃসেবায় নিজ দ্রব্যাদি দেন, তাহাতেও দাতা বলিয়া অভিমান করিবেন না। শুদ্ধনামের জয়-পতাকা যাহাতে উড়িতে পারে, এই চেষ্টাই সকলের কার্য্য। তাহাতে কোনপ্রকার আপন-পর-বোধে মানাপমান রাখার প্রয়োজন নাই। আপনাপন অভাব নিবৃত্তি, আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহাই সাধারণ বিধি। প্রত্যেক প্রপন্নাশ্রম স্ব-স্ব গ্রাম বা পল্লীর নামের সহিত সংযোজিত থাকিবে; যথা আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম, বাবাজার প্রপন্নাশ্রম, দিনাজপুর প্রপন্নাশ্রম ইত্যাদি।

ব্রাহ্মক-বিপণী মহোদয়গণ যেখানে থাকেন, সেই স্থানের নাম শ্রদ্ধা-কুটীর; যথা মূলগুরুস্থ শ্রদ্ধা-কুটীর, নাথুরিয়া শ্রদ্ধা-কুটীর ইত্যাদি। তাঁহার পৃথক্ কুটীর বা গৃহ-নির্ম্মাণের প্রয়োজন নাই। যখন যে হাট-সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী সেই গ্রামে যাইবেন, প্রথমেই শ্রদ্ধা-কুটীরের দ্বারে গিয়া ব্রাহ্মক-বিপণী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কর্ম্মচারিগণ নিজ-নিজ ব্যয়ে নিজ অভাব নির্ব্বাহ করিবেন; ব্রাহ্মক-বিপণী মহাশয়ের ভ্রাতৃস্নেহই তাঁহার পক্ষে উপাদেয় হইবে। তবে যদি কোন ব্রাহ্মক-বিপণী ভ্রাতা কর্ম্মচারীকে আতিথ্য বরণ করিতে ইচ্ছা

করেন, তবে তাঁহার চিত্তে যাহাতে সুখ জন্মায়, তাহা করিলে বড় আনন্দের বিষয় হয়।

বার্ত্তা

আমাদের হাটের কর্ম্মচারিগণ অনেক বিষয়ে পরস্পর পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন, এইজন্য এই পত্রিকায় ক্রমশঃ সমস্ত কর্ম্মচারী মহোদয়গণের নাম ও ডাকের ঠিকানা প্রকাশিত হইবে। অদ্য কতকগুলি কর্ম্মচারী মহাশয়দের নাম প্রকাশিত হইল ; যথা:—

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ:—১। শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ সোম, ফুলকুসুম, রাইপুর, বাঁকুড়া। ২। শ্রীযুত কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, রাইপুর বাজার, রাইপুর, বাঁকুড়া। ৩। শ্রীযুত শিব নারায়ণ মহাপাত্র, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ৪। শ্রীযুত রামানন্দ দাস বাবাজী, রামোদরবাটী, তেলিবেড়িয়া, বাঁকুড়া। ৫। শ্রীযুত সূর্য্যনারায়ণ বিশ্বাস, রাধামোহনপুর, সোণামুখী, বাঁকুড়া। ৬। শ্রীযুত রসিকলাল দত্ত, রাগভুবন, নাখুরিয়া, পালীগ্রাম, বর্দ্ধমান। ৭। শ্রীযুত মধুসূদন গোস্বামী, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা। ৮। শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, সুকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৯। শ্রীযুত হৃদয়নাথ পাণ্ডা, শ্যামপুর, রাইপুর, বাঁকুড়া। ১০। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ গোস্বামী, হাসিমপুর, কাশিয়াড়ি মেদিনীপুর। ১১। শ্রীযুত রমানাথ মুখোপাধ্যায়, আমলাযোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১২। শ্রীযুত গদাধর মজুমদার, আমলাযোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৩। শ্রীযুত উদয়চন্দ্র দাস, পানাগড়, বর্দ্ধমান। ১৪। শ্রীযুত বেণীমাধব সরকার, পানাগড়, বর্দ্ধমান। ১৫। শ্রীযুত যাদবচন্দ্র দাস, বালকোপা, গোপালপুর, ঐ। ১৬। শ্রীযুত হরিদাস, বাবলাবেড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৭। শ্রীযুত রামকৃষ্ণ সাহা, মানিকাড়া, গোপালপুর, ঐ। ১৮। শ্রীযুত বাউলচন্দ্র ঘাড়া, মরারকগঞ্জ, গোপালপুর, ঐ। ১৯। শ্রীযুত বজ্রনাথ ঘটক, তাজপুর, পলাশডাঙ্গা, বাঁকুড়া। ২০। শ্রীযুত সীতানাথ দাস মহাপাত্র, সাউরিগ্রাম, সাবড়া, মেদিনীপুর। ২১। শ্রীযুত বরদাপ্রসাদ বাগচি, রংপুর। ২২। শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, নওয়াবাদ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। ২৩। শ্রীযুত স্বরূপমোহন গোস্বামী, ভবানীপুর, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ২৪। শ্রীযুত বনমালী দাস বাবাজী, আরজাবাদ, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ২৫। শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দাস, মালদহ। ২৬। শ্রীযুত মতিলাল বিশ্বাস, হাঁসখালি, নদীয়া। শ্রীযুত গুরুদাস বিশ্বাস, হাঁসখালি, নদীয়া। ২৮। শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস, দিনাজপুর।

বিপণিপতি মহোদয়গণ:—১। শ্রীযুত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন, আমলাযোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ২। শ্রীযুত রামচন্দ্র শিরোমণি দিনাজপুর। ৩। শ্রীযুত রাধাবল্লভ চৌধুরী, সেরপুর, ময়মনসিংহ।

জ্ঞাতব্য

হাটের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ যখন কার্য্যান্তরে অন্য গ্রামে যাইবেন, তখন তথায় একটী সাধারণ স্থান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক নামের হাটের উদ্দেশ্য-সূচক বক্তৃতা করিবেন এবং শুদ্ধভক্তি-সূচক নাম গান ও ভাব গান করিয়া শ্রোতাগণকে শুদ্ধভক্তি-পথে আনিবার চেষ্টা করিবেন। গানগুলি যে কেবল কীর্ত্তন-সুরে হইবে, এমত নহে ; কিন্তু যে-স্থানে যেমন রুচি দেখেন, সে স্থানে তদনুরূপ সুরের (বৈঠকী কাওয়ালি, বাউল প্রভৃতি) গান করিবেন ও করাইবেন। ইহাতে এইমাত্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, পদগুলিতে শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ কোন কথা না থাকে। আমরা ক্রমশঃ সকল প্রকার সুরের গান তাঁহাদের সাহায্যার্থে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালায় প্রকাশ করিব।

সুদীন অকিঞ্চন

শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীবিনোদপদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-কল্পলতিকা

চতুর্থ স্তম্ভ

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ শ্রীচরণে কৃতাঞ্জলি নিবেদন :—

১। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা-মতে এই নামহট্ট পুনরায় প্রকটিত হইয়াছে। দেশ-বিদেশের সাধু-বৈষ্ণবগণ এই হাটের কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। হাটের কার্য্য বিশেষ উৎসাহ-সহকারে করা আবশ্যক। কতিপয় কর্ম্মচারী মহোদয় স্থানে স্থানে শুদ্ধনাম-প্রচার-কার্য্যের বিবরণ পাঠাইতেছেন। কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের কার্য্য-বিবরণ পাঠান নাই। আমরা যথাসাধ্য ব্যয় ও পরিশ্রমে কল্পলতিকা ও সিদ্ধান্তমালা মুদ্রিত করিয়া পাঠাইতেছি। আশা করি, প্রত্যেক কর্ম্মচারী মহোদয় তাঁহার কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া তিন মাস অন্তর আমাদের নিকট পাঠাইবেন। কল্পলতিকাতে ও সময়ে সময়ে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'য় তাঁহাদের বিবরণসকলের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইবে। চতুর্থ মাসের মধ্যে যাঁহাদের বিবরণ পাওয়া যাইবে না, আমরা মনে করিব যে, তাঁহারা আমাদের প্রতি দয়া করিলেন না এবং তাঁহারা শ্রীশ্রীনামহট্টের সম্বন্ধে কিছুই করিবেন না।

২। শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য সুচারুরূপে হইতে গেলে কতকগুলি বক্তৃতা ও গানশক্তিবিশিষ্ট ব্রাহ্মক-বিপণী সংগ্রহ হওয়া আবশ্যক। **শুদ্ধভক্তদিগের মধ্যে এরূপ লোক অনেক পাওয়া যায় না।** অতএব আমরা প্রস্তাব করি যে, হাটের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ কতকগুলি অল্পবয়স্ক কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে জনসমাজে বক্তৃতা ও গান করিবার উৎসাহ দিবেন। এইরূপ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই সুবক্তা ও সুগায়ক ব্রাহ্মক বিপণী ও বিপণিপতি পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে সকলেই বিশেষ যত্ন করিবেন। অল্পবয়স্ক, বিনয়ী, উৎসাহী, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ কতকগুলি ব্যক্তিকে নির্জ্জন স্থানে বক্তৃতা ও গান শিক্ষা দিয়া ক্রমশঃ গ্রামের মধ্যে, চত্বরে, বাজারে ও অন্যান্য সাধারণ স্থানে তাঁহাদের দ্বারা বক্তৃতা করাইবেন। এই সমস্ত চেষ্টা দ্বারা যে অর্থোৎপন্ন হয়, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য লিখিবেন।

৩। বিলাত হইতে যে-সকল খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচারক অর্থাৎ মিশনারী এ প্রদেশে আসিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা সেই কার্য্যের জন্য বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ক্রিয়া নিঃস্বার্থ নয়, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যদ্বারা জগতের কোন মঙ্গল সাধন হয় না। আমাদের শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নামের হাট সেইরূপ নয়। **আমাদের নাম-প্রচারকগণ নিঃস্বার্থে প্রভুর নিশান ধরিয়া গ্রামে-গ্রামে শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রের আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন।** এইপ্রকার ধর্ম্ম-প্রচার দ্বারা অতি স্বল্প দিনের মধ্যেই কেবল ভারতভূমিতে নয়, কিন্তু **সমস্ত ভূমণ্ডলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের খোল বাজিয়া উঠিবে** এবং শুদ্ধ হরিভক্তি কি ব্রাহ্মণ, কি ম্লেচ্ছ, সকলেই লাভ করিবে।

প্রচার-কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৩ই পৌষ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রাব্দ ৪০৫, শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য আরম্ভ হয়। কলিকাতা কুমারটুলী শ্রীশ্রীগৌর-গোপীনাথ-কুঞ্জে, বিডনষ্ট্রীটে শ্রীযুত রায় কানাইলাল দে বাহাদুরের বাটীতে ও রামবাগান ভক্তিভবনে কয়েকজন হাটের কর্ম্মচারী একত্রিত হইয়া নামোৎসব করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার আমলাবোড়া গ্রামে শ্রীযুত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন বিপণিপতি মহাশয় একটি প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করত নিকটস্থ গ্রাম-সমূহে শুদ্ধ নাম প্রচার করিতেছেন।

হুগলী বদনগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি বিপণিপতি মহাশয় স্বগ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করত: তথা হইতে গ্রামে-গ্রামে নামোৎসব করাইতেছেন।

মৈমনসিংহ পেরপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুত রাধাবল্লভ চৌধুরী বিপণিপতি মহাশয় প্রপন্নাশ্রম স্থাপন-পূর্ব্বক নিকটস্থ

গ্রাম-সমূহে শুদ্ধ নামতত্ত্ব প্রচার ও শুদ্ধ নামোৎসব করিতেছেন।

শ্রীযুত ব্রাহ্মকবিপণী কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের প্রযত্নে শ্রীরামপুর নগরে শ্রীযুত কালিদাস সাহা মহাশয়ের বাটীতে বিগত ৪৩শে চৈত্র রবিবার হরিবাসর-দিবসে শ্রীনামোৎসব ও শুদ্ধ নাম-বিষয়ক আলোচনা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মকবিপণী শ্রীযুত রঘুনন্দন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যত্নে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে বৈশাখ মাসে (৪০৬) নামোৎসব ও বক্তৃতা হইয়াছিল।

সম্বলপুর নগরে শ্রীযুত মধুসূদন দাস ব্রাহ্মক-বিপণী মহাশয়ের প্রযত্নে শেষ চৈত্র হইতে নামোৎসব হইতেছে।

ব্রাহ্মক-বিপণী শ্রীযুত সূর্য্যনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রযত্নে বাঁকুড়া, সোনামুখীর অন্তর্গত রাধামাধবপুর গ্রামে বিশেষ যত্ন-সহকারে শ্রীনামোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার গোপালপুর গ্রামে ব্রাহ্মক-বিপণী শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুদ্ধনাম গান ও শুদ্ধ নাম-তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন।

বাঁকুড়া রাইপুর গ্রামে ব্রাহ্মক-বিপণী শ্রীযুত কালিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তত্রত্য হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা-গৃহে ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে প্রতিদিন নাম প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীহট্ট কানাইঘাজারে বৈদ্য নিবাসী ব্রাহ্মক-বিপণী শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয় ঐ প্রদেশে শুদ্ধনাম-প্রচারের বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন।

ব্রাহ্মক-বিপণী শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর গ্রামের নিকটস্থ অনেকানেক গ্রামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিশান উড়াইয়া শুদ্ধনাম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার মধুর বক্তৃতায় বিমোহিত-চিত্তে অনেকেই শুদ্ধনামাশ্রয় করিয়াছেন।

ব্রাহ্মক-বিপণী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসাক মহাশয় ঢাকা নগরে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন।

বিপণিপতি শ্রীযুক্ত মহান্ত গোরাচাঁদ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে নামকীর্ত্তন দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

শ্রীগোদ্রুমবাসী নামহট্টের সেবকগণ উক্ত মহোদয়দিগের কার্য্য আলোচনা করিয়া আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছেন। এখন নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর নামের হাট পুনরায় জাগিয়া উঠিল। সবলই তাঁহার ইচ্ছা।

সন্দেহ নিরসন

গোদ্রুম-কলাটবীর দ্বিতীয় ভ্রমের লিখিত মত প্রামাণিক, বোবা ও দরজী ইহারা কি কার্য্য করেন, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রামাণিক, বোবা ও দরজীর পদ অতিশয় উচ্চ। বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ঐ তিনটী পদ কেহই গ্রহণ করিতে পারেন না। কৃষ্ণস্বরূপ অজ্ঞত-লক্ষণ শ্মশ্রু-কেশ দূর করিয়া বিপণীবিগকে যাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবতায় আনিতে পারেন, তাঁহারাই হাটের ক্ষৌরকারী প্রামাণিক। বিপণ-গমনদ্বারা মূর্ত্তিত চরিত্রস্বরূপ মলযুক্ত পরিচ্ছেদ ধৌত করাইয়া যাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্ত-পরিচ্ছেদ দিতে সক্ষম, তাঁহারাই হাটের বোবা। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-বাদ প্রভৃতি আর্ষ-ক্রিয়ারূপ অমিলিত বস্ত্র-সকলকে যাঁহারা শুদ্ধভক্তি-শুদ্ধ-সূচীদ্বারা গ্রথন করতঃ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ ব্যবহার উৎপন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই হাটের দরজী।

সদ্বিচার

অনেকে 'শ্রীশ্রী৺ রাধাকৃষ্ণ', 'শ্রীশ্রী৺ নামসংকীর্ত্তন' 'শ্রীশ্রী৺ মহাপ্রভু'—এইরূপ লিখিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদানুগত পণ্ডিত-সকল যেই যেই রূপে লিখিলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না; কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবের পক্ষে সেই সেই রূপে লেখা যুক্তি ও সদাচার-বিরুদ্ধ। "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ", "শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন"—এইরূপ লিখিলেই যথেষ্ট। যেহেতু হরিনাম বা হরিবিষয়ক কথার পূর্ব্বে '৺' সঙ্কেত লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি '৺' শব্দ লিখিতে হয়, তাহার পূর্ব্বে '৺ ঈশ্বর' শব্দ লেখা যায়, তাহা কেবল হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। ঐরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা মৃত ব্যক্তিদের নামের পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদ-সম্মত মৃত-শব্দের পরিবর্ত্তে মাত্র; ঐ চিহ্নে বৈষ্ণবদিগের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

পণ্য-বীথিকা-পতি :—যে-সকল মহান্ত-সন্তান ও প্রভু-সন্তানগণ আপনাপন পণ্য-বিথীকায় বসিয়া নিঃস্বার্থভাবে শুদ্ধ-নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের হাটে পণ্য-বীথিকা-পতি।

পঞ্চায়েৎ :—হাটের যখন যে-কোন কর্ম্মচারী শ্রীগোদ্রুম-ক্ষেত্রে ১০ জনের অধিক একত্রিত হইয়া হাটের-মঙ্গল সাধন

সম্বন্ধে বিষয়-সকল সিদ্ধান্ত করিবেন, তাঁহারাই তখন শ্রীশ্রীনামহট্টের পক্ষান্তরে অর্থাৎ হাটের মূল মহাজনের প্রতিনিধি।

পূর্ব্ব প্রকাশিত তালিকার পর বিপণিপতি মহোদয়গণ :—৫। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিশ্বাস, বহরমপুর, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। ৫। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিবিনিধি, বল্লভগঞ্জ, হুগলী। ৬। শ্রীযুক্ত মহান্ত গোরাচাঁদদাস বাবাজী, শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া।

জালালগণ :—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত, হাসখালি, নদীয়া। ২। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মৌলিক, দেওঘর, বৈদ্যনাথ। ৩। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু, জাগুলী, নদীয়া। ৪। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল ভট্টাচার্য্য, আমড়াটা, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

ব্রাহ্মক-বিপণি মহোদয়গণ :—২৯। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সাহা, করিমপুর নদীয়া। শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী, বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। ৩১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী, শ্রীরামপুর, হুগলী। ৩২। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দত্ত, কাছানাবাদ, হুগলী। ৩৩। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, হেড্‌মাষ্টার রাজজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৩৪। শ্রীযুক্ত বৃন্দবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ৩৫। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৪৬নং মিডিল রোড, ইটালী, নাপিতবাজার, কলিকাতা। ৩৬। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস সুনারী, আটারিয়া, সমলপুর। ৩৭। শ্রীযুক্ত রামলাল দাস, আমড়হরা, বোলপুর, বীরভূম। ৩৮। শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, নবদ্বীপ, নদীয়া। ৩৯। শ্রীযুক্ত ঘনেশ্বর সিংহ হুরশাতুলী, খরিলপাড়া, শিলচর, কাছাড়। ৪০। শ্রীযুক্ত লোকনাথ হোড়, ৬৮নং শাখারীটোলা লেন, কলিকাতা। ৪১। শ্রীযুক্ত গুরুদাস ঘোষ, ৮নং বৃন্দাবন ঘোষের লেন, কলিকাতা। ৪২। শ্রীযুক্ত গায়কানাথ চক্রবর্ত্তী, ছুটা, গোবরাঘাট, কটক। ৪৩। শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস, মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহট্ট। ৪৪। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দেবখণ্ড, রাজজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৪৫। শ্রীযুক্ত মধুরানাথ দাস, কাটোয়া, বর্দ্ধমান। ৪৬। শ্রীযুক্ত হরলাল চক্রবর্ত্তী, গ্রাম হুড়কা, রাইপুর, বাঁকুড়া। ৪৭। শ্রীযুক্ত নবীন মুখোপাধ্যায়, ৪র্থ শিক্ষক, বীরসিংহ, খারার, মেদিনীপুর। ৪৮। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণদাস বাবাজী, কন্তরবগা, লাপাঙ্গা, সমলপুর। ৪৯। শ্রীযুক্ত রামচরণদাস বৈরাগী, দয়ালবাজার, রাজজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৫০। শ্রীযুক্ত রামবল্লভ সর্ব্বাধিকারী, মেমারী, বর্দ্ধমান। ৫১। শ্রীযুক্ত কিরীটীভূষণ ধলবাবু, অধিকানগর, রাজবাটী, বাঁকুড়া। ৫২। শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তী, পাবুয়া, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৫৩। শ্রীযুক্ত গায়কানাথ বসাক, ডেঃ পোঃ মাঃ জেঃ আঃ, ঢাকা।

হরভিকুঞ্জ
গোদ্রুমদ্বীপ
স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

সুধীন অধিকিন
শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

পঞ্চম দ্রুম

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

পরিদর্শন-বিবরণ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীগোদ্রুমক্ষেত্রে শ্রীহরিভিকুঞ্জে সম্প্রতি শ্রীশ্রীনামহট্টের মূল সংস্থাপিত আছে এবং ভারতভূমির সর্ব্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে। স্থানে-স্থানে হাটের কার্য্য কিরূপ হইতেছে, তাহা দেখিবার অভিপ্রায়ে মূল হাটস্থিত কর্ম্মচারিগণ সময়ে সময়ে দেশ-ভ্রমণে নিযুক্ত হন। আজ পর্য্যন্ত ঐ পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণ যাহা যাহা

দৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমুদয় এই বিবরণে প্রকাশিত হইল।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৬ চারিশত ছয়, ২১শে ভাদ্র রবিবারে নামহট্টের পরিমার্জ্জক, সহযোগী এবং আরও দুইটী কর্ম্মচারী একযোগে হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর নগরে হাটের কার্য্য পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নূতন মন্দিরে ব্রাহ্মক-বিপণী শ্রীযুত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের

(২) গৌরনারায়ণ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন। ভক্তি ও বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা হইলে পর ব্রাহ্মক-বিপণী শ্রীযুত কালিদাস সাহা মহাশয় কয়েকটি ভক্তকে লইয়া চতুর্থ গুটী বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা হইতে মধুর স্বরে শিক্ষাষ্টক গান-গান করিয়াছিলেন। তত্রস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অকৃত্রিম গৌরভক্তি দর্শন করিয়া হাটের কর্ম্মচারিগণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৬ চারিশত ছয়, ৫ই আশ্বিন সোমবার হাটের পরিমার্জ্জক, সহযোগী ও পতাকাধারী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল নগরে সন্ধ্যার পর পৌঁছিলে তত্রস্থ ভক্ত মহোদয়গণ হরিসংকীর্ত্তনের সহিত তাঁহাদিগকে সজ্জিত হরিসভায় লইয়া গেলেন; সহস্রাধিক নামপরায়ণ সমাগত ব্যক্তিগণ মহাসমারোহে হরিসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। হাটের কর্ম্মচারিগণ সেই রাত্রেই রামজীবনপুর গ্রামে যাত্রা করিলেন। পরদিন প্রাতে রামজীবনপুরের ভক্তগোষ্ঠী সকলের সহিত পরমানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে বিপণিপতি শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাইন মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য পরিদর্শন করিলেন। সহস্রাধিক ভক্তগণ মহা-সমারোহে হরিধ্বনি করিতেছিলেন; হাটের তত্রস্থ সেনাপতি শ্রীযুত উমাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ, সহযোগী ভক্তিকৃষ্ণ ও ভক্ত সীতানাথ প্রভৃতি সমাগত হাটের কর্ম্মচারীদিগকে অভিনন্দনের দ্বারা সমাদর করিলেন। পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য-বিষয়িণী বক্তৃতা করিলেন। ঘাটাল চক্রের † ... (৩) সুললিত বক্তৃতা ও নিজ-রচিত পদগান দ্বারা সমাগত ব্যক্তিদিগকে প্রেমে আপ্লুত করিলেন। ব্রাহ্মক-বিপণী শ্রীযুত রামদাস বাবাজী ও শ্রীযুত অবরচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়দ্বয় তুমিই বক্তৃতা দ্বারা সভাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। হরিধ্বনি ও বিশুদ্ধ নামসংকীর্ত্তনের সহিত এক প্রহর রাত্রে সভা ভঙ্গ হইল।

৭ই আশ্বিন প্রাতেই মহা-সমারোহের সহিত নগরকীর্ত্তন বাহির হইল। সেই সময়ে রামজীবনপুর গ্রামের স্থানে স্থানে নিবাসী ভক্ত মহোদয়গণ নিজ নিজ বাটীর দ্বারে পত্র-মণ্ডপ সুসজ্জিত করিয়া নগরের একটি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন। এদিকে রাজপথ দিয়া সংকীর্ত্তন চলিতেছে, মণ্ডপ হইতে ভক্তগণ সোৎসাহে হরিধ্বনি করতঃ কীর্ত্তনকারীদিগকে মণ্ডপে বসাইতেছেন, ব্রাহ্মকবিপণিগণ ভক্তি-বিনোদের সহিত নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, চতুর্দ্দিক হইতে গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকগণ হুলুধ্বনি করিতেছে, কোন স্থানে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ভঙ্গ করিয়া বালকগণ হরিবোল হরিবোল বলিয়া দৌড়িতেছে, ভক্তগণ পরস্পর আপ্যায়িত করিতেছেন,—এইরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য সমস্ত লোকের মন হরণ করিয়াছিল। শ্রীযুত শ্রীবাসচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের বাটীতে, শ্রীযুত গঙ্গাধর পাল, শ্রীযুত রাধানাথ দাস, শ্রীযুত মাধবচন্দ্র দে, শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মোদক, শ্রীযুত ত্রৈলোক্য দাস, বিপণিপতি শ্রীযুত বদ্যনাথ পাল ও দ্বিজকুলচূড়ামণি শ্রীযুত গোবিন্দনাথ রায় মহোদয়দিগের ভবনে সংকীর্ত্তন-সভার পৃথক্ পৃথক্ অধিবেশন হইয়াছিল। অপরাহ্ণে শ্রীনগর গ্রামে শ্রীনগর নামহট্ট প্রতিষ্ঠিত হরিসভাতে ভক্তি বিনোদ মহাশয় ও যাবতীয় কর্ম্মচারী মহোদয়গণ বক্তৃতা করিয়া প্রায় দুই সহস্র লোকের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুত হরনাথ কর্ম্মকার প্রভৃতি হাটের গায়কগণ মধুর স্বরে হরিনাম গান ও হাটের নর্ত্তক শ্রীযুত সীতানাথ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি কীর্ত্তনে নৃত্য করতঃ সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

৮ই আশ্বিন অপরাহ্ণে হাটের সমস্ত কর্ম্মচারী বিপুল সমারোহে রামজীবনপুর গ্রামে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মোদক, শ্রীযুত অনন্ত গায়েন, শ্রীযুত রামচাঁদ দত্ত, শ্রীযুত শ্রীনিবাস দাউত, শ্রীযুত রামকৃষ্ণ দাউত মহোদয়দিগের বাটী ও বহুসংখ্যক লোকের সমক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীপাকড়াশীনাথ মহাদেবের নাটমন্দিরে প্রায় ২৫০০ লোকের এক মহাসভা হয়, তাহাতে সেনাপতি মহাশয় সমস্ত বেদ-পুরাণ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ মহাশয় শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব-প্রচারকালে মায়াবাদ-

* অস্পষ্টাংশ। † অস্পষ্টাংশ।

ঘটের নিরর্থকতা দেখাইয়াছিলেন। পরে বিশ্ববিপতি শ্রীযুত যদুনাথ পাল মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে রসিক-মণ্ডলীতে রস-কীর্ত্তন হইয়াছিল।

১৯ আশ্বিন অপরাহ্ণে হাটের সমস্ত কর্ম্মচারী হাটখোল দেখিতে উপস্থিত হন, তথায় অপরাজনের ভদ্রকালীর নাট্য-শালায় প্রায় তিন সহস্র লোক সমবেত ছিলেন। তত্রস্থ ব্রাহ্মকবিপত্নী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধে সভ্যমণ্ডপ, তোরণ গোপুরাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। গ্রামস্থ মহাজনগণ সংকীর্ত্তনের সহিত কর্ম্মচারীদিগকে অগ্রসর হইয়া নদীতীর হইতে ঘটগুলি লইয়া গেলেন; গমন সময়ে নহবৎ বাদ্য ও গ্রামস্থ স্ত্রীলোকদিগের হুলুধ্বনিতে গগন পরিপূরিত হইয়াছিল। যিনি সেই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি আর তাহা ভুলিতে পারিবেন না। সে-সময়ে যেন প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সকলে আত্ম-বিস্মরণ হইয়াছিলেন। ভক্তগণ ঘটগুলি বসিলে পর নিম্নলিখিত কীর্ত্তনটি বাউলসুরে গাওয়া হইল।

গীত

নিতাই নাম হাটে, ও কে যাবিরে ভাই আয় ছুটে।
এসে পাবও জগাই মাধাই দুজন সকল হাটের মাল
নিলে লুটে॥
হাটের অংশী মহাজন, শ্রীঅদ্বৈত সনাতন,
ভাণ্ডারী শ্রীসদাশিব পণ্ডিত বিচক্ষণ।
আছেন চৌকিদার হরিদাস আদি হলেন শ্রীসঙ্গীত
শ্রীশ্রীধর মুটে॥
দালাল কেশব ভারতী, শ্রীবিদ্যানিধিপতি
পরিচারক আছেন কৃষ্ণদাস প্রভৃতি,
হন কোষাধ্যক্ষ শ্রীবাস পণ্ডিত, ভাড়ুয়ার কেবার ছুটে॥
হাটের মূল্য নিরূপণ, নয় ভক্তি প্রকরণ,
প্রেম যেন মুদ্রা সর্ব্বসার সংযমন নাই কমিবেশী সমান।
ও জন রে, সব এক মনে দোকান উঠে॥
এই প্রেমের উদ্দেশ, এক সাধু উপদেশ,
সুধাময় হরিনামরূপ সুসন্দেশ, এতে বড় নাই রে বেসাতেশ,
খায় একপাকে কাশাকুঠে॥

পরে "মহামায়ার বৈষ্ণব-বাৎসল্য" বিষয়ে হাটের পরি-মার্জ্জকের বক্তৃতা ও তদন্তে ব্রাহ্মকবিপত্নী মহাশয়গণের সুবক্তৃতা হইয়াছিল এবং হাটের গায়ক মহাশয়দিগের সুললিত তানে হরিগুণগানে সভাস্থ সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মকবিপত্নী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি সুদীর্ঘ পদ্যময়ী বক্তৃতা পাঠ করিলেন। ঐ সভায় অনেকগুলি বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্রাহ্ম পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের আনুগত্য স্বীকার-পূর্ব্বক শ্রীনামহট্টের সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন।

১০ই আশ্বিন অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারিগণ প্রথমে আমধান গ্রামে ব্রাহ্মকবিপত্নী শ্রীযুত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত প্রচারালয়ে প্রায় পাঁচশত লোকের সমক্ষে এবং তৎপরে সেরবাজ গ্রামের ব্রাহ্মকবিপত্নী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার ঘোষের প্রচারালয়ে প্রায় সাত আট শত লোকের সমক্ষে শ্রীশ্রীনাম প্রচারের যথারীতি কার্য্য হইয়া-ছিল। উভয় স্থানেই নানাবিধ বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইয়াছিল।

১১ই আশ্বিন অপরাহ্ণে শ্যামবাজার হরিসভার সম্মুখে প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হন তথায় শ্রীনামসংকীর্ত্তন এবং ভক্তিবিনোদ, ভক্তিভূষণ ও শ্রীযুত রামানন্দ বাবাজী মহাশয়গণ দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সমাগত লোকসকলকে শ্রীনাম-তত্ত্ব উত্তমরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্যামবাজার গ্রামেও স্থানে স্থানে প্রচারমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীনামহট্টের কার্য্য তথায় জাহানাবাদচক্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের প্রবন্ধে উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে, জানা গেল।

১২ই আশ্বিন প্রাতে হাটের কর্ম্মচারিগণ ভক্তিনিধি মহাশয়ের বদনগঞ্জের প্রপন্নাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্ণে কয়াপাট বাজারে একটি বিরাট্ সভা দেখা গেল, প্রায় তিন চারি সহস্র লোক বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত হাটের কর্ম্মচারীদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নাম-কীর্ত্তনের সহিত কর্ম্মচারিগণ তথায় উপস্থিত হইলে, প্রথমে লোক-কলরব নিস্তব্ধ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ সময় অতিবাহিত হইল। তত্ত্বাবধায়ক ভক্তিনিধি মহাশয়ের বক্তৃতান্তে ভক্তি-বিনোদ মহাশয় "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং" শ্রীভাগবতের এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া মায়াবাদ নিরসন ও ভক্তিতত্ত্ব স্থাপন-পূর্ব্বক একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, তৎপরে ব্রাহ্মকবিপত্নী পণ্ডিত শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় একটি ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলে অনন্তর ব্রাহ্মকবিপত্নী শ্রীযুত পণ্ডিত রামানন্দ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনাম সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই সমস্ত বক্তৃতার সময়ে তত্রত্য শ্রোতৃবর্গের

সকলে যে ভক্তিরস উদ্গলিত হইতেছিল, তাহা তাঁহাদের ঘন ঘন প্রেমপূর্ণ-হরিধ্বনিতে প্রকাশ হইয়াছিল।

১৪ই আশ্বিন রাত্রে ক্ষীরপাই গ্রামে শ্রীহরিসাধন দে মহাশয়ের মণ্ডপে প্রায় দুই তিনশত লোক সমবেত হইলে শ্রীহরি-কীর্ত্তন ও অবশেষে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের এক বক্তৃতা হইয়াছিল। গ্রামস্থ লোকেরা শ্রীশ্রীনামহট্টের উপকার পাইবার জন্য বাগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

১৬ই আশ্বিন অপরাহ্নে ঘাটাল নগরে সংকীর্ত্তন ও নাম-প্রচার সভা হয়, তত্রত্য প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী মহাশয়গণ প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভামণ্ডপে ক্রমশঃ প্রায় সহস্র লোকের সমাগম হয়, তন্মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ ছিলেন। জীবতত্ত্ব, ভক্তি-তত্ত্ব ও নামতত্ত্ব বিষয়ে ভক্তিবিনোদ একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহাতে অনেকের মনে শ্রীনামহট্টের প্রতি ভক্তি সঞ্চার হইয়াছিল। দেখা গেল, ঘাটালে এ পর্য্যন্ত নামহট্টের সমধিক কার্য্য হয় নাই, কিন্তু সে-দিবস অনেক সাধুলোক ভক্তবৃন্দ প্রেমের সহিত পরস্পর হরির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নামগানে সকলকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। আশা করা যায় যে, অতি শীঘ্রই রামজীবনপুরের ন্যায় ঘাটালে নামহট্টের বিস্তৃতি হইবে।

রামজীবনপুর ঘাটাল ও অন্যান্য স্থানে যে-সকল গীত ও অভিনন্দন-কবিতা পঠিত হইয়াছিল, তাহাতে হাটের কর্ম্ম-চারীদিগের অতিস্তুতি থাকা পাকায় এই কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম। ঘাটালে যে গীত হইয়াছিল তাহা ভক্তসভা হইতে পৃথক্ ছাপা হইয়াছে।

ঘাটাল চক্র ও ডাহানাবাদ চক্র পরিদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, এই স্বল্পকালের মধ্যে হাটের কার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মকবিপন্থী মহাশয়েরা বিশেষ যত্নের সহিত নিজ নিজ কার্য্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ ঘাটাল চক্রের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের কার্য্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মচারী যদি প্রতি-চক্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়। অন্যান্য চক্র পরিদর্শনকালে বোধ হয়, সে আনন্দ লাভ করা যাইবে।

এখন আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কর্ম্মচারী মহোদয়গণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখেন—

১। শ্রীশ্রীনামহট্টের মহিমা ঘরে ঘরে প্রকাশিত হয়, এই কার্য্যটী উপলক্ষে পল্লীস্থিত মহাশয়দিগের উপর নির্ভর করে।

২। অনেক স্থানে আমরা দেখিলাম যে, নামগান বলিয়া কতকগুলি কুক্তি-কুক্তিকামপূর্ণ বাজে পদের গান হইতেছে। শ্রীনামহট্ট হইতে এইরূপ হওয়া উচিত নয়। পূর্ব্বমহাজন-কৃত নাম, গীত এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালায় প্রকাশিত নাম-গীতসকল অথবা তদনুরূপ যে-কোন নাম রচিত হয়, তাহাই কেবল গীত হওয়া উচিত। আমরা আশা করি যে, চক্রপতি কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবেন।

অনেক স্থানে প্রচারক্ষেত্রে তত্রত্য ভক্তগণ কর্ম্ম-চারীদিগকে ভোজন করাইবার যত্ন পান, তাহাতে তাঁহাদের যথাস্থানের অনেক ব্যাঘাত হয়, এইরূপ না হওয়াই ভাল। উহা দ্বারা প্রয়োজনীয় আহিপোর নিষেধ করা হইল না।

৪। অনেক স্থানে বহুতর কীর্ত্তনোৎসবগণ শ্রীনামহট্টের গায়কপদ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত বৈঠকী গানসকল গাইয়া থাকেন, সেই সকল গান প্রায় শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ; আমাদের ইচ্ছা এই যে, শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধনামযুক্ত বৈঠকীগান-সকল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। চক্রপতি মহাশয়গণ সেইরূপ পদ রাগিণী, তাল উল্লেখ করত প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালায় প্রকাশ করিব।

৫। যে যে হরিসভায় শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধনামের আলো-চনা নাই এবং অর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক হইয়া থাকে, সেই সকল হরিসভার সহিত শ্রীনামহট্টের কোনই সম্বন্ধ রাখা উচিত নয়, নচেৎ শ্রীশ্রীনামহট্টের মহিমা থাকিবে না।

শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন সহকারী।
শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, পরিমার্জ্জক।
শ্রীসীতানাথ দাস মহাপাত্র, পতাকাধারী।

হাটের কার্য্য

শ্রীধামনবদ্বীপান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রে সুরভিকুঞ্জে শ্রীশ্রীনাম-হট্টের পরিমার্জ্জক, প্রচারক প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মচারী স্থানীয় ভক্তবৃন্দের নিয়ম সেবা-উপলক্ষে নামোৎসব করিয়া-ছিলেন। বিগত ২৭শে আশ্বিন হইতে ৩০শে কার্ত্তিক

পর্যায় প্রতি-দিবস আরতি, নামকীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ-পঠন, ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, সময়ে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন এবং নগরকীর্ত্তন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরেকে গোধন, দণ্ডধারির ভজনস্থান, হংসবাহন, স্বরাট্ শৈল, হরিহর ক্ষেত্র, ত্রিবেণীকুল প্রভৃতি প্রভুর লীলা-স্থান অন্বেষণ-পূর্ব্বক তথায় নামগান ও তত্তৎস্থানের লীলা-বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহাতে সেই সকল লীলা-স্থলীর গ্রামবাসীরা দান-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ সেই সেই লীলা-স্থলে গড়াগড়ি দিয়া মনের উল্লাসে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কাহার কাহার অশ্রুপাত এবং সকলের অঙ্গে পুলক হইয়াছিল। ত্রিবেণীকূলে শ্রীযুত নবকৃষ্ণ পাল চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যানে নামগান হওয়াতে তিনি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গোদ্রুম-মহাস্থ শ্রীযুত নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটে উচ্চসংকীর্ত্তন-সহ পার নবদ্বীপ ভ্রমণ এবং পৌড়া মাতা প্রভৃতি নানা দেবালয়ে শুদ্ধনাম গান এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে তাঁহার নাম সুললিত-স্বরে কীর্ত্তন হইয়াছিল। তৎকালে আবাল-বৃদ্ধ-বালক সকলেই স্থির চিত্তে শ্রবণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পুরাঙ্গনারা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে গায়কদিগের উপর পুষ্পের ন্যায় বাতাসা বর্ষণ করিয়াছিলেন। তথায় অনেক বিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। প্রভুর এরূপ জগদ্বল্লভ নাম শুনে শ্রুতিদোষের ভয় নাই।

সেনাপতি ও টহল পদাতিক

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কর্ম্মাটবীর দ্বিতীয় স্কন্ধে যে বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে, তদ্ব্যতীত আর কয়েক প্রকার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন। **নামের ছাট যত বল প্রকাশ করিতেছেন, ছাটের প্রতিপক্ষ পাষণ্ড কলি ততই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ করিতেছে।** সদৈন্য পাষণ্ড কলিকে দমন করিবার জন্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অগ্রাকৃত প্রেমপূর্ণ ভগবন্নাম প্রচার-কার্য্যের সংরক্ষণার্থে একদল নূতন সেনা সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি, প্রদেশস্থ সেনাপতি, চক্রস্থ সেনাপতি ও টহলদার, পদাতিক প্রভৃতি অনেক প্রকার কর্ম্মচারিগণ উক্ত সেনার অঙ্গবিশেষ। টহলদার পদাতিকগণ প্রতি গ্রামে কার্য্য করিবেন। চক্রস্থ সেনাপতি, প্রদেশস্থ সেনাপতি ও প্রধান সেনাপতি মহোদয়গণ আবশ্যক মত শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা পাষণ্ড মত নিরসন-পূর্ব্বক ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য স্থাপন করিবেন।

টহলদার মহোদয়দিগের নিয়মাবলী

১। সাধুসম্মত বেশে ভক্তিভাবে করতালধ্বনি করিতে করিতে টহলদার পদাতিক মহাশয় তাঁহার অবকাশ-ক্রমে প্রতিদিন অন্যূন পাঁচটী গৃহস্থের বাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিবেন।

২। আজ্ঞা প্রচার করিতে যতক্ষণ লাগে, তাহার অধিকক্ষণ সেই গৃহস্থের বাটীতে থাকিবেন না।

৩। উচ্চসূচক সুরে আজ্ঞা গান করিবেন।

৪। গৃহস্থের নিকট কোন পার্থিব বস্তু প্রার্থনা বা গ্রহণ করিবেন না।

৫। গৃহস্থ যদি কোনপ্রকার রূঢ় ব্যবহার করেন, পদাতিক মহাশয় তাঁহাকে শুদ্ধি বাক্যের সহিত সন্তুষ্ট করিতে যত্ন করিবেন। কখন কোনপ্রকার ক্রোধ বা ঘৃণা মনেও আনিবেন না।

৬। যদি কোন ব্যক্তি টহলদার মহাশয়ের সহিত কিছু বিতর্ক করিতে চাহেন, তবে তিনি স্বয়ং কোন বিষয় বিতর্ক না করিয়া নিকটস্থ সেনাপতি মহাশয়কে জানাইবেন।

৭। টহলদার মহাশয়ের অঙ্গে শ্রীশ্রীনামহট্টের একটি ছোট নিশান থাকিবে।

৮। **যাঁহারা ভিক্ষা ও যন্ত্রোপজীবী,** তাঁহারা টহলদার পদাতিক হইতে পারিবেন না।

৯। নামহট্টের কার্য্য করিয়া কেহ কোন **পার্থিব সাহায্যের আশা করিবেন না।** যে সদুপায়ে তিনি নিজের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সেই উপায়লব্ধ অর্থের দ্বারা নিশান ও করতাল পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। এরূপ হইলে নিঃস্বার্থ কার্য্যের দ্বারা তিনি বল মহাজন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পরিতুষ্ট করিবেন।

সেনাপতি মহোদয়দিগের নিয়মাবলী

১। সেনাপতিগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব সংস্থাপন করিবার জন্য বেদ ও তদনুগত স্মৃতি ও মীমাংসা-শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিবেন।

তাঁহারা গ্রামে গ্রামে টোলসমূহে শাস্ত্রাদিক নিযুক্ত তাঁহাদিগকে কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা দিলেন এবং

আবশ্যক হইলে ভক্তিপূর্ণ শিক্ষা দান। তাঁহাদের পুষ্ট-পোষণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব সংস্কৃত-পদ্যাবলী

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ

(তোটকচ্ছন্দঃ)

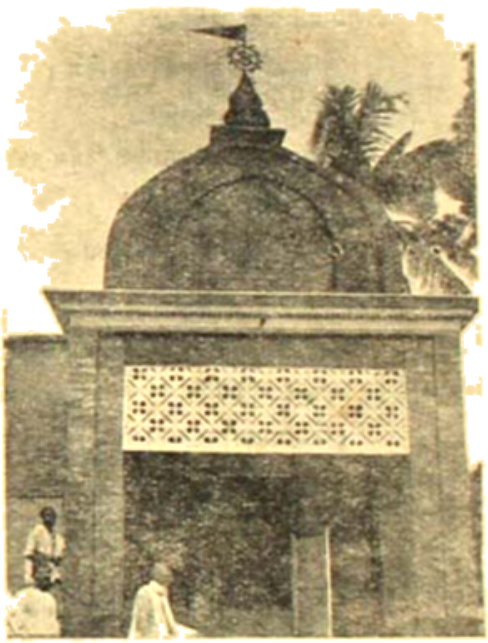

[১। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। ২। শ্রীগোদ্রুমের স্বানন্দসুখদকুঞ্জস্থিত শ্রীভক্তিবিনোদ-সমাধিমন্দিরের সম্মুখে শ্রীল প্রভুপাদ]

যদি তে হরিপাদসরোরুহয়ো-
রসপানসুখং হৃদয়ং সতত্ম্।
পরিহৃত্য গৃহং কলিতারময়ং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥১॥

নবযৌবন-জীবন-রাজসুখং
ন হি নিত্যমুপৈক্ষ্য-নাশপদম্।
ত্বয় যামাকপ্যদকলং বিফলং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥২॥

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী' ও 'শ্রীশ্রীনামহট্ট'র এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ সম্প্রদায়গত বা গোষ্ঠীগত ভজন প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধভক্তি-সত্যধাম-স্থাপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদেরই আবদ্ধ মনোঽভীষ্টের বিস্তার করিয়াছেন। গৌঃ সঃ]

রমণীকমনকণ্ঠসখে
চরমে ভবতং পুরুষার্থবরম্।
হরিনামসুধারস-মত্তমতি-
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥৭॥
ভবভঞ্জনকারণ মঙ্গলদো
কলিপাবন-গৌরবসো হি বসঃ।
অনমন্ত্রকপাস্তুলীলনয়া
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥৪॥
দুরদান্তদুরাত্মবিত্তরাধতনুং
যমুনাতটনাগর-নন্দসুতম্।
বরলীকলনীতরিরোধনরং
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥৫॥
হরিকীর্তন-রঙ্গগতং সুজনৈঃ
পরিবেষ্টিত-ভাবুনরাজচরিম্।
নিজগৌড়ভুবৈককৃপা-জলধিং
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥৬॥
দিবিরাজসুতাপরিবীত-গুরং
নবখণ্ডপতিং যতিচিত্তহরম্।
ভবসম্বলমুক্তং নিরয়া সতিক্ত
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥৭॥
কলিকুক্করমুদ্গর-ভাবধরং
হরিনামমহৌষধ-দানপরম্।
পতিতার্ত্ত-দয়ার্দ্র-তনুর্দ্ধিধরং *
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥৮॥
বিপুলাধমসঙ্ঘবিতীনদয়া
যদভীক্ষ্ণমুদেতি মুখাম্বুরুহে।
তমকৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥৯॥
ইহ চোপনিষৎ-পরিগীতবিভু-
দ্বিজরাজসুতঃ পুরটাম্ভরুচিঃ।
নিজনামনি গেলতি যস্তমুতো
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥১০॥
অবতারবরং পরিপূর্ণকলং
পরতত্ত্বমিহত্ত্ববিলাসময়ম্।
ব্রজধামরসাম্বুধি-তুঙ্গরসং
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥১১॥

* 'সুভাবভরং' ইতি বা পাঠঃ।

শ্রুতিবর্ণনমাদি ন যস্য কৃপা-
জননে বদনং ভজমেন বিনা।
তমকৈতবভাবধনং হি সখে
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥১২॥
অপি নক্রপতৌ বৃষমধ্যগতং
করমোচয়দার্ত্তজনং ভমকম্।
অবিচিন্ত্যবলং শিবকল্পতরুং
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ বিধুম্ ॥১৩॥
গুরবীক্ষ্যতপঃপরিতুষ্টমনো
বরবর্ণধরো হরিবাসিবরং।
ভমকল্পসুখং মুনিদৈর্গাচরং
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥১৪॥
অভিলাষচয়ং ভবভেদধিয়ং
মতুরুক্ষ পুরঃ ভাজ দর্পমিবম্।
অনুকম্পতয়া প্রিয়সেবনয়া
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥১৫॥
হরিসেবকসেবন-ধর্ম্মপরো
হরিনামরসামৃত-পানরতঃ।
মতি-ধৈর্য্য-দয়া-পরমানদতো
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥১৬॥
বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে
বদ রাম জনার্দ্দন কেশব হে।
বৃষভানুসুতাপ্রিয়নাথ সদা
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥১৭॥
বদ যামুনতীরবনাভ্রিপতে
বদ গোকুলকানন-পুঞ্জরবে।
বদ রাধবলায়ন গৌরহরে
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥১৮॥
চল গৌরবনং নবখণ্ডময়ং
পঠ গৌরহরেশ্চরিতানি মুদা।
লুঠ গৌরপদাঙ্কিত পাংশুতটীং
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥১৯॥
শৃণু গৌর-গদাধর-কেলিকলাং
ভব গৌর-গদাধর-পক্ষধরঃ।
শৃণু গৌর-গদাধর-চারুকথাং
ভজ গৌদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুম্ ॥২০॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাঞ্চরাত্রপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৪৭ ; ১৩ই জুলাই, ১৯৪০ | ৪৯৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী

দু'জন স্বতন্ত্র থাকতে পারে না। ভগবান্ বিভু, জীব অণু। ভগবান্ প্রভু, জীব তাঁর অধীন। মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীব জড়বিলাসী হ'য়েছে। এ জড়বিলাস দে'মে যায়, কিন্তু চিদ্বিলাস নিত্যকাল চল্‌ছে। ভগবানই পুরুষোত্তম। তিনি চিদ্বিলাসী; তাঁ'রই পৌরুষ আছে। তিনি সব ক'র্‌তে পারেন। তাঁর ইচ্ছায় কেহ বাধা দিতে পারে না। লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীমদনমোহনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'বেই। তাঁর ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইবার নামই শরণাগতি। ইহাই জীবের স্বরূপাবস্থান—নিত্যস্থায়ী অবস্থিতি। মানুষ প্রত্যক্ষ, অনুমান, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ পর্য্যন্ত ধারণা ক'র্‌তে পারে; কিন্তু অধোক্ষজের কৃপা ব্যতীত কেহ অধোক্ষজকে বুঝ্‌তে পারে না—ইহাই অধোক্ষজ ভগবানের বৈশিষ্ট্য। তিনি যা' (as He is), তাঁকে তা' জানাই সবিশেষ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান। যা'তে তাঁর ইন্দ্রিয়তোষণ বা সুখ হয়, সে-ভাবেই তাঁর অনুশীলন ক'র্‌তে হ'বে—তা'ই শুদ্ধসেবা। সেবা জড় দেহ-মনের ধর্ম্ম বা জড় দেহ-মনের কল্পিত কোন ব্যাপার নয়; তা' চেতনের সহজ বৃত্তি। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ স্বকৃত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে এ'সব কথা—ভগবত্তত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব অর্থাৎ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনের কথা গদ্য-প্রণালী দ্বারা তুলনামূলে অতি সুন্দর-

রূপে বিচার ক'রেছেন। এই গ্রন্থটী মনোযোগের সহিত সাধুর কাছে প'ড়লে সমস্ত সংশয় নিরাস হ'বে,—আশা করা যায়। তা'তে গোঁড়ামির কোন কথা নেই, তা'তে সমস্ত শাস্ত্রের সুবিচারিত সুধীমীমাংসা র'য়েছে।

চেতন সব তাঁর initiative নিতে পারে, পরম অক্ষরাক্ষর ত্রিবিধটি পরশাস্ত্রকে নিজ রূপ দেখা'তে পারে। চেতন-রূপ শ্রদ্ধালু শ্রোতার বা পাঠকের উপর যাঁর প্রভুত্ব বিস্তার ক'রতে পারে, তাঁ'কে আকর্ষণ ক'রতে পারে—তাঁকে সবই জা'নাতে পারে অর্থাৎ সকলের উপর কর্তৃত্ব ক'রবার শক্তি চেতন সত্তেই র'য়েছে। এই ধর্ম জড়ীয় বা মায়াবদ্ধ জীবের চেষ্টা-বিশেষ নয়; ইনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনিই পরম সত্য। তাঁ'কে কেহ মে'পে নিতে পারে না। যা'কে মাপা যায়, তা' নিত্য সত্য নয়, তা'রই নাম—জড়; আর যা'র দ্বারা বা সাহায্যে মাপা যায়, তা'কেই 'মায়া' বলে।

সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমান দ্বিতীয় পৃথক্ সত্তাযুক্ত বস্তুকে রাখ্‌তে চা'ন না। যদি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, তবেই শব্দ বা সত্যবস্তু আমাদিগকে আকর্ষণ ক'রবেন। সত্য বস্তুটী আমার-পারম্পর্যে দিয়ে বা জগতে নে'মে আসেন। জীবকে নিজ-স্বরূপে অবস্থান করা'তে একমাত্র সমর্থ—এই সত্যবস্তু—পরম-অক্ষরাকার চিন্ময়-বৈকুণ্ঠশব্দ। অপ্রাকৃত শব্দই আমাদিগকে অবিদ্যা হ'তে মুক্ত ক'রে নেবা সাহিত্য লাভের সুযোগ দেয়। শব্দই শ্রোতাকে ও বক্তাকে বা পাঠককে তাঁর নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ দেখায় এবং তাঁ'র আত্মস্বরূপ জাগিয়ে দেয়—নিজ লীলাময়ত্বের অনুভব করায়।

ভগবানের গুণগান বা নিত্য-যোগযুক্ত ব্যক্তির স্তবনে ও কীর্তনে অর্থাৎ পাঠে, গানে, বক্তৃতায় বা রচনায় চেতন আছে, সুতরাং শ্রোতাকে চেতন করায় বা চেতন করা'তে পারে; অন্য বস্তুতে তা' নেই, সুতরাং পারেও না। অতএব নিষ্কিঞ্চন ঐকান্তিক মহাপুরুষের চেতন-বাণীই শ্রবণ ক'রতে হ'বে, তাঁ'র রচিত গ্রন্থই শ্রদ্ধালু শিষ্য-জিজ্ঞাসায় পড়্‌তে হ'বে। ক্রমশঃ ভগবদ্‌মুখ হ'লে এমন রুচি বৃদ্ধি হয় যে, শতবার প'ড়ে বা শুনেও তৃপ্তিলাভ হয় না—তৃষ্ণা বা আশা মেটে না। যে সেবা বা বাণী জীবকে সংসার-মুক্ত ক'রে, পূর্ণভাবে নিত্য আকর্ষণ করে, তা'ই গুরুর বাণী বা সেবা। শ্রীগুরুদেব সর্বজ্ঞ। তাঁ'র জিহ্বায় সত্য প্রকাশিত। আমার গুরুদেবপাদ শ্রীগুরুদেবের কাছে কথা শুনে ব'লেছেন। গুরুর বাণী অভ্রান্ত, অতর্ক্য ও অপরিবর্তনীয়। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থই আমার ক্ষুদ্র জীবনকে আমূল পরিবর্তন ক'রেছে। যে বস্তু আমার সমগ্র জীবনকে উল্‌ট-পাল্‌ট্ ক'রে দিয়েছে, তাঁ'র কত ক্ষমতা! তাই আমি শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রকেই সর্বাগ্রে এই গ্রন্থটিকেই শ্রবণ, পঠন ও আলোচনা ক'রতে ব'লে থাকি।

যেন book-worm হ'য়ে পড়্‌লে অর্থাৎ বৈদিকী যুক্তির বা মেধার সাহায্যে দিবা-রাত্র শাস্ত্র ঘুষ্‌বার চেষ্টা [illegible] নয়; তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনিই পরম সত্য। তাঁ'কে কেহ মে'পে নিতে পারে না। যা'কে মাপা যায়, তা' নিত্য সত্য নয়, তা'রই নাম—জড়; আর যা'র দ্বারা বা সাহায্যে মাপা যায়, তা'কেই 'মায়া' বলে।

সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমান দ্বিতীয় পৃথক্ সত্তাযুক্ত বস্তুকে রাখ্‌তে চা'ন না। যদি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, তবেই শব্দ বা সত্যবস্তু আমাদিগকে আকর্ষণ ক'রবেন। সত্য বস্তুটী আমার-পারম্পর্যে দিয়ে বা জগতে নে'মে আসেন। জীবকে নিজ-স্বরূপে অবস্থান করা'তে একমাত্র সমর্থ—এই সত্যবস্তু—পরম-অক্ষরাকার চিন্ময়-বৈকুণ্ঠশব্দ। অপ্রাকৃত শব্দই আমাদিগকে অবিদ্যা হ'তে মুক্ত ক'রে নেবা সাহিত্য লাভের সুযোগ দেয়। শব্দই শ্রোতাকে ও বক্তাকে বা পাঠককে তাঁর নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ দেখায় এবং তাঁ'র আত্মস্বরূপ জাগিয়ে দেয়—নিজ লীলাময়ত্বের অনুভব করায়।

ভগবানের গুণগান বা নিত্য-যোগযুক্ত ব্যক্তির স্তবনে ও কীর্তনে অর্থাৎ পাঠে, গানে, বক্তৃতায় বা রচনায় চেতন আছে, সুতরাং শ্রোতাকে চেতন করায় বা চেতন করা'তে পারে; অন্য বস্তুতে তা' নেই, সুতরাং পারেও না। অতএব নিষ্কিঞ্চন ঐকান্তিক মহাপুরুষের চেতন-বাণীই শ্রবণ ক'রতে হ'বে, তাঁ'র রচিত গ্রন্থই শ্রদ্ধালু শিষ্য-জিজ্ঞাসায় পড়্‌তে হ'বে। ক্রমশঃ ভগবদ্‌মুখ হ'লে এমন রুচি বৃদ্ধি হয় যে, শতবার প'ড়ে বা শুনেও তৃপ্তিলাভ হয় না—তৃষ্ণা বা আশা মেটে না। যে সেবা বা বাণী জীবকে সংসার-মুক্ত ক'রে, পূর্ণভাবে নিত্য আকর্ষণ করে, তা'ই গুরুর বাণী বা সেবা। শ্রীগুরুদেব সর্বজ্ঞ। তাঁ'র জিহ্বায় সত্য প্রকাশিত।

আমার গুরুদেবপাদ শ্রীগুরুদেবের কাছে কথা শুনে ব'লেছেন। গুরুর বাণী অভ্রান্ত, অতর্ক্য ও অপরিবর্তনীয়। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থই আমার ক্ষুদ্র জীবনকে আমূল পরিবর্তন ক'রেছে। যে বস্তু আমার সমগ্র জীবনকে উল্‌ট-পাল্‌ট্ ক'রে দিয়েছে, তাঁ'র কত ক্ষমতা! তাই আমি শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রকেই সর্বাগ্রে এই গ্রন্থটিকেই শ্রবণ, পঠন ও আলোচনা ক'রতে ব'লে থাকি।

যেন book-worm হ'য়ে পড়্‌লে অর্থাৎ বৈদিকী যুক্তির বা মেধার সাহায্যে দিবা-রাত্র শাস্ত্র ঘুষ্‌বার চেষ্টা [illegible] শুষ্কভক্তি বা ভাগবত (বৈকুণ্ঠ) ধর্ম কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা লাভ করা যায় না। যা'র দ্বারা কৃষ্ণে মতি হয়, তা'ই 'বিদ্যা'; আর বাদ-বাকী সবই 'অবিদ্যা'। ব্রহ্মজ্ঞানও যে চিন্ময়ী নিত্যা মুক্তির আশ্রয় পে'য়ে সার্থক হয়, তা'কে স্বতঃই আনন্দরূপা ভক্তি বলে। সেই ভক্তি জাগরূক হ'লেই জীবন সার্থক হয়।

ত্রিপাদ-বিভূতি তত্ত্বপবৈভব পরব্যোম থে'কে একপাদ-বিভূতি প্রপঞ্চে আসবনের নামই 'অবতার'। অক্ষেন্দ্রিয়ের সাহায্যে লব্ধ অধিজ্ঞানের বা আরোহ-পথের দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত অচিন্ত্য বস্তুর অনুসন্ধানের চেষ্টা বা অনির্দেশ্যের দিকে যে অভিযান, তা' বাহিরের দৃষ্টিতে জ্ঞান বলে মনে হ'লেও শুদ্ধ জ্ঞান বা মোক্ষ নয়। তা' ভক্তের সতন হয়। পরম পরম সত্যবস্তুকে নির্বিশেষ মনে করাটা 'জ্ঞান' নহে,—উহা অজ্ঞান। ভগবান্ জড় নিরাকার ন'ন, বা সাকারও ন'ন; তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। শুদ্ধসত্ত্বের উপর সন্বিতের প্রভাবেই ভগবৎ-জ্ঞান লাভ হয়, আর 'বিজ্ঞান' জিনিষটা—চিদ্বিলাস ভগবৎ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অনুভব। হরিনামেই তাঁ'র রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা নিত্য বর্তমান। হরিনামের কৃপাতেই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন লাভ হয়।

ব্রহ্মদর্শন, পরমাত্মদর্শন ও ভগবদ্দর্শনের কথা আমরা শাস্ত্রে শুনতে পাই। অধিকারভেদে এক বস্তুরই পর পর তিন প্রকার দর্শন হ'য়ে থাকে। বেদোপ্রিতাভিমানী সগুণ, নির্গুণ, ক্লীব ও অপরোক্ষের পর অধোক্ষজ ভগবানের সুদর্শন। অধোক্ষজ অবতীর্ণ হ'তে পারেন। তাঁ'র শ্রীনামাদি তাঁ' হ'তে সম্পূর্ণ অভিন্ন। ঐখানকার মত সেখানে ভেদ নাই। হরিনামের কৃপায়ই নিজের ও হরিনামের স্বরূপকে

জানা যা'বে ও সাক্ষাৎকার হ'বে। সেই আত্মস্বরূপানুবৃত্তি মন বা দেহ কখনও বিরূপোচিত অচেতন বা নিরানন্দ ন'য়। সেই অমায়িক অভিন্ন চেতন দেহ বা স্বরূপ ভক্তিবিনোদের কৃপায় সাক্ষাৎকার হ'বে। যিনি আমার স্বরূপ দেখা'তে পারেন, ভগবানের পাদপদ্মের সহিত আমার শুদ্ধস্বরূপের স্ফূর্তি করিয়ে দিতে পারেন, তিনিই গুরু। তিনি আমাকে বঞ্চনা ক'র্‌বেন না। নিষ্কপটকে তিনি বঞ্চনা করেন না। যে বঞ্চিত হ'তে চা'য়, সেই-ই বঞ্চিত হয়।

শুদ্ধভক্তি-সজ্ঞারামের বাস্তব-আদর্শ

(৩)

আত্মমঙ্গল-লাভার্থ আত্মসমীক্ষা

শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অভিনয় করিয়া কতকগুলি ব্যক্তি আত্মবঞ্চনা করিবার জন্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে নানাপ্রকার ছলের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রধান দুইটী ছল এই যে, যখন গুরুবর্গ বা বৈষ্ণবের আদর্শ আচরণ দেখা যাইতেছে না, তখন অন্যাভিলাষ অতিক্রম করা দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সাধ্য নহে, অতএব যে-তিমিরে, সে-তিমিরেই থাকিতে হইবে। আদর্শও পাইব না, ভালও হইব না—এইরূপ বিচার ভাল না হইবার জন্যই প্রজ্ঞার সুদৃঢ়-সম্বন্ধ বা কপটতা।

দ্বিতীয় ছল এই যে, গুরু, বৈষ্ণব বা বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের দোষানুসন্ধান, ছিদ্রানুসন্ধান ও তাঁহাদের সমালোচনা করিয়া নিজের মঙ্গলের প্রতি উদাসীন হওয়া, অথবা অপরকে অসৎ প্রতিপাদন বা নিন্দা কুৎসা করিয়া নিজকে সাধু বলিয়া স্থাপন করা। এই দুইটী ছলই আত্মমঙ্গলের প্রধান শত্রু। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ॥

(ভাঃ ১১।২৮।২)

[কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! পরের স্বভাব ও কর্ম্ম সমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। তাহা করিলে অসদ্বিষয়ে অভিনিবেশ হইবে এবং স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।]

প্রাকৃত সহজিয়া, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী প্রভৃতির নিন্দা করিতে করিতে তাহাতেই অত্যন্ত অভিনিবেশ হওয়ায় কতকগুলি ব্যক্তির এরূপ অসুবিধা হইয়াছে যে, তাহারা ঐ সকল অপসম্প্রদায়, অসৎ ও পাষণ্ড ব্যক্তি হইতেও অত্যন্ত অধিক অপরাধী ও দুশ্চরিত্র হইয়া পড়িয়াছে। পরের ছিদ্র দেখিতে দেখিতে নিজের কোটি কোটি ছিদ্রের দিকে আর একটুও দৃষ্টি পড়ে না। অসৎসঙ্গ বর্জ্জনের ছল করিয়া তাহারা পরনিন্দারূপ প্রজল্পেই আনন্দ প্রাপ্ত হয় এবং অচিরেই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া পড়ে।

শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তি-সজ্ঞারামকে "গৌড়ীয়-হাসপাতাল" বলিয়াছেন। যাঁহারা অনর্থ-ব্যাধি বিমোচনের জন্য গৌড়ীয় হাসপাতালে সদ্বৈদ্যের শাসনবাণী ও ঔষধি পান করিতেছেন, তাঁহারা কি করিয়া ত্রিতাপমূল অবিদ্যা-রোগ বিদূরিত হয়, তজ্জন্যই সর্ব্বক্ষণ সতর্ক ও আর্ত্ত থাকিবেন; কিন্তু যদি তথায় আসিয়াও দেহ বা মনের ব্যাধির প্রতিই অধিকতর অভিনিবেশ ও দৃষ্টি হয় বা ভাল খাওয়া, ভাল পরার জন্যই লালসা এবং উহার ব্যতিক্রম ঘটিলে মনের প্রফুল্লতা বা উৎসাহের ব্যতিক্রম হয়, কিম্বা শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের শাসনবাণীগুলিকে কেবল সমালোচনামূলক তথা-কথিত পরীক্ষাহীন বাক্যমাত্র মনে হয়, তবে কোনদিনই অনর্থ ব্যাধি বিদূরিত হইবে না। গৌড়ীয় হাসপাতালের প্রত্যেক ব্যক্তিই সর্ব্বক্ষণ আচার্য্যের মনোবাসনা-প্রেরণকারিণী শুভতত্ত্ব-বাণী অকপটে মস্তকে বরণ ও হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদনুসারে স্ব-স্ব অনর্থ ও দোষগুলি প্রবল অধ্যবসায় ও গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-বলে বিদূরিত করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত আমাদের অন্য কোনও উপায়েই মঙ্গল হইতে পারে না। যিনি অমায়ায় শাসন

করেন, আমার দোষগুলি চোখে আঙুল দিয়া সর্ব্বপ্রকারে ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন, তিনিই আমার অকৃত্রিম বান্ধব। এতদ্ব্যতীত সকলেই আমাকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন।

গুরুবর্গ যদি আমার সম্মুখে অন্যকেও ব্যক্তিগতভাবে শাসন করেন, তখনও আমি সেই শাসন হইতে শিক্ষালাভ করিব অর্থাৎ আমিই ঐ শাসন ও শিক্ষার পাত্র, এই ভাবেই তাহা গ্রহণ করিব। ইহাতে অপর সেবকের দোষদৃষ্টি করিয়া নিজের দোষগুলির উপর যবনিকা টানিয়া দিলে আমার মঙ্গল হইবে না।

আমি মিশনের মধ্যে খুব প্রবীণ ব্যক্তি, আমি মহামহোপদেশক, আমি বক্তা, পাঠক, লেখক, কর্তৃপক্ষগণের (?) অন্যতম, বহু লোকের শ্রদ্ধা-ভাজন—এইরূপ অভিমান হৃদয়ে পোষণকালে যদি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমার নানাপ্রকার অনর্থ-সমূহ বিশ্লেষণ করিয়া বহু লোকের সমক্ষে আমাকে তথাকথিত শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ সুতীব্র ভাষায়ও শাসন করেন, তখন আমি উহাকে গুরুবৈষ্ণবের অবঞ্চনাময়ী কৃপা বলিয়াই বরণ করিব এবং জানিব যে এতদিন যে বৃথা প্রতিষ্ঠা-সম্ভারের দ্বারা বঞ্চিত হইতেছিলাম, নিজেকে উচ্চাধিকারী মনে করিয়া পতনের পিচ্ছিল পথে চলিতেছিলাম, তাহা হইতে আমার একান্ত অকৃত্রিম পরম বান্ধব-সূত্রে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছেন, সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে যে বহুমূল্য প্রতিষ্ঠা কুড়াইয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছিলাম, এখন সর্ব্বসাধারণের নিকট আমার প্রকৃত স্বরূপ উন্মুক্ত হওয়ায় আমার মঙ্গলের পথে চলিবার পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমার কপটতার মুখোস ও আবরণ-সমূহ কৃষ্ণ-কৃপায় উদ্ঘাটিত হইতেছে। ইহাতে আমার শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা বরণের জন্য অধিকতর আর্ত্তি, নিজেকে সংশোধিত ও গুরুবৈষ্ণবের প্রদর্শিত আদর্শের উপযুক্ত করিবার জন্যই অধিকতর লৌল্য ও প্রযত্নের উদয় হইলে মঙ্গল হইবে। যাহাদের ইহা হয় নাই, তাহারাই শুদ্ধভক্তি-সদাচার-পরিত্যাগকারী গুরুবৈষ্ণবাপরাধী মঠের স্ব-কর্ম্মফলভুক্ ইইয়া পড়িয়াছে।

অনেক সময় আমরা এক মঠ হইতে অন্য মঠে গমন করিয়া আমাদিগকে সেই মঠের অতিথি, অভ্যাগত বা 'জামাই'-শ্রেণীর ব্যক্তি মনে করি। আমরা যেন নিজের বাড়ী হইতে শ্বশুর বাড়ীতে বেড়াইতে ও ভোজন-আরাম-বিলাসাদি করিতে আসিয়াছি! ইহা আমাদের নিত্য বাসস্থান নহে। ইহা সাময়িক বিলাসস্থান-মাত্র! যে মঠে আমার প্রভুত্ব চলে, সেইটীই আমার নিজের স্থান বা বাড়ী! যেখানে তাহা চলে না, সেই স্থানে কোনপ্রকার তুলভঙ্গ করিতেও আমি প্রস্তুত নহি! এইরূপ একটি ভক্তিবিরোধিনী চিত্তবৃত্তি অনেক দিন হইতেই অবাধে চলিয়া আসিতেছিল। আমি শ্রীসৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক; সুতরাং শ্রীচৈতন্যমঠে গিয়া কেবল গল্প-বিলাস, উত্তম ভোজনাদি করিয়া বেড়াইয়া আসিব। আবার আমি শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক বা সেবক, শ্রীসৌড়ীয়মঠে গিয়া সেইরূপ ব্যবহার প্রাপ্তিরই দাবী করিব। স্থানীয় সেবার নির্দ্দিষ্ট-পন্থার ব্যতিক্রম হইবে—এই ছলনায় কোন সেবায়ই হস্তক্ষেপ করিব না। এই জাতীয় বিচারের দ্বারা কখনও পরস্পরের মঙ্গল হইতে পারে না। ইহাতে এক মঠের সহিত অন্য মঠের ভেদ-বুদ্ধি, নিজ-প্রভুত্ব-কামনা, দেহারামতা ও ভগবৎসেবা-বিষয়ে জাড্য ও কপটতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্ত-সঙ্গারাম হইতে এই সকল অনর্থের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে হইবে।

গৃহস্বাভিমানী ব্যক্তিগণ কোনও কোনও মঠে উপস্থিত হইয়া তত্তন্মঠের সেবকগণের নিকট হইতে সম্মান, উত্তম ভোজন, স্ত্রী-পুত্রগণের প্রতি আদর-যত্ন প্রভৃতি অন্তরে কামনা করিয়া থাকেন এবং তাহা না পাইলে তাঁহারা মনে মনে চটিয়া যান ও মঠের সহিত সহযোগিতা করিতে নিরুৎসাহিত হন। যাঁহাদের চিত্তে এই সকল ভাবের অভিনিবেশ হয়, তাঁহারা শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের সেবক বা শিষ্য-পদবাচ্য হইতে পারেন না। এইরূপ বিচার তাঁহাদের মঙ্গলের পথকে চিরতরে রুদ্ধ করিয়া থাকে এবং গুরুবর্গের চরণে তাঁহাদিগকে অপরাধী করিয়া তোলে।

মঠবাসী সেবকগণও যদি মনে করেন যে, আমরাই মঠের মালিক, গৃহস্থগণ মঠের আগন্তুক মাত্র; সুতরাং উত্তম-ভোজ্যসামগ্রী, উত্তম স্থান আমরাই ভোগ করিব, গৃহস্থগণকে স্ত্রী-সঙ্গী, পাপিষ্ঠ জীব মনে করিয়া কেবল উহাদের দোষই দর্শন করিব, তাহা হইলে মঠবাসিগণও ঐরূপ অভিনিবেশবশতঃ নিম্নেই পতিত হইয়া পড়িবে। সর্ব্বত্রই হরিজনের করিবার অকপট-বুদ্ধি ও নিষ্কপট দৈন্যময়ী অন্তর্মুখিনী চিত্তবৃত্তি সংরক্ষিত করিতে না পারিলে মায়ার বহুরূপিণী ছলনা আসিয়া চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিবে।

পূর্ণ আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলকথা ও শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘারামের অধিবাসিগণের মূলমন্ত্র। 'আমি অমুক মঠে যাইব না, অমুক স্থানে যাইব না, অমুকের সঙ্গে থাকিব না, আমি অমুক সেবা-কার্য্য করিব না' ইত্যাদি বিচার যেন আমাদিগকে কোনপ্রকার প্রচ্ছন্ন-ভোগ-কামনায় প্রধাবিত না করায়। যদি ঐ সকল বিচার হরিগুরুজনের আনুকূল্যার্থ হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে নিষ্কপটে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারেই সানন্দে সেবা-পথে চলিতে থাকিব।

সাধনভক্তি কৃতি' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাধ্য। কোনও ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করিব না কিম্বা কাহারও শাসন মানিব না, ছই মনেরই আনুগত্য করিব, কিন্তু শিষ্ট বৈষ্ণবের আনুগত্য করিব না, যদি অনর্থযুক্ত সাধক তাহার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘারামের সকলকেই দোষযুক্ত দর্শন করিবার ছল উঠাইয়া নির্জ্জন-ভজনানন্দী বা স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ বা অবস্থানের পক্ষপাতী হয়, তবে তাহার পতন অনিবার্য্য। সে গুরুবৈষ্ণবের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজের সম্পূর্ণ বাহির প্রবণ করিতে গিয়া ছই মনের কবলেই পড়িয়া যেন।

মঠবাসী সেবকও কৃতিসাধ্য ভক্তিকে যেন কেবল কল্পনার বস্তু মনে না করেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও যোগ্যতাকে সর্ব্বক্ষণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। বৈষ্ণবসেবা ছাড়িয়া কেবল হরিনাম গ্রহণের ছলনা, কিম্বা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয়—তথে ঘৃতাহুতি-মাত্র। "ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,"—ঠাকুর মহাশয়ের এই বাণীটি সর্ব্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ে ধারণ ও বিচার করিতে হইবে।

গুরুবৈষ্ণবকে আমার প্রতিযোগী বা সমান মনে করিতে হইবে না। সঙ্ঘারামের কেহ কেহ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন এক পার্ত্তিতে বৈষ্ণবগণের সহিত মহা-প্রসাদ সেবা করা হয়, তখন কাহাকেও অধিক পরিমাণে দুগ্ধ, কিম্বা বিশিষ্ট উপকরণ প্রদান করিতে দেখিয়া তাঁহাদের চিত্তে পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যভাব দর্শনরূপ নিরপেক্ষতার অভাব-বিচার ও লোভের উদয় হইয়াছে। যখন সকলেই এক প্রতিষ্ঠানেরই সেবক, তখন কেহ কিছু দ্রব্য, সকলকেই সমান-ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়াই উচিত—এইরূপ সাম্যবাদের নীতি প্রকৃতি-বিরোধিনী যুক্তির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সমর্থিত হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে-স্থানে ভক্তির বিচারের প্রাধান্য, সে-স্থানে ঐরূপ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে তাহা নির্ব্বিশেষবাদে পরিণত হইবে। তবে অনেকক্ষেত্রে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যে-সকল ব্যক্তি কর্ম্মদক্ষতা দ্বারা অধিক অর্থ আনয়ন করিয়াছে বা অধিক লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম ভোজ্য-সামগ্রী প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহারাও মনে করিয়াছে যে, "আমরা অধিক সেবা বা অধিক পরিশ্রম করি বা মিশনের অধিক অর্থাগম করিয়া দিতে পারি বলিয়া আমরা ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণের অধিকারী। অধিক পুষ্টিকর বা মুখরোচক দ্রব্য গ্রহণ না করিলে আমাদের শরীর ও মন উৎফুল্ল থাকিবে কিরূপে? যেহেতু আমরা অধিক সেবা করি, সেহেতু আমরা অধিক ভোগ পাইব,"—এইরূপ চিত্তবৃত্তির মধ্যে বণিগ্‌বৃত্তি ও মঠ-ভোগ-পিপাসা দুই হয়। এই সকল বিচারকে শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের চক্ষুঃশূলমা বহুত সম্পূর্ণরূপে চিরতরে বহিষ্কৃত করিতে হইবে।

সঙ্ঘারামে আর একটি অনর্থ একটা ব্যাপকভাবে প্রবেশ করিয়াছিল যে,-তাহাতে অনেক কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির প্রকৃত বিত্ত নিদ্ধারণে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে ও হইতেছে। কেহ সঙ্ঘে যোগদান করিয়া বা সর্ব্বস্ব সমর্পণের আপাত অভিনয় করিয়া যদি কিছু জাগতিক দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে, যেমন লোকরঞ্জনের ক্ষমতা, বাক্‌পটুতা, সাহিত্যিকতা, বিচার-নৈপুণ্য, লোক ভুলাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার শক্তি, পাণ্ডিত্য, বিদ্বত্তা, কৌশল, বুদ্ধিমত্তা, কলা-বিদ্যার পারদর্শিতা ইত্যাদি, তাহা হইলে তাহাকে এক-দিনেই কক্ষির আসনে উঠাইয়া শ্রেষ্ঠ ভাগবত, ভজনোন্নত-মহাপুরুষ, আদর্শ-সেবক ও কত কি করিয়া তোলা হয় যে, সেই ব্যক্তি আর তাহার প্রকৃত ওজন বুঝিবার সুযোগ পায় না। অথবা 'দশচক্রে ভগবান্ ভূতের ন্যায় এমন একটা অবস্থা প্রাপ্ত করে যে, তাহার আর কথা বলিবারই শক্তি থাকে না। কিন্তু আমার ন্যায় বিড়ালভোজী কুকুরকে যদি রাজসিংহাসনে বসাইয়া দেওয়া যায়, সে কিছুক্ষণ আত্মপ্রতিষ্ঠা সহকারে রাজত্বের আত্মবন্ধন সোপন করিয়া রাখিলেও একটু সুযোগ বা আড়াল পাইলেই সেই বিষ্ঠা-ভোজন, চর্ব্বণ আস্বাদ প্রভৃতি (দেহসম্পর্কিত স্বজন-সঙ্গ)

ও স্বভাবোচিত ধ্বনি করিবেই করিবে। তখন আবার এইরূপ প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় যে, একদিনে যে-ব্যক্তি আদৌ বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিল, সে-ব্যক্তিই অকস্মাৎ 'বিচার কৃমি', 'পাষণ্ড', 'ভণ্ড' প্রভৃতি হইয়া পড়ে। কোনো-স্থলে ব্যক্তিগণ ঐরূপ চালে চড়ান অবস্থায় দেখিয়াই কাহাকেও বহুমানন করিতেছিল, অকস্মাৎ সেইরূপ ব্যক্তির পতনের কথা শুনিয়া তাহারা স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। সঙ্গে এই সকল ভাব কিছুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া পড়িলেও তাহা বিদূরিত করিবার একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। উৎসাহ দিবার নামে লোককে অধিকারের বহির্ভূত পর্বতে অত্যুৎসাহে আরোহণ করাইতে চাহিলে সে তাহা হইতে নিশ্চয়ই পতিত হইয়া পড়িবে; ইহা বন্ধুতার কার্য নহে, বরং তাহাকে ক্রমে ক্রমে উন্নত অধিকার-লাভে সহায়তা করিলে তাহার মঙ্গল হইতে পারিবে। অকস্মাৎ অতি বাড়ান ও অতি নামান দুইটাই ভক্তি-বিরুদ্ধ-কার্য। তোষামোদ বা প্রশংসা দ্বারা কখনও সেবা-প্রবৃত্তি বিকশিত করা যায় না, তাহাতে সম্বন্ধ-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় না।

পরস্পর প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা-কামনা-মূলে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভায় কপটতা করিয়া পরস্পরের স্তব-স্তুতি করাও শ্রীগুরু-বর্গের অভীষ্ট-সেবা বা ভজন নহে। মহাভাগবত গুরুবর্গ শ্রীধামপ্রচারিণী-সভায় কাহাকেও সৌবাঙ্গীকার প্রদান বা কাহারও স্বল্প-সেবাকে বহুমানন করিয়া—বিদ্বাভোজী কাককে বিষ্ণুসেবামৃতপানকারী গরুড়ের পদবী দান করিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার প্রতি আসক্তিরই পরিচয় প্রদান করেন।' তাঁহাদের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য চিত্ত সর্বদা এতটা ব্যাকুল যে, কৃষ্ণসেবার জন্য কেহ পরোক্ষেও অতি সামান্য চেষ্টা করিলে তাঁহারা পরমোল্লসিত হইয়া ঐরূপ ব্যক্তিকে বহুমান দান করেন; ইহা তৃণাদপি সুনীচ হরিকীর্তনকারী মানদ মহাভাগবতগণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতি পূর্ণ আসক্তিরই প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। তাঁহারা তদ্দ্বারা কোন সাংসারিকের বহুমানন বা কাহারও বহির্মুখী কর্মকুশলতাকে স্বীকার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রভুত্ব কায়েম করেন না। তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে ভুল করিয়া বা উহার অসৎ অনুকরণ করিতে গিয়া অনেকের সর্বনাশ হয়।

কেবল ব্যক্তিগত আলোচনা; কেবল দোষ প্রদর্শন, কেবল শাসন, ইহা দ্বারাও প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না। আমার যাহাকে শাসন করা যায়, যদি তাহার আত্মমঙ্গলের জন্য আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহ না থাকে, তবে সেই শাসনও কার্যকরী হয় না, বরং বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। অন্তর্মুখী আদর্শ প্রকাশ ও ভজনের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সমালোচনা ও সহানুভূতিপূর্ণ মঙ্গলময় শাসন থাকিলে তদ্দ্বারা সঙ্ঘের মঙ্গল হইবে। তবে ইহাও অবধারিত সত্য যে, আত্মমঙ্গল—সৌভাগ্য-সাপেক্ষ। দুর্দৈবগ্রস্ত ব্যক্তিকে কোন-না কোনভাবে বঞ্চিত হইতেই হইবে। নিষ্কপটতা, হরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় অবিচলিত বিশ্বাস ও তজ্জন্য আর্তি থাকিলে কখনই অসুবিধায় পতিত হইতে হয় না, তাহার সমস্ত দুর্দৈব কাটিয়া যায়।

প্রত্যেক মঠসেবককে প্রতিবৎসর অন্ততঃ একবার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া তথায় বা শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের কোন-স্থানে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে কিছুদিন বাস করিয়া সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীধামের অহৈতুকীময়ী কৃপা নিষ্কপটে যাচ্ঞা না করিলে ভজনের উদ্দীপন হইবে না, বা জড়তা কাটিবে না। যাঁহারা শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের বিভিন্ন মঠের সেবা করেন, তাঁহাদিগকেও শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বাণীর সেবা করিতে করিতে আর্তি-সহিত শ্রীধামের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। 'To much familiarity breds contempt' (অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা তাচ্ছল্যের উদয় করায়) এই ন্যায়ের বশবর্তী হইয়া কেহ যেন মনে না করেন 'আমরা সর্বদাই শ্রীধামে বাস করিতেছি, সুতরাং ইহা আমাদের নিকট সাধারণ গ্রাম বা স্থানী শেষে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। আমন্তকলসের নিকট ইহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইতে পারে, আমাদের নিকট ইহার বৈশিষ্ট্য কিছু নাই',—এইরূপ অপরাধময় বিচার হৃদয়ে থাকিলে শ্রীধামের কৃপা পাওয়া যাইবে না। আমার কেহ কেহ যেন মনে না করেন, অনেক দিন গৌড়মণ্ডলে থাকা গিয়াছে, এখন ব্রজমণ্ডলে বাস করিলেই সুবিধা হইবে। শ্রীল আচার্যদেব ব্রজমণ্ডলে ভজন করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন; সুতরাং আমরাও তাঁহার অনানুকরণিক হইব। এই সকল বিচার হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল বিচার। এইরূপ অপরাধের হস্ত হইতে জীবকে উদ্ধারের জন্যই বৈষ্ণবসার্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ এবং ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-

দাস গোস্বামী মহারাজ সুদীর্ঘকাল ব্রজমণ্ডলে ভজন করিয়াও অন্তর্যামীর সেবা-প্রকাশের প্রারম্ভে গৌড়মণ্ডলে আগমন-পূর্ব্বক নিত্যলীলা-প্রবেশের কাল পর্য্যন্ত তথায়ই বাস করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব্রজমণ্ডলে শ্রীযমুনোপকূলে একটি কুটীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক ভজনে অভিলাষ করিয়াও শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল উভয়েরই অভেদ-দর্শনে শ্রীগোদ্রুমে বাস করিয়া তিনি শ্রীনবদ্বীপেই বাস করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের সেবা করিতে করিতে নিত্যলীলা-প্রবেশের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গৌড়-মণ্ডলেই ভজন করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও সেই আদর্শই প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। পরমহংস শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহা-রাজও শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডলে অবস্থান করিয়াই ভজনাদর্শ প্রকট করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন (?) যেমন দৈত্যোচিত চিত্তবৃত্তি বলিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীগৌড়মণ্ডলের বিদ্বেষী হইয়া বা শ্রীগৌড়মণ্ডল অপেক্ষা শ্রীব্রজমণ্ডলকে অধিক আদর করিয়া ব্রজ-ভজনের ছলনাও মায়ার ভজন। অনেকে মনে করেন, গৌড়মণ্ডলে মাধুকরী প্রাপ্তির অভাব ঘটে, এখানকার জলবায়ু অপেক্ষা ব্রজমণ্ডলের জলবায়ু ভাল, এই সকল প্রাকৃত বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রজ-ভজনের পক্ষপাতী হইলে তদ্দ্বারা ভোগবাঞ্ছা বৃদ্ধি বা দেহের ভজনই হইবে। যাঁহারা প্রকৃত ব্রজভজনানন্দী, তাঁহাদের গৌড় ও ব্রজে কোনপ্রকার ভেদ-বিচার নাই। যেরূপ শ্রীগৌরসুন্দর অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিক কৃপাময় ও মহা-বদান্য, সেই-রূপ তাঁহার ধামও অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে অধিক কৃপাময় ও পতিতপাবন। মহাজনগণের এই সকল উক্তি মিথ্যা বা কাল্পনিক নহে।

বিভিন্ন মঠের প্রত্যেক সেবককে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অন্ততঃ একবার শ্রীধামে আসিবার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। কেবল মঠরক্ষক বা প্রধান সেবকগণই সেই সুযোগ পাইবেন, তাহা নহে, প্রত্যেকেই যাহাতে বিভিন্ন সময়ে সেই সুযোগ লাভ করিতে পারেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ব্রহ্মসূত্রের সারমর্ম্ম

(শ্রীগোবিন্দভাষ্যানুসারে)

[পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ]

সত্যযুগে মানবজ্ঞান পূর্ণরূপে ছিল, কিন্তু দ্বাপরে বেদ-সমূহ উৎসন্ন হইলে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, কপিলাদি কতিপয় বিদ্যাভিমানী ব্যক্তি কয়েকটী মাত্র বেদবাক্য পাইয়া নিজ নিজ বুদ্ধিদ্বারা তাহাদিগের অর্থ উদ্ভাবিত করিলেন এবং তাহা দ্বারা কতকগুলি অসদ্ভতবাদ জগতে প্রচার-পূর্ব্বক যাহাতে মানবগণ পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ও অন্যান্য লোক-পালগণ মানবগণের বুদ্ধিভ্রংশ দেখিয়া সর্ব্ববিপদের এক-মাত্র আশ্রয় পুরুষোত্তম নারায়ণকে অভ্যর্থনা করায় তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে পৃথিবীতে অবতরণ-পূর্ব্বক সমগ্র শ্রুতি উদ্ধার করিয়া সংগ্রহলভ্য করিবার জন্য উহা নানা-ভাবে বিভক্ত করিলেন। আবার ঐ শ্রুতিসমূহের অর্থজ্ঞান প্রকাশের জন্য অধ্যায়চতুষ্টয়যুক্ত এই ব্রহ্মসূত্র আবিষ্কার করিয়া যাবতীয় অসদ্ভত ও কুটযুক্তি নিরাস-পূর্ব্বক সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে জীবের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিলেন।

সাধারণ বৈদিকম্মন্য ব্যক্তিগণ শ্রুতিতাৎপর্য্যরূপে বলিয়া থাকেন—'বৃষ্টির অভিলাষে কারীরী, পুত্র-জন্মনায় পুত্রেষ্টি ও স্বর্গেচ্ছায় জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ সম্পাদন কর্ত্তব্য',—বেদের এইরূপ বাক্য থাকায় বেদবিহিত কর্ম্মই নিখিল পুরুষার্থের হেতু। 'কর্ম্মের দুইটী অঙ্গ,—দ্রব্য ও দেবতা'। অতএব ঘৃত ও ঘৃতাদির ন্যায় বিষ্ণুও কর্ম্মাঙ্গ। 'চাতুর্ম্মাস্য পালন-কারীর অঙ্গরূপ যজ্ঞ করিয়া, সোমপান করিয়া অমৃত হওয়া

যায়।' সুতরাং কর্মের ফল নিত্য। 'বিজ্ঞানরূপ জীব যজ্ঞ বিস্তৃত করে, এই জীবই দ্রব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।' ইহা জীবের স্বতঃকর্তৃত্ব প্রমাণ করিতেছে। 'একমাত্র অজা (মায়া) নানারূপে বহুপ্রজার সৃষ্টি করে', অতএব মায়াও স্বয়ং কর্ত্রী। 'ইন্দ্র মায়া-সমূহদ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন।' ইহাতে বুঝা গেল যে, ব্রহ্ম মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব হইয়াছেন। 'ব্রহ্ম একাকী জলচন্দ্রবৎ সর্ব্বভূতেই নানাভাবে দৃষ্ট হইতেছেন।' ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব। আরও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় যে, 'সেই ব্রহ্মই মায়া-দ্বারা অত্যন্ত মোহিত হইয়া শরীর গ্রহণ-পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। স্ত্রী, অন্ন, পানাদি বিচিত্র ভোগদ্বারা তিনি জাগ্রদবস্থায় তুষ্টি লাভ করেন। অতএব ব্রহ্মই ভ্রান্ত হইয়া জীব হইয়াছেন।' ইত্যাকার শ্রুতির কল্পিতার্থ হইতে আরও পরমাণুবাদ, অবয়বাদ ও স্বভাববাদাদি মতগুলির প্রচার হইয়াছে। আবার জীব আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলে ভ্রমের নিবৃত্তিতে তাহার মুক্তি হয়। আচার্য্যগণ ঐ সকল মতবাদকে পূর্ব্বপক্ষ বা বিরোধি-বাক্যরূপে গ্রহণ করিয়া এই ব্রহ্মসূত্র-দ্বারা পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্বয়ং-ভাবত্ব, সর্ব্বকর্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, মুক্তিদাতৃত্ব ও বিজ্ঞানস্বরূপতা নিরূপণ করিতেছেন।

শাস্ত্রে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পাঁচটী তত্ত্ব বা নিত্যপদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ঈশ্বর বিভুচৈতন্য বাস্তব-বস্তু; জীব অণুচৈতন্য বা অংশচৈতন্য-পদার্থ; এই উভয় পদার্থই নিত্যজ্ঞানাদিগুণসম্পন্ন ও অক্ষর শব্দবাচ্য। যেমন কোন প্রকাশবস্তু অপরের ন্যায় আপনাকেও প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্বও বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বর পূর্ণস্বাধীন ও স্বরূপশক্তিমান্ এবং প্রকৃত্যাদিতে অন্তঃপ্রবেশ ও তাহাদের নিয়মনদ্বারা জগতের সৃষ্টি করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পুরুষোত্তম হরি এক হইয়াও, বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও, ভক্ত ও ভক্তি এবং দেহ ও দেহীর ভাবে জ্ঞানীর প্রতীতির বিষয় হন। তিনি অব্যক্ত হইয়াও ভক্তি-গ্রাহ্য, তিনি পূর্ণানন্দবিগ্রহ হইয়া স্বরূপভূত চিদানন্দ বিতরণ করেন। জীবাত্মা বহু ও নানাবস্থাগ্রস্ত। পরমেশের প্রতি বিমুখভাবতঃ তাহাদের মায়িক বন্ধন। ঈশসাম্মুখ্য তাহাদের স্বরূপাবরণ ও গুণাবরণরূপ বিবিধ বন্ধন মোচন করিয়া স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। তাহারও অপর নাম তত্ত্ব বা মায়া। তাহা পরমেশের ঈক্ষণ দ্বারা সামর্থ্য লাভ করিয়া বিচিত্র জগতের উৎপাদন করে। কাল একটী জড় দ্রব্য। উহা দ্বারা অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যুগপৎ, বিলম্ব, দ্রুত প্রভৃতি ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। কাল হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত উহার উপাধি-সমূহ রহিয়াছে এবং উহা প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তভূত। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল—এই পদার্থ-চতুষ্টয় নিত্য। জীবাদি তটীয় বস্তু। কর্ম্ম জড়পদার্থ, অদৃষ্ট প্রভৃতি শব্দদ্বারা অভিহিত, আদিযুক্ত অথচ বিনাশশীল। জীবাদি পদার্থ-চতুষ্টয় একমাত্র শ্রীহরির শক্তি হওয়ায় সশক্তিক শ্রীহরিই অদ্বিতীয় বস্তু। এই বিষয়গুলি এই ব্রহ্মসূত্রের চারিটি অধ্যায়ে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। সূত্রকর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং ভক্তিযোগে সমাধিলব্ধ-চিত্তে পূর্ণপুরুষ ভগবান্ ও দূরে তদাশ্রয়ে অবস্থিতা মায়াকে সন্দর্শন করিলেন। জীব স্বয়ং পরমেশ্বরের অংশ হইয়াও ঐ মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মনে করেন ও তজ্জনিত অনর্থ-প্রাপ্ত হন, অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগই ঐ অনর্থের নিবারক। ইহাও তাঁহার সমাধিলোচনে দৃষ্ট হইল। সুতরাং ঐ বিষয়ে অজ্ঞলোকদিগের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তিনি এই সাত্বত সংহিতা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম-পুরাণে বর্ণিত আছে যে, 'সর্ব্ববেদার্থসূত্ররূপী ব্রাহ্মীকে অবলম্বন করিয়া এই অষ্টাদশ-সাহস্রী-সংহিতা রচিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ বলেন—গায়ত্রীতে যে দ্বাদশ স্বরযুক্ত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকময় গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। গরুড়পুরাণ পরিষ্কৃত করিয়াছেন যে, "এই ভাগবত নামক মহাপুরাণ অত্যন্তরূপে পূর্ণ। ইনি ব্রহ্মসূত্র-সমূহের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং বেদার্থদ্বারাই রচিত। ইনি পুরাণসমূহের মধ্যে সাম-স্বরূপ; সাক্ষাৎ ভগবানের মুখোচ্চারিত।" আদৌ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হৃদয়ে সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত জ্ঞান সংক্ষিপ্তা-কারে সূত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছিল। পুনরায় বিস্তৃতভাবে সাক্ষাৎ শ্রীভাগবত-রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে।

নিষ্কাম-বর্ণাশ্রমাচরণদ্বারা যাঁহাদের চিত্ত মলশূন্য হইয়াছে, অতএব যাঁহারা সাধুর সহিত প্রশ্নোত্তরে বড়্‌বিধ সন্দ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ়প্রদ্ধ, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা,

সমাধি প্রকৃতি গুণগুলিতে রত; তাঁহারাই এই শাস্ত্রের অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ইহার বাচ্য পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীহরি, সুতরাং পরস্পর বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ। এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—নির্দোষ, বিশুদ্ধ, অনন্ত গুণশালী, অচিন্ত্য অপরিমেয় শক্তিমান, সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষ বিনাশ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ত্রয়ে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে সমগ্র শ্রৌত-বাক্যের সমন্বয় ও আপাততঃ বিরুদ্ধার্থের পরিহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেই অবিরোধ প্রদর্শন-পূর্ব্বক সম্বন্ধতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায়ে তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ অভি-ধেয়-তত্ত্ব ও চতুর্থাধ্যায়ে তৎপ্রাপ্তিরূপ ফল বা প্রয়োজনতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণ বা ন্যায়ের বিচারের বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি নামে ন্যায়াবয়ব-পঞ্চকও গৃহীত হইল।

যিনি ষড়ঙ্গ-সহিত বেদ যথাবিধানে অধ্যয়ন দ্বারা তাহাতে আপাত-প্রতীয়মান তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম ও সত্য প্রভৃতি দ্বারা যাঁহার চিত্ত নির্ম্মলীকৃত হইয়াছে ও যিনি তত্ত্বজ্ঞ সাধুর সঙ্গ গুরুরূপে লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মের তত্ত্ব জানিবার জন্য ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। বেদেক্ত, কাম্যকর্ম্মসমূহের ফল অনিত্য ও ক্ষুদ্র, পরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানদ্বারা নিত্য, অক্ষয়, অনন্ত, চিদানন্দময় এবং নিত্য-জ্ঞানাদিগুণযুক্ত ও জীবের নিরবচ্ছিন্ন সুখের একমাত্র কারণ, এইরূপ সন্দেহ তাঁহার জন্মিয়াছে। অতএব তিনি নিশ্চয়ই কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই চতুরধ্যায়ী জিজ্ঞাসা করিবেন।

অতীত বেদ হইতেই কাম্য-কর্ম্মের পরিমিত-ফলত্ব ফল ও শ্রীহরির জ্ঞানদ্বারা ও অক্ষয় আনন্দলাভ প্রভৃতি বোধ হইতেও পারে। তখন কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীহরির উপাসনা-বিষয়ে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু আপাতঃ প্রতীত অর্থ বাস্তব হইলেও সংশয় ও বিপর্য্যয় দ্বারা তাহা হইতে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া যায়। প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে এই চতুর্লক্ষণী বা ব্রহ্মসূত্র অধীত হইলে সংশয় ও বিপর্য্যয়কে অতিক্রম করিয়া পরম-প্রয়োজন-বিষয়ে ঐ বুদ্ধি নিশ্চল হয়; এইজন্যই এই ব্রহ্মসূত্রের অধ্যয়নের প্রয়োজন।

তত্ত্ববিৎ সাধুর প্রকৃষ্ট-সঙ্গই জ্ঞানের হেতু। সংপ্রসঙ্গে যাঁহারা বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আচার্য্যের ভাষ্যানু-সারে ত্রিবিধ হইয়া থাকেন। নিষ্কাম-সহকারে যাঁহারা কর্ম্ম-গুলি আচরণ করেন, তাঁহারা সনিষ্ঠ, লোক সংগ্রহের অভিলাষে যাঁহারা কর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারা পরিনিষ্ঠিত; আর যাঁহারা কেবল জ্ঞানেই অনুশীলন করেন, তাঁহারা নিরপেক্ষ। ইহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তি দ্বারাই স্বীয় স্বীয় ভাবের অনুযায়ী শ্রীহরিকে লাভ করিয়া থাকেন।

যে অচিন্ত্যশক্তি পরম-স্বরাট্ স্বয়ং কর্ত্তা ও উপাদানরূপ পুরুষোত্তম হইতে, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত অনন্ত কর্ত্তৃভোক্তৃ-ময় নানাবিধ কলকলের আধার, জীবচিন্তার অগম্য, চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ এই বিশ্ব জন্ম লাভ করিতেছে, পালিত হইতেছে এবং তাঁহাতেই লীন হইতেছে, সেই পরব্রহ্মবস্তুই জিজ্ঞাসার বিষয়। জ্ঞান দ্বিবিধ—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ; বেদাদির পঠন হইতে সংগৃহীত জ্ঞান পরোক্ষ ও ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা-প্রণালীদ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধজ্ঞান অপরোক্ষ। শেষোক্ত জ্ঞানই মুক্তির প্রাপক, পরোক্ষ জ্ঞান তাহার দ্বার-স্বরূপ। জীবের নিজ-স্বরূপের জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী। জীব ও পরব্রহ্মের ব্যবহারিক ভেদের ন্যায় পারমার্থিক ভেদও নিত্য অথচ অচিন্ত্য।

কোনও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে ছয় প্রকার উপাদানের প্রয়োজন, যথা উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি। উপক্রমে যে প্রতিজ্ঞা গৃহীত হয়, উপসংহার বা নিগমে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া উহাদের একত্ব। সুবিচারিত এই ছয় প্রকার উপা-দানে একমাত্র বিষ্ণুতে সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব যুক্ত হইয়াছে। তাঁহার পরবাচ্যত্ব শ্রৌতবাক্যসমূহে প্রমাণিত আছে। তিনি স্বপ্রকাশ বলিয়া তদীয় আত্মস্বরূপ বেদ দ্বারা তাঁহার অব-গতি বিরুদ্ধ নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষোত্তমের আত্মরূপে অভিধান থাকায় ব্রহ্মবস্তু বেদবাচ্য হইলেও সগুণ নহেন। নির্গুণত্বাদি-বর্ণনায় বেদবাক্যসকল ব্রতে প্রবৃত্ত। শ্রৌত ও তদনুগত স্মার্ত্তাদি-প্রমাণমূলে নির্ণীত হয় যে, পরব্রহ্ম-বস্তু প্রাকৃত-গুণরহিত ও স্বরূপানুবন্ধী অপ্রাকৃত-গুণসমন্বিত। এইজন্য তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে।

সমগ্র ব্রহ্মসূত্র-মধ্যে ৫৫৮ সূত্র পাওয়া যায়। তাহা প্রথমতঃ সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল নামক চারি অধ্যায় বা লক্ষণে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক অধ্যায়ই চারি চারি পাদযুক্ত। প্রতিপাদ্য কতকগুলি অধিকরণের বা ন্যায়ের

সঙ্গতি। মীমাংসিতব্য বিষয়গুলির নাম স্থান বা অধিকরণ। সূত্রের আভ্যন্তরীণ অনুসারে অধিকরণগুলির নামকরণ হইয়াছে। যথা—জিজ্ঞাসাধিকরণ, জন্মাদ্যধিকরণ, সমন্বয়াধিকরণ ইত্যাদি। এই প্রকারে সমগ্র বেদান্তদর্শন ১০৫ অধিকরণে বিন্যস্ত।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত শ্রৌতবাক্যে একমাত্র পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, এইজন্য ইহা সমন্বয়াধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। উহার পাদ-চতুষ্টয়ে যথাক্রমে কার্য-প্রতিপাদক, অন্তর্যামি-প্রতিপাদক, উপাস্যরূপজ্ঞাপক ও ভিন্ন বেদগুলির শ্রীকৃষ্ণে সমন্বয় প্রদর্শিত। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে একাদশ অধিকরণে একত্রিংশ সূত্র। তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চস্ত্রীযুক্ত একাদশ সূত্রই সমগ্র বেদান্ত-শাস্ত্রের মূল। শ্রীগোবিন্দভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—

এতাস্যেকাদশসূত্রীং সমাস্নায়ং
পঞ্চস্ত্রীং যে পঠন্তি সমস্ত্রাম্।
তত্ত্বজ্ঞানং সুলভং কিং ন তেষাং
স্নেহপ্রায়োঽয়মতিবিস্তারকারী॥

সঙ্গতিকারী টীকা ও ভাষ্যের সহিত পঞ্চস্ত্রী-বিশিষ্ট এই একাদশটি সূত্র যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহাদের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান অত্যন্ত সুলভ; অবশিষ্ট গ্রন্থ ইহাদেরই অতি বিস্তারকারক।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের একাদশটী অধিকরণে একত্রিংশ সূত্রে যথাক্রমে সমস্ত শ্রুতিবাক্য ও তৎপোষক স্মৃতিবচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ১। সমস্ত বেদবাক্য সর্বতোভাবে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছেন, বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রে কোনপ্রকার বিরোধ নাই, অতএব ব্রহ্মই একমাত্র জানিবার বিষয়। ২। যাঁহা হইতে প্রপঞ্চের জন্ম, স্থিতি ও নাশ হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, জীব ব্রহ্ম নহে। ৩। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ের জ্ঞান কেবল শাস্ত্রাধিগম্য, অনুমানাদি তর্কের অগোচর। ৪। বেদান্ত কর্ম শিক্ষা দেন নাই, কেবল ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করেন। সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রীভগবান্। সুতরাং ঐগুলি ভগবদুপাসনারই উপদেশ দিয়াছেন। ৫। ঈশ্বর জ্ঞেয় ও বাক্যদ্বারা অপ্রকাশ্য নহেন। সৃষ্টিকর্তা সগুণ ব্রহ্ম নহেন। তিনি নির্গুণ, তাঁহার উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। তাঁহা হইতে আর কোন উন্নততর বস্তু নাই। বেদসমূহ পরিপূর্ণভাবে নির্গুণ ব্রহ্মকেই বিবৃত করেন। ৬। তাঁহাকে আনন্দময় বলিয়া বেদে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত করা হইয়াছে। অতএব তিনি কেবল সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তিনি জীবের আনন্দের মূল, জীব আনন্দময় নহে। ঈশতত্ত্বগণ ভগবান্‌কে বশীভূত করিতে পারেন, জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ তত্ত্ব। প্রধান আনন্দময় নহে। ৭। সবিতার অন্তর্যামী ও অক্ষির অন্তর্গত পুরুষ ব্রহ্ম। ৮। সর্বলোকগতি আকাশ-শব্দে ব্রহ্মই লক্ষীকৃত। ৯। ব্রহ্মই প্রাণের প্রাণ। ১০। সমস্ত জীবের উপরিস্থিত, নিখিল লোকস্থ পুরুষেরও শ্রেষ্ঠ, সমগ্র সংসার-ব্যাপী জ্যোতির্ময় পুরুষই ঈশ্বর, সর্ব জগৎ তাঁহার একাংশে। ১১। তিনি সর্বকৃতের অংশী ও অপ্রাকৃত ধামস্থ। সেই ব্রহ্মই গোপজীবনে অবতীর্ণ। তিনি স্বর্গস্থ হইয়াও স্বর্গের অতীত। প্রাণ, প্রজাত্মা, আনন্দ, অজর, অমৃত, লোকাদিপ ও সর্বেশ্বরাদি শব্দে একমাত্র শ্রীহরিই লক্ষিত হন।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে ৭ অধিকরণ ও ৩০ সূত্র রহিয়াছে। ১। পরব্রহ্ম মনোময়, প্রাণশরীর, সত্যসঙ্কল্প, সর্বকর্মা, সর্বগন্ধ, সর্বরস। জীব তাহা নহে, যেহেতু জীব ও ব্রহ্মের ভেদ বর্তমান। ঈশ্বর মানব-হৃদয়ে অবস্থান করেন, তজ্জন্যই উপাস্য। জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়াও সুখ ও দুঃখের ভোক্তা নহেন। ২। তিনি স্থাবর-জঙ্গম সকলের কর্তা। ৩। ব্রহ্মই কর্মফলভোক্তা জীবের সঞ্চর। ৪। অক্ষির মধ্যস্থ উপাস্য পুরুষই পরব্রহ্ম শ্রীহরি। ৫। তিনিই অন্তর্যামী থাকিয়া সমগ্র ভুবনের নিয়ামক। ৬। অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, নিত্যশ্রিয়, বিভু, সর্বগত, ভূতযোনি-অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম। তিনি অপ্রাকৃত রূপবান্ হিরণ্ময় পুরুষ। ৭। বৈশ্বানর শব্দ জাঠরাগ্ন্যাদির বাচক নহে, তিনি স্বয়ং বিভু, জীব-হৃদয়ে প্রাদেশ-প্রমাণে বাস করেন। তিনি অপরিমেয় হইয়াও প্রাদেশমাত্র জংপদ্মে ধ্যেয় হয়েন বলিয়া সেই পরব্রহ্মকে প্রাদেশমাত্র বলা হয়। উহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বিশিষ্ট জীবাদিলিঙ্গক কতকগুলি শ্রুতির ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাতে একাদশ অধিকরণ ও তেত্রিশটি সূত্র। ১। শ্রীহরিই স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষাদির আশ্রয়, মুক্ত জীবগণের একমাত্র শরণ। প্রধান বা জীব তাহা নহে। জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদও উপলিষ্ট হইয়াছে। ২। বিভুই পূর্ণ পুরুষ, তিনিই সর্বোত্তম

আনন্দের আধার এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৩। পরব্রহ্মই শ্রুতি-কথিত অক্ষর পুরুষ, তিনি অবর পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ ধারণ করেন। সেই ধারণ-কার্য্য তাঁহার আদেশেই সম্পাদিত হয়। ৪। প্রশ্নোপনিষদে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকেই ধ্যান ও দর্শনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ৫। হৃৎপদ্ম-মধ্যে দহরাকাশই পরব্রহ্ম। সুষুপ্তিকালে জীব ঐ দহরাকাশে গমন করে, মায়ামোহিত থাকায় তাহা জানিতে পারে না। ঐ আত্মা সকল লোকের ধর্ম্মকে অনাবৃত্তি হইতে সেতুর ন্যায় রক্ষা করেন। দহরে বিশ্বাধারস্বরূপ মহিমাদৃষ্টে দহরপদে বিষ্ণুকেই বুঝিতে হইবে। জীবে পিপাসাশোকজরামৃত্যু প্রভৃতি গুণাষ্টকের অভাব থাকায় দহর পদে জীব নহে। ৬। জীব মুক্ত অবস্থায় সাধনাবির্ভাবিত গুণসমূহ পাইয়া তাঁহার সদৃশ হয় মাত্র। ৭। ভূতভব্যনিয়ামক অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শ্রীবিষ্ণু। স্মারকের ভাবনানুসারে অচিন্ত্যমহিম পুরুষের ভক্তহৃদয়ে তাদৃশ ভাবে আবির্ভাব হয়। মনুষ্যাধিকারে শাস্ত্র প্রচার-হেতু তাদৃশ পরিমাণ বিরুদ্ধ নহে। দেবগণও বিবাদে বিষ্ণুর উপাসনার যোগ্য হন। ৮। যে-সকল বদ্ধজীব কেবল পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে পদার্পণ করিতেছে, তাদৃশ শূদ্র বৈদিক-উপাসনার যোগ্য হইতে পারে না। শৌত্রায়ণ জানশ্রুতি হংসোক্তি শ্রবণে শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহাকে ভগবান্ রৈক্ব শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। বেদপাঠ সংস্কার-সাপেক্ষ। শূদ্রের দ্বিজন্ম-সংস্কার না থাকায় বেদে অনধিকার সিদ্ধ হইতেছে। ৯। কঠকথিত যজ্ঞ-শব্দে নিয়মন-কর্ত্তা বিষ্ণুকেই বোধ করায়। উহা শ্রীহরির নাম-বিশেষ। ১০। ছান্দোগ্য-কথিত আকাশ বিষ্ণুই, মুক্ত জীব নহেন। ১১। সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিস্থলে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্ট। সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত মিলিত হইয়া জীব বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানিতে পারে না এবং উৎক্রমণকালেও জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া স্থূলদেহাদি পরিত্যাগে দ্বিধাশূন্য করিয়া গমন করেন। আধার পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যগুলিও 'পরমাত্মা সকলের নিয়ামক, পালক, অধিপতি, লোকেশ্বর, লোকপাল, মর্য্যাদারক্ষক, আশ্রয়' ইত্যাদিরূপে বলিয়া মুক্তজীব হইতে ঈশ্বরের ভেদ স্থির রাখিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে ৮ অধিকরণ ও ২৮ সূত্র-দ্বারা শ্রীবাদরায়ণ-শ্রুতির শাখাবিশেষে অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গক ও স্পষ্ট প্রধানলিঙ্গক শ্রুতিবাক্যগুলির শ্রীহরিতে সমন্বয় দেখাইয়াছেন। ১। কঠকথিত অব্যক্তশব্দ সাংখ্যকথিত প্রধানকে না বুঝাইয়া রূপরসকে বিরহিত শরীরকে বুঝাইতেছে। কারণরূপী সূক্ষ্ম শরীরই অব্যক্ত শব্দে বিবক্ষিত। পরম-কারণ ব্রহ্মের অধীনতা-হেতু প্রধান কল্পনীয় হয়। স্বতন্ত্র-ভাবে স্বয়ং কার্য্যে তাহার প্রবৃত্তি নাই। কারণ, প্রধান জড়পদার্থ। ২। শ্বেতাশ্বতর-কথিত অজা-শব্দও প্রধানের উদ্বোধক নহে, উহা বৈদিকী ব্রহ্মশক্তির বোধক। কারণ, জ্যোতিঃ অর্থাৎ পরব্রহ্মে ঐ অজার আত্মত্ব বলা হইয়াছে। ৩। বৃহদারণ্যক-কথিত "পঞ্চপঞ্চ জনাঃ" শব্দে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বোধ হয় না। উহা দ্বারা প্রাণাদি প্রসিদ্ধ পঞ্চপদার্থকেই বোধ করাইতেছে। ৪। বিভিন্ন শ্রুতিতে আত্মা, অসৎ, আকাশ, প্রাণ, সৎ, প্রধান প্রভৃতিকে সৃষ্টির কারণ বলা হইলেও সার্ব্বজ্ঞ্য সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণযুক্ত শ্রীহরিকে আত্মা আকাশাদির কারণরূপে নির্দ্দেশ করায় সকল বেদার্থ পরব্রহ্মেরই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করে। ৫। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে কথিত পুরুষই পরব্রহ্ম শ্রীহরি। উহাতে কথিত কর্ম্ম-শব্দে ভগবৎসৃষ্টি বুঝাইতেছে। ৬। বৃহদারণ্যকের আত্মা পরব্রহ্মই, জীব নহে। ৭। শ্রীহরিই সমগ্র বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। ৮। উপনিষদে ব্যবহৃত শিব, হর, প্রধান ও জীবাদি শব্দ মুখ্যার্থে শ্রীহরির বাচক। সমস্ত নামের মূল আশ্রয় শ্রীহরি।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রুতিগণের পারস্পরিক বিরোধ ও অপরাপর বিরোধী বাদগুলির পরিহার করা হইয়াছে। এইজন্য এই অধ্যায়টী অবিরোধাধ্যায় নামে প্রথিত। তন্মধ্যে প্রথম পাদে ১৪ অধিকরণে ৫৭ সূত্র দ্বারা যুক্তিসহকারে শ্রুতিবিরোধের নিরাস প্রদর্শিত হইল। সাংখ্য-স্মৃতিতে বেদবিরোধী মতবাদগুলির প্রতিষ্ঠা হওয়ায় উহা প্রামাণিক নহে। শ্রুতি ও তদনুগত স্মৃতির বিরোধ-হেতু পক্ষগুলির যোগদর্শনও প্রমাণ-মধ্য হইতে নিরাসিত হইল। ৩। সাংখ্যাদির ন্যায় বেদ অপ্রমাণ নহে কারণ, উহা তাহাদিগ হইতে বিলক্ষণ ও ভগবদ্বাণী হইতেই উহার নিত্যতা প্রতিষ্ঠিত। ৪। অভিমানিনী দেবতার অধিষ্ঠানে অচেতনেরও ক্রিয়াশক্তি থাকায় উক্ত বিষয়ে শ্রৌতবাণীর ব্যর্থতা নাই ও বেদের অনাপ্তত্ব প্রমাণিত হয় না। ৫। উপাদান ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বেশ্বরতা, বিশুদ্ধতা ও সুহৃৎ-

স্বরূপতা হইতে উপাদেয় জগতের অজ্ঞতা, অনর্থরতা, মলিনতা ও দুঃখদত্তারূপ বৈরূপ্য প্রমাণিত করিলেও তাহাদের উপাদান ও উপাদেয়ত্বের হানি হয় না। ৬। ব্রহ্ম ও জগতের সারূপ্য নিষেধ হইলেও তদ্দ্বারা দ্রব্যান্তরত্ব সিদ্ধ হয় না। অসৎকার্য্যবাদ নিতান্ত হেয়। উপাদেয় জগতের সংসর্গেও উপাদান-ব্রহ্মের শুদ্ধত্বাদির হানি হয় না। ৭। বেদবিরোধী কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতির নিরাস দ্বারাই অবশিষ্ট কণাদ, অক্ষপাদ প্রভৃতি বেদবিরোধী দার্শনিকও নিরস্ত হইয়াছেন। ৮। জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান। উপাদেয় জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ৯। উপাদান ও উপাদেয়ভাবে অবস্থিত একই দ্রব্যের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ অবস্থাদ্বয় সৎ ও অসৎ শব্দদ্বারা বোধিত হয়। উহাদ্বারা অসৎকার্য্যবাদ নিরস্ত হইতেছে। ১০। বাদী কর্ত্তৃক স্বীকৃত জীবের জগৎকর্তৃত্ব স্বীকারে তাহাতে বিভেদ অকরণাদি দোষের প্রসক্তি হয়। জীব হইতে ব্রহ্মের উৎকর্ষ আছে। প্রস্তরাদি অচেতন পদার্থের ন্যায় জীবের বিশ্বসৃষ্ট্যাদির শক্তি নাই। ১১। একই ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ কারণত্বে দোষগুলি পরিহৃত হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে ভগবদ্বাক্যই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া তদনুসারে অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তিই সৃষ্ট্যাদির উপাদান। শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিমান্। ১২। তিনি প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিযুক্ত না হইয়াও, কোন অভাব বোধ না করিলেও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে কেবল লীলার জন্যই সৃষ্ট্যাদি করেন। সৃষ্টিকর্ত্তার জীবের কর্ম্মাপেক্ষিত্বহেতু তৎকার্য্যে কোনপ্রকার বৈষম্য বা নির্দ্দয়তা দৃষ্ট হয় না। ১৫। ভক্তের প্রতি শ্রীহরির প্রসাদবিশেষ তাঁহার পক্ষপাতিত্ব-দোষ নহে। উহা গুণই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ৮টি অধিকরণ ও ৪৪ সূত্রে বেদবিরুদ্ধ বাহ্য ও অবাহ্য স্মৃতিসমূহ দূষিত হইয়াছে। ১। অচেতন প্রধানের পক্ষে বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যরূপ সৃষ্টিক্রিয়া যুক্ত হয় না। প্রধানের স্বতঃপরিণামও সম্ভব হইলে একসঙ্গে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সংঘটিত হইত। ২। ন্যায় ও বৈশেষিকের পরমাণুবাদও অকিঞ্চিৎকর, যেহেতু সংযোগপ্রকার, সমবায়, পরমাণুনিত্যত্ব প্রভৃতি বিচারগুলি দোষযুক্ত। ৩। বৌদ্ধের ক্ষণিকবাদ প্রমাণ-সহ নহে। ৪। যোগাচারের বাহ্যবস্তুর মিথ্যাত্ববাদ সাধারণজ্ঞানেই খণ্ডিত। ৫। মাধ্যমিকের শূন্যবাদ সর্ব্বপ্রকারেই অপ্রমাণিত। ৬। জৈনমতে স্যাদ্বাদীর সপ্তভঙ্গী-ন্যায় এক বস্তুতে যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ করিতে পারে না। আত্মারও অকার্ৎস্ন্য ঘটে। জীবের বিকারাদিও অপরিহার্য্য হয়। জৈনের মুক্তি-প্রকার হাস্যাস্পদ। ৭। পাশুপতাদি মতে কর্ত্তার অনাবশ্যক ও বেদবিরোধিতা-হেতু উক্ত মত নিতান্ত অযুক্ত। সম্বন্ধ ও অধিষ্ঠানাদির অপ্রামাণিকতাবশতঃ পশুপতির জগৎকর্তৃত্ব অসিদ্ধ। ৮। শক্তিবাদে বেদবিরুদ্ধ অনুমান দ্বারা শক্তির কারণতা কল্পনীয়। কেবল শক্তি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি সম্ভব নহে। অনুগ্রাহক পুরুষ স্বীকার করিলেও উপযোগী ইন্দ্রিয়াদির অস্বীকারে নিষ্কৃষ্ট পুরুষের অনুগ্রাহকতা উপপন্ন হয় না। পুরুষ নিত্যজ্ঞানাদিগুণশালী হইলে উহা ব্রহ্মবাদেরই অন্তর্গত হয়, অতএব সর্ব্বশ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির বিরোধী বলিয়া শক্তিবাদ হেয়।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ক্রম-সৃষ্টিতে ভূতোৎপত্তিপ্রকার ও তৎস্বরূপ বিচারিত হইয়াছে। ইহাতে ১৯ অধিকরণ, ৫১ সূত্র। ১। আকাশও ব্রহ্ম হইতে জাত। ২। বায়ুরও উৎপত্তি উপপাদিত হইয়াছে। ৩। সত্ত্বের উৎপত্তি নাই। ৪। বায়ু হইতে তেজের উদ্ভব। ৫। তেজ হইতে জলের সম্ভূতি। ৬। পৃথিবী জল হইতে উদ্ভূত। ছান্দোগ্যকথিত অন্নশব্দে পৃথিবী বোধিত হইয়াছে। ৭। মহাভূতসমূহ সাক্ষাদ্ভাবে বিষ্ণুর চিত্তা হইতেই উৎপন্ন। ৮। পুরুষোত্তমই প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টিবিষয়ে মূলকারণ। ৯। বুদ্ধি ও মন সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহা হইতেই জাত। ১০। চরাচরবাচক সমস্ত শব্দই শ্রীহরির মুখ্যনাম এবং উহারা গৌণভাবে অপর পদার্থের নির্দ্দেশ করে। ১১। জীব সৃষ্ট নহে, নিত্যপদার্থ। ১২। আত্মার স্বরূপেই তিনি স্বয়ং জ্ঞাতা ও জ্ঞান উভয়ই। ১৩। জীবাত্মা অণুপরিমাণ, পরমাত্মা মহান্। কেশাগ্রের দশ সহস্রাংশ প্রমাণে জীবাত্মা শ্রুতিতে উল্লিখিত। চন্দনবিন্দুবৎ আত্মা সূক্ষ্ম পরিমাণে হৃদয়ে অবস্থিত হইয়াও ব্যাপকভাবে সর্ব্বশরীরের অনুভূতি আনিতে সমর্থ। আত্মার জ্ঞানও নিত্য। ১৪। জীব কর্ম্মের কর্ত্তা, মুক্তজীবেরও কর্তৃত্ব শ্রুতি-কথিত আছে। সুষুপ্তিকালে জীব প্রাণের সহিত মিলিত থাকে। ১৫। কর্ম্মশীলতা আত্মার অপরিহার্য্য ধর্ম্ম, যদিও সর্ব্বদা কর্ম্মঠ নাও থাকিতে পারে। ১৬। আত্মার ক্রিয়াশীলতা শ্রীহরির অধীন। জীবসম্পাদিত পুণ্য-পাপাদির প্রবন্ধকে অপেক্ষা করিয়া পরমেশ জীবকে কার্য্য করাইয়া

থাকেন। ১৭। জীবাত্মা পরমেশেরই অংশ। ১৮। মৎস্যাদি অবতারগণ জীববৎ বিভিন্নাংশ নহেন, স্বাংশ অর্থাৎ স্বয়ং পরেশই। ১৯। সমস্ত জীব একবিধ নহে, কারণ, তাহাদের কৃত কর্ম্মগুলি বহুবিধ। কর্ম্মফল বা অদৃষ্টের অনুসারে জীবগণ উচ্চাবচ স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ পাদে ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্ত্যাদি বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ পরিহার ১২ অধিকরণে, ২২ সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। ১। আকাশাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়বর্গও পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন। ২। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি এই সাতটী মুখ্য ইন্দ্রিয়। হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি শরীরে আত্মার অবস্থানকাল পর্য্যন্ত বলিয়া উহারা গৌণ-ইন্দ্রিয়। ৩। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় অণুপ্রমাণ। ৪। মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি আছে। ইহা কেবল বায়ু বা তাহার ক্রিয়া নহে। ৫। মুখ্যপ্রাণ জীবাত্মার কার্য্যসাধন-বিশেষ। ৬। মুখ্যপ্রাণ জীবাত্মার প্রধান সচিব। ৭। মনের ন্যায় মুখ্যপ্রাণের পাঁচটী বৃত্তি আছে। ৮। মুখ্যপ্রাণও আণবিক। ৯। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষোত্তম প্রাণাদির পরিচালক। জীবও প্রাণকে আপন ভোগের নিমিত্ত নিয়মিত করে। পরমাত্মা-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত দেবগণ ও জীব ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রবর্ত্তন করে এবং তাঁহাদের সম্বন্ধ নিত্য হওয়ায় পরেশই প্রধান কর্ত্তা। ১০। মুখ্যপ্রাণ ব্যতীত অপরগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়। মুখ্যপ্রাণ অপর ইন্দ্রিয় হইতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ১১। বাষ্টিসৃষ্টি ত্রিকৃৎকর্ত্তা পরব্রহ্মের কার্য্য। ১২। দেহাদিগত মাংসাদি ভৌমপদার্থ। রক্ত ও অন্নাদি যথাক্রমে জলীয় ও তৈজস। আধিক্যবশতঃ ভেদব্যপদেশ জানিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের অপর নাম সাধনাধ্যায়। ইহার প্রথম পাদে ২৮ সূত্র ৪টী অধিকরণে বিচারিত হইয়া জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য সমস্ত পার্থিব অধিষ্ঠানের হেয়তা ও নশ্বরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার নিমিত্ত ছান্দোগ্য-কথিত পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার নিরূপণ দ্বারা জীবাত্মার শরীর হইতে উৎক্রমণ ও দেহান্তর গ্রহণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ১। জীবাত্মা সূক্ষ্মভূতের সহিত দেহান্তরে গমন করে। ২। ফলোন্মুখ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীব ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত পুনরাগমন করে। জীবের আগমন সমনন্তর, কখনও অব্যবধানও হয়। ৩। কৃতকর্ম্মশূন্য জীবগণ সংযমন-নামক যমপুরে গমন করে এবং সেই স্থানে যমদণ্ড দুঃখাদি ভোগ করিয়া পুনরায় তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে। যৌবন, মহান্, অজি, বৈভবন্তী ও কৃষ্ণীপাক এই পাঁচটি আনিত্য নরক এবং তামিস্র ও অন্ধতামিস্র, এই দুইটী নিত্যনরক। এই সাতটী নরক পাপীদিগের ফল-ভোগের স্থান। বিদ্যাদ্বারা দেবযান ও কর্ম্মদ্বারা পিতৃযান, এইরূপ উক্তি থাকায় পাপীর চন্দ্রলোক গমন অযুক্ত। ৪। ইষ্টাদিকারী জীব সূক্ষ্মভূতযুক্ত হইয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত অবরোহণকালে আকাশাদির ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চন্দ্রলোকের ভোগের নিমিত্ত যে জলময় দেহ উৎপন্ন হয়, তাহা সূর্য্যকরোত্তপ্ত তৃণাদিগতের ন্যায় ভোগ-ক্ষয়ে লোকাগ্নি দ্বারা বিলীন হইলে সূক্ষ্মভাবশতঃ আকাশ-তুল্য হয়। অনন্তর বায়ুর বশে ধূমাদির সহিত মিশ্রিত হয়। পরে অভ্র ও ক্রমে মেঘের সাদৃশ্য পাইয়া অচিরেই বর্ষিত হইয়া থাকে। ঐ বর্ষণের পর পৃথিবীতে তাহারা ব্রীহি, যব, তিল, ওষধি, বনস্পতিরূপে জন্মে। ৫। বৃহ্যাদিদেহে জীবের সংশ্লেষ-মাত্র হইয়া থাকে। তদনন্তর পুরুষের রেতঃসংযোগে স্ত্রীগর্ভে প্রবেশ করে ও পুনরায় দেহ লাভ করে।

তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে ১৭ অধিকরণে, ৪৩ সূত্রে জীবের স্বরূপে মুক্তিযোগ্যতা নিরূপিত হইয়াছে। প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগের কারণস্বরূপ সাধনভক্তিই এই পাদের প্রধান বিষয়। সুতরাং পরব্রহ্মের ভক্তিলভ্যতা হওয়ায় তাঁহার স্বপ্নাদি সৃষ্টিকর্তৃত্বরূপ মহিমা, তাঁহার আবির্ভাব-সকলের ঐক্য, আত্মমূর্ত্তিত্ব, উপাসক হইতে ভেদ, প্রভাগ্-ভাব, কেবল, ভক্তিগ্রাহ্যত্ব, উড়ুলোমাদিত্ব, পরানন্দত্ব, ভাবানুসারি-প্রকাশত্ব, সর্ব্বপ্রভুত্ব, ও সর্ব্বদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ-গ্রামও নিরূপিত হইয়াছে। ১। বেদে স্বাপ্নিকী সৃষ্টি ঈশনির্ম্মিতা, ঐ সৃষ্টির উপকরণ একমাত্র মায়া। ২। সমস্ত স্বপ্ন শুভাশুভসূচক হওয়ায় মিথ্যা নহে। স্বাপ্নিক ভাবাদির তিরোভাব পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই হইয়া থাকে। ৩। দেহযোগহেতু আগমও পরেশকর্ত্তৃক সৃষ্ট জানিতে হইবে। ৪। নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্মের সুষুপ্তিতে সমুচ্ছ্বাস অভিসিদ্ধ। অতএব পরব্রহ্ম কর্ত্তৃকই জীবের জাগরণ হইয়া থাকে। যে জীব সুপ্ত হইয়াছিল, সেই-ই জাগরিত হয়, তাহা কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধিদ্বারা অবগত হওয়া যায়। ৫। মূর্চ্ছিত অবস্থায় জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্দ্ধমাত্র। ৬। ভগবান্ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে যুগপৎ নানা আকারে প্রকাশিত। ৭। শ্রীহরি বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন, তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ।

তাঁহাতে দেহ ও দেহীর ভেদ নাই। তিনি পুণ্ডরীকনেত্র, নবীন-নীরদশ্যাম, বিদ্যুদ্বসন, বিভুজ, মৌনমুদ্রাঢ্য ও বনমালী। ৮। পরমাত্মা জীব হইতে ভিন্ন বলিয়াই সূর্য্যকান্তিবৎ শব্দদ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

জীব চিদাভাস নহে। অপরিচ্ছিন্ন বস্তু পরমাত্মার আভাস অসম্ভব। কিন্তু জীব পরমাত্মার ন্যায় চেতন বস্তু। ১০। জীব নিত্যজ্ঞানময় বস্তু, কর্ম্মানুসারে হ্রাসবৃদ্ধির ভাজন। পরমাত্মা অনন্ত কল্যাণগুণের আকর, কোনপ্রকার বিকারের ভাজন নহেন। ১১। ব্রহ্মবস্তু ব্যাপক, অবাক্, অক্ষর ও পরমগতি। ১২। তিনি সমাগ্ ভক্তিদ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। ধ্যানের সম্যক্ অভ্যাস হইতেই গুণতত্ত্ব পরব্রহ্মের প্রকাশ হয়। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি উক্ত প্রকাশের হেতু। ১৩। শ্রীহরি জ্ঞানানন্দস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানরূপ ও আনন্দরূপ-বপুর্বিশিষ্ট। তাঁহাতে গুণ ও গুণী ভেদ নিষিদ্ধ। ১৪। পরব্রহ্মের আনন্দের হেতু ও ধারক। ব্রহ্মানন্দ, জীবানন্দ হইতে জাতি ও পরিমাণে উৎকৃষ্ট। ১৫। শ্রীহরি একরূপ হইলেও স্থান, ধাম ও ভক্তবিশেষে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রকাশ-বশতঃ ভক্তের শান্তাদি ভাগবত-ভারতম্য-অনুসারে তাঁহার প্রকাশের তারতম্য হয়। ১৬। পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীহরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর নাই। ১৭। তিনি সর্ব্বাকার হইলেও সর্ব্বব্যাপী। তিনিই সর্ব্বাদিরূপ যাগাদি ফলের প্রদাতা।

পরমাত্মা পুরুষোত্তমের স্বরূপে অনাদিসিদ্ধ বিচিত্ররূপাবলী বর্ত্তমান। তথাপি ঐ আকারাদি তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। এই বিষয় অবগত হইয়া যিনি ঐসকল রূপের মধ্যে নিজাভীষ্ট কোন রূপবিশিষ্ট ইষ্টদেবের উপাসনা করেন, তাঁহার তত্তদ্রূপবিশিষ্ট নিজ ইষ্টদেব অন্যান্য তত্ত্বগুলিকেও প্রাপ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে ৩৩ অধিকরণে, ৬৮ সংখ্যক সূত্রে পূর্ব্বোক্তরূপে অভীষ্টপ্রাপ্তি বিচারিত হইয়াছে। ১। সর্ব্ববেদের নির্ণয় হইতে উৎপাদ্য জ্ঞানই ব্রহ্ম। ২। উপাস্য পরব্রহ্ম শ্রীহরি একই, অধিকারীর পক্ষে তাঁহার উপাসনায় বেদের নানাস্থানে প্রাপ্ত সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। ৩। একাত্মার পক্ষে বেদবেদ্যের গুণ ব্যতীত অন্য সমস্ত অংশের সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। ৪। মনোময়ত্বাদি গুণাদি-যুক্ত হইয়াও ব্যাপক, একাকী যুগপৎ নানা ভক্তে নানা-ভাবে কৃপা করেন। ৫। শ্রীহরির লীলাসমূহ নিত্য। ৬। বহিরঙ্গ প্রধান পরমাত্মার পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও ভক্ত-বাৎসল্যাদি ধর্ম্ম-সকলের একসঙ্গে ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ৭। মুখ্য-ধর্ম্ম আনন্দময়ত্বাদির সংগ্রহ করিতে হইবে। অপর গৌণ ধর্ম্মের সংগ্রহ সকল প্রয়োজনীয় নহে। ৮। তাঁহাকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রিয়, সুহৃৎ, পুত্রাদিরূপে ধ্যান করিতে হইবে। ৯। ভগবদ্বিগ্রহের অন্তর্গত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল পরস্পর বিলক্ষণ প্রতীত হইলেও উহাদিগকে সমান এবং অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উহারা আত্মা হইতে অনতিরিক্ত। অতএব বিগ্রহভূত আত্মার উপাসনাতে মোক্ষ স্বীকার্য্য। ১০। জীবের ক্লেশদায়ক ভেদাদিগুণ উপাস্য নহে। ১১। বন্ধন-মুক্তিতেও ভগবান্ যোগ্য, কিন্তু তাহা বিধিবাধ্য নহে, বরং অনুরাগ প্রাপ্ত। ১২। বৈধ ও রাগ উভয়মার্গেই জীবের সংসৃতি-মোচন হইবেই। ১৩। রুচিমার্গে নিপুণ ভক্তই শ্রেষ্ঠ। ১৪। শ্রবণাদি সাধনগুলির এক এক অঙ্গ পৃথগ্ভাবে বা অনেকাঙ্গ একসঙ্গে অবলম্বন করিলে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। ১৫। অক্ষর ব্রহ্মসম্বন্ধিনী অন্বয়োপ্যাদি বৃদ্ধি সমস্ত ব্রহ্মোপাসনাতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। ১৬। ভক্তের দৃষ্টিতে সংখ্যোমপুর কৃষ্ণ-নিবাসতুল্য হরিলোক তাঁহা হইতে অভিন্ন। ১৭। মায়া ব্যতীত ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধিনী পরাশক্তি আছে, তাহা হইতেই সত্য প্রভৃতি বিশেষের প্রতীতি হয়। ১৮। শ্রীহরির শ্রীরূপাশক্তি—পদ্মা শক্তি, তিনি প্রকৃতির অস্পৃষ্ট পরব্যোমে থাকেন এবং ভগবান্ প্রপঞ্চে স্বধামের বিস্তার করিলে তিনিও নাথের কামাদি বিস্তারার্থ তদনুগতা হন। ১৯। শ্রীহরি কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপেই উপাস্য, এইরূপ কোন নিয়ম নাই, পরন্তু রাম, নৃসিংহাদিরূপেও উপাস্য। ২০। গুরুর অনুগ্রহ-সহকৃত শ্রবণাদি সাধন দ্বারাই পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। ২১। ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে গুরু-প্রসাদই বলবান্, তথাপি আত্মচেষ্টাও সহকারিরূপে প্রয়োজনীয়। ২২। অত্যনুরাগে ভক্তের আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞানই মোহহং পদের অর্থ, উহা ভক্তির প্রকার-বিশেষ, কিন্তু স্বরূপৈক্য নহে। ২৩। শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত উপাসনার নাম বিদ্যা, তাহা দ্বারাই শ্রীহরির দর্শন হয়। ২৪। সাধুর পরিচর্য্যা মোক্ষের উপায়। সাধুগণ কর্ত্তৃক অনুসৃহীত জনে ভগবান্ নিজেও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনুগ্রহ-বিষয়ে সাধুগণের স্বাতন্ত্র্য

স্বীকার্য্য। ২৫। উপাসনার ভেদ-অনুসারে উপাসকের পক্ষে প্রাপ্য সাক্ষাৎকারে ভেদ হইয়া থাকে। সামান্য দর্শনে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু মুক্তি হয় না। ২৬। ভক্তিই বল, তাহা দ্বারা শ্রীহরি স্মরণ-করেন এবং স্বসাক্ষাৎকার প্রদান করেন। ২৭। জঘন্যাদি শরীরের অঙ্গ-বিশেষেও বিকল্প উপাসনা স্বীকার্য্য। ২৮। উপাসকের ধ্যানের অনুরূপ শ্রীহরির অবতরণ হয়। যদ্‌গুণসমন্বিতভাবে উপাসনা, তদ্‌গুণযুক্তভাবেই মুক্তিতে স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। ২৯। পরমেশ্বরের বহুভাবটি তাঁহার সকল গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বদা চিন্তনীয়। ৩০। নৃসিংহাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপের উপাসনার প্রণালীও পৃথক্। ৩১। যেরূপ সংসঙ্গক্রমে গুণবৈষম্য হইতে যেরূপ উপাসনা লব্ধ হয়, তদ্রূপই অনুষ্ঠেয়। ৩২। মোক্ষফলক শ্রীনৃসিংহাদির উপাসনা তাঁহাদের একান্ত-ভক্তের পক্ষে নিত্য। সকাম উপাসকগণ কামনানুসারে সকল সকাম উপাসনাই করিতে পারেন। একান্তীদিগের কামনার কথাচিৎ উদয় হইলেও তাঁহারা কেবল শ্রীহরির উপাসনা করিবেন। ৩৩। শ্রীহরির প্রত্যেক অবয়বে তত্তদবয়বোচিত গুণগুলির ধ্যান করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে ১৬ অধিকরণ ও ৫২ সূত্র। ইহাতে বিদ্যার নিরপেক্ষত্ব, কর্ম্মের তদঙ্গত্ব ও বিদ্যাধিকারীর সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষভেদে ত্রৈবিধ্য নিরূপিত হইল। ১। বিদ্যা অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তি কেবল মুক্তিদাত্রী নহেন, ভক্তের সমুদয় কামেরও পূরণ করেন। ২। জৈমিনিমতে বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ। ৩। বস্তুতঃ বিদ্যা কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নিরপেক্ষা। যিনি বেদকে অবিকৃতরূপে অবগত হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করেন এবং তদ্দ্বারা কিছুই অভিলাষ করেন না, তিনিই ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞ নহেন। ৪। ব্রহ্মবিদ্ বিধিবাধ্য নহেন, ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে হোমাদির প্রয়োজন নাই। ৫। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও যজ্ঞাদি বিদ্যার উৎপত্তিবিষয়ে অপেক্ষিত হয়। ৬। আপৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যথেচ্ছ আহার করিতে পারেন; কারণ, নির্ম্মলচিত্ত জ্ঞানীর কোন কর্ম্মে বাধা নাই। ৭। সনিষ্ঠ সনিষ্ঠ অধিকারীর পক্ষে বিদ্যার সহকারিরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন কর্ত্তব্য। উহার মোক্ষোপযোগিতা নাই। ৮। পরিনিষ্ঠিতের পক্ষে সর্ব্বদা ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য এবং স্বধর্ম্মপালন গৌণভাবে হওয়া উচিত অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মের অবিরোধে পালনীয়। ৯। আশ্রমধর্ম্ম না থাকিলেও স্বভাবতঃ বিরক্ত পুরুষদিগের পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত ধর্ম্ম ও সত্যজপাদি দ্বারা পরিশুদ্ধতা-বশতঃ বিদ্যার উদয় হয়। ইহারা নিরপেক্ষ ভক্ত। তাঁহাদের উপর শ্রীহরির বিশেষ প্রসাদ। ১০। নিরপেক্ষের পরমাপেক্ষা নাই, তিনি লোকাতীত ও বিশ্বাতীত। ১১। শ্রীহরি নিরপেক্ষের সমস্ত প্রয়োজন সমাধান করেন। ভক্তের নিকট তিনি আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। ১২। নিরপেক্ষ ভক্ত ভগবানের স্বরূপাদিই স্মরণ করিবেন। ধ্যান দ্বারাই তাঁহাদের জপার্চ্চনাদি অঙ্গ সিদ্ধ হয়। ১৩। সর্ব্বাশ্রমেই মুক্তি পাওয়া যাইবে। ১৪। বিদ্যা সর্ব্বতোভাবে গোপনীয়া ও কেবল যোগ্য শিষ্যকেই প্রদেয়া। ১৫। বিদ্যা একই জীবনে অথবা জন্মান্তরেও প্রকাশিত হইতে পারে। ১৬। প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই মুক্তি হয়, তৎসম্বন্ধে শরীরের পতন বা অপতনের কোন নিয়ম নাই।

বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যা-ফল বিচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে ১৩ অধিকরণে, ১৯ সূত্র দ্বারা মুক্তির স্বরূপ এবং মুক্তের প্রকারভেদ নিরূপিত হইল। ১। শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে হইবে। ২। কেবল ঈশ্বর-বুদ্ধিতে নহে, আত্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর্ত্তব্য। ৩। মন আদিতে আত্মবুদ্ধি করা সঙ্গত নহে। ৪। ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টির ন্যায় ব্রহ্মদৃষ্টিরও নিত্য কর্ত্তব্যতা আছে। ৫। ভগবানের চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গের সূর্য্যাদি তত্তৎরূপ চিন্তনীয়। ৬। চিত্তের একাগ্রতাকল্পে স্মরণে আসনেরও উপযোগিতা আছে। ৭। যেরূপ স্থানাদিতে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়, সেইরূপ স্থানাদি ভগবদুপাসনাতে অবলম্বনীয়। এতৎসম্বন্ধে স্থানাদির কোন নিয়ম নাই। ৮। মোক্ষ পর্য্যন্ত ও মোক্ষের পরেও উপাসনা করিতে হইবে। ৯। বিদ্যার প্রভাবে ক্রিয়মাণ-পাপের অশ্লেষ ও সঞ্চিত পাপের ক্ষয় অবশ্য স্বীকার্য্য। ১০। বিদ্যাদ্বারা পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অশ্লেষ ও বিনাশ জানিতে হইবে। ১১। বিদ্যোদয়ে অনারব্ধফল পাপ-পুণ্য বিনাশ পায়, আরব্ধ কার্য্যের নাশ হয় না। ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারাই দেহস্থিতি প্রভৃতি সঙ্গত। ১২। অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম বিদ্যার উৎপাদক। ১৩। ব্রহ্মৈকরত কোন কোন পরমার্থ-নিরপেক্ষ ভক্তের ভোগ ব্যতিরেকেই প্রারব্ধ পুণ্য ও পাপের ক্ষয় হয়। পরমেশ্বরের প্রসাদ-সাহায্যে জীবের প্রারব্ধ নাশ হইলে তাদৃশ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক পার্ষদ-শরীর প্রাপ্ত হইয়া নিখিল কাম ভোগ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ১০ অধিকরণ ও ২১ সূত্র-দ্বারা জীবের দেবযান-পন্থা ব্যাখ্যা করিতে বিদ্বানের দেহ হইতে উৎক্রমণ-প্রকার মীমাংসিত হইয়াছে। ১। বিদ্বান্ জীবের উৎক্রমণে বাগাদি মনেই বিলীন হয়। ২। মন প্রাণে প্রবেশ করে। ৩। প্রাণ তেজোদেবতাদির অধিষ্ঠাতা জীবে প্রবেশ করে। ৪। জীবও পরমাত্মাতেই মিলিত হয়। ৫। নাড়ীপ্রবেশের পূর্ব্বে অন্ন ও বিদ্বানের উৎক্রান্তিপ্রণালী সমান। অন্য ব্যক্তি একশত নাড়ী দ্বারা গমন করে এবং বিদ্বান্ উহাদের অতীত সুষুম্না-নামক একটী ঊর্দ্ধগত মূর্দ্ধন্য-নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করেন। ৬। বিদ্বানের বাগাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও ভূতসকল সর্ব্বাত্মভূত পরব্রহ্মেই সম্পন্ন হয়। ৭। অচিচ্ছক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মার সহিত প্রাণাদির তাদাত্ম্যাপত্তি সিদ্ধ। তখন জীব প্রকৃতিমুক্ত ও বিশুদ্ধ হইয়া অপ্রাকৃত লোকে পরব্রহ্মের নিত্যসান্নিধ্যরূপ মিলন প্রাপ্ত হন। ৮। বিদ্বান্ ব্যক্তি ভগবৎ-কৃপায় প্রকাশিত সুষুম্না নাড়ী দ্বারাই হরিলোকে গমন করেন। ৯। বিদ্বান্ ব্যক্তির মৃত্যু দিবাতে বা রাত্রিতেই হউক, তাঁহার গমন রবিরশ্মির অনুসরণেই হইয়া থাকে। ১০ বিদ্যা দ্বারা প্রতিবন্ধক কর্ম্মের পরিক্ষয়-হেতু বিদ্বান্ ব্যক্তির মৃত্যু যে-কোন অয়নে বা কালে হইলেও তিনি বিদ্যা-ফল অর্চ্চিরাদিমার্গ লাভ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ৯ অধিকরণ ও ১৬ সূত্র দ্বারা জীবের ব্রহ্মলোক গমনের পথ এবং প্রাপ্য ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। ১। সকল বিদ্বানই প্রথমে অর্চ্চিরাদি-মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ২। ঐ পথের ত্রয়োদশ সোপান। অন্ন সোপানের পরেই বায়ুর সোপান। ৩। বরুণলোক তড়িল্লোকের পরে সন্নিবেশ করিতে হইবে। ৪। অর্চ্চি, দিন, শুক্লপক্ষাদি শব্দদ্বারা সেই সেই সময় লক্ষিত না হইয়া তত্তদভিমানিনী দেবতাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতিবাহ-কার্য্যে পুরুষোত্তম নিজ উপাসকগণের আনয়নের নিমিত্ত অর্চ্চিরাদি দেবতাগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। অর্চ্চি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর দেবলোক, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ লোকের অভিমানী দেবগণ উপাসককে হিরণ্যলোক পর্য্যন্ত উপস্থিত করাইয়া দেন। তৎপরে অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে ক্রমে বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতিলোকে লইয়া যান। ৫। বিশেষ স্থলে ভগবৎপার্ষদ ভূতল পর্য্যন্ত আসিয়া উপাসককে লইয়া যাইতে পারেন। ৬। বাদরিমতে বিদ্বান্ পুরুষকে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত আনয়ন অমানব পুরুষের কার্য্য এবং ব্রহ্মার সহিত তাঁহার শেষ মুক্তি কথিত হয়। ৭। জৈমিন্যাদির মতে অমানব পুরুষ তাঁহাকে পরব্রহ্ম শ্রীহরিলোকে গ্রহণই উক্ত হইয়াছে। অতএব উহাই সংসিদ্ধান্ত। ৮। নামাদির উপাসক প্রতীকাত্মক পুরুষ এবং সন্নিধ্যাদি অপ্রতীকাত্মিক পর-ব্রহ্মোপাসক উভয়েই ভগবৎপদে নীত হন। ৯। কোন কোন নিরপেক্ষ ভক্তের স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক স্বপদ প্রাপণ অতিরিক্ত হইয়াছে। যাঁহারা নিরপেক্ষ, ভগবদ্বিরহে অতীবার্ত্ত, তাঁহাদের স্বপদ প্রাপ্তির বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহাদিগকে স্বধামে লইয়া যান।

চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে ১১ অধিকরণ, ২২ সূত্র দ্বারা মুক্তগণের স্বরূপ নিরূপণ-পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য ভোগাদি নিরূপিত হইয়াছে। ১। জ্ঞান ও বৈরাগ্য-সহিত ভক্তিদ্বারা পর-জ্যোতিঃস্বরূপত্ব প্রাপ্ত জীবের কর্ম্মবন্ধনির্ম্মুক্ত গুণাষ্টক-বিশিষ্ট স্বরূপের উদয় হয়। ২। সংযোগপুরুষ স্বরূপ প্রাপ্ত জীব শ্রীহরির সহযোগ লাভ করেন। ৩। ব্রহ্মসম্পন্নজীব পাপশূন্য, বিজর, মৃত্যুহীন, শোকাতীত, আহারেচ্ছাশূন্য, পিপাসারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প হইয়া আবির্ভূত হন। ৪। জীবের চিন্মাত্রত্ব নিণীত হইলেও গুণাষ্টক-বিশিষ্টত্ব-বিষয়ে বিরোধ নাই। ৫। মুক্তজীবের সঙ্কল্পমাত্রই সমগ্র ঐশ্বর্য্যলাভ স্বীকার্য্য। ৬। তিনি সত্যসঙ্কল্প হইলেও একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ৭। মুক্ত পুরু-ষের অপ্রাকৃত স্বাধীন বিগ্রহ হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের সেবা-সঙ্কল্প থাকে না, তাঁহারা নিরাকারলোকে বিগ্রহ-বিহীনই হন। ৮। অবিগ্রহ মুক্তপুরুষেরও আনন্দানুভব অপরিহার্য্য। সবিগ্রহ মুক্তপুরুষের ভোগ আপ্রকাম অবস্থার ন্যায় মূল। ভক্তি-হেতুক ভগবৎপ্রসাদ-ভোগেচ্ছাও ভক্তিযোগই গণ্য। ৯। ঈশ্বর হইতে মুক্তজীবের পুরাতন প্রজ্ঞা প্রসৃতা হয়। ১০। নিখিল চিৎ ও অচিতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ জগদ্ব্যাপার কেবল ব্রহ্মেরই কার্য্য, তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল কার্য্যেই মুক্ত-জীবের সামর্থ্য আছে। জীবের অমুক্ত-প্রমুক্ত স্বয়ং অনন্তানন্দ হইতে পারে না; কিন্তু ব্রহ্মদ্বারা তাঁহার অপরিমিত আনন্দের লাভ হয়। ১১। মুক্তজীবের মুক্তি নিত্যা। ভগবানের তত্ত্বজ্ঞানের সহিত উপাসনা দ্বারা শ্রীহরির লোকে সমাগত পুরুষের তথা হইতে আর সংসারে পুনরাগতি নাই। অনন্য ভক্ত অতিক্রমণের পর ভাগ্যক্রমে সত্ত্বগুণ প্রাসাদে নিশ্চলস্থিতি

ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হন। বহুকালান্তে সেই পরম রমণীয় রস-স্বরূপ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবতঃ আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। অতএব তাদৃশ পুরুষের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।

শ্রীহরির নির্দ্দেশানুসারে জীবকুলকে বৌদ্ধাদিবাদ হইতে বাঁচাইবার জন্য শিবাবতার আচার্য্য শ্রীশঙ্করকে প্রেরণ করিলে তিনি তাৎকালিক প্রয়োজনের অনুরোধে অসুরবিমোহনার্থ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। অদ্যাবধি তাহার প্রভাব শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণের হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐ প্রাদেশিক অবৈদিক মত প্রাচীন কাল হইতে খণ্ডিত থাকিলেও পরে শ্রীরামানুজ-কর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত, শ্রীমধ্বাচার্য্য-কর্ত্তৃক শুদ্ধদ্বৈত, শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত শুদ্ধাদ্বৈত ও শ্রীনিম্বাদিত্য প্রণীত দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বহুভাবে বিখণ্ডিত হইয়া শ্রীহরির অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহের উপাসনা-প্রণালী স্বরূপ-প্রাপ্ত জীবের নিত্যধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথাপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে অনর্পিতচর নিজপ্রেমের চমৎকারিতা মাধুর্য্য-মহাভাব প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতেও তাহার অভাব থাকায় শ্রীগোবিন্দের নির্দ্দেশ-ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বর্ত্তমান গোবিন্দভাষ্যে শ্রীঅচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত দ্বারা বেদান্তের বিশুদ্ধ প্রয়োজন উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তদনুসারেই অধিকরণ-ক্রমে সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য বিবৃত হইল।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব

শ্রীগোদ্রুমে—গত ২১শে আষাঢ় শুক্রবার বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষড়্‌বিংশ বার্ষিক বিরহমহামহোৎসব তাঁহার প্রিয়তমজনস্থলী কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে তদীয় সমাধিপীঠে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে অহোরাত্র নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবের অধিবাস-বাসরে শ্রীআনন্দ-সুখদকুঞ্জে সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে আগত ভক্তগণ শ্রীল ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সাখ্য নদীয়া-প্রকাশ পাঠ, ভক্তগণের বক্তৃতাদি হয়।

পরদিন উষঃকাল হইতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনার পর পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশমত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ' সমবেতকণ্ঠে গীত হয়। তৎপরে 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর', 'কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর' প্রভৃতি মহাজন-গীতিসমূহ কীর্ত্তন হইতে থাকে। ভক্তগণ বিচিত্র বর্ণের নিশান, মৃদঙ্গ, করতাল, ঝাঁঝর, ঘণ্টা ও বিভিন্ন বাদ্যসহ উচ্চসংকীর্ত্তনরোলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া শ্রীল ঠাকুরের সমাধি-মন্দির ও গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করেন। পরিক্রমাকালে পঞ্চতত্ত্ব, 'নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন' প্রভৃতি গীতি এবং কুঞ্জে প্রবেশের সময় 'হরি ব'লে গৌর এলো' গীতি কীর্ত্তন হয়। নগরসংকীর্ত্তনের পর পুনরায় সমাধিকুঞ্জে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সাখ্য গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীনামহট্ট পাঠ হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণপ্রসঙ্গ পাঠ হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বিরহ-ব্যথিত-চিত্তে একঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীল ঠাকুরের অসমোর্দ্ধ দান ও জীবের প্রতি অপরিসীম করুণার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে ভক্তিবিনোদ-ধারার অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মূলগায়করূপে ভক্তগণসহ সুললিত-স্বরে 'শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সমাগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয় ভজনস্থলী শ্রীগৌর-পরিচিত শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের সভাপতিত্বে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল

তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ অনুক্ষণ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-দান-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন; শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ভক্তগণ শুক্তিমন্দির-মার্জ্জন ও রথযাত্রা-সংকীর্ত্তন-নৃত্যোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সাধারণ মহামহোৎসবের দিবস প্রদ্ধাবান্ সজ্জন, চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব এবং শ্রীক্ষেত্রবাসী শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব অহোরাত্র শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর পারায়ণ, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গীতাবলী-কীর্ত্তন ও তাঁহার অতুলনীয় দান-সম্বন্ধে বক্তৃতা, অভিভাষণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গযাজনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ সুদর্শনদাস ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন দাস এম্-এ বি-এল্ শ্রীশ্রীল ঠাকুরের গুণাবলী ব্যাখ্যা করিয়া অভিভাষণ প্রদান করেন। কলিকাতার বহু সজ্জন ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কমলাপুর শ্রীগোপালজীমঠের বার্ষিক মহোৎসব

গত ৫ই আষাঢ়, ১৯শে জুন (১৯৪০) রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাদিবস শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌর-নিজ-জন ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে এবং গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে কমলাপুর শ্রীগোপালজী-মঠের বার্ষিক মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান-দ্বারা বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

চন্দন

[আনন্দবাজার ২৪শে আষাঢ়, ১৩৪৭ ; ৮ জুলাই, ১৯৪০ ; কলিকাতা সংস্করণ]

গৌড়ীয়মিশন—গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে শ্রীশ্যামসুন্দরকুঞ্জে ২৬ বাৎসরিক বিরহ-উৎসব উপলক্ষে গত ৫ই জুলাই প্রায় পাঁচশতভক্ত নগর-সংকীর্ত্তন করেন। তৎপর গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্যদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য আলোচনা-পূর্ব্বক ঠাকুরের বিরহ-তিথি-মাহাত্ম্য ও এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তারপর উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ দিবস কলিকাতার বাগবাজার গৌড়ীয়-মঠে, নারস্বত-প্রবণসদনে একটি সভায় পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে গত ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই সোমবার হইতে ৫ই শ্রাবণ, ২১শে জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রমুখ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও হরিসংকীর্ত্তনাদি হইতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য ও গৌড়ীয়মিশনের ত্রিদণ্ডিগোস্বামী, লণ্ডন গৌড়ীয়মিশনের সর্ব্বপ্রধান প্রবীণতম প্রচারক শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে উপস্থিতি থাকিয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদত্ত হইতেছে। ৫ই শ্রাবণ, ২১শে জুলাই রবিবার সাধারণ মহামহোৎসব হইবে।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (সম্পাদক),

গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন

সুধীকর প্রমাদ—গত ৪৭-৪৮শ সংখ্যা, ৭৫৮ পৃঃ 'শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজনোপদেশঃ' পদ্যের ১১শ শ্লোকের ১ম চরণে "পরিপূর্ণকলং" স্থলে "পরিপূর্ণকলঃ" এবং ২য় চরণে "পরতত্ত্বমিহাস্মবিলাসময়ম্" স্থলে "পরতত্ত্বমিহাস্মবিলাসময়ম্" হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমার্থিক-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৪৭ ; ২০শে জুলাই, ১৯৪০ | ৫০তম সংখ্যা

অষ্টাদশ বর্ষের পূর্ণাপ্তি

বিশ্বের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্র অদ্য তাঁহার প্রপঞ্চে আবির্ভাবের অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ করিলেন। এই অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে প্রতি-বৎসরে পঞ্চাশ-বার করিয়া নয় শত বার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-কীর্ত্তনকারিরূপে 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইয়াছেন। সাধক-জীবনের নানাপ্রকার সমস্যা ও তাহাদের সমাধান, অসংখ্য পরিপ্রশ্নের উত্তর, শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের চেতনময়ী কথা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, পত্রাবলী, প্রবন্ধ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অহৈতুকী কৃপা-বর্ষিণী বাণীসমূহ, আচার্যবর্গের চরিত্র, বৈষ্ণব-বিশ্ব ও গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, বিবিধ তত্ত্ব ও বিবিধ গ্রন্থের আলোচনা, বৈষ্ণব-মহত্ত্ব-সমালোচনার নানাপ্রকার তথ্য প্রভৃতি অষ্টাদশবর্ষ যাবৎ অপতিতভাবে এই 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপে প্রায় ১৫,০০০ (পনের হাজার) পৃষ্ঠায় 'গৌড়ীয়ে' লক্ষগ্রন্থের অবতার হইয়াছে। কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে, সেই চেতনময়ী সদ্বক্তিময়ী শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বাণীর প্রতি আমার একটুকুও অনুরাগ হইল না! ইহা অপেক্ষা শোচ্যতম অবস্থা আর কি হইতে পারে? এইরূপ শোচনীয় অবস্থার শেষ-সীমায় আমাকে উপনীত দেখিয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর অহৈতুকী কৃপা-শক্তি আচার্য-ভাস্করবরূপে গৌড়ীয়-গগনে উদিত হইলেন, তথাপি

ভোগাধামী ও ত্যাগাধামীর অভিনয়ে জড়-বিশেষ ও জড়-নির্বিশেষবাদী হইয়া আমি উভয়ের ধর্ম্মের আবাহনই করিলাম! দৈন্যের আবরণে কপটতা ও প্রেমের ভান্তিকতা, আনুগত্যের অভিনয়ে প্রচ্ছন্ন স্বতন্ত্রতা, সেবার অভিনয়ে অন্যাভিলাষ-চরিতার্থ করিবার গুপ্ত বাসনা, হরিকথা-প্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয়ে সম্পূর্ণ অন্যমনস্কতা ও অন্যাভিলাষ আমাকে গ্রাস করিল! শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর প্রকৃতিগতা চেতন-বৃত্তিকে বরণ না করিয়া আমি জড়সত্ত্ব হইয়া পড়িলাম, তথাপি পতিতপাবন নিত্যানন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের মুখারবিন্দ হইতে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী প্রকাশিত হইয়া প্রচুর কৃপা বর্ষণ করিতে থাকিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই কৃপা আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল; আমি বঞ্চনাকেই বহু মানন করিলাম, কৃপাকে দেখিয়া কৃপাণ ধরিলাম!

যাহারা কু-পন্থাকে যৌক্তিকভাবে, সভায়, বক্তৃতায় নিন্দা করিয়া শ্রৌত পন্থাকে বহুমানন করিবার অভিনয় করিয়াছিল, তাহারা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা ও বহুরূপী অন্যাভিলাষ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শাসন-কৃপাকে ছিন্নপ্রায় দেখিয়া স্ব-স্ব প্রচ্ছন্ন বেশ খুলিয়া ফেলিতে বাধ্য হইল অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন কু-পন্থার পরিবর্ত্তে স্পষ্ট কু-পন্থা বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল; তখন শ্রৌতপন্থী 'গৌড়ীয়'কে সর্ব্বতোভাবে অনাদর ও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দিল।

ঠিক এমনি সময়, পরম-কারুণিক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত বৎসর চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি এবং শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গিরিগুরু গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথির অব্যবহিত পরে শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীল গৌরসুন্দরের দীক্ষা-লীলা-ক্ষেত্র গয়াধামে গমন করিয়া আষাঢ়ী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহ-বাসরে সন্ন্যাস-লীলা অবিষ্কার করিলেন।

গত কল্য শ্রাবণী-পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ ও শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব এবং অদ্য শ্রীল প্রবোধানন্দ গিরিগুরু গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব-বাসর। আগামী ৮ই শ্রাবণ বুধবার কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের গয়ায় সন্ন্যাস-লীলাবিষ্কারের পরমোৎসব-বাসর।

এক এক বৎসরে এই জগতের চিত্রপট কতটা পরিবর্ত্তিত হয়! জগৎ—গমনশীল, পরিবর্ত্তনশীল। এই গমনশীল বিশ্বে—পরিবর্ত্তনশীল প্রপঞ্চে নিত্য শাশ্বত সনাতন বৈষ্ণব, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগুরুদেব, শ্রীহরিনাম প্রভৃতির অবতীর্ণ থাকিয়া জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা ও নশ্বরত্ব শ্রীভগবানের নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় অথচ নব-নবায়মান-চমৎকারিত্বাবহক বিক্রমের বার্ত্তা প্রচার করেন।

গত বৎসর এই সময়ে প্রচ্ছন্ন কু-পন্থিগণ স্ব-স্ব প্রচ্ছন্ন স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া কী ভীষণ অপরাধের আবাহন-ই না করিয়াছিল! এইরূপ অপরাধের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে, উহার সুদীর্ঘ অতীত কালের মধ্যে এ পর্য্যন্ত হইয়াছে কি না, সন্দেহ। সেই সকল অপরাধের ফলে নির্ব্বিশেষবাদী কু-পন্থিদল কিরূপ শুষ্ক চেতন-ধর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত হইয়া মায়াদেবীর নানাবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। জগতের পাপী, গো-বিপ্র-ঘাতী অতি পতিত পামরেরও যেন এইরূপ দুর্দ্দশা কখনও উপস্থিত না হয়।

গত সম্বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয়-মিশনের চিত্রপটের কিরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাস-লীলা-আবিষ্কারের পর গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির সম্পাদক, আদর্শ পরমহংস সেবকবর মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী স্বীয় আচরণে প্রকট করিয়া জগতের নিকট উজ্জ্বল কৃপা-বর্ত্তিকা ধারণ করিতেছিলেন। আমার মায়া-পিশাচীর পদ-লেহন-বৃত্তি ও দেহাত্মবোধের জঘন্যতম আদর্শ দেখিয়া তিনিও শ্রীল গৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীগৌর-সুন্দরের নিত্য-সেবায় প্রস্থান করিয়াছেন।

একদিকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধরূপ দানবীয় বৃত্তির আস্ফালন, আর একদিকে অকপট পরমাগতির আদর্শ জীবের প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসার পরীক্ষক হইয়াছে। এই অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে বহু লোকের স্বরূপ চিনিতে পারা গিয়াছে; বহুলোকের ছদ্মবেশ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, বহু লোকের প্রকৃত অধিকারের পরীক্ষা হইয়াছে।

এই সম্বৎসরের মধ্যে চিত্রপটের যতই দ্রুত পরিবর্ত্তন হউক না কেন, একযোগে কোমলশ্রদ্ধগণের যতই প্রবল অপরাধরূপ "অকৃপণতা" সংঘটিত হউক না কেন, কু-পন্থিদলের যতই অবৈধ অনধিকার-প্রবেশ-প্রচেষ্টা প্রকাশিত হউক না কেন, সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের একটি বাণী যেন

আলোক-স্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। **'কৃষ্ণই সমস্ত কল দিপেন'**—শ্রীল আচার্যদেবের এই কথাটি আমরা বর্ণে-বর্ণে পরম সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি; আর উপলব্ধি করিতেছি যে, ক্রিয়া-দাক্ষ্য অপেক্ষা শরণাগতির শক্তি অনুলনীয়রূপে বলবত্তী। ক্রিয়া দাক্ষ্যে আছে,—স্বতন্ত্রতা ও দাম্ভিকতা চরিতার্থ করিবার পূর্ণ-প্রচ্ছন্ন তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা। আর শরণাগতিতে আছে,—আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা ও পূর্ণসেবা-চেতন-বিলাস।

পতিতপাবনবর পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ নিষ্কিঞ্চনেবকদিগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য যেরূপ শত বৎসর প্রায় এই সময়ে সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দেহ-গেহ-সর্বস্ব ব্যক্তিগণের প্রতি ততোঽধিক কৃপা করিবার জন্যও ঐরূপ আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীনাম-সংকীর্তন-যজ্ঞের সমিধ্ বা মাধুকরী ভিক্ষারূপ সর্বস্ব আহরণ করেন। ইহা দেখিয়া হরিবিমুখ-সমাজ মহাপুরুষের ঐরূপ বৃত্তিকে অত্যন্ত বিসদৃশ ও তথাকথিত লোক-সভ্যতা-বিগর্হিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ ও উৎপীড়ন করিতে ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী স্বয়ং কীর্তনমুখে সেই মাধুকরী ভিক্ষা আহরণ করিতে ও তদনুরূপ নিষ্কপট সম্প্রদায়কে আহরণ করাইতেও বিরত হন না। শ্রীল আচার্যদেব পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—এইরূপ মাধুকরী ভিক্ষা অর্থাৎ কর্মকাণ্ডীয় অপবৈদ্য-নীতি, জ্ঞানকাণ্ডীয় অপব্রহ্মণ্য-নীতি, যোগকাণ্ডীয় অপযাত্র-নীতি ও ছলভক্তিকাণ্ডীয় অপশূদ্রনীতি পরিত্যাগ করিয়া—যেখানে, সেখানে যেখানে, নির্জন-ভজনাশ্রম সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া নিকপট দীনচিত্তে শ্রীনাম-কীর্তন-যজ্ঞের হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মার—সুমেধো মুকুটমৌলি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে সমগ্র জীবনীশক্তিকে নিয়োগ বা আত্মসমর্পণই প্রকৃত মাধুকরী ভিক্ষার দীক্ষাব্রত গ্রহণ। এই দীক্ষা-ব্রতের আদর্শ গুরুদেবে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেব ঐ মহত্ত্বকে 'বাস্তব ত্রিদণ্ডী' বলিয়াছেন।

এই বৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমোৎসবের কিছু পূর্বে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবকে ব্রজধাম হইতে শ্রীধামাবন গৌরধামে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসেন। শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার অপ্রকটের ঠিক একমাস পূর্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।
প্রথায় চৈতন্যমঠ, যাহি বসে বলা শঠ,
গৌর-জনে করিয়া সফল॥"

সার্থক করিয়া, সমগ্র জীবনী-শক্তি নিযুক্ত করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যবাণী-কৃপা-শক্তির আসন রচনা করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণেন অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শনপূর্বক শ্রীচৈতন্য-বাণীর সংকীর্তন পীঠ রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্মরণে কে কল্পিত যে, বর্ষণে জানুয়ারী প্রাক্কে শ্রীচৈতন্যমঠে একদিকে যে দানবীয় তাণ্ডব ও অপরদিকে যে আসুরিক আদর্শ প্রকাশিত হইল, তাহারই ঠিক একমাস পরে অর্থাৎ ২৮শে ফেব্রুয়ারী দোলরাত্রে আর এক অপ্রত্যাশিত অচিন্ত্য-পূর্ব আদর্শ প্রকটিত হইবে? শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যবাণীর নিত্য সিংহাসন-পীঠ-স্থাপনার্থ নশ্বরদেহ দুঃসঙ্গকে উহাদের স্বীয় অঙ্গের দ্বারাই বিবর্জিত করাইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু নিজ-ভজন-কুটীরে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। একমাস পূর্বে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বিরহ-গভীর ঘটনা একমাস পরে ঘটিবে, ইহা কে ভাবিয়াছিল? কিন্তু এই উভয় ঘটনার মধ্যে শ্রীল আচার্যদেব মহতী মঙ্গলময়ী বাণী-শ্রবণ ও বাস্তব মঙ্গলের আদর্শ সকলকে উপলব্ধি করাইলেন।

এই বর্ষে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা—শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে গৌড়ীয় মিশনের রেজেষ্ট্রী সম্পাদন। ইহার দ্বারা সঙ্ঘের বহিরঙ্গ কার্য-সমূহ সুশৃঙ্খলভাবে সাধিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবার বিশেষ সুযোগ হইয়াছে।

এই বর্ষে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের ইংরেজী ভাষায় রচিত 'Srila Sarasvati Thakur' 'Thakur Bhakti vinode', A map of India showing the places visited by Sri Chaitanya Mahaprabhu এবং শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীগুরুস্তবমালা', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র বিরাট সংস্করণ ও তাঁহার 'বিলাপজী-সমূহ' এবং শ্রীল প্রভুপাদের 'উপাখ্যানে উপদেশ,' 'মহামন্ত্রোপদেশক শ্রীল ভক্তি-

সুধাকর', 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় মিশনের পত্তনিবাড়ির উদ্যোগে আলবার্ট-হলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীচৈতন্যদেব ও নামপ্রেম-তত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বার্ষিক উৎসবাদি বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-পুরীর কৃপায় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' মুদ্রণ শ্রীভক্তিবিনোদের কৃপার অবদান ও শ্রীগোদ্রুমে স্বয়ং শ্রীল আচার্যদেব কর্তৃক এবং শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কর্তৃক শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংকীর্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত কল্য হইতে চাতুর্মাস্যব্রত আরম্ভ হইয়াছে। গত ২৬ শ্রাবণ, ৩রা আষাঢ় সোমবার শ্রীবিষ্ণু-শয়নী একাদশী তিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের চেতনময়ী বাণী অহোরাত্র কীর্তিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের সন্ন্যাস-লীলা-স্মরণ-কীর্তনোৎসবকে অগ্রণী করিয়া আমরা 'গৌড়ীয়ে'র অষ্টাদশ বর্ষ সম্পূর্ণ ও ঊনবিংশ বর্ষের সেবা করিবার যোগ্যতা সাধন শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি।

আগামী ৫ শ্রাবণ, ২৪ জুলাই বুধবার কৃষ্ণ-পঞ্চমী ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথিতে প্রত্যেক শুদ্ধভক্তি-সভ্যারামে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের সন্ন্যাস-লীলা-স্মরণ-কীর্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-পুরীর সেবায় আত্মনিয়োগার্থ আত্ম-সমীক্ষা, অকপট আর্তি, সুচৈত্য, সারল্য ও কৃপা প্রার্থনা করা হইবে। যাহাতে আমরা 'গৌড়ীয়ে'র এই নব-বর্ষ হইতে প্রচ্ছন্ন বা ব্যতিরেক দুঃসঙ্গ লিপ্সা সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া, একান্ত গৌড়পন্থী হইয়া নিষ্কপটে হরিভজন করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-পুরীর শ্রীচরণে গলদশ্রীকৃতবাসে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শুদ্ধভক্তি-সভ্যারামের বাস্তব-আদর্শ

(৪)

সাময়িক উৎসব, দৈনন্দিন আচার

শুদ্ধভক্তি-সভ্যারামে শ্রীল প্রভুপাদ সাময়িক সংকীর্তন-উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া সর্বসাধারণকে, বিশেষতঃ মঠবাসিগণকে সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গ, হরিকথা-শ্রবণ, কীর্তনানুশীলনের সুবর্ণ-সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল উৎসবাদির মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কেবল 'হৈ চৈ' করা এবং বহির্মুখ লোকরঞ্জন, তাহাদিগের তোষামোদ, তাহাদিগের ভিক্ষাদি ইন্দ্রিয়ের তর্পণ করাইয়া অর্থ-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের চেষ্টা কখনই ভক্তি-সভ্যারামের কৃত্য নহে। সেইরূপ ভক্তিবিরুদ্ধ রাজস ও তামস চেষ্টা যদি ধীরে ধীরে কোনরূপে সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা সর্বতোভাবে পরিবর্জন করিয়া শুদ্ধসংকীর্তনময় আত্মমঙ্গলোদ্বোধক উৎসবাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক মঠের সাময়িক উৎসবকালে সমবেত হইয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে যে, কি করিয়া আমাদের শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথের, পূর্ব গুরুবর্গের, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর শ্রীপাদপদ্মে অকপট ঐকান্তিক-প্রীতি উদ্ভূত হয়; কি করিলে আধ্যক্ষিকতা ও দম্ভ-দৈন্যের বিনাশ ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় অকপট দৈন্য, নিজের জীবনের প্রতি অকপট ধিক্কার, দেহারামতার প্রতি সুতীব্র তিরস্কার, আনুগত্য, সারল্য, সুচৈত্য—শরণাগতির এই ভাবসমূহ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়; উৎসবে 'হৈ চৈ' না করিয়া যাহাতে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেকেই তৎপর হইবেন।

উৎসবাদি ব্যাপার-সমূহ যেন বহির্মুখ জনসঙ্ঘ-পূজাময় মহারম্ভে পর্যবসিত না হয়। যথাবৈভব মহোৎসব-অনুষ্ঠান করাই মঠবাসিগণের কর্তব্য। মাধুকরী ভিক্ষার পরিমাণানুসারে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণকে নাম-শ্রবণ-কীর্তন-মুখে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে। বহির্মুখ-লোক

ভোগের দ্বারা কাহারও মঙ্গল হয় না। শ্রীগুরুপাদ যাহাকে "শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব" বলিয়াছেন, তাহা যেন বহির্মুখ-জিহ্বা-লাম্পট্যোৎসবে পরিণত না হয়। কি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শে জীবন গঠিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা এবং তদনুরূপ অনুশীলন করিবার আর্ত্তি-বর্দ্ধনই উৎসবাদি অনুষ্ঠানের ফল হইবে।

শ্রদ্ধালু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলে মহাপ্রসাদের প্রতি প্রকৃত সম্মান ও জীবে দয়ার কার্য্য হইবে। মহাপ্রসাদকে ভোগীর ভোগানলে আহুতি প্রদান করিলে শ্রীমহাপ্রসাদ-প্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ হইবে ও জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীব-হিংসাই সাধিত হইবে। **শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরই সুকৃতি হইয়া থাকে; অশ্রদ্ধালুর সুকৃতি হয় না।** অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু মহাপ্রসাদ বা শ্রীনাম প্রদান করিলে তাহাতে ভজন-বাধক অপরাধ উপস্থিত হয়।

অন্যাভিলাষ-সমর্থনকল্পে একটি যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য সমস্তই করিতে পারা যায়, বহির্মুখলোক-পূজার ছলেও গুরু-বৈষ্ণবের—মিশনের পূজা হয়! গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্কেতও লঙ্ঘন করা যায়, এই যুক্তির মতই ঐরূপ বিচার বটে! গুরুসেবা বা মিশনের সেবা তাহাকেই বলা যাইবে, যাহাতে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত মঙ্গল হইবে—যাহাতে চিত্ত হইতে নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কামনা, দেহ-দেহা-সক্তি ক্রমে-ক্রমে বিদূরিত হইয়া শরণাপত্তি ও গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় আসক্তি ও আর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে। প্রয়োজন হইলে মিশনের প্রচলিত কথা-কথিত যাবতীয় আচার-ব্যবহারকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকৃত আত্মমঙ্গলময় আচার-সমূহ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, কাহাকেও বঞ্চনা করিতে হইবে না, নিজেও বঞ্চিত হইতে হইবে না। প্রত্যক্ষ কল্যাণ-ফল লাভ করিতেই হইবে। সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আত্মসাৎ করিতেছেন কি না, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার অকপট প্রীতি বর্দ্ধিত হইতেছে কি না, শ্রীশ্রীল স্বরূপ-দামোদর, শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে তাঁহাদের ঐকান্তিকী ও প্রীতিময়ী সেবায় সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন কি না, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেবল অধিক ভিক্ষা সংগ্রহ বা তাহাতে অধিক প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ, অনেক ঘর-বাড়ীর প্রসার, সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস 'চৈ চৈ'—এই সকল প্রচার বা মিশন নহে। এই জাতীয় নাটকীয় চিত্তাস্রোতের মিশন যত শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যায়, ততই জীব-জগতের মঙ্গল ও তত শীঘ্রই বহুমতীর ভার লাঘব হয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অকপট-প্রীতি-বিশিষ্ট দুই একটি লোক থাকিলেও তাহা লইয়াই প্রকৃত মিশন হইবে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সন্তোষ-বিধান ও প্রকৃত গৌড়ীয়-মিশনের কার্য্য হইবে। কতকগুলি অন্যাভিলাষী ও অনাচারী লোকের যথেচ্ছাচারিতার ইন্ধন প্রদান করার নাম গৌড়ীয় মিশনের কার্য্য নহে। প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ সমর্থ হউন, আর না ই হউন, অন্ততঃ আদর্শ ভাগবত-জীবন যাপনের জন্য নিষ্কপট চেষ্টান্বিত, আর্ত্ত ও অকপট দৈন্যযুক্ত থাকিবেন। সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-বিম্বলাভের জন্য চিত্ত উৎসুকতার ব্যাকুলিত হইতে থাকিবে। প্রতি-মুহূর্ত্তে নিজের অযোগ্যতার স্মরণ হইবে; গুরু-বৈষ্ণবের উপদেশ-পালনে সুদৃঢ় নিষ্ঠা ও লোলা পরিবর্দ্ধিত হইবে।

ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি বা সঙ্ঘ। যদি আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই নিষ্কপটে মঙ্গল বরণের জন্য সচেষ্ট থাকি, নিয়ত গুরু-বৈষ্ণবের অবকনাময়ী কৃপা প্রার্থনা ও বরণ করি, তবে সেই সকল ব্যষ্টি লইয়া যে আদর্শ-সমষ্টি বা সঙ্ঘ গঠিত হইবে, তাহাতেই প্রকৃত গৌড়ীয়-মিশন বা ভক্তিবিনোদ-ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার—মুখের কথা নহে। বিন্দুমাত্রও অন্যাভিলাষ থাকিলে শ্রীরূপের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর চঞ্চুসীমানাও যাওয়া যায় না। রাজসিক, তামসিক বা মিশ্র সাত্ত্বিক চেষ্টা দ্বারা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার হয় না। শ্রীগুরুবর্গের চিত্তবৃত্তির সহিত ঐকতান-যুক্ত হইতে পারিলে তাঁহাদের কৃপায় শ্রীরূপ-রঘুনাথের পদরেণুর লাভ করিবার সৌভাগ্য হইতে পারে।

সঙ্ঘের প্রত্যেক ব্যক্তি যথাসাধ্য নিরপেক্ষ হইবেন। অপর বৈষ্ণবের সেবা-গ্রহণ বা তদ্রূপ অপেক্ষা করিলে ভক্তিরাজ্য হইতে চ্যুত হইতে হইবে। আমরা মধ্যমাধিকারী, সুতরাং কনিষ্ঠাধিকারিগণ আমাদের সেবক; অথবা আমরা কনিষ্ঠাধিকারী, সুতরাং অদীক্ষিত হরিনামাশ্রিত বা মঠে নবাগত ব্যক্তিগণ আমাদের সেবক-তত্ত্ব; কিম্বা আমরা গৃহস্থ, স্ত্রীপুত্র-পরিজন আমাদের সেবক বা ভোগ্যতত্ত্ব; অথবা আমরা ত্যক্তগৃহ, অতএব গৃহস্থগণ আমাদের তুচ্ছ-

ভাজন্যের পাত্র—এইরূপ কনিষ্ঠাধিকারিগণের অভিমত হইলে থাকিলে সেবা-পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। প্রত্যেকেই নিজের ভজনোপযোগী দেহরক্ষার কার্য্য-সমূহ নিজেই করিবেন। মিলিয়া-মিলিয়া কাজ করিবার নীতি বা সিভিলিয়ান্ সেটেলমেণ্টের নীতি যেন সঙ্ঘাধামে স্থান না পায়। আমরা কেবল প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করিব এবং একশ্রেণী কেবল আমাদের জন্য রন্ধনই করিবেন,—এইরূপ বিচার শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘের বিচার নহে।

শ্রীমূর্ত্তির সেবা কেবল কনিষ্ঠাধিকারিগণের জন্য; অতএব ভোগের বা পূজার বৈভব-সম্ভারাদি কেবল কনিষ্ঠাধিকারী বা অশিক্ষিত ব্যক্তি, কিম্বা ভাড়াটিয়া চাকর মার্জ্জন করিবে, আমরা মধ্যমাধিকারী, সুতরাং গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়াইব বা উত্তমরূপ (?) কাজ করিব,—এইরূপ ভাব যেন হৃদয়ে না থাকে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"প্রত্যহং বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরস্যি সেবনে" (ভঃ রঃ সিঃ ২য় লঃ ৪৩ সং)। শ্রেষ্ঠ ভক্তাভিমানিকের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তির চরণ সেবার জন্য বিশেষভাবে প্রীতির কথা তুলিয়া উহাকে কনিষ্ঠাধিকারীর চেষ্টা-মাত্র মনে করিলে মঙ্গল লাভ করা যাইবে না।

প্রত্যেকেই নিজ-নিজ দেহোপযোগী কার্য্য করিবেন। সুতরাং বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে না, কেবল নিজের দেহ-সেবা লইয়াই থাকিব,—এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলেও আবার ভীষণ বিপদ। ইহা ভজনের বিশেষ প্রতিবন্ধক ও প্রচ্ছন্ন দেহানুবোধরূপ আত্মা।

কোন কোন সময় সঙ্ঘের মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, এইরূপ আত্মাগ্রস্ত হইয়া কেহ কেহ শ্রীমন্দির-মার্জ্জন বা মঠাদির উপস্কার প্রভৃতি কার্য্যের প্রতি উদাসীন হইয়াছে, সকলেই যখন নিজ-নিজ কার্য্য করিবেন, তখন শ্রীভগবান্ ও বৈষ্ণব ইহারাও নিজ-নিজ কার্য্যগুলি নিজেরাই করিয়া লউন, —এইরূপ দেহাত্মবোধমূলক আত্মা থাকিলে নরকগামী হইতে হইবে।

সঙ্ঘাবাসের সেবকগণের আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা পৃথিবীর বহির্ম্মুখ লোকগণের নিকট চরিতকথা কীর্ত্তন করিতে গিয়া কখনই ব্যক্তিগত ধার্ষ্টিকতা প্রকাশ, কিম্বা তাহাদের তোষামোদ করিবেন না। প্রচারকগণ একদিকে যেমন ধরাকে সরা জ্ঞান করিবেন না, অপরদিকে পৃথিবীর লোককেও তোষামোদ করিতে যাইবেন না। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে পরিনিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত সত্যকথা সুনীচতার ও সহিষ্ণুতার সহিত অপরকে যথাযোগ্য মান দান করিয়া কীর্ত্তন করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই সহানুভূতি থাকিবে। অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ বিদ্বেষিগণের প্রতিও সহানুভূতি, আর জ্ঞানকৃত অপরাধী বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষারূপ দয়া বা সহানুভূতি থাকিবে। বহির্ম্মুখ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি, অনধিকারচর্চ্চা, কিম্বা যেদিকে দালান, কোঠা, বাড়ী, ঘর, জনসঙ্ঘ, উত্তম ভোজন, স্বতন্ত্রতা, দাম্ভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আশা আছে, সেইদিকে আসুরিক যোগদানের চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি থাকিলে অচিরেই হরিজন হইতে বিচ্যুত হইয়া কুবিষয়ে মত্ত হইতে হইবে।

মঠসেবকগণ কেবল যুক্তিবাদী না হইয়া সর্ব্বদাই অন্তর্দৃষ্টিযুক্ত শ্রৌতপন্থী হইবেন। কেবল যুক্তিবাদী হইলে অল্প সময়ের মধ্যে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িতে হইবে। শ্রুতির অনুকূলা যুক্তিমাত্রই স্বীকার্য্য। জগতে যে সঙ্ঘশক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রোত্তর, কিন্তু পরমার্থ-রাজ্যে হরিকীর্ত্তনকারী আচার্য্যই সঙ্ঘের মূল বা প্রাণ। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্ঘ অবস্থিত। অতএব শ্রীগুরুবর্গ শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে অকপট-নিষ্ঠাই সর্ব্ববিধ মঙ্গলের আকর।

গতকল্য ৩রা শ্রাবণ শুক্রবার হইতে গৌড়ীয়মিশনের অন্তর্গত সমুদয় মঠে পৌর্ণমাসীপক্ষে **চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত** আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিনে মঠসমূহে শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুর তিরোভাবতিথিও সুষ্ঠুভাবে পালিত হইয়াছে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

কটকে—গত ২১শে আষাঢ় শুক্রবার শ্রীরাধানন্দ-গৌড়ীয়মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষড়বিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে সম্পন্ন হইয়াছেন। তেলেগু ও ইংরাজী ভাষায় শ্রীল ঠাকুরের গুণানুবলী কীর্তন হয়; পরে 'গৌড়ীয়' ১৬শ খণ্ড হইতে শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা পাঠ ও কীর্তন হয়। রাত্রে সমাগত সজ্জন ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কটকে—ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ৩০শে জুন রবিবার সন্ধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণের বিশেষ আগ্রহে কটক টাউনহলে কটক মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ভাগীরথী মহাপাত্র এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীনাম-তত্ত্ব" সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর দিবসও তিনি কটক মহামায়া এম্-ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে উক্ত স্কুলে পুনরায় "নাম-তত্ত্ব" সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় আর একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। উভয় দিনই সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত সজ্জনের সমাগম হইয়াছিল।

মাদ্রাজে—গৌড়ীয় মিশনের আচার্যদেবের আনুগত্যে ও সম্বর্ধিণবড়ির নিয়ামকত্বে গত ৫ই জুলাই শুক্রবার (১৯৪০) নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষড়বিংশতিতম অপ্রকট-তিথি-পূজা মহাসমারোহে হরিকীর্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছেন। 'গৌড়ীয়' ১৭শ খণ্ড, ৬৪-৭ম সংখ্যা এবং ১৮শ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা পঠিত হয়।

অপরাহ্ণ ৫১ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-হলে আহূত সভায় গুরু-বন্দনা, গুর্বষ্টক, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তনান্তে পরম পূজনীয় শ্রীল ভাক্তপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-লিখিত ঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ হয়। অনন্তর দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুত কে, এস, রামস্বামী শাস্ত্রী এম্-এ মহোদয় ঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অবশেষে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমলও একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত সজ্জনকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঢাকায়—গত ৫ই জুলাই শুক্রবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষড়-বিংশতিতম বিরহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের কৃপা-নির্দেশে ও সম্বর্ধিণবড়ির নিয়মাধীনে সাদরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবোপলক্ষে প্রাতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ প্রভু 'সজ্জনতোষণী' ১১শ খণ্ড হইতে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-লিখিত 'উৎসাহ' প্রবন্ধ; মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'নিশ্চয়', ও শ্রীপাদ গোস্বামীচরণ প্রভু 'ধৈর্য্য', 'তত্তৎকর্মপ্রবর্তন', 'সঙ্গত্যাগ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর 'সাধুস্তুতি' প্রবন্ধ পাঠ হইলে 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি' ও 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থ পারায়ণ হয়। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গীতাবলী কীর্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদেশে শ্রীভক্তি-বিনোদ-বিরহ-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে 'গোরুম-ভজনোপদেশ' শ্রীপাদ রাসতীর্থ প্রভু মূল গায়করূপে কীর্তন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত শ্রীনামহট্ট এবং বিরহ-সংখ্যা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধাবলী পঠিত হয়। 'গৌড়ীয়'সম্পাদক "শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-পুরী-কৃপা" সম্বন্ধে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। সভায় বহু সজ্জন, শ্রদ্ধালু ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভা ভঙ্গের পর সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রচারপ্রসঙ্গ

শ্রীহট্টে প্রচার—গত ২১-২৩শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত গৌড়ীয় মিশনের কতিপয় সেবক শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার সহরের স্থানীয় বাজার মহলের আগ্রহে ও উদ্যোগে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে সেবকবৃন্দ তদীয় বাসভবনে

শ্রীমদ্ভাগবতের আচরিত প্রেমধর্ম ও বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে হরিকথা কীর্তন করেন। গত ২৪শে, ২৬শে ও ২৮শে জুন তারিখে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন (বাড়ুইপাড়া), শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (জমিদার), ডাঃ চণ্ডীপ্রসাদ বসু মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। এতদ্ব্যতীত সেবকবৃন্দ অফিসার মহলের শ্রীযুক্ত জয়েশ রায়চৌধুরী E. A. C. (Assam), বিরজাকান্ত রায় বক্সিদার E.A.C., শৈলেন্দ্রকুমার কর S. D. C., মন্মথকুমার চৌধুরী S.D.C., জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (Munsiff), হরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত S. D. O. P. W. D., কেশবচন্দ্র কটকী Police Inspector, অমৃতচন্দ্র দাস Court S. I. প্রভৃতি শিক্ষিত সজ্জনবৃন্দের নিকট গুরুভক্তিমঠের স্বরূপ, আচার ও প্রচার সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা বহু হরিকথা কীর্তন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, গৌড়ীয়-মিশন ১৮৬০ সালের ২১ আইন-মতে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে তাহার হেড আফিস। সেক্রেটারী শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মিশনের প্রধান কার্য্যকর্ত্তা। সাধারণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, ভিক্ষা, চাঁদাদি প্রদান-কালে আদায়কারীর নিকট সেক্রেটারীর স্বাক্ষরযুক্ত আদেশপত্র ও রসিদ দেখিয়া লইবেন।

গৌড়ীয় মিশনের সদস্যবর্গ

ভ্রম-সংশোধন

'গৌড়ীয়' ১৮শ খণ্ড, ৪৭-৪৮শ সংখ্যা, ৭২৮ পৃষ্ঠা ৩৫শ পংক্তিতে ৩৫ সংখ্যক 'সদ্ব্যবহার' স্থলে 'সদ্ব্যবহার'; ৭৩০ পৃঃ 'বৃন্দাবন' পদ্যে ৪র্থ পং 'কালিন্দি' স্থলে 'কালিন্দী'; ৭৩১ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ১ম পং 'রসপুর' স্থলে 'রসপুর'; ২য় স্তম্ভ ৯ম পং 'অরা' স্থলে 'অরা'; ঐ ১৭শ পং 'প্রিয়সী' স্থলে 'প্রেয়সী'; ঐ ২৮শ পং 'পরশি' স্থলে 'পরশী'; ৭৩২ পৃঃ 'কৃষ্ণচন্দ্র' পদ্যে ১ম স্তম্ভ ১৩ পং 'নন্দ-নাম' স্থলে 'নন্দ-সেবা'; ঐ ২১ পং 'হইল' স্থলে 'সে হৈল'; ৭৩৩ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ২০শ পং 'ঘতেন্দ্র' স্থলে 'যতিন্দ্র' ৭৩৫ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ১০ম পং 'ভিত্তির' স্থলে 'ভীতির'; ৭৫৯ পৃঃ 'শ্রীগৌরচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ' পদ্যে ১ম শ্লোক ৩য় পং 'কলিতাবমরং' স্থলে 'কলিতাবমরং' হইবে।

৪৯তম সংখ্যায় ৭৬১ পৃঃ 'ভক্তভক্তিশিক্ষাগুরুরামের বাস্তব আদর্শ' (৩) প্রবন্ধের ১ম স্তম্ভ ১৭শ পং 'স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ' স্থলে 'স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ', ৭৬৪ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ২১শ পং 'To much familiarity breeds contempt' স্থলে 'Too much familiarity breeds contempt', হইবে।